



যজুর্ব্বেদ-সংহিতা।

[কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ—তৈত্তিরীয়-সংহিতা।]

প্রথমঃ কাণ্ডঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। প্রথমঃ প্রপাঠকঃ। প্রথমোঽনুবাকঃ।)

* * *

ভাষ্যানুক্রমণিকা।

* বাগীশাদ্যাঃ সুমনসঃ সর্ব্বার্থানামুপক্রমে।
যং নত্বা কৃতকৃত্যাঃ স্যুস্তং নমামি গজাননম্॥ ১॥
যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরম্॥ ২॥

ভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থসিদ্ধির নিমিত্ত বৃহস্পতি প্রমুখ দেবতাবৃন্দ প্রারম্ভে যে দেবতাকে বন্দনা করিয়া কৃতকৃতার্থ হয়েন, সেই গজাননকে আমি নমস্কার করি॥ ১॥

বেদসমূহ যাঁহার নিশ্বাস-স্বরূপ, যিনি বেদ-সমূহ হইতে অখিল জগৎকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, আমি সেই বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বরকে বন্দনা করিতেছি॥ ২॥

---

* গ্রন্থান্তরে অতিরিক্ত পাঠ; যথা,—

গজবদনমচিন্ত্যং তীক্ষ্ণদন্তং ত্রিনেত্রং বৃহদুদরবিশেষং ভূতরাজং পুরাণম্।
অমরবরসুপূজ্যং রক্তবর্ণং সুরেশং পশুপতিসুতমীশং বিঘ্নরাজং নমামি॥ ১॥
মূলাধারে চতুষ্পত্রে পদ্মকিঞ্জল্কশোভিতে। দাড়িমীকুসুমপ্রখ্যে তরুণাদিত্যসন্নিভে॥ ২॥
ভগাখ্যে কুণ্ডলীচক্রে পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্। অঙ্কুশং চাক্ষসূত্রং চ পাশপুস্তকধারিণীম্॥
মুক্তাহারসমাযুক্তাং দেবীং ধ্যায়েচ্চতুর্ভুজাম্॥ ৩॥

তৎকটাক্ষেণ তদ্রূপং দধদ্বুক্কমহীপতিঃ।
অন্বশান্মাধবাচার্য্যং বেদার্থস্য প্রকাশনে॥ ৩॥
* যে পূর্ব্বোত্তরমীমাংসে তে ব্যাখ্যায়াতিসংগ্রহাৎ।
কৃপালুর্ম্মাধবাচার্য্যো বেদার্থং বক্তুমুদ্যতঃ॥ ৪॥
ব্রাহ্মণং কল্পসূত্রে দ্বে মীমাংসাং ব্যাকৃতিং তথা।
উদাহৃত্যাথ তৈঃ সর্ব্বৈর্ব্বেদার্থঃ স্পষ্টমীর্য্যতে॥ ৫॥

ননু কোঽয়ং বেদো নাম কিং চ তল্লক্ষণং কে বা তস্য বিষয়সম্বন্ধপ্রয়োজনাধিকারিণঃ কথং বা তস্য প্রামাণ্যং ন খল্বেতস্মিন্সর্ব্বস্মিন্নসতি বেদো ব্যাখ্যানযোগ্যো ভবতি। অত্রোচ্যতে— ইষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্টপরিহারয়োরলৌকিকমুপায়ং যো গ্রন্থো বেদয়তি স বেদঃ। অলৌকিকপদেন প্রত্যক্ষানুমানে ব্যাবর্ত্ত্যেতে। অনুভূয়মানস্রক্চন্দনবনিতাদেরিষ্টপ্রাপ্তিহেতুত্বমৌষধসেবাদের-নিষ্টপরিহারহেতুত্বং চ প্রত্যক্ষতঃ সিদ্ধম্। স্বেনানুভবিষ্যমাণস্য পুরুষান্তরগতস্য চ তথাত্বমনু-

---

সেই মহেশ্বরের করুণাপ্রভাবে, তাঁহার স্বরূপ ধারণে অর্থাৎ মহেশ্বরতুল্য প্রভাবশালী হইয়া, মহীপতি বুক্ক, বেদার্থপ্রকাশের নিমিত্ত মাধবাচার্য্যকে (সায়ণাচার্য্যকে) আদেশ করেন॥ ৩॥

পূর্ব্ব-মীমাংসা, উত্তর-মীমাংসা প্রভৃতি অতি যত্নপূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিয়া, কৃপালু মাধবাচার্য্য বেদার্থ-প্রকাশে বিনিযুক্ত হইয়াছিলেন॥ ৪॥

ব্রাহ্মণ, কল্পসূত্র, মীমাংসাদ্বয় এবং ব্যাকৃতি প্রভৃতি উদাহরণাদি সহকারে ব্যাখ্যা করিয়া তৎসাহায্যে তিনি বেদসমূহের অর্থ স্পষ্টীকৃত করিয়াছিলেন॥ ৫॥

যদি বল—বেদ কি? তাহার লক্ষণই বা কি? তাহার বিষয় সম্বন্ধ প্রয়োজন অধিকারীই বা কে? তাহার প্রমাণ্যই বা কিরূপে সিদ্ধ হয়? এতৎসমুদায়ের অসদ্ভাবহেতু বেদ ব্যাখ্যানযোগ্য হইতে পারে না। এতদ্বিষয়ে প্রমাণ; যথা—ইষ্ট-প্রাপ্তির এবং অনিষ্ট-পরিহারের অলৌকিক উপায়-পরম্পরা যে গ্রন্থের দ্বারা সম্যক্ বিজ্ঞাপিত হয়, তাহাই বেদ। অলৌকিক পদে প্রত্যক্ষ ও অনুমান উভয়বিধ প্রমাণ অপেক্ষিত হয়। পরিদৃশ্যমান্ স্রক্চন্দনবনিতা প্রভৃতি হইতে যে ইষ্ট-প্রাপ্তি এবং ঔষধ-সেবনাদি দ্বারা যে অনিষ্ট-পরিহার, তাহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। স্বকীয় অনুভূয়মান্ অর্থাৎ অনুভূতিগম্য পুরুষান্তরগত যে ইষ্টপ্রাপ্তি এবং অনিষ্ট-পরিহার, তাহা

কপিলসটমুদঞ্চৎকর্ণমগ্নীন্দ্বিনাক্ষং বিবৃতবদনবিহ্বজ্জিহ্বমুৎফুল্লনাসম্।
অরিদরকরযুগ্মং যোগপট্টাঙ্গজানুস্থিতকরমরুণাঙ্ঘ্রিং শ্রীনৃসিংহং নতোঽস্মি॥ ৪॥
নমামি বিষ্ণুং বিবিধস্বরূপং সরস্বতীং চাপি তদীয়জিহ্বাম্।
ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধান্বিহুষো গুরূংশ্চ বোধায়নাচার্য্যপদদ্বয়ং চ॥ ৫॥

* গ্রন্থান্তরে অতিরিক্ত পাঠ; যথা,—

স প্রাহ নৃপতিং রাজন্সায়ণার্য্যো মমানুজঃ। সর্ব্বং বেত্ত্যেষ বেদানাং ব্যাখ্যাতৃত্বে নিযুজ্যতাম্॥১॥
ইত্যুক্তো মাধবার্য্যেণ বীরবুক্কমহীপতিঃ। অন্বশাৎ সায়ণাচার্য্যং বেদার্থস্য প্রকাশনে॥ ২॥

মানগম্যং। এবং তর্হি ভাবিজন্মগতসুখাদীনামপ্যনুমানগম্যতেতি চেৎ। ন। তদ্বিশেষস্যানবগমাৎ। ন খলু জ্যোতিষ্টোমাদিরিষ্টপ্রাপ্তিহেতুঃ কলঞ্জভক্ষণবর্জ্জনাদিরনিষ্টপরিহারহেতুরিত্যমুমর্থং বেদব্যতিরেকেণানুমানসহস্রেণাপি তার্কিকশিরোমণিরপ্যনুমাতুং শক্নোতি। তস্মাদলৌকিকোপায়বোধকো বেদ ইতি ন লক্ষণস্যাতিব্যাপ্তিঃ। অত এবোক্তম্—'প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বুধ্যতে। এনং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্বেদস্য বেদতা' ইতি॥

স এবোপায়ো বেদস্য বিষয়ঃ। তদ্বোধ এব প্রয়োজনং। তদ্বোধার্থী চাধিকারী। তেন সহোপকার্য্যোপকারকভাবঃ সম্বন্ধঃ। নন্বেবং সতি স্ত্রীশূদ্রসহিতাঃ সর্ব্বেঽধিকারিণঃ স্যুঃ। ইষ্টং মে ভবত্বনিষ্টং মে মা ভূদিত্যাশিষঃ সর্ব্বজনীনত্বাৎ। নৈবং। স্ত্রীশূদ্রয়োঃ সত্যুপায়বোধার্থিত্বে হেত্বন্তরেণ বেদাধিকারপ্রতিষেধাৎ। উপনীতস্যৈবাধ্যয়নাধিকারং ব্রুবন্ননুপনীতয়োস্তয়োর্ব্বেদাধ্যয়নমনিষ্টপ্রাপ্তিহেতুরিতি বোধয়তি। কথং তর্হি তয়োস্তদুপায়াবগমঃ। পুরাণাদিভিরিতি ব্রূমঃ। অত এবোক্তং—"স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা। ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতং" ইতি॥

তস্মাদুপনীতৈরেব ত্রৈবর্ণিকৈর্ব্বেদস্য সম্বন্ধঃ। তৎপ্রামাণ্যং তু বোধকত্বাৎ স্বত এব সিদ্ধং। পৌরুষেয়বাক্যং তু বোধকমপি সৎপুরুষগতভ্রান্তিমূলত্বসম্ভবাত্তৎপরিহারায় মূলপ্রমাণমপেক্ষতে

অনুমানসাপেক্ষ। এইরূপ, ভবিষ্য জন্মগত সুখাদি ভোগও অনুমানগম্য। কিন্তু তাহাও বলিতে পার না। কারণ, জ্যোতিষ্টোমাদি ইষ্টপ্রাপ্তি-হেতু এবং কলঞ্জভক্ষণাদি-বর্জন অনিষ্টপরিহার-মূলক—বেদের প্রমাণ ভিন্ন, সহস্র সহস্র অনুমানের দ্বারাও তার্কিক শিরোমণিও তাহা সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ নহেন। এইজন্য বেদ অলৌকিক উপায়বোধক ; কিন্তু তাহা লক্ষণের অতিব্যাপ্তি নহে। এইজন্যই উক্ত হইয়াছে—প্রত্যক্ষের এবং অনুমানের দ্বারা যাহার উপায় বা কারণ পরম্পরা বোধগম্য হয় না, বেদের দ্বারা তাহা জানিতে পারা যায় বলিয়াই বেদের বেদত্ব সুসিদ্ধ।

সেই উপায়-পরম্পরা নির্দ্ধারণই বেদের বিষয়ীভূত। বিষয়বোধজ্ঞানই বেদের প্রয়োজন। আর সেই জ্ঞানার্থীই অধিকারী। অধিকারীর সহিত তৎসমুদায়ের উপকার্য্যোপকারকভাব সম্বন্ধ। যদি বল,—এরূপ হইলে স্ত্রী শূদ্র সহিত সকলেই অধিকারী হইয়া পড়ে। কারণ, অনিষ্ট না হইয়া সকলেরই যাহাতে ইষ্ট সাধিত হয়—সকলেরই তাহাই কামনা। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কারণ, স্ত্রী ও শূদ্রের উপায়বোধসামর্থ্য থাকিলেও হেত্বন্তরের দ্বারা তাহাদের বেদাধিকার নিষিদ্ধ হইয়াছে। উপনীত ব্যক্তিরই অধ্যয়নে অধিকারের বিষয় সপ্রমাণ হয় ; কিন্তু স্ত্রী-শূদ্রাদি অনুপনীত বলিয়া বেদাধ্যয়ন তাহাদের পক্ষে অনিষ্টজনক বলিয়াই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং কিরূপে তাহাদের বেদজ্ঞান আয়ত্তীকৃত করা সম্ভবপর ! পুরাণাদিতেও এতৎসম্বন্ধে প্রমাণ বিদ্যমান। অতএব উক্ত হয়—"স্ত্রী শূদ্র এবং দ্বিজবন্ধু ইহাদের বেদে অধিকার নাই। বেদ ইহাদের শ্রুতিগোচর হওয়াও উচিত নহে। মুনিগণ কৃপাপূর্ব্বক এই বিধান নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই হেতু উপনীত ত্রিবর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরই বেদের সহিত সম্বন্ধ। বোধকত্ব-হেতু তাহার প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু পৌরুষেয় বাক্যেরও বোধকত্ব প্রতিপাদিত হয়। সৎপুরুষগত ভ্রান্তিমূলত্ব সম্ভাবনায় তৎপরিহার-কল্পে মূল প্রমাণের আবশ্যকতা উপলব্ধি

ন তু বেদস্তস্য নিত্যত্বেন বক্তৃদোষশঙ্কানুদয়াৎ। এতদেব জৈমিনিনা সূত্রিতং—"তৎপ্রমাণং বাদরায়ণস্যানপেক্ষিতত্বাৎ" (জৈ০ মী০ অ০ ১ পা০ ১ অ০৪ সূ০ ৫) ইতি। নন্বু বেদোঽপি কালিদাসাদিবাক্যবৎ পৌরুষেয় এব ব্রহ্মকার্য্যত্বশ্রবণাৎ। "ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাᳬসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত' ইতি শ্রুতেঃ। অত এব ভগবান্বাদরায়ণঃ 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' (ব্র০ সূ০ ১-১-৩) ইতি সূত্রে ব্রহ্মণো বেদকারণত্বমবোচৎ। নৈবং, শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং নিত্যত্বাবগমাৎ। 'বাচা বিরূপ নিত্যয়া" ইতি শ্রুতিঃ। 'অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা' ইতি স্মৃতিঃ। বাদরায়ণোঽপি দেবতাধিকরণে সূত্রয়ামাস 'অত এব চ নিত্যত্বং' (ব্র০ সূ০ ১-৩-২৯) ইতি। তর্হি পরস্পরবিরোধ ইতি চেৎ। ন। নিত্যত্বস্য ব্যাবহারিকত্বাৎ। সৃষ্টেরূর্দ্ধং সংহারাৎ পূর্ব্বং ব্যবহারকালঃ। তস্মিন্নুৎপাদবিনাশাদর্শনাৎ। কালাকাশাদয়ো যথা নিত্যা এবং বেদোঽপি ব্যবহারকালে কালিদাসাদিবাক্যবৎপুরুষবিরচিতত্বাভাবেন নিত্যঃ। আদিসৃষ্টৌ তু কালাকাশাদিবদেব ব্রহ্মণঃ সকাশাদ্বেদোৎপত্তিরাম্নায়তে। অতো বিষয়ভেদান্ন পরস্পরবিরোধঃ। ব্রহ্মণো নির্দ্দোষত্বেন বেদস্য বক্তৃদোষাসম্ভবাৎ স্বতঃ সিদ্ধং প্রামাণ্যং তদবস্থং। তস্মাল্লক্ষণপ্রমাণসদ্ভাবাদ্বিষয়প্রয়োজনসম্বন্ধাধিকারিসত্ত্বাচ্চ প্রামাণ্যস্য সুস্থিতত্বাদ্বেদো ব্যাখ্যাতব্য এব। যথোক্ত-

---

হইয়া থাকে। কিন্তু বেদ সম্বন্ধে তাহা হয় না। কারণ বেদ নিত্য। বক্তৃদোষাশঙ্কার অনুদয় হেতুও বেদের নিত্যত্ব সিদ্ধ। এতৎসম্বন্ধে সূত্র-গ্রন্থে জৈমিনি বলিয়াছেন,—'বাদরায়ণকে অপেক্ষা না করিলেও বেদ যে প্রামাণ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।' (জৈ০-সূ০-অ০ ১-পা ১-অ ৪-সূ ৫)॥ যদি বল---ব্রহ্মকার্য্য-শ্রবণ হেতু অর্থাৎ দৈবকার্য্যনিষ্পাদক বলিয়া, কালিদাসাদি বাক্যের ন্যায় বেদ পৌরুষেয়;—যেহেতু শ্রুতিতে 'ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে, ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত' প্রভৃতি বাক্য শ্রুতিতে পরিদৃষ্ট হয়। এই জন্য ভগবান বাদরায়ণ, তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' (ব্র০ সূ০ ১-১-৩) প্রভৃতি সূত্রে ব্রহ্মকেই বেদকারণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাহাও বলিতে পার না। কারণ, শ্রুতিস্মৃতির নিত্যত্ব স্বতঃসিদ্ধ। শ্রুতিতে 'বাচা বিরূপনিত্যয়া'; এবং স্মৃতিতে 'অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ংভুবা' প্রভৃতি বাক্য পরিদৃষ্ট হয়। বাদরায়ণও দেবতাধিকরণে সূত্র করিয়াছেন, —'অতএব চ নিত্যত্বম্' (ব্র০ সূ০ ১-৩-২৯)। এই সকল বাক্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয়। কিন্তু তাহাও বলিতে পার না। কারণ, ব্যবহারিকত্ব-হেতু নিত্যত্ব সিদ্ধ। সৃষ্টির পর হইতে সংহারের পূর্ব্ব পর্যন্ত ব্যবহারকাল। তাহাতে বেদের উৎপত্তি এবং বিনাশ পরিদৃষ্ট হয় না। কাল এবং আকাশাদি যেমন নিত্য, বেদও সেইরূপ ব্যবহারকালে, কালিদাসাদি-বাক্যবৎ পুরুষ-বিরচিত নহে বলিয়া নিত্য। আদি সৃষ্টিকালে, কাল এবং আকাশাদির ন্যায় বেদও ব্রহ্মসকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। অতএব বিষয়ভেদ বিবক্ষিত হইলেও পরস্পর-বিরোধ সিদ্ধ নহে। ব্রহ্ম—দোষহীন নির্দ্দোষ। বেদ তাঁহারই মুখনিঃসৃত। অতএব বক্তৃদোষেরও কোনও সম্ভাবনা নাই। অতএব বেদ স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃপ্রামাণ্য এবং ব্রহ্মবস্থিত। সুতরাং লক্ষণ ও প্রমাণ এবং বিষয় প্রয়োজন সম্বন্ধ ও অধিকারী প্রভৃতি সুসিদ্ধ হওয়ায়, বেদের প্রামাণ্য সুস্থিত হইল। অতএব বেদ যে ব্যাখ্যানযোগ্য, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সংশয় নাই। উক্ত বিষয়াদি সুসিদ্ধ

বিষয়াদিসম্ভাবমভিপ্রেত্য "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" ইত্যধ্যয়নং বিধীয়তে। পাঠমাত্রস্যাধ্যয়নশব্দবাচ্যত্বেনার্থাববোধস্যাবিহিতত্বাদ্বেদব্যাখ্যানপ্রসক্তমিতি চেৎ। ন। বিধের্ব্বোধপর্য্যবসায়িত্বাৎ। এতচ্চ ভট্টমতানুসারিভির্ব্বহুধা প্রপঞ্চিতং। আম্নায়তে চ—"যদধীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে। অনগ্নাবিব শুষ্কৈধো ন তজ্জ্বলতি কর্হিচিৎ॥" "স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূৎ। অধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোঽর্থং। যোঽর্থজ্ঞ ইৎ সকলং ভদ্রমশ্নুতে নাকমেতি জ্ঞানবিধূতপাপ্মা"॥ "ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ" ইতি। এবং তর্হি জ্ঞানস্য পৃথগ্বিধানাদধ্যয়নং তস্য পাঠমাত্রমিতি চেৎ। তস্তু নাম, বর্ণয়ন্তি চৈবমেব শাংকরদর্শনানুসারিণঃ। ক্রতুবিধিভিরেবানুষ্ঠানান্যথানুপপত্ত্যা বেদার্থজ্ঞানস্য প্রাপিতত্বান্নৈতদ্বিধেয়মিতি চেৎ। তর্হি তদ্বিধিবলাদ্বেদনমাত্রেণ স্বতন্ত্রং কিঞ্চিদপূর্ব্বমস্তু। শ্রূয়তে হ্যনুষ্ঠানজ্ঞানয়োঃ স্বতন্ত্রং পৃথক্‌ফলং—"সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি তরতি ব্রহ্মহত্যাং যোঽশ্বমেধেন যজতে য উ চৈনমেবং বেদ" ইতি। অল্পপ্রয়াসসাধ্যেন বেদনেন তৎসিদ্ধৌ বহ্বায়াসসাধ্যমনুষ্ঠানং ব্যর্থং স্যাদিতি চেন্ন। তরণীয়ায়া ব্রহ্মহত্যায়া মানসবাচিকত্বাদিভেদেন তারতম্যোপপত্তেঃ। মনসা সঙ্কল্পিতা বাচাঽভ্যনুজ্ঞাতা পরহস্তেন কারিতা স্বয়ংকৃতা পুনঃপুনঃ কৃতা চেত্যেবং তারতম্যেন ব্যবস্থিতা ব্রহ্মহত্যাঽনেকবিধা।

হইল বলিয়া, বেদাধ্যয়ন বিধি। কারণ—'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ' এইরূপ বিধি রহিয়াছে। কিন্তু যদি বল—পাঠমাত্র অধ্যয়ন-বাচ্য; তদ্দ্বারা অর্থাববোধ বিহিত হয় বলিয়া বেদের ব্যাখ্যা করা অপ্রশস্ত। কিন্তু বিধিবোধপর্য্যবসায়িত্ব হেতু তাহাও বলিতে পারা যায় না। ভট্টমতানুসারিগণ কর্তৃক এতদ্বিষয় বহুত্র সপ্রমাণ হইয়াছে। এতদ্বিষয়ে শাস্ত্রোক্তি; যথা—অধীত বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান না জন্মিলে তাহা কেবল শব্দমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। তাহা বিনাগ্নিতে শুষ্ককাষ্ঠ প্রজ্বালিত করিবার প্রচেষ্টার ন্যায়। তাহাতে যেমন কেহই সমর্থ হয় না; জ্ঞানহীন অধ্যয়নেও সেইরূপ কোনও ফলোদয় হয় না। ভারহীন শকট যেমন বৃথা; বেদ অধ্যয়ন করিয়া তাহার অর্থজ্ঞান না হওয়াও তদ্রূপ। আর যিনি বেদার্থে অভিজ্ঞ, তাঁহার অধ্যয়ন সফল, তিনি সর্ব্বমঙ্গল প্রাপ্ত হন। বেদ-জ্ঞানের দ্বারা পাপ বিধৌত হইলে মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। নিষ্কারণ-ধর্ম্ম ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করা এবং তৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে, জ্ঞানকে পৃথক রাখিয়া বেদ অধ্যয়ন করা পাঠমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। শাঙ্করদর্শনের অনুসারিগণ বেদকে 'তস্তু নাম' ইত্যাদি রূপে বর্ণন করেন। কিন্তু যজ্ঞের বিধি-সমূহের অনুসারী যে অনুষ্ঠান, তদন্যথায় সিদ্ধ হয় না। তাই বেদার্থজ্ঞান না জন্মিলে তদনুষ্ঠান বিধেয় নহে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিধিবল-হেতু উচ্চারণ-মাত্রে স্বতন্ত্র কোনও বিষয় সূচিত হয়। তাই অনুষ্ঠানজ্ঞানের স্বতন্ত্র পৃথক ফলের বিষয় শ্রুত হইয়াছে; যথা,—যাঁহার অনুষ্ঠানজ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনি সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হন; এমন কি, অশ্বমেধ দ্বারা যজ্ঞ করিলে ব্রহ্মহত্যা পাতকও নষ্ট হয়। সুতরাং যদি বলিতে চাও—অল্পপ্রয়াসসাধ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা যদি তাহা সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে কি বহু আয়াসসাধ্য অনুষ্ঠানে তাহা ব্যর্থ হইবে? কিন্তু তাহাও বলিতে পার না। কারণ, মানস ও বাচিক ভেদে তরণীয় ব্রহ্মহত্যার তারতম্য প্রখ্যাপিত হয়। ব্রহ্মহত্যা বহুবিধ। মনের দ্বারা সঙ্কল্পিত, বাক্যের দ্বারা অনুজ্ঞাত, অপরের দ্বারা কৃত, স্বয়ংকৃত, পুনঃপুনঃ কৃত—

অতস্তত্তরণমপ্যনেকবিধং, যথা স্বর্গো বহুবিধস্তদ্বৎ। "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ" "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত" "জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদ্যুচ্চাবচকর্ম্মণামেকবিধফলাসম্ভবাৎ স্বর্গো বহুবিধঃ। যত্তু কর্ম্মানুষ্ঠানকালীনং বেদনং তৎকর্ম্মফল এবাতিশয়ং জনয়তি। "উভৌ কুরুতো যশ্চৈতদেবং বেদ যশ্চ ন বেদ" ইতি বিদ্বদবিদ্বৎপ্রয়োগৌ প্রকৃত্য "যদেব বিদ্যয়া করোতি তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি" ইত্যাম্নানাৎ। অঙ্গোপাস্তিবিষয়মেতদ্বাক্যমিতি চেৎ। ন। ন্যায়স্য সমানত্বাৎ। অস্তি হ্যস্যার্থস্যোপোদ্বলকং লিঙ্গং। প্রজাপতিঃ কিল সোমযাগেভ্যোঽর্ব্বাচীনানগ্নিহোত্রপৌর্ণমাস্যামাবাস্যনামকান্ পরস্পরমুচ্চাবচান্ যজ্ঞান্ সসর্জ। সোমযাগাংশ্চাগ্নিহোত্রাদিভ্যঃ শ্রেষ্ঠানগ্নিষ্টোমোক্থ্যাতিরাত্রনামকান্ পরস্পরমুচ্চাবচান্ সৃষ্ট্বা প্রথমসৃষ্টেষ্বগ্নিহোত্রাদিষ্বভিমানবিশেষেণ বর্গদ্বয়ং তুলয়োন্নিনীত। এবং বৃত্তান্তং জানতোঽগ্নিহোত্রাদিভিরগ্নিষ্টোমাদিফলং ভবতি। তথা চ ব্রাহ্মণমাম্নায়তে—প্রজাপতির্যজ্ঞানসৃজতাগ্নিহোত্রং চাগ্নিষ্টোমং চ পৌর্ণমাসীং চোক্থ্যং চামাবাস্যাং চাতিরাত্রং চ তানুদমিমীত যাবদগ্নিহোত্রমাসীত্তাবানগ্নিষ্টোমো যাবতী পৌর্ণমাসী তাবানুক্থ্যো যাবত্যমাবাস্যা তবানতিরাত্রো য এবং

ইত্যাদি তারতম্যে ব্যবস্থারও তারতম্য আছে। স্বর্গ যেমন বহুবিধ, তেমনি ব্রহ্মহত্যাপাতক হইতে নির্ম্মুক্তিলাভ বহুরূপে কল্পিত। 'স্বর্গকাম ব্যক্তি অগ্নিহোত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে', 'স্বর্গকাম ব্যক্তি দর্শপূর্ণমাস যাগসমূহের অনুষ্ঠান করিবে', 'স্বর্গকাম ব্যক্তি জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ সম্পন্ন করিবে'—ইত্যাদি বাক্যে উচ্চাচ্চ কর্ম্মের দ্বারা একবিধ ফল প্রাপ্তি অসম্ভব বলিয়া স্বর্গের বহুবিধত্ব সূচিত হয়। অপিচ, কর্ম্মানুষ্ঠানকালে যে বেদন বা জ্ঞান হয়, সেই কর্ম্মের ফল অতিশয়িতরূপে উপজিত হইয়া থাকে। 'উভৌ কুরুতো যশ্চৈতদেবং বেদ যশ্চ ন বেদ'—ইত্যাদি বাক্য বেদাভিজ্ঞ এবং বেদে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ পর্য্যায়ক্রমে বলিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যথার্থজ্ঞানে যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই অধিকতর বীর্য্যসম্পন্ন হইয়া থাকে। মনীষিগণের ইহাই অভিমত। প্রশ্ন করিতে পার—অঙ্গ উপাস্তি প্রভৃতি ইহার বিষয়ীভূত হইতে পারে না কি? উত্তরে বলিব—'না, তাহা হইতে পারে না।' কারণ—ন্যায়ের সমানত্বই তাহার হেতু। পূর্ব্বোক্ত বাক্যাদির অর্থোপলব্ধি বিষয়ে উদ্বলক লিঙ্গাদিও বিষয়ীভূত বলিয়া মনে করিতে হইবে। প্রজাপতি প্রথমে সোমযাগ অগ্নিহোত্র পৌর্ণমাস আমাবাস্য প্রভৃতি নামক পরস্পর উচ্চাবচ যজ্ঞাদি সৃষ্টি করেন। তার পর সোমযাগ ও অগ্নিহোত্রাদি শ্রেষ্ঠতর অগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, অতিরাত্র প্রভৃতি ক্রমানুসারে পরস্পর উচ্চাচ্চ যাগসমূহের সৃষ্টি করিয়া প্রথম-সৃষ্ট অগ্নিহোত্রাদি যাগে অভিমান-বিশেষের দ্বারা উভয় বর্গকে তুলিত করিয়া ব্যবস্থিত করিয়াছিলেন। এই বৃত্তান্ত যিনি অবগত আছেন, তিনি তাঁহার অনুষ্ঠিত অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞে অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তৎসম্বন্ধে ব্রাহ্মণে সূত্রিত হইয়াছে; যথা,—'প্রজাপতি অগ্নিহোত্র, অগ্নিষ্টোম, পৌর্ণমাস, উক্থ্য-আমাবাস্য, অতিরাত্র প্রভৃতি যজ্ঞসমূহকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যেমন অগ্নিহোত্র, সেইরূপ অগ্নিষ্টোম; যেমন পৌর্ণমাসী, সেইরূপ উক্থ্য; আমাবাস্য যেরূপ, অতিরাত্রও সেই প্রকার। বিদ্বজ্জন অগ্নিহোত্র-যাগে অগ্নিষ্টোমের ফল অধিগত করিতে পারেন এবং অপরকেও সেইরূপ ফল প্রদানে সমর্থ হয়েন। এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন জন পৌর্ণমাস যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, উক্থ্যের দ্বারা সেই ফল লাভ করিয়া থাকেন। জ্ঞান-

বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি যাবদগ্নিষ্টোমেনোপাপ্নোতি তাবদুপাপ্নোতি য এবং বিদ্বান্ পৌর্ণমাসীং যজতে যাবদুকথেনোপাপ্নোতি য এবং বিদ্বানমাবাস্যাং যজতে যাবদতিরাত্রেণোপাপ্নোতি তাবদুপাপ্নোতি" ইতি। তদেতদ্বেদনস্য সর্ব্বত্র স্বতন্ত্রফলত্বে লিঙ্গং। কিং চ তত্তদ্বিদ্বিসমীপে "য এবং বেদ" ইতি বচনানি বেদনাদেব ফলং ব্রুবতে। তন্ত্বর্থবাদ ইতি চেৎ। তস্ত নাম, সহানহ এবৈতমপরাধং তেষাং বচনানাং বিধেয়ার্থপ্রশংসাপরত্বাৎ। তর্হি যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থ ইতি ন্যায়েন স্বার্থে প্রামাণ্যং নাস্তীতি চেন্ন। মহাতাৎপর্য্যস্য বিধেয়বিষয়ত্বেঽপ্যবান্তরতাৎপর্য্যস্য স্বার্থবিষয়ত্বানিবারণাৎ। 'গ্রাবাণঃ প্লবন্তে' ইত্যর্থবাদস্যাপি স্বার্থে প্রামাণ্যং প্রসজ্যেতেতি চেন্ন। প্রমাণান্তরবাধিতত্বাৎ। "দ্বিঃ সম্বৎসরস্য সস্যং পচ্যতে" ইত্যাদ্যর্থবাদস্য তু বাধাভাবেঽপ্যনুবাদত্বান্ন স্বার্থে প্রামাণ্যং। বেদনফলবচনানি তু নানুবাদকানি। নাপি বাধ্যানি। তস্মাদর্থবাদত্বেঽপ্যস্ত্যেষাং স্বার্থে প্রামাণ্যং। অন্যথা মন্ত্রার্থবাদাদিভ্যো দেবানাং বিগ্রহাদিমত্ত্বং ন সিধ্যেৎ। অতএবোক্তং—

"বিরোধে গুণাবাদঃ স্যাদনুবাদোঽবধারিতে। ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাদর্থবাদস্ত্রিধা মতঃ" ইতি॥

কিং বহুনা বিস্তরেণ এবাবশ্যং বেদনমাত্রাদপূর্ব্বমতো বেদনায় বেদো ব্যাখ্যায়তে। যোঽয়ং বিষয়রূপ ইষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্টপরিহারোপায়ঃ সামান্যতো নির্দ্দিষ্টঃ স বিশেষেণ স্পষ্টী ক্রিয়তে॥ বেদস্তাবৎকাণ্ডদ্বয়াত্মকঃ। তত্র পূর্ব্বত্র কাণ্ডে নিত্যনৈমিত্তিককাম্যনিষিদ্ধরূপং চতুর্ব্বিধং কর্ম্ম

সম্পন্ন ব্যক্তি অমাবাস্যার অনুষ্ঠানে অতিরাত্রের ফল স্বয়ং প্রাপ্ত হন এবং অপরকে সে যজ্ঞের অংশভাগী করিয়া থাকেন। ইত্যাদি। এইরূপ বেদনার বা ফলসিদ্ধত্ব-জ্ঞানের স্বতন্ত্র ফল সর্ব্বত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই ফলসিদ্ধত্ব-হেতু লিঙ্গত্ব সিদ্ধ; অপিচ তত্তদ্বিদ্বিসমীপে 'য এবং বেদ' ইত্যাদি বচন-সমূহের বিজ্ঞান হইতে ফল শ্রুত হয়। সে সকল যদি অর্থবাদ হয়—এরূপ আশঙ্কাও হইতে পারে। এস্থলে নাম কল্পনা করিয়া লইলে, বিধেয়ার্থের প্রশংসাপরত্ব-হেতু অর্থাৎ যথার্থ অর্থের শ্রেষ্ঠত্ব নিবন্ধন, অজ্ঞানজনিত ঐ সকল বচনের অন্যার্থ-প্রকাশ অপরাধজনক বলিয়া স্বীকৃত হয়। সেইজন্য 'যাহা পর শব্দ তাহাই শব্দার্থ' এই ন্যায়ে স্বার্থে প্রামাণ্য স্বীকৃত হইতে পারে না। কিন্তু তাহাও বলিতে পারা যায় না। কারণ, তাহাতে প্রমাণান্তর বাধিত হয়। 'দ্বিঃ সংবৎসরস্য সস্যং পচ্যতে' অর্থাৎ দুই বৎসরের শস্য নষ্ট হইতেছে প্রভৃতি বাক্যের যে অর্থবাদ, তাহাতে বাধার অভাব না হইলেও অনুবাদত্ব-হেতু স্বার্থে প্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না। বেদনফল যে বচন-সমূহ, তাহাও অনুবাদক নহে। অর্থবোধেও তাহাতে কোনও বিঘ্ন ঘটে না। অতএব অর্থবাদত্ব বিদ্যমান থাকিলেও প্রকৃত-পক্ষে স্বার্থে প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। নচেৎ, মন্ত্রার্থবাদাদি হইতে দেবতাদির বিগ্রহাদিমত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। এতৎসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—'বিরোধ-ক্ষেত্রে গুণবাদ, আর নিশ্চিত-পক্ষে অনুবাদ সিদ্ধ। ভূতার্থবাদ এবং তাহা হইতে অর্থবাদ—এই ত্রিবিধ মত স্বীকৃত হয়।

বহুভাবে বিদ্যমান হেতু এবং বেদনমাত্র হইতে অপূর্ব্ব মত বেদনজন্য বেদের ব্যাখ্যা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইষ্টপ্রাপ্তি এবং অনিষ্ট-পরিহারোপায়—বেদের যে বিষয়-পরম্পরা সামান্যতঃ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তৎসমুদায় এক্ষণে স্পষ্টীকৃত হইতেছে। বেদসমূহ কাণ্ডদ্বয়াত্মক। পূর্ব্ব কাণ্ডের প্রতিপাদ্য—নিত্য, নৈমিত্তিক, জন্য ও নিষিদ্ধ এই চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম। দৃষ্টান্ত যথা,—নিয়ত নিমিত্ত

প্রতিপাদ্যং। "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" ইত্যাদিকং নিত্যং তস্য নিয়তনিমিত্তত্বাৎ। "যস্য গৃহান্দহত্যগ্নয়ে ক্ষামবতে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেৎ" ইত্যাদি নৈমিত্তিকং তস্যা-নিয়তনিমিত্তত্বাৎ। "চিত্রয়া যজেত পশুকামঃ" ইত্যাদি কাম্যং 'তস্মান্মলবদ্বাসসা ন সংবদেত ন সহাংসীত" ইত্যাদি নিষিদ্ধং। তেষু নিত্যনৈমিত্তিকানুষ্ঠানেন তদকরণে প্রত্যবায়রূপ-মনিষ্টং পরিহ্রিয়তে। স চ প্রত্যবায়ো যাজ্ঞবল্ক্যেন স্মর্য্যতে—"বিহিতস্যাননুষ্ঠানান্নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ। অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি" ইতি॥

যাবজ্জীবাদিবাক্যেষ্বনুক্তোঽপ্যবর্জ্জনীয়তয়া স্বাভীষ্টঃ স্বর্গঃ প্রাপ্যতে। তথা চাঽপস্তম্বঃ— "তদ্যথাঽম্রে ফলার্থে নিমিত্তে ছায়াগন্ধাবনূৎপদ্যেতে এবং ধর্ম্মমপি চর্য্যমাণমর্থা অনুৎপদ্যন্তে" ইতি। কাম্যস্যেষ্টফলহেতুত্বং তদ্বিধিবাক্যে স্পষ্টমেব। ইষ্টবিঘাতরূপমনিষ্টং চার্থাৎপরিহ্রিয়তে। নিষিদ্ধবর্জ্জনাচ্চ রাগপ্রাপ্তানুষ্ঠানজন্যো নরকঃ পরিহ্রিয়তে। ন কেবলং নিত্যনৈমিত্তিকাভ্যা-মানুষঙ্গিকস্বর্গপ্রাপ্তিঃ কিং তু ধীশুদ্ধ্যা বিবিদিষোৎপাদনদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানহেতুত্বমপি তয়োরস্তি। তথা চ বাজসনেয়িনঃ সমামনন্তি—"তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন" ইতি। এবং তর্হি পূর্ব্বকাণ্ড এবাশেষপুরুষার্থসিদ্ধেঃ কৃতমুত্তরকাণ্ডেনেতি চেন্ন। অপুনরাবৃত্তিলক্ষণস্যাঽত্যন্তিকপুরুষার্থস্য তত্রাসিদ্ধেঃ। অত এবাঽথর্ব্বণিকাঃ কর্ম্মিণো দক্ষিণমার্গেণ চন্দ্রপ্রাপ্তিং পুনরাবৃত্তিং চাঽমনন্তি—'স সোমলোকে বিভূতিমনুভূয়

জন্য 'জীবনকাল পর্য্যন্ত অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিবে' ইত্যাদি নিত্য। অনিয়ত নিমিত্ত বলিয়া "যস্য গৃহান্দহত্যগ্নয়ে ক্ষামবতে পুরোডাশমষ্টকপালং নির্ব্বপেৎ" ইত্যাদি নৈমিত্তিক। 'চিত্রয়া যজেত পশুকামঃ' ইত্যাদি জন্য। 'তস্মান্মলবদ্বাসসা ন সংবদেত ন সহাংসীত' ইত্যাদি নিষিদ্ধ। নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত করণীয়-সমূহের অননুষ্ঠানজনিত প্রত্যবায়রূপ অনিষ্ট নষ্ট হয়। সেই প্রত্যবায়-সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি; যথা,—'বিহিত কর্ম্মের অননুষ্ঠান, নিন্দিত কর্ম্মের সেবন, ইন্দ্রিয়সমূহের অনিগ্রহ প্রভৃতি মানুষের পতনের হেতুভূত।'

'যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি' প্রভৃতি বাক্যে বর্জ্জনীয় বিষয়াদি অনুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু সেই অনুক্ত বর্জ্জনীয়াদি বর্জ্জনে অনুষ্ঠাতা আপনার অভীষ্ট স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সেই হেতু আপস্তম্ব বলিয়াছেন,—"তদ্যথা আম্রে ফলার্থে নিমিত্তে ছায়াগন্ধাবনুৎপদ্যেতে এবং ধর্ম্মমপি চর্য্যমাণমর্থা অনুৎপদ্যন্তে।" ইত্যাদি। কাম্য-বিষয়ের ইষ্টফলহেতুত্ব সেই বিধিবাক্যেই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। ইষ্টব্যাঘাতরূপ যে অনিষ্ট, তাহা অর্থ হইতে পরিক্ষীণ হয়। নিষিদ্ধবর্জ্জন হেতু রাগপ্রাপ্ত অনুষ্ঠানের জন্য নরক ভোগ হয় না। কেবল যে নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের আনুষঙ্গিক স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, তাহা নহে; পরন্তু বিশুদ্ধা ধী শক্তি এবং বিজ্ঞানোৎপাদন দ্বারা পূর্ব্বোক্ত নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠান ব্রহ্মজ্ঞানের হেতুভূত হইয়া থাকে। এইজন্যই বাজসনেয়িগণ বলিয়াছেন,—'বেদানুসারী মন্ত্র-সমূহের অনুসরণে যজ্ঞ, দান তপ এবং অনাশক দ্বারা ব্রাহ্মণগণ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বকাণ্ডে অশেষ পুরুষার্থসিদ্ধ হইলে, উত্তরকাণ্ডে তাহা হয় না বলিতে হইবে? কিন্তু তাহাও বলিতে পার না। কারণ, তাহাতে সেস্থলে অপুনরাবৃত্তি-লক্ষণের আত্যন্তিক পুরুষার্থ অসিদ্ধ হয়। আথর্ব্বণিকেরা কর্ম্মীর দক্ষিণমার্গের দ্বারা চন্দ্রপ্রাপ্তি এবং পুনরাবৃত্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—'সে সোমলোকের বিভূতিসমূহ অনুভূতি

পুনরাবর্ত্ততে” ইতি। অত উত্তরকাণ্ডস্তদর্থকো দ্রষ্টব্যঃ। আত্যন্তিকপুরুষার্থশ্চ দ্বিবিধঃ সদ্যোমুক্তিঃ ক্রমমুক্তিশ্চেতি। বর্ত্তমানদেহপাতানন্তরমেব সিধ্যতি সদ্যোমুক্তিঃ। উত্তরমার্গেণ গত্বা ব্রহ্মলোকে চিরং ভোগাননুভূয় তত্রোৎপন্নজ্ঞানস্য ব্রহ্মলোকাবসানে সিধ্যতি ক্রমমুক্তিঃ। তস্মাদুত্তরকাণ্ডে ব্রহ্মোপদেশো ব্রহ্মোপাস্তিশ্চেত্যুভয়ং প্রতিপাদ্যতে। ব্রহ্মোপাস্তিপ্রসঙ্গেন ব্রহ্মদৃষ্ট্যা প্রতীকমুপাস্যত্বেন সাংসারিকফলকামিনমুদ্দিশ্য প্রতিপাদ্যতে। ব্রহ্মোপাসকপ্রতীকো-পাসকয়োঃ সমানেঽপ্যুত্তরমার্গে প্রতীকোপাসকস্য বিদ্যুল্লোকাদূর্দ্ধং ব্রহ্মলোকগমনাভাবেন ক্রমমুক্তেরপ্যসিদ্ধত্বাদস্তি পুনরাবৃত্তিঃ। এতচ্চ ‘অপ্রতীকালম্বনান্নয়তি” (ব্র০ সূ০ ৪।৩।১৫) ইত্যধিকরণে দ্রষ্টব্যং। নন্বস্ত্বেবং পূর্ব্বোত্তরকাণ্ডয়োর্ব্বিষয়বিশেষঃ প্রয়োজনবিশেষশ্চ তথাঽপি পূর্ব্বকাণ্ডস্যাঽদৌ কর্ম্মান্তরং পরিত্যজ্য দর্শপূর্ণমাসেষ্টিরেব কুতঃ প্রতিপাদ্যত ইতি চেৎ। প্রকৃতিত্বান্নিরপেক্ষত্বাচ্চেতি ব্রূমঃ। প্রকর্ষেণাঙ্গোপদেশো যত্র ক্রিয়তে সা প্রকৃতিঃ। কৃৎস্নাঙ্গ-বিষয়ত্বমুপদেশস্য প্রকর্ষঃ। বিকৃতিষু তু বিশেষাঙ্গোপদেশ এব ক্রিয়তে। অঙ্গান্তরাণি তু প্রকৃতে-রতিদিশ্যন্তে। অতোঽতিদেশস্য প্রকর্ষাভাবঃ। প্রকৃতিস্ত্রিবিধা—অগ্নিহোত্রমিষ্টিঃ সোমশ্চেতি। ত্রিষ্বপ্যেতেষ্বন্যনৈরপেক্ষ্যেণ স্বাঙ্গজাতং সর্ব্বমুপদিষ্টং। তত্র সোমযাগস্য স্বরূপেণান্যনৈরপেক্ষ্যেঽ-প্যঙ্গেষু দীক্ষণীয়াপ্রায়ণীযাদিষু দর্শপূর্ণমাসাপেক্ষত্বান্ন পূর্ব্বভাবিত্বং যুক্তং। ইষ্টেস্তু সোমযাগ-

---

করিয়া পুনরায় আবর্ত্তিত হয়।’ ইত্যাদি। অতএব উত্তরকাণ্ডে তাহারই অর্থজ্ঞাপক বিষয়-পরম্পরা পরিদৃষ্ট হইবে। আত্যন্তিক-পুরুষার্থ দ্বিবিধ—সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি। বর্ত্তমানদেহ-পাতানন্তর সদ্যোমুক্তি সিদ্ধ হয়। তার পর উত্তরমার্গে গমন করিয়া ব্রহ্মলোকে স্থিতি। সেখানে চিরকাল ভোগ্যসমূহ ভোগ করিয়া ব্রহ্মলোকাবস্থানে তত্রোৎপন্ন জ্ঞানে ক্রমমুক্তি সিদ্ধ হয়। এইজন্য উত্তরকাণ্ডে ব্রহ্মোপদেশ এবং ব্রহ্মোপাস্তি এই দ্বিবিধ বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্মোপাস্তি প্রসঙ্গে ব্রহ্মদৃষ্ট প্রতীকোপাসনা সাংসারিক ফলকামনাকারীকে লক্ষ্য করিয়াই প্রতিপাদিত। ব্রহ্মোপাসক এবং প্রতীকোপাসক উভয়ই তুল্য। কিন্তু তাহা হইলেও উত্তরমার্গে প্রতীকোপাসকের বিদ্যুল্লোকের ঊর্দ্ধে ব্রহ্মলোকে গমনাভাব-হেতু ক্রমমুক্তির অসম্ভাব হয়। সেইজন্য তাহাদের পুনরাবৃত্তি ঘটে। “অপ্রতীকালম্বনান্নয়তি” ইত্যাদি অধিকরণে এতদ্বিষয় দৃষ্ট হইবে (ব্র সূ০ ৪।৩।১৫)। যদি বল, পূর্ব্ব ও উত্তর উভয় কাণ্ডের বিষয়বিশেষ এবং প্রয়োজনবিশেষ যদিও একইরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন, তথাপি পূর্ব্বকাণ্ডের আদিতে কর্ম্মান্তর পরিত্যাগ করিয়া দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞ কিরূপে প্রতিপাদিত হইতে পারে? উত্তরে বলিব—প্রকৃতিত্ব এবং নিরপেক্ষত্ব ইহার কারণ। প্রকৃষ্টরূপে অঙ্গোপদেশ যাহাতে সমাহিত হয়, তাহাই প্রকৃতি। কৃৎস্ন অঙ্গ-বিষয়ত্ব—উপদেশে প্রশস্ত বা প্রকৃষ্ট পন্থা। বিকৃতিতেও বিশেষাঙ্গের উপদেশ কর্ত্তব্য। প্রকৃতির অঙ্গান্তর-সমূহও অতিদিষ্ট হয়। অতএব অতিদেশের প্রকর্ষাভাব সিদ্ধ হইল। প্রকৃতি ত্রিবিধ—অগ্নিহোত্র, ইষ্টি এবং সোম। ত্রিবিধ প্রকৃতিতেই অন্যনৈরপেক্ষত্ব-হেতু স্ব স্ব অঙ্গজাত সর্ব্ববিধ বিষয়ের উপদেশই কর্ত্তব্য। সেস্থলে সোমযাগের স্ব-স্বরূপ অঙ্গসমূহে, যখন অন্য কোনও অঙ্গের অপেক্ষা বর্ত্তমান থাকে না; তখন দীক্ষণীয়া প্রায়ণীয়া প্রভৃতিতে দর্শপূর্ণমাসের অপেক্ষত্ব-হেতু তাহার পূর্ব্বভাব্বিত্ব অর্থাৎ দর্শপূর্ণমাসের প্রথম অনুষ্ঠান কদাচ যুক্তিযুক্ত নহে। ইষ্টযাগেও

নিরপেক্ষত্বাৎ সোমাৎ প্রাচীনত্বং যুক্তং। যদ্যপ্যগ্নিহোত্রস্য স্বরূপেঽঙ্গেষু বা নান্যাপেক্ষা তথাঽপ্যগ্নিসিদ্ধ্যপেক্ষত্বাদাহবনীয়াদ্যগ্নীনাং চ পাবমানেষ্টিসাধ্যত্বাৎ পাবমানেষ্টীনাং চ দর্শপূর্ণমাস-বিকৃতিত্বাৎ পরম্পরয়াঽগ্নিহোত্রস্য দর্শপূর্ণমাসাপেক্ষাঽস্তীতি প্রথমভাবিত্বং ন যুক্তং। দর্শপূর্ণ-মাসয়োরপ্যগ্নিসাধ্যত্বাদগ্নিসাধকমাধানং প্রথমতো বক্তব্যমিতি চেন্নৈবং। নাঽধানমাত্রেণাগ্নয়ঃ সিধ্যন্তি কিং তু পবমানেষ্টিভিরপি। তাশ্চেষ্টয়ো দর্শপূর্ণমাসবিকৃতিত্বাৎসাক্ষাদেব দর্শপূর্ণমাসাব-পেক্ষন্তে। দর্শপূর্ণমাসৌ ত্বগ্নিয়োনিদ্বারা পবমানেষ্টিসাপেক্ষাবপি ন সাক্ষাৎপবমানেষ্টীরপেক্ষেতে। অতো নিরপেক্ষত্বাদ্দর্শপূর্ণমাসেষ্টিরেব প্রথমং বক্তব্যা। ঋগ্বেদসামবেদয়োরাদৌ দর্শপূর্ণমাসেষ্টির-নাম্নাতেতি চেদ্বাঢ়ং। যজুর্ব্বেদমপেক্ষ্য দর্শপূর্ণমাসয়োরাদিত্বমুক্তং কর্ম্মকাণ্ডবিষয়ে যজুর্ব্বেদস্যৈব প্রধানত্বাৎ। আনুপূর্ব্ব্যাৎ কর্ম্মণাং স্বরূপং যজুর্ব্বেদে সমাম্নাতং। তত্র তত্র বিশেষাপেক্ষায়াম-পেক্ষিতা যাজ্যানুবাক্যাদয় ঋগ্বেদে সমাম্নায়ন্তে। স্তোত্রাদীনি তু সামবেদে। তথা সতি ভিত্তিস্থানীয়ো যজুর্ব্বেদশ্চিত্রস্থানীয়াবিতরৌ। তস্মাৎ কর্ম্মসু যজুর্ব্বেদস্যৈব প্রাধান্যং। তস্মিংশ্চ দর্শপূর্ণমাসেষ্টিরাদৌ সমাম্নাতা। যদ্যপি মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মকো বেদস্তথাঽপি ব্রাহ্মণস্য মন্ত্রব্যাখ্যান-রূপত্বান্মন্ত্রা এবাঽদৌ সমাম্নাতাঃ। তে চ ত্রিবিধা ঋচঃ সামানি যজূংষি চেতি। তত্র যজুষামধ্বর্য্যুবেদে বহুলত্বাৎক্বচিদৃচাং সদ্ভাবেঽপি যজুর্ব্বেদ ইত্যেবাঽখ্যায়তে। অধ্বর্য্যুবেদত্বং

সোমযাগ অপেক্ষিত হয় না; সুতরাং ইষ্টেরই প্রাচীনত্ব অর্থাৎ পূর্ব্বত্ব যুক্তিসিদ্ধ। যদিও অগ্নি-হোত্র-যাগের স্ব-স্বরূপ অঙ্গ-সমূহের সম্পাদনে, অন্য কোনও অঙ্গের অপেক্ষা থাকে না; কিন্তু তথাপি অগ্নিসিদ্ধি অপেক্ষিত হয় বলিয়া আহবনীয়াদি অগ্নির, পবমানেষ্টি সাধ্যত্ব-হেতু পবমান ইষ্টির, দর্শপূর্ণমাসের বিকৃতিত্ব-হেতু তৎপরম্পরা অগ্নিহোত্রেষ্টিতে দর্শপূর্ণমাস ইষ্টির অপেক্ষা থাকিলেও, তাহাদের পূর্ব্বভাবিত্ব অর্থাৎ প্রথমানুষ্ঠান কদাচ যুক্তিসিদ্ধ নহে। যদি বল,—দর্শপূর্ণ-মাস যাগেও অগ্নি সাধ্য; সেইজন্য অগ্নিসাধক আধান প্রথম বক্তব্য। কিন্তু তাহাও হইতে পারে না। কেন-না, আধানমাত্রেই অগ্নির সাধক নহে। পবমানেষ্টি সম্বন্ধেও তাহাই বক্তব্য। পূর্ব্বোক্ত অষ্টবিধ যজ্ঞে দর্শপূর্ণমাসের বিকৃতি-হেতু দর্শপূর্ণমাসই অপেক্ষিত হয়। অতএব নিরপেক্ষত্ব-হেতু দর্শপূর্ণমাসেষ্টিই প্রথম বক্তব্য। ঋগ্বেদের এবং সামবেদের আদিতে দর্শপূর্ণমাস আম্নাত হয় না, ইহা সত্য। কিন্তু যজুর্ব্বেদ-অপেক্ষিত দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞের আদিমত্ব বা মুখ্যত্ব কীর্ত্তিত হয়; যেহেতু, কর্ম্মকাণ্ডবিষয়ে যজুর্ব্বেদই প্রধান। যজুর্ব্বেদে কর্ম্মসমূহের স্বরূপ আনুপূর্ব্বিক সমাম্নাত হইয়াছে। সেই সেই স্থলে বিশেষ অপেক্ষায় অপেক্ষিত যাজ্যানুবাক্যা-সমূহ ঋগ্বেদেও আম্নাত হইয়া থাকে। সামবেদে কেবল স্তোত্রাদিই আম্নাত হয়। সে ক্ষেত্রে যজুর্ব্বেদ ভিত্তিস্থানীয়; তদ্ভিন্ন অন্যান্য বেদ চিত্রস্থানীয়। তাহা হইতেই কর্ম্মসমূহে যজুর্ব্বেদের প্রাধান্য। দর্শপূর্ণমাসেষ্টির প্রারম্ভেই তদ্বিষয়ে আম্নাত হইয়াছে। বেদ মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক হইলেও, ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক মন্ত্রব্যাখ্যানরূপত্ব-হেতু প্রথমেই মন্ত্র সম্যক্ আম্নাত হইয়া থাকে। মন্ত্র ত্রিবিধ—ঋক, সাম ও যজুঃ। বেদমধ্যে যজুর্ম্মন্ত্রে অধ্বর্য্যুর বাহুল্য হেতু, কোনও কোনও স্থলে ঋঙ্মন্ত্রের সমাবেশ থাকিলেও, তাহা যজুর্ম্মন্ত্র-রূপেই ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। অনাদিসিদ্ধ যাজ্ঞিক সমাখ্যার দ্বারা ইহার অধ্বর্য্যুবেদত্ব অবগত হওয়া যায়। দর্শপূর্ণমাস ইষ্টির মন্ত্র-সমূহ

চাস্থানাদিসিদ্ধযাজ্ঞিকসমাখ্যয়াঽবগন্তব্যং। অস্মিন্বেদে সমাম্নাতা দর্শপূর্ণমাসেষ্টিমন্ত্রাস্ত্রিবিধা আধ্বর্য্যবা যাজমানা হোত্রাশ্চেতি। "ইষে ত্বা" ইত্যাদৌ প্রপাঠকে পঠিতা আধ্বর্য্যবাঃ। "সং ত্বা সিঞ্চামি" ইত্যাদৌ পঠিতা যাজমানাঃ। "সত্যং প্রপদ্যে" ইত্যাদৌ পঠিতা হোত্রাঃ। এতেষাং মধ্যে যজমানানাং হোত্রাণাং চ চিত্রস্থানীয়ত্বাদ্ভিত্তিস্থানীয়ানামেবাঽধ্বর্য্যবাণামাদৌ পাঠো যুক্তঃ। তে চাপ্যাধ্বর্য্যবাঃ "ইষে ত্বা" ইত্যাদিষু ত্রয়োদশস্বনুবাকেষ্বাম্নাতাঃ। তত্র প্রথমেঽনুবাকে বৎসাপাকরণার্থা মন্ত্রাঃ। দ্বিতীয়ে বর্হিঃসম্পাদনার্থাঃ। তৃতীয়ে দোহনার্থাঃ। চতুর্থে হবির্নির্ব্বাপার্থাঃ। পঞ্চমে ব্রীহ্যবঘাতার্থাঃ। ষষ্ঠে তণ্ডুলপেষণার্থাঃ। সপ্তমে কপালোপধানার্থাঃ। অষ্টমে পুরোডাশনিষ্পাদনার্থাঃ। নবমে বেদিকরণার্থাঃ। দশমে প্রাধান্যেনাঽজ্যগ্রহণার্থাঃ প্রসঙ্গাৎ পত্নীসংনহনার্থাঃ। একাদশে প্রাধান্যেনেধ্মসংনহনার্থা বর্হিরাস্তরণাদ্যর্থাশ্চ। দ্বাদশ অধারার্থাঃ। অত্র সামিধেনীপ্রযাজাজ্যভাগপ্রধানযাগাদিমন্ত্রাণাং প্রাপ্তাবসরত্বেঽপি তেষাং হোত্রত্বাত্তানুপেক্ষ্যোপরিতনপ্রয়োগাঙ্গভূতা আধ্বর্য্যবাঃ স্রুগ্ব্যূহনাদি-মন্ত্রাস্ত্রয়োদশে সমাম্নাতাঃ। এতৎসর্ব্বং বিনিয়োগসংগ্রহকারেণেত্থং সংগৃহীতং,—

"যে দর্শপূর্ণমাসাঙ্গমন্ত্রা এতে সমাসতঃ। ইষেত্বাদ্যনুবাকেষু ত্রয়োদশসু বর্ণিতাঃ॥
বৎসাপাকরণং বর্হির্দ্দোহো নির্ব্বাপকণ্ডনে। পেষণং চ কপালানি পুরোডাশশ্চ বেদিকা॥
আজ্যগ্রহেধ্মসংনাহাবাধারোপরিতন্ত্রকে। ইত্যুক্তা অনুবাকার্থাঃ প্রতিমন্ত্রং ক্রিয়োচ্যতে" ইতি॥

ত্রিবিধ; যথা—অধ্বর্য্যু সম্পর্কীয়, যজমান-সম্বন্ধি এবং হোতা সম্পর্কীয়। বেদে এতত্ত্রিবিধ আম্নাত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত যথা,—'ইষে ত্বা' প্রভৃতি প্রপাঠকে পঠিত মন্ত্রসমূহ অধ্বর্য্যু সম্পর্কিত; 'সং ত্বা সিঞ্চামি' ইত্যাদিতে পঠিত মন্ত্রসমূহ যজমান সম্বন্ধি; এবং 'সত্যং প্রপদ্যে' প্রভৃতিতে পঠিত মন্ত্রাদি হোতা সম্বন্ধে প্রযুক্ত। এই সকল মন্ত্রের মধ্যে যজমান এবং হোতৃ সম্বন্ধীয় মন্ত্রসমূহ চিত্রস্থানীয় বলিয়া, ভিত্তিস্থানীয় অধ্বর্য্যু সম্পর্কেও মন্ত্রই প্রথম পঠনীয়। সেই অধ্বর্য্যু সংক্রান্ত মন্ত্রসমূহ 'ইষে ত্বা' প্রভৃতি প্রপাঠকে ত্রয়োদশটী অনুবাকে আম্নাত হইয়াছে। তাহার প্রথম অনুবাকে বৎসাপাকরণার্থ মন্ত্রসমূহ; দ্বিতীয় অনুবাকের মন্ত্রসমূহ বর্হিসম্পাদনে বিনিযুক্ত; তৃতীয়ানুবাকের মন্ত্রসমূহ দোহনার্থক; চতুর্থে হবিনির্ব্বাপক মন্ত্র; পঞ্চমে ব্রীহি অবঘাতার্থক মন্ত্র; ষষ্ঠে তণ্ডুলপেষণাত্মক মন্ত্রসমূহ; সপ্তমে—কপালোপধান বিষয়ক মন্ত্রসমূহ; অষ্টমে পুরোডাশ-নিষ্পাদক মন্ত্র; নবমে বেদিকরণার্থক মন্ত্র; দশমে আজ্যগ্রহণ-মূলক মন্ত্রসমূহ এবং প্রসঙ্গক্রমে পত্নীসংনহনার্থক মন্ত্রসমূহ; একাদশে প্রাধান্যক্রমে এধ্ম-সংনহননিমিত্ত বর্হিরাস্তরণাদিমূলক মন্ত্রসমূহ; দ্বাদশের মন্ত্রসমূহ—আধারগ্রহণমূলক এবং ত্রয়োদশে সামিধেনিপ্রযাজাজ্য ভাগ ও প্রধানযাগাদি নিষ্পাদক মন্ত্রসমূহ সন্নিবিষ্ট হইলেও, হোত্রত্ব-হেতু তৎসমুদায় উপেক্ষিত হওয়ায়, উপরিতন প্রয়োগাঙ্গীভূত আধ্বর্য্যব এবং স্রুগ্ব্যূহনাদি মন্ত্রসমূহ ত্রয়োদশ প্রপাঠকে আম্নাত হইয়াছে। বিনিয়োগ-সংগ্রহকার কর্ত্তৃক এতৎসমুদায় এইরূপে সংগৃহীত হইয়াছে; যথা—

"যে দর্শপূর্ণমাসাঙ্গমন্ত্রা এতে সমাসতঃ। ইষেত্বাদ্যনুবাকেষু ত্রয়োদশসু বর্ণিতাঃ॥
বৎসাপাকরণং বর্হির্দ্দোহো নির্ব্বাপকণ্ডনে। পেষণং চ কপালানি পুরোডাশশ্চ বেদিকা॥
আজ্যগ্রহেধ্মসংনাহাবাধারোপরিতন্ত্রকে। ইত্যুক্তা অনুবাকার্থাঃ প্রতিমন্ত্রং ক্রিয়োচ্যতে॥" ইতি—

কিমিদং বৎসাপাকরণং কথং বা তস্য প্রাথম্যমিতি চেৎ, উচ্যতে—সন্তি দর্শযাগে ত্রীণি প্রধানানি হবীংষি পূর্ণমাসযাগে চ ত্রীণি। আগ্নেয়োঽষ্টাকপাল ঐন্দ্রং দধ্যৈন্দ্রং পয় ইতি দর্শযাগে। আগ্নেয়োঽষ্টাকপাল আজ্যেন প্রাজাপত্য উপাংশুযাগোঽগ্নীষোমীয় একাদশকপাল ইতি পৌর্ণমাসে। তত্র প্রতিপদ্দিনে দধিহোমে দধিসম্পাদনার্থমমাবাস্যায়াং রাত্রৌ গাবো দোগ্ধব্যাঃ। তদ্দোহার্থং প্রাতঃকালে লৌকিকদোহাদূর্দ্ধং স্বমাতৃভিঃ সহ সঞ্চরন্তো বৎসা মাতৃভ্যোঽপাকরণীয়াঃ। তদিদং বৎসাপাকরণং যথোক্তরীত্যা তস্য প্রাথম্যং চ। তত্র বৎসাপাকরণং সদ্যশ্ছিন্নপলাশশাখয়া কর্ত্তব্যমিতি তচ্ছেদনায় "ইষে ত্বা" ইতি মন্ত্র আদৌ সমাম্নায়তে। তস্য চ মন্ত্রস্য তচ্ছেদনাঙ্গত্বং ব্রাহ্মণে দ্রষ্টব্যং। অত এব সব্রাহ্মণো মন্ত্রো জ্ঞাতব্য ইতি ছন্দোগা অধীয়তে—"যো হ বা অবিদিতার্ষেয়চ্ছন্দোদৈবতব্রাহ্মণেন মন্ত্রেণ যজতি যাজয়তি বাঽধ্যাপয়তি বা স্থাণুং বর্চ্ছতি গর্ত্তং বা পাত্যতে প্রমীয়তে বা পাপীয়ান্ ভবতি তস্মাদেতানি মন্ত্রে বিদ্যাৎ" ইতি। আর্ষেয় ঋষিভিঃ সম্বন্ধঃ। অতীন্দ্রিয়ার্থদ্রষ্টারো হি ঋষয়ঃ। তেষাং বেদদ্রষ্টৃত্বং স্মর্য্যতে—যুগান্তেঽন্তর্হিতান্বেদান্সেতিহাসান্মহর্ষয়ঃ। লেভিরে তপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ংভুবা" ইতি॥ ইষেত্বাদীনাং মন্ত্রাণাং প্রজাপতির্ঋষিঃ। তথা চ কাণ্ডানুক্রমণিকায়ামুক্তং—"শাখাদিং যাজমানং চ হোতৃনহোত্রং চ দার্শিকং। তদ্বিধীন্পিতৃমেধং চ সবাঽহুঃ কস্য তদ্বিদঃ" ইতি॥

বৎসাপকরণ কি প্রকার, তাহার প্রাধান্য বা প্রাথম্যই বা কি প্রকারে সপ্রমাণ হয়—এরূপ সংশয়-প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে তদুত্তরে বলিতে হয়,—দর্শযাগে এবং পূর্ণমাস যাগে ত্রিবিধ হবিঃ নির্ব্বাপিত হয়। দর্শযাগে অগ্নিসম্বন্ধী অষ্টকপাল এবং ইন্দ্রসম্বন্ধি দধি ও পয়ঃ; পৌর্ণমাস যাগে অগ্নি সম্বন্ধি অষ্টকপাল আজ্যের দ্বারা প্রজাপতি সম্বন্ধি উপাংশু গোঽগ্নীসোমীয় একাদশ কপাল প্রভৃতি আহবনীয়। প্রতিপদ দিনে দধিহোত্র যাগে দধিসম্পাদন জন্য অমাবস্যা তিথিতে রাত্রিকালে গো-দোহন কর্ত্তব্য। সেই দোহন জন্য প্রাতঃকালে লৌকিক দোহনের পূর্ব্বে, মাতৃগণসহ গমনোদ্যত বৎসদিগকে মাতৃগণ হইতে অপসারিত করিতে হয়। ইহাই হইল—বৎসাপাকরণ। যথারীতি এতদনুষ্ঠান প্রথম কর্ত্তব্য। সদ্যোচ্ছিন্ন পলাশ-শাখা দ্বারা বৎসাপাকরণ বিধি বলিয়া, পলাশ-শাখা ছেদন জন্য 'ইষে ত্বা' প্রভৃতি মন্ত্র প্রথমেই সমাম্নাত হইয়াছে। সেই মন্ত্রের বৃক্ষছেদন-মূলক যে অঙ্গ, ব্রাহ্মণে তাহা কথিত হইয়াছে। অতএব ব্রাহ্মণ এবং মন্ত্র উভয়ই জ্ঞাতব্য,—ছান্দোগ্যগণ এতদ্বিষয় অবধারণ করিয়াছেন। যথা,—'ঋষিবাক্যে অনভিজ্ঞ যে ব্যক্তি ছন্দ, দেবতা, ব্রাহ্মণ এবং মন্ত্রের দ্বারা যজন যাজন এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদি করে, গর্ত্ত নির্ম্মাণ করে, স্থানু পাতিত করে, সে পাপভাগী হয়। এই সকলে তৎসমুদায় কথিত হইয়াছে। ঋষিদিগের সহিত সম্বন্ধযুক্ত যাহা, তাহাই আর্ষ। ঋষিগণ অতীন্দ্রিয়ার্থদ্রষ্টা। তাঁহাদের বেদদ্রষ্টৃত্ব সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে,—'যুগান্তে ইতিহাস সহিত সমস্ত বেদ অন্তর্হিত হয়। স্বয়ম্ভুব কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া মহর্ষিগণ তপঃপ্রভাবে সেই বেদ প্রাপ্ত হন।'

শাখাদিঃ "ইষে ত্বা" ইত্যাদিঃ প্রপাঠকঃ। যাজমানাঃ "সং ত্বা সিঞ্চামি" ইত্যাদ্যনুবাক-ষট্‌কমন্ত্রাঃ। হোতারঃ "চিত্তিঃ স্রুক্‌" ইত্যাদয়ো মন্ত্রাঃ! "সত্যং প্রপদ্যে" ইত্যাদিকং দার্শিকং হোত্রং। তদ্বিধয়ঃ প্রোক্তানাং চতুর্ব্বিধমন্ত্রাণাং চত্বারি ব্রাহ্মণানি। পিতৃমেধঃ "পরে যুবাং সং" ইতি। তান্যেতানি নব কাণ্ডানি প্রজাপতিনা দৃষ্টানি। ছন্দো-বিশেষাশ্চ বেদাঙ্গভূতে ছন্দোনামকে গ্রন্থে দ্রষ্টব্যাঃ। মন্ত্রপদব্যাখ্যানাদেব তৎপ্রতিপাদ্যার্থরূপা দেবতা বিজ্ঞায়তে। ব্রাহ্মণবিশেষস্তু তত্তন্মন্ত্রব্যাখ্যানাবসর এবোদাহ্রিয়তে। যদ্যপি মন্ত্র-বিনিয়োগা ব্রাহ্মণে সর্ব্বেঽপি নাম্নাতাস্তথাঽপি কল্পসূত্রকারৈর্ব্রাহ্মণান্তরপর্য্যালোচনয়া তে সর্ব্বেঽভিহিতাঃ। অতো বৌধায়নাদিসূত্রোদাহরণপূর্ব্বকং ব্রাহ্মণানুসারেণ মন্ত্রার্থং যোজয়ামঃ॥

ইতি ভাষ্যানুক্রমণিকা সমাপ্তা।

॥ ওঁ তৎসদিতি ওঁ॥

'ইষে ত্বাদি' মন্ত্রের ঋষি—প্রজাপতি। কাণ্ডানুক্রমণিকায় তৎসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে; যথা—"শাখাদিন্ যাজমানং চ হোতৄন্ হোত্রং চ দার্শিকং। তদ্বিধীন্ পিতৃমেধং চ নবাঽহ্ন কস্য তদ্বিদঃ।" ইত্যাদি। শাখাদি 'ইষে ত্বা' ইত্যাদি প্রপাঠক পর্য্যায়ভুক্ত। 'সং ত্বা সিঞ্চামি' ইত্যাদি অনুবাক্‌ষটকান্তর্গত মন্ত্র-সমূহ যজমানাখ্য।" 'চিত্তি স্রুক্‌' ইত্যাদি মন্ত্র হোতৃপদবাচ্য। 'সত্যং প্রপদ্যে' ইত্যাদি দার্শিক হোত্র। পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ মন্ত্র-সমূহের চতুর্ব্বিধ ব্রাহ্মণ ও তাহার বিধি আছে; 'পরে যুবাং সং' ইত্যাদি পিতৃমেধ। সেইটী নয়টী কাণ্ড প্রজাপতি-দৃষ্ট। বেদাঙ্গভূত ছন্দঃ নামক গ্রন্থে ছন্দের বিষয়-বিশেষ দ্রষ্টব্য। মন্ত্রপদব্যাখ্যার দ্বারা তৎপ্রতিপাদ্য অর্থরূপ দেবতার বিষয় জানা যায়। সেই সকল মন্ত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ-বিশেষ উদাহৃত হইয়া থাকে। যদিও ব্রাহ্মণে মন্ত্রের সর্ব্বপ্রকার বিনিয়োগ আম্নাত হয় নাই; কিন্তু তথাপি কল্পসূত্রকার ব্রহ্মান্তর পর্য্যালোচনা করিয়া সেই সকল বিষয় স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন। অতএব বৌধায়নাদি সূত্র গ্রন্থ হইতে উদাহরণাদি সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণানুসারে বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যায় অগ্রসর হইতেছি।

। ইতি ভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

॥ ওঁ তৎসদিতি ওঁ॥



শ্রীশ্রীদুর্গা—শরণং।

সম্পাদকের নিবেদন।

—※—

যজুর্ব্বেদ-সংহিতা, শুক্ল ও কৃষ্ণ—দ্বিবিধ। শুক্ল ও কৃষ্ণ—যজুর্ব্বেদের এই বিভেদ-বিষয়ে যাহা প্রচারিত আছে, শুক্ল-যজুর্ব্বেদের ভূমিকায় তাহা প্রকাশ করিয়াছি। শুক্ল-যজুর্ব্বেদ—'বাজসনেয়ী-সংহিতা' নামে প্রসিদ্ধ; কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ—'তৈত্তিরীয়-সংহিতা' নামে প্রখ্যাত। আমরা শুক্ল-যজুর্ব্বেদ সম্পূর্ণ প্রকাশ করিয়াছি। এক্ষণে কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ প্রকাশ আরম্ভ হইল। কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ প্রকাশিত হইলেই—চতুর্ব্বেদের সংহিতাভাগ সম্পূর্ণ হইবে।

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ অশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ—জ্ঞানের অনন্ত ভাণ্ডার কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের মন্ত্র-সমূহ ক্রিয়া-কর্ম্মে প্রযুক্ত হইয়া অভীপ্সিত ফল প্রদান করিত;—ঋষিগণের উক্তিতে তাহার প্রমাণ দেখিতে পাই। অধুনা আমরা ক্রিয়া-হীন, সুতরাং শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছি। বেদবিদ্যার উদ্বোধনে আমাদিগের মধ্যে আবার সেই শক্তি সঞ্জীবিত হউক,—যদ্দ্বারা আমরা মুক্তিপথের পথিক হইতে পারি।

আমি পুনঃপুনঃ বলিয়া আসিয়াছি,—বেদ দর্পণ-স্বরূপ। বেদের প্রতি যিনি যে দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিবেন, তাঁহার নিকট বেদ সেই ভাবেই প্রতিভাত হইবে। এই বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিয়া, আমি বেদ-ব্যাখ্যার একটা ধারা নির্দ্দেশ করিয়াছি। তদনুসরণে যাঁহারা বেদ-ব্যাখ্যায় কৃতকার্য্য হইতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বেদরত্ন শ্রীমান্ প্রমথনাথ সান্যালের পারদর্শিতা পদে পদে লক্ষিত হয়। এই কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের ব্যাখ্যা তাঁহারই কৃতিত্বের নিদর্শন। শুক্ল-যজুর্ব্বেদের ব্যাখ্যার অনুসরণে কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়া, তিনি অভিনব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে-ছেন। শ্রীমান্ দীর্ঘজীবী হউন,—বেদব্যাখ্যায় আমার অনুসৃত পন্থা সুগম হইয়া আসুক। ইতি—

'পৃথিবীর ইতিহাস' কার্য্যালয়,
হাওড়া।
১১ই চৈত্র, ১৩৩২ সাল।

নিবেদক,
শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী শর্ম্মা।



যজুর্ব্বেদ-সংহিতা।

(কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়সংহিতা।)

প্রথমঃ কাণ্ডঃ।

মূল-পদবিশ্লেষণ-মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা-বঙ্গানুবাদ-ভাষ্য-
মর্ম্মার্থালোচনা-সমেতঃ।

* * *

পূজনীয়-শ্রীযুক্ত-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণা
ব্যাখ্যাতঃ সম্পাদিতশ্চ।

কৌলীন্যভূষণোপেত উপাধি-লাহিড়ী-যুতঃ ।
শাণ্ডিল্যবংশসম্ভূতো রামমোহনজো দ্বিজঃ ॥
বর্দ্ধমানাখ্য-জেলায়াং গ্রামে রামচন্দ্রপুরে ।
আসীৎ সুধীঃ সুধারামঃ সর্ব্বেষাং প্রীতিসাধকঃ ॥
দুর্গাদাসঃ সুতস্তস্য সাহিত্যগতজীবনঃ ।
বসতি স্বগণৈঃ সহ হাওড়া-সহরেহধুনা ।
'পৃথিবীর ইতিহাস' ইতি খ্যাতো গ্রন্থস্তস্য ।
সুধীনাং তৃপ্তিসাধকঃ সত্যতত্ত্বপ্রকাশকঃ ॥
ব্যাখ্যায়াং চতুর্ব্বেদস্য সম্প্রতি স রতো ভবেৎ ।
কৃপয়া জ্ঞানদেবস্য সিদ্ধির্ভবতু শাশ্বতী ॥
মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ভূত্বা অজ্ঞাননাশিনী ।
জ্ঞানালোকপ্রদা ভূয়াৎ সর্ব্বেষামন্তরে সদা ॥

হাওড়া-সহরস্থে 'পৃথিবীর ইতিহাস'-মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ-লাহিড়ী-শর্ম্মণা মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ ।

ওঁ

যজুর্ব্বেদ-সংহিতা।

[কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ—তৈত্তিরীয়-সংহিতা।]

প্রথমঃ কাণ্ডঃ।

* * *

(প্রথমোঽষ্টকঃ। প্রথমঃ প্রপাঠকঃ। প্রথমোঽনুবাকঃ।)

প্রথমো মন্ত্রঃ।

(১-২) ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা। (৩-৪) বায়বঃ স্থোপায়বঃ স্থ।

(৫-৭) দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণ আ

প্যায়ধ্বমঘ্নিয়া দেবভাগমূর্জ্জস্বতীঃ পয়স্বতীঃ প্রজাবতীর-

নমীবা অযক্ষ্মা মা বঃ স্তেন ঈশত মাঽঘশꣳসো

রুদ্রস্য হেতিঃ পরি বো বৃণক্তু।

(৮) ধ্রুবা অস্মিন্ গোপতৌ স্যাত বহ্বীঃ।

(৯) যজমানস্য পশূন্ পাহি॥ ১॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) ইষে। ত্বা। ঊর্জ্জে। ত্বা। (৩-৪) বায়বঃ। স্থ। উপায়ব ইত্যুপ—আয়বঃ। স্থ।

(৫-৭) দেবঃ। বঃ। সবিতা। প্রেতি। অর্পয়তু। শ্রেষ্ঠতমায়েতি। শ্রেষ্ঠ—তমায়। কর্ম্মণে।

এতি। প্যায়ধ্বম্। অঘ্নিয়াঃ। দেবভাগমিতি দেব—ভাগম্। ঊর্জ্জস্বতীঃ। পয়স্বতীঃ।

প্রজাবতীরিতি। প্রজা—বতীঃ। অনমীবাঃ। অযক্ষ্মাঃ। মা। বঃ। স্তেনঃ।

ঈশত। মা। অঘশংস ইত্যঘ—শংসঃ। রুদ্রস্য। হেতিঃ।

পরীতি। বঃ। বৃণক্তু।

(৮) ধ্রুবাঃ। অস্মিন্। গোপতাবিতি গো—পতৌ। স্যাত। বহ্বীঃ।

(৯) যজমানস্য। পশূন্। পাহি॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(-২) হে ভগবন্! 'ইষে' (অভীষ্টবর্ষণায়) 'ত্বা' (ত্বাং) আহ্বয়ামি ইতি শেষঃ ; অপিচ, 'ঊর্জ্জে' (বলপ্রাণপ্রাপণায় ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) আহ্বয়ামি ইতি ভাবঃ।

(৩-৪) হে দেবাঃ! যূয়ং 'বায়বঃ, (বায়ুবৎগতিশীলাঃ) 'স্থ' (ভবথ), অপিচ 'উপায়বঃ' (অস্মাসু প্রতিষ্ঠিতাঃ ইত্যর্থঃ) 'স্থ' (ভবথ ইতি শেষঃ)। অতঃ প্রার্থনা—হে দেবাঃ! অস্মান্ ত্বরয়া পরিত্রায়ধ্বমিতি ভাবঃ।

(৫-৭) 'সবিতা' (সৎকর্ম্মণি প্রেরয়িতা) 'দেবঃ' (দ্যোতমানঃ, জ্ঞানপ্রদঃ) 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'শ্রেষ্ঠতমায়' (সর্ব্বশ্রেষ্ঠায় ইত্যর্থঃ) 'কর্ম্মণ' (ভগবদারাধনাদিরূপায় সৎকর্ম্ম-নিমিত্তায় ইতি ভাবঃ) 'পার্পয়তু' (প্রকৃষ্টরূপেণ অস্মান্ পরিচালয়তু) ; 'প্রজাবতী' (লোক-পালিকাঃ) 'ঊর্জ্জস্বতীঃ' (বলপ্রাণরূপিণ্যঃ, প্রাণদাত্র্যঃ) 'পয়স্বতীঃ' (জ্ঞানপ্রদায়িণ্যঃ, অমৃতপ্রদা চ) 'অনমীবাঃ' (রোগরহিতাঃ, অজরাঃ ইতি ভাবঃ) 'অযক্ষ্মাঃ' (ক্ষয়রহিতাঃ, অক্ষরাঃ) 'অঘ্নিয়া' (বিনাশরহিতাঃ—হে দেব্যঃ যূয়ং ইত্যর্থঃ) 'দেবভাগং' (দেবমুদ্দিশ্য

প্রদত্তাং পূজাং, অস্মাকং ভক্তিভাবং ইত্যর্থঃ) 'আপ্যায়ধ্বং' (সমন্তাৎ বর্দ্ধয়ধ্বং); 'অঘশংসঃ' (পাপপ্রাধান্যখ্যাপকঃ) 'স্তেনঃ' (ইন্দ্রিয়াদিরূপশ্চৌরঃ) 'বঃ' (যুষ্মাকমনুগ্রহেণ) 'মা' (মাং) 'মা ঈশত' (হিংসিতুং সমর্থো মা ভূৎ); অপিচ হে দেব্যাঃ! 'রুদ্রস্য' (ক্রূরপ্রকৃতিসম্পন্নস্য হিংসকস্য ইত্যর্থঃ) 'হেতিঃ' (আয়ুধঃ) 'বঃ' (যুষ্মান্) 'পরি বৃণক্তু' (পরিহরতু, সর্ব্বতোভাবেন পরিত্যজতু, মা স্পৃশতু ইত্যর্থঃ)।

(৮) 'অস্মিন্' (পরিদৃশ্যমানে) 'গোপতৌ' (জ্ঞানরূপস্য পতৌ পালকে, আধারভূতে হৃদ্দেশে ইতি ভাবঃ) 'ধ্রুবাঃ' (সত্যস্বরূপাঃ অস্মাকং প্রিয়ঃ) 'বহ্বীঃ' (যুষ্মাকং বহনকারিণ্যঃ ইতি যাবৎ) 'স্যাৎ' (স্যুঃ, ভবেয়ুঃ), অথবা হে দেব্যঃ! যূয়ং 'গোপতৌ' (আধারভূতে অস্মাকং হৃদ্দেশে) 'ধ্রুবাঃ' (অবিচলিতাঃ ইত্যর্থঃ ভবত, অস্মান্ মা পরিত্যজত ইতি ভাবঃ); কিঞ্চ যূয়ং 'বহ্বীঃ' (বহুরূপেণ ব্যারোহত আবির্ভবত ইতি শেষঃ)। হে দেব্যঃ! এতাদৃশী ধীঃ অস্মাস্ু সঞ্জাতা ভবতু, যয়া অস্মাকং হৃদ্দেশে নিতরাং যুষ্মাকমধিষ্ঠানং ভবেৎ ইতি ভাবঃ।

(৯) হে ভগবন্! 'যজমানস্য' (প্রার্থকারিণঃ মম ইতি যাবৎ) 'পশূন্' (পাশবৃত্তিনিচয়ান্) নাশয় ইতি শেষঃ। মাং 'পাহি' (রক্ষ, পাপাৎ পরিত্রাণং কুরু)। মম পাপপ্রবৃত্তীঃ নাশয়িত্বা মাং মোক্ষপদি স্থাপয় ইতি ভাবঃ। (১অষ্টক—১প্রপাঠক ১অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(১-২) হে ভগবন্! অভীষ্টপ্রদানের নিমিত্ত আপনাকে আহ্বান করিতেছি। অপিচ, হে ভগবন্! শক্তি এবং প্রাণ পাইবার কামনায় আপনাকে আহ্বান করিতেছি।

(৩-৪) হে দেববৃন্দ! আপনারা বায়ুবৎ গতিবিশিষ্ট হয়েন. তাই প্রার্থনা করি, বায়ুগতিতে শীঘ্র আসিয়া আমাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হউন এবং আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।

(৫-৭) সৎকর্ম্মের প্রবর্ত্তক জ্ঞানপ্রদ দেবতা, আমাদিগের সম্বন্ধী ভগবদারাধনাদিরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৎকর্ম্মে আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে পরিচালিত করুন। (আমরা যেন নিয়ত সৎকর্ম্মে নিরত থাকি); লোকরক্ষয়িত্রী বলপ্রাণরূপিণী জ্ঞানপ্রদায়িকা অজরা অক্ষরা বিনাশরহিতা হে দেবিগণ! ভগবৎ উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আমাদিগের পূজা (ভক্তি-ভাব) আপনারা সর্ব্ব-প্রকারে পরিবর্দ্ধিত করুন; পাপের আশ্রয়স্থানীয় ইন্দ্রিয়াদিরূপ চৌর, আপনাদের অনুগ্রহে যেন আমাদিগকে হিংসা করিতে সমর্থ না হয়। অপিচ, হে দেবিগণ! ক্রূরপ্রকৃতিসম্পন্ন হিংসক রিপুসমূহের আয়ুধ আপনা-দিগকে যেন পরিহার (পরিত্যাগ) করে অর্থাৎ স্পর্শ করিতে না পারে!

(৮) সত্যস্বরূপ বুদ্ধিসমূহ যেন আমাদিগের হৃদয়কে জ্ঞানের আধারে পরিণত করিয়া আপনাদিগকে তথায় বহন করিয়া আনিতে সমর্থ হয়। অথবা, হে দেবিগণ। আপনারা জ্ঞানের আধারভূত আমাদিগের হৃদয়ে অবিচলিতভাবে অবস্থান করুন এবং বহুরূপে তথায় আবির্ভূত হউন। (ভাবার্থ—আমার হৃদয়ে এরূপ ধী সঞ্জাত হউক, যাহাতে আপনারা সর্ব্বদা সেখানে অধিষ্ঠিত থাকেন)।

(৯) হে ভগবন্! প্রার্থনাকারী আমার পাশববৃত্তি-সমূহকে সংহার করিয়া, পাপের কবল হইতে আমাকে পরিত্রাণ করুন। (ভাবার্থ এই যে,—আমার পাপপ্রবৃত্তি-সমূহকে নাশ করিয়া আমাকে মোক্ষপথে স্থাপন করুন। (১অষ্টক - ১প্রপাঠক ১অনুবাক)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

১-২। "ইষে ত্বোর্জ্জেত্বা"।—দর্শযাগং চিকীর্ষুরমাবাস্যায়াং প্রাতরগ্নিহোত্রং হুত্বা দর্শযাগার্থং "মমাগ্নে বর্চ্চঃ" ইত্যাদিভির্ম্মন্ত্রৈর্ব্বর্হিষু সন্নিদাধানরূপমন্বাধানং কৃত্বা বৎসাপাকরণার্থমন্ত্রেণ পলাশশাখাং ছিন্দ্যাৎ। তদাহ বৌধায়নঃ—"তামাচ্ছিনত্তীষে ত্বোর্জ্জে ত্বা" ইতি। আপস্তম্বস্তু তদেতদভিধায় মন্ত্রভেদপক্ষমপি কঞ্চিদাশ্রিত্য বিনিয়োগভেদমাহ—"ইষে ত্বোর্জ্জ ত্বেতি তামাচ্ছিনত্ত্যপি বেষে ত্বেত্যাচ্ছিনত্ত্যূর্জ্জে ত্বেতি সংনময়ত্যনুমার্ষ্টি বা ইতি।

সংনমনমৃজুকরণং। অনুমার্জ্জনমানুলোম্যেন সংলগ্নধূল্যাপনয়নং। সোঽয়ং মন্ত্রভেদপক্ষো জৈমিনিনা দ্বিতীয়াধ্যায়প্রথমপাদে স্বীকৃতঃ। তত্র পলাশশাখায়াঃ প্রাশস্ত্যং ব্রাহ্মণে সমাম্নাতং—"তৃতীয়স্যামিতো দিবি সোম আসীৎ। তং গায়ত্র্যাহরৎ। তস্য পর্ণমচ্ছিদ্যত। তৎপর্ণোঽভবৎ। তৎপর্ণস্য পর্ণত্বং" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। দ্যুশব্দস্যাকাশে প্রসিদ্ধত্বাত্তৎপরিত্যাগেন স্বর্লোকবিবক্ষাং দর্শয়িতুমিতং পৃথিবীত আরভ্য তৃতীয়স্যাং দিবি সোমলতা পূর্ব্বমাসীদিত্যুক্তং। গায়ত্র্যাঃ সোমাহরণং "কদ্রূশ্চ বৈ সুপর্ণী চ" (সং০ কা০৬ প্র০১ অ০৬) ইত্যনুবাকে "সোমো বৈ রাজা গন্ধর্ব্বেষ্বাসীৎ" ইতি বহ্বৃচব্রাহ্মণে চ প্রপঞ্চিতং। তদাহরণাভিঘাতেন সোমস্য পর্ণং ভূমৌ পতিতং। পক্ষিরূপায়া গায়ত্র্যাঃ পক্ষঃ পতিত ইতি কেচিৎ। পতিতস্য পলাশরূপেণ আবির্ভাবাত্তস্য বৃক্ষস্য পর্ণনাম সম্পন্নং। ন চাত্র পর্ণস্য কথং বৃক্ষত্বং সম্পন্নমিতি বিস্ময়িতব্যং বিধাতুরীশ্বরস্যাচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ। অন্যথা বীজাদ্বৃক্ষ ইত্যত্রাপি ক্ব বীজং ক্ব বৃক্ষ ইত্যপি বিস্ময়ঃ কেন বার্য্যেত। সর্ব্বত্র পর্ণেভ্যো বৃক্ষ ইত্যয়মতিপ্রসঙ্গোঽপীশ্বরসঙ্কল্পাভাবেন পরিহর্ত্তব্যঃ। স চ সঙ্কল্পঃ কার্য্যৈকসমধিগম্যঃ। তস্মাদ্বেদার্থে কুতর্কৈর্ন চোদনীয়ং। শাখয়া বৎসাপাকরণং বিধত্তে—"ব্রহ্ম বৈ পর্ণঃ। যৎপর্ণশাখয়া বৎসানপাকরোতি। ব্রহ্মণৈবৈনানপাকরোতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। যথা জগন্নিষ্পাদকং ব্রহ্ম প্রশস্তং তথা যাগনিষ্পাদকস্য পলাশস্য প্রশস্তত্বা-

দ্ব্রহ্মত্বেন স্তুতিঃ। বৈশব্দেনার্থবাদান্তরোপপাদিতা পলাশস্য ব্রহ্মসম্বন্ধপ্রসিদ্ধিঃ সূচ্যতে। দেবেষু পরস্পরং ব্রহ্মতত্ত্বং নিরূপয়ৎসু পলাশবৃক্ষস্তত্ত্বমশৃণোদিত্যেতাদৃশো ব্রহ্মসম্বন্ধঃ। ঔপানুবাক্যকাণ্ডে জুহ্বাঃ পর্ণময়ীত্ববিধিশেষেঽর্থবাদে শ্রূয়তে—"দেবা বৈ ব্রহ্মন্নবদন্ত। তৎপর্ণ উপাশৃণোৎ। সুশ্রবা বৈ নাম। যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি। ন পাপ৺ শ্লোক৺ শৃণোতি" ইতি। এবং যত্র যত্রার্থবাদে প্রসিদ্ধিসূচকা বৈশব্দহিশব্দাদয়ঃ পঠ্যন্তে তত্র সর্ব্বত্র সতি সম্ভবে লৌকিকপ্রসিদ্ধিঃ। অন্যথা অর্থবাদান্তরপ্রসিদ্ধিরিতি দ্রষ্টব্যং। বৎসাপাকরণ ইব গোপ্রস্থাপনেঽপি শাখাং বিনিযুঙ্‌ক্তে—"গায়ত্রো বৈ পর্ণঃ। গায়ত্রাঃ পশবঃ। তস্মাৎ ত্রীণি ত্রীণি পর্ণস্য পলাশানি। ত্রিপদা গায়ত্রী। যৎপর্ণশাখয়া গাঃ প্রার্পয়তি। স্বয়ৈবৈনা দেবতয়া প্রার্পয়তি" (ব্রা০ কা০ প্র ২ আ০ ১) ইতি। পর্ণস্য গায়ত্রীসম্বন্ধো বেদগম্যঃ সোমাহরণদ্বারতঃ পূর্ব্বমুদাহৃতঃ। অনুমানগম্যোঽপ্যপরঃ সম্বন্ধোঽস্তি গায়ত্রীপাদেষ্বিব পলাশপর্ণেষু ত্রিত্বানগমাৎ। পশূনাং চ গায়ত্রী দেবতেত্যয়মর্থোঽন্যত্র দ্রষ্টব্যঃ। ছেত্ত্যায়াং পলাশশাখায়াং বহুপর্ণত্বপ্রাগগ্রত্বাদিগুণান্বিধত্তে—"যং কাময়েতাপশুঃ স্যাদিতি। অপর্ণাং তস্মৈ শুষ্কাগ্রামাহরেৎ। অপশুরেব ভবতি। যং কাময়েত পশুমান্‌ৎস্যাদিতি। বহুপর্ণাং তস্মৈ বহুশাখামাহরেৎ। পশুমন্তমেবৈনং করোতি। যৎ প্রাচীমাহরেৎ। দেবলোকমভিজয়েৎ। যদুদীচীং মনুষ্যলোকং। প্রাচীমুদীচীমাহরতি। উভয়োর্লোকয়োরভিজিত্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। যং যজমানমুদ্দিশ্যাধ্বর্য্যুঃ কাময়েত। স্পষ্টমন্যৎ। যথোক্তশাখাচ্ছেদনে কং মন্ত্রং পঠেদিত্যাশঙ্ক্যোদাহরতি—"ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বেত্যাহ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। তস্মিন্মন্ত্রে বিনিয়োগানুসারেণ ছিনদ্মীতি পদমধ্যাহৃত্য বাক্যং পূরণীয়ং। ইড়িত্যন্নং সর্ব্বৈঃ প্রাণিভিরিষ্যমাণত্বাৎ। উর্গ্রসহেতুরসঃ। "উর্জ্জ বলপ্রাণনয়োঃ" ইতি ধাতুঃ। উর্জ্জ্যতে বলং সম্পাদ্যতেঽনয়া রসরূপয়েত্যূর্ক্‌। হে পলাশশাখে দেবানাং ভাগরূপদধ্যর্থং ত্বামাচ্ছিনদ্মি। তস্য দেবস্য বলপ্রদরসার্থং ত্বামাচ্ছিনদ্মীতি বাক্যার্থঃ। মন্ত্রদ্বিত্বপক্ষে বিনিয়োগানুসারেণোর্জ্জে ত্বামনুমার্জ্মীত্যধ্যাহার্য্যং। এতন্মন্ত্রস্তাবকমর্থবাদমাহ—"ইষমেবোর্জ্জং যজমানে দধাতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি। এতন্মন্ত্রপাঠেনাধ্বর্য্যুর্ভোজনায়ান্নং বলায় চ রসং যজমানে সম্পাদয়তি। ন চাত্র প্রত্যক্ষবিরোধ আশঙ্কনীয়ঃ। গ্রাবাণঃ প্লবন্ত ইত্যাদিবদস্যার্থবাদস্য প্রশংসারূপগুণবাদত্বাঙ্গীকারাৎ॥

৩-৪। "বায়বঃ স্থোপায়বঃ স্থ"।—মন্ত্রান্তরবিনিয়োগমাহ বৌধায়নঃ—"তয়া বৎসানপাকরোতি বায়বঃ স্থোপায়বঃ স্থেতি" ইতি। যান্তি গচ্ছন্তীতি বায়বো গন্তারঃ। উপ সমীপে যজমানগৃহে পুনরায়ন্ত্যাগচ্ছন্তীত্যুপায়বঃ। হে বৎসাস্তৃণভক্ষণায় প্রথমং মাতৃসকাশাদপেত্য স্বেচ্ছয়ৈবারণ্যে গন্তারো ভবত। সায়ং পুনর্যজমানগৃহে সমাগন্তারো ভবত। অথ বা বৎসানাং পরস্পরয়া বায়ুদেবতাকত্বাত্তদভেদবিবক্ষয়া বায়ুরূপত্বং ব্রুবন্নধ্বর্য্যুস্তদ্রক্ষার্থং বৎসান্বায়ুদেবতায়ৈ সমর্পয়তি। অনেনৈব প্রকারেণ মন্ত্রস্য পূর্ব্বভাগো ব্রাহ্মণেন ব্যাখ্যায়তে—"বায়বঃ স্থেত্যাহ। বায়ুর্ব্বা অন্তরিক্ষস্যাধ্যক্ষাঃ। অন্তরিক্ষদেবত্যাঃ খলু বৈ পশবঃ। বায়ব এবৈনান্‌পরিদদাতি" (ব্রা০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। অধ্যক্ষা ইতি বচনব্যত্যয়ঃ। বায়ুঃ স্বপ্রচারেণান্তরিক্ষমধিতিষ্ঠতি। অন্তরিক্ষে চ বিস্রব্ধসঞ্চারায় বহুলমবকাশং প্রযচ্ছন্‌পশূন্‌সঞ্চালয়তি। সেঽয়ং প্রত্যক্ষপ্রসিদ্ধিরর্থবাদান্তরগতঃ স্বস্বামিভাবো বা খলু বৈশব্দাভ্যাং দ্যোত্যতে। তস্যৈব মন্ত্রভাগস্য প্রকারান্তরেণাভিপ্রায় আম্নায়তে—"প্র বা এনানেতদ-

করোতি। যদাহ। বায়বঃ স্থেতি" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ১) ইতি। অধ্বর্য্যুরিমং ভাগমুচ্চারয়তি। যদেতেনোচ্চারণেন বৎসান্বায়ুতাদাত্ম্যলক্ষণপ্রকৃষ্টাকারবতঃ করোতি। উত্তরভাগং ব্যাচষ্টে—"উপায়বঃ স্থেত্যাহ। যজমানায়ৈব পশূনুপহ্বয়তে" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ১) ইতি॥

৫-৭। "দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণ আ প্যায়ধ্বমঘ্নিয়া দেবভাগমূর্জ্জস্বতীঃ পয়স্বতীঃ প্রজাবতীরনমীবা অযক্ষ্মা মা বঃ স্তেন ঈশত মাঽঘশꣳসো রুদ্রস্য হেতিঃ পরি বো বৃণক্তু"।—বিনিয়োগমাহ বৌধায়নঃ—"অথৈষাং মাতুঃ প্রেরয়তি দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণ আপ্যায়ধ্বমঘ্নিয়া দেবভাগমূর্জ্জস্বতীঃ পয়স্বতীঃ প্রজাবতীরনমীবা অযক্ষ্মা মা বঃ স্তেন ঈশত মাঽঘশꣳসো রুদ্রস্য হেতিঃ পরি বো বৃণক্ত্বিতি" ইতি।

আপস্তম্বস্তু ত্রীনেতান্মন্ত্রানভিপ্রেত্য বিনিয়োগত্রয়মাহ—"দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়ত্বিতি শাখয়া গোচরায় গাঃ প্রস্থাপয়তি, প্রস্থিতানামেকাং গাং শাখয়োপস্পৃশতি দর্ভৈর্দ্দর্ভপুঞ্জীলৈর্ব্বা—আপ্যায়ধ্বমিতি, রুদ্রস্য হেতিঃ পরি বো বৃণক্ত্বিতি প্রস্থিতা অনুমন্ত্রয়তে" ইতি।

হে গাবঃ প্রেরকো দেবোঽন্তর্য্যামী পরমেশ্বরোঽত্যন্তশ্রেষ্ঠায়েন্দ্রদবিরূপায় কর্ম্মণে যুষ্মানরণ্যে দাসমন্তুং প্রার্পয়তু প্রেরয়ত্বিতি প্রথমমন্ত্রার্থঃ। তস্য মন্ত্রস্য পূর্ব্বভাগে স্থিতস্য সবিতৃপদস্য তাৎপর্য্যং ব্যাচষ্টে—'দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়ত্বিত্যাহ প্রসূত্যৈ" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ১) ইতি প্রেরণায়েত্যর্থঃ। উত্তরভাগং ব্যাচষ্টে—"শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণ ইত্যাহ। যজ্ঞো হি শ্রেষ্ঠতমং কর্ম্ম। তস্মাদেবমাহ" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ১) ইতি। দ্বিতীয়মন্ত্রস্যায়মর্থঃ—হে অঘ্নিয়া গাবো দেবস্যেন্দ্রস্য দবিরূপং ভাগমাপ্যায়ধ্বং প্রভূতঘাসভক্ষণেন প্রবৃদ্ধং কুরুত। যুষ্মানপাহর্ত্তুং স্তেনশ্চোরো মেশত শক্তো মা ভূৎ। কীদৃশীর্য্যুষ্মানভ্যন্তরসা অধিকক্ষীরা বহ্বপত্যাঃ ক্রিমিদোষরহিতা রোগান্তরহীনাশ্চ। অঘশংসো ভক্ষণাদিনা তীব্রপাপেন ঘাতকো ব্যাঘ্রাদিরপি শক্তো মা ভূদিতি। অস্য ম স্য প্রথমভাগে দেবভাগমিতি পদস্য তাৎপর্য্যং ব্যাচষ্টে—"আপ্যায়ধ্বমঘ্নিয়া দেবভাগমিত্যাহ। বৎসেভ্যশ্চ বা এতাঃ পুরা মনুষ্যেভ্যশ্চাপ্যায়ন্ত। দেবেভ্য এবৈনা ইন্দ্রায়াঽপ্যায়তি" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ১) ইতি। যাগার্থপ্রবৃত্তেঃ পূর্ব্বং গোগ্রাসেনে বৎসভাগো মনুষ্যভাগশ্চ প্রবৃদ্ধো ভবতি। উর্দ্ধ্বং তু ক্ষীরাজ্যরূপো দেবান্তরভাগো দবিরূপ ইন্দ্রভাগশ্চ প্রবর্দ্ধতে। এবকারেণ মনুষ্যভাগব্যাবৃত্তিঃ। দ্বিতীয়ং ভাগমুপপাদয়তি—"উর্জ্জস্বতীঃ পয়স্বতীরিত্যাহ। উর্জ্জং হি পয়ঃ সম্ভরন্তি" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ১) ইতি। প্রভূতঘাসভক্ষণেন রসাধিক্যসম্পাদনং ক্ষীরাধিক্যসম্পাদনং চ লৌকিকদোহে প্রসিদ্ধমিতি হিশব্দস্যার্থঃ। তৃতীয়ভাগস্য প্রয়োজনমাহ—"প্রজাবতীরনমীবা অযক্ষ্মা ইত্যাহ প্রজাত্যৈ" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ১) ইতি। বন্ধ্যাত্বেন ক্রিমিদোষেণ রোগান্তরেণ চ নাস্তি প্রজোৎপত্তিঃ। তদভাবে তু বিদ্যতে। চতুর্থভাগস্য প্রয়োজনমাহ—"মা বঃ স্তেন ঈশত মা ঘশংস ইত্যাহ গুপ্ত্যৈ" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ ১) ইতি। চোরব্যাঘ্রাদেরশক্তৌ গাবো রক্ষিতা ভবন্তি। তৃতীয়মন্ত্রস্যায়মর্থঃ—রুদ্রনামকস্য ক্রূরদেবস্যায়ুধং যুষ্মান্ পরিহরত্বিতি। এতন্মন্ত্রপাঠফলমাহ—"রুদ্রস্য হেতিঃ পরি বো বৃণক্ত্বিত্যাহ। রুদ্রাদেবৈনাস্ত্রায়তে" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ১) ইতি॥

৮। "ধ্রুবা অস্মিন্ গোপতৌ স্যাত বহ্বীঃ" ।—বৌধায়নঃ—"ধ্রুবা অস্মিন্গোপতৌ স্যাত

বহ্বীরিতি যজমানমীক্ষতে” ইতি। আপস্তম্বঃ—“ধ্রুবা অস্মিন্ গোপতৌ স্যাত বহ্বীরিতি যজমানস্য গৃহানভিপর্য্যাবর্ত্ততে” ইতি। হে গাবো ভবত্যো ভবৎস্বামিনি যজমানে স্থিরা ভবত প্রীতিদানানপহারায়ুর্ভির্যজমানং মা ত্যজত, অপত্যপরম্পরয়া বহ্ব্যশ্চ ভবত। এতন্মন্ত্রপাঠং প্রশংসতি—“ধ্রুবা অস্মিন্ গোপতৌ স্যাত বহ্বীরিত্যাহ। ধ্রুবা এবাস্মিন্বহ্বীঃ করোতি” (ব্রা০ পা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি॥

৯। “যজমানস্য পশূন্ পাহি।—বৌধায়নঃ—“অথৈতাং শাখামগ্রেণাহহবনীয়ং পর্য্যাহৃত্য পূর্ব্বয়া দ্বারা প্রপাদ্য জঘনেন গার্হপত্যমগ্নিষ্ঠেহনস্যুত্তরার্দ্ধে বাহগ্ন্যাগারস্যোদ্গূহতি যজমানস্য পশূন্ পাহীতি” ইতি। আপস্তম্বঃ—“যজমানস্য পশূন্ পাহীত্যগ্নিষ্ঠেহনস্যগ্ন্যগারে বা পুরস্তাৎ প্রতীচীং শাখামুপগূহতি পশ্চাৎ প্রাচীং বা” ইতি। অগ্নিষ্ঠমনো ব্রীহিরূপস্য হবিষো বাহকং শকটং। মন্ত্রপাঠপ্রয়োজনমাহ—“যজমানস্য পশূন্ পাহীত্যাহ। পশূনাং গোপীথায়। তস্মাৎ সায়ং পশব উপসমাবর্ত্তন্তে” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। গোপীথো রক্ষণং তস্মাচ্ছাখায়া রক্ষিত-ব্যায়া ভূমৌ স্থাপনং নিবারয়তে। নিবারণং তৎফলং চ আহ—“অনধঃ সাদয়তি গর্ভাণাং ধৃত্যা অপ্রপাদায়। তস্মাদ্গর্ভাঃ প্রজানামপ্রপাদুকাঃ” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। উচ্চদেশ-স্থাপনং তৎফলং চাহ—“উপরীব নিদধাতি। উপরীব হি সুবর্গো লোকঃ। সুবর্গস্য লোকস্য সমষ্ট্যৈ” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। ইবশব্দ এবকারার্থঃ। সমষ্টিঃ সম্যগ্ব্যাপ্তিঃ॥

মন্ত্রবিনিয়োগঃ।

অস্মিন্নুবাকে স্থিতানাং মন্ত্রানাং বিনিয়োগঃ সংগৃহ্যতে—“ইষে শাখাং ছিনত্ত্যূর্জ্জে মার্ষ্টি বায়েতি বৎসকান্। অপাকৃত্যাথ দেবো গাঃ প্রস্থাপ্যাপ্যেতি গাঃ স্পৃশেৎ॥ রুদ্রস্যেত্যভি-মন্ত্র্যৈতা ধ্রুবেতি গৃহমাব্রজেৎ। যজেতি শাখোপগূহ ইত্যষ্টাবনুবাকগাঃ” ইতি॥ সূত্রদ্বয়ং ব্রাহ্মণং চ বিবোধার্থমুদাহৃতং। সন্দেহস্যাপনুত্ত্যর্থং মীমাংসাপ্যত্র বর্ণ্যতে॥

লোকে তাবদ্বিচারেণ সন্দেহনিবৃত্তিঃ প্রসিদ্ধা। বেদেহপি তত্র তত্র তত্ত্ববিচারপূর্ব্বকং সন্দেহাপ-নয়নমুপলভামহে। তথা হ্যগ্ন্যুপস্থানবিষয়ে বিবাদে বিচারঃ প্রথমকাণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠকে নবমেহনুবাকে শ্রূয়তে—“উপস্থেয়োঽ গ্নীতনে'পস্থেয়াঽহত্যাহুর্ম্মনুষ্যায়েন্নু, যোঽহরহরাহৃত্যাথৈনং যাচতি স ইন্নু, তমুপার্চ্ছত্যথ.কো দেবানহরহর্য্যাচিষ্যতীতি তস্মান্নোপস্থেয়োঽথো খল্বাহুরাশিষে বৈ কং যজমানো যজত ইত্যেষা খলু বা আহিতাগ্নেরাশীর্যদগ্নিমুপতিষ্ঠতে তস্মাদুপস্থেয়ঃ” ইতি। অস্যায়মর্থঃ—প্রতিদিনং সায়ং প্রাতরগ্নিহোত্রমনুষ্ঠায় “উপ প্রয়ন্তো অধ্বরং” ইত্যাদিভির্ম্মন্ত্রৈরগ্নি-প্রার্থনলক্ষণমুপস্থানং কর্ত্তব্যং ন বেতি সংশয়ঃ। ন কর্ত্তব্যমিতি তাবৎপ্রাপ্তং। কুতঃ, উপস্থানেনাগ্নেরুপদ্রবপ্রসঙ্গাৎ। তথা হি—“আয়ুর্দা অগ্নেহস্যায়ুর্ম্মে দেহি বর্চ্চোদা অগ্নেহসি বর্চ্চো মে দেহি তনুপা অগ্নেহসি তনুবং মে পাহি” ইত্যাদিষূপস্থানমন্ত্রেষায়ুরাদীনি বহূনি যাচ্যন্তে। তত্র যজমানঃ স্বল্পং হবির্দ্দত্ত্বা বহূনি যাচমানঃ কথমগ্নিং ন বাধেত। লোকে হি যঃ কশ্চিদ্দরিদ্রো মনুষ্যো যৎকিঞ্চিজ্জক্ষীরফলাদিকং মনুষ্যায়ৈব রাজ্ঞে প্রতিদিনমুপায়নমানীয় দত্ত্বা তং রাজানং প্রতি সহস্রসংখ্যাকধনং যাচতি। স যাচকস্তং রাজানং পীড়য়ত্যেব। স চ রাজা তং কুপ্যতি (?)। যদা মনুষ্যেষ্বপ্যেবং তদা কো নামাগ্ন্যাদিদেবানমেয়প্রভাবান্ প্রতিদিনং যাচিতুং

ধৃষ্টো ভবেৎ। তস্মাদগ্নির্নোপস্থেয় ইতি পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে রাদ্ধান্তোঽভিধীয়তে—ইদং মে ভূয়াদিদং মে ভূয়াদিত্যেবং স্বাভীষ্টমখিলমাশাসিতুমেব যজমানঃ প্রজাপতিরূপমিমমগ্নিং যজতে। আহিতাগ্নের্যজমানস্য নশ্বরূপস্থানমেবাশীঃ। ন চাত্র হবিষো ন্যূনং শঙ্কনীয়ং মংসারর্থ্যেন বর্দ্ধমানত্বাৎ। তথা চ শ্রূয়তে—"ধান্যমসি ধিনুহি দেবানিত্যাহ। এতস্য যজুষো বীর্য্যেণ। যাবদেকা দেবতা কাময়তে যাবদেকা। তাবদাহুতিঃ প্রথতে। ন হি তদস্তি। যত্তাবদেব স্যাৎ। যাবজ্জুহোতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। তস্মান্মনুষ্যাণাং ক্রয়বিক্রয়াবিব যজমানদেবতয়োর্যাগতৎফলে বিশ্রম্ভেণ ব্যবহর্ত্তুং শক্যতে।

অত এব ভগবদ্গীতায়াং তৃতীয়াধ্যায়ে কর্ম্মানুষ্ঠানপ্রসঙ্গেন স্মর্য্যতে—"দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ। পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ" ইতি॥ তস্মাদ্ধবিষো জম্বীরফলাদিবৈষম্যেণোক্তদোষাভাবাদগ্নিরুপস্থেয় এবেতি সিদ্ধান্তঃ। এতদেব দ্রঢ়য়িতুং বাক্যশেষে রাজ্ঞ ইব দেবতায়াঃ কোপপ্রসঙ্গো নাস্তীত্যভিপ্রেত্য শ্রূয়তে—"ন তত্র জাম্যস্তীত্যাহুর্যো হর-হরুপতিষ্ঠতে" ইতি। তথা পঞ্চমকাণ্ডস্য পঞ্চমপ্রপাঠকে প্রথমানুবাকেঽগ্নিচয়নগতস্য কস্যচিৎপশোর্দ্দেবতাবিশেষে বিচারিতঃ—"বায়ব্যঃ কার্য্যা ৩ঃ প্রজাপত্যা ৩ ইত্যাহুর্দ্বায়ব্যং কুর্য্যাৎ প্রজাপতেরিয়াৎ" ইতি। তত্রৈব তৃতীয়ানুবাকে চীয়মানস্যাগ্নেরধোমুখত্বমূর্ধ্বমুখত্বং বেতি বিচারিতং—"ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি ন্যঙ্ঙগ্নিশ্চেতব্যা ৩ উত্তানা ৩ ইতি"। ষষ্ঠকাণ্ডস্য প্রথম-প্রপাঠকে চতুর্থানুবাকে হোমো বিচারিতঃ—"ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি হোতব্যং দীক্ষিতস্য গৃহা ৩ ই ন হোতব্যা ৩ মিতি" ইতি। তত্রৈব নবমানুবাকে ক্রেতব্যে সোমে পতিততৃণাদিকমপনেয়ং ন বেতি বিচারিতং—"ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি বিচিত্যঃ সোমা ৩ ন বিচিত্যা ৩ ইতি" ইতি। তস্মিন্নেব কাণ্ডে তৃতীয়প্রপাঠকেঽধ্বর্য্যুযজমানয়োঃ পশুস্পর্শো বিচারিতঃ—"ব্রহ্মবাদিনো বদন্ত্যন্বারভ্যঃ পশূ ৩ নান্বারভ্যা ৩ ইতি" ইতি। তস্যৈব পঞ্চমে প্রপাঠকে নবমানুবাকে সোম-যাগস্য তৃতীয়সবনে হারিযোজননামকগ্রহং প্রতি হোমো বিচারিতঃ—"তং ব্যাচিকিৎসজ্জুহবানী ৩ মা হৌষা ৩ মিতি" ইতি। তত্রৈব ষষ্ঠপ্রপাঠকে দ্বিতীয়ানুবাকে দেবভাগনামকং মুনিং প্রতি সাত্যহব্যনামকো মুনিঃ পপ্রচ্ছ। যজ্ঞাঙ্গে "দেবা গাতুবিদঃ" ইত্যেতন্মন্ত্রহোমে সোমযাগং সমাপিত-বানসি যজমানে বেতি প্রশ্নার্থঃ। স প্রশ্ন এবং শ্রূয়ত—"বাসিষ্ঠো হ সাত্যহব্যো দেবভাগং পপ্রচ্ছ যৎস্ৃঞ্জয়ান্বহুযাজিনোঽযীয়জো যজ্ঞে যজ্ঞং প্রত্যতিষ্ঠিপা ৩ যজ্ঞপতা ৩ বিতি স হোবাচ যজ্ঞ-পতাবিতি" ইতি। সপ্তমকাণ্ডস্য প্রথমপ্রপাঠকে গর্গত্রিরাত্রনামকস্য যাগস্য দক্ষিণারূপে গোসহস্রে চরমধেনো রনুগমনং ন বেতি বিচারিতং—"সহস্রং সহস্রতমন্বেতী ৩ সহস্রতমীং সহস্রা ৩ মিতি" ইতি। তত্রৈব পঞ্চমপ্রপাঠকে সপ্তমানুবাকে গবাময়নবিকৃতিরূপস্যোৎসর্গিণাময়নস্য সম্বন্ধি কিঞ্চিদহঃ পরিত্যাজ্যং ন বেতি বিচারিতং—"উৎসৃজ্যাং ৩ নোৎসৃজ্যা ৩ মিতি মীমাংসন্তেব্রহ্মবাদিনস্তদ্বাহুরুৎসৃজ্যমেবেত্যমাবাস্যায়াং চ পৌর্ণমাস্যাং চোৎসৃজ্যমিত্যাহুঃ" ইতি। এবং ব্রাহ্মণান্তরেঽপি বিচারা উদাহরণীয়াঃ। তদেবং বেদবাদিনাং বিচারপূর্ব্বকেঽর্থনির্ণয়ে তাৎপর্য্যাতিশয়দর্শনাৎ সর্ব্বোঽপি বেদার্থো বিচার্য্য নির্ণেতব্য ইত্যবগম্যতে। তথা সতি পুনঃ পুনঃ সংশয়ো নোদেষ্যতি। অন্যথা কদাচিৎ স্ববুদ্ধৌ পূর্ব্বপক্ষযুক্তিপ্রতিভানে সতি বিপরীত-নির্ণয়ঃ সংশয়ো বা প্রসজ্যেত।

অতএবোক্তং—"ধর্ম্মে প্রমীয়মাণে হি বেদেন করণাত্মনা। ইতিকর্ত্তব্যতাভাগং মীমাংসা পূরয়িষ্যতি' ইতি॥ স্মৃতিরপি—"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশং চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা। যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ" ইতি॥ আর্ষং ব্রহ্মজ্ঞানং। তস্য জৈমিনিবাদরায়ণাভ্যাং মীমাংসা প্রবর্ত্তিতা। যেষু বাক্যেষু সংশয়ো নাস্তি তেষ্বপি মীমাংসয়া কিঞ্চিদপূর্ব্বং ব্যজ্যতে। অত এব স্মর্য্যতে—"যশ্চ ব্যাকুরুতে বাচং যশ্চ মীমাংসতেঽধ্বরং। তাবুভৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ পঙ্‌ক্তিপাবনপাবনৌ" ইতি॥ তস্মাদস্মাভিস্তত্তদনুবাকেষু সম্ভাবিতমীমাংসোদাহ্রিয়তে। প্রথমং তাবৎ সর্ব্ববেদসাধারণাবিচারানুদাহরিষ্যামঃ। যদুক্তমলৌকিকার্থবোধকো বেদ ইতি। তত্র বেদার্থো দ্বিবিধো ধর্ম্মো ব্রহ্ম চ। তয়োর্দ্ধর্ম্মং প্রতি বিচারিতং—"প্রত্যক্ষাদিভিরপ্যেষ গম্যতে বিধিনাঽথ বা। অক্ষাদীনাং প্রমাণত্বান্মেয়ো ধর্ম্মোঽবভাসতে॥ বর্ত্তমানৈকবিষয়মক্ষং ধর্ম্মস্তু ভাব্যতে। অক্ষমূলোঽনুমানাদিস্তেন বিধ্যেকমেয়তা" ইতি॥ স্পষ্টোঽর্থঃ। ব্রহ্মতত্ত্বং প্রত্যপি বিচারিতং—"অস্যান্যমেয়তাঽপ্যস্য কিং বা বেদৈকমেয়তা॥ ঘটবৎসিদ্ধবস্তুত্বাদ্ব্রহ্মান্যেনাপি মীয়তে। রূপলিঙ্গাদিরাহিত্যান্নাস্য মানান্তরযোগ্যতা॥ তং ত্বৌপনিষদেত্যাদৌ প্রোক্তা বেদৈকমেয়তা" ইতি॥ "তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ শাকল্যং পপ্রচ্ছ। তত্রোপনিষৎস্বেবাধিগতঃ পুরুষ ঔপনিষদঃ। আদিশব্দেন "নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তং" ইতি শ্রুতির্ব্বিবক্ষিতা। তস্মাদলৌকিকার্থবোধকো বেদঃ। তস্য প্রামাণ্যং বিচারিতং—"বেদবাক্যমমানং স্যান্মানং বা নাস্য মানতা। পৃথক্‌সঙ্কেতবীক্ষায়ামনপেক্ষত্ববর্জ্জনাৎ॥ বেদেঽপি লোকবন্নৈব বাক্যার্থে সঙ্গতিঃ পৃথক্। গ্রহীতব্যা ততো বাক্যং প্রমাণং নৈরপেক্ষ্যতঃ" ইতি॥ "অগ্নিমীলে পুরোহিতং" "ইষে ত্বা" ইত্যাদিপদানাং পৃথক্‌সঙ্কেতাপেক্ষৈঃ স্বার্থৈঃ সহ সঙ্গতির্বৃদ্ধব্যবহারৈর্গৃহীতেতি পদার্থা বুধ্যন্তে। জ্যোতিষ্টোমাদিবাক্যস্য সত্যজ্ঞানাদিবাক্যস্য চ স্বার্থাভ্যাং ধর্ম্মব্রহ্মভ্যাং সঙ্গতেরগৃহীতত্বাদস্তি পৃথক্‌সঙ্কেতাপেক্ষেত্যনপেক্ষত্বলক্ষণং প্রামাণ্যং নাস্তীতি চেন্মৈবং। লোকে তাবদ্গবাদিপদানামেব স্বার্থে সঙ্গতির্গৃহ্যতে ন তু গামানয়েত্যাদিবাক্যানাং তথাঽপি বাক্যার্থো বুধ্যত এব। তদ্বদ্বেদেঽপি বোধসম্ভবাদস্ত্যেব নৈরপেক্ষং। বৃদ্ধব্যবহারে লৌকিকয়োরেব পদপদার্থয়োঃ সঙ্গতির্গৃহ্যতে ন তু বৈদিকয়োরিতি শঙ্কাং নিবারয়িতুং বিচার্য্যতে। ইদং বিচারিতং—"লোকা পদপদার্থৌ যৌ ন তৌ বেদেঽথ বাঽত্র তৌ। রূপভেদাৎপদং ভিন্নমুত্তানাদিভিদা স্ফুটা॥ বর্ণৈকত্বাৎপদৈকত্বং ক্বাচিৎকী রূপভিন্নতা। প্রায়িকেণ পদৈক্যেন পদার্থৈক্যং তথাবিধং" ইতি॥

বৈদিকৌ পদপদার্থৌ লৌকিকাভ্যাং ভিন্নৌ। কুতঃ, রূপভেদাৎ। ব্রাহ্মণা ইতি লৌকিকপদস্য রূপং বেদে ব্রাহ্মণাসঃ পিতর ইত্যাম্নায়তে। অর্থভেদোঽপ্যস্তি। অবাঞ্চো লৌকিকা গাবো বহন্তি বেদে তু "উত্তানা হি দেবগবা বহন্তি" ইতি শ্রুতং। অত্রোচ্যতে—য এব লৌকিকাঃ পদপদার্থাস্ত এব বৈদিকাঃ। কুতঃ প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। যথা প্রযোক্তৄণাং পুরুষাণাং ভেদেঽপ্যেকৈকপুরুষস্য বহুকৃত্ব উচ্চারণভেদেঽপি ত এবৈতে বর্ণা ইত্যবাধিতপ্রত্যভিজ্ঞানাদ্বর্ণৈকত্বং তন্নিত্যত্ববাদিভিরভ্যুপগতং। তথা গবাগ্ন্যাদিপদানাং লোকবেদয়োরবাধিতপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ পদৈকত্বং। ক্বাচিৎ কো রূপভেদো বহুতরপ্রত্যভিজ্ঞয়া বাধ্যতে। উত্তানহনাস্ত্বর্থভেদশ্চ ক্বাচিৎ কঃ। কচিদুত্তানশব্দবহনশব্দয়োস্তদর্থয়োশ্চ ভেদো নাস্তি। তস্মাদ্বেদে পৃথগ্‌ব্যুৎপত্তির্নাপে-

ক্ষিতা। তথাচোক্তং—"লোকাবগতসামর্থ্যঃ শব্দো বেদেঽপি বোধকঃ" ইতি॥ কর্তৃদোষেণা-প্রামাণ্যং নিবারয়িতুমিদং বিচারিতং—"পৌরুষেয়ং ন বা বেদবাক্যং স্যাৎ পৌরুষেয়তা। কাঠকাদিসমাখ্যানাদ্বাক্যত্বাচ্চান্যবাক্যবৎ॥ সমাখ্যানং প্রবচনাদ্বাক্যত্বং তু পরাহতং। তৎ-কর্ত্রনুপলম্ভেন স্যাত্ততোঽপৌরুষেয়তা" ইতি॥

বাল্মীকীয়ং বৈয়াসিকমিত্যাদিসমাখ্যানাদ্রামায়ণভারতাদিকং যথা পৌরুষেয়ং তথা কাঠকং কৌথুমং তৈত্তিরীয়মিত্যাদিসমাখ্যানাদ্বেদঃ পৌরুষেয়ঃ। কিং চ বেদবাক্যং পৌরুষেয়ং বাক্যত্বাৎ কালিদাসাদিবাক্যবদিতি চেন্মৈবং। সম্প্রদায়প্রবৃত্ত্যা সমাখ্যানোপপত্তেঃ। বাক্যত্বহেতু-স্ত্বনুপলব্ধিবিরুদ্ধকালাত্যয়াপদিষ্টঃ। যথাব্যাসবাল্মীকিপ্রভৃতয়োঽত্র তত্তদ্‌গ্রন্থনির্ম্মাণাবসরে কৈশ্চিদুপলব্ধা অন্যৈরপ্যবিচ্ছিন্নসম্প্রদায়েনোপলভ্যন্তে ন তথা বেদকর্তা পুরুষঃ ক্বচিদুপলব্ধঃ। প্রত্যুত বেদস্য নিত্যত্বং শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং পূর্ব্বমুদাহৃতং। পরমাত্মা তু বেদকর্তাঽপি ন লৌকিকঃ পুরুষঃ। তস্মাৎ কর্তৃদোষাভাবান্নাস্ত্যপ্রামাণ্যশঙ্কা। তেম্বেতেষু বিচারেষু ব্রহ্মণো মানান্তরা-গোচরত্বং বৈয়াসিকে শাস্ত্রে প্রথমাধ্যায়প্রথমপাদে "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" (ব্র০ সূ০ অ০ ১ পা ১ সূ ৩) ইত্যস্য সূত্রস্য দ্বিতীয়বর্ণকেঽভিহিতং। অবশিষ্টং তু জৈমিনীয়ে। তত্রাপি লোক-বেদাধিকরণং প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে। ইতরৎ প্রথমপাদে। তস্যৈতস্য প্রমাণভূতস্য বেদস্য ভাগদ্বয়ং কল্পসূত্রকারকৃতং মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্ব্বেদনামধেয়মিতি। তয়োর্ম্ম [illegible] মন্ত্রসামান্যস্য মন্ত্রবিশেষা-ণামৃগাদীনাং চ লক্ষণং দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমপাদে বিচারিতং—"অহে বুধ্নিয় মন্ত্রং ম ইতি মন্ত্রস্য লক্ষণং। নাস্ত্যস্তি বাঽস্য নাস্ত্যেতদব্যাপ্ত্যাদের বারণাৎ॥ [illegible]জ্ঞিকানাং সমাখ্যানং লক্ষণং দোষবর্জ্জিতং। তেঽনুষ্ঠানস্মারকাদৌ মন্ত্রশব্দং প্রযুঞ্জতে" ইতি॥ আধানপ্রকরণ ইদমাম্নায়তে —"অহে বুধ্নিয় মন্ত্রং মে গোপায়" ইতি। তত্র মন্ত্রস্য লক্ষণং নাস্তি। কুতঃ। অব্যাপ্ত্য-তিব্যাপ্ত্যোর্ব্বারয়িতুমশক্যত্বাৎ। বিহিতার্থস্যাভিধায়কো মন্ত্র ইত্যুক্তে 'বসন্তায় কপিঞ্জলানা-লভেত" ইত্যস্য মন্ত্রস্য বিধিরূপত্বাদব্যাপ্তিঃ। মননহেতুর্মন্ত্র ইত্যুক্তে ব্রাহ্মণেঽতিব্যাপ্তিরিতি চেন্মৈবং। যাজ্ঞিকসমাখ্যানস্য নির্দ্দোষলক্ষণত্বাৎ। তচ্চ সমা[খ্য]ানমনুষ্ঠানস্মারকাদীনাং মন্ত্রত্বং গময়তি। "উরু প্রথস্ব" ইত্যাদয়োঽনুষ্ঠানস্মারকাঃ। "অগ্নিমীলে পুরোহিতং" ইত্যাদয়ঃ স্তুতিরূপাঃ। "ইষে ত্বা" ইত্যাদয়স্ত্বান্তাঃ। "অগ্ন আয়াহি বীতয়ে" ইত্যাদয় আমন্ত্রণোপেতাঃ। এবমন্যেঽপ্যুদাহার্যাঃ। ঈদৃশেষত্যন্তবিজাতীয়েষু সমাখ্যানমন্ত [illegible] নান্যঃ কশ্চিদনুগতো ধর্ম্মোঽস্তি যস্য লক্ষণত্বমুচ্যেত। তস্মাৎ সমাখ্যানং মন্ত্রলক্ষণং।

ঋগাদিলক্ষণ পূর্ব্বোত্তরপক্ষাবাহ—"নক্সামযজুষাং লক্ষ্ম সাংকর্য্যাদিতি শঙ্কিতে। পাদশ্চ গীতিঃ প্রশ্লিষ্টপাঠ ইত্যস্ত্বসংকরঃ" ইতি॥ ইদমাম্নায়তে—"অহে বুধ্নিয় মন্ত্রং মে গোপায়। যমৃষয়স্ত্রৈবিদা বিদুঃ। ঋচঃ সামানি যজূꣳষি" ইতি। ত্রীন্বেদান্বিদন্তীতি ত্রিবিদাস্ত্রিবিদাং সম্বন্ধি-নোঽধ্যেতারস্ত্রৈবিদাঃ। তে চ যং মন্ত্রভাগমৃগাদিরূপেণ ত্রিবিধং বিদন্তি তং গোপায়েতি যোজনা। ত্রিবিধানামৃক্সামযজুষাং ব্যবস্থিতং লক্ষণং নাস্তি। কুতঃ। সাঙ্কর্য্যস্য দুষ্পরিহার্য্যত্বাৎ। অধ্যাপকপ্রসিদ্ধেম্বৃগ্বেদাদিষু পঠিতা মন্ত্র ঋগাদিরিতি হি লক্ষণং বক্তব্যং। তচ্চ সঙ্কীর্ণং। তথাহি—"অগ্নয়ে মথ্যমানায়ানুব্রূহি" "হবির্ধানাভ্যাং প্রোহ্যমাণাভ্যামনুব্রূহি" ইত্যাদীনি যজূꣳষি ঋগ্বেদে সমাম্নাতানি। "দেবো বঃ সবিতোৎপুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ

সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ” ইত্যয়ং মন্ত্রো যজুর্ব্বেদে সম্প্রতিপন্নযজুষাং মধ্যে পঠিতঃ। ন চ তস্য যজুষ্ট্বমস্তি। ঋগ্‌রূপত্বেন তদ্‌ব্রাহ্মণে ব্যবহৃতত্বাৎ। “সাবিত্র্যর্চ্চা” ইতি হি ব্রাহ্মণং। “এতৎসাম গায়ন্নাস্তে” ইতি প্রতিজ্ঞায় “হাওবু হাওবু” ইত্যাদিকং সাম যজুর্ব্বেদে গীতং। “অক্ষিতমসি” “অচ্যুতমসি” “প্রাণসংশিতমসি” ইতি ত্রীণি যজূংষি সামবেদে সমাম্নায়ন্তে। তস্মান্নাস্তি লক্ষণমিতি. চেন্ন। পাদাদীনামসঙ্কীর্ণলক্ষণত্বাৎ। পাদেনার্দ্ধর্চেন চোপেতা বৃত্তবদ্ধা মন্ত্রা ঋচঃ। গীত্যুপেতা মন্ত্রাঃ সামানি। বৃত্তগীতিবর্জ্জিতত্বেন প্রশ্লিষ্টপঠিতা মন্ত্রা যজূংষীতি ব্যবস্থিতং লক্ষণং।

প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে মন্ত্রেষ্বন্যদ্বিচারিতং—“মন্ত্রা উরু প্রথস্বেতি কিমদৃষ্টৈকহেতবঃ। যাগেষূত পুরোডাশপ্রথনাদেশ্চ ভাসকাঃ॥ ব্রাহ্মণেনাপি তদ্ভানান্মন্ত্রাঃ পুণ্যৈকহেতবঃ॥ ন তদ্ভানস্য দৃষ্টত্বাদ্দৃষ্টং বরমদৃষ্টতঃ” ইতি॥ “উরু প্রথস্ব” ইত্যয়ং কশ্চিন্মন্ত্রঃ। তস্যায়মর্থঃ—ভোঃ পুরোডাশ ত্বমুরু বিপুলং যথা ভবতি তথা কপালেষু প্রথস্ব প্রসরেতি। ঈদৃশা মন্ত্রা যাগপ্রয়োগেষূচ্চার্য্যমাণা অদৃষ্টমেব জনয়ন্তি ন ত্বর্থপ্রকাশনায় তদুচ্চারণং। পুরোডাশপ্রথনরূপার্থস্য ব্রাহ্মণবাক্যেনাপি সিদ্ধেঃ। “উরু প্রথস্বেতি পুরোডাশং প্রথয়তি” ইতি হি ব্রাহ্মণবাক্যমিতি চেৎ। নৈতদ্‌যুক্তং। অর্থপ্রত্যায়নস্য দৃষ্টপ্রয়োজনস্য সম্ভবে সতি কেবলাদৃষ্টস্য কল্পয়িতুমশক্যত্বাৎ। তস্মা দৃষ্টমর্থানুস্মরণমেব যাগপ্রয়োগে মন্ত্রোচ্চারণস্য প্রয়োজনং। ব্রাহ্মণবাক্যেনাপ্যর্থানুস্মরণসম্ভবে মন্ত্রৈরেবানুস্মরণীয়মিতি যো নিয়মস্তস্যাদৃষ্টং প্রয়োজনমস্তু। ননু মন্ত্রস্যানুষ্ঠেয়ার্থস্মারকত্বং ক্বচিদনুপপন্নং। তথা হি—“দিবো বা বিষ্ণবুত বা পৃথিব্যা মহো বা বিষ্ণবুত বাঽন্তরিক্ষাদ্ধস্তৌ পৃণস্ব বহুভির্ব্বসব্যৈরাপ্রযচ্ছ দক্ষিণাদোত সব্যাৎ” ইত্যস্মিন্মন্ত্রে ধনদাশাস্তি ইত্যর্থঃ প্রতীয়তে। অনুষ্ঠেয়ার্থস্তু শকটস্থাপনায়াঽধারভূতকাষ্ঠস্থাপনং। তত্তু ব্রাহ্মণেন বিধীয়তে—“দিবো বা বিষ্ণবুত বা পৃথিব্যা ইত্যাশীর্পদবর্চ্চা দক্ষিণস্য হবির্দ্ধানস্য মেথীং নিহন্তি” ইতি। নায়ং দোষঃ। অস্যাধিকরণস্য লিঙ্গবিনিয়োগবিষয়ত্বাৎ। উদাহৃতস্তু মন্ত্রঃ শ্রুত্যা বিনিযুজ্যতে।

দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমে পাদে মন্ত্রেষ্বন্যদ্বিচারিতং। “দেবাংশ্চ যাভির্যজত ইত্যাখ্যাতং তু মন্ত্রগং। বিধায়কং ন বাঽন্যেন সমত্বাত্তদ্বিধায়কং॥ যচ্ছব্দাদেঃ ক্ষীণশক্তির্ন বিধিস্ত্রিবিধং ততঃ। আখ্যাতমভিধানং চ প্রধানগুণকর্ম্মণী” ইতি॥ অয়ং মন্ত্র আম্নায়তে—“দেবাꣳশ্চ যাভির্যজতে দদাতি চ জ্যোগিত্তাভিঃ সচতে গোপতিঃ সহ” ইতি। অয়মর্থঃ—গোপতির্যজমানো যাভির্গোভির্দ্দেবান্‌ যজতে যাশ্চ গা ব্রাহ্মণেভ্যো দদাতি চিরমেব তাভিঃ সহ পরলোকেঽবতিষ্ঠত ইতি। তত্র যথা ব্রাহ্মণগতমাখ্যাতপদং প্রধানগুণকর্ম্মণোরন্যতরস্য বিধায়কং তথা মন্ত্রগতমপীতি চেন্মৈবং। যচ্ছব্দাদিনা বিধিশক্তেঃ ক্ষীণত্বাৎ। সতি হি যচ্ছব্দে তস্য বাক্যস্যানুবাদকত্বং প্রতীয়তে ন তু বিধায়কত্বং। যচ্ছব্দাদেরিত্যাদিশব্দেনাঽমন্ত্রণোত্তমপুরুষাদয়ঃ। “বায়বঃ স্থোপায়বঃ স্থ” ইত্যামন্ত্রণং। “অগ্নয়ে জুষ্টং নির্ব্বপামি” ইত্যুত্তমপুরুষঃ। তস্মাদাখ্যাতস্য প্রধানকর্ম্মবিধায়কত্বং গুণকর্ম্মবিধাকয়ত্বং চেত্যেবং দ্বাবেব প্রকারৌ ন ভবতঃ কিং ত্ববিধায়কত্বমিতি তৃতীয়োঽপি প্রকারঃ। ততো মন্ত্রগতমাখ্যাতং ন বিধায়কং। প্রধানগুণকর্ম্মণোস্তু লক্ষণং বক্ষ্যতে। এবমেতৈর্ব্বিচারৈরয়ং নির্ণয়ঃ প্রক্বতে সম্পন্নঃ। “ইষেত্বোর্জ্জে ত্বা” “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং” ইতি কাণ্ডদ্বয়প্রতিপাদ্যার্থো ন মানান্তরগম্যঃ। কাণ্ডদ্বয়গতবাক্যস্য নাস্তি পৃথক্‌সঙ্কেতাপেক্ষা। তত্রত্যৌ পদপাদার্থৌ লৌকিকাবেব। তদ্বাক্যং চ ন পৌরুষেয়ং। অভিযুক্তসমাখ্যানং মন্ত্রস্য লক্ষণং। প্রশ্লিষ্টপাঠো

মন্ত্রবিশেষস্য যজুষো লক্ষণং। নির্দ্দোষত্বান্মন্ত্রস্য স্বার্থানুষ্ঠানকালে স্বার্থস্মারকত্বং প্রয়োজনং। মন্ত্রগতং চ বায়বঃ স্থ সবিতা প্রার্পয়তু ইত্যাদিকং ন বিধায়কমিতি।

ইত্থং মন্ত্রে সামান্যং বিচার্য্য বিশেষো বিচার্য্যতে। "ইষেত্বাদির্ম্মন্ত্র একো ভিন্নো বৈকঃ ক্রিয়াপদে। অসত্যর্থাস্মারকত্বাদেকাদৃষ্টস্য কল্পনাৎ॥ ছেদনে মার্জ্জনে চৈতৌ বিনিযুক্তৌ ক্রিয়াপদে। অধ্যাহৃতে স্মারকত্বান্মন্ত্রভেদোঽর্থভেদতঃ" ইতি॥ "ইষে ত্বোর্জে ত্বা" ইত্যত্র ক্রিয়াপদাভাবেন "উরু প্রথস্ব" ইতি মন্ত্রবদর্থস্মারকত্বাভাবাদদৃষ্টার্থত্বে সত্যেকাদৃষ্টকল্পনে লাঘবাদেক এব মন্ত্র ইতি চেন্মৈবং। শাখান্তরে "ইষে ত্বেত্যাচ্ছিনত্ত্যূর্জে ত্বেত্যনুমার্ষ্টি" ইতি বিনিয়োগভেদশ্রবণাৎ। তদনুসারেণেষে ত্বেত্যাচ্ছিনদ্মূর্জে ত্বেত্যনুমার্জ্মীতি ক্রিয়াপদেঽধ্যাহৃতে সতি ক্রিয়াভেদাত্তিন্নোঽয়ং মন্ত্রাঃ।

অথ ব্রাহ্মণবিষয়বিচারাঃ। তল্লক্ষণং দ্বিতীয়াধ্যায়প্রথমপাদে বিচারিতং—"নাস্ত্যেতদ্ব্রাহ্মণেত্যত্র লক্ষণং বিদ্যতেঽথ বা। নাস্তীয়ন্তো বেদ ভাগা ইতি ক্লৃপ্তেরভাবতঃ॥ মন্ত্রশ্চ ব্রাহ্মণং চেতি দ্বৌ ভাগৌ তেন মন্ত্রতঃ। অন্যদ্ব্রাহ্মণমিত্যেতদ্ভবেদ্ব্রাহ্মণলক্ষণম্" ইতি॥ চাতুর্ম্মাস্যেষ্বিদমাম্নায়তে—"এতদ্ব্রাহ্মণান্যেব পঞ্চ হবীꣳষি" ইতি। তত্র ব্রাহ্মণস্য লক্ষণং নাস্তি। কুতঃ। বেদভাগানামিয়ত্তানবধারণেন ব্রাহ্মণভাগেষ্বন্যভাগেষু চ লক্ষণস্যাব্যাপ্ত্যতিব্যাপ্ত্যোর্নিরাকর্ত্তুমশক্যত্বাৎ, ইতি চেন্ন। ভাগদ্বয়াঙ্গীকারেণ মন্ত্রব্যতিরিক্তো ভাগো ব্রাহ্মণমিতি লক্ষণস্য নির্দ্দোষত্বাৎ। নন্বু ব্রহ্মযজ্ঞপ্রকরণে মন্ত্রব্রাহ্মণব্যতিরিক্তা ইতিহাসাদয়োঽপি ভাগা আম্নায়ন্তে—"যদ্ব্রাহ্মণানীতিহাসান্ পুরাণানি কল্পান্ গাথা নারাশꣳসীঃ" ইতি। মৈবং। বিপ্রপরিব্রাজকন্যায়েন ব্রাহ্মণান্যবান্তরভেদানামেবেতিহাসাদীনাং পৃথগভিধানাৎ। "দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্" ইত্যাদয় ইতিহাসাঃ। "ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চনাঽসীৎ" "ন দ্যৌরাসীৎ" ইত্যাদিকং জগতঃ প্রাগবস্থামুপক্রম্য সর্গপ্রতিপাদকং বাক্যজাতং পুরাণং। কল্পস্থারুণকেতুকচয়নপ্রকরণে সমাম্নায়তে—"ইতি মন্ত্রাঃ, কল্পোঽত উর্দ্ধ্বং, যদি বলিꣳ হরেৎ" ইতি। অগ্নিচয়নে "যমগাথাভিঃ পরিগায়তি" ইতি বিহিতা মন্ত্রবিশেষা গাথাঃ। মনুষ্যবৃত্তান্তপ্রতিপাদিকা ঋচো নারাশংস্যঃ। তস্মান্মন্ত্রব্রাহ্মণব্যতিরিক্তভাগাভাবাল্লক্ষণং সুস্থিতং। তচ্চ ব্রাহ্মণং দ্বিবিধং বিধিরূপমর্থবাদরূপং চেতি। 'বৎপর্ণশাখয়া বৎসানপাকরোতি" ইতি বিধিঃ। "তৃতীয়স্যামিতো দিবি সোম আসীৎ" ইত্যাদিকোঽর্থবাদঃ। তত্র বিধেঃ প্রামাণ্যং প্রথমাধ্যায়ে প্রথমপাদে প্রতিপাদিতং। "অবোধকো বোধকো বা ন স্বাবদ্বোধকো বিধিঃ। শক্তেরলৌকিকে ধর্ম্মে গ্রহণং দুর্ঘটং যতঃ॥ সমভিব্যাহৃতে ধর্ম্মে শক্তিগ্রহণসম্ভবাৎ। বোধকস্য বিধের্ম্মাত্বমনপেক্ষতয়া স্থিতং" ইতি॥ ধর্ম্মো নামানুষ্ঠানজন্যাপূর্ব্বং তদ্ধেতুর্যোগো বা। তস্যালৌকিকত্বেন গবাদ্যর্থবদ্বৃদ্ধব্যবহারাবিষয়ত্বাৎ সঙ্গতিগ্রহণং নাস্তি। ততো বিধেরবোধকত্বাদপ্রামাণ্যমিতি চেন্মৈবং। প্রসিদ্ধার্থৈঃ পর্ণশাখাদিপদৈঃ সমভিব্যাহৃতস্যাপাকরোতীতি পদস্যাপূর্ব্বপর্য্যবসায়িন্যর্থে শক্তিগ্রহণসম্ভবাৎ। যথা প্রভিন্নকমলোদরে মধুকরো মধূনি পিবতীত্যত্র মধুকরশব্দস্যার্থমজানান ইতরপদার্থানামর্থমবগত্য তৎসমভিব্যাহারাৎ কমলমধ্যগতে মধুপানং কুর্ব্বতি ভ্রমরে মধুকরশব্দস্য শক্তিং গৃহ্নাতি তদ্বৎ। অতো বোধকত্বান্মূলপ্রমাণানপেক্ষত্বাচ্চ বিধিঃ স্বত এব প্রমাণং। ন চ "বৎসানপাকরোতি" ইত্যত্র বিধায়কানাং লিঙ্লোট্তব্যপ্রত্যয়ানামভাবাদবিধিত্বমিতি শঙ্কনীয়ং। ক্রত্বঙ্গোপবীতবদপূর্ব্বার্থত্বে সতি পঞ্চমলকারাশ্রয়ণেন বিধিত্বসম্ভবাৎ।

এতচ্চ তৃতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থপাদে বিচারিতং। "উপব্যানেঽনুবাদো বা বিধির্ব্বাঽন্ত্যো যতঃ স্মৃতৌ। প্রাপ্তং নৈবমপূর্ব্বত্বাৎ ক্রতৌ লেটা বিধীয়তে" ইতি॥ দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে ক্রত্বঙ্গত্বেন যজ্ঞোপবীতত্বমাম্নায়তে—"দেবানামুপব্যয়তে দেবলক্ষণমেব তৎ কুরুতে" ইতি। তদিদং বাক্যমুপবীতত্বস্যানুবাদকং বা বিধায়কং বেতি সংশয়ঃ। "নিত্যোদকী নিত্যযজ্ঞোপবীতী" ইতি স্মৃত্যা প্রাপ্তত্বাদ্বিধায়কানাং লিঙাদীনামভাবাচ্চানুবাদকমিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—পুরুষার্থস্য স্মৃত্যা প্রাপ্তাবপি ক্রত্বর্থস্য প্রাপ্ত্যভাবাৎ পঞ্চমলকারেণ দর্শপূর্ণমাসাঙ্গতয়া বিধীয়ত ইতি রাদ্ধান্তঃ। তেনৈব ন্যায়েন "বৎসানপাকরোতি" ইত্যয়ং ন প্রথমলকারঃ কিন্তু পঞ্চমলকারঃ। তস্য চ বিধায়কত্বং "লিঙর্থে লেট্" (পা০ সূ০ অ০ ৩ পা০ ৪ সূ০ ৭) ইতি সূত্রসিদ্ধং। নন্বেবমপি "বৎপর্ণশাখয়া" ইত্যনুবাদত্বগমকেন যচ্ছব্দেন বিধিশক্তিপ্রতিঘাতঃ "দেবাꣳশ্চ যাভির্যজতে" ইত্যাদিবদিতি চেন্নৈবং। উপরিধারণন্যায়েন যচ্ছব্দস্য বাধিতত্বাৎ। স চ ন্যায়স্তস্মিন্নেব পাদেঽভিহিতঃ—"ধারয়ত্যুপরিষ্টাদ্ধি দেবেভ্য ইতি সংস্তবঃ। বিধির্ব্বাঽন্ত্যো ধৃতেঃ পিত্র্যে প্রোক্তায়াঃ পূর্ব্ববৎ স্তুতিঃ॥ ঊর্দ্ধ্বং বিধারণং প্রাপ্তং সমিধো নান্যমানতঃ। অতো হিশব্দসন্ত্যাগাদপূর্ব্বার্থো বিধীয়তে" ইতি॥ প্রেতাগ্নিহোত্রে শ্রূয়তে—"অধস্তাৎ সমিধং ধারয়ন্ননুদ্রবেদুপরিষ্টাদ্ধি দেবেভ্যো ধারয়তি" ইতি। অত্র পিত্র্যং হবির্হোতুং হস্তে ধারয়ন্ যদা মন্ত্রং পঠতি তদানীমূর্দ্ধ্বং তস্যাধস্তাৎ সমিধং ধারয়েৎ, ইতি যদ্বিধীয়তে তদেতদ্দৈবিকেনোপরিধারণেন স্তূয়তে। কুতঃ। হিশব্দাদনুবাদত্বপ্রতীতেঃ। তত্রত্যে পূর্ব্বাধিকরণে—"প্রাচীনাবীতী দোহয়েদ্যজ্ঞোপবীতী হি দেবেভ্যো দোহয়তি যে পুরোদঞ্চো দর্ভাস্তান্দক্ষিণাগ্রান্ স্তৃণীয়াৎ" ইত্যস্মিন্নুদাহরণদ্বয়ে যজ্ঞোপবীতিত্বোদগগ্রত্ববাক্যয়োর্হিশব্দযচ্ছব্দযুক্তয়োর্ব্বিধায়কত্বমপোহ্যার্থবাদত্বং নির্ণীতং তদ্বদত্রাপীতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—বিষমো দৃষ্টান্তঃ। দৈবিকে যজ্ঞোপবীতিত্বোদগগ্রত্বয়োর্ম্মানান্তরপ্রাপ্তত্বাদ্ধিশব্দযচ্ছব্দাববাধিত্বা তত্রার্থবাদত্বং বক্তুমুচিতং। উপরিধারণে ত্বপ্রাপ্তত্বাদ্ধিশব্দং পরিত্যজ্য বিধিরেবাভ্যুপগন্তব্যঃ। এবং সতি বৎসাপাকরণস্যাপ্যপূর্ব্বার্থত্বাদ্যচ্ছব্দপরিত্যাগেন বিধিরেব যুক্তঃ। ননু লোকে সায়ংদোহার্থিভিঃ প্রাতর্ব্বৎসা গোভ্যোঽপাক্রিয়ন্তেঽতো লোকত এব প্রাপ্তত্বান্ন বৎসাপাকরণং বিধেয়মিতি চেন্নৈবং। অবঘাতবন্নিয়মাপূর্ব্বহেতুত্বেন বিধেয়ত্বাৎ।

অবঘাতন্যায়শ্চ দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমপাদে বর্ণিতঃ—"অবঘাতাদিনাঽপূর্ব্বমুৎপাদ্যং বিদ্যতে ন বা। যজত্যাদিবদস্ত্যেব বাক্যবৈয়র্থ্যমন্যথা। দৃষ্টে তুষবিমোকেঽস্তি নাপূর্ব্বং দ্রব্যতন্ত্রতা। স্যাদ্যজত্যাদিবৈষম্যং নিয়মাপূর্ব্বকৃদ্বচঃ" ইতি॥ যথা "সমিধো যজতি" ইত্যত্র যাগজন্যমপূর্ব্বমস্তি তথা "ব্রীহীনবহন্যাৎ" ইত্যত্রাপি তদভ্যুপেয়মন্যথা বিধিবাক্যবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাদিতি চেন্ন। দৃষ্টে সম্ভবত্যদৃষ্টকল্পনস্যান্যায্যত্বাৎ। ন চাত্র যজত্যাদিবিধিসাম্যমস্তি, গুণকর্ম্মত্বেনাবঘাতস্য দ্রব্যতন্ত্রত্বাৎ। যাগস্তু প্রধানকর্ম্ম। অয়ং চ কর্ম্মণাং ভেদো জৈমিনিনা সূত্রত্রয়েণ স্পষ্টীকৃতঃ—"তানি দ্বৈধং গুণপ্রধানভূতানি। যৈস্তু দ্রব্যং চিকীর্ষ্যতে গুণস্তত্র প্রতীয়েত তস্য দ্রব্যপ্রধানত্বাৎ। যৈস্তু দ্রব্যং ন চিকীর্ষ্যতে তানি প্রধানভূতানি দ্রব্যস্য গুণভূতত্বাৎ" ইতি। যৈস্তু কর্ম্মভির্দ্রব্যমুৎপাদয়িতুং সংস্কর্ত্তুং বেষ্যতে তেষু কর্ম্মসু গুণত্বং। কুতঃ। তস্য কর্ম্মণো দ্রব্যপ্রধানত্বাৎ। দ্রব্যং প্রধানমস্যেতি বহুব্রীহিঃ। "যূপং তক্ষতি" "আহবনীয়মাদধাতি" ইত্যাদৌ যূপাহবনীয়াদি দ্রব্যমুৎপাদয়িতুমিষ্যতে। "ব্রীহিনবহন্তি" "তণ্ডুলান্ পিনষ্টি" ইত্যত্র ব্রীহ্যাদি দ্রব্যং সংস্কর্ত্তুমিষ্টং।

"আজ্যেন প্রযাজা ইজ্যন্তে" ইত্যাদিষূক্তবৈপরীত্যাৎ প্রধানকর্ম্মত্বং। অতো যজতিবৈষম্যান্নাবঘাতোঽপূর্ব্বজনকঃ। ন চ বিধিবাক্যবৈয়র্থ্যং নখবিদলনাদিনাঽপি তণ্ডুলনিষ্পত্তিসম্ভবে সত্যবঘাতেনৈব তণ্ডুলা নিষ্পাদনীয়া ইতি তন্নিয়মজন্যমপূর্ব্বং বোধয়িতুং বিধেরপেক্ষিতত্বাৎ। তদ্বচ্ছাস্ত্রীয়াপাকরণেনৈব সায়ং দোহঃ সম্পাদনীয় ইতি নিয়মবিধিরস্তু। উক্তেষু বিধিসামান্যবিচারেষ্বেতে নির্ণয়াঃ সম্পন্নাঃ—বিধিরলৌকিকধর্ম্মবোধকঃ। পঞ্চমলকারাশ্রয়ণেন বিধায়কত্বং। অপ্রাপ্তার্থে যচ্ছব্দাদয়ো ন বিধিবাধকাঃ। সংস্কারকর্ম্ম দৃষ্টার্থসম্ভবেঽপি নিয়মাপূর্ব্বার্থমপীতি।

শাখাহরণ এব চতুর্থাধ্যায়ে বিচারিতং কিঞ্চিদ্দ্বিতীয়পাদে। "প্রাচীমাহরতীত্যত্র দিক্‌শাখা বাঽস্তু দিক্‌শ্রুতেঃ। আহার্য্যত্বং দিশো নাস্তি শাখা তেনোপলভ্যতে" ইতি॥ "যৎ প্রাচীমাহরেৎ" ইতি বাক্যে প্রাচীশব্দেন মুখ্যা দিগ্বিবক্ষিতেতি চেন্ন। দিশ আহর্ত্তুমশক্যত্বেন দিকসম্বন্ধিন্যাঃ শাখায়া উপলক্ষণীয়ত্বাৎ। তস্মিন্নেব পাদেঽন্যদ্বিচারিতং। "শাখাং ছিত্ত্বোপবেষং চ মূলে কুর্ব্বীত শাখয়া। নুদেদ্বৎসান্ কপালানি স্থাপয়েদুপবেষতঃ॥ দ্বয়ং প্রয়োজনং ছিত্তের্ব্বৎসাপাকৃতিরেব বা। আদ্যোঽগ্রমূলয়োরত্র বিভজ্যবিনিয়োগতঃ॥ উপবেষং করোতীতি সাকাঙ্ক্ষোঽন্যর্থমূলতঃ। পূর্য্যতেঽতোঽনুনিষ্পাদী স তস্মাদযুজ্যতেঽন্তিমঃ" ইতি॥

ইদমাম্নায়তে—"মূলতঃ শাখাং পরিবাস্যোপবেষং করোতি" ইতি। অস্যায়মর্থঃ—যেয়ং "ইষে ত্বা" ইতি মন্ত্রেণাবচ্ছিন্না শাখা তাং পুনর্ম্মূলে ছিত্ত্বা তং মূলভাগমুপবেষং কুর্য্যাদিতি। অত্র তয়োর্ম্মূলাগ্রয়োঃ পৃথগ্বিনিয়োগ আম্নায়তে—"উপবেষেণ কপালান্যুপদধাতি শাখয়া বৎসানপাকরোতি" ইতি। অত্র কপালোপধানং বৎসাপাকরণং চেত্যুভয়ং শাখাছেদনস্য প্রযোজকং। কুতঃ। অগ্রমূলয়োঃ সাম্যেন বিভজ্য বিনিয়োগাৎ, ইতি চেন্নৈবং। উপবেষং করোতীত্যয়ং বিধিরুপবেষস্য প্রকৃতিদ্রব্যমপেক্ষতে। সা চাপেক্ষা মূলেন পূর্য্যতে। তচ্চ মূলং শাখার্থং। "ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বেতি তামাচ্ছিনত্তি" ইত্যত্র ছিন্নায়াঃ সমূলায়াঃ শাখায়াঃ সৌকর্য্যার্থং পরিবাসনবাক্যেন পুনর্ম্মূলাপাদানকং ছেদনং শ্রূয়তে। ন চাসতি মূলে মূলাপাদানকং ছেদনং সম্ভবতি। তস্মাচ্ছাখার্থমেব মূলং ন তূপবেষার্থং। অতোঽন্যার্থমূলানুনিষ্পন্নোপবেষেণ ক্রিয়মাণং কপালোপধানং ন শাখাছেদনস্য প্রযোজকং, কিং তু বৎসাপাকরণমেব তৎপ্রযোজকং। তথা সতি যত্র শাখায়াঃ প্রথমচ্ছেদনেনৈব সৌকর্য্যং সম্পদ্যতে তত্রোপবেষসিদ্ধয়ে পুনঃ প্রযত্নেন মূলং ন সম্পাদনীয়ং, কিং তু লৌকিকেন কেনচিৎ কাষ্ঠেন কপালান্যুপধেয়ানীতি বিচারস্য ফলং সিদ্ধং।

ব্রাহ্মণে বিধিভাগস্য সামান্যবিশেষবিচারাঃ প্রকাশিতাঃ। অথার্থবাদবিচারাঃ প্রদর্শ্যন্তে—"বায়ুর্ব্বা ইত্যেবমাদেরর্থবাদস্য মানতা। ন বিধেয়েঽস্তি ধর্ম্মে কিং কিং বাঽসৌ ত্বত্র বিদ্যতে॥ বিধ্যর্থবাদশব্দানাং মিথোপেক্ষাপরিক্ষয়াৎ। নাস্ত্যেকবাক্যতা ধর্ম্মে প্রামাণ্যং সম্ভবেৎ কুতঃ॥ বিধ্যর্থবাদৌ সাকাঙ্ক্ষৌ প্রাশস্ত্যপুরুষার্থয়োঃ। তেনৈকবাক্যতা তস্মাদ্বাদানাং ধর্ম্মমানতা" ইতি॥ কাম্যপশুকাণ্ডে বিধ্যর্থবাদৌ শ্রূয়তে—"বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভূতিকামঃ" ইতি বিধিঃ। "বায়ুর্ব্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা" ইত্যর্থবাদঃ। তত্র বায়ব্যাদিশব্দা অর্থবাদশব্দনৈরপেক্ষ্যেণৈব বিশিষ্টমর্থং বিদধতে। অর্থবাদশব্দাশ্চেতরনৈরপেক্ষ্যেনৈব শীঘ্রগামিদেবতালক্ষণং সিদ্ধার্থমাচক্ষতে। অত এবৈকবাক্যত্বাভাবান্নাস্ত্যর্থবাদানাং ধর্ম্মে প্রামাণ্যমিতি চেন্ন। পদৈকবাক্যত্বাভাবেঽপি বাক্যৈকবাক্যত্বাৎ। বিধিবাক্যেন পুরুষপ্রবৃত্তিসিদ্ধয়ে স্তাবকমর্থবাদবাক্যমপেক্ষ্যতে।

অর্থবাদবাক্যস্থাপি পুরুষার্থপর্য্যবসানায় বিধিবাক্যাপেক্ষা। অতো বাক্যয়োঃ পরস্পরমন্বয়দেক-বাক্যত্বে সতি বিধিভাগবদর্থবাদভাগেঽপি ধর্ম্মে প্রামাণ্যং। অনেনৈব ন্যায়েন "তৃতীয়স্যামিতো দিবি সোম আসীৎ" ইত্যাদ্যর্থবাদস্য "যৎপর্ণশাখয়া বৎসানপাকরোতি" ইত্যেতদ্বিধিস্তাবকত্বা-ন্বিধিগম্যে নিয়মাপূর্ব্বে প্রামাণ্যমস্তি। নন্বর্থবাদস্য বিধিস্তাবকত্বং ক্বচিদ্ব্যভিচরতি "প্রাচীমুদীচী-মাহরতি। উভয়োর্লোকয়োরভিজিত্যৈ" ইত্যত্র ফলবিধিপ্রতিভানাদিতি চেন্নৈবং। ঔদুম্বরা-ধিকরণন্যায়েন স্তাবকত্বাৎ। স চ ন্যায়স্তস্মিন্নেব পাদেঽভিহিতঃ—

"উর্জ্জোঽবরুদ্ধ্যা ইত্যেব বিধিবন্নিগদো ন কিং।
যূপৌদুম্বরতাং স্তৌতি স্তৌতি বা তদ্বিধিৎসয়া॥
চতুর্থ্যা ফলতাভানাদ্যূপৌদুম্বরতা ফলং।
উর্জ্জোঽবরোধং কথয়ন্ কথং স্তুতিপরো ভবেৎ॥
অস্তুতৌদুম্বরত্বস্যাবিধানাৎ কস্য তৎফলং।
অর্থদ্বৈধে বাক্যভেদস্তেন স্তাবক এব সঃ" ইতি॥

ইদমাম্নায়তে—"ঔদুম্বরো যূপো ভবৎ ভবত্যূর্গ্বা উদুম্বর উকৃর্পশব উর্জ্জেবাস্মা উর্জ্জং পশূনাপ্নোত্যূর্জ্জোঽবরুদ্ধ্যৈ" ইতি। অত্রাবরোধবাক্যেন কিং ফলমেব বিধীয়তে কিং বা যূপৌদুম্বর-ত্বমপি স্তূয়তে। নাঽদ্যঃ। ঔদুম্বরত্ববিধ্যভাবেন তৎফলকথনাযোগাৎ। ন চাত্রৌদুম্বরত্বস্য প্রত্যক্ষো বিধিরস্তি লিঙাদ্যশ্রবণাৎ। অতঃ স্তুত্যৈবাত্র বিধিরুন্নেতব্যঃ। ন চাত্র স্তুতিমঙ্গী-করোমি। ন দ্বিতীয়ঃ। অর্থভেদেনাঽবৃত্তিলক্ষণবাক্যভেদাপত্তেঃ। তস্মাদূর্গবরোধঃ স্তাবকঃ। তদ্বদুভয়লোকাভিজয়েনাপ্যৈশনদিক্প্রবৃদ্ধাপেষণাদিভিঃ প্রবৃত্তা শাখা বিধানায় স্তূয়তে। তদেবং বেদসামান্যতদ্বিশেষয়োর্ম্মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্ম্মন্ত্রবিশেষাণামৃগাদীনাং ব্রাহ্মণবিশেষয়োর্ব্বিধ্যর্থবাদয়োশ্চা-পেক্ষিতাঃ সামান্যবিশেষবিচারা অস্মিন্নুবাকে উদাহৃতাঃ। বক্ষ্যমাণানুবাকেষ্বপি তে সর্ব্বে যথাযোগ্যমুদাহরণীয়াঃ।

অথ ব্যাকরণ-প্রয়োজনং।

উদাহৃত্যাত্র মীমাংসাং প্রকৃতিপ্রত্যয়স্থিতিং। অর্থং ব্যাকরণে সিদ্ধং বোদ্ধুং তৎপ্রক্রিয়োচ্যতে। ন চ ব্যাকরণপ্রামাণ্যে তৎপ্রয়োজনে বা বিবদিতব্যং তৎপ্রামাণস্য স্মৃতিপাদে নির্ণীতত্বাৎ। তৎপ্রয়োজনস্য চ কাত্যায়নেনাভিহিতত্বাৎ। তথা হি—"গোগাব্যাদিষু সাধুত্বে প্রয়োগে বা ন কশ্চন। নিয়মোঽত্রাস্তি বা নাস্তি ব্যাকৃতের্ম্মূলবর্জ্জনাৎ॥ সাধূনেব প্রযুঞ্জীত গবাদ্যা এব সাধবঃ। ইত্যস্তি নিয়মঃ পূর্ব্বপূর্ব্বব্যাকৃতিমূলতঃ" ইতি॥ নির্ম্মূলত্বেন বিগীতত্বাদয়ঃ পূর্ব্বপক্ষ-হেতবোঽপ্যুপলক্ষ্যন্তে—"নির্ম্মূলত্বাদ্বিগীতত্বাদ্বৈফল্যাদ্বেদবাধনাৎ। পূর্ব্বাপরবিরোধাচ্চ নাস্য প্রামাণ্যসম্ভবঃ"। ইতি হেতব উক্তাঃ। ব্যাকরণস্য পৌরুষেয়ত্বান্মূলপ্রমাণমপেক্ষিতং। অত এব বুদ্ধাদিবাক্যানাং প্রামাণ্যং দূষিতং—"প্রায়েণানৃতবাদিত্বাৎ পুংসাং ভ্রান্ত্যাদিসম্ভবাৎ। চোদনানুপলব্ধেশ্চ শ্রদ্ধামাত্রাৎ প্রমাণতা" ইতি॥ ন তাবৎপ্রত্যক্ষং মূলং গবাদিশব্দা এব সাধবো ন গাব্যাদিশব্দাঃ, সাধূনেব প্রযুঞ্জীত নাপশব্দানিত্যর্থদ্বয়স্য কেনাপীন্দ্রিয়েণ গ্রহীতুমশক্যত্বাৎ। যোগিপ্রত্যক্ষস্যাতীন্দ্রিয়ত্বাত্তদ্গ্রাহকত্বমিতি চেন্ন। "যত্রাপ্যতিশয়ো দৃষ্টঃ স স্বার্থানতিলঙ্ঘনাৎ। অযোগ্যং নেন্দ্রিয়গ্রাহ্যং ন রূপে শ্রোত্রবৃত্তিতা"॥ ইত্যাচার্য্যোক্তেঃ।

বিগীতত্বমপি ব্যাকরণে বহুশ উপলভ্যতে। অনাদিসিদ্ধেঽভিযুক্তব্যবহারে গৃহীতসঙ্গতিকা গবাদিশব্দা এব সাধব ইতি ভগবতো মতং। পাণিনিস্তু শাস্ত্রস্যাঽমূলচূড়ং তদ্বিপরীতানেব শব্দাঞ্জগৌ। "অইউণ্" "ঘেঙিতি" "স্তোশ্চুনা শ্চুঃ" "ষ্টুনা ষ্টুঃ" ইত্যাদিপ্রয়োগাৎ। ন চ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদিষু কিঞ্চিৎ ফলং ব্যাকরণস্য পশ্যামঃ। বেদস্তু প্রযত্নেন ব্যাকরণং বাধতে "তস্মাদ্ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিতবৈ নাপভাষিতবৈ ম্লেচ্ছো হ বা এষ যদপশব্দঃ" ইতি। পরস্পরবিরোধশ্চ ভূয়ানস্তি ত্রিমুনিব্যাকরণমিত্যভ্যুপগচ্ছন্তি। যৎপাণিনিনা প্রযুক্তং "ইন্ধিভবতিভ্যাং চ" [পা০ ১।২।৬] "কর্ম্মবৎকর্ম্মণা তুল্যক্রিয়ঃ" [পা০ ৩-১-৮৭] ইতি, তৎকাত্যায়নো দূষয়তি—"ইন্ধেশ্ছন্দোবিষয়ত্বাদ্ভুবো বুকো নিত্যত্বাত্তাভ্যাং লিটঃ কিদ্বচনানর্থক্যং, সিদ্ধং তু প্রাক্তনকর্ম্মত্বাৎ" ইতি। ক্বচিত্তু পাণিনিনা স্বোক্তং স্বয়মেব দূষ্যতে—"তদশিষ্যং সংজ্ঞাপ্রমাণত্বাৎ" (পা০১—২—৫৩) ইতি। তস্মান্ন ব্যাকারণং প্রমাণমিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—ন তাবদিদং নির্ম্মূলং পূর্ব্বব্যাকরণানামেব মূলত্বাৎ। সন্তি হি তানি, পাণিনিনৈব তত্তন্মতানামুদাহৃতত্বাৎ। "তৃষিমৃষিকৃষেঃ কাশ্যপস্য" (পা০ ১—২—২৫) "ঋতো ভারদ্বাজস্য" (পা০—৭—২—৬৩) "ত্রিপ্রভৃতিষু শাকটায়নস্য" (পা০৮—৪—৫০) "লোপঃ শাকল্যস্য" (পা০ ৮—৩—১৯) "ওতো গার্গ্যস্য" (পা০ ৮—৩—২০) ইতি হ্যুদাহৃতং। তত্তদ্ব্যাকরণানং পূর্ব্বপূর্ব্বব্যাকরণমূলত্বেঽপি বীজাঙ্কুরবদনাদিত্বেন মূলক্ষয়াভাবান্নানবস্থাদোষঃ। ন চ "ঘেঙিতি" ইত্যাদেরপশব্দত্বং, সাঙ্কেতিকানামপি গবাদিপদবৎ স্ববিষয়ে সুশব্দত্বাৎ। অন্যথা "ববরঃ প্রাবাহণিরকাময়ত" ইত্যাদিরপশব্দঃ স্যাৎ। নাপি নিষ্ফলত্বং। "একঃ শব্দঃ সম্যগ্ জ্ঞাতঃ সুপ্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে কামধুগ্ ভবতি" ইতি সাধুশব্দাবগমতৎপ্রয়োগাভ্যাং ধর্ম্মোৎপত্তিশ্রবণাৎ। নাপি বেদবাধঃ, "ন ম্লেচ্ছিতবৈ" ইত্যাদের্গাব্যাদ্যপশব্দবিষয়ত্বাদিনাঽপ্যুপপত্তেঃ। "নানুধ্যায়াদ্বহূঞ্ শব্দান্বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ" ইতি নিষেধঃ সমাধিনিষ্ঠব্রহ্মযোগিবিষয়ঃ। নাপি পরস্পরবিরোধঃ। উক্তানুক্তদুরুক্তচিন্তারূপং বার্ত্তিকং কুর্ব্বতঃ কাত্যায়নস্য ক্বচিৎক্বচিদ্দূষয়িতুমুচিতত্বাৎ। নাপি স্বোক্তব্যাহতিঃ। পূর্ব্বোক্তরপক্ষাভিপ্রায়েণ তদুপন্যাসাৎ। তস্মাৎ প্রমাণভূতব্যাকরণানুসারেণ গবাদিশব্দা এব সাধবস্তানেব প্রযুঞ্জীতেতি নিয়মদ্বয়ং সিদ্ধং। প্রকৃতিপ্রত্যয়বিভাগোঽপি জ্ঞাতব্য ইত্যনেনৈবাভিপ্রায়েণ বেদে তত্র তত্র শব্দনির্ব্বচনমুদাহিয়তে। তথা হি ব্রাহ্মণে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রপাঠকে শ্রূয়তে—"প্রজাপতী রোহিণ্যামগ্নিমসৃজত। তং দেবা রোহিণ্যামাদধত। ততো বৈ তে সর্ব্বাত্রোহানরোহন্। তদ্রোহিণ্যৈ রোহিণিত্বং" ইতি। তত্রৈব তৃতীয়েঽনুবাকে প্রজাপতিং প্রস্তুত্য শ্রূয়তে—"স বরাহো রূপং কৃত্বোপন্যমজ্জৎ। স পৃথিবীমধ আর্চ্ছৎ। তস্যা উপহত্যোদমজ্জৎ। তৎপুষ্করপর্ণেঽপ্রথয়ৎ। যদপ্রথয়ৎ। তৎপৃথিব্যৈ পৃথিবিত্বং। অভূদ্বা ইদমিতি। তদ্ভূম্যৈ ভূমিত্বং" ইতি। এবং সর্ব্বত্রোদাহার্য্যং। ব্যাকরণপূর্ব্বকস্য পদার্থজ্ঞানস্যাবশ্যম্ভাবিত্বাদেব দেবৈঃ প্রার্থিত ইন্দ্রো ব্যাকরণং নির্ম্মমে। এতচ্চ ষষ্ঠকাণ্ডে চতুর্থপ্রপাঠক ঐন্দ্রবায়বগ্রহব্রাহ্মণে শ্রূয়তে—"বাগ্বৈ পরাচ্যব্যাকৃতাঽবদত্তে দেবা ইন্দ্রমব্রুবন্নিমাং নো বাচং ব্যাকুর্ব্বিতি সোঽব্রবীদ্বরং বৃণৈ মহ্যং চৈবৈষ বায়বে চ সহ গৃহাতা ইতি তস্মাদৈন্দ্রবায়বঃ সহ গৃহ্যতে তামিন্দ্রো মধ্যতোঽবক্রম্য ব্যাকরোত্তস্মাদিয়ং ব্যাকৃতা বাগুচ্যতে" ইতি। পরাচী প্রকৃতিপ্রত্যয়বিভাগরহিতা। মধ্যতোঽবক্রম্য বিভাগং

কৃত্বেত্যর্থঃ। আথর্ব্বণিকাস্ত ঋগ্বেদাদিবদ্ব্যাকরণমপি বেদিতব্যমিত্যামনন্তি—"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্‌ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরাচৈবাপরা চ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে" ইতি। কাত্যায়নোঽপি ব্যাকরণপ্রয়োজনান্যুদাজহার—"রক্ষোহাগমলঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনং" ইতি। স্বরবর্ণবিপর্য্যাসরূপো বিপ্লবো বেদস্য মা ভূদিতি ব্যাকরণেন বেদো রক্ষণীয়ঃ।

বিপ্লবে তু বাধং পঠন্তি—"মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থমাহ। স বাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ" ইতি। ইন্দ্রস্ত্বষ্টুঃ পুত্রং বিশ্বরূপাখ্যং জঘানেতি ত্বষ্টা সোমযাগে নেন্দ্রমুপাহ্বয়ৎ। ইন্দ্রশ্চ যজ্ঞবিঘ্নং কৃত্বা বলাৎ সোমং পীত্বা জগাম। অবশিষ্টেন সোমরসেনেন্দ্রস্যাভিচারং কর্ত্তুং [ত্বষ্টা] "স্বাহেন্দ্রশত্রুর্ব্বর্দ্ধস্ব" ইত্যনেন মন্ত্রেণাজুহোৎ। তত্র শত্রুশব্দো ঘাতকমাচষ্টে। ভো উৎপৎস্যমানপুরুষেন্দ্রস্য ঘাতকস্তং বর্দ্ধস্বেতি বিবক্ষিত্বা মন্ত্রমুচ্চারিতবান্। তদানীং তৎপুরুষসমাসত্বাদন্তোদাত্তেন ভবিতব্যং। প্রমাদাত্বনেনাঽদ্যুদাত্তো মন্ত্রঃ প্রযুক্তঃ। স চ স্বরো বহুব্রীহৌ সমাসে লভ্যঃ। ততশ্চেন্দ্রো ঘাতকো যস্যেত্যর্থে পর্য্যবসানাদিন্দ্রেণ বধ্যো বৃত্র উদপদ্যত। তস্মাচ্চ বেদস্য রক্ষা কর্ত্তব্যা। তথা প্রকৃতৌ দর্শপূর্ণমাসেষ্টৌ "অগ্নয়ে জুষ্টং নির্ব্বপামি" ইতি মন্ত্র আম্নাতঃ। স চ বিকৃতাবৈন্দ্রাগ্নেষ্টাবতিদিষ্টঃ। তত্র কর্ম্মসমবেতার্থপ্রকাশনায়াগ্নিপদং পরিত্যজ্য "ইন্দ্রাগ্নিভ্যাং জুষ্টং নির্ব্বপামি" ইত্যূহনীয়ঃ। স চোহো ব্যাকরণানভিজ্ঞেন কর্ত্তুমশক্যঃ। তথা "বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ" ইত্যাগমেন জ্ঞেয়ত্বং বিহিতং। তচ্চ প্রকৃতিপ্রত্যয়াদিনির্ণয়ং বিনা ন সম্ভবতি। তথা বৃহস্পতিনাঽধ্যাপ্যমান ইন্দ্রো দিব্যং বর্ষসহস্রমধীয়ানোঽপি যদা শব্দানামন্তং ন জগাম তদানীমিন্দ্রাদিভির্দ্ধাতুপ্রাতিপদিক-প্রত্যয়াদেশাদিরূপা উপায়াঃ কল্পিতাঃ। উপায়মন্তরেণ সর্ব্বে শব্দাঃ কথং জ্ঞাতুং শক্যন্তে। যথা "স্থূলপৃষতীমালভেত" ইত্যত্র স্থূলা চাসৌ পৃষতী চেতি বিগ্রহে পশুশরীরগতং স্থৌল্যমুক্তং ভবতি, স্থূলানি পৃষন্তি যস্যামিত্যত্র শরীরগতবর্ণবিশেষরূপাণাং বিন্দুনাং স্থৌল্যমুক্তং ভবতীত্যয়ং সন্দেহঃ স্বরনির্ণয়মন্তরেণ নাপৈতি। তস্মাদ্রক্ষোহাদীনি পঞ্চ প্রয়োজনানি। তস্মাৎ প্রমাণত্বাৎ সপ্রয়োজনত্বাচ্চ ব্যাকরণমারব্ধব্যং।

অথ ব্যাকরণ-পক্রিয়া।

ইষেত্বেত্যাদিশব্দানাং প্রক্রিয়াং শব্দসংগ্রহে। অবোচং স্বরমাত্রং তু বৈশদ্যায় পুনর্ব্রুবে॥ ইষি প্রাতিপদিকে গত ইকারঃ "ফিষোঽন্ত উদাত্তঃ" (ফি॰ পা॰ ১ সূ॰ ১) ইত্যুদাত্তঃ। ফিডিতি প্রাতিপদিকসংজ্ঞা। ইষিত্যত্র ষকারস্যান্তিমত্বেঽপি "স্বরবিধৌ ব্যঞ্জনমবিদ্যমানবদ্ভবতি" ইত্যুক্তত্বাদিকার এবান্তিমঃ। একারস্য সুপ্‌ত্বাৎ "অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ" (পা॰ ৩—১—৪) ইত্যনুদাত্তত্বে প্রাপ্তে তদপবাদঃ "সাবেকাচস্তৃতীয়াদির্ব্বিভক্তিঃ" (পা॰ ৬—১—১৬৮) ইতি। সপ্তমীবহুবচনে পরতঃ স্থিতে তৎপ্রতিপদিকমেকাচ্‌কং তস্মাদূত্তরা তৃতীয়াদির্ব্বিভক্তিরুদাত্তা ভবতি। "অনুদাত্তং পদমেকবর্জ্জং" (পা॰ ৬—১—১৫৮) উদাত্তঃ স্বরিতো বা যস্য বর্ণস্য বিধীয়তে তং বর্জ্জয়িত্বা শিষ্টং পদমনুদাত্তং ভবতি। তত্রাস্মিন্‌পদ একারস্যোদাত্তত্ববিধানাদিকারোঽনুদাত্তঃ। নন্বিকারস্যাপি পূর্ব্বমুদাত্তত্বং বিহিতং ততস্তং বর্জ্জয়িত্বা বিভক্তেরনুদাত্তত্বমস্ত্বিতি চেন্ন। প্রথমতঃ প্রাতিপদিকস্বরেঽবস্থিতে সতি পশ্চাদ্বিধীয়মানত্বেন বিভক্তিস্বরস্য প্রবলত্বাৎ। সতি শিষ্টস্বরো

বলবানিতি হি মর্য্যাদা। তস্মাননুদাত্তাদিকমুদাত্তান্তমিষ ইতি পদং। ত্বেতি পদমনুদাত্তং। যুষ্মচ্ছব্দস্যাহষ্টনিকাপাদাদাবাদেশত্বাৎ। "অনুদাত্তং সর্ব্বমপাদাদৌ" (পা০ ৮—১—১৮) ইতি হি তত্রানুবর্ত্ততে। সংহিতায়ামুদাত্তাদেকারাদুত্তরত্বেন তস্য "উদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিতঃ" (পা০ ৮-৪-৬৬) ইতি স্বরিতত্বং। ততঃ স্বরিতান্তমিদং বাক্যং। এবমূর্জ্জে ত্বেতি বাক্যং যোজ্যং। তয়োর্ব্বাক্যয়োঃ সংহিতায়াং "আদ্গুণঃ (পা০ ৬—১—৮৭) ইত্যাকার গুণে স্বরিতে প্রাপ্তে 'পূর্ব্বত্রাসিদ্ধং (পা০ ৮-১-১) ইতি স্বরিতত্বাসিদ্ধ্যাহনুদাত্তয়োঃ পূর্ব্বোত্তরবর্ণয়োঃ স্থানে বিহিত ওকারোহনুদাত্তঃ। তস্যোদাত্তাদুত্তরত্বেন স্বরিতত্বে প্রাপ্তে তদপবাদঃ "উদাত্তস্বরিতপরস্য সন্নতরঃ" (পা০ ১—২—৪০) ইতি। যস্মাদনুদাত্তাৎপরত উদাত্তঃ স্বরিতো বা বর্ত্ততে তস্যানুদাত্তস্যাতিনীচোহনুদাত্তো ভবতি। এতাবতা যথাম্নানমিষে ত্বোর্জ্জে ত্বেতি সিদ্ধং। "উণাদীন্যব্যুৎপন্নানি প্রতিপদিকানি" ইতি মতে বায়ুশব্দস্য ফিট্স্বরেণান্তোদাত্তত্বাদবশিষ্ট আকারোহনুদাত্তঃ। বিভক্তেঃ সুপ্ত্বাদনুদাত্তত্বে সত্যুদাত্তাদুত্তরত্বেন স্বরিতত্বং। স্থশব্দস্য "তিঙ্ঙতিঙঃ" (পা০ ৮—১—২৮) ইতি নিঘাতঃ। অতিঙন্তাৎ পরং তিঙন্তং নিহন্যতে। নিঘাতো নামানুদাত্তঃ। "স্বরিতাৎ সংহিতায়ামনুদাত্তানাং" (পা০ ১—২—৩৯) ইতি স্থশব্দ-গতস্যানুদাত্তস্য স্বরিতাদুত্তরত্বেনৈকশ্রুতির্ভবতি। তাং প্রচয় ইত্যাচক্ষতেহধ্যাপকাঃ। এবমুপ-পায়বঃ স্থেতি বাক্যং যোজ্যং। তয়োর্ব্বাক্যয়োঃ সংহিতায়ানোকারঃ প্রচয়ঃ। প্রচয়ানু-দাত্তয়োরুভয়োঃ স্থানে বিহিতস্যাপি দ্বৈরূপ্যস্য যুগপদসম্ভবাৎ পর্য্যায়েণ তথাতথাত্বে স্থানিবদ্ভাবা-দেবৈকস্মিন্পক্ষে প্রচয়ঃ। পক্ষান্তরে তু স্থানিবদ্ভাবাদনুদাত্তত্বে স্বরিতাৎ সংহিতায়ামপি প্রচয়ঃ। পাদশব্দস্য সন্নতরত্বং। দেবশব্দস্য ফিট্স্বরেণান্তোদাত্তত্বাৎ সংহিতায়ামোকারোহপ্যুদাত্তঃ। যুষ্মচ্ছব্দাদেশশ্চানুদাত্তঃ। সংহিতায়াং স্বরিতঃ। "চিতঃ" (পা০ ৬—১—১৬৩) চিৎপ্রত্যয়যুক্তস্য সমুদায়স্যান্ত উদাত্তঃ" স্যাৎ। ততঃ সবিতৃশব্দে তৃচ্প্রত্যয়স্য চকারেত্বাৎসবিতৃপদস্য কৃদন্তত্বেন প্রাতিপদিকত্বাদ্বাহন্তোদত্তত্বং। সংহিতায়াং সেত্যস্য প্রচয়ঃ। বিশব্দস্যোদাত্তপরত্বাদিকারঃ সন্নতরঃ। "উপসর্গাশ্চাভিবর্জ্জং" অভিব্যতিরিক্তা উপসর্গাশ্চাহদ্যুদাত্তা ইতি প্রশব্দ উদাত্তঃ। অর্পয়ত্বিত্যস্য নিঘাতে "একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ। পা০ ৮।২।৫ উদাত্তেন সহ য একদেশঃ স উদাত্তঃ স্যাদিতি সবর্ণদীর্ঘ উদাত্তঃ। তস্মাদুত্তরেষাং স্বরিতপ্রচয়ৌ। তুশব্দস্য সংহিতায়াং সন্নতরত্বং। শ্রেষ্ঠতমায়েত্যত্র "ঞ্নিত্যাদির্নিত্যং" (পা০ ৬-১-৯৭) ঞিতি নিতি চ প্রত্যয়ে পরতঃ পূর্ব্বস্যাহদিরুদাত্তঃ স্যাদিতি শ্রেষ্ঠশব্দগতস্যেষ্ঠন্প্রত্যয়স্য নিত্বাচ্ছ্রেষ্ঠশব্দস্যাহদিরুদাত্তঃ। ষ্ঠেত্যস্যানু-দাত্তস্বরিতৌ। তমপঃ পিত্বাদ্বিভক্তেঃ সুপ্ত্বাচ্চানুদাত্তত্বে সতি পশ্চাৎপ্রচয়সন্নতরত্বং পূর্ব্ববৎ। "নব্বিষয়স্যানিসন্তস্য" ইসন্তব্যতিরিক্তস্য নপুংসকলিঙ্গবিষয়স্য প্রাতিপাদিকস্যাহদিরুদাত্তঃ স্যাদিত্যনেন কর্ম্মশব্দস্যাহদিরুদাত্তঃ। ইতরয়োর্যথাযোগমনুদাত্তে সতি স্বরিতপ্রচয়ৌ সন্ন-তরত্বং চ পূর্ব্ববৎ। আপ্যায়ধ্বমিত্যত্রোপসর্গ উদাত্তঃ। শিষ্টস্যানুদাত্তত্বে সতি স্বরিতপ্রচয়ৌ। "আমন্ত্রিতস্য চ" (পা০ ৮-১-১৯) পদাদুত্তরস্য চ সম্বোধনান্তস্য সর্ব্বস্যানুদাত্তঃ স্যাদিতি অঘ্নিয়াশব্দস্য নিঘাতে সতি সংহিতায়াং পূর্ব্বাভ্যাং প্রচয়াভ্যাং সহ প্রচয়ঃ। দেবভাগশব্দে "সমাসস্য" (পা০ ৬-১-২২৩) ইত্যন্তোদাত্তে সতি বিভক্ত্যা সহৈকাদেশস্বরঃ। সংহিতায়া-নাদ্যৌ দ্বৌ প্রচয়ৌ। তৃতীয়ঃ সন্নতরঃ। ঊর্জ্জঃপয়ঃশব্দয়োর্নপুংসকত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। মতুপো

ঙীপশ্চ পিত্বাদনুদাত্তত্বং। ততো যথাযোগং স্বরিতপ্রচয়সন্নতরাঃ। প্রজাশব্দে প্রাতিপদিক-মন্তোদাত্তং টাবনুদাত্তস্তয়োরেকাদেশ উদাত্তঃ। শেষং পূর্ব্ববৎ। নঞ্সুভ্যাং" (পা০ ৬-২-১৭২) বহুব্রীহিসমাসে নঞ্সু ইত্যেতাভ্যামুত্তরস্য পদস্যান্ত উদাত্তঃ স্যাদিত্যনমীবাযক্ষ্ম-শব্দয়োরন্তোদাত্তত্বে সতি শেষমুন্নেয়ং। ন চাত্র সমাসস্যেত্যন্তোদাত্তত্বং সিধ্যতি "বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা পূর্ব্বপদং" (পা০ ৬-২-১) ইত্যুক্তপূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বমপবদিতুং নঞ্সুভ্যামিতি সূত্রস্যাপেক্ষিতত্বাৎ। নিপাতা আদ্যুদাত্তা ইতি মাশব্দ উদাত্তঃ। ব ইত্যেতৎ পূর্ব্ববৎ। স্তেনশব্দস্য ফিট্স্বরঃ। ঈশতেত্যস্য নিঘাতঃ। মেতি পূর্ব্ববৎ। অঘেন ক্রৌর্য্যেণ শংসো বিশসনং বধো যস্য সোঽয়মঘশংসঃ। ততো বহুব্রীহিস্বরেণাঘ ইত্যন্তোদাত্তঃ। রুদ্রহেতিশব্দয়োঃ ফিট্স্বরঃ। পরিশব্দো নিপাতত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। বো বৃণক্ত্বিতিশব্দাবনুদাত্তৌ। ধ্রুবশব্দস্য ফিট্স্বরে সতি টাপ-প্রত্যয়েন বিভক্ত্যা সহৈকাদেশস্বরঃ। অস্মিন্নিত্যত্র বিভক্তেঃ "সাবেকাচঃ" (পা০ ৬-১-১৬৮) ইত্যুদাত্তত্বং। গোপতাবিত্যত্র "পত্যাবৈশ্বর্য্যে" (পা০ ৬-২-১৮) ইতি ঐশ্বর্য্যার্থে পতিশব্দে পরতঃ পূর্ব্বপদস্য প্রকৃতিস্বরত্বং ভবতি। ততো গোশব্দস্যোদাত্তত্বে সতি শিষ্টস্যানুদাত্তস্বরিতপ্রচয়াঃ। স্যাতেত্যস্য নিঘাতপ্রচয়ৌ। বহ্বীরিতি ঙীষ্প্রত্যয়স্যোদাত্তত্বে সবর্ণ-দীর্ঘোঽপ্যুদাত্তঃ। যজমানস্যেত্যত্র "ধাতোঃ" (পা০ ৬-১-১৬২) ধাতোরন্ত উদাত্তঃ স্যাদিতি জকারাৎ পূর্ব্বাকার উদাত্তঃ। শপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বং। শানচঃ "চিতঃ" (পা০ ৬-১-৬৩) ইত্যন্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে তদপবাদঃ "তাস্যনুদাত্তেন্ঙিদদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকমনুদাত্ত-মহ্ন্বিঙোঃ" (পা০ ৬-১-১৮৬) তাসিপ্রত্যয়াদনুদাত্তেতো ধাতোর্ঙিতো ধাতোরকারোপদেশাচ্চোত্তরস্য লকারস্য স্থানে বিহিতং যৎসার্ব্বধাতুকং তদনুদাত্তং ভবতি হ্নুঙ্, অপহ্নবে, ইঙ্ অধ্যয়নে, ইত্যেতৌ ধাতূ বর্জ্জয়িত্বা। অত্র শবন্তস্য যজেত্যস্যাদুপদেশত্বাত্তদুত্তরঃ শানজনুদাত্তঃ। পশূনিত্যত্র ফিট্স্বর একাদেশস্বরশ্চ। পাহীত্যস্য নিঘাতে সতি স্বরিতপ্রচয়ৌ।

সম্বন্ধশ্চ শ্রুতিব্যাখ্যামীমাংসাবাক্যকৃতিস্বরৈঃ। চতুষ্প্রকারৈরাখ্যোঽয়মনুবাকঃ সমাপিতঃ ॥ ১ ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রপাঠকে প্রথমোঽনুবাকঃ ॥

* * *

মর্ম্মার্থ-আলোচনা।

—:•:—

দর্শযাগে বিনিযুক্ত এই মন্ত্র পলাশ-শাখার সম্বোধনে প্রযুক্ত বলিয়া ভাষ্যকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্তের অনুকূল প্রমাণ-পরম্পরা তিনি বৌধায়ন আপস্তম্ব প্রভৃতি সূত্র-গ্রন্থ হইতে উদ্ধার করিয়া স্বমত প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। শুক্লযজুর্ব্বেদর ব্যাখ্যায় মহীধরও এই পন্থারই অনুসরণ করিয়াছিলেন। মন্ত্রের সম্বোধ্য, ভাষ্যমতে, পলাশ-শাখা। পলাশ বৃক্ষে দেবত্বের অধিষ্ঠান ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে কথিত হইয়াছে। সেখানে পলাশের উৎপত্তি সম্বন্ধে নিম্নরূপ প্রস্তাবনা পরিদৃষ্ট হয়। যথা,—স্বর্গের তৃতীয় লোকে সোম অবস্থিত ছিল। গায়ত্রী-মন্ত্রে উক্ত সোম আহরণকালে অভিঘাত-জনিত তাহার একটী পর্ণ ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হয়। কেহ

কেহ বলেন,—পক্ষীরূপা গায়ত্রীর একটী পক্ষ ভূতলে পতিত হইয়াছিল। যাহা হউক, সোমের সেই বিচ্ছিন্ন পর্ণ হইতে পলাশ-বৃক্ষের উৎপত্তি। সেই সোমপর্ণই ভূতলে পলাশরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল। পণ্ডিতগণ এতদ্বিষয়ে সংশয়-প্রশ্নের অবতারণা করেন। তাঁহারা বলেন,—পর্ণের বৃক্ষত্ব কিরূপে নিষ্পন্ন হয়? উত্তর—বিধাতার অচিন্ত্য-শক্তিত্ব। তাঁহার পক্ষে অসম্ভব কিছুই নাই। তাঁহারই বিচিত্র বিধানে সেই সোমপর্ণ হইতে পলাশের উৎপত্তি। জগন্নিষ্পাদক ব্রহ্ম যেমন স্বতঃসিদ্ধ, যাগনিষ্পাদক পলাশের ব্রহ্মত্বও সেইরূপ অবিসংবাদিত। এইরূপে পলাশের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিয়া ভাষ্যকার মন্ত্রের সম্বোধনরূপে ব্রহ্মত্বপ্রতিপাদিত পলাশকেই নির্দ্ধারণ করিয়া লইয়াছেন। তার পর এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার যে সকল পদ অধ্যাহার করিয়াছেন, ভাষ্যের সূচনায় তাহার যুক্তি-পরম্পরা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ভাষ্যকারের সেই যুক্তি-সমূহের সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদান করিতেছি; যথা,—

পলাশবৃক্ষের বহু শাখা আহরণ করিবার বিধি ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে। পলাশবৃক্ষের পূর্ব্বদিকের শাখা দেবলোক-সম্বন্ধী, আর পশ্চিমদিকের শাখা মনুষ্যলোক সম্বন্ধী। যজমানের নিমিত্ত অধ্বর্য্যু উক্ত উভয়বিধ শাখাই কামনা করিবেন। 'ইষে ত্বা' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই পলাশ-শাখা ছেদনের বিধি। সুতরাং বিনিয়োগ অনুসারে 'ছিনদ্মি' ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করিতে হইবে। 'ইট্' পদে অন্ন বুঝায়। অন্ন সকল প্রাণীর আকাঙ্ক্ষণীয়। আবার রস [illegible]পে বলসঞ্চার করে বলিয়া 'উর্গ্ বল হেতু রসঃ' বাক্যে 'উর্জ্জ' পদে 'বলপ্রাণয়ো' অর্থ পরিগৃহীত [illegible]য়। মন্ত্রাংশের অর্থ হয়—'হে পলাশশাখে! দেবগণের ভাগরূপ অধ্বর্য্যুর জন্য তোমাকে ছেদন করিতেছি। আবার সেই দেবতার বলপ্রদরসের নিমিত্তও তোমাকে ছেদন করি। এই [illegible]ন্ত্রের দ্বারা অধ্বর্য্যু যজমানের ভোজনের জন্য অন্ন এবং বলের নিমিত্ত রস সম্পাদন করিবেন।

মন্ত্রের আমরা যে অর্থ অধ্যাহার করিলাম এবং ভাষ্যের আলোচনায় যে অর্থ সিদ্ধ হয়,—দুই অর্থে অশেষ পার্থক্য লক্ষিত হইবে। ভাষ্যকার প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে 'ছিনদ্মি' (ছেদন করিতেছি) ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করিয়াছেন; আমরা 'আ[illegible]হ্বয়ামি' (আহ্বান করিতেছি) ক্রিয়ার অধ্যাহারই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছি। ভাষ্যকারের মতে, শাখা-দেবতাকে সম্বোধন করিয়া ঐ মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। আমরা বলি,—শাখাদেব[illegible] কেন, আপন আপন ইষ্টদেবতা মাত্রকেই সম্বোধন করিয়া ঐ মন্ত্র প্রযুক্ত হইতে পারে; স[illegible] সকল অবস্থায় সকল দেবতার উদ্দেশ্যেই ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারেন। ভাষ্যকার বলেন,—'মন্ত্রদ্বয় দর্শপূর্ণমাসযাগে পলাশ-শাখাছেদনে প্রযোজ্য। তদ্বিষয়ে আমরা অন্যমত খ্যাপন করিতেছি না। তবে মন্ত্রের প্রার্থনা যে কেবল বৃষ্টির জন্য নহে, প্রার্থনা যে অভীষ্ট-পূরণের জন্য এবং প্রাণ ও শক্তি লাভের উদ্দেশ্যে, আমরা তাহাই বলিতেছি। হিন্দুর সকল কর্ম্মই যে ধর্ম্মসংযুত, হিন্দুর প্রতি কর্ম্মেই যে ভগবানের সম্বন্ধ সূচনা করা হয়, যজ্ঞে বৃক্ষ-শাখা-ছেদনে এই মন্ত্রের প্রয়োগ, তাহাই শিক্ষা দিতেছে। শাখাদেবতার (শাখাধিষ্ঠাত্রী দেবতার) অনুধ্যানে বৃক্ষশাখার অভ্যন্তরে যে ভগবদধিষ্ঠান আছে, জগদীশ্বর যে সর্ব্বব্যাপী, সেই ভাব প্রকাশ করে। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান, বৃক্ষাদির সংজ্ঞা আছে প্রমাণ করিয়া আজি গর্ব্বোন্নত-শীর্ষ। কিন্তু শাখাদেবতার অর্চ্চনায় এই মন্ত্রদ্বয়ের (প্রথম ও দ্বিতীয়) বিনিয়োগ, কত কাল পূর্ব্বে হিন্দুদিগের যে সে জ্ঞান ছিল, তাহা সপ্রমাণ করিতেছে।

ভাষ্যে প্রকাশ—'ইষে ত্বা' শাখা-ছেদনের মন্ত্র, 'উর্জ্জে ত্বা' শাখা-সংনমনের বা শাখার ধূলিমলা প্রভৃতি অপসারণের মন্ত্র। যাহাই হউক, শাখা-দেবতার উদ্দেশেই প্রযুক্ত হউক, আর আপনার ইষ্টদেবকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্রদ্বয় উচ্চারিত হউক, 'ছিনদ্মি' ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করিয়াই মন্ত্রের অর্থ নিষ্পন্ন করি, আর 'আহ্বয়ামি' ক্রিয়াপদ আধ্যাহারেই মন্ত্রার্থ ধারণা করিতে সমর্থ হই, মন্ত্রোচ্চারণকারী সর্ব্বতঃ আপনার শ্রেয়ঃ কামনা করিতেছেন,—মন্ত্রের ইহাই ভাবার্থ।

ভাষ্যকারের মতে, - তৃতীয় ও চতুর্থ মন্ত্রের লক্ষ্য – গোবৎস; তাহাদিগকে 'বায়ুদেবতাক' বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। বায়ুদেবতাক বলিয়া বায়ুর সহিত বৎসগণের অভেদ কল্পনা করা হয়; বৎসগণের বায়ু-স্বরূপত্ব হেতু, তাহাদের রক্ষার নিমিত্ত অধ্বর্য্যুগণ বৎসদিগকে বায়ুকে সমর্পণ করিতেছেন। এ পক্ষে ভাষ্যকার সায়ণের যুক্তি,—'মনুষ্যগণ গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করে। গোবৎসগণ তাহা পারে না, অন্তরিক্ষই তাহাদের বাসগৃহ। অন্তরিক্ষের অধিপতি —বায়ু; বায়ু পশুদিগকে রক্ষা করেন; সুতরাং পশুদের বায়ুরূপত্ব কল্পিত হয়।' এতদ্বিষয়ে শুক্লযজুর্ব্বেদে ভাষ্যকার মহীধর এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন; যথা,—বায়ু যেমন পাদপ্রক্ষালন ও নিষ্ঠিবনাদি দ্বারা উপহত অপবিত্রীকৃত ভূমিকে শুষ্ক করিয়া পবিত্র করেন, গোবৎসও সেইরূপ গোময়াদি-দানে ভূমিকে পবিত্রীকৃত করে। এই কারণে, বায়ুর সহিত বৎসের সাদৃশ্য সূচনা করা যায়। * এইরূপে "বায়বস্থ" প্রভৃতি মন্ত্রের অর্থ করা হয়,—'হে গোবৎসসমূহ! তোমরা প্রথমে তোমাদের মাতার নিকট হইতে যদৃচ্ছাক্রমে অরণ্যে গমন কর। মাঠ হইতে

---

* মহীধরের এবং সায়ণের ভাষ্যের ভাব প্রায়ই একরূপ;—কেবল বাক্য-বিন্যাসের পার্থক্য-মাত্র! শুক্লযজুর্ব্বেদের ও কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের এই প্রথম মন্ত্রের মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয় না। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে 'বায়বঃ স্থ' প্রভৃতি মন্ত্রের পর 'উপায়বঃ স্থ' মন্ত্রটী অতিরিক্ত দেখি; আর পঞ্চম মন্ত্রে "উর্জ্জস্বতীঃ পয়স্বতীঃ" পদদ্বয় এবং 'রুদ্রস্য হেতিঃ পরি বো বৃণক্তু' মন্ত্রাংশ অতিরিক্ত সন্নিবিষ্ট আছে। তদ্ভিন্ন অন্যান্য অংশে কোনই পার্থক্য নাই।

যাহা হউক, বক্ষ্যমাণ 'বায়বস্থ' প্রভৃতি মন্ত্রের মহীধর-কৃত যুক্তির বিষয় নিম্নে উল্লেখ করিতেছি; যথা,—"বায়ুর্দ্দেবতা। বা গতিগন্ধনয়োঃ। বান্তি গচ্ছন্তি বায়বঃ গন্তারঃ। হে বৎসা যূয়ং বায়বঃ স্থ মাতৃভ্যঃ সকাশাদন্যত্র গন্তারো ভবত। মাতৃভিঃ সহ গমনে সতি সায়ং দোহো ন লভ্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ। যদ্বা বায়ুসাদৃশ্যাদ্বৎসানাং বায়ুত্বং। যথা বায়ুঃ পাদপ্রক্ষালন-নিষ্ঠীবনাদিভিরুপহিতাং ভূমিং শোধয়িত্বা পুনাতি এবং বৎসা অপ্যনুলেপনহেতুভূতগোময়াদি-দানেন ভূমিং পুনন্তি। তস্মাদ্বায়ুসাদৃশ্যং। অথবা নৃণাং যথা স্বনিবাসায় গৃহনির্ম্মাণসামর্থ্যমস্তি এবং পশূনাং তদভাবান্নিবারণেঽন্তরিক্ষে সঞ্চরণাদন্তরিক্ষমেব পশূনাং দেবতা। তস্যান্তরিক্ষস্য বায়ুরা[illegible]তঃ। স চ বায়ু স্বাবয়বানিব পালয়তি পশূনাং বায়ুরূপত্বং। তথা পালনায় পশূন্ বায়বে সমর্পয়িতুং বায়ুরূপত্বমাপাদ্য বায়বস্থেতি মন্ত্রঃ প্রবর্ত্ততে। তদুক্তং তিত্তিরিণা। বায়বতেস্থত্যাহ বায়ুর্ব্বাঽন্তরিক্ষস্যাধ্যক্ষোঽন্তরিক্ষদেবত্যাঃ খলু পশবো বায়ব এবৈতান্ পরিদদাতীতি। যদ্বা তৃণভক্ষণায়াহনি তত্র তত্রারণ্যে চরিত্বা সায়ং কালে বায়ুবেগেন যজমানগৃহে সমাগমনায় পশূন্ প্রবর্ত্তয়িতুং বায়ুরূপত্বমুচ্যতে।"

তৃণাদি ভক্ষণপূর্ব্বক সন্ধ্যাকালে পুনরায় বায়ুবেগে যজমানের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইবে।' বলা বাহুল্য, আমরা এ মন্ত্রের এ ভাব গ্রহণ করিতে পারি নাই। গোবৎসের মধ্যে দেবতার বিদ্যমানতা অস্বীকার করি না; কিন্তু দৃশ্যমান্ গোবৎসের নিকট ঐরূপ প্রার্থনা বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। অন্ততঃ, একালে ঐরূপ অর্থ গ্রহণীয় হইতে পারে না। ঐরূপ অর্থের বা ভাষ্যের জন্যই বেদবিদ্বেষি-গণ বেদকে "চাষার গান" বলিয়া ঘোষণা করিতে সমর্থ হন। কিন্তু ঐরূপ গোবৎসাদির সম্বন্ধ-সূচক ভাব অকারণ অধ্যাহার না করিয়া, যদি সদাসিদা সরলভাবে মন্ত্রের অর্থ আমনন করি বেদ-বিদ্বেষ্টাদিগের বেদ-নিন্দার কোনই অবসর থাকে না।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্র-বিষয়েও আমাদের বক্তব্য ঐরূপ। ভাষ্যে প্রকাশ,—এই মন্ত্রে গাভীদিগকে সম্বোধন করা হইয়াছে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'দেবভাগং' পদের তাৎপর্য্য ভাষ্যমতে নিম্নরূপ নির্দ্দেশিত হয়; যথা,—যজ্ঞে প্রবৃত্তিকালে গোগ্রাসের দ্বারা বৎসভাগ এবং মনুষ্যভাগ প্রবৃদ্ধ হয়। আর তদ্দ্বারা উর্দ্ধগামী ক্ষীরাজ্যরূপী দেবান্তর্ভাগ বা ইন্দ্রভাগ প্রবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই বৎসভাগ, মনুষ্যভাগ, দেবভাগ প্রভৃতি ভাগত্রয়, 'উর্জস্বতীঃ পয়স্বতীঃ প্রজাবতীঃ' প্রভৃতি পদে বিশদীকৃত হইয়াছে—ভাষ্যকারের ইহাই অভিমত। ভাষ্যের ভাবে গাভীরাই যেন ইন্দ্রদেবতার স্বরূপ। ভাষ্যের মতে, গাভীদিগকেই যেন বলা হইতেছে,—'হে দ্যোতমান্ পরমেশ্বর! তোমরা বনে গিয়া তৃণ ভক্ষণ করিয়া আইস; কেন-না, তোমাদিগকে শ্রেষ্ঠতম কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইবে। শ্রেষ্ঠতম কর্ম্ম কি—না যজ্ঞকর্ম্ম। তাহারা দুগ্ধ প্রদান করিলে, সেই দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃতে যজ্ঞ হইবে। 'অঘ্নিয়া' 'উর্জ্জ-স্বতী', 'পয়স্বতীঃ', 'প্রজাবতীঃ', 'অনমীবাঃ', 'স্তেনঃ মা ঈশত', 'অযক্ষ্মাঃ', 'অঘশংসঃ' প্রভৃতি বাক্য, ভাষ্যকারের মতে গাভী-সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে বলা যায়। অর্থাৎ,—তোমাদের যেন অল্প রোগ বা কঠিন রোগ না হয়, তোমাদিগকে যেন কেহ চুরি করিতে না পারে, তোমাদের প্রতি কেহ (ব্যাঘ্রাদিতেও) যেন হিংসা করিতে না পারে, তোমরা যেন বহুবৎসসমন্বিত হও, প্রভূত ঘাস ভক্ষণে রসাধিক্য হেতু তোমাদের মধ্যে যেন প্রভূত ক্ষীরের সঞ্চার হয়, প্রভূত ঘাস ভক্ষণের দ্বারা তোমরা যেন সেই দধিরূপ ক্ষীর বহুলপরিমাণে বর্দ্ধিত কর;—এবম্বিধ ভাব ঐ সকল শব্দে গাভী-সম্বন্ধেই প্রকাশ পাইয়াছে। গাভীগণই যেন যজমানকে ধ্রুব শাশ্বতিকী গতি দান করেন। গোজাতিতে দেবতার অধিষ্ঠান আছে, অস্বীকার করি না; কিন্তু, গোজাতিকে লক্ষ্য করিয়া, তাহাদের মধ্যে দেবতার কল্পনায়, এই মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে বলা হউক, তাহাতেও আপত্তি নাই; কিন্তু বিশেষণগুলির ঐরূপ ব্যাখ্যায়, অবিশ্বাসী জনের হৃদয়ে অবিশ্বাসের যে বিষবীজ উপ্ত আছে—তাহাতে জলসেক করা হয় মাত্র। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অজরা অমরা অক্ষরা দেবীগণকে (দেববিভূতি-সমূহকে) অর্চ্চনা করা হইয়াছে বলিলেই সর্ব্ব-বিষয়ে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। 'মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায়' ও 'বঙ্গানুবাদে' আমরা যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতে সকল দিক রক্ষা হয় এবং সকল ভাবই সুসঙ্গত হয়।

নবম মন্ত্র—শাখা-দেবতা-বিষয়ক। এখানকার প্রার্থনা (ভাষ্যকারের মতে),—'হে পলাশশাখে! আপনি উন্নত প্রদেশে অবস্থিত থাকিয়া, দেখিবেন—যজমানের পশুগুলি যেন নিঃশঙ্কে অরণ্যে সঞ্চরণ করিতে পারে; তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন; দেখিবেন,—যেন চৌর-ব্যাঘ্রাদিতে তাহাদিগকে অপহরণ বা হনন না করে। তাহারা যেন নিরুপদ্রবে সন্ধ্যাকালে

পুনরায় গৃহে ফিরিয়া আসিতে পারে।' ভাষ্যকার এ সম্বন্ধে উপসংহারে কহিয়াছেন,—'শাখা যদিও অচেতন, তথাপি তদভিমানিনী দেবতার উদ্দেশে ঐ মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে বলা যায়। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ শাস্ত্রদৃষ্টিবশতঃ যেমন অচেতন শালগ্রামে বিষ্ণুর সান্নিধ্য জ্ঞান করিয়া বিষ্ণু-সম্বোধনে যোড়শোপচারে তাঁহার পূজা করেন, শাখাদেবতার সম্বোধন-বিষয়েও তদ্রূপ মনে করিতে হইবে।' কোন্ দেবতার পূজার কি নিগূঢ় লক্ষ্য, সে তত্ত্ব প্রকাশ করিবার স্থান এখানে নহে। তবে স্থূলভাবে এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি, স্মরণে অর্চ্চনে পূজনে, যাঁহার স্মরণ, যাঁহার অর্চ্চন, যাঁহার বন্দন, যাঁহার পূজন, তাঁহাতে প্রীতি আসে,—তাঁহার গুণে গুণান্বিত হইতে হইতে তৎস্বারূপ্য তৎসাযুজ্যাদি লাভ ঘটে;—দেবতার পূজা-বন্দনাদির ইহাই মূল লক্ষ্য বলিয়াই মনে করি।

দেশকালপাত্রানুসারে শব্দার্থ বিভিন্ন ভাব ব্যক্ত করে। যে সময় শ্রুত্যাদিতে বেদমন্ত্রের ঐরূপ ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছিল, তখন আবাহনকারীর শক্তিসামর্থ্য ধ্যান-ধারণা-সাধনা অন্যরূপ ছিল। এখন যেমন বিজ্ঞান আশা করিতেছেন, অনুসন্ধিৎসার ফলে হয় তো অল্পকাল পরেই বনস্পতির সহিত মানবের ভাবের আদান-প্রদান চলিতে পারে; আমরা মনে করি, অতীত-স্মৃতির ঐ সকল আলেখ্য (বৃক্ষাদির সংজ্ঞাসূচক), ভবিষ্যতের আশাকে দৃঢ়-ভিত্তি প্রদান করিতেছে। তুমি বলিতেছ,—এমন দিন এমন স্বর এমন শব্দ আসিতে পারে, যে দিনের যে শব্দে যে স্বরে বনস্পতিও উত্তর দিতে পারিবে। আমরা বলি,—এক সময়ে সেই শব্দ সেই মন্ত্র সেই ধ্বনি তেমনই ভাবে উচ্চারিত হইয়া আশানুরূপ উত্তর পাইয়াছিল। কিন্তু এখন সে প্রক্রিয়া-পদ্ধতি বিস্মৃতির অতল-তলে নিমজ্জিত হইয়াছে; সুতরাং ডাকিয়া আর সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। আশা করি বটে,—'চক্রনেমীর আবর্ত্তনের ন্যায় আবার সে দিন ফিরিয়া আসুক,—আবার আমরা বনস্পতিগণের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিতে সমর্থ হই'; কিন্তু যত দিন তাহা না ঘটিতেছে, সে পর্য্যন্ত কেন প্রহেলিকার অন্ধকারে মনুষ্যসমাজকে আচ্ছন্ন রাখি? কাজে কাজেই মন্ত্রের অর্থে এখনকার বোধোপযোগী করিবার পক্ষে লক্ষ্য রাখাই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। শাখা-দেবতা যখন এখন বধিরতা-প্রাপ্ত হইয়াছেন, অথবা আমাদের স্বর যখন তাঁহাদের কর্ণে এখন আর পৌঁছিতে সমর্থ হইতেছে না, তখন কেন আর, কূট-কল্পনায় অর্থকে প্রচ্ছন্ন রাখিতে যাই? অথবা, কেন আর, সহজবোধ্য অর্থ গ্রহণ না করিয়া, পরম পবিত্র বেদকে হাস্যাস্পদ করিতে চাই? অতএব, আমরা সাধারণভাবেই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ প্রকাশ করিলাম। যিনি যে দেবতার উদ্দেশেই মন্ত্র প্রয়োগ করিতে চাহেন, তাহাতেই তিনি এ মন্ত্র প্রয়োগ করিতে পারিবেন। মন্ত্র বিশ্বজনীন ভাবপূর্ণ। কষ্ট-কল্পনায়, কেন তাহাকে একমাত্র শাখা-দেবতাতে আবদ্ধ রাখিব? আমরা তাই মন্ত্রের শেষাংশের, অর্থ করিতে চাই,—'হে দেব! এই আমার পশুবৃত্তি-সমূহকে বিনাশ করিয়া আমায় রক্ষা (পরিত্রাণ) করুন।' ফলতঃ, মন্ত্র দেবোদ্দেশে বিনিযুক্ত বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

বিতর্কে প্রয়োজন নাই। আপনার অন্তরকে জিজ্ঞাসা করিবেন—ঐ অর্থ সঙ্গত কি না? অন্তরই সে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবে।

তবে যজুর্ব্বেদ অধ্যয়নে এ কথাও বিশেষভাবে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, যজুর্ব্বেদের অধিকাংশ মন্ত্রই কর্ম্মকাণ্ডে প্রযুক্ত হয় ; অতএব, মর্ম্মার্থ অবগত হইয়া, বিধি-নিয়মক্রমে উহার প্রয়োগ আবশ্যক, এবং সে পক্ষে ভাষ্যান্তর্গত ক্রিয়াপদ্ধতি কর্ম্মকারকগণের অনুসরণীয়। তাঁহারা গুরু-পরম্পরাক্রমে এবং ভাষ্যের মধ্য হইতে কর্ম্মপ্রক্রিয়ার পদ্ধতি গ্রহণ করিবেন। বাহুল্য-ভয়ে, সে প্রসঙ্গ আমরা আর উত্থাপন করিলাম না। (১অষ্টক—১প্রপাঠক—১অনুবাক)।

—— * ——

দ্বিতীয়ঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমোঽষ্টকঃ। প্রথমঃ প্রপাঠকঃ। দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ।)

(১) যজ্ঞস্য ঘোষদসি। (২) প্রত্যুষ্ট৺ রক্ষঃ প্রত্যুষ্টা অরোতয়ঃ।

(৩) প্রেয়মগাদ্ধিষণা বর্হিরচ্ছ মনুনা কৃতা স্বধয়া বিতষ্টা ত আ

বহন্তি কবয়ঃ পুরস্তাদ্দেবেভ্যো জুষ্টমিহ বর্হিহরাসদে।

(৪) দেবানাং পরিষূতমসি বর্ষবৃদ্ধমসি।

(৫) দেববর্হির্ম্মা ত্বাঽন্বঙ্মা তির্য্যক্‌পর্ব্ব তে রাধ্যাসম্।

(৬) আচ্ছেত্তা তে মা রিষং।

(৭) দেববর্হিঃ শতবল্‌শং বি রোহ সহস্রবল্‌শাঃ

বি বয়৺ রুহেম।

(৮) পৃথিব্যাঃ সংপৃচঃ পাহি।

(১০) সুসংভৃতা ত্বা সং ভরাম্যদিত্যৈ রাস্নাঽসি।

(১১) ইন্দ্রাণ্যৈ সংনহনং। (১২) পূষা তে গ্রন্থিং গ্রথ্নাতু।

(১৩) স তে মাঽস্থাৎ। (১৪) ইন্দ্রস্য ত্বা বাহুভ্যামুদ্যচ্ছে।

(১৫-১৬) বৃহস্পতের্মূর্দ্ধ্না হরাম্যুর্ব্বন্তরিক্ষমন্বিহি।

(১৭) দেবংগমমসি ॥ ২ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) বজ্রস্য। ঘোষৎ। অসি। (২) প্রত্যুষ্টমিতি প্রতি—উষ্টম্। রক্ষঃ।

প্রত্যুষ্টা ইতি প্রতি—উষ্টাঃ। অরাতয়ঃ।

(৩) প্রেতি। ইয়ম্। অগাৎ। ধিষণা। বর্হিঃ। অচ্ছ। মনুনা। কৃতা।

স্বধয়েতি স্ব—ধয়া। বিতষ্টেতি বি—তষ্টা। তে। এতি। বহন্তি। কবয়ঃ।

পুরস্তাৎ। দেবেভ্যঃ। জুষ্টম্। ইহ। বর্হিঃ। আসদ ইত্যা—সদে।

(৪) দেবানাম্। পরিষূতমিতি পরি—সূতম্। অসি। বর্ষবৃদ্ধমিতি বর্ষ—বৃদ্ধম্। অসি।

(৫) দেববর্হিরিতি দেব—বর্হিঃ। মা। ত্বা। অন্বক্। মা। তির্য্যক্। পর্ব্ব।

তে। রাধ্যাসম্। (৬) আচ্ছেত্তেত্যা—ছেত্তা। তে। মা। রিষম্।

(৭-৮) দেববর্হিরিতি দেব—বর্হিঃ। শতবল্‌শমিতি শত—বল্‌শম্। বীতি। রোহ।

সহস্রবল্‌শা ইতি সহস্র—বল্‌শাঃ। বীতি। বয়ম্। রুহেম।

(৯) পৃথিব্যাঃ। সংপৃচ ইতি সং—পৃচঃ। পাহি। (১০) সুসংভৃতেতি সু—সংভৃতা।

ত্বা। সমিতি। ভরামি। অদিত্যৈ। রাস্না। অসি।

(১১) ইন্দ্রাণ্যৈ। সংনহনমিতি সং—নহনম্। (১২) পূষা। তে। গ্রন্থিম্। গ্রথ্নাতু।

(১৩) সঃ। তে। মা। এতি। স্থাৎ। (১৪) ইন্দ্রস্য। ত্বা।

বাহুভ্যামিতি বাহু—ভ্যাম্। উদিতি। যচ্ছে।

(১৫-১৬) বৃহস্পতেঃ। মূর্দ্ধ্না। হরামি। উরু। অন্তরিক্ষম্। অন্বিতি। ইহি।

(১৭) দেবংগমমিতি দেবং—গমম্। অসি॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) হে ভগবন্! ত্বং 'যজ্ঞস্য' (সৎকর্ম্মণঃ) 'ঘোষৎ' (নির্ব্বাহকঃ, সম্পূরকঃ বা) 'অসি' (ভবসি)। ভগবান্ হি সৎকর্ম্মস্বরূপঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরঃ ইত্যভিপ্রায়ঃ। অথবা, হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'যজ্ঞস্য' (সৎকর্ম্মণঃ) 'ঘোষৎ' (সাধনভূতোপকরণস্বরূপঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। হৃদ্গতঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ হি সর্ব্বেষাং সৎকর্ম্মণাং প্রেরকঃ সম্পাদকঃ বা ইতি ভাবঃ।

(২) হে ভগবন্! অথবা হে শুদ্ধসত্ত্ব! ভবদনুগ্রহেণ 'রক্ষঃ' (শত্রুঃ, সৎপ্রতি-

বন্ধকঃ ইতি ভাবঃ) প্রতি (প্রত্যেকং) 'উষ্টং' (দগ্ধং) ভবতু ইতি যাবৎ; 'অরাতয়ঃ' (সর্ব্বে শত্রবঃ) 'প্রতি' (প্রত্যেকং) 'উষ্টাঃ' (দগ্ধাঃ) ভবন্তু। ভগবদনুগ্রহেন ভবৎপ্রভাবেন চ দুষ্টবুদ্ধীঃ তথা রিপুশত্রবঃ সমূলং নাশং যান্তু ইতি ভাবঃ।

(৩) হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবান্! ত্বং 'ধিষণা' (সর্ব্বাত্মত্বেন কৃপয়া ইত্যর্থঃ) 'ইয়ং' (যজ্ঞকর্ম্মণি সৎকর্ম্মণি বা) 'প্র অগাৎ' (প্রকর্ষেণ আগচ্ছ); অগত্য চ 'বর্হিঃ' (সৎকর্ম্মণা উৎকর্ষপ্রাপ্তং অস্মাকং হৃদ্রূপং যজ্ঞাগারং ইতি ভাবঃ) 'অচ্ছ' (উপাগচ্ছ, প্রাপ্নুহি ইত্যর্থঃ); ত্বং 'মনুনা' (আত্মোৎকর্ষসম্পন্নেন সাধকেন ইত্যর্থঃ) 'কৃতা' (কৃতেন, হৃদিসঞ্জাতেন ইত্যর্থঃ) 'স্বধয়া' (সংসারবন্ধননাশকেন শুদ্ধসত্বেন) 'বিতষ্টা' (বিশেষেণ সম্পূজিতঃ) ভবসি ইতি শেষঃ; অপিচ, 'কবয়ঃ' (মেধাবিনঃ, সদ্ভাবসম্পন্নাঃ সাধকাঃ ইত্যর্থঃ) 'পুরস্তাৎ' (সৎকর্ম্মসকাশাৎ, সৎকর্ম্মপ্রভাবেন ইত্যর্থঃ) 'ত' (ত্বাং) 'আবহন্তি' (আনয়ন্তি, হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি ইতি ভাবঃ); হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্! ত্বং 'দেবেভ্যঃ' (দেবানাং ইত্যর্থঃ) 'জুষ্টং' (প্রীত্যর্থং) 'ইহ' (অস্মিন্, অস্মাভিরনুষ্ঠিতে ইত্যর্থঃ) 'বর্হিঃ' (সৎকর্ম্মণি, হৃদি বা) 'আসদ' (আগচ্ছ, উপতিষ্ঠ ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মাকং সৎকর্ম্মণি আগচ্ছ। আত্মোৎকর্ষসম্পাদনেন অস্মান্ মোক্ষপথি চ প্রতিষ্ঠাপয়।

(৪) হে মম মনঃ! ত্বং 'দেবানাং' (দেবভাবানাং) 'পরিধৃতং' (উৎপাদকং, সংবাহকং বা) 'অসি' (ভবসি), তস্মাৎ ত্বং 'বর্ষবৃদ্ধং' (সদাবর্দ্ধনশীলং, অভীষ্টবর্ষণ-হেতুভূতং ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। মনঃ হি সর্ব্বমূলাধারং। মনস্থৈর্য্যসাধনেন লোকাঃ পরমপদং লভন্তে। অতঃ অত্র আত্মোৎকর্ষসাধনেন মনস্থৈর্য্যসাধনায় সাধকঃ আত্মানং উদ্বোধয়তি ইতি ভাবার্থঃ।

(৫) হে মনঃ! 'দেববর্হিঃ' (দ্যুলোকসম্ভবাঃ নিখিলাঃ দেবভাবাঃ ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'মা' (মা হিংসন্তু, মা পরিত্যজন্তু ইত্যর্থঃ); 'অন্বগপি' (ভুবিসম্ভবাঃ ইতি যাবৎ দেবভাবাঃ ইতি ভাবঃ) 'মা' (ত্বাং প্রতি বিরূপাঃ না ভবন্তু, ত্বাং পরিত্যজ্য মা গচ্ছন্তু); 'তির্য্যক্' (অন্তরিক্ষলোকসম্ভবাঃ দেবভাবাঃ অপি ত্বাং মা পরিত্যজন্তু ইতি ভাবঃ); অপিতু 'তে' (তব) 'পর্ব্ব' (তবসম্বন্ধিচিত্তবৃত্তয়ঃ—যথা শত্রুভিরহিংসিতাঃ সন্তি, যদ্বা বিপথগামিন্যঃ ন ভবন্তি ইতি যাবৎ) তথা 'রাধ্যাসং' (সংপাদয়ামি, তেষাং সংযমং সাধয়ামি ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ। চিত্তজয়ায় অত্র উদ্বোধনা বর্ত্ততে। চিত্তস্থৈর্য্যসাধনং বিনা ভগবৎপ্রাপ্তি কদাপি ন সম্ভবতি। অতঃ প্রার্থনাঃ—নিখিলাঃ সর্ব্বে দেবভাবাঃ অস্মাসু উপজিতাঃ ভবন্তু। তেন বয়ং ভগবন্তং প্রাপ্তুং শক্নুমঃ ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ।

(৬) হে মম মনঃ! 'তে' (তবসম্বন্ধি, সৎকর্ম্মবিঘাতকাঃ ইতি যাবৎ) 'আচ্ছেত্তা' (হিংসকাঃ রিপবঃ, দেবভাববিরোধিনঃ; যদ্বা—ভগবৎসম্বন্ধবিচ্ছিন্নকারিণঃ কামক্রোধাদয়ঃ ইতি ভাবঃ) 'মা রিষম্' (মা হিংসিষম্)। কামক্রোধাদয়ঃ রিপবঃ যথা ভগবৎসম্বন্ধং বিচ্ছিনং ন কুর্ব্বন্তি তথা অবিচলিতঃ ভবামি ইতি সঙ্কল্পঃ।

(৭-৮) 'দেববর্হিঃ (হে দ্যোতমান্ স্বপ্রকাশ শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'শতবল্শং' (বহুরূপঃ সন্ ইত্যর্থঃ) 'বি রোহ' (বিশেষেণ জায়স্ব, অস্মাসু অধিষ্ঠিতঃ ভব ইতি ভাবঃ); তস্মাৎ 'বয়ং'

(প্রার্থনাকারিণঃ) 'সহস্রবল্শা' (বহুসামর্থ্যোপেতাঃ নিখিলৈঃ সদ্ভাবাদিভিঃ যুক্তাঃ সন্তঃ ইতি ভাবঃ) 'বি রুহেম' (বিশেষেণ প্রজায়েমহি, প্রবৃদ্ধাঃ ভবাম ইত্যর্থঃ)। সঙ্কল্পমূলকৌ এতৌ মন্ত্রৌ। ভগবান্ অস্মাসু অধিষ্ঠিতঃ সন্ অস্মান্ সদ্ভাবসমন্বিতান্ কুরু ইতি ভাবঃ।

(৯) হে ভগবন্! ত্বং 'পৃথিব্যাঃ' 'সংপৃচঃ' (পৃথিব্যাং সম্ভবাৎ পাপসম্পর্কাৎ, ইহজগতি অনুষ্ঠিতাৎ ভববন্ধনমূলকাৎ কর্ম্মসম্বন্ধাৎ, যদ্বা—মোহসম্মোহাৎ ইত্যর্থঃ) 'পাহি' (মাং রক্ষ, পরিত্রায়স্ব ইত্যর্থঃ)। ভববন্ধনছেদনায় অত্র প্রার্থনা বর্ত্ততে। যৎকর্ম্ম ভববন্ধনমূলকং তৎকর্ম্মানুষ্ঠানাৎ মাং বিনিবৃত্তয় ইত্যেবং প্রার্থনা অত্র বর্ত্ততে।

(১০) হে চিত্তবৃত্তে! 'সুসংভৃতা' (সর্ব্বতোভাবেন পাপক্লেদপরিশূন্যা) ত্বাং 'সংভরামি' (পরিগৃহ্লামি, ভগবৎপ্রীতয়ে নিয়োজয়ামি ইতি ভাবঃ) ; তস্মাৎ ত্বং 'অদিত্যৈ' (অনন্তস্বরূপায় ভগবতে) 'রাস্না' (রসনা, অস্মাকং ভক্তিসুধাস্বাদপ্রদানসমর্থা) 'অসি' (ভবসি, ভবতু ইতি যাবৎ)। চিত্তবৃত্তি হি সর্ব্বার্থসাধিকা ইতি ভাবঃ।

(১১) হে চিত্তবৃত্তে! ত্বং 'ইন্দ্রাণ্যৈ' (ভক্তিরূপিণ্যৈ দেব্যৈঃ) 'সংনহনং' (সম্যক্-প্রকারেণ বন্ধনমূলং যদ্বা—ভগবৎপ্রীতিহেতুভূতং ইত্যর্থঃ) ভবসি ইতি শেষঃ। তাৎপর্য্যার্থোঽয়ং —ভক্ত্যা মহানৈশ্বর্য্যশালী ভগবানপি বশীভূতো ভবতি, অপিচ ভক্ত্যা ভগবান্ ভক্তেন সহ সম্মিলিতঃ ভবতি ইতি ভাবঃ।

(১২) হে মনঃ! 'পূষা' (সর্ব্বপুষ্টিবিধায়কঃ ভগবান্) 'তে' (তব) 'গ্রন্থিং' (ভক্তি-বন্ধনং ইত্যর্থঃ) 'গ্রথ্নাতু' (দৃঢ়ীকরোতু ইত্যর্থঃ)।

(১৩) হে আত্মন্। এবম্প্রকারেণ 'তে' (তব) 'স' (ভববন্ধনং) 'মা স্থাৎ' (চিরং মা তিষ্ঠতু, ত্বং ভববন্ধনমুক্তঃ ভবতু ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ)।

(১৪) হে হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! 'ইন্দ্রস্য' (সর্ব্বশক্তেরাধারস্য ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'বাহুভ্যাং' (হস্তাভ্যাং, সর্ব্বশক্তিলাভায় ইতি যাবৎ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'উদ্‌যচ্ছে' (নিয়োজয়ামি— ভগবতি সমর্পয়ামি ইত্যর্থঃ)। সিদ্ধিলাভায় অহং শুদ্ধসত্ত্বং সর্ব্বকর্ম্মফলং চ ভগবতি উৎসৃজ্যামি ইতি ভাবঃ।

(১৫) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! 'বৃহস্পতেঃ' (প্রজ্ঞানস্বরূপস্য ভগবতঃ সম্বন্ধি ইত্যর্থঃ) 'মূর্দ্ধ্না' (অশেষপ্রজ্ঞয়া, যদ্বা—প্রজ্ঞানলাভায় ইত্যর্থঃ) ত্বাং 'হরামি' (আহরামি, হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামি ইতি ভাবঃ)।

(১৬) হে দেব! ত্বং 'উরু' (বিস্তীর্ণং, কলুষক্লেদপরিষ্কৃতং) 'অন্তরিক্ষং' (অন্তরিক্ষ-লোকং, শত্রোরুপদ্রবপরিশূন্যং নির্ম্মলং হৃদয়ং ইতি ভাবঃ) 'অনু' (অনুসৃত্য, অভিলক্ষ্য ইত্যর্থঃ) 'ইহি' (আগচ্ছ)। বিশুদ্ধং নির্ম্মলং হৃদয়ং হি ভগবন্নিবাসস্থানং।

(১৭) হে মম মনঃ! ত্বং 'দেবং' (ভগবন্তং প্রতি) 'গন্তং' (গন্তারং) 'অসি' (ভবসি, ভব ইত্যর্থঃ) ; অথবা হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'দেবঙ্গং' (ভগবতঃ অঙ্গীভূতঃ বা) 'অসি' (ভবসি)। এবম্প্রকারেণ পরিষ্কৃতঃ সন্ অনন্যভক্ত্যা ভগবতি আত্মস্থাপনায় সমর্থঃ ভবানি ইতি ভাবঃ। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ॥ (১অষ্টক—১প্রপাঠক—২অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে ভগবন্! আপনি সৎকর্ম্ম-সমূহের নির্ব্বাহক বা পূরক হয়েন। (ভাবার্থ,—ভগবানই সৎকর্ম্মস্বরূপ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর)। অথবা হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি সৎকর্ম্মের সাধনভূত উপাদান-স্বরূপ হও। (ভাব এই যে,—হৃদ্গত শুদ্ধসত্ত্বই সকল কর্ম্মের প্রেরক বা সম্পাদক)।

২। হে ভগবন্! অথবা হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনার অনুগ্রহে সৎপ্রতিবন্ধক শত্রু (আমাদিগের দুর্ব্বুদ্ধি) সর্ব্বতোভাবে ভস্মীভূত হউক; আমাদিগের রিপুশত্রুগণ প্রত্যেকে বিশিষ্টরূপে দগ্ধীভূত হউক। (ভাব এই যে,- হে দেব! আপনার অনুগ্রহে অথবা আপনার প্রভাবে আমাদিগের দুষ্টবুদ্ধি এবং রিপুশত্রুসমূহ যেন সমূলে নাশপ্রাপ্ত হয়)।

৩। শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বাত্মক; কৃপা করিয়া আমাদিগের এই সৎকর্ম্মে প্রকৃষ্টরূপে আগমন করুন এবং আগমন করিয়া, সৎকর্ম্মের দ্বারা উৎকর্ষপ্রাপ্ত আমাদের এই হৃদয়রূপ যজ্ঞাগারকে প্রাপ্ত হউন; আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকের কৃতকর্ম্মের দ্বারা সঞ্জাত এবং সংসারবন্ধননাশক শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা আপনি সম্পূজিত হয়েন; অপিচ, সদ্ভাবসম্পন্ন জন সৎকর্ম্মসামর্থ্যের দ্বারা আপনাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাপিত করেন; অতএব হে ভগবন্! দেবগণের প্রীতির নিমিত্ত আপনি আমাদিগের আরব্ধ এই সৎকর্ম্মে বা আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগের সৎকর্ম্মে আগমন করুন এবং আমাদিগের আত্মোৎকর্ষ-সাধনের দ্বারা আমাদিগকে মোক্ষপথে প্রতিষ্ঠাপিত করুন)।

৪। হে আমার মন! তুমি দেবভাবসমূহের উৎপাদক বা সংবাহক অতএব তুমি সদাবর্দ্ধনশীল ও অভীষ্টবর্ষণ হেতুভূত হও। (মনই সর্ব্বমূলাধার। মনস্থৈর্য্যসাধনের দ্বারাই মানুষ পরম পদ প্রাপ্ত হইতে পারে। এখানে আত্মসম্বোধনে মনস্থৈর্য্যসাধনের নিমিত্ত সাধক আত্মাকে (আপনাকে) উদ্বোধিত করিতেছেন)।

৫। হে মন! দ্যুলোকসম্ভূত নিখিল দেবভাবসমূহ যেন তোমাকে পরিত্যাগ না করে; ভুবিসম্ভব দেবভাবসমূহ যেন তোমার প্রতি বিরূপ না

হয় এবং অন্তরিক্ষলোকসম্ভব যে দেবভাব-সমূহ তাহারাও যেন তোমাকে পরিত্যাগ না করে। অপিচ, তোমার সম্বন্ধি চিত্তবৃত্তি-সমূহ যাহাতে শত্রুগণ দ্বারা হিংসিত বা বিপথগামী না হয়, সেইরূপভাবে তাহাদের সংযম সাধন যেন করিতে পারি। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। এখানে চিত্তজয়ের জন্য উদ্বোধনা বিদ্যমান। চিত্তস্থৈর্য্যসাধন ভিন্ন ভগবৎপ্রাপ্তি কদাচ সম্ভবপর হয় না। অতএব প্রার্থনা,—নিখিল দেবভাব-সমূহ আমাদিগের মধ্যে উপজিত হউক। তদ্দ্বারা যেন আমরা ভগবানকে পাইতে সমর্থ হই)।

৬। হে আমার মন! তোমার সম্বন্ধি সৎকর্ম্মবিঘাতক ভগবৎসম্বন্ধ-বিচ্ছিন্নকারী কামক্রোধাদি রিপুশত্রু যেন তোমাকে হিংসা করিতে সমর্থ না হয়। কামক্রোধাদি রিপুগণ যাহাতে ভগবৎসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ না হয়, যেন সেইরূপ অবিচলিত হইতে পারি)।

৭-৮। হে দ্যোতমান্ স্বপ্রকাশ শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি বহুরূপ হইয়া বিশেষভাবে আমাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত হউন। তাহাতে প্রার্থনাকারী আমরা বহুসামর্থ্যোপেত সদ্ভাবাদি সমন্বিত হইয়া বিশেষরূপে প্রবৃদ্ধ হইতে পারিব। (মন্ত্রদ্বয় প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবান আমাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া আমাদিগকে সদ্ভাবসমন্বিত করুন এবং পরমধন দান করুন)।

৯। হে ভগবন্! পৃথিবীতে সম্ভাব্য পাপ-সম্পর্ক হইতে (অর্থাৎ ইহজগতে অনুষ্ঠিত ভববন্ধনমূলক কর্ম্ম সম্বন্ধ হইতে) আমাকে পরিত্রাণ করুন। (এই মন্ত্রে ভববন্ধনচ্ছেদনের জন্য প্রার্থনা আছে। ভাব এই যে,—যে কর্ম্ম ভববন্ধনমূলক, সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমাকে প্রতি-নিবৃত্ত করুন)।

১০। হে চিত্তবৃত্তি! সর্ব্বতোভাবে পাপক্লেদপরিশূন্য তোমাকে ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত নিয়োজিত করি। সেই জন্য তুমি অনন্তস্বরূপ ভগবানের (প্রীতির জন্য) আমাদিগের ভক্তিসুধাস্বাদপ্রদানসমর্থ হইয়া তাঁহার রসনার ন্যায় বিদ্যমান আছ।

১১। হে চিত্তবৃত্তি! তুমি ভক্তিরূপিণী দেবীর অর্থাৎ ভগবৎপ্রীতিহেতু-ভূত সম্যক্প্রকার বন্ধনমূল হও। (তাৎপর্য্য এই যে,— মহানৈশ্বর্য্যশালা

ভগবান ভক্তির দ্বারাই বশীভূত হন। অপিচ, ভক্তিতেই ভগবান ভক্তের সহিত সম্মিলিত হইয়া থাকেন)।

১২। হে মন! সর্ব্বপুষ্টিবিধায়ক ভগবান তোমার ভক্তিবন্ধন দৃঢ় করুন।

১৩। হে আত্মা (আত্মসম্বোধন)! এই প্রকারে তোমার ভববন্ধন যেন চিরকাল না থাকে অর্থাৎ তুমি ভববন্ধন হইতে মুক্ত হও।

১৪। হে হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! সকল শক্তির আধার ভগবানের বাহুযুগলের দ্বারা অর্থাৎ সকল প্রকার শক্তি লাভের নিমিত্ত তোমাকে নিয়োজিত করি (ভাবার্থ,—সিদ্ধি লাভের নিমিত্ত ভগবানের উদ্দেশ্যে শুদ্ধসত্ত্ব উৎসর্গ করি)।

১৫। হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানের সম্বন্ধি অশেষ প্রজ্ঞার দ্বারা অর্থাৎ প্রজ্ঞান লাভের নিমিত্ত তোমাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাপিত করি।

১৬। হে দেব! কলুষক্লেদপরিশূন্য শত্রুর উপদ্রবরহিত নির্ম্মল হৃদয়কে লক্ষ্য করিয়া আপনি আগমন করুন। (তাৎপর্য্যার্থ—নির্ম্মল বিশুদ্ধ হৃদয়ই ভগবানের নিবাস-স্থান)।

১৭। হে আমার মন! তুমি ভগবানের প্রতি গমনকারী হও। অথবা, হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি ভগবানের অঙ্গীভূত অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপ হও। (মর্ম্মার্থ,—এইরূপে পরিস্রুত হইয়া অনন্যাভক্তির দ্বারা যেন ভগবানে আত্মস্থাপনে সমর্থ হই)। (১অষ্টক—১প্রপাঠক—২অনুবাক)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

প্রথমানুবাকে বৎসাপাকরণমুক্তং। দ্বিতীয়ে বর্হিরাহরণমুচ্যতে। তয়োরনুক্রমে পাঠঃ প্রমাণমিতি মীমাংসিষ্যতে। পৌর্ণমাস্যাং সাংনায্যাভাবে বৎসাপাকরণাভাবাদগ্ন্যাধানস্যানন্তরমনাবাস্যায়ামসংনয়তোঽপি বর্হিরেব প্রথমং সম্পাদনীয়ং। অত এব বৌধায়নঃ—"যদ্য বৈ ন সংনয়তি বর্হিঃ প্রতিপদেব ভবতি" ইতি। অস্মিন্নুবাকে যজ্ঞস্য ঘোষদসীত্যয়মাদ্যো মন্ত্রঃ। ব্রাহ্মণেন তু তস্মাৎপূর্ব্বমন্যো মন্ত্রঃ শাখান্তরাদিষ্যায়েন ব্যাখ্যাতস্তস্য বিনিয়োগমাহ বৌধায়নঃ—"অথ জঘনেন গার্হপত্যং তিষ্ঠন্নসিদং বাহশ্চপর্শুং বাহদত্তে দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামাদদ ইতি" ইতি। আপস্তম্বঃ—"উত্তরেণ গার্হপত্যমসিদোঽশ্বপর্শুরনড়ুৎপর্শুর্ব্বা বিহিতো ভবতি দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসব ইত্যসিদমশ্বপর্শুং বাহদত্তে তূষ্ণীমনড়ুৎপর্শুং" ইতি। অসিদো দর্ভচ্ছেদনসাধনং শস্ত্রং। পর্শুঃ পার্শ্বগতাস্থিখণ্ডং। তচ্চ তীক্ষ্ণ-

ধারত্বাল্লবনসমর্থং। মন্ত্রার্থস্তু—ভো লবনসাধন প্রেরকস্য দেবস্য প্রেরণে সতি দেবতাসম্বন্ধিভ্যাং বাহুভ্যাং হস্তাভ্যাং চ ত্বাং স্বীকরোমীতি। মণিবন্ধাদধস্তনৌ বাহূ উপরিতনৌ হস্তৌ। অত্র ব্রাহ্মণং—"দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসব ইত্যশ্বপর্শুমাদত্তে প্রসূত্যৈ। অশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যামিত্যাহ। অশ্বিনৌ হি দেবানামধ্বর্য্যূ আস্তাং। পূষ্ণো হস্তাভ্যামিত্যাহ যত্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি। যতির্নিয়তিঃ। যদ্যদ্যজ্ঞসাধনমুপাদেয়ং তৎসর্ব্বং পোষকস্য দেবস্য হস্তাভ্যামেবেতি নিয়মঃ। অশ্বপর্শুনা সহ বর্হিঃ প্রাপ্তুং গচ্ছেদিতি সার্থবাদেন বাক্যেন বিধিরুন্নীয়তে, "যো বা ওষধীঃ পর্ব্বশো বেদ। নৈনাঃ স হিনস্তি। প্রজাপতির্ব্বা ওষধীঃ পর্ব্বশো বেদ। স এনা ন হিনস্তি। অশ্বপর্শ্বা বর্হিরচ্ছৈতি। প্রাজাপত্যো বা অশ্বঃ সয়োনিত্বায়। ওষধীনামহিꣳসায়ৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি। প্রজাপত্যক্ষিপরিণামোঽশ্ব ইত্যশ্বমেধবিধৌ শ্রূয়তে—"প্রজাপতেরক্ষ্যশ্বয়ৎ। তৎপরাপতৎ। তদশ্বোঽভবৎ। যদশ্বয়ৎ। তদশ্বস্যাশ্বত্বং" ইতি। ততোঽশ্বস্য প্রাজাপত্যত্বাৎ প্রজাপতেশ্চৌষধীষু তত্তৎপর্ব্বাভিজ্ঞত্বেন পর্ব্বণোঃ সন্ধৌ ছেত্তুং প্রবৃত্তস্য পর্ব্বভঞ্জকত্বাভাবেনাশ্বপর্শ্বা প্রজাপতিরূপয়া দর্ভচ্ছেদে হিংসা ন ভবতীতি। দ্রব্যান্তরপরিত্যাগেনাশ্বপর্শুস্বীকারস্তদ্যোনিভূতপ্রজাপতিসাহিত্যার্থং। অস্তি চ তৎসাহিত্যং কারণস্য কার্য্যেঽনুগতত্বাৎ। তস্মাৎ প্রজাপতিদ্বারেণ কর্ত্তুর্হিংসাদোষাভাব উপপদ্যতে॥

১। "যজ্ঞস্য ঘোষদসি।"—অশ্বপর্শ্বভিমন্ত্রণে প্রথমমন্ত্রং বিনিযুঙ্‌ক্তে বৌধায়নঃ—"আদায়াভিমন্ত্রয়তে যজ্ঞস্য ঘোষদসীতি" ইতি। আপস্তম্বস্তু ব্রূতে—"যজ্ঞস্য ঘোষদসীতি গার্হপত্যমভিমন্ত্র্য" ইতি। ঘোষদিতি ধনস্য নাম। ভো অশ্বপর্শো ত্বং যজ্ঞস্য সাধনং দ্রব্যমসি। ভো গার্হপত্যেতি বা যোজনীয়ং। অত্র ব্রাহ্মণং—"যজ্ঞস্য ঘোষদসীত্যাহ। যজমান এব রয়িং দধাতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি। রয়িং ধনং॥

২। "প্রত্যুষ্টꣳ রক্ষঃ প্রত্যুষ্টা অরাতয়ঃ।"—বৌধায়নঃ—"গার্হপত্যে প্রতিতপতি প্রত্যুষ্টꣳ রক্ষঃ প্রত্যুষ্টা অরাতয় ইতি" ইতি। আপস্তম্বস্তু—"প্রত্যুষ্টꣳ রক্ষঃ প্রত্যুষ্টা অরাতয় ইত্যাহবনীয়ে গার্হপত্যে বাঽসিদং প্রতিতপতি ন পর্শুং" ইতি। অস্মিল্লবনসাধনে নিগূঢ়ং রক্ষসামথ বৈরিণাং চ স্বরূপমত্যন্তং দগ্ধং ভবতু। মন্ত্রপ্রয়োজনমাহ—"প্রত্যুষ্টꣳ রক্ষঃ প্রত্যুষ্টা অরাতয় ইত্যাহ। রক্ষসামপহত্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি॥

৩। "প্রেয়মগাদ্ধিষণা বর্হিরচ্ছ মনুনা কৃতা স্বধয়া বিতষ্টা ত আ বহন্তি কবয়ঃ পুরস্তাদ্দেবেভ্যো জুষ্টমিহ বর্হিরাসদে।"—বৌধায়নঃ—"আহবনীয়মভিপ্রৈতি প্রেয়মগাদ্ধিষণা বর্হিরচ্ছ মনুনা কৃতা স্বধয়া বিতষ্টা ত আবহন্তি কবয়ঃ পুরস্তাদ্দেবেভ্যো জুষ্টমিতি" ইতি। স এব মন্ত্রশেষং পৃথগ্বিনিযুঙ্‌ক্তে—"ইহ বর্হিরাসদ ইতি বেদিং প্রত্যবেক্ষতে" ইতি। আপস্তম্বস্তু কৃৎস্নমন্ত্রস্যৈকমেব বিনিয়োগমাহ—"প্রেয়মগাদিত্যুক্ত্বোর্ব্বন্তরিক্ষমন্বিহীতি প্রাচীমুদীচীং বা দিশমভিপ্রব্রজ্য যতঃ কুতশ্চিদ্দর্ভময়ং বর্হিরাহরতি" ইতি। ইয়মশ্বপর্শুর্ব্বিদ্যারূপত্বেনাভিজ্ঞানবতী বর্হিরাপ্তুং গচ্ছতি। কীদৃশী সা। প্রজাপতিরূপেণ মনুনা স্বচক্ষুষো নির্ম্মিতা। অশ্বভক্ষিতান্নলক্ষণয়া স্বধয়া বিশেষেণ তীক্ষ্ণীকৃতা। যস্মাত্তে পূর্ব্বে কবয়ো বিদ্বাংসোঽনুষ্ঠাতারঃ পূর্ব্বস্যা দিশো বর্হিরানয়ন্তি তস্মাদিয়ং প্রাগ্‌গচ্ছতি। হবির্ভুগ্‌ভ্যঃ প্রিয়ং বর্হিরিহ বেদ্যামাসাদয়িতব্যং। অস্য মন্ত্রস্য প্রথমভাগে

পদার্থং তাৎপর্য্যং চাঽহ—"প্রেয়মগান্ধিষণা বর্হিরচ্ছেত্যাহ। বিদ্যা বৈ ধিষণা। বিদ্যয়ৈ-বৈনদচ্ছৈতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। দ্বিতীয়ভাগস্যার্থে শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধিমনুমান-প্রসিদ্ধিং চাঽহ –"মনুনা কৃতা স্বধয়া বিতষ্টেত্যাহ। মানবী হি পর্শুঃ স্বধাকৃতা" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি। অন্নেনাস্যাহ্যপচয়োঽন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধঃ। তৃতীয়ভাগে পদার্থং পুরস্তা-চ্ছব্দতাৎপর্য্যং চাঽহ—"ত আবহন্তি কবয়ঃ পুরস্তাদিত্যাহ। শুশ্রুবাꣳসো বৈ কবয়ঃ। যজ্ঞঃ পুরস্তাৎ। মুখত এব যজ্ঞমারভতে" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি। হোমাধারস্যাঽ-হবনীয়স্য পূর্ব্বদিক্স্থত্বাদ্যজ্ঞঃ পুরস্তাদ্বর্ত্তত ইত্যুচ্যতে। তচ্ছব্দপাঠেন পুরস্তাদেব যজ্ঞ আরব্ধো ভবতি। অপি চ তৎপাঠে দিগন্তরপ্রযুক্তং বৈকল্যং নাস্তীত্যাহ—"অথো যদেতদুক্ত্বা যতঃ কুতশ্চাঽহরতি। তৎপ্রাচ্যা এব দিশো ভবতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি। চতুর্থ-ভাগ আসদ ইত্যস্য তাৎপর্য্যমাহ—"দেবেভ্যো জুষ্টমিহ বর্হিরাসদ ইত্যাহ। বর্হিষঃ সমৃদ্ধ্যৈ। কর্ম্মণোঽনপরাধায়" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি। আসাদয়িতব্যমিত্যুক্তে যাবদ্বেদ্যা-স্তরণস্য যুক্তং পর্য্যাপ্তং তাবতঃ স্বচিতত্বাদেতৎপদোচ্চারণং সমৃদ্ধ্যৈ সম্পদ্যতে। ততো ন্যূনত্ব-লক্ষণঃ কর্ম্মণোঽপরাধো ন ভবিষ্যতি॥

৪। "দেবানাং পরিষূতমসি বর্ষবৃদ্ধমসি।"—বৌধায়নঃ—"দর্ভস্তম্বং গৃহ্নীতে যাবন্তমলং প্রস্তরণায় মন্যতে দেবানাং পরিষূতমসীত্যথৈনমূর্দ্ধ্বমুন্মার্ষ্টি বর্ষবৃদ্ধমসীতি" ইতি। আপস্তম্বস্ত দ্বয়োরেকমন্ত্রত্বমভিপ্রেত্যৈকমেব বিনিয়োগমাহ—"দেবানাং পরিষূতমসি বর্ষবৃদ্ধমসীতি দর্ভান্ পরিষৌতি" ইতি। ভো দর্ভজাত ত্বং দেবানামর্থে পরিগৃহীতমসি ন তু ময়া স্বগৃহাচ্ছাদনাদ্যর্থমতো ন মে লবনদোষোঽস্তি। বর্ষেণ পুনর্ব্বৃদ্ধিসম্ভবাত্তবাপি ন হানিঃ। পরিগৃহীতস্য সর্ব্বস্য দেবার্থত্বং ন ত্বেকদেশস্যেত্যেবং মন্ত্রাভিপ্রায়ং দর্শয়তি—"দেবানাং পরিষূতমসীত্যাহ। যদ্বা ইদং কিঞ্চ। তদ্দেবানাং পরিষূতং" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি। অপি চ যথা লোকে কশ্চিদ্ভৃত্যো রাজনিয়োগাদ্গ্রামেষু গত্বা বলাদ্গৃহ্যমাণং দধিক্ষীরাদিদ্রব্যং বস্মমত্তনায় রাজ্ঞে ন তু মদর্থমিতি প্রজানামগ্রে প্রতিপ্রোচ্য নির্ভয়ঃ সর্ব্বথেদং হরিষ্যামীতি ব্রূতে তদ্বদিদমিত্যভি-প্রায়ান্তরমাহ—"অথো যথা বস্যসে প্রতিপ্রোচ্যাঽহেদং করিষ্যামীতি। এবমেব তদধ্বর্য্যু-র্দ্দেবেভ্যঃ প্রতিপ্রোচ্য বর্হির্দ্দাতি। আত্মনোঽহিꣳসায়ৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি। স্তম্বস্য স্বীকার্য্যস্যৈকত্বং কৃৎস্নলবনং চ বিধত্তে—"যাবতঃ স্তম্বান্ পরিদিশেৎ। যত্তেষামুচ্ছিꣳ-ষ্যাৎ। অতি তদ্যজ্ঞস্য রেচয়েৎ। একꣳ স্তম্বং পরিদিশেৎ। তꣳ সর্ব্বং দায়াৎ। যজ্ঞস্যা-নতিরেকায়" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি। যজ্ঞস্য সম্বন্ধি যদ্দ্রব্যং তস্য যজ্ঞাদ্বহির্ভাগেঽ-তিরেকঃ স ত্বযুক্তঃ। অকৃষ্টপচ্যানাং দর্ভাদীনাং তটাকাদ্যুদকমনপেক্ষ্য বর্ষেণ বৃদ্ধিঃ প্রসিদ্ধেত্যাহ—"বর্ষবৃদ্ধমসীত্যাহ। বর্ষবৃদ্ধা বা ওষধয়ঃ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি॥

৫। "দেববর্হির্ম্মা ত্বাঽন্বঙ্মা তির্য্যক্পর্ব্ব তে রাধ্যাসম্।"—বৌধায়নঃ—"অসিদেনোপযচ্ছতি দেববর্হির্ম্মা ত্বাঽন্বঙ্মা তির্য্যক্পর্ব্ব তে রাধ্যাসমিতি" ইতি। বিনিয়োগদ্বয়মাহাঽপস্তম্বঃ— "দেববর্হির্ম্মা ত্বাঽন্বঙ্মা তির্য্যগিতি সংযচ্ছতি পর্ব্ব তে রাধ্যাসমিত্যসিদমবিনিদধাতি" ইতি। হে দেববর্হিস্ত্বাঽন্বগপি মা হিꣳসিষং তির্য্যগপি মা হিꣳসিষং কিং তু তে তব পর্ব্ব পুনঃ প্ররোহস্থানমবিনষ্টং যথা স্যাত্তথা সম্পাদয়ামি। হিংসায়া অব্যক্তং দৈর্ঘ্যেণ দ্বৈধীভাবঃ।

তির্য্যকৃত্বং হ্রস্বানাং খণ্ডানাং সাদনং। বর্হিষো দেবসম্বন্ধস্তাদর্থ্যরূপ ইত্যভিপ্রায়মাহ—"দেববর্হিরিত্যাহ। দেবেভ্য এবৈনৎ করোতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি। নিষেধো দোষপরিহারায়েত্যাহ—"মা ত্বাঽন্বঙ্মা তির্য্যগিত্যাহিংসায়ৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি। পুনঃ প্ররোহসমৃদ্ধ্যর্থং পর্ব্বসাদনমিত্যাহ—"পর্ব্ব তে রাধ্যাসমিত্যাহর্দ্ধ্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি॥

৬। "আচ্ছেত্তা তে মা রিষম্।"—বৌধায়নঃ—"আচ্ছিনত্তি আচ্ছেত্তা তে মা রিষমিতি" ইতি। তদ্বদাপস্তম্বোঽপি। ইত উর্ধ্বং যত্র দ্বয়োর্ব্বিশেষাভাবস্তত্রান্যতরস্যৈব বিনিয়োগ উদাহরিষ্যতে। হে দেববর্হিস্ত্বাহমাচ্ছেত্তাঽপি মন্ত্রসামর্থ্যান্মা হিংসিষং। অত্র মা রিষমিত্যেতং মন্ত্রং পঠতস্তদর্থাভিজ্ঞস্য চ স্বকীয়ং কিমপি ন বিনশ্যতীত্যাহ—"আচ্ছেত্তা তে মা রিষমিত্যাহ। নাস্যাঽত্মনো মীয়তে। য এবং বেদ" [ব্রা০ কা০ ৩ প্র ২ অ০ ২] ইতি॥

৭। "দেববর্হিঃ শতবল্শং বি রোহ।"—কল্পসূত্রং—"দেববর্হিঃ শতবল্শং বিরোহেত্যালবানভিমৃশতি" ইতি। লূনাবশিষ্টমূলান্যালবাঃ। শতবল্শমনন্তশাখং। বর্হিষঃ পুত্রাদিবদুপকারকত্বাত্তৎপ্ররোহার্থং যত্নঃ পুত্রোৎপত্ত্যৈ ভবতীতি ব্যাচষ্টে—"দেববর্হিঃ শতবল্শং বিরোহেত্যাহ। প্রজা বৈ বর্হিঃ। প্রজানাং প্রজননায়" [ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ২] ইতি॥

৮। "সহস্রবল্শা বি বয়ং রুহেম।"—কল্পঃ—"সহস্রবল্শা বি বয়ꣳ রুহেমেত্যাত্মানং প্রত্যভিমৃশতি" ইতি। মন্ত্রস্যাঽশীঃ পরত্বং স্পষ্টমিত্যাহ—"সহস্রবল্শা বি বয়ꣳ রুহেমেত্যাহ। আশিষমেবৈতামাশাস্তে" [ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ২] ইতি।

৯। "পৃথিব্যাঃ সংপৃচঃ পাহি।"—কল্পঃ—"পৃথিব্যাঃ সংপৃচঃ পাহীত্যনধো নিদধাতি" ইতি॥ ভোস্তৃণকাষ্ঠাদ্যাধার পৃথিব্যাঃ সম্পর্কাদিমং দর্ভং রক্ষ। দ্রব্যান্তরস্যোপরি স্থাপনে প্রয়োজনমাহ—"পৃথিব্যাঃ সংপৃচঃ পাহীত্যাহ প্রতিষ্ঠিত্যৈ" [ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ২] ইতি। যদি লূনমিমং দর্ভং পৃথিব্যাং নিদধ্যাত্তদানীমুচ্ছিষ্টাদিস্পর্শেন ত্যাজ্যত্বে সতি দর্ভোঽপ্রতিষ্ঠিতঃ স্যাৎ। পূর্ব্বং প্রস্তরাখ্যস্য দর্ভমুষ্টেঃ সমন্ত্রকলবনং প্রপঞ্চিতং। মুষ্ট্যন্তরাণাং মন্ত্রমন্তরেণৈব লবনং বিধত্তে—"অযুঙ্গাযুঙ্গান্মুষ্টীল্লুঁনোতি। মিথুনত্বায় প্রজাত্যৈ" [ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ২] ইতি। অযুঙ্গত্বং যুগ্মরূপসমসংখ্যারাহিত্যং। অত্র বিষমসংখ্যাপক্ষাণাং বহুবিধত্বাদশেষার্থসংগ্রহার্থা বীপ্সা। তান্ পক্ষান্দর্শয়তি বৌধায়নঃ—"তূষ্ণীমত উর্ধ্বমযুজো মুষ্টীল্লুঁনাতি ত্রীন্বা পঞ্চ বা সপ্ত বা নবৈকাদশ বা" ইতি। অমন্ত্রকলবনে ব্রাহ্মণান্তরমুদাজহারাঽপস্তম্বঃ—"প্রস্তরমেব মন্ত্রেণ দাতি তূষ্ণীমিতরদিতি বাজসনেয়কং" ইতি। সমন্ত্রকামন্ত্রকয়োশ্চ লবনয়োর্দ্বিত্বেন মিথুনত্বং তেন চ লৌকিকস্ত্রীপুরুষরূপমিথুনস্মরণাত্তদ্দ্বারাঽস্যপ্রজোৎপত্তয়ে লবনদ্বয়ং সম্পদ্যতে॥

১০। "সুসংভৃতা ত্বা সংভবাম্যদিত্যৈ রাস্নাঽসি।"—অথ দর্ভময়ং শুল্বং ভূমৌ প্রসার্য্য তস্মিল্লুঁনা মুষ্টয়ো নিধাতব্যাঃ। তত্র পাঠক্রমাদর্থক্রমো বলীয়ানিতি ন্যায়েন মন্ত্রদ্বয়স্য ব্যত্যাসেন বিনিয়োগঃ কল্পে দর্শিতঃ—"অদিত্যৈ রাস্নাঽসীত্যুদগগ্রং বিতত্য সুসংভৃতা ত্বা সংভরামীতি তস্মিন্নিধনানি সংভৃত্য" ইতি। হে রজ্জো, ত্বং ভূমেঃ কাঞ্চী গুণস্থানীয়া রশনাঽসি। হে দর্ভমুষ্টিসমুদায়, ত্বাং সুষ্ঠু সংগ্রহিতুং যোগ্যয়া রশনয়া সংগৃহ্নামি। ব্রাহ্মণং তু পাঠক্রমেণৈব

ব্যাচষ্টে—"সুসংভৃতা ত্বা সম্ভরামীত্যাহ। ব্রহ্মণৈবৈনৎ সম্ভরতি। অদিত্যৈ রাস্নাঽসীত্যাহ। ইয়ং বা অদিতিঃ। অস্যা এবৈনদ্রাস্নাং করোতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি। দর্ভময়ত্বেন প্রশস্তত্বাদ্রজ্জোর্ব্ব্রহ্মত্বং। এনদ্দর্ভজাতং। এনদেনাং রশনাং॥

১১। "ইন্দ্রাণ্যৈ সংনহনং।"—কল্পঃ—ইন্দ্রাণ্যৈ সংনহনমিতি সংনহ্যতি" ইতি। শুল্বমূলাগ্রয়োর্ম্মেখলারূপং বন্ধনং সংনহনং। তস্যেন্দ্রাণীপ্রিয়ত্বং বিশদয়তি—"ইন্দ্রাণ্যৈ সংনহনমিত্যাহ। ইন্দ্রাণী বা অগ্রে দেবতানাং সমনহ্যত সাঽর্ধ্নোৎ। ঋদ্ধ্যৈ সংনহ্যতি।" (ব্রা০ কা০৩ প্র০ ২ অ০২) ইতি। যেয়মিদানীমিন্দ্রাণীন্দ্রপত্নী দেবতানাং মধ্যে শ্রেষ্ঠা বর্ত্ততে সা পূর্ব্বস্মিঞ্জন্মনি শতসংখ্যাকান্‌ক্রতূননুতিষ্ঠতা যজমানেন তত্তৎক্রতৌ যোক্ত্রেণ বদ্ধাঽভূত্তদ্বন্ধনসামর্থ্যাদিন্দ্রাণীত্বরূপাং সমৃদ্ধিং প্রাপ্তবতী। তস্মাৎসমৃদ্ধ্যর্থমেবাধ্বর্য্যুর্দ্দর্ভৈঃ সংনহ্যেৎ। কিং চ বর্হিষঃ প্রজারূপত্বাদিদং সংনহনং প্রজানামপরাবাপায় ভবতি। তস্মাদ্ব্রহ্মসৃষ্টাবপি প্রজা ধমনীভির্ব্ব্যাপ্তা জায়ন্ত ইত্যাহ—"প্রজা বৈ বর্হিঃ। প্রজানামপরাবাপায়। তস্মাৎস্নাবসংততাঃ প্রজা জায়ন্তে" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ২] ইতি॥

১২। "পূষা তে গ্রন্থিং গ্রথ্নাতু।"—কল্পঃ—"পূষা তে গ্রন্থিং গ্রথ্নাত্বিতি গ্রন্থিং করোতি" ইতি। হে সংনদ্ধরজ্জো তত্র গ্রন্থিং পোষকো দেবঃ করোতু। হে দর্ভেতি বা যোজ্যং। দেবতাবিবক্ষায়াং পূষশব্দস্যৈব প্রয়োগেঽভিপ্রায়মাহ—"পূষা তে গ্রন্থিং গ্রথ্নাত্বিত্যাহ। পুষ্টিমেব যজমানে দধাতি" [ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ২] ইতি॥

১৩। "স তে মাঽস্থাৎ।" কল্পঃ "স তে মাঽস্থাদিতি পুরস্তাৎ প্রত্যঞ্চং গ্রন্থিমুপগূহতি পশ্চাৎ প্রাঞ্চং বা" ইতি। হে দর্ভ তব নির্ব্বন্ধকারী স রজ্জুগ্রন্থিশ্চিরং মা তিষ্ঠতু। দর্ভোপদ্রবপরিহাররূপনিষেধফলমাহ—"স তে মাঽস্থাদিত্যাহাহিংসায়ৈ" [ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ২] ইতি। গূহনং বিধত্তে—"পশ্চাৎপ্রাঞ্চমুপগূহতি। পশ্চাদ্বৈ প্রাচীনং রেতো ধীয়তে। পশ্চাদেবাস্মৈ প্রাচীনং রেতো দধাতি" [ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ২] ইতি। তং গ্রন্থিমেবং রজ্জোরগ্রতো দ্বিগুণীকৃত্য রজ্জুবেষ্টনস্থানাৎ পশ্চাদাকৃষ্য যথা প্রাগগ্রং ভবতি তথোপগূহেৎ। পুরুষোঽপি পশ্চাদবস্থায় প্রাচীনং রেতঃ সিঞ্চতি। তস্মাদীদৃশং গূহনমপত্যার্থিযজমানার্থং রেতঃসিঞ্চনরূপেণ পর্য্যবস্যতি॥

১৪। "ইন্দ্রস্য ত্বা বাহুভ্যামুদ্যচ্ছে।"—কল্পঃ—"ইন্দ্রস্য ত্বা বাহুভ্যামুদ্যচ্ছ ইত্যুদ্যচ্ছতে" ইতি। ইন্দ্রশব্দপ্রয়োগেণেন্দ্রদত্তস্য সামর্থ্যস্য সিদ্ধিং দর্শয়তি—"ইন্দ্রস্য ত্বা বাহুভ্যামুদ্যচ্ছ ইত্যাহ। ইন্দ্রিয়মেব যজমানে দধাতি" [ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ২] ইতি।

১৫। "বৃহস্পতের্ম্মূর্দ্ধ্না হরামি।"—কল্পঃ—"বৃহস্পতের্ম্মূর্দ্ধ্না হরামীতি শীর্ষন্নধিনিধত্তে" ইতি। প্রাশস্ত্যাদ্ব্রহ্মত্বেন বৃহস্পতিং স্তৌতি—"বৃহস্পতের্ম্মূর্দ্ধ্না হরামীত্যাহ। ব্রহ্ম বৈ দেবানাং বৃহস্পতিঃ। ব্রহ্মণৈবৈনদ্ধরতি" [ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ২] ইতি॥

১৬। "উর্ব্বন্তরিক্ষমন্বিহি।"—কল্পঃ—"এতুর্ব্বন্তরিক্ষমন্বিহীতি" ইতি। এত্যাগচ্ছেদিত্যর্থঃ। হে দর্ভ বিস্তীর্ণত্বাদন্তরিক্ষং গমনায়ানুকূলমতস্তং গচ্ছ। ইহীতস্য শব্দস্য বিবক্ষাং দর্শয়তি—"উর্ব্বন্তরিক্ষমন্বিহীত্যাহ গত্যৈ" [ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ২] ইতি॥

১৭। "দেবংগমমসি"—কল্পঃ—"এত্যোত্তরেণ গার্হপত্যমনধঃ সাদয়তি দেবংগমমসীতি"

ইতি। অসীত্যস্যাভিপ্রায়মাহ—দেবংগমমসীত্যাহ। দেবানেবৈনদ্গময়তি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি। পলাশশাখায়া ইব বর্হিষো ভূমৌ স্থাপনং নিষিধ্যোচ্চপ্রদেশস্থাপনং বিধত্তে —"অনধঃ সাদয়তি। গর্ভাণাং ধৃত্যা অপ্রপাদায়। তস্মাদ্গর্ভাঃ প্রজানামপ্রপাদুকাঃ। উপরীব নিদধাতি। উপরীব হি সুবর্গো লোকঃ। সুবর্গস্য লোকস্য সমষ্ট্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—

যজ্ঞস্যেত্যগ্নিমামন্ত্র্য প্রত্যু দাত্রস্য তাপনং। প্রেয়ং জপতি দেবানাং দর্ভসীমাঽথ মুষ্টিতঃ॥
দেবেতি দর্ভান্‌সংযম্য পর্ব্ব সংস্থাপ্য দাত্রকং। আচ্ছেচ্ছিন্দ্যাদ্দেব মূলং স্পৃশেৎস্বং চ সহেত্যতঃ॥
পৃথিব্যুপর্য্যবস্থাপ্যাদিত্যৈ রজ্জু প্রসারয়েৎ। সুসংভৃদ্দর্ভাঃ সম্ভার্য্যা ইন্দ্রাণ্যা ইতি বন্ধনং॥
পূষা গ্রন্থিঃ স তে গৃহ ইন্দ্রোহস্য বৃহস্পতেঃ। মূর্দ্ধ্যাধারোর্ব্বেত্য চোর্দ্ধ্বং স্থাপয়েদ্দেবমিত্যতঃ।
অনুবাকে দ্বিতীয়েঽস্মিন্নুক্তা একোনবিংশতিঃ॥

অথ মীমাংসা।

তত্র পাঠস্যানুক্রমে প্রামাণ্যমিত্যয়মর্থঃ পঞ্চমাধ্যায়স্য প্রথমপাদে বিচারিতঃ—"প্রযাজেষু ক্রমো নাস্তি বিদ্যতে বা ন বিদ্যতে। শ্রুত্যর্থাভাবতো নৈবং ক্রমঃ পাঠান্নিয়ম্যতে" ইতি॥ যথা "অধ্বর্য্যুর্গৃহপতিং দীক্ষয়িত্বা ব্রাহ্মণং দীক্ষয়তি তত উদ্গাতারং ততো হোতারং" ইত্যত্র ক্ত্বাশ্রুত্যা পঞ্চমীশ্রুত্যা চ ক্রমঃ প্রতীয়তে ন তথা প্রযাজেষু শ্রুতিরস্তি। "সমিধো যজতি" "তনূনপাতং যজতি" ইত্যত্র সমিদ্যাগতনূনপাদ্যাগয়োঃ ক্রমবাচিনঃ শব্দস্যাদর্শনাৎ। যথা বা "অগ্নিহোত্রং জুহোতি" "যবাগূং পচতি" ইত্যত্র যবাগ্বা হোমসাধনত্বেন পূর্ব্বভাবিত্বমার্থিকং ন তথা সমিদ্যাগস্যেতরযাগসাধনত্বমস্তি। অতোঽর্থাপত্তেরপ্যভাবান্নাস্তি ক্রম ইতি চেৎ। নৈবং। বাক্যপাঠেন প্রতীতস্য ক্রমস্যবাধকাভাবেনাভ্যুপেয়ত্বাৎ। অনেনৈব ন্যায়েন প্রথমদ্বিতীয়াভ্যামনুবাকাভ্যামুক্তয়োর্ব্বৎসাপাকরণবর্হিঃসম্পাদনয়োঃ ক্রমো দ্রষ্টব্যঃ। পাঠাদর্থক্রমো বলীয়ানিত্যেতদপি তত্রৈব বিচারিতং "অগ্নিহোত্রং জুহোতীতি যবাগূং পচতীতি চ। ক্রমঃ পাঠাদর্থতো বা পাঠাৎ সর্ব্বত্র দর্শনাৎ॥ হোমদ্রব্যসমুৎপত্ত্যৈ পূর্ব্বং পাকোঽবগম্যতে। যবাগ্বেতি শ্রুতা হোমদ্রব্যতাঽতোঽর্থতঃ ক্রমঃ" ইতি॥ "যবাগ্বাঽগ্নিহোত্রং জুহোতি" ইতি হোমদ্রব্যত্বং শ্রুতং। অনেনৈব ন্যায়েন "অদিত্যৈ রাস্নাঽসি" ইতি মন্ত্রেণ রজ্জুপ্রসারণং পূর্ব্বভাবি "সুসংভৃতা ত্বা সম্ভরামি" ইতি মন্ত্রেণ দর্ভসংভরণং পশ্চাদ্ভাবীতি দ্রষ্টব্যং।

বিষণা বর্হিরচ্ছত্যাদৌ বর্হিঃশব্দার্থো বিচারিতঃ প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থপাদে—বর্হিরাজ্যপুরোডাশশব্দাঃ সংস্কারবাচিনঃ। জাত্যর্থা বা শাস্ত্ররূঢ়েস্তে স্যুঃ সংস্কারবাচিনঃ॥ জাতিং ত্যক্ত্বা ন সংস্কারে প্রযুক্তা লোকবেদয়োঃ। বিনাঽপি সংস্কৃতিং লোকে দৃষ্টত্বাজ্জাতিবাচিনঃ।" ইতি॥

দর্শপূর্ণমাসয়োঃ শ্রূয়তে—"বর্হির্লূনাত্যাজ্যং বিলাপয়তি পুরোডাশং পর্য্যগ্নি করোতি" ইতি। তত্র বর্হিরাজ্যাদিশব্দানাং শাস্ত্রে সর্ব্বত্র সংস্কৃতেষ্বেব তৃণাদিষু প্রয়োগাৎপীল্বাদিশব্দেষু শাস্ত্রীয়রূঢ়িপ্রাবল্যস্যোক্তত্বাদ্যূপাহবনীয়াদিশব্দবৎসংস্কারবাচিনো বর্হিরাদিশব্দা ইতি চেৎ। নৈবং। অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং জাতিবাচিত্বাৎ। যত্র যত্র বর্হিরাদিশব্দপ্রয়োগস্তত্র তত্র জাতিরিত্যস্যা ব্যাপ্তের্লোকে বেদে চ নাস্তি ব্যভিচারঃ। সংস্কারব্যাপ্তেস্তু লৌকিকপ্রয়োগে

ব্যভিচারো দৃশ্যতে। কচিদ্দেশাবিশেষে লৌকিকব্যবহারে জাতিমাত্রমুপজীব্য বিনা সংস্কারং তে শব্দাঃ প্রযুজ্যন্তে। বর্হিরাদায় গাবো গতাঃ, গব্যমাজ্যং, পুরোডাশেন মে মাতা প্রহেলকং দদাতীতি। তস্মাজ্জাতিবাচিনঃ। বিচারপ্রয়োজনং তু বর্হিষা যূপাবটমবস্তৃণাতীত্যত্র বিনা সংস্কারেণাঽস্তরণসিদ্ধিঃ॥

অথ ব্যাকরণং।

যজ্ঞস্যেত্যত্র ফিটস্বরশেষানুদাত্তস্বরনুদাত্তস্বরিতাঃ। ঘোষদিত্যত্র ফিট্স্বরানুদাত্তসন্নতরাঃ। অসীত্যত্র নিঘাতস্বরিতপ্রচয়সন্নতরাঃ। অথ বিশেষমেব বদামঃ—প্রত্যুষ্টমিত্যত্র "সমাসস্য" [পা০ ৬-১-২২৩] ইত্যন্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে তদপবাদেনাব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং প্রাপ্তং। তস্যাপাপবাদঃ "গতিকারকোপপদাৎকৃৎ" [পা০ ৬-২-১৩৯] তৎপুরুষসমাসে গতেঃ কারকাদুপপদাচ্চোত্তরং কৃতপ্রত্যয়ান্তং পদং প্রকৃতিস্বরং ভবতীত্যুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে তস্যাপ্যপবাদঃ "গতিরনন্তরঃ" [পা০ ৬-২-৪৯] কর্ম্মবাচিনি ক্তান্ত উত্তরপদে পরতঃ প্রত্যাসন্নঃ পূর্ব্বভাবিগতিসংজ্ঞকঃ শব্দঃ প্রকৃতিস্বরো ভবতীতি। প্রতিশব্দস্যোপসর্গাশ্চাভিবর্জ্জমিত্যাদ্যুদাত্তঃ প্রকৃতিস্বরঃ। রক্ষ ইত্যত্র নব্বিষয়স্যেত্যাদ্যুদাত্তঃ। রাতয়ো ধনস্য দাতারস্তদ্বিপরীতা অরাতয়ো ধনাপহারিণঃ শত্রবঃ। "তৎপুরুষে তুল্যার্থতৃতীয়াসপ্তম্যুপমানাব্যয়দ্বিতীয়াকৃত্যাঃ" [পা০ ৬-২-২] তৎপুরুষসমাসে তুল্যার্থতৃতীয়ান্তং সপ্তম্যন্তমুপমানবাচকমব্যয়ং দ্বিতীয়ান্তং কৃত্যপ্রত্যয়ান্তং চ যৎ পূর্ব্বপদং তৎ প্রকৃতিস্বরং ভবতীতি পূর্ব্বপদস্য প্রকৃতিস্বরত্বং। তচ্চ সমাসস্বরস্যাপবাদঃ। নঞশ্চ নিপাতা আদ্যুদাত্তা ইতি আদ্যুদাত্তঃ। বিষণেত্যত্র "পৃষোদরাদীনি যথোপদিষ্টং" [পা০ ৬-৩-১০৯] ইতি মধ্যোদাত্তত্বং। বর্হিঃশব্দস্যেসন্তত্বেন নপুংসকস্বরাভাবেন ফিট্স্বর এব। অচ্ছেতি নিপাতস্বরঃ। মনুনাশব্দো "বৃষাদীনাং চ" [পা০ ৬-১-২০৩] ইত্যাদ্যুদাত্তঃ। বিতৃষ্টেতি প্রত্যুষ্টবৎ। পুরস্তাদিত্যত্র "আদ্যুদাত্তশ্চ" [পা০ ৩-১-৩] যঃ প্রত্যয়ঃ স আদ্যুদাত্তো ভবতীত্যস্তাতিপ্রত্যয়স্যাঽদিরুদাত্তঃ। জুষ্টশব্দস্য "নিত্যং মন্ত্রে" [পা০ ৬-১-২১০] ইতি মন্ত্রবিষয়ে "জুষ্টার্পিতে চ চ্ছন্দসি" [পা০ ৬-১-২০৯] ইতি জুষ্টার্পিতশব্দৌ নিত্যমাদ্যুদাত্তৌ ভবত ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। ইহ শব্দে হপ্রত্যয় উদাত্তঃ। আসদ ইত্যত্র আসাদয়িতব্যমিত্যস্মিন্কৃত্যপ্রত্যয়স্যার্থে বিহিতস্য কেন্প্রত্যয়স্য নিত্বাৎসদ ইত্যেতৎপদমাদ্যুদাত্তং। ততঃ সমাসান্তোদাত্তত্বং বাধিত্বা তৎপুরুষে পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে তদপোদ্য গতেরুত্তরস্য কৃদন্তস্য প্রকৃতিস্বরত্বং। পরিষূতমিত্যত্র পরিশব্দো নিপাতত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। ষূতশব্দঃ "ষূ প্রেরণে" ইত্যতো ধাতোরুৎপন্নঃ ক্তপ্রত্যয়ান্তঃ। "ধাতোঃ" (পা০ ৬-১-১৬২) ধাতোরন্ত উদাত্তঃ। ক্তপ্রত্যয়োঽপি "আদ্যুদাত্তশ্চ" [পা০ ৩-১-৩] ইত্যুদাত্তঃ। সতি শিষ্টত্বাদয়মেব শিষ্যতে। ততঃ "সমাসস্য" [পা০ ৬-১-২২৩] ইত্যন্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে তদপবাদত্বেন তৎপুরুষে তুল্যার্থেতি সূত্রেণাব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং প্রাপ্তং তদপোদ্য গতিকারকেতি সূত্রেণ কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে তন্নিবার্য্য "গতিরনন্তরঃ" [পা০ ৬-২-৪৯] ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে তদপবাদঃ "পরেরভিতোভাবি মণ্ডলং" [পা০ ৬-৩-১৮২] পরিশব্দাদভিতোভাব্যর্থবাচকং পদং মণ্ডলপদং চান্তোদাত্তং স্যাৎ ইতি। পরিতোঽভিতঃ সর্ব্বতঃ সুতং স্বীকৃতমিতি হি তস্য পদস্যার্থ ইতি। বর্ষবৃদ্ধমিত্যত্র

কারকাদুত্তরস্য কৃদন্তস্য প্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে তদপবাদঃ "তৃতীয়া কর্ম্মণি" [পা০ ৬-২-৪৮] কর্ম্মবাচিনি ক্তান্ত উত্তরপদে তৃতীয়ান্তং পূর্ব্বপদং প্রকৃতিস্বরং স্যাৎ ইতি। দেববর্হি-রিত্যত্র ষষ্ঠাধ্যায়োক্তেন "আমন্ত্রিতস্য চ" [পা০ ৬-১-১৯৮] ইতি সূত্রেণাদ্যুদাত্তঃ। পূর্ব্বানুবাকগতস্যাগ্নিয়া ইত্যস্য পদাৎ পরত্বেনাষ্টমাধ্যায়োক্তেন "আমন্ত্রিতস্য চ" [পা০ ৮-১-১৯] ইতি সূত্রেণ নিঘাতঃ। ইহ তু বাক্যাদিত্বান্ন পদাৎপরত্বং। আচ্ছেত্তেতি কৃদুত্তরপদ-প্রকৃতিস্বরঃ। শতবল্‌শানিত্যত্র "বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা পূর্ব্বপদং" (পা০ ৬-২-১) ইতি পূর্ব্ব-পদপ্রকৃতিস্বরত্বং। শতশব্দস্য ফিট্‌স্বরঃ। সহস্রশব্দঃ পৃষোদরাদিত্বান্মধ্যোদাত্তঃ। পৃথিবীশব্দে ঙীষঃ প্রত্যয়স্বরঃ। "উদাত্তযণো হল্‌পূর্ব্বাৎ" [পা০ ৬-১-১৭৪] উদাত্তস্য স্থানে যো যণ হল্‌পূর্ব্বস্তস্মাদুত্তরস্য নদীসংজ্ঞকস্য প্রত্যয়স্যাজাদিবিভক্তেশ্চোদাত্তস্বরত্বং স্যাৎ। সংপৃচ ইত্যত্র ক্বিপ্‌ প্রত্যয়ান্তত্বেন কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। তদ্বৎ সুসংভৃতেতি শব্দেঽপি। দিতিঃ খণ্ডিতা ন দিতিরদিতিঃ। তৎপুরুষে তুল্যার্থেত্যব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরঃ। রাস্নাশব্দো বৃষাদিঃ। ইন্দ্রাণ্যা ইত্যত্রোদাত্তযণ ইতি বিভক্তিরুদাত্তা। সংনহনমিত্যত্র "লিতি" [পা০ ৬-১-১৯৩] ইৎসংজ্ঞকলকারোপেতে প্রত্যয়ে পরতঃ পূর্ব্বমুদাত্তং স্যাৎ। নহ্যতিধাতোরুপরি ল্যুট্‌-প্রত্যয়স্যানাদেশোঽপি লিদ্ভবতি। ততঃ কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ইন্দ্রশব্দো বৃষাদিঃ। বৃহস্পতে-রিত্যত্র "উভে বনস্পত্যাদিষু যুগপৎ" [পা০ ৬-২-১৪০] বনস্পত্যাদিষু সমাসেষু পূর্ব্বোত্তর-পদে যুগপৎ প্রকৃতিস্বরে ভবতঃ। বৃহচ্ছব্দঃ পতিশব্দশ্চ বৃষাদিঃ। মূর্দ্ধেত্যত্র "অনুদাত্তস্য চ যত্রোদাত্তলোপঃ" [পা০ ৬-১-১৬১] ইতি বিভক্তিরুদাত্তা। অন্তরিক্ষশব্দঃ পৃষোদরাদিঃ। সর্ব্বত্রাগতিক আদ্যুদাত্তো বৃষাদিঃ। অগতিকমধ্যোদাত্তঃ পৃষোদরাদিরিতি দ্রষ্টব্যং। দেবংগমমিত্যত্র প্রাতিপদিকত্বাৎ সমাসত্বাৎ কৃদুত্তরপদত্বাদ্বাঽন্তোদাত্তত্বং॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়সংহিতা-ভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রপাঠকে দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ॥ ২॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

দ্বিতীয় অনুবাকের মন্ত্র-সমূহ সপ্তদশটী বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। সে বিভাগ-সমূহ যে ভাষ্যেরই অনুসারী, ভাষ্য-দৃষ্টেই তাহা উপলব্ধি হইবে। ভাষ্যকার মন্ত্রসমূহের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সে ব্যাখ্যা—কর্ম্মকাণ্ডের অনুসারী; আর আমাদের ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিকতামূলক। তাই উভয় ব্যাখ্যায় অশেষ পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইবে। আমরা কর্ম্মকাণ্ডের অনুমোদন করি না, অথবা আমরা কর্ম্মকাণ্ডের বিরোধী,—আমাদের ব্যাখ্যাদৃষ্টে কেহ যেন সেরূপ ধারণা না করেন। বেদমন্ত্রের ত্রিবিধ ব্যাখ্যার বিষয় নিরুক্ত-নিঘণ্টুতে পরিদৃষ্ট হয়। সেই ত্রিবিধ ব্যাখ্যা—আধ্যাত্মিক, আধি-ভৌতিক এবং আধিদৈবিক। আমাদের ব্যাখ্যা তাহারই একবিধ—আধ্যাত্মিকতামূলক। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা—আধিভৌতিক সম্বন্ধ-বিজ্ঞাপক। ব্যাখ্যাপদ্ধতি বিভিন্ন হইলেও—ভাষ্যকারের যে লক্ষ্য, আমাদের লক্ষ্য তাহা হইতে ভিন্ন নহে।

মানুষের মন সহসা সৎকর্ম্মে প্রধাবিত হয় না। আবার কামনাবিহীন কর্ম্মের অনুষ্ঠানও দেখিতে পাই না। এই কর্ম্ম-সাধনে এবম্বিধ জাগতিক মঙ্গল সংসাধিত হয়—এরূপ নিশ্চয়তা না পাইলে, কর্ম্মে কাহারও প্রবৃত্তি জন্মে না; তাই কাম্যফল-প্রদর্শনে যাগাদি সৎকর্ম্মে মানুষকে প্রবৃত্ত করিয়া, সেই কাম্য-কর্ম্মের মধ্য দিয়া, নৈষ্কর্ম্ম বা কামনাবিহীন কর্ম্ম-সম্পাদনের প্রচেষ্টাই ভাষ্যের ভাবে উপলব্ধি হয়। আমাদেরও তাহাই লক্ষ্য। আমাদের ব্যাখ্যায়ও সৎকর্ম্মের প্রভাবের বিষয় প্রখ্যাপিত হইয়াছে। মূলতঃ উদ্দেশ্য অভিন্ন; স্থূলতঃ পন্থার প্রকার-ভেদ মাত্র। এই দৃষ্টিতে অগ্রসর হইলে পার্থক্যের মধ্যেও ঐক্য উপলব্ধি হইবে; মতভেদ এবং প্রকার-ভেদের মধ্যেও সুন্দর এক অভিন্ন ধারা পরিদৃষ্ট হইবে।

যাহা হউক, মন্ত্রের আমরা যে অর্থ নিষ্পন্ন করিলাম এবং ভাষ্যে যে অর্থ সিদ্ধ হইয়াছে— তন্মধ্যে অশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে। ভাষ্যের অনুক্রমণিতে পরবর্ত্তী ব্যাখ্যার যে আভাষ তিনি প্রদান করিয়াছেন, প্রথমে তাহার কিঞ্চিৎ মর্ম্ম প্রদান করিতেছি। তাহাতেই ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার লক্ষ্য-বিষয়ে কতকটা অনুমিতি জন্মিবে। ভাষ্য অতি বিস্তৃত; তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা সম্ভবপর নহে। প্রসঙ্গক্রমে তাহার আভাষ মাত্র প্রদান করিব। ভাষ্যকার বক্ষ্যমাণ মন্ত্রের উপক্রমণিকায় যে মন্তব্য ব্যক্ত করিয়াছেন, বোধসৌকর্য্যার্থ প্রথমে তাহার স্থূল-মর্ম্ম প্রদান করিতেছি। যথা,—

প্রথম অনুবাকের মন্ত্রসমূহে বৎসাপকরণের বিষয় উক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় অনুবাকে বর্হি আহরণ উক্ত হইতেছে। পৌর্ণমাস যাগে বৎসাপকরণাভাবে আধান-গ্রহনানন্তর অমাবাস্যা অসংনয় পক্ষে বর্হি প্রথমে সম্পাদন করিতে হয়। এতৎসম্বন্ধে বৌধায়নের উক্তি অনুস্মর্ত্তব্য। বক্ষ্যমাণ অনুবাকের প্রথম মন্ত্র—"যজ্ঞস্য ঘোষদসি।" কিন্তু শাখান্তরাদি ন্যায়ের অনুসরণে ব্রাহ্মণে এই মন্ত্রের পূর্ব্বে অন্য মন্ত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'অসিদ' পদে দর্ভছেদনসাধক শস্ত্র বুঝায়। আর 'পশু঺ঃ' শব্দে পার্শ্বগত অস্থিখণ্ডকে লক্ষ্য করে। 'অসিদ' তীক্ষ্ণধার বলিয়া তাহা ছেদনে সমর্থ। এইরূপে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে লবন-সাধন, প্রেরক দেবতার প্রেরণে দেবতা-সম্বন্ধি বাহুদ্বারা ও হস্তের দ্বারা তোমাকে স্বীকার করি।' মণিবন্ধের নিম্নাংশকে বাহু বলে, আর তন্নিম্নবর্ত্তী অংশ—হস্ত। এতদ্বিষয়ে ব্রাহ্মণের অভিমত—'দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবঃ' ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই যে, প্রসূতি অশ্বপশুকে গ্রহণ করিবে। 'অশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং' ইত্যাদি মন্ত্রের তাৎপর্য্য। অশ্বিনীদ্বয় দেবগণের অধ্বর্য্যু। 'পুষ্ণো হস্তাভ্যাং' যতি বা নিয়তি বিষয়ক। যে সকল সামগ্রী যজ্ঞের সাধনভূত উপাদান, তৎসমুদায় পোষক-দেবতার হস্তের দ্বারা পরিগ্রহণ বিধি। অশ্বপশু সহিত বর্হি-প্রাপ্তির নিমিত্ত গমন করিবে,—এই স্বার্থবাদ-বাক্যের দ্বারা বিধি প্রামাণ্য। প্রজাপতির অক্ষি অশ্বে পরিণত হইয়াছিল, অশ্বমেধ-বিধিতে তাহা উক্ত হইয়াছে; যথা—প্রজাপতির অক্ষি বেগবান হইয়া পতিত হয়। সেই অক্ষি হইতে অশ্বের উৎপত্তি। বেগবান হইয়াছিল বলিয়াই অশ্বের অশ্বত্ব। তদনন্তর অশ্বের প্রাজাপত্য-হেতু, প্রজাপতি ওষধিসমূহে তত্তৎ পর্ব্ব সন্নিবিষ্ট করিয়া পর্ব্বসমূহের সন্ধি ছিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু পর্ব্বসমূহ ভঙ্গ না হওয়ায় প্রজাপতিরূপ সেই অশ্বপশু দর্ভচ্ছেদে হিংসিত হয় না। দ্রব্যান্তর-পরিত্যাগে তদ্যোনিভূত প্রজাপতির সাহচর্য্য সিদ্ধ হয়। কারণ, যখন কার্য্যে পর্য্যবসিত হয়, তখনই পরস্পরের সাহচর্য্য

স্বীকৃত হইয়া থাকে। এইরূপে প্রজাপতি হইতে উৎপন্ন সামগ্রীতে হিংসাদোষের অবিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়। এইরূপ উপক্রমণিকার অবতারণা করিয়া, ভাষ্যকার মন্ত্রসমূহের যে ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন আলোচনা প্রসঙ্গে তাহা উল্লেখ করিতেছি।

প্রথম মন্ত্র হইতেই ভাষ্যকারের সহিত আমাদের মতবিরোধ ঘটিয়াছে। ভাষ্যমতে—প্রথম মন্ত্রের সম্বোধ্য—অশ্বপশুঃ। 'পশু' পদে পার্শ্বগত অস্থিখণ্ড বুঝায়, ভাষ্যানুক্রমণিকায়ই তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং মন্ত্রের সম্বোধন হইতেছে—অশ্বের পার্শ্বগত অস্থিখণ্ড। প্রথম মন্ত্র সেই অশ্বপশু অভিমন্ত্রণে বিনিযুক্ত। সে মতে মন্ত্রের অর্থ হয়—'হে অশ্বপশু! তুমি যজ্ঞের সাধনভূত সামগ্রী হও'। মতান্তরে (আপস্তম্ব) গার্হপত্য-সম্বোধনেও এই মন্ত্র বিনিযুক্ত হইতে পারে। এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যজমানের ধনদান করিবার বিধি উক্ত হইয়াছে। আমরা কিন্তু এ মত সমর্থন করি না। আমাদের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে আমরা মন্ত্রটীকে ভগবৎসম্বোধনমূলক বলিয়াই মনে করি। আবার শুদ্ধসত্ত্ব-সম্বোধনেও এ মন্ত্র বিনিযুক্ত হইতে পারে। উভয় সম্বোধনেই মন্ত্রে উচ্চভাব ব্যক্ত হয়। ভগবান বা শুদ্ধসত্ত্ব ভিন্ন সৎকর্ম্ম সম্পাদন সম্ভবপর হয় না। ভগবান সকল সৎকর্ম্মের স্বরূপ, সকল কর্ম্মেই তাঁহার অধিষ্ঠান। সুতরাং ভগবান যদি সহায় না হন, তিনি যদি সদ্ভাব-সঞ্চারে হৃদয়কে নির্ম্মল করিয়া না দেন, সৎকর্ম্ম-সাধনে প্রভৃতি আসে কি? আবার হৃদয় নির্ম্মল না হইলে, হৃদয়ে সদ্ভাবের বিকাশ না হইলে, সদসৎ-বিচারে সামর্থ্য না জন্মিলে, সৎকর্ম্ম-সম্পাদনেও সামর্থ্য আসে না। তাই এক পক্ষে ভগবানকে এবং অন্য পক্ষে শুদ্ধসত্ত্বকে সম্বোধন করিয়া, তাঁহাদিগকেই 'ঘোষৎ' অর্থাৎ যজ্ঞের সাধক বা নিষ্পাদক বলা হইয়াছে। ভগবান্ বা শুদ্ধসত্ত্ব হইতে সকল সৎকর্ম্মের প্রেরণা আসে, তাঁহাদের প্রভাবেই সকল সৎকর্ম্ম সম্পাদিত হইয়া থাকে। সদ্ভাব সদাচরণ ভিন্ন মানুষ সৎকর্ম্ম করিতেই পারে না। প্রথম মন্ত্রে আমরা এই তাৎপর্য্যই উপলব্ধি করি।

দ্বিতীয় মন্ত্রের 'রক্ষঃ' শব্দে ভাষ্যকার রাক্ষসজাতিকে নির্দ্দেশ করেন। তাহাতে ভাব আসে,—রাক্ষসগণ যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন করিত, আর তাহাদিগকে দগ্ধ করিবার জন্যই প্রার্থনা করা হইত। 'অরাতি' শব্দের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে ভাষ্যকার নির্দ্দেশ করেন,—যজ্ঞকর্ম্মে, দক্ষিণায় ও দানাদিতে বিঘ্ন উৎপাদন করিত বলিয়াই অরাতি (অর্থাৎ রাতি দান, তাহার প্রতিবন্ধক) নামে অভিহিত হইত। তাহারা দগ্ধ বা বিনষ্ট হইলে যজ্ঞাদিতে বিঘ্ন ঘটিবে না, ইহাই যেন মন্ত্রের লক্ষ্য। তাহারা 'নিষ্টপ্ত' (সম্যক্‌রূপে পরিতপ্ত, শোকপ্রাপ্ত) হউক, অর্থাৎ তাহাদের বংশ নাশ হউক, দ্বিতীয় মন্ত্রের এইরূপ ভাবার্থ ভাষ্যানুসরণে কল্পিত হয়। আমরা কিন্তু মন্ত্রদ্বয়ে রাক্ষস-জাতির প্রতি অথবা যজ্ঞকারী লোকবিশেষের প্রতি আদৌ লক্ষ্য দেখিতে পাই না। উহাতে কালাকালেরও কোনও সম্বন্ধ নাই। অতীত অনাগত বর্ত্তমান তিন কাল ধরিয়া যে শত্রু মানুষকে অহর্নিশ উত্যক্ত করিতেছে, যে শত্রুর প্রবল প্রতাপে সৎকর্ম্মনিবহ অনুষ্ঠিত হইতে পারিতেছে না; আমরা মনে করি, সেই শত্রুই মন্ত্রের লক্ষ্যস্থল। বহিঃশত্রুগণ তোমার কতটুকু অনিষ্ট করিতে পারে? ভগবদারাধনার পথে বিঘ্নদানের শক্তি তাহাদের নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু যে শত্রু সৎকর্ম্ম-বিঘাতক, সে শত্রু তোমার সঙ্গে সঙ্গেই বিচরণ করিতেছে—তোমার সহিত সে নি ত্য

বিদ্যমান রহিয়াছে। তোমার নিত্যসহচর—কাম-ক্রোধাদি রিপুবর্গ, তোমায় বিভ্রান্ত পথে পরিচালিত করিবার প্রধান পরামর্শদাতা—লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্যাদি তোমার পরম শত্রু নহে কি? তাহারাই হৃদয়ের শোণিতশোষক। তাহাদের অপেক্ষা রাক্ষস শত্রু আর দ্বিতীয় কল্পনা করা যায় কি? আমরা তাই মনে করি, এখানে এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে—তাদাদের অন্তরস্থ সেই পরম শত্রুগণ বিদগ্ধ হউক; তাহারা এমনই ভাবে বিদগ্ধ হউক, যেন তাহাদের চিহ্ন পর্য্যন্তও লুপ্ত হয়।

তৃতীয় মন্ত্র প্রার্থনামূলক ও নিত্যসত্যপ্রকাশক। ভাষ্যমতে এই মন্ত্র বর্হিরাহরণে প্রযুক্ত হয়। আপস্তম্বের মতে এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে পূর্ব্ব-পশ্চিম প্রদক্ষিণ করিয়া দর্ভময় বর্হি আহরণ করিবার বিধি। বিনিয়োগানুসারে ভাষ্যকার মন্ত্রের অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন,—'ইয়ং' অর্থাৎ অশ্বপশু বিস্তারূপত্ব-হেতু বিজ্ঞানবতী বর্হি পরবাচ্য। সেই বর্হি কীদৃশ? প্রজাপতিরূপী মনু কর্তৃক নিজের চক্ষু দ্বারা নির্ম্মিত। অশ্বভক্ষিত অন্নলক্ষণের দ্বারা বিশেষরূপে তীক্ষ্ণীকৃত। বিদ্বানগণ পূর্ব্বকালে পূর্ব্বদিক হইতে সেই বর্হি আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া, প্রথমেই তাহা আহরণীয়। অপিচ, হবির্ভোজনকারীদিগের প্রিয় বর্হিঃ প্রথমেই বেদিতে গ্রহণ করিবার বিধি। এইরূপে, মন্ত্রের প্রথম ভাগে পদার্থ-তাৎপর্য্য বিবক্ষিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে, 'মনুনা কৃতা' প্রভৃতি অংশে শ্রুত্যন্তর-প্রসিদ্ধি এবং অনুমান-প্রসিদ্ধি কথিত হইয়াছে। তৃতীয় মন্ত্রে পদার্থ ও তাহার তাৎপর্য্য বিবক্ষিত। সম্মুখ ভাগ হইতে যজ্ঞের আরম্ভ প্রক্রিয়া বলিয়া 'পুরস্তাৎ' পদের সার্থকতা। হোমাধারের এবং আহবনীয়ের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত বলিয়া যজ্ঞের স্থান সম্মুখেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। চতুর্থ ভাগের তাৎপর্য্য 'আসদ' পদের ব্যাখ্যায় স্পষ্টীকৃত। সমৃদ্ধি-হেতু এবং কর্ম্মে অনপরাধের জন্য বর্হিঃ প্রার্থনা করা হইয়াছে। ভাষ্যকারের এবম্বিধ সূচনায় মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ বিশেষ কিছু উপলব্ধ হয় না। বর্হি আহরণের ক্রম-পদ্ধতিই উহাতে পরিব্যক্ত। আমাদের মতে এই মন্ত্র ভগবৎ-সম্বোধনে বিনিযুক্ত। ভগবান সর্ব্বাত্ম-স্বরূপ সর্ব্বভূতে সর্ব্বকর্ম্মে তাঁহার অধিষ্ঠান। তাই প্রথমেই বলা হইয়াছে, সদ্বুদ্ধি পরিচালিত হইয়া কৃপাপূর্ব্বক আপনি আমাদের এই যজ্ঞে (সৎকর্ম্মে) আগমন করুন। যজ্ঞই সৎকর্ম্ম, সূত্রগ্রন্থে তাহা বিবক্ষিত হইয়াছে। সৎকর্ম্মই ভগবানকে সংবাহিত করিয়া লইয়া আসে। তাই অনুষ্ঠানকারী বলিতেছেন,—'সৎকর্ম্মের দ্বারা উৎকর্ষ-প্রাপ্ত আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন।' এখানে লৌকিক যজ্ঞের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে মানস-যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান হইয়াছে। সে যজ্ঞের হোতা—ভগবান্। তাঁহার অনধিষ্ঠানে যজ্ঞ উদ্যাপিত হয় না। তাই সেই সৎকর্ম্মে তাঁহার অধিষ্ঠানের সার্থকতা। এখানে 'বর্হিঃ' পদে আমরা সাধারণ কুশকে লক্ষ্য করি না। আমাদের মতে পবিত্র হৃদয়ই ঐ 'বর্হিঃ' পদের লক্ষ্য। কুশনির্ম্মিত আসন যেমন উপবেশনার্থ প্রস্তুত থাকে; সেইরূপ হৃদয়-রূপ আসনও ভগবদধিষ্ঠানের নিমিত্ত প্রস্তুত রহিয়াছে। নির্ম্মল হৃদয়ই ভগবানের উপযুক্ত আসন। 'বর্হিরচ্ছ' বাক্যে সেই উৎকর্ষ প্রাপ্ত হৃদয়ে অধিষ্ঠানের জন্য ভগবানকে আহ্বান করা হইয়াছে। 'বর্হিঃ' পদের 'যজ্ঞ' অর্থ স্বীকার করিলেও ঐ একই তাৎপর্য্য অনুভূত হইবে। 'মনুনা' পদের 'মনু' শব্দে ভাষ্যকার প্রজাপতিরূপী মনুকে লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রজাপতি—প্রজ্ঞানাধার; মনুও অশেষ জ্ঞানসম্পন্ন—ক্রান্তদর্শী। আমরা এখানে

'মনু' পদে মনুর অপত্য মানুষকে লক্ষ্য করি এবং 'প্রজাপতি পী মনু' ভাষ্যের এই ভাব গ্রহণে 'মনুনা' পদে 'আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধক' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'কবয়ঃ' পদেরও অর্থ হইয়াছে—'সদ্ভাবসম্পন্ন ব্যক্তি।' উভয় অর্থই প্রকারান্তরে ভাষ্যের অনুসারী। যাঁহাদের আত্মোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, যাঁহারা সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে সদ্ভাবের ও সচ্চিন্তার সাহায্যে হৃদয়ে বিবেক-সঞ্চারে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার পূজারাধনায় সম্যক্‌প্রকারে সমর্থ হন। তাঁহারাই সৎকর্ম্মপ্রভাবে শুদ্ধসত্ত্বের সাধনে ভগবৎসন্নিকর্ষলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। তাঁহারাই সেই কৃতকর্ম্মের প্রভাবে মোক্ষ লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হন। এ মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে আমরা এইরূপ তাৎপর্য্যই উপলব্ধি করি।

ভাষ্যমতে চতুর্থ মন্ত্র দর্ভ-সম্বোধনে প্রযুক্ত। বৌধায়ন এবং আপস্তম্ব মন্ত্রের বিভিন্ন বিনিয়োগ প্রদর্শন করিয়াছেন। বৌধায়নের মতে 'দেবানাং পরিষূতমসি' মন্ত্রে শিরোমার্জ্জনপূর্ব্বক 'বর্ষ-বৃদ্ধমসি' মন্ত্রে দর্ভ গ্রহণের বিধি উক্ত হইয়াছে। আপস্তম্ব উভয় মন্ত্রের একত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই মন্ত্রে দর্ভকে পরিষূত করিবে। এই প্রকার বিনিয়োগে ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ হয়—'হে দর্ভ! তুমি দেবগণের নিমিত্ত পরিগৃহীত হইতেছ। আমি আমার গৃহ আচ্ছাদনের নিমিত্ত তোমাকে গ্রহণ করিতেছি না। অতএব আমাতে যেন কোন দোষ না বর্ত্তে। গ্রহণে তোমার কোনও হানি হইবে না; পরন্তু প্রতি বৎসর পুনরায় তোমার বৃদ্ধিই হইবে।' দৃষ্টান্ত দ্বারা ভাষ্যকার বুঝাইয়াছেন,—যেমন ইহলোকে রাজাজ্ঞায় ভৃত্য গ্রামে গমন করিয়া, রাজার নিমিত্ত বলপূর্ব্বক দধিক্ষীরাদি গ্রহণ করে, এবং প্রজাদিগকে 'আমার জন্য নহে রাজার জন্য' প্রভৃতি বলিয়া সে যেমন সমস্ত আহরণ করিয়া লয়, এ স্থলেও তাহাই বুঝিতে হইবে ইত্যাদি। মন্ত্রের এবম্বিধ অর্থে কি উচ্চভাব সূচিত হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা কি পারমার্থিক মঙ্গল সাধিত হয়, তাহা বোধগম্য হয় না। গৃহাচ্ছাদনে স্বল্পকালস্থায়ী ঐহিক কল্যাণ-সাধন হয় বটে; কিন্তু পারলৌকিক স্থায়ী কোনও কল্যাণ সাধন হয় বলিয়া বুঝিতে পারি না। তাই আমাদের অর্থ ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছে। আমাদের মতে মন্ত্রটী মনঃ-সম্বন্ধমূলক। মনই সকল সদ্ভাবের জনক, মনই ভগবানকে সংবাহিত করিয়া আনে। 'পরিষূতং' পদে নির্ম্মলতার আভাষ আসে। মন নির্ম্মল পবিত্র না হইলে কোনও অনুষ্ঠানই সফল হয় না। ভগবদধিষ্ঠান সুদূরপরাহত হয়।' 'বর্ষবৃদ্ধমসি' মন্ত্রাংশ পূর্ব্বাংশেরই পরিপোষক। ভাব এই যে,—'মন যদি ভগবানের প্রতি অচঞ্চল হয়, মনের দ্বারাই ইষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে। তাহাতে মনের কর্ম্ম দ্বারাই মনের ইষ্ট সাধিত হয়।' তাই শাস্ত্রে মনকে সর্ব্বমূলাধার বলা হইয়াছে। তপস্যা বল, সাধনা বল—ভগবৎ-প্রাপ্তির যাহা কিছু সাধনভূত উপায়, সকলেরই মূল—একমাত্র মন। মনকে স্থির করিতে না পারিলে, চিত্তস্থৈর্য্য-সাধনে সমর্থ না হইলে, জপ তপ সকলই বৃথা। মন দৃঢ় না হইলে কোনও তপই সিদ্ধ হয় না। মন যদি দেবদ্বিজগুরু প্রাজ্ঞ জনে ভক্তিমান না হয়, কি সাধ্য মানুষের যে, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে! মন যদি শৌচ সরলতা ব্রহ্মচর্য্য অহিংসা প্রভৃতির অনুষ্ঠানে আগ্রহান্বিত না হয়, কায়িক বা বাচিক কোনও শক্তিই কার্য্যকরী হয় না। মনুষ্যের সামর্থ্যাসামর্থ্য সকলই মনের অধীন। মন না চালাইলে কেহই চলিতে পারে না। সুতরাং মন প্রসন্ন সংযত ও কাপট্যহীন না হইলে কোনও সুফল-লাভের সম্ভাবনা নাই। মনঃ-

সংযম চিত্তবৃত্তি-নিরোধ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। মনই সকল মঙ্গলের হেতুভূত। তাই মন্ত্রে মনঃ-স্থৈর্য্যসম্পাদনে চিত্তজয়ের আকাঙ্ক্ষা প্রার্থনাকারীর আত্মোদ্বোধনায় প্রখ্যাপিত হইয়াছে। সেই ভাবেই এই মন্ত্রের সার্থকতা বলিয়া মনে করি।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্র প্রায় একই ভাব দ্যোতনা করে। উভয়ই মনঃ-সম্বোধনমূলক বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করি। কিন্তু ভাষ্যের তাৎপর্য্য একটু বিভিন্ন প্রকারের। ভাষ্যকারের মতে এই মন্ত্রদ্বয় 'দেববর্হিঃ' অর্থাৎ দেবসম্বন্ধযুক্ত বর্হিঃ সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'অন্যক তির্য্যক্ কোনও শত্রুই যেন দেববর্হিকে হিংসা না করে'—পঞ্চম মন্ত্রে ভাষ্যে এই ভাব পরিব্যক্ত। আর ষষ্ঠ মন্ত্রের ভাব—'তোমাকে ছেদন করিতেছি বলিয়া, তুমি যেন আমাকে হিংসা করিও না।' ইত্যাদি। কিন্তু 'দেববর্হিঃ' পদে আমরা শুদ্ধসত্ত্বকে উপলব্ধি করি। দেববর্হিঃ বা শুদ্ধসত্ত্ব মনকে হিংসা করে সেই সময়, যখন মন কলুষ-ক্লেদ-পরিম্লান থাকে। কিন্তু যখন মন নির্ম্মল বিশুদ্ধ হয়, মন যখন ভগবানের প্রতি প্রধাবিত হইতে থাকে, তখনই মনে ভগবানের বিভূতি-রাজি শুদ্ধসত্ত্ব-সদ্ভাবাদি সমাবিষ্ট হইয়া থাকে। ভাব এই যে,—'মন, তুমি এমনভাবে প্রস্তুত হও, যেন শুদ্ধসত্ত্বাদি সদ্ভাবরাজি তোমাকে পরিত্যাগ না করে।' নির্ম্মল মনই সকল সদ্ভাবের আধার। এখানে মনের নির্ম্মলতা-সাধনেই উদ্বোধনা প্রকাশ পাইয়াছে। রিপুশত্রু কামনা বাসনা প্রলোভনাদি মনকে বিচালিত করে। তাহাদেরই সম্বন্ধ-সংশ্রবে মন ভগবৎসম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। সেইজন্যই মনকে নির্ম্মল করিয়া চিত্তস্থৈর্য্য-সাধনের প্রয়োজন। চিত্তস্থৈর্য্য সাধিত হইলেই সকল মঙ্গল অধিগত হইতে পারে। শ্রীভগবান তাই অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

"যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ। সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥"
"যুঞ্জন্নেব সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ। শান্তিং নির্ব্বাণমপরাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥"

এইরূপে মন যদি প্রস্তুত হয়, তাহা হইলেই শক্তি সঞ্চার হেতু নিখিল সদ্ভাব আসিয়া হৃদয়ে সমাবিষ্ট হইয়া থাকে। সপ্তম ও অষ্টম মন্ত্রের তাহাই লক্ষ্য। বহুরূপে শক্তিসম্পন্ন হইয়া পরাগতি লাভের প্রার্থনা এই দুইটী মন্ত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়াই মনে করি। তীক্ষ্ণধার কুঠার যেমন সহজে বৃক্ষকে ছিন্ন করে, শুদ্ধসত্ত্ব তেমনি নিমিষে কর্ম্মফলকে নাশ করিয়া ভববন্ধন ছেদন করিয়া দেয়। নবম মন্ত্রের 'পৃথিব্যাঃ' পদে এক ভাবে, এই পৃথিবীতে অনুষ্ঠিত যে কর্ম্ম, তাহারই সম্বন্ধ হইতে পরিত্রাণের প্রার্থনা সূচিত হইয়াছে। ইহজগতে অনুষ্ঠিত সাধারণ কর্ম্মসমূহ ভববন্ধন-মূলক। সেই ভববন্ধন ছেদনের, গতাগতি-রোধের প্রার্থনা মন্ত্র মধ্যে সূচিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। অন্য ভাবে 'পৃথিবী' পদে হৃদয়রূপ মূলক্ষেত্রের প্রতি লক্ষ্য আছে বলিয়াই মনে হয়। পৃথিবীতে যেমন বৃক্ষাদির উৎপত্তি, হৃদয় হইতে তেমনি সদ্ভাবাদির উদ্ভব। হৃদয়ে সদ্ভাবের সমাবেশ না থাকিলেই সেখানে অসদ্ভাবের রাজত্ব বিস্তৃত হইয়া পড়ে;—হিংসা প্রলোভন, কামনা বাসনা, কাম ক্রোধ প্রভৃতির লীলাভূমিতে পরিণত হয়। সেই অবস্থায়ই হৃদয়ে সম্মোহ জন্মিয়া থাকে। তাই মন্ত্র বলিতেছেন,—সাধক ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'ইহসংসারের ভববন্ধন-মূলক কর্ম্মের মধ্যে যে দেবভাবের বা সদ্ভাবের সমাবেশ আছে, সে সকল

দেবভাব যেন আমাদের হৃদয়ে সমাবিষ্ট হয়। তাহাদের সেই সংসার কর্ম্মের প্রভাবেও যেন, আমাদের হৃদয়ের সম্মোহ না জন্মে।' ফলতঃ, ইহজন্মকৃত কর্ম্মসম্বন্ধ-জনিত যে ভগবদ্ভাব, তাহাই যেন আমার ভববন্ধন-মোচনের সহায় হয়, ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করি। এই নবম মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, এস্থলে তাহার আভাষ প্রদান করিতেছি। ভাষ্যমতে এ মন্ত্র দর্ভ সংরক্ষণ মন্ত্র। ভাষ্যের ভাব এই যে, পৃথিবীতে স্থাপন-হেতু উচ্ছিষ্টাদি সংস্পর্শে যদি ত্যজ্য হয়, তাহা হইলে দর্ভ অপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। সেই জন্য প্রথমেই পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া অভিমন্ত্রিত লবণ দর্ভমুষ্টির উপরিভাগে প্রক্ষিপ্ত করিবার বিধি। সূত্রগ্রন্থাদিতে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

ভাষ্যকারের মতে দশম মন্ত্রে দর্ভময় শুম্বকে নূনমুষ্টি প্রক্ষেপে ভূমিতে স্থাপন করিবার বিধি। মন্ত্রার্থ—'হে রজ্জু! ভূমির কাঞ্চীস্থানীয় রসনা হও। হে দর্ভমুষ্টি-সমুদায়, তোমাদিগকে সুষ্ঠুরূপে সংগ্রহের নিমিত্ত যোগ্য রশনার দ্বারা সংগ্রহ করিতেছি।' দর্ভময়ত্ব-হেতু রজ্জুর ব্রহ্মত্ব প্রশস্ত। রজ্জু দর্ভজাত সুতরাং রশনা স্বরূপ। একাদশ মন্ত্রের অর্থ পূর্ব্বমন্ত্রানুসারী। মন্ত্রের 'ইন্দ্রাণী' পদে এক আখ্যায়িকার অবতারণা করা হইয়াছে। ইন্দ্রপত্নী ইন্দ্রাণী দেবতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বজন্মে সেই ইন্দ্রপত্নী শতসংখ্যক যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা যজমান কর্তৃক সেই সেই ক্রতুতে যুক্ত হইয়াছিলেন। যজমান ইন্দ্রাণীকে বন্ধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া, ইন্দ্রাণী ইন্দ্রাণীত্ব-রূপ সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদবধি সমৃদ্ধি-লাভের নিমিত্ত অধ্বর্য্যুগণ দর্ভের দ্বারা গ্রন্থি-বন্ধন করিয়া থাকেন। প্রজা বর্হিস্বরূপ। শুম্বের মূলে ও অগ্রভাগে যে বন্ধন, তাহাই সংনহন। তাৎপর্য্য এই যে,—ইন্দ্রাণীর ন্যায় সমৃদ্ধি-লাভের জন্য বন্ধন করা হইয়াছে। যাহা হউক, আমাদের মতে দশম ও একাদশ মন্ত্র চিত্তবৃত্তির সম্বোধনে বিনিযুক্ত। 'অদিতি' পদে আমরা 'অনন্ত' অর্থ গ্রহণ করি। রসনা কটু তিক্ত কষায় মধুর সর্ব্বপ্রকার রসের আস্বাদ গ্রহণে সমর্থ। সেইরূপ চিত্তবৃত্তির সহায়তায় ভগবান মানুষের হৃদয়ের সর্ব্ববিধ রস আস্বাদন করিয়া থাকেন। ভগবান অনন্তরূপে—অনন্ত রসনারূপে—ইহসংসারে বিদ্যমান আছেন। আমরা কোন্ কার্য্যে কেমনভাবে তাঁহাকে প্রীতি-ভক্তি উপহার প্রদান করিতেছি, আমাদের চিত্তবৃত্তিরূপ রসনা দ্বারা তিনি তাহার আস্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমরা তাঁহার প্রতি কিরূপ ভক্তিমান্, রসনায় তাহা পরীক্ষা হইয়া যায়। মন্ত্রে পূজার অঞ্জলি প্রদানকালে সাধক যেন তাহাই অনুভব করিতে পারিয়াছেন। সেই অনুভবের ফলেই, একাদশ মন্ত্রে তিনি বলিতে সমর্থ হইয়াছেন,—সেই ভক্তির সহায়তায় তিনি ভগবানকে হৃদয়মূলে আবদ্ধ করিবেন। ভক্তির প্রভাব যে অপরিসীম, শাস্ত্রে তাহার অশেষ দৃষ্টান্ত আছে। ভক্ত প্রহ্লাদ, ধ্রুব, বিল্বমঙ্গলই সে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ভগবানও তাই নারদকে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন,—"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তাঃ যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥ ভক্তির তেজ এমনই দৃঢ়—ভক্তের যোগ এমনই প্রবল! এই অনুভাবনার ফলেই ভগবানের করুণা প্রার্থনা—পরবর্ত্তী মন্ত্রদ্বয়ে প্রকাশ পাইয়াছে। প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে আত্মনিবেদন; তার পরই সর্ব্বস্ব-সমর্পণে তাঁহাতে আত্মলীন হওয়া।

দ্বাদশ মন্ত্রে ভক্তিবন্ধন দৃঢ় করিবার প্রয়াস, ত্রয়োদশ মন্ত্রে ভববন্ধন-ছেদনের সঙ্কল্প, চতুর্দ্দশ মন্ত্রে ভগবৎকার্য্যে নিয়োজন। পঞ্চদশ মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্ব আহরণ, ষোড়শ মন্ত্রে ভগবানকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা, সপ্তদশ মন্ত্রে সকল কর্ম্মফল তাঁহাতে সমর্পণ করিয়া তাঁহার সেবায় আত্মাকে নিয়োজিত করা—যেন কি এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ-বন্ধনে মন্ত্র কয়েকটী সংগ্রথিত রহিয়াছে। আমরা মন্ত্রকয়টীতে এক আধ্যাত্মিক উচ্চভাবের সমাবেশ লক্ষ্য করি। ভগবানকে কি উপায়ে মানুষ পাইতে পারে? জপ, তপ, পূজা, আরাধনা, কর্ম্ম - যাহা কিছু কর না কেন, সকল কর্ম্মের মধ্যেই দেবভাবের অধিষ্ঠান চাই, মন্ত্রসমূহে সেই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বিস্তৃতভাবে যে নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ আছে, এখানে বীজরূপে সেই উপদেশের অমোঘ তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে বুঝিতে পারি। আমি যে কর্ম্ম করিব, আমি যে জপতপ-পূজারাধনায় প্রবৃত্ত হইব, আমার সে কর্ম্মের নিয়োগকর্ত্তা কে হইবেন? অজ্ঞানতা হইলে চলিবে না, অসদ্বুদ্ধির প্রেরণায় পরিচালিত হইলে চলিবে না। সেই জ্ঞানস্বরূপ সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ যদি আমায় প্রেরণা দেন, তবেই আমার ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা। যদি অধ্বর্য্যু কার্য্যে সংসারের অনেককে ব্রতী করিতে পারি, আমার এই বাহুদ্বয় সে কার্য্যের প্রধান সহায় হইতে পারে; কিন্তু তাহা হইলে তো চলিবে না! যাহাকে তাহাকে অধ্বর্য্যু কার্য্যে ব্রতী করিলে তো আমার লক্ষ্য অব্যর্থ হইবার নহে! মন্ত্র তাই বলিতেছেন,—তোমার বাহুযুগল যেন সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর সকল যজ্ঞের নিষ্পাদক ভগবানের বাহুযুগলের ন্যায় শক্তিসম্পন্ন হয়; তোমার ক্রিয়াজ্ঞান যেন প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবান বৃহস্পতির তুল্য হয়; আর দেবভাগভাগী পূষা দেবতা যেন তোমাকে প্রেরণা দেন, এবং হস্তদ্বয়ে অশেষ শক্তির সঞ্চার করেন। অর্থাৎ সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে, আমি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি, সে তো যাহার তাহার প্রেরণা নহে! সে যে সকল সৎকর্ম্মমূল ভগবানের প্রেরণা! আর আমার বাহুদ্বয় যে কার্য্য করিতেছে, এ তো আমার কার্য্য নহে! সে যে তাঁহারই কার্য্য!—ভগবানের কার্য্য ভগবানই করাইতেছেন! এই ভাবের ভাবুক হইয়া, এই প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া যখন আমি বলিতে পারিব,—'হে আমার মন!—হে আমার হৃদয়ের হবিঃ! হে আমার চিত্তবৃত্তি! হে আমার হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাব! আমি তোমাকে ভগবৎ-পূজায় উৎসৃষ্ট করিতেছি; তখনই আমার কর্ম্ম সফল হইবে—আমার যজ্ঞ পূর্ণ হইবে। ফলতঃ, সকল কর্ম্মফল তাঁহাতে সমর্পণ করিয়া, ফলাকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্য চিত্তে কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই পরমার্থ সিদ্ধ হয়, অনুবাকের মন্ত্র-সমূহ সেই তত্ত্ব ব্যক্ত করিতেছে।

ভাষ্যমতে এই সকল মন্ত্রের সম্বোধ্য যথাক্রমে—রজ্জু, দর্ভ, বর্হিঃ প্রভৃতি। ভাষ্যেই তাহা পরিব্যক্ত রহিয়াছে। মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে আমরা আদৌ ভাষ্যের অনুসরণ করিতে পারি নাই। মন্ত্রসমূহের আমরা যে উচ্চভাব অধ্যাহার করি, পূর্ব্বেই তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। তদনুসারে, আমাদের মতে মন্ত্রের যে সকল সম্বোধ্য হওয়া সঙ্গত, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি, ভাষ্যকার ক্রিয়াকাণ্ডের অনুসারী; তাঁহার ব্যাখ্যাও তদনুরূপ। সুতরাং মতাবিরোধ ব্যাখ্যা পদ্ধতি লইয়া। নচেৎ, মূল লক্ষ্য অভিন্ন॥ (১অ—১প্র ২অ)॥

তৃতীয়ঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমোঽষ্টকঃ। প্রথমঃ প্রপাঠকঃ। তৃতীয়োঽনুবাকঃ।)

(১) শুন্ধধ্বং দৈব্যায় কর্ম্মণে দিবযজ্যায়ৈ।

(২) মাতরিশ্বনো ঘর্ম্মোঽসি দ্যৌরসি পৃথিব্যসি বিশ্বধায়া অসি

পরমেণ ধাম্না দৃ৺হস্ব মা হ্বাঃ।

(৩) বসূনাং পবিত্রমসি শতধারং বসূনাং পবিত্রমসি সহস্রধার৺।

(৪) হুতঃ স্তোকো হুতো দ্রপ্সোঽগ্নয়ে বৃহতে নাকায়

স্বাহা দ্যাবাপৃথিবীভ্যা৺।

(৫) সা বিশ্বায়ুঃ সা বিশ্বব্যচাঃ সা বিশ্বকর্ম্মা।

(৬) সং পৃচ্যধ্বমৃতাবরীরূর্ম্মিণীর্ম্মধুমত্তমা মন্দ্রা ধনস্য সাতয়ে।

(৭) সোমেন ত্বাঽতনচ্মীন্দ্রায় দধি। (৮) বিষ্ণো হব্য৺ রক্ষস্ব ॥ ৩ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) শুন্ধধ্বম্। দৈব্যায়। কর্ম্মণে। দেবযজ্যায়া ইতি দেব—যজ্যায়ৈ।

(২) মাতরিশ্বনঃ। ঘর্ম্মঃ। অসি। দ্যৌঃ। অসি। পৃথিবী। অসি। বিশ্বধায়া

ইতি বিশ্ব—ধায়াঃ। অসি। পরমেণ। ধাম্না। দৃংহস্ব। মা। হ্বাঃ।

বসূনাম্। পবিত্রম্। অসি। শতধারমিতি শত—ধারম্।

(৩) বসূনাম্। পবিত্রম্। অসি। সহস্রধারমিতি সহস্র—ধারম্।

(৪) হুতঃ। স্তোকঃ। হুতঃ। দ্রপ্সঃ। অগ্নয়ে। বৃহতে। নাকায়। স্বাহা।

দ্যাবাপৃথিবীভ্যামিতি দ্যাবা—পৃথিবীভ্যাম্।

(৫) সা। বিশ্বায়ুরিতি বিশ্ব—আয়ুঃ। সা। বিশ্বব্যচা ইতি বিশ্ব—ব্যচাঃ।

সা। বিশ্বকর্ম্মেতি বিশ্ব—কর্ম্মা।

(৬) সমিতি। পৃচ্যধ্বম্। ঋতাবরীরিত্যৃত—বরীঃ। ঊর্ম্মিণীঃ। মধুমত্তমা ইতি

মধুমৎ—তমাঃ। মন্দ্রাঃ। ধনস্য। সাতয়ে।

(৭) সোমেন। ত্বা। এতি। তনচ্মি। ইন্দ্রায়। দধি।

(৮) বিষ্ণো ইতি। হব্যম্। রক্ষস্ব॥৩॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে মম সদসদ্বৃত্তিনিচয়াঃ! যূয়ং 'দেবযজ্যায়ৈ' (দেবসম্বন্ধিনঃ যাগাদিসৎ-ক্রিয়ায়ৈঃ) 'দেবায় কর্ম্মণে' (অগ্ন্যাদিদেবতাসম্বন্ধিনে, যদ্বা—ভগবৎসম্বন্ধিনে ইতি যাবৎ সদ্জ্ঞানবর্দ্ধনরূপকর্ম্মণে ইত্যর্থঃ) 'শুন্ধধ্বং' (বিশুদ্ধানি ভবত)। আত্মোদ্বোধকঃ অয়ং মন্ত্র। অনেন প্রার্থনাকারী আত্মানং উদ্বোধয়তি। চিত্তবিক্ষোভজনিতেন চাঞ্চল্যেন মনস্থৈর্য্যঃ ন সম্ভবতি। অতঃ চিত্তস্থৈর্য্যসাধনায় চিত্তবৃত্তেরুদ্বোধনায় চ সাধকঃ আত্মানং প্রবুদ্ধং করোতি অস্যায়মর্থঃ ইত্যেবং মন্যামহে।

২। হে ভগবন্! ত্বং 'মাতরিশ্বনঃ' (বায়োঃ ইতি যাবৎ) 'ঘর্ম্মঃ' (দীপকঃ, প্রকাশকঃ বা) 'অসি' (ভবসি); ত্বমেব বায়ুরূপেণ সর্ব্বতোব্যাপ্তঃ ইতি ভাবঃ। অপিচ, হে ভগবন্! ত্বং 'দ্যৌঃ' (দ্যুলোকঃ) 'অসি' (ভবসি), 'পৃথিবী' (পৃথ্বীলোকঃ, সর্ব্বলোকঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); হে দেব! ত্বং চরাচরবিশ্বাত্মকঃ সর্ব্বব্যাপী ইতি ভাবঃ। 'পরমেণ' (উৎকৃষ্টেন) 'ধাম্না' (তেজসা) 'বিশ্বধায়াঃ' (বিশ্বধারকঃ, সর্ব্বরক্ষকঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); 'দৃংহস্ব' (বর্দ্ধস্ব, অস্মাকং বর্দ্ধকঃ শ্রেয়ঃ-সাধকঃ ভব ইতি শেষঃ)। 'মা হ্বাঃ' (কুটিলঃ মা ভূঃ); অস্মাকং ত্রুটি বিচ্যুতী দৃষ্ট্বা বিরূপঃ মা ভব ইতি ভাবঃ। অতঃ প্রার্থনা—তবানুগ্রহেণ সরলঃ সদ্ভাবসম্পন্নঃ ভবানি।

৩। 'হে দেব! ত্বং 'বসূনাং' (ভগবন্নিবাসহেতুনাং সৎকর্ম্মণাং ইতি ভাবঃ) 'শতধারং' (শতপ্রকারৈঃ, ত্বদীয়শতকরুণাধারাবর্ষণেন ইত্যর্থঃ) 'পবিত্রং' (পবিত্রতা-সাধকঃ) 'অসি' (ভবসি); 'বসূনাং' (ভগবন্নিবাসহেতুনাং সৎকর্ম্মণাং ইতি যাবৎ, যদ্বা—চিত্তবৃত্তীনাং ইত্যর্থঃ) 'সহস্রধারং' (সর্ব্বতোভাবেন) 'পবিত্রং' (পবিত্রতাসাধকঃ, পুণ্যপ্রদঃ) 'অসি' (ভবসি)। অস্মাকং কর্ম্মনিবহাঃ সর্ব্বতোভাবেন সৎসহযুতাঃ পবিত্র-কারকাঃ ভবন্তু ইতি ভাবঃ।

৪। 'বৃহতে' (মহতে, মহত্ত্বাদিগুণসম্পন্নে, সর্ব্বগুণাধারে গুণাতীতে বা ইত্যর্থঃ) 'নাকায়' (আশ্চর্য্যকর্ম্মণে, বিশ্বকর্ম্মণে ইতি ভাবঃ) 'অগ্নয়ে' (প্রজ্ঞানস্বরূপিণে ভগবতে ইতি ভাবঃ) 'স্তোকঃ' (অস্মাভিরনুষ্ঠিতানাং সৎকর্ম্মাদিনাং সুফলানি ইতি ভাবঃ) 'হুতঃ' (জুহুতবন্ত অস্মাভিঃ ইতি যাবৎ) তথা 'দ্রপ্সঃ' (অস্মাভিঃ সম্পন্নেন সৎকর্ম্মণা সঞ্জাতাঃ সদ্ভাবনিবহাঃ ইত্যর্থঃ) 'হুতঃ' (জুহুতবন্ত)। 'স্বাহা' (সঃ উদ্বোধনযজ্ঞঃ, ময়ানুষ্ঠিতং সৎকর্ম্ম ইত্যর্থঃ) 'দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং' (ভূলোকস্বর্লোকাভ্যাং, ভূলোকস্বর্লোকৌ ব্যাপ্য ইত্যর্থঃ প্রকাশতু ইতি শেষঃ)। অথবা, 'দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং' (দ্যাবাপৃথিব্যভিমানিদেবতাভ্যাং, যদ্বা—নিখিলদেব-ভাবভ্যাং) 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ উদ্বোধয়ামি—সুহুতমস্তু সুসিদ্ধমস্তু বা মম যজ্ঞ কর্ম্ম বা ইত্যর্থঃ) অয়ং ভাবঃ—যঃ জ্ঞানময়ঃ দেবঃ উদ্বোধনরূপেণ বিরাজতে, যস্ত্রিলোকং ব্যাপ্য প্রকাশতে, তং সত্ত্বভাবেন অহং অধিগচ্ছামি। মন্ত্রোঽয়ং আত্মনঃ উদ্বোধনং দ্যোতয়তি তথা নিষ্কামকর্ম্মণাং মাহাত্ম্যমপি প্রখ্যাপয়তি।

৫। 'সা' (সা দেবতা) 'বিশ্বায়ুঃ' (সর্ব্বেষামায়ুস্বরূপা) 'সা' (সা দেবতা) 'বিশ্বব্যচাঃ' (সর্ব্বব্যাপিকা, বিশ্বব্যাপিকা বা); 'সা' (সা দেবতা) 'বিশ্বকর্ম্মা' (সর্ব্বকর্ম্মরূপা)।

৬। 'ঋতাবরি' (সৎকর্ম্মণি অধিষ্ঠিতে, যদ্বা—সৎকর্ম্মণাং প্রেরয়িত্র্যঃ হে দেব্যঃ! যদ্বা—সৎকর্ম্মস্বরূপিণ্যঃ হে দেব্যঃ!) 'উর্ম্মিণীঃ' (আনন্দরূপিণ্যঃ, পরমানন্দদায়িন্যঃ ইত্যর্থঃ) যূয়ং 'ধনস্থ' (পরমধনস্থ) 'সাতয়ে' (লাভায়, প্রদানায় ইত্যর্থঃ, অথবা ভগবতি কর্ম্মফলপ্রদানায় ইতি ভাবঃ) 'মধুমত্তমা' (অত্যন্তমাধুর্য্যগুণসম্পন্নাঃ) 'মন্দ্রা' (পরমানন্দদায়িকাঃ) সত্যঃ 'সংপৃচধ্বং' (সংস্পৃষ্টাঃ, সঙ্গতাঃ, সম্মিলিতাঃ ভবত—অস্মাভিঃ সহ ইতি ভাবঃ)।

৭। হে হবনীয়! 'ইন্দ্রায়' (ভগবৎপ্রীত্যর্থং) 'দধি' (যজ্ঞাংশরূপং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সোমেন' (শুদ্ধসত্ত্বভাবেন, বিশুদ্ধয়া ভক্ত্যা ইত্যর্থঃ) 'আ তনচ্মি' (সম্যক্ কঠিনীকরোমি, দৃঢ়তাং সম্পাদয়ামি ইত্যর্থঃ)। সংকৃতা পূজা ভক্তিসহযুতা সতী দৃঢ়ীভবতু ইতি ভাবঃ।

৮। 'বিষ্ণো' (হে ভগবন্!) 'হব্যং' (হবনীয়ং; অস্মাকং শুদ্ধসত্ত্বভাবং ইতি ভাবঃ) 'রক্ষ' (পাহি, চিরায় প্রতিষ্ঠাপয় ইত্যর্থঃ)। শুদ্ধসত্ত্বঃ যথা অবিচ্ছিন্নেন অবিচলিতেন চ হৃদি তিষ্ঠতু, হে ভগবন্! অস্মান্ তৎসামর্থ্যং প্রযচ্ছ ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ॥ (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—৩ অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(১) হে আমার সদসৎবৃত্তিনিচয়! তোমরা দেবসম্বন্ধি যাগাদি সৎক্রিয়ার দ্বারা দেবসম্বন্ধি সজ্জ্ঞান-বর্দ্ধনরূপ কর্ম্মে বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হও। (এই মন্ত্রের দ্বারা প্রার্থনাকারী আপনাকে উদ্বোধিত করিতেছেন। চিত্তবিক্ষোভজনিত চাঞ্চল্যে মনস্থৈর্য্য-সাধনের নিমিত্ত চিত্তবৃত্তির উদ্বোধনায় জন্য সাধক আপনাদের প্রবুদ্ধ করিতেছেন বলিয়া মনে করি)।

(২) হে ভগবন্! আপনি বায়ুর দীপক (প্রকাশক); অর্থাৎ বায়ুরূপে আপনি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। অপিচ, হে ভগবন্! আপনিই দ্যুলোক আবার আপনিই ভূর্লোক অর্থাৎ আপনি বিশ্বচরাচরাত্মক (বিশ্বাত্মক) সর্ব্বরূপী সর্ব্বব্যাপী! আপনার প্রকৃষ্ট তেজের দ্বারা আপনি বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছেন। আপনি আমাদিগকে বর্দ্ধিত করুন; অর্থাৎ আমাদিগের শ্রেয়ঃ সাধন করুন! আমাদিগের ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিয়া, আমাদিগের প্রতি কুটিল (বিরূপ) হইবেন না। (অতএব প্রার্থনা—আপনার অনুগ্রহে যেন সরল সদ্ভাবসম্পন্ন সৎ হইতে সমর্থ হই)।

(৩) হে দেব! আপনি ভগবানের নিবাসহেতুভূত সৎকর্ম্মসমূহকে শত প্রকারে (আপনার শতকরুণাধারা বর্ষণের দ্বারা) পবিত্রতাসাধন করেন। অপিচ, আপনার দ্বারা সহস্রপ্রকারে সৎকর্ম্মসমূহ পুণ্যপ্রদ

হয়। (প্রার্থনা—আপনার অনুগ্রহে আমাদের কর্ম্মনিবহ যেন সর্ব্বতো-ভাবে সৎসহযুত ও পবিত্রীকৃত হয়)।

(৪) মহত্ত্বাদিগুণসম্পন্ন (সর্ব্বগুণাধার গুণাতীত) বিশ্বকর্ম্মা প্রজ্ঞান-স্বরূপ ভগবানের (প্রীতির) নিমিত্ত আমাদিগের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মের সুফল-সমূহ প্রদত্ত হইতেছে ; অপিচ, আমাদিগের সৎকর্ম্মের দ্বারা সঞ্জাত সদ্ভাব-সমূহ (ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত) উৎসর্গ করি। সেই উদ্বোধনরূপ যজ্ঞ অথবা আমার অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্ম ভূর্লোক ও স্বর্গলোক ব্যাপিয়া প্রকাশ পাউক। অথবা, দ্যাব্যাপৃথিব্যভিমানিনী দেবতাকে অর্থাৎ নিখিলদেবভাব-সমূহকে স্বাহা মন্ত্রে উদ্বোধিত করি। আমার যজ্ঞ (কর্ম্ম) সুহুত সুসিদ্ধ হউক। (ভাব এই যে, - জ্ঞানময় দেবতা উদ্বোধনরূপে বিরাজ করেন ; তিনি স্বর্গ মর্ত্ত্য অন্তরিক্ষ ত্রিলোক ব্যাপিয়া আছেন ; তাঁহাকে যেন আমরা সত্ত্বভাবের দ্বারা অধিগত করিতে সমর্থ হই)।

৫। সেই দেবতা 'বিশ্বায়ুঃ' অর্থাৎ নিখিল বিশ্বের জীবনস্বরূপ ; সেই দেবতা 'বিশ্বব্যচাঃ' অর্থাৎ নিখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছেন ; এবং সেই দেবতা 'বিশ্বকর্ম্মা' অর্থাৎ সকল কর্ম্মের মূলীভূত !

৬। সকল সৎকর্ম্মের অধিষ্ঠাত্রী অথবা প্রেরয়িত্রী হে দেবি ! আনন্দ-স্বরূপিণী পরমানন্দদায়িনী আপনারা পরমধন দানের জন্য অথবা ভগবানে কর্ম্মফল-সমর্পণের সামর্থ্য-প্রদানের নিমিত্ত অত্যন্তমাধুর্য্যসম্পন্না পরমানন্দ-দায়িনী রূপে আমাদিগের সহিত (আমাদিগের অন্তরে) সঙ্গতা হউন।

৭। হে হবনীয় সামগ্রী ! দেবতার যজ্ঞভাগরূপ তোমাকে শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবে বিশুদ্ধ ভক্তির দ্বারা দৃঢ়ীকৃত করিতেছি ; অর্থাৎ সংকৃত পূজা ভক্তি-সহযুত হইয়া দৃঢ়তা প্রাপ্ত হউক।

৮। হে বিশ্বব্যাপক ভগবন্ ! হবনীয় আমার শুদ্ধসত্ত্বভাবকে চির-কালের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত রাখুন। (১ অষ্টক ১ প্রপাঠক—১ অনুবাক)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

দ্বাভ্যামনুবাকাভ্যামমাবাস্যায়ামহনি যৎকর্ত্তব্যং তদুক্তং। তৃতীয়েন রাত্রৌ কর্ত্তব্যো দোহ উচ্যতে। আদৌ তাবদ্ব্রাহ্মণেন বর্হিষঃ কালো বিধীয়তে—"পূর্ব্বেদ্যুরিধ্মাবর্হিঃ করোতি।

যজ্ঞমেবাঽরভ্য গৃহীত্বোপবসতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। যদ্যপি দর্শপূর্ণমাসেষ্টিঃ প্রতিপদি কর্ত্তব্যা তথাঽপি পর্ব্বণ্যেবেধ্মং বর্হিশ্চ সম্পাদয়েৎ। তাবতা যজ্ঞঃ প্রারব্ধ এব ভবতি। ন কেবলং প্রারম্ভঃ কিং তু দেবতাশ্চ গৃহীত্বা তাসাং সমীপে নিবাসঃ কৃতো ভবতি। অনেন দেবতাপরিগ্রহস্যাপি পূর্ব্বেদ্যুরেব কাল ইতি সূচ্যতে। তৎপ্রকারস্তু যাজমানকাণ্ডে বক্ষ্যতে। ইধ্মমন্ত্রাস্তু 'বৎরুক্ণো রূপং কৃত্বা" ইত্যেবমাদয়ঃ। তে চাস্যব্রাহ্মণতত্বাত্তত্রৈব ব্যাখ্যাস্যন্তে। অথ দোহনার্থং কুম্ভীদ্বয়ং বিধত্তে—"প্রজাপতির্যজ্ঞমসৃজত। তস্যোখে অস্রংসেতাং! যজ্ঞো বৈ প্রজাপতিঃ!, বৎসাংনায্যোখে ভবতঃ। যজ্ঞস্যৈব তদুখে উপদধাত্যপ্রস্রংসায়" (ব্রা০ কা০ ১ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। যজ্ঞো দর্শেষ্টিঃ। সাংনায্যমিতি দধিপয়সোর্নাম। যজ্ঞসম্বন্ধিন্যোঃ কুম্ভ্যোর্নাশে যজ্ঞস্য নষ্টত্বাৎ স্রষ্টুঃ প্রজাপতেরপি নাশঃ। কুম্ভ্যোঃ সম্পাদনে যজ্ঞস্য সম্পাদিতত্বাৎ প্রজাপতেরেবাবিনাশায়ৈতৎসম্পদ্যতে। যদুখে ভবত ইতি যদস্তি তত্তেনোখাসম্পাদনেনেতি যোজ্যং॥

১। "শুন্ধধ্বং দৈব্যায় কর্ম্মণে দেবযজ্যায়ৈ।"—বৌধায়নঃ—"উত্তরেণ গার্হপত্যং তৃণানি সংতীর্য্য তেষু চতুষ্টয়ং সংসাদয়তি দোহনং পবিত্রং সাংনায্যতপন্যৌ স্থাল্যাবিতি, অথৈনাস্যদ্ভিঃ প্রোক্ষতি শুন্ধধ্বং দৈব্যায় কর্ম্মণে দেবযজ্যায়া ইতি ত্রিঃ" ইতি। আপস্তম্বঃ—"সাংনায্যপাত্রাণি প্রক্ষাল্যোত্তরেণ গার্হপত্যং দর্ভান্ সংস্তীর্য্য দ্বংদ্বং ন্যঞ্চি পাত্রাণি প্রযুনক্তি কুম্ভীং শাখাপবিত্রমভিধানীং নিদানে দারুপাত্রং দোহনময়স্পাত্রং দারুপাত্রং বা পিধানার্থমগ্নিহোত্রহবনীমুপবেষং পর্ণবল্কং চ তৃণং চ, শুন্ধধ্বং দৈব্যায় কর্ম্মণ ইতি ত্রিঃ প্রোক্ষতি" ইতি।

হে পাত্রাণি দেবযজ্যাস্মনে দৈব্যায় কর্ম্মণে শুন্ধধ্বং শুদ্ধানি ভবত। বিশেষেণ প্রয়োজনমাহ—"শুন্ধধ্বং দৈব্যায় কর্ম্মণে দেবযজ্যায়া ইত্যাহ। দেবযজ্যায়া এবৈনানি শুন্ধতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। শোধয়তীত্যর্থঃ। তেন দান ব্রতাদিরূপং স্মার্ত্তমপি কর্ম্ম বৈদিকমস্তি তস্মা ভূদিতি বিশেষণং॥

২। "মাতরিশ্বনো ঘর্ম্মোঽসি দ্যৌরসি পৃথিব্যসি বিশ্বধায়া অসি পরমেণ ধাম্না দৃংহস্ব মা হ্বাঃ"—বৌধায়নঃ।—বৌধায়নঃ—"অথ জবনেন গার্হপত্যমুপবিশ্যোপবেষেণোদীচোঽঙ্গারান্নিরূহতি মাতরিশ্বনো ঘর্ম্মোঽসীতি তেষু সাংনায্যতপনীমধিশ্রয়তি দ্যৌরসি পৃথিব্যসি বিশ্বধায়া অসি পরমেণ ধাম্না দৃংহস্ব মা হ্বারিতি" ইতি। আপস্তম্বস্ত্বেকমন্ত্রত্বমাশ্রিত্যাঽহ—"মাতরিশ্বনো ঘর্ম্মোঽসীতি তেষু কুম্ভীমধিশ্রয়তি" ইতি।

হে কুম্ভ বায়োঃ সঞ্চারস্থানপ্রদানেন দীপকো যোঽন্তরিক্ষলোকস্তদ্রূপস্ত্বমসি। তবোদরেঽপ্যন্তরিক্ষসদ্ভাবাৎ। কিং চ দ্যুলোকজন্যবৃষ্ট্যুদকাদ্ভূলোকস্থমৃত্তিকায়াশ্চ সম্পাদিতত্বেন লোকদ্বয়রূপোঽসি। কিং চ বিশদেন বহুক্ষীরধারণসামর্থ্যেন বিশ্বধারকবৃষ্টিরূপোঽসি ততো দৃঢ়ো ভব ভগ্নো মা ভূঃ। যথোক্তার্থো ব্রাহ্মণেন বিশদীক্রিয়তে—"মাতরিশ্বনো ঘর্ম্মোঽসীত্যাহ। অন্তরিক্ষং বৈ মাতরিশ্বনো ঘর্ম্মঃ। এষাং লোকানাং বিধৃত্যৈ। দ্যৌরসি পৃথিব্যসীত্যাহ। দিবশ্চ হ্যেষা পৃথিব্যাশ্চ সংভৃতা। যদুখা। তস্মাদেবমাহ। বিশ্বধায়া অসি পরমেণ ধাম্নেত্যাহ। বৃষ্টির্বৈ বিশ্বধায়াঃ। বৃষ্টিমেবাবরুন্ধে। দৃংহস্ব মা হ্বারিত্যাহ ধৃত্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। দ্যৌরসি পৃথিব্যসীতি দ্বয়োর্লোকয়োর্ব্বাচকশব্দেনোপাত্তত্বাৎ সাহচর্য্যেণ

ঘর্ম্মশব্দেঽন্তরিক্ষপরে সতি কুম্ভে ত্রয়াণাং লোকানাং বিশেষেণ ধারণং সিধ্যতি। বিশ্বধায়া ইত্যুচ্চারণাদ্‌বৃষ্টেরবরোধঃ স্বাধীনতা ভবতি॥

৩। "বসূনাং পবিত্রমসি শতধারং বসূনাং পবিত্রমসি সহস্রধারম্‌।"—কল্পঃ—"তস্যাং প্রাচীনাগ্রং শাখাপবিত্রং নিদধাতি বসূনাং পবিত্রমসি শতধারং বসূনাং পবিত্রমসি সহস্রধারমিতি" ইতি। ভোঃ শাখাপবিত্র কুম্ভীমুখেঽবস্থাপিতং ত্বং প্রাণনিবাসহেতূনাং বসূনাং পবিত্রং শোধকমসি। ত্বদ্ব্যবধানেন তৃণপর্ণাদীনাং ক্ষীরেণ সহ কুম্ভ্যাং পততাং প্রতিবধ্যমানত্বাৎ। ন চ ক্ষীরমপ্যেবং প্রতিবধ্যেতেতি শঙ্কনীয়ং। সূক্ষ্মৈঃ পবিত্রচ্ছিদ্রৈঃ কুম্ভ্যাং পতন্তীনাং শতসহস্রসংখ্যানাং ক্ষীরধারাণাং সদ্ভাবাৎ। শোধকত্বমাদর্ত্তুং বসূনাং পবিত্রমসীতি দ্বিরুক্তিঃ। বসুশব্দার্থং ষষ্ঠ্যভিপ্রেতং সম্বন্ধবিশেষং চাহ—"বসূনাং পবিত্রমসীত্যাহ। প্রাণা বৈ বসবঃ। তেষাং বা এতদ্ভাগধেয়ং। যৎপবিত্রং। তেভ্য এবৈনৎকরোতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। ধনবাচিনা বসুশব্দেনেহ বিবক্ষিতানাং ক্ষীরাবয়বানাং প্রাণনিবাসলক্ষণজীবনহেতুত্বাৎ প্রাণরূপত্বং। শোধকং পবিত্রমিতি যদস্তি তৎপ্রাণানামেব সম্বন্ধি কুতঃ প্রাণার্থমেব হি সর্ব্বো জনঃ পিপীলিকামক্ষিকাদ্যপনয়নেন ক্ষীরশোধনং করোতি। শতসহস্রশব্দসূচিতমর্থমাহ—"শতধারং সহস্রধারমিত্যাহ। প্রাণেষ্বেবাঽয়ুর্দ্দধাতি সর্ব্বত্বায়" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। শতায়ুর্ভব সহস্রায়ুর্ভবেত্যাশীর্ব্বাদো লোকে প্রসিদ্ধঃ। স চাপমৃত্যুপরিহারেণাঽয়ুষঃ কার্ৎস্ন্যায় সম্পদ্যতে। গুণত্রয়বিশিষ্টং পবিত্রং বিধত্তে—"ত্রিবৃৎপলাশশাখায়াং দর্ভময়ং ভবতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। ক্রমেণ ত্রানর্থ দ নাহ—"ত্রিবৃদ্বৈ প্রাণঃ। ত্রিবৃতমেব প্রাণং মধ্যতো যজমানে দধাতি। সৌম্যঃ পর্ণঃ স্যাদিতি দ্বার। সাক্ষাৎপবিত্রং দর্ভাঃ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। প্রাণাপানব্যাননামকৈরূর্দ্ধাধোনবাবৃত্তিলক্ষণৈরবান্তরভেদৈঃ প্রাণবায়োস্ত্রিবৃত্ত্বং। কার্য্যে পলাশে কারণস্য সোমস্যানুগতিমানসাহতত্বং। তদর্থমেবাত্র পলাশশাখায়ামাদরঃ। দর্ভাস্তু সাক্ষাদেব শুদ্ধিহেতবো ন তু দ্রব্যান্তরসম্পাদনেন। এতচ্চ সন্ধ্যাবন্দনাদিশাস্ত্রেষু প্রসিদ্ধং। শাখাপবিত্রস্য নির্ম্মাণপ্রকারঃ সূত্রে দর্শিতঃ—"ত্রিবৃদ্দর্ভময়ং পবিত্রং কৃত্বা বসূনাং পবিত্রমসীতি শাখায়াম্‌ শাখয়ন্নস্যতি মূলে মূল্যাগ্রেঽগ্রাণি ন গ্রন্থিং করোতি" ইতি। তস্য শাখাপবিত্রস্য কালভেদেন কুম্ভীমুখে স্থাপনপ্রকারভেদং বিধত্তে—"প্রাক্‌সায়ংবিনিদধাতি। তৎপ্রাণাপানয়ো রূপং। তির্য্যক্‌ প্রাতঃ। তদ্দর্শস্য রূপং। দার্শ্যম্‌ হ্যেতদহঃ। অন্নং বৈ চন্দ্রমাঃ। অন্নং প্রাণা। উভয়মেবোপৈত্যজামিত্বায়। তস্মাদয়ম্‌ সর্ব্বতঃ পবতে" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। অমাবাস্যাদিনে সায়ংদোহে কুম্ভ্যা উপরি শাখাপবিত্রং প্রাগগ্রং পশ্চান্মূলং নিদধ্যাৎ। তথা সতি প্রাণাপানসদৃশং ভবতি। প্রাণবায়ুঃ পূর্ব্বরূপে মুখদ্বারে নিঃসরতি। অপানবায়ুঃ পশ্চিমরূপেঽধোদ্বারে মলং নিঃসারয়তি। তস্মাদস্তি সাদৃশ্যং। প্রতিপদি প্রাতর্দ্দোহে তির্য্যঙ্‌ নিদধ্যাৎ। প্রাগগ্রত্বস্য দীর্ঘত্বাদুদগগ্রত্বং তির্য্যক্ত্বং। তচ্চ দর্শনবিষয়েণ চন্দ্রেণ সদৃশং। দৃশ্যতে হি শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়াদিষু দক্ষিণোত্তরবর্ত্তিশৃঙ্গদ্বয়োপেতশ্চন্দ্রমাঃ। যদ্যপি প্রতিপদি ন দৃশ্যতে তথাঽপ্যেকয়া কলয়া চন্দ্রোৎপত্তেঃ শাস্ত্রসিদ্ধত্বেন দর্শনযোগ্যত্বাদেতদহশ্চন্দ্রদর্শনসম্বন্ধি ভবতি। ন চ চন্দ্রপ্রাণরূপত্বে প্রয়োজনাভাবঃ। তয়োরন্নরূপত্বেন সপ্রয়োজনত্বাৎ। ওষধীরনুগৃহ্লানশ্চন্দ্রমাস্ত-

দ্বারেণায়ং ভবতি। প্রাণস্থাপ্যন্নেনোপচীয়মানত্বাদন্নত্বং। তহ্যুভয়োরপি কালয়োঃ প্রাগগ্রত্বমেবাস্তু তাবতৈবান্নত্বসিদ্ধেরিতি চেৎ। নৈবং। অনালস্থায় বিলক্ষণয়োঃ প্রাগগ্রত্বোদগগ্রত্বয়োঃ কর্ত্তব্যত্বাৎ। যস্মাদালস্থমবশ্যং ত্যাজ্যং তস্মাদেবায়ং বায়ুরনলসঃ সর্ব্বেষু দেশেষু সর্ব্বেষু কালেষু পবতে॥

৪। "হুতঃ স্তোকো হুতো দ্রপ্সোঽগ্নয়ে বৃহতে নাকায় স্বাহা দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং।"—বৌধায়নঃ—"দোহ্যমানাননুমন্ত্রয়তে হুতঃ স্তোকো হুতো দ্রপ্সোঽগ্নয়ে বৃহতে নাকায় স্বাহা দ্যাবাপৃথিবীভ্যামিতি" ইতি। আপস্তম্বস্তু দুগ্ধস্য ক্ষীরস্য কুম্ভ্যাং শাখাপবিত্রে সেচনকালে বহিঃ পততাং বিন্দূনামভিমন্ত্রণে মন্ত্রং বিনিযুঙ্‌ক্তে—"হুতঃ স্তোকো হুতো দ্রপ্স ইতি বিপ্রুষোঽনুমন্ত্রয়তে" ইতি।

অল্পো বিন্দুঃ স্তোকঃ প্রৌঢ়ো বিন্দুর্দ্রপ্সঃ। তদুভয়ং নাকনাম্নে স্বর্গবাসিনে প্রৌঢ়ায়াগ্নয়ে হুতমস্তু। তথা দ্যাবাপৃথিবীভ্যামপি স্বাহা হুতমস্তু। অত্র হুতশব্দপ্রয়োগাদ্ধবিষ্টেন প্রতিতিষ্ঠতি। ততঃ স্কন্নদোষো ন ভবতীত্যাহ—"হুতঃ স্তোকো হুতো দ্রপ্স ইত্যাহ প্রতিষ্ঠিত্যৈ। হবিষোঽস্কন্দায়। ন হি হুত৺ স্বাহাকৃত৺ স্কন্দতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। হবিষোঽগ্নৌ প্রক্ষিপ্তত্বং হুতত্বং। দেবতোদ্দেশপূর্ব্বকত্যাগবাচকস্বাহাশব্দপ্রয়োগেন বিষয়ীকৃতত্বং স্বাহাকৃতত্বং। ন চ স্বাহাকারমন্তরেণ হবিষ্প্রক্ষেপো নাস্তীতি শঙ্কনীয়ং। বষট্‌কারেণাপি তৎপ্রক্ষেপাৎ। অত এব বাজসনেয়িনো বাগ্ধেনোরুপাস্তৌ সমামনন্তি "তস্যৈ দ্বৌ স্তনৌ দেবা উপজীবন্তি স্বাহাকারং চ বষট্‌কারং চ" (বৃ০৫-৮-১) ইতি। বিকল্পশ্চ তয়োঃ শাস্ত্রে চিন্তিতঃ। এবং চ সতি দ্বিধাঽপি দেবতামুপযুক্তয়োর্হুতস্বাহাকৃতয়োর্নাস্তি নাশদোষঃ। ন খলু লোকে কশ্চিদপি ভুক্তমন্নং নষ্টমিতি ব্রূতে। নাকীয়বিপ্রুষাঃ হোমমুপপাদয়তি—"দিবি নাকো নামাগ্নিঃ। তস্য বিপ্রুষো ভাগধেয়ং। অগ্নয়ে বৃহতে নাকায়েত্যাহ। নাকমেবাগ্নিং ভাগধেয়েন সমর্দ্ধয়তি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। নাকস্য ভাগঃ কথং দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং দত্ত ইত্যাশঙ্ক্য ন তয়োর্নাকবদ্ভোক্তৃত্বং কিং তু স্থিত্যাধারত্বেন পালকত্বমিত্যাহ—"স্বাহা দ্যাবাপৃথিবীভ্যামিত্যাহ। দ্যাবাপৃথিব্যোরেবৈনৎ প্রতিষ্ঠাপয়তি" (ব্রা০ কা০ ২ অ০ ৩) ইতি। সপবিত্রে কুম্ভে ক্ষীরসেচনং বিধত্তে—"পবিত্রবত্যানয়তি। অপাং চৈবৌষধীনাং চ রস৺ স৺সৃজতি। অথো ওষধীষ্বেব পশূন্ প্রতিষ্ঠাপয়তি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। বর্ষধারাভিরাগতানামপাং রসো দর্ভঃ। গোভির্ভক্ষিতানামোষধীনাং রসঃ ক্ষীরং। তদুভয়মত্র সংসৃষ্টং ভবত্যেব। কিং চ দর্ভোপলক্ষিতাস্বোষধীষু ক্ষীরোপলক্ষিতান্ পশূন্ প্রতিষ্ঠাপয়ত্যেব। দোহনকালে কুম্ভীস্পর্শনপূর্ব্বকং মৌনং বিধত্তে—"অন্বারভ্য বাচং যচ্ছতি। যজ্ঞস্য ধৃত্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। পবিত্রধারণং বিধত্তে—"ধারয়ন্নাস্তে। ধারয়ন্ত ইব হি দুহন্তি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। লোকে দোগ্ধারো বামহস্তেন বা জানুভ্যাং বা পাত্রং ধারয়ন্ত এব দুহন্তি। তথা পবিত্রং ধারয়ন্নেবাঽঽসীত। কুম্ভীস্পর্শপবিত্রধারণয়োর্ব্বিকল্পঃ সূত্রে দর্শিতঃ—"কুম্ভীমন্বারভ্য বাচং যচ্ছতি পবিত্রং বা ধারয়ন্নাস্তে" ইতি। গাং দুগ্ধ্বা কুম্ভীং প্রতি ক্ষীরমানয়ন্তং দোগ্ধারং পৃচ্ছেদিতি বিধত্তে—"কামধুক্ষ ইত্যাহাঽ-

তৃতীয়স্যৈ। ত্রয় ইমে লোকাঃ। ইমানেব লোকান্ যজমানো দুহে" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ৩) ইতি। বিদ্যমানানাং গবাং মধ্যে কাং গাং দুগ্ধবানসি। সোঽয়ং প্রশ্নস্তৃতীয়-লোকপর্য্যন্তঃ। গোর্ভূরাদিলোকরূপত্বাদ্গবাং ত্রিত্বেন লোকত্রয়দোহো লভ্যতে। দোগ্ধু-রুত্তরং বিধত্তে—"অমূমিতি নাম গৃহ্লাতি। ভদ্রমেবাঽসাং কর্ম্মাঽবিষ্করোতি" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ৩) ইতি। অমূমিত্যঙ্গুল্যা নির্দ্দিশ্য তদীয়ং ব্যাবহারিকং নাম গৃহ্লীয়াৎ। সন্তি হি গবাং ব্যবহারায় তত্তৎস্বামিভিঃ সঙ্কেতিতানি গঙ্গাযমুনাসরস্বতীত্যাদীনি নামানি। তত্তন্নামগ্রহণাদ্বহুক্ষীরপ্রদানলক্ষণমাসাং ভদ্রং কর্ম্মাঽবিষ্কৃতং ভবতি। অথবা মন্ত্রদ্বয়মচ্ছিদ্র-কাণ্ডে সমাম্নাতং—"কামধুক্ষঃ প্র ণো ব্রূহীন্দ্রায় হবিরিন্দ্রিয়ং" ইতি। "অমূং যস্যাং দেবানাং মনুষ্যাণাং পয়ো হিতং" ইতি চ। তয়োরত্র প্রশ্নোত্তরবাক্যাভ্যাং প্রতীকগ্রহণ-মস্তু। আপস্তম্বেন তয়োঃ পঠিতত্বাৎ॥

৫। "সা বিশ্বায়ুঃ সা বিশ্বব্যচাঃ সা বিশ্বকর্ম্মা।"—কল্পঃ—"অথ পুরস্তাৎ প্রত্যগানয়ন্তং পৃচ্ছতি কামধুক্ষ ইতি। অমূমিতীতরঃ প্রত্যাহ। তামনুমন্ত্রয়তে সা বিশ্বায়ুরিতি। দ্বিতীয়মানয়ন্তং পৃচ্ছতি কামধুক্ষ ইতি। অমূমিত্যেবেতরঃ প্রত্যাহ। তামনুমন্ত্রয়তে সা বিশ্বব্যচা ইতি। তৃতীয়মানয়ন্তং পৃচ্ছতি কামধুক্ষ ইতি। অমূমিত্যেবেতরঃ প্রত্যাহ। তামনুমন্ত্রয়তে সা বিশ্বকর্ম্মেতি" ইতি।

বিশ্বং কৃৎস্নমায়ুর্যস্যাঃ সা বিশ্বায়ুঃ। বিশ্বস্য ব্যচো ব্যাপ্তির্যস্যাঃ সা বিশ্বব্যচাঃ। বিশ্বানি কর্ম্মাণি যস্যাঃ সা বিশ্বকর্ম্মা। পৃথিব্যন্তরিক্ষদ্যুলোকাভিমানিদেবতানাং ক্রমেণোক্ত-গুণোপেতত্বাত্তদভেদেন গাবঃ স্তূয়ন্ত ইত্যমুং মন্ত্রাভিপ্রায়ং দর্শয়তি—"সা বিশ্বায়ুঃ সা বিশ্বব্যচাঃ সা বিশ্বকর্ম্মেত্যাহ। ইয়ং বৈ বিশ্বায়ুঃ। অন্তরিক্ষং বিশ্বব্যচাঃ। অসৌ বিশ্বকর্ম্মা। ইমানেবৈতাভির্লোকান্ যথাপূর্ব্বং দুহে" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ৩). ইতি। দুগ্ধ ইত্যর্থঃ। কিং চ বহুক্ষীরপ্রদানেন সন্তুষ্টা বিশ্বায়ুষ্ট্বাদিকমাশীর্ব্বাদং প্রযুঙ্ক্ত ইত্যভি-প্রায়ান্তরমাহ-—"অথো যথা প্রদাত্রে পুণ্যমাশাস্তে। এবমেবৈনা এতদুপস্তৌতি। তস্মাৎ প্রাদাদিত্যুন্নীয় বন্দমানা উপস্তবন্তঃ পশূন্দুহন্তি" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ৩) ইতি। যথা লোকে প্রভূতং ধনং দত্তবতে রাজ্ঞে চিরং জীবেত্যাশীর্ব্বাদং পুরোধাঃ করোতি। এবমেবৈতেন মন্ত্রেণ গাঃ স্তৌতি। যস্মাচ্ছাস্ত্রীয়দোহনে স্তুতিরাম্নায়তে তস্মাল্লৌকিকদোহনেঽপি প্রভূতং ক্ষীরং পূর্ব্বেদ্যুরদাদিতি নিশ্চিত্য হস্তেন বন্দমানা বাচা মম মাতা মম ভগিনী-ত্যেবং গাঃ স্তুবন্তো দুহন্তি। এতৎকাণ্ডগতেষু মন্ত্রেষ্বনাম্নাতং কঞ্চিন্মন্ত্রমুৎপাদ্য বিনি-যুঙ্ক্তে—"বহু দুগ্ধীন্দ্রায় দেবেভ্যো হবিরিতি বাচং বিসৃজতে। যথাদেবতমেব প্রসৌতি। দৈব্যস্য চ মানুষস্য চ ব্যাবৃত্ত্যৈ" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ৩) ইতি হে দোগ্ধস্ত্বমিন্দ্রায় তদনুচরেভ্যশ্চ দেবেভ্যঃ পর্য্যাপ্তং বহু ক্ষীরং সম্পাদয়িতু তিসৃভ্য উত্তরা গা দুগ্ধি। তত্র সমন্ত্রকং গোত্রয়দোহনমিন্দ্রার্থমমন্ত্রকমিতরগোদোহনং তদীয়ানুচরেভ্য ইতি যথাদেবতত্বং প্রভূতত্বেন মানুষদোহনাদ্ব্যাবৃত্তিঃ। কল্পে ত্বচ্ছিদ্রকাণ্ডোক্ত এব তৎসমানার্থো মন্ত্রো বিনিযুক্তঃ—"বহু দুগ্ধীন্দ্রায় দেবেভ্যো হব্যমাপ্যায়তাং পুনঃ। বৎসেভ্যো মনুষ্যেভ্যঃ পুনর্দোহায় কল্পতামিতি ত্রির্ব্বাচং বিসৃজেৎ" ইতি। ব্রাহ্মণেঽপ্যেতস্যৈব মন্ত্রস্য প্রতীকমস্তু। অর্থতো

নির্দ্দেশাদ্ধবিরিতি পদং পাঠভেদঃ। মন্ত্রাবৃত্তিং বিধত্তে—"ত্রিরাহ। ত্রিবত্যা হি দেবাঃ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। ত্রিরুক্তে সত্যত্ববুদ্ধির্দেবানাং তে ত্রিষত্যাঃ। মৌনং কুম্ভী-স্পর্শনং চ বিনৈব তিসৃভ্যোঽধিকা গা দোহয়েদিতি বিধত্তে—"অবাচংযমোঽনন্বারভ্যোত্তরাঃ। অপরিমিতামেবাবরুন্ধে" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। উত্তরাসামপি গবাং দোহনে বহুদেবসহিতায়েন্দ্রায়াপরিমিতং ক্ষীরং সম্পাদিতং ভবতি। তূষ্ণীমুত্তরা দোহয়িত্বেত্যমন্ত্রকদোহনং কল্পে দর্শিতং। পূর্ব্বপক্ষত্বেন দারুপাত্রং নিষেধতি—"ন দারুপাত্রেণ দুহ্যাৎ। অগ্নিবদ্বৈ দারু-পাত্রং। যদ্দারুপাত্রেণ দুহ্যাৎ। যাতযাম্না হবিষা যজেত" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। মন্থনেনাভিব্যজ্যমানোঽগ্নিঃ পূর্ব্বং গূঢ়ো দারুণি বর্ত্তত ইত্যগ্নিসহিতং দারুপাত্রং তত্রত্যেনাগ্নিনা ক্ষীরস্য স্বীকৃতত্বাদ্ধবিষো গতরসত্বং। সিদ্ধান্তরূপত্বেন তৎপাত্রং বিধত্তে—"অথো খল্বাহুঃ। পুরোডাশমুখানি বৈ হবীꣳষি। নেত হতঃ পুরোডাশꣳ হবিষো যামোঽস্তীতি। কামমেব দারু-পাত্রেণ দুহ্যাৎ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। পূর্ব্বে নিষেধবাদিনো হবিষস্তত্ত্বং ন জানন্তি। অতস্তদ্ব্যাবৃত্ত্যর্থমথোশব্দঃ। অভিজ্ঞাস্ত্বেবমাহুঃ। লোকে তাবদপূপৌদনাদীনাং ব্যঞ্জনত্বেন প্রাধান্যং দৃষ্টং দধিক্ষীরাদীনাং তু সহকারিত্বমেব। ততো যাগেষ্বপি পুরোডাশচরুমাংসান্যেব সারবন্তি হবীংষি ন তু পুরোডাশাদর্ব্বাচীনস্য ক্ষীরাদিহবিষঃ কশ্চিৎ-সারোঽস্তি যোঽগ্নিনা স্বীক্রিয়েত। তস্মাদ্দারুপাত্রদোহনং ন বিরুধ্যত ইতি। "যত্পর্ণ্য-পরি শিরো হরেৎ। প্রাণান্বিচ্ছিন্দ্যাৎ। অধোঽধঃ শিরো হরতি" ইত্যাদাবিব নেত হতঃ পুরোডাশমিতি বীপ্সা দ্বিতীয়া চ চরুপুরোডাশাদত্যন্তমর্ব্বাচীনস্যেত্যর্থে। পুনরপ্যন্যং পূর্ব্ব-পক্ষমাহ—"শূদ্র এব ন দুহ্যাৎ। অসতো বা এষ সম্ভূতঃ। যচ্ছূদ্রঃ। অহবিরেব তদিত্যাহুঃ। যচ্ছূদ্রো দোগ্ধীতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। অসতোঽধমা-বয়বাৎ পাদাজ্জাতঃ। রাদ্ধান্তমাহ—"অগ্নিহোত্রমেব ন দুহ্যাচ্ছূদ্রঃ। তদ্ধি নোৎপুনন্তি। যদা খলু বৈ পবিত্রমত্যেতি। অথ তদ্ধবিরিতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। অগ্নিহোত্রহবিষ উৎপবনাভাবান্নাস্তি শূদ্রস্পর্শশুদ্ধিঃ। ইদং তু হবিরুৎপবনস্য ত্রিরাবৃত্ত্যা পবিত্রমতিশয়েন প্রাপ্নোতীতি শুদ্ধমেব॥

৬। "সংপৃচ্যধ্বমৃতাবরীরূর্ম্মিণীর্মধুমত্তমা মন্দ্রা ধনস্য সাতয়ে।"—কল্পঃ—"দোহনেঽপ আনীয় সংক্ষালনমানয়তি সংপৃচ্যধ্বমৃতাবরীরূর্ম্মিণীর্মধুমত্তমা মন্দ্রা ধনস্য সাতয় ইতি" ইতি। ঋতশব্দেন সত্যবাচিনা জলেঽবশ্যম্ভাবিক্ষালনসামর্থ্যমুপলক্ষ্যতে। হে সামর্থ্যবত্য আপো যূয়ং কুম্ভীগতেন ক্ষীরেণ সংপৃক্তা ভবত। কীদৃশ্যো যূয়ং। উর্ম্মিমত্ত্বেনাত্যন্তমাধুর্য্যেণ হর্ষহেতু-ত্বেন চ ক্ষীরসদৃশ্যঃ। কিমর্থঃ সম্পর্কঃ? সাংনায্যলক্ষণধনলাভার্থঃ। সামর্থ্যোর্ম্মিমাধুর্য্যগুণোপ-ন্যাসাদত্র রসসম্পর্কো বিবক্ষিতঃ। ন তু দ্রব্যসম্পর্কমাত্রমিত্যাহ—"সংপৃচ্যধ্বমৃতাবরীরিত্যাহ। অপাং চৈবৌষধিনাং চ রসꣳ সꣳসৃজতি। তস্মাদপাং চৌষধীনাং চ রসমুপজীবামঃ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। দোহপাত্রক্ষালনেন স্বাদুতমোঽপাং রসঃ। কুম্ভীগতক্ষীর-স্বরূপমেব গোভির্ভক্ষিতানামোষধীনাং রসঃ। তদ্রসদ্বয়ং কুম্ভ্যাং সংসৃষ্টং। যস্মাদুভয়মেননং প্রশস্তং তস্মাদ্বয়ং সর্ব্বে তদুভয়মুপজীবামঃ। এতচ্চ লোকপ্রসিদ্ধং। ছন্দোগাস্তূভয়োপ-জীবনং বিশদীকৃত্যাঽমনন্তি—"অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎপুরীষং

ভবতি যো মধ্যমস্তন্মা৺সং যোঽণিষ্টস্তন্মনঃ। আপঃ পীতাস্ত্রেধা বিধীয়ন্তে তাসাং যঃ স্থবিষ্টো ধাতুস্তন্মূত্রং ভবতি যো মধ্যমস্তল্লোহিতং যোঽণিষ্ঠঃ স প্রাণঃ" (ছা০ ৬-৫-১) ইতি। ধন-লাভোক্তিপ্রয়োজনং দর্শয়তি—"মন্দ্রা ধনস্য সাতয় ইত্যাহ। পুষ্টিমেব যজমানে দধাতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি॥

৭। "সোমেন ত্বাঽতনচ্মীন্দ্রায় দধি।"—কল্পঃ—"অথৈনত্তপ্তোদগুদ্বাস্য শীতং কৃত্বা তিরঃ পবিত্রং দধ্নাঽতনক্তি সোমেন ত্বাঽতনচ্মীন্দ্রায় দধীতি" ইতি। হে ক্ষীর দধিরূপেণ সোমেন ত্বাঽতনচ্মি। তেনাঽতঞ্চনেন নিষ্পন্নং দধীন্দ্রায় হোষ্যতে। নম্বত্র সোমশব্দেন মুখ্যং সোমং পরিত্যজ্য কুতো দধ্যুপলক্ষ্যতে। ব্রাহ্মণান্তরবলাদিতি ব্রূমঃ। তত্র হ্যাতঞ্চনদ্রব্যবিশেষৈর্দ্দেবতাবিশেষাণাং প্রীতিং ব্রুবতি শ্রুতির্দ্দধ্ন ইন্দ্রপ্রিয়ত্বং দর্শয়তি—"যৎপূতীকৈর্ব্বা পর্ণবল্কৈর্ব্বাঽতঞ্চ্যাৎ সৌম্যং তদ্যৎকলৈ রাক্ষসং তদ্যত্তণ্ডুলৈর্ব্বৈশ্বদেবং তদ্যদা-তঞ্চনেন মানুষং তদ্যদ্দধ্না তৎসন্দ্রং তদ্দধ্নাঽতনক্তি সেন্দ্রত্বায়" ইতি। অত্রাঽতঞ্চনে মুখ্যং-দধিশব্দং পরিত্যজ্য গৌণস্য সোমশব্দস্যোপাদানে প্রয়োজনমাহ—"সোমেন ত্বাঽতনচ্মীন্দ্রায় দধীত্যাহ। সোমমেবৈনৎকরোতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। সাংনাষ্যস্য সোমীকরণং প্রয়োজনং তস্যাপি প্রয়োজনমাহ "যো বৈ সোমং ভক্ষয়িত্বা। সম্বৎসর৺ সোমং ন পিবতি। পুনর্ভক্ষ্যোঽস্য সোমপীথো ভবতি। সোমঃ খলু বৈ সাংনাষ্যং। য এবং বিদ্বান্ সাংনাষ্যং পিবতি। অপুনর্ভক্ষ্যোঽস্য সোমপীথো ভবতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। সোমপীথঃ পাতব্যত্বেন বিহিতঃ সোম ইত্যর্থঃ। অগ্নিষ্টোমমনুষ্ঠায় সম্বৎসর-মতিবাহ্য যঃ সোমযাগং ন করোতি তেনাবশ্যমসৌ কর্ত্তব্যঃ। "বসন্তে বসন্তে জ্যোতিষা যজেত" ইতি তদ্বিধানাৎ। যদি দ্রব্যাভাবাদিনিমিত্তেন ন প্রতিপদ্যেত তদা তদ্ভাবনয়া সোমী-কৃতং সাংনাষ্যং পিবতস্তদ্বৈকল্যং পরিহ্রিয়তে। অস্তি হ্যনুষ্ঠাতুমশক্তস্য সর্ব্বত্র ভাবনায়া তৎ-পূর্ত্তিঃ। অত এব বৃহদারণ্যকে সৃষ্টিপ্রকরণে ব্রহ্মচারিণো গার্হস্থ্যধর্ম্মং বাঞ্ছতস্তদসম্ভবে সত্যুপাসনয়া তৎপূর্ত্তিরাম্নায়তে—"একাকী কাময়েত জায়া মে স্যাদথ প্রজায়েয়াথ বিত্তং মে স্যাদথ কর্ম্ম কুর্ব্বীয়েতি স যাবদপ্যেতেষামেকৈকং ন প্রাপ্নোত্যকৃৎস্ন এব তাবন্মন্যতে তস্যো কৃৎস্নতা মন এবাস্যাঽত্মা বাগ্জায়া প্রাণঃ প্রজা চক্ষুর্ম্মানুষং বিত্তং চক্ষুষা হি তদ্বিন্দতে শ্রোত্রং দৈব৺ শ্রোত্রেণ হি তচ্ছৃণোত্যাত্মৈবাস্য কর্ম্মাঽত্মনা হি কর্ম্ম করোতি" (বৃ০ ১-৪-১৭) ইতি। আত্মা দেহঃ। বেদগম্যং মন্ত্রাদিকং দৈবং বিত্তং। অতঃ সোমভাবনয়া বৈকল্য-পরিহারো যুজ্যতে। কুম্ভ্যাঃ পিধানায় পাত্রবিশেষং বিধত্তে—"ন মৃন্ময়েনাপি দধ্যাৎ। যন্মৃ-ন্ময়েনাপি দধ্যাৎ। পিতৃদেবত্য৺ স্যাৎ। অয়স্পাত্রেণ বা দারুপাত্রেণ বাঽপি দধাতি। তদ্ধি সদেবং" [ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৩] ইতি। পিতৃণাং মৃৎপাত্রমুদকুম্ভশ্রাদ্ধাদৌ সিদ্ধং। দারুপাত্রস্য সদেবত্বং দোহনপাত্রাবগতং মন্ত্রান্তরাদ্বা। তত্রৈবমাম্নায়তে—"অমৃন্ময়ং দেব-পাত্রং যজ্ঞস্যাঽয়ুষি প্রযুজ্যতাং" ইতি। অয়স্পাত্রস্যাপ্যেতদ্দ্রষ্টব্যং। পিধানপাত্রস্য সোদকত্বং বিধত্তে—"উদন্বদ্ভবতি। আপো বৈ রক্ষোঘ্নীঃ। রক্ষসামপহত্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। স্বাভিমানিদেবতামুখেনাপাং রক্ষোঘ্নত্বং। পিধানায় মন্ত্রমুৎপাদ্য ব্যাচষ্টে—"অদস্তমসি বিষ্ণবে ত্বেত্যাহ। যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ। যজ্ঞায়ৈবৈনদদস্তং করোতি" [ব্রা০ কা০ ৩

প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। অদন্তমনুপক্ষীণং কল্পে তু প্র কমিদমিত্যভিপ্রেত্যাচ্ছিদ্রকাণ্ডমন্ত্রো বিনিযুক্তঃ—"অথৈনত্বদন্বতা কঙ্সেন চমসেন বাঽপি দধাতি—অদন্তমসি বিষ্ণবে ত্বা যজ্ঞায়াপিদ ধাম্যহং। অদ্ভিরিরিক্তেন পাত্রেণ যাঃ পূতাঃ পরিশেরতে" ইতি। প্রথমপক্ষে হে সাংনায্য বিষ্ণবে ত্বাঽপি দধামীত্যধ্যাহারঃ॥

৮। "বিষ্ণো হব্যঙ্ রক্ষস্ব।"—কল্পঃ—"অথৈতত্বপরীব নিদধাতি যত্র গুপ্তং মন্যতে বিষ্ণো হব্যঙ্ রক্ষস্বেতি" ইতি। অত্র রক্ষণার্থমেব বিষ্ণুসম্বোধনং ন ত্বিন্দ্রবদ্ধবিঃস্বীকারায়েত্যমুমভিপ্রায়ং বিশদয়তি—"বিষ্ণো হব্যঙ্ রক্ষস্বেত্যাহ গুপ্ত্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। শাখাবর্হিষোরিব সাংনায্যেঽপি বিধত্তে—"অনধঃ সাদয়তি। গর্ভাণাং ধৃত্যা অপ্রপাদায়। তস্মাদ্গর্ভাঃ প্রজানামপ্রপাদুকাঃ। উপরীব নিদধাতি। উপরীব হি সুবর্গো লোকঃ। সুবর্গস্য লোকস্য সমষ্ট্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—

"শুন্ধ সাংনায্যপাত্রাণি প্রোক্ষ্য মাতেতি কুম্ভিকাং।
সংস্থাপ্যাগ্নৌ বসূ শাখাপবিত্রং তত্র নিক্ষিপেৎ॥ ১॥
হুত বিন্দূন্সেতি গাশ্চ দুগ্ধাস্তিস্রোঽভিমন্ত্রয়েৎ।
সম্পৃ সংক্ষালনং ক্ষিপ্ত্বা সোমে দধ্নাঽতনক্তি হি।
বিষ্ণোঽনধো দধাত্যস্মিংস্তৃতীয়ে দশ বর্ণিতাঃ॥ ২॥

অথ মীমাংসা।

তত্র তৃতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে বিচারিতং—

"শুন্ধধ্বমিতি মন্ত্রোঽয়ং পৌরাডাশিকশোধনে।
সাংনায্যপাত্রশুদ্ধৌ বা প্রথমোঽস্তু সমাখ্যয়া॥
পৌরোডাশিকমিত্যত্র প্রকৃত্যা তদ্ধিতেন বা।
সন্নিধ্যনুক্তিতঃ কল্প্যঃ ক্লৃপ্তত্বাচ্চরমঃ ক্রমাৎ" ইতি॥

"শুন্ধধ্বং দৈব্যায় কর্ম্মণে" ইত্যয়ং মন্ত্রঃ পৌরোডাশিকমিতি যাজ্ঞিকৈঃ সমাখ্যাতে কাণ্ডে পঠিতত্বাৎ সমাখ্যয়া পুরোডাশকাণ্ডোক্তানামুলূখলজুহ্বাদীনাং শোধনেঽঙ্গমিতি চেৎ। মৈবং। পৌরোডাশিকমিতি সমাখ্যায়াং প্রকৃতিঃ পুরোডাশমাত্রমভিধত্তে। তদ্ধিতপ্রত্যয়শ্চ তৎসম্বন্ধিকাণ্ডং। ন চৈতাবতা পুরোডাশপাত্রাণাং মন্ত্রসন্নিধিঃ প্রত্যক্ষো ভবতি কিং ত্বর্থাপত্ত্যা কল্প্যতে। যদ্যুক্তঃ সন্নিধির্ন স্যাত্তদা মন্ত্রগ্রন্থস্য পৌরোডাশিকসমাখ্যা ন স্যাৎ। ন হ্যগ্নাবসন্নিহিতানামিষে ত্বাদিমন্ত্রাণামাগ্নেয়কাণ্ডসমাখ্যা ভবতি। সন্নিহিতানাং তু "যুঞ্জানঃ প্রথমং" ইত্যাদিমন্ত্রাণাং ভবত্যেষা সমাখ্যা। তস্মাৎকাণ্ডসমাখ্যয়া সন্নিধিং পরিকল্প্য তৎসন্নিধ্যন্যথানুপপত্ত্যা পরস্পরাকাঙ্ক্ষারূপং পৌরোডাশিকপাত্রপ্রকরণং কল্পয়িত্বা তদ্বারা বাক্যলিঙ্গশ্রুতীঃ কল্পয়িত্বা তয়া শ্রুত্যা বিনিয়োগ ইতি সমাখ্যায়া বিপ্রকর্ষঃ। সাংনায্যপাত্রাণাং শোধনমন্ত্রসন্নিধিস্তু প্রত্যক্ষঃ। ইধ্মাবর্হিঃসম্পাদনস্য মুষ্টিনির্ব্বাপস্য চান্তরালং সাংনায্যপাত্রাণাং দেশঃ। উক্তমন্ত্রশ্চেধ্মাবর্হির্নির্ব্বাপবিষয়য়োর্ম্মন্ত্রানুবাকয়োর্ম্মধ্যমেঽনুবাকে পঠ্যতে। তেন চ প্রত্যক্ষসন্নিধিনা প্রকরণাদীনাং চতুর্ণামেব কল্পনাৎ সন্নিধিঃ সন্নিকৃষ্যতে। তস্মাৎ ক্রমেণ সমাখ্যাং বাধিত্বা সাংনায্যপাত্রশোধনশেষো মন্ত্র ইত্যয়ং চরমঃ পক্ষোঽভ্যুপেতব্যঃ। তস্মিন্নেবাধ্যায়ে ষষ্ঠপাদে বিচারিতং—"শাখাচ্ছেদাদয়ো

দোহধর্ম্মাঃ সায়ং ব্যবস্থিতাঃ। প্রাতশ্চ সন্তি বা সায়ং স্থানাত্তে পূর্ব্ববৎ স্থিতাঃ॥ আনর্থক্য-প্রতিহতিঃ পূর্ব্ববন্নৈব বিদ্যতে। বলিনোঽতঃ প্রকরণাৎ প্রাতর্দ্দোহেঽপি সন্তি তে" ইতি॥

দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে পলাশশাখাছেদনং তয়া শাখয়া বৎসাপাকরণমিত্যাদয়ো দোহধর্ম্মাঃ সমাম্নাতাঃ। দোহৌ চ দ্বৌ বিদ্যেতে। অমাবাস্যায়াং রাত্রাবেকো দোহঃ। প্রতিপদি প্রাতরপরো দোহঃ। তত্র পূর্ব্বন্যায়েন স্থানবলাৎ প্রাথমিকে সায়ংদোহে প্রথমশ্রুতাস্তে ধর্ম্মা ব্যবতিষ্ঠন্ত ইতি চেৎ। মৈবং। বৈষম্যাৎ। পূর্ব্বত্র হি সোমে বিশসনাদিধর্ম্মাণামনন্বয়াৎ প্রকরণমানর্থক্যপ্রতিহতং। অতোঽগ্নীষোমীয়পশৌ স্থানবলাত্তে ধর্ম্মা ব্যবস্থিতাঃ। ইহ তু নাস্ত্যানর্থক্যপ্রতিহতিঃ। ততঃ প্রকরণেন স্থানং বাধিত্বা দ্বয়োর্দ্দোহয়োস্তে ধর্ম্মা অভ্যুপেয়াঃ। দশমাধ্যায়স্যাষ্টমে পাদে বিচারিতং—

"স্বাহেত্যুক্তির্দ্দর্ব্বিহোমে সংহারঃ স্যান্ন বাঽগ্রিমঃ।
পূর্ব্বন্যায়ান্ন তন্মন্ত্রে স্বাহাকারাবিধিত্বতঃ॥
বিধিত্বেঽপি নিয়ত্যৈ স্যান্ন ব্যত্যাসবষট্‌কৃতী।
হোমান্তরে বষট্‌কারস্বাহাকারবিকল্পনং" ইতি॥

অনারভ্য শ্রূয়তে—"বষট্‌কারেণ স্বাহাকারেণ বা দেবেভ্যোঽন্নং প্রদীয়তে" ইতি। দর্ব্বিহোমবিশেষে শ্রূয়তে—"পৃথিব্যৈ স্বাহাঽন্তরিক্ষায় স্বাহা" ইতি। তত্র পূর্ব্বাধিকরণে যথাঽনারভ্যবিহিতস্য সাপ্তদশ্যস্য প্রাকরণিকেন সাপ্তদশ্যবিধিনোপসংহারে সতি বিকৃত্যন্তরে সাপ্তদশ্যং নাস্তি তথেহাপ্যনারভ্যবাদেন বিহিতস্য স্বাহাকারস্য দর্ব্বিহোমপ্রকরণপঠিতমন্ত্রগতেন স্বাহাশব্দেনোপসংহারে সতি হোমান্তরেষু নাস্তি স্বাহাকার ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—"পৃথিব্যৈ স্বাহা" ইতি মন্ত্রপাঠোঽয়ং। ন ত্বত্র স্বাহাকারোঽনারভ্যাধীতব্রাহ্মণবাক্যেনৈব বিধীয়তে। ন খলু "যমাদিত্যা অ৩্শুমাপ্যায়য়ন্তি" ইত্যাদিযাজ্যামন্ত্রগতাদিত্যাদিশব্দাঃ কস্যচিদর্থস্য বিধায়কা দৃষ্টাঃ। যথা সিদ্ধার্থবাচকাদিত্যশব্দো ন বিধত্তে যথা বা ক্রিয়াবাচিত্বেঽপি বর্ত্তমানার্থ আপ্যায়য়ন্তীতি ন বিধায়কস্তথা বৈদিকহবির্ব্বিষয়ো দেবস্য দত্তমিত্যস্মিন্নর্থে বর্ত্তমানঃ স্বাহাশব্দো নোচ্চারণং বিদধাতি। তথা সত্যুপসংহার্য্যোপসংহারকয়োরেকবিষয়ত্বশঙ্কায়া অপ্যভাবান্নাস্ত্যেবাত্র পূর্ব্বন্যায়ঃ। ননু প্রকরণাদিনা মন্ত্রস্য হোমে বিনিযুক্তত্বাৎ স্বাহাকার-বিধিরর্থাল্লভ্যত ইতি চেৎ, এবমপি ব্রাহ্মণবাক্যেন পক্ষেঃ প্রাপ্তঃ স্বাহাকারো নিয়ম্যতে—অস্মিন্নপ্যপহোমে স্বাহাকারেণৈবান্নং প্রদীয়ত ইতি। ততঃ পাক্ষিকো বষট্‌কারোঽর্থান্নি-বর্ত্ততে। কিং চ পুরস্তাৎস্বাহাকারা বা অন্যে দেব উপরিষ্টাৎ স্বাহাকারা অন্য ইতি ব্রাহ্মণোক্তন্যায়েন স্বাহা পৃথিব্যা ইত্যপি পাঠঃ পক্ষে প্রাপ্নোতি। তত্র "পৃথিব্যৈ স্বাহা" ইত্যেব পঠেদিতি নিয়ম্যতে। অর্থাদ্ব্যত্যাসো নিবর্ত্ততে। তস্মাদবিধিত্ববিধিত্বয়োরুপসংহারা-ভাবেন হোমান্তরেষ্বনারভ্য বিহিতো বষট্‌কারস্বাহাকারবিকল্পঃ সুস্থিতো ভবতি। এবং চ সতি "হুতঃ স্তোকঃ" "স্বাহা দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং" ইতি মন্ত্রাংশাভ্যাং সূচিতস্য স্বাহাকারবি-কল্পস্য ন কদাচিদপ্যনুপপত্তিঃ। প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে কিঞ্চিদ্বিচারিতং—

"তেন হ্যন্নমিতি প্রোক্তো বাদো হেতুরুত স্তুতিঃ।
হিনা শ্রুতা হেতুতাঽতঃ শূর্পাদন্যচ্চ সাধনং॥

শূর্পসাধনতা শ্রৌতী নাশ্রৌতৈঃ সা বিকল্প্যতে।
অতো নিরর্থকো হেতুঃ স্তুতিস্তু স্যাৎ প্রবর্ত্তিকা" ইতি ॥

ইদমাম্নায়তে—"শূর্পেণ জুহোতি তেন হ্যন্নং ক্রিয়তে" ইতি। অয়মর্থবাদো বিধেয়শূর্পে হেতুত্বেনান্বেতি। হিশব্দস্য হেতুবাচিত্বাৎ। যস্মাদন্নসাধনং তস্মাচ্ছূর্পেণ হোতব্যমিত্যুক্তে যদ্যদন্নসাধনং দর্ব্বীপিঠরাদিকং তেন সর্ব্বেণ হোতব্যমিতি লভ্যতে। ততঃ পিঠরাদয়ঃ শূর্পেণ সহ বিকল্প্যন্ত ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—শূর্পস্য হোমসাধনত্বং শ্রৌতং তৃতীয়য়া তদবগমাৎপিঠরাদীনাং ত্বানুমানিকমতোঽসমানবলত্বান্ন বিকল্পো যুক্তস্ততো হেতুর্ব্যর্থঃ। স্তুতিস্তু প্ররোচনায়োপযুক্তা। তস্মাৎস্তুতিত্বেনান্বয়ঃ। অনেনৈব ন্যায়েন প্রকৃতেঽপি "অগ্নিহোত্রমেব ন দুহ্যাচ্ছূদ্রঃ। তদ্ধি নোৎপুনন্তি" ইত্যত্র হিশব্দস্য হেতুত্বাত্তত্র যত্র নাস্ত্যুৎপবনং তত্র তত্র শূদ্রস্পর্শো নিষিদ্ধ ইতি ব্যাপ্তৌ সত্যামুৎপবনরহিতানাং ব্রীহিযবাদীনাং কদাচিচ্ছূদ্রেণ স্পৃষ্টানাং যাগযোগ্যত্বং ন স্যাদিতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। তদ্ধি নোৎপুনন্তীত্যস্যার্থবাদস্য স্তাবকত্বেন হেতুপ্রতিপাদকত্বাভাবান্নোক্তো দোষ ইতি রাদ্ধান্তঃ॥

অথ ব্যাকরণং।

শুন্ধধ্বমিত্যত্র ধাতুরুদাত্তঃ। শপ্ প্রত্যয়ঃ পিত্বাদনুদাত্তঃ। অদুপদেশাত্তুত্তরং লসার্ব্বধাতুকমপ্যনুদাত্তং। দৈব্যশব্দো যঞন্তত্বেন অনিত্যাদিরিত্যাদ্যুদাত্তঃ। মাতরিশ্বশব্দো ধিষণেতিবন্মধ্যোদাত্তঃ। ঘর্ম্মোঽসীত্যোকারস্যোদাত্তানুদাত্তয়োরোকারাকারয়োঃ স্থানে পতিতত্বাদেকাদেশস্বরেণ নিত্যমুদাত্তত্বে প্রাপ্তে তদপবাদঃ "স্বরিতো বাঽনুদাত্তেঽপদাদৌ" (পা০ ৮-২-৬) উত্তরপদস্যাঽদাবনুদাত্তে পরত উদাত্তানুদাতয়োর্য্য একাদেশঃ স বিকল্পেন স্বরিতঃ স্যাদিত্যোকারঃ স্বরিতঃ। পৃথিব্যসীত্যত্র "উদাত্তস্বরিতয়োর্য্যণঃ স্বরিতোঽনুদাত্তস্য" (পা০ ৮-২-৪) উদাত্তস্য বা স্বরিতস্য বা স্থানে যো যণ্ তস্মাত্তুত্তরস্যানুদাত্তস্য স্বরিতঃ স্বাদিত্যকারঃ স্বরিতঃ। বিশ্বস্য ধায়ো ধারণং যস্যা বৃষ্টেঃ সা বিশ্বধায়াঃ। তত্র পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরঃ প্রাপ্তঃ। বিশ্বশব্দশ্চ স্বত আদ্যুদাত্তঃ। বিশ্বে দেবা ঋতাবৃধ ইত্যাদৌ দর্শনাৎ। ইহ তু "বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়াং" (পা০ ৬-২-১০৬) ইতি বিশ্বমিত্যেতৎপূর্ব্বপদমন্তোদাত্তং। পরমশব্দো নপুংসকলিঙ্গোঽপি নিত্যনপুংসকত্বাভাবাৎফিট্স্বরেণান্তোদাত্তঃ। দৃংহস্বেত্যত্র পৃথগ্বাক্যত্বেন পদাৎপরত্বাভাবান্ন নিঘাতঃ। কিং তু ধাতুস্বরশপ্স্বরলসার্ব্বধাতুকস্বরাঃ। পরমেণ ধাম্না দৃংহস্বেত্যেকবাক্যত্বেঽপি দৃংহস্ব মা হ্বাশ্চেতি সমুচ্চয়বিবক্ষয়া চকারস্য লুপ্তত্বেন "চাদিলোপে বিভাষা" (পা০ ৮-১-৬৩) ইতি নিঘাতস্য বিকল্পো দ্রষ্টব্যঃ। বসুশব্দো বৃষাদিঃ। পবিত্রমিত্যত্র "পুবঃ সংজ্ঞায়াং" (পা০ ৩-২-১৮৫) ইতি পূঙ্ধাতোরিত্র প্রত্যয়ে সতীকার উদাত্তঃ। শতধারশব্দঃ শতবল্শশব্দবৎ। দ্রপ্সোঽগ্নয় ইত্যত্র ঘর্ম্মোঽসীতিবদোকারঃ স্বরিতঃ। বৃহন্মহতোরুপসংখ্যানমিতি বৃহচ্ছব্দাত্তুত্তরস্যা অজাদিবিভক্তেরুদাত্তত্বং। কং সুখমকং দুঃখং তন্ন বিদ্যতে যস্যাসৌ নাকঃ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরঃ। স্বাহাশব্দো নিপাতঃ। দ্যাবাপৃথিবীশব্দস্য "দেবতাদ্বন্দ্বে চ" (পা০ ৬-২-১৪১) ইত্যুভয়পদপ্রকৃতিস্বরত্বাদাদ্যন্তাবুদাত্তৌ। বিশ্বধায়া ইতিবদ্বিশ্বায়ুরিত্যাদয়ঃ। ঋতাবরীরামন্ত্রিতত্বান্নিঘাতঃ। উর্ম্মিশব্দস্য ফিট্স্বরঃ। ঙীবনুদাত্তঃ। মধুশব্দো

বৃষাদিঃ। মতুপ্ তনপাবনুদাত্তৌ। ধনশব্দো নপুংসকস্বরঃ। সোমেন্দ্রবিষ্ণুশব্দাঃ বৃষাদিগতাঃ। হবস্ত হোমস্ত যোগ্যং হব্যং প্রত্যয়স্বরঃ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়সংহিতা-ভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রপাঠকে তৃতীয়োঽনুবাকঃ॥ ৩॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যপাঠে মন্ত্রে যে জটিলতা উপলব্ধি হয়, তন্নিরাশার্থে প্রথমতঃ আমরা মন্ত্রের প্রয়োগ সম্বন্ধে ভাষ্যকারের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। ভাষ্যকার প্রথমেই বলিয়াছেন, —প্রথম ও দ্বিতীয় অনুবাকে, অমাবস্যা দিনে কর্ত্তব্যের বিষয় উক্ত হইয়াছে। তৃতীয় রাত্রিতে দোহের বিষয় পরিবর্ণিত। প্রতিপদ তিথিতেই দর্শপূর্ণমাস ইষ্টি সম্পাদনের বিধি। কিন্তু পর্ব্বেতে এধ্ম ও বর্হিঃ সম্পাদন করিতে হয়। তাহার পর যজ্ঞাদি সূচনা হইয়া থাকে। যজ্ঞারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদি স্থাপনও কর্ত্তব্য। এতদ্দ্বারা পূর্ব্বাহ্নেই দেবতাপরিগ্রহের বিধি কথিত হইয়াছে। যজমানকাণ্ডে তাহার প্রকার-বিষয় পরিদৃষ্ট হয়। 'যৎ কৃষ্ণো রূপং কৃত্বা' —ইহাই হইল এধ্ম মন্ত্র। এতদ্বিষয় অন্যত্রও আম্নাত হইয়াছে। তার পর, দোহনার্থ কুম্ভীদ্বয় ধারণ করিবার বিধি। তৎসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে ; যথা,—'প্রজাপতি যজ্ঞ সৃষ্টি করেন। উখ দ্বারা তাহা অস্রংসিত হয়। যজ্ঞ ও প্রজাপতি অভিন্ন। সেই যজ্ঞ উখ দ্বারা নিষ্পন্ন হয় এবং উখেই যজ্ঞের অবস্থিতি। দর্শেষ্টিও যজ্ঞপদবাচ্য। দধি ও পয়ঃ দ্বারা সে যজ্ঞ সম্পাদিত হয়। যজ্ঞসম্বন্ধি কুম্ভ বিনষ্ট হইলে, যজ্ঞের বিনাশ এবং সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞের স্রষ্টা প্রজাপতিও বিনষ্ট হন। যথারীতি কুম্ভ সম্পাদিত হইলে যজ্ঞ সুসম্পাদিত হয়। ফলে প্রজাপতিরও বিনাশ হয় না। ইত্যাদি—

এইরূপ অনুক্রমণ করিয়া ভাষ্যকার প্রথম মন্ত্রে 'পাত্রাদি', দ্বিতীয় মন্ত্রে কুম্ভ, তৃতীয় মন্ত্রে কুম্ভের উপর স্থাপিত-শা । পবিত্র, ষষ্ঠ মন্ত্রে তপ, সপ্তম মন্ত্রে ক্ষীর প্রভৃতি সম্বোধন পদ অধ্যাহার করিয়াছেন। তদনুসারে ভাষ্যে এই তৃতীয় অনুবাকের মন্ত্র-সমূহের যে ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে, প্রসঙ্গক্রমে, প্রতি মন্ত্রের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে, তাহা বিবৃত করিতেছি। তাহাতে, মন্ত্রের গূঢ় লক্ষ্য স্পষ্টীকৃত হইবে।

আমাদের মতে প্রথম মন্ত্রের লক্ষ্য—হৃদয়ের সদসৎবৃত্তিসমূহ। মন্ত্রে বলা হইতেছে,— 'দেবতার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলে, দেবকার্য্যে বিনিযুক্ত হইতে পারিলে, তোমরা উভয়েই শুদ্ধভাব প্রাপ্ত হইবে। অতএব সৎই হও, আর অসৎই হও, হে আমার উভয়বিধ বৃত্তি, তোমরা উভয়েই ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। অশুদ্ধভাব—অসৎকর্ম্ম—তাহাতে পরাহত হইবে। তদ্দ্বারা সকলই শুদ্ধভাবে পরিণত হইয়া আসিবে।' পাপ পুণ্য সদসৎ উভয় ভাব-প্রবাহের মধ্যেই মানুষ ভাসমান রহিয়াছে। কিন্তু মানুষ যদি ভগবৎপদাঙ্কানুসারী হয়, তাহার পাপ প্রক্ষালিত হইয়া পুণ্যজ্যোতিঃই প্রকাশ পাইবে। মন্ত্রের ইহাই মর্ম্মার্থ। মন্ত্র বলিতেছে,—'তুমি যে অবস্থায়,

যে ভাবেই উপনীত হও না কেন, ভগবৎ-সেবায় নিবিষ্টচিত্ত ও অনুরক্ত হও; তোমার শ্রেয়ঃ লাভে কোনই বিঘ্ন ঘটিবে না।' ভাষ্যকারের মতে, মন্ত্রে যজ্ঞপাত্রসমূহের সম্বোধন আছে। পাত্র-সমূহের দ্বারা দেবযজ্ঞ সাধিত হয় এবং দেবকর্ম্মে তাহাদের নিয়োগ আছে বলিয়া, সেই মন্ত্রের দ্বারা পাত্র-সমূহ পরিশুদ্ধ করিবার বিধি। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে—'হে পাত্রসমূহ! তোমরা দেবযজ্ঞে দেবতার কার্য্যে বিনিযুক্ত হইবে; সুতরাং তোমরা শুদ্ধতা প্রাপ্ত হও।' গার্হপত্যে তৃণ আস্তীর্ণ করিয়া তাহার উপরিভাগে দোহযোগ্য স্থালিচতুষ্টয় অথবা দোহনসাধন দারুপাত্র-চতুষ্টয় স্থাপনান্তর এই মন্ত্রে তদুপরি তিন বার উদক প্রক্ষেপ করিবার বিধি সূত্র-গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। এই কর্ম্মপদ্ধতির অনুসরণেই ভাষ্যকার মন্ত্রের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন বলিয়া মনে করি।

দ্বিতীয় মন্ত্রে ভাষ্যকার কুম্ভকে আহ্বান করা হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তদনুসারে মন্ত্রের যে অর্থ হইয়াছে, ভাষ্যেই তাহার আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—হে কুম্ভ! তোমার অভ্যন্তরে বায়ুসঞ্চার-স্থান আছে। সেইজন্য তুমি দীপক হও। অতএব অন্তরিক্ষলোক যেরূপ, তুমিও সেইরূপ।' দ্যুলোক হইতে ভূলোকে বৃষ্টি পতিত হয়। সেই বৃষ্টির জলে মৃত্তিকা আর্দ্র হইলে, সেই মৃত্তিকায় কুম্ভ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। অতএব কুম্ভ ভূলোক ও দ্যুলোকের স্বরূপ। কুম্ভের অভ্যন্তর বিশদ অর্থাৎ প্রশস্ত। তাহাতে বহু ক্ষীর ধরিয়া থাকে। সেই জন্য কুম্ভ বিশ্বধারক ও বৃষ্টির স্বরূপ হয়। কুম্ভ ত্রিলোকধারণে সমর্থ। 'অতএব হে কুম্ভ! তুমি দৃঢ় হও—ভগ্ন হইও না।' ঘর্ম্ম শব্দ অন্তরিক্ষবাচী। ইত্যাদি।

যাহা হউক, এ মন্ত্রে আমরা কুম্ভকে আহ্বানের কোনই কারণ দেখিতে পাই না। আমরা মনে করি, এখানে সেই সর্ব্বকারণকারণ পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়াই প্রার্থনা জানান হইয়াছে। যজ্ঞের আনুষঙ্গিক ক্রিয়াদিতে মন্ত্র যে ভাবেই প্রযুক্ত হউক, মন্ত্রের লক্ষ্য কিন্তু সেই একমাত্র পরাৎপর পরমেশ্বর। যজ্ঞের প্রতি অঙ্গে, অনুষ্ঠানের প্রতি স্তরে, ভগবানকেই যে স্মরণ করা হয়, তাঁহারই নিকট যে প্রার্থনা জানান হয়, এ সকল মন্ত্রের যজ্ঞাঙ্গে প্রয়োগে সেই ভাবই দ্যোতনা করিতেছে। মন্ত্রে 'বিশ্বধায়া' পদ আছে, 'পরমেণ ধাম্না' আছে, 'মাতরিশ্বনো ঘর্ম্ম' আছে। এই সকল অংশে কি কুম্ভকে লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিতে পারি? ভাষ্যকার এতৎপ্রসঙ্গে যত যুক্তিই প্রদর্শন করুন, ঐ বিশেষণ-কয়েকটীর বিষয় অনুধাবন করিলেই সে সকল যুক্তির দৃঢ়তা দূর হইবে। আমাদের মনে হয়, যজ্ঞ-কর্ম্মে কুম্ভ, স্থালী, কুশ, হবনীয় ঘৃতাদি অবশ্যপ্রয়োজনীয় বলিয়া, ভাষ্যকার উক্ত কুম্ভ প্রভৃতিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। হয় তো তাহাদের তখন কল্পনায়ই আসে নাই যে, দেশকালপাত্রভেদে মানুষের লক্ষ্য, সাধারণ কুম্ভস্থাল্যাদির প্রতিও আকৃষ্ট হইতে পারে,—তাঁহাদের ভাবের গভীর অর্থ মানুষ সহসা ধারণা করিতে পারিবে না। তিনি বিশ্বেশ্বর; তিনি কোথায় নাই? চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি কুশের মধ্যেও তাঁহার বিদ্যমানতা অবলোকন করিতে পারিবেন, আবার স্থালীর মধ্যেও যে তিনি 'অণোরণীয়ান্' ভাবে অবস্থিত থাকিতে পারেন, তাহাও বুঝিতে পারিবেন। ফলতঃ, মন্ত্রের লক্ষ্য—সেই জগৎপাতা পরমেশ্বর। সেই লক্ষ্য রাখিয়া ব্যাখ্যা করিলে, সেই অর্থ অনুসরণেই যজ্ঞকর্ম্মে মন্ত্র প্রযুক্ত হইলে, কোনও হানি হইতে পারে না। আমরা সেই অর্থই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি। মন্ত্রের

উপদেশ,—'সদ্ভাবসমূহ যাহাতে দৃঢ় হয় এবং ব্যাপকত্ব লাভ করে, মন! তদ্বিষয়ে তুমি আপনাকে দৃঢ় কর।' ভাব এই যে, সদ্ভাব সদ্বৃত্তি কেবল আপনার মধ্যে—ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না। যাহাতে বিশ্ববাসী সকলের মধ্যেই তোমার সদ্ভাব সৎপ্রবৃত্তি প্রসার লাভ করে, তৎপক্ষে একাগ্রতা অবলম্বন কর। সদ্ভাব বিশ্বব্যাপী হউক, ত্রিগুণ ভগবানে ন্যস্ত হউক—ইহার অপেক্ষা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা কি আছে? আর, এ অবস্থায় উপনীত হইলে, ভগবানের অনুগ্রহ লাভে বিঘ্নই বা কি ঘটিতে পারে? মন্ত্রে তাই বলা হইয়াছে,—'মন! তুমি সত্বভাবের ধারক হও; তোমাতে দেবভাব দৃঢ় কর; আর তোমার সকল কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ কর, তোমার সত্তা ভগবানে বিলীন করিয়া দেও।

তৃতীয় মন্ত্রের সম্বোধন—শাখাপবিত্র। কুম্ভের উপরিভাগে যে শাখা ও পবিত্র বা কুশ স্থাপিত হয়, তৎসমুদয়ই এই মন্ত্রের সম্বোধ্য। তদনুসারে ভাষ্যকারের অর্থ,—'হে শাখাপবিত্র! কুম্ভমুখে স্থাপিত তুমি প্রাণনিবাসহেতুভূত বসু-সমূহের শোধক হও।' এইরূপ অর্থ সম্বন্ধে ভাষ্যকারের যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে; যথা,—কুম্ভমুখে শাখাপবিত্রের অবস্থান-হেতু, তাহারা প্রক্ষিপ্ত ক্ষীরের বা দধির সহিত তৃণপর্ণাদির কুম্ভ মধ্যে পতনে প্রতিবন্ধক জন্মাইয়া থাকে। সূক্ষ্ম পবিত্রের ছিদ্রসমূহের মধ্য দিয়া কুম্ভ মধ্যে শত-সহস্রধারে ক্ষীর পতিত হইবার সম্ভাবনা। বসু শব্দ ধনবাচী। তাহা হইতে ক্ষীরাবয়র সমূহের প্রাণনিবাসলক্ষণ জীবন-হেতুত্ব জন্য তাহাদের প্রাণরূপত্ব বিবক্ষিত হয়। শোধক বা পবিত্র যাহা কিছু বিদ্যমান, তৎসমুদায় প্রাণসম্বন্ধি। সেইজন্য পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকা প্রভৃতি অপসারণ করিয়া মানুষ ক্ষীরকে শোধিত করিয়া লয়। 'শতধারং সহস্রধারং' পদদ্বয়ের তাৎপর্য্য—প্রাণ বলিতে সর্ব্বত্র আয়ু বুঝায়। আশীর্ব্বাদকালে মানুষ 'শতায়ু হও' 'সহস্রায়ু হও' বলিয়া থাকে। পবিত্র ত্রিবিধ গুণধর্ম্মবিশিষ্ট। ঊর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্যদেশে অবস্থিত বলিয়া প্রাণ অপান ও ব্যান ভেদে বায়ু ত্রিবিধ। কর্ম্মে পলাশ উপলক্ষ, সোম তাহার কারণ। তাহাতে যোনি সহিত সোমের আনুগত্য কথিত হইয়া থাকে। সেইজন্যই পলাশ-শাখার আদর বা প্রাধান্য। দর্ভসমূহ শুদ্ধিহেতু নির্দ্দিষ্ট হয়। দ্রব্যান্তর-সম্পাদন তাহার প্রয়োজন নহে। সন্ধ্যাবন্দনাদি শাস্ত্রে ইহার প্রসিদ্ধি দৃষ্ট হয়। কালভেদে কুম্ভমুখে শাখাপবিত্র স্থাপনের প্রকার-ভেদ আছে। অমাবস্যা দিনে সায়ংদোহ-কালে কুম্ভের উপরিভাগে প্রথমে শাখার অগ্রভাগ এবং পরে মূল স্থাপন করিবার বিধি। ইহাকেই প্রাণ অপান সদৃশ কহে। প্রথমে পূর্ব্বরূপে প্রাণবায়ু মুখদ্বারে নিঃসারিত হয়। পশ্চিমরূপ অধোদ্বারে অপানবায়ু মলনিঃসারণ করে। প্রতিপদ্দিনে প্রাতঃকালে গোদাহনকালে শাখাকে তির্য্যগ্‌ভাবে কুম্ভমুখে স্থাপন করিবে। দর্শনবিষয়ে চন্দ্রের সহিত তাহার সাদৃশ্য। শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়াদি তিথিতেই দক্ষিণোত্তরভাগে গোশৃঙ্গসদৃশ চন্দ্রমা পরিদৃষ্ট হয়। এইজন্যই সাদৃশ্য-খ্যাপন। অবশ্য প্রতিপদে চন্দ্র পরিদৃষ্ট হয় না। কিন্তু প্রতিপদে চন্দ্রের এক কলা বৃদ্ধি হয়—শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। সেইজন্য দর্শনযোগ্যত্ব-হেতু প্রতিপদ দিবসও চন্দ্রদর্শনসম্বন্ধি বলিয়াই উক্ত হইয়াছে। কেবল চন্দ্রমারূপত্বেই প্রয়োজনাভাব পরিদৃষ্ট হয় না। অন্যরূপত্বেও প্রয়োজন বর্ত্তমান। ওষধিগ্রহণসমর্থ চন্দ্রমা অন্যরূপে আম্নাত হয়। অন্নের দ্বারা উপচীয়মানত্ব-হেতু প্রাণের অন্নত্ব সিদ্ধ হইয়া

থাকে। আলস্য অবশ্য পরিত্যজ্য। বায়ু অনলস। সুতরাং সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে তাঁহার বিদ্যমানতা সিদ্ধ। তাই প্রাণাপান রূপে শাখা-স্থাপনের সার্থকতা। *

ভাষ্যকারের অভিমত ও তাঁহার মীমাংসা হইতে কোনও সুষ্ঠু সঙ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। তিনি সাধারণভাবে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং তৎসম্পর্কে যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহারই স্থূল মর্ম্ম উপরে প্রদান করিলাম মাত্র। ইহাতে কোনও উচ্চভাব ব্যক্ত হয় বলিয়া বুঝিলাম না। ভাষ্যকারের অভিমত—কুশবেষ্টিত শাখার দ্বারা শতধারে সহস্রধারে হবিরাদি দেবোদ্দেশে প্রক্ষিপ্ত হয়। এখানে তাহাই লক্ষ্য। কিন্তু আমরা মনে করি, মন্ত্রের তাৎপর্য্য অন্যরূপ। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে সেই তাৎপর্য্যই প্রকাশিত হইয়াছে। মন্ত্র যে কার্য্যেই ব্যবহৃত হউক, মন্ত্রের যাহা লক্ষ্য, তাহাতে কেন ভাবান্তর ঘটাইব? সকল মন্ত্রই, আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, এক সুরে বাঁধা রহিয়াছে। সর্ব্বত্রই লক্ষ্য—পরব্রহ্মের সান্নিধ্য-লাভ। জলে, তিনি, স্থলে তিনি, অনলে তিনি, অনিলে তিনি,— তিনি কোথায় নাই? তাঁহার সান্নিধ্য যে সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে, মন্ত্রের প্রতি বর্ণে সেই স্মৃতিই জাজ্বল্যমান্ আছে। ঋষিগণ যে স্থালীর অভ্যন্তরে, কুম্ভের অন্তরে, পলাশ-শাখার অভ্যন্তরে, গোবৎস্য প্রভৃতিতে, ভগবৎ-সান্নিধ্য অবলোকন করিতেন, তাহা তাঁহাদের সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনের ফল মাত্র। পরবর্ত্তিকালে অদূরদর্শী আমরাই কেবল ব্যষ্টিভাবে অর্থ-কল্পনা করিয়া ভাবান্তর ঘটাইয়াছি। সৎকর্ম্মে ভগবদধিষ্ঠান; ভগবানের করুণাই সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে একমাত্র সহায়, অপিচ তিনিই কর্ম্মের সম্পাদক এবং পূর্ণতাবিধায়ক। তাঁহাকে পাইতে হইলে—সৎস্বরূপকে আয়ত্ত করিতে হইলে, সদনুষ্ঠানের প্রয়োজন। সদনুষ্ঠান ভিন্ন ভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভবপর নহে। আমরা মনে করি, মন্ত্র এই ভাবই দ্যোতনা করিতেছে।

চতুর্থ মন্ত্র আরও একটু জটিলতা-সম্পন্ন। 'দ্রপ্সঃ' ও 'স্তোকঃ' পদদ্বয়ের অর্থেই যত কিছু বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে। কুম্ভের উপরিভাগে স্থাপিত শাখা-পবিত্রে সেচনকালে

---

* শুক্লযজুর্ব্বেদেও এই মন্ত্র পরিদৃষ্ট হয়। মহীধর সেখানে যে ভাষ্য করিয়াছেন, নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি; যথা—"হে উখে! তং মাতরিশ্বিনঃ বায়োর্ঘর্ম্মঃ দীপকোঽন্তরিক্ষলোকোঽসি। মাতর্য্যন্তরিক্ষে শ্বসিতি নিশ্বাসবচ্চেষ্টাং করোতীতি মাতরিশ্বা বায়ুঃ॥ ঘর্ম্মো দীপকঃ। সঞ্চারস্থানপ্রদানেন বায়োর্দীপকোঽভিব্যঞ্জকোঽন্তরিক্ষলোকঃ। হে স্থালি! তবোদরেঽপ্যন্তরিক্ষরূপস্যাবকাশস্য বায়ুসঞ্চারস্য সদ্ভাবাৎ ত্বমপি বায়োর্ঘর্ম্মরূপাসি॥ দ্যোরসি পৃথিব্যসীতি পূর্ব্বমন্ত্রে লোকদ্বয়মুখায়া উক্তং। অত্র মাতরিশ্বনো ঘর্ম্মোঽসীত্যন্তরিক্ষলোকমুচ্যতে। তস্মাদেষাং ত্রয়াণাং লোকানাং ধারণাৎ ত্বং বিশ্বধা অসি। বিশ্বং দধাতীতি বিশ্বধা বিশ্বধারণসমর্থাসি লোকত্রয়রূপত্বাৎ। কিঞ্চ পরমেণ ধাম্না উত্তমেন বহুক্ষীরধারণসমর্থরূপেণ তেজসা হে উখে! ত্বঃ দৃংহস্ব দৃঢ়া ভব। তন্নিষ্ঠস্য ক্ষীরস্য গলনং বারয়িতু। অন্যথা ভগ্নায়াস্তব ছিদ্রেণ ক্ষীরং গলেৎ। দৃহি বৃহি বৃদ্ধাবিতি।...কিঞ্চ হে উখে! সা হ্বাঃ কুটিলা মা ভব। যদ্যুথা কুটিলা ভবেৎ তদানীমেবাঙ্মুখায়া সত্যাং তৎস্থং ক্ষীরং গলেৎ।" ইত্যাদি

ক্ষীরবিন্দু কুম্ভের চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। তাহাতে দুই প্রকার ক্ষীর-বিন্দুর উৎপত্তি হয়। এক প্রকার বিন্দু ক্ষুদ্র, আর এক প্রকার বিন্দু বৃহৎ। ভাষ্যকারের মতে ক্ষুদ্র বিন্দু 'স্তোক', আর বৃহত্তর বা প্রৌঢ় বিন্দু 'দ্রপ্স' নামে আখ্যাত হয়। মন্ত্রের অর্থ হয়,—'অল্প বিন্দু ও প্রৌঢ় বিন্দু উভয়কেই নাকনামক স্বর্ণবাসী প্রৌঢ় অগ্নির এবং দ্যাবা-পৃথিবীর উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করি।' কি ভাবে ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, পরবর্ত্তী অংশে তিনি তাঁহার যুক্তি-পরম্পরা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—গোদাহনকালে দোহনপাত্র হস্তের দ্বারা বা জানুদ্বয়ের মধ্যে পরিধৃত হয়। সেই সময় দুগ্ধ কুম্ভমুখ হইতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। বৃহৎ বিন্দু কুম্ভ মধ্যে এবং ক্ষুদ্র বিন্দু কুম্ভের চতুঃপার্শ্বে পতিত হইয়া থাকে। দোহনকর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিতে হয়,—দোহন-জন্য বিদ্যমান গোসমূহের মধ্যে কোন্ গরুটীর দুগ্ধ দোহন করিয়াছ? (গরুর ভূরাদি লোকরূপত্ব হেতু দোহনে স্বর্গাদি ত্রিলোক দোহন প্রাপ্ত হয়)। দোহনকর্ত্তা তখন অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে গরুটীকে দেখাইয়া তাহার ব্যবহারিক নাম উচ্চারণ করেন। ইত্যাদি।

যাহা হউক, আমরা কিন্তু ভাষ্যকারের এই অর্থের কোনও সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। ক্ষীরবিন্দুকে আহুতি দিয়া এবং কোন্ গরুটীকে দোহনকর্ত্তা দোহন করিয়াছে—প্রশ্ন করিয়া, অনুষ্ঠাতা কি পারলৌকিক মঙ্গল প্রাপ্ত হয়েন, তাহা বোধগম্য হইল না। তাই আমাদের অর্থ ভিন্ন পন্থা অনুসরণ করিল। মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাষণে প্রথম বিচার্য্য—'স্তোকঃ' এবং 'দ্রপ্সঃ' পদদ্বয়। ঐ দুই পদের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইলেই মন্ত্রের ভাব সহজেই উপলব্ধি হইতে পারিবে। আমাদের মতে, এই মন্ত্রে আত্মাকে উদ্বোধিত করা হইয়াছে। মন্ত্র কহিতেছে,—ভগবান স্বয়ং সৎকর্ম্মের প্রেরণা লইয়া সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি কেবল তোমার আমার মধ্যে নহেন; এই বিশ্বচরাচরের সর্ব্বত্র, মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ চেতন অচেতন সকলেরই মধ্যেই তিনি চৈতন্যরূপে বিরাজমান্। যদি তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে চাও, যদি তাঁহাতে আত্মলীন হইবার বাসনা থাকে,—তাঁহার প্রেরণায় তাঁহার কর্ম্মে নিরত থাক। কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর; কিন্তু ফলের আকাঙ্ক্ষা করিও না। সমস্ত কর্ম্মফল তাহাতে সমর্পণ করিয়া তদ্ভাবে ভাবান্বিত হইয়া, তাঁহারই প্রীতিকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। তিনি অবশ্যই তোমাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন।' মন্ত্রের 'স্তোকঃ' পদ 'স্তুচ্' ধাতু হইতে এবং 'দ্রপ্সঃ' পদ 'দৃপ্' বা 'তৃপ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'স্তুচ্' ধাতু নির্ম্মলতাবাচক; আর 'দৃপ্' ও তৃপ্' ধাতুদ্বয় যথাক্রমে হৃষ্টত্ব ও তৃপ্তিত্ব বাচক। ইহাতে কি ভাবে আমাদের ব্যাখ্যা সিদ্ধ হইতে পারে, তদ্বিষয় আলোচনা করা যাউক। সর্ব্বত্রই সৎকর্ম্মের সুফলের বিষয় পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে মনে আনন্দ উপজিত হয়, সৎকর্ম্ম মনের নির্ম্মলতা ও পবিত্রতা সাধন করে। মন কলুষক্লেদ পরিশূন্য হইলে যে বিমল আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সংসারে তাহার তুলনা আছে কি? তখন মন স্বতঃই ভগবানের প্রতি প্রধাবিত হয়; আপনার অন্তরস্থিত আনন্দ-ধারা সেই আনন্দসাগরে মিলাইবার উৎকট আকাঙ্ক্ষা জন্মে। বিভিন্ন আধারে অবস্থিত জলরাশি যেমন বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়, তড়াগ পুষ্করিণীতে অবস্থিত জলরাশি 'তড়াগের বা পুকুরের জল' নামে, কূপে অবস্থিত জলরাশি 'পজল' নামে, নদীতে অবস্থিত

জলরাশি 'নদীর জল' নামে অভিহিত হইয়া যেমন একই বস্তুর বিভিন্ন সত্তা প্রকাশ করে; আবার সমুদ্রে মিলিত হইলে যেমন তাহারা নামরূপ হারাইয়া একই 'সাগর জল' নামে অভিহিত হয়, তখন আর যেমন কোনও বিভেদ বর্ত্তমান থাকে না; প্রকৃত কর্ম্মীর অন্তরস্থিত বিশুদ্ধ আনন্দ-ধারাও সেই আনন্দসাগরে মিলিত হইলে নামরূপ হারাইয়া সেই আনন্দময়েই পর্য্যবসিত হয়। তখন আর আনন্দের প্রকারভেদ থাকে না। সৎকর্ম্মের সুফল এবং হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানে সমর্পণের ইহাই গূঢ় উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করি। 'স্তোকঃ' পদে তাই আমরা "সৎকর্ম্মের সুফল' এবং 'দ্রপ্সঃ' পদে সৎকর্ম্ম সাধনে হৃদয়ে যে বিশুদ্ধ শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হয়, তাহাকেই লক্ষ্য করিয়াছি। এই পথেই মন্ত্রের ভাব বিস্পষ্টীকৃত এবং এই অর্থেই মন্ত্র-প্রয়োগের সার্থকতা অনুভূত হয়।

অতঃপর পঞ্চম, সপ্তম ও অষ্টম মন্ত্রের তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। পূর্ব্বমন্ত্রের ভাষ্যে প্রশ্ন হইয়াছিল,—'হে দোহনকর্ত্তা, তুমি কোন্ গাভীটাকে দোহন করিয়াছ?' আমাদের মনে হয়, পঞ্চম মন্ত্রে ভাষ্যকার সেই গাভীর গুণবর্ণন করিয়াছেন। সে গাভী 'বিশ্বায়ুঃ', সে গাভী 'বিশ্বব্যচা', সে গাভী 'বিশ্বকর্ম্মা।' কল্প গ্রন্থ হইতে ভাষ্যকার গো দোহনের ক্রম উদ্ধৃত করিয়া মন্ত্রের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সেখানে সেই ক্রমসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে; যথা,—দোহনার্থ আনীত গো-সমূহকে সমীপে উপস্থিত করা হইলে দোগ্ধাকে প্রশ্ন করা হয়,—'তুমি কোন্ গরুটীকে দোহন করিবে?' দোগ্ধা তখন অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে গরুটীকে দেখাইয়া দিলে, গরুটী আনিয়া 'সা বিশ্বায়ুঃ' মন্ত্রে তাহাকে অভিমন্ত্রিত করা হয়। তার পর আবার জিজ্ঞাসা করিতে হয়,—'তুমি আর কোন্ গরুটী দোহন করিবে?' পুনরায় অভিলষিত গাভী প্রদর্শিত হইলে, তাহাকে 'সা বিশ্বব্যচা' মন্ত্রে অভিমন্ত্রণ করিবার বিধি। এইরূপে পুনরায় তৃতীয়টীর সম্বন্ধে ঐরূপ প্রশ্ন ও উত্তর করা হইলে, সেটীকে আনিয়া 'সা বিশ্বকর্ম্মা' মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিতে হয়। এই প্রকার ক্রমপর্য্যায় অনুসারে গাভীসমূহ অভিমন্ত্রিত হইলে দোগ্ধা তাহাকে দোহন করেন। এখানে লৌকিক দোহের বিষয়ই প্রখ্যাপিত। বিশেষত্ব—প্রশ্ন, উত্তর ও অভিমন্ত্রণ। 'সা বিশ্বায়ুঃ' প্রভৃতি মন্ত্র আশীর্ব্বচন-সূচক বলিয়াও ভাষ্যে পরিদৃষ্ট হয়। আশানুরূপ দান প্রাপ্ত দানগ্রহণকারী প্রভূতধনদানদানকারী রাজাকে যেমন 'চিরজীবী হও' প্রভৃতি বাক্যে আশীর্ব্বাদ করে, প্রভূত দুগ্ধ ক্ষীর দান করে বলিয়া গাভীদিগকেও সেইরূপ 'সা বিশ্বায়ুঃ' প্রভৃতি বাক্যে আশীর্ব্বাদ করা হইয়া থাকে। গো-দোহনকালে সংসারে সচরাচর যেমন 'মা আমার' 'ভগ্নী আমার' প্রভৃতি বাক্যে গাভীকে আদর করা হয়—'সা বিশ্বায়ুঃ', 'সা বিশ্বব্যচা', 'সা বিশ্বকর্ম্মা' প্রভৃতি বাক্যও তদনুরূপ বুঝিতে হইবে।

যাহা হউক, বিশেষণত্রয়ে গাভীর যে গুণব্যাখ্যান হইয়াছে, তাহাতে এ গাভীকে, সাধারণ লৌকিক গাভী বলিয়া মনে করা যায় না। আমরা মনে করি, এখানে সেই বিশ্বপাতার প্রতিই লক্ষ্য আছে। ভাষ্যকার দুগ্ধদোহনের বা গোজাতির যে প্রসঙ্গ আনয়ন করিয়াছেন, তাহা না আনিলেও চলিতে পারিত। ভগবানই সকল জীবের জীবন, তিনিই এই স্থাবরজঙ্গমচরাচরাত্মক জগতের প্রাণ-স্বরূপ। তাঁহার কৃপায়ই, তাঁহার অধিষ্ঠানহেতুই, দেহে প্রাণ-সঞ্চার হয়। তিনিই 'বিশ্বধায়া'—এই চরাচর বিশ্বকে তিনি ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহারই পোষকতায় বিশ্বের

যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ পুষ্টি লাভ করে; তিনিই আবার তাহাদিগকে সৎকর্ম্মে প্রেরণা দেন। তাঁহার ন্যায় বিচিত্রকর্ম্মী—সকল কর্ম্মফলের অধিকারী আর কে আছে ?

তার পর সপ্তম মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করুন। ভাষ্যকার বলেন,—এখানে ক্ষীরকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। বলা হইতেছে,—'হে ক্ষীর, তোমাকে দধিরূপ সোমের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত করিতেছি। তুমি সোমবল্লীর রসের সহিত কঠিনতা প্রাপ্ত হও অর্থাৎ দধিরূপ ধারণ কর।' এখানে দুগ্ধে 'দম্বল' দিয়া দধিপ্রস্তুতের বিষয়ই কথিত হইয়াছে। যাহা হউক, দুগ্ধ বা ক্ষীর সোমলতার রসমিশ্রণে কঠিন হইয়া ইন্দ্রদেবতার যজ্ঞাংশ মধ্যে গণ্য হউক,—এবম্বিধ উক্তি, কোনই শুভ উদ্দেশ্য প্রকাশ করে না। আমরা মনে করি (আমাদের 'মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা' ও 'বঙ্গানুবাদ' দ্রষ্টব্য), এখানে যাজ্ঞিকের (প্রার্থনাকারীর আপনার) হবনীয় দ্রব্যের প্রতিই লক্ষ্য পড়িয়াছে। তিনি হবনীয় দ্রব্যাকে লক্ষ্য করিয়া স্বগত কহিতেছেন,—'হে আমার হবনীয় দ্রব্য ! দেবতার উদ্দেশে উৎসৃষ্ট হইবার জন্য তোমরা শুদ্ধসত্ত্বভাবান্বিত হও ; আর, তোমাদের সে ভাব যেন দৃঢ়রূপে চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকে।' সোম শব্দে সত্ত্বভাব (ভক্তিভাব) বুঝায়। ঋগ্বেদে নানা স্থানে 'সোম' শব্দের আলোচনায়, 'সোম' যে কি—আমরা বিশেষভাবে তাহা সপ্রমাণ করিয়াছি (মৎসম্পাদিত 'ঋগ্বেদ-সংহিতা', বায়বীয় সূক্ত, ৮২ প্রভৃতি পৃষ্ঠা ও অন্যান্য সূক্ত দ্রষ্টব্য)। সোম যে আহবনীয় দ্রব্য—যজ্ঞের শুদ্ধসত্ত্ব অংশ, ভাষ্যে তাহারও আভাস পাওয়া যায়। ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—যদিও এখানে তঞ্চন (কঠিনীকরণ) হেতু দধিনিষ্পন্নের ভাব আসিতেছে, তথাপি ভাবনাশক্তির দ্বারা তাহার সোমত্ব সম্পাদিত হইতেছে। ভাবনাতেই শত্রু মিত্র সংসূচিত হয় ; বন্ধুভাবে ভাবিত হইলে বন্ধুত্ব এবং শত্রুভাবে ভাবিত হইলে শত্রুত্ব সঞ্জাত হইয়া থাকে। সোম যে ভাবনার সামগ্রী, হৃদয়ের বস্তু, তাহাই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং বুঝিতে পারি, এ মন্ত্র আত্মোদ্বোধনমূলক ; মন্ত্রে যাজ্ঞিক আপনার অন্তরকে ভগবদারাধনার নিমিত্ত দৃঢ় করিতেছেন।

অষ্টম বা শেষ মন্ত্র—সেই দৃঢ়তারই পরিপোষক। এখানে প্রার্থনাকারী ভগবানকে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা জানাইতেছেন,—হে ভগবন্ বিষ্ণুদেব ! আপনি আমার হবনীয়কে রক্ষা করুন। অর্থাৎ আমি যেন আপনার পূজায় শুদ্ধসত্ত্বভাবে চিরনিরত থাকিতে পারি।' এখানে সাধকের আত্মনির্ভরতা দূরীভূত হইয়াছে। প্রথমে তাঁহার মনে হইয়াছিল,—'আমিই হবনীয় সংগ্রহ করিব।' এখন তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন,—'আমি কে ? তৃণাদপি তৃণতুচ্ছ আমি, সাধ্য কি আমার ? তুমিই একমাত্র পালক ; তুমিই 'বিশ্বায়ুঃ', তুমিই 'বিশ্বব্যচাঃ', তুমিই 'বিশ্বকর্ম্মা' ; তুমিই রক্ষা কর,—তুমিই আমার সদ্ভাবসমূহকে সৃষ্ট কর ও পুষ্ট রাখ।'

ষষ্ঠ মন্ত্র, ভাষ্যমতে, অপঃ-সম্বোধনে বিনিযুক্ত। তিনি বলিয়াছেন,—'ঋত' শব্দ সত্যবাচী। জলের ক্ষালন-সামর্থ্য অবশ্যম্ভাবী। তাহা হইতে ভাষ্যকারের অর্থ হইয়াছে,—'হে তদ্রূপসামর্থ্যসম্পন্ন অপ ! তোমরা কুম্ভমধ্যগত ক্ষীরের সহিত সংপৃক্ত হও। তোমরা কিরূপ ? অর্থাৎ—উর্ম্মিমত্ত্ব-হেতু অত্যন্ত মধুর ও হর্ষযুক্ত বলিয়া ক্ষীরের সদৃশ। তোমাকে ক্ষীরের সহিত সংপৃক্ত করিবার উদ্দেশ্য—সাংনায্য-লক্ষণ ফললাভের নিমিত্ত। ভাষ্যের ভাবে বুঝা যায়,—গোদোহনান্তর জলের দ্বারা যখন দোহনপাত্র প্রক্ষালন করা হয়, সেই সময় এই

মন্ত্র পাঠ করিবার বিধি। এই মন্ত্র পাঠে জলকে অভিমন্ত্রিত করিয়া দোহনপাত্রে ঢালিবার নিয়ম। যাহা হউক, মন্ত্র যে ভগবানের সম্বন্ধে প্রযুক্ত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। লক্ষ্য—ভগবান। উদ্দেশ্য—সর্ব্বকর্ম্মফল সমর্পণে তাঁহাতে আত্মলীন হওয়া। মন্ত্রে তাই প্রার্থনা হইতেছে,—'হে ভগবন্! আপনি আমার সহিত সঙ্গত হউন। আমার মধ্যে দেবভাবের প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাকে পরামুক্তি প্রদান করুন॥ (১ অষ্টক—১ প্রপাটক—৩ অনুবাক)॥

চতুর্থঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমোঽষ্টকঃ। প্রথমঃ প্রপাঠকঃ। চতুর্থোঽনুবাকঃ।)

(১) কর্ম্মণে বাং দেবেভ্যঃ শকেয়ং। (২) বেষায় ত্বা।

(৩) প্রত্যুষ্ট৺ রক্ষঃ প্রত্যুষ্টা অরাতয়ঃ।

(৪) ধূরসি ধূর্ব্ব ধূর্ব্বন্তং ধূর্ব্ব তং যোঽস্মান্ধূর্ব্বতি

তং ধূর্ব্বয়ং বয়ং ধূর্ব্বামঃ।

(৫) ত্বং দেবানামসি সস্নিতমং পপ্রিতমং জুষ্টতমং বহ্নিতমং

দেবহূতমমহ্রুতমসি হবির্দ্ধানং দৃ৺হস্ব মা হ্বাঃ।

(৬) মিত্রস্য ত্বা চক্ষুষা প্রেক্ষে মা ভের্ম্মা সং বিক্থা মা

ত্বা হি৺সিষং। (৭) উরু বাতায়।

(৮) দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো

হস্তাভ্যামগ্নয়ে জুষ্টং নির্ব্বপামি।

(৯) অগ্নীষোমাভ্যাং। (১০) ইদং দেবানামিদমু নঃ সহ।

(১১) স্ফাত্যৈ ত্বা নারাত্যৈ। (১২) সুবরভি বি খ্যেষং

বৈশ্বানরং জ্যোতিঃ। (১৩) দৃ৺হন্তাং দুর্যা দ্যাবাপৃথিব্যোঃ।

(১৪) উর্ব্বন্তরিক্ষমন্বিহি। (১৫) অদিত্যাস্ত্বোপস্থে সাদয়ামি।

(১৬) অগ্নে হব্য৺ রক্ষস্ব ॥ ৪ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) কর্ম্মণে। বাম্। দেবেভ্যঃ। শকেয়ম্। (২) বেষায়। ত্বা।

(৩) প্রত্যুষ্টমিতি প্রতি—উষ্টম্। রক্ষঃ। প্রত্যুষ্টা ইতি প্রতি—উষ্টাঃ। অরাতয়ঃ।

(৪) ধূঃ। অসি। ধূর্ব্ব। ধূর্ব্বন্তম্। ধূর্ব্ব। তম্। যঃ। অস্মান্। ধূর্ব্বতি।

তম্। ধূর্ব্ব। যম্। বয়ম্। ধূর্ব্বামঃ।

(৫) ত্বম্। দেবানাম্। অসি। সস্নিতমমিতি সস্নি—তমম্। পপ্রিতমমিতি পপ্রি—তমম্।

জুষ্টতমমিতি জুষ্ট—তমম্। বহ্নিতমমিতি বহ্নি—তমম্। দেবহূতমমিতি দেব—হূতমম্।

অহ্রুতম্। অসি। হবির্দ্ধানমিতি হবিঃ—ধানম্। দৃ৺হস্ব। মা। হ্বাঃ।

(৬) মিত্রস্য। ত্বা। চক্ষুষা। প্রেতি। ঈক্ষে। মা। ভেঃ। মা। সমিতি।

বিক্থাঃ। মা। ত্বা। হিꣳসিষম্। (৭) উরু। বাতায়।

(৮) দেবস্য। ত্বা। সবিতুঃ। প্রসব ইতি প্র—সবে। অশ্বিনোঃ। বাহুভ্যামিতি

বাহু—ভ্যাম্। পূষ্ণঃ। হস্তাভ্যাম্। অগ্নয়ে। জুষ্টম্। নিরিতি।

বপামি। (৯) অগ্নীষোমাভ্যামিত্যগ্নী—সোমাভ্যাম্।

(১০) ইদম্। দেবানাম্। ইদম্। উ। নঃ। সহ।

(১১) স্ফাত্যৈ। ত্বা। ন। অরাত্যৈ। (১২) সুবঃ। অভি। বীতি। খ্যেষম্।

বৈশ্বানরম্। জ্যোতিঃ। (১৩) দৃꣳহন্তাম্। দুর্য্যাঃ। দ্যাবাপৃথিব্যোরিতি

দ্যাবা—পৃথিব্যোঃ। (১৪) উরু। অন্তরিক্ষম্। অন্বিতি। ইহি।

(১৫) অদিত্যাঃ। ত্বা। উপস্থ ইত্যুপ—স্থে। সাদয়ামি।

(১৬) অগ্নে। হব্যম্। রক্ষস্ব ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে মম হৃন্নিহিতে জ্ঞানভক্তী! যদ্বা—হে মম সদসৎচিত্তবৃত্তৌ। 'দেবেভ্যঃ' (দেবসম্বন্ধিনে, ভগবৎপ্রীতিহেতুভূতায় ইত্যর্থঃ) 'কর্ম্মণে' (সৎকর্ম্মসাধনায় ইতি যাবৎ) 'বাং' (যুবাং) 'শকেয়ং' (নিয়োজয়িতুং শক্তো ভূয়াসং ইতি শেষঃ)। আত্মোদ্বোধনমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অত্র অনুষ্ঠাতা আত্ম-সামর্থ্যেষু নির্ভরশীলঃ ভবিতুং ন শক্নোতি। তস্মাৎ আত্মানং উদ্বোধয়তি—যেন ভগবৎকর্ম্মসাধনায় তস্য চিত্তবৃত্তয়ঃ সখিভূতাঃ সন্তি ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ।

২। হে মনঃ! 'বেষায়' (সদ্ভাবব্যাপ্তয়ে যদ্বা—সর্ব্বব্যাপকায় ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) স ভগবান কৃতবান্। অথবা, 'বেষায়' (সদ্ভাবজননায়) 'ত্বা' (ত্বাং) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ। মর্ম্মার্থস্তু—ভগবান কৃপয়া মনুষ্যেষু মনঃ সংন্যস্তবান্। তস্মিন্ মানবাঃ ভগবৎপরায়ণা ভবন্তু ইত্যেবং তস্য ভগবতঃ অভিপ্রায়ঃ আহ।

৩। হে ভগবন্! 'রক্ষঃ' (শত্রুঃ, সৎপ্রতিবন্ধকঃ ইত্যর্থঃ) 'প্রতি' (প্রত্যেকং) 'উষ্টং' (দগ্ধঃ) ভবতু; 'অরাতয়ঃ' (সর্ব্বে শত্রবঃ) 'প্রতি' (প্রত্যেকং) 'উষ্টাঃ' (দগ্ধাঃ) ভবন্তু। দুর্ব্বদ্ধিস্তথা রিপুশত্রবঃ সমূলং নাশং যান্তু ইতি ভাবঃ।

৪। হে প্রজ্ঞানস্বরূপ দেব! ত্বং 'ধূঃ' (হিংসকঃ, রিপুশত্রুনাশকঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ 'ধূর্ব্বন্তং' (হিংসন্তং, অস্মাকং অমঙ্গলসাধকং ইতি ভাবঃ) 'ধূর্ব্ব' (বিনাশয়); 'যঃ' (শত্রুঃ) 'অস্মান্' (প্রার্থনাকারিণঃ) 'ধূর্ব্বতি' (হিংসিতুং সদৈব উদ্যুক্তঃ ইতি যাবৎ) 'তং' (শত্রুং) 'ধূর্ব্ব' (বিনাশয়); 'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ) 'যং' (শত্রুং) 'ধূর্ব্বাম' (হিংসিতুমুদ্যতাঃ, যেষাং শত্রূণাং হিংসায়াং প্রয়োজনং ভবেদিত্যর্থঃ) 'তং' (শত্রুং) 'ধূর্ব্ব' (বিনাশয়)। সর্ব্বশত্রুনাশায় অত্র প্রার্থনা বর্ত্ততে।

৫। হে মম হৃন্নিহিত প্রজ্ঞানস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব! 'ত্বং' 'দেবানাং' (দেবভাবানাং) 'বহ্নিতমং' (বাহকশ্রেষ্ঠঃ) 'সস্নিতমং' (অতিশয়েন বেষ্টনকারকঃ, বিশুদ্ধভাবেন সংরক্ষকঃ ইতি ভাবঃ) 'পপ্রিতমং' (সম্যক্পূর্ণতা-সাধকঃ ইত্যর্থঃ) 'জুষ্টতমং' (দেবানাং অতিশয়েন প্রিয়ঃ) দেবহূতং' (দেবানাং অতিশয়েন আহ্বাতা ইতি যাবৎ) 'অহ্রুতং' (দেবানাং, দেবভাবানাং বা ধারকঃ পোষকশ্চ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); অতস্ত্বং 'হবির্দ্ধানং' (হবিষঃ ধারকং, অস্মাকং আহ্বনীয়স্য শুদ্ধসত্ত্বস্য আধারং হৃদ্রূপং বা ইত্যর্থঃ) 'দৃংহস্ব' (দৃঢ়ীকরোতু, তস্য ঐকান্তিকতা বিধায়তু ইতি ভাবঃ); অপিচ 'মা হ্বাঃ' (কুটিলঃ মা ভূঃ; অস্মাকং কর্ম্মবৈগুণ্যাৎ বক্রঃ মা ভব, যদ্বা—অস্মাকং ত্রুটিবিচ্যুতী দৃষ্ট্বা বিরূপঃ মা ভব ইতি ভাবঃ)। ভগবদনুগ্রহেণ সরলঃ সদ্ভাবসম্পন্নঃ ভবানি ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ।

৬। হে চিত্তবৃত্তিঃ! 'ত্বা' (ত্বাং) 'মিত্রস্য' (মিত্রভূতস্য জনস্য, হিতাকাঙ্ক্ষিণাং জনানাং ইত্যর্থঃ) 'চক্ষুষা' (ঈক্ষণেন, দৃষ্ট্যা ইত্যর্থঃ) 'প্রেক্ষে' (প্রকৃষ্টরূপেণ অবলোকয়ামি); যথা ত্বং উৎকর্ষং প্রাপ্নোসি তথা করোমি, বিপথগামী মা ভবামি ইতি ভাবঃ; 'মা ভেঃ' (ভীতিবিহ্বলঃ, চঞ্চলঃ ইত্যর্থঃ মা ভব); অচঞ্চলেন ভগবন্তং আরাধয়ামি ইতি সঙ্কল্পঃ। 'সংবিকৃথা' (অন্তর্নিহিতাঃ আত্মশ্লাঘাদিরূপাঃ শত্রবঃ ইতি যাবৎ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'মা হিংসিষং' (হিংসাং মা কুরুত, বিপথি মা পরিচালয়ন্তু ইতি ভাবঃ)।

৭। হে দেব, হে মনঃ বা! 'বাতায়' (সর্ব্বগায় বায়ুস্বরূপায় ইত্যর্থঃ) 'উরুঃ' (বিস্তৃতঃ ভব ইতি শেষঃ)। অস্য মন্ত্রার্থঃ দেবপক্ষে—হে দেব! ত্বং অস্মাকং দেহে বায়ুরূপেণ প্রবিশ্য পাপান্ বিদূরয়; মনঃসম্বোধনপক্ষে—হে মনঃ! দেবসামীপ্যপ্রাপ্ত্যর্থং সঙ্কীর্ণভাবং পরিত্যজ অপি চ সর্ব্বেষাং প্রতি অভিন্নভাবং পরিপোষয়।

৮। হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবিঃ (মদীয় শুদ্ধসত্ত্বভাব)! 'সবিতুঃ' (সর্ব্বস্য প্রসবিতুঃ জ্ঞানপ্রদস্য ইতি যাবৎ) 'দেবস্য' (দ্যোতমানস্য ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্নস্য ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'প্রসবে' (প্রেরণে সতি) 'অশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং' (দেবানামধ্বর্য্যুরূপস্য ভবব্যাধিনাশকস্য অশ্বিদ্বয়স্য ভুজাভ্যাং) 'পুষ্ণঃ' (দেবানাং হবির্ভাগধুক পোষকদেবস্য ইতি যাবৎ) 'হস্তাভ্যাং' (করাভ্যাং) 'ত্বা' (ত্বাং, ভগবদুদ্দেশ্যে উৎসৃষ্টং হবিঃরূপং ভক্তি-সুধাং শুদ্ধসত্ত্বঞ্চ) 'অগ্নয়ে' (অগ্নিদেবায়, প্রজ্ঞানস্বরূপায় ইতি যাবৎ) জুষ্টং' (প্রিয়ং, প্রীত্যর্থং ইত্যর্থঃ) 'নির্ব্বপামি' (নিবেদয়ামি, উৎসৃজ্যামি ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—ভগবৎকর্ম্মসু বাহুভ্যাং হস্তাভ্যাং চ দেবসম্বন্ধিনঃ ইতি বিচিন্তনং কর্ত্তব্যং। দেবানাং সত্ত্বস্বরূপত্বাৎ তদনুস্মরণপূর্ব্বকং হবিগ্রহণং ফলোপধায়কং হি। সর্ব্বাত্মকস্য ভগবতঃ সম্বন্ধিনঃ হবিঃ মনুষ্যেণ কথং গ্রহীতুং শক্যমিতি। দেবতাস্মৃত্যাভাবে তু মনুষ্যাণাং অনৃতরূপত্বাৎ তৎকৃতমনুষ্ঠানং নিষ্ফলত্বাৎ অনৃতং ভবতীতি দেবতাস্মরণমিত্যভিপ্রায়ঃ। দেবানাং সত্যরূপত্বাদনুস্মৃতিপূর্ব্বকং হবিগ্রহণং ফলোপধায়কত্বাৎ সত্যং ভবতীতি ভাবঃ।

৯। হে মম মনঃ! 'অগ্নীষোমাভ্যাং' (জ্ঞানভক্তীরূপভ্যাং দেবভ্যাং; যদ্বা—তেষাং প্রীত্যর্থং) 'ত্বা' (ত্বাং) উৎসৃজ্যামি ইতি শেষঃ। তাৎপর্য্যোঽয়ং—জ্ঞানেন ভক্ত্যা চ যথা সৎকর্ম্ম সাধয়িতুং শক্নোমি তথাহং অন্তরং পরিস্রুতং করবানি ইতি সঙ্কল্পঃ।

১০। 'ইদং' (মনঃসম্বন্ধযুতং জ্ঞানং ইতি ভাবঃ) 'দেবানাং' (দেবসম্বন্ধিনাং, যদ্বা দেবভাবেভ্যঃ সঞ্জাতং)। সদ্ভাবাঃ হিঃ সজ্‌জ্ঞানস্বরূপাঃ। অতঃ তেনৈব নরাঃ পরাজ্ঞানং লভন্তে। অথবা 'ইদং' (অস্মাভিরনুষ্ঠিতং সৎকর্ম্ম) 'দেবানাং' (দেবানাং উদ্দেশ্যে, দেবপ্রীত্যর্থং ইত্যর্থঃ অনুষ্ঠিতং ইতি শেষঃ)। সৎকর্ম্মণা সদ্ভাবঃ সমুদ্ভবতি ইতি ভাবঃ। অতঃ ইদং (তৎ জ্ঞানং) 'নঃ' (অস্মাভিঃ সহ) 'সহ' (সঙ্গতং ভবতু ইতি শেষঃ)। সদ্ভাবেন সৎকর্ম্মণা চ অস্মাসু পরাজ্ঞানং সমুদ্ভবতু ইতি ভাবঃ।

১১। হে মম অন্তর্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবিঃ! 'ত্বা' (ত্বাং) 'স্ফাত্যৈ' (অভিবৃদ্ধ্যৈ, বিশ্বসেবায় চ ইত্যর্থঃ) 'নারাত্যৈ' (ন অরাত্যৈ, ন চ আত্মসুখকামনায়ৈ ইতি ভাবঃ) উৎসর্গয়ামি। বিশ্বস্থিতসঙ্কল্পেন ন চ আত্মসুখকামনয়া ভগবদারাধনাং করোমি শুদ্ধসত্ত্বং চ নিবেদয়ামি ইতি ভাবঃ।

১২। হে ভগবন্! 'সুবরভি' (সর্ব্বেষাং সৎকর্ম্মণাং আভিমুখ্যেন ইত্যর্থঃ) 'বৈশ্বানরং' (বিশ্বহিতসাধকং) 'জ্যোতিঃ (বিশ্বপ্রকাশকং জ্যোতিস্বরূপং ত্বাং ইতি ভাবঃ) 'বিখ্যেষং' (বিশেষেণ পশ্যেয়ং)। সর্ব্বসু কর্ম্মসু ভগবদনিষ্ঠানং ভবতু ইতি ভাবঃ।

১৩। হে হবিঃ (মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব)! 'দ্যাবাপৃথিব্যোঃ' (ইহলোকপরলোকয়োঃ, যদ্বা—জননমরণধর্ম্মশীলাঃ ইহলোকপরলোকসম্বন্ধিনাঃ ইতি ভাবঃ) 'দুর্যাঃ' (নবদ্বারবিশিষ্টাঃ

দেহরূপাঃ গৃহাঃ) 'দৃংহন্তাং' (দৃঢ়াঃ ভবন্তু, ভগবৎকার্য্যসাধনে সামর্থ্যযুতঃ ভবন্তু)। নরজন্মং সহস্রপ্রলোভনগতং। তস্মাৎ মম হৃদয়ং দৃঢ়ং ভবতু।

১৪। হে দেব! ত্বং 'উরু' (বিস্তীর্ণং, কলুষক্লেদপরিস্রুতং নির্ম্মলং ইত্যর্থঃ) 'অন্তরিক্ষং' (অন্তরিক্ষলোকং, শত্রোরুপদ্রবপরিশূন্যং হৃদ্রূপং আধারং ইতি ভাবঃ) 'অনু' (অনুসৃত্য, অভিলক্ষ্য ইত্যর্থঃ) 'ইহি' (আগচ্ছ)। বিশুদ্ধং নির্ম্মলং হৃদয়ং হি ভগবন্নিবাসস্থানং। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! যেন সদৈব ত্বাং হৃদি সংরক্ষিতুং শক্নোমি অনুকম্পাপ্রদর্শনেন তদ্বিধেহি ইতি ভাবঃ।

১৫। হে হবিঃ! 'অদিত্যা' 'উপস্থে' (অনন্তস্বরূপস্য ভগবতঃ সমীপে, সুপ্তং বালং পুত্রং যথা মাতরি অঙ্কে স্থাপয়তি তদ্বৎ ত্বাং ইতি ভাবঃ) 'সাদয়ামি' (প্রতিষ্ঠাপয়ামি)।

১৬। 'অগ্নে' (হে জ্যোতির্ম্ময় প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবন্)! ত্বং তৎ 'হব্যং' (আহবনীয়ং, মম হৃদ্গতং শুদ্ধসত্ত্বভাবং ইত্যর্থঃ) 'রক্ষ' (পালয় ; ইহলোকপরলোকসম্বন্ধিবাধকান্ অপসৃত্য চিরায় প্রতিষ্ঠাপয় ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। হে দেব! ত্বং হি বিশ্বরূপ ইতি নত্বা মমানুরাগং সদ্ভাবং চ ত্বয়ি সংন্যস্তং করোমি। তদনুরাগঃ বিশ্বং প্রাপ্নোতু। ত্বং মম সদ্ভাবং সংরক্ষ ইতি ভাবঃ॥ (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—৪ অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে আমার হৃন্নিহিত জ্ঞানভক্তি! অথবা হে আমার সদসৎ চিত্তবৃত্তি! ভগবৎপ্রীতিহেতুভূত সৎকর্ম্মসাধনে তোমাদিগকে নিয়োজিত করিতে যেন সমর্থ হই। (মন্ত্রটী অত্মোদ্বোধনমূলক। অনুষ্ঠানকারী আত্মসামর্থ্যে নির্ভরপরায়ণ হইতে না পারিয়া, আত্মাকে উদ্বোধিত করিতেছেন,—ভগবৎকর্ম্মসম্পাদনে চিত্তবৃত্তি-সমূহ যেন সখ্যসম্পন্ন হয়)।

২। হে আমার মন! সদ্ভাবব্যাপ্তির নিমিত্ত ভগবান তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ জীবদেহে সংযুক্ত করিয়াছেন ; অথবা সদ্ভাবজননের জন্য তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি। (মর্ম্মার্থ এই যে—ভগবান কৃপাপূর্ব্বক মানুষের মধ্যে মন সংন্যস্ত করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায়—মানুষ ভগবৎপরায়ণ হউক)।

৩। হে ভগবন্! সৎপ্রতিবন্ধক শত্রু (আমাদের দুর্ব্বুদ্ধি) সর্ব্বতোভাবে ভস্মীভূত হউক ; আমাদিগের রিপুশত্রুগণ, প্রত্যেকে বিশিষ্টরূপে দগ্ধ হউক। (ভাব এই যে,—আপনি আমাদের দুর্ব্বুদ্ধিকে এবং রিপুশত্রুদিগকে সমূলে বিনষ্ট করুন)!

৪। হে প্রজ্ঞানস্বরূপ দেবতা! আপনি কামক্রোধাদি রিপুশত্রুগণের সংহারকর্ত্তা; আমাদিগের অমঙ্গলসাধক শত্রুগণকে আপনি বিনাশ করুন। প্রার্থনাকারী আমাদিগকে সর্ব্বদাই হিংসা করিবার জন্য যে শত্রু উদ্যুক্ত রহিয়াছে, আপনি তাহাদিগের উচ্ছেদ-সাধন করুন; আমরা যে শত্রুকে বিনাশ করিতে উদ্যুক্ত হইব অর্থাৎ যাহাদের বিনাশ করা প্রয়োজন হইবে, আপনি তাহাদিগকে বিনষ্ট করুন। (এখানে সর্ব্বশত্রুনাশের প্রার্থনা রহিয়াছে)।

৫। হে আমার অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞানস্বরূপ দেবতা! আপনি দেবগণের (দেবভাব-সমূহের) শ্রেষ্ঠ বহনকর্ত্তা। আপনি দেবভাবসমূহের বিশুদ্ধভাবে সংরক্ষণকারী; আপনি সদ্ভাব-সমূহের সম্যক্‌রূপে পূর্ণতাসাধক; আপনি তাহাদিগের (দেবভাব-সমূহের) অতিশয় প্রিয়, এবং সেই দেবভাবনিবহের শ্রেষ্ঠ আহ্বানকর্ত্তা। অপিচ, আপনি সেই দেবভাবসমূহের ধারক ও পোষক। আপনি আমাদিগের আহবনীয় শুদ্ধসত্ত্বের আধার আমাদিগের হৃদয়ের দৃঢ়তা সম্পাদন করুন অর্থাৎ ঐকান্তিকতা বিধান করুন। পরন্তু আপনি আমাদিগের প্রতি কুটিল হইবেন না অর্থাৎ আমাদিগের কর্ম্মবৈগুণ্য-হেতু অথবা আমাদিগের ত্রুটিবিচ্যুতি দেখিয়া আপনি বিরূপ হইবেন না। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবানের অনুগ্রহে যেন আমরা সরল সদ্ভাব-সম্পন্ন হইতে পারি)।

৬। হে চিত্তবৃত্তি! মিত্রভূত ব্যক্তির অর্থাৎ হিতাকাঙ্ক্ষিজনের দৃষ্টিতে যেন তোমাদিগকে দর্শন করিতে সমর্থ হই! (ভাব এই যে—যেন তোমাদের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারি, যেন বিপথগামী না হই); তোমরা ভীত হইও না। (ভাবার্থ—অবিচলিতভাবে যেন ভগবানকে আরাধনা করি); অন্তরস্থিত শত্রুসমূহ যেন তোমাদিগকে হিংসা করিতে না পারে অর্থাৎ বিপথে পরিচালিত না করে।

৭। হে দেব (অথবা হে আমার অন্তর)! আপনি (তুমি) সর্ব্বগ বায়ুর ন্যায় বিস্তৃত হউন (হও)। দেবপক্ষে অর্থ এই যে—'হে দেব! আপনি বায়ুর ন্যায় আমাদের দেহে সর্ব্বব্যাপী হইয়া আমাদিগের পাপ-সমূহকে বিদূরিত করুন।' মনঃপক্ষে অর্থ এই যে—'হে আমার অন্তর!

দেবসামীপ্য-লাভের নিমিত্ত সঙ্কীর্ণভাব পরিত্যাগ কর; সকলের প্রতি অভিন্নভাব প্রতিষ্ঠিত হউক।'

৮। আমার অন্তরের শুদ্ধসত্ত্বভাবরূপ হে হবিঃ! সকলের প্রসবিতা জ্ঞানপ্রদ দীপ্তিমান্ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া, আত্মবাহুকে দেবগণের অধ্বর্য্যুস্থানীয় ভবব্যাধিনিবারক অশ্বিদ্বয়ের বাহুযুগলবৎ মনে করিয়া, এবং আপনার করযুগলকে দেবগণের হবির্ভাগ-পূরক পূষাদেবতার করস্বরূপ মনে করিয়া, সেই বাহুযুগলের ও করদ্বয়ের দ্বারা তোমাকে অর্থাৎ ভগবদুদ্দেশ্যে উৎসৃষ্ট হবিঃরূপ ভক্তিসুধা শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবসমূহকে প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত নিবেদন অর্থাৎ উপসর্গ করিতেছি। (ভাব এই যে,—ভগবৎকর্ম্মে আপনাকে বিনিযুক্ত করিতে হইলে,—আপনার বাহুযুগলকে এবং করদ্বয়কে দেবতার বাহু ও হস্ত বলিয়া মনে করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বাত্মক ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হবিঃ মানুষ কিরূপে গ্রহণ করিতে পারিবে? দেবতার স্মরণ না করিলে মানুষের অনৃতস্বরূপহেতু, তাহার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম নিষ্ফল হয় এবং তাহাতে অনিষ্টোৎ-পাদন ঘটে। সেইজন্য সকল কার্য্যেই দেবতার স্মরণ কর্ত্তব্য। দেবগণ সত্যস্বরূপ। দেবগণের অনুস্মরণ-পূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, তাহা ফলোপধায়ক হয় এবং সত্যস্বরূপ হয়। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য। দেবভাবে ভাবান্বিত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠানের সার্থকতাই মন্ত্রে প্রখ্যাপিত)।

৯। হে আমার মন! জ্ঞান ও ভক্তি রূপ দেবতাদ্বয়ের প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে উৎসর্গ করিতেছি। (তাৎপর্য্যার্থ—জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারা যেন সৎকর্ম্মসাধনে এবং অন্তরকে পরিস্রুত করিতে সমর্থ হই)।

১০। মনঃসম্বন্ধযুত জ্ঞান, দেবসম্বন্ধি অর্থাৎ দেবভাব হইতে সমুৎপন্ন; (ভাব এই যে—সদ্ভাবই সজ্‌জ্ঞানস্বরূপ; তদ্দ্বারাই মানুষ পরাজ্ঞান লাভ করে); অথবা আমাদিগের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্ম দেবগণের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত যেন অনুষ্ঠিত হয়। (ভাব এই যে—সৎকর্ম্মের প্রভাবেই সদ্ভাব সমুদ্ভূত হয়); অতএব সেই জ্ঞান আমাদিগের সহিত সঙ্গত হউক; (অর্থাৎ সদ্ভাব ও সৎকর্ম্মের দ্বারা আমাদিগের মধ্যে পরাজ্ঞানের উদ্ভব হউক)।

১১। হে আমার অন্তর্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবি! অভিবৃদ্ধির নিমিত্ত অর্থাৎ বিশ্বসেবায় তোমাকে উৎসর্গ করিতেছি; আত্মসুখকামনায় আমি অনুপ্রাণিত নহি। (ভাব এই যে—আত্মসুখকামনা না করিয়া বিশ্বহিত-সঙ্কল্পে যেন ভগবদারাধনা করি এবং শুদ্ধসত্ত্ব নিবেদন করিতে সমর্থ হই। ভগবানে শুদ্ধসত্ত্বনিবেদনের ইহাই সার্থকতা)।

১২। হে ভগবন্! সকল সৎকর্ম্মেই যেন বিশ্বের হিতসাধক বিশ্ব-প্রকাশক জ্যোতিঃস্বরূপ আপনাকে দর্শন করি। (ভাব এই যে—আমা-দিগের অনুষ্ঠিত সর্ব্ববিধ কর্ম্মই ভগবানের অধিষ্ঠান হউক)।

১৩। হে হবিঃ! (অথবা হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব)! তোমার প্রভাবে ইহলোক-পরলোক-সম্বন্ধি (অথবা জননমরণধর্ম্মশীল) নবদ্বারবিশিষ্ট এই দেহরূপ গৃহের (যেন) দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়, অর্থাৎ ভগবৎকর্ম্মসম্পাদনে সামর্থ্যযুত হয়। মনুষ্যজন্ম সহস্র প্রলোভনে পরিপূর্ণ। অতএব আমার হৃদয় যেন দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়।

১৪। হে দেব! আপনি আমার কলুষক্লেদ-পরিশূন্য শত্রুর উপদ্রব-রহিত সুনির্ম্মল হৃদয়রূপ আধার ক্ষেত্রকে লক্ষ্য করিয়া আগমন করুন। (তাৎপর্য্যার্থ—বিশুদ্ধ নির্ম্মল হৃদয়ই ভগবানের নিবাস-স্থান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমি যেন সর্ব্বদা আপনাকে হৃদয়ে রাখিতে সমর্থ হই। অনুকম্পা-প্রদর্শনে আপনি তাহার বিহিত করুন)।

১৫। হে হবি! সুপ্ত শিশু যেমন মাতৃক্রোড়ে সংন্যস্ত হয়, সেইরূপ তোমাকে অনন্তস্বরূপ ভগবানের অঙ্কে স্থাপন করিতেছি।

১৬। হে জ্যোতির্ম্ময় প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবন্! আপনি আমার সেই হবিঃ অর্থাৎ হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্বরূপ আহবনীয়কে সংরক্ষণ করুন (অর্থাৎ ইহলোক-পরলোক-সম্বন্ধি শত্রুদিগকে অপসারিত করিয়া চিরতরে সুপ্রতিষ্ঠিত করুন)। (মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে,—হে ভগবন! আপনি বিশ্বরূপ জানিয়া আমার সমস্ত অনুরাগ ও সদ্ভাব আপনাতে সংন্যস্ত করিতেছি। আমার সেই অনুরাগ সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হউক। আপনি আমার সদ্ভাব সংরক্ষণ করুন।)॥ (১অষ্টক—১প্রপাঠক—৪অনুবাক)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

অনুবাকত্রয়েণ পর্ব্বদিনকর্ত্তব্যং সমাপিতমুত্তরৈর্দ্দশভিরনুবাকৈঃ প্রতিপদ্দিনকর্ত্তব্যমভিধাতব্যং। তত্র প্রথমং তাবদস্মিংশ্চতুর্থেঽনুবাকে হবির্নির্ব্বাপোঽভিধীয়তে।

১। "কর্ম্মণে বাং দেবেভ্যঃ শকেয়ং।"—বৌধায়নঃ—"অথ প্রাতর্হুতেঽগ্নিহোত্রে হস্তৌ সংমৃশতে কর্ম্মণে বাং দেবেভ্যঃ শকেয়মিতি" ইতি। আপস্তম্বঃ—"কর্ম্মণে বাং দেবেভ্যঃ শকেয়মিতি হস্তাববনিজ্য" ইতি। হে হস্তৌ দেবানাং সম্বন্ধিনে কর্ম্মণে প্রক্ষালিতৌ যুবাং প্রযোক্তুং শক্তো ভূয়াসং। বিনাঽপি প্রক্ষালনং লৌকিকশক্তেঃ সদ্ভাবাচ্ছাস্ত্রীয়শক্ত্যর্থো মন্ত্রঃ প্রক্ষালনহেতুরিত্যভিপ্রেত্যাঽহ—"কর্ম্মণে বাং দেবেভ্যঃ শকেয়মিত্যাহ শক্ত্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি। কঞ্চিন্মন্ত্রমুৎপাঠ্য তৃণাস্তরণে বিনিযুঙ্‌ক্তে—"যজ্ঞস্য বৈ সন্ততিমনু প্রজাঃ পশবো যজমানস্য সন্তায়ন্তে। যজ্ঞস্য বিচ্ছিত্তিমনু প্রজাঃ পশবো যজমানস্য বিচ্ছিদ্যন্তে। যজ্ঞস্য সন্ততিরসি যজ্ঞস্য ত্বা সন্তত্যৈ স্তৃণামি সন্তত্যৈ ত্বা যজ্ঞস্যেত্যাহবনীয়াৎ সন্তনোতি। যজমানস্য প্রজায়ৈ পশূনাঁ সন্তত্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি। যজ্ঞস্য ত্বা সন্তত্যা ইত্যেষাং পদানামাদরার্থেন দ্বিরভ্যাসেন ভূমির্যথা ন দৃশ্যতে তথা স্তরণীয়মিতি সূচ্যতে। অত এবান্যত্রাঽম্নাতং—"অনতিদৃশ্নঁ স্তৃণাতি" ইতি। স্তরণপ্রদেশস্ত্বাঽস্তম্বে কল্পে দর্শিতৌ—"গার্হপত্যাৎ প্রক্রম্য সন্ততামুলপরাজীঁ স্তৃণাত্যাহবনীয়াৎ" ইতি। উলপরাজিস্তৃণবিশেষঃ। প্রণয়নং বিধত্তে—"অপঃ প্রণয়তি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি। তৎপ্রকারঃ কল্পে দর্শিতঃ—"অথোত্তরেণ গার্হপত্যমুপবিশ্য কঁসং বা চমসং বা প্রণীতাপ্রণয়নমানীয় তস্মিঁস্তিরঃ পবিত্রমপ আনয়ন্নাহ ব্রহ্মন্নপঃ প্রণেষ্যামি যজমান বাচং যচ্ছেতি প্রসূতঃ সমং প্রাণৈর্দ্ধারয়মাণো বিষিঞ্চন্নুদঙ্ঙোত্তরেণাঽহবনীয়ং দর্ভেষু সাদয়িত্বা" ইতি। প্রণয়নবিধেরর্থবাদমাহ—"শ্রদ্ধা বা আপঃ। শ্রদ্ধামেবাঽরভ্য প্রণীয় প্রচরতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি। অপাং শ্রদ্ধাজনকত্বেন শ্রদ্ধারূপত্বমুপচর্য্যতে। তজ্জনকত্বং চ শ্রুত্যন্তরে সমাম্নাতং—"আপো হাস্মৈ শ্রদ্ধাং সংনমন্তে পুণ্যায় কর্ম্মণে" ইতি। দৃশ্যতে চ স্নানাচমনোপেতস্য শ্রদ্ধাতিশয়ঃ। পূর্ব্বোক্তমেব প্রণয়নবিধিং পুনঃ পুনরনূদ্য বহুধা স্তৌতি—"অপঃ প্রণয়তি। যজ্ঞো বা আপঃ। যজ্ঞমেবাঽরভ্য প্রণীয় প্রচরতি। অপঃ প্রণয়তি। বজ্রো বা আপঃ। বজ্রমেব ভ্রাতৃব্যেভ্যঃ প্রহৃত্য প্রণীয় প্রচরতি। অপঃ প্রণয়তি। আপো বৈ রক্ষোঘ্নীঃ। রক্ষসামপহত্যৈ। অপঃ প্রণয়তি। আপো বৈ দেবানাং প্রিয়ং ধাম। দেবানামেব প্রিয়ং ধাম প্রণীয় প্রচরতি। অপঃ প্রণয়তি। আপো বৈ সর্ব্বা দেবতাঃ। দেবতা এবাঽরভ্য প্রণীয় প্রচরতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি। যজ্ঞো যথাঽভীষ্টস্বর্গসাধনং তদ্বদপামভীষ্টপ্রীত্যাদিসাধনত্বাদ্‌যজ্ঞত্বং। প্রণীতাভিরদ্ভিঃ পিষ্টস্য সংযবনং প্রচরণং। যথা বজ্রো বৈরিণং বারয়তি তদ্বদাপঃ শত্রুং বারয়ন্তি। রক্ষোঘ্নীত্বং পুরৈবোক্তং। বৃষ্ট্যুদকস্য দেবপ্রিয়ধাম্নো দ্যুলোকাদুৎপন্নত্বাদপাং তদ্ধামত্বং। দেবাস্তাবদগ্নিং প্রবিশ্য তদ্ভাবং প্রাপ্তাঃ। তথা চ শ্রূয়তে—"দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্। তে দেবা বিভ্যতোঽগ্নিং প্রাবিশন্। তস্মাদাহুরগ্নিঃ সর্ব্বা দেবতা ইতি" ইতি। স চাগ্নিরপ্সু প্রবিষ্টঃ। "স নিলায়ত। সোঽপঃ প্রাবিশৎ" ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাদপাং সর্ব্বদেবতাত্বং। ব্রাহ্মণান্তরাদ্বা তথাত্বং দ্রষ্টব্যং॥

২। "বেষায় ত্বা।"—কল্পঃ—"আদত্তে দক্ষিণেনাগ্নিহোত্রহবণী৺্ সব্যেন শূর্পং বেষায় ত্বেতি" ইতি। তদেতদ্বয়ং যজ্ঞায়ুধমধ্যপাতি। তানি যজ্ঞায়ুধান্যত্রৈবমাম্নাতানি—"স্ফ্যশ্চ কপালানি চাগ্নিহোত্রহবণী চ শূর্পং চ কৃষ্ণাজিনং চ শম্যা চোলূখলং চ মুসলং চ দৃষচ্চোপলা চৈতানি বৈ দশ যজ্ঞায়ুধানি" ইতি। তেষাং প্রয়োগপ্রকারস্তত্রৈব দর্শিতঃ—"উত্তরেণ গার্হপত্যাহবনীয়ৌ দর্ভান্ স৺্স্তীর্য্য দ্বন্দ্বং ন্যঞ্চি পাত্রাণি প্রযুনক্তি দশাপরাণি দশ পূর্ব্বাণি স্ফ্যশ্চ কপালানি চেতি যথাসমাম্নাতমপরাণি প্রযুজ্য স্রুবং জুহূমুপভৃতং ধ্রুবাং বেদং পাত্রীমাজ্যস্থালীং প্রাশিত্রহরণমিডাপাত্রং প্রণীতা প্রণয়নমিতি পূর্ব্বাণি তান্যুত্তরেণা-বশিষ্টান্যন্বাহার্য্যস্থালীং মদন্তীমুপবেষং প্রাতর্দ্দোহপাত্রাণীতি প্রণীতা প্রণয়নং পাত্রসংসাদনাৎ পূর্ব্বমেকে সমামনন্তি" ইতি। তত্রাগ্নিহোত্রহবণ্যাদানে শাখান্তরমন্ত্র উদাহৃতঃ—"বানস্প-ত্যাঽসি দক্ষায় ত্বেত্যগ্নিহোত্রহবণীমাদত্তে" ইতি। তস্মাদ্বেষায় ত্বেতি মন্ত্রেণ শূর্পমাদত্তে। বেষো ব্যাপ্তিমান্‌যজ্ঞস্তদর্থং ভোঃ শূর্প ত্বামাদদে। অত্রার্থাববোধকাল এব বাক্যপূর্ত্তয়ে পদাধ্যাহারঃ। অনুষ্ঠানকালে তু ন লৌকিকং পদমধ্যাহর্ত্তব্যং। অনাম্নাতত্বোহাদিবদমন্ত্র-ত্বাৎ। অববুদ্ধস্যার্থস্য বাক্যৈকদেশেনাপি সংস্কারোদ্বোধে সতি স্মৃত্যুৎপত্তেঃ। অমন্ত্রত্বাদেব তদ্ধারকস্মৃত্যা নাস্ত্যদৃষ্টং কিঞ্চিৎ। সূর্য্যায় জুষ্টং নির্ব্বপামীত্যাদীনমন্ত্রানপি প্রযুঞ্জতে। অন্যথাঽগ্নয়ে জুষ্টমিত্যেবমাম্নাতস্যৈব প্রয়োগে সৌর্য্যকর্ম্মসমবেতস্যার্থস্য স্মৃত্যভাবপ্রসঙ্গাৎ। শূর্পস্য যজ্ঞার্থত্বং নির্ব্বাপাবঘাতাদৌ প্রসিদ্ধমিত্যাহ—"বেষায় ত্বেত্যাহ। বেষায় হ্যেনদাদত্তে" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ৪) ইতি॥

৩। "প্রত্যুষ্ট৺্ রক্ষঃ প্রত্যুষ্টা অরাতয়ঃ।"—কল্পঃ—"প্রত্যুষ্ট৺্ রক্ষঃ প্রত্যুষ্টা অরাতয় ইত্যাহবনীয়ে গার্হপত্যে বা প্রতিতপ্য" ইতি। ব্যাচষ্টে—"প্রত্যুষ্ট৺্ রক্ষঃ প্রত্যুষ্টা অরাতয় ইত্যাহ। রক্ষসামপহত্যৈ" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ৪) ইতি॥

৪। "ধূরসি ধূর্ব্ব ধূর্ব্বন্তং ধূর্ব্ব তং যোঽস্মান্ধূর্ব্বতি তং ধূর্ব্ব যং বয়ং ধূর্ব্বামঃ।"—কল্পঃ—"জঘনেন গার্হপত্যমগ্নিষ্ঠমনো ভবতি তস্যৈত্যোত্তরাং যুগধুরমভিমৃশতি ধূরসি ধূর্ব্ব ধূর্ব্বন্তং ধূর্ব্ব তং যোঽস্মান্ধূর্ব্বতি তং ধূর্ব্ব যং বয়ং ধূর্ব্বাম ইতি" ইতি। ব্রীহিরূপহবির্দ্ধারক-শকটসম্বন্ধিনো যুগস্য বলীবর্দ্দবহনপ্রদেশে কশ্চিদ্ধিংসকোঽগ্নিঃ শাস্ত্রদৃষ্টোঽস্তি তং প্রার্থয়তে—ভো বহ্নে ত্বং হিংসকোঽসি। ততঃ পাপরূপং হিংসকং বিনাশয়। কিং চ যো রাক্ষসা-দির্যাগবিঘ্নেনাস্মাঞ্জিঘাংসতি তমপি বিনাশয়। যং বাহলস্যাদিরূপং বৈরিণং বয়ং ধূর্ব্বামো জিঘাংসামস্তমপি বিনাশয়। বহ্ন্যাধারভূতায়া যুগধুরঃ সংস্পর্শং বিধত্তে—"ধূরসীত্যাহ। এষ বৈ ধূর্য্যোঽগ্নিঃ। তং যদনুপস্পৃশ্যাতীয়াৎ। অধ্বর্য্যুং চ যজমানং চ প্রদহেৎ। উপস্পৃশ্যা-ত্যেতি। অধ্বর্য্যোশ্চ যজমানস্য চাপ্রদাহায়" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ৪) ইতি। তং ধূর্ব্বেতি বাক্যয়োঃ পৌনরুক্ত্যভ্রমং নিবারয়তি—"ধূর্ব্ব তং যোঽস্মান্ধূর্ব্বতি তং ধূর্ব্ব যং বয়ং ধূর্ব্বাম ইত্যাহ। দ্বৌ বাব পুরুষৌ। যং চৈব ধূর্ব্বতি। যশ্চৈনং ধূর্ব্বতি। তাবুভৌ শুচাঽর্পয়তি" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ৪) ইতি। শোক্তেন যোজয়তীত্যর্থঃ॥

৫। "ত্বং দেবানামসি সস্নিতমং পপ্রিতমং জুষ্টতমং বহ্নিতমং দেবহূতমমহ্রুতমসি হবির্দ্ধানং দৃ৺্হস্ব মা হ্বাঃ।"—কল্পঃ—"অনোঽভিমন্ত্রয়তে ত্বং দেবানামসি সস্নিতমং

পপ্রিতমং জুষ্টতমং বহ্নিতমং দেবহূতমমহ্রুতমসি হবির্দ্ধানং দৃꣳহস্ব মা হ্বারিতি” ইতি। ভোঃ শকট ত্বং দেবানাং সম্বন্ধী ভবসি। ততঃ শুদ্ধতমং ব্রীহিভিঃ পূর্ণতমং প্রিয়তমং হবিষো বাহকতমং দেবানামাহ্বাতৃতমং চাসি। কিং চ ব্রীহিভারাপাদিতবক্রত্বরহিতং হবিষো ধারকমস্ততো দৃঢ়ং ভব ভগ্নং মা ভূঃ। মন্ত্রস্য প্রথমভাগে স্পষ্টার্থত্বং দর্শয়তি—“ত্বং দেবানামসি সস্নিতমং পপ্রিতমং জুষ্টতমং বহ্নিতমং দেবহূতমমিত্যাহ। যথাযজুরেবৈতৎ” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি। মন্ত্রপদৈর্য্যোঽর্থো যথা প্রতীয়তে স তথৈব ন ত্বত্র কশ্চিদ্বিবক্ষাবিশেষোঽস্তি। দ্বিতীয়ভাগে ব্রীহিভারপ্রযুক্তং শৈথিল্যং বার্য্যত ইত্যাহ—“আহ্রুতমসি হবির্দ্ধানমিত্যাহানার্ত্ত্যৈ” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি। তৃতীয়ভাগে স্বয়মপ্যারোঢুং শকটস্য ধৈর্য্যং সম্পাদ্যত ইত্যাহ—“দৃꣳহস্ব মা হ্বারিত্যাহ ধৃত্যৈ” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি। অত এবাঽপস্তম্ব উত্তরস্য ভাগস্য মন্ত্রান্তরত্বমভিপ্রেত্যাঽহ—“অহ্রুতমসি হবির্দ্ধানমিত্যারোহতি” ইতি॥

৬। “মিত্রস্য ত্বা চক্ষুষা প্রেক্ষে মা ভের্ম্মা সং বিক্‌থা মা ত্বা হিꣳসিষম্।”—কল্পঃ—“অথ পুরোডাশীয়ান্ প্রেক্ষতে মিত্রস্য ত্বা চক্ষুষা প্রেক্ষে মা ভের্ম্মা সংবিক্‌থা মা ত্বা হিꣳসিষমিতি” ইতি। হে ব্রীহিসমূহ জগন্মিত্রস্য সূর্য্যস্য চক্ষুষা ত্বামবলোকয়ামি ন তু বৈরিচক্ষুষা। ততো মা ভৈষীর্ম্মাঽত্র কম্পিষ্ঠাঃ। অহং তু ত্বাং ন মারয়ামি। অনুকূলোঽয়মিতিবুদ্ধ্যুৎপাদনায় মিত্রশব্দপ্রয়োগ ইত্যাহ—“মিত্রস্য ত্বা চক্ষুষা প্রেক্ষ ইত্যাহ মিত্রত্বায় (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি। ভয়কম্পয়োরপি হিংসাবান্তরভেদত্বমিত্যভিপ্রেত্যাঽহ—“মা ভের্ম্মা সংবিক্‌থা মা ত্বা হিꣳসিষমিত্যাহাহিꣳসায়ৈ” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি॥

৭। “উরু বাতায়।”—কল্পঃ—“উরু বাতায়েতি পরিণাহমপচ্ছাদ্য” ইতি। হে করিষ্যমাণদ্বার ত্বমেতেন পিধানভূততৃণাদ্যপনয়নেন বায়ুপ্রবেশার্থং বিস্তীর্ণং ভব। বায়ুপ্রবেশে প্রয়োজনমাহ—“যদ্বৈ কিঞ্চ বাতো নাভিবাতি। তৎসর্ব্বং বরুণদেবত্যং। উরু বাতায়েত্যাহ। অবারুণমেবৈনৎকরোতি” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি। যদ্দ্রব্যমাবৃতত্বেন বায়ুর্ন স্পৃশতি তস্য সর্ব্বস্যাঽবরকো বরুণঃ স্বামী। তচ্চ স্বামিত্বং বায়ুনা নিবর্ত্ততে॥

৮। “দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামগ্নয়ে জুষ্টং নির্ব্বপামি।”—কল্পঃ—“অথ নির্ব্বপতি দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামগ্নয়ে জুষ্টং নির্ব্বপামীতি” ইতি। তৎপ্রকারঃ সূত্রে দর্শিতঃ—“শূর্পে পবিত্রে নিধায় তস্মিন্নগ্নিহোত্রহবণ্যা হবীꣳষি নির্ব্বপতি তয়া বা পবিত্রবত্যা” ইতি। ব্যাচষ্টে—“দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসব ইত্যাহ প্রসূত্যৈ। অশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যামিত্যাহ। অশ্বিনৌ হি দেবানামধ্বর্য্যূ আস্তাং। পূষ্ণো হস্তাভ্যামিত্যাহ যত্যৈ। অগ্নয়ে জুষ্টং নির্ব্বপামীত্যাহ। অগ্নয় এবৈনাঞ্জুষ্টং নির্ব্বপতি” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি। এনান্ বৃহীন্ প্রিয়ং হবির্যথা ভবতি তথা নির্ব্বপতি। আবৃত্তিং বিধত্তে—“ত্রির্যজুষা। ত্রয় ইমে লোকাঃ। এষাং লোকানামাপ্ত্যৈ। তূষ্ণীং চতুর্থং। অপরিমিতমেবাবরুন্ধে” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি॥

৯। “অগ্নীষোমাভ্যাম্।”—আপস্তম্বঃ—“এবমুত্তরং যথাদেবতমগ্নীষোমাভ্যামিতি পৌর্ণ-

মাস্যাং” ইতি। তদিদং স্পষ্টী চকার বৌধায়নঃ—“এতামেব প্রতিপদং কৃত্বাঽগ্নীষোভ্যামিতি পৌর্ণমাস্যামিন্দ্রায় বৈমৃধায়েতি চেন্দ্রাগ্নিভ্যামিত্যমাবাস্যায়ামসংনয়ত ইন্দ্রায়েতি সংনয়তো মহেন্দ্রায়েতি বা যদি মহেন্দ্রযাজী ভবতি” ইতি। দেবস্য ত্বেত্যেতমেব ভাগমুপক্রমং কৃত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামীত্যুপসংহারং কৃত্বা তয়োর্মধ্যেঽগ্নীষোমাভ্যামিতি প্রবোক্তব্যং এতৎসর্ব্বমভিপ্রেত্যাঽহ—“স এবমেবানুপূর্ব্বং হবীংষি নির্ব্বপতি” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি॥

১০। “ইদং দেবানামিদমু নঃ সহ।”—কল্পঃ—“দেবানামিতি নিরুপ্তানভিমৃশতীদমু নঃ সহেত্যবশিষ্টান্” ইতি। শূর্পে নিরুপ্তমিদং দেবানামেব স্বমিদং তু শকটস্থং দেবৈঃ সহিতানামস্মাকং স্বং যাগান্তরাণামস্মাভিঃ করিষ্যমাণত্বাদ্ভোক্ষ্যমাণত্বাচ্চ। ভাগয়োরসাংকর্য্যায় মন্ত্রদ্বয়মিত্যাহ -“ইদং দেবানামিদমুঃ নঃ সহেত্যাহ ব্যাবৃত্ত্যৈ” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি॥

১১। “স্ফাত্যৈ ত্বা নারাত্যৈ।”—কল্পঃ—“স্ফাত্যৈ ত্বা নারাত্যা ইতি নিরুপ্তানেবাভিমন্ত্র্য” ইতি। হে হবিরভিবৃদ্ধ্যৈ ত্বামভিমন্ত্রয়ামি। তত্রাভিবর্দ্ধনমদানায় ন ভবতি কিং তু দেবেভ্যো দাতুমেব। সোঽয়ং মন্ত্রো হবিষোঽবস্কন্দনেন ক্ষয়ো মা ভূদিত্যেবং রক্ষার্থ ইত্যাহ—“স্ফাত্যৈ ত্বা নরাত্যা ইত্যাহ গুপ্ত্যৈ” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি॥

১২। “সুবরভি বিখ্যেষং বৈশ্বানরং জ্যোতিঃ।”—বৌধায়নঃ—“অথাঽহবনীয়মীক্ষতে সুবরভি বিখ্যেষং বৈশ্বানরং জ্যোতিরিতি” ইতি। আপস্তম্বস্তু মন্ত্রভেদমভিপ্রেত্যাঽহ—“সুবরভি বিখ্যেষমিতি সর্ব্বং বিহারমনুবীক্ষতে বৈশ্বানরং জ্যোতিরিত্যাহবনীয়ং” ইতি। স্বর্গসাধনত্বেন স্বর্গরূপং সর্ব্বযাগপ্রদেশমভিতো বিশেষেণ পশ্যামি। আহবনীয়াগ্নিং স্বর্গপ্রকাশকজ্যোতিঃস্বরূপং পশ্যামি। শকটস্যোপরিভাগে পরিতঃ কটবেষ্টিতে তমস্বিনি প্রদেশে অবস্থিতস্য বহিরবলোকনমপ্যপেক্ষিতমিত্যাহ—“তমসীব বা এষোঽন্তশ্চরতি। যঃ পরীণহি। সুবরভি বিখ্যেষং বৈশ্বানরং জ্যোতিরিত্যাহ। সুবরেবাভি বিপশ্যতি বৈশ্বানরং জ্যোতিঃ” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি॥

১৩। “দৃংহন্তাং দুর্যা দ্যাবাপৃথিব্যোঃ।” বৌধায়নঃ—“অথ গৃহানন্বীক্ষতে দৃংহন্তাং দুর্য্যা দ্যাবাপৃথিব্যোরিতি” ইতি। আপস্তম্বঃ—“দৃংহন্তাং দুর্যা দ্যাবাপৃথিব্যোরিতি প্রত্যবরুহ্য” ইতি। ইহলোকপরলোকয়োরস্মদ্গৃহা দৃঢ়া ভবন্তু। অদার্ঢ্যশঙ্কায়াঃ সম্ভাবাদ্দার্ঢ্যমাশংসনীয়মিত্যাহ—“দ্যাবাপৃথিবী হবিষি গৃহীত উদবেপেতাং। দৃংহন্তাং দুর্যা দ্যাবাপৃথিব্যোরিত্যাহ। গৃহাণাং দ্যাবাপৃথিব্যোরিত্যাহ। গৃহাণাং দ্যাবাপৃথিব্যোর্দ্ধৃত্যৈ” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি। গৃহীতহবিষ্কঃ কিং বোদ্দিশ্য যক্ষ্যতীত্যজ্ঞানাল্লোকয়োর্ভয়েন কম্পঃ প্রাপ্তঃ। দৃংহন্তামিত্যুক্তে সত্যেতদ্বিনাশ উদ্দেশ্যো ন ভবতীতি নিশ্চয়াদ্দৈর্য্যং ভবতি॥

১৪। “উর্ব্বন্তরিক্ষমন্বিহি।”—কল্পঃ—“উর্ব্বন্তরিক্ষমন্বিহীতি হরতি” ইতি। ব্যাচষ্টে উর্ব্বন্তরিক্ষমন্বিহীত্যাহ গত্যৈ” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ ৪) ইতি॥

১৫। “আদিত্যাস্ত্বোপস্থে সাদয়ামি”—কল্পঃ—“এত্যোত্তরেণ গার্হপত্যমুপসাদয়ত্যদিত্যাস্ত্বোপস্থে সাদয়ামীতি” ইতি। অদিতিশব্দস্য ভূমিরর্থ ইত্যাহ—“অদিত্যাস্ত্বোপস্থে সাদয়ামিত্যাহ। ইয়ং বা অদিতিঃ। অস্যা এবৈনদুপস্থে সাদয়তি” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি॥

১৬। “অগ্নে হব্যং রক্ষস্ব।”—কল্পঃ—“গার্হপত্যমভিমন্ত্রয়তে—অগ্নে হব্যং রক্ষস্বেতি

ইতি।” অত্র হবিষো রক্ষামাত্রং বিবক্ষিতমিত্যাহ—“অগ্নে হব্যꣳ রক্ষস্বেত্যাহ গুপ্ত্যৈ” [ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—কর্ম্মণে হস্তয়োঃ শুদ্ধির্ব্বেষা শূর্পপরিগ্রহঃ। প্রত্যুষ্টমিতি সন্তপ্য ধূঃ স্পৃশেচ্ছকটে ধূরং॥ ১॥ ত্বমীষাং সংস্পৃশেদ্দৃꣳহ শকটং ত্বধিরোহতি। উর্ব্বন্তর্ব্বিমপচ্ছাদ্য মিত্রেতি হবিরীক্ষতে॥ ২॥ দেবেতি নির্ব্বপেদগ্নীত্যপি পূর্ব্বান্নুষঞ্জনাৎ ইদং নিরুপ্তমচ্ছেষৌ স্পৃশেৎ স্ফাত্যভিমন্ত্রণং॥ ৩॥ স্বুবর্ব্বিহারং বীক্ষ্যাথ বৈশ্বা পূর্ব্বাগ্নিবীক্ষণং। দৃꣳহাবরুহ্যোরু গচ্ছেদর্দি ভূমৌ হিংসাদয়েৎ। অগ্নেঽভিমন্ত্রণং মন্ত্রা উক্তা একোনবিংশতিঃ॥ ৪॥

অথ মীমাংসা।

তত্র কেচিৎ সামান্যবিচারা উচ্যন্তে। যদ্যপীষে ত্বেত্যত্রৈবৈতে বক্তব্যাস্তথাঽপি সর্ব্বত্র সঞ্চারবুৎপত্তয়ে তত্তদনুবাকেষু বর্ণ্যন্তে। দ্বাদশাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে বিচারিতং—“অনধ্যায়ে মন্ত্রপাঠঃ ক্রতৌ নাস্ত্যস্তি বা ন সঃ। তৎপাঠস্য নিষিদ্ধত্বাদস্তি তত্রানিষেধতঃ” ইতি॥ “পর্ব্বণি নাধ্যেতব্যং” ইতি নিষিদ্ধত্বাদনধ্যায়েষু ক্রতুপ্রয়োগে মন্ত্রপাঠো নাস্তীতি চেৎ, মৈবং। নিষেধস্য গ্রহণার্থাধ্যয়নবিষয়ত্বাৎ ক্রতুপ্রয়োগে তদভাবাৎ। অন্যথা প্রতিপদ্যেবেষ্টের্ব্বিহিতত্বেন মন্ত্রপাঠাভাবে তদধ্যয়নমনর্থকং স্যাৎ। তস্মাৎ প্রতিপদি “কর্ম্মণে বাং” ইত্যাদয়ো মন্ত্রাঃ পঠিতব্যাঃ। তত্রৈবান্যদ্বিচারিতং—“স্বরো মন্ত্রে ভাষিকঃ কিং স্যাৎ প্রাবচনিকোঽথ বা। ব্রাহ্মণোক্তেরাদিমোঽন্ত্যস্তদুক্তের্লক্ষণত্বতঃ” ইতি॥ তত্তদ্দেশীয়ব্রাহ্মণস্বরো ভাষিক ইত্যুচ্যতে। তদুক্তমাচার্য্যৈঃ—“ছন্দোগা বহ্বৃচাশ্চৈব তথা বাজসনেয়িনঃ। উচ্চনীচস্বরং প্রাহুঃ স বৈ ভাষিক উচ্যতে” ইতি॥ সোঽয়ং ভাষিকঃ ক্রতৌ মন্ত্রেষু প্রযোক্তব্যঃ। কুতঃ। ব্রাহ্মণোক্তত্বাৎ। মন্ত্রস্য লিঙ্গবিনিয়োজ্যতয়া স্বরবিশেষবিধানায়ৈব ব্রাহ্মণে মন্ত্রঃ উপাদীয়ত ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—ন হি ব্রাহ্মণে মন্ত্রঃ পঠ্যতে কিং তু প্রবচনপ্রসিদ্ধস্বরাদ্যুপেতং মন্ত্রকাণ্ডোৎপন্নং মন্ত্রমুপলক্ষয়িতুং তদুপলক্ষণসমর্থানি মন্ত্রোপক্রমসদৃশানি কানিচিদক্ষরান্যুচ্চার্য্যন্তে, যথা—“ইমামগৃভ্ণন্‌রশনামৃতস্যেত্যশ্বাভিধানীমাদত্তে” ইতি। এতমেবাভিপ্রায়ং দ্যোতয়িতুং ক্বচিচ্ছব্দান্তরেণোপলক্ষ্যতে, যথা—“সাবিত্রাণি জুহোতি প্রসূত্যৈ” ইতি। যত্র লিঙ্গসিদ্ধো বিনিয়োগস্তত্র ব্রাহ্মণমনুবাদকমস্তু। তস্মাৎ প্রাবচনিকঃ স্বরঃ ক্রতৌ কর্ম্মণে বামিত্যাদিমন্ত্রাণাং প্রযোক্তব্যঃ। তত্রৈবান্যদ্বিচারিতং—“ব্রাহ্মণোৎপন্নমন্ত্রস্য ত্রৈস্বর্য্যং ভাষিকোঽথ বা। আদ্যোঽন্যমন্ত্রবন্মৈবং স্বরান্তরবিবর্জ্জনাৎ” ইতি॥ “বানস্পত্যোঽসি” ইত্যয়ং মন্ত্রো ব্রাহ্মণ এবোৎপন্নঃ। তস্যাপ্যন্যমন্ত্রবৎ প্রাবচনিকস্বর ইতি চেৎ। মৈবং। মন্ত্রকাণ্ডে তদপাঠেন তৎস্বরাভাবাৎ। তস্মাদ্ভাষিকস্বরঃ। যদ্যপি “যজ্ঞস্য সন্ততিঃ” ইতি তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণোৎপন্নো মন্ত্রস্ত্রৈস্বর্য্যেনাঽম্নায়তে তথাপি “সোমায় রাজ্ঞে ক্রীতায় প্রোহ্যমাণায়ানুব্রূহি” ইত্যেবমাদীনাং বহ্বৃচব্রাহ্মণোৎপন্নমন্ত্রাণাময়ং ভাষিকঃ স্বরঃ। অন্যদপি তত্রৈব চিন্তিতং—“যদা কদাচিন্মন্ত্রান্তে বা কর্ম্মানিয়মাদ্ভবেৎ। আদ্যো মৈবং কৃৎস্নজন্যস্মৃতেরঙ্গত্বতোঽন্তিমঃ” ইতি॥ “ইষে ত্বা” ইতি মন্ত্রঃ শাখাছেদে করণং। “ইমামগৃভ্ণন্” ইতি রশনাদানে। তত্র সংশয়ঃ—কিং মন্ত্রাদৌ কর্ম্ম কর্ত্তব্যং কিং বাঽভৃণন্‌রশনামিত্যেবংবিধস্য কর্ম্মপ্রকাশকমন্ত্রস্যোচ্চারণকালে কিং বা যস্য কস্যচিৎপদস্যোচ্চারণকাল আহোস্বিন্মন্ত্রান্তেঽথ বা ততোঽপি কিঞ্চিদ্বিলম্বেনেতি। তত্র নিয়ামকাভাবাদযদাকদাচিদিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—কৃৎস্নমন্ত্রজন্যমর্থস্মরণং

কর্ম্মণোঽঙ্গং। তচ্চ মন্ত্রসমাপ্তেঃ পূর্ব্বং নোদেতি। বিলম্বে তূৎপন্নং স্মরণং বিনশ্যতীতি পরিশেষাৎ "কর্ম্মণে বাং"ইত্যাদিমন্ত্রান্তে কর্ম্ম সংনিপতেৎ।

তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমপাদে বিচারিতং—'হস্তৌ দ্বাববনেনিক্তে স্তৃণাত্যুলপরাজিকাং। দর্ভাস্তরণ এবাঙ্গং হস্তশুদ্ধিরুতাখিলে॥ তন্মাত্রাঙ্গত্বমত্র স্যাদানন্তর্য্যাত্মকাৎ ক্রমাৎ। লিঙ্গপ্রকরণাভ্যাং তু সর্ব্বানুষ্ঠানশেষতা" ইতি॥ দর্শপূর্ণমাসয়োঃ শ্রূয়তে—"হস্তাববনেনিক্তে। উলপরাজীং স্তৃণাতি" ইতি। বেদ্যামাস্তরিতুং সম্পাদিতঃ স্তম্ব উলপরাজী। তত্র হস্তশুদ্ধিদর্ভাস্তরণবাক্যয়োর্নৈরন্তর্য্যেণ পাঠাৎ ক্রমপ্রমাণেন হস্তশুদ্ধিরাস্তরণমাত্রস্যাঙ্গমিতি চেন্মৈবং। অবনেজনং হস্তসংস্কারঃ। সংস্কৃতৌ চ হস্তৌ সর্ব্বানুষ্ঠানযোগ্যাবিত্যেতাদৃশং সামর্থ্যং লিঙ্গং। প্রকরণং চ দর্শপূর্ণমাসয়োঃ স্ফুটং। অতঃ প্রবলাভ্যাং লিঙ্গপ্রকরণাভ্যাং ক্রমবাধাৎ সর্ব্বশেষো হস্তশুদ্ধিঃ। অয়ং ন্যায়ো বাগ্যমেঽপি দ্রষ্টব্যঃ।

চতুর্থাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে চিন্তিতং—"মৃন্ময়ে প্রণয়েৎ কামী নিত্যেঽপ্যেতদুতেতরৎ। আকাঙ্ক্ষা সন্নিধিশ্চাস্তি তস্মান্নিত্যেঽপি মৃন্ময়ং॥ কামার্থত্বাদযোগ্যত্বং সামান্যবিহিতেন চ। আকাঙ্ক্ষায়া নিবৃত্তত্বান্নিত্যার্থমিতরদ্ভবেৎ" ইতি॥ অপঃ প্রণয়তীতি প্রকৃত্য শ্রূয়তে—"মৃন্ময়েন প্রতিষ্ঠাকামস্য প্রণয়েৎ" ইতি। তত্রাপাং প্রণয়নস্য নিত্যেঽপি প্রয়োগে মৃন্ময়পাত্রমেব সাধনং। কুতঃ, নিত্যেঽপি পাত্রস্যাঽকাঙ্ক্ষিতত্বাৎ। ন চ লোকসিদ্ধং কিঞ্চিৎপাত্রমুপাদীয়ত ইতি বাচ্যং। শ্রৌতে কর্ম্মণ্যশ্রুতাচ্ছ্রুতস্য সন্নিহিতত্বাদিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—কামার্থং মৃন্ময়মাম্নাতং। তচ্চ সতি কামে যোগ্যং। ন হি পাক্ষিকং কামং নিমিত্তীকৃত্য প্রবৃত্তং নিত্যস্য যোগ্যং ভবতি। পাত্রাকাঙ্ক্ষা তু সামান্যতো বিহিতেন নিবর্ত্ততে। "অপঃ প্রণয়তি" ইতি হি পাত্রমনুপন্যস্য বিহিতং। তচ্চান্যথাঽনুপপত্ত্যা পাত্রং সামান্যেনাঽক্ষিপতি। তস্মান্নিত্যপ্রয়োগে তৎকাম্যং মৃন্ময়ং নাম্বেতি। কিং ত্বিতরৎপাত্রং কিঞ্চিদুপাদেয়ং। "চমসেনাপঃ প্রণয়েৎ" ইতি নিত্যে পাত্রং বিধীয়ত ইতি চেত্তর্হি কৃত্বাচিন্তাঽস্ত।

দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমপাদে চিন্তিতং—"দেবস্য ত্বেতি মন্ত্রস্য ভিন্নত্বমথ বৈকতা। ঐক্যপ্রযোজকস্যাত্র দুর্ব্বোধত্বেন ভিন্নতা॥ বিভাগে সতি সাকাঙ্ক্ষত্বৈকার্থত্বং প্রযোজকং। তস্মাদ্বাক্যৈক্যমনেতেন যজুরন্তোঽবধার্য্যতে" ইতি॥ দর্শপূর্ণমাসয়োরাম্নায়তে—"দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামগ্নয়ে জুষ্টং নির্ব্বপামি" ইতি। তত্র বাক্যানি ভিন্নানি ভবিতুমর্হন্তি। কুতঃ। একত্বনিয়ামকস্য দুর্ব্বোধত্বাৎ। অর্থৈক্যং বাক্যৈক্যে প্রযোজকমিতি চেন্ন। একস্মিন্পদেঽতিব্যাপ্তেঃ। পদসমূহস্য বাক্যত্বে সমূহানামত্র বহূনাং সম্ভবাদ্বাক্যং নাবধার্য্যত ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—যদ্বিভাগে সাকাঙ্ক্ষমবিভাগে চৈকার্থং তদেকং বাক্যমিতি নিয়ামকং। বিভাগে সাকাঙ্ক্ষমিত্যেবোক্তেঽতিব্যাপ্তিঃ স্যাৎ। "স্যোনং তে সদনং করোমি ঘৃতস্য ধারয়া সুশেবং কল্পয়ামি তস্মিন্‌ৎসীদামৃতে প্রতিতিষ্ঠ ব্রীহীণাং মেধ সুমনস্যমানঃ" ইত্যত্র তস্মিন্‌ৎসীদেত্যাদিপদসমূহস্য সাকাঙ্ক্ষত্বমস্ত্যতস্তদ্ব্যবচ্ছেত্তুমেকার্থমিত্যুক্তং। ন হি তত্রৈকার্থত্বমস্তি। পূর্ব্বসমূহস্য সদনকরণমর্থঃ। উত্তরসমূহস্য পুরোডাশপ্রতিষ্ঠাপনমর্থঃ। স্যোনং সমীচীনং সুশেবং সুষ্ঠু সেবিতুং যোগ্যমিতি প্রথমবাক্যস্যার্থঃ। ব্রীহীণাং মেধ ব্রীহিসারভূত পুরোডাশেত্যর্থঃ। অত্র দ্বয়োঃ সমূহয়োর্ব্বাক্যদ্বয়ত্বমুভয়বাদিসিদ্ধং তদেকার্থ-

মিত্যনেন বার্য্যতে। একার্থমিত্যুক্তেঽতিব্যাপ্তিঃ। ভগো বাং বিভজতু পূষা বাং বিভজত্বিত্য-নয়োর্ভিন্নমন্ত্রত্বেন সম্মতয়োঃ পদসমূহয়োস্তাৎপর্য্যবিষয়স্য দ্রব্যবিভাগরূপস্যার্থ স্যৈকত্বাত্তদ্ব্যবচ্ছেত্তুং বিভাগে সাকাঙ্ক্ষমিত্যুক্তং। প্রকৃতেঽগ্নয়ে জুষ্টমিত্যাদিসমূহে পৃথক্কৃতে পূর্ব্বো দেবস্য ত্বেতি সমূহো ন নিরাকাঙ্ক্ষঃ। একীকৃতে তু কৃৎস্নস্যৈক এবার্থো নির্ব্বাপঃ। এতেনৈকবাক্য-ত্বনির্ণয়েনানিয়তপরিমাণস্য যজুষোঽবসানং নিশ্চেতুং শক্যং। তত্রৈবান্যদ্বিচারিতং—"যা তে অগ্নে রজেত্যধ্যাহারো যদ্বাঽনুষঞ্জনং। তনূরিত্যন্যশেষত্বাদধ্যাহারোঽত্র লৌকিকঃ॥ বেদাকাঙ্ক্ষা পূরণীয়া বেদেনেত্যনুষঞ্জনং। অন্যশেষোঽপি বুদ্ধিস্থো লৌকিকস্তু ন তাদৃশঃ" ইতি॥ জ্যোতিষ্টোম উপসদ্ধোমেম্বেবমাম্নায়তে—"যা তে অগ্নেঽয়াশয়া তনূর্ব্বর্ষিষ্ঠা গহ্বরেষ্ঠোগ্রং বচো অপাবধীং ত্বেষং বচো অপাবধীং স্বাহা। যা তে অগ্নে রজাশয়া। যা তে অগ্নে হরাশয়া" ইতি। অয়মর্থঃ—অয়সা রজতেন হিরণ্যেন চ নির্ম্মিতা অগ্নেস্তিস্রস্তনবঃ। তাস্বাদ্যা যেয়মুক্তা সাঽতিশয়েন প্রবৃদ্ধা গহ্বরে তীক্ষ্ণদ্রব্যে লোহেঽবস্থিতা তয়া তন্বা ক্ষুৎপিপাসে গোবধাদ্যুপপাতকং বীরহত্যাদিকং চ মহাপাতকং হতবানস্মীতি। তথা চ ব্রাহ্মণং—"উগ্রং বচো অপাবধীং ত্বেষং বচো অপাবধীং স্বাহেতি। অশনয়াপিপাসে হ বা উগ্রং বচঃ। এনশ্চ বৈরহত্যং চ ত্বেষং বচঃ" ইতি। তত্র স্বাহান্তঃ প্রথমো মন্ত্রঃ সম্পূর্ণবাক্যত্বান্নিরাকাঙ্ক্ষঃ। দ্বিতীয়তৃতীয়মন্ত্রয়ো-রাকাঙ্ক্ষাং পূরয়িতুমুচিতো লৌকিকো বাক্যশেষোঽধ্যাহর্ত্তব্যঃ। ন হি তনূর্ব্বর্ষিষ্ঠেত্যাদিভাগ-স্তয়োরন্বেতুং যোগ্যঃ। তস্য প্রথমমন্ত্রশেষত্বাদিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—বৈদিকয়োর্ম্মন্ত্রয়োরাকাঙ্ক্ষা বৈদিকেনৈব বাক্যশেষেণ পূরণীয়া। ততস্তনূর্ব্বর্ষিষ্ঠেত্যাদিভাগ উত্তরয়োর্ম্মন্ত্রয়োরনুষজ্যতে। যদ্যপ্যসাবন্যশেষস্তথাঽপি বুদ্ধিস্থঃ সন্কল্পনীয়াদধ্যাহারাৎ সন্নিকৃষ্যতে। তস্মাদনুষঙ্গঃ কর্ত্তব্যঃ। এবং চ সতি প্রকৃতেঽপ্যগ্নীষোমাভ্যামিত্যস্মিন্মন্ত্রে দেবস্য ত্বেত্যাদিপূর্ব্বভাগো জুষ্টমিত্যাদ্যুত্তর-ভাগশ্চানুষঞ্জনীয়ঃ। নবমাধ্যায়স্য প্রথমপাদে চিন্তিতং—"সবিত্রশ্ব্যাদ্যূহনীয়ং ন বাঽর্থঃ সঙ্গতস্ততঃ। ঊহো নাবিকৃতস্যৈব নির্ব্বাপান্বয়সম্ভবাৎ" ইতি॥ "দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবে" ইত্যস্মিন্নেব মন্ত্রে সবিত্রশ্বিপূষশব্দাঃ কর্ম্মসঙ্গতং দেবতারূপমর্থমভিধাতুমর্হন্তি। তথা সতি দৃষ্ট-প্রয়োজনলাভাৎ। অগ্নিশ্চ কর্ম্মসমবেতো দেবতা। ততঃ কয়াচিদপি ব্যুৎপত্ত্যা সবিত্রাদিশব্দৈ-রগ্নিরভিধীয়তাং। অথোচ্যতেঽগ্নিশব্দেনৈবাগ্নেরভিধানাৎ পুনস্তদভিধানং ব্যর্থং। কিং চ দেবতান্তরেষু রূঢ়াস্তে শব্দা নাগ্নিমভিদধ্যুরিতি। এবং তর্হি তাস্তিস্রো দেবতা অগ্নিনা সহ কর্ম্মণি বিকল্প্যন্তাং। ততঃ প্রাকৃতস্য মন্ত্রস্য বিকৃতিম্বতিদেশে সতি সবিত্রাদিশব্দস্থানে তত্তদ্দেব-তাবাচকশব্দ ঊহনীয় ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—নাত্রোহঃ কর্ত্তব্যঃ। কুতঃ। অবিকৃতস্যৈব মন্ত্রস্য নির্ব্বাপশেষত্বেনান্বয়সম্ভবাৎ। ন হি প্রকৃতাবগ্নিনা সহ সবিত্রাদিদেবতানাং বিকল্পো বাক্য-ভেদাদিদোষপ্রসঙ্গাৎ। তস্মান্নির্ব্বাপস্তাবকানাং সবিত্রাদিশব্দানাং কর্ম্মণ্যসমবেতার্থত্বান্নাস্ত্যূহঃ। তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতং—"তত্রাগ্নিশব্দো নোহঃ স্যাদূহো বা স্তাবকত্বতঃ। সবিত্রাদিবদাদ্যো নো সমবেতার্থবর্ণনাৎ" ইতি॥ তস্মিন্ পূর্ব্বোক্ত এব মন্ত্রেঽগ্নয়ে জুষ্টমিত্যয়মগ্নিশব্দো বিকৃতিষু নোহনীয়ঃ। কুতঃ। দেবতান্তরবাচিসবিত্রাদিশব্দবদগ্নিশব্দস্যাপ্যত্র নির্ব্বাপস্তাবকত্বেন পাঠাদিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—বিষমো দৃষ্টান্তঃ। কর্ম্মণ্যসমবেতার্থাঃ সবিত্রাদিশব্দাঃ। অগ্নিশব্দস্ত্বাগ্নেয়ে কর্ম্মণি সমবেতমর্থং ব্রূতে। নম্বত্র জুষ্টশব্দোঽসমবেতার্থঃ, নির্ব্বাপাৎ পূর্ব্বং হবিষো জুষ্টত্বাভাবাৎ।

তদ্যোগাদগ্নিশব্দোঽপি তথা স্যাদিতি চেৎ। নৈবং। জুষ্টং যথা ভবতি তথা নির্ব্বপামীতি ক্রিয়াবিশেষণত্বেন ভবিষ্যজ্জোষণপরত্বে সতি সমবেতার্থত্বাৎ। তস্মাৎসূর্য্যযাগে সূর্য্যায় জুষ্টং নির্ব্বপামীত্যেবমূহনীয়ং। এবং চ সতি প্রকৃতেঽপীন্দ্রায় বৈমৃধায়েত্যাদ্যূহঃ কর্ত্তব্যঃ।

দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমপাদে চিন্তিতং—"উহপ্রবরনাম্নাং কিং মন্ত্রতাঽস্ত্যথ বানহি। মন্ত্রান্তদেকবাক্যত্বান্ন তল্লক্ষণবর্জ্জনাৎ" ইতি॥ "অগ্নয়ে জুষ্টং নির্ব্বপামি" ইত্যস্য সৌর্য্যচরৌ সূর্য্যায় জুষ্টমিত্যেবং পদান্তরপ্রক্ষেপ উহঃ। অদীক্ষিষ্টায়ং ব্রাহ্মণ ইত্যস্য মন্ত্রস্য শেষত্বেন প্রয়োগকালে দেবদত্তোঽয়মিতি ব্রাহ্মণনামধেয়বিশেষং পঠন্তি। তথা বরণমন্ত্রেষু আঙ্গিরসবার্হস্পত্যভারদ্বাজগোত্রং ব্রাহ্মণং ত্বা বৃণীমহ ইতি প্রবরং পঠন্তি। এতেষামূহপ্রবরনামধেয়ানাং মন্ত্রত্বমস্তি। কুতঃ। মন্ত্রেণ সহৈকবাক্যত্বাৎ ইতি চেন্নৈবং। যাজ্ঞিকপ্রসিদ্ধিরূপস্য মন্ত্রলক্ষণস্যোহাদাবভাবাৎ। ন হ্যধ্যেতার উহাদীন্মন্ত্রকাণ্ডেঽধীয়তে। তস্মান্নাস্তি মন্ত্রত্বং। তথা সতীন্দ্রায় বৈমৃধায় জুষ্টমিত্যাদ্যূহস্য মন্ত্রত্বাভাবাৎ স্বরবৈকল্যেঽপি মন্ত্রো হীন ইত্যাদিনোক্তো দোষো ন ভবিষ্যতি। তদেবং মন্ত্রসম্ভাবিতা বিচারা দর্শিতাঃ॥

অথ ব্যাকরণং।

কর্ম্মণে বামিত্যাদিশব্দেষু নব্বিবরস্যেত্যাদিকং পূর্ব্বোক্তং যথাযোগমনুসন্ধেয়ং। বেষশব্দো বৃষাদিঃ। প্রথমদ্বিতীয়য়োর্দ্ধূর্ব্বশব্দয়োর্ব্বাক্যাদিত্বেন পদাৎ পরত্বং নাস্তীতি নিঘাতাভাবঃ। তৃতীয়স্য তং ধূর্ব্বেত্যেবং পদাদুত্তরত্বাদস্তি নিঘাতঃ। যোঽস্মান্ধূর্ব্বতি যং ধূর্ব্বাম ইত্যনয়োর্য্যচ্ছব্দযোগান্নিঘাতো নিষিদ্ধঃ। "নিপাতৈর্য্যদ্যদিহন্তকুবিন্নেচ্চেচ্চণ্কচ্চিদ্যত্রযুক্তং" (পা০ ৮-১-৩) এতৈর্যাদাদিভির্যুক্তং ন নিহন্যতে। সম্নিপপ্রিশব্দয়োঃ ক্তিন্প্রত্যয়স্য নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। জুষ্টশব্দো গতঃ। বহ্নিশব্দো বৃষাদিঃ। দেবানাহ্বয়তীতি দেবহূরিত্যত্র তৎপুরুষে তুল্যার্থেতি দ্বিতীয়ান্তপূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরঃ প্রাপ্তঃ। স চ কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরেণ বাধ্যতে। অহ্রুতমিত্যব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরঃ। হবির্দ্ধানমিত্যত্র ল্যুট্ প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্য ধাশব্দস্যোদাত্তত্বাৎ সমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরঃ। দৃংহস্বেতি গতং। প্রেক্ষ ইত্যত্রোত্তরপদাদেরনুদাত্তত্বেঽপি স্বরিতো বাঽনুদাত্ত ইত্যস্য বিকল্পিতত্বাদেকাদেশ ইত্যুদাত্তঃ। মা ভেরিত্যত্র চাদিলোপসূত্রেণ নিঘাতস্য বিকল্পিতত্বাদ্ধাতুস্বরঃ। বাতশব্দো বৃষাদিঃ। সবিতুরিত্যত্র প্রাতিপদিকান্তোদাত্তস্য বিভক্ত্যা সহৈকাদেশে সত্যুকার উদাত্তঃ। প্রসব ইত্যত্র সুধাতোরপ্রত্যয়ে সতি তস্য পিত্বাদ্ধাতুস্বর এব শিষ্যতে। ততঃ সমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরে প্রাপ্তে তদপবাদঃ "থাথঘঞ্ক্তাজবিত্রকাণাং" (পা০ ৬-২-১৪৪) গতেঃ কারকাদুপপদাচ্চোত্তরেষাং থাদীনামষ্টানাং প্রত্যয়ানামন্ত উদাত্তঃ স্যাৎ। পূষ্ণ ইত্যত্রানুদাত্তস্য চ যত্রেতি বিভক্তিরুদাত্তা। অগ্নীষোমাভ্যামিত্যগ্নিশব্দস্যান্তোদাত্তত্বাৎ সোমশব্দস্য চাদ্যুদাত্তত্বাৎ সমাসে দেবতাদ্বন্দ্বে চেতি যুগপদুভয়োঃ প্রকৃতিস্বরত্বং· উশব্দস্যানুদাত্তত্বং স্বরাদিপাঠে নিপাতিতং। সহশব্দস্য নিপাতত্বাভাবেন ফিট্স্বরঃ। স্ফাত্যা ইত্যত্র স্ফায়ীধাতোর্ণ্যন্তাদুত্তরস্য ক্তিন্ প্রত্যয়স্য · নিত্বেন স্ফাশব্দস্যোদাত্তত্বপ্রাপ্তাবপ্যুদাত্তস্য ণিচো লুপ্তত্বাদুদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ ক্তিন্নুদাত্ত ইতি উদাত্তযণ ইতি বিভক্তিরুদাত্তা। অরাতিশব্দস্য নঞ্তৎপুরুষত্বাদব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। সুবরিতি বৃষাদিঃ। অভীতি ফিট্স্বরঃ। বীত্যুপসর্গস্বরঃ।

দৃংহন্তামিত্যত্র বাক্যাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ। দ্যাবাপৃথিব্যোরিত্যত্রোদাত্তযণ ইতি বিভক্তিরুদাত্তা। উপস্থশব্দঃ পৃষোদরাদিঃ॥ (১অষ্টক—১প্রপাঠক—৪অনুবাক)॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

বক্ষ্যমাণ মন্ত্রের ব্যাখ্যার সূচনায় ভাষ্যকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—এই চতুর্থ অনুবাকের মন্ত্রসমূহ হবির্নির্ব্বপন মন্ত্র। পূর্ব্ববর্ত্তী অনুবাকত্রয়ে পর্ব্বদিনের কর্ত্তব্য নিরূপিত হইয়াছে। তার পর চতুর্থ হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী দশটী অনুবাকে প্রতিপদ্দিনের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত। সেই কর্ত্তব্য-সমূহের মধ্যে প্রথম কর্ত্তব্য—হবির্নির্ব্বপন। চতুর্থ অনুবাকের তাহাই প্রতিপাদ্য।

বিনিয়োগ-সংগ্রহ এবং সূত্রগ্রন্থাদি হইতে প্রমাণ-পরম্পরা উদ্ধৃত করিয়া ভাষ্যকার এই চতুর্থ অনুবাকের মন্ত্র-সমূহের যে বিনিয়োগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদনুসারে কর্ম্মারম্ভের সূচনায় প্রথমে 'কর্ম্মণে' প্রভৃতি মন্ত্রে হস্তদ্বয় প্রক্ষালনে হস্তদ্বয়কে পরিশুদ্ধ করিয়া 'বেষায়' ইত্যাদি মন্ত্রে শূর্প ধারণ, 'প্রত্যুষ্টং' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই শূর্পকে সন্তাপিত করিয়া 'ধূরসি' প্রভৃতি মন্ত্রে শকটের ধূর স্পর্শন ; 'ত্বং দেবানাং' প্রভৃতি মন্ত্রে 'ঈষ' স্পর্শ করিয়া 'দৃংহ' প্রভৃতি মন্ত্রে শকটে আরোহণ করিবে। তার পর 'উর্ব্বন্তরিক্ষং' মন্ত্রে অপচ্ছাদনান্তর 'মিত্রস্য' প্রভৃতি মন্ত্রে 'হবির' প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর "দেবস্য" প্রভৃতি মন্ত্রে অগ্নিনির্ব্বপন, 'অগ্নীষোমাভ্যাং' প্রভৃতি মন্ত্রে পূর্ব্বানুষঞ্জন, 'ইদং' প্রভৃতি মন্ত্রে স্পর্শন এবং 'স্ফাত্যৈ' প্রভৃতি মন্ত্রে অভিমন্ত্রণ বিধি। অতঃপর 'স্বরভিঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে নির্ব্বপ্ত অগ্নিকে দর্শন করিয়া 'বৈশ্বা' প্রভৃতি মন্ত্রে পূর্ব্বাগ্নিকে দর্শন করিবে। অতঃপর 'দৃংহন্তাং' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই অগ্নিকে ভূমিতে স্থাপন করিয়া, 'অগ্নে হব্যং রক্ষস্ব' মন্ত্রে সেই অগ্নিকে অভিমন্ত্রিত করিবে।

এইরূপ বিনিয়োগ-ক্রমে ভাষ্যকার প্রথম মন্ত্রে হস্তদ্বয়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে শূর্প, চতুর্থ মন্ত্রে বহ্নি, পঞ্চম মন্ত্রে শকট, ষষ্ঠ মন্ত্রে ব্রীহি-সমূহ, সপ্তম মন্ত্রে দ্বার, অষ্টম ও নবম মন্ত্রে পবিত্র, দশম একাদশ ও দ্বাদশ মন্ত্রে এবং তৎপরবর্ত্তী মন্ত্র-সমূহে হবিঃ প্রভৃতি সম্বোধন অধ্যাহার করিয়াছেন। তদনুসারে মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্কাশিত হইয়াছে, ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে তদ্বিষয় আলোচিত হইবে। আর তাহাতে বুঝা যাইবে—কি কারণে এবং কি প্রকারে আমাদের ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা ক্রিয়াকাণ্ডের অনুসারী। তাই যাগাদি অনুষ্ঠানে, তদুপকরণ সামগ্রী কোন্ যজ্ঞে কি ভাবে প্রযুক্ত হইবে, এবং কোন্ প্রকারে কিরূপ পদ্ধতি-ক্রমে যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিলে কি ফললাভ হওয়ার সম্ভাবনা, ভাষ্যকার তাহাই প্রদর্শনের প্রয়াস পাইয়াছেন। তবে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা হইতে মনে একটী ভাবের উদয় হয়। মন্ত্র-সমূহে এই যে পলাশ শাখা, দর্ভ, শূর্প, শকট প্রভৃতির সম্বোধন দেখিতে পাই, তাহাতে কি বুঝিতে পারি ? আধুনিক বিজ্ঞান অল্পদিন হইল, যে সকল তত্ত্বের মাত্র কতকাংশের মীমাংসায় সমর্থ

হইয়াছে; পূর্ব্বসূরিগণ যে স্মরণাতীত-কাল পূর্ব্বে সেই সকল তথ্যে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ ছিলেন, তাহাই বুঝিতে পারি না কি? এখনকার বিজ্ঞান গর্ব্বোন্নত-কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন,—উদ্ভিদে প্রাণ আছে, স্পন্দন আছে, হৃদয় আছে—স্থূলতঃ প্রাণীর ন্যায় উদ্ভিদও প্রাণধারণ করে, তাহাতেও অনুভব করিবার শক্তি আছে; আর সেই ঘোষণায় জগৎ বিস্মিত হইতেছে। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায়—উদ্ভিদে প্রাণ-শক্তি-সঞ্চারে, অচেতনে চৈতন্য-সম্পাদনে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ, আধুনিক বিজ্ঞান জন্মিবার কত সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, সমর্থ হইয়াছিলেন! এখনকার গরু কথা কহে না। মন্ত্রে বুঝা যায় না কি—তখনকার গরু বাক্‌শক্তি-সম্পন্ন ছিল! অথবা, অধ্বর্য্যু প্রভৃতি এমন শক্তিসম্পন্ন ছিলেন, এবং মন্ত্রের এমনই আশ্চর্য্য শক্তি যে, মন্ত্র প্রয়োগ করিলে পশুপক্ষী-কীটপতঙ্গের মুখেও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইত, উদ্ভিদাদিও প্রাণিপর্য্যায়ের মধ্যে পরিগণিত হইত, তাহারাও মানুষের ন্যায় কথা কহিতে পারিত এবং আদেশ পালন করিত! কিন্তু কর্ম্মবৈগুণ্যে অধুনা মানুষের সে ধারণা-শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে - সে আত্মশক্তি তাহারা হারাইয়া ফেলিয়াছে! তাই আর তাহারা মন্ত্রশক্তির প্রভাবের বিষয় ধারণা করিতে পারে না; তাই আর তাহারা বিশ্বাস করিতে চায় না—শক্তি-সঞ্চার করিতে পারিলে অচেতন উদ্ভিদের প্রাণেও স্পন্দন অনুভূত হইতে পারে, এবং বাক্‌শক্তিহীন পশুপক্ষিগণও মানুষের ন্যায় বাক্‌শক্তিসম্পন্ন হইতে পারে! শক্তি হারাইয়াছে বলিয়াই অধুনা মানুষের এই চিত্তদৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইয়াছে। তাই আর তাহারা সহসা বেদমন্ত্রে আস্থাস্থাপন করিতে চাহে না; তাই তাহারা মন্ত্রশক্তির অলৌকিক প্রভাবের বিষয়েও সন্দিগ্ধচিত্ত। কিন্তু মন্ত্রের শক্তি এখনও প্রত্যক্ষ হইতে পারে—যদি প্রকৃত সুরলয়ে ছন্দোবন্ধে উচ্চারিত হয়। সুতরাং মানুষের মতিগতি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাবের বিভিন্নতা সাধিত হইয়াছে। দেশকাল পাত্র অনুসারে শব্দার্থ বিভিন্ন ভাব ব্যক্ত করে। যে সময় শ্রুত্যাদিতে বেদ-মন্ত্রের ঐরূপ ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছিল, তখন আবাহনকারীর শক্তি-সামর্থ্য ধ্যানধারণাসাধনা অন্যরূপ ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—এমন এক দিন ছিল, যখন ডাকিয়া সাড়া পাওয়া যাইত! সে দিন এখন আর নাই। সুতরাং মন্ত্রের অর্থ আধুনিক-কালের উপযোগী সহজবোধ্য করাই প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। বেদ-মন্ত্র বিশ্বজনীন ভাব পূর্ণ। যিনি যে দেবতার উদ্দেশ্যে যে ভাবে মন্ত্রের প্রয়োগ করিতে চাহেন, তিনি সেই ভাবেই মন্ত্র প্রয়োগ করিতে পারিবেন। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ত্রিবিধ পক্ষেই ব্যাখ্যার উপযোগিতা সপ্রমাণ হইবে।

ভাষ্যকারের মতে প্রথম মন্ত্রের সম্বোধ্য—হস্তদ্বয়। লৌকিক কার্য্যে হস্তদ্বয় পরিশুদ্ধ না করিলেও চলিতে পারে; কিন্তু দেবতার কর্ম্মে হস্তদ্বয়কে প্রক্ষালিত করিয়া পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। নচেৎ, দেবকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। এই জন্যই হস্তদ্বয়কে বিশুদ্ধ করিবার প্রয়োজন। মন্ত্রের অর্থ—'দেবকার্য্যে নিয়োগের উদ্দেশ্যে প্রক্ষালিত তোমাদিগকে যেন দেবকার্য্যে নিযুক্ত করিতে সমর্থ হই।' এক হিসাবে আমরাও ভাষ্যকারের এই অর্থেরই অনুসরণ করিয়াছি বটে; কিন্তু আমাদের সম্বোধ্য হইয়াছে—জ্ঞানভক্তি বা সদসৎচিত্তবৃত্তি। মন্ত্রের ভাব হইয়াছে,—'হে জ্ঞানভক্তি অথবা হে আমার সদসৎচিত্তবৃত্তি! ভগবানের প্রীতি-হেতুভূত সৎকর্ম্মসাধনে (ভগবানের কার্য্যে) যেন তোমাদিগকে নিয়োজিত করিতে সমর্থ হই।'

মন্ত্রে আত্মোদ্বোধনা রহিয়াছে; আত্মসামর্থ্যে অসামর্থ্যের অনুভূতি রহিয়াছে এবং ভগবৎশক্তির সহায়তা-লাভের কামনা রহিয়াছে; আর সঙ্গে সঙ্গে নিষ্কাম কর্ম্মের উদ্দীপনাও বিদ্যমান আছে। হস্তদ্বয় যেমন লৌকিক কার্য্যের সহায়ক; মানুষের জ্ঞানভক্তি, সদসৎচিত্তবৃত্তি সেইরূপ পারমার্থিক কর্ম্মের নিদানভূত। এখানে কর্ম্মাকর্ম্মের বিচার-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। কর্ম্মের বিভিন্ন স্তর—বিভিন্ন পর্য্যায়। সেই স্তর-পর্য্যায় বিশ্লেষণে প্রকৃত কর্ম্ম কি—ভগবানের প্রীতি-হেতুভূত কোন্ কর্ম্ম, সাধারণ মানুষের পক্ষে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। জ্ঞানের দ্বারা তাহা নির্ণীত হয়, আর ভক্তির দ্বারা তাহা সমাহিত হইয়া থাকে। 'তৎকর্ম্ম হরিতোষং যৎ'—তাহাই কর্ম্মপদবাচ্য, যাহাতে শ্রীহরি প্রীত হয়েন—এই যে শাস্ত্রোক্তি, এই যে পরম-তত্ত্ব, জ্ঞানই সে তত্ত্বের সন্ধান দেয়। তাই মন্ত্রে আমরা এক পক্ষে জ্ঞানভক্তিকেই সম্বোধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। আবার চিত্তবৃত্তি যদি সংযত না হয়, মন যদি সৎকর্ম্মের প্রতি প্রধাবিত না হয়, মন যদি উচ্ছৃঙ্খলাচরণ করে, কাহার সাধ্য—সে কর্ম্ম সম্পাদন করে! মানুষের মধ্যে সৎ ও অসৎ উভয় বৃত্তিই বর্ত্তমান। উভয়কে নিয়ন্ত্রিত করিয়া, শুভপথে পরিচালিত করিতে পারিলেই সুফল লাভের সম্ভাবনা। মন্ত্র তাই বলিতেছেন,—'যদি ভগবানের প্রীতিকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে চাও, জ্ঞান ও ভক্তিরূপ অঙ্কুশ দ্বারা মত্তমাতঙ্গ-সদৃশ উচ্ছৃঙ্খল মনকে ও তাহার বৃত্তি-সমূহকে নিয়ন্ত্রিত কর। বাছিয়া লও—ভগবানের প্রীতিকর কোন্ কর্ম্ম। তাই আত্মোদ্বোধনা—'আমার জ্ঞান-ভক্তি, আমার সদসৎ চিত্তবৃত্তি যেন ভগবানের প্রীতিকর কর্ম্ম সম্পাদনে বিনিযুক্ত করিতে পারি।

সেই অনুভাবনার ফলেই দ্বিতীয় মন্ত্রে প্রার্থনা হইয়াছে,—"হে মন! আমি তোমাকে বিশ্বব্যাপী ভগবানের সেবায় সদ্ভাব-জননের নিমিত্ত নিয়োজিত করিতেছি। কেন-না, সদ্ভাব পরিব্যাপ্তির জন্যই ভগবান তোমাকে নিয়োজিত করিয়াছেন।' মানুষের মনই সর্ব্বমূলাধার। সৃষ্ট-সামগ্রীর মধ্যে মানুষই সর্ব্বপ্রধান। তিনি সকলেরই প্রতি সমভাবে কৃপাপারায়ণ! তবে যে তিনি মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ-সামগ্রী করিয়া তাহাতে শ্রেষ্ঠ মনোবৃত্তি ও সদসৎ বিচারশক্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহার কারণ অন্যরূপ। মানুষ যাহাতে ভগবৎপরায়ণ হয়, সেইজন্য তিনি তাহার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রদান করিয়াছেন। মানুষের চিত্তবৃত্তি যাহাতে তাঁহার প্রতি প্রধাবিত হয়, মন যাহাতে তাঁহারই সেবায় তাঁহারই কর্ম্ম-সম্পাদনে বিনিযুক্ত হয়, ইহাই ভগবানের অভিপ্রায়। প্রথম মন্ত্রে তাই আপনার অসামর্থ্যের ও সঙ্কল্পের বিষয় প্রখ্যাপিত করিয়া, প্রার্থনাকারী দ্বিতীয় মন্ত্রে আপনার অন্তরকে ভগবৎকর্ম্ম-সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। এখানে বিশ্বপ্রেমিকতার ভাবও আসিতে পারে। ভগবান বিশ্বব্যাপী; বিশ্বের প্রতি সামগ্রীর সহিত তিনি ওতঃপ্রোতঃ বিরাজমান; প্রতি অণুপরমাণু তাঁহারই বিরাটত্বের অভিব্যক্তি। তাঁহার সহিত সখ্যতা স্থাপনে, তাঁহারই কর্ম্ম-সম্পাদনে, সেই বিশ্বপ্রয়োজনের বিষয়ই সূচিত হয়। নচেৎ, ব্যাপ্তিমান লৌকিক যজ্ঞের নিমিত্ত শূর্প-ধারণে পারলৌকিক মঙ্গল-সাধনের কোনই সার্থকতা দেখিতে পাই না। আমরা তাই মনঃ-সম্বোধনমূলক এই মন্ত্রে পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্যই উপলব্ধি করি।

তৃতীয় মন্ত্রে শত্রুনাশের প্রার্থনা বিদ্যমান। শুভকার্য্যে অসংখ্য বিঘ্ন। সৎকর্ম্মসাধনের পথে

অন্তরায় পদে পদে বিদ্যমান! মন একে চঞ্চল; তাহাতে যদি অসদ্‌বৃত্তির উপদ্রবে সে বিধ্বস্ত হয়, তাহা হইলে সকল কার্য্য পণ্ড হইবে। তাই ভগবানের নিকট অন্তঃশত্রুর আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। মন্ত্রে বলা হইতেছে—'হে ভগবন্! আমাদের অন্তরস্থ সেই পরম শত্রুগণ বিদগ্ধ হউক! তাহারা এমনই ভাবে বিদগ্ধ হউক, যেন তাহাদের চিহ্নমাত্র না থাকে।' মন্ত্রের অন্তর্গত 'রক্ষঃ' পদে ভাষ্যকার রাক্ষস-জাতিকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রাক্ষসগণ যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন করিত। তাই তাহাদিগকে দগ্ধ করিবার জন্যই মন্ত্রের প্রার্থনা। 'অরাতি' শব্দের ব্যুৎপত্তি বিষয়েও ভাষ্যকার নির্দ্দেশ করেন,—যজ্ঞকর্ম্মে দক্ষিণায় ও দানাদিতে বিঘ্ন উৎপাদন করিত বলিয়াই 'অরাতি' (রাতি অর্থাৎ দান, তাহার প্রতিবন্ধক) নামে শত্রুগণ অভিহিত হইত। তাহারা দগ্ধ বা বিনষ্ট হইলে, যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটিবে না, ইহাই যেন মন্ত্রের লক্ষ্য। তাহারা 'নিষ্টপ্ত' অর্থাৎ তাহাদের বংশ নাশ হউক, তৃতীয় মন্ত্রের এইরূপ ভাবার্থ ভাষ্যানুসরণে পরিকল্পিত হয়। যাহা হউক, আমরা কিন্তু মন্ত্রে রাক্ষসজাতির প্রতি অথবা যজ্ঞবিঘ্নকারী লোক-বিশেষের প্রতি আদৌ লক্ষ্য দেখিতে পাই না। উহাতে কালাকালেরও কোনও সম্বন্ধ নাই। অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান—তিন কাল ধরিয়া মানুষকে যে শত্রু অহর্নিশ উত্যক্ত করিতেছে, যে শত্রুর প্রবল প্রতাপে সৎকর্ম্মনিবহ অনুষ্ঠিত হইতে পারিতেছে না; আমরা মনে করি, সেই শত্রুই মন্ত্রের লক্ষ্যস্থল। বহিঃশত্রুগণ তোমাকে কতটুকু অনিষ্ট করিতে পারে? ভগবদারাধনার পক্ষে বিঘ্নদানের শক্তি তাহাদের নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু যে শত্রু সৎকর্ম্মবিঘাতক, সে শত্রু তোমার সঙ্গে সঙ্গেই বিচরণ করিতেছে—তোমার সহিত সে নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে, তোমার নিত্যসহচর—কামক্রোধাদি রিপুবর্গ, তোমায় বিভ্রান্ত পথে পরিচালিত করিবার প্রধান পরামর্শদাতা—লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য প্রভৃতি তোমার পরম শত্রু নহে কি? তাহারাই হৃদয়ের শোণিতশোষক। তাহাদের অপেক্ষা রাক্ষস-শত্রু দ্বিতীয় আছে কি? আমরা মনে করি, মন্ত্রে সেই সকল শত্রুর প্রতিই লক্ষ্য আছে। প্রার্থনাকারী কহিতেছেন, —'সে সকল শত্রু যদি বিধ্বস্ত না হয়, হে ভগবন্। তাহা হইলে তো তোমার পূজায় সমর্থ হইব না! কৃপা করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ কর। নিরুপদ্রবে আপনার কর্ম্মে নিয়োজিত হই।'

চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রের সহিত, ভাষ্যমতে, গো-শকটের সম্বন্ধ খ্যাপন করা হইয়াছে। চতুর্থ মন্ত্রে প্রথম ভাগে অগ্নির সম্বোধন বিদ্যমান দেখিতে পাই। ব্রীহি-রূপ হবিঃ-বহনকারী শকটের যুগে, বলীবর্দ্দবহন-প্রদেশে (অর্থাৎ শকটের সম্মুখভাগস্থ লম্বমান কাষ্ঠখণ্ডের যে অংশদ্বয় বলীবর্দ্দের স্কন্ধদেশে অবস্থিত থাকে), হিংসক অগ্নি বিদ্যমান থাকে। প্রথমে সেই অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে,—'হে বহ্নি! তুমি হিংসক। অতএব পাপরূপ শত্রুকে বিনাশ কর। আর যজ্ঞবিঘ্নকারী যে সকল রাক্ষস আমাদিগকে হিংসা করে, তাহাদেরও বিনাশ-সাধন কর। অলস্যাদিরূপ বৈরিগণ—যাহাদিগকে আমরা বিনাশ করিতে উদ্যত, তাহাদিগকেও বিনষ্ট কর।' গো-শকট স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্রটী উচ্চারণ করিতে হয়। সুতরাং চতুর্থ মন্ত্রের সমুদায় অংশের প্রার্থনাই তদনুসারে রাক্ষস-ধ্বংসের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে, বুঝিতে পারা যায়। পঞ্চম মন্ত্রটী ভাষ্যকারের মতে শকটকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে,—'হে শকট! তুমি দেবগণের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট; তোমাতে ধান্যাদি হবনীয় দ্রব্য সংবাহিত হয় বলিয়া

তুমি বাহক-শ্রেষ্ঠ ; চর্ম্মাদি দ্বারা বেষ্টিত বলিয়া—তুমি 'সস্নিতম' ; ব্রীহি (ধান্যাদিতে) পূর্ণ থাক বলিয়া 'পপ্রিতম' ; তুমি দেবতাগণের প্রিয়, এই হেতু 'জুষ্টতম' ; এবং ব্রীহি-পরিপূর্ণ শকট-দৃষ্টে দেবগণ আহূত হইয়া শীঘ্র আগমন করেন বলিয়া তুমি 'দেবহূতং'। তুমি হবির্দ্ধানকে দৃঢ় কর, হিংসা করিও না।' ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এরূপ অর্থে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা করা সুকঠিন হয়। ধান্য বা যবপূর্ণ শকট যদি মন্ত্রের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে বেদ-নিন্দকগণ বেদকে 'চাষার গান' বলিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? যাহা হউক, মন্ত্রের এবম্বিধ অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। এ হিসাবে যাঁহারা বেদ-মন্ত্রের অর্থকে অনাবশ্যক বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগকেই বরং বিজ্ঞ বলিয়া মনে করিতে পারি। কিন্তু যাঁহারা অসংলগ্ন অন্যায়ার্থ অধ্যাহার করেন, তাঁহারা ধর্ম্মের ও সমাজের অনিষ্ট করেন মাত্র।

যাহা হউক, আমরা মনে করি, মন্ত্রদ্বয়ে জ্ঞানদেবতার ও শুদ্ধসত্ত্বের সম্বোধন আছে। তাহাতে যে ভাবার্থ আসে, তাহা সর্ব্বকালে সর্ব্বথা গ্রহণীয়। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে সে ভাব উপলব্ধ হইবে। অজ্ঞানতা-নিবন্ধন মানুষ হিংস্র শত্রুর দ্বারা নিপীড়িত হয়। শত্রুর মধ্যে প্রধান শত্রু—অন্তঃশত্রু। জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইলে, সে শত্রু বিনষ্ট হয়,—জ্ঞানালোকে হৃদয়ে দেবভাব শুদ্ধসত্ত্ব বিকাশপ্রাপ্ত হয়। সে পক্ষে মন্ত্রদ্বয় পরম সদ্ভাবমূলক। মন্ত্রে আপনার ইষ্টদেবতা ভগবানকে আহ্বান করা হইয়াছে এবং আপনার অন্তরকে বিশুদ্ধ করার পক্ষে প্রযত্ন প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রদ্বয়ের ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করি। ভগবৎ-কৃপায় হৃদয়ে দেবভাবের সমাবেশে মানুষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, ভগবানের স্বরূপ অবগত হইয়া তাঁহাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে এবং পরমানন্দ-লাভে চরিতার্থ হয়। মানুষ ভগবদনুসারী ভগবৎপরায়ণ হয়,—ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়।

ষষ্ঠ মন্ত্রে অবিচলিত-চিত্তে একাগ্রতার সহিত ভগবদারাধনায় নিবিষ্ট থাকিবার সঙ্কল্প বিদ্যমান। ভাষ্যমতে মন্ত্রের লক্ষ্য—ব্রীহ্যাদি। ব্রীহি-সমূহ যাহাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়, অপিচ অনুষ্ঠাতার কর্ম্ম-বৈগুণ্যে যাহাতে তাহাদের উৎপাদনে বিঘ্ন না ঘটে ভাষ্যে সেই ভাব পরিব্যক্ত। আমরা কিন্তু তাহা মনে করি না। আমাদের মতে, মন্ত্রের লক্ষ্য ব্রীহি নহে ; মানুষের 'চিত্তবৃত্তি'। মরণ আর কিছুই নহে ;—আপনাকে লোকসমাজে পরিক্ষীণ করা। সংসারে জীবিত থাকিয়াই মানুষ মৃত, যদি তাহাতে সৎকর্ম্মের লেশমাত্র না থাকে। তাই 'কীর্ত্তির্যস্য সঃ জীবতি'—মরিলেও মানুষ জীবিত থাকে, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে যদি তাহার কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্ত্রে তাই প্রার্থনাকারীর সঙ্কল্প পরিব্যক্ত হইয়াছে—'ঐকান্তিকতা সহকারে যেন ভগবৎকর্ম্ম-সম্পাদনে সমর্থ হই। আত্মশ্লাঘাদিরূপ শত্রু যেন মনে অহঙ্কারের সৃষ্টি না করে।' অর্থাৎ, আমার চিত্ত ভগবানে তন্ময় হইয়া রহুক ; চিত্তবৃত্তি তাঁহাতেই নিবিষ্ট থাকুক। আমার অন্তঃশত্রু যেন আমাকে বিপথে পরিচালিত না করে।

সপ্তম মন্ত্রের ব্যাখ্যাদির বিষয় আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে দ্রষ্টব্য। মন্ত্রটী দ্বিবিধভাবে প্রযুক্ত হয়। প্রথম দেবপক্ষে, দ্বিতীয় মনঃ-সম্বোধনে। দ্বিবিধ ভাবে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা পূর্ব্বোক্ত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে ব্যক্ত হইয়াছে। ভাষ্যমতে মন্ত্রটী 'করিষ্যমান দ্বার' সম্বোধনে প্রযুক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা সেরূপ সম্বোধনের কোনই

প্রয়োজন দেখি না। পরন্তু আমরা যে ভাবে মন্ত্রের অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি, সে অর্থ সর্ব্ব-কালে সকলের উপযোগী। মনের বিস্তৃতি সাধিত হয় তখনই—যখন সে বিশ্ব-প্রেমের প্রেমিক হয়; যখন ক্ষুদ্র বৃহৎ উচ্চ নীচ—সকলকেই সমান দৃষ্টিতে দেখিতে সমর্থ হয়; যখন বিষ্ঠা-চন্দনে সমজ্ঞান—যখন শত্রু-মিত্রে অভেদ ভাব উপজিত হয়। সেই বিশ্ব-প্রেমিকতার ভাবই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত বলিয়া মনে করি।

অষ্টম মন্ত্র এক অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ। ভগবানকে মানুষ কি উপায়ে পাইতে পারে? জপ তপ পূজা আরাধনা কর্ম্ম—যাহা কিছু কর না কেন, সকল কর্ম্মের মধ্যেই দেব-ভাবের অধিষ্ঠান চাই, এই মন্ত্রে সেই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বিস্তৃত-ভাবে যে নিষ্কাম-কর্ম্মের উপদেশ দেখিতে পাই, এখানে বীজ-রূপে সেই উপদেশের অমোঘ-তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। আমি যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব, আমি যে জপ তপ পূজা আরাধনায় প্রবৃত্ত হইব, আমার সেই কর্ম্মের নিয়োগ-কর্ত্তা কে হইবেন? অজ্ঞানতা হইলে চলিবে না; অসদ্বুদ্ধির প্রেরণা হইলে চলিবে না। সেই জ্ঞান-স্বরূপ সবিতৃদেব যদি আমার প্রেরণা দেন, তবেই আমার ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা। যজ্ঞে অধ্বর্য্যু-কার্য্যে অনেককে ব্রতী করিতে পারি, আমার এই বাহুদ্বয় সে কার্য্যে প্রধান সহায় হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে তো চলিবে না! যাহাকে তাহাকে তো অধ্বর্য্যু-কার্য্যে ব্রতী করিলে আমার লক্ষ্য অব্যর্থ হইবার নহে! মন্ত্র তাই বলিতেছেন,—'তোমার বাহুযুগল যেন দেব অধ্বর্য্যু অশ্বিদ্বয়ের বাহুযুগলের ন্যায় হয়; আর তোমার হস্তদ্বয় যেন দেবভাগভাগী পূষাদেবতার হস্তদ্বয়ের স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়।' অর্থাৎ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে—'আমি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি, সে তো যাহার তাহার প্রেরণা নহে! সে যে সবিতৃদেবের প্রেরণা! আর আমার এই বাহুদ্বয় ও করদ্বয় যে কার্য্য করিতেছে, তাহা তো আমার কার্য্য নহে! সে যে দেবতার কার্য্য—দেবতা করাইতেছেন! এই ভাবের ভাবুক হইয়া, এই প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া, যখন আমি বলিতে পারিব—'হে আমার হবিঃ! হে আমার হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাব! আমি তোমাকে ভগবৎ-পূজার উৎসৃষ্ট করিতেছি; তখনই আমার যজ্ঞ পূর্ণ হইবে—কর্ম্ম সফল হইবে। মন্ত্র এই সর্ব্বস্ব-সমর্পণের ভাব দ্যোতনা করিতেছে।

ফলতঃ, কর্ম্ম মাত্রেই দেবতার অনুধ্যান একান্ত প্রয়োজন। সত্যের সাহায্যেই সত্যকে পাওয়া যায়; আলোকই আলোককে প্রকাশ করে। দেবগণ সত্য-স্বরূপ; দেবতাকে পাইতে হইলে—দেবত্ব লাভ করিতে হইলে দেবতার সাহায্যেই তাহা সম্ভবপর। দেবতা অবিনশ্বর। অবিনশ্বর পরমেশ্বরকে পাইতে হইলে, তাই অবিনশ্বর দেবভাবেরই আবশ্যক হয়। আমাদের অনৃত বিনশ্বর দেহাদিরূপ ভাবনায় অবিনশ্বর পরমতত্ত্ব অধিগত হয় না। তাই অবিনশ্বর শাশ্বত দেবভাবের সহায়তা গ্রহণ একান্ত কর্ত্তব্য। মন্ত্রে সেই তত্ত্বই প্রকটিত হইতেছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এমন উচ্চভাবপূর্ণ মন্ত্র—প্রচলিত ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যাদিতে তাহারও বিকৃতি সংঘটিত হইয়াছে! মন্ত্রে শূর্পোপরিস্থিত পবিত্রকে সম্বোধন করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা তাহা গ্রহণ করি নাই। আমাদের মতে মন্ত্রের সম্বোধ্য হৃদয়ের অন্তর্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবিঃ। আমরা তাহাই সঙ্গত বলিয়া মনে করি।

নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ—মন্ত্র-চতুষ্টয় মন ও হবিঃ সম্বোধন-মূলক বলিয়া মনে করি। ভাষ্যকার নবম মন্ত্রে পবিত্রের সম্বন্ধ খ্যাপন করিয়াছেন। আমাদের মতে তিনটী মন্ত্রেই হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবির প্রতি লক্ষ্য রহিয়াছে। নবম মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, দ্বিতীয় অনুবাকে দ্রষ্টব্য। জ্ঞান এবং ভক্তির দ্বারা সৎকর্ম্মসাধন-ব্যপদেশে অন্তর পরিস্রুত করিয়া বিশুদ্ধতা-সাধনের সঙ্কল্প মন্ত্রে নিহিত আছে বলিয়াই মনে করি। আর মনঃ-সম্বন্ধযুত যে জ্ঞান—দেবভাব সদ্ভাবাদি হইতেই যে তাহার উদ্ভব, দশম মন্ত্রে তাহাই প্রখ্যাপিত। সদ্ভাবই সদ্জ্ঞান-স্বরূপ অথবা সদ্জ্ঞান হইতেই সদ্ভাবের উদ্ভব। আর তাহা হইতেই পরাজ্ঞান-লাভের সম্ভাবনা। আবার কর্ম্ম ভিন্ন জ্ঞানোন্মেষ সম্ভবপর নয়—সদ্ভাবেরও বিকাশ হয় না। তাই সৎকর্ম্মের প্রভাবে সদ্জ্ঞান ও সদ্ভাব অধিগত করিবার আকাঙ্ক্ষা মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। ভাষ্যমতে নবম মন্ত্র পূর্ব্ববর্ত্তী অষ্টম মন্ত্রেরই অঙ্গীভূত। 'দেবস্য' হইতে আরম্ভ করিয়া 'জুষ্টং নির্ব্বপামি' পর্য্যন্ত মন্ত্রের মধ্যভাগে এই মন্ত্রের সঙ্গতি-সাধন করা কর্ত্তব্য। তাহাতে মন্ত্রটী পবিত্র-বিষয়ক হয়। দশম মন্ত্রও শূর্পে নিরূপিত পবিত্র সম্বন্ধে প্রযুক্ত বলিয়া উক্ত হয়। যাহা হউক, মন্ত্রের প্রয়োগ-বিধি যে ভাবেই নিষ্পন্ন হউক, মন্ত্রের পারমার্থিক সার্থকতা বিষয়ে যে কোনই মতদ্বৈধ হইতে পারে না, তাহাই আমরা মনে করি।

একাদশ ও দ্বাদশ মন্ত্রে হবনীয়ের প্রতি দৃষ্টি করিবার বিধি ভাষ্যে এবং 'বিনিয়োগ-সংগ্রহে' পরিদৃষ্ট হয়। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে হবি! আমি তোমার অভিবৃদ্ধির জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। আত্মসুখকামনায় লইতেছি না।' দ্বাদশ মন্ত্র শকট হইতে অবতরণের অব্যবহিত পূর্ব্বেই উচ্চারিত হইয়াছিল; তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ-হয়;—'স্বর্গসাধক স্বর্গরূপ সর্ব্বযাগ-প্রদেশ আমি দেখিতে পাইতেছি; আহবনীয় অগ্নিকে আমি স্বর্গপ্রকাশক জ্যোতিরূপে দর্শন করিতেছি।' ভাষ্যকারের মতে মন্ত্রের এইরূপ অর্থই নিষ্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু আমাদের ভাব অন্যরূপ। ব্যবহারিক কার্য্যে মন্ত্র যে ভাবেই প্রযুক্ত হউক, মন্ত্রের তাৎপর্য্য অন্যরূপ বলিয়াই মনে করি। আমাদের মতে মন্ত্র বিশ্বজনীন সদ্ভাবপূর্ণ। হবিস্বরূপ আপনার অন্তরের শুদ্ধসত্ত্বকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'হে আমার শুদ্ধসত্ত্বভাব! আমি তোমাকে বিশ্বসেবায় নিযুক্ত করিতেছি। ভগবদারাধনায় বিশ্বহিত-সাধন ভিন্ন আত্মসুখ কামনায় আমার অন্তর আদৌ উৎসুক নহে। হে হবিঃ! তোমার মধ্যেই স্বর্গরূপ যজ্ঞ—জ্ঞান-স্বরূপ মুক্তি প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। সদ্বৃত্তি-সদ্ভাবের মধ্যেই স্বর্গাদি অবস্থিতি করিতেছে। তোমারই প্রভাবে আমি যেন বিশ্ব-প্রকাশক জ্যোতিঃ-স্বরূপ ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হই।' এই দ্বাদশ মন্ত্রে এক নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে বলিয়া মনে করি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবানের বিশ্বরূপ মধ্যে অর্জ্জুন যে রূপ সন্দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং বিমুগ্ধ হইয়া কহিয়াছিলেন,—

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্॥"

এখানে সেই গদাবিশিষ্ট চক্রধারী সর্ব্বত্র দীপ্তিশীল তেজঃপুঞ্জ দুর্নিরীক্ষ্য প্রচণ্ড অগ্নি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী অপ্রমেয় ভগবানকে সর্ব্বত্র-দর্শনের আকাঙ্ক্ষা নিহিত রহিয়াছে। প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—'আমার সকল অনুষ্ঠানের মধ্যেই যেন তোমার সেই বিশ্বহিতসাধক বিশ্বপ্রকাশক

জ্যোতিঃ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হই। আমার কর্ম্মপ্রবাহ এমন হউক, যাহাতে তুমি স্বতঃ-প্রকাশমান্ হও।'

তোমার পূর্ণজ্যোতিঃ প্রকাশ পাইলে আমার অন্তর দৃঢ় হইবে, জনন-মরণ-ধর্ম্মশীল নবদ্বার-বিশিষ্ট আমার এই দেহরূপ গৃহ দৃঢ় হইবে; অর্থাৎ—তখন, তোমার পূর্ণ-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া আমি আমার এই দেহ সম্বন্ধ হইতে বিযুক্ত হইতে পারিব,—ত্রয়োদশ মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করি। আকাঙ্ক্ষা—জন্মগতি-রোধের; কামনা—ভব-বন্ধন-মোচনের; অভীষ্ট—ভগবচ্চরণে আত্মলীন হওয়া। পর পর স্তর-পর্য্যায়ে মন্ত্র-সমূহে সে ভাব-প্রবাহ কেমন প্রবাহিত হইয়াছে, একটু অনুধাবন করিলেই তাহা বোধগম্য হইতে পারে।

চতুর্দ্দশ মন্ত্রের ব্যাখ্যা দ্বিতীয় অনুবাকে দ্রষ্টব্য। পঞ্চদশ মন্ত্রের লক্ষ্য—ব্রীহি প্রভৃতি। শকট হইতে ভূমিতে স্থাপন সময়ে এই মন্ত্র পাঠের বিধি। মন্ত্রের অর্থ,—'মাতৃক্রোড়ে শিশুর ন্যায় তোমাকে এই পৃথিবীতে সযত্নে রক্ষা করিতেছি, অর্থাৎ শকট হইতে অবতরণ করাইতেছি। পরিশেষে, উপসংহারে ষোড়শ মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'হে অগ্নিদেব! তুমি এই হব্যগুলিকে (ব্রীহি প্রভৃতিকে) রক্ষা কর।' বলা বহুল্য, আমাদের সিদ্ধান্ত অন্যরূপ। পঞ্চদশ মন্ত্র, আমরা মনে করি, যুগপৎ হবিঃ ও দেব সম্বোধনে বিনিযুক্ত হইয়াছে। ভাবার্থ এই যে,—'আমার সদ্বৃত্তি-সমূহ পৃথিবীতে আসক্ত হইয়া আছে। তুমি বিশ্বনাথ বিশ্বরূপে বিরাজমান আছ। এই জানিয়া, আমার যেন লোকানুরাগ বৃদ্ধি পায়,—আমি যেন জীবের প্রতি সমদর্শন-শক্তি লাভ করি। জননীর ক্রোড়ে শিশুর আশ্রয়ের ন্যায় আমার সদ্ভাব-নিবহ আপনার ক্রোড়েই যেন আশ্রয় পায়। হে জ্ঞানদাত দেব! আপনি আমায় সেই সামর্থ্য প্রদান করুন। আমি যেন এই ভাবের মধ্য দিয়াই আপনাকে প্রাপ্ত হই,—এই বিশ্বের মধ্য দিয়াই, বিশ্বনাথ যেন আমার প্রত্যক্ষীভূত হন।' আমরা মনে করি, মন্ত্রের মধ্যে উপসংহারে এই বিশ্ব-প্রেমের ভাব পরিস্ফুট হইতেছে। এই বিশ্বপ্রেম, এই সর্ব্বত্র সমদর্শনই যে ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়, শ্রীমদ্ভগবদগীতায় নানা স্থানে ভগবদুক্তিতেই তাহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে; যথা,—

"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহং॥
অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধাঃ ভাবসমন্বিতাঃ॥
মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥"

বিশ্বপ্রেম ভিন্ন যে বিশ্ব-প্রেমিককে লাভ করা অসম্ভব, পূর্ব্বোদ্ধৃত ভগবদুক্তিই তাহার নিদর্শন। ভগবান বলিতেছেন,—'আমি সর্ব্বভূতেই সমান; অতএব আমার দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই; কিন্তু যাঁহারা আমাকে ভক্তি সহকারে ভজনা করেন, তাঁহারা আমাতে থাকেন এবং আমিও সেই সকল ব্যক্তিতে অবস্থিতি করি।...আমি সমুদায় জগতের উৎপত্তিহেতু এবং আমা হইতেই সমুদায় প্রবর্ত্তিত হয়। এই জানিয়া বিবেকিগণ আমার ভাব প্রাপ্ত হইয়া আমাকেই ভজনা করেন। হে পাণ্ডব! যে ব্যক্তি আমার কর্ম্মানুষ্ঠানকারী, আমিই যাঁহার পরম

পুরুষার্থ, যিনি আমার ভক্ত, ইন্দ্রিয় বিষয়ে অনাসক্ত এবং সর্ব্বভূতে সমদর্শী, তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হন।' ভগবান যেমন সর্ব্বভূতকে সমভাবে দর্শন করেন, তাঁহার নিকট যেমন সকলই সমান—শত্রু মিত্র উভয়ই যেমন তাঁহার নিকট তুল্য-পদবাচ্য ;—সেইরূপ জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত হইয়া, সেইরূপ ভাবে ভাবান্বিত হইয়া যিনি তাঁহাকে ভজনা করিতে সমর্থ হন, তিনিই সেই বিশ্ব-প্রেমিককে পাইবার অধিকার লাভ করেন। মন্ত্রে সেই বিশ্ব-প্রেমিক হইবার উপদেশই নিহিত রহিয়াছে বলিয়া মনে করি॥ (১অষ্টক—১প্রপাঠক—৪অনুবাক)॥

—— • ——

পঞ্চমঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমোঽষ্টকঃ। প্রথমঃ প্রপাঠকঃ। পঞ্চমোঽনুবাকঃ।)

(১) দেবো বঃ সবিতোৎপুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ

সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ।

(২) আপো দেবীরগ্রেপুবো অগ্রেগুবোঽগ্রং ইমং যজ্ঞং নয়তাগ্রে।

যজ্ঞপতিং ধত্ত যুষ্মানিন্দ্রোঽবৃণীত বৃত্রতূর্য্যে যূয়মিন্দ্রমবৃণীধ্বং

বৃত্রতূর্য্যে প্রোক্ষিতাঃ স্থ।

(৩) অগ্নয়ে বো জুষ্টং প্রোক্ষাম্যগ্নীষোমাভ্যাং।

(৪) শুন্ধধ্বং দৈব্যায় কর্ম্মণে দেবযজ্যায়া।

(৫) অবধূতং রক্ষোঽবধূতা অরাতয়ঃ।

(৬) অদিত্যাস্ত্বগসি প্রতি ত্বা পৃথিবী বেত্তু।

(৭) অধিষবণমসি বানস্পত্যং প্রতি ত্বাঽদিত্যাস্ত্বগ্বেত্তু।

(৮) অগ্নেস্তনূরসি বাচো বিসর্জ্জনং দেববীতয়ে ত্বা গৃহ্ণামি।

(৯) অদ্রিরসি বানস্পত্যঃ স ইদং দেবেভ্যো

হব্যঁ সুশমি শমিষ্ব।

(১০) ইষমা বদোর্জ্জমা বদ দ্যুমদ্বদত বয়ঁ সংঘাতং জেষ্ম।

(১১) বর্ষবৃদ্ধমসি। (১২) প্রতি ত্বা বর্ষবৃদ্ধং বেত্তু।

(১৩) পরাপূতঁ রক্ষঃ পরাপূতা অরাতয়ো।

(১৪) রক্ষসাং ভাগোঽসি। (১৫) বায়ুর্ব্বো বি বিনক্তু।

(১৬) দেবো বঃ সবিতা হিরণ্যপাণিঃ প্রতি গৃহ্ণাতু॥ ৫॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) দেবঃ। বঃ। সবিতা। উদিতি। পুনাতু। অচ্ছিদ্রেণ। পবিত্রেণ। বসোঃ।

সূর্য্যস্য। রশ্মিভিরিতি। রশ্মি—ভিঃ।

(২) আপঃ। দেবীঃ। অগ্রেপুব ইত্যগ্রে—পুবঃ। অগ্রেগুব ইত্যগ্রে—গুবঃ। অগ্রে।

ইমম্। যজ্ঞম্। নয়ত। অগ্রে। যজ্ঞপতিমিতি যজ্ঞ—পতিম্। ধত্ত। যুষ্মান্।

ইন্দ্রঃ। অবৃণীত। বৃত্রতূর্য্য ইতি বৃত্র—তূর্য্যে। যূয়ম্। ইন্দ্রম্। অবৃণীধ্বম্।

বৃত্রতূর্য্য ইতি বৃত্র—তূর্য্যে। প্রোক্ষিতা ইতি প্র—উক্ষিতাঃ। স্থ।

(৩) অগ্নয়ে। বঃ। জুষ্টম্। প্রেতি। উক্ষামি। অগ্নীষোমাভ্যামিত্যগ্নী—সোমাভ্যাম্।

(৪) শুন্ধধ্বম্। দৈব্যায়। কর্ম্মণে। দেবযজ্যায়া ইতি দেব—যজ্যায়ৈ।

(৫) অবধূতমিত্যব—ধূতম্। রক্ষঃ। অবধূতা ইত্যবধূতাঃ। অরাতয়ঃ।

(৬) অদিত্যাঃ। ত্বক্। অসি। প্রতীতি। ত্বা। পৃথিবী। বেত্তু।

(৭) অধিষবণমিত্যধি—সবনম্। অসি। বানস্পত্যং। প্রতীতি। ত্বা।

অদিত্যাঃ। ত্বক্। বেত্তু।

(৮) অগ্নেঃ। তনূঃ। অসি। বাচঃ। বিসর্জ্জনমিতি বি—সর্জ্জনম্। দেববীতয় ইতি

দেব—বীতয়ে। ত্বা। গৃহ্ণামি।

(৯) অদ্রিঃ। অসি। বানস্পত্যঃ। সঃ। ইদম্। দেবেভ্যঃ। হব্যম্।

সুশমীতি সু—শমি। শমিষ্ব।

(১০) ইষম্। এতি। বদ। ঊর্জ্জম্। এতি। বদ। দ্যুমদিতি দ্যু—মৎ। বদত।

বয়ম্। সংঘাতমিতি সং—ঘাতম্। জেষ্ম।

(১১) বর্ষবৃদ্ধমিতি বর্ষ—বৃদ্ধম্। অসি। (১২) প্রতীতি। ত্বা। বর্ষবৃদ্ধমিতি বর্ষ—বৃদ্ধম্। বেত্তু।

(১৩) পরাপূতমিতি পরা—পূতম্। রক্ষঃ। পরাপূতা ইতি পরা—পূতাঃ। অরাতয়ঃ।

(১৪) রক্ষসাম্। ভাগঃ। অসি। (১৫) বায়ুঃ। বঃ। বীতি। বিনক্তু।

(১৬) দেবঃ। বঃ। সবিতা। হিরণ্যপাণিরিতি হিরণ্য—পাণিঃ।

প্রতীতি। গৃহ্ণাতু॥ ৪॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে কর্ম্মণী! 'দেবঃ' (দ্যোতমানঃ, স্বপ্রকাশঃ ইতি যাবৎ) 'সবিতা' (জ্ঞানপ্রেরকঃ দেবঃ, প্রজ্ঞানস্বরূপঃ ভগবান্ ইতি ভাবঃ) 'বঃ' (যুষ্মান্) 'অচ্ছিদ্রেণ' (দোষরাহিত্যেন, বিশুদ্ধেন ইতি যাবৎ) 'পবিত্রেণ' (শোধকেন - বায়ুরূপেণ ইতি ভাবঃ) অপিচ 'বসোঃ' (জগন্নিবাসহেতোঃ—যদ্বা, জগদ্ধারকস্য ইতি যাবৎ) 'সূর্য্যস্য' (প্রজ্ঞানস্বরূপস্য, বিশ্বপ্রকাশস্য দেবস্য—ভগবতঃ ইতি ভাবঃ) 'রশ্মিভিঃ' (বিশ্বপ্রকাশকৈঃ জ্যোতির্নিবহৈঃ ইত্যর্থঃ) 'উৎপুণাতু' (উৎকর্ষসাধনেন পবিত্রান্ করোতু, যদ্বা—যুষ্মাকং পবিত্রতাং বিধায়তু ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। বায়োঃ সূর্য্যরশ্মিনাং শুদ্ধিহেতুত্বং প্রসিদ্ধং। তয়োঃ প্রভাবেন মম সদসৎকর্ম্ম পবিত্রমস্তু ইত্যেবং প্রার্থনা।

২। 'অগ্রেগুবঃ' (অগ্রগমনশীলাঃ, মোক্ষং প্রতি নয়নসমর্থাঃ ইত্যর্থঃ) 'অগ্রেপুবঃ' (অপহতিনিবারণেন শোধনশীলাঃ, মুক্তিদানসামর্থ্যোপেতত্বাৎ উৎকর্ষসাধনেন পবিত্রতাবিধায়কাঃ ইতি ভাবঃ) 'আপঃ' (জলদেবতা, যদ্বা—দেবভাবাঃ ইত্যর্থঃ)! যূয়ং 'ইমং' (প্রবর্ত্তমানং) 'যজ্ঞং' (যাগাদিসৎকর্ম্ম) 'অগ্রে' (পুরতঃ, ত্বরয়া ইতি যাবৎ সিদ্ধিযুক্তং ইতি ভাবঃ) 'নয়ত' (প্রবর্ত্তয়ত, নির্ব্বিঘ্নং সম্পাদয়ত ইতি যাবৎ, যদ্বা—কুরুত ইতি ভাবঃ); কিঞ্চ 'যজ্ঞপতিং' (যাজ্ঞিকং, কর্ম্মানুষ্ঠাতারং) 'ধত্ত' (ভগবৎসন্নিকর্ষং বিধায়ত ইতি ভাবঃ); অথবা

'যজ্ঞপতিং' (সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং ভগবন্তং ইতি ভাবঃ) 'ধত্ত' (কর্ম্মসু আনয়ত); (খ) অপিচ, হে সদ্বৃত্তিনিবহাঃ! 'বৃত্রতূর্য্যে' (বৃত্রবধায়, অন্তঃশত্রুনাশায় ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রঃ' (পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান) 'যুষ্মান' 'অবৃণীত' (পরাশক্তিদানেন যুষ্মান্ নিয়োজয়তু ইতি ভাবঃ); (গ) 'যূয়ং' অপি 'বৃত্রতূর্য্যে' (অন্তঃশত্রুনাশায়) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং) 'অবৃণীধ্বং' (সম্ভজত); (ঘ) হে মম হৃদিস্থিতাঃ সদ্ভাবাঃ! যূয়ং 'বৃত্রতূর্য্যে' (শত্রুনাশায়) 'প্রোক্ষিতাঃ' (সম্যক্ ব্যবস্থিতাঃ, সুসংস্কৃতাঃ অসৎসম্বন্ধরহিতাঃ, যদ্বা – সর্ব্বথা ভগবৎকর্ম্মসু নিয়োজিতাঃ ইতি ভাবঃ) 'স্থ' (ভবথ)। অথবা, (খ) হে সদ্বৃত্তিনিবহাঃ! 'বৃত্রতূর্য্যে' (শত্রুবধনিমিত্তায়, রিপুশত্রুসংহারায় ইতি যাবৎ) 'ইন্দ্রঃ' (সঃ ভগবান্) 'যুষ্মান' (বঃ) 'অবৃণীত' (প্রেরিতবান্); (গ) 'বৃত্রতূর্য্যে' (শত্রুনিপাতায়) 'যূয়ং' (সৎবৃত্তিনিবহাঃ) 'ইন্দ্রং' (ত্বং ভগবন্তং) 'অবৃণীধ্বং' (যুষ্মাকং পরিচালকপদে বরণং কুরুত)। আত্মশত্রুসংহারসাধনে সৎসম্বন্ধযুতে কর্ম্মণি অনুরক্তাঃ ভবত ইতি ভাবঃ। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ— হে দেব! অস্মান্ সচ্চরিত্রান্ দেবভাবসম্পন্নান্ চ কৃত্বা ভগবৎসান্নিধ্যং প্রাপয়।

৩। হে মম সদসৎচিত্তবৃত্তীঃ! 'বঃ' (যুষ্মদর্থং, যুষ্মাকং উৎকর্ষসাধনায় ইত্যর্থঃ) 'অগ্নয়ে' (অগ্নিদেবায়, প্রজ্ঞানস্বরূপিনে ভগবতে ইতি যাবৎ) তথা 'অগ্নীষোমাভ্যাং' (জ্ঞান-ভক্তিরূপদেবাভ্যাং) 'জুষ্টং' (হবিঃ, মম হৃন্নিহিতং শুদ্ধসত্ত্বরূপং ইতি ভাবঃ) 'প্রোক্ষামি' (নিবেদয়ামি, উৎসৃজ্যামি, যদ্বা – ভগবৎকর্ম্মসু নিয়োজয়ামি ইত্যর্থঃ)।

৪। হে মম সদসৎচিত্তবৃত্তীঃ! যূয়ং 'দেবযজ্যায়ৈঃ' (দেবসম্বন্ধিন্যাঃ যাগাদিসৎক্রিয়ায়ৈঃ) 'দৈব্যায় কর্ম্মণে' (ভগবৎসম্বন্ধিনে, যদ্বা—সজ্‌জ্ঞানবর্দ্ধনরূপে কর্ম্মণে ইতি ভাবঃ) 'শুন্ধধ্বং' (বিশুদ্ধানি ভবত)। আত্মোদ্বোধকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অনেন প্রার্থনাকারী আত্মানং উদ্বোধয়তি। চিত্তবিক্ষোভজনিতেন চাঞ্চল্যেন মনস্থৈর্য্যং ন সম্ভবতি। অতঃ চিত্তস্থৈর্য্যসাধনায় চিত্তবৃত্তেরুদ্বোধনায় চ সাধকঃ আত্মানং প্রবুদ্ধং করোতি অস্যায়মর্থঃ ইত্যেবং মন্যামহে।

৫। এবং সতি 'রক্ষঃ' (শত্রুঃ – দুর্ব্বুদ্ধিরূপঃ ইত্যর্থঃ) 'অবধূতং' (বিকম্পিতঃ) ভবতি; অপিচ 'অরাতয়ঃ' (রিপুশত্রবঃ) 'অবধূতাঃ' (পাতিতাঃ, বিতাড়িতাঃ ইত্যর্থঃ) ভবন্তি।

৬। হে মনঃ! ত্বং 'অদিত্যাঃ' (অনন্তস্য ভগবতঃ) 'ত্বক্' (অংশভূতঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ 'পৃথিবী' (হৃদ্‌রূপং আধারক্ষেত্রং ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'প্রতিবেত্তু' (প্রতিজানাতু, তবসম্বন্ধিনং জ্ঞানং লভতু ইতি ভাবঃ)। অথবা—ত্বং 'আদিত্যাঃ' (অনন্তস্য) 'ত্বক্' (আচ্ছাদনং, বাধকং বা) 'অসি' (ভবসি); 'অদিতিঃ' (অনন্তঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'প্রতিবেত্তু' (প্রতিজানাতু, অনুগৃহ্নাতু)। মনশ্চাঞ্চল্যতয়া অনন্তেন সহ সংসৃষ্টস্য বাধকো ভবতি; তস্মাৎ প্রার্থনা—অনন্তঃ ত্বাং অনুগৃহ্নাতু।

৭। হে মনঃ! ত্বং 'বানস্পত্যং' (মহাবৃক্ষস্বরূপঃ) 'অধিষবণং' (অধিষবণস্য আধারভূতঃ, অতিদৃঢ়ঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ 'ত্বা' (ত্বাং) 'আদিত্যাঃ' (অনন্তস্য, অনন্তরূপস্য ভগবতঃ) 'ত্বক্' (করুণাধারা ইতি ভাবঃ ইত্যর্থঃ) 'প্রতিবেত্তু' (প্রতিজানাতু, প্রত্যাগচ্ছতু ইতি ভাবঃ)। বৃক্ষাঃ যথা ফলচ্ছায়াদানেন সর্ব্বান্ তোষয়ন্তি তথৈব ত্বং ফলদানসমর্থঃ প্রীতিহেতুভূতঃ ভব। তদা সঃ ভগবান্ ত্বাং প্রতি প্রসন্নঃ ভবতু ইতি ভাবঃ।

৮। হে মনঃ! ত্বং 'অগ্নেঃ (অগ্নিদেবস্য, আহবনীয়স্য জ্ঞানস্য) 'তনূঃ' (শরীরং, অংশ-ভূতং বা) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'বাচঃ' (শব্দস্য, মন্ত্রস্য—সৎকর্ম্মণঃ বা) 'বিসর্জ্জনং' (উৎপাদকং) ভবসি; অতঃ 'দেববীতয়ে' (দেবপ্রীতয়ে, ভগবৎপ্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'গৃহ্ণামি' (নিয়োজয়ামি)। মনো হি আহবনীয়ঃ, মনো হি মন্ত্রঃ; মনসা নরঃ ভগবদনুকম্পাং লভতে ইতি ভাবঃ।

৯। হে মনঃ! ত্বং 'বানস্পত্যঃ' (মহাবৃক্ষস্বরূপং) 'অদ্রিঃ' (পাষাণবদ্দৃঢ়ং চ) 'অসি' (ভবসি); 'সঃ' (ত্বং) 'ইদং' (অস্মাভিঃ প্রদত্তং) 'হবিঃ' (হবনীয়ং—চিত্তবৃত্তিরূপং ইতি ভাবঃ) 'দেবেভ্যঃ' (দেবপ্রীতয়ে, ভগবৎপ্রীত্যর্থং ইত্যর্থঃ) যথা 'সুশমি' (শান্তস্বভাবং, শত্রোরুপদ্রবরহিতং ভবতি ইতি যাবৎ) তথা 'শমিষ্ব' (শময়, সংযময় ইতি শেষঃ)। অথবা হে মনঃ! 'স' ত্বং 'দেবেভ্যঃ' (অগ্ন্যাদিদেবপ্রীত্যর্থং) 'ইদং' (বক্ষ্যমাণং, সর্ব্ববিধং) 'হবিঃ' (আহবনীয়ং) 'সুশমি' (সুষ্ঠুরূপেণ) 'শমিষ্ব' (প্রদানং কুরুষ, হবির্দ্দানেন সাফল্যং কর্ত্তুং সমর্থঃ, তর্হি দেবসেবায়াং নিযুক্তো ভব ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ। চিত্তবৃত্তয়ঃ যথা ভগবদনুসারীণ্যঃ ভবন্তি তথা সাধয়িতুং সাধকঃ অত্র আত্মানং উদ্বোধয়তি।

১০। হে ভগবন্! ত্বং অস্মদর্থং 'ইষং' (অভীষ্টং) 'আ' (প্রকৃষ্টরূপেণ) 'বদ' (সম্পূরয় ইতি ভাবঃ); (খ) অপিচ ত্বং 'উর্জ্জং' (বলপ্রাণং চ) 'আ' (বিশিষ্টেন) 'বদ' (সঞ্চরয় ইত্যর্থঃ); (গ) কিঞ্চ হে মম হৃন্নিহিতাঃ সদ্‌বৃত্তয়ঃ! যূয়ং 'দ্যুমৎ' (দীপ্তিশালিন্যঃ, জ্ঞান-জ্যোতিষা উদ্ভাসিতাঃ ইতি ভাবঃ) 'বদত' (ভবত); (ঘ) তথা সতি, 'বয়ং' (অনুষ্ঠাতারঃ, প্রার্থনাকারিণঃ বা) 'সংঘাতং' (শত্রুসংঘাতং, অন্তঃশত্রোরুপদ্রবং ইতি ভাবঃ) 'জেষ্ম' (জয়েম, নিবারয়িতুং সমর্থাঃ ভবামঃ ইতি ভাবঃ)। অথবা 'ইষমুর্জ্জং' (ইষে ত্বা উর্জ্জে ত্বা ইতি মন্ত্রদ্বয়ং) 'অবদ' (উচ্চারয়, অন্নং বলং প্রাণং চ যথা সমাগচ্ছতি তথা মন্ত্রং উচ্চরয়েতি ভাবঃ)। 'বয়ং' 'সংঘাতং' (আঘাতং কুর্ব্বন্তঃ অসদ্‌বৃত্তিসমূহান্ প্রতিরুদ্ধান ইতি ভাবঃ) 'জেষ্ম' (জয়েম, তৎসর্ব্বান্ অপসারয়াম, জয়যুক্তা ভবেম)। আত্মশক্তেরুন্মেষণায় অত্র প্রার্থনা বিদ্যতে। শত্রুনাশেন অনিষ্টপরিহারং অপিচ প্রজ্ঞানসঞ্চারেণ ইষ্টপ্রাপ্তিং মন্ত্রোঽয়ং প্রখ্যাপয়িতুং ব্যাচষ্টে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মাকং সর্ব্বাভীষ্টং সম্পূরয়। মমেদং সদনুষ্ঠানং মনঃ-প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবয়োরৈক্যসম্বন্ধযুতং ভবতু ইত্যেবং বা ভাবঃ।

১১। হে মনঃ! ত্বং 'বর্ষবৃদ্ধং' (অভীষ্টবর্ষণহেতুভূতং) 'অসি' (ভবসি)।

১২। অতএব হে মনঃ! 'ত্বা' (ত্বাং) 'বর্ষবৃদ্ধং' (অভীষ্টপূরণহেতুকং) 'প্রতিবেত্তু' (প্রতিজানাতু—ভগবানিতি শেষঃ)। তব কর্ম্মণা ভগবান্ ত্বাং অনুগৃহ্ণাতু ইতি ভাবঃ।

১৩। তদা 'রক্ষঃ' (শত্রুঃ, দুর্ব্বুদ্ধিরূপঃ) 'পরাপূতং' (নিরাকৃতঃ) ভবতি; 'অরাতয়ঃ' (রিপুশত্রবঃ অপি) 'পরাপূতাঃ' (নিরাকৃতাঃ) ভবন্তি।

১৪। হে অন্তরস্থাঃ অসদ্‌বৃত্তিনিবহাঃ! যূয়ং 'রক্ষসাং' (দেবভাববিরোধিনাং, অন্তঃ-শত্রূণাং ইত্যর্থঃ) 'ভাগঃ' (অংশস্বরূপাঃ) 'অসি' (ভবসি) ইতি শেষঃ।

১৫। হে অন্তরস্থাঃ অসদ্‌বৃত্তিনিবহাঃ! 'বঃ' (যুষ্মান্) অস্মাকং অন্তরং 'বায়ুঃ' (বায়ুদেবঃ,

বায়ুপ্রবাহরূপেণ বিচ্ছিন্নকারকঃ সঃ দেবঃ) 'বিবিনক্তু' (পৃথক্ করোতু, যুষ্মান দূরীকৃত্য অস্মাকং অন্তরং পবিত্রং করোতু ইতি ভাবঃ)।

১৬। হে অসদ্‌বৃত্তিনিবহাঃ! 'হিরণ্যপাণিঃ' (মঙ্গলরূপসুবর্ণধারণকারী, সর্ব্বমঙ্গলবিধায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'সবিতা' (জ্ঞানপ্রদাতা) 'দেবঃ' (দ্যোতমানঃ, পরমেশ্বরঃ) 'বঃ' (যুষ্মান্) 'প্রতিগৃহ্ণাতু' (প্রতিগ্রহণং করোতু, অস্মাকং অন্তরাৎ অসদ্‌বৃত্তিনিবহান্ অপসারয়তু ইতি ভাবঃ)॥ (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—৫ অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে আমার সৎ ও অসৎ কর্ম্ম! দ্যোতমান্ স্বপ্রকাশ জ্ঞানপ্রেরক দেবতা অথবা প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবান, বিশুদ্ধ পবিত্রকারক বায়ুরূপে এবং জগন্নিবাসহেতুভূত প্রজ্ঞানস্বরূপ বিশ্বপ্রকাশক ভগবানের বিশ্বপ্রাপক জ্যোতিঃ-নিবহের দ্বারা তোমাদিগের উৎকর্ষসাধনে পবিত্রতা সম্পাদন করুন। (অথবা তোমরা জ্ঞানপ্রদ সবিতৃদেবের প্রেরণায় (অনুকম্পায়) ত্রুটি-পরিশূন্য বায়ুর ন্যায় পবিত্রকারক ও সূর্য্যরশ্মির ন্যায় জ্ঞানপ্রদ হইয়া আমাদিগের উৎকর্ষ-সাধনে আমাদিগকে পবিত্র কর। (বায়ু ও সূর্য্যরশ্মি শুদ্ধিসম্পাদক। তাঁহাদের প্রভাবে আমাদের সদসৎ উভয় কর্ম্ম পবিত্র হউক,—ইহাই প্রার্থনা)।

২। অগ্রগমনশীল অর্থাৎ মোক্ষপথে নয়নসমর্থ, অপহতিনিবারণে শোধনশীল অর্থাৎ মুক্তিদানসামর্থ্য-হেতু উৎকর্ষসম্পাদনে পবিত্রতা-বিধায়ক হে জলদেবতা অর্থাৎ দেবভাবসমূহ! আপনারা প্রবর্ত্তমান যাগাদি সৎকর্ম্মকে সত্বর নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করুন অর্থাৎ সিদ্ধিযুক্ত করুন; অপিচ, যাজ্ঞিক কর্ম্মানুষ্ঠাতাকে ভগবৎ-সন্নিকর্ষ-লাভে সমর্থ করুন; আমাদের কর্ম্মসমূহে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ভগবানকে আনয়ন করুন। (খ) অপিচ, অন্তঃ-শত্রুনাশের নিমিত্ত পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান পরাশক্তি-দানে তোমাদিগকে ভগবৎকার্য্যে নিযুক্ত করুন। এবং (গ) তোমরাও অন্তঃশত্রুনাশের নিমিত্ত ভগবানকে সম্ভজনা কর; আর (ঘ) হে আমার হৃদিস্থিত সদ্ভাবসমূহ! তোমরা শত্রুনাশের নিমিত্ত অসৎসম্বন্ধরহিত এবং সর্ব্বথা ভগবৎকর্ম্মে নিয়োজিত হও। অথবা—হে আমার সদ্‌বৃত্তিনিবহ! শত্রু-সংহারের নিমিত্ত—রিপুশত্রুনাশের জন্য, সেই ভগবান ইন্দ্রদেব তোমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন; আত্মশত্রু-নিপাতের জন্য তোমরা সেই ভগবান ইন্দ্রদেবকে

তোমাদের পরিচালক পদে বরণ কর! অর্থাৎ,—আত্মশত্রু-সংহারের জন্য সৎসম্বন্ধযুত কর্ম্মে অনুরক্ত হও। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং আত্মোদ্বোধক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগকে সচ্চরিত্র দেবভাবসম্পন্ন করিয়া আমাদিগকে ভগবৎসান্নিধ্য প্রদান করুন)।

৩। হে আমার সদসৎ চিত্তবৃত্তি-সমূহ! তোমাদিগের উৎকর্ষ-সাধনের নিমিত্ত, প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানের এবং জ্ঞানভক্তিরূপী দেবতার উদ্দেশ্যে, আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবিকে উৎসর্গ করিতেছি অর্থাৎ ভগবৎকার্য্যে নিয়োজিত করিতেছি।

৪। হে আমার সদসৎবৃত্তিনিবহ! তোমরা দেবসম্বন্ধি যাগাদি সৎ-ক্রিয়ার দ্বারা দেবসম্বন্ধি সজ্জ্ঞানবর্দ্ধনরূপ কর্ম্মে বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হও। (এই মন্ত্রের দ্বারা প্রার্থনাকারী আপনাকে উদ্বোধিত করিতেছেন। চিত্ত-বিক্ষোভ-জনিত চাঞ্চল্যে মনস্থৈর্য্য-সাধনের নিমিত্ত চিত্তবৃত্তির উদ্বোধনের জন্য সাধক আপনাকে প্রবুদ্ধ করিতেছেন বলিয়া মনে করি)।

৫। তাহা হইলে, আমার দুর্ব্বুদ্ধিরূপ শত্রু বিকম্পিত হইবে; এবং রিপুশত্রুগণ বিতাড়িত (নিপাতিত) হইবে।

৬। হে আমার মন! তুমি অনন্তস্বরূপ, ভগবানের অংশভূত হও; অতএব আমার হৃদ্‌রূপ আধারক্ষেত্রে তোমার সম্বন্ধি জ্ঞান প্রাপ্ত হউক। অথবা হে আমার মন! (চঞ্চলতা প্রভৃতি হেতু) তুমি অনন্তের সহিত মিলনের প্রতিবন্ধক হও; সেই অনন্ত তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন।

৭। হে মন! তুমি মহাবৃক্ষস্বরূপ অধিষবণের আধারভূত অর্থাৎ শত্রুনিবারণক্ষম দৃঢ় হও। অতএব অনন্ত ভগবানের করুণাধারা তোমাকে প্রাপ্ত হউক। (ভাব এই যে,—বৃক্ষ যেমন ফলচ্ছায়াদানে সকলকে পরিতুষ্ট করে, তুমিও সেইরূপ সকলের প্রীতির আস্পদ হও! তাহা হইলে ভগবান তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন)।

৮। হে মন! তুমিই অগ্নিদেবতার অর্থাৎ আহবনীয় জ্ঞানের (বা আহবনীয়ের) দেহস্বরূপ; তুমিই বাক্যের বা মন্ত্রের উৎপাদক বা উচ্চারণকারী; দেবতার প্রীতির নিমিত্ত আমি তোমাকে নিযুক্ত করিতেছি। (ভাব এই যে,—মনই আহবনীয়; মনই মন্ত্র; মনের দ্বারাই ভগবানের অনুকম্পা লাভ করিতে পারা যায়)।

৯। হে মন! তুমি মহাবৃক্ষস্বরূপ, তুমি মহত্ত্বাদিগুণোপেত, তুমি পাষাণবৎ দৃঢ়; অর্থাৎ তুমিই সর্ব্বকর্ম্ম-সম্পাদনে সমর্থ। সেই যে তুমি, আমাদিগের প্রদত্ত চিত্তবৃত্তিরূপ হবিঃ ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত যাহাতে শান্ত ও শত্রুর উপদ্রব-পরিশূন্য হয়, সেইভাবে সংযমিত কর। অথবা—হে মন! সেই যে তুমি—দেবগণের প্রীতির জন্য সর্ব্ববিধ আহবনীয়রূপে সুষ্ঠুভাবে দেবসেবায় নিযুক্ত হও। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। চিত্তবৃত্তি যাহাতে ভগবদনুসারী হয়, সেই জন্য সাধক এখানে আপনাকে উদ্বোধিত করিতেছেন)।

১০। হে ভগবন্! আপনি আমাদের অভীষ্ট প্রকৃষ্টরূপে পূর্ণ করুন; (খ) অপিচ, আমাদিগের মধ্যে বিশিষ্টরূপে বলপ্রাণ সঞ্চার করুন। (গ) অপিচ, হে আমার হৃন্নিহিত সদ্বৃত্তিসমূহ! তোমরা জ্ঞানজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হও। (ঘ) তাহা হইলে প্রার্থনাকারী আমরা, শত্রুসঞ্জাত অর্থাৎ অন্তঃশত্রুর উপদ্রব নিবারণ করিতে সমর্থ হইব। অথবা, 'ইষে ত্বা' 'ঊর্জ্জে ত্বা' প্রভৃতি মন্ত্রদ্বয় উচ্চারণে প্রার্থনা কর (অর্থাৎ অন্নরসপ্রাণ যাহাতে প্রাপ্ত হইতে পার, তদুপযোগী মন্ত্রাদি উচ্চারণ কর)। তোমার সাহায্যে শ্রেয়োকামী আমরা অসদ্বৃত্তি-সমূহকে প্রতিরুদ্ধ করিয়া জয়যুক্ত হই। (আত্মশক্তি উন্মেষণের জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা রহিয়াছে। শত্রুনাশে অনিষ্টপরিহার এবং প্রজ্ঞানলাভে ইষ্টপ্রাপ্তি মন্ত্রে প্রখ্যাপিত। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগের সকল অভীষ্ট পূরণ করুন। আমাদিগের এই অনুষ্ঠান মনঃপ্রাণাধিষ্ঠাতৃ-দেবতাসমূহের সহিত ঐক্যসম্বন্ধযুক্ত হউক)।

১১। হে মন! তুমি অভীষ্টবর্ষণহেতুভূত হও।

১২। অতএব হে মন! তোমাকে অভীষ্টপূরণের হেতুভূত বলিয়া ভগবান (যেন) জানিতে পারেন। (অর্থাৎ, তোমার কর্ম্মের দ্বারা ভগবান তোমার প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ হউন।

১৩। তাহা হইলে, দুর্ব্বুদ্ধিরূপ শত্রু দূরীকৃত হইবে, আর রিপুশত্রুগণ বিতাড়িত বিমর্দ্দিত হইবে।

১৪। হে আমার অন্তরস্থ অসদ্বৃত্তিসমূহ! তোমরা দেবভাববিরোধী অন্তঃশত্রুগণের অংশস্বরূপ হও।

১৫। হে, অন্তরস্থ অসদ্বৃত্তিনিবহ! সেই বিচ্ছিন্নকারক বায়ুদেব (প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া) তোমাদিগকে আমাদিগের অন্তর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিউন।

১৬। হে অসদ্বৃত্তিসমূহ! সেই মঙ্গলরূপ সুবর্ণহস্তবিশিষ্ট জ্ঞান-প্রদাতা দ্যোতমান্ পরমেশ্বর তাঁহার কলঙ্করহিত হস্তের দ্বারা তোমাদিগকে প্রতিগ্রহণ করুন;—অর্থাৎ আমাদিগের অন্তর হইতে তোমাদিগকে অপসারিত করুন! (১অষ্টক—১প্রপাঠক—৫অনুবাক)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

চতুর্থানুবাকে ব্রীহিনির্ব্বাপঃ প্রোক্তো নিরুপ্তে তুবস্য রক্ষোভাগত্বাত্তদপনয়নার্থোঽবঘাতঃ পঞ্চমেঽনুবাকেঽভিধীয়তে। প্রোক্ষিতানামেব ব্রীহীণামত্রাবঘাতযোগ্যত্বাৎ প্রোক্ষণস্য চোৎপূতোদকসাধ্যত্বাদুৎপবনমন্ত্রস্য চাঙ্গভূতস্যাঙ্গিন্যুৎপবনে সাকাঙ্ক্ষত্বাদুৎপবনমন্ত্রব্যাখ্যানাৎ প্রাগেবোৎ পবনং বিধত্তে—"ইন্দ্রো বৃত্রমহন্। সোঽপঃ। অভ্যম্রিয়ত। তাসাং যন্মেধ্যং যজ্ঞিয়ং সদেবমাসীৎ। তদপোদক্রামৎ। তে দর্ভা অভবন্। যদ্দর্ভৈরপ উৎপুনাতি। যা এব মেধ্যা যজ্ঞিয়াঃ সদেবা আপঃ। তাভিরেবেনা উৎপুনাতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি। ইন্দ্রেণ হতস্য বৃত্রস্যোদকাভিমুখ্যেন মৃতত্বাদুদকস্য সারং নির্গতং। তচ্চ সারং দ্বিবিধং দৈবং মানুষং চ। তত্র মলপ্রক্ষালনোপযুক্তং মানুষং। দৈবং চ দ্বিবিধং স্নানাদিনা পাপশোধকং প্রোক্ষণাদিনা দ্রব্যশোধকং চ। তদুভয়মত্র মেধ্যযজ্ঞিয়শব্দাভ্যাং বিবক্ষিতং। তচ্চ নির্গত্য ভূমৌ দর্ভরূপেণাঽবির্ব্বভূব। তস্মাদ্দর্ভৈরুৎপুনীয়াৎ। দর্ভসংখ্যাং বিধত্তে—"দ্বাভ্যামুৎপুনাতি। দ্বিপাদ্যজমানঃ প্রতিষ্ঠিত্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি। অনেন বিধীয়মানদ্বিত্বেন বিরোধাৎ পূর্ব্বস্মিন্বাক্যে দর্ভৈরিতি বহুবচনং জাত্যভিপ্রায়ং ব্যাখ্যেয়ং। যজমানো হ্যেকেন পাদেনোত্তিষ্ঠন্ প্রতিষ্ঠাং ন লভতে। দ্বাভ্যাং তু লভতে। ততো দর্ভদ্বিত্বমপি প্রতিষ্ঠিত্যৈ ভবতি॥

১। "দেবো বঃ সবিতোৎপুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ।"—কল্পঃ—"অথৈতস্যামেব স্রুচি তিরঃ পবিত্রমপ আনীয়োদীচীনাগ্রাভ্যাং পবিত্রাভ্যাং ত্রিরুৎপুনাতি দেবো বঃ সবিতোৎ পুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিরিতি পচ্ছঃ" ইতি। অত্র স্রুক্শব্দেন নির্ব্বাপহেতুরগ্নিহোত্রহবণী বিবক্ষিতা। সশূকায়ামগ্নিহোত্রহবণ্যামপ আনীয়েত্যন্যত্রাভিধানাৎ। হে আপোঽধ্বর্য্যুহৃদয়েঽবস্থিতঃ প্রেরকোঽন্তর্য্যামী যুষ্মানূর্ধ্বং পুনাতু। কেন সাধনেন। আদিত্যরূপত্বভাবনাবলাদচ্ছিদ্রেণ দর্ভপবিত্রেণ। পুনরপি কেন। জগন্নিবাসহেতোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিত্বেন ভাবিতৈর্দ্দর্ভাবয়বৈঃ। যথোক্তং মন্ত্রার্থং বিশদয়তি—"দেবো বঃ সবিতোৎ পুনাত্বিত্যাহ। সবিতৃপ্রসূত এবৈনা উৎপুনাতি। অচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণেত্যাহ। অসৌ বা আদিত্যোঽচ্ছিদ্রং পবিত্রং। তেনৈবৈনা উৎপুনাতি। বসোঃ

সূর্য্যস্য রশ্মিভিরিত্যাহ। প্রাণা বা আপঃ। প্রাণা বসবঃ। প্রাণা রশ্ময়ঃ। প্রাণৈরেব প্রাণান্‌ সম্পৃণক্তি" (ব্রা০কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি। উদকেনাঽপ্যাপ্লিতাঃ প্রাণা ইত্যপাং প্রাণত্বং। আদিত্যাগ্ন্যধিষ্ঠাতৃদেবতানুগ্রহৈশ্চক্ষুরাদীনাং প্রাণানাং দেহে বাসিতত্বাদ্বসু-শব্দাভিধেয়ানাং দেবতানুগ্রহাণাং প্রাণত্বং। আদিত্যরশ্মীনাং প্রাণব্যবহারোপকারিত্বাৎ প্রাণত্বং। ততঃ সূর্য্যরূপপ্রাণত্বেন ভাবিতৈর্দর্ভপ্রাণৈঃ সহোদকরূপাঃ প্রাণা উৎপবনকালে সম্পৃক্তা ভবন্তি। মন্ত্রস্য সবিতেত্যনেন লিঙ্গেন যৎসাবিত্রত্বং যচ্চ পাদবদ্ধত্বাদৃগ্রূপত্বং তদুভয়মত্র সপ্রয়োজনমিত্যাহ—"সাবিত্রিয়র্চ্চা। সবিতৃপ্রসূতং মে কর্ম্মাসদিতি। সবিতৃপ্রসূতমেবাস্য কর্ম্ম ভবতি। পচ্ছো গায়ত্রিয়া ত্রিষ্‌ষমৃদ্ধত্বায়" (ব্রা০ কা০ ৩ কা০ ২ অ০ ৫) ইতি। মমেদং কর্ম্ম নিখিলং সবিত্রা প্রেরিতমস্ত্বিত্যভিপ্রেত্য সাবিত্রমন্ত্রেণোৎ পুনীয়াৎ। তেন তত্তথৈব সম্পদ্যতে। ঋগ্রূপত্বেন তত্রত্যং ছন্দো জ্ঞাতুং শক্যতে। ছন্দসশ্চাত্র লক্ষণতো গায়ত্রীত্বাদ্গায়ত্র্যাশ্চ ত্রিপাত্ত্বাৎ প্রতিপাদমুৎপবনে সতি ত্রিরাবৃত্ত্যা শুধ্যতি। অতিশয়েন কর্ম্মফলং সমৃদ্ধং ভবতি। আবৃত্তিপ্রকারঃ সূত্রে দর্শিতঃ—"দেবো বঃ সবিতোৎ পুনাত্বিতি প্রথমমচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণেতি দ্বিতীয়ং বসাঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিরিতি তৃতীয়ং" ইতি॥

২। "আপো দেবীরগ্রেপুবো অগ্রেগুবোঽগ্র ইমং যজ্ঞং নয়তাগ্রে যজ্ঞপতিং ধত্ত যুষ্মানিন্দ্রোঽবৃণীত বৃত্রতূর্য্যে যূয়মিন্দ্রমবৃণীধ্বং বৃত্রতূর্য্যে প্রোক্ষিতাঃ স্থ।"—বৌধায়নঃ—"অথৈনা উন্মহয়ন্নুপোত্তিষ্ঠতি আপো দেবীরগ্রেপুবো অগ্রেগুবোঽগ্র ইমং যজ্ঞং নয়তাগ্রে যজ্ঞপতিং ধত্ত যুষ্মানিন্দ্রোঽবৃণীত বৃত্রতূর্য্যে যূয়মিন্দ্রমবৃণীধ্বং বৃত্রতূর্য্য ইত্যদ্ভিরেবাপঃ প্রোক্ষতি প্রোক্ষিতাঃ স্থেতি ত্রিঃ" ইতি। আপস্তম্বস্ত মন্ত্রৈক্যমভিপ্রেত্যাঽহ—"আপো দেবীরগ্রেপুব ইত্যভিমন্ত্র্য" ইতি। হে জলদেব্যো যূয়মিমং যজ্ঞমবিঘ্নেন পরিসমাপ্তিং নয়ত। যজমানং চ স্বর্গং প্রাপয়ত। কীদৃশ্য আপঃ শুদ্ধিহেতূনাং দর্ভাদীনামপি প্রোক্ষণেন শোধকত্বাদগ্রে পুনন্তীত্যগ্রেপুবস্তেন যজ্ঞং সমাপয়িতুং সমর্থাঃ। পুনঃ কীদৃশ্যঃ প্রবাহরূপেণ শীঘ্রগামিত্বা-দগন্তৃভ্যো মনুষ্যাদিভ্যোঽপ্যগ্রে গচ্ছন্তীত্যগ্রেগুবঃ। তেন যজমানং স্বর্গং নেতুং সমর্থাঃ। কিং চ বৃত্রাসুরবধে যুষ্মাকমিন্দ্রস্য চ পরস্পরমপেক্ষা জাতা। অত ইন্দ্রসমানা যূয়ং কিং নাম কর্ত্তুমসমর্থাঃ। অস্য মন্ত্রস্য পূর্ব্বভাগে তত্রত্যশব্দস্বরূপমেবাপাং মহিমানমভিধাবৃত্ত্যা স্পষ্টয়তি। ততোঽত্র কিঞ্চিদ্ব্যাখ্যেয়ং নাস্তীত্যাহ—"আপো দেবীরগ্রেপুবো অগ্রেগুব ইত্যাহ। রূপমেবাঽ-সামেতন্মহিমানং ব্যাচষ্টে" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০৫) ইতি। মধ্যমভাগে প্রার্থিতং কার্য্যমাপো নোপেক্ষন্ত ইত্যাহ—"অগ্র ইমং যজ্ঞং নয়তাগ্রে যজ্ঞপতিমিত্যাহ। অগ্র এব যজ্ঞং নয়ন্তি। অগ্রে যজ্ঞপতিং" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি। ব্রাহ্মণান্তরপ্রসিদ্ধং পরস্পরসাপেক্ষত্বমেব তৃতীয়ভাগে দর্শয়তীত্যাহ—"যুষ্মানিন্দ্রোঽবৃণীত বৃত্রতূর্য্যে যূয়মিন্দ্রমবৃণীধ্বং বৃত্রতূর্য্য ইত্যাহ। বৃত্রꣳহ হনিষ্যন্নিন্দ্র আপো বব্রে। আপো হেন্দ্রং বব্রিরে। সংজ্ঞামে-বাঽসামেতৎসামানং ব্যাচষ্টে" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি। আপো বব্র ইতি চ্ছান্দসো দীর্ঘঃ। বৃত্রাদ্ভীতায়েন্দ্রায় প্রজাপতির্ব্বজ্রমদ্ভিঃ প্রক্ষাল্য দদাবিত্যসাবিন্দ্রস্যোদকাপেক্ষত্ব-প্রসিদ্ধির্ব্বৃত্রꣳ হেতিশব্দেন সূচ্যতে। অত এব শ্রূয়তে—"তস্মাদিন্দ্রোঽবিভেৎস প্রজাপতি-মুপাধাবচ্ছত্রুর্ম্মেঽজনীতি তস্মৈ বজ্রꣳ সিক্ত্বা প্রাযচ্ছদেতেন জহীতি তেনাভ্যায়ত" ইতি।

প্রক্ষালিতস্যাপি বজ্রত্বেন্দ্রেণ প্রয়োজ্যত্বাদপামিন্দ্রাপেক্ষেত্যেবা প্রসিদ্ধিরাপো হেত্যত্র হশব্দেন সূচ্যতে। আপো মম সহকারিণ্য ইত্যেতদিন্দ্রস্য সম্যগ্ জ্ঞানং। ইন্দ্রোঽস্মাকং সহকারীত্যেতদুক্তদেবতানাং সম্যগ্ জ্ঞানং। তামেতামপাং সংজ্ঞামিন্দ্রেণ সমানাং মন্ত্রঃ প্রখ্যাপয়তি। দীর্ঘব্যত্যাসশ্ছান্দসঃ। মন্ত্রপাঠ এবাপাং প্রোক্ষণমিত্যাহ—"প্রোক্ষিতাঃ স্থেত্যাহ। তেনাঽপঃ প্রোক্ষিতাঃ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি। অদ্ভিরেব হবীংষি প্রোক্ষতি। ব্রহ্মণাঽপ ইধ্মাবর্হিঃ প্রোক্ষতি" ইতি শ্রুত্যন্তরং। ব্রহ্মণাঽভিমন্ত্রণমন্ত্রেণেত্যর্থঃ॥

৩। "অগ্নয়ে বো জুষ্টং প্রোক্ষাম্যগ্নীষোমাভ্যাং।"—অগ্নয়ে বো জুষ্টং প্রোক্ষাম্যগ্নীষোমাভ্যামিত্যস্য শেষং পূরয়িত্বা বিনিয়োগঃ কল্পে দর্শিতঃ—"অথ পুরোডাশীয়ান্ প্রোক্ষতি দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামগ্নয়ে বো জুষ্টং প্রোক্ষাম্যগ্নীষোমাভ্যামমুষ্মা অমুষ্মা ইতি যথাদেবতং ত্রিঃ" ইতি।

ইদমেব তাৎপর্য্যং দর্শয়তি—"অগ্নয়ে বো জুষ্টং প্রোক্ষাম্যগ্নীষোমাভ্যামিত্যাহ। যথাদেবতমেবৈনান্প্রোক্ষতি (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০২ অ০ ৫) ইতি। আবৃত্তিং বিধত্তে—"ত্রিঃ প্রোক্ষতি। ত্র্যাবৃদ্ধি যজ্ঞঃ। অথো রক্ষসামপহত্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি। তিস্র আবৃত্তয়ো যস্য যজ্ঞস্যাসৌ ত্র্যাবৃৎ। ত্রিঃ প্রথমামন্বাহ ত্রিরুত্তমামিত্যাদিশ্রৌতপ্রসিদ্ধিং হিশব্দো দ্যোতয়তি। রক্ষোঘ্নত্বমপামসকৃদুক্তং॥

৪। "শুন্ধধ্বং দৈব্যায় কর্ম্মণে দেবযজ্যায়ৈ।"—কল্পঃ—"উত্তানানি পাত্রাণি কৃত্বা প্রোক্ষতি শুন্ধধ্বং দৈব্যায় কর্ম্মণে দেবযজ্যায়া ইতি ত্রিঃ" ইতি। পূর্ব্ববদ্ব্যাচষ্টে—"শুন্ধধ্বং দৈব্যায় কর্ম্মণে দেবযজ্যায়া ইত্যাহ। দেবযজ্যায়া এবৈনানি শুন্ধতি। ত্রিঃ প্রোক্ষতি। ত্র্যাবৃদ্ধি যজ্ঞঃ। অথো মেধ্যত্বায়" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি। মেধ্যত্বং যজ্ঞার্হত্বং॥

৫। "অবধূত৺ রক্ষোঽবধূতা অরাতয়ঃ।"—কল্পঃ—"কৃষ্ণাজিনমাদায়াবধূত৺ রক্ষোঽবধূতা অরাতয় ইত্যুৎকরে ত্রিরবধূনোতি" ইতি। অবধূতং বিনাশিতং। প্রত্যুষ্টমিতিবদ্ব্যাচষ্টে—"অবধূত৺ রক্ষোঽবধূতা অরাতয় ইত্যাহ। রক্ষসামপহত্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি॥

৬। "অদিত্যাস্ত্বগসি প্রতি ত্বা পৃথিবী বেত্তু।"—কল্পঃ—"অথ হৈনৎপুরস্তাৎপ্রতীচীনগ্রীবমুত্তরলোমোপস্তৃণাত্যদিত্যাস্ত্বগসি প্রতি ত্বা পৃথিবী বেত্ত্বিতি" ইতি। হে কৃষ্ণাজিন ত্বং ভূদেবতায়াস্ত্বক্স্বরূপমসি। ততো ভূমিস্ত্বাং প্রতিগৃহ্য মদীয়েয়ং ত্বগিত্যেবং জানাতু। মন্ত্রস্যোক্তার্থপরত্বং দর্শয়তি—"অদিত্যাস্ত্বগসীত্যাহ। ইয়ং বা অদিতিঃ। অস্যা এবৈনত্ত্বচং করোতি। প্রতি ত্বা পৃথিবী বেত্ত্বিত্যাহ প্রতিষ্ঠিত্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি। যদি স্বকীয়ত্বগ্রূপেণ ন স্বীকুর্য্যাত্তদানীমপসারয়েৎ। ততো ন প্রতিতিষ্ঠেৎ। অতঃ প্রতিষ্ঠার্থোঽয়ং স্বীকারঃ। দেশাদিগুণবিশিষ্টমাস্তরণং বিধত্তে—"পুরস্তাৎপ্রতীচীনগ্রীবমুত্তরলোমোপস্তৃণাতি মেধ্যত্বায়। তস্মাৎ পুরস্তাৎ প্রত্যঞ্চঃ পশবো মেধমুপতিষ্ঠন্তে। তস্মাৎ প্রজা মৃগংগ্রাহুকাঃ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি। যস্মাদাহবনীয়স্য পূর্ব্বভাগে কৃষ্ণাজিনং পশ্চিমশিরস্কমূর্দ্ধ্বলোমকমাস্তৃতং তস্মাত্তাদৃশা এব সন্তো যূপে বদ্ধাঃ পশবো যজ্ঞং সেবন্তে। যস্মাদয়ং পশুভিঃ সেব্যো যজ্ঞস্তস্মাদেব প্রত্যবায়ভয়রহিতাঃ সত্যঃ প্রজা যজ্ঞার্থং মৃগগ্রহণশীলা ভবন্তি। কৃষ্ণা-

জিনস্যাহধরে হেতুং ব্রুবংস্তদ্বিশিষ্টমবঘাতং বিধত্তে—"যজ্ঞো দেবেভ্যো নিলায়ত। কৃষ্ণো রূপং কৃত্বা। যৎকৃষ্ণাজিনে হবিরধ্যবহন্তি। যজ্ঞাদেব তদ্‌যজ্ঞং প্রযুঙ্‌ক্তে। হবিষোঽস্কন্দায়" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি। যজ্ঞপুরুষঃ কেনাপি নিমিত্তেন দেবেভ্যো বিমুখোঽগাত্তদা তিরোধায় স্বয়ং কৃষ্ণমৃগো ভূত্বা তদীয়রূপমাত্মনঃ সম্পূর্ণং কৃতবান্। ততঃ কৃষ্ণাজিনস্যোপরি হবিরধ্যবহন্তীতি যদস্তি তেন যজ্ঞশরীরাৎ কৃষ্ণাজিনাদাদায় হবীরূপো যজ্ঞঃ প্রযুক্তো ভবতি। কিঞ্চিদধঃ পতিতমপি বিহিতত্বাৎ কৃষ্ণাজিনেনাবরুদ্ধত্বাদ্ধবিরস্কন্নমেব ভবতি॥

৭। "অধিষবণমসি বানস্পত্যং প্রতি ত্বাঽদিত্যাস্ত্বগ্বেত্তু।"—কল্পঃ—"তস্মিন্নুলূখলমধিবর্ত্তয়ত্যধিষবণমসি বানস্পত্যং প্রতি ত্বাঽদিত্যাস্ত্বগ্বেত্ত্বিতি" ইতি। হে উলূখল ত্বমধিষবণস্যাবঘাতস্যাঽধারভূতং বনস্পতিজন্যং চাসি। তাদৃশং ত্বাং কৃষ্ণাজিনরূপেয়ং ভূমেস্ত্বক্‌প্রতিগৃহ্য মদীয়মিতি জানাতু। অবঘাতাধারং কর্ত্তুমধিষবণবিশেষণমিত্যাহ—"অধিষবণমসি বানস্পত্যমিত্যাহ। অধিষবণমেবৈনৎকরোতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি। অবিরোধেন সম্বন্ধায়েয়মাশীরিত্যাহ—"প্রতি ত্বাঽদিত্যাস্ত্বগ্বেত্ত্বিত্যাহ সযত্বায়" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি। সযঃ সম্বন্ধবান্। যিঞ্‌ বন্ধন ইত্যস্মাদ্ধাতোরুৎপন্নত্বাৎ॥

৮। "অগ্নেস্তনূরসি বাচো বিসর্জ্জনং দেববীতয়ে ত্বা গৃহ্ণামি।"—কল্পঃ—"তস্মিন্ পুরোডাশীয়ানাবপত্যগ্নেস্তনূরসি বাচো বিসর্জ্জনং দেববীতয়ে ত্বা গৃহ্ণামীতি' ইতি। ভোঃ পুরোডাশীয়ব্রীহিসমূহ ত্বমগ্নেঃ শরীরমসি। যতো দাহং কাষ্ঠমিব ত্বাং স্বীকৃত্যোদরাগ্নিরাহবনীয়াগ্নিশ্চোপচিতবপুর্ভবতি। কিঞ্চ, বাচঃ প্রবৃত্তিকারণমসি। ত্বদীয়রসেনোপচিতায়া বাচঃ শব্দোচ্চারণে প্রবৃত্তত্বাৎ। অত ঈদৃশং ত্বাং দেবভক্ষণায়োলূখলে প্রক্ষিপামি। যথোক্তং মন্ত্রার্থং দর্শয়তি—'অগ্নেস্তনূরসিত্যাহ। অগ্নের্ব্বা এষা তনূঃ। যদোষধয়ঃ। বাচো বিসর্জ্জনমিত্যাহ। যদা হি প্রজা ওষধীনানশ্নন্তি। অথ বাচং বিসৃজন্তে। দেববীতয়ে ত্বা গৃহ্ণামীত্যাহ। দেবতাভিরেবৈনৎসমর্দ্ধয়তি' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি। দেবৈর্ভক্ষিতত্বে সতি "যাবদেকা দেবতা কাময়তে যাবদেকা। তাবদাহুতিঃ প্রথতে" ইতি ন্যায়েনাভিবৃদ্ধিঃ॥

৯। "অদ্রিরসি বানস্পত্যঃ স ইদং দেবেভ্যো হব্যꣳ সুশমি শমিষ্ব।"—কল্পঃ—'মুসলমবদধাত্যদ্রিরসি বানস্পত্যঃ স ইদং দেবেভ্যো হব্যꣳ সুশমি শমিষ্বেতি' ইতি। হে মুসলপদার্থ ত্বং বনস্পতিজন্যোঽপি দার্ঢ্যেন পাষাণোঽসি স ত্বং দেবার্থমিদং হব্যং ভক্ষণবিরোধ্যগ্রতুষাপনয়নেন সুষ্ঠু শান্তং যথা ভবতি তথা শময়। এতদেবাভিপ্রেত্যাঽহ—'অদ্রিরসি বানস্পত্য ইত্যাহ। গ্রাবাণমেবৈনৎকরোতি। স ইদং দেবেভ্যো হব্যꣳ সুশমি শমিষ্বেত্যাহ শান্ত্যৈ' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি। মন্ত্রমুৎপাঠ্য লিঙ্গসূচিতং বিনিয়োগং প্রকটয়তি—"হবিষ্কৃদেহীত্যাহ। য এব দেবানাꣳ হবিষ্কৃতঃ। তান্ হ্বয়তি। ত্রিহ্বর্য়তি। ত্রিষত্যা হি দেবাঃ' [ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৫] ইতি॥

১০। "ইষমা বদোর্জ্জমা বদ দ্যুমদ্বদত বয়ꣳ সঙ্ঘাতং জেষ্ম।"—কল্পঃ—'অথ দৃষদুপলে বৃষারবেণোচ্চৈঃ সমাহন্তি—ইষমা বদোর্জ্জমা বদ দ্যুমদ্বদত বয়ং সঙ্ঘাতং জেষ্মেতি' ইতি। তৎপ্রকারোঽন্যত্র স্পষ্টীকৃতঃ—"আগ্নীধ্রোঽশ্মানমাদায়েষমাবদেতি দৃষদুপলে সমাহন্তি দ্বির্দ্বিঃ যদি সকৃদুপলায়াং ত্রিঃ সঞ্চারয়ন্নবক্তত্বঃ সম্পাদয়তি' ইতি। হে পাষাণ হবিঃস্বরূপমিদমন্নং তদীয়ং

স্বাদুতরং রসং চ যজমান আনেষ্যতীতি দেবেভ্যো বদ। হে যজ্ঞায়ুধানি সর্ব্বাণি যূয়ং রসাভিব্যক্তিমদিদং হবিরিতি দেবেভ্যো বদত। বয়ং ত্বনেন পাষাণঘোষেণাবিনীতং বৈরিসঙ্ঘাতং জেষ্ম। অনেন মন্ত্রেণেষ্টপ্রাপ্তিমনিষ্টপরিহারং চ দর্শয়তি—'ইষমা বদোর্জ্জমা বদেত্যাহ। ইষমেবোর্জ্জং যজমানে দধাতি। দ্যুমদ্বদত বয়ং সঙ্ঘাতং জেষ্মেত্যাহ। ভ্রাতৃব্যাভিভূত্যৈ' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি। উপাখ্যানেন ভ্রাতৃব্যাভিভূতিং দ্রঢ়য়তি—'মনোঃ শ্রদ্ধা দেবস্য যজমানস্যাসুরঘ্নী বাক্। যজ্ঞায়ুধেষু প্রবিষ্টাঽসীৎ। তেঽসুরা যাবন্তো যজ্ঞায়ুধানামুদ্বদতামুপাশৃণ্বন্। তে পরাভবন্। তস্মাৎ স্বানাং মধ্যেঽবসায় যজেত। যাবন্তোঽস্য ভ্রাতৃব্যা যজ্ঞায়ুধানামুদ্বদতামুপশৃণ্বন্তি। তে পরাভবন্তি' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি। শ্রদ্ধালুত্বেন যাগং কুর্ব্বতো মনোঃ প্রভাবাদিদং সর্ব্বং সম্পন্নং। ততো জ্ঞাতীনামনুকূলানাং প্রতিকূলানাং চ মধ্যে য ইমং বৃত্তান্তং নিশ্চিত্য শ্রদ্ধালুর্যজেত তস্য ভ্রাতৃব্যাঃ পরাভবন্তি। প্রৈষমন্ত্রমুৎপাদ্য বিনিয়োগং তাৎপর্য্যং চ দর্শয়তি—'উচ্চৈঃ সমাহন্তবা আহ বিজিত্যৈ। বৃঙ্‌ক্ত এষামিন্দ্রিয়ং বীর্য্যং। শ্রেষ্ঠ এষাং ভবতি (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি। হে আগ্নীধ্র ত্বদীয়হস্তগতেন পাষাণেন দৃষদুপলাবুচ্চৈস্তাড়নীয়মিতি মন্ত্রার্থঃ। তং মন্ত্রমধ্বর্য্যুঃ পঠেৎ। স চ পাষাণধ্বনির্বিজয়ায় ভবতি। যজমানশ্চৈষাং বৈরিণামিন্দ্রিয়ং বলং চ বিনাশয়তি। স্বয়ং চৈষাং জ্ঞাতীনাং মধ্যে শ্রেষ্ঠো ভবতি॥

১১। "বর্ষবৃদ্ধমসি।"—কল্পঃ—'অবহত্য বিতুষানকৃত্বোত্তরতঃ শূর্পমুপযচ্ছতি বর্ষবৃদ্ধমসীতি' ইতি। হে শূর্প বর্ষবৃদ্ধং বেণুনিষ্পন্নতয়া ত্বমপি বর্ষবৃদ্ধমসি॥

১২। "প্রতি ত্বা বর্ষবৃদ্ধং বেত্তু।"—কল্পঃ—'তস্মিন্ পুরোডাশীয়ানুদ্বপতি প্রতি ত্বা বর্ষবৃদ্ধং বেত্ত্বিতি' ইতি। হে ব্রীহিসমূহ বর্ষবৃদ্ধং ত্বাং স্বকীয়ত্বেন শূর্পং প্রতিমন্যতাং। মন্ত্রদ্বয়ে বৃদ্ধশব্দেন সমৃদ্ধির্দ্যোত্যত ইত্যাহ—'বর্ষবৃদ্ধমসি প্রতি ত্বা বর্ষবৃদ্ধং বেত্ত্বিত্যাহ। বর্ষবৃদ্ধা বা ওষধয়ঃ। বর্ষবৃদ্ধা ইষীকাঃ সমৃদ্ধ্যৈ' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি। ইষীকা বেণবঃ।

১৩। "পরাপূতꣳ রক্ষঃ পরাপূতা অরাতয়ঃ।"—কল্পঃ—'অধোদণ্ডং পর্য্যাবৃত্য পরাপুনাতি পরাপূতꣳ রক্ষঃ পরাপূতা অরাতয় ইতি' ইতি। রক্ষসোঽত্র প্রসঙ্গমুপন্যস্য মন্ত্রং ব্যাচষ্টে—'যজ্ঞꣳ রক্ষাꣳস্যনুপ্রাবিশন্। তান্যস্মা পশুভ্যো নিরবাদয়ন্ত। তুষৈরোষধীভ্যঃ। পরাপূতꣳ রক্ষঃ পরাপূতা অরাতয় ইত্যাহ। রক্ষসামপহত্যৈ' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি। দেবাঃ পশুযাগেষু রুধিরং তদ্ভাগত্বেন বহিস্ত্যক্ত্বা পশুযাগেভ্যো রক্ষাংসি নিষ্কাসিতবন্তস্তুষত্যাগেন চৌষধ্যুপলক্ষিতেভ্যঃ।

১৪। "রক্ষসাং ভাগোঽসি।"—কল্পঃ—"মধ্যমে পুরোডাশকপালে তুষানোপ্য রক্ষসাং ভাগোঽসীত্যধস্তাৎকৃষ্ণাজিনস্যোপবপত্যুত্তরমপরমবান্তরদেশং হস্তেনোপবপতীতি বহবৃচব্রাহ্মণং" ইতি। নিষ্কাসনার্থং ভাগপ্রদানমিতি দর্শয়তি—"রক্ষসাং ভাগোঽসীত্যাহ। তুষৈরেব রক্ষাꣳসি নিরবদয়তে" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি। বিধত্তে—"অপ উপস্পৃশতি মেধ্যত্বায়" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি॥

১৫। "বায়ুর্ব্বো বি বিনক্তু।"—কল্পঃ—"বায়ুর্ব্বো বি বিনক্ত্বিতি বিবিচ্য" ইতি। হে তণ্ডুলা বো যুষ্মান্বায়ুঃ কণেভ্যঃ পৃথক্করোতু। শুদ্ধ্যাপাদকত্বেন বা বায়াবাদর ইত্যাহ "বায়ুর্ব্বো বি বিনক্ত্বিত্যাহ। পবিত্রং বৈ বায়ুঃ। পুনাত্যেবৈনান" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি॥

১৬। "দেবো বঃ সবিতা হিরণ্যপাণিঃ প্রতি গৃহ্ণাতু।"—কল্পঃ—"দেবো বঃ সবিতা হিরণ্যপাণিঃ প্রতিগৃহ্ণাত্বিতি পাত্র্যাং তণ্ডুলান্ প্রস্কন্দয়িত্বা" ইতি। হিরণ্যমঙ্গুলীয়কং পাণৌ যস্যাসৌ হিরণ্যপাণিঃ। অন্তরিক্ষাৎপততাং বর্ষোপলাদীনামিবোচ্চস্থানস্থিতাচ্ছূর্পাৎপততাং তণ্ডুলানামিতস্ততঃ পাতে সত্যপ্রতিষ্ঠিতত্বেন হবির্ব্বিনাশো মা ভূদিত্যভিপ্রেত্য সবিতুঃ প্রতিগ্রহ ইত্যাহ—"অন্তরিক্ষাদিব বা এতে প্রস্কন্দন্তি। যে শূর্পাৎ। দেবো বঃ সবিতা হিরণ্যপাণিঃ প্রতিগৃহ্ণাত্বিত্যাহ প্রতিষ্ঠিত্যৈ। হবিষোঽস্কন্দায়" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি। ত্রৈরন্মন্ত্রমুৎপাদয়তি—"ত্রিষ্ফলী কর্ত্তবা আহ। ত্র্যাবৃদ্ধি যজ্ঞঃ। অথো মেধ্যত্বায়" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি। হে যজমানপত্নি ত্বয়া তণ্ডুলাস্ত্রিবারং ফলীকর্ত্তব্যাঃ। শ্বৈত্যাচ্ছাদকতুষাপনয়নং ফলীকরণং। অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—দেবো ব উৎপুনাত্যংশৈস্ত্রিভিরাপোঽনুমন্ত্রয়েৎ। অগ্নয়েঽগ্নী হবিঃ প্রোক্ষ্য শুন্ধোক্ষেত্যাগপাত্রকং॥ ১॥ অব চর্ম্মোৎকরে ধূত্বা হদিত্যাশ্চর্ম্মসংস্তৃতিঃ। অধ্র্যুলূখলমাদধ্যাদগ্নেস্তত্র হবিঃ ক্ষিপেৎ॥ ২॥ অদ্রির্ম্মুসলমাদত্ত ইমং দৃষদি বাদনং। বর্ষ শূর্পমূপোহাত্র প্রতি ত্বা হবিরাবপেৎ॥ ৩॥ পরা ব্রীহীন্ পরাপূর রক্ষসামিতি চর্ম্মণঃ। অধস্তুষং কপালেন ক্ষিপেদ্বায়ুর্ব্বিবিচ্যতে॥ দেবঃ ক্ষিপেদ্ধবিঃ পাত্র্যাং মন্ত্রাঃ সপ্তদশেরিতাঃ॥ ৪॥

অথ মীমাংসা।

তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে চিন্তিতং—"হবিষ্কৃদেহীতি মন্ত্রাত্ত্রিরবঘ্নন্‌সমাহ্বয়েৎ। বিনিয়োগোঽবঘাতে স্যাদাহ্বানে বাঽবঘাতকে॥ ঐন্দ্রীবন্মন্ত্রমাহ্বানং গৌণং হন্তিব্ধ্যথাঽন্যথা। পাঠেন প্রাপিতং ত্রিত্বং হ্বয়তেরুপচারগীঃ॥ ত্রিরভ্যাসো বিধাতব্যো নিত্যপ্রাপ্তেরভাবতঃ। হন্তিনা লক্ষ্যতে কালঃ প্রাপ্তোঽসৌ হ্বয়তিস্তথা॥ বিনিয়োগে বাক্যভেদো লিঙ্গাদাহ্বানশেষতা। নৈন্দ্রীত্যায়ঃ শ্রুত্যভাবাদ্বর্হির্ন্যায়েন মুখ্যগঃ" ইতি॥ দর্শপূর্ণমাসয়োঃ শ্রূয়তে—"হবিষ্কৃদেহীতি ত্রিরবঘ্নন্নাহ্বয়তি" ইতি। দেবানামর্থে যা হবিঃ সম্পাদয়তি সা হবিষ্কৃৎ, তামেনাং সম্বোধ্যাধ্বর্য্যুরেহীতি ব্রূতে। তথাচায়ং মন্ত্রো ব্রাহ্মণেন ব্যাখ্যায়তে—হবিষ্কৃদেহীত্যাহ। য এব দেবানাং হবিষ্কৃতঃ। তান্হ্বয়তি" ইতি। তমিমং মন্ত্রমুচ্চার্য্যাধ্বর্য্যুস্ত্রিবারমবঘাতং কুর্ব্বন্নাহ্বয়তীত্যর্থঃ। অনেন বাক্যেন মন্ত্রোঽবঘাতে বিনিযুজ্যতে ন ত্বাহ্বানে। এহীত্যেতন্মন্ত্রগতং পদমাহ্বানে সমর্থং ন ত্ববঘাত ইতি চেৎ। ন। তস্যাবঘাতলক্ষকত্বাৎ। যথা পূর্ব্বোদাহৃতায়ামৈন্দ্র্যামৃচীন্দ্রশব্দো গৌণস্তদ্বদেহীতি পদং মন্ত্রগতত্বেনাবঘাতে গৌণং ভবিষ্যতি। অন্যথা মন্ত্রব্রাহ্মণয়োরাহ্বানপরত্বাচ্ছ্রূয়মাণমবঘ্নন্নিতি পদমনর্থকং স্যাৎ। প্রাপ্তমবঘাতমুদ্দিশ্য তত্র মন্ত্রস্য ত্রিত্বস্য চ বিধৌ বাক্যভেদ ইতি চেৎ। ন। ত্রিত্বস্য প্রাপ্তত্বেনানুবাদকত্বাৎ। কস্যাঞ্চিচ্ছাখায়াময়ং মন্ত্রো মন্ত্রকাণ্ডে ত্রিবারমভ্যস্যাঽম্নাতঃ। হ্বয়তিপদং ত্বেহীতিবদবঘাতপরতয়োপচারেণ নেয়মিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—ত্রিরভ্যাসস্য নিত্যবৎপ্রাপ্তিঃ পাঠমাত্রেণ ন সিধ্যতি কস্যাঞ্চিচ্ছাখায়াং দ্বিঃপাঠাৎ কস্যাংচিৎ সকৃৎ পাঠাৎ॥ অতোঽসৌ নিত্যবদ্বিধীয়তে। ন চাবঘ্নন্নিত্যস্য বৈয়র্থ্যং তস্য কাললক্ষকত্বাৎ। কালস্যাপি বিধৌ বাক্যভেদ ইতি চেন্ন, প্রাপ্তত্বাৎ। ন হ্যবঘাতে সহায়াহ্বানমন্যস্মিন্‌কালে ভবতি। ততোঽর্থপ্রাপ্তঃ কালঃ। আহ্বানমপি মন্ত্রসামর্থ্যাদেব প্রাপ্তত্বান্ন বিধেয়ং। ন হ্যেহীতি মন্ত্রপাঠ আহ্বানমন্তরেণোপপদ্যতে। মন্ত্রব্যাখ্যানং চোদাহৃতং। তত্রায়ং বাক্যার্থঃ সম্পন্নঃ—অবঘাতকালে যদাহ্বানং তস্য ত্রিরভ্যাসঃ কর্ত্তব্য ইতি। অত এব শাখান্তরে

বিস্পষ্টমাহ্বানানুবাদেনাভ্যাসো বিধীয়তে—'ত্রিহ্ব্র্য়তি। ত্রিষত্যা হি দেবাঃ' ইতি। এবং সতি মন্ত্রস্যাপি বিনিয়োগে বাক্যভেদঃ স্যাৎ। লিঙ্গেন ত্বাহ্বানে বিনিযুজ্যতে নাবঘাতে। ন চৈন্দ্রীন্যায়োঽত্র প্রসরতি তৃতীয়াশ্রুত্যভাবাৎ। বর্হির্দ্দেবসদনং দামীত্যত্রোক্তেন তু ন্যায়েন মুখ্য এবাঽহ্বানে লিঙ্গেন মন্ত্রবিনিয়োগো ন ত্ববঘাতরূপে গৌণাহ্বানে। তস্মান্নাবঘাতশেষোঽয়ং মন্ত্রঃ।

দ্বাদশাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে চিন্তিতং—"সবনীয়ে পুরোডাশে স্যাদাহূতির্হবিষ্কৃতঃ। ন বাঽতিদেশাৎস্যান্নৈবং পশ্বাহ্বানাৎপ্রসক্তিতঃ" ইতি॥ সবনীয়পুরোডাশস্যাঽগ্নেয়পুরোডাশ-বিকৃতিত্বাৎ প্রকৃতিবদ্বিকৃতিঃ কর্ত্তব্যেত্যতিদেশেন হবিষ্কৃদাহ্বানং তত্র কর্ত্তব্যমিতি চেৎ। নৈবং। পশৌ কৃতেন হবিষ্কৃদাহ্বানেন তৎকালীনে পুরোডাশেঽপি প্রসঙ্গসিদ্ধত্বাৎ। যদ্যপ্যৌবধার্থং হবিষ্কৃদাহ্বানং পশৌ নাস্তি তথাঽপ্যেষা কৃত্বাচিন্তা। তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতং—"অন্ত্যাহূতিশ্চরৌ সৌম্যে নাস্তি বা পশুপাকতঃ। নিবৃত্তত্বাদস্তি নৈবমনিবৃত্তেঃ পুরোত্থিতেঃ" ইতি॥ তৃতীয়-সবনীয়ে সৌম্যচর্ব্বাদয়স্তেষু হবিষ্কৃদাহ্বানং পুনঃ কর্ত্তব্যং পশাবাহূতায়াস্তস্যাঃ পশুপাকে নিবৃত্তত্বাৎ, ইতি চেৎ। নৈবং। প্রকৃতৌ পত্নীসংযাজেভ্য ঊর্দ্ধং হবিষ্কৃতঃ পত্ন্যা উত্থানকালত্বেন পশাবপি ততঃ পূর্ব্বং নিবৃত্ত্যভাবাৎ। তস্মাত্তৎকালীনেষু সৌম্যচর্ব্বাদিষু নাস্তি পুনরাহ্বানং। একাদশা-ধ্যায়স্য প্রথমপাদে চিন্তিতং—'অবঘাতঃ সকৃদ্ভূয়ো বা সকৃদ্বিধিসিদ্ধিতঃ। দৃষ্টা তণ্ডুলনিষ্পত্তিস্ত-দন্তোঽভ্যস্যতামযং' ইতি॥ ব্রীহীনবহন্তীত্যত্র সকৃন্মুসলঘাতমাত্রেণ বিধিপ্রযুক্তস্যাপূর্ব্বস্য সিদ্ধে-র্নাস্ত্যাবৃত্তিরিতি চেৎ। নৈবং। তণ্ডুলনিষ্পত্তের্দৃষ্টপ্রয়োজনত্বেন তৎপর্য্যন্তস্যাভ্যাসস্যাশ্রুতস্যাপি কল্পনীয়ত্বাৎ। এবং তণ্ডুলপেষণাদাবপি দ্রষ্টব্যং। তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতং—'সর্ব্বৌষধাবঘাতঃ কিমাবর্ত্ত্যঃ সকৃদেব বা। আবৃত্তিঃ পূর্ব্ববন্নৈবং দৃষ্টার্থস্যাত্র বর্জ্জনাৎ' ইতি॥ অগ্নিচয়নে শ্রূয়তে—'ঔদুম্বরমুলূখলং সর্ব্বৌষধস্য পূরয়িত্বাঽবহত্যোখনজুপদধাতি' ইতি। অত্রাদৃষ্টমাত্র-প্রয়োজনত্বাৎ সকৃদেবাবঘাতঃ। একাদশাধ্যায়স্য চতুর্থপাদে চিন্তিতং—'অবঘাতার্থমন্ত্রঃ কিম-সকৃৎসকৃদেব বা। প্রহারভেদাদাবৃত্তিঃ কর্ম্মৈকোন সকৃদ্ভবেৎ'॥ ইতি॥ অবরক্ষো দিবঃ সপত্নং বধ্যাসমিত্যবহন্তীত্যবঘাতে বিহিতো মন্ত্র আবর্ত্তনীয়ঃ। কুতঃ। অবঘাতস্য প্রহাররূপত্বাৎ। প্রহারাণাং চ ভিন্নত্বাৎ, ইতি প্রাপ্তে ব্রুমঃ তণ্ডুলনিষ্পত্তিপর্য্যন্তত্বেনাঽক্ষিপ্তপ্রহারাভ্যাসযুক্তস্যা-বঘাতস্যৈকত্বাত্তত্র বিনিযুক্তস্যাবঘাতোপক্রমে সকৃদেবঃ পাঠঃ। তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতং 'নানাবীজেষু তন্মন্ত্রঃ সকৃদ্ভূয়োঽথ বা সকৃৎ। চিকীর্ষৈক্যাৎ প্রয়োগাণাং ভিন্নত্বাদসকৃদ্ভবেৎ' ইতি॥ রাজ-সূয়ে নানাবীজেষ্টিসমুদায়ে শ্রূয়তে—'অগ্নয়ে গৃহপতয়ে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপতি কৃষ্ণানাং ব্রীহীণাং সোমায় বনস্পতয়ে শ্যামাকং চরুং' ইত্যাদি। তত্র সোঽবঘাতমন্ত্রঃ সকৃদেব বক্তব্যঃ। কুতঃ। সর্ব্বাবঘাতবিষয়ায়ামেকস্যাং চিকীর্ষায়াং প্রবৃত্তত্বাৎ, ইতি প্রাপ্তে ব্রুমঃ—সমস্ত্রোঽবঘাত-শ্চোদকাতিদেশেন বীজেষু যুজ্যতে। তত্তদ্বীজেষু তণ্ডুলনিষ্পত্তৌ স কৃতার্থঃ সম্পন্নঃ। পুনর্ব্বীজান্তরে তণ্ডুলনিষ্পত্তয়ে সমন্ত্রস্যাবঘাতস্য প্রযোক্তব্যত্বাদসকৃন্মন্ত্রপাঠঃ।

দশমাধ্যায়স্য প্রথমপাদে চিন্তিতং—'অবঘাতঃ কৃষ্ণলানামস্তি নো বাঽস্তি পাকবৎ। প্রত্যক্ষোক্ত্যা চরেৎ পাকমবঘাতে তু নাস্তি সা' ইতি। বিকৃতিরূপাণাং কাম্যেষ্টীনাং কাণ্ডে পঠ্যতে—'প্রাজাপত্যং ঘৃতে চরুং নির্ব্বপেচ্ছত কৃষ্ণলমায়ুষ্কামঃ' ইতি। কৃষ্ণলশব্দঃ সুবর্ণশকল-বাচী। প্রকৃতৌ ব্রীহীনবহন্তীতিপুরোডাশহেতূনাং ব্রীহীণামবঘাতো বিহিতঃ। সোঽত্র

চরুহেতূনাং কৃষ্ণলানাং চোদকবশাদস্তি নো বেতি সংশয়ঃ। অস্তীতি পূর্ব্বপক্ষপ্রতিজ্ঞা। বিতুষীকরণং তৎকৃতচরূপকারঃ। লুপ্তেঽপ্যুপকারে তৎসত্তায়াং পাকবদিতি নিদর্শনং। লুপ্তেঽপি বিক্লেদনোপকারে পাকঃ প্রতিবাদিনোঽভিমতঃ। তদ্বদবঘাতোঽপ্যস্তু। ঘৃতে শ্রপয়তীতি প্রত্যক্ষোক্ত্যা পাকোঽভ্যুপগতঃ। অবঘাতে তু সোক্তির্নাস্তীতি বৈষম্যাদবঘাতো নাস্তি। নবমাধ্যায়স্থ প্রথমপাদে চিন্তিতং—'অবঘাতে ব্রীহিরূপবিবক্ষোত ন বা শ্রুতেঃ। আদ্যঃ সাধনতামাত্রমবর্জ্জ্যত্বাদ্বিবক্ষ্যতে' ইতি॥ ব্রীহীনবহন্তীত্যত্র ব্রীহীণাং স্বরূপং শ্রূয়মাণত্বা-দ্বিবক্ষিতং। তথা সতি নৈবারশ্চরুর্ভবতীত্যত্র নীবারাণামব্রীহিত্বাদবঘাতো নাস্তীত্যূহো নাঽরভ্যেত। প্রাকৃতানামবঘাতবিষয়াণাং ব্রীহীণাং পরিত্যাগেন ব্রীহিস্থানেঽবঘাতবিষয়ত্বেন নীবারাণাং প্রয়োগ উহঃ। যদা ব্রীহিত্বেন নিয়তোঽবঘাতো ব্রীহিনিবৃত্তৌ নিবর্ত্তেত তদা কুত উহাবসর ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—ব্রীহিস্বরূপবিবক্ষায়ামপি ব্রীহিগতোঽপূর্ব্বসাধনত্বাকারো ন বর্জ্জয়িতুং শক্যঃ। অন্যথাঽবঘাতবৈয়র্থ্যাপত্তেঃ। ততোঽপূর্ব্বসাধনত্বাকারোঽবশ্যং বিবক্ষিতব্যঃ। তত্র ব্রীহিরূপস্যাপি বিবক্ষায়াং গৌরবং স্যাৎ। তদবিবক্ষায়াং তু নীবারাণামপি বিহিতত্বেনা-পূর্ব্বসাধনত্বাকারসদ্ভাবাদবঘাতবিষয়ত্বেনোহঃ সিধ্যতি। তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতং—'মুসলাদ্যুক্ষণং হত্যৈ স্যাদপূর্ব্বায় বোক্ষিতঃ। আদ্যঃ প্রকরণাদন্ত্যো বার্থং তৎস্যাদিহান্যথা' ইতি॥ 'প্রোক্ষিতাভ্যামুলূখলমুসলাভ্যামবহন্তি' ইতি শ্রূয়তে। তত্র প্রোক্ষণমুলূখলমুসলদ্রব্যদ্বারাঽ-বঘাতার্থং। কুতঃ, বাক্যেন তচ্ছেষত্বপ্রতীতেরিতি চেৎ। নৈবং। প্রকরণেনাপূর্ব্বশেষত্বাব-গমাৎ। ন চ বাক্যং প্রকরণাদ্বলীয় ইতি বাচ্যং। অপূর্ব্বশেষত্বাভাবে বৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ। পূর্ব্বপক্ষে যত্রাবঘাতস্তত্রৈব প্রোক্ষণং। তথা সতি নৈর্ঋতচরৌ কৃষ্ণলানাং ব্রীহীণাং নখ-নির্ভিন্নানামিতি শ্রুতের্ন তেষু প্রোক্ষণং নোহ্যতে। সিদ্ধান্তে ত্বপূর্ব্বস্য প্রয়োজকত্বাদস্তি তত্রোহঃ। তদেবমবঘাতসম্বন্ধা বিচারা উদাহৃতাঃ॥

অথ ব্যাকরণং।

দেবো ব ইত্যাদিষু স্বরো গতঃ। অচ্ছিদ্রেণেত্যত্র বহুব্রীহিপক্ষে 'নঞ্‌সুভ্যাং' (পা০ ৬-২-১৭২) ইত্যুত্তরপদান্তোদাত্তঃ প্রাপ্নোতি। ততস্তৎপুরুষ এব কর্ত্তব্যঃ। ছিদ্রং ছেদনোপেতং ন ভবতীত্যচ্ছিদ্রং তত্রাব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। পবিত্রশব্দে প্রত্যয়স্বরঃ। বসুসূর্য্যশব্দৌ বৃষাদী। আপ ইত্যত্র বাক্যাদিস্থানাঽমন্ত্রিতনিঘাতঃ। দেবীরিত্যাদীনাং সোঽস্তি। যজ্ঞপতিমিত্যত্র 'পত্যাবৈশ্বর্য্যে' (পা০ ৬-২-১৮) ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরঃ। বৃত্রতূর্য্যতে হিংস্যতেঽস্মিন্নিতি বৃত্রতূর্য্যং যুদ্ধং। তুরীঘাতোঃ স্বার্থণ্যন্তস্যাজন্তত্বেন "অচো যৎ" (পা০ ৩-১-৯৭) ইতি যৎপ্রত্যয়ে সতি প্রত্যয়স্বরং বাধিত্বা "তিৎস্বরিতং" (পা০ ৬-১-১৮৫) ইতি স্বরিতে প্রাপ্তে তদপবাদঃ "যতোঽনাবঃ (পা০ ৬-১-২১৩) নৌশব্দব্যতিরিক্তস্য যৎপ্রত্যয়ান্তস্যাঽদিরুদাত্তো ভবতি। ততো বৃত্রেত্যুপপদসদ্ভাবাৎ সমাসান্তো-দাত্তত্বং বাধিত্বা "গতিকারকোপপদাৎ কৃৎ" (পা০ ৬-২-১৩৯) ইত্যুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। প্রোক্ষিতা ইত্যত্র "গতিরনন্তরঃ" (পা০ ৬-২-৪৯) ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অবধূত-মিত্যত্রাপি তদ্বৎ। অধিষবণমিত্যত্র সবনশব্দস্য ল্যুট্‌প্রত্যয়ান্তত্বেন "লিতি" (পা০ ৬-১-১৯৩) ইতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বপদস্যোদাত্তত্বে সতি সমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। বানস্পত্যমিত্যত্র

বনস্পতের্ব্বিকার ইত্যস্মিন্নর্থে বিহিতস্তদ্ধিতপ্রত্যয় উদাত্তঃ। বাচ ইত্যত্র "সাবেকাচঃ" (পা০ ৬-১-১৬৮) ইতি বিভক্তিরুদাত্তা। অধিষবণবদ্ধিসর্জনং। দেববীতয় ইত্যত্র দাসী-ভারাদিত্বাৎ "দাসীভারাণাং চ" (পা০ ৬-২-৪২) ইতি সূত্রাংশেন পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরে সতি সমাসস্বরো বাধ্যতে। সুশমীত্যত্রোত্তরপদস্থ প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তত্বাৎ কৃদুত্তরপদত্বেনাপি তথৈব প্রাপ্তৌ "পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং" (পা০ ৬-২-১৯৯) ইত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। দ্যুমদিত্যত্র মতুপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে প্রাপ্তে তদপবাদঃ "হ্রস্বনুড্‌ভ্যাং মতুপ্" (পা০ ৬-১-১৭৬) হ্রস্বান্তা-দন্তোদাত্তান্নুডাগমাচ্চোত্তরো মতুবুদাত্তঃ স্যাৎ। অবধূতবৎ পরাপূতং। হিরণ্যপাণিরিত্যত্র বহুব্রীহিত্বাৎ পূর্ব্বপদস্বরঃ। হিরণ্যশব্দশ্চাঽঽদ্যুদাত্তেষু নিপাতিতঃ॥ (১অ—১প্র—৫অ)॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতা-ভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রপাঠকে পঞ্চমোঽনুবাকঃ॥ ৫॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

পঞ্চম অনুবাকের এই মন্ত্র-সমূহ ব্রীহ্যবঘাত-বিষয়ক। ধান ভানিয়া তণ্ডুল প্রস্তুত করিবার সময়, তণ্ডুল-গাত্রে রক্তাভ যে তুষ ও খোলা পরিদৃষ্ট হয়, শাস্ত্রমতে ভাষ্যানুক্রমণিকায় সেই তুষ রক্ষোভাগ বলিয়া অভিহিত হয়। সেই তুষ ছাড়াইবার সময়, বক্ষ্যমাণ পঞ্চম অনুবাকের মন্ত্র-সমূহ উচ্চারণ করিবার বিধি সূত্র-গ্রন্থাদিতে উক্ত হইয়াছে। প্রথমেই যে উৎপবন অর্থাৎ পবিত্রীকরণ মন্ত্র ব্যবস্থিত হইয়াছে, তাহার কারণ-স্বরূপ একটী আখ্যায়িকার অবতারণা করা হয়। সেই আখ্যায়িকাটী এই,—ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন। নিহত হইবার পর বৃত্র উদকের অভিমুখে পতিত হয়। তাহাতে জল হইতে সার নির্গত হইয়াছিল। দৈব ও মানুষ ভেদে সেই সার দ্বিবিধ। মলপ্রক্ষালনাদির জন্য যে সার, তাহা মানুষ। আর শোধনের জন্য যে সার, তাহাই দৈব। দৈব আবার দ্বিবিধ,—পাপশোধক ও দ্রব্য-শোধক। স্নানাদি-বিষয়ক সার পাপ-শোধক; আর প্রোক্ষণাদি-বিষয়ক সার দ্রব্য-শোধক। সেই জন্যই পূজোপকরণাদিতে জল প্রক্ষেপ এবং পাপ-শোধনের নিমিত্ত অবগাহনাদি প্রয়োজন। এখানে সেই উভয়বিধ সারই মেধ্য ও যজ্ঞীয় শব্দদ্বয়ে বিবক্ষিত হইতেছে। সেই সার নির্গত হইয়া ভূমিতে পতিত হওয়ায় তাহা হইতে দর্ভের উৎপত্তি হইয়াছিল। সেই জন্যই দর্ভের পবিত্রতা-প্রখ্যাপিত।

পঞ্চম অনুবাকের মন্ত্রের যে বিনিয়োগ পরিদৃষ্ট হয়, তাহা এই,—'দেবো বঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে প্রথমে জলকে অনুমন্ত্রিত করিবার বিধি। তার পর ক্রমে 'আপো দেবীঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে যজ্ঞোপকরণসমূহে জল প্রক্ষেপ, 'অগ্নয়ে বঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে হবিনিক্ষেপ, 'শুন্ধধ্বং' প্রভৃতি মন্ত্রে যাগ-পাত্রে জল-প্রক্ষেপ করিবে। তার পর, 'অবধূতং' প্রভৃতি মন্ত্রে কৃষ্ণাজিন ধৌত করিয়া, 'অদিত্যা' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই কৃষ্ণাজিন চর্ম্ম ভূমিতে পাতিয়া দিবে। তদনন্তর 'অধিষবণমসি' প্রভৃতি মন্ত্রে উদূখল গ্রহণ করিয়া, 'অগ্নে' প্রভৃতি মন্ত্রে তদুপরি উদূখল স্থাপন

করিবে। তার পর 'অদ্রিরসি' প্রভৃতি মন্ত্রে মুষল-গ্রহণান্তর 'ইষমা' প্রভৃতি মন্ত্রে মুষলের দ্বারা দৃষতে (নোড়ায়) আঘাত, 'বর্ষবৃদ্ধমসি' প্রভৃতি মন্ত্রে শূর্প (কুলা) লইয়া 'প্রতি ত্বা' প্রভৃতি মন্ত্রে হবিঃ অর্থাৎ তণ্ডুল সেই উলূখল হইতে উত্তোলন, 'পরাপূতং' এবং 'রক্ষসাং' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই হবিঃ কৃষ্ণাজিনে স্থাপন, তার পর 'বায়ুর্ব্বো' প্রভৃতি মন্ত্রে শূর্প দ্বারা তুষ এবং কপাল নিক্ষেপ, পরিশেষে 'দেবা বঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে হবিঃ অর্থাৎ অবঘাতযুক্ত ব্রীহি প্রক্ষিপ্ত করিবার বিধি। বিনিয়োগসংগ্রহকারের মতে পঞ্চম অনুবাকের সপ্তদশটী মন্ত্রের দ্বারা ক্রমপর্য্যায় অনুসারে পূর্ব্বোক্তরূপে ব্রীহি হইতে হবিঃ অর্থাৎ তণ্ডুল গ্রহণের বিধি।

পূর্ব্বোক্ত বিনিয়োগ অনুসারে মন্ত্রের যে সম্বোধন পদ-সমূহ ভাষ্যকার অধ্যাহার করিয়াছেন, তাহা এই,—প্রথম মন্ত্রের সম্বোধ্য আপ, দ্বিতীয় মন্ত্রের সম্বোধ্য জল-দেবতা ; তৃতীয় মন্ত্রের হবিঃ, চতুর্থ মন্ত্রের যাগ-পাত্র-সমূহ ; পঞ্চম মন্ত্রের এবং ষষ্ঠ মন্ত্রের কৃষ্ণাজিন, সপ্তম মন্ত্রের উদূখল, অষ্টম মন্ত্রের পুরোডাশীয় ব্রীহি-সমূহ, নবম মন্ত্রের মুসল পদার্থ, দশম মন্ত্রের দৃষৎ বা পাষাণ, একাদশ মন্ত্রের শূর্প, দ্বাদশ মন্ত্রের ব্রীহি-সমূহ ও ত্রয়োদশ মন্ত্রের তুষ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ মন্ত্রের তণ্ডুল প্রভৃতি সম্বোধন পদ অধ্যাহৃত হইয়াছে। তদনুসারে মন্ত্রের যে অর্থ ভাষ্যকার নিষ্পন্ন করিয়াছেন, ভাষ্য-পাঠেই তাহা উপলব্ধি হইবে। প্রসঙ্গক্রমে, মন্ত্রসমূহের ব্যাখ্যাব্যপদেশে আমরা ভাষ্যকারের নিষ্কাশিত তাৎপর্য্যও প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইব।

অগ্নিহোত্র হবনীতে জল গ্রহণ-পূর্ব্বক সেই জলকে সম্বোধন করিয়া ভাষ্যে প্রথম মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'পবিত্র' শব্দে কুশকে বুঝায়। হবির্গ্রহণীতে (হবিঃ-বিশিষ্ট হোমের পাত্রে) জলগ্রহণ-পূর্ব্বক কুশ দ্বারা জলকে মন্ত্রপূত করিবার সময় মন্ত্রে-পাঠের বিধি। উহার ভাবার্থ এই যে,—'হে জল! সবিতৃদেবের প্রেরণায় তোমাকে এই 'পবিত্র' দ্বারা পরিশুদ্ধ (মন্ত্রপূত পরিশোধিত) করিতেছি। এই যে পবিত্র, ইহা বায়ুর ও সূর্য্যের ন্যায় পবিত্রকারক।' দ্বিতীয় মন্ত্র সেই জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে। বোধসৌকর্য্যার্থ এই মন্ত্রটীকে আমরা চারিটী বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়াছি। সকল মন্ত্রেরই লক্ষ্য—এক ; সকল মন্ত্রেরই সম্বোধন জলদেবতা। তদনুসারে ভাষ্যে ব্যাখ্যার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে,—'হে জলদেবী! তুমি নিম্নগামিনী দোষনিবারিকা ; যজ্ঞকে নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত কর এবং যজমানকে স্বর্গ প্রাপ্ত করাও। কীদৃশ আপ? শুদ্ধিহেতুভূত দর্ভাদির দ্বারা প্রোক্ষণ-হেতু শোধক। সেই জন্য প্রথমেই জলের বিশুদ্ধতা প্রয়োজন। সেই বিশুদ্ধ জল যজ্ঞকে সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে সমর্থ। আবার প্রবাহরূপে শীঘ্র গমন করে বলিয়া 'অগ্রেগুবঃ' অর্থাৎ মনুষ্যদিগেরও অগ্রগামী। বৃত্রভয়ে ভীত হইলে, প্রজাপতি জল দ্বারা বজ্রাস্ত্রকে বিধৌত করিয়া, পরিশুদ্ধ ও শক্তিসম্পন্ন করেন। সেই বজ্রের দ্বারা বৃত্র নিহত হয় বলিয়া জলের শক্তিদানসামর্থ্য বিবক্ষিত হয়। বৃত্রাসুরের সহিত সংগ্রামে ইন্দ্র তাই প্রথমেই জলদেবতাকে আত্মীয়রূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। জলদেবতা সে আত্মীয়তা রক্ষা করেন—ভাষ্যে তাহাও উপলক্ষিত।' কুশ এবং জল প্রভৃতির সহায়তায় মন্ত্র কি ভাবে প্রযুক্ত হইবে, ভাষ্যে তাহা পরিদ্রষ্টব্য।

যাহা হউক, এক্ষণে আমরা যেরূপভাবে মন্ত্রার্থ আমনন করিলাম, তাহার সঙ্গতির বিষয়

অনুধাবন করুন। আমরা মন্ত্রে জলকে সম্বোধন না করিয়া, আমাদের কর্ম্মকে সম্বোধন করিয়াছি। দ্বিতীয় মন্ত্রের সম্বোধ্য জলদেবতা অথবা শুদ্ধসত্ত্বভাব। কর্ম্মের দ্বিবিধ-স্তর-পর্য্যায়। ভগবৎসম্বন্ধযুত হইলে সর্ব্ববিধ কর্ম্মই পবিত্র হয়। যে কর্ম্মকে আমরা পাপ কর্ম্ম বলিয়া মনে করি, তাহাও যদি ভগবৎ-সম্বন্ধযুত হয়, তাহাও পবিত্র হইয়া আসে। আবার যে কর্ম্ম পুণ্য-কর্ম্ম বলিয়া পরিচিত, ভগবৎসম্বন্ধচ্যুত হইলে তাহাও পাপ মধ্যে গণ্য হয়। হিংসা ও অহিংসা, পাপ ও পুণ্য দ্যোতক এই যে মানুষের দুই বৃত্তি, কর্ম্মানুসারে উহারা যথাক্রমে পাপের ও পুণ্যের দ্যোতক হইয়া থাকে। সৎসম্বন্ধ লইয়া বৃত্তির সত্তা। তোমার হিংসা-বৃত্তি যখন সৎকর্ম্মের রক্ষাকল্পে প্রযুক্ত হইবে, সৎসংশ্রব-হেতু তাহা পুণ্য মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিবে। এইরূপ, তোমার অহিংসা-বৃত্তির দ্বারা যখন অসৎ-কার্য্যের পরিপোষণ হইবে, তখন সেই অহিংসাও পাপ মধ্যে গণ্য হইয়া আসিবে। মনে কর, কোনও দস্যু এক নিরপরাধ ব্যক্তিকে আক্রমণ করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ জন্য পীড়ন করিতেছে। সে ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, তুমি যদি তোমার অহিংসা-বৃত্তির পরিচয় দিতে গিয়া দস্যুকে আক্রমণ করিতে নিরস্ত হও, তাহাতে তোমার পাপসঞ্চয় সম্ভাবনা নহে কি? সে ক্ষেত্রে তোমার অহিংসারই কার্য্য হিংসা মধ্যে পরিগণিত হইবে। এইরূপ বিবিধ দৃষ্টান্তে বুঝা যায়,—পাপ ও পুণ্য, কর্ম্ম ও অকর্ম্ম—অনুষ্ঠানের তারতম্যানুসারে বিপরীত গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পুণ্য কর্ম্মই হউক আর পাপ কর্ম্মই হউক, সৎকর্ম্মই হউক আর অসৎকর্ম্মই হউক, উভয়ই ভগবৎসম্বন্ধযুত হওয়া প্রয়োজন। কেন-না, তাহা হইলে কোনও কর্ম্মেই অপঘাত আসিবে না। তাই মন্ত্রে বলা হইতেছে,—'আমার কর্ম্মমাত্র যেন জ্ঞানপ্রদ সবিতৃদেবের প্রেরণায় বিনিযুক্ত হয়। তাহা হইলে সেই কর্ম্ম বায়ুর ন্যায় পবিত্রকারক সূর্য্যরশ্মির ন্যায় পাপের শোষক হইতে পারিবে। শুদ্ধিসম্পাদনপক্ষে বায়ুর ও সূর্য্যরশ্মির প্রভাবের অন্ত নাই। তাই উপমায় তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

দ্বিতীয় মন্ত্রের লক্ষ্য—যেন আর এক স্তর ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। এখানে জলদেবতার বা শুদ্ধসত্ত্বের সহায়তা প্রার্থনা করা হইয়াছে। মন্ত্রের বাক্য—'আপঃ অগ্রেগুবঃ।' জল নিম্নদেশ প্রতি গমনশীল। জলের এই স্বাভাবিক গতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া মন্ত্রে যেন বলা হইতেছে,—'সত্য বটে, আমি নীচ—অতি নীচ। কিন্তু তাই বলিয়া আমার হতাশ হইবার কোনই কারণ নাই। কেন-না, আমি যে জলদেবতার শরণাপন্ন, সেই জলদেবতা যে নিম্নাভিমুখে গমনশীলা! সুতরাং তিনি আপনা-আপনিই আমার প্রতি অনুকম্পা-পরায়ণা হইবেন। আর তিনি 'অগ্রেপুবঃ'; অর্থাৎ পবিত্রকারিণী শোধনশীলা। ভরসা, তিনি আপনিই আমায় পবিত্র করিয়া লইবেন। তিনি জ্ঞানস্বরূপিণী, তিনি আমাকে সুচরিতসম্পন্ন ও দেবসম্বন্ধযুত করিয়া ভগবানের সন্নিকটে পৌছাইয়া দিবেন।' তিনি আমাদিগকে পবিত্র করুন। ফলতঃ, কর্ম্মকে সৎসহযুত করিবার প্রযত্ন এবং দেবতার শরণাপন্ন হওয়ার ভাবই মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে।

দ্বিতীয় মন্ত্রের অন্যান্য অংশে মনোবৃত্তির সম্বোধন আছে। মানুষের সদ্বৃত্তি-নিচয়কে তাহাদের রিপুশত্রুনাশের – অন্তঃশত্রু-সংহারের নিমিত্তই ভগবান প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে করি। মন্ত্রের তাই তাৎপর্য্য এই যে,—'শত্রু-সংহারের জন্য যে ভগবান আমাদিগের হৃদয়ে

সদ্‌বৃত্তিসমূহ প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা যেন সেই ভগবানকেই পরিচালক-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে পারি। সেই সর্ব্বেশ্বর ভগবান যদি তোমাদের পরিচালক হন, হে সদ্‌বৃত্তিনিবহ, তোমরা আত্মশত্রুনাশে অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবে।' ভগবানকে পরিচালক পদে নিয়োজিত করিতে হইলে কি করিতে হইবে ? তাঁহাতে আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে, তাঁহার প্রীতিকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। তাই মন্ত্রশেষে আত্মনিবেদন—সমস্ত সদ্ভাবরাজিকে ভগবানের চরণে উৎসর্গীকরণ। এই আত্মনিবেদনের পরিণতিই ভগবৎপ্রাপ্তি। মন্ত্রে তাহাই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

তৃতীয় মন্ত্রের লক্ষ্য—সদসদ্‌বৃত্তিসমূহ সুসংস্কৃত হইয়া যেন ভগবৎকর্ম্মে বিনিযুক্ত হয়। তাই মনোবৃত্তিকে বা অন্তরকে আহ্বান করিয়া বলা হইতেছে,—হে মন, হে আমার চিত্তবৃত্তি! এস, ভগবানের পূজার জন্য তোমাকে আমি সুসংস্কৃত সৎপথানুবর্ত্তী করি।' চতুর্থ মন্ত্রে, বিশুদ্ধতা প্রাপ্তির পরিণামে যে ভগবৎপ্রাপ্তি, তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। মন্ত্রে বলা হইতেছে,—'দেবতার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলে—দেবকার্য্যে বিনিযুক্ত হইতে পারিলে, তোমরা উভয়েই শুদ্ধভাব প্রাপ্ত হইবে। অতএব সৎই হও, অসৎই হও, হে আমার উভয়বিধ বৃত্তি, তোমরা উভয়েই ভগবৎসম্বন্ধযুত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। অশুদ্ধভাব—অসৎ কর্ম্ম—তাহাতে পরাহত হইবে। তদ্দ্বারা সকলই শুদ্ধভাবে পরিণত হইয়া আসিবে।' পাপপুণ্য সদসৎ উভয় ভাব-প্রবাহের মধ্যেই মানুষ ভাসমান রহিয়াছে। কিন্তু মনুষ্য যদি ভগবৎপদাঙ্কানুসারী হয়, তাহার পাপ প্রক্ষালিত হইয়া পুণ্যজ্যোতিই প্রকাশ পাইবে। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য। মন্ত্র বলিতেছে,—'তুমি যে অবস্থায়, যে ভাবে উপনীত হও না কেন, ভগবৎ-সেবায় নিবিষ্টচিত্ত ও অনুরক্ত হও ; তোমার শ্রেয়োলাভে কখনই বিঘ্ন ঘটিবে না।

পূর্ব্বোক্ত চতুর্থ মন্ত্রের সহিত পঞ্চম মন্ত্রটী কিরূপ সম্বন্ধ-বিশিষ্ট, অনুধাবন করুন। পূর্ব্বাপর অনুধাবন করিলে বেশ প্রতিপন্ন হয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম—তিনটী মন্ত্র আপনার অন্তরকে লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে। অন্তর যদি বিশুদ্ধ হয়, মন যদি ভগবদনুসারী হয়, নিশ্চয়ই তাহা সুখের হইয়া থাকে। পঞ্চম মন্ত্র তাই বলিতেছে,—অন্তর পরিশুদ্ধ সৎসংশ্রবযুক্ত হইলে, আমার সুখের হেতুভূত হইলে, আমার দুর্ব্বুদ্ধিরূপ শত্রু-সকল বিকম্পিত হইবে এবং আমার রিপুশত্রু-সকল নিপতিত হইবে। ষষ্ঠ ও সপ্তম মন্ত্র পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্বয়ের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বলিয়া মনে করি। মন্ত্রদ্বয়ে—মনই যে সকল অনর্থের মূল, এক পক্ষে প্রথমে তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে,—'মন! তুমিই তো আমার সর্ব্বনাশের হেতুভূত। চঞ্চলতা-নিবন্ধন, অসৎ পথে প্রধাবিত হইবার জন্য সদা ব্যগ্র বলিয়া তুমি অনন্তের সহিত মিলিত হইতে পার না। প্রার্থনা করিতেছি,—অনন্ত তোমার প্রতি কৃপাপরায়ণ হউন।' অন্য ভাবে মন্ত্রের অর্থ হয় (এই মন্ত্রের মর্ম্মানুসারিণীর প্রথম অংশ),—'হে মন! তুমি ভগবানের অংশভূত হও ; অতএব আমার অন্তর তোমার সম্বন্ধি প্রকৃষ্ট জ্ঞান প্রাপ্ত হউক।' মন যে সর্ব্বমূলাধার, মনই যে সকল সৎকর্ম্মের নিয়ন্তা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। গীতায় ভগবদুক্তিতেও এ ভাব সুন্দর পরিস্ফুট। বিশ্বরূপ প্রদর্শনের পূর্ব্বে, আপনার বিভূতি-বর্ণন প্রসঙ্গে ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—"ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা।" সুতরাং বুঝা যাইতেছে—মনই ভগবানের স্বরূপ।

তাই মনকে লৌকিক ভাষায় 'মন নারায়ণ' বলিয়া অভিহিত হইতে দেখি। মনকে ভাল করিয়া জানিতে পারিলেই সকল অর্থ সিদ্ধ হয়। মনকে ভগবানের অংশভূত জানিয়া প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—'আমি যেন আমার মনঃসম্বন্ধি জ্ঞানের অর্থাৎ পরাজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারি।' 'আমার মনঃ-সম্বন্ধি জ্ঞানে যেন অধিকারী হই'—বাক্যে আত্মজ্ঞান-লাভের আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে। আত্মজ্ঞান-লাভে যে মোক্ষ বা মুক্তি অধিগত হয়, এখানে প্রর্থনাকারীর তাহাই লক্ষ্য বলিয়া মনে করি। ত্বক্—শরীরের অংশ, আবার শরীরকে আবরণও ত্বক্ই করিয়া থাকে। প্রথম পক্ষে সেই আবরণ হইতে—মনকে ভগবানের আবরক অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক বলা হইয়াছে; আবার ত্বক্ শরীরের অংশভূত বলিয়া মনকে বিরাট-দেহ ভগবানের অংশ-স্বরূপ বলিয়া দ্বিতীয় পক্ষে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। উভয় পক্ষেই ভাব সঙ্গতি রহিয়াছে;—উভয় পক্ষেই উচ্চ-ভাবের অভিব্যক্তি হইয়াছে।

সপ্তম মন্ত্রে মনকে জীবহিতসাধনে নিয়োজিত করিবার এবং অদ্রিবৎ দৃঢ়তা অবলম্বনের জন্য বলা হইয়াছে,—'হে মন! তুমি মহাবৃক্ষের ন্যায় হও। যদি দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে পার, সকল বাধা-বিপত্তির মধ্যেও যদি ভগবচ্চিন্তায় একাগ্রচিত্ত হইতে সমর্থ হও, অনন্ত-স্বরূপ ভগবান তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিবেন।' মনকে মন্ত্রে 'বানস্পত্য' অর্থাৎ মহাবৃক্ষ-সম্বন্ধি বলা হইয়াছে। মহাবৃক্ষ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, মহাবৃক্ষ যেমন ফলচ্ছায়াদানে মর্ত্ত্য-লোকের প্রীতির আস্পদ হইয়া আছেন, মন তুমিও সেইরূপ জীব-সেবায় আত্ম-নিয়োগ কর। যে বৃক্ষ ফলচ্ছায়াদানে তোমাকে পরিতুষ্ট করে, তুমি অবিচলিতচিত্তে তাহার মূলোচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হও; কিন্তু তাহাতেও বৃক্ষ তোমার প্রতি কিছুমাত্র রোষ প্রকাশ করে না; পরন্তু রূপান্তরে তোমার সহায়তাই করে! মন! তুমিও সেইরূপ সহিষ্ণু হও এবং প্রতিহত ও প্রপীড়িত হইয়া পরোপকার-ব্রতে আত্ম-সমর্পণ কর। অদ্রিবৎ দৃঢ় হইতে বলার তাৎপর্য্য এই যে,—তুষার-পাতে ও বাতাদির অভিঘাতে পর্ব্বত যেরূপ অচঞ্চল হইয়া থাকে, সংসারের নানা বিপ্লব-বিভীষিকার মধ্যে শত্রুর নানা অত্যাচার—অবঘাতের মধ্যে, তুমিও সেইরূপ ভগবানের প্রতি অচঞ্চল ভক্তিযুক্ত হইয়া, দৃঢ় ভাবে দণ্ডায়মান রহ।' মন্ত্রে মনের দৃঢ়তা-সম্পাদনের ভাবই অধিকতর প্রস্ফুট। সেইরূপ দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে পারিলে, সেইরূপ অবিচলিত হইতে পারিলে—সেইরূপ স্থৈর্য্য অবলম্বন করিতে সমর্থ হইলে, আর সকল বাধা-বিপত্তির মধ্যেও ভগবচ্চিন্তায় একাগ্র হইতে সমর্থ হইলে, অনন্ত-স্বরূপ ভগবান তোমাকে অনুগ্রহ করিবেন,—মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করি।

এক্ষণে, এই মন্ত্র-সমূহে ভাষ্যকারের ভাবের বিষয় উল্লেখ করিতেছি। যজ্ঞে এই সকল মন্ত্রের প্রয়োগ-কালে কৃষ্ণ-মৃগের চর্ম্ম (কৃষ্ণাজিন) ও উদূখল প্রভৃতির আবশ্যকতার বিষয় মন্ত্রের প্রয়োগ-বিধি অনুসারে উপলব্ধ হইয়া থাকে। তাই পঞ্চম মন্ত্রে কৃষ্ণাজিনকে সম্বোধন করিয়া, তাহার ধূলামলা প্রভৃতি অপসারণ ব্যপদেশে বলা হইতেছে,—'এই চর্ম্মের ধূলিমলা অপসারণ করিলাম। তাহার সঙ্গে সঙ্গে যজমানের শত্রুরাও অপসৃত হউক।' ষষ্ঠ মন্ত্রে ঐ কৃষ্ণাজিনকে ভূমিতে বিস্তৃত করিয়া বলা হইতেছে,—'হে কৃষ্ণাজিন! তুমিই পৃথিবীর ত্বক্-স্বরূপ। পৃথিবী তোমার আত্মীয়-স্থানীয়া ইত্যাদি।' তার পর সপ্তম মন্ত্রে উদূখলকে সম্বোধন করা

হইয়াছে; বলা হইয়াছে,—'হে উদূখল! তুমি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত হইলেও অতি দৃঢ়। অভিঘাতের আধারভূত তুমি কৃষ্ণাজিন-রূপ পৃথিবীর ত্বক্‌কে গ্রহণ করিয়া, তাহাকে আত্মীয়-স্থানীয় বলিয়া জানিও। তুমি স্থূলমূল; সুতরাং অবঘাতেও অচঞ্চল থাক। পৃথিবীর উপরিভাগে পৃথিবীর ত্বকস্বরূপ কৃষ্ণাজিনের উপর তোমাকে স্থাপন করিলাম। পৃথিবী তোমাকে আত্মীয়ভাবে গ্রহণ করুন,—অদিতি তোমাকে স্বভূত বলিয়া জানুন।' মন্ত্রের প্রয়োগ-বিধি অনুসারে যে অর্থে যে ভাবে মন্ত্র ব্যবহৃত হয়, এস্থলে তাহারই মর্ম্ম প্রদান করা হইল। আমরা মন্ত্রে যে ভাব—যে অর্থ উপলব্ধি করি, এতৎপ্রসঙ্গে পূর্ব্বেই তাহা প্রদত্ত হইয়াছে। উভয় অর্থ মিলাইয়া পাঠ করিলে, তাৎপর্য্য সহজেই বোধগম্য হইবে।

এক্ষণে অষ্টম ও নবম মন্ত্রদ্বয়ের বিষয় অনুধাবন করুন। এই মন্ত্রদ্বয়ের সম্বোধ্য যথাক্রমে ব্রীহি বা ধান্য এবং মুসল। উলূখল সমীপে কতকগুলি ধান্য আনয়ন করিয়া তাহার কিয়দংশ উলূখলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক মন্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে। তদনুসারে অষ্টম মন্ত্রে ধান্যকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'হে ধান্য, অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলেই তুমি অগ্নির আকার বৃদ্ধিকারক হও; অতএব তুমিই অগ্নির শরীর। দেব-তৃপ্তির নিমিত্ত তোমাকে উলূখলে নিক্ষেপ করিতেছি। যজমান, তুমি মৌনভাব ত্যাগ করিয়া বাক্য উচ্চারণ কর।' * তার পর নবম মন্ত্রে মুসলকে ধারণ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণে বলা হইতেছে,—'হে মুসল, কাষ্ঠ-নির্ম্মিত হইলেও তুমি দৃঢ়; যেহেতু তুমি গুঁড়ি হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। দৃঢ়তা-হেতু তোমাকে শিলার ন্যায় বোধ হয়। তোমাকে দেবকার্য্যে নিযুক্ত করিতেছি। ভক্ষণ-বিরোধী তুষ অপনয়নে তণ্ডুল যাহাতে সুষ্ঠু শান্ত হয়, তুমি তাহার বিধান কর। তুমি দেবতার প্রীতির জন্য ধান্যগুলির তুষ নিষ্কাশন কর; তণ্ডুল যেন ভাল হয়।' যাহা হউক, আমরা মন্ত্র দুইটীকে আত্মোদ্বোধন-মূলক বলিয়াই মনে করি। মনই এখানকার সম্বোধ্য। মনই যে জ্ঞানের বা দেবতার আধার বা শরীর, তাহাই এখানে বলা হইয়াছে। দেব ভাব আর কোথায় থাকিবে? জ্ঞানের স্থান কোথায়? আহবনীয় দ্রব্যই বা অন্য আর কি হইতে পারে? আমরা তাই মনে করি, মনকেই বলা হইতেছে,—'মন! তুমি জ্ঞানের তনুস্থানীয় আধার-স্বরূপ হও। মন্ত্রের উৎপাদকই বা সেই তুমি ভিন্ন অন্য আর কে আছে? তুমি যদি মন্ত্র অনুধ্যান না কর; তুমি যদি যথাযথ মন্ত্রোচ্চারণে প্রবৃত্ত না হও; তাহা হইলে মন্ত্রের ফল কিরূপে প্রাপ্ত হইব? তাই বলা হইয়াছে,—'মন! তুমিই মন্ত্রের (শব্দের) উৎপাদক। দেবতার প্রীতির জন্য কাহাকে আমি নিয়োজিত করিব? আমার হস্ত পদ জিহ্বা ত্বক্—সে সকলই তো তোমারই অধীন! আমি তাই কামনা করিতেছি,—সেই যে তুমি আমার মন, তুমি ভগবৎ-কার্য্যে বিনিযুক্ত হও। তুমি ভগবৎ-কার্য্যে উৎসৃষ্ট হইলে, ভগবানের অনুকম্পা অবশ্যই পাইবে।' অষ্টম মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করি। নবম মন্ত্রে মনের স্বরূপ স্মরণ করান হইতেছে। বলা হইতেছে,—'তুমি মহাবৃক্ষের ন্যায় মহত্ত্বাদিগুণ-বিশিষ্ট হইতে পার; আবার তুমি সৎকার্য্য-সাধনে পাষাণবৎ দৃঢ় হইতে পার। হে মন, তোমারই উপর

---

* টীকাকারগণের অভিমত—এই মন্ত্র প্রয়োগকালে যজমান মৌনভাব অবলম্বন করেন। এখানে সেই মৌনভাব পরিত্যক্ত হইল।

সকল নির্ভর করিতেছে! তুমি মহাবৃক্ষের ন্যায় সর্ব্বজনপ্রীতিভূত হও; আর কর্ত্তব্য-পালনে পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। তার পর, সেই যে তুমি, যে মনের এতাদৃশী শক্তি—সেই যে তুমি—হে আমার মন! দেবতাদিগের প্রীতির জন্য সুষ্ঠুভাবে হবিঃ প্রদান কর অর্থাৎ দেব-সেবায় আত্ম-নিয়োগ কর। হে মন! তুমিই একমাত্র হবির্দ্ধান-সমর্থ। দেবপূজায় একমাত্র তোমারই সামর্থ্য আছে। তাই ডাকিতেছি—এস, ভগবৎ-কার্য্যে নিযুক্ত হও।' মনই যে মূলাধার মন্ত্রে তাহাই বুঝা যাইতেছে। তাই ব্রহ্মকে পাইতে হইলে প্রথমেই চিতস্থৈর্য্যের প্রয়োজনীয়তার বিষয় প্রখ্যাপিত হইয়াছে। মন যদি চঞ্চল হয়, মনে যদি একাগ্রতা না আসে, মন যদি নিবিষ্ট না হয়, কোনও কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে কি? তাই চিত্তস্থৈর্য্য-সাধন সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। মন্ত্রও সেই উপদেশই প্রদান করিতেছেন।

অতঃপর দশম হইতে ষোড়শ পর্য্যন্ত সাতটী মন্ত্রের আমরা যে তাৎপর্য্য উপলব্ধি করি, তদ্বিষয় বিবৃত করিতেছি। আমাদের মতে, দশম মন্ত্রের প্রথমাংশে ভগবানকে এবং দ্বিতীয়াংশে হৃন্নিহিত সত্ত্বভাবকে সম্বোধন করা হইয়াছে। আবার ঐ অংশ মনঃ-সম্বোধন-মূলকও বলা যাইতে পারে। শেষ তিনটী মন্ত্র অসদ্বৃত্তি এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ মন্ত্র মনঃ-সম্বোধনে বিনিযুক্ত বলিয়া মনে করি। মন্ত্র-কয়েকটীর মধ্যে পূর্ব্বাপর কিরূপ সামঞ্জস্য রহিয়াছে, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা উপলব্ধি হইবে।

দশম মন্ত্রে পাষাণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু পাষাণকে সম্বোধন করিবার কোনই হেতু আমরা অনুসন্ধান করিয়া পাই না। 'শম্যা' পাষাণকীলক—চরুর মালসা-স্থাপন জন্য লৌহ-দণ্ডত্রয়, দৃষৎ (শিল) ও উপল (নোড়া) প্রভৃতির সম্বন্ধ-সূচনাই বা মন্ত্রার্থে কি প্রয়োজন? শিল ও নোড়ার উপর শম্যার দ্বারা আঘাত করিবারই বা তাৎপর্য্য কি? মন্ত্রের অর্থ—বিশ্বজনীন; সর্ব্বকালে সমভাবে প্রযোজ্য। আমাদের মতে, দশম মন্ত্রের প্রথম ভাগে ভগবানকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! আপনি আমাদের অভীষ্ট পূরণ করুন এবং বল ও প্রাণ সঞ্চার করুন। তাহা হইলেই আমরা জ্ঞানজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইব;—তাহা হইলেই আমরা আমাদের শত্রুদিগকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইব।' ফলতঃ, আত্ম-শক্তি উন্মেষণের আকাঙ্ক্ষাই এই মন্ত্রে প্রকটিত। শত্রুনাশরূপ অনিষ্ট-পরিহার আর প্রজ্ঞান-লাভরূপ ইষ্ট-প্রাপ্তি এই মন্ত্রের লক্ষ্য।

ফলতঃ, আমরা মনে করি, 'ইষমূর্জ্জমাবদ' বাক্যে ভগবানের নিকট শক্তি, প্রাণ ও অভীষ্ট-পূরণের প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে। শম্যা নামক আয়ুধের নিকট সে প্রার্থনায় কি ফললাভ হইতে পারে? 'ইষে ত্বা' 'উর্জ্জে ত্বা' প্রভৃতি মন্ত্রে (প্রথম অনুবাকের প্রথম মন্ত্রে) শাখাকে এবং এখানে আয়ুধকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে মনে করায় বিসদৃশ ভাবেরই সঞ্চার হয়। কিন্তু এই মন্ত্র সেই একের (ইষ্টদেবের) সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া যদি স্বীকার করি, তাহা হইলে কোথাও বিসদৃশ ভাব আসিতে পারে না। আমরা প্রথমে যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, এখানে সেই অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। মন্ত্রের শেষাংশের ভাব এই যে,—'মন! তুমি যদি অসদ্বৃত্তি-সমূহকে দূর করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হও এবং সদ্বৃত্তি-সমূহকে আবাহন করিয়া আনিতে পার; আর যদি তুমি ভগবানের নিকট একান্ত-

চিত্তে বল প্রাণ ও অভীষ্ট পূরণের জন্য প্রার্থনা করিতে পার, তোমার সাহায্যেই আমরা জয়যুক্ত হইতে পারিব।'

একাদশ ও দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ মন্ত্র, এই দশম মন্ত্রেরই পরিপোষক বলিয়া মনে করি। 'মন, তুমি ভগবানের প্রতি অচঞ্চল হইলে, তোমার দ্বারাই ইষ্টসিদ্ধি হইবে; তাহাতে তোমার কর্ম্মের দ্বারাই তোমার ইষ্ট সাধিত হইবে। দুর্ব্বুদ্ধিরূপ শত্রু তখন আপনিই দূরীভূত হইবে।' মনই অভীষ্ট-পূরক, মনই সকল কর্ম্মের প্রেরক, মনই মোক্ষপ্রাপক, মনই ভগবৎপ্রাপ্তির হেতুভূত। মন যদি স্থির হয়, ভাবনা থাকে কি? চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ মন্ত্রে অসদ্‌বৃত্তির সম্বোধনে প্রযুক্ত বলিয়া মনে করিতে পারি। লক্ষ্য—ভগবানের প্রতি। বায়ু-প্রবাহ যেমন ধূলানলা ভস্মরাশি বিদূরিত করে, সেইভাবে ভগবান তোমাদিগকে বিদূরিত করুন।' পাপপুণ্য সকলই তিনি, ইষ্টানিষ্ট সকলই তিনি। সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ভিন্ন এ সংসারে অন্য আর কিছুই নাই। শেষ মন্ত্রের মর্ম্মার্থ তাই—'সেই ভগবান আমার অসদ্‌বৃত্তি-সমূহকে পুনর্গ্রহণ করুন,—তাহারা আর যেন আমার সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া আমার অনিষ্টসাধক না হয়। আমি যেন সৎ হইয়া সতের সঙ্গে মিশিতে পারি।' যেখানে যে ভাবেই এ মন্ত্র প্রযুক্ত হউক, মন্ত্রের মর্ম্মার্থ এইরূপই মনে করিতে হইবে। এমন উচ্চভাব থাকিতে কেন মন্ত্রের ভিন্ন অর্থ করিতে যাইয়া বিরুদ্ধবাদীর চক্ষে বেদকে হীন উপহাসাস্পদ করিয়া তুলি?

উপসংহারে এই সকল মন্ত্র সম্বন্ধে ভাষ্যকার যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ প্রদান করিতেছি। ভাষ্যের ভাবে বুঝা যায়, মন্ত্রগুলি বহু উপাখ্যানের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। মন্ত্র-সমূহ 'শম্যা' নামক যজ্ঞীয় আয়ুধকে, স্থূর্পকে এবং তণ্ডুলাদিকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে, ভাষ্যে সেই আভাষ প্রাপ্ত হই। দশম মন্ত্র উচ্চারণের পূর্ব্বে ঋত্বিককে আয়ুধের দ্বারা দৃষতে (শিলে) এবং উপলখণ্ডে (নোড়ায়) আঘাত করিতে হয়। পাষাণধ্বনি বিজয়-সূচক। যজমান তদ্দ্বারা বৈরিদিগের ইন্দ্রিয়বল বিনাশ করেন। মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে পাষাণ! হবিঃস্বরূপ অন্ন এবং ত্বদীয় স্বাদুতর রস যজমান যেন প্রাপ্ত হয়, দেবতাসম্বন্ধী তুমি তাহা বল। আর হে আয়ুধসমূহ! তোমরা সকলে বল যে, রসাভিব্যক্তি স্বরূপ এতৎসমুদায় দেবগণের উদ্দেশ্যেই সম্পাদিত হইতেছে। তাহা হইলে, এই পাষাণ শব্দের দ্বারা আমরা অবিনীত শত্রুদিগকে বিনাশ করিতে পারিব।' মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ঋত্বিককে বলিতে হয়,—'হে অস্ত্র! তোমার স্বর কর্কশ হইলেও, সে স্বর আমাদের পক্ষে মধুরভাষী; যেহেতু তোমার কঠোর শব্দে অরাতি নিহত হয়। তোমার সাহায্যে যজ্ঞ করিলে অন্নজল বৃদ্ধি পায়, যজ্ঞকারী সর্ব্বত্র জয়যুক্ত হন।' দৃষতে ও উপলে শম্যার আঘাতজনিত শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণের বিধি। এই মন্ত্রের সহিত একটী উপাখ্যান বিজড়িত। সে উপাখ্যানে ভ্রাতৃব্যাভিভূতি দৃঢ় হইয়াছে—ভাষ্যকারের ইহাই অভিমত। সে উপাখ্যানটী এই,—শ্রদ্ধাদেবী দেবগণের এবং যজমানদিগের অসুরঘ্নী বাক্। কোনও সময়ে তিনি যজ্ঞায়ুধে প্রবিষ্টা হন। তিনি যতক্ষণ সেই আয়ুধ-সমূহে প্রবিষ্টা ছিলেন, তাবৎকাল পর্য্যন্ত সেই আয়ুধসমূহের স্পর্শকারী অসুরগণ পরাভূত হইয়াছিল। শুক্লযজুর্ব্বেদে এ উপাখ্যানের প্রকারান্তর পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে যে উপাখ্যান লিপিবদ্ধ আছে, তাহার মর্ম্ম—দেবাসুরের যুদ্ধসময়ে মনুর এক বৃষভ দেবগণের

সহায় হইয়াছিল। সেই বৃষভের স্বর অসুর-নাশে মন্ত্রের কার্য্য করিত। যুদ্ধকালে সেই বৃষভের গভীর নিশ্বাস অসুরকুল-ধ্বংসের কারণ হইত। তজ্জন্য অসুরগণ সেই বৃষভ-বধের সঙ্কল্প করে। তাহারা ছদ্মবেশে মনুর নিকট আসিয়া গো-মেদ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে মনুকে প্রলুব্ধ করে। যজ্ঞে সেই বৃষভকে বলিদানের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু দেবগণের কৌশলে মন্ত্র নষ্ট হয় না। মনুপত্নী সেই মন্ত্র প্রাপ্ত হন; তাঁহার স্বরই অসুর-বধের কার্য্য করে। অসুরেরা তখন মনুপত্নীকে হনন করে। কিন্তু তাহাতে মন্ত্র বিলুপ্ত হয় না অথবা মন্ত্র অসুরদিগের হস্তগত হয় না। তখন শম্যারূপ আয়ুধে গিয়া সেই মন্ত্র আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই হইতে যজ্ঞকালে দৃষৎ ও উপলের উপর শম্যা আয়ুধের আঘাত বিধি ব্যবস্থিত হয়। সেই আঘাতের শব্দে অসুরগণ বিনষ্ট হইতে থাকে। এইরূপ আখ্যায়িকা অবলম্বনে মন্ত্রটীর অবতারণা, ভাষ্যসমূহের তাহাই সিদ্ধান্ত।

একাদশ মন্ত্রে শূর্প (কুলা) গ্রহণ করিয়া বলিতে হয়,—'হে শূর্প! তুমি বর্ষবৃদ্ধ অর্থাৎ বৃষ্টির জলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বংশ-শলাকায় বিনির্ম্মিত।' দ্বাদশ মন্ত্রে উলূখলের মধ্যস্থিত তণ্ডুলগুলিকে শূর্পে গ্রহণ করিয়া বলিতে হয়,—'হে তণ্ডুলসকল! তোমরা বৃষ্টির জলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছ; শূর্পও সেইরূপ বৃষ্টির জলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বংশখণ্ডে নির্ম্মিত। সুতরাং তোমরা উভয়েই আত্মীয়। আত্মীয়ভাবে তোমরা পরস্পর মিলিত হও।' ত্রয়োদশ মন্ত্রে যেন কুলাকে নাড়িয়া তুষ উড়ান হইতেছে। মন্ত্রের ভাবার্থ এই যে,—'ঝাড়নে তণ্ডুল হইতে তুষাদি অপসৃত হইল; সঙ্গে সঙ্গে অরাতিদলও বিদূরিত হইল।' এই মন্ত্র প্রসঙ্গে ভাষ্যকার বলেন,—পশুযাগে রুধির দেবগণের ভাগ; অন্যান্য অংশ রাক্ষসদিগের। তণ্ডুলের তুষত্যাগে তাহাই উপলক্ষিত।' চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ মন্ত্রে তুষাদি উড়াইয়া বলা হইতেছে,—'হে তুষ! তোমরা রাক্ষসের প্রাপ্য অংশ। অতএব শূর্পচালনজনিত বায়ু তোমাদিগকে অপসারিত করিয়া, তণ্ডুলকে পরিষ্কার করুন।' ষোড়শ বা শেষ মন্ত্রে অচ্ছিদ্র অঞ্জলির দ্বারা শূর্প হইতে পাত্রান্তরে তণ্ডুল গ্রহণ ব্যপদেশে বলা হইতেছে;—'হিরণ্যপাণি সবিতাদেবতা তণ্ডুলসকলকে অচ্ছিদ্র অঞ্জলির দ্বারা গ্রহণ করিয়া পাত্রান্তরে রক্ষা করুন।' এই মন্ত্রে যজমান-পত্নী তিনবার তণ্ডুলগুলিকে ঝাড়িয়া তুষাপসরণ করিবেন। এই মন্ত্রে সবিতাদেবতাকে হিরণ্যপাণি বলা হইয়াছে। সবিতাদেবতাকে কেন হিরণ্যপাণি বলা হয়, তৎসম্বন্ধে গ্রন্থান্তরে একটী উপাখ্যান দেখিতে পাই। মদ্ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতায় 'হিরণ্যপাণি' শব্দের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে সে আখ্যান প্রকাশ করিয়াছি। এ স্থলে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিতেছি; যথা,—দেবাসুরের যুদ্ধকালে, অসুরদিগের প্রাশিত্র নামক অস্ত্রের আঘাতে, সবিতাদেবতার পাণিদ্বয় বিচ্ছিন্ন হয়। দেবগণ তাঁহার হিরণ্ময় হস্ত প্রস্তুত করিয়া দেন। সেই হইতেই সবিতা-দেবতা 'হিরণ্যপাণি' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য উপলব্ধি হইবে। বলা বাহুল্য, আমাদের অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। ক্রিয়াকাণ্ডের অনুসরণে, ভাষ্যকার যেরূপ প্রক্রিয়াদি-সহকারে মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন, তাহা হইতেই অনেক স্থলে আমাদের ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। আমাদের ব্যাখ্যার ভাবের সহিত মিলাইয়া অনুধাবন করিলেও সে ভাব বোধগম্য হইবে। (১অষ্টক—১প্রপাঠক—৫অনুবাক)॥

——*——

ষষ্ঠঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমোঽষ্টকঃ। প্রথমঃ প্রপাঠকঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ।)

(১) অবধূত৺ রক্ষোঽবধূতা অরাতয়োঽদিত্যাস্ত্বগসি

প্রতি ত্বা পৃথিবী বেত্তু।

(২) দিবঃ স্কম্ভনিরসি প্রতি ত্বাঽদিত্যাস্ত্বগ্বেত্তু।

(৩) ধিষণাঽসি পর্ব্বত্যা প্রতি ত্বা দিবঃ স্কম্ভনির্ব্বেত্তু।

(৪) ধিষণাঽসি পার্ব্বতেয়ী প্রতি ত্বা পর্ব্বতির্ব্বেত্তু।

(৫) দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামধি

বপামি ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্।

(৬) প্রাণায় ত্বাঽপানায় ত্বা ব্যানায় ত্বা।

(৭) দীর্ঘামনু প্রসিতিমায়ুষে ধাং।

(৮) দেবো বঃ সবিতা হিরণ্যপাণিঃ প্রতি গৃহ্ণাতু॥ ৬॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) অবধূতমিত্যব—ধূতম্। রক্ষঃ। অবধূতা ইত্যব—ধূতাঃ। অরাতয়ঃ।

অদিত্যাঃ। ত্বক্। অসি। প্রতীতি। ত্বা। পৃথিবী। বেত্তু।

(২) দিবঃ। স্কম্ভনিঃ। অসি। প্রতীতি। ত্বা। অদিত্যাঃ। ত্বক্। বেত্তু।

(৩) ধিষণা। অসি। পর্ব্বত্যা। প্রতীতি। ত্বা। দিবঃ। স্কম্ভনিঃ। বেত্তু।

(৪) ধিষণা। অসি। পার্ব্বতেয়ী। প্রতীতি। ত্বা। পর্ব্বতিঃ। বেত্তু।

(৫) দেবস্য। ত্বা। সবিতুঃ। প্রসব ইতি প্র—সবে। অশ্বিনোঃ। বাহুভ্যামিতি

বাহু—ভ্যাম্। পূষ্ণঃ। হস্তাভ্যাম্। অধীতি। বপামি। ধান্যম্।

অসি। ধিনুহি। দেবান্।

(৬) প্রাণায়েতি প্র—অনায়। ত্বা। অপানায়েত্যপ—অনায়। ত্বা।

ব্যানায়েতি বি—অনায়। ত্বা।

(৭) দীর্ঘাম্। অন্বিতি। প্রসিতিমিতি প্র—সিতিম্। আয়ুষে। ধাম্।

(৮) দেবঃ। বঃ। সবিতা। হিরণ্যপাণিরিতি হিরণ্য—পাণিঃ। প্রতীতি। গৃহ্নাতু॥৬॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে মনঃ! যদা ত্বং সৎসহযুতঃ ভবসি তদা 'রক্ষঃ' (দুর্ব্বুদ্ধিরূপঃ শত্রুঃ) 'অবধূতং' (বিকম্পিতং) ভবতি; 'অরাতয়ঃ' (রিপুশত্রবঃ) 'অবধূতাঃ' (পাতিতাঃ, বিতাড়িতাঃ ইত্যর্থঃ) ভবন্তি। (খ) হে মনঃ! ত্বং 'অদিত্যাঃ' (অনন্তস্য) 'ত্বক্' (আচ্ছাদনং, বাধকং ইতি যাবৎ) 'অসি' (ভবসি); (গ) তস্মাৎ 'ত্বা' (ত্বাং) 'পৃথিবী' (আধারক্ষেত্রং, সদ্বৃত্তিমূলং—জ্ঞানং কর্ম্ম চ) 'প্রতিবেত্তু' (প্রতিজানাতু, অনুগৃহ্লাতু ইত্যর্থঃ)। মনঃ চাঞ্চল্যতয়া অনন্তেন সহ সংস্পৃষ্টস্য বাধকঃ ভবতি। অতঃ প্রার্থনা—জ্ঞানকর্ম্মাধারঃ অনন্তঃ ত্বাং অনুগৃহ্লাতু।

২। হে মম অসদ্বৃত্তয়ঃ! যূয়ং 'দিবঃ' (স্বর্গস্য, স্বর্গলোকবাসিনাং, যদ্বা—হৃদ্রূপে স্বর্গে নিবসন্তাং সদ্বৃত্তীনাং ইত্যর্থঃ) "স্কম্ভনীঃ' (স্তম্ভনকারিণীঃ, প্রতিবন্ধকাঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); অথবা, হে মনঃ! ত্বং 'দিবঃ' (স্বর্গস্য, দ্যুলোকবাসিনঃ) 'স্কম্ভনীঃ' (স্তম্ভনকারিণী) 'অসি' (ভবসি)। সৎকর্ম্মপ্রভাবেন মনুষ্যা অপি দেবান স্তম্ভিতুং সমর্থাঃ ভবন্তি ইতি ভাবঃ; (খ) অতঃ 'অদিত্যাঃ' (অনন্তস্য) 'ত্বক্' (অংশভূতঃ—শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'প্রতিবেত্তু' (প্রতিজানাতু, অনুগৃহ্লাতু ইত্যর্থঃ)। চাঞ্চল্যতয়া চিত্তবৃত্তীঃ অনন্তেন সহ মিলনস্য বাধকাঃ ভবন্তি। তেন অন্তরাত্মা আত্মানং উদ্বোধয়তি, প্রার্থয়তি চ—সদ্ভাবেন অসদ্বৃত্তয়ঃ অপি সদ্ভাবাপন্নাঃ ভবন্তু অপিচ অস্মাকং পরমমঙ্গলং বিধায়ন্তু।

৩। হে মনোবৃত্তে! ত্বং 'ধিষণা' (সদ্বুদ্ধিপ্রদাত্রী) 'পর্ব্বত্যা' (পর্ব্ববদ্দৃঢ়ত্বেন অবিচলিতাঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ (খ) 'দিবঃ' (দ্যুলোকসম্বন্ধিনঃ, যদ্বা—হৃদি নিবসন্তাং সদ্বৃত্তীনাং ইতি ভাবঃ) 'স্কম্ভনীঃ' (স্তম্ভনকারিণ্যঃ, প্রতিবন্ধকাঃ—অসদ্বৃত্তয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'প্রতি বেত্তু' (প্রতিজানান্তু, পরিত্যজন্তু ইত্যর্থঃ)।

৪। হে মনোবৃত্তে! ত্বং 'ধিষণা' (সদ্বুদ্ধিপ্রদাত্রী) 'অসি' (ভবসি); (খ) 'পার্ব্বতেয়ী' (অনন্তশক্তিশালিনী, পরাপ্রকৃতিঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পর্ব্বতি' (পর্ব্বতবদ্দৃঢ়া) 'প্রতিবেত্তু' (প্রতিজানাতু—অনুগৃহ্লাতু ইতি ভাবঃ)।

৫। হে মম হৃন্নিহিতঃ হবিঃ! 'সবিতুঃ' (সর্ব্বস্য প্রসবিতুঃ, জ্ঞানপ্রদস্য ইতি যাবৎ) 'দেবস্য' (দ্যোতমানস্য ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্নস্য বা ভগবতঃ) 'প্রসবে' (প্রেরণে সতি) 'অশ্বিনোঃ' (দেবানামধ্বর্য্যুরূপস্য ভবব্যাধিনিবারকস্য বা অশ্বিদ্বয়স্য) 'বাহুভ্যাং' (ভুজাভ্যাং) 'পূষ্ণঃ' (দেবানাং হবির্ভাগপূরকস্য পূষাদেবস্য) 'হস্তাভ্যাং" (করাভ্যাং) 'ত্বা' (ত্বাং—ভগবদুদ্দেশ্যে উৎসৃষ্টং হবিরূপং শুদ্ধসত্ত্বং ভক্তিসুধাং চ) 'অধিবপামি' (ভগবৎকার্য্যে সম্যক্ নিয়োজয়ামি ইতি ভাবঃ); (খ) হে মনঃ! ত্বং 'ধান্যং' (তণ্ডুলস্বরূপং, প্রীতিকারকং ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ 'দেবান্' (সর্ব্বান্ দেবভাবান্ ইত্যর্থঃ) 'ধিনুহি' (প্রীণয়, প্রেরয়—অস্মাসু ইতি ভাবঃ)।

৬। হে মনঃ! 'ত্বা' (ত্বাং) 'প্রাণায়' (প্রাণবায়ুসংরক্ষণায়) সংযময়ামি; অপিচ (খ) হে মনঃ! 'ত্বা' (ত্বাং) 'অপানায়' (অপানবায়ুসংরক্ষণায়, কুপ্রবৃত্তিবাধকার্থং ইতি

ভাবঃ) সংযময়ামি; ততঃ (খ) হে মনঃ! 'ত্বা' (ত্বাং) 'ব্যানায়' (ব্যানবায়ুসংরক্ষণায়, শারীরবলরক্ষার্থং ইতি ভাবঃ) সংযময়ামি ইতি শেষঃ। আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। ইন্দ্রিয়নিরোধঃ হি সিদ্ধিহেতুকঃ। অতঃ সাধকঃ অত্র আত্মসংযমসাধনায় আত্মানং উদ্বোধয়তি।

৭। হে মনঃ! 'দীর্ঘাং' (অবিচ্ছিন্নাং, বিপুলাং ইতি যাবৎ) 'প্রসিতিং' (কর্ম্মসন্ততিং, ভগবৎপ্রীতিহেতুভূতাং সম্পাদনযোগ্যাং বহুসৎক্রিয়াং) 'অনু' (অনুলক্ষ্য) 'আয়ুষে' (আয়ুর্ব্বৃদ্ধ্যর্থং, যদ্বা—ভগবৎপরিতৃপ্তিসাধনায় ইতি ভাবঃ) ত্বাং 'ধাং' (ধারয়ামি, সংযতং করোমি)। সঙ্কল্পমূলকঃ অয়ং মন্ত্র। বহুসৎকর্ম্মসংসাধনার্থং হি মনুষ্যজন্ম। সুদীর্ঘমায়ুর্ব্বিনা তন্ন সংসাধিতং ভবতি। যোগ এব আয়ুর্ব্বর্দ্ধকঃ। অসদ্বৃত্তিনিবহাঃ আয়ুর্হানিকারকাঃ। তস্মাৎ তান্ সম্বোধ্য 'দেবো বঃ' ইতি মন্ত্রশেষাংশঃ প্রযুক্তঃ। অথবা, হে মনঃ! 'দীর্ঘাং' (অবিচ্ছিন্নং, অবিচ্ছিন্নভাবেন ইত্যর্থঃ) 'প্রসিতি' (ভগবৎপ্রীতিহেতুভূতং কর্ম্ম সম্পাদ্য, নিত্যং ত্বাং সন্তোষ্য ইতি ভাবঃ) 'অনু' (পশ্চাৎ, তদনন্তরং ইত্যর্থঃ) 'আয়ুষে' (আয়ুর্ব্বৃদ্ধ্যর্থং, সুখবর্দ্ধনায় ইত্যর্থঃ) ত্বাং 'ধাং' (ধারয়ামি, সংযতেন নিয়োজয়ামি ইতি ভাবঃ)। উদ্বোধন-মূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবন্তং সন্তোষ্য হে মনঃ ভগবতঃ সন্তোষং সম্পাদ্য অস্মাকং সন্তোষং বর্দ্ধয়ন্ত। ত্বয়া সেবিতঃ সন্ সঃ ভগবান্ অস্মাকং প্রীতিহেতুকঃ ভবতু ইতি ভাব।

৮। হে অসদ্বৃত্তিনিবহাঃ! 'বঃ' (যুষ্মান্) 'হিরণ্যপাণিঃ' (মঙ্গলস্বরূপসুবর্ণধারণ-কারী) 'সবিতা' (জ্ঞানপ্রদাতা) 'দেবঃ' (দ্যোতমানঃ পরমেশ্বরঃ) 'প্রতিগৃহ্ণাতু' (প্রতিগ্রহণং করোতু, যদ্বা—অস্মাকং অন্তরপ্রদেশাৎ অসদ্বৃত্তিনিবহান্ অপসারয়তু ইতি ভাবঃ)। (১অষ্টক—১প্রপাঠক—৬অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে আমার মন! (যখন তুমি সৎসহযুত হও তখন) দুর্ব্বুদ্ধি-রূপ শত্রু বিকম্পিত হয়, এবং রিপুশত্রুগণ বিতাড়িত (নিপাতিত) হয়। (খ) হে মন! (চঞ্চলতা প্রভৃতি হেতু) তুমি অনন্ত-সহ মিলনে প্রতি-বন্ধকস্থানীয় হইয়া থাক; (গ) অতএব সকল সদ্বৃত্তির মূল সজ্‌জ্ঞান ও সৎকর্ম্ম তোমাকে অনুগ্রহ করুন। (চাঞ্চল্য-নিবন্ধন মন ভগবৎ-সম্মিলনের অন্তরায় হয়। সেই জন্য, ভগবদনুগ্রহ-লাভের নিমিত্ত এই মন্ত্রে প্রার্থনা জানান হইয়াছে)।

২। হে অসদ্বৃত্তিনিবহ! তোমরা স্বর্গবাসিগণের অর্থাৎ হৃদয়রূপ স্বর্গপ্রদেশে অবস্থিত সদ্বৃত্তি-সমূহের স্তম্ভনকারী অর্থাৎ প্রতিবন্ধক হও। অথবা হে মন! (সৎকর্ম্মের দ্বারা) তুমি দ্যুলোকবাসীরও স্তম্ভনকারী হও; (সৎকর্ম্মপ্রভাবে মানুষ দেবগণকেও স্তম্ভিত করিতে সমর্থ হয়েন); (খ) অতএব অনন্তের অংশভূত শুদ্ধসত্ত্ব তোমাকে অনুগ্রহ করুন।

(চাঞ্চল্যনিবন্ধন চিত্তবৃত্তি-সমূহ অনন্তের সহিত মিলনের বাধক হয়। সেইজন্য অন্তরাত্মা আত্মাকে উদ্বোধিত করেন। প্রার্থনা এই যে—হৃদয়ে সদ্ভাব সঞ্জাত হইলে অসদ্ভাবও সদ্ভাবে পরিণত হয়)।

৩। হে মনোবৃত্তি! তুমি সদ্‌বুদ্ধিপ্রদাত্রী এবং পর্ব্বতবদ্দৃঢ় বলিয়া অবিচলিত হও ; (খ) অতএব হৃদয়স্থিত সদ্‌বৃত্তির স্তম্ভনকারী প্রতিবন্ধক-সমূহ তোমাকে পরিত্যাগ করুক।

৪। হে আমার মনোবৃত্তি! তুমি সদ্‌বুদ্ধিদাত্রী হও ; (খ) অনন্ত-শক্তিশালিনী পরা প্রকৃতি তোমাকে পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ় (অচঞ্চল ও সদ্ভাব-সম্পন্ন) বলিয়া জানুন অর্থাৎ অনুগ্রহ করুন!

৫। আমার অন্তরের শুদ্ধসত্ত্বভাবরূপ হে হবি! সকলের প্রসবিতা জ্ঞানপ্রদ দীপ্তিমান্ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া, আত্মবাহুকে দেবগণের অধ্বর্য্যুস্থানীয় ভবব্যাধিনিবারক অশ্বিদ্বয়ের বাহু-যুগলবৎ মনে করিয়া, এবং আপনার করযুগলকে দেবগণের হবির্ভাগপূরক পূষাদেবতার করস্বরূপ মনে করিয়া, সেই বাহুযুগলের ও করদ্বয়ের দ্বারা তোমাকে (অর্থাৎ ভগবদুদ্দেশ্যে উৎসৃষ্ট হবিরূপ শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তিসুধাকে) ভগবৎকার্য্যে সম্যক্‌প্রকারে নিয়োজিত করিতেছি। (খ) হে মন! তুমি সকলের প্রীতিকারক হও ; অতএব, (আমাদিগের অন্তরে) সমস্ত দেব-ভাবকে প্রীণন অর্থাৎ প্রেরণ কর।

৬। হে মন! তোমাকে আমার প্রাণবায়ু-সংরক্ষণের জন্য দীর্ঘজীবন-কামনায় সংযত করিতেছি ; (খ) হে মন! তোমাকে আমার অপানবায়ু সংরক্ষণের নিমিত্ত (অর্থাৎ কুপ্রবৃত্তি-পরিহারের জন্য) সংযত করিতেছি ; (গ) হে মন! তোমাকে আমার ব্যানবায়ু সংরক্ষণের (শারীরবলরক্ষার্থ) নিমিত্ত সংযত করিতেছি!

৭! হে মন! ইহ-সংসারে ভগবানের প্রীতিহেতুভূত সম্পাদনযোগ্য অশেষ সৎকর্ম্ম আছে জানিয়া আয়ুর্ব্বৃদ্ধির (অথবা ভগবানের পরিতৃপ্তির) নিমিত্ত তোমাকে সংযত করিতেছি। (বহুবিধ সৎকর্ম্ম সাধনার জন্যই মনুষ্য জীবন লাভ। সুদীর্ঘ আয়ুঃ ব্যতীত সে সকল সৎকর্ম্ম সাধিত হইতে পারে না। যোগসাধনাই আয়ুর্ব্বৃদ্ধির একমাত্র উপায়। অসদ্‌বৃত্তিসমূহ আয়ুঃ-হানিকারক। অতএব, মন্ত্রের শেষাংশে (অষ্টম মন্ত্রে) তাহাদিগকে

সম্বোধন করা হইতেছে।) অথবা, হে মন! অবিচ্ছিন্ন-ভাবে ভগবানের প্রীতিহেতুভূত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া সদাকাল তাঁহার সন্তোষ-বিধানান্তর আয়ুর্ব্বৃদ্ধির অথবা সুখবর্দ্ধনের নিমিত্ত তোমাকে সংযতভাবে নিয়োজিত করিতেছি। (মন্ত্রটী উদ্বোধনমূলক। ভাব এই যে,—হে মন! ভগবানের সন্তোষবিধান করিয়া আমাদের সন্তোষবর্দ্ধন কর। তোমার দ্বারা সেবিত হইলে ভগবৎ-প্রীতিতে আমরা প্রীতি পাইব)।

৮। হে অসদ্বৃত্তিসমূহ! সেই মঙ্গলরূপ সুবর্ণহস্তবিশিষ্ট জ্ঞান-প্রদাতা দ্যোতমান সবিতৃদেব, তোমাদিগকে প্রতিগ্রহণ করুন; অর্থাৎ,—আমাদিগের অন্তর হইতে তোমাদিগকে অপসারিত করুন। (১অষ্টক—১প্রপাঠক—৬অনুবাক)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

পঞ্চমেঽনুবাকে ব্রীহ্যবঘাত উক্তঃ। অবহতানাং চ তণ্ডুলানাং পেষণাৎ পূর্ব্বং কপালোপধানস্য নিষ্প্রয়োজনত্বেন তদুপধানাৎ পূর্ব্বং ষষ্ঠে পেষণমভিধীয়তে।

১। "অবধূতঁ রক্ষোঽবধূতা অরাতয়োঽদিত্যাস্ত্বগসি প্রতি ত্বা পৃথিবী বেত্তু।"—কল্পঃ—"অথ প্রোক্ষিতেষু ত্রিষ্কলীকৃতেষু তথৈব কৃষ্ণাজিনমবধূনোত্যূর্ধ্বগ্রীবমুদগাবৃত্যাবধূতঁ রক্ষোঽবধূতা অরাতয় ইতি ত্রিরথৈনৎ পুরস্তাৎ প্রতীচীনগ্রীবমুত্তরলোমোপস্তৃণাত্যদিত্যাস্ত্বগসি প্রতি ত্বা পৃথিবী বেত্ত্বিতি" ইতি। পূর্ব্ববদ্ব্যাচষ্টে—"অবধূতঁ রক্ষোঽবধূতা অরাতয় ইত্যাহ। রক্ষসামপহত্যৈ। অদিত্যাস্ত্বগসীত্যাহ। ইয়ং বা অদিতিঃ। অস্যা এবৈনত্বচং করোতি। প্রতি ত্বা পৃথিবী বেত্ত্বিত্যাহ প্রতিষ্ঠিত্যৈ। পুরস্তাৎ প্রতীচীনগ্রীবমুত্তরলোমোপস্তৃণাতি মেধ্যত্বায়। তস্মাৎ পুরস্তাৎ প্রত্যঞ্চঃ পশবো মেধমুপতিষ্ঠন্তে। তস্মাৎ প্রজা মৃগংগ্রাহুকাঃ। যজ্ঞো দেবেভ্যো নিলায়ত। কৃষ্ণো রূপং কৃত্বা। যৎকৃষ্ণাজিনে হবিরধিপিনষ্টি। যজ্ঞাদেব তদযজ্ঞং প্রযুঙ্ক্তে। হবিষো স্কন্দায়' (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ৬) ইতি। অবঘাতস্যেবাত্র পেষণস্য বিশিষ্টবিধিঃ॥

২। "দিবঃ স্কম্ভনিরসি প্রতি ত্বাঽদিত্যাস্ত্বগ্বেত্তু।"—কল্পঃ—'তস্মিন্নুদীচীনকুম্বাঁ শম্যাং নিদধাতি দিবঃ স্কম্ভনিরসি প্রতি ত্বাঽদিত্যাস্ত্বগ্বেত্ত্বিতি' ইতি। গদয়া সমানাকারো ব্যামার্দ্ধ-পরিমিতঃ কাষ্ঠবিশেষঃ শম্যা। তাং কৃষ্ণাজিনস্যোপর্য্যুদীচীনশিরস্কাং নিদধ্যাৎ। সা চ পেষণহেতোর্দৃষদঃ পশ্চাভাগধারণেন তদ্ভাগস্যোন্নত্যং করোতি। হে শম্যে ত্বং দ্যুলোকস্য ধারয়িত্র্যসি। তস্মাৎ কৃষ্ণাজিনরূপায়া ভূমেস্ত্বগিয়ং ত্বামভিমন্যতাং। শম্যায়া দ্যুলোকাধারত্ব-মুপপাদয়তি—'দ্যাবাপৃথিবী সহাঽস্তাং। তে শম্যামাত্রমেকমহর্ব্যৈতাঁ শম্যামাত্রমেকমহঃ। দিবঃ স্কম্ভনিরসি প্রতি ত্বাঽদিত্যাস্ত্বগ্বেত্ত্বিত্যাহ। দ্যাবাপৃথিব্যোর্ব্বীত্যৈ' (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ৬) ইতি। প্রজাপতিনা সৃষ্টে দ্যাবাপৃথিব্যৌ পূর্ব্বং জতুকাষ্ঠবৎ পরস্পরং সংশ্লিষ্টে

অভূতাং। তে পশ্চাদেকস্মিন্দিনে শম্যাপ্রমাণেন পরস্পরং বিযুক্তে অভূতাং। প্রতিদিনং তথেতি বিবক্ষয়া বীপ্সোক্তা। তয়োঃ পুনঃ সংশ্লেষে যাগস্যাবকাশো ন স্যাৎ। ততো বিশ্লেষার্থা দিবঃ স্কম্ভনিরিত্যুচ্যতে ॥

৩। "ধিষণাঽসি পর্ব্বত্যা প্রতি ত্বা দিবঃ স্কম্ভনির্ব্বেত্তু।"—কল্পঃ—'তস্যাং প্রাচীং দৃষদমধ্যূহতি ধিষণাঽসি পর্ব্বত্যা প্রতি ত্বা দিবঃ স্কম্ভনির্ব্বেত্ত্বিতি' ইতি। হে পেষণসাধনভূতে দৃষদ্রূপে ত্বং পেষ্টমভিজ্ঞতয়া ধিষণাঽসি দৃঢ়তয়া পর্ব্বতাবস্থানমর্হসি। তাদৃশীং ত্বাং দ্যুলোকধারিকা শম্যাঽভিমন্যতাং। সেয়ং দৃষদ্দৃঢ়তয়া লোকদ্বয়ধারণায় কল্পত ইত্যাহ—'ধিষণাঽসি পর্ব্বত্যা প্রতি ত্বা দিবঃ স্কম্ভনির্ব্বেত্ত্বিত্যাহ। দ্যাবাপৃথিব্যোর্ব্বিধৃত্যৈ' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি।

৪। "ধিষণাঽসি পার্ব্বতেয়ী প্রতি ত্বা পর্ব্বতির্ব্বেত্তু।"—কল্পঃ—'দৃষদ্যুপলামধ্যূহতি ধিষণাঽসি পার্ব্বতেয়ী প্রতি ত্বা পর্ব্বতির্ব্বেত্ত্বিতি' ইতি। পূর্ব্ববৎ। পর্ব্বতিঃ পর্ব্বতসম্বন্ধিনী দৃষৎ। তথৈব ব্যাচষ্টে—"ধিষণাঽসি পার্ব্বতেয়ী প্রতি ত্বা পর্ব্বতির্ব্বেত্ত্বিত্যাহ। দ্যাবাপৃথিব্যোর্দ্ধৃত্যৈ' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি॥

৫। "দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামধি বপামি ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্।"—বৌধায়নঃ—'তস্যাং পুরোডাশীয়ানুদ্বপতি দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামগ্নয়ে জুষ্টমধিবপাম্যগ্নীষোমাভ্যামমুষ্মা অমুষ্মা ইতি যথাদেবতমধিবপতি ধান্যমসি ধিনুহি দেবানিতি' ইতি। আপস্তম্বস্তু ধান্যমসীত্যনেন সহৈকমন্ত্রতামাশ্রিত্যাহঽ—'দেবস্য ত্বেত্যনুদ্রুত্যাগ্নয়ে জুষ্টমধিবপামীতি যথাদেবতং দৃষদি তণ্ডুলানধিবপতি ত্রির্যজুষা তূষ্ণীং চতুর্থং' ইতি। অত্র বাক্যপূরণায়াগ্নয় ইত্যাদিকমধ্যাহৃতমতো যথাম্নাতমেবানূদ্য ব্যাচষ্টে—'দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসব ইত্যাহ প্রসূত্যৈ। অশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যামিত্যাহ। অশ্বিনৌ হি দেবানামধ্বর্য্যূ আস্তাং। পূষ্ণো হস্তাভ্যামিত্যাহ যত্যৈ। অধিবপামীত্যাহ। যথাদেবতমেবৈনানধিবপতি' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। দেবান্ প্রীণয়েতি যদুক্তং তস্য নাস্ত্যনুপপত্তিঃ, আহুতীরূপস্য ধান্যস্যাল্পত্বেঽপি মন্ত্রসামর্থ্যেন তদভিবৃদ্ধেরিত্যাহ—'ধান্যমসি ধিনুহি দেবানিত্যাহ। এতস্য যজুষো বীর্য্যেণ। যাবদেকা দেবতা কাময়তে যাবদেকা। তাবদাহুতিঃ প্রথতে। ন হি তদস্তি। যত্তাবদেব স্যাৎ। যাবজ্জুহোতি' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। বীপ্সা সর্ব্বত্রানুগমার্থা। যদি দ্রব্যং যাবজ্জুহোতি তাবদেব দেবান্ প্রাপ্নুয়াৎ, তদা কথমিদমল্পং দেবান্ প্রীণেয়দিত্যাশঙ্ক্যেত, ন তু তাবদেবেতি নিয়মোঽস্তি কিং তু যাবৎকাম্যতে তাবৎ প্রবর্দ্ধতে। ততঃ সম্ভবত্যেব প্রীণনং॥

৬। "প্রাণায় ত্বাঽপানায় ত্বা ব্যানায় ত্বা।"—বৌধায়নঃ—'পিনষ্টি প্রাণায় ত্বাঽপানায় ত্বা ব্যানায় ত্বেতি' ইতি। আপস্তম্বঃ—'প্রাণায় ত্বেতি প্রাচীমুপলাং প্রোহত্যপানায় ত্বেতি প্রতীচীং ব্যানায় ত্বেতি মধ্যদেশে ব্যবধারয়তি প্রাণায় ত্বাঽপানায় ত্বা ব্যানায় ত্বেতি সন্ততং পিনষ্টি' ইতি। উচ্ছ্বাসনিশ্বাসতৎসন্ধিগতা বৃত্তয়ঃ প্রাণাপানব্যানাঃ। অথ যঃ প্রাণাপানয়োঃ সন্ধিঃ স ব্যান ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। হে হবির্ব্বৃত্তিত্রয়ং যজমানে চিরং স্থাপয়িতুং ত্বাং পিনষ্মি। এতদেব দর্শয়তি—'প্রাণায় ত্বাঽপানায় ত্বেত্যাহ। প্রাণানেব যজমানে দধাতি' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি॥

৭। 'দীর্ঘামনু প্রসিতিমায়ুষে ধাং।''—বৌধায়নঃ—'অথ বাহূ অন্ববেক্ষতে দীর্ঘামনু প্রসিতিমায়ুষে ধামিতি' ইতি। আপস্তম্বঃ—'প্রাচীনন্ততোঽনুপ্রোহ্য' ইতি। প্রসিতিঃ প্রবন্ধঃ কর্ম্মসন্তানঃ। যজমানস্যাঽয়ুরভিবৃদ্ধ্যর্থমিমামবিচ্ছিন্নকর্ম্মসন্ততিহেতুরূপামুপলাং ধারিতবানস্মি। তদেতদাহ—দীর্ঘামনু প্রসিতিমায়ুষে ধানিত্যাহ। আয়ুরেবাস্মিন্দধাতি" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ৬) ইতি॥

৮। "দেবো বঃ সবিতা হিরণ্যপাণিঃ প্রতি গৃহ্ণাতু।"—কল্পঃ—"দেবো বঃ সবিতা হিরণ্যপাণিঃ প্রতি গৃহ্ণাত্বিতি কৃষ্ণাজিনে পিষ্টানি প্রস্কন্দয়তি" ইতি। পূর্ব্ববদ্ব্যাচষ্টে—"অন্তরিক্ষাদিব বা এতানি প্রস্কন্দন্তি। যানি দৃষদঃ। দেবো বঃ সবিতা হিরণ্যপাণিঃ প্রতি গৃহ্ণাত্বিত্যাহ প্রতিষ্ঠিত্যৈ। হবিষোঽস্কন্দায়" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ৬) ইতি। পত্নীং দাসীং বা প্রতি প্রৈষমন্ত্রমুৎপাদ্য ব্যাচষ্টে—"অসংবপন্তী পিꣳষ্বাণূনি কুরুতাদিত্যাহ মেধ্যত্বায়" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ৬) ইতি। তথা চ সূত্রিতং—"অসংবপন্তী পিꣳষ্বাণূনি কুরুতাদিতি সম্প্রেষ্যতি দাসী পিনষ্টি পত্নী বাঽপি বা পত্ন্যবহন্তি শূদ্রা পিনষ্টি" ইতি। হে দাসি তণ্ডুলেষন্যদ্রব্যং কিমপ্যপ্রবেশয়ন্তী পেষণং কুরু। তানি চ পিষ্টানি সূক্ষ্মাণি কুরু। তমিমং প্রৈষমধ্বর্য্যুঃ পঠেৎ। পিষ্টস্য সূক্ষ্মত্বে পুরোডাশদ্বারা যজ্ঞযোগ্যতা ভবতি। অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—"অবেতি পূর্ব্ববত্তত্র শম্যাং স্থাপয়তে দিবঃ। ধিষণা দ্বে তথাঽশ্মানৌ দেবত্যধিবপেদ্ধবিঃ॥ ১॥

প্রাণায়েতি ত্রিভিঃ পিষ্ট্বা দীর্ঘেত্যন্ত উপোহতি। দেবোঽজিনে স্কন্দয়েত প্রোক্তা একাদশ ত্বিহ॥ ২॥" ইতি।'

অথ মীমাংসা।

যদ্যপ্যত্র বিশেষাকারেণ বিচারা বহবো নোপলভ্যন্তে তথাঽপি সামান্যবিচারাঃ পূর্ব্বোক্তা অনুসন্ধেয়াঃ। ইষে ত্বেত্যত্র বাক্যপূর্ত্তয়ে যথাঽধ্যাহারস্তথৈবাধিবপানীত্যত্রাপ্যগ্নয়ে জুষ্টমিত্যাদিকমধ্যাহর্ত্তব্যং। অধ্যাহৃতস্য চানাম্নাতত্বেনামন্ত্রত্বাদূহাদিম্বিব স্বরাপরাধো নাস্তি। কিং চ নবমাধ্যায়স্য প্রথমপাদে চিন্তিতং—"নোহ ঊহোঽথ বা ধান্যশব্দো নাসঙ্গতোক্তিতঃ। ঊহো লক্ষণয়াঽর্থস্য গোপানস্যেব সঙ্গতেঃ" ইতি॥

দৃষদি পেষণায় তণ্ডুলাবাপেঽয়ং মন্ত্রো বিহিতঃ—ধান্যমসি ধিনুহি দেবানিতি। সোঽয়ং ধান্যশব্দোঽসমবেতার্থং ব্রূতে নিস্তুষাণাং তণ্ডুলানাং ধান্যশব্দার্থত্বাভাবাৎ। তদয়ং সবিত্রাদিশব্দবন্নোহনীয় ইতি চেৎ। নৈবং। লক্ষণাবৃত্ত্যা ধান্যশব্দস্য তণ্ডুলরূপেঽর্থে সমবেতত্বাৎ। যথা গাবঃ পীয়ন্ত ইত্যত্র মুখ্যবৃত্ত্যভাবেঽপি নাসমবেতার্থত্বং লোকা বর্ণয়ন্তি কিং তু পয়ো লক্ষয়িত্বাঽর্থং সমবেতমেব প্রতীযন্তি তদ্বৎ। তস্মাচ্ছাক্যানাময়নে ষট্‌ত্রিংশৎসম্বৎসরে ধান্যশব্দ উহনীয়ঃ। তত্র হেবমাম্নায়তে—সংস্থিতেঽহনি গৃহপতির্মৃগয়াং যাতি, স তত্র যান্মৃগান্ হন্তি, তেষাং তরসা সবনীয়াঃ পুরোডাশা ভবন্তীতি। তত্র দৃষদি পেষণায় মাংসমাবপন্মাংসমসি ধিনুহি দেবানিত্যেবং মন্ত্রমূহেৎ। ন চ ধান্যশব্দবল্লক্ষকো মৃগশব্দ উহে প্রয়োক্তব্য ইতি বাচ্যং, লক্ষণাবৃত্তেঃ প্রকৃতাবার্থিকত্বেনাতিদেশানর্হত্বাৎ। তস্মান্মাংসমিত্যেব ধান্যশব্দস্যোহঃ॥

অথ ব্যাকরণং।

অবধূতমিত্যাদয়ো গতাঃ। পর্ব্বত্যেত্যস্য পর্ব্বতমর্হতীত্যস্মিন্নর্থে ছন্দোবিষয়ে তকাররহিতস্য যপ্রত্যয়স্য বিধানাৎ প্রত্যয়স্বরঃ। পার্ব্বতেয়ীত্যত্র ঙীমুদাত্তঃ। পর্ব্বতিরিত্যত্র তদর্হতীত্য-

স্মিন্নর্থে ছান্দস ইকারপ্রত্যয়োঽপ্যুদাত্তঃ। ধান্যশব্দস্য তিল্যশিক্যমর্ত্ত্যকাশ্মর্য্যধান্যকন্যারাজন্য-মনুষ্যাণামিত্যন্তস্বরিতত্বং। ধিনুহীত্যত্র 'সের্হ্যপিচ্চ' (পা০ ৩-৪-৮৭) ইতি সিপঃ স্থান আদিষ্টস্য হিশব্দস্য পিত্বনিষেধাৎ প্রত্যয়স্বরঃ। যদ্যপি বিকরণপ্রত্যয়স্যোকারস্য স্বরঃ সতি-শিষ্টস্তথাঽপি ব্যত্যয়ো দ্রষ্টব্যঃ। প্রসিতিমিত্যত্র কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরে প্রাপ্তে তদপবাদঃ 'তাদৌ চ নিতি কৃত্যতৌ' (পা০ ৬৷২৷৫০) তুপ্রত্যয়ব্যতিরিক্তে তকারাদৌ নিতি কৃতি প্রত্যয়ে পরতঃ পূর্ব্বপদং প্রকৃতিস্বরং ভবতি॥ (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—৬ অনুবাক)॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থ-প্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতা-ভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রপাঠকে ষষ্ঠোঽনুবাকঃ॥ ৬॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—:§ * §:—

পঞ্চম অনুবাকের মন্ত্রসমূহ ব্রীহির অবঘাত-মূলক; আর এই ষষ্ঠ অনুবাকের মন্ত্রগুলি তণ্ডুলপেষণাত্মক। 'ব্রীহি অবঘাত' বলিতে খড় হইতে ব্রীহি বা ধান ছাড়ান, আর তণ্ডুলপেষণ বলিতে সেই ধান ভানিয়া চাউল প্রস্তুত করণ বুঝিতে পারি। অবঘাতমূলক মন্ত্র-সমূহের ন্যায়, পেষণ-সংক্রান্ত মন্ত্র-সমূহেও বিভিন্ন সামগ্রী উপলক্ষিত হইয়াছে। আর উপলক্ষিত তত্তদ্দ্রব্যে মন্ত্র প্রযুক্ত হওয়ায়, সেই সকল সামগ্রীই অনেক স্থলে মন্ত্রের সম্বোধ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। বিনিয়োগ অনুসারে, মন্ত্রে উপলক্ষিত সামগ্রী সম্পর্কে, মন্ত্র যে ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে, এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিতেছি; যথা,—

'অবধূতঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে শম্যাগ্রহণান্তর 'দিবঃ স্কম্ভনীঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে শম্যা স্থাপন করিবে; তার পর, 'ধিষণাসি' মন্ত্রদ্বয়ে পেষণ-সাধনভূত দৃষৎ গ্রহণ করিয়া, 'দেবস্য ত্বা' প্রভৃতি মন্ত্রে হবিঃ অধিবপন, 'প্রাণায় ত্বা' প্রভৃতি মন্ত্রত্রিতয়ে তণ্ডুল পেষণ, 'দীর্ঘামনু' প্রভৃতি মন্ত্রে উপহতি এবং 'দেবো বঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই পিষ্ট তণ্ডুল অঞ্জলি দ্বারা গ্রহণ-পূর্ব্বক কৃষ্ণাজিনে স্থাপন। ফলতঃ, ধান ভানিতে হইলে যেরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বিত হয়, মন্ত্রে সেইরূপ প্রক্রিয়া-পদ্ধতিরই আভাষ পাই।

এইরূপে, ভাষ্যমতে প্রথম মন্ত্রের সম্বোধ্য হইয়াছে—শম্যা, দ্বিতীয় মন্ত্রের সম্বোধ্য—পেষণসাধনভূত দৃষৎ। তৃতীয় মন্ত্রের হবিঃপুরোডাশ, চতুর্থ মন্ত্রের হবির্ত্তিত্রয় সম্বোধন পদ রূপে অধ্যাহৃত হইয়াছে। পঞ্চম মন্ত্রে তণ্ডুল এবং ষষ্ঠ মন্ত্রে তণ্ডুল-পেষণকারী দাসী উপলক্ষিত। এইরূপে ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে, যথাক্রমে তাহা নিম্নে বিবৃত করিতেছি; যথা,—প্রথম মন্ত্র সম্বন্ধে ভাষ্যকারের মন্তব্যের আভাষ পঞ্চম অনুবাকের চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রদ্বয়ে প্রদান করিয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। দ্বিতীয় মন্ত্রে পাষাণভূত শম্যাকে সম্বোধন করা হইয়াছে। মন্ত্রের প্রয়োগ বিধি এইরূপ—'একখণ্ড কৃষ্ণাজিনের উপরিভাগে উত্তর শিয়রে শম্যা স্থাপন

করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। গদার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ব্যামার্দ্ধ পরিমিত কাষ্ঠবিশেষ—শম্যা। সেই শম্যা দৃষতের পশ্চাদ্ভাগ ধারণ করে। দৃষৎ বলিতে যাঁতার ভাব মনে আসে। দুই খণ্ড গোলাকৃতি প্রস্তরে যাঁতা প্রস্তুত হয়। নিম্নভাগস্থ প্রস্তরের কেন্দ্র-স্থানে বিদ্ধ যে কাষ্ঠ-ফলক উপরিভাগস্থ পাষাণ খণ্ডকে ধারণ করে, তাহাই শম্যা পদবাচ্য বলিয়া মনে করি। যাহা হউক, সেই শম্যা-সম্বোধনে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে শম্যে! তুমি দ্যুলোকের ধারয়িত্রী হও। সুতরাং ভূমির ত্বকরূপ এই কৃষ্ণাজিন তোমাকে স্বভূত বলিয়া মনে করুক। অর্থাৎ, কৃষ্ণাজিন পৃথিবীর ত্বকস্বরূপ; তুমি পৃথিবীর অস্থিস্বরূপ। তোমাদের পরস্পর মিলন হউক।' এই মন্ত্রের সহিত একটী আখ্যানের সম্বন্ধ সূচনা করা হয়। তাহা এই—সৃষ্টির প্রাক্কালে পৃথিবী ও স্বর্গ জতুকাষ্ঠের ন্যায় পরস্পর সংশ্লিষ্ট ছিল। পরে সহসা একদিন তাহারা শম্যা প্রমাণে পরস্পর বিযুক্ত হয়। তাহাদের পুনরায় সংশ্লেষে যাগের অবকাশ হয় না। তাই যাগ-নিষ্পাদক বিশ্লেষের নিমিত্ত 'দিবঃ স্কম্ভনীরসি' প্রভৃতি মন্ত্রের সার্থকতা। তৃতীয় মন্ত্র দৃষতের সম্বোধনে বিনিযুক্ত। মন্ত্রের অর্থ—'হে দৃষৎ! তুমি পেষণে অভিজ্ঞ, সুতরাং অতিশয় দৃঢ়। পর্ব্বত হইতে তোমার উৎপত্তি; সুতরাং তোমাকে পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ় বলিয়া মনে করি। তুমি দ্যুলোকধারিকা এই শম্যাকে জান অর্থাৎ তোমার সহিত তাহার মিলন হউক।' তার পর চতুর্থ মন্ত্র। এই মন্ত্রে দৃষতের উপর একখণ্ড উপল (প্রস্তরের উপর আর এক খণ্ড প্রস্তর) স্থাপন করিতে হইবে। তার পর সেই উপলকে লক্ষ্য করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ। মন্ত্রের মর্ম্ম—'হে উপলখণ্ড! তুমি পেষণ ব্যাপারে সমর্থ। তুমিও পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন, দৃষৎও পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন। সে তোমাকে দুহিতার ন্যায় বক্ষে গ্রহণ করুক।' যাহা হউক, কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্মের উপর একটী যাঁতা প্রতিষ্ঠিত হইবার বিষয়ই এই কয়েকটী মন্ত্রে বোধগম্য হয়। যাঁতা প্রতিষ্ঠাপনান্তর তণ্ডুল-পেষণের বিষয় পরবর্ত্তী মন্ত্র-সমূহে পরিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া উপলব্ধি করি।

পঞ্চম মন্ত্রের প্রথমাংশ পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী অনুবাকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পঞ্চম হইতে অষ্টম পর্য্যন্ত মন্ত্র-সমূহের যে সকল অর্থ প্রচলিত আছে, তদনুসারে তণ্ডুলকে, পিষ্ট-তণ্ডুলকে এবং আজ্যকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্র-সমূহ প্রযুক্ত হইয়াছে, প্রতিপন্ন হয়। কর্ম্ম-পদ্ধতি অনুসারে, দৃষতের (প্রস্তর খণ্ডের) উপরে তণ্ডুল রক্ষা করিয়া পঞ্চম মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে বলা হইতেছে—'হে তণ্ডুল! তোমরা ধান্য হইতে উৎপন্ন; সুতরাং দেবগণের প্রীতির কারণ হও।' পরবর্ত্তী মন্ত্র-সমূহ তণ্ডুলকে পেষণ করিবার সময় উচ্চারণের বিধি। তদনুসারে ষষ্ঠ মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে তণ্ডুল! যজমানের প্রাণ অপান ও ব্যান বায়ু বৃদ্ধির জন্য তোমাকে পিষ্ট করিতেছি।' প্রাণাদির ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলেন,—উচ্ছ্বাসে এবং নিশ্বাস এতদুভয়ের সন্ধিগত বৃত্তি-সমূহ প্রাণ অপান ও ব্যান নামে অভিহিত। আবার প্রাণ ও অপানের সন্ধি ব্যান,—শ্রুত্যন্তরে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। তদনুসারে অর্থ হয়,—'হে হবির্বৃত্তিত্রয়! যজমানের চিরপ্রতিষ্ঠার জন্য তোমাদিগকে পিষ্ট করিতেছি। সপ্তম মন্ত্রের অর্থ,—যজমানের আয়ুর্ব্বৃদ্ধির জন্য, হে উপলখণ্ড, তোমাকে আমি ধারণ করিতেছি।' আর অষ্টম মন্ত্রের অর্থ,—'হে দাসি, তুমি তণ্ডুলকে পেষণ কর, যেন তাহার সহিত অন্য কোনও দ্রব্য

প্রবেশ না করে।' যজমানের পত্নী বা দাসী তদভাবে শূদ্রকর্তৃক তণ্ডুল পেষণ করিবার বিধি প্রদর্শিত হইয়াছে।

যাহা হউক, যে কারণে যে উদ্দেশ্যেই মন্ত্রের প্রয়োগ প্রচলিত থাকুক, মন্ত্রের মর্ম্মার্থ বিষয়ে আমাদের মত সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপ। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। অনুবাকের প্রথম মন্ত্র সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য এবং মন্ত্রের তাৎপর্য্য পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। দ্বিতীয় মন্ত্রের লক্ষ্য—দৃষৎ নহে; আমরা মনে করি, ঐ মন্ত্রে মনকে অথবা অসদ্‌বৃত্তিসমূহকে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। মন্ত্রে 'অদিত্যাস্তগেত্তু' বাক্য আছে। ঐ পদে কৃষ্ণাজিনকে লক্ষ্য করিয়া তাহাকেই পৃথিবীর ত্বক বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণাজিনকে পৃথিবীর ত্বক বা অনন্তের ত্বক বলিয়া অভিহিত করায় কি ইষ্ট সংসাধিত হইতে পারে? দ্বিবিধ পদ্ধতিতে এই মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশিত হইতে পারে। প্রথম অসদ্‌বৃত্তি পক্ষে। তাহারাই যে সদ্‌বৃত্তির বাধক বা স্তম্ভনকারী, তাহা বলা যায়। আবার মনঃ পক্ষে, মনোবৃত্তিসমূহকে জ্ঞানের বাধক জানিয়া তাহাকে সতর্ক করিবার উদ্দেশ্যে ঐ বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। শম্যা বা যাঁতার খিল দ্যুলোককে কিরূপে ধারণ করিবে অথবা স্তম্ভিত করিবে? ইহাতে কোনও সুষ্ঠু ভাব দ্যোতনা করে বলিয়া মনে হয় না। সৎকর্ম্মপ্রভাবে মানুষ দেবগণকেও স্তম্ভিত করিতে সমর্থ হয়—এখানে এই ভাবই দ্যোতনা করে বলিয়া মনে করি। আবার মনই দেবভাবের ধারক ও পোষক। সুতরাং মনকে বলা হইতেছে,—'তোমার এমন সামর্থ্য যে, দেবভাবসমূহ তোমাতেই অবস্থিতি করে; অসদ্ভাবও তোমাতেই অবস্থিত। তুমি যদি সম্যক্ ব্যবস্থিত হও; অসৎও সৎ হইতে পারে! এমনই আশ্চর্য্য শক্তি তোমার! সৎসঙ্গে অসৎও যে সদ্ভাবাপন্ন হয়, তাহার দৃষ্টান্ত তো শাস্ত্র ভূয়োভূয়ঃ প্রদর্শিত হইয়াছে! অতএব মন! তুমি সদ্ভাবসম্পন্ন ভগবৎপরায়ণ হও। ভগবানের অনুগ্রহ অবশ্যই লাভ করিতে পারিবে। তৃতীয় মন্ত্রে 'ধিষণা' ও 'পর্ব্বত্যা' এই দুই শব্দের সহিত 'অসি' ক্রিয়াপদের সমাবেশ হওয়ায় মনোবৃত্তিকে সদ্‌বুদ্ধিপ্রদাত্রী ও পর্ব্বতবদ্দৃঢ় হইতে বলা হইয়াছে। ভাষ্যমতে ঐ মন্ত্রে প্রস্তরখণ্ডকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু প্রস্তরখণ্ডের উদ্দেশ্যে মন্ত্র প্রযুক্ত হওয়ায় মন্ত্রে কি উচ্চভাব সূচিত হয়, তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না। চতুর্থ মন্ত্রের সম্বোধ্য—উপলখণ্ড। উপলখণ্ডই বা কি ইষ্ট-সাধনে সমর্থ! 'ধিষণা' পদে ভাষ্যকার 'ধারিকা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সে অর্থও অতি দূর অন্বয়ে কল্পিত হয়। আমরা তাই ঐ পদের অর্থ করিয়াছি—'সদ্‌বুদ্ধিদাত্রী।' প্রস্তরখণ্ডকে কি করিয়া সদ্‌বুদ্ধিদাত্রী বলিতে পারি? প্রকৃতির লীলা-বৈচিত্র্যের মধ্যে মনশ্চাঞ্চল্য অবশ্যম্ভাবী। মনকে দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে বলিয়া, মনোবৃত্তিকে সদ্‌বুদ্ধিপ্রদাত্রী বলিয়া, উপসংহারে খ্যাপন করা হইয়াছে,—'সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে তোমার দৃঢ়তা এমন অবিচঞ্চল হউক; যেন অনন্তশক্তিশালিনী পরাপ্রকৃতিও তাহা অনুভব করিতে পারেন; সেই দৃঢ়তার দ্বারা যাহাতে তুমি তাঁহাকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিতে পার, তদ্বিষয়ে উদ্যোগী হও।

পঞ্চম হইতে অষ্টম পর্য্যন্ত মন্ত্র-সমূহে যোগসাধনার এক মহান্ উপদেশ বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া মনে করি। পঞ্চম মন্ত্রের প্রথম অংশের ব্যাখ্যা, চতুর্থ অনুবাকের সপ্তম মন্ত্রে দ্রষ্টব্য। দ্বিতীয় অংশে মনকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'মন! তুমি ভগবৎপ্রীতিসাধনে বিনিযুক্ত হও। সকল দেবভাব তোমাতে প্রতিষ্ঠিত থাকুক।' সেই দেবভাব কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, কি প্রকারে চিত্ত ভগবানের প্রীতিসাধনে প্রযুক্ত হইতে সমর্থ হয়, পরবর্ত্তী মন্ত্রত্রয়ে তাহারই ব্যঞ্জনা আছে।

যোগ বলিতে কি বুঝি? 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'। চিত্তবৃত্তিনিরোধ করার নামই যোগ। বায়ুনিরোধই চিত্তস্থৈর্য্যের প্রধান উপায়। ষষ্ঠ মন্ত্রের তাই প্রথম উপদেশ—প্রাণবায়ুর সংযম-সাধন। জীবনীশক্তি যাহাতে অপচয়িত না হয়, এ মন্ত্রের তাহাই লক্ষ্য। কত দিক হইতে কত প্রকারে প্রাণবায়ু বহির্গত হইতেছে—জীবনীশক্তি ক্ষয় পাইতেছে? প্রাণবায়ু সংরক্ষণ-পক্ষে সংযম অবলম্বন—সেই ক্ষয় বা অপচয় নিবারণের উপায়। এ বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার ক্ষেত্র এখানে নহে। যোগতত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ হইলে, সে সকল বিষয় আপনিই অধিগত হইয়া আসে। ব্যান ও অপান বায়ু সংযমের বিবৃতি-প্রসঙ্গে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতে পারে। ব্যান-বায়ু সংযত করিবার উদ্দেশ্য—শারীরিক শক্তির অপচয়-নিবারণ। কত প্রকারে দৈহিক চাঞ্চল্য—ইন্দ্রিয়াদির বিক্ষোভ-বিশৃঙ্খলা—নিত্য নিত্য মানুষের সেই শক্তিকে ক্ষয় করিতেছে! সে অপচয় নিবারণ করিতে না পারিলে, মানুষ, তুমি কয় দিন বাঁচিবে? অপান বায়ু নিরুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য—ব্যাধি-নিবারণ। উৎসৃজন হেতু যে বায়ুর দ্বারা জীবন রক্ষা হয়, তাহাই অপান বায়ু। অপানবায়ু নিম্নগামী। সে বায়ু ত্যাগ করিতে না পারিলে উদরস্তম্ভনজনিত বিবিধ পীড়ার উদয় হয়। তাই ত্রিবিধ বায়ু নিরোধের উপদেশ মন্ত্রে প্রদান করা হইয়াছে। সত্ত্বরজস্তমঃ—ত্রিগুণের সাম্য-সাধন সকল অবস্থায়ই বিশেষ প্রয়োজন। এখানে এ মন্ত্রে সেই ত্রিগুণ-সাম্য-সাধনও লক্ষীভূত বলিয়া মনে হয়।

সপ্তম মন্ত্রে এ বিষয়টী অধিকতর বিশদীকৃত হইয়াছে। মানুষ বুঝিতে চায়—সে সংযমের উদ্দেশ্য কি? প্রথম উদ্দেশ্য—আয়ুর্ব্বৃদ্ধি। কি জন্য আয়ুঃ বৃদ্ধির প্রয়োজন? সংসারে অশেষ-বিধ সৎকর্ম্ম আছে। তৎসমূহ সংসাধনের জন্যই তোমার আয়ুর্ব্বৃদ্ধির প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া যদি সংযম-সাধনা অভ্যাস কর, তোমার আয়ুর্ব্বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। মন্ত্রের প্রথমাংশে সেই তত্ত্বই ব্যক্ত হইয়াছে। মন্ত্র তার পর বলিতেছে,—সে পথে কি বিঘ্ন বিদ্যমান আছে! তোমার অসদ্বৃত্তি-সমূহই সে পথের দারুণ অন্তরায়। তাই শেষ বা অষ্টম মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে,—'ভগবান যেন অসদ্বৃত্তি-সমূহকে অন্তর হইতে অপসারিত করেন।'

অন্য ভাবে সপ্তম মন্ত্রে চরম প্রার্থনা সূচিত হইয়াছে বলিয়াও মনে করিতে পারি। আমার মন যেন সকল সৎকর্ম্মে—ভগবানের প্রীতিসাধক সৎকর্ম্মে নিয়োজিত হয়,—এরূপ বাক্যে কি বুঝি? বুঝিতে পারি না কি, আমি যেন এমন কিছু অপকর্ম্ম না করি, যাহা ভগবৎপ্রীতির অন্তরায় হয়? পরন্তু আমার কর্ম্ম যেন এমন হয়, যাহাতে ভগবানের সন্তোষ বিধান করিয়া আমি পরিতৃপ্ত হইতে পারি। ফলতঃ, তোমার সন্তোষ বর্দ্ধন করিয়া তোমার সেবায় তোমার উদ্দেশ্যে বিহিত সৎকর্ম্মে আমার প্রীতি আসুক, এ ভাবের তুলনা আছে কি? শ্রীমদ্ভাগবতে

ব্যাসদেবের লেখনীমুখে বুঝি বা এই ভাবের কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। আর বুঝি গীতায় মধ্যে ভগবদ্বাক্যে অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশ ব্যপদেশে এই ভাবের কথঞ্চিৎ দ্যোতনা আছে। শাস্ত্র-সমুদ্রের অনন্ত বক্ষে নানা আকারে এ ভাব পরিস্ফুট বটে; কিন্তু এ ভাবে ভাবুক হইতে পারিয়াছেন—সংসারের কয় জন? এ ভাবের একটু প্রস্ফুট চিত্র—শ্রীমতী শ্রীরাধা; কিন্তু তিনি লোকাতীত—এখন আর এ লোকের নহেন—গোলোকের। ধ্রুব-প্রহ্লাদাদি হরি-পরায়ণগণ—অধুনা উপাখ্যানের আসন গ্রহণ করিয়া আছেন। তবে আর কাহার আদর্শ সম্মুখে ধরিব? কে আর কহিবে এখন—

'তোমারি সুখেতে, আমারই সুখ,
তোমারি সেবায় প্রীতি পাই।
তোমারি হাসি অমিয় রাশি
হৃদয়ে মাখিয়া স্নিগ্ধ হই।'

ফলতঃ, সর্ব্বকর্ম্ম তাঁহাতে সমর্পণ;—তাঁহারই কর্ম্ম তাঁহারই উদ্দেশ্যে সাধিত হইতেছে, এই মনে করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওন;—এ ভিন্ন শ্রেষ্ঠ সাধনা সংসারীর পক্ষে আর কি হইতে পারে? ইহাই তো চরম সাধনা! আমরা মনে করি, মন্ত্র এও এক উপদেশ অন্তরে ধারণ করিয়া বিকাশ পাইয়াছে। আমাদের মতে মন্ত্রে এইরূপ উচ্চভাবই সূচিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—৬ অনুবাক)॥

———*———

সপ্তমঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমোঽষ্টকঃ। প্রথমঃ প্রপাঠকঃ। সপ্তমোঽনুবাকঃ।)

(১) ধৃষ্টিরসি ব্রহ্ম যচ্ছ। (২) অপাগ্নেঽগ্নিমামাদং জহি
নিষ্ক্রব্যাদঁ সেধাঽদেবযজং বহ।

(৩) নির্দ্দগ্ধঁ রক্ষো নির্দ্দগ্ধা অরাতয়ো ধ্রুবমসি পৃথিবীং দৃঁহায়ুর্দ্দৃঁহ
প্রজাং দৃঁহ সজাতানস্মৈ যজমানায় পর্য্যূহ।

(৪) ধর্ত্রমস্যন্তরিক্ষং দৃꣳহ প্রাণং দৃꣳহাপানং দৃꣳহ সজাতানস্মৈ

যজমানায় পর্য্যূহ ধরুণমসি দিবং দৃꣳহ চক্ষুঃ দৃꣳহ শ্রোত্রং

দৃꣳহ সজাতানস্মৈ যজমানায় পর্য্যূহ ধর্ম্মাসি দিশো দৃꣳহ

যোনিং দৃꣳহ প্রজাং দৃꣳহ সজাতানস্মৈ যজমানায়

পর্য্যূহ চিতঃ স্থ প্রজামস্মৈ রয়িমস্মৈ

সজাতানস্মৈ যজমানায় পর্য্যূহ।

(৫) ভৃগূণামঙ্গিরসাং তপসা তপ্যধ্বং।

(৬) যানি ঘর্ম্মে কপালান্যুপচিন্বন্তি বেধসঃ। পূষ্ণস্তান্যপি

ব্রত ইন্দ্রবায়ূ বি মুঞ্চতাং ॥ ৭ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) ধৃষ্টিঃ। অসি। ব্রহ্ম। যচ্ছ। (২) অপেতি। অগ্নে। অগ্নিম্। আমাদমিত্যাম—অদম্।

জহি। নিরিতি। ক্রব্যাদমিতি ক্রব্য—অদম্। সেধ। এতি।

দেবযজমিতি দেব—যজম্। বহ। নির্দগ্ধমিতি।

(৩) নিঃ-দগ্ধম্। রক্ষঃ। নির্দ্দগ্ধা ইতি নিঃ—দগ্ধাঃ। অরাতয়ঃ। ধ্রুবম্। অসি।
পৃথিবীম্। দৃꣳহ। আয়ুঃ। দৃꣳহ। প্রজামিতি প্র—জাম্। দৃꣳহ।
সজাতানিতি স—জাতান্। অস্মৈ। যজমানায়। পরীতি। ঊহ।

(৪) ধর্ত্রম্। অসি। অন্তরিক্ষম্। দৃꣳহ। প্রাণমিতি প্র—অনম্। দৃꣳহ। অপানমিত্যপ—
অনম্। দৃꣳহ। সজাতানিতি স—জাতান্। অস্মৈ। যজমানায়। পরীতি। ঊহ।
ধরুণম্। অসি। দিবম্। দৃꣳহ। চক্ষুঃ। দৃꣳহ। শ্রোত্রম্। দৃꣳহ। সজাতানিতি
স—জাতান্। অস্মৈ। যজমানায়। পরীতি। ঊহ। ধর্ম্ম। অসি। দিশঃ।
দৃꣳহ। যোনিম্। দৃꣳহ। প্রজামিতি প্র—জাম্। দৃꣳহ। সজাতানিতি। স—
জাতান্। অস্মৈ। যজমানায়। পরীতি। ঊহ। চিতঃ। স্থ।
প্রজামিতি প্র—জাম্। অস্মৈ। রয়িম্। অস্মৈ। সজাতানিতি
স—জাতান্। অস্মৈ। যজমানায়। পরীতি। ঊহ।

(৫) ভৃগূণাম্। অঙ্গিরসাম্। তপসা। তপ্যধ্বম্।

(৬) যানি। ঘর্ম্মে। কপালানি। উপচিন্বতীত্যুপ—চিন্বন্তি। বেধসঃ। পূষ্ণঃ। তানি।

অপীতি। ব্রতে। ইন্দ্রবায়ূ ইতীন্দ্র—বায়ূ। বীতি। মুঞ্চতাম্॥ ৭॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে মনঃ! ত্বং 'ধৃষ্টিঃ' (ধর্ষণে সমর্থঃ—সর্ব্বশত্রূণাং ইতি যাবৎ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং 'ব্রহ্ম' (পরব্রহ্মং, সত্ত্বভাবং বা) 'যচ্ছ' (প্রযচ্ছ)। অথবা হে মনঃ! ত্বং 'ধৃষ্টিঃ' (প্রগল্ভং, চঞ্চলং) 'অসি' (ভবসি); অতঃ 'ত্বং' 'ব্রহ্ম' (পরব্রহ্মপ্রাপ্তয়ে, ভগবৎকৃপা-লাভায়—তৎপ্রীতিহেতুভূতায় কর্ম্মসম্পাদনায় ইতি ভাবঃ) 'যচ্ছ' (প্রবুদ্ধো ভব, যদ্বা—চাঞ্চল্যং পরিত্যজ্য স্থিরঃ ভব ইতি ভাবঃ)। অথবা হে মনঃ! ত্বং হি 'ধৃষ্টিঃ' (সর্ব্বস্য ধারকঃ) 'ব্রহ্ম' (পরব্রহ্মঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং 'যচ্ছ' (অবিচঞ্চলঃ ভব, যদ্বা—সত্ত্বভাবং পরমধনং মোক্ষং বা প্রযচ্ছ ইতি শেষঃ)।

২। 'অগ্নে' (হে প্রজ্ঞানস্বরূপ দেব!) ত্বং 'আমাদং অগ্নিং' (অপক্বং জ্ঞান, বিভ্রমং ইতি যাবৎ) 'অপ জহি' (বিদূরয়); (খ) 'ক্রব্যাদং' (দাহকং, রাক্ষসং, শত্রুং চ) 'নিঃ সেধ' (নিঃশেষেণ বিনাশয়, দূরে পরিত্যজ ইতি যাবৎ); ততঃ 'দেবযজং' (দেবভাবসাধকং জ্ঞানাগ্নিং ইত্যর্থঃ) 'আবহ' (আনয়, সর্ব্বতোভাবেন অস্মাকং অন্তরদেশে উদ্দীপিতং কুরুহি ইতি ভাবঃ); অথবা—হে মনঃ! 'দেবযজং' (দেবযজনরূপং, দেবভাবসাধকং জ্ঞানাগ্নিং ইতি যাবৎ) 'আবহ' (আনয়, হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়)। যদ্বা, হে অগ্নে! 'দেবযজং' (দেবভাবসাধকেন জ্ঞানাগ্নিরূপেণ ইতি যাবৎ) 'আ বহ' (সর্ব্বতোভাবেন অস্মাকং অন্তরদেশে প্রবহমানঃ ভব)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ। দাহকঃ অজ্ঞানরূপো বা যঃ অগ্নিঃ সদা প্রত্যক্ষীভূতো ভবতি সঃ সেধনীয়ঃ। জ্ঞানাগ্নিঃ হি সর্ব্বসিদ্ধিদায়কঃ। অতঃ যৎপ্রভাবেন দেবভাবং উপজয়তি তমগ্নিং আরাধয় ইতি ভাবঃ।

৩। হে দেব! তব প্রভাবেন 'রক্ষঃ' (শত্রুঃ, দুর্ব্বুদ্ধিরূপঃ অন্তঃশত্রুঃ ইত্যর্থঃ) 'নির্দ্দগ্ধং' (নিঃশেষেণ দগ্ধং, বিনাশপ্রাপ্তং ইত্যর্থঃ) ভবতু; অপিচ 'অরাতয়ঃ' (কামক্রোধাদয়ঃ রিপু-শত্রবঃ ইতি ভাবঃ) 'নির্দ্দগ্ধাঃ' (নিঃশেষেণ দগ্ধাঃ, ভস্মীভূতাঃ ইত্যর্থঃ) ভবতু। অস্মাকং সর্ব্বে শত্রবঃ সমূলেন বিনাশং যান্তু ইতি ভাবঃ।

(খ) হে মনঃ! ত্বং 'ধ্রুবং' (স্থিরং, একাগ্রং ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং 'পৃথিবীং' (আধারক্ষেত্রং—সদ্বৃত্তিমূলং) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু), 'আয়ুঃ' (সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং, যদ্বা—সৎকর্ম্মশীলং পূর্ণজীবনং চিরজীবনং বা ইত্যর্থঃ) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু), 'প্রজাং' (লোকানুরাগং, বিশ্বপ্রীতিং ইতি ভাবঃ) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু)।

(গ) তদনন্তর হে মনঃ অথবা হে দেব! 'অস্মৈ' (প্রবর্ত্তমানায়) 'যজমানায়' (প্রার্থনা-

কারিণে—সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতৃণাং কল্যাণ-সাধনায় ইতি ভাবঃ) 'সজাতান্' (জন্মসহজাতাঃ বন্ধন-মূলকাঃ সৎপ্রতিবন্ধকাঃ অসদ্বৃত্তীঃ ইতি যাবৎ) 'পর্য্যূহ' (পরিতঃ অভিভব, নাশয় ইত্যর্থঃ)।

৪। (ক) হে মনঃ! ত্বং 'ধত্র্রং' (ধারকং, সত্ত্বভাবসংরক্ষকং) 'অসি' (ভবসি); অতঃ 'অন্তরিক্ষং' (অন্তরিক্ষবৎ অনন্তং—সদ্ভাবানাং সর্ব্বব্যাপকত্বং ইতি ভাবঃ) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু), তথা 'প্রাণং' (প্রাণশক্তিং—সৎকর্ম্মসাধনশীলাং ইতি যাবৎ) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু), 'অপানং' (চৈতন্যং—পরমাত্মানোহংশীভূতং ইতি ভাবঃ) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু); তদনন্তর হে মনঃ! ত্বং 'অস্মৈ' (সৎকর্ম্মসু প্রবর্ত্তমানায়) 'যজমানায়' (প্রার্থনাকারিণে—অস্য সাধনরতস্য কল্যাণায় ইতি ভাবঃ) 'সজাতান' (জন্মসহজাতান্ বন্ধনমূলকান সৎপ্রতিবন্ধকান্ অন্তঃশত্রূন্ ইতি যাবৎ) 'পর্য্যূহ' (অভিভব, পরিতো চ্ছাদয়—সদ্ভাবেন ইতি ভাবঃ)।

(খ) হে মনঃ! ত্বং 'ধরুণং' (ধারকং, সদ্বৃত্তিপালকং) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং 'দিবং' (দেবভাবং, শুদ্ধসত্ত্বং বা) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু), তথা 'চক্ষুঃ' (দর্শনশক্তিং, সদ্বস্তুদর্শন-সামর্থ্যং ইতি ভাবঃ) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু), তথা 'শ্রোত্রং' (শ্রবণশক্তিং, সদ্বাক্যশ্রবণসামর্থ্যং ইত্যর্থঃ) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু); ততঃ হে মনঃ! ত্বং 'অস্মৈ' (সৎকর্ম্মসু প্রবৃত্তায়) 'যজমানায়' (প্রার্থনাকারিণে—অস্য সাধনরতস্য কল্যাণায় ইতি ভাবঃ) 'সজাতান্' (জন্মসহজাতান্ বন্ধনমূলকান্ সৎপ্রতিবন্ধকান্ অন্তঃশত্রূন্ ইতি যাবৎ) 'পর্য্যূহ' (অভিভব, পরিতো চ্ছাদয়—সদ্ভাবেন ইতি ভাবঃ)।

(গ) হে মনঃ! ত্বং 'ধর্ম্ম' (প্রকাশশীলং) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং 'দিশঃ' (সর্ব্বাসু দিক্ষু পরিব্যাপ্তং সদ্ভাবং, যদ্বা—বিশ্বব্যাপকং শুদ্ধসত্ত্বং অথবা বিশ্বহিতসাধনসামর্থ্যং ইতি ভাবঃ) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু), তথা 'যোনিং' (সদ্বৃত্তিমূলং, সদ্বৃত্তেরাধারং বা) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু), 'প্রজাং' (লোকানুরাগং, বিশ্বপ্রীতিং ইত্যর্থঃ) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু); ততঃ 'অস্মৈ' (সৎকর্ম্মসু প্রবৃত্তায়) 'যজমানায়' (প্রার্থনাকারিণে—অস্য সাধনরতস্য সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতুঃ কল্যাণায় ইতি ভাবঃ) 'সজাতান্' (জন্মসহজাতান্ বন্ধনমূলকান্ সৎপ্রতিবন্ধকান্ অন্তঃশত্রূন্ ইতি ভাবঃ) 'পর্য্যূহ' (পরিতো ছাদয়, সদ্ভাবসঞ্চারেণ বিদূরয় ইত্যর্থঃ)।

(ঘ) 'চিতঃ' (হে চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ) যূয়ং 'স্থ' (ভবথ—ভগবদনুসারিণঃ ইতি ভাবঃ)। পরং চ 'অস্মৈ' (মোক্ষকামিনে) 'প্রজাং' (সদ্ভাবমূলকং বিশ্বপ্রীতিং) প্রদেহি ইতি শেষঃ; অপিচ 'অস্মৈ' (মোক্ষকামিনে) 'রয়িং' (পরমধনং) প্রযচ্ছতি শেষঃ; কিঞ্চ 'অস্মৈ' (সৎকর্ম্মসু প্রবৃত্তায়) 'যজমানায়' (প্রার্থনাকারিণে—অস্য সাধনরতস্য কল্যাণায় ইতি ভাবঃ) 'সজাতান্' (জন্মসহজাতান্ বন্ধনমূলকান্ সৎপ্রতিবন্ধকান্ অন্তঃশত্রূন্ ইতি যাবৎ) 'পর্য্যূহ' (বিনাশয়, পরিতো ছাদয়—সদ্ভাবেন ইতি ভাবঃ)।

৫। হে চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ। যূয়ং 'ভৃগূণাং' (অত্যুচ্চানাং) 'অঙ্গিরসাং' (জ্ঞানানাং লাভায় ইতি যাবৎ) 'তপসা' (সাধনাপ্রভাবেন, একাগ্রেণ) 'তপ্যধ্বং' (ভগবন্তং আরাধয়ত)। * সৎকর্ম্মসহজাতানাং বিশিষ্টানাং জ্ঞানানাং লাভ এব ভগবৎপ্রাপ্তিকারণং ভবতি ইতি ভাবঃ।

---

* 'ভৃগূণাং' এবং 'অঙ্গিরসাং' শব্দদ্বয়ে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, আপাতঃদৃষ্টিতে তাহা সাধারণের পক্ষে বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু মন্ত্রার্থের পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা

৬। 'বেধসঃ' (মেধাবিনঃ, আত্মদর্শিনঃ ইতি ভাবঃ) 'ধর্ম্মে' (প্রকাশশীলে, প্রবর্দ্ধমানে জ্ঞানাগ্নৌ ইত্যর্থঃ) 'যানি' (প্রসিদ্ধানি) 'কপালানি' (অবরোধকানি, জ্ঞানাবরণানি ইত্যর্থঃ) 'উপচিন্বন্তি' (প্রক্ষিপন্তি ইতি যাবৎ) 'ইন্দ্রবায়ূ' (প্রাণশক্তিদায়কৌ হে দেবৌ !) 'পূষ্ণঃ' (সম্ভাবপোষকস্য, সদ্ভাবকামিনঃ ইত্যর্থঃ) 'ব্রত' (ব্রতে, যাগাদিরূপে সৎকর্ম্মে ইতি যাবৎ— আবির্ভূতৌ সন্তৌ ইতি ভাবঃ) 'তানি' (সদ্ভাবাবরোধকানি আবরণানি ইত্যর্থঃ) 'বিমুঞ্চতাং' (অপসারয়তাং, বিযুক্তানি কুরুতাং ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—৭ অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে মন! তুমি শত্রুসমূহের ধর্ষণে সমর্থ হও। অতএব তুমি পরব্রহ্ম (সত্ত্বভাব) প্রদান কর। অথবা হে মন! তুমি স্বতঃই প্রগল্‌ভ অর্থাৎ চঞ্চল আছ; অতএব তুমি ভগবানের কৃপালাভের নিমিত্ত তাঁহার প্রীতি-হেতুভূত কর্ম্মসম্পাদনে প্রবুদ্ধ হও অর্থাৎ চাঞ্চল্য পরিহার করিয়া স্থির হও। অথবা, হে মন! তুমি সকলের ধারক পরব্রহ্মস্বরূপ হও; অতএব তুমি সত্ত্বভাবরূপ পরমধন অর্থাৎ মোক্ষ প্রদান কর।

২। হে প্রজ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনি অপক্ব জ্ঞান (বিভ্রম) বিদূরিত করুন। (খ) দুষ্টজ্ঞান অর্থাৎ পাপবুদ্ধিরূপ দহনজ্বালাপ্রদ শত্রুকে নিঃশেষ করুন। (গ) তার পর দেবভাবসাধক জ্ঞানাগ্নিকে আনয়ন করিয়া আমাদের অন্তরে সর্ব্বতোভাবে প্রদ্দীপিত করুন; অথবা, হে মন! দেবভাবসাধক জ্ঞানাগ্নিকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা কর; অথবা হে অগ্নিদেব! দেবভাবসাধক জ্ঞানাগ্নিরূপে সর্ব্বতোভাবে আপনি আমাদের অন্তরদেশে বিস্তৃত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থামূলক। ভাব এই যে,—দাহক বা অজ্ঞান-রূপ যে অগ্নি সদা-প্রত্যক্ষীভূত হয়, তদনুসরণে বিরত হও; জ্ঞানাগ্নিই সর্ব্বসিদ্ধিকারক; তাহারই অনুসরণ কর)।

করিতে হইলে, ঐ পদদ্বয়ে কখনই ঋষি-বিশেষের প্রতি লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে হয় না। ধাত্বর্থ ও শব্দার্থের অনুসরণে 'ভৃগু' শব্দে 'অত্যুচ্চ' এবং 'অঙ্গিরস' শব্দে 'জ্ঞান' অর্থ পরিগৃহীত হইতে পারে। সেই অর্থই এখানে সুসঙ্গত। 'তপ্যধ্বং' ক্রিয়াপদের সার্থকতা তাহাতেই প্রতিপন্ন হয়। অপিচ ভৃগু ও অঙ্গির ঋষিদ্বয় ক্রান্তদর্শী হইলেও তাঁহারা মানুষ। মনুষ্য সম্বন্ধ প্রখ্যাপিত হইলে বেদমন্ত্রের পৌরুষেয়ত্বে বিঘ্ন ঘটে; নিত্যত্বও সিদ্ধ হয় না। আমরা যে অর্থ নিষ্পন্ন করিলাম, তাহাতে বেদমন্ত্রের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

৩। (ক) হে দেব! আপনার প্রভাবে দুর্ব্বুদ্ধিরূপ অন্তঃশত্রু নিঃশেষে বিদগ্ধ (বিনাশপ্রাপ্ত) হউক; অপিচ, কাম-ক্রোধাদি রিপুশত্রু নিঃশেষে দগ্ধ (ভস্মীভূত) হউক। (ভাবার্থ এই যে—আমাদের সকল শত্রু নিঃশেষে বিনাশপ্রাপ্ত হউক)।

(খ) হে মন! তুমি স্থির একাগ্র হও। সদ্বৃত্তিমূল অধারক্ষেত্রকে দৃঢ় কর, সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যকে অথবা সৎকর্ম্মশীল পূর্ণজীবনকে রক্ষা কর, এবং লোকানুরাগ বা বিশ্বপ্রীতি দৃঢ় (রক্ষা) কর।

(গ) তদনন্তর হে মন! অথবা হে দেব! সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত প্রার্থনাকারীর কল্যাণসাধনের নিমিত্ত তাহার জন্মসহজাত সৎপ্রতিবন্ধক অর্থাৎ বন্ধনমূলক অসদ্বৃত্তি-সমূহকে অভিভূত বা অপসারিত কর।

৪। (ক) হে মন! তুমি সত্ত্বভাবসংরক্ষক হও। অতএব অন্তরিক্ষবৎ অনন্ত অর্থাৎ সত্ত্বভাব সমূহের সর্ব্বব্যাপিত্ব দৃঢ় কর; আর সৎকর্ম্ম-সাধনশীল প্রাণশক্তিকে এবং পরমাত্মার অংশভূত চৈতন্যকে তোমাতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত কর। তদনন্তর হে আমার মন! অথবা হে ভগবন্! তুমি সৎকর্ম্ম-প্রবৃত্ত সাধনরত প্রার্থনাকারীর কল্যাণকামনায় তাহার জন্ম-সহজাত সৎপ্রতিবন্ধক অর্থাৎ বন্ধনমূলক অসদ্বৃত্তি-সমূহকে (সদ্ভাবাদির দ্বারা) সর্ব্বতোভাবে আবরণ অর্থাৎ বিনাশ কর।

(খ) হে মন! তুমি সদ্বৃত্তিসমূহের ধারক ও পালক হও। অতএব তুমি শুদ্ধসত্ত্ব-দেবভাব দৃঢ় কর অর্থাৎ তোমাতে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত কর; সদ্বস্তুদর্শনসামর্থ্য দৃঢ় কর, সদ্বাক্যশ্রবণসামর্থ্য দৃঢ় কর। তদনন্তর হে মন! সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত সাধনরত প্রার্থনাকারীর কল্যাণ-কামনায় তাহার জন্মসহজাত সৎপ্রতিবন্ধক বন্ধন-হেতুভূত অন্তঃশত্রুদিগকে (সদ্ভাবের দ্বারা) আচ্ছাদিত কর অর্থাৎ অপসারিত কর।

(গ) হে মন! তুমি প্রকাশশীল হও। অতএব তুমি সর্ব্বদিকে পরিব্যাপ্ত সদ্ভাবকে অর্থাৎ বিশ্বব্যাপক শুদ্ধসত্ত্বকে বা বিশ্বহিতসাধন-সামর্থ্যকে দৃঢ় কর অর্থাৎ তোমাতে দৃঢ়-রূপে প্রতিষ্ঠিত কর; এবং সদ্বৃত্তির মূল বা আধারকে দৃঢ় কর এবং লোকানুরাগ বা বিশ্বপ্রীতি দৃঢ় কর। তদনন্তর হে আমার মন! সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত সাধনরত প্রার্থনাকারীর (আমার) জন্ম-

সহজাত বন্ধনমূলক সৎপ্রতিবন্ধক অন্তঃশত্রুদিগকে (সদ্ভাবের দ্বারা) আচ্ছাদিত অর্থাৎ বিদূরিত কর।

(ঘ) হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা ভগবদনুসারী হও। তার পর মোক্ষকামীকে (আমাকে) সদ্ভাবমূলক বিশ্বপ্রীতি প্রদান কর। অপিচ, মোক্ষকামীকে (আমাকে) পরমধন প্রদান কর; এবং সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত সাধনরত প্রার্থনাকারীর (আমার) কল্যাণের নিমিত্ত জন্মসহজাত সৎপ্রতিবন্ধক বন্ধমূলক অন্তঃশত্রুদিগকে সদ্ভাবের দ্বারা পরিবৃত কর।

৫। হে চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা অত্যুচ্চ জ্ঞান-লাভের নিমিত্ত একাগ্রতার সহিত ভগবানের আরাধনায় নিরত হও। সৎকর্ম্ম-সহজাত বিশিষ্ট-জ্ঞান-লাভই ভগবৎ-প্রাপ্তির কারণ হইয়া থাকে।

৬। মেধাবী অর্থাৎ আত্মদর্শিগণ প্রকাশশীল অর্থাৎ প্রবর্দ্ধমান জ্ঞানাগ্নিতে যে প্রসিদ্ধ জ্ঞানাবরণ-সমূহকে প্রক্ষিপ্ত করেন; জ্ঞান-শক্তি-প্রজনক হে ইন্দ্র-বায়ু দেবদ্বয়! আপনারা উভয়ে সদ্ভাবপোষক (অনুষ্ঠাতার) যাগাদি সৎকর্ম্মে (আবির্ভূত হইয়া) সেই সদ্ভাবাবরোধক আবরণ-সমূহকে বিমুক্ত অর্থাৎ অপসারিত করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক)॥ (১অ—১প্র—৭অ)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

ষষ্ঠানুবাকে পেষণমুক্তং। যদ্যপ্যনন্তরং পুরোডাশো নিষ্পাদনীয়স্তথাঽপ্যতপ্তেষু কপালেষু পুরোডাশস্য শ্রপয়িতুমশক্যত্বাৎ সপ্তমে কপালোপধানমভিধীয়তে।

১। "ধৃষ্টিরসি ব্রহ্ম যচ্ছ।"—কল্পঃ—'ধৃষ্টিরসি ব্রহ্ম যচ্ছেত্যুপবেষনাদায়' ইতি। পলাশশাখামূলে ছিন্নঃ প্রাদেশপরিমিত উপবেষঃ। হে উপবেষ ত্বমঙ্গারাণাং ধর্ষণে সমর্থোঽসি। অতো ব্রহ্মশব্দোদিতং পুরোডাশরূপং দেবান্নং প্রযচ্ছ। ধৃষ্টিশব্দো ধৈর্য্য-দ্যোতনায়েত্যাহ—'ধৃষ্টিরসি ব্রহ্ম যচ্ছেত্যাহ ধৃত্যৈ' (ব্রা॰ কা॰ ৩ প্র॰ ২ অ॰ ৭) ইতি॥

২। "অপাগ্নেঽগ্নিমামাদং জহি নিষ্ক্রব্যাদং সেধাঽদেবযজং বহ।"—কল্পঃ—'অপাগ্নেঽগ্নি-মামাদং জহীতি গার্হপত্যাদাহবনীয়াদ্বা প্রত্যঞ্চাবঙ্গারৌ নির্ব্বর্ত্ত্য নিষ্ক্রব্যাদং সেধেতি তয়োরন্যতরমুত্তরমপরমবান্তরদেশং বা নিরস্যাঽদেবযজং বহেতি দক্ষিণামস্থাপ্য' ইতি। হে গার্হপত্যাগ্নে যোঽগ্নিঃ শাস্ত্রীয়ং পাকমন্তরেণাঽমং দ্রব্যমত্তি ন তু পাকার্থস্থাপিতস্য পাকং করোতি তমপনয় মারয়। যশ্চ লৌকিকং মাংসমত্তি তমপি নিষেধয়। যস্তু দেবান্ যজতি তমাবহ। যথোক্তস্যাগ্ন্যানয়নস্য কপালোপধানার্থতাং দর্শয়ন্ প্রশংসতি—'অপাগ্নেঽগ্নিমামাদং জহি নিষ্ক্রব্যাদং সেধাঽ দেবযজং বহেত্যাহ। য এবাঽমাৎক্রব্যাৎ তমপহত্য। মেধ্যেঽগ্নৌ কপালমুপদধাতি' (ব্রা॰ কা॰ ৩ প্র॰ ২ অ॰ ৭) ইতি॥

৩। "নির্দ্দগ্ধ৺ রক্ষো নির্দ্দগ্ধা অরাতয়ো ধ্রুবমসি পৃথিবীং দৃ৺হায়ুর্দ্দৃ৺হ প্রজাং দৃ৺হ সজাতানস্মৈ যজমানায় পর্য্যূহ।"—নির্দ্দগ্ধ৺ রক্ষো নির্দ্দগ্ধা অরাতয়ো ধ্রুবমসি পৃথিবীং দৃ৺হায়ুর্দ্দৃ৺হ প্রজাং দৃ৺হ সজাতানস্মৈ যজমানায় পর্য্যূহেত্যেতয়োর্ম্মন্ত্রয়োরর্থক্রমেণ বিনিয়োগঃ কল্পে দর্শিতঃ—'ধ্রুবমসীতি তস্মিন্মধ্যমং পুরোডাশকপালমুপদধাতি নির্দ্দগ্ধ৺ রক্ষো নির্দ্দগ্ধা অরাতয় ইতি কপালেঽঙ্গারমত্যাধায়' ইতি। হে কপাল ত্বং দৃঢ়মস্যতঃ পৃথিব্যাদীন্ দৃঢ়ী কুরু। অস্য যজমানস্য জ্ঞাতীন্ পরিতঃ সেবকান্ কুরু। অস্মিন্ কপালেঽবস্থিতং রক্ষো নিঃশেষেণ দগ্ধং। আম্নানক্রমেণ নির্দ্দগ্ধমন্ত্রমাদৌ ব্যাচষ্টে - 'নির্দ্দগ্ধ৺ রক্ষো নির্দ্দগ্ধা অরাতয় ইত্যাহ। রক্ষা৺স্যেব নির্দ্দহতি' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৭) ইতি। কপালানামুপধানং বিধত্তে—'অগ্নিবত্যুপদধাতি। অস্মিন্নেব লোকে 'জ্যাতির্ধত্তে' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৭) ইতি। যথোক্তাঙ্গারযুক্তে প্রদেশে কপালমুপদধ্যাৎ। কপালোপর্য্যপ্যঙ্গারস্য স্থাপনং বিধত্তে—'অঙ্গারমবিবর্ত্তয়তি। অন্তরিক্ষ এব জ্যোতির্ধত্তে' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৭) ইতি কপালস্যাধ উর্দ্ধং চ স্থিতাভ্যামঙ্গারাভ্যাং লোকদ্বয়স্য জ্যোতিষ্মত্ত্বে ততোঽপ্যূর্দ্ধমঙ্গারস্য স্থাপনাসংভবাদ্দিবো জ্যোতির্ন স্যাদিতি ন শঙ্কনীয়মিত্যাহ—'আদিত্যমেবামুষ্মিল্লোঁকে জ্যোতির্ধত্তে' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৭) ইতি এতদ্বৃত্তান্তজ্ঞানং প্রশংসতি—'জ্যোতিষ্মন্তোঽস্মা ইমে লোকা ভবন্তি। য এবং বেদ' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৭) ইতি॥

৪। "ধর্ত্রমস্যন্তরিক্ষং দৃ৺হ প্রাণং দৃ৺হাপানং দৃ৺হ সজাতানস্মৈ যজমানায় পর্য্যূহ ধরুণমসি দিবং দৃ৺হ চক্ষুর্দ্দৃ৺হ শ্রোত্রং দৃ৺হ সজাতানস্মৈ যজমানায় পর্য্যূহ ধর্ম্মাসি দিশো দৃ৺হ যোনিং দৃ৺হ প্রজাং দৃ৺হ সজাতানস্মৈ যজমানায় পর্য্যূহ চিতঃ স্থ প্রজামস্মৈ রয়িমস্মৈ সজাতানস্মৈ যজমানায় পর্য্যূহ।"—বৌধায়নঃ—'অথ পূর্ব্বার্ধ্যমুপদধাতি ধর্ত্রমস্যন্তরিক্ষং দৃ৺হ প্রাণং দৃ৺হাপানং দৃংহ সজাতানস্মৈ যজমানায় পর্য্যূহেত্যথ পরার্ধ্যমুপদধাতি ধরুণমসি দিবং দৃ৺হ চক্ষুর্দ্দৃ৺হ শ্রোত্রং দৃ৺হ সজাতানস্মৈ যজমানায় পর্য্যূহেত্যথ দক্ষিণার্ধ্যমুপদধাতি ধর্ম্মাসি দিশো দৃ৺হ যোনিং দৃ৺হ প্রজাং দৃ৺হ সজাতানস্মৈ যজমানায় পর্য্যূহেত্যথ পূর্ব্বার্ধ্যমুপদধাতি চিতঃ স্থ প্রজামস্মৈ রয়িমস্মৈ সজাতানস্মৈ যজমানায় পর্য্যূহেতি' ইতি। আপস্তম্বঃ—'ধর্ত্রমসীতি পূর্ব্বং দ্বিতীয়ং স৺স্পৃষ্টং ধরুণমসীতি পূর্ব্বং তৃতীয়মিতি ধর্ম্মাসীতি সপ্তমং চিতঃ স্থেত্যষ্টমং' ইতি।

তত্র ধর্ত্রধর্ম্মধরুণশব্দা ধারকত্বং ব্রুবন্তো দৃঢ়ত্বং লক্ষয়ন্তি। হেঽষ্টমকপাল ত্বমুপচিতরূপোঽসি। ততো যজমানস্য প্রজাদিকং পরিতঃ সম্পাদয়। প্রজাদেঃ প্রত্যেকমুপচয়বিবক্ষয়া পৃথগ্বাক্যত্বং দ্যোতয়িতুমস্মা ইতি পদস্যাঽবৃত্তিঃ। চিতঃ স্থেতি বহুবচনমাদরার্থং। ক্রমেণ মন্ত্রান্ব্যাচষ্টে "ধ্রুবমসি পৃথিবীং দৃ৺হেত্যাহ। পৃথিবীমেবৈতেন দৃ৺হতি। ধর্ত্রমস্যন্তরিক্ষং দৃ৺হেত্যাহ। অন্তরিক্ষমেবৈতেন দৃ৺হতি। ধরুণমসি দিবং দৃ৺হেত্যাহ। দিবমেবৈতেন দৃ৺হতি। ধর্ম্মাসি দিশো দৃ৺হেত্যাহ। দিশ এবৈতেন দৃ৺হতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৭) ইতি। উপসংহরতি—"ইমানেবৈতৈর্লোকান্ দৃ৺হতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৭) ইতি। এতদ্বেদনং প্রশংসতি—"দৃ৺হন্তেঽস্মা ইমে লোকাঃ প্রজয়া পশুভিঃ। য এবং বেদ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৭) ইতি। সর্ব্বত্র বিধেয়ার্থং

কেনাপি প্রকারেণ স্তুত্বা শ্রদ্ধোৎপাদনীয়েতি ব্যুৎপাদয়িতুং কপালোপধানং বহুধা স্তৌতি। তত্রায়মেকঃ প্রকারঃ—"ত্রীণ্যগ্রে কপালান্যুপদধাতি। ত্রয় ইমে লোকাঃ। এষাং লোকানামাপ্ত্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৭) ইতি। মধ্যমপূর্ব্বাপরকপালগতং ত্রিত্বমপি প্রশস্তং। অথাপরঃ প্রকারঃ—"একমগ্রে কপালমুপদধাতি। একং বা অগ্রে কপালং পুরুষস্য সম্ভবতি। অথ দ্বে। অথ ত্রীণি। অথ চত্বারি। অথাষ্টৌ। তস্মাদষ্টাকপালং পুরুষস্য শিরঃ' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৭) ইতি। প্রথমং ধ্রুবমসীত্যেকং কপালমুপধীয়তে। ততো ধর্ত্রমসীত্যনেন সহ দ্বে। ধরুণমসীত্যনেন সহ ত্রীণি। ধর্ম্মাসীত্যনেন সহ চত্বারি। ততঃ কেষাংচিন্মতে চিতঃ স্থেত্যনেনৈবোপরিতনানি চত্বারীত্যষ্টৌ ভবন্তি। পুরুষস্যাপি গর্ভে প্রথমং শিরোরূপমখণ্ডং কপালমুৎপদ্যতে। পশ্চাৎ ক্রমেণ রেখাভিরষ্টধা ভিদ্যতে। কপালেষু সংখ্যাং স্তুত্বা তদুপধানং স্তৌতি—'যদেবং কপালান্যুপদধাতি। যজ্ঞো বৈ প্রজাপতিঃ। যজ্ঞমেব প্রজাপতিঁ সঁস্করোতি। আত্মানমেব তৎসংস্করোতি। তঁ সঁস্কৃতমাত্মানং। অমুষ্মিঁল্লোকেঽনুপরৈতি' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৭) ইতি। উপধানেন কপালেষু সংস্কৃতেষু তদ্দ্বারা তৎসাধ্যো যাগঃ সংক্রিয়তে। যজ্ঞদ্বারা তৎস্র : প্রজাপতেঃ সংস্কারঃ। তেন কপালযজ্ঞপ্রজাপতিসংস্কারেণ তেষাং সংস্কৃতত্বাদ্যজমানঃ স্বয়ং সংস্কৃতো ভবতি। তং চ সংস্কৃতং স্বর্গে লোকে গচ্ছন্তমনু ফলদানায় যজ্ঞঃ প্রজাপতিরূপধারী কশ্চিদ্দেবো গচ্ছতি। অপরঃ প্রকারঃ—"যদষ্টাবুপদধাতি। গায়ত্রিয়া তৎসম্মিতং। যন্নব। ত্রিবৃতা তৎ। যদ্দশ। বিরাজা তৎ। যদেকাদশ। ত্রিষ্টুভা তৎ। যদ্দ্বাদশ। জগত্যা তৎ। ছন্দঃসম্মিতানি স উপদধৎ কপালানি। ইমাঁল্লোকাননুপূর্ব্বং দিশো বিধৃত্যৈ দৃঁহতি। অথাহযুঃ প্রাণান্ প্রজাং পশূন্ যজমানে দধাতি। সজাতানস্মা অভিতো বহুলান্ করোতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৭) ইতি। ত্রিবৃচ্ছব্দঃ স্তোমবাচী। স চ স্তোম উপাস্মৈ গায়তা নর ইত্যাদ্যগ্ভির্নবভিঃ সম্পদ্যতে। ছন্দঃশব্দশ্চ স্তোমমপ্যুপলক্ষয়তি। গায়ত্রীবিরাট্‌ত্রিষ্টুভ্‌জগতীনাং চাষ্টত্বাদ্যক্ষরসংখ্যা প্রসিদ্ধা। তথা সংখ্যয়া ছন্দঃসাদৃশ্যং। নম্বত্রাগ্নেয়স্যাষ্টৌ কপালান্যগ্নীষোমীয়স্য চৈকাদশ ন তু নবাদিসংখ্যা লভ্যত ইতি চেদ্বাঢ়ং। তথাঽপি সংখ্যাঽন্যত্র বিদ্যমানা প্রসঙ্গাদিহ স্তূয়তে। ত্রয়োদশাদিসংখ্যা ন ক্বাপ্যস্তি। একাদিকা সপ্তপর্য্যন্তা সংখ্যাঽন্যত্রাস্তীতি চেত্তর্হি তস্যা অপ্যনেন ন্যায়েন স্তুতিরুন্নেয়া। ঈদৃশানি কপালান্যুপদধানোঽধ্বর্য্যুরনুক্রমেণ পৃথিব্যাদিলোকান্ প্রাগাদিদিশশ্চ দৃঢ়ী করোতি। লোকবুদ্ধ্যা কপালানাং স্থাপিতত্বাৎ। অত ইদমুপধানং লোকবৃদ্ধ্যৈ ভবতি। কিং চাঽয়ুরাদীন্ ভ্রাতৃপুত্রাংশ্চ যজমানে সম্পাদিতবান্ ভবতি। ক্রমপ্রাপ্তে মন্ত্রে স্পষ্টার্থত্বং দর্শয়তি—"চিতঃ স্থেত্যাহ। যথাযজুরেবৈতৎ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৭) ইতি॥

৫। "ভৃগূণামঙ্গিরসাং তপসা তপ্যধ্বম্।"—কল্পঃ—"ভৃগূণামঙ্গিরসাং তপসা তপ্যধ্বমিতি বেদেন কপালেষ্বঙ্গারানধ্যূহ" ইতি। হে কপালানি দেবতাতপোরূপেণানেনাগ্নিনা তপ্তানি ভবত। ইমমেবার্থং দর্শয়তি—ভৃগূণামঙ্গিরসাং তপসা তপ্যধ্বমিত্যাহ। দেবতানামেবৈনানি তপসা তপতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৭) ইতি॥

৬। "যানি ঘর্ম্মে কপালান্যুপচিন্বন্তি বেধসঃ। পূষ্ণস্তান্যপি ব্রত ইন্দ্রবায়ূ বি মুঞ্চতাম্॥"

ইতি। অয়ং মন্ত্রো যদ্যপি যাগসমাপ্তৌ পঠনীয়স্তথাঽপি কপালপ্রসঙ্গাদিহাঽম্নাতঃ। তদ্বিনিয়োগঃ সূত্রে দর্শিতঃ—"যানি ঘর্ম্মে কপালানীতি চতুষ্পদয়র্চ্চা কপালানি বিমুচ্য সংখ্যায়োদ্বাসয়তি সন্তিষ্ঠেতে দর্শপূর্ণমাসৌ" ইতি। অধ্বর্য্যুরূপা বেধসো যানি ধর্ম্মে কপালান্যাদীপ্তে বহ্নৌ ধ্রুবমসীত্যাদিমন্ত্রৈরুপস্থাপিতবন্তঃ। পূজার্থং বহুবচনং। তাদৃশান্যপি কপালানি বিমোক্তুং সমর্থাবিন্দ্রবায়ূ পোষকস্য যজমানস্য যাগরূপে ব্রতে সমাপ্তে সতি বিমুঞ্চতাম্। অনেকগুণ-বিশিষ্টং বিমোকং বিধত্তে—"তানি ততঃ সংস্থিতে। যানি ঘর্ম্মে কপালান্যুপচিন্বন্তি বেধস ইতি চতুষ্পাদয়র্চ্চা বিমুঞ্চতি। চতুষ্পাদঃ পশবঃ। পশুষ্বেবোপরিষ্টাৎ প্রতিতিষ্ঠতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৭) ইতি॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—"ধৃষ্টিরাদায়োপবেষমপাঙ্গারৌ বিযোজয়েৎ। নিষ্ক্রাপসারয়েদেকমা দেবান্যং তু শোষয়েৎ॥ ১॥ ধ্রুবং কপালমাধায় নির্দ্দাঙ্গারং তথো পরি। ধত্রং দ্বিতীয়ং ধরুণং তৃতীয়ং ধর্ম্ম সপ্তমম্॥ ২॥ চিতোঽষ্টমং ভৃগূ তেষু সর্ব্বেষ্বঙ্গারোপণম্। যানি স্বকালে সম্প্রাপ্তে কপালানি বিমুঞ্চতি॥ অনুবাকে সপ্তমেঽস্মিন্নুক্তা দ্বাদশ-মন্ত্রকাঃ॥ ৩॥" ইতি।

অথ মীমাংসা।

চতুর্থাধ্যায়স্য প্রথমপাদে চিন্তিতম্—"শ্রপণং তুষবাপশ্চ কপালস্য প্রযোজকৌ। উত শ্রপণমেবাঽন্যো বাপার্থস্বাত্তৃতীয়য়া॥ পুরোডাশকপালেতি নাম্না স্যাচ্ছ্রপণার্থতা। প্রযুক্তস্য প্রযুক্তির্নো তস্য বাপে প্রসঞ্জনম্" ইতি॥ কপালেষু শ্রপয়তীতি শ্রপণং পুরোডাশস্য শ্রুতং। তথা পুরোডাশকপালেন তুষানুপবপতীতি কপালে তুষধারণং শ্রুতং। তে চ তুষাঃ সকপালা রক্ষসাং ভাগোঽসীতি মন্ত্রেণ কৃষ্ণাজিনস্যাধস্তাদবস্থাপনীয়াঃ। তত্র শ্রপণং যথা কপাল-সম্পাদনস্য প্রযোজকং তথা তুষবাপোঽপি প্রযোজকঃ। একহায়ন্যেতি তৃতীয়য়া যথা গোঃ ক্রয়ার্থত্বং তথা কপালেনেতি তৃতীয়য়া কপালস্য তুষবাপার্থত্বাবগমাদিতি চেন্মৈবং। নাত্র কপালমাত্রস্য তুষোপবাপসাধনত্বং শ্রুতং কিং তর্হি যৎকপালং পুরোডাশশ্রপণায়োপাত্তমাসাদিতং চ তস্যৈব কপালস্য সাধনত্বং। এতচ্চ পুরোডাশকপালেনেতি সবিশেষণনাম্না তদ্বিধানাদব গম্যতে। তথা সতি প্রথমং শ্রপণেন কপালং প্রযুজ্যতে। ন চ প্রযুক্তস্য পুনস্তুষবাপেন প্রযুক্তিঃ সম্ভবতি। তস্মাচ্ছ্রপণেনৈব প্রযুক্তং কপালং তুষোপবাপেঽপি প্রসঙ্গাৎ সিধ্যতি। ঈদৃশমেবাঙ্গত্বং তৃতীয়াশ্রুত্যা বোধ্যতে॥

অথ ব্যাকরণং।

ধৃষ্টিশব্দঃ ক্তিন্প্রত্যয়ান্তত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। আমাচ্ছব্দে কৃৎস্বরঃ। তথৈব দেবযজ্‌শব্দঃ। নির্দ্দগ্ধমিতি প্রত্যুষ্টবৎ। সজাতানিত্যত্র সমানং জাতং জন্ম যেষাং তে সজাতাঃ। "বা জাতে" (পা০ ৬-২-১৭১) জাতশব্দ উত্তরপদে বহুব্রীহৌ সমাসে বিকল্পেনান্তোদাত্তো ভবতি। ভৃগ্বঙ্গিরঃ-শব্দৌ বৃষাদী। উপচিন্বন্তীত্যত্র যানীত্যমেন যচ্ছব্দযোগান্নিঘাতাভাবঃ। বিকরণপ্রত্যয়স্বরস্য সতি শিষ্টস্যাপ্যবলীয়স্ত্বেন "উদাত্তযণঃ" (পা০ ৬-১-১৭৪) ইতি উপরিতনস্যাকারস্যোদাত্তঃ। পূষ্ণ ইত্যত্র "অনুদাত্তস্য চ যত্রোদাত্তলোপঃ" (পা০ ৬-১-১৬১) ইতি বিভক্তিরুদাত্তা। ইন্দ্রবায়ূ ইত্যত্র "দেবতাদ্বন্দ্বে চ" (পা০ ৬-২-১৪১) ইত্যুভয়পদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে তদপবাদঃ

—"নোত্তরপদেঽনুদাত্তাদাবপৃথিবীরুদ্রপূষমন্থিষু" (পা৽ ৬-২-১৪২) অনুদাত্তাদৌ পৃথিব্যাদি-ব্যতিরিক্ত উত্তরপদে দেবতাদ্বন্দ্বস্বরো ন ভবতি। ততঃ সমাসস্যেত্যন্তোদাত্তঃ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতা-ভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রপাঠকে সপ্তমোঽনুবাকঃ॥ ৭॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

সপ্তম অনুবাকে কপালোপধান মন্ত্রসমূহ উক্ত হইয়াছে। পঞ্চমে ব্রীহ্যবঘাত, ষষ্ঠে তণ্ডুলপেষণ এবং সপ্তমে কপালোপধান। একে একে কেমন পর পর তণ্ডুল-প্রস্তুত-করণের প্রণালী মন্ত্রসমূহে বিবৃত রহিয়াছে।

ভাষ্যাদিতে মন্ত্রের যে বিনিয়োগ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা এই,—'ধৃষ্টি' প্রভৃতি মন্ত্রে উপবেষ (পলাশ-শাখামূলে ছিন্ন প্রাদেশ-পরিমিত অংশ) গ্রহণ করিয়া 'অপাগ্নে' প্রভৃতি মন্ত্রে অঙ্গার পরিত্যাগের বিধি। 'নিক্রব্যাদং' প্রভৃতি মন্ত্রে প্রথম কপাল অপসারিত করিয়া 'দেবযজং' প্রভৃতি মন্ত্রে অন্যকে স্থাপন করিবে। তার পর 'ধ্রুবমসি' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই কপালটী গ্রহণ করিয়া 'নির্দ্দগ্ধঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে তাহাকে অঙ্গারের উপর স্থাপন করিবে। তদনন্তর 'ধর্ত্রমসি' প্রভৃতি মন্ত্রে দ্বিতীয় কপাল, 'ধরুণমসি' প্রভৃতি মন্ত্রে তৃতীয় কপাল, এইরূপ ক্রমে 'ধর্ম্মমসি' প্রভৃতি মন্ত্রে সপ্তম কপাল এবং 'চিতঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে অষ্টম কপাল স্থাপন করিয়া 'ভৃগূণাং' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই সকল কপালের চারিদিকে অঙ্গাররোপণ বিধেয়। সর্ব্বশেষে 'যানি ঘর্ম্মে' প্রভৃতি মন্ত্রে কর্ম্মসম্পাদনান্তর কপাল-সমূহ বিমোচন করিবে। বিনিয়োগ-সংগ্রহের মতে সপ্তম অনুবাকের দ্বাদশটী মন্ত্র ক্রিয়াকর্ম্মে এইরূপ পদ্ধতিক্রমে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত বিনিয়োগ ক্রমে প্রথম মন্ত্র (ধৃষ্টিরসি প্রভৃতি) 'উপবেশ' সম্বোধনে, দ্বিতীয় মন্ত্র ('অপাগ্নে' প্রভৃতি) গার্হপত্য অগ্নির সম্বোধনে, তৃতীয় মন্ত্র ('নির্দ্দগ্ধং' প্রভৃতি) 'কপাল' সম্বোধনে, চতুর্থ মন্ত্র ('ধৃষ্টিরসি' প্রভৃতি) 'অষ্টম কপাল' সম্বোধনে, পঞ্চম মন্ত্র ('ভৃগূণাং' ইত্যাদি) কপালসমূহের সম্বোধনে বিনিযুক্ত হইয়াছে বলিয়া ভাষ্যকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ষষ্ঠ বা শেষ মন্ত্র ইন্দ্রবায়ূ দেবতার সম্বোধনে বিনিযুক্ত, মন্ত্র হইতেই তাহা বোধগম্য হয়।

এ হিসাবে ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন, প্রথমতঃ তাহার আভাস লউন। প্রথম মন্ত্রের সম্বোধন—উপবেশ। মন্ত্রের অর্থ—'হে উপবেশ! তুমি অঙ্গার-সমূহের ধর্ষণে সমর্থ হও অতএব ব্রহ্মশব্দোদিত পুরোডাশরূপ দেবান্ন প্রদান কর।' দ্বিতীয় মন্ত্রের সম্বোধন—গার্হপত্যাগ্নি। মন্ত্রের অর্থ—'যে অগ্নি শাস্ত্রীয় পাকদ্রব্য ভিন্ন অমন্ত্রিত অপরিপক্ক আম দ্রব্য ভক্ষণ করে অপিচ যে অগ্নি পাকার্থ স্থাপিত দ্রব্যকে পাক না করে, তাহাকে নাশ কর। এবং যে অগ্নি লৌকিক মাংস ভক্ষণ করে, তাহাকেও ধ্বংস কর।' এই মন্ত্রে 'আমাৎ' ও 'ক্রব্যাৎ' অগ্নিদ্বয়ের দূরীকরণোদ্দেশ্যে এবং 'দেবযজ' অর্থাৎ যজ্ঞীয় অগ্নি লাভ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়। 'আমাৎ' অগ্নি

বলিতে অপক্ক বা ভক্ষবস্তু প্রস্তুতকারী অগ্নিকে বুঝায়, আর 'ক্রব্যাৎ' বলিতে মাংসদাহক চিতার অগ্নিকে বুঝায়। আর 'দেবযজ' বলিতে যজ্ঞে বেদমন্ত্রোচ্চারণে আহুত অগ্নিকে বুঝাইয়া থাকে। তৃতীয় মন্ত্রে কপাল-সম্বোধন। মন্ত্রের অর্থ—'হে কপাল! তুমি দৃঢ় হও; অতএব তুমি পৃথিবীকে দৃঢ় কর, গৃহ দৃঢ় কর, প্রজা দৃঢ় কর। অপিচ, এই যজমানদিগের জ্ঞাতিদিগকে তাহাদের সেবক কর। এই কপালে অবস্থিত রক্ষোগণ নিঃশেষে দগ্ধীভূত হউক।' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কপাল অর্থাৎ মালসার নিম্নভাগ হইতে একখানি অঙ্গার গ্রহণ করিতে হয়। তার পর অঙ্গারযুক্ত প্রদেশে কপাল স্থাপন করিবার বিধি। তার পর চতুর্থ মন্ত্রের প্রথম অংশে (ধর্ত্রমসি···পর্য্যূহ) একটী কপাল স্থাপম। মন্ত্রের অর্থ—'হে কপাল, তোমার অন্তরিক্ষভাগ যেন দৃঢ় হয়। তাহাতে প্রাণ অপান প্রভৃতি দৃঢ় হউক; যজমানের স্বজাতিগণ তাহার অনুগত হউক।' ঐ মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ (ধরুণমসি···পর্য্যূহ) উচ্চারণ করিয়া আর একটী কপাল স্থাপন। মন্ত্রাংশের অর্থ —'হে কপাল! তুমি পুরোডাশকে ধারণ কর। দ্যুলোক দৃঢ় কর, চক্ষু দৃঢ় কর, শ্রোত্র দৃঢ় কর, অর্থাৎ সে সকল হইতে যেন বাধা না আসে।' মন্ত্রের তৃতীয় অংশে (ধর্ম্মাসি···পর্য্যূহ) আর একটী কপাল স্থাপন। মন্ত্রাংশের অর্থ - 'হে কপাল। তুমি ধর্ম্মস্বরূপ হও। দিক্-সকলকে দৃঢ় করিবার জন্য তোমাকে প্রতিষ্ঠা করিলাম। তুমি যোনি দৃঢ় কর, প্রজা দৃঢ় কর। ইত্যাদি।' মন্ত্রের চতুর্থ অংশে (চিতঃ···পর্য্যূহ) অবশিষ্ট চারিটী কপাল স্থাপন করিবে। মন্ত্রাংশের অর্থ — 'হে কপাল-চতুষ্টয়, তোমরা সকলের সহায় হও।' ইত্যাদি। এই মন্ত্রে কিরূপে আটটী কপাল স্থাপন করিতে হয়, ভাষ্যে তাহার আভাষ আছে। আর সেই আটটী-কপাল-স্থাপন-ব্যপদেশে যেরূপ পক্রিয়া-পদ্ধতি এবং কপাল স্থাপনের সার্থকতা ভাষ্যকার বিবৃত করিয়াছেন, তাহার একটু পবিচয় গ্রহণ করুন। 'ধ্রুবমসি' প্রভৃতি মন্ত্রে প্রথম কপাল, 'ধর্ত্রমসি' প্রভৃতি মন্ত্রে দ্বিতীয় কপাল, 'ধরুণমসি' প্রভৃতি মন্ত্রে তৃতীয় কপাল, 'ধর্ম্মাসি' প্রভৃতি মন্ত্রে চতুর্থ কপাল এবং 'চিতঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে অবশিষ্ট চারিটী কপাল স্থাপন করিবে। সর্ব্বসমেত এই অষ্টবিধ কপাল স্থাপন করিবার বিধি। যে কারণে এই অষ্টবিধ কপাল স্থাপন করিতে হয়, তাহা এই,—'গর্ভে অবস্থান-কালে প্রথমে মানুষের শিরোরূপ একটী অখণ্ড কপাল উদ্ভূত হয়। তার পর সেই কপাল রেখাদিক্রমে আটটী বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। পঞ্চম মন্ত্র আটটী কপালের সম্বোধনেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। চারিদিকে অঙ্গারাচ্ছদন পূর্ব্বক বলা হয়,—'হে অষ্টকপাল! অঙ্গিরসের বংশীয় ভৃগুঋষির তপস্যার দ্বারা উদ্ভাবিত অগ্নির তাপ তোমরা প্রাপ্ত হও।' কাহারও কাহারও মতে—'ভৃগু ঋষির পূর্ব্বে কেহ অগ্নির ব্যবহার অবগত ছিলেন না। তিনিই প্রথমে অগ্নির দাহিকা শক্তির বিষয় সংসারে প্রকাশ করেন। তাই মন্ত্রে তাঁহার নাম সন্নিবিষ্ট আছে।' ষষ্ঠ বা শেষ মন্ত্র যজ্ঞশেষে পঠিত হইবার বিধি। মন্ত্রের অর্থ,—অধ্বর্য্যুরূপ মেধাবিগণ যে সকল কপালসমূহ, 'ধ্রুবমসি' প্রভৃতি মন্ত্রে প্রদীপ্ত অগ্নিতে স্থাপন করেন, সেই কপাল-সমূহ বিমুক্ত করিতে সমর্থ ইন্দ্রবায়ু পোষক যজমানের যাগরূপ ব্রত সমাপ্ত হইলে বিমুক্ত করুন।' ফলতঃ, চরুপ্রস্তুতের জন্য অগ্নিতে কপাল বা মালসা স্থাপনই যেন মন্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য।

এখন আমরা কি শব্দের কি ভাব কি অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহার একটু আভাস প্রদান করিতেছি। আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি,—একই মন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়াছে।

সে ক্ষেত্রে মন্ত্রের একটা সার্ব্বজনীন অর্থ আছে নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি,—"তদ্বিষ্ণো পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং'—ঋগ্বেদের এই মন্ত্রটী শাক্তের, শৈবের, বৈষ্ণবের—সকল সম্প্রদায়ের সকল প্রকার ইষ্ট-ক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। অথচ, বেদমন্ত্র বলিয়া, ঐ মন্ত্রে কেহ কোনও সাম্প্রদায়িক ভাব আমনন করেন না। বেদের সকল মন্ত্রেই আমরা সেই সাম্প্রদায়িকতা-বিহীন ভাব প্রত্যক্ষ করি। তাহাতে একই মন্ত্র বিভিন্ন কার্য্যে প্রযুক্ত হওয়ার সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। সে দৃষ্টিতে দেখিলে, সপ্তম অনুবাকের মন্ত্রগুলির যেরূপ অর্থ সঙ্গত হয়, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা বিবৃত করিয়াছি। আমরা ব্যবহারিক কার্য্যের বিষয় কিছু বলিতেছি না। একই মন্ত্র যে নানা সময়ে নানাবিধ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, সে দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। কিন্তু মন্ত্র সর্ব্বত্রই অভিন্ন অর্থ জ্ঞাপক। এইরূপ, সপ্তম অনুবাকের মন্ত্রসমূহ যেমন 'কপাল' স্থাপনে প্রযুক্ত দেখি, তেমনই অপর বিবিধ কার্য্যেও উহাদের প্রয়োগ আছে। সুতরাং উপবেশকে বা কপালকে সম্বোধন মাত্র মন্ত্র-সমূহের লক্ষ্য নহে। উহার লক্ষ্য বিশ্বজনীন-ভাব-মূলক। মনে করুন—'ভগবন্! রক্ষা কর'—এই একটী বাক্য। জলে ডুবিবার সময়েও মানুষ এই বলিয়া ভগবানকে ডাকিতে পারে, আগুনে পুড়িবার সময়ও এই বলিয়া তাঁহার করুণা প্রার্থনা করিতে পারে, আবার উপদ্রবহীন সুস্থ অবস্থায় মানুষ 'ভগবান! রক্ষা কর' বলিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পারে। এ সকল মন্ত্রেও সেই ভাব বুঝিতে হইবে। মন্ত্র-সকল নিত্য। সুতরাং উহাদের প্রয়োগ সর্ব্বত্রই সম্ভবপর। আমরা তাই মনে করি, মন্ত্রকয়েকটীর সম্বোধন—উপবেশ ও কপাল প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া নহে। মন্ত্র-সমূহে উপবেশকে ও কপালকে সম্বোধনের উপযোগী কোনও পদও পরিদৃষ্ট হয় না। আর তাহাদের সম্বোধনই বা কিরূপে অধ্যাহৃত হয়, তাহাও বুঝি না। অনিষ্ট-পরিহারে ইষ্টদান-সামর্থ্য তাহাদের কি থাকিতে পারে? শত্রুনাশে তাহাদের কোনও সামর্থ্যের পরিচয়ই পাই না। তাহারা জড়পদার্থ। জড়ের কি সাধ্য যে, সে অন্তঃশত্রুকে বিনাশ করে? অন্তরে বিবিধ শত্রুকে বিমর্দ্দিত করিতে হইলে, অন্তরকেই দৃঢ় করিবার প্রয়োজন হয়। একখণ্ড অঙ্গার ঊর্দ্ধদেশে উৎক্ষিপ্ত হইলেই সেই অঙ্গার যে বাধা-নিবারণে সমর্থ হইবে, তাহাই বা কেমন করিয়া মনে করিতে পারি! এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আমরা মনে করি, মন্ত্রসমূহের সম্বোধ্য—প্রধানতঃ আপনার অন্তর ও জ্ঞানরূপী অগ্নিদেব। চাঞ্চল্য পরিহার পূর্ব্বক চিত্ত বা মন জ্ঞাননিষ্ঠ হউক, অজ্ঞানতা দূরে যাউক,—প্রধানতঃ ইহাই মন্ত্রসমূহের লক্ষ্য।

সপ্তম অনুবাকের প্রথম মন্ত্র সেই লক্ষ্যই বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। মন্ত্র-সমূহের ব্যাখ্যানে অধিক দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে সাধারণ-ভাবে একটী বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। তাহাতে মন্ত্রের ভাব উপলব্ধির উপায় সুগম হইয়া আসিবে! আপনার মন বা অন্তর প্রায় অধিকাংশ মন্ত্রেরই লক্ষ্য। বিশেষভাবে মনের প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য্য কি, এ প্রশ্ন স্বতঃই মনোমধ্যে উদয় হইতে পারে। এই প্রশ্নের সমাধান হইলেই মন্ত্রের তাৎপর্য্য আপনা-আপনিই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

ভগবান বলিয়াছেন,—'ইন্দ্রিয়ানাং মনশ্চাস্মি'। অর্থাৎ 'ইন্দ্রিয়-সমূহের মধ্যে আমি মন।'

সুতরাং মনই যে সর্ব্বমূলাধার, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মনকে স্থির করিতে পারিলেই, মন সংযত হইলেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয়। তদ্ভিন্ন সিদ্ধি-লাভ সুদূরপরাহত। শাস্ত্রে যে ত্রিবিধ তপের উল্লেখ আছে, সে সকল তপেরই মূল—মন। মনকে স্থির করিতে না পারিলে কোনও তপই সিদ্ধ হয় না। মন যদি দেব-দ্বিজ গুরু-জনে ভক্তিমান না হয়, মন যদি শৌচ সরলতা ব্রহ্মচর্য্য অহিংসা প্রভৃতির অনুষ্ঠানে আগ্রহান্বিত না হয়, দেহের কোনও ইন্দ্রিয়ই কিছু করিতে পারে না। শারীরিক সামর্থ্য বল—সকলই মনের অধীন। ফলতঃ, মন না চালাইলে কেহই চলিতে সমর্থ হয় না। কায়িক ও বাচিক—সকল তপেই সেই মনের প্রভাব। কাহারও ক্লেশ-প্রদ নহে, অথচ সত্য বাক্য কহিতে হইবে; শ্রুতিসুখকর হইবে, অথচ হিতকর বাক্য উচ্চারণ করিতে হইবে;—মন প্রসন্ন সংযত কাপট্যহীন না হইলে, কোনও তপস্যায়ই সাফল্যের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং মনকে সর্ব্বপ্রথমে প্রস্তুত করিতে হইবে। মন যেন সদাই সচ্চিন্তায় সৎ-কথায় আবিষ্ট থাকে। মন যদি সদ্বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারে, তাহা হইলে মুক্তিপথের সকল কণ্টক আপনা-আপনিই অপসৃত হয়। সিংহ-ব্যাঘ্র-সমাকুল ভীষণ অরণ্যে গমন করিয়া বা দুরারোহ শৈল-শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া, কঠোর-কৃচ্ছ্র সাধনার কোনও প্রয়োজন হয় না;— মন যদি সৎপথানুসারী থাকে। তবে মনকে সৎপথে প্রধাবিত করার পক্ষে শরীরের ও বাক্যের সহায়তা বিশেষ প্রয়োজন। তাই শরীর বাক্য ও মন—তিনটীকে ভগবান একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। মন যেমন সৎপথানুসারী হইবে, দেহ সেইরূপ সৎকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবে, বাক্য সেইরূপ সত্যের সেবায় রত থাকিবে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—যাহা কিছু সকলই মনের অধীন।

এ সকল জানিয়াও মানুষ সৎপথানুসারী হইতে পারে না কেন? জন্মাবধি মানুষ সদুপদেশ সৎশিক্ষা পাইয়া আসিতেছে! পিতা, মাতা, গুরুজন—শিশুকাল হইতেই সন্তানকে সৎশিক্ষা সদুপদেশ প্রদান করিয়া আসিতেছেন। সৎ-শিক্ষা-দান—মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। মন যতই কলুষিত হউক না কেন, সৎ-শিক্ষা—জ্ঞানালোক সকলের হৃদয়েই এক একবার উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আবাল্য সৎ-শিক্ষা সদুপদেশ লাভ করিয়াও মানুষ সৎপথে প্রধাবিত হইতে পারে না!—পদে পদে পথ-ভ্রষ্ট বিপথগামী হয়; সকল সৎশিক্ষা—সকল সদুপদেশ কোথায় ফুৎকারে উড়িয়া যায়। কেন এমন হয়? মানুষ কেন সৎ-শিক্ষা—সদুপদেশ অধিককাল স্মরণ রাখিতে পারে না? মত্ত-হস্তীর মস্তকের উপর বিবেকরূপী মাহুত নিয়ত সদুপদেশরূপ অঙ্কুশ উত্তোলন করিয়া আছে। তথাপি কেন মানুষ প্রতিনিয়ত বিপথগামী হইতেছে? এ অবস্থা কেবল আমাদের নহে; নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনেরও একদিন এই অবস্থা ঘটিয়াছিল। তাই বড় ক্ষোভেই তিনি শ্রীভগবানকে কহিয়াছিলেন;—

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্। তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করং॥"

অর্থাৎ হে ভগবন্! আমি যে চিত্ত স্থির করিতে পারিতেছি না! মন অতিশয় চঞ্চল, অতীব বলিষ্ঠ; বিবেক দ্বারা কোনরূপেই তাহাকে দমন করিতে পারিতেছি না! যে মন এত চঞ্চল, যে মন শরীরেন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে, যে মন অজেয় অনায়ত্ত; কেমন করিয়া তাহাকে আয়ত্তাধীন করি,—কেমন করিয়া তাহার নিরোধ-সাধন হয়? স্বচ্ছন্দ-বিহারী বায়ু-

নিরোধ যেমন অসম্ভব, মনকে আয়ত্তাধীন করাও সেইরূপ অসম্ভব।' অর্জ্জুনের ন্যায় পুরুষ-শ্রেষ্ঠ মাহাত্মাই যখন চিত্ত-চাঞ্চল্য-হেতু এতাদৃশ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন আর অন্য পরে কা কথা! মনের এই অবস্থার বিষয়ে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-প্রমুখ টীকাকারগণ নানা দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—'মন কেবল চঞ্চল নয়; পরন্তু প্রমাথি। প্রমাথি অর্থাৎ শরীরেন্দ্রিয়-বশীভূতকারী। অপিচ বলবৎ, অর্থাৎ তাহাকে কেহ দমন করিতে পারে না। অধিকন্তু দৃঢ় অর্থাৎ তন্তুনাগবৎ (নাগপাশের ন্যায়) অচ্ছেদ্য। বিবেক কি করিবে? ফলতঃ যে মন এমন দৃঢ়—এমন চঞ্চল, বিবেক তাহার উপর কোনরূপ কর্ত্তৃত্বই করিতে সমর্থ নহে।' এইরূপ নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন,—'বহু দস্যুর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পান্থ যেমন বিপন্ন হয়, সাঙ্গোপাঙ্গ সহ মন সেইরূপ আত্মাকে অভিভূত করে।' শ্রীমন্মধুসূদন আবার বলিয়াছেন,—'আকাশে বায়ুপ্রবাহ সঞ্চালিত হইতেছে। তাহাকে যেমন রোধ করা যায় না; মনের চাঞ্চল্যও সেইরূপ অরোধনীয়।' শ্রীধরস্বামী মনোগতি-রোধে অধিকতর সংশয়ান্বিত হইয়া বলিয়াছেন,—'ঘোর বাত্যা প্রবাহিত হইলে কুম্ভাদি-পাত্র মধ্যে তাহার নিরোধ যেমন অসম্ভব; উদ্দাম চিত্তকে সংযত করাও সেইরূপ অসম্ভব। শ্রীমদ্বলদেব এবং শ্রীমদ্বিশ্বনাথ মনঃস্থৈর্য্য সাধনপক্ষে একেবারে হতাশ্বাস হইয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 'সুদৃঢ় লৌহকে যেমন সূক্ষ্ম সূচী দ্বারা বিদ্ধ করা যায় না, অথবা বায়ুকে যেমন মুষ্টির মধ্যে আবদ্ধ রাখা সম্ভবপর নহে; চঞ্চল চিত্তকে তেমনি স্থির রাখা অসম্ভব।'

অথচ চিত্তবৃত্তি-নিরোধ ভিন্ন জীবন্মুক্তির সম্ভাবনা নাই। 'প্রারব্ধ কর্ম্মভোগের নিমিত্ত গৃহীত-জন্ম পুরুষের কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বরাগদ্বেষাদি লক্ষণ চিত্তের ধর্ম্ম-সমূহ তাহার বন্ধনের হেতুভূত হইয়া থাকে। সুতরাং চিত্তবৃত্তি-নিরোধ না হওয়ায় মুক্তিলাভ ঘটে না।' এবম্বিধ কারণে মুক্তি সম্বন্ধে ঘোর সংশয়ান্বিত হইয়া অর্জ্জুন যখন শ্রীভগবানকে পূর্ব্বরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, ভগবান তখন কি উত্তর দিয়াছিলেন, সকলেরই তাহা অনুধাবন করা আবশ্যক। মন যে চঞ্চল, মনকে বশীভূত করা যে দুঃসাধ্য, তাহা স্বীকার করিয়া ভগবান বলিয়াছিলেন,—

"অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্। অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন গৃহ্যতে।
অসংযতাত্মনো যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ। বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥"

অর্থাৎ,—তুমি যে মনকে চঞ্চল বলিলে ও তাহার নিরোধ অসম্ভব বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। কিন্তু হে পার্থ! অভ্যাস ও বিষয়-বিতৃষ্ণা সহকারে তাহাকে আয়ত্ত করা যাইতে পারে। যাহার চিত্ত বিষয় ও বৈরাগ্য প্রভাবে বশীভূত হয় নাই। তাঁহার পক্ষে যোগ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা অতি বিরল; কিন্তু যাঁহার চিত্ত সংযত হইয়াছে, তিনি বিহিত প্রণালীতে যত্নবান হইলে যোগলাভে সক্ষম হন।' অর্জ্জুনের আশঙ্কা ভিত্তিহীন নহে; চঞ্চল মনকে বশীভূত করা বড়ই কঠিন,—ভগবান তাহা স্বীকার করিলেন। কিন্তু কহিলেন,—'অভ্যাস সহকারে আত্মসংযম করিতে হইবে। সমাধির দ্বারা ও বিষয়-বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশীভূত করিতে হইবে।' মুমুক্ষু হইলে—পরমার্থ-তত্ত্বে যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে—স্থূলতঃ আত্মায় আত্মসম্মিলনের প্রয়াসী হইলে চিত্তবৃত্তি-নিরোধ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সকল মঙ্গলের মূল—চিত্তবৃত্তি-নিরোধ।

কিন্তু চিত্তবৃত্তি-নিরোধ বা মনঃসংযম স্বরূপতঃ কি প্রকার? "লোভজনক পদার্থ দর্শন না করিলে বা প্রীতিজনক স্বর শ্রবণ না করিলেই যে সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইল, এমন নহে। মন যদি তৎসমুদায় উপভোগের জন্য ব্যাকুল থাকে, তাহা হইলে বলপ্রয়োগ দ্বারা ইন্দ্রিয় নিরোধ করিলে কোনই শুভফল-প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। ক্রমনিরোধরূপ উপায় দ্বারা চিত্ত জয় করাই যুক্তিযুক্ত। ভগবান বশিষ্ঠ বলিয়াছেন,—'অনিন্দিতা যুক্তি ব্যতীত কেবল বার বার উপবেশন করিলেই চিত্ত জয় করা যায় না। অঙ্কুশ ব্যতীত যেমন দুষ্ট মাতঙ্গকে বশীভূত করা অসম্ভব, তদ্রূপ অধ্যাত্ম-বিদ্যা, সাধুসঙ্গ, বাসনা-ত্যাগ এবং প্রাণস্পন্দনিরোধ—এই উপায়-চতুষ্টয় ব্যতীত চিত্ত জয় করা অসম্ভব। যুক্তির দ্বারা এই সকল উপায় সাধিত না করিয়া যিনি চিত্তজয়ের প্রয়াস পান, তিনি দীপ অপসারিত করিয়া অঞ্জন দ্বারা অন্ধকার অপনয়নের চেষ্টা করেন।' অধ্যাত্ম-বিদ্যা প্রভাবে সমস্ত দৃশ্য-পদার্থ মায়া-বিজৃম্ভিত ও মিথ্যারূপে উপলব্ধি হয় এবং সর্ব্বত্র সেই পরমাত্ম সত্য পরমানন্দ স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম বিরাজিত বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। সুতরাং মিথ্যা দৃশ্য-পদার্থ বিষয়ে প্রয়োজনের পরিসমাপ্তি হয় এবং পরমার্থ সত্য ও পরমানন্দ স্বপ্রকাশ পদার্থের সহিত সম্মিলনই একমাত্র প্রয়োজনরূপে উপলব্ধি হইয়া থাকে। তখন চিত্ত ইন্ধন-বিহীন অগ্নির ন্যায় স্বতঃই বিষয়-বাসনা রূপ অলীক ব্যাপারের অনুসরণ করিতে বিরত হইয়া থাকে। যিনি বুঝাইলেও সমস্ত তত্ত্ব সুন্দররূপে প্রণিধান করিতে পারেন না, অথবা তৎকালে প্রণিধান করিলেও পুনরায় তাহা বিস্মৃত হন, তাঁহার পক্ষে সাধুসঙ্গ নিতান্ত আবশ্যক। কারণ, কৃপাপরায়ণ সাধুগণ পুনঃপুনঃ নিগূঢ় তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়া ও তৎসমস্তের স্মরণ করাইয়া মুমুক্ষুকে প্রকৃষ্ট মার্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে দেন না। যে ব্যক্তি স্বকীয় বিদ্যাদির অভিমানে সাধু-সঙ্গের অনুবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করেন না; তাঁহার পক্ষে পূর্ব্বোক্তরূপ প্রণালীতে বাসনা নিরোধ করাই বিহিত ব্যবস্থা। বাসনা অতি প্রবলা; সুতরাং তাহার নিরোধ-সাধন যাহার সাধ্যাতীত, তাঁহার পক্ষে প্রাণস্পন্দনিরোধ করাই বিধেয়। প্রাণস্পন্দ ও বাসনাই চিত্তকে বিষয়ানুসরণে প্রবৃত্ত করে। অতএব তদুভয়ের নিরোধ হইলেই চিত্তে শান্তি জন্মিয়া থাকে। অভ্যাস দ্বারাই প্রাণস্পন্দনিরোধ সাধ্য এবং বৈরাগ্যের দ্বারাই বাসনা-নিরোধ সাধ্য। সুতরাং অভ্যাস ও বৈরাগ্যই চিত্ত প্রশমিত করিবার বিহিত ও অপরিহার্য্য ব্যবস্থা। যেমন সেতুবন্ধন দ্বারা প্রবলবেগশালী নদী-প্রবাহ নিবারণ করিয়া, ক্ষুদ্র প্রণালী প্রণয়ন পূর্ব্বক ক্ষেত্রাভিমুখে বক্রভাবে নদীস্রোত পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রবাহান্তরের উৎপত্তি হয়; তদ্রূপ বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্ত-নদীর বিষয়-প্রবাহ নিরোধ করিয়া সমাধি অভ্যাস সহকারে তাহাকে প্রশান্ত-বাহিতা করিতে হয়।" এই জন্যই শ্রীভগবান অভ্যাসের ও বৈরাগ্যের প্রয়োজনীয়তা পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। চিত্তস্থৈর্য্যের পথে অভ্যাস ও বৈরাগ্যই মানুষের প্রধান অবলম্বন—ইহা স্মরণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলেই শ্রেয়োলাভ অবশ্যম্ভাবী। মুক্তি বল, মোক্ষ বল, কৈবল্য বল—চিত্তস্থৈর্য্য ভিন্ন কিছুই অধিগত হইবার নহে।

দৃষ্টান্তস্থলে এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীরামচন্দ্র ও বশিষ্ঠদেবের প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যাইতে পারে। সন্দেহদোলায় দোদুল্যমান হইয়া শ্রীরামচন্দ্রও একদিন তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়াছিলেন; কুলগুরু মহর্ষি বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—'চিত্ত সদাই চঞ্চল; চিত্ত সদাই বিপথগামী।

সুতরাং তাহাকে নিয়মিত করিয়া সুপথে পরিচালিত করা কিরূপে সম্ভবপর ? চিত্ত জয় করিতে হইলে কি করা কর্ত্তব্য ? শ্রীরামচন্দ্রের এই প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়াছিলেন,—

"উপবিশ্যোপবিশ্যৈব চিত্তজ্ঞেন মুহুর্ম্মুহুঃ। ন শক্যতে মনো জেতুং বিনা যুক্তিমনিন্দিতাম্॥
অঙ্কুশেন বিনা মত্তো যথা দুষ্ট মতঙ্গজঃ। অধ্যাত্মবিদ্যাধিগমঃ সাধুসঙ্গম এব চ॥
বাসনা সংপরিত্যাগঃ প্রাণস্পন্দনিরোধনম্। এতাস্তা যুক্তয়ঃ স্পষ্টাঃ সন্তি চিত্তজয়ে কিল॥
সতীষু যুক্তিম্বেতাষু হঠান্নিয়ম যন্তি যে। চেতস্তে দীপমুৎসৃজ্য বিনিঘ্নন্তি তমোঽঞ্জনৈঃ॥
দ্বে বীজে চিত্তবৃক্ষস্য প্রাণস্পন্দনবাসনে। একস্মিংশ্চ তয়োঃ ক্ষীণে ক্ষিপ্রং দ্বে অপি নশ্যতঃ॥
প্রাণায়ামদৃঢ়াভ্যাসৈর্যুক্ত্যা চ গুরুদত্তয়া। অশনাসনযোগেন প্রাণস্পন্দো নিরুদ্ধ্যতে॥
অসঙ্গব্যবহারিত্বাদ্ভবভাবনবর্জ্জনাৎ। শরীরনাশদর্শিত্বাদ্বাসনা ন নিবর্ত্ততে॥
বাসনাসংপরিত্যাগাচ্চিত্তং গচ্ছত্যচিত্ততাম্। প্রাণস্পন্দনিরোধাচ্চ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥
এতাবন্মাত্রকং মন্যে রূপং চিত্তস্য রাঘব। সদ্ভাবনং বস্তুনোঽন্তর্ব্বস্তুত্বেন রসেন চ॥
যদা ভাব্যতে কিঞ্চিৎ হেয়োপাদেয়বাপি যৎ। স্থীয়তে সকলং ত্যক্ত্বা তদা চিত্তং ন জায়তে॥
অত্রাসনত্বাৎ সততং যদা ন মন্যতে মনঃ। অমনস্তা তদোদেতি পরমাত্মপদপ্রদা॥"

প্রথম অংশের মর্ম্ম পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় অংশের মর্ম্ম—প্রাণস্পন্দ ও বাসনা—চিত্তবৃক্ষের এই দুইটী বীজস্বরূপ। তদুভয়ের একটী ক্ষীণ হইলে অচিরে দুইটীই বিনষ্ট হয়। দৃঢ়াভ্যাস-সহকারে এবং গুরূপদিষ্ট প্রণালী ক্রমে আসন ও আহারের নিয়ম পালন পূর্ব্বক গুরূপদিষ্ট প্রাণায়ামের অভ্যাস দ্বারা প্রাণস্পন্দ নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। তৎকালে বিষয়সঙ্গবিরহিত, সকল-ভাবনা-বিবর্জ্জিত এবং দেহের নশ্বরতা হৃদ্গত হওয়ায়, কোনই বাসনার সম্ভব হয় না। এইরূপে বাসনা-বিহীন হইলে, চিত্ত স্বকীয় বৃত্তিহীন হইয়া অচিত্তরূপে পরিণত হয়; সুতরাং তদবস্থায় যথেচ্ছ-ব্যবহার করিলেও কোনও হানি নাই। তৎকালে কোনও বিষয়েই চিত্তের হেয় বা উপাদেয় বোধ থাকে না। তখন চিত্ত স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যবিহীন হয়। সেই অবস্থাই পরমাত্মপদ প্রদান করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।' এই অবস্থাই চিত্তবৃত্তি-নিরোধ।

আরও একটু বিশ্লেষণে বুঝিতে পারা যায়,—অজ্ঞানতাই সকল চাঞ্চল্যের মূলীভূত। বিষয়বাসনাদি ভোগ-লালসা সেই অজ্ঞানতা হইতেই সমুৎপন্ন। অজ্ঞানতাই মনকে উন্মার্গ-গামী করে। অজ্ঞানতাই চিত্তবৃত্তিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া থাকে। অজ্ঞান-মূল বিনষ্ট হইলেই চিত্তের সকল চাঞ্চল্য তিরোহিত হয়;—মনস্থৈর্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই অজ্ঞানতা কিরূপে দূরীভূত হয় ? জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানতা নাশ হয়; জ্ঞানোদয়ে সদসৎ বিচার-শক্তি জন্মে; জ্ঞানোদয়ে চিত্তের সকল আবিলতা দূর হইয়া থাকে; জ্ঞানোদয়ে হৃদয়ে সদ্ভাবের উদয়ে দেবভাবের সঞ্চার হয়। সদসৎ-বিচার-শক্তির পরিস্ফুরণে চিত্তের নির্ম্মলতা জন্মিলে, চাঞ্চল্য তিরোহিত হয়,—বিষয়-বাসনা-ভোগাদি-কামনা একেবারে বিধ্বংস হইয়া থাকে। এই অবস্থাই বৈরাগ্য—এই অবস্থায়ই চিত্তবৃত্তিনিরোধ সম্ভবপর। সুতরাং এ পক্ষে জ্ঞানই যে প্রধান সহায়, তাহা বলাই বাহুল্য। অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হইলে, রজঃ ও তমঃ তিরোহিত হয়। তখন কেবল সত্ত্বগুণ হৃদয়কে অধিকার করে। সেই সত্ত্বগুণপ্রভাবে হৃদয়-ক্ষেত্র স্বচ্ছ আলোকে উদ্ভাসিত হয়। সত্ত্বভাব দেবভাব। যতক্ষণ সেই দেবভাবে অন্তঃকরণ সম্পূর্ণরূপ

অধিকার না করে, ততক্ষণ মনের মলিনতা তিরোহিত হয় না। মলিন দর্পণে যেমন প্রতিবিম্বের উজ্জলতা সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হয় না, মনের মলিনতা দূর না হইলেও সেইরূপ ভগবানের সাক্ষাৎকার-লাভ সম্ভবপর হয় না। সুতরাং মনের মলিনতা অন্তরের কলুষতা—দূর করিতে হইলে, হৃদয়ে দেবভাবের সঞ্চার করিতে হইলে—বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রয়োজন। সেই জ্ঞান ভিন্ন পরমাশ্রয়ের সন্ধান মিলে না। পথভ্রষ্ট পথিক—ঝড়ঝঞ্ঝাবাত্যানিপীড়নে নিপীড়িত ;—একবার যদি আশ্রয় লাভ করিতে পারে, আনন্দের সীমা থাকে কি? সংসার অরণ্যে পথভ্রষ্ট পথিক আমরা; দুঃখদাবদাহে সদা দগ্ধীভূত হইতেছি আমরা; এমন আশ্রয়-স্থান আমাদের কি আছে, যেখানে আশ্রয় লইলে সকল জ্বালার নিবৃত্তি হয়? পরমাশ্রয় পরমেশ্বরই আমাদের সেই আশ্রয়। তাঁহাতে আশ্রয় লইতে পারিলে আর সংসারে গতাগতি করিতে হয় না। মনঃ-সংযমে চিত্তস্থৈর্য্য-সাধনে সেই পরমাশ্রয় পরম আনন্দময় ভগবানকে লাভ করিবার পন্থানিদর্শনেই বেদ-মন্ত্র-সমূহের অবতারণা।

প্রথম মন্ত্রের লক্ষ্য—মন বা চিত্তবৃত্তি। পূর্ব্বের অবতরণিকা হইতেই বুঝা যাইবে, মন অন্তরস্থ সকল শত্রুকেই বিনষ্ট করিতে সমর্থ। বিবিধ ভাবে যে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা হইতে পারে, তাহা আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-দৃষ্টেই উপলব্ধি হইবে। 'ব্রহ্ম' শব্দের বিভিন্ন অর্থে সেই বিভিন্ন ভাব উপলব্ধ হয়। ভাষ্যেতে 'ব্রহ্ম' শব্দে 'অন্ন', আবার নিরুক্তাদিতে 'ব্রহ্ম' শব্দে 'বাক্য' 'কর্ম্ম' প্রভৃতি বুঝাইয়া থাকে; আবার 'ব্রহ্ম' শব্দে পরমব্রহ্মও উপলক্ষিত হয়। তবে সে সকল অর্থেরই লক্ষ্য—এক অভিন্ন। সকলেরই লক্ষ্য – ভগবান। এই ভাবে মন্ত্রের অর্থে, আমাদের মতে, মনশ্চাঞ্চল্য পরিহার পূর্ব্বক ভগবৎপরায়ণ হইবার উপদেশই প্রদান করা হইয়াছে। ভগবৎ-পরায়ণতা আর কি?—সতত তাঁহার প্রীতিকর কর্ম্ম সম্পাদন, তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন, তদ্গতচিত্তে তাঁহার প্রতি সর্ব্বস্ব সমর্পণ। স্থূলতঃ—'শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং॥' ইহাই হইল ভগবৎ-কর্ম্ম—ভগবৎ-প্রীতির মূলীভূত। জ্ঞানোদয় ভিন্ন, চাঞ্চল্য-পরিহার-ব্যতিরেকে, সদ্‌বৃত্তির অনুন্মেষে কিছুই সম্ভবপর হয় না। মন্ত্রের তাই নিগূঢ় উপদেশ—চাঞ্চল্য পরিহার পূর্ব্বক চিত্ত একনিষ্ঠ হউক, অজ্ঞানতা দূরে যাউক,—চিত্ত ভগবানে ন্যস্ত রহুক।

দ্বিতীয় মন্ত্র অগ্নিদেবের সম্বোধন-মূলক। মন্ত্রের অর্থ—'আমাৎ ও ক্রব্যাৎ অগ্নিকে পরিত্যাগ করিয়া দেবযজ অগ্নিকে আহ্বান কর।' ভাষ্যের এ অর্থে কি ভাব উপলব্ধ হয়? এখানে অনেক কথা মনে আসিতে পারে। জ্ঞানের নানা স্তর। জ্ঞান বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন প্রকারে কার্য্য করিয়া থাকে। অপরিণত অপরিপক্ক যে জ্ঞান, তাহার এক ফল; আবার অসৎ-কার্য্যে প্রবৃত্ত দুর্ব্বুদ্ধি রূপ যে জ্ঞান, তাহার ফল আর একরূপ। 'আমাৎ' আর 'ক্রব্যাৎ' পদদ্বয়ে দুই দিকের দুই জ্ঞানে লক্ষ্য আসিতেছে। প্রথমরূপ জ্ঞান একদেশ-ব্যাপক বা অস্ফুট জ্ঞান; দ্বিতীয়রূপ জ্ঞান—বিপরীত-মার্গানুসারী। সুতরাং উভয়ই পরিণাম-ক্লেশপ্রদ। প্রথম, আমাৎ জ্ঞান সম্বন্ধে শিশুর জ্ঞানের দৃষ্টান্ত উত্থাপন করা যায়। আলোক দেখিয়া শিশু তাহা ধরিবার প্রয়াস পায়। কিন্তু আলোকে হস্ত স্পর্শ করিলেই তাহাকে দাহজনিত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ইহা তাহার 'আমাৎ' বা অপক্ক জ্ঞান। আলোক যে

আলোক, তাহা সত্য; কিন্তু সেই আলোকই যে অগ্নিরূপে দাহকারক, সে জ্ঞান তাহার নাই। আলোককে আলোক বলিয়া—গ্রহণীয় সামগ্রী বলিয়া, সে বুঝিয়াছে বটে; কিন্তু তাহার দাহিকা-শক্তির বিষয় সে কিছুই বুঝে নাই। তাই তাহার অগ্নি বা জ্ঞান—'আমাৎ'। এইরূপ 'ক্রব্যাৎ' অগ্নির বা জ্ঞানের বিষয় বুঝিয়া দেখুন। দস্যু বা নরহন্তা আপনার দস্যুতা হত্যাকার্য্য সাধনের নিমিত্ত কতই বুদ্ধির চালনা করে। সে তাহার দুষ্টজ্ঞান বা পাপবুদ্ধি। তাহাকে ক্রব্যাৎ অগ্নি বলা যাইতে পারে। সে অগ্নি সত্যই দেহদাহকারক। সে অগ্নি সত্যই আপনার অস্থিচর্ম্মমেদমাংসকে দগ্ধ করে। তার পর বুঝুন—দেবযজ অগ্নি। দেবযজন-রূপ অগ্নি বা জ্ঞান যে পরম হিতসাধক, তাহা স্বতঃই সপ্রমাণ হয়। দেবযজজ্ঞান দেবসম্বন্ধী জ্ঞান—সেই তো সত্য জ্ঞান! সেখানেই তো অগ্নির—প্রকৃত আলোকের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়! মন্ত্রের তাই লক্ষ্য এই যে,—'হে আমার অন্তর। তুমি দেবসম্বন্ধি জ্ঞানই লাভের জন্য প্রযত্নপর হও।' অন্য যে সকল জ্ঞান—সে কেবল অজ্ঞানতা বা ভ্রান্তজ্ঞান মাত্র। দেব-যজনরূপ জ্ঞানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলেই প্রকৃত তত্ত্ব বোধগম্য হইবে।

অতঃপর তৃতীয় মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখুন। তাহাতে প্রতীত হইবে, পর পর মন্ত্রগুলি সকলই পরস্পর কেমন এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ-বন্ধনে সম্বদ্ধ রহিয়াছে। সত্ত্ব, রজঃ তমঃ—তিন ভাবই সকলের অন্তরে বিদ্যমান। মন যদি স্থির হয়—মন যদি অচঞ্চল হয়,—গুণত্রয়ের আধার-স্থান যদি দৃঢ় অচঞ্চল হয়, তাহা হইলে গুণ-সাম্যে রিপুশত্রু আপনিই বিমর্দ্দিত হইতে পারে। মনকে স্থির ও দৃঢ় করিয়া, পরমাত্মায় ন্যস্ত করিতে পারিলে, সকল বিপদ দূরীভূত হয়। তাই মনকে দৃঢ় করিবার উদ্বোধনা। যজমানের আয়ুঃ, পুত্রকলত্র ও ভূমি গৃহাদি দৃঢ় হউক, মন্ত্রে ভাষ্যের ভাবে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা ঐ পৃথিবী, ঐ আয়ুঃ এবং ঐ প্রজা পদে ভিন্ন অর্থ উপলব্ধি করি। পরবর্ত্তী মন্ত্রের ব্যাখ্যায় সে তাৎপর্য্য প্রকটিত হইবে। 'সজাতান্' পদে ভাষ্যকার 'জ্ঞাতীন্' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের মতে ঐ পদে জন্মসহজাত অন্তঃশত্রুকে লক্ষ্য করে। তাহারা জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই অর্থাৎ সমান জাত বলিয়া 'সজাতান্' বলিয়া অভিহিত। জ্ঞাতীও তাহাই। তাই অধুনা—অধুনা কেন সর্ব্বকালেই—জ্ঞাতিগণ সংসারে পরস্পর শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হয়। অন্তঃশত্রুই সদ্ভাবোন্মেষণের অন্তরায়। সদ্ভাবাবরোধক অন্তঃশত্রু বিনাশের প্রার্থনা তাই মন্ত্রে প্রস্ফুট দেখিতে পাই। অন্তরে সদ্ভাব-সংরক্ষণের প্রচেষ্টাও মন্ত্রের অন্তর্নিহিত।

আমরা চতুর্থ মন্ত্র চারিটী বিভাগে বিভক্ত করিয়াছি। মর্ম্মানুসারিণীতেই তাহা পরিদ্রষ্টব্য। মন্ত্রের মধ্যে কয়েকটী পদ বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। সে পদ কয়েকটী—অন্তরিক্ষ, প্রাণ, অপান, শ্রোত্র, চক্ষু, প্রজা প্রভৃতি। প্রাণ, আত্মা, দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি শক্তিকে দৃঢ় করিবার জন্য কামনা মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। যেন তাহাদের অভাব হইবার উপক্রম হইয়াছে,—সে কামনায় তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। মনকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে—'আমার প্রাণ আত্মা আয়ু শ্রোত্র চক্ষু প্রভৃতিকে দৃঢ় কর।' এরূপ প্রার্থনার তাৎপর্য্য কি? ইহাতে মনে হয় না কি—কি যেন ছিল, এখন যেন তাহা হারাইতে বসিয়াছি; আর সেই হারানিধি পাইবার জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা আসিয়াছে! যদি বল—'আমার

অন্তরিক্ষবৎ বিস্তৃত সদ্ভাবমূল অন্তরকে দৃঢ় কর, তাহাতে কি ভাব মনে আসে? মনে হয় না কি,—সেই যে সরল অকপট শুদ্ধসত্ত্বভাবান্বিত অন্তর আমি আমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সংসারের কুটিলতার মধ্যে পড়িয়া সে আজ বক্রগতি প্রাপ্ত হইতে বসিয়াছে, বিবিধ কলুষ-লাঞ্ছনে লাঞ্ছিত হইতে চলিয়াছে!—এখানে প্রার্থনাকারী সেই সদ্ভাব-পূর্ণ অন্তরের দৃঢ়তা সাধনের অর্থাৎ অন্তরকে সংসারের কলুষ-লাঞ্ছন হইতে মুক্ত করিয়া সদ্ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার কামনা করিতেছেন। ভগবানের সেবা-পরায়ণ হইতে হইলে, ভগবৎ-কার্য্যে জীবনকে বিনিযুক্ত করিতে হইলে, শিশুর ন্যায় সরলতা আবশ্যক;—কুটিল মন ভগবৎ-সেবার অধিকারী নহে। এখানে তাই সরল অন্তরের প্রার্থনা দেখিতে পাই—এখানে তাই প্রার্থনার মুখে ফুটিয়াছে এক বিশ্বজনীন প্রার্থনা—কেবল আমার অন্তর সদ্ভাবে পূর্ণ হইলে হইবে না; পরন্তু সে সদ্ভাব যেন বিশ্ববাসী সকলকে পরিপূর্ণ করে। ফলতঃ, পঞ্চমবর্ষীয় বালক সেই ধ্রুবের যে সরলতায় সিংহ পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়াছিল; ভগবৎ-প্রাপ্তিমূলক সারল্য সেইরূপই হওয়া চাই। 'আমার অন্তরিক্ষ দৃঢ় হউক'— বাক্যের তাৎপর্য্য তাই মনে হয়,—'আমি যেন সরল বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে ভগবানের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করি;—আমি যেন বিশ্বপ্রেমের প্রেমিক হইয়া বিশ্বকে প্রেমবন্যায় ভাসাইয়া দেই।'

মন্ত্রে আবার বলা হইয়াছে, আমার প্রাণকে দৃঢ় কর, আমার 'অপান' অর্থাৎ আত্মাকে দৃঢ় কর।' আমাদের প্রাণ থাকিয়াও যে আমরা প্রাণহীন! আমাদিগের আত্মা থাকিতেও যে আমরা আত্মাশূন্য—আত্মহারা, তাহা কি আর বুঝাইবার প্রয়োজন আছে? আমাদের প্রাণ কোথায়? আমরা অনায়াসে অপরের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লই, ভাই হইয়া ভাইকে প্রবঞ্চনায় প্রলুব্ধ করি! পিতা পুত্রকে পুত্র পিতাকে প্রতারণায় প্রতারিত করি! আমাদিগের আবার প্রাণ আছে! প্রাণ ছিল বটে সেই দিন—শিশুকালে যে দিন পুত্তলিকার প্রতিও মমতার সঞ্চার হইত;—ক্ষুদ্র একটা কীটের বিয়োগ-ব্যথায় প্রাণ ফাটিয়া যাইত! প্রাণ তো অনেক দিনই অচৈতন্য হইয়া আছে! চৈতন্য থাকিলে আর নিত্য নূতন অপকর্ম্ম করিয়া, মাথার উপরে যিনি বিদ্যমান রহিয়া সকলই প্রত্যক্ষ করিতেছেন,—তাঁহাকেও লুকাইবার চেষ্টা করিতাম! অপকর্ম্ম করি, আর মনকে প্রবোধ দেই,—'কেহ দেখিতে পাইল না।' এই কি চৈতন্যের কার্য্য? চৈতন্য ছিল বটে তখন—যখন পাপের পথে প্রথম অগ্রসর হইতে সঙ্কুচিত হইয়াছিলাম। কিন্তু এখন পাপে এতই অভ্যস্ত যে, পাপ-কার্য্যে এখন আর হৃদয় একবারও কম্পিত হয় না! নরবলি প্রদান করিতে করিতে জহ্লাদের প্রাণ এতই কঠিন হইয়া উঠে যে, শেষে আর নরহত্যার প্রতি তাহার কোনও বৃত্তিই বিমুখ হইতে চাহে না। যতই বয়স বাড়িতেছে, আমরা ততই সেই জহ্লাদ-বৃত্তিতে অভ্যস্ত হইতেছি। এখানে সাধক তাহা যেন বুঝিতে পারিয়াছেন! তাই কাতরকণ্ঠে আত্মাকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—'যে চৈতন্যটুকু ছিল, তাহা তো হারাইতে বসিয়াছি। আমার সেই চৈতন্যটুকু দৃঢ় হউক।

মন্ত্রে আর প্রার্থনা আছে, 'আমার চক্ষুকে এবং কর্ণকে দৃঢ় কর। আমি যেন দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি পুনঃ প্রাপ্ত হই।' কেন? আমার কি চক্ষু নাই! এমন

দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন জোড়া চক্ষুর্দ্বয় থাকিতে আবার চক্ষুকে দৃঢ় করিবার প্রার্থনা কেন? 'শ্রোত্রও তো বধির নহে!' চোখও দেখিতে পায়, কাণও শুনিতে পায়। তবে আবার চক্ষু কর্ণ দৃঢ় করিবার আকাঙ্ক্ষা কেন? ভ্রান্ত! সে এ চোখ—এ কাণ নয়! এ কি আর চোখ্!—এ কি আর কাণ! যে চক্ষু ভগবানের অনিন্দ্য-মূর্ত্তি দেখিতে না পাইল, যে শোত্র ভগবানের গুণানুকীর্ত্তন শুনিতে না পাইল; পরন্তু যে চক্ষু কেবলই বিষয়-বিভবে আকৃষ্ট রহিল, যে কর্ণ কেবলই আত্মপ্রশংসা ও পরগ্লানি শ্রবণরূপ বিষয়-বিষে পূর্ণ রহিল! সে চক্ষু কি আর চক্ষু—সে কর্ণ কি আর কর্ণ? সাধক এখানে তাই প্রার্থনা করিতেছেন,—আমি যেন সেইরূপ চক্ষু প্রাপ্ত হই, যে চক্ষু কেবল ভগবানের সেই 'নবনীরদনিন্দিতকান্তিধরং' রূপ দেখিয়া তন্ময় হইয়া থাকে—রূপ দেখিতে দেখিতে রূপসাগরে ডুবিয়া যায়। আর আমি যেন সেইরূপ কর্ণ প্রাপ্ত হই—যে কর্ণ কেবল তোমারই কথারূপ সুধারসে পরিপূর্ণ থাকে।' আমরা যাঁহার নিকট হইতে যে কার্য্যের প্রেরণা লইয়া এ সংসারে আসিয়াছি, তাঁহার স্মৃতি বিস্মৃত হইয়া এখন অন্য পথে চলিয়াছি। এই মন্ত্র আমাদিগকে সেই পথ পুনঃপ্রদর্শন করিতেছে।

মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'আমার আয়ুঃকে দৃঢ় কর।' ইহার তাৎপর্য্য কি? আমি তো জীবিতই রহিয়াছি!—আমি তো মরি নাই! তবে আবার এরূপ প্রার্থনা কেন? অতএব বুঝিতে হইবে, এখানে সে আয়ুর কামনা নাই। এখানকার প্রার্থনা,—'আমা যে এমন আয়ুঃ নাই, যে আয়ুঃ আমায় সৎকর্ম্মের পথে লইয়া যাইতে পারে। আহার মৈথুন নিদ্রা—এই লইয়াই তো জীবন নহে! তেমন জীবন পশুতেও ধারণ করে। তেমন আয়ু তো অতি নীচ পাষণ্ডেরও অধিকার আছে! প্রার্থী কি সেই আয়ুঃ দৃঢ় করিবার প্রার্থনা করিতেছেন! কখনই তাহা মনে করিতে পারি না। সৎকর্ম্মশীল পুণ্যপূত আয়ুর কামনাই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। 'প্রজা', 'যোনি'—প্রভৃতি দৃঢ় করিবার প্রার্থনায়ও আমরা একইরূপ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করি। 'প্রজা' বলিতে এখানে আমরা লোকানুরাগ—বিশ্ব-প্রেমই বুঝি; আর 'যোনি' বলিতে উৎপত্তিমূল—সদ্ভাব-সমূহের প্রজনন-স্থান হৃদয়মূলকেই লক্ষ্য করে। তাই আমাদের মতে 'প্রজাং দৃংহ' 'যোনিং দৃংহ' প্রভৃতি বাক্যে লোকানুরাগ জনপ্রীতি বা বিশ্বপ্রীতি প্রতিষ্ঠার এবং সেই সেই প্রীতির আধার হৃদয়কে সদ্ভাবপূর্ণ হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। এইরূপে, মন, প্রাণ, আত্মা, চক্ষু, কর্ণ—প্রভৃতিকে ভগবানের পরিতৃপ্তি-সাধনের নিমিত্ত নিয়োজিত করিতে পারিলে, ভাবনা থাকে কি? তখন কোনও শত্রুই আর বাধা-প্রদানে সমর্থ হয় না। তখন তাহারা আপনা-আপনিই আনুগত্য স্বীকার করে। তাই, মনকে স্থির করিয়া একাগ্রতার সহিত ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হইবার জন্য এবং তৎসাধনভূত উপায়-সমূহ অবলম্বনের নিমিত্ত মন্ত্রে উপদেশ দেখিতে পাই।

তোমার মন যদি সদ্বৃত্তি-সমূহকে ধারণা করিতে সমর্থ না হয়, ভগবানের অনুকম্পা কিরূপে লাভ করিবার আশা করিতে পার? তাই মনকে বলা হইয়াছে—'ধর্ত্রমসি' অর্থাৎ 'মন, তুমি সদ্বৃত্তি-সমূহের ধারক হও।' তোমার সদ্ভাব-সমূহ যাহাতে ব্যাপকত্ব লাভ করে, তদ্বিষয়ে তুমি আপনাকে দৃঢ় কর।' ভাব এই যে,—সদ্ভাব সৎপ্রবৃত্তি কেবল আপনার মধ্যে—ক্ষুদ্র

গণ্ডীর ভিতরে—আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না; পরন্তু যাহাতে বিশ্ববাসী সকলের মধ্যেই তোমার সদ্ভাব-সৎপ্রবৃত্তি প্রসার লাভ করিতে পারে, তৎপক্ষে একাগ্রতা অবলম্বন কর।' তার পর মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'তোমাতে সত্ত্ব-রজঃ-তম তিন ভাবেরই সমাবেশ আছে; কখন কোন্ ভাব প্রবল হয়, কখন কোন্ ভাব পর্য্যুদস্ত হইয়া আসে, তোমার চঞ্চল জীবনে তাহার স্থিরতা নাই। সাধক তাই আত্মোদ্বোধন করিতেছেন,—'আমার সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণত্রয়কে আমি যেন পরমাত্মায় নিয়োজিত করিতে সমর্থ হই।' ফলতঃ, সদ্ভাব বিশ্বব্যাপী হউক, ত্রিগুণ ভগবানে ন্যস্ত হউক—ইহার অপেক্ষা উচ্চ আকাঙ্ক্ষাই বা আর কি আছে? আর, এ অবস্থায় উপনীত হইলে, ভগবানের অনুগ্রহ-লাভে বিলম্বই বা কি ঘটিতে পারে? তাই বলি মন! সত্ত্বভাবের ধারক তুমি, তোমাতে দেবভাব দৃঢ় কর; আর তোমার সত্ত্ব-রজঃ-তম গুণত্রয় ভগবানে বিলীন হউক।'

তার পর পঞ্চম মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করুন। চঞ্চল চিত্তবৃত্তিই সর্ব্ব প্রকার অনিষ্টের মূলীভূত। সাধক তাই তাহাদিগকে ভগবৎপদাঙ্কানুসারী করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। তিনি আত্মোদ্বোধন-পূর্ব্বক কহিতেছেন,—'হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা ভগবৎপদাঙ্কানুসারী হও। ঊর্দ্ধের প্রতি তোমাদের গতি হউক। অত্যুচ্চ যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান লাভের জন্য একাগ্রচিত্তে ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হও।' এ অবস্থায় উপনীত হইলে, ভগবান কি আর অনুগ্রহ না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন? ভগবানের অনুকম্পা-লাভ, তোমার নিজেরই আয়ত্তাধীন। যদি ভগবানের অনুকম্পা লাভ করিতে চাও, চিত্তবৃত্তিকে একাগ্র ভাবে ভগবানের আরাধনায় ন্যস্ত কর।'

উপসংহারে, ষষ্ঠ মন্ত্রে, অসদ্‌বৃত্তি-সমূহের নিরাকরণ বিষয়ক প্রার্থনা প্রকটিত। এই মন্ত্র কপাল-মোচনে যজ্ঞের উপসংহারে প্রযোক্তব্য বলিয়া ভাষ্যকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা এই মন্ত্রে নিত-সত্য এবং প্রার্থনা প্রত্যক্ষ করি। ক্রিয়া-শেষে যেন বৈগুণ্য-পরিহার;—মন্ত্রটী এমনইভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে! যাহা হউক, আমরা মন্ত্রে ভিন্ন ভাব বুঝিতে পারি। এখানে অজ্ঞানরূপ আবরণ অপসারণে শুভ্রজ্ঞান-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি॥ (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—৭ অনুবাক)॥

অষ্টমঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমোঽষ্টকঃ। প্রথমঃ প্রপাঠকঃ। অষ্টমোঽনুবাকঃ।)

(১) সং বপামি। (২) সমাপো অদ্ভিরগ্মত সমোষধয়ো রসেন সং রেবতীর্জ্জগতীভির্ম্মধুমতীর্ম্মধুমতীভিঃ সৃজ্যধ্বম্।

(৩) অদ্ভ্যঃ পরি প্রজাতাঃ স্থ সমদ্ভিঃ পৃচ্যধ্বং।

(৪) জনয়ত্যৈ ত্বা সং যৌমি। (৫) অগ্নয়ে ত্বাঽগ্নীষোমাভ্যাং।

(৬) মখস্য শিরোঽসি। (৭) ঘর্ম্মোঽসি বিশ্বায়ুঃ।

(৮) উরুপ্রথস্বোরু তে যজ্ঞপতিঃ প্রথতাং। (৯) ত্বচং গৃহ্ণীষ্ব।

(১০) অন্তরিতং রক্ষোঽন্তরিতা অরাতয়ো।

(১১) দেবস্ত্বা সবিতা শ্রপয়তু বর্ষিষ্ঠে অধি নাকেঽগ্নিস্তে

তনুবং মাঽতি ধাক্। (১২) অগ্নে হব্যং রক্ষস্ব।

(১৩) সং ব্রহ্মণা পৃচ্যস্ব। (১৪) একতায় স্বাহা দ্বিতায়

স্বাহা ত্রিতায় স্বাহা॥ ৮॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) সমিতি। বপামি। (২) সমিতি। আপঃ। অদ্ভিরিত্যৎ—ভিঃ। অগ্মত। সমিতি।

ওষধয়ঃ। রসেন। সমিতি। রেবতীঃ। জগতীভিঃ। মধুমতীরিতি

মধু—মতীঃ। মধুমতীভিরিতি মধু—মতীভিঃ। সৃজ্যধ্বম্।

(৩) অন্ত্য ইত্যৎ—ভ্যঃ। পরীতি। প্রজাতা ইতি প্র—জাতাঃ। স্থ। সমিতি।

অভিরিত্যৎ—ভিঃ। পৃচ্যধ্বম্। (৪) জনয়ত্যৈ। ত্বা। সমিতি। যৌমি।

(৫) অগ্নয়ে। ত্বা। অগ্নীষোমাভ্যামিত্যগ্নী—সোমাভ্যাম্। (৬) মখস্য। শিরঃ। অসি।

(৭) ঘর্ম্মঃ। অসি। বিশ্বায়ুরিতি বিশ্ব—আয়ুঃ।

(৮) উরু। প্রথস্ব। উরু। তে। যজ্ঞপতিরিতি যজ্ঞ—পতিঃ। প্রথতাম।

(৯) ত্বচম্। গৃহ্ণীষ্ব। (১০) অন্তরিতমিত্যন্তঃ—ইতম্। রক্ষঃ।

অন্তরিতা। ইত্যন্তঃ—ইতাঃ। অরাতয়ঃ।

(১১) দেবঃ। ত্বা। সবিতা। শ্রপয়তু। বর্ষিষ্ঠে। অধীতি। নাকে। অগ্নিঃ।

তে। তন্বম্। মা। অতীতি। ধাক্। (১২) অগ্নে। হব্যম্। রক্ষস্ব।

(১৩) সমিতি। ব্রহ্মণা। পৃচ্যস্ব।

(১৪) একতায়। স্বাহা। দ্বিতায়। স্বাহা। ত্রিতায়। স্বাহা॥ ৮॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে মম শুদ্ধসত্ত্বরূপঃ হবিঃ! ত্বাং 'সংবপামি' (ভগবৎকর্ম্মসু সম্যক্ নিয়োজয়ামি ইতি ভাবঃ)। উদ্বোধনমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অত্র আত্মানং ভগবতি সংন্যসনায় সঙ্কল্পঃ বর্ত্ততে।

২। (ক) 'আপঃ' (অস্মাকং শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ) 'অদ্ভিঃ' (সত্ত্বসমুদ্রেণ সহ) 'সং' (সম্যক্-প্রকারেণ) 'অগ্মত' (গচ্ছত, যদ্বা—সম্মিলিতাঃ ভবন্তু ইত্যর্থঃ)।

(খ) অপিচ 'ওষধয়ঃ' (কর্ম্মক্ষয়েন ক্ষয়সূচকানি জীবনানি ইতি ভাবঃ) 'রসেন' (স্নেহ-রসস্বরূপেণ ভগবতা সহ ইতি যাবৎ) 'সং' (সংগচ্ছন্তু, সম্মিলিতানি ভবন্তু)।

(গ) 'রেবতী' (অস্মাকং শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ) 'জগতীভিঃ' (বিশ্ববাসিভিঃ সহ) তথা 'মধু-মতীঃ' (অস্মাকং মাধুর্য্যভাবাঃ ইত্যর্থঃ) 'মধুমতীভিঃ' (মাধুর্য্যময়ভগবদ্বিভূতিভিঃ সহ) 'সৃজ্যধ্বং' (সংস্পৃষ্টাঃ ভবত, সম্মিলিতাঃ ভবন্তু ইত্যর্থঃ)।

৩। হে মম শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ! যূয়ং 'অদ্ভ্যঃ, (সত্ত্বসমুদ্রেভ্যঃ) 'পরি' (পরিতঃ, সম্যক্ ইত্যর্থঃ) 'প্রজাতাঃ' (উৎপন্নাঃ) 'স্থ' (ভবথ); অতঃ যূয়ং 'অদ্ভিঃ' (সত্ত্বসমুদ্রে—ভগবতি ইতি ভাবঃ) 'সং পৃচ্যধ্বং' (সম্যক্ সংপৃক্তাঃ ভবত, সম্মিলিতাঃ ভবত ইতি ভাবঃ)।

৪। হে মনঃ! 'জনয়ত্যৈ' (সদ্ভাবসংজননার্থং ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সংযৌমি' (মিশ্রীকরোমি—ভগবতা সহ ইতি ভাবঃ, যদ্বা—ভগবৎকর্ম্মসু নিয়োজয়ামি)।

৫। হে মনঃ! 'ত্বা' (ত্বাং) 'অগ্নয়ে' (প্রজ্ঞানস্বরূপিণে, যদ্বা—প্রজ্ঞানস্বরূপায় ভগবৎপ্রীতয়ে ইত্যর্থঃ) তথা 'অগ্নীষোমাভ্যাং' (জ্ঞানভক্তীরূপাভ্যাং অগ্নীষোমদেবাভ্যাং) সুসংস্কৃতং সৎপথানুবর্ত্তিং বা করোমি ইতি শেষঃ।

৬। হে মনঃ! ত্বং 'মখস্য' (সৎকর্ম্মণঃ ইতি ভাবঃ) 'শিরঃ' (শিরোরূপং উন্নত-স্থানং, শ্রেষ্ঠসম্পাদকঃ বা ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি)। মনঃ হি মূলং। মনং বিনা কমপি কর্ম্ম সুসম্পাদিতং ন ভবেৎ ইতি ভাবঃ।

৭। হে ভগবন্! ত্বং 'ঘর্ম্মঃ' (প্রকাশশীলঃ) 'বিশ্বায়ুঃ' (বিশ্বপ্রাণস্বরূপঃ) 'অসি' (ভবসি)। ভগবানেব বিশ্বেষাং সর্ব্বেষাং প্রকাশরূপঃ আয়ুঃস্বরূপশ্চ ইতি ভাবঃ।

(৮) হে ভগবন্! ত্বং 'উরুপ্রথাঃ' (বহুষু প্রখ্যাতঃ) 'উরুপ্রথস্ব' (বহুভাবেষু প্রখ্যাতঃ ভব)। পাপিনাং পরিত্রাণায় ভগবান প্রখ্যাত এব; অস্মৎসদৃশানাং পাপিনাং পরিত্রাণায় তস্য মাহাত্ম্যং বহুবিস্তীর্ণং ভবতু ইতি প্রার্থনা। হে ভগবন্! 'তে' (তব) 'যজ্ঞপতিঃ' (অয়ং অর্চ্চনাকারী) 'উরুপ্রথতাং' (সৎকর্ম্মণি বিশেষেণ প্রখ্যাতঃ ভবতু)।

৯। হে ভগবন্! ত্বং 'ত্বচং' (অজ্ঞানরূপমাবরণং, অহংজ্ঞানং ইতি ভাবঃ; অথবা বহিরাবরণং পাঞ্চভৌতিকং দেহং ইতি যাবৎ) 'গৃহ্নীষ্ব' প্রতিগ্রহণং কুরুষ, বিনাশয় ইত্যর্থঃ)। হে ভগবন্! মদীয় অন্তরস্থং জ্ঞানবাধকং অজ্ঞানমূলকং ভাবং সর্ব্বথা জ্ঞানালোকপ্রদানেন বিদূরয় ইতি ভাবঃ।

১০। তেন 'রক্ষঃ' (শত্রুঃ, দুর্ব্বুদ্ধিরূপঃ) 'অন্তরিতং' (বিনাশিতং) ভবতু। তথা 'অরাতয়ঃ' (সদ্ভাবপ্রতিবন্ধকাঃ রিপুশত্রবঃ ইত্যর্থঃ) 'অন্তরিতাঃ' (বিদূরিতাঃ, বিতাড়িতাঃ বা) ভবন্তু ইতি শেষঃ।

১১। হে ভগবন্! 'সবিতা দেবঃ' (মম হৃদিস্থিতঃ দ্যোতমানঃ জ্ঞানসূর্য্যঃ ইতি ভাবঃ) 'বর্ষিষ্ঠে' (সমুন্নতে) 'নাকে' (হৃদয়রূপে অতিবিস্তৃতে স্বর্গে ইতি যাবৎ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'প্রপয়তু' (প্রতিষ্ঠাপয়তু); অপিচ 'অগ্নিঃ' (মম হৃদিস্থিতঃ জ্ঞানাগ্নিঃ) 'তে' (তবসম্বন্ধিনং) 'তনুবং' (আবরণং) 'অতি' (অতিক্রম্য) 'মা ধাক্' (মা গচ্ছতু—প্রজ্বলতু ইত্যর্থঃ)। ভগবৎসম্বন্ধিনং জ্ঞানং বিনাশং ন যাতু ইতি ভাবঃ। অথবা অগ্নিঃ' (মম সংসারসন্তাপঃ ইতি ভাবঃ) 'তে' (তব সম্বন্ধিনং জ্ঞানং, যদ্বা—তব সত্তাং) 'মা অতিধাক্' (অতিশয়েন ভস্মীভূতং মা কুরু ইত্যর্থঃ)।

অথবা

হে মনঃ! 'সবিতা' (নির্ম্মলজ্ঞানস্বরূপঃ) 'দেবঃ' (দ্যোতমানঃ, ভগবান) 'ত্বা' (ত্বাং) 'বর্ষিষ্ঠে' (অতিপ্রবৃদ্ধে, চিরস্থায়িনী) 'নাকে' (সর্ব্ববিধদুঃখরহিতে চিরশান্তিময়ে স্থানে) 'অধি' (অধিকং যথা স্যাৎ তথা) 'প্রপয়তু' (পরিপক্কং করোতু, উৎকর্ষং সম্পাদয়তু)। 'অগ্নিঃ' (মম হৃদিস্থিতঃ জ্ঞানাগ্নিঃ) 'তে' (তব) 'তনুবং' (প্রতিবন্ধকং, চাঞ্চল্যজনকং আবরণং) 'অতি' (অতিক্রম্য, পরিহৃত্য ইত্যর্থঃ) 'মা ধাক্ (মা প্রজ্বলতু ইতি ভাবঃ)। অথবা, 'অগ্নিঃ' (মম সংসারসন্তাপঃ ইতি ভাবঃ) 'তে' (তব-সম্বন্ধি জ্ঞানং, তব সত্ত্বাং বা) 'মা অতিধাক্' (নিঃশেষেণ বিদগ্ধং ভস্মীভূতং বা মা কুরু ইত্যর্থঃ)।

১২। 'অগ্নে' (হে জ্যোতির্ম্ময় প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবন্)! ত্বং তৎ 'হব্যং' (আহ্বনীয়ং, মম হৃগতং শুদ্ধসত্ত্বভাবং ইত্যর্থঃ) 'রক্ষ' (পালয়, ইহলোকপরলোকসম্বন্ধিবাধকান্ অপসৃত্য চিরায় প্রতিষ্ঠাপয় ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ত্বং হি বিশ্বরূপঃ ইতি মত্বা মমানুরাগং সদ্ভাবং চ ত্বয়ি সংন্যস্তং করোমি। তদনুরাগঃ বিশ্বং ব্যাপ্নোতু! ত্বং চ সদ্ভাবং সংরক্ষ ইতি ভাবঃ।

১৩। হে হবিঃ-শুদ্ধসত্ত্বরূপঃ ইতি ভাবঃ! 'ব্রহ্মণা' (ভগবতা সহ ইত্যর্থঃ) 'সংপৃচ্যস্ব' (সম্মিলিতঃ ভব ইতি ভাবঃ)। আত্মা পরমাত্মনি প্রবিশতু ইতি ভাবার্থঃ। অথবা জ্ঞান-ভক্তিরূপঃ হে হবিঃ! 'ব্রহ্মণা' (ভগবৎকর্ম্মণা সহেতি ভাবঃ) সংপৃচ্যস্ব' (সম্মিলিতঃ ভব)। মম কর্ম্ম জ্ঞানভক্তিসহযুতং ভবতু ইতি ভাবঃ।

১৪। হে মনঃ! 'একতায়' (একেন অদ্বিতীয়েন আত্মরূপেণ ব্যাপ্তং পরমাত্মব্রহ্মরূপং দেবং উদ্দিশ্য ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ) সুহুতমস্তু মমানুষ্ঠানং—মম আত্মদানরূপং যজ্ঞং বা। হে মনঃ! ত্বাং অদ্বিতীয়ায় ব্রহ্মজ্ঞানায় প্রেরয়ামি ইতি ভাবঃ।

(খ) হে মনঃ! 'দ্বিতায়' (প্রকৃতিপুরুষরূপেণ অথবা জ্ঞানক্রিয়ারূপেণ স্বপ্রকাশং দেবদ্বয়ং উদ্দিশ্য) ত্বাং 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ প্রেরয়ামি, সুহুতং সুসিদ্ধমস্তু মমানুষ্ঠানং—মম আত্মোৎসর্গরূপং যজ্ঞং ইত্যর্থঃ)। যঃ দেবঃ জগতি প্রকৃতিপুরুষরূপেণ জ্ঞানক্রিয়ারূপেণ বা দ্বিধা বিভজ্য আত্মানং বিস্তারয়তি, হে মনঃ ত্বং তং পরমাত্মানং অনুসন্ধেহি ইতি মম ত্বয়ি নিয়োগঃ ইতি ভাবঃ।

(গ) হে মনঃ! ত্বাং 'ত্রিতায়' (ত্রিতং, ত্রিলোকব্যাপিনং বিশ্বব্যাপকং বা গুণত্রয়াত্মকং অনাদিদেবং উদ্দিশ্য ইত্যর্থঃ) 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ নিবেদয়ামি; সুহুতং সুসিদ্ধমস্ত মম উদ্বোধনযজ্ঞং) মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। (১অ—১প্র—৮অ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে আমার শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবিঃ! তোমাকে সম্যক্‌রূপে ভগবৎ-কার্য্যে নিয়োজিত করিতেছি। (মন্ত্রটী উদ্বোধনমূলক। এখানে আত্মাকে পরমাত্মায় সংন্যস্ত করিবার সঙ্কল্প বর্ত্তমান)।

২। (ক) আমাদের আপস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বভাব, সত্ত্বসমুদ্রের সহিত সম্যক-প্রকারে সম্মিলিত হউক।

(খ) অপিচ, আপস্বরূপ আমাদের সেই স্নেহসত্ত্বভাব, আমাদের এই ওষধীস্বরূপ কর্ম্মফলাবসানে ক্ষয়সূচক ওষধীবৎ জীবনসমূহকেও স্নেহরসময় ভগবানের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে সম্মিলিত করুক।

(গ) আমাদের শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ বিশ্ববাসী সকলের সহিত সম্মিলিত হউক; এবং আমাদের মাধুর্য্যভাবসমূহ মাধুর্য্যময় ভগবদ্বিভূতির সহিত সম্মিলিত হউক।

৩। হে আমার শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ! তোমরা সম্যক্‌প্রকারে সত্ত্বসমুদ্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছ। অতএব তোমরা সেই সত্ত্বসমুদ্র ভগবানে সম্যক্-প্রকারে সম্মিলিত অর্থাৎ বিলীন হও।

৪। হে মন! সদ্ভাবসংজননার্থ তোমাকে ভগবানের সহিত সম্মিলিত করি অথবা ভগবৎকর্ম্মে বিনিযুক্ত করি।

৫। হে মন! প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত অপিচ জ্ঞান-ভক্তিরূপী দেবতাদ্বয়ের প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে সুসংস্কৃত ও সৎপথানুবর্ত্তী করিতেছি।

৬। হে মন! তুমি সৎকর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সম্পাদক হও। (ভাব এই যে,—মনই মূল। মন ভিন্ন কোনও কার্য্যই সুসম্পাদিত হয় না)।

৭। হে ভগবন্! আপনি প্রকাশরূপ বিশ্বপ্রাণ হয়েন। (ভাব এই যে—ভগবানই বিশ্বের সকলকেই প্রকাশ করেন এবং তাহাদিগের প্রাণ-স্বরূপ হয়েন)।

৮। হে ভগবন্! আপনি বহু প্রকারে প্রখ্যাত আছেন। আবার বহু ভাবে প্রখ্যাত হউন। (পাপিগণের পরিত্রাণের জন্যই ভগবান সর্ব্বাপেক্ষা প্রখ্যাত। আমাদের ন্যায় পাপীর পরিত্রাণ-সাধনে তাঁহার মাহাত্ম্য বহুবিস্তীর্ণ হউক)। হে ভগবন্! আপনার অর্চ্চনাকারী বহুবিধ সৎকর্ম্মের দ্বারা বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করুক।

৯। হে ভগবন্! আমার অজ্ঞানরূপ আবরণ—অহংজ্ঞান অথবা আমার বহিরাবরণ-স্বরূপ এই পাঞ্চভৌতিক দেহকে গ্রহণ করুন। (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমার অন্তরস্থ জ্ঞানাবরণকারী অজ্ঞানকে জ্ঞানালোক-প্রদানে সর্ব্বতোভাবে বিদূরিত করুন)।

১০। তাহাতে আমাদের দুর্ব্বুদ্ধিরূপ শত্রু বিনষ্ট হউক; এবং সদ্ভাব-প্রতিবন্ধক রিপুশত্রুগণ বিদূরিত অর্থাৎ বিনষ্ট হউক।

১১। হে ভগবন্! আমার অন্তরস্থ দ্যোতমান্ জ্ঞানসূর্য্য (কর্ম্মের দ্বারা সমুন্নত) আমার হৃদয়রূপ স্বর্গে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করুক। অপিচ, হে আমার হৃদয়স্থিত জ্ঞানাগ্নি! আপনার সম্বন্ধি আবরণকে অতিক্রম করিয়া যেন আপনি গমন না করেন। (ভাবার্থ—ভগবৎসম্বন্ধি জ্ঞান যেন বিনাশ-প্রাপ্ত না হয়)। অথবা, সংসার-সন্তাপরূপ অগ্নি যেন তোমাকে নিঃশেষে দগ্ধীভূত না করে (অঙ্গারে পরিণত না করে)।

অথবা,

হে মন! নির্ম্মল জ্ঞানস্বরূপ সেই ভগবান তোমাকে চিরস্থায়ী চির-শান্তিময় স্থানে (স্থাপন পূর্ব্বক) সর্ব্বথা তোমার উন্নতিসাধন করুন। অপিচ, সংসার-সন্তাপরূপ অগ্নি যেন তোমাকে নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া অঙ্গারে পরিণত না করে।

১২। হে জ্যোতির্ম্ময় প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবন্! আপনি আমার সেই হবিঃ অর্থাৎ হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্বরূপ আহবনীয়কে সংরক্ষণ করুন (অর্থাৎ ইহলোক পরলোক সম্বন্ধি শত্রুদিগকে অপসারিত করিয়া চিরতরে সুপ্রতিষ্ঠিত করুন)। (মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে,—হে ভগবন্! আপনি বিশ্বরূপ জানিয়া আমার সমস্ত অনুরাগ ও সদ্ভাব আপনাতে সংন্যস্ত করিতেছি। আমার সেই অনুরাগ সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হউক, আপনি আমার সদ্ভাব সংরক্ষণ করুন)।

১৩। হে শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবিঃ! তুমি ভগবানের সহিত সম্মিলিত হও। (আত্মা পরমাত্মায় প্রবেশ করুক—এখানে এই ভাব পরিব্যক্ত)। অথবা হে জ্ঞানভক্তিরূপ হবিঃ! তোমরা আমার অনুষ্ঠিত কর্ম্মের সহিত মিলিত হও। (আমার কর্ম্ম জ্ঞানভক্তি-সমন্বিত হউক)।

১৪। (ক) হে মন! তোমাকে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে স্বাহা-মন্ত্রে নিয়োজিত করিতেছি! আমার আত্মদানরূপ যজ্ঞ সুহুত বা সুসিদ্ধ হউক। (ভাবার্থ—মন যেন অদ্বিতীয় ব্রহ্মের জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়)।

(খ) হে মন! তোমাকে সেই প্রকৃতিপুরুষরূপে অথবা জ্ঞানক্রিয়া-রূপে প্রকাশমান দেবতার উদ্দেশ্যে স্বাহামন্ত্রোচ্চারণে প্রেরণ করিতেছি। আমার আত্মোৎসর্গরূপ শুভ অনুষ্ঠান সুসিদ্ধ হউক! (যিনি পুরুষ ও প্রকৃতি—এই দুই ভাগে আপনাকে বিভক্ত করিয়া জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়া আছেন, হে মন, তুমি সেই পরমাত্মার সন্ধানে নিযুক্ত হও)।

(গ) হে মন! সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক ত্রিদেবরূপে প্রকাশমান সেই ভগবানের উদ্দেশ্যে স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে নিবেদন করিতেছি। আমার উদ্বোধনযজ্ঞ সুহুত বা সুসিদ্ধ হউক। (১অষ্টক—১প্রপাঠক—৮অনু)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

সপ্তমে কপালোপধানমুক্তং ততস্তপ্তেষু কপালেষু লব্ধাবসরত্বাদষ্টমে পুরোডাশ-শ্রপণমভিধীয়তে।

১। "সংবপামি।"—সংবপামীত্যস্যাহম্নাতস্য মন্ত্রস্য শেষং পূরয়িত্বা বিনিয়োগঃ কল্পে দর্শিতঃ—"অথোত্তরেণ গার্হপত্যমুপবিশ্য বাচংযমস্তিরঃপবিত্রং পাত্র্যাং কৃষ্ণাজিনাৎ পিষ্টানি সংবপতি দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামগ্নয়ে জুষ্ট৺ সংবপাম্যগ্নীষোমাভ্যা-মমুষ্মা অমুষ্মা ইতি" ইতি।

অপেক্ষিতস্থানে প্রযোক্তব্য ইত্যেতমর্থং দর্শয়িতুমেব নির্ব্বাপপেষণয়োর্দ্দেবস্য ত্বেতি মন্ত্রো দ্বিরাম্নাতঃ। অত্রানাম্নাতমপ্যনেনৈবাভিপ্রায়েণ ব্যাচষ্টে—"দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসব ইত্যাহ প্রসূত্যৈ। অশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যামিত্যাহ। অশ্বিনৌ হি দেবানামধ্বর্য্যূ আস্তাং। পূষ্ণো হস্তাভ্যামিত্যাহ যত্যৈ। সংবপামীত্যাহ। যথাদেবতমেবৈনানি সংবপতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি॥

২। "সমাপো অদ্ভিরগ্মত সমোষধয়ো রসেন স৺ রেবতীর্জ্জগতীভির্ম্মধুমতীর্ম্মধুমতীভিঃ সৃজ্যধ্বম্।"—বৌধায়নঃ—"প্রণীতাভ্যঃ স্রুবেণোপহত্য বেদেনোপযম্য পাণিং চান্তর্দ্ধায়ৈবং

মদন্তীভ্যস্তা উতন্নীরাণীয়মানাঃ প্রতিমন্ত্রয়তে সমাপো অদ্ভিরগ্মত সমোষধয়ো রসেন সꣳরেবতী-র্জ্জগতীভির্ম্মধুমতীর্ম্মধুমতীভিঃ সৃজ্যধ্বমিতি” ইতি।

পূর্ব্বং চমসে সংগৃহীতা আপঃ প্রণীতাঃ। তপ্তা আপো মদন্ত্যঃ। আপস্তম্বেন তু প্রণীতামাত্রেঽয়ং মন্ত্রো বিনিযুক্তঃ—“স্রুবেণ প্রণীতাভ্য আদায় বেদেনোপযম্য সমাপো অদ্ভিরগ্মতেতি পিষ্টেষ্বানয়তি” ইতি। প্রণীতা আপো মদন্তীভিরদ্ভিঃ সংগচ্ছন্তাং। পিষ্টরূপা ওষধয়ো দ্বিবিধোদকরসেন সংগচ্ছন্তাং। কিং চ হে আপো যূয়ং সর্ব্বসস্যাভি-বৃদ্ধিহেতুত্বাত্তদ্দ্বারা ধনবত্যঃ স্বভাবতো মাধুর্য্যবত্যশ্চ। ওষধয়োঽপি জঙ্গমরূপপশ্বভিবৃদ্ধি-হেতুতয়া পশুরূপধনযুক্তাঃ স্বভাবসিদ্ধস্বাদুত্বেন মাধুর্য্যবত্যশ্চ। ততঃ পিষ্টরূপাভিস্তাভিরোষধীভিঃ সংসৃষ্টা ভবত। মন্ত্রস্য পূর্ব্বভাগে জলৌষধিসঙ্গমস্য ফলমাহ—“সমাপো অদ্ভিরগ্মত সমোষধয়ো রসেনেত্যাহ। আপো বা ওষধীর্জ্জিন্বন্তি। ওষধয়োঽপো জিন্বন্তি। অন্যা বা এতাসামন্যা জিন্বন্তি। তস্মাদেবমাহ” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি। জিন্বন্তি প্রীণয়ন্তি। যদ্যপ্যচেতনানামপামোষধীনাং চ নাস্তি প্রীতিস্তথাঽপি পুরোডাশরূপেণ দেবপ্রিয়হেতুত্বাত্ত-দুপচারঃ। ন হি কেবলেন জলেন পিষ্টেন বা পুরোডাশঃ সম্ভবতি কিং ত্বন্যোন্যমেলন-রূপেণ প্রীণনেন। যস্মাত্তাসামপামোষধীনাং চ মধ্যেঽন্যা আপোঽন্যা ওষধীঃ প্রীণয়ন্তি। অন্যাশ্চৌষধয়োঽন্যা অপঃ প্রীণয়ন্তি। তস্মান্মন্ত্রঃ সমোষধয়ো রসেনেত্যেবং ব্রূতে। উত্তরভাগে মাধুর্য্যসম্পাদনং ফলমাহ—“সং রেবতীর্জ্জগতীভির্ম্মধুমতীর্ম্মধুমতীভিঃ সৃজ্যধ্বমিত্যাহ। আপো বৈ রেবতীঃ। পশবো জগতীঃ। ওষধয়ো মধুমতীঃ। আপ ওষধীঃ পশূন্। তানেবাস্মা একধা সꣳসৃজ্য। মধুমতঃ করোতি” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি॥

৩। “অদ্ভ্যঃ পরি প্রজাতাঃ স্থ সমদ্ভিঃ পৃচ্যধ্বম্।” – বৌধায়নঃ—“অথানুপরিপ্লাবয়ত্যদ্ভ্যঃ পরি প্রজাতাঃ স্থ সমদ্ভিঃ পৃচ্যধ্বমিতি” ইতি। আপস্তম্বঃ—“অদ্ভ্যঃ পরি প্রজাতা ইতি তপ্তাভিরনুপরিপ্লাব্য” ইতি॥ পরিপ্লাবনং পিষ্টস্য সর্ব্বত অর্দ্রীকরণং। হে পিষ্টরূপা ওষধয়ো যূয়ং পূর্ব্বমদ্ভ্য উৎপন্নাঃ স্থ। ততোঽস্মাপ্যদ্ভিঃ সম্পৃক্তা ভবত। মন্ত্রেণ পরিপ্লাবনং বিধত্তে—“অদ্ভ্যঃ পরি প্রজাতাঃ স্থ সমদ্ভিঃ পৃচ্যধ্বমিতি পর্য্যাপ্লাবয়তি। যথা সুবৃষ্ট ইমামনুবিসৃত্য। আপ ওষধীর্ম্মহয়ন্তি। তাদৃগেব তৎ” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি। যথা পর্জ্জন্যে সুবৃষ্টে সত্যাপো ভূমিমনুপ্রবিশ্যৌষধীর্ব্বর্দ্ধয়ন্তি তথাবিধমিদং পরিপ্লাবনং জলেন পিষ্টে সর্ব্বতঃ প্লাবিতে সতি পুরোডাশনিষ্পত্তেঃ॥

৪। “জনয়ত্যৈ ত্বা সং যৌমি”—কল্পঃ—“সং যৌতি জনয়ত্যৈ ত্বা সং যৌমীতি” ইতি। হে পরিপ্লাবিত পিষ্ট ত্বাং হস্তাঙ্গুলিমর্দ্দনেন সম্যঙ্মিশ্রী করোমি। এতচ্চ যজমানস্য শুক্রশোণিতমিশ্রণেনৈব প্রজোৎপত্তয়ে সম্পদ্যতে। এতদেব বিশদয়তি—“জনয়ত্যৈ ত্বা সং যৌমীত্যাহ। প্রজা এবৈতেন দাধার” (ব্রা০কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি॥

৫। “অগ্নয়ে ত্বাঽগ্নীষোমাভ্যাম্”—কল্পঃ—“সংযুত্য ব্যূ (ব্যু) হ্যাভিমৃশত্যগ্নয়ে ত্বাঽগ্নী-ষোমাভ্যামমুষ্মা অমুষ্মা ইতি যথাদেবতং” ইতি। ত্বামহং স্পৃশামীতি শেষঃ। অসাঙ্কর্য্যং মন্ত্রদ্বয়-প্রয়োজনমিত্যাহ—“অগ্নয়ে ত্বাঽগ্নীষোমাভ্যামিত্যাহ ব্যাবৃত্ত্যৈ” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি॥

৬। “মখস্য শিরোঽসি”—কল্পঃ—“পিণ্ডং করোতি মখস্য শিরোঽসীতি” ইতি।

বিশদীকৃত্য ব্যাচষ্টে—"নখস্ত শিরোঽসীত্যাহ। যজ্ঞো বৈ মখঃ। তস্যৈতচ্ছিরঃ। যৎপুরোডাশঃ। তস্মাদেবমাহ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি॥

৭। "ঘর্ম্মোঽসি বিশ্বায়ুঃ"—কল্পঃ—"ঘর্ম্মোঽসি বিশ্বায়ুরিত্যাগ্নেয়ং পুরোডাশমষ্টাসু কপালেষ্বধিশ্রয়ত্যেবমুত্তরমুত্তরেষু" ইতি। হে পুরোডাশ ত্বং তপ্তকপালাবস্থানেন দীপ্তো দেবতাযোগ্যত্বেন কৃৎস্নায়ুঃপ্রদশ্চাসি। বিশ্বমায়ুর্যস্যেতি বহুব্রীহেরায়ুপ্রদত্বমিত্যেবাত্রার্থ ইত্যাহ—"ঘর্ম্মোঽসি বিশ্বায়ুরিত্যাহ। বিশ্বমেবাঽয়ুর্যজমানে দধাতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি॥

৮। "উরু প্রথস্বোরু তে যজ্ঞপতিঃ প্রথতাম্।"—কল্পঃ—"উরু প্রথস্বোরু তে যজ্ঞপতিঃ প্রথতামিতি পুরোডাশং প্রথয়ন্ সর্ব্বাণি কপালান্যভিপ্রথয়ত্যতুঙ্গমনপূপাকৃতিং কূর্ম্মস্যেব প্রতিকৃতিমশ্বশফমাত্রং করোতি" ইতি॥ হে পুরোডাশ ত্বং বহু যথা ভবতি তথা বিস্তীর্ণো ভব। ত্বদীয়ো যজমানোঽপি প্রজাদিভিঃ প্রথিতোঽস্তু। যজ্ঞপতের্ব্বিস্তারং দর্শয়তি—"উরু প্রথস্বোরু তে যজ্ঞপতিঃ প্রথতামিত্যাহ। যজমানমেব প্রজয়া পশুভিঃ প্রথয়তি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি॥

৯। "ত্বচং গৃহ্ণীষ্ব"—কল্পঃ—"ত্বচং গৃহ্ণীষ্বেত্যদ্ভিঃ শ্লক্ষ্ণী করোত্যনভিক্ষারয়ন্" ইতি। হে পুরোডাশ ত্বমদ্ভিঃ শ্লক্ষ্ণীভূতাং ত্বচং স্বীং কুরু। নিম্নোন্নতভাবপরিহারেণ ত্বক্সাদৃশ্যে সতি পুরোডাশঃ সদেহো ভবতীত্যাহ—"ত্বচং গৃহ্ণীষ্বেত্যাহ। সর্ব্বমেবৈনঽ সতনুং করোতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি। শ্লক্ষ্ণীকরণং বিধত্তে—"অথাপ আনীয় পরিমার্ষ্টি। মাঽস এব তত্ত্বচং দধাতি। তস্মাত্ত্বচা মাঽসং ছন্নং" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি। তত্তেন মার্জ্জনেন পিষ্টরূপে মাংস এব শ্লক্ষ্ণত্বরূপত্বচং স্থাপয়তি। ততো লোকে সাঽপি তথা দৃশ্যতে॥

১০। "অন্তরিতঽ রক্ষোঽন্তরিতা অরাতয়ঃ।"—কল্পঃ—"অন্তরিতঽ রক্ষোঽন্তরিতা অরাতয় ইতি সর্ব্বাণি হবীঽষি ত্রিঃ পর্য্যগ্নি কৃত্বা" ইতি। দর্ভৈর্দ্দীপ্তৈঃ পুরোডাশস্য পরিতো রক্ষসাং সংশোধনং পর্য্যগ্নিকরণং। অনেন পর্য্যগ্নিকরণেন রাক্ষসজাতির্ব্ব্যবহিতা। শত্রবোঽপি ব্যবহিতাঃ। তদেতদ্বিধত্তে—ঘর্ম্মো বা এষোঽশান্তঃ। অর্দ্ধমাসেঽর্দ্ধমাসে প্রবৃজ্যতে। যৎপুরোডাশঃ। স ঈশ্বরো যজমানঽ শুচাঽপ্রদহঃ। পর্য্যগ্নি করোতি। পশুমেবৈনমকঃ। শান্ত্যা অপ্রদাহায়" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি। পুরোডাশো যোঽস্তি স এব দীপ্যমানোঽগ্নির্ভূত্বা কদাচিদপি ন শাম্যতি প্রতিপক্ষং তপ্তকপালৈঃ সন্তপ্যমানত্বাৎ। স চ তাপেন যজমানং প্রদগ্ধুং সমর্থঃ। তত্র পশুপ্রচারেণ পর্য্যগ্নিকরণেন পুরোডাশে পশৌ কৃতে সতি প্রদীপ্তাগ্নিরূপপরিত্যাগেন শান্তো ভূত্বা যজমানং ন প্রদহতি। আবৃত্তিং বিধত্তে "ত্রিঃ পর্য্যগ্নি করোতি। ত্র্যাবৃদ্ধি যজ্ঞঃ। অথো রক্ষসামপহত্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি। মন্ত্রং ব্যাচষ্টে—"অন্তরিতঽ রক্ষোঽন্তরিতা অরাতয় ইত্যাহ। রক্ষসামন্তর্হিত্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি॥

১১। "দেবস্ত্বা সবিতা শ্রপয়তু বর্ষিষ্ঠে অধি নাকেঽগ্নিস্তে তনুবং মাঽতি ধাক্"—বৌধায়নঃ—"পুরোডাশঽ শ্রপয়তি দেবস্ত্বা সবিতা শ্রপয়তু বর্ষিষ্ঠে অধি নাকেঽগ্নিস্তে তনুবং মাঽতি ধাগিতি" ইতি। আপস্তম্বো মন্ত্রভেদমাহ—"দেবস্ত্বা সবিতা শ্রপয়ত্বিত্যুচ্চৈঃ প্রতিতপত্যগ্নিস্তে

"সংবপামি হবির্ব্বাপঃ সমা তত্র জলং ক্ষিপেৎ। অদ্ভ্যঃ সংপ্লাব্য তপ্তাভির্জ্জলং সংযৌত্যশেষতঃ ॥ ১ ॥
অগ্নাগ্নী নির্দ্দিশেদ্ভাগৌ মখ পিণ্ডং করোতি হি। ঘর্ম্মঃ কপালে নিক্ষিপ্য প্রথয়েদুরুমন্ত্রতঃ ॥ ২ ॥
ত্বচং শ্লক্ষ্ণী করোত্যদ্ভিরন্তঃ পর্য্যগ্নয়ে কৃতিঃ। শ্রপয়ত্বুল্মুকৈর্দ্দেবো হবিরন্তে জ্বাল্যতে কুশৈঃ ॥ ৩ ॥
সং বেদেন চ সাঙ্গারভস্মনাহচ্ছাদয়েদ্ধবিঃ। একান্তর্ব্বেদি লেখাসু ক্ষালনং নিনয়েত্ত্রিভিঃ ॥
অনুবাকেঽষ্টমে সপ্তদশ মন্ত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৪ ॥" ইতি।

অথ মীমাংসা।

অত্রাবিদহন্তঃ শ্রপয়তেতি কশ্চিন্মন্ত্র উক্তঃ। শৃতকামা ইব হি দেবা ইত্যর্থবাদশ্চ। এতদ্বিষয়ে ব্রাহ্মণান্তরবাক্যমপি যো বিদগ্ধ ইত্যাদিকমুদাহৃতং। তত্র কিঞ্চিত্তৃতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থপাদে চিন্তিতং—"পরুষি চ্ছিন্নমিত্যুক্ত্যা বর্হিষস্তু সমূলতাং। ঘৃতং দৈবং মস্তু পিত্র্যমিত্যুক্ত্যা নবনীতকং॥ যো বিদগ্ধঃ স ইত্যুক্ত্যা পুরোডাশস্য পক্কতাং। স্তৌতি পূর্ব্বোত্তরৌ পক্ষৌ যোজনীয়ৌ নিবীতবৎ" ইতি॥ চাতুর্ম্মাস্যেষু মহাপিতৃযজ্ঞে শ্রূয়তে "যৎপরুষি দিতং তদ্দেবানাং। যদন্তরা তন্মনুষ্যাণাং। যৎ সমূলং তৎপিতৃণাং। সমূলং বর্হির্ভবতি ব্যাবৃত্ত্যৈ" ইতি। পরুঃ পর্ব্ব। দিতং খণ্ডিতং। জ্যোতিষ্টোমে দীক্ষাভ্যঙ্গে শ্রূয়তে—"ঘৃতং দেবানাং মস্তু পিতৃণাং নিষ্পক্কং মনুষ্যাণাং তদ্বা এতৎসর্ব্বদেবত্যং যন্নবনীতং যন্নবনীতেনাভ্যঙ্‌ক্তে সর্ব্বা এব দেবতাঃ প্রীণাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি মস্তু দধিভবং মণ্ডং। নিষ্পক্কং শিরসি প্রক্ষেপ্তুমীষদ্বিলীনং নবনীতং তক্রং বা। দর্শপূর্ণমাসয়োঃ পুরোডাশশ্রপণে শ্রূয়তে—"যো বিদগ্ধঃ স নৈর্ঋতো যোঽশৃতঃ স রৌদ্রো যঃ শৃতঃ স সদেবস্তস্মাদবিদহতা শৃতং কৃত্যঃ সদেবত্বায়" ইতি। বিদগ্ধোঽতিপক্কঃ। অশৃতোঽপক্কঃ। তত্র বর্হিষি সমূলচ্ছেদনস্যাভ্যঙ্গে নবনীতস্য পুরোডাশে যথোচিতপাকস্য চ বিধেয়তয়া সর্ব্বমবশিষ্টং স্তাবকং। অত্র পূর্ব্বোত্তরপক্ষৌ ন প্রপঞ্চিতৌ। অস্যৈব পাদস্য প্রথমাধিকরণে নিবীতবাক্যে প্রোক্তয়োরেবাত্রাপি যোজনীয়ত্বাৎ। তস্যৈবাধিকরণস্যোদাহরণবাহুল্যমনেনৈবাধিকরণেন প্রপঞ্চ্যতে॥

অথ ব্যাকরণম্।

সংবপামীত্যাদৌ স্বরা গতাঃ। আপ ইত্যত্র ফিট্স্বরঃ। অদ্ভিরিত্যত্র "উড়িদং পদাদ্যপ্পুংরৈদ্যুভ্যঃ" (পা০ ৬-১-১৭১) উড়াদেশাদিদংশব্দাৎপদন্নিত্যাদ্যাদেশেভ্যোঽপ্শব্দাৎপুংশব্দাদ্রৈশব্দাদ্দিবশব্দাচ্চোত্তরসর্ব্বনামস্থানমুদাত্তং ভবতি। যদ্যপি "সাবেকাচস্তৃতীয়াদিঃ" (পা০ ৬-১-১৬৮) ইতি সূত্রেণৈতৎ সিদ্ধং তথাঽপি দ্বিতীয়াবহুবচনার্থমস্য সূত্রস্য বক্তব্যত্বাদনেন বিশেষসূত্রেণোদাত্তো বিধেয়ঃ। রেবতীরিত্যত্র রেশব্দাচ্চোপসংখ্যানমিতি মতুবাদ্যুদাত্তঃ। প্রজাতা ইত্যত্রান্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ কর্ম্মণি নিষ্ঠায়াং "গতিরনন্তরঃ" (পা০ ৬-২-৪৯) ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। জনয়ত্যা ইত্যত্র ক্তিন্প্রত্যয়ান্তত্বেন "ঞিত্যাদির্নিত্যং" (পা০ ৬-১-১৯৭) ইত্যাদ্যুদাত্তঃ। উরুশব্দস্য নিত্যনপুংসকত্বাভাবাৎ ফিট্স্বরঃ। যজ্ঞপতিরিত্যত্র "পত্যাবৈশ্বর্য্যে" (পা০ ৬-২-১৮) ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অন্তরিতমিত্যত্রান্তঃশব্দস্য গতিত্বাৎ "গতিরনন্তরঃ" (পা০

৬-২-৪৯) ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। বর্ষিষ্ঠ ইত্যত্রেষ্ঠন্‌প্রত্যয়স্য নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। এবং সর্ব্বমুন্নেয়ং॥ (১অষ্টক—১প্রপাঠক—৮অনুবাক)॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়সংহিতা-ভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রপাঠকেঽষ্টমোঽনুবাকঃ ॥ ৮ ॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

অষ্টম অনুবাকের মন্ত্র-সমূহ পুরোডাশ-নিষ্পাদক। সপ্তমে প্রজ্বলিত অঙ্গারোপরি কপাল-স্থাপনের বিষয় কথিত হইয়াছে; আর এই অষ্টম অনুবাকের মন্ত্র-সমূহে সেই উত্তপ্ত কপালে পুরোডাশ শ্রপণের প্রক্রিয়া-পদ্ধতি নিবদ্ধ আছে। মন্ত্রের বিনিয়োগ সম্বন্ধে 'বিনিয়োগ-সংগ্রহ' গ্রন্থের নির্দ্দেশ এইরূপ,—

'সংবপামি' মন্ত্রে উত্তপ্ত কপালে হবিঃ (অর্থাৎ পিষ্ট তণ্ডুল বা চাউলের গুঁড়া) স্থাপন; তার পর 'সমাপঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে তাহাতে জল-নিক্ষেপ, 'অদ্ভ্যঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই জলকে নাড়িয়া 'জনয়ত্যৈ' প্রভৃতি মন্ত্রে মিশ্রিত হবিঃ উত্তপ্ত করিবার বিধি। তদনন্তর 'অগ্নয়ে' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই হবির এক একটী ভাগ গ্রহণ করিয়া 'মখস্য' প্রভৃতি মন্ত্রে এক একটী পিণ্ড প্রস্তুত করিতে হইবে। তার পর, 'ঘর্ম্ম' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই পিণ্ড-সমূহ পূর্ব্বস্থাপিত কপালে স্থাপন করিয়া, 'উরুপ্রথা' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই পুরোডাশকে ভর্জ্জন করিবে। তদনন্তর 'অন্তরিতং' প্রভৃতি মন্ত্রে জল গ্রহণ করিয়া 'ত্বচং' প্রভৃতি মন্ত্রে পুরোডাশে জল-প্রক্ষেপ এবং 'শ্রপয়তি' প্রভৃতি মন্ত্রে কপাল মধ্যে সেই পুরোডাশ সঞ্চালন করিবার বিধি। 'অগ্নে' প্রভৃতি মন্ত্রে কুশ-দ্বারা পুরোডাশ পুনঃ পুনঃ সঞ্চালন, 'সংব্রহ্মণা' প্রভৃতি মন্ত্রে অঙ্গার এবং ভস্মের দ্বারা সেই হবিকে আচ্ছাদন করিবে। তার পর 'একতায়' প্রভৃতি মন্ত্রে জল দ্বারা পাত্রগুলিকে ধৌত করিয়া সেই জল দেবোদ্দেশ্যে প্রদান করিবে। বিনিয়োগ অনুসারে এই অনুবাকে সপ্তদশটী মন্ত্রের বিদ্যমানতা কথিত হয়।

ক্রিয়া-কর্ম্মে মন্ত্রের পূর্ব্ববিধি প্রয়োগ অনুসারে ভাষ্যকার যে অর্থ ও যে সম্বোধন-পদ-সমূহ অধ্যাহার করিয়াছেন, প্রথমে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। আমাদের হিসাবে এই অনুবাকের মন্ত্রসমূহ চৌদ্দটী বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে; তবে কোনও কোনও বিভাগে আবার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপবিভাগও কল্পিত হয়। অনুবাকের প্রথম মন্ত্র—'সংবপামি।' ভাষ্যে এই আম্নাত মন্ত্রের প্রথমে 'দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসব অশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং' ইত্যাদি মন্ত্র সংযোজন করিবার বিধি আছে। মন্ত্রটী পিষ্ট-সম্বোধন-মূলক। পিষ্ট প্রস্তুত হইলে, পবিত্র অর্থাৎ কুশ-সংযুক্ত পাত্রে তাহা স্থাপন করিতে হয়। এইরূপ প্রয়োগ অনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে পিষ্ট! তোমাকে এই পাত্রে নিক্ষেপ করিতেছি।' দ্বিতীয় মন্ত্রে পিষ্ট-সমূহে (চালের গুঁড়াতে) প্রণীত উপসর্জ্জনী (শিল বা যাঁতা ধোয়া জল)

নিক্ষেপ করিবার বিধি। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'এই প্রণীত জল-ভাগ পিষ্টের জলীয় ভাগের সহিত মিলিত হউক; ওষধিভাগ পিষ্টের ওষধিভাগের সহিত মিলিত হউক; রেবতীভাগ, পিষ্টের জগতী-ভাগের সহিত মিলিয়া যাউক; মাধুর্য্যভাগ পিষ্টের মাধুর্য্য-ভাগের সহিত মিলিত হউক।' ভাব এই যে, চালের গুঁড়া ও জল এক হইয়া যাউক। সূত্র-গ্রন্থে এই মন্ত্রের অর্থ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে,—'প্রণীত আপ মদযুক্ত জল-সমূহের সহিত সঙ্গত হউক। পিষ্টরূপ ওষধী-সমূহ পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ উদকরসের সহিত মিলিত হউক; অপিচ, হে উভয়বিধ আপ! তোমরা সকলের অভিবৃদ্ধি সাধন কর বলিয়া তোমরা স্বভাবতঃ ধনবতী ও মাধুর্য্যবতী। ওষধী-সমূহও জঙ্গমরূপ পশ্বাদির অভিবৃদ্ধির জন্য পশুরূপ ধনযুক্ত এবং স্বভাব-সিদ্ধ স্বাদুত্ব-হেতু মাধুর্য্য-সম্পন্ন। সুতরাং পিষ্টরূপ ওষধীর সহিত তাহাদের মিলন সংসাধিত হউক।

তৃতীয় মন্ত্রে জলকে পরিপ্লাবিত করিতে হয়। পরিপ্লাবন বলিতে পিষ্টের সর্ব্বত্র আর্দ্রীকরণ বুঝায় অর্থাৎ পিটালুর মধ্যে জল দিয়া, সেই পিটালু-মিশ্রিত জল নাড়িয়া জলে ও পিটালুতে মিশাইতে হয়। মন্ত্রের অর্থ হয়—'হে পিষ্টরূপ ওষধী-সমূহ! তোমরা পূর্ব্বে জল হইতে উৎপন্ন হইয়াছ; অতএব তোমরা অন্য জলের সহিত সংপৃক্ত অর্থাৎ মিলিত হও।' সুবৃষ্টি হইলে বারিবর্ষণে ভূমির মধ্যে প্রবেশ করিয়া জল যেমন ওষধী-সমূহকে পরিবর্দ্ধিত করে; সেইরূপ এই পরিপ্লাবনে পিষ্টের ও জলের সম্পূর্ণ সংমিশ্রণে পুরোডাশ নিষ্পত্তি হইবে—তাই বিনিয়োগের সার্থকতা। চতুর্থ মন্ত্রও পিষ্ট সম্বোধনে বিনিযুক্ত। চাউলগুলি শিলায় অথবা যাঁতায় গুঁড়া হইবার পর, সেই শিলা বা যাঁতা ধুইয়া যে জল বাহির হয়, তাহা এবং প্রণীত জল উভয়কে পিষ্টের সহিত হস্তাঙ্গুলির দ্বারা মিশাইতে হয়। সেই মিশ্রণকালে এই মন্ত্র পাঠের বিধি। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ,—'হে পরিপ্লাবিত পিষ্ট! তোমাকে হস্তাঙ্গুলির দ্বারা সম্যক্‌প্রকারে এই জলের সহিত মিশ্রিত করিতেছি।' পঞ্চম মন্ত্রে সেই জলমিশ্রিত পিষ্টকে বিভাগ করতঃ, এইটী অগ্নির জন্য, এইটী সোম-দেবতার জন্য এবং এই দুইটী অগ্নীষোম দেবতার জন্য রহিল—বলিয়া এক একটীকে পৃথক করিয়া স্বতন্ত্রভাবে স্থাপনের বিধি। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে পিষ্ট! তোমাকে অগ্নিদেবতা এবং অগ্নীষোম দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিতেছি।' তার পর ষষ্ঠ মন্ত্রে পিণ্ড প্রস্তুত, আর সপ্তম মন্ত্রে সেই সকল পিণ্ড পূর্ব্বস্থাপিত আটটী কপালে স্থাপন করিবার বিধি। মন্ত্রের অর্থ—'হে পুরোডাশ! তপ্ত-কপালে অবস্থান-হেতু তুমি দীপ্ত হও। সেই হেতু তোমাতে দেবতার অধিষ্ঠান। সুতরাং তুমি যজমানের আয়ুঃ বৃদ্ধি কর।' অষ্টম মন্ত্র পুরোডাশ-ভর্জ্জনে বিনিযুক্ত হয়। উহার অর্থ,—'হে পুরোডাশ! তোমরা যাহাতে বহু হইতে পার, সেইরূপ ভাবে বিস্তৃত হও। তোমাদের বিস্তৃতিতে যজমানও প্রখ্যাত হইবে।' নবম মন্ত্রে পুরোডাশে জলসেচন করিতে হয়। মন্ত্রের অর্থ - হে পুরোডাশ! তুমি জলসকলের শ্লক্ষ্ণীভূত ত্বক্‌কে স্বীকার কর।' দশম মন্ত্রে দীপ্যমান পুরোডাশের চারিদিকে রক্ষ-সংশোধন-মূলক অগ্নি-স্থাপন করিবার বিধি। সেই অগ্নি-স্থাপনে রাক্ষস-জাতি এবং শত্রু-সমূহ পুরোডাশের নিকটবর্ত্তী হইতে পারে না। এই বিনিয়োগ অনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'রাক্ষসগণ এবং অরাতিগণ অন্তরিত হউক।' একাদশ মন্ত্রে

পুরোডাশকে সঞ্চালিত করিতে করিতে বলা হয়,—'হে পুরোডাশ! প্রবৃদ্ধ নাক-নামক অগ্নিতে তোমাকে স্থাপন করিয়া সবিতা দেবতা তোমাকে পক্ক করুন। এই অগ্নি তোমার শরীরের ভস্মীকরণরূপ অতিদাহ যেন সাধন না করেন।' ফলতঃ, পিষ্টক ধরিয়া না যায়, ইহাই যেন মন্ত্রের লক্ষ্য। পুরোডাশ যেন ধরিয়া না যায়, পরন্তু উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত হয়—এই জন্যই মন্ত্রের প্রার্থনা। দ্বাদশ মন্ত্রে বাঙ্-নিয়ম ভঙ্গ করিতে হয়। হবিঃ-সংবপন সময়ে বাক্-সংযম করা হইয়াছিল। এখন সেই বাঙ্-নিয়ম পরিত্যক্ত হইল। মন্ত্রের ভাব এই যে,—'বিশেষভাবে দাহ দ্বারা ভস্মীভূত না করিয়া সম্যক্-ভাবে যাহাতে পাক হয়, তাহা কর।' ত্রয়োদশ মন্ত্রে অঙ্গার এবং ভস্মের দ্বারা হবিকে আচ্ছাদন করিবে। মন্ত্রের অর্থ,—হে পুরোডাশ! তুমি মন্ত্রের সহিত সংপৃক্ত হও।' চতুর্দ্দশ বা শেষ মন্ত্র, পাত্র-প্রক্ষালিত জলকে সম্বোধন করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,-'হে পাত্র-ধৌত জল! 'একত' নামক দেবতার তৃপ্তির জন্য, 'দ্বিত' নামক দেবতার তৃপ্তির জন্য, 'ত্রিত' নামক দেবতার তৃপ্তির জন্য তোমাকে অর্পণ করিতেছি। এই বলিয়া জল প্রক্ষেপ করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত দেবতাত্রয়ের উদ্দেশ্যে জল প্রক্ষেপ সম্বন্ধে একটী উপাখ্যান পরিদৃষ্ট হয়। সে উপাখ্যানটী এই—'এক সময়ে শত্রুভয়ে ভীত হইয়া অগ্নি জলমধ্যে লুক্কায়িত হয়েন। সেই সময়ে তাঁহার বীর্য্যে জলের মধ্যে 'একত' 'দ্বিত' ও 'ত্রিত' নামক দেবত্রয়ের উৎপত্তি হইয়াছিল। অন্যান্য দেবগণের অনুকম্পায় অগ্নিদেব উদ্ধার প্রাপ্ত হইলে, তদুৎপন্ন দেবত্রয়ের পূজার বিষয় বিচার হয়। কিন্তু তখন যজ্ঞের এমন কোনও ভাগ অবশিষ্ট ছিল না যে, তাঁহারা তাহা পাইতে পারেন। তখন পুরোডাশ-ধৌত জল, তাঁহাদিগকে অর্পণ করিবার ব্যবস্থা হয়। মন্ত্রটী এইভাবে পল্লবিত হইয়াছে।

এক্ষণে মন্ত্র-সম্বন্ধে আমাদিগের অভিমত ব্যক্ত করিতেছি। প্রথম মন্ত্রে 'সংবপামি' পদ মাত্র পরিদৃষ্ট হয়। ভাষ্যাদির ব্যাখ্যায় ঐ মন্ত্রে পিষ্ট পদার্থ (পিটালীর গোলা) নিক্ষেপ করিতে হইবে। আমাদের মতে এই মন্ত্রে আপনার হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাবকে হবিঃ-স্বরূপে গ্রহণ করিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে অর্পণ করা হইয়াছে। মানুষ যখন এতাদৃশ ভাবের ভাবুক হইতে পারিবে, আপনার সত্ত্বভাব-সমূহকে যখন ভগবানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করিতে সমর্থ হইবে, তখনই সে মোক্ষ-পথে অগ্রসর হইতে পারিবে।' দ্বিতীয় মন্ত্রের সহিত এই মন্ত্রের বেশ একটু সম্বন্ধ আছে বলিয়া বুঝিতে পারি। মানুষ যখন মোক্ষ-পথের পথিক হয়, তখনই তাহার কর্ম্মফলাবসানে ক্ষয়মূলক ওষধীবৎ জীবনের সহিত স্নেহ-সত্ত্ব-ভাবের সম্মিলন ঘটে; তখনই তাহার সেই মরণ-ধর্ম্মী জীবনের সহিত রসস্বরূপ ভগবানের অমৃতত্বের সম্মিলন হয়। তখনই তাহার সেই শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবনিবহ বিশ্বজনীন স্ফূর্ত্তি-লাভ করিয়া বিশ্ববাসীর সকলের সহিত সম্মিলিত হইতে পারিবে; তখনই তাহার মাধুর্য্য-ভাব-সমূহের সহিত মাধুর্য্যময় ভগবদ্বিভূতি-সমূহের সম্মিলন সংসাধিত হইবে। ফলতঃ, এই মন্ত্রে এক বিরাট সম্মিলনের ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু ভাষ্যের ভাব, সে ভাব উপলব্ধির পক্ষে বিষম অন্তরায় ঘটাইয়াছে।

মন্ত্রের অন্তর্গত দুইটী পদ—'আপঃ' ও 'ওষধীভিঃ' সেই ভাব উপলব্ধির প্রধান অন্তরায়। ঐ দুই পদে সহজেই মনে হয়, যেন ফলপাকান্তে ধান্যাদিতে জলসেচনের

প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। প্রথম মন্ত্রোক্ত 'সংবপামি' পদের সার্থকতাও তাহাতেই পরিলক্ষিত হইতে পারে। বপনের পরই জলসেচন—এক পক্ষে এই ভাবই স্বভাব-সঙ্গত। স্থূলদৃষ্টিতে, মন্ত্রে কৃষিকর্ম্মের বিষয় বিবৃত হইয়াছে বলিয়া মনে আসিতে পারে। কৃষিকার্য্যই তো বটে! কিন্তু সে কোন্ কৃষিকার্য্য! কর্ষণ বপন জলসেচন তো বটেই। কিন্তু সে কোন্ ভাবে কোন্ ব্যাপারে? অনুধ্যান করুন—সে বহির্জ্জগতের ব্যাপার, কি অন্তর্জ্জগতের ব্যাপার! আমরা মনে করি, মন্ত্রোক্ত 'ওষধয়ঃ' ও 'রসেন' এবং 'অদ্ভিঃ' পদত্রয়ে সেই তত্ত্বেরই আভাষ পাওয়া যায়। রসের সহিত ওষধীর মিলন কি? রস পাইয়া ওষধী পরিপুষ্ট হইতে পারে; কিন্তু তাহার আবার রসের সহিত মিলিবার কি প্রয়োজন? গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—'রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়'; অর্থাৎ—'হে অর্জ্জুন! জলের মধ্যে আমি রস।' ইহাতেই বুঝা যায়, এখানে রস শব্দে ভগবানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তাহা হইলে 'ওষধয়ঃ' পদ কাহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে? তাহারা কি সেই ধান্যাদিরূপ তুচ্ছ তৃণবিশেষ? আমরা তাহা মনে করি না। আমরা মনে করি,—মনুষ্য পক্ষে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়াই এখানে ওষধী পদের সার্থকতা। ফল পরিপক্ক হইলে, ওষধীর জীবন শেষ হয়। প্রাক্তন কর্ম্মফল ভোগ করিবার নিমিত্ত মানুষ ইহসংসারে প্রেরিত হয়। তাহার সেই কর্ম্মফল যখন শেষ হইয়া যায়, তখন তাহার ইহজীবনের অবসান ঘটে। মন্ত্রের 'ওষধী' পদ এই অর্থেই মনুষ্যকে বুঝাইতেছে, প্রথম স্তর—এই কঠোর জীবনের সহিত অপ্ স্বরূপ স্নেহসত্ত্বভাবের সম্মিলন। জীবন যখন শুদ্ধসত্ত্বভাবের অধিকারী হয়, তখন সে রসময়ের সহিত মিলিত হইবার উপযুক্ততা লাভ করে। মন্ত্রোক্ত পদ-চতুষ্টয়ে (সোমাপঃ হইতে রসেন পর্য্যন্ত বাক্যে) ঐ ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। মন্ত্রের শেষাংশ প্রোক্ত সিদ্ধান্তেরই পরিপোষক। আত্মোৎকর্ষ সাধিত হইলে, সাধনার পথে অগ্রসর হইবার সামর্থ্য আসিলে, অন্তরস্থ শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ পরিস্ফূর্ত্তি লাভ করে; বিশ্বের সকলের সহিত তখন তাহার সম্বন্ধ সংস্রব সংস্থচিত হয়। 'রেবতীর্জ্জগতীভিঃ' শব্দে সেই তত্ত্বই ব্যক্ত করিতেছে। সেই স্ফূর্ত্তিরই চরম পরিণতি— 'মধুমতীর্ম্মধুমতীভিঃ'। তখনই প্রেমময়ের সহিত প্রেমিকের অপূর্ব্ব সম্মিলন সংসাধিত হয়।

তার পর, শুদ্ধসত্ত্ব যে ভগবানেরই বিভূতি—তৃতীয় মন্ত্রে তাহাও প্রখ্যাপিত হইয়াছে। মন্ত্রের সম্বোধ্য—হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাব। এখানে আত্মায় আত্মসম্মিলনের ভাবই বর্ত্তমান। জলবুদ্‌বুদ্ জল হইতে উৎপন্ন হয়; কিন্তু আবার জলেই যেমন তাহার পরিণতি; শুদ্ধসত্ত্ব সম্বন্ধেও তাহাই বুঝিতে হইবে। ভগবান হইতে তাহার উৎপত্তি, আবার তাঁহাতেই তাহার পরিণতি। এই ভাবে এক সম্মিলনের বিরাট ভাব মন্ত্রের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে বলিয়া মনে করি। 'অদ্ভিঃ' পদে আমরা সত্ত্বসমুদ্র সেই ভগবানকেই লক্ষ্য করি। মহাসমুদ্র হইতে যেমন অশেষ শাখাপ্রশাখাযুক্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ তোয়নিধির উদ্ভব হইয়া চারিদিকে বিস্তৃতি-লাভ করে; শুদ্ধসত্ত্ব বিষয়েও তাহাই বুঝিতে হইবে। ক্ষুদ্র বৃহৎ নদীনালা, নানা দিগ্দেশ ঘুরিয়া ফিরিয়া, পরিশেষে যেমন মহাসমুদ্রেই তাহাদের জলরাশি নিঃসারণ করে, শুদ্ধসত্ত্বসম্বন্ধেও তাহাই বুঝিতে হইবে। ভগবানের বিভূতিরূপ

শুদ্ধসত্ত্ব তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়া, আবার তাঁহাতেই বিলীন হইয়া যায়। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করি। মন্ত্রে সেই শুদ্ধসত্ত্বলাভের প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে।

চতুর্থ মন্ত্রের সম্বোধন—পিষ্টসমূহ প্রভৃতি। চতুর্থ হইতে একাদশ পর্য্যন্ত মন্ত্র-সমূহ যে সকল ক্রিয়া-কর্ম্মে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহার আভাষ প্রারম্ভেই প্রদান করিয়াছি। আমাদের মতে মন্ত্রের কোথাও পিষ্টের বা পুরোডাশের সম্বন্ধ নাই। মন্ত্র সমূহের লক্ষ্য অন্যরূপ। মন্ত্রসমূহে বলা হইয়াছে,—মন যদি সদ্ভাবপুষ্টির জন্য ভগবানের সহিত মিলিত অর্থাৎ ভগবৎ কার্য্যে বিনিযুক্ত হয়, তাহা হইলে প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবান হইতেই অন্তঃ-করণে জ্ঞানের স্ফূরণ হইয়া থাকে। মনঃসম্বন্ধযুত সৎকর্ম্মই জ্ঞান ও ভক্তির মূলীভূত। পর পর মন্ত্রসমূহে এই ভাবই পরিব্যক্ত রহিয়াছে। মন্ত্রগুলি পরস্পর কিরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট অষ্টম হইতে একাদশ পর্য্যন্ত মন্ত্রে তাহা উপলব্ধ করুন। অষ্টম ও নবম মন্ত্র ভগবানের মাহাত্ম্য-প্রকাশক। তিনি যে স্বপ্রকাশ!—বিশ্ব যে তাঁহারই অভিব্যক্তি! তিনিই যে বিশ্বের প্রাণস্থানীয়! তিনি তো প্রখ্যাতই আছেন! কিন্তু তাঁহার মুখ্য প্রখ্যাতি পাপীর পরিত্রাণের জন্য অর্চ্চনাকারী তাই প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে ভগবন্! আমার ন্যায় পাপীকে পরিত্রাণ করুন। সৎকর্ম্মের জন্য আমি যেন বিখ্যাত হই। দশম ও একাদশ মন্ত্রের প্রার্থনা যেন ঐ প্রার্থনারই পূর্ণতাদ্যোতক। প্রথমে বলা হইল—'পাপ দূর করুন'; তার পর বলা হইল,—'হে ভগবন! আপন জ্ঞানমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া আমার অজ্ঞানাবরণ নাশ করুন। অথবা আমার পাঞ্চভৌতিক দেহকে দৃঢ় করিয়া দেন—সে যেন সাধনার অনুপযুক্ত না হয়! সে যেন আমার হৃদয়কে সৎকর্ম্মের দ্বারা স্বর্গে পরিণত করিয়া সেখানে আপনাকে স্থাপন করিতে সমর্থ হয়।' দ্বিবিধ ভাবে একাদশ মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশিত হইতে পারে। আমাদের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় তাহা পরিদৃষ্ট হইবে।

দ্বাদশ মন্ত্রের ব্যাখ্যা চতুর্থ অনুবাকে দ্রষ্টব্য। ত্রয়োদশ মন্ত্রেও এক কিরাট সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। এই মন্ত্রে দ্বিবিধ অন্বয়ে সেই একই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। চতুর্দ্দশ মন্ত্রে একতায়, দ্বিতায় ও ত্রিতায় পদত্রয়ে উচ্চোচ্চ স্তরে অগ্রসর হওয়ার অবস্থাই প্রকাশ করিতেছে। অতি উচ্চস্তরের সাধক বুঝিলেন,—'একতায় ত্বা।' সে অবস্থায় সকলই এক হইয়া আসিল। তখন সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মের প্রতি সাধকের দৃষ্টি পড়িল। সাধক কহিলেন,—'মন! কেন দ্বিধা ভাব পোষণ কর?' 'একতায়'—সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের প্রতি বিনিযুক্ত হও। ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করিলে, আর কোনও দ্বিধা ভাবই তোমার মধ্যে থাকিতে পারিবে না।' তখন 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এই বাক্য সিদ্ধি লাভ করিল। সাধক তখন 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন। কিন্তু একটু নিম্ন স্তরের সাধক যিনি, ভগবানের অদ্বিতীয়ত্ব ধারণা করিতে যিনি সমর্থ হইলেন না, 'দ্বিত' অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষরূপে অথবা ক্রিয়া জ্ঞানরূপে তিনি বিদ্যমান বলিয়া তাঁহার লক্ষ্য পড়িল। তখন তিনি কহিলেন,—'প্রকৃতি ও পুরুষ দুই ভাবে বর্ত্তমান সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের দুই ভাবের প্রতি মন তুমি বিনিবিষ্ট হও।' 'দ্বিতায় ত্বা' মন্ত্রের ইহাই লক্ষ্য বলিয়া মনে করি। আরও নিম্নস্তরের সাধক যিনি, যিনি ভগবানকে এক

বা দুই ভাবে বুঝিতে অসমর্থ, তাঁহার নিকট তিনি 'ত্রিত'রূপে প্রতিভাত হইলেন। তাঁহার মনে হইল,—ভগবান সত্বরজস্তমোময়। তিনি ত্রিমূর্ত্তিতে ত্রিলোক ব্যাপিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন। তদবস্থায় মনকে সম্বোধন করিয়া বলাই স্বাভাবিক,—'মন! তোমায় সেই ত্রিতায় অর্থাৎ তিন স্বরূপে নিযুক্ত করিতেছি। রজোরূপে তিনি ব্রহ্মা, স্বত্ত্বরূপে তিনি বিষ্ণু, তমোরূপে তিনি মহেশ্বর। সৃষ্টি স্থিতি সংহার এই তিন কার্য্যে তিন অবস্থায় তিনি প্রকাশমান। তাঁহার সেই তিন ভাবের—তিন অবস্থার প্রতি, মন, আমি তোমায় নিযুক্ত করিতেছি।' মন্ত্রের 'ত্রিতায় ত্বা' বাক্য এই ভাবই পরিব্যক্ত করিতেছে। একেই তিন আবার তিনেই এক, মন্ত্রে এই ভাব প্রস্ফুট বলিয়া মনে করি। জল মধ্যে অগ্নির লুক্কায়িত হওয়ার পৌরাণিক আখ্যানে অজ্ঞানে জ্ঞান আবৃত হওয়ার এবং জ্ঞানের উন্মেষে ত্রিত, দ্বিত ও একত ভাবের বিকাশ,—রূপকে বিবৃত হইয়াছে মনে করা যায়। এই মন্ত্রের 'একতায়' পদে অদ্বৈতবাদ, 'দ্বিতায়' পদে দ্বৈতবাদ এবং 'ত্রিতায়' পদে বহুবাদ প্রসঙ্গও মনে আসিতে পারে। (১অষ্টক—১প্রপাঠক ৮অনুবাক)॥

—— * ——

নবমঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমোঽষ্টকঃ। প্রথমঃ প্রপাঠকঃ। নবমোঽনুবাকঃ।)

(১) আ দদ।

(২) ইন্দ্রস্য বাহুরসি দক্ষিণঃ সহস্রভৃষ্টিঃ শততেজা বায়ুরসি তিগ্মতেজাঃ।

(৩) পৃথিবি দেবযজন্যোষধ্যাস্তে মূলং মা হিংসিষম্।

(৪) অপহতোঽররুঃ পৃথিব্যৈ। (৫) ব্রজং গচ্ছ গোস্থানং।

(৬) বর্ষতু তে দ্যৌঃ।

(৭) বধান দেব সবিতঃ পরমস্যাং পরাবতি শতেন পাশৈর্যোঽস্-

স্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মস্তমতো মা মৌক্।

(৮) অপহতো রক্ষঃ পৃথিব্যৈ দেবযজন্যৈ ব্রজং গচ্ছ গোস্থানং বর্ষতু
তে দ্যৌর্ব্বধান দেব সবিতঃ পরমস্যাং পরাবতি শতেন পাশৈর্যো-
ঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মস্তমতো মা মৌগপহতো রক্ষঃ
পৃথিব্যা অদেবযজনো ব্রজং গচ্ছ গোস্থানং বর্ষতু তে
দ্যৌর্ব্বধান দেব সবিতঃ পরমস্যাং পরাবতি শতেন
পাশৈর্যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং
দ্বিষ্মস্তমতো মা মৌক্।

(৯) অররুস্তে দিবং মা স্কান্।

(১০) বসবস্ত্বা পরি গৃহ্ণন্তু গায়ত্রেণ ছন্দসা রুদ্রাস্ত্বা পরি গৃহ্ণন্তু
ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসাঽদিত্যাস্ত্বা পরি গৃহ্ণন্তু জাগতেন ছন্দসা।

(১১) দেবস্য সবিতুঃ সবে কর্ম্ম কৃণ্বন্তি বেধসঃ।

(১২) ঋতমস্যৃতসদনমস্যৃতশ্রীরসি।

(১৩) ধা অসি স্বধা অস্যুর্ব্বী চাসি বস্বী চাসি।

(১৪) পুরা ক্রূরস্য বিসৃপো বিরপ্শিন্নুদাদায় পৃথিবীং জীরদানুর্যামৈ-
রয়ঞ্চন্দ্রমসি স্বধাভিস্তাং ধীরাসো অনুদৃশ্য যজন্তে ॥ ৯ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) এতি। দদে। (২) ইন্দ্রস্য। বাহুঃ। অসি। দক্ষিণঃ। সহস্রভৃষ্টিরিতি সহস্র—ভৃষ্টিঃ। শততেজা ইতি শত—তেজাঃ। বায়ুঃ। অসি। তিগ্মতেজা ইতি তিগ্ম—তেজাঃ। (৩) পৃথিবি। দেবযজনীতি দেব—যজনি। ওষধ্যাঃ। তে। মূলম্। মা। হিꣳসিষম্। (৪) অপহত। ইত্যপ—হতঃ। অররুঃ। পৃথিব্যৈ। (৫) ব্রজম্। গচ্ছ। গোস্থানমিতি গো—স্থানম্। (৬) বর্ষতু। তে। দ্যৌঃ। (৭) বধান। দেব। সবিতঃ। পরমস্যাম্। পরাবতীতি পরা—বতি। শতেন। পাশৈঃ। যঃ। অস্মান্। দ্বেষ্টি। যম্। চ। বয়ম্। দ্বিষ্মঃ। তম্। অতঃ। মা। মৌক্। (৮) অপহত ইত্যপ—হতঃ। অররুঃ। পৃথিব্যৈ। দেবযজন্যা ইতি দেব—যজন্যৈ। ব্রজম্। গচ্ছ। গোস্থানমিতি গো—স্থানম্। বর্ষতু। তে। দ্যৌঃ। বধান।

দেব। সবিতঃ। পরমস্যাম্। পরাবতীতি পরা—বতি। শতেন। পাশৈঃ।

যঃ। অস্মান্। দ্বেষ্টি। যম্। চ। বয়ম্। দ্বিষ্মঃ। তম্। অতঃ। মা

মৌক্। অপহত ইত্যপ—হতঃ। অররুঃ। পৃথিব্যাঃ। অদেবযজন

ইত্যদেব—যজনঃ। ব্রজম্। গচ্ছ। গোস্থানমিতি গো—স্থানম্।

বর্ষতু। তে। দ্যৌঃ। বধান। দেব। সবিতঃ। পরমস্যাম্। পরাবতীতি

পরা—বতি। শতেন। পাশৈঃ। যঃ। অস্মান্। দ্বেষ্টি। যম্। চ। বয়ম্। দ্বিষ্মঃ।

তম্। অতঃ। মা। মৌক্। (৯) অররুঃ। তে। দিবম্। মা। স্কান্।

(১০) বসবঃ। ত্বা। পরীতি। গৃহ্ণন্তু। গায়ত্রেণ। ছন্দসা রুদ্রাঃ।

ত্বা। পরীতি। গৃহ্ণন্তু। ত্রৈষ্টুভেন। ছন্দসা। আদিত্যাঃ। ত্বা।

পরীতি। গৃহ্ণন্তু। জাগতেন। ছন্দসা। (১১) দেবস্য।

সবিতুঃ। সবে। কর্ম্ম। কৃণ্বন্তি। বেধসঃ। ঋতম্। অসি।

(১২) ঋতসদনমিত্যৃত—সদনম্। অসি। ঋতশ্রীরিত্যৃত—শ্রীঃ। অসি।

(১৩) ধাঃ। অসি। সধেতি। স্ব—ধা। অসি। উর্ব্বী। চ। অসি। বস্বী। চ। অসি।

(১৪) পুরা। ক্রূরস্য। বিসৃপ ইতি বি—সৃপঃ। বিরপ্‌শিন্নিতি বি—রপ্‌শিন্। উদাদায়েত্যুৎ—আদায়। পৃথিবীম্। জীরদানুরিতি জরী—দানুঃ। যাম্। ঐরয়ন্। চন্দ্রমসি। স্বধাভিরিতি স্ব—ধাভিঃ। তাম্। ধীরাসঃ। অনুদৃশ্যেত্যনু—দৃশ্য। যজন্তে ॥ (১অ—১প্র—৯ অনুবাক)॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে মম কর্ম্মফল! ত্বাং 'আ' (সম্যক্‌প্রকারেণ) 'দদে' (সমর্পয়ামি—ভগবতি উৎসৃজ্যামি ইতি ভাবঃ)।

২। হে দেবার্পিতকর্ম্মফলসঙ্ঘ! ত্বং 'ইন্দ্রস্য' (অনন্তশক্তিসম্পন্নস্য দেবস্য—ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'দক্ষিণঃ' (শ্রেষ্ঠঃ ইতি যাবৎ) 'বাহুঃ' (হস্তস্বরূপঃ, ভগবতঃ পরমানন্দদায়কঃ ইতি ভাবঃ) 'সহস্রভৃষ্টিঃ' (অশেষপাপনাশকঃ) 'শততেজাঃ' (অমিততেজসম্পন্নঃ) 'বায়ুঃ' (বায়ুবদ্‌গতিবিশিষ্টঃ, দেবসমীপে ক্ষিপ্রনয়নসমর্থঃ ইত্যর্থঃ) 'তিগ্মতেজাঃ' (তীব্রজ্বালাবিশিষ্টঃ—পাপদাহকঃ ইতি ভাবঃ) 'দ্বিষতঃ' (রিপুশত্রোঃ) 'বধঃ' (হন্তা) 'অসি' (ভবসি)। কর্ম্মফলং দেবার্পিতং সৎ অনন্তফলোপধায়কং পাপনাশকঞ্চ ভবতীতি ভাবার্থঃ।

অথবা

হে কর্ম্মফল! ত্বং 'ইন্দ্রস্য' (অনন্তশক্তিশালিনঃ ভগবতঃ) 'দক্ষিণঃ' (শ্রেষ্ঠঃ, বহুসামর্থ্যোপেতঃ ইতি যাবৎ) 'বাহুঃ' (হস্তস্বরূপঃ, ভগবতঃ পরমানন্দদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); (খ) অপিচ ত্বং 'সহস্রভৃষ্টিঃ' (অশেষপাপনাশকঃ) 'শততেজাঃ' (অমিততেজসম্পন্নঃ) 'বায়ুঃ' (বায়ুবৎক্ষিপ্রগামিনঃ, ভগবৎপ্রাপ্তিমূলকঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); (গ) অতঃ ত্বং 'তিগ্মতেজাঃ' (তীব্রজ্বালাবিশিষ্টঃ, অশেষসন্তাপজনকঃ ইত্যর্থঃ) 'দ্বিষতঃ' (রিপুশত্রোঃ) 'বধঃ' (হন্তা) ভবতু ইতি শেষঃ।

৩। 'দেবযজনি' (দেবসম্বন্ধিকর্ম্মণঃ আধারভূতে) 'পৃথিবি' (হে তনু! মম স্থূলশরীর ইতি ভাবঃ) 'তে' (তব) 'ওষধ্যাঃ' (কর্ম্মফলাবসানে ক্ষয়স্য) 'মূলং' (কারণং) 'মা হিংসিষং' (ন বিনাশয়ামি)। হে স্থূলশরীর! তব পুনরাবৃত্তিঃ ইহ মা ভূয়াৎ ইতি ভাবঃ।

৪। দেহস্য মঙ্গলসাধনার্থং 'পৃথিব্যৈ' (দেবসম্বন্ধিকর্ম্মণঃ আধারভূতাৎ হৃদপ্রদেশাৎ) 'অররুঃ (শত্রুঃ) 'অপহতঃ' (বিনাশিতঃ) ভবতু ইতি শেষঃ।

৫। হে মনঃ! ত্বং 'গোস্থানং' (কল্যাণাস্পদং) 'ব্রজং' (প্রব্রজ্যা· ইত্যর্থঃ) 'গচ্ছ' (প্রাপ্নুহি ইতি ভাবঃ) বিষয়লিপ্সাং পরিত্যজ্য বৈরাগ্যং অবলম্বয় ইতি ভাবঃ।

৬। হে মনঃ! 'দ্যৌঃ' (দ্যুলোকাধিষ্ঠাতৃদেবঃ) 'তে' (ত্বদর্থং, তব কল্যাণসাধনায় ইত্যর্থঃ) 'বর্ষতু' (তব অভীষ্টবর্ষণং করোতু ইতি ভাবঃ)।

৭। 'দেব' (দ্যোতমান্) 'সবিতঃ' (হে সবিতৃদেব) 'যঃ' (শত্রুঃ) 'অস্মান্' (তব অনুগ্রহ-প্রার্থিনঃ জনান্ ইতি ভাবঃ) 'দ্বেষ্টি' (দ্বেষং করোতি) 'যং চ' (যং চ শত্রুং ইতি যাবৎ) 'বয়ং দ্বিষ্ম' (দ্বেষং কুর্ম্মঃ) তান্ সর্ব্বানেব শত্রূন্ 'পরমস্যাং' (অন্তিমায়াং) 'পৃথিব্যাং' (ভূপ্রদেশে, ভূমেঃ শেষসীমান্তে, অন্ধতামিস্রে ইতি ভাবঃ) 'শতেন পাশৈঃ' (বহুবিধবন্ধনৈঃ) 'বধানঃ' (বন্ধনং কুরু), 'মা মৌক্' (কদাচিদপি মা মুঞ্চ)। মম অসদ্বৃত্তিনিবহান্ সুদমিতান্ কুরু। তান্ চিরায় বধান; কদাচিদপি তেষাং পাশমোচনং মা বিধেহি ইতি ভাবঃ।

৮। (ক) 'দেবযজন্যৈ' (দেবানাং প্রীতিসাধিকায়ৈ, যাগাদিসৎক্রিয়াসাধনসমর্থায়ৈ ইত্যর্থঃ) 'পৃথিব্যৈ' (মম হৃদ্রূপায়ৈ যজ্ঞভূম্যৈ ইত্যর্থঃ, যদ্বা—হৃদ্রূপাৎ যজ্ঞপ্রদেশাৎ ইতি ভাবঃ) 'অররু' (অতঃশত্রুঃ) 'অপহতঃ' (বিনাশিতঃ) ভবতু ইতি শেষঃ।

(খ) হে মনঃ! ত্বং 'গোস্থানং' (কল্যাণাস্পদং) 'ব্রজং' (প্রব্রজ্যাং ইতি ভাবঃ) 'গচ্ছ' (প্রাপ্নুহি ইতি ভাবঃ)।

(গ) হে মনঃ! 'দ্যৌঃ' (দ্যুলোকাধিষ্ঠাতৃদেবঃ) 'তে' (ত্বদর্থং, তব কল্যাণসাধনায় ইতি যাবৎ) 'বর্ষতু' (তব অভীষ্টবর্ষণং করোতু)।

(ঘ) 'দেব' (দ্যোতমান্) 'সবিতঃ' (হে সবিতৃদেব) 'যঃ' (শত্রুঃ) 'অস্মান্' (তব অনুগ্রহপ্রার্থিনঃ জনান্ ইতি ভাবঃ) 'দ্বেষ্টি' (দ্বেষং করোতি) 'যং চ' (যং চ শত্রুঃ) 'বয়ং দ্বিষ্ম' (দ্বেষং কুর্ম্মঃ) তান্ সর্ব্বানেব শত্রূন্ 'পরমস্যাং' (অন্তিমায়াং) 'পৃথিব্যাং' (ভূপ্রদেশে, ভূমেঃ শেষসীমান্তে, অন্ধতামিস্রে ইতি ভাবঃ) 'শতেন পাশৈঃ' (বহুবিধবন্ধনৈঃ ইত্যর্থঃ) 'বধানঃ' (বন্ধনং কুরু), 'তং' (তান্ শত্রূন্) 'মা মৌক্' (কদাচিদপি মা মুঞ্চ)। মম অসদ্বৃত্তিনিবহান্ সুদমিতান্ কুরু। তান্ চিরায় বধান; কদাচিদপি তেষাং পাশমোচনং মা বিধেহি ইতি ভাবঃ।

(ঙ) 'পৃথিব্যাঃ' (হৃদ্রূপাৎ যজ্ঞপ্রদেশাৎ ইত্যর্থঃ) 'অদেবযজনঃ' (দেবভাবপ্রতি-বন্ধকঃ ইতি ভাবঃ) 'অররুঃ' (শত্রুঃ) 'অপহতঃ' (বিনাশিতঃ) ভবতু ইতি শেষঃ।

(চ) তথা সতি হে মন! ত্বং 'গোস্থানং' (কল্যাণপ্রদং) 'ব্রজং' (প্রব্রজ্যাং ইতি ভাবঃ) 'গচ্ছ' (প্রাপ্নুহি ইত্যর্থঃ)। বিষয়সঙ্গং পরিত্যজ ইতি ভাবঃ।

(ছ) হে মনঃ! 'দ্যৌঃ' (দ্যুলোকাধিষ্ঠাতৃদেবঃ) 'তে' (ত্বদর্থং, তব কল্যাণ-সাধনায় ইত্যর্থঃ) 'বর্ষতু' (তব অভীষ্টবর্ষণং করোতু ইতি ভাবঃ)।

(জ) 'দেব' (দ্যোতমান্) 'সবিতঃ' (হে সবিতৃদেব) 'যঃ' (শত্রুঃ) 'অস্মান্' (তব অনুগ্রহপ্রার্থিনঃ জনান্ ইতি ভাবঃ) 'দ্বেষ্টি' (দ্বেষং করোতি) 'যং চ' (যং চ শত্রুঃ) 'বয়ং দ্বিষ্মঃ' (দ্বেষং কুর্ম্মঃ) তান্ সর্ব্বানেব শত্রূন্ 'পরমস্যাং' (অন্তিমায়াং) 'পৃথিব্যাং' (ভূপ্রদেশে, ভূমেঃ শেষসীমান্তে, অন্ধতামিস্রে ইতি ভাবঃ) 'শতেন পাশৈঃ'

(বহুবিধৈঃ বন্ধনৈঃ ইত্যর্থঃ) 'বধান' (বন্ধনং কুরু); 'অতঃ' (তদনন্তরং,) 'তং' (তান্ শত্রূন্ ইত্যর্থঃ) 'মা মোক্' (কদাচিদপি মা মুঞ্চ)। মম অসদ্‌বৃত্তিনিবহান্ সুদমিতান্ কুরু। তান্ চিরায় বধান ; কদাচিদপি তেষাং পাশমোচনং মা বিধেহি ইতি ভাবঃ।

৯। হে মনঃ! 'অররুঃ' (শত্রুঃ) 'তে' (তব) 'দিবং' (দেবস্থানং) 'মা স্কান্' (মা গচ্ছতু, অধিকারং মা করোতু)। হৃদয়াৎ অসদ্ভাবঃ অপসৃতঃ ভবতু অপিচ সদ্ভাবঃ সমুদ্ভবতু ইতি ভাবঃ।

১০। (ক) হে চিত্তবৃত্তি! 'বসবঃ' (সর্ব্বেষং পরমপদি প্রতিষ্ঠাপকাঃ দেবভাবাঃ ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'গায়ত্রেণ ছন্দসা' গায়ত্রীচ্ছন্দোবিশিষ্টেন মন্ত্রেণ, যদ্বা—পরিত্রাণসাধকেন অভীষ্টপূরকেন চ প্রভাবেন ইত্যর্থঃ) পরিগৃহ্ণন্তু' (সর্ব্বতোভাবেন ভগবৎসম্বন্ধে বিনিযোজয়ন্তু)।

(খ) হে মনোবৃত্তে! 'রুদ্রাঃ' (রুদ্রদেবাঃ, যদ্বা—শত্রুসংহারে রুদ্রভাবসম্পন্নাঃ দেবভাবাঃ ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসা' ত্রিষ্টুভছন্দোবিশিষ্টেন মন্ত্রেণ, যদ্বা—সর্ব্বশত্রুনাশকেন অভীষ্টপূরকেন চ সামর্থ্যা ইত্যর্থঃ) 'পারগৃহ্ণন্তু' (সর্ব্বতোভাবেন ভগবৎকর্ম্মসু বিনিযোজয়ন্তু ইতি ভাবঃ)।

গ) হে মনোবৃত্তে! 'আদিত্যাঃ' (আদিত্যগণাঃ, যদ্বা—পাপনাশকাঃ প্রজ্ঞানদায়কাঃ দেবভাবাঃ ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'জাগতেন ছন্দসা' (জগতীছন্দোবিশিষ্টেন মন্ত্রেণ, যদ্বা—অজ্ঞানান্ধকারনাশকেন অভীষ্টপূরকেন চ প্রভাবেন ইতি ভাবঃ) 'পরিগৃহ্ণন্তু' (সর্ব্বতোভাবেন ভগবৎকর্ম্মসু বিনিযোজয়ন্তু ইতি যাবৎ)।

১১। 'দেবস্য' (দ্যোতমানস্য, প্রকাশরূপস্য ইত্যর্থঃ) 'সবিতুঃ' (জ্ঞানপ্রেরকস্য ভগবতঃ) 'সবে' (প্রসবে, প্রেরণে সতি ইত্যর্থঃ) 'বেধসঃ' (আত্মোৎকর্ষসম্পন্নাঃ জনাঃ ইত্যর্থঃ) 'কর্ম্ম' যাগাদি সৎকর্ম্ম ইতি ভাবঃ) 'কৃণ্বন্তি' (কুর্ব্বন্তি, স্বাভীষ্টপূরণায় সম্পাদয়ন্তি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবদনুগ্রহং বিনা কোঽপি কর্ম্মং সম্পাদয়িতুং শক্নোতি ইতি ভাবঃ।

১২। (ক) হে মম অন্তর! ত্বং 'ঋতং' (সৎকর্ম্মময়ঃ—শুদ্ধসত্ত্বরূপং কর্ম্মফলং ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি)। অথবা হে হৃদয়! ত্বং 'ঋতং' (সৎকর্ম্মণঃ আধারভূতং, যদ্বা—কর্ম্মফলসাধকং) 'অসি' (ভবসি)।

(খ) হে মনঃ বা হৃদয়! ত্বং 'ঋতসদনং' (সৎকর্ম্মণামাধাররূপং,—সৎকর্ম্মসাধনার্থং সত্যস্যাংশভূতং ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি, ভবতু বা ইতি ভাবঃ)।

(গ) হে মম হৃদয়! ত্বং 'ঋতশ্রীঃ' (শুদ্ধসত্ত্বরূপস্য কর্ম্মফলস্য মাধুর্য্যসম্পাদকং ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি, ভবতু বা ইতি শেষঃ)।

এতাঃ ত্রয়ঃ মন্ত্রাঃ প্রার্থনামূলকাঃ। হৃন্নিহিতাভিঃ সদ্‌বৃত্তিভিঃ সহ ভগবান অবিচলিতঃ তিষ্ঠতু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ।

১৩। হে মনোবৃত্তে! ত্বং 'ধ্রুবঃ' (সর্ব্বেষাং দেবভাবানাং ধারয়িত্রী ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। অথবা হে ভগবন্! ত্বং 'ধ্রুবঃ' (বিশ্বেষাং সর্ব্বেষাং ধারকঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি)।

(খ) হে মনোবৃত্তে! ত্বং 'স্বধা' (অহংজ্ঞাননাশিকা, ভববন্ধনচ্ছেদিকা ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি, ভবতু বা ইতি শেষঃ)। অথবা হে ভগবন! ত্বং 'স্বধা' (অহংজ্ঞান-নাশকঃ ভববন্ধনচ্ছেদকঃ পূর্ণজ্ঞানস্বরূপঃ ইতি ভাবঃ) অসি' (ভবসি)।

(গ) হে মনোবৃত্তে! ত্বং 'উর্ব্বীঃ' (বিস্তীর্ণা, বহূনাং ধারিকা ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি, ভবতু বা ইতি শেষঃ)। অথবা, হে ভগবন্! ত্বং 'উর্ব্বীঃ' (বিস্তীর্ণঃ, বিশ্বরূপঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি)।

(ঘ) হে মনোবৃত্তে! ত্বং 'বস্বী চ' (বহুধনবতী, পরমধনপ্রদাত্রী চ) 'অসি' (ভবসি, ভবতু বা ইতি শেষঃ)। অথবা হে ভগবন্! ত্বং 'বস্বী' (সর্ব্বেষাং নিবাসঃ, জগতাং ধারকঃ—পরমধনদাতা বা ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি)।

১৪। হে ভগবন্! ত্বং 'ক্রূরস্য' (হিংসকস্য, সৎপ্রতিবন্ধকস্য ইত্যর্থঃ) 'বিস্পঃ' (ইতস্ততঃ বিসর্পণশীলস্য) 'বিরপ্শিন্' (মহতঃ) 'জীরদানুঃ' (জীবনশীলস্য দানবস্য উপদ্রবাৎ ইত্যর্থঃ) 'যং পৃথিবীং' (ভূমিং—হৃদ্রূপং আধারং ইত্যর্থঃ) 'পুরা' (নিত্যকালমেব—রক্ষয়িস্ব ইত্যর্থঃ) 'চন্দ্রমসি' (অমৃতকিরণৈঃ, স্নিগ্ধসত্ত্বভাবসমন্বিতৈঃ জ্ঞানকিরণৈঃ ইতি ভাবঃ) 'ঐরয়ন্' (উদ্ভাসিতবানসি), 'ধীরাসঃ' (আত্মোৎকর্ষসাধনশীলাঃ জনাঃ) 'তাং' (পৃথিবীং—হৃদ্রূপং বেদিং ইত্যর্থঃ) 'অনুদৃশ্য' (মনসা অনুচিন্ত্য—ধ্যায়ন্ ইত্যর্থঃ) 'স্বধাভিঃ' (সজ্জ্ঞানসমন্বিতৈঃ শুদ্ধসত্ত্বৈঃ ইত্যর্থঃ) 'যজন্তে' (ভগবদুদ্দেশ্যে বিনিয়োজয়ন্তি ইতি ভাবঃ)।

অথবা

বিরপ্শিন্ (শব্দব্রহ্মস্বরূপ হে পরমেশ্বর!) ত্বং 'ক্রূরস্য' (হিংস্রকস্য রিপুশত্রোঃ) 'বিস্পঃ' সংগ্রামে) 'জীরদানুঃ' (জীবপ্রাণস্বরূপং শুদ্ধসত্ত্বভাবং ইত্যর্থঃ) 'পৃথিবীং' (পার্থিব-পদার্থসম্বন্ধাৎ, ভ্রান্ত্যাঃ ইতি যাবৎ) 'উদাদায়' (উর্দ্ধং গৃহীত্বা, মূর্দ্ধিং সংরক্ষায়) 'পুরা' (নিত্যকালং) অস্মান্ অনুগৃহাণ ইতি শেষঃ। দেবাঃ 'স্বধাভিঃ' (বেদৈঃ, জ্ঞানৈঃ সহ ইত্যর্থ) 'যাং' জীরদানুং) 'চন্দ্রমসি' চন্দ্রলোকে, স্নিগ্ধালোকময়ে মূর্দ্ধিপ্রদেশে 'ঐরয়ন্' (স্থাপয়ন্, সরক্ষয়ন্ ইতি যাবৎ) 'তাং' (সারভূতাং জীরদানুং) 'অনুদৃশ্য' (অনুসৃত্য, প্রাপ্তিকামনায়) 'ধীরাসঃ' (ধীরাঃ, মেধাবিনঃ) 'যজন্তে' (আরাধনং কুর্ব্বন্তি)। রিপুশত্রোঃ সংগ্রামে দেবভাবাদয়ঃ সদা মূর্দ্ধিদেশে শুদ্ধসত্ত্বজ্ঞানং স্থাপয়ন্তি। হে ভগবন্! মেধাবিনঃ তৎপ্রাপ্তিকামনয়া ত্বাং অর্চ্চয়ন্তি। যেন বয়ং তৎসঙ্কল্পসাধনার্থং ত্বাং অর্চ্চনাপরায়ণাঃ ভবামঃ তৎ কুরু ইতি ভাবঃ॥ (১অষ্টক—১প্রপাঠক—৯অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে আমার কর্ম্মফল! তোমাকে সম্যক্‌প্রকারে ভগবানকে সমর্পণ করিতেছি অর্থাৎ ভগবানে ন্যস্ত করিতেছি।

২। হে দেবচরণে সমর্পিত কর্ম্মফল! তুমি অনন্ত-শক্তিশালী ভগবানের দক্ষিণ-বাহু হও অর্থাৎ ভগবানকে পরমানন্দ দান করিয়া থাক; তুমি

অশেষ পাপ-নাশক, অমিততেজঃসম্পন্ন, দেব-সমীপে ক্ষিপ্রগমনকারী, পাপ-সমূহের দাহক এবং রিপুশত্রুগণের হননকারী হইয়া থাক। (ভাবার্থ এই যে,—কর্ম্মফল দেবতার উদ্দেশ্যে সমর্পিত হইলে অনন্ত-ফলোপধায়ক এবং অশেষ পাপ-নাশক হইয়া থাকে)।

অথবা,

(ক) হে কর্ম্মফল! তুমি অনন্ত-শক্তিশালী ভগবানের শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বহু-সামর্থ্য-সম্পন্ন বাহু-স্বরূপ পরমানন্দদায়ক হও; (খ) অপিচ তুমি অশেষ-পাপনাশক অমিততেজ-সম্পন্ন, বায়ুবৎ ক্ষিপ্র-গমনকারী অর্থাৎ ভগবৎ প্রাপ্তি হেতুভূত হও; (গ) অতএব তুমি তীব্র-জ্বালাবিশিষ্ট অশেষ-সন্তাপ-জনক রিপু-শত্রুদিগের হন্তারক হও অর্থাৎ তাহাদিগকে বিনাশ কর।

৩। দেব-সম্বন্ধি কর্ম্মের আধার-স্থানীয় হে আমার স্থূলদেহ! কর্ম্মফলা-বসানে তোমার ক্ষয়ের কারণকে নষ্ট করিও না। অর্থাৎ, এই স্থূল-শরীরের যেন আর পুনরাবৃত্তি না ঘটে—তাহাই করিও।

৪। দেহের মঙ্গল-সাধন জন্য, দেব-সম্বন্ধি কর্ম্মের আধারভূত হৃদয় হইতে শত্রুগণ বিনষ্ট হউক।

৫। হে মন! তুমি তোমার কল্যাণাস্পদ প্রব্রজ্যা অবলম্বন কর; অর্থাৎ, সাংসারিক প্রলোভনে বৈরাগ্যযুক্ত হও।

৬। হে মন! দ্যুলোকাধিষ্ঠাতৃদেবতা তোমার অভীষ্ট পূরণ করুন অর্থাৎ তুমি দেবতার অনুগ্রহ লাভের উপযুক্ত হও।

৭। হে দ্যোতমান্ সবিতৃদেব! যে আমাদিগকে হিংসা করে, অথবা আমরা যাহার হিংসা কামনা করি, সে সকল শত্রুকে এই পৃথিবীর সীমান্ত-স্থানে শতপাশ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখুন,—কদাচ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন না। (ভাবার্থ এই যে,—কাম-ক্রোধাদি রিপুবর্গ—আমাদিগের অন্তরস্থিত অসদ্‌বৃত্তিনিবহ—আমাদিগের পরম শত্রু; আমাদিগের নিকট হইতে তাহাদিগকে দূরে রাখুন)।

৮। (ক) দেবগণের প্রীতি-সাধক যাগাদিসৎক্রিয়াসাধনসমর্থ আমার হৃদয়-রূপ যজ্ঞ-প্রদেশ হইতে আমার অন্তঃশত্রু বিনষ্ট হউক।

(খ) হে মন! তুমি তোমার কল্যাণাস্পদ প্রব্রজ্যা অবলম্বন কর; অর্থাৎ সাংসারিক প্রলোভনাদিতে বৈরাগ্যযুক্ত হও।

(গ) হে মন! দ্যুলোকাধিষ্ঠাতৃদেবতা তোমার কল্যাণ-সাধন জন্য তোমার অভীষ্ট বর্ষণ করুন।

(ঘ) হে দ্যোতমান্ সবিতৃদেব! যে আমাদিগকে হিংসা করে, অথবা আমরা যাহার হিংসা কামনা করি, সে সকল শত্রুকে এই পৃথিবীর সীমান্ত-স্থানে শতপাশবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখুন,—কদাচ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন না। (ভাবার্থ এই যে,—কাম-ক্রোধাদি রিপু-বর্গ—আমাদিগের অসদ্বৃত্তিনিবহ—আমাদিগের পরম শত্রু; আমাদিগের নিকট হইতে তাহাদিগকে দূরে রাখুন)।

(ঙ) হৃদয়-রূপ যজ্ঞ-প্রদেশ হইতে দেবভাব-প্রতিবন্ধক শত্রু বিনষ্ট হউক।

(চ) তাহা হইলে হে মন! তুমি তোমার কল্যাণাস্পদ প্রবজ্যা অবলম্বন করিবে;—অর্থাৎ সাংসারিক প্রলোভনাদিতে বৈরাগ্যযুক্ত হইবে।

(ছ) হে মন! দ্যুলোকাধিষ্ঠাতৃদেবতা তোমার কল্যাণ-সাধন জন্য তোমার অভীষ্ট বর্ষণ করুন।

(জ) হে দ্যোতমান্ সবিতৃদেব! যে আমাদিগকে হিংসা করে, অথবা আমরা যাহার হিংসা কামনা করি, সে সকল শত্রুকে এই পৃথিবীর সীমান্ত-স্থানে শতপাশ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখুন,—কদাচ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন না। (ভাবার্থ এই যে,—কাম-ক্রোধাদি রিপুবর্গ—আমাদিগের অসদ্বৃত্তিনিবহ—আমাদিগের পরম শত্রু; আমাদিগের নিকট হইতে তাহাদিগকে দূরে রাখুন।

৯। হে মন! অন্তঃশত্রু যেন তোমার হৃদ্রূপ দেব-স্থানে গমন না করে অর্থাৎ হৃদয় অধিকার না করে। (ভাব এই যে,—হৃদয় হইতে অসদ্ভাব অপসৃত হইয়া সদ্ভাব সমুদ্ভূত হউক)।

১০। (ক) হে আমার চিত্তবৃত্তি! বসুদেবগণ অর্থাৎ জীব-সমূহকে পরমপদে প্রতিষ্ঠাপক দেবভাব-সমূহ তোমাকে গায়ত্রীছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রের দ্বারা অর্থাৎ পরিত্রাণ-সাধক অভীষ্টপূরক প্রভাবের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে ভগবৎ-সম্বন্ধে নিয়োজিত করুন।

(খ) হে মনোবৃত্তি! রুদ্র-দেবগণ অর্থাৎ শত্রু-সংহারে রুদ্রভাব-সম্পন্ন দেবগণ তোমাকে ত্রিষ্টুভ্ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রের দ্বারা অর্থাৎ শত্রুবিনাশক অভীষ্টপূরক সামর্থ্যের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে ভগবৎ-কর্ম্মে নিয়োজিত করুন।

(গ) হে মনেবৃত্তি! আদিত্যগণ অর্থাৎ পাপ-নাশক প্রজ্ঞানদায়ক দেব-ভাব-সমূহ তোমাকে জগতীছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রের দ্বারা অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকার-নাশক অভীষ্টপূরক প্রভাবের দ্বারা তোমাকে সর্ব্বতোভাবে ভগবৎ-কর্ম্মে নিয়োজিত করুন।

১১। দ্যোতমান্ প্রকাশরূপ জ্ঞান-প্রেরক ভগবানের প্রেরণায় আত্মোৎকর্ষ-সম্পন্ন জন ভগবৎ-প্রীতিকর যাগাদি সৎকর্ম্ম (আপন আপন অভীষ্টপূরণের জন্য) সম্পাদন করেন।

১২। (ক) হে আমার অন্তর! তুমি সৎকর্ম্মময় অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ কর্ম্মফল হও। অথবা, হে অন্তর! তুমি সৎকর্ম্মের আধারভূত অর্থাৎ কর্ম্মফল-সাধক হও।

(খ) হে আমার অন্তর! তুমি সৎকর্ম্মের আধার-স্বরূপ অর্থাৎ সৎকর্ম্ম-সাধন নিমিত্ত সত্যের আশ্রয়ভূত হও!

(গ) হে আমার অন্তর! তুমি শুদ্ধসত্ত্বরূপ কর্ম্মফলের মাধুর্য্য সম্পাদন করিয়া থাক।

(এই তিনটী মন্ত্র প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হৃন্নিহিত সদ্‌বৃত্তি-সমূহের সহিত ভগবান অবিচলিতভাবে অবস্থান করুন)।

১৩। (ক) হে মনোবৃত্তি! তুমি দেবভাব-সমূহের ধারক হও। অথবা হে ভগবন্! তুমি বিশ্বের সকলের ধারক হও।

(খ) হে মনোবৃত্তি! তুমি অহং-জ্ঞান-নাশক ভব-বন্ধন-ছেদক হও। অথবা হে ভগবন্! আপনি অহং-জ্ঞান-নাশক ভব-বন্ধন ছেদক পূর্ণজ্ঞান-স্বরূপ হয়েন।

(গ) হে মনোবৃত্তি! তুমি বহুধারক হও। অথবা হে ভগবন্! আপনি বিরাট বিশ্ব-রূপ হয়েন।

(ঘ) হে মনোবৃত্তি! তুমি বহু ধনবতী পরমধনপ্রদাত্রী হও। অথবা হে ভগবন্! আপনি সকলের নিবাস-হেতুভূত জগতের ধারণকর্ত্তা হয়েন।

১৪। হে ভগবন্! হিংসক সৎপ্রতিবন্ধক ইতস্ততঃ বিসর্পণশীল মহা-পরাক্রান্ত শত্রুর উপদ্রব হইতে আপনি যে পৃথিবীকে অর্থাৎ হৃদয়-রূপ আধার-ক্ষেত্রকে নিত্যকাল রক্ষা করিয়া স্নিগ্ধসত্ত্ব-ভাব-সমন্বিত জ্ঞান-কিরণের দ্বারা উদ্ভাসিত করেন, আত্মোৎকর্ষ-সাধনশীল জন সেই হৃদ্‌রূপ বেদিকে

মনের দ্বারা অনুকল্পিত করিয়া সদৃজ্ঞান-সমন্বিত শুদ্ধসত্ত্ব-সহকারে আপনার উদ্দেশ্যে (আপনার প্রীতিকর কর্ম্মে) নিয়োজিত করিয়া থাকেন।

অথবা

শব্দব্রহ্মরূপ হে পরমেশ্বর! অপনি (এই) হিংস্র রিপু-শত্রুর সংগ্রামে জীবের প্রাণ-স্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বকে পার্থিব পদার্থ-সম্বন্ধ হইতে (পাপ-সংশ্রব হইতে) উর্দ্ধে গ্রহণ-পূর্ব্বক (মূর্দ্ধি্নদেশে জ্ঞানাধারে রক্ষা করিয়া) আমা-দিগকে নিত্যকাল অনুগৃহীত করুন। দেবগণ (দেবভাব-সমূহ) বেদজ্ঞান-সহ যে শুদ্ধসত্ত্ব ভাবকে চন্দ্রলোকে (স্নিগ্ধ আলোকময় মূর্দ্ধি্ন-প্রদেশে) সংরক্ষিত করেন; সারভূত সেই সামগ্রীকে পাইবার কামনায় মেধাবিগণ সর্ব্বদা আপনার আরাধনা করিয়া থাকেন। (আমরাও যেন সেই সঙ্কল্পে আপনার আরাধনায় সমর্থ হই)। (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—৯ অনুবাক)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণচার্য্যকৃতং)।

অষ্টমে পুরোডাশশ্রপণমুক্তম্। অথ পক্বস্য হবিষো বেদ্যামাসাদনীয়ত্বানুবমে বেদিরুচ্যতে।

১। "আদদে।"—আদদ ইত্যাম্নাতস্য মন্ত্রস্য শেষং পূরয়িত্বা বিনিয়োগঃ কল্পে দর্শিতঃ—"অথ জঘনেন বেদ্যাস্তিষ্ঠন্‌স্ফ্যমাদত্তে দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামাদদ ইতি" ইতি। যথোক্তমাদানং বিধত্তে—"দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসব ইতি স্ফ্যমাদত্তে প্রসূত্যৈ। অশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যামিত্যাহ। অশ্বিনৌ হি দেবানামধ্বর্য্যূ আস্তাং। পূষ্ণো হস্তাভ্যামিত্যাহ যত্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি॥

২। "ইন্দ্রস্য বাহুরসি দক্ষিণঃ সহস্রভৃষ্টিঃ শততেজা বায়ুরসি তিগ্মতেজাঃ।"—বৌধায়নঃ—"আদায়াভিমন্ত্রয়ত ইন্দ্রস্য বাহুরসি দক্ষিণঃ সহস্রভৃষ্টিঃ শততেজা ইত্যথৈনং বর্হিষা সংশ্যতি বায়ুরসি তিগ্মতেজা ইতি" ইতি। সংশ্যতি সম্যক্তনূ করোতি। একমন্ত্রত্বমাহাঽপস্তম্বঃ—"ইন্দ্রস্য বাহুরসি দক্ষিণ ইত্যভিমন্ত্রয়তে" ইতি। হে স্ফ্য ত্বমিন্দ্রস্য দক্ষিণো বাহুরিব সমর্থোঽসি। কীদৃশো বাহুঃ সহস্রসংখ্যানাং শত্রূণাং ভৃষ্টিঃ পাকো মারণং যস্যাসৌ সহস্রভৃষ্টিঃ। পুনঃ কীদৃশঃ। শতসংখ্যাকান্যায়ুধানি তেজোযুক্তানি যস্যাসৌ শততেজাঃ। ন কেবলমিন্দ্রবাহুসদৃশঃ কিং তু বায়ুসদৃশোঽপ্যসি। যথা বায়ুস্তীক্ষ্ণামগ্নিজ্বালামুৎপাদয়ংস্তিগ্মতেজাস্তথা স্ফ্যোঽপি বক্ষ্যমাণস্তম্ব-চ্ছেদরূপং তীব্রং কর্ম্ম কুর্ব্বংস্তিগ্মতেজা ইত্যুচ্যতে। মন্ত্রস্য প্রথমভাগ ইন্দ্রশব্দবিবক্ষামাহ—"আদদ ইন্দ্রস্য বাহুরসি দক্ষিণ ইত্যাহ। ইন্দ্রিয়মেব যজমানে দধাতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি। অত্রাঽদদ ইতি পদং পূর্ব্বমন্ত্রস্বরূপং। তচ্চ স্পষ্টার্থং। ইন্দ্রস্যেতি মন্ত্রাদিঃ। দ্বিতীয়ভাগে মন্ত্রগতশব্দস্বরূপমেব বাহুসদৃশস্য স্ফ্যস্য মহিমানং খ্যাপয়তীত্যাহ—"সহস্রভৃষ্টিঃ শততেজা ইত্যাহ। রূপমেবাস্যৈতন্মহিমানং ব্যাচষ্টে" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি। তৃতীয়-ভাগে তেজোজনকতয়া তেজোরূপেণ বায়ুনা স্ফ্যরূপ উপমিতে সতি যজমানে তেজো ভবতীত্যাহ—

"বায়ুরসি তিগ্মতেজা ইত্যাহ। তেজো বৈ বায়ুঃ। তেজ এবাস্মিন্দধাতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি॥

৩। "পৃথিবি দেবযজন্যোষধ্যাস্তে মূলং মা হি৺্সিষম্।"—কল্পঃ—"অথাস্তর্ব্বেদ্যুদীচীনাগ্রং দর্ভং নিধায় তস্মিন্ স্ফ্যেন প্রহরতি পৃথিবি দেবযজন্যোষধ্যাস্তে মূলং মা হি৺্সিষমিতি" ইতি। হে দেবযাগাশ্রয়ভূতে পৃথিবি স্বদীয়ায়া ওষধ্যা মূলং মা বিনাশয়ানি। অত্র দেবযজনীতি বিশেষণেন বাস্তিলোহিতাভ্যামাপাদিতমশুচিত্বং নিবারয়তীত্যাহ—"বিষাদ্বৈ নামাসুর আসীৎ। সোঽবিভেৎ। যজ্ঞেন মা দেবা অভিভবিষ্যন্তীতি। স পৃথিবীমভ্যবমীৎ। সাঽমেধ্যাঽভবৎ। অথো যদিন্দ্রো বৃত্রমহন্। তস্য লোহিতং পৃথিবীমনু ব্যধাবৎ। সাঽমেধ্যাঽভবৎ। পৃথিবি দেবযজনীত্যাহ। মেধ্যামেবৈনাং দেবযজনীং করোতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি বিষমত্তীতি বিষাৎ। ইতরভাগপ্রয়োজনমাহ—"ওষধ্যাস্তে মূলং মা হি৺্সিষমিত্যাহ। ওষধীনামহি৺্সায়ৈ" ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৯ ইতি॥

৪। "অপহতোঽররুঃ পৃথিব্যৈ।"—কল্পঃ—"অপহতোঽররুঃ পৃথি[illegible] ইতি স্ফ্যেন সতৃণান্পা৺্সূনপাদায়" ইতি। অররুর্নামকোঽসুরঃ। সোঽত্র রজোপনয়নেন পৃথিব্যাঃ সকাশদপহতঃ॥

৫। "ব্রজং গচ্ছ গোস্থানম্।"—কল্পঃ—"ব্রজং গচ্ছ গোস্থানমিতি [illegible]রতি" ইতি। অস্য শ্রৌষডিত্যনেন মন্ত্রেণাঽগ্নীধ্রঃ প্রত্যাশ্রাবণং বক্তি। সেয়ং বাগত্র [illegible] [illegible]বক্ষিতা। তস্যা বাচঃ স্থানভূত উৎকরদেশো ব্রজঃ। হে তৃণসহিতপাংসো তং ব্রজং গচ্ছ। অপহতোঽররুঃ পৃথিব্যা ইত্যেবং পূর্ব্বং মন্ত্রং স্পষ্টার্থত্বাদুপেক্ষ্যোত্তরং মন্ত্রং ব্যাচষ্টে—"ব্রজং গচ্ছ গোস্থানমিত্যাহ। ছন্দা৺্সি বৈ ব্রজো গোস্থানঃ। ছন্দা৺্স্যেবাস্মৈ ব্রজং গোস্থানং করোতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি। গায়ত্র্যাদীনি ছন্দাংস্যেব গোশব্দাভিধেয়ানাং বাচামবস্থানযোগ্যো ব্রজশব্দাভিধেয়ো দেশবিশেষঃ। তত্রার্থদ্বয়সাধারণশব্দোপেতং মন্ত্রং পঠন্নুৎকরদেশং ছন্দোরূপং সম্পাদিতবান ভবতি॥

৬। "বর্ষতু তে দ্যৌঃ।"—কল্পঃ—"বর্ষতু তে দ্যৌরিতি বেদিং প্রত্যবেক্ষতে" ইতি। হে বেদে তবাঽপ্যায়নায় দ্যুশব্দোপলক্ষিতঃ পর্জ্জন্যো বর্ষতু। পর্জ্জন্যাধারতয়া তদ্রূপত্বোপচারো দিব ইত্যাহ—"বর্ষতু তে দ্যৌরিত্যাহ। বৃষ্টির্বৈ দ্যৌঃ। বৃষ্টিমেবাবরুন্ধে" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি। বর্ষতীতি বৃষ্টিঃ পর্জ্জন্যঃ॥

৭। "বধান দেব সবিতঃ পরমস্যাং পরাবতি শতেন পাশৈর্যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মস্তমতো মা মৌক্।"—কল্পঃ—"হ্রস্বোৎকরে নিবপতি বধান দেব সবিতঃ পরমস্যাং পরাবতি শতেন পাশৈর্যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মস্তমতো মা মৌগিতি" ইতি। হে সবিতর্দ্দেবানেন সতৃণপাংসুরূপেণাবস্থিতং দ্বেষ্টারং দ্বেষ্যং চ পাশশতেনাত্যন্তদূরদেশে বধান তং পুরুষদ্বয়মতো বন্ধনান্মা মুঞ্চ। অত্র যোঽস্মান্যং চেতি ন পুনরুক্তির্দ্বেষং প্রতি কর্ত্তৃত্বেন কর্ম্মত্বেন চ পুরুষভেদাদিত্যাহ—"বধান দেব সবিতঃ পরমস্যাং পরাবতীত্যাহ। দ্বৌ বাব পুরুষৌ। যং চৈব দ্বেষ্টি। যশ্চৈনং দ্বেষ্টি। তাবুভৌ বধ্নাতি। পরমস্যাং পরাবতি শতেন পাশৈঃ। যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মস্তমতো মা মৌগিত্যাহানির্মুক্ত্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি পরাবতি দূরভূমৌ। অনির্মুক্তিরনির্মোক্ষঃ। ব্যাখ্যাতান্মন্ত্রত্রয়াৎপূর্ব্বভাবী যো মন্ত্রঃ স্পষ্টার্থবুদ্ধ্যোপেক্ষিতস্তং পুনঃ

সিংহাবলোকনন্যায়েন স্বত্বা ব্যাচষ্টে—"অররুর্ব্বৈ নামাসুর আসীৎ। স পৃথিব্যামুপম্লুপ্তোঽশয়ৎ। তং দেবা অপহতোঽররুঃ পৃথিব্যা ইতি পৃথিব্যা অপাঘ্নন্। ভ্রাতৃব্যো বা অররুঃ। অপহতোঽররুঃ পৃথিব্যা ইতি যদাহ। ভ্রাতৃব্যমেব পৃথিব্যা অপহন্তি" (ব্রা॰ কা॰ ৩ প্র॰ ২ অ॰ ৯) ইতি। উপম্লুপ্তস্তিরোহিতঃ। যজ্ঞবিঘাতায় গূঢ়রূপেণ ভূমৌ শয়ানত্বাৎ। অত এবায়ং ভ্রাতৃব্যঃ শত্রুঃ। তং চ দেববন্মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বকেণ সতৃণানাং পাংশূনামপনয়নেনাপহন্তি॥

৮। "অপহতোঽররুঃ পৃথিব্যৈ দেবযজন্যৈ ব্রজং গচ্ছ গোস্থানং বর্ষতু তে দ্যৌর্ব্বধান দেব সবিতঃ পরমস্যাং পরাবতি শতেন পাশৈর্যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মস্তমতো মা মৌগপহতোঽররুঃ পৃথিব্যা অদেবযজনো ব্রজং গচ্ছ গোস্থানং বর্ষতু তে দ্যৌর্ব্বধান দেব সবিতঃ পরমস্যাং পরাবতি শতেন পাশৈর্যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মস্তমতো মা মৌক্।"—কল্পঃ—"দ্বিতীয়ং প্রহরতি পৃথিবি দেবযজন্যোষধ্যাস্তে মূলং মা হিꣳসিষমিত্যপহতোঽররুঃ পৃথিব্যৈ দেবযজন্যা ইত্যাদন্তে ব্রজং গচ্ছ গোস্থানমিতি হরতি বেদিং প্রত্যবেক্ষতে বর্ষতু তে দ্যৌরিতি হৃত্বোৎকরে নিবপতি বধান দেব সবিতঃ পরমস্যাং পরাবতি শতেন পাশৈর্যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মস্তমতো মা মৌগিতি তৃতীয়ং প্রহরতি পৃথিবি দেবযজন্যোষধ্যাস্তে মূলং মা হিꣳসিষমিত্যপহতোঽররুঃ পৃথিব্যা অদেবযজন ইত্যাদন্তে ব্রজং গচ্ছ গোস্থানমিতি হরতি বেদিং প্রত্যবেক্ষতে বর্ষতু তে দ্যৌরিতি হৃত্বোৎকরে নিবপতি বধান দেব সবিতঃ পরমস্যাং পরাবতি শতেন পাশৈর্যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মস্তমতো মা মৌগিতি" ইতি। যদ্যপ্যপহত ইত্যনয়োর্দ্বিতীয়তৃতীয়য়োঃ পৃথিবি দেবযজনীত্যয়মাগ্নমন্ত্রোনাঽন্নাতস্তথাঽপি প্রথমপর্য্যায়াদনুষঞ্জনীয়ঃ। যথা বাক্যস্য পরিপূর্ত্তয়ে শব্দান্তরমনুষজ্যতে তথা প্রয়োগপরিসমাপ্ত্যর্থং মন্ত্রানুষঙ্গো ন্যায্যঃ। অররুশব্দেনোপহতবেদিভূমিপাংসবঃ কিয়ন্তোঽপি প্রথমপর্য্যায়েঽপনীতাস্তাবতা বেদিভূম্যেকদেশো যাগযোগ্যঃ সম্পন্নঃ। অনেনৈবাভিপ্রায়েণ দ্বিতীয়পর্য্যায়েঽপহতোঽররুঃ পৃথিব্যৈ দেবযজন্যা ইতি পৃথিবী বিশেষ্যতে। তৃতীয়পর্য্যায়ে তু অদেবযজন ইত্যররুর্বিশেষণং। তদেবমুপহতাস্তৃণপাংসবো যজ্ঞভূমেরুদ্ধৃত্য যস্মিন্ দেশে নিরস্যন্তে স উৎকর উচ্যতে॥

৯। "অররুস্তে দিবং মা স্কান্।"—কল্পঃ—"অররুস্তে দিবং মা স্কানিতি ব্যুপ্তমাগ্নীধ্রোঽঞ্জলিনাঽভিগৃহ্ণাতি" ইতি। হে পাংসুসমূহরূপোৎকর তব সম্বন্ধী যোঽররুঃ স স্বর্গং মা গচ্ছতু। দ্বিতীয়তৃতীয়পর্য্যায়য়োঃ প্রথমব্যাখ্যয়াঽববোদ্ধুং শক্যতয়া ভাবুপেক্ষ্য মন্ত্রমেতং ব্যাচষ্টে—"তেঽমন্যন্ত। দিবং বা অয়মিতঃ পতিষ্যতীতি। তমররুস্তে দিবং মা স্কানিতি দিবঃ পর্য্যবাধন্ত। ভ্রাতৃব্যো বা অররুঃ। অররুস্তে দিবং মা স্কানিতি যদাহ। ভ্রাতৃব্যমেব দিবঃ পরিবাধতে" (ব্রা॰ কা॰ ৩ প্র॰ ২ অ॰ ৯) ইতি। তে দেবাঃ কেনাপ্যুপায়েনাররুর্বন্ধং ছিত্ত্বা ফলবিঘাতায় স্বর্গং গমিষ্যতীতি মত্বা মন্ত্রেণ বন্ধনং দৃঢ়ীকৃত্য দিবঃ সকাশাদ্যথা পরিতো বাধিতো ভবতি তথা যত্নং কৃতবন্তঃ। তস্মাদাগ্নীধ্রাঞ্জলিনা পাংসুরাশৌ নিরুদ্ধে সতি ভ্রাতৃব্যঃ স্বর্গবাধিতো ভবতি। মন্ত্রান্ ব্যাখ্যায়ানুষ্ঠানং বিধত্তে "স্তম্বযজুর্হরতি। পৃথিব্যা এব ভ্রাতৃব্যমপহন্তি। দ্বিতীয়ꣳ হরতি। অন্তরিক্ষাদেবৈনমপহন্তি। তৃতীয়ꣳ হরতি। দিব এবৈনমপহন্তি। তূষ্ণীং চতুর্থꣳ হরতি। অপরিমিতাদেবৈনমপহন্তি" (ব্রা॰ কা॰ ৩ প্র॰ ২ অ॰ ৯) ইতি। যজুর্ম্মন্ত্রেণ স্তম্বো দর্ভঃ স্তম্বযজুঃ। তস্য স্তম্বরূপং স্ফ্যেন ছিত্ত্বোৎকরদেশে

হরেৎ। ত্রিবারমেবং হরণেন লোকেভ্যো ভ্রাতৃব্যো হতো ভবতি। অমন্ত্রকেণ চতুর্থহরণেনা-পরিমিতাদ্রূক্ষাণ্ডাৎ সর্ব্বস্মাদ্ভ্রাতৃব্যাবঘাতঃ॥

১০। "বসবস্ত্বা পরি গৃহ্ণন্তু গায়ত্রেণ ছন্দসা রুদ্রাস্ত্বা পরি গৃহ্ণন্তু ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসাঽ-দিত্যাস্ত্বা পরি গৃহ্ণন্তু জাগতেন ছন্দসা।"—"কল্পঃ—অথ পূর্ব্বং পরিগ্রাহং পরিগৃহ্ণাতি বসবস্ত্বা পরি গৃহ্ণন্তু গায়ত্রেণ ছন্দসেতি দক্ষিণতো রুদ্রাস্ত্বা পরি গৃহ্ণন্তু ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসেতি পশ্চাদাদি-ত্যাস্ত্বা পরি গৃহ্ণন্তু জাগতেন ছন্দসেত্যুত্তরতঃ" ইতি। আহবনীয়গার্হপত্যয়োর্ম্মধ্যে বেদিং খনিতুং বেদিমানায় স্ফ্যেন দিক্ত্রয়ে রেখাত্রয়ং কর্ত্তব্যং। সোঽয়ং বেদেঃ পরিগ্রাহঃ। পরিগ্রহীতাঽধ্বর্য্যুর্দ্দিক্ত্রয়ে ক্রমেণ ভাবনয়া বস্বাদিরূপঃ। পরিগ্রাহসাধনভূতঃ স্ফ্যশ্চ ছন্দস্ত্রয়-রূপঃ। তমিমং পরিগ্রাহং বিধত্তে—"অসুরাণাং বা ইয়মগ্র আসীৎ। যাবদাসীনঃ পরাপশ্যতি। তাবদ্দেবানাং। তে দেবা অব্রুবন্। অস্ত্বেব নোঽস্যামপীতি। কিয়ন্নো দাস্যথেতি। যাবৎ স্বয়ং পরিগৃহ্ণীথেতি। তে বসবস্ত্বেতি দক্ষিণতঃ পর্য্যগৃহ্ণন্। রুদ্রাস্ত্বেতি পশ্চাৎ। আদিত্যাস্ত্বেত্যুত্তরতঃ। তেঽগ্নিনা প্রাঞ্চোঽজয়ন্। বসুভির্দ্দক্ষিণা। রুদ্রৈঃ প্রত্যঞ্চঃ। আদিত্যৈরুদঞ্চঃ! যস্যৈবং বিদুষো বেদিং পরিগৃহ্ণন্তি। ভবত্যাত্মনা। পরাঽস্য ভ্রাতৃব্যো ভবতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি। পুরা কদাচিদসুরাণাং বিজয়ে সতি এষা পৃথিবী কৃৎস্নাঽপি তেষামেব স্বভূতাঽসীৎ। দেবানাং কোঽপি ভূম্যংশভূতো নাভূৎ। কিং ভূ যো দেবো যত্র যদোপবিষ্টো যাবদ্দেশং পশ্যতি তত্র তাবান্দেশস্তস্য দেবস্য তদা স্বাধীনোঽভৎ। ততো দেবা অসুরানযাচন্ত যুষ্মদধীনায়ামস্যাং পৃথিব্যাং কোঽপ্যংশোঽস্মাকং নিয়তোঽপেক্ষিত স্তত্র কিয়দ্ভূস্থানমস্মভ্যং দাস্যথেতি। ততোঽসুরৈরনুজ্ঞাতা দেবা মন্ত্রৈর্ব্বেদিং স্বকীয়ত্বেন স্বীকৃতবন্তঃ। তস্যাশ্চ বেদেঃ প্রাচ্যামাহবনীয়োঽগ্নিঃ পালকো দক্ষিণাদিষু বস্বাদয়ঃ। ততশ্চতুর্দ্দিক্ষু বস্থিতানাং দেবানামগ্ন্যাদিমুখেন বিজয় এব। তস্মাদেবং বিদুষো যস্য যজমানস্যাধ্বর্য্যবো যথোক্তমন্ত্রৈর্ব্বেদিং পরিগৃহ্ণীয়ুঃ স যজমানঃ স্বেনৈব রূপেণাভিপ্রখ্যাতো ভবতি। তস্য ভ্রাতৃব্যঃ পরাভবতি। পরিগৃহ্ণন্তীতি বহুবচনং পূজার্থং প্রয়োগভেদাভিপ্রায়েণ বা॥

১১। "দেবস্য সবিতুঃ সবে কর্ম্ম কৃণ্বন্তি বেধসঃ।"—বৌধায়নঃ—"অথ প্রাচীং স্ফ্যেন বেদিমুদ্ধন্তি দেবস্য সবিতুঃ সবে কর্ম্ম কৃণ্বন্তি বেধস ইতি" ইতি। আপস্তম্বস্ত শাখান্তরমন্ত্রেণ ভূমেরুপরিভাগাবস্থিতায়াস্তৃণসহিতায়া মৃদ উদ্ধননমভিধায় ব্রূতে—"দেবস্য সবিতুঃ সব ইতি খনতি" ইতি। পরমেশ্বরস্যানুজ্ঞায়াং সত্যাং বেধসঃ সমানা অধ্বর্য্যব ইদমুদ্ধননরূপং খননরূপং বা কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি। ঈশ্বরানুজ্ঞয়া সর্ব্বৈর্জ্জনৈঃ স্বাভীষ্টং কর্ম্ম ক্রিয়ত ইত্যেতদ্বিদুষাং প্রসিদ্ধমি-ত্যাহ—"দেবস্য সবিতুঃ সব ইত্যাহ প্রসূত্যৈ। কর্ম্ম কৃণ্বন্তি বেধস ইত্যাহ। ইষিতঙ্ হি কর্ম্ম ক্রিয়তে" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি। বেদের্দ্দিগ্দ্বয়ে নিম্নতাং বিধত্তে—'পৃথিব্যৈ মেধ্যং চামেধ্যং চ ব্যুদক্রামতাং। প্রাচীনমুদীচীনং মেধ্যং। প্রতীচীনং দক্ষিণা মেধ্যং। প্রাচীমুদীচীং প্রবণাং করোতি। মেধ্যামেবৈনাং দেবযজনীং করোতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি। ব্যুদক্রামতাং বিভাগমাপ্নুতাং। অংসাকারেণ শ্রোণ্যাকারেণ চ কোণেষু চতুর্ষ্বোন্নত্যং বিধত্তে—প্রাঞ্চৌ বেদ্যঙ্ সাবুন্নয়তি। আহবনীয়স্য পরিগৃহীত্যৈ। প্রতীচী শ্রোণী। গার্হপত্যস্য পরিগৃহীত্যৈ। অথো মিথুনত্বায়" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি।

অংসয়োঃ শ্রোণ্যোশ্চ প্রত্যেকং যুগ্মতয়া মিথুনত্বং। যদ্বা পুমানংসো যোষিচ্ছ্রোণিরিতি মিথুনত্বং। ভূমেরূর্দ্ধভাগস্য ত্বক্স্থানীয়স্য স্ফ্যেনাপসারণং বিধত্তে—'উদ্ধন্তি। যদেবাস্যা অমেধ্যং তদপহন্তি' (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ৯) ইতি। তমেব বিধিমনূদ্যার্থবাদান্তরমাহ—'উদ্ধন্তি। তস্মাদোষধয়ঃ পরাভবন্তি' (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ আ° ৯) ইতি। তস্মাদুদ্ধননাদ্ভূমিষ্ঠাস্তৃণস্তম্বা বর্হিরাস্তরণহবিরাসাদনবিরোধিনো বিনশ্যন্তি। ভূমাবত্যন্তং নিরূঢ়ানাং তৃণমূলানামুদ্ধননমাত্রেণাপগমাভাবাৎ পৃথগ্ যত্নেন চ্ছেদনং বিধত্তে—"মূলং ছিনত্তি। ভ্রাতৃব্যস্যৈব মূলং ছিনত্তি। মূলং বা অতিতিষ্ঠদ্রক্ষাꣳস্যনূৎপিপতে" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ৯) ইতি। বৈরিণো মূলং নিবাসাধিকরণং গৃহাদিকং। যদি তৃণমূলং ভূমিমতীত্য কিঞ্চিদবতিষ্ঠেত তদা তদনু রক্ষাꣳসি উদ্ভবেয়ুঃ। তস্মান্মূলং ছেদনীয়ং। ছেদনসাধনং বিধত্তে—"যদ্দস্তেন ছিন্দ্যাৎ। কুনখিনীঃ প্রজাঃ স্যুঃ। স্ফ্যেন ছিনত্তি। বজ্রো বৈ স্ফ্যঃ। বজ্রেণৈব যজ্ঞাদ্রক্ষাꣳস্যপহন্তি" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ৯) ইতি। স্ফ্যস্য বজ্রত্বমন্যত্র স্পষ্টমাম্নাতং—"ইন্দ্রো বৃত্রায় বজ্রং প্রাহরৎ। স ত্রেধা ব্যভবৎ। স্ফ্যস্তৃতীয়ং। রথস্তৃতীয়ং। যূপস্তৃতীয়ং" ইতি। প্রাদেশপরিমিতং বেদিখননং বিধত্তে—"পিতৃদেবস্যাহতিখাতা। ইয়তীং খনতি। প্রজাপতিনা যজ্ঞমুখেন সংমিতাং" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ৯) ইতি। যদেয়ং বেদিঃ প্রাদেশপরিমাণমতীত্য খাতা স্যাত্তদা পিতৃদেবত্যত্বাদিয়ং দৈবিকী ন ভবেৎ। ইয়তীমিতি প্রাদেশপরিমাণাভিনয়ঃ। প্রজাপতিসৃষ্টতয়া তদ্রূপং যজ্ঞপুরুষস্য মুখং। তচ্চ প্রাদেশপরিমিতং। অতস্তৎসংমিতাং বেদিং খনেৎ। পক্ষান্তরং বিধত্তে—"বেদির্দ্দেবেভ্যো নিলায়ত। তাং চতুরঙ্গুলেঽন্ববিন্দন্। তস্মাচ্চতুরঙ্গুলং খেয়া" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ৯) ইতি। কেনাপি নিমিত্তেন দেবেভ্যো বিমুখীভূতা বেদিদেবতা ভূমৌ নিলীনা সতী চতুরঙ্গুলমাত্রং খননেন লব্ধা। তস্মাচ্চতুরঙ্গুলং খনেৎ। তং বিধিমনূদ্যার্থবাদান্তরমাহ—"চতুরঙ্গুলং খনতি। চতুরঙ্গুলে হ্যোষধয়ঃ প্রতিতিষ্ঠন্তি (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ৯) ইতি। ওষধিমূলে ভূমেরন্তশ্চতুরঙ্গুলং প্রসৃতে সতি তা ওষধয়ো বায়ুনা নোন্মূল্যন্তে। পক্ষান্তরং বিধত্তে—"আ প্রতিষ্ঠায়ৈ খনতি। যজমানমেব প্রতিষ্ঠাং গময়তি।" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ ২ অ° ৯) ইতি। যদি চতুরঙ্গুলপ্রমাণেন প্রাদেশপ্রমাণেন বা সিকতাদিপ্রযুক্তশৈথিল্যাদ্ভূমির্ন লভ্যেত তদা তল্লাভপর্য্যন্তং খনেৎ। দক্ষিণস্যাং দিশ্যৌন্নত্যং বিধত্তে—"দক্ষিণতো বর্ষীয়সীং করোতি। দেবযজনস্যৈব রূপমকঃ।" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ৯) ইতি। প্রাচীমুদীচীং প্রবণাং করোতীত্যনেনৈব সিদ্ধেঽপ্যৌন্নত্যে পুনরপি কুড্যাকারেণ মৃত্তিকাপ্রক্ষেপোঽত্র বিধীয়তে। অকঃ কৃতবান্ ভবতি। লোষ্ট্রভাবরহিতাং সিকতয়া সদৃশীং মৃদং বেদ্যাং সর্ব্বত্র বিকিরেদিত্যাহ—"পুরীষবতীং করোতি। প্রজা বৈ পশবঃ পুরীষং। প্রজয়ৈবৈনং পশুভিঃ পুরীষবন্তং করোতি" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ৯) ইতি।

১২। "ঋতমস্যৃতসদনমস্যৃতশ্রীরসি।"—কল্পঃ—"উত্তরং পরিগ্রাহং পরিগৃহ্ণাতি ঋতমসীতি দক্ষিণত ঋতসদনমসীতি পশ্চাদৃতশ্রীরসীত্যুত্তরতঃ" ইতি॥ ঋতং সত্যং। তচ্চ সত্যত্বং ত্রিষ্বস্তি বেদ্যাং হবিষি ফলে চ। অসুরদানাৎপূর্ব্বমাসীনো দেবো যাবন্তং ভূদেশং পশ্যতি ন তস্য দেবযজনত্বং নিয়তং। অতোঽনৃতত্বং। বেদেরদত্তত্বাত্তন্ন পুনঃ পরাবর্ত্তত ইত্যৃতত্বং। ততো হে বেদে ত্বমৃতমসি। হবিষঃ ফলহেতুত্বং ন কদাচিদ্ব্যভিচরতীত্যস্তি সত্যত্বং। তচ্চ সত্যং হবিরস্যাং

...াং সীদতি। ততো হে বেদে ত্বমৃতসদনমসি। ফলস্যাবশ্যংভাবিত্বাদস্ত্যুতত্বং। তচ্চ ফলং হবির্দ্বারেণ বেদ্যা শ্রীয়তে। ততো হে বেদে ত্বমৃতশ্রীরসি। বিধত্তে—"উত্তরং পরিগ্রাহং পরিগৃহ্ণাতি। এতাবতী বৈ পৃথিবী। ... দিঃ। তস্যা এতাবত এব ভ্রাতৃব্যং নির্ভজ্য। আত্মন উত্তরং পরিগ্রাহং পরিগৃহ্ণাতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি। বেদিব্যতি-রিক্তায়া ভূমেরাসুরত্বেন কর্ম্মণ্যনুপযোগাদনুপযুক্তা ভূমির্ব্বেদিরেব। তথা সতি পূর্ব্বপরিগ্রাহেণ মহাভূমেঃ সম্বন্ধিনো বেদিরূপাদেব তাবতঃ প্রদেশাদ্বৈরিণং নিঃসার্য্য স্বার্থমুত্তরপরিগ্রাহং কুর্য্যাৎ। মন্ত্রার্থো মন্ত্রপদেষ্বেবাভিব্যক্ত ইত্যাহ—ঋতমস্যৃতসদনমস্যৃতশ্রীরসীত্যাহ। যথাযজুরেবৈতৎ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি॥

১৩। "ধা অসি স্বধা অস্যুর্ব্বী চাসি বস্বী চাসি পুরা ক্রূরস্য বিসৃপো বিরপিশন্নুদাদায় পৃথিবীং জীরদানুর্য্যামৈরয়ঞ্চন্দ্রমসি স্বধাভিস্তাং ধীরাসো অনুদৃশ্য যজন্তে।"—বৌধায়নঃ—"অথ প্রতীচীং স্ফ্যেন বেদিং যোযুপ্যতে ধা অসি স্বধা অস্যুর্ব্বী চাসি বস্বী চাসি পুরা ক্রূরস্য বিসৃপো বিরপ্‌শিন্নুদাদায় পৃথিবীং জীরদানুর্য্যামৈরয়ঞ্চন্দ্রমসি স্বধাভিস্তাং ধীরাসো অনুদৃশ্য যজন্ত ইতি" ইতি। আপস্তম্বো মন্ত্রভেদমাহ—"ধা অসি স্বধা অসীতি প্রতীচীং বেদিং স্ফ্যেন যোযুপ্যতে, উদাদায় পৃথিবীং জীরদানুরিতি বেদিমনুবীক্ষতে" ইতি। যোযুপ্যতে সমী করোতি। বিবিধং রপণং শব্দনমুচ্চৈরুপাংশুত্বাদিভেদেন মন্ত্রোচ্চারণং বিরপ্। তদ্বন্ত ঋত্বিজো বিরপ্‌শাঃ। লোমশব্দবদ্দ্রষ্টব্যং। বিরপ্‌শা ঋত্বিজো যস্যাং বেদ্যাং সা বেদির্বিরপ্‌শিনী। তস্যাঃ সম্বোধনং ছান্দসং বিরপ্‌শিন্নিতি।

হে বেদে ক্রূরস্যোৎকরে পাংশের্ব্বদ্ধস্যারেরোর্ব্বিসর্পণান্নির্গমাৎ পুরা ত্বং দৈবিকহবিষাং ধারয়িত্র্যসি। স্বধাশব্দেনৈতত্তে তত যে চ ত্বামন্বিত্যাদিনোক্তং পৈতৃকপিণ্ডাদিকমুপলক্ষ্যতে। তেনাপি যুক্তাঽসি। অত এব কৃৎস্নধারণাদ্বিস্তীর্ণা চাসি। পুরোডাশাদিরূপধনবত্ত্বাদ্বস্বী চাসি। দ্রব্যবত্যসি। জীরা জীবনশীলা দানবো হবিষাং দাতারো যাবজ্জীবাদিশাস্ত্রপ্রেরিতা যজমানা যস্যাং পৃথিব্যাং সা পৃথিবী জীরদানুঃ। দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা। যদ্বা জীরাশ্চ তে দানবশ্চ। ছান্দসো বচনব্যত্যয়ঃ। তাদৃশাঃ পূর্ব্বে যজমানা বেদিরূপাং যাং পৃথিবীং কৃৎস্নভূমেরাসুর্য্যাঃ সকাশাদুদ্ধর্ত্যাদায় চন্দ্রমস্যমৃতকিরণৈঃ সার্দ্ধং স্থাপিতবন্তঃ, ইদানীন্তনাস্তু ধীমন্তস্তামিমাং বেদিং মনসাঽনুচিন্ত্য তস্যাং যজন্তে। সমীকরণং বিধত্তে—"ক্রূরমিব বা এতৎ করোতি। যদ্বেদিং করোতি। ধা অসি স্বধা অসীতি যোযুপ্যতে শান্ত্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি। বিশেষণদ্বয়েন কৃৎস্নভূমিরূপত্বমশেষধনোপেতত্বং চ সম্পাদ্যত ইত্যাহ—"উর্ব্বী চাসি বস্বী চাসীত্যাহ। উর্ব্বীমেবৈনাং বস্বীং করোতি"। (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি। বিসৃপঃ পুরেত্যুক্ত্যাঽরুরপ্রযুক্তমশুচিত্বং নিবার্যত ইত্যাহ—"পুরা ক্রূরস্য বিসৃপো বিরপ্‌শ-ন্নিত্যাহ মেধ্যত্বায়" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি। চন্দ্রমস্যৈরয়ন্নিত্যনুসন্ধানস্য প্রয়োজনমাহ—"উদাদায় পৃথিবীং জীরদানুর্যামৈরয়ঞ্চন্দ্রমসি স্বধাভিরিত্যাহ। যদেবাস্যা অমেধ্যং। তদপহত্য। মেধ্যাং দেবযজনীং কৃত্বা। যদদশ্চন্দ্রমসি মেধ্যং। তদস্যামেরয়তি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি। এরয়তি আনয়তীত্যর্থঃ। অনুদৃশ্যেতি পদস্যাভি-প্রায়মাহ—"তাং ধীরাসো অনুদৃশ্য যজন্ত ইত্যাহ প্রখ্যাত্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৯)

ইতি। অনুসন্ধানায়েত্যর্থঃ। আগ্নীধ্রং প্রতি প্রৈষমুৎপাদয়তি—প্রোক্ষণীরাসাদয়। ইধ্মাবর্হিরুপসাদয়। স্রুবং চ স্রুচশ্চ সংমৃড়্‌ঢি। পত্নীᳪ সংনহ্য। আজ্যেনোদেহীত্যাহানুপূর্ব্বতায়ৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি। বহ্বর্থবিষয়প্রৈষোঽনুক্রমেণানুষ্ঠানায়োপযুজ্যতে। আগ্নীধ্রস্যানুষ্ঠানং বিধত্তে—"প্রোক্ষণীরাসাদয়তি। আপো বৈ রক্ষোঘ্নীঃ। রক্ষসামপহত্যৈ। স্ফ্যস্য বর্ত্মন্‌ৎসাদয়তি। যজ্ঞস্য সংতত্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি। প্রোক্ষণীনামপাং বাহুল্যং বিধত্তে—"উবাচ হাসিতো দৈবলঃ। এতাবতীর্ব্বা অমুষ্মিল্লোঁক আপ আসন্। যাবতীঃ প্রোক্ষণীরিতি। তস্মাদ্বহ্বীরাসাদ্যাঃ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি। অস্মিন্ যাগে যাবত্যঃ প্রোক্ষণ্য আসাদ্যন্তে তাবত্য এবামুষ্মিল্লোঁকে আপো ভবন্তীতি দেবলেনোক্তত্বাদ্বাহুল্যমত্র কর্ত্তব্যং। উৎকরে স্ফ্যস্য পরিত্যাগং ধ্যানবিশিষ্টং বিধত্তে—"স্ফ্যমুদস্যন্। যং দ্বিষ্যাত্তং ধ্যায়েৎ। শুচৈবৈনমর্পয়তি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি। যথোক্তপ্রৈষকালে স্ফ্যস্য তির্য্যগ্ধারণং বিধত্তে—"বজ্রো বৈ স্ফ্যঃ। যদন্বঞ্চং ধারয়েৎ। বজ্রেঽধ্বর্য্যুঃ ক্ষণ্বীত। পুরস্তাত্তির্য্যঞ্চং ধারয়তি। বজ্রো বৈ স্ফ্যঃ। বজ্রেণৈব যজ্ঞস্য দক্ষিণতো রক্ষাᳪসি হন্তি। অগ্নিভ্যাং প্রাচশ্চ প্রতীচশ্চ। স্ফ্যেনোদীচশ্চাধরাচশ্চ। স্ফ্যেন বা এষ বজ্রেণা[illegible] পাপ্মানং ভ্রাতৃব্যমপহত্য। উৎকরেঽধি প্রবৃশ্চতি। যথোপধায় বৃশ্চত্যেবং" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ১০) ইতি। স্ফ্যস্য বজ্রত্বপ্রতিপাদকং শ্রুত্যন্তরং পূর্ব্বমুদাহৃতং। অন্বঞ্চমভি[illegible]ং। ক্ষণ্বীত ম্রিয়েত। তৎপরিহারায় বেদ্যাং পূর্ব্বভাগে তির্য্যঞ্চং ধারয়েৎ। তথা সতি দ[illegible]াগ্রত্বেন বেদের্দ্দক্ষিণাদিশ্যবস্থিতানি রক্ষাংসি হতানি ভবন্তি। আহবনীয়াগ্নিনা পূর্ব্বদিগব[illegible]তানসুরান্ হন্তি। গার্হপত্যাগ্নিনা পশ্চিমদিগবস্থিতান্। স্ফ্যস্য মূলেনোত্তরদিগবস্থিতানসুরান্ হন্তি। স্ফ্যস্যাধোধারণয়াঽধস্তনান্। উর্দ্ধধারণয়োপরিতনানিত্যপি দ্রষ্টব্যং। এবং তির্য্যঞ্চং ধারয়ন্নধ্বর্য্যুঃ পাপরূপং বৈরিণমস্যা বেদেরপহত্যোৎকরে ছিনত্তি। যথা কাষ্ঠং কস্মিংশ্চিদাধারেঽবস্থাপ্য লোকাশ্ছিন্দন্তি তদ্বৎ। হস্তপ্রক্ষালনং বিধত্তে—"হস্তাববনেনিক্তে। আত্মানমে[illegible] পবয়তে" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ১০) ইতি। স্ফ্যস্যাপি তদ্বিধত্তে-"স্ফ্যং প্রক্ষালয়তি [illegible]ধ্যত্বায়। অথো পাপ্মান এব ভ্রাতৃব্যস্য ন্যঙ্গᳪ ছিনত্তি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ১০) ই[illegible]। প্রক্ষালিতঃ স্ফ্যো যজ্ঞযোগ্যো ভবতি। কিং চানেন পাপরূপস্য বৈরিণঃ শরীরং ছি[illegible] ভবতি। আগ্নীধ্রস্যানুষ্ঠানং বিধত্তে—"ইধ্মাবর্হিরুপসাদয়তি মিথুনত্বায়। যজ্ঞস্য মিথুনত্বায়। অ[illegible] পুরো রুচমেবৈতাং দধাতি। উত্তরস্য কর্ম্মণোঽনুখ্যাত্যৈ" (ব্রা০ কা ৩ প্র০ ২ অ০ ১০) ইতি। ইধ্মস্য [illegible]য়োঃ সহৈব সাদনং পরস্পরং যোগায়। তেন চ যোগেন যজ্ঞসম্বন্ধি মিথুনং ভবতি। কিং চানেন পাপরূপস্য বৈরিণঃ শরীরং ছিন্নং ভবতি। আগ্নীধ্রস্যানুষ্ঠানং বিধত্তে—"ইধ্মাবর্হিরুপসাদয়তি যুক্ত্যৈ। যজ্ঞস্য মিথুনত্বায়। অথো পুরো রুচমেবৈতাং দধাতি। উত্তরস্য কর্ম্মণোঽনুখ্যাত্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ১০) ইতি। ইধ্মস্য বর্হিষশ্চোভয়োঃ সহৈব সাদনং পরস্পরং তেন চ যোগায়। যোগেন যজ্ঞসম্বন্ধি মিথুনং ভবতি। কিং চৈতামুপসাদনরূপাং দীপ্তিং পুরঃ করোতি। তয়া দীপ্ত্যোত্তরং কর্ত্তব্যং খ্যাপিতং ভবতি। তয়োরুপসাদনে প্রাগগ্রত্বং বিধত্তে—"ন পুরস্তাৎপ্রত্যগুপসাদয়েৎ। যৎপুরস্তাৎ প্রত্যগুপসাদয়েৎ। অন্যত্রাঽহুতিপথাদিধ্মং প্রতিপাদয়েৎ। প্রজা বৈ বর্হিঃ।

অপরাধুয়াদ্বর্হিষা প্রজানাং প্রজননং। পশ্চাৎপ্রাগুপসাদয়তি। আহুতিপথেনেধ্মং প্রতিপাদয়তি। সম্প্রত্যেব বর্হিষা প্রজানাং প্রজননমুপৈতি' (ব্রা০ কা ২ প্র০ ২ অ০ ১০) ইতি। ইধ্মস্যাহহুতিপথঃ প্রাগগ্রত্বং। প্রত্যগগ্রেণ বর্হিষা প্রজানামুৎপত্তির্ব্বিনশ্যেৎ। ততঃ স্বয়ং পশ্চাদবস্থায়োভয়ং প্রাগগ্রমুপসাদয়েৎ। তথা সতীধ্মস্যাহহুতিপথো নাপৈতি। সম্প্রত্যেব সমীচীনেন বর্হিষা প্রাজাৎপত্তিঃ প্রাপ্নোতি। ইধ্মবর্হিষোঃ পরস্পরং দিগ্ভেদং বিধত্তে—'দক্ষিণমিধ্মং। উত্তরং বর্হিঃ। আত্মা বা ইধ্মঃ। প্রজা বর্হিঃ। প্রজা হ্যাত্মন উত্তরতরা তীর্থে। ততো মেধমুপনীয়। যথাদেবতমেবৈনৎ প্রতিষ্ঠাপয়তি। প্রতিতিষ্ঠতি প্রজয়া পশুভির্যজমানঃ' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ১০) ইতি। পিতুর্যজমানস্য দক্ষিণভাগো যুক্তঃ। প্রজায়া উত্তরভাগঃ। তথা সত্যুভয়ং তীর্থে যোগ্যস্থানে সম্পদ্যতে। ততস্তদুভয়ং যজ্ঞং নীত্বা তত্তদ্দেবতামনতিক্রম্য স্থাপিতবান্ ভবতি। এতেন যজমানস্য প্রজাপশুসমৃদ্ধির্ভবতি। অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—

'আদদে স্ফ্যং সমাদত্ত ইন্দ্রস্যেত্যভিমন্ত্রয়েৎ। পৃথিবী স্তম্বযজুশ্ছিত্ত্বা হ্যপগৃহ্লাতি ভূরজঃ॥ ১॥
ব্রজং গচ্ছেত্বদ্দেশং বর্ষ বেদিং সমীক্ষতে। বধা ধূলিং ক্ষিপেদেবং পুনঃ স্তম্বহ্বতিদ্বয়ম্॥ ২॥
অথাত্র পূর্ব্ববন্মন্ত্রা অরাহগ্নীধ্রোহঞ্জলৌ ধরেৎ। বসত্রিভিগ্র্হোবেদের্দ্দেব বেদিং খনেদমূম্॥ ৩॥
ঋতোত্তরপরিগ্রাহো ধা অসীতি সমীকৃতিঃ। উদাদায়েতি বেদীক্ষা মন্ত্রোক্তাঃ পঞ্চবিংশতিঃ॥ ৪॥

অথ মীমাংসা।

তৃতীয়াধ্যায়স্য সপ্তমপাদে চিন্তিতম্—মুখ্যাঙ্গতৈব বেদাদেঃ প্রযাজাদ্যঙ্গতাহপি বা। তদ্বাক্যং প্রক্রিয়াযুক্তং মুখ্যাঙ্গত্বস্য বোধকম্॥ মুখ্যাঙ্গস্যাপি বেদ্যাদেঃ প্রযাজাদিষু চাঙ্গতা। মুখ্যার্থত্বাৎ-প্রযাজাদেশ্চাপূর্ব্বব্যবধানতঃ' ইতি॥ দশপূর্ণমাসয়োঃ শ্রূয়তে—বেদ্যাং হবীংষ্যাসাদয়তি বর্হিষি হবীংষ্যাসাদয়তীতি। তথা তদ্ধর্ম্মাঃ শ্রূয়ন্তে—'বেদিং খনতি বর্হিলুর্নাতি' ইত্যাদয়ঃ। মুখ্যানি হবীংষ্যাগ্নেয়পুরোডাশাদীনি। অমুখ্যহবীংষি তু প্রযাজাদ্যর্থানি। তত্র স্বস্বধর্ম্মসহিতানি বেদ্যাদীনি প্রকরণবলান্মুখ্যহবিষামেবাঙ্গানি। বেদ্যাং হবীংষ্যাসাদয়তীতি বাক্যাৎ-সর্ব্বহবিরঙ্গতেতি চেন্ন। প্রকরণনৈরপেক্ষ্যেণ স্বতন্ত্রং স্যাৎ, তদা সাদনমাত্রপর্য্যবসানেন যাগাভাবে বৈয়র্থ্যং স্যাৎ। সৌমিকহবিষামপ্যেতদ্বেদ্যাসাদনং প্রসজ্যেত। তস্মান্মুখ্যং হবিরঙ্গং বেদ্যাদিকমিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—অস্তু বৈয়র্থ্যাতিপ্রসঙ্গপরিহারেণ প্রকৃতাপূর্ব্বসাধনভূতহবিঃষু বেদ্যাদেরঙ্গত্বং। প্রযাজাদি-হবীংষ্যপি স্বকীয়াবান্তরাপূর্ব্বদ্বারা মুখ্যাপূর্ব্বসাধনান্যেবেতি তদঙ্গত্বমপি বেদ্যাদের্যুক্তং। এবং সতি বাক্যস্যাত্যন্তসংকোচো ন ভবিষ্যতি।

পঞ্চমাধ্যায়স্য প্রথমপাদে চিন্তিতং—"পুরোডাশভিবাসান্তস্যাপকর্ষোঽস্তি দর্শকে। ন বাঽন্যোঽস্ত্বপকৃষ্টায়া বেদের্ব্বৈগুণ্যহানয়ে॥ অভিবাসাৎ পরা বেদিরিতি তৎক্রমবোধতঃ। প্রাগেব বিহিতা দর্শে বেদির্নাতোঽপকর্ষণং" ইতি॥ দর্শপূর্ণমাসয়োঃ পুরোডাশস্য কপালেষু শ্রপিতস্যাহচ্ছাদনমাম্নতং—ভস্মনাঽভিবাসয়তীতি। তত উর্দ্ধ্বং বেদিরাম্নাতা। তত্রৈব ক্রমেণ পৌর্ণমাসীযাগে প্রতিপদ্যমনুষ্ঠানং কৃতং। দর্শযাগে তু বেদেরপকর্ষ আম্নাতঃ—"পূর্ব্বেদ্যুরমাবাস্যায়াং বেদিং করোতি" ইতি। তত্র বেদেঃ পূর্ব্বভাবিনোঽভিবাসনান্তস্যাঙ্গসমূহস্যাপকর্ষঃ কর্ত্তব্যোঽন্যথা বেদের্ব্বৈগুণ্যপ্রসঙ্গাদিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—যদি দর্শঃ পূর্ণমাসীবিকারঃ স্যাত্তদা পৌর্ণমাস্যাং ক্লৃপ্তঃ ক্রমো দর্শেঽতিদিশ্যেত। ন ত্বসৌ বিকারঃ। তস্মাৎ কশ্চিৎ ক্রমোঽত্র

স্বাতন্ত্র্যেণোন্নেয়ঃ। ক্রমোন্নয়নং চ সর্ব্বেষু ধর্ম্মেষ্বাম্নাতেষু পশ্চাৎ পাঠাদিভিঃ সম্পদ্যতে। বেদিপদার্থশ্চাভিবাসনাদূর্ধ্বং দর্শপূর্ণমাসসাধারণ্যেনাঽম্নাতঃ। বিশেষতস্তু দর্শযাগে পূর্ব্বেদ্যুরেবাঽম্নায়তে। তথা সত্যভিবাসনবেদ্যোঃ ক্রমবোধাৎ প্রাগেব দার্শিকবেদেঃ পূর্ব্বদিনসম্বন্ধাবগমাত্তদেব তস্যাঃ স্থানমিতি বেদেরপি তাবন্নাপকর্ষঃ। তৎ কুতোঽভিবাসনান্তস্যাঙ্গসমূহস্যাপকর্ষঃ। প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থপাদে চিন্তিতং—"প্রোক্ষণীঃ সংস্কৃতির্জ্জাতির্যোগো বা সর্ব্বভূমিষু। তথোক্তেঃ সংসকৃতির্জাতিঃ স্যাদ্রূঢ়েঃ প্রবলত্বতঃ॥ অন্যোন্যাশ্রয়তো নাঽন্যো ন জাতিঃ কল্প্যশক্তিতঃ। যোগঃ স্যাৎ ক্লৃপ্তশক্তিত্বাৎ ক্লৃপ্তির্ব্যাকরণাদ্ভবেৎ" ইতি॥ দর্শপূর্ণমাসয়োঃ শ্রূয়তে—"প্রোক্ষণীরাসাদয়তি" ইতি। তত্র প্রোক্ষণীশব্দস্যাভিমন্ত্রণাসাদনাদিসংস্কৃতিঃ প্রবৃত্তিনিমিত্তং। কুতঃ। সর্ব্বেষু বৈদিকপ্রয়োগপ্রদেশেষু সংস্কৃতানামেবাপাং প্রোক্ষণীশব্দেনোচ্যমানত্বাদিত্যেকঃ পক্ষঃ। লোকে জলক্রীড়ায়াং প্রোক্ষণীভিরুদ্বেজিতাঃ স্ম ইত্যসংস্কৃতাস্বপ্সু প্রয়োগাদ্বর্হিরাদিশব্দজ্জাতৌ রূঢ়ত্বাদুদকত্বজাতিঃ প্রবৃত্তিনিমিত্তং। ন চ প্রকর্ষেণোক্ষ্যতে সিচ্যত আভিরিতি যোগোঽত্র শঙ্কনীয়ো রূঢ়েঃ প্রবলত্বাদিতি পক্ষান্তরং। তত্র ন তাবৎ সংস্কারো যুক্তোঽন্যোন্যাশ্রয়ত্বাৎ। বিহিতেষ্বভিমন্ত্রণাদিসংস্কারেষ্বনুষ্ঠিতেষু পশ্চাৎসংস্কৃতাস্বপ্সু প্রোক্ষণীশব্দপ্রবৃত্তিঃ। তৎপ্রবৃত্তৌ সত্যাং প্রোক্ষণীশব্দেনাপোঽনূদ্যাভিমন্ত্রণাদির্বিধিরিত্যন্যোন্যাশ্রয়ত্বং। নাপি জাতিপক্ষো যুক্তঃ। উদকজাতৌ প্রোক্ষণীশব্দস্য বৃদ্ধব্যবহারে পূর্ব্বমক্লৃপ্তত্বেনেতঃ পরং কল্পনীয়ত্বাৎ। ততো গোশব্দবদশ্বকর্ণশব্দবচ্চ রূঢ়ো ন ভবতি। যোগস্তু ব্যাকরণেন ক্লৃপ্তঃ সোপসর্গাদ্ধাতোঃ করণে ল্যুট্প্রত্যয়েন ব্যুৎপাদনাৎ। তস্মাৎ প্রোক্ষণীশব্দো যৌগিকঃ। ঘৃতাদেঃ প্রোক্ষণীত্বং প্রয়োজনং।

দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমপাদে চিন্তিতং—"প্রোক্ষণীরাসাদয়েতি নিগদস্ত্রিবিধাদ্বহিঃ। যজুর্ব্বোচ্চৈস্ত্বধর্ম্মস্য ভেদাদস্য চতুর্থতা॥ পরপ্রত্যায়নার্থত্বাদুচ্চৈস্ত্বং যজুরেব সঃ। তল্লক্ষণেন যুক্তত্বাত্ত্রৈবিধ্যমিতি সুস্থিতং" ইতি। প্রোক্ষণীরাসাদয়েধ্মাবর্হিরুপসাদয়াগ্নীদগ্নীন্বিহর বর্হিঃ স্তৃণীহীত্যাদয়ো নিগদা আম্নাতাঃ। পরসম্বোধনার্থা মন্ত্রা নিগদাঃ। তে চ পূর্ব্বেভ্য ঋগ্যজুঃসামভ্যো বর্হির্ভূতাশ্চতুর্থপ্রকারাঃ। কুতঃ। পাদগীত্যোঋর্ক্সামলক্ষণয়োরভাবাৎ প্রশ্লিষ্টপাঠস্য যজুর্লক্ষণস্য সত্ত্বেঽপি ধর্ম্মভেদেন যজুষ্যন্তর্ভাবানুপপত্তেঃ। উপাংশু যজুষোচ্চৈর্নিগদেনেতি হি ধর্ম্মভেদ ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—বহির্ব্রাহ্মণা ভোজ্যন্তাং পরিব্রাজকাস্বন্তরিত্যত্র সত্যেব পরিব্রাজকানাং ব্রাহ্মণ্যে পূজানিমিত্তো বিশেষো যথা তথা নিগদানাং যজুর্লক্ষণোপেতত্বাদ্যজুষামেব সতাং পরপ্রত্যায়ননিমিত্ত উচ্চৈস্ত্বং ধর্ম্মঃ। ততো মন্ত্রাণাং ত্রৈবিধ্যং সুস্থিতং॥

অথ ব্যাকরণং।

আদদ ইত্যাদৌ স্বরাঃ প্রসিদ্ধাঃ। দক্ষিণ ইত্যত্র স্বাঙ্গাখ্যায়ামাদির্ব্বেত্যাদ্যুদাত্তঃ। পৃথিবীত্যত্র বাক্যাদিত্বেন ষাষ্ঠিকামন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। অররুরিত্যত্রার্ত্তিধাতোররুপ্রত্যয় আদ্যুদাত্তঃ। গোস্থানমিত্যত্র কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে "তদপবাদেমনক্তিন্ব্যাখ্যানশয়নাসনস্থানযাজকাদিক্রীতাঃ" (পা০ ৬-২-১৫১) মন্নন্তং ক্তিন্নন্তং ব্যাখ্যানাদিচতুষ্টয়ং যাজকাদিগণঃ ক্রীতশব্দশ্চোত্তরপদমন্তোদাত্তং ভবতীত্যন্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে "পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং" (পা০ ৬-২-১৯৯) ইত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তঃ। বর্ষত্বিতি বাক্যাদিঃ। তথা বধানেত্যপি। তত্র শানজাদেশস্য (চিত্বাদন্তোদাত্তঃ)

পাশশব্দো ঘঞন্তঃ। দেষ্টীত্যত্র যচ্ছব্দযোগান্ন নিঘাতঃ। গায়ত্রশব্দস্য তৃচ্ প্রত্যয়ান্তত্বাৎ প্রত্যয়স্বরঃ। ত্রৈষ্টুভজাগতশব্দয়োরঞ্ প্রত্যয়ে সত্যাদ্যুদাত্তঃ। উর্ব্বীশব্দো ঙীষন্তঃ। বপ্রীশব্দো বৃষাদিঃ। পুরাশব্দস্য নিপাতত্বাভাবাদন্তোদাত্তঃ। বিস্থপ ইত্যত্রোত্তরপদস্য কস্থন্‌প্রত্যয়ান্তত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। উদাদায়েত্যত্র ল্যপঃ পিত্ত্বাদ্ধাতুস্বরাবশেষে কৃৎস্বরঃ। জীরদানুশব্দো দাসীভারাদিঃ। ঐরয়ন্নিত্যত্র যচ্ছব্দযোগান্নিঘাতাভাবে সতি আডাগমস্য বিহিতমুদাত্তত্বং সতি শিষ্টং। চন্দ্রমসীতি পৃষোদরাদিঃ। অনুদৃশ্যেতি কৃৎস্বরঃ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রপাঠকে নবমোঽনুবাকঃ॥ ৯॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা

নবম অনুবাকের মন্ত্র-সমূহ বেদী নির্ম্মাণে প্রযুক্ত হয়। বিনিয়োগ ও ভাষ্য অনুসারে বুঝা যায়,—মৃত্তিকা খননের নিমিত্ত 'স্ফ্য' নামক মৃত্তিকা খননের উপযোগী যন্ত্র-বিশেষকে সম্বোধন করিয়া, অনুবাকের প্রথম দুইটী মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। যজ্ঞের জন্য বেদি প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহার নিমিত্ত মাটী খুঁড়িতে হইবে। তাই খোন্তার বা কোদালীর ন্যায় কোনও সামগ্রী এস্থলের লক্ষ্য বলিয়া প্রকাশ। যাঁহারা বেদকে অসভ্য আদিম অবস্থার স্মৃতিচিহ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদের মতে 'স্ফ্য' বলিতে খড়্গাকার যজ্ঞকাষ্ঠবিশেষ অর্থ পরিগৃহীত হয়। কারণ, তখন মানুষ লৌহের ব্যবহার শিখে নাই। যাঁহারা যতদূর আদিম অসভ্য অবস্থার বিষয় স্বীকার করেন না, তাঁহারা 'স্ফ্য' শব্দে লৌহাগ্রভাগবিশিষ্ট কাষ্ঠদণ্ড (খোন্তা প্রভৃতি) অর্থ নির্দ্দেশ করেন। তদনুসারে প্রথম মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে স্ফ্য! তোমাকে ধারণ করিতেছি।' এস্থলে, কল্পে, 'দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসব" ইত্যাদি মন্ত্রের সহিত 'আদদে' মন্ত্রের সম্বন্ধ পরিকল্পিত হয়। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়ায়—'হে স্ফ্য! অশ্বিদ্বয়ের বাহুদ্বয়ের এবং পূষাদেবতার হস্তদ্বয়ের সাহায্যে দেবপূজার জন্য তোমাকে যজ্ঞে নিযুক্ত করিতেছি।' এই মন্ত্রের পর ঐ স্ফ্যকে বাম হস্ত হইতে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া দ্বিতীয় মন্ত্র উচ্চারণের বিধি। সে মতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে স্ফ্য! তুমি ইন্দ্রদেবের দক্ষিণ বাহু, তুমি বহুদীপ্তিশালী, বহু জীবের নাশক, উগ্রতেজের জন্য তুমি বায়ুর সহিত তুলনীয়। এই যজ্ঞের বেদিপ্রস্তুতরূপ কার্য্য তোমার দ্বারা সম্পন্ন হউক।' ভাষ্যকার বিশেষণগুলির তাৎপর্য্য যেরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এস্থলে তাহার উল্লেখ আবশ্যক বলিয়া মনে করি। স্ফ্য, ইন্দ্রের দক্ষিণ বাহুর ন্যায় সামর্থ্যসম্পন্ন; তাই তাহাকে 'ইন্দ্রস্য বাহুরসি দক্ষিণঃ' বলা হইয়াছে। সেই দক্ষিণ বাহু কিরূপ? অর্থাৎ 'সহস্রভৃষ্টিঃ'—শত্রু-সমূহের মারক, 'শততেজা' অর্থাৎ শতসংখ্যক তেজপূর্ণ আয়ুধযুক্ত। তার পর কেবল যে ইন্দ্রের বাহুর তুল্য তাহা নহে; পরন্তু বায়ু-সদৃশ। কেন না, বায়ু যেমন অগ্নির তীব্রজ্বালা উৎপাদন করিয়া তিগ্মতেজা হয়, স্ফ্য তেমনি বক্ষ্যমাণ স্তম্বখননরূপ তীব্র কর্ম্ম করে বলিয়া স্ফ্য তিগ্মতেজা। স্থূলতঃ, মন্ত্রের

দ্বিতীয় ভাগে স্ফ্যের মহিমা এবং তৃতীয় ভাগে তেজঃ জন্য বায়ুর সহিত স্ফ্যের উপমা পরিকল্পিত হইয়াছে। তদনুসারে ভাষ্যকারের অর্থ পূর্ব্বেই প্রকটিত হইয়াছে।

অতঃপর, তৃতীয় হইতে সপ্তম পর্য্যন্ত মন্ত্রে বিভিন্ন সামগ্রীর সম্বোধন বর্ত্তমান রহিয়াছে। বেদি প্রস্তুতের জন্য মৃত্তিকাদি খননের সময় মন্ত্র-কয়টী প্রধানতঃ তৃণাদি অপসারণ উপলক্ষে প্রযুক্ত হয়। তদনুসারে তৃতীয় মন্ত্রের সম্বোধন—'পৃথিবী'; পঞ্চম মন্ত্রের সম্বোধন—তৃণসমূহ; ষষ্ঠ মন্ত্রের সম্বোধন - বেদি; এবং সপ্তম মন্ত্রের সম্বোধন—সবিতা দেবতা। তদনুসারে ভাষ্যমতে তৃতীয় মন্ত্রের অর্থ—'হে দেবযাগাশ্রয়ভূতে পৃথিবি! তোমার ওষধী অর্থাৎ তৃণসমূহের মূলকে আমি নষ্ট করিতেছি না।' স্ফ্যের দ্বারা ভূরজ অর্থাৎ তৃণ সহিত মৃত্তিকা গ্রহণান্তর চতুর্থ মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। মন্ত্রের ভাব এই যে—'ধূলি অপনয়নে পৃথিবী হইতে অররু নামক শত্রু নষ্ট হউক।' পঞ্চম মন্ত্রে স্ফ্য দ্বারা খনিত সতৃণ মৃত্তিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে হয়,- 'হে তৃণসমন্বিত অপাংস, তোমরা গোষ্ঠপ্রদেশে (গোচারণ স্থানে) গমন কর। ষষ্ঠ মন্ত্র বেদির সম্বোধনে বিনিযুক্ত। মন্ত্রের অর্থ,—'হে বেদি! দ্যুলোকাভিমানিনী দেবতা তোমাতে জলসেক করুন।' সপ্তম মন্ত্র, খনন হইতে উৎখাত তৃণ সহ মৃত্তিকা-সমূহকে উত্তোলন-পূর্ব্বক উৎকরে (খামারে) নিক্ষেপ করিতে করিতে পাঠ করিতে হয়। মন্ত্রের অর্থ—'হে সবিতৃদেব! যে আমাদিগকে দ্বেষ করে, অথবা আমরা যে শত্রুকে দ্বেষ করি, সেই উভয়বিধ শত্রুকে পৃথিবীর অন্তিম প্রদেশে (অন্ধতামিস্র নরকে) লইয়া গিয়া শতপাশবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখুন কদাচ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন না।'

অষ্টম মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে মৃত্তিকাখননের এবং বেদি প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়াপদ্ধতি পরিবর্ণিত। তদনুসারে 'অপহতঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে স্ফ্যের দ্বারা মৃত্তিকায় দ্বিতীয় বার আঘাত করিয়া কতকগুলি মৃত্তিকা তুলিয়া ফেলিবে। তার পর, 'ব্রজং গচ্ছ গোস্থানং' মন্ত্রে মৃত্তিকা পরিত্যাগ', 'বর্ষতু দ্যৌ' প্রভৃতি মন্ত্রে জলসেক এবং 'বধান দেব সবিতঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে ধূলি পরিত্যাগ। ফলতঃ, তৃতীয় হইতে সপ্তম প্রভৃতি মন্ত্রে যে সকল প্রক্রিয়া-পদ্ধতির উল্লেখ আছে, এই মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে তৎসমুদায়েরই পুনরুল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। এই মন্ত্রের বিভিন্ন অংশ পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র-সমূহের সহিত অভিন্ন। মৃত্তিকা খনন করিয়া, জল দ্বারা তাহাকে মাখিয়া কাদা করিয়া লইয়া, যেরূপভাবে বেদি প্রস্তুত করিতে হয়, এই মন্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া-পদ্ধতি ঠিক তদনুরূপ। এই মন্ত্রের বিভিন্ন অংশের ভাষ্যানুসারী অর্থ তৃতীয় হইতে সপ্তম মন্ত্রে পরিদ্রষ্টব্য। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ বাহুল্য বলিয়া মনে করি।

নবম মন্ত্র পাংসুসমূহরূপ উৎকরকে (খামারকে) সম্বোধন করিয়া বিনিযুক্ত হইয়াছে। মন্ত্রের অর্থ হে পাংসুসমূহরূপ উৎকর! তোমার সংসৃষ্ট যে শত্রু, সে যেন স্বর্গে গমন না করে অর্থাৎ যজ্ঞফলরূপ দ্যুলোককে প্রাপ্ত না হয়। দশম মন্ত্রের বিভিন্ন অংশ উচ্চারণ করিয়া আহবনীয় এবং গার্হপত্যের মধ্যস্থলে স্ফ্যের দ্বারা এই মন্ত্রোচ্চারণে তিনি দিকে তিনটী রেখা অঙ্কিত করিতে হয়। সেই রেখাসমূহ বেদির পরিগ্রাহ। সেই রেখাঙ্কিত দিক্‌সমূহে অধ্বর্য্যু মনে মনে যথাক্রমে বসু, রুদ্র এবং আদিত্য দেবতাসমূহের অনুধ্যান করিতে করিতে মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। 'বসবস্ত্বা' প্রভৃতি মন্ত্রে দক্ষিণ দিক হইতে 'রুদ্রাস্ত্বা' প্রভৃতি মন্ত্রে পশ্চিম দিক হইতে,

আদিত্যাস্ত্বা' প্রভৃতি মন্ত্রে উত্তরদিক হইতে এবং 'তেঽগ্নিনা' প্রভৃতি মন্ত্রে পূর্ব্বদিক হইতে রেখা পাত করিবার নিয়ম। এইরূপে মন্ত্রের অর্থ হয়,—(ক) বসুদেবগণ তোমাকে গায়ত্রী ছন্দের দ্বারা পরিগ্রহণ করুন; (খ) রুদ্রদেবগণ তোমাকে ত্রিষ্টুভ ছন্দের দ্বারা পরিগ্রহণ করুন; অদিত্যগণ তোমাকে জগতীচ্ছন্দের দ্বারা পরিগ্রহণ করুন। একাদশ মন্ত্রে বেদি খনন। বেদি-খনন ব্যপদেশে প্রথমতঃ চারি অঙ্গুলি অথবা প্রাদেশ-পরিমিত স্থান খনন করিতে হয়। আর যে পর্য্যন্ত তৃণাদির মূল প্রবেশ করিয়াছে, সেই পর্য্যন্ত খনন করিয়া তৃণ-মূল সহ মৃত্তিকা উৎকীর্ণ করিবার বিধি সূত্রাদিতে পরিদৃষ্ট হয়। যাহা হউক, বিনিয়োগানুসারে ভাষ্যকারের মতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'পরমেশ্বরের অনুজ্ঞাক্রমে অধ্বর্য্যুগণ খননরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ভগবানের প্রেরণায় সকলেব স্বাভীষ্টানুরূপ কর্ম্ম সম্পাদন করেন।' দ্বাদশ মন্ত্র বেদি সম্বোধন-মূলক। এই মন্ত্র উচ্চারণে বেদী-প্রস্তুতের জন্য উৎকর পরিগ্রহণ এবং ত্রয়োদশ মন্ত্রে বেদি সমীকরণ। দ্বাদশ মন্ত্রের তাই ভাষ্যানুসারী অর্থ—'হে বেদি! তুমি অমৃত-স্বরূপ হও। হবিঃ সমূহের ফলহেতুত্ব-প্রযুক্ত ব্যভিচার-দোষ পরিহার জন্য তোমার সত্যত্ব প্রখ্যাপিত। সত্য-স্বরূপ সেই হবি বেদীতে নিষিক্ত হউক। হে বেদি! তুমি অবশ্যম্ভাবিত ফলদাতা হও; অপিচ, ফলহেতুত্ব-প্রযুক্ত তুমি ঋতশ্রী।' দ্বাদশ মন্ত্রে সমীকরণ উল্লিখিত। এ মন্ত্র কখনও বেদিকে এবং কখনও বা হোতৃ-বিশেষকে সম্বোধন করিয়া বিহিত হইয়াছে বুঝা যায়। মন্ত্রের সহিত একটী পৌরাণিক উপাখ্যানেরও সংশ্রব-সূচনা দেখি। সে উপাখ্যান—পূর্ব্বে দেবাসুরের যুদ্ধ-কালে দেবগণ ভীত হইয়া পৃথিবীর সার-বস্তুকে এবং বেদকে চন্দ্রলোকে লুকাইয়া রাখেন। যুদ্ধে পরাজয় হইলে, ঐ অমূল্য সামগ্রী অসুরেরা অধিকার করিয়া লইবে,—ইহাই তাঁহাদের আশঙ্কা হয়। অসুরের সংগ্রামে পরাজিত হইলেও, ঐ দুই সামগ্রীর সাহায্যে পুনরায় বলশালী হইতে পারিবেন,—ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। বেদি মার্জ্জনা করিবার সময় এই মন্ত্র উচ্চারিত হওয়ায়, মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'ক্রূর অসুরদিগের যুদ্ধের সময় পূর্ব্বকালে পৃথিবীর যে সার-ভাগ পরিগ্রহণ পূর্ব্বক বেদের সহিত ঊর্দ্ধদেশে চন্দ্রলোকে রক্ষিত হইয়াছিল, হে যজ্ঞ-বেদি! তুমিই সেই সামগ্রী। তদনুসারে তোমাকেই লক্ষ্য করিয়া মেধাবিগণ যজনা করিতেছেন।' মন্ত্রের প্রথম অংশের অর্থ,—'হে বেদি! তুমি দৈবিক-হবির ধারণকর্ত্রী হও। তুমি পৈত্রিক-পিণ্ডযুক্ত হও। অতএব তুমি বিস্তীর্ণ এবং পুরোডাশাদি-রূপ ধন ধারণ কর বলিয়া 'বস্বী' অর্থাৎ ধনবতী হও।'

'দ্বাদশ মন্ত্রের ন্যায় এই অনুবাকের আরও কয়েকটী মন্ত্র সম্বন্ধে উপাখ্যানের অবতারণা দেখিতে পাই। সেই সকল উপাখ্যানে ক্রিয়া-কর্ম্মে মন্ত্রগুলি কিরূপ পল্লবিত হইয়াছে, তাহা বোধগম্য হয়। বোধ-সৌকর্য্যার্থ আমরা এতৎপ্রসঙ্গে উপাখ্যান-সমূহের উল্লেখ আবশ্যক বলিয়া মনে করি। অনুবাকের তৃতীয় মন্ত্র পৃথিবী সম্বোধনে প্রযুক্ত। পুরাকালে বিষাদ নামক অসুর পৃথিবীকে হিংসা করিত। দেবগণ যজ্ঞ-ভাগ প্রাপ্ত না হয়, ইহাই তাহার উদ্দেশ্য। বৃত্রবধে ইন্দ্রের প্রভাব অবগত হই[illegible]সুর পৃথিবীর প্রতি প্রধাবিত হয়। পৃথিবী তখন মেদ-রূপ ধারণ করেন। সেই ভ[illegible]থিবীকে 'দেবযজনি' বলা হইয়াছে। অররু-নামক অসুর পৃথিবীতে শয়ন করিয়া পৃথিবীকে আবরণ করে। তাহাতে পৃথিবীর বিলোপ-সাধন হয়।

দেবগণ সেই অররুকে নিহত করিয়া পৃথিবীর উদ্ধার-সাধন করেন। 'বধান দেবঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে তৃণ-সহিত মৃদপসারণে সেই অররু নামক অসুরের নিধন সাধিত হয় বলিয়া মন্ত্র প্রয়োগের সার্থকতা। অষ্টম মন্ত্রে রেখাঙ্কনের সঙ্গে সঙ্গে অররু নামক অসুর বিতাড়িত হয়। কোনও উপায়ে বন্ধন-ছেদন করিয়া অররু স্বর্গদেশে প্রবেশ করিতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া দেবগণ এই মন্ত্রের দ্বারা তাহার বন্ধন দৃঢ় করেন। সেই জন্যই আগ্নীধ্রগণ অঞ্জলি দ্বারা পাংশু-রাশিকে আবদ্ধ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া থাকেন। এই মন্ত্রের দ্বারা ছিন্ন দর্ভকে স্তম্ব-রূপে বদ্ধ করিয়া স্ফ্যয়ের দ্বারা তাহাকে ছেদনান্তর উৎকরদেশে নিক্ষেপ করিতে হয়। তিন বার ছেদনে এবং তিন বার নিক্ষেপে শত্রুগণ বিনষ্ট হয়। বিনা মন্ত্রে চতুর্থ বার ছেদনে ও নিক্ষেপে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকল স্থান হইতে শত্রুগণ বিতাড়িত হইয়া থাকে। 'বসবস্ত্বা' প্রভৃতি মন্ত্রে বেদির চতুর্দ্দিকে রেখাঙ্কন সম্বন্ধেও একটী উপাখ্যান পরিদৃষ্ট হয়। সে উপাখ্যানটী এই,—পুরাকালে এক সময়ে অসুরগণ দেবতাদিগকে পরাজিত করিয়া পৃথিবী অধিকার করিয়া লয়। তখন দেবগণের কেহই আর পৃথিবীর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকেন না। কিন্তু যে দেবতা যখন যেখানে উপস্থিত ছিলেন, সেখান হইতে যতদূর পর্য্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি সঞ্চালিত হইয়াছিল, সেই সকল ভূ-খণ্ডে তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত হয়। তার পর, অসুরগণের নিকট দেবগণ কিঞ্চিৎ ভূমি যাচ্ঞা করিয়া বলেন, তোমাদের অধীনস্থ পৃথিবীর যে কোনও অংশ আমাদিগের অপেক্ষিত; সুতরাং তোমরা আমাদিগকে সেই অংশ প্রদান কর। তদনন্তর অসুরদিগের আদেশে দেবগণ মন্ত্রের দ্বারা বেদি স্বীকার করিয়া লয়েন। তাহাতে বেদির চতুর্দ্দিকে অবস্থিত দেবগণ অগ্নি-মুখে বিজয় লাভ করেন। তদনুসারে বেদির পূর্ব্বদিকে আহবনীয় অগ্নি এবং দক্ষিণ প্রভৃতি দিক্‌সমূহে বসু প্রভৃতি নামক অগ্নি বেদির পালক। সেই হেতু, অধ্বর্য্যুগণ এই মন্ত্রের দ্বারা যে ভাবে বেদি পরিগ্রহণ করেন, সেই সেই ভাবে যজমান অভি-প্রখ্যাত হন; তাঁহার শত্রুগণও বিনষ্ট হইয়া থাকে। বেদি প্রস্তুতের সময় যে চতুরঙ্গুলি পরিমিত ভূমি প্রথমে খনন করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে ব্রাহ্মণে একটী উপাখ্যান আছে। সে উপাখ্যান কোনও কারণে দেবগণের প্রতি বিরূপ হইয়া বেদি-দেবতা মৃত্তিকা মধ্যে বিলীন হন। তার পর দেবগণ তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিয়া, চারি অঙ্গুলি ভূমি উৎখাত করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। এই জন্যই প্রথমে চারি অঙ্গুলি পরিমাণ ভূমি কর্ষণের নিয়ম। কিন্তু চারি অঙ্গুলি বা প্রাদেশ পরিমিত ভূমি কর্ষণেও, বালুকাদি প্রযুক্ত যদি ভূমি প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তাহা হইলে মৃত্তিকা প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত মৃত্তিকা খননের বিধি নিবদ্ধ আছে।

'বিনিয়োগ-সংগ্রহ' গ্রন্থে মন্ত্রসমূহের যে বিনিয়োগের বিষয় উক্ত হইয়াছে এবং ভাষ্যকার তাহার অনুসরণে মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্কাষণ করিয়াছেন, তাহা এই,—'আদদে' মন্ত্রে স্ফ্য গ্রহণান্তর 'ইন্দ্রস্য' মন্ত্রে তাহাকে অভিমন্ত্রিত করিবে। 'পৃথিবী' প্রভৃতি মন্ত্রে স্তম্বযজুঃ ছিন্ন করিয়া 'অপহতঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে ভূমি হইতে ধূলি গ্রহণান্তর 'ব্রজং গচ্ছ' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই তৃণ-সমন্বিত মৃত্তিকা উত্তর দিকে নিক্ষেপ করিবার বিধি। অনন্তর 'বর্ষতু' প্রভৃতি মন্ত্রে বেদিকে নিরীক্ষণ করিয়া, 'বধান' প্রভৃতি মন্ত্রে ধূলি নিক্ষেপ করিবে। তার পর, 'অপহতঃ' প্রভৃতি কয়েকটী মন্ত্রে স্তম্ব অর্থাৎ তৃণাদি নিক্ষেপ এবং 'অরাতয়ঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে আগ্নীধ্র

কর্ত্তৃক অঞ্জলি দ্বারা সেই স্তম্বাদি ধারণ। 'বসবস্ত্বা' প্রভৃতি তিনটী মন্ত্রে রেখা অঙ্কন, 'দেবস্ত' প্রভৃতি মন্ত্রে বেদি খনন। তদনন্তর 'ঋত' প্রভৃতি মন্ত্রে উত্তর পরিগ্রাহ এবং 'ধা অসি' প্রভৃতি মন্ত্রে বেদি সমীকরণ অর্থাৎ বেদিকে মার্জ্জনা করিবে।

এক্ষণে আমরা এই সকল মন্ত্রের যে অর্থ অধ্যাহার করি, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। কর্ম্ম-পদ্ধতি-বিষয়ে বিতর্কের কোনই প্রয়োজন দেখি না। আমাদের অভিপ্রায় এবং মন্ত্রের তাৎপর্য্য 'মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায়' ও বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে। ভাষ্যকারের ভাব অপেক্ষা আমাদের নিষ্কর্ষিত অর্থ যে স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছে, প্রথম দৃষ্টিতেই তাহা উপলব্ধি হইবে। তাই, কি কারণে ভাষ্যকারের সহিত কোন্ বিষয়ে মতানৈক্য ঘটিয়াছে, তাহা প্রদর্শন জন্যই বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গের অবতারণা।

আমাদের মতে প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রের লক্ষ্য—যজ্ঞকর্ম্মসঞ্জাত কর্ম্মফল। যজ্ঞকর্ম্মের ফলে—'আমার রূপ হউক, ঐশ্বর্য্য হউক, স্বর্গলাভ হউক' মানুষ এইরূপ আকাঙ্ক্ষাই করিয়া থাকে। প্রথম মন্ত্রে সেই কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ করা হইতেছে। বলা হইতেছে,—'আমার সর্ব্বকর্ম্মফল আমি ভগবানের চরণে অর্পণ করিতেছি।' ইহাই নিষ্কামকর্ম্ম-সাধনের সারভূত লক্ষ্য। কর্ম্মফল, দেবতার চরণে সমর্পিত হইলে কি শক্তি প্রাপ্ত হয়, দ্বিতীয় মন্ত্রে তাহাই খ্যাপিত করা হইয়াছে। কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পিত হইলে, তাঁহার অনন্ত প্রীতি সাধিত হয় এবং সেই কর্ম্মফল অনন্তত্ব প্রাপ্ত হয়। তৎপ্রভাবে অশেষ প্রকার পাপ বিধ্বস্ত হইয়া যায়,—তাহার অমিততেজে পাপসমূহ ভস্মীভূত হয়। আর, তাহার প্রভাবে রিপুগণ বিমর্দ্দিত হইয়া যায়। কর্ম্মফল দেবোদ্দেশে অর্পিত হইলে শীঘ্রই তাহা ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। এইজন্যই কর্ম্মফলকে ভগবানে অর্পণ করিবার উপদেশ আমাদের প্রতি দৈব অনুষ্ঠানেই দেখিতে পাওয়া যায়। পূজাহোমাদি সকল কর্ম্মের শেষেই, জ্ঞানতই হউক আর অজ্ঞানতই হউক,—ইচ্ছাসত্ত্বেই হউক আর অনিচ্ছাসত্ত্বেই হউক, 'এতৎ কর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পিতমস্তু'—এই মন্ত্রটী উচ্চারণ পূর্ব্বক ভগবদুদ্দেশ্যে কর্ম্মফল ন্যস্ত করিবার বিধি দেখা যায়। এখানে এই মন্ত্রদ্বয়ে সেই মহান্ উদ্দেশ্যই পরিব্যক্ত দেখি। দ্বিতীয় মন্ত্রের দ্বিবিধ অন্বয়েই সেই একই ভাব প্রকাশ করে। কর্ম্মফল—সৎকর্ম্মের সুফল—বায়ুর ন্যায় ত্বরিতগতিতে ভগবৎপ্রাপ্তির পথ সুগম করিয়া দেয়। ফলতঃ, ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন হইয়া, অর্থাৎ সকল কর্ম্মফল ভগবানে ন্যস্ত করিয়া যে অনুষ্ঠানই করা যায়, তাহাই মুক্তির হেতুভূত হইয়া থাকে।

অতঃপর তৃতীয় হইতে সপ্তম পর্য্যন্ত মন্ত্রের তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। শব্দ মাত্রের সাধারণ অর্থ একপ্রকার, ভাবার্থ অন্যরূপ। আমরা ভাবার্থেরই অধিকতর সার্থকতা উপলব্ধি করি। বিশেষণ ও ক্রিয়াপদ দেখিয়া, কি ভাব মন্ত্র মধ্যে নিহিত আছে, তাহা ধারণা করা যায়। তৃতীয় মন্ত্রের শব্দার্থ অনুসরণে সাধারণ-দৃষ্টিতে অর্থ হইতে পারে, 'হে দেবযজনি পৃথিবি! তোমার ওষধির মূলকে আমি যেন হিংসা না করি।' ইহাতে কি ভাব আসে? এস্থলে 'পৃথিবী' শব্দেরই বা তাৎপর্য্য কি? এবং 'ওষধ্যাঃ' ও 'মূলং' পদদ্বয়েরই বা মর্ম্ম কি? তাই নিঃসন্দেহে মনে হয়, এখানে রূপকে দেবতত্ত্বই লক্ষ্য আছে। 'দেবযজনি' শব্দের অর্থে ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—'দেবযাগাশ্রয়ভূতে অর্থাৎ

দেবতা পূজিত হয়েন যাহাতে।' দেবতার প্রকৃত পূজা কোথায় হইয়া থাকে? তাদের দেহ মধ্যেই সে পূজার আয়োজন হয় না কি? 'পৃথিবি' পদে সেই দেহকেই বুঝাইতেছে। পৃথিবী ও দেহ—এই দুই শব্দে পরস্পর উপমান উপমেয় ভাবের সুন্দর সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। 'ওষধ্যাঃ' ও 'মূলং' পদদ্বয়ও সে পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিতেছে। কর্ম্মফল অবসানের মূল কারণ কি? এখানে বলা হইতেছে,—সেই কারণ যেন নষ্ট না করি। অর্থাৎ, যে প্রকারে আমার কর্ম্মফল অবসান হয়, আমাকে আর জন্মজরামরণশীল দেহ পরিগ্রহ করিতে না হয়, সেই কারণ যেন নষ্ট না হয়,—মন্ত্রে সেই প্রার্থনার ভাবই পরিস্ফুট দেখি। অন্তঃশত্রুই যে কর্ম্মফল অবসানের প্রধান অন্তরায়, তাহারাই যে জন্মজরামরণশীল দেহ পরিগ্রহের মূলীভূত, চতুর্থ মন্ত্রে তাহাই বিবৃত দেখি। মানুষের অন্তঃশত্রুই সংসারবন্ধন দৃঢ় করিয়া দেয়; তাহাদের প্রভাব বশতঃই মানুষ কর্ম্মফলের অধীন হয়; আর সেই কর্ম্মফলই মানুষকে সংসারের সহিত অষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখে। মন্ত্রে তাই অন্তঃশত্রুনাশের প্রার্থনা বিদ্যমান রহিয়াছে। 'অন্তর হইতে অন্তঃশত্রু বিতাড়িত হউক, আমার কর্ম্মফল অবসানের মূল হৃদয় দৃঢ় হউক'—মন্ত্রের ইহাই প্রার্থনা বলিয়া মনে করি। পঞ্চম মন্ত্রে বৈরাগ্য অবলম্বনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম—তৃতীয় মন্ত্রে কর্ম্মফলাবসানের আকাঙ্ক্ষা; দ্বিতীয় - চতুর্থ মন্ত্রে, অন্তঃশত্রুর উপদ্রবে—বিষয় সংসর্গে তাহাতে বিঘ্ন ঘটিবার আশঙ্কা; তৃতীয়—পঞ্চম মন্ত্রে - বিষয়ানুরাগের বিরতিই যে অন্তঃশত্রুনাশের মূল এবং বৈরাগ্য অবলম্বনই যে পুনরাবৃত্তি-নিবারক, তাহাই প্রখ্যাপিত। বৈরাগ্য—বিষয়ানুরাগের বিরতি—পুনরাবৃত্তি-নিবারক, শাস্ত্র তাহা পুনঃপুনঃ ঘোষণা করিয়াছেন। সে বৈরাগ্য—ভগবদনুকম্পা ব্যতীত অধিগত হয় না। মন্ত্রে সেই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। অসদ্‌বৃত্তি-সমূহই—প্রলোভন-রাশিই—বৈরাগ্যের পথে প্রধান অন্তরায়। তাই ভগবানকে জানান হইয়াছে,—'হে ভগবন্! আপনি আমার অসদ্‌বৃত্তি-সমুদায়কে দমিত করুন। তাহা হইলেই আমার বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তির পক্ষে (বৈরাগ্য অবলম্বনে) কোনরূপ বিঘ্ন ঘটিবে না। আপনার অনুগ্রহে আমার বৈরাগ্য অবলম্বনে সামর্থ্য আসিলে, আমার কর্ম্মমূল ধ্বংস হইবে, আমি অমৃতত্ব-লাভে সমর্থ হইব। আমরা মনে করি, মন্ত্র-কয়েকটী এই মহান্ লক্ষ্য অন্তরে ধারণ করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

অষ্টম মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে', তৃতীয় হইতে সপ্তম পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত মন্ত্রই পরিদৃষ্ট হয়। মন্ত্রের বিনিয়োগ এবং তদনুসারে ভাষ্যকারের মন্তব্য পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। এই মন্ত্র-সমূহের দ্বারা বেদিপ্রস্তুত জন্য গর্ত্ত খনন করিতে হয়। মন্ত্র যে কার্য্যেই প্রযুক্ত হউক, আমরা মন্ত্রের মর্ম্মার্থ স্বতন্ত্ররূপে গ্রহণ করি। পূর্ব্বে মন্ত্রে 'পৃথিবী' পদের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, এখানেও সেই অর্থই সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করি। দেবযজনের স্থান—হৃদ্‌প্রদেশ ভিন্ন অন্য আর কি হইতে পারে? হৃদয় হইতে দেবকার্য্যে বিঘ্নকারী শত্রুগণকে দূর করিবার জন্য সাধক সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছেন। ইহাই মন্ত্রের লক্ষ্য। তৃতীয় হইতে সপ্তম পর্য্যন্ত মন্ত্রের ব্যাখ্যায় যে ভাবার্থ পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি, এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায়ও সেই অর্থেরই সার্থকতা উপলব্ধ হইবে। অন্তঃশত্রু যেন হৃদয়ক্ষেত্র অধিকার করিতে না পারে, তাহাদের পুষ্টির উপযোগী কোনরূপ খাদ্য সামগ্রী

যেন হৃদয়ে সঞ্জাত না হয়; অর্থাৎ কোনরূপ অসৎকর্ম্মে যেন প্রবৃত্তি না আসে। তার পর বৈরাগ্যের আকাঙ্ক্ষা, ভগবানের অনুগ্রহ লাভের প্রার্থনা—শত্রুগণকে দূরে রাখিবার ব্যাকুলতা, সকলই পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্র-সমূহের ন্যায় এই মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে প্রকাশ পাইয়াছে। অন্তঃশত্রু-দমনই চরম সাধনা। তদ্দ্বারাই ভগবানের অনুকম্পা প্রাপ্ত হওয়া যায়—তদ্দ্বারাই কল্যাণাস্পদ স্থানে সমুপস্থিত হইতে পারি। অষ্টম মন্ত্রের বিভিন্ন অংশের ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করি।

নবম মন্ত্রেও সেই শত্রুনাশের প্রার্থনা। হৃদয়রূপ দেবস্থানে শত্রুর আধিপত্য যেন বিস্তৃত না হয়; অপিচ, অন্তরশত্রুর উপদ্রব নিবারিত হইয়া, শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চারে হৃদয় পবিত্রতা লাভ করে, মন্ত্রে সেই ভাবই পরিস্ফুট দেখি। দশম মন্ত্রের তিনটী বিভাগে ভগবানে আত্মসমর্পণের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্র কয়টী বেদি সম্বোধনে প্রযুক্ত হয়। বেদীর চতুর্দ্দিকে গর্ত্ত খনন করিয়া গণ্ডী দিয়া, এক এক দিক লক্ষ্য করিয়া, এক একটী মন্ত্রোচ্চারণের প্রথা আছে। মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী অর্থ পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। বেদী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রূপে নির্ম্মিত হইয়াছে—এই ভাব মাত্রই মন্ত্রে প্রকাশ পায়। যাহাই হউক, বেদীকে লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ উক্তির কি তাৎপর্য্য, তাহা আমরা ধারণা করিতে পারিলাম না। মন্ত্রে আমরা যে ভাব গ্রহণ করি, আমাদের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকাশ করিয়াছি। মনোবৃত্তি গায়ত্র্যাদিছন্দোযুক্ত মন্ত্রের দ্বারা ভগবানের প্রতি আসক্ত হউক। তাহাতে অন্তর ক্রমে ক্রমে উন্নত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে শান্তিলাভ ঘটিবে,—মানুষ অমৃতত্বের পর্য্যন্ত অধিকারী হইতে পারিবে। মন্ত্রাদি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে সদ্ভাব সঞ্চারিত হয়,—ভগবান আসিয়া হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন। সুখ ও শান্তি তখন যথাক্রমে মানুষকে প্রাপ্ত হয়। মন্ত্রের বক্তব্য এই যে,-'মন! তুমি মন্ত্র সহ ভগবানে মিলিত হইয়া অচঞ্চল স্থির হও, প্রশান্তভাব ধারণ কর; মুক্তি অধিগত হইবে।'

মন্ত্রে রুদ্র, বসু, আদিত্য প্রভৃতি দেবতাবাচক স্বতন্ত্র পদ থাকিলেও ঐ তিন নামে যে সেই এক অদ্বিতীয় ভগবানকেই লক্ষ্য করিতেছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। একেই তিন, তিনেই এক—ত্রিমূর্ত্তিতে তিনি সংসারে প্রকাশমান। 'আদিত্য' বা ব্রহ্মা রূপে সৃষ্টি, 'বসু' বা বিষ্ণু রূপে স্থিতি এবং 'রুদ্র' বা সংহাররূপে প্রলয়কর্ত্তা তিনি। বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের এক বিরাট কল্পনা মন্ত্রত্রয়ে নিহিত আছে বলিয়া মনে করি। এক তিনি, আবার বহু তিনি। যিনি যেরূপ অধিকারী, তাঁহার নিকট তিনি সেই রূপে প্রকাশমান। ফলতঃ, মন্ত্রে প্রার্থনা-কারীর দৃঢ়তা সংসূচনায় বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন দেবতার নামোল্লেখ হইয়াছে; নচেৎ, মূল লক্ষ্য—সেই অদ্বিতীয় ভগবানের প্রতি। সেই লক্ষ্য স্থির রাখিয়াই আমরা 'বসবঃ', রুদ্রাঃ এবং 'আদিত্যাঃ' শব্দত্রয়ের অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি। আর তদনুসারেই 'গায়ত্রেণ' 'ত্রৈষ্টুভেন' এবং 'জাগতেন' পদত্রয়ের অর্থ নিষ্কাশিত হইয়াছে। সে অর্থ—সে ভাব আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে। 'গায়ত্রী' শব্দের অর্থে 'গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রী ত্বং ততঃ স্মৃতা' এতদুক্তি পরিদৃষ্ট হয়। অর্থাৎ 'যে গানকারীকে পরিত্রাণ করে অথবা যে গান দ্বারা পরিত্রাণ করে'—তাহাই গায়ত্রী। এই তাৎপর্য্য হইতে 'গায়ত্রেণ' পদের 'গায়ত্রীছন্দো-বিশিষ্টেন' অর্থের সঙ্গে সঙ্গে 'পরিত্রাণসাধকেন অভীষ্টপূরকেন বা প্রভাবেন' অর্থ নিষ্পন্ন

করিয়াছি। মানুষের প্রধান অভীষ্ট মোক্ষ-লাভ—পরিত্রাণ-প্রাপ্তি। একমাত্র ভগবানই পরিত্রাণ করিতে সমর্থ। 'ত্রৈষ্টুভেন' পদে আমরা 'শক্রনাশকেন অভীষ্টপূরকেণ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। শক্রনাশে—অন্তঃশক্রর উচ্ছেদ-সাধনে অভীষ্ট অর্থাৎ মোক্ষ অধিগত হয়, তদ্বিষয় বহুত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। 'স্তম্ভঃ' অর্থাৎ স্তম্ভন করা হইতে আমরা শক্রস্তম্ভনকারী বা শক্রনাশক অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অতঃপর 'জাগতেন' পদ। ঐ পদের অর্থ, আমাদের মতে, 'অজ্ঞানান্ধকারনাশকেন অভীষ্টপূরকেণ চ প্রভাবেন' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। ঐ পদে 'তমসাবৃত' অর্থ অথবা 'গম্' ধাতু হইতে গমন করা অর্থ সূচিত হয়। 'আদিত্যা' পদের সহিত 'জগতী' পদের একত্র সমাবেশে আমাদের পরিগৃহীত অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে করি। অজ্ঞানান্ধকার-নাশে জ্ঞানোদয়ে যে অভীষ্ট সামগ্রী লাভ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ফলতঃ, মন্ত্রের বিভাগত্রয়ের লক্ষ্য এক অভিন্ন, তাহাতে সন্দেহ নাই। মন্ত্রে সেই ত্রিমূর্ত্তিতে প্রকাশমান অদ্বিতীয় ভগবানে আত্মসমর্পণের আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথমে কর্ম্মফল সমর্পণ, তার পর আত্মসমর্পণ!—মন্ত্র-সমূহ কি এক উচ্চ আদর্শ বক্ষে ধারণ করিয়া আছে।

একাদশ ও দ্বাদশ মন্ত্রও উচ্চভাব-মূলক। ভগবানের প্রেরণা ভিন্ন, তিনি না করাইলে মানুষ যে কোনও সদনুষ্ঠানেই সমর্থ হয় না,—একাদশ মন্ত্রে তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে; আর হৃদয়কে সম্বোধন করিয়া অন্তরকে ভগবৎ-কর্ম্মে বিনিযুক্ত হইতে উদ্বোধিত করা হইয়াছে। প্রথমতঃ ঈশ্বরের প্রেরণা, তার পর অন্তরের উদ্বোধনা—এতদুভয় ভিন্ন কোনও সদনুষ্ঠানেই সাফল্য লাভ হয় না। ত্রয়োদশ মন্ত্রে মনই যে সকলের মূলীভূত, তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। মন ভিন্ন কোনও কর্ম্মই সম্পন্ন হইতে পারে না। মনে যদি সৎকর্ম্ম-সম্পাদনের প্রবৃত্তি না জন্মে, কাহার সাধ্য সে কর্ম্ম সাধন করে? তাই একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ মন্ত্রে প্রথমে ভগবানের প্রেরণা, তার পর অন্তর্বৃত্তির উন্মেষণোদ্বোধনা এবং পরিশেষে মনের দ্বারা কর্ম্মে প্রবৃত্তি। পর পর মন্ত্র-ত্রিতয়ে এই ভাবই পরিস্ফুট বলিয়া মনে করি।

তার পর চতুর্দ্দশ মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করুন। কর্ম্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে আমাদের কোনই বক্তব্য নাই। তবে মন্ত্রের তাৎপর্য্য বিষয়ে আমরা যে ভাব উপলব্ধি করি, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। মন্ত্র-সম্বন্ধে ভাষ্যকারে অভিমত পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি; এক্ষণে আমাদের তাৎপর্য্যের বিষয় অনুধাবম করুন। আমরা এই মন্ত্রকে ভগবৎ-[illegible] স্বাধন-মূলক বলিয়া মনে করি। মন্ত্রের অন্তর্গত 'বিরপ্শিন্' প্রভৃতি কয়েকটী পদের অর্থ [illegible]য়া ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ মতান্তর ঘটিয়াছে। 'বিরপ্শাঃ' পদে ভাষ্য মতে [illegible] হয়। 'বিরপশাঃ' অর্থাৎ ঋত্বিক্‌গণ যুক্ত যে এই অর্থে '[illegible] বেদি নি[illegible] হইয়াছে। আমরা ঐ পদে ভগবানকে বুঝিয়াছি। মন্ত্রস্থিত 'পুর[illegible]' 'নিত্যকাল' অর্থে গ্রহণ করিলাম। যখনই মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তখনই 'পুরা' তাহার পূর্ব্বের ভাব দ্যোতনা করে। তাহাতে অনন্ত-অতীত অর্থাৎ নিত্য ভাব স্বতঃই সংসূচিত হইয়া আসিবে। 'ক্রূরস্য' পদে সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি আছে। উহার অর্থ—'হিংস্রক রিপু-শক্রর'; 'বিসৃগো' শব্দের সহিত উহা সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। ঐ শব্দে ভীষণ সংগ্রাম বুঝায়। বিভক্তি-ব্যত্যয়ে আমরা উহার অর্থ সংগ্রামে আমনন করিলাম। 'জীরদানুম্' পদে 'জীরদ বা জীবদ' 'অণু' অর্থাৎ 'জীবের প্রাণ-

স্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বভাব' গ্রহণ করা যায়। শুদ্ধসত্ত্বভাব ভিন্ন জীবের প্রাণ-ধারণই বৃথা। 'পৃথিবীং' পদে 'পার্থিব-সম্বন্ধ' হইতে অর্থাৎ 'মায়া ভ্রান্তি প্রভৃতি হইতে' ভাব অধ্যাহৃত হইতে পারে। 'উদাদায়' পদে ঊর্দ্ধে গ্রহণ করার—মূর্দ্ধি-প্রদেশে সংরক্ষণের ভাব আসে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে মন্ত্রের প্রথমাংশের অতি সুষ্ঠু সমীচীন অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ক্রূর রিপু-শত্রুর দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বভাব স্বতঃই বিলুণ্ঠিত ও বিনষ্ট হয়। প্রলোভনাদি পার্থিব পদার্থের সহিত তাহাদের সংশ্রবই তাহাদের বিনাশের হেতুভূত। মন্ত্রাংশে তাই প্রার্থনা করা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! হিংস্রক রিপু-শত্রুর সেই ভীষণ সংগ্রাম-কালে আমার হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব ভাবকে মূর্দ্ধি-দেশে জ্ঞানাধারে প্রতিষ্ঠিত রাখিবেন। তাহা হইলে শত্রু সে ধন কখনই লুণ্ঠন করিতে সমর্থ হইবে না। আপনার অনুকম্পায় শত্রু-সমরে আমি বিজয় লাভে সমর্থ হইব।'

অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের বিষয় অনুধাবন করুন। দেবগণের অর্থাৎ দেবভাবের দ্বারা 'জীরদানুম্' চন্দ্রলোকে অর্থাৎ মূর্দ্ধি-প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভগবানের অনুগ্রহেই সে দেবানুকম্পা প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিজ্ঞ মেধাবিগণ তাই শুদ্ধসত্ত্ব-লাভের জন্য ভগবানের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত থাকেন। এখানে সেই ভাব পরিব্যক্ত। মর্ম্ম এই যে,—'হে ভগবন্! আমি যেন সেই জ্ঞানিগণের পদাঙ্ক অনুসরণে আপনার অর্চ্চনায় শুদ্ধসত্ত্ব ভাব পরিপোষণে সমর্থ হই।' 'চন্দ্রমসি' পদে আমরা 'স্নিগ্ধালোকময় মূর্দ্ধি-প্রদেশে' অর্থ আমনন করিয়াছি। জ্ঞানের স্নিগ্ধ জ্যোতিতে যে মূর্দ্ধিদেশ আলোকিত, শুদ্ধসত্ত্ব ভাবের তাহাই আশ্রয়-স্থান নহে কি? তাই 'চন্দ্রমসি' বলিয়া ঐ স্থানকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এই মন্ত্রের দুইটী অন্বয় পরিদৃষ্ট হইবে। দ্বিতীয় অন্বয় সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য, প্রথমে তাহা বলা হইল। এক্ষণে প্রথম অন্বয়ের বিষয় অনুধাবন করুন। মন্ত্রে 'বিরপশিন্' পদ যদিও সম্বোধনরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অন্বয়ে তদনুসরণে আমরা যদিও সেই সম্বোধন-রূপেই 'বিরপ্শিন্' পদকে গ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু প্রথম অন্বয়ে ঐ পদের বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে। 'জীরদানুং' পদের অর্থ, প্রথম অন্বয়ে 'জীবনশীলস্য দানবস্য উপদ্রবাৎ' নিষ্পন্ন করিয়াছি। ভাষ্যে ঐ পদের অর্থ হইয়াছে,—'জীবনশীলা দানবো হবিষাং দাতারঃ।' এখানে 'দানবঃ' পদে ভাষ্যকার হবির্দ্দানকারী অর্থ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু অন্যত্র অসুর, রাক্ষস প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে সে অর্থ উল্টাইয়া গিয়াছে। শব্দের অর্থ সর্ব্বত্র একই প্রকার না হইলে বড়ই বিসদৃশ হয়। আবশ্যক মত একই শব্দের অর্থের বিভিন্নতা সাধন সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। ভাষ্যকার 'জীরদানুং' পদকে দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা বিভক্তি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু বিভক্তিব্যত্যয়ে আমরা উহাকে পঞ্চম্যান্ত অর্থ গ্রহণ করি। 'পুরা' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে প্রথমে ভাষ্যকারেরর অর্থের তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রে অররু নামক অসুরকে পাশবদ্ধ করিয়া পৃথিবীর সীমান্ত প্রদেশে রাখা হয়। উৎকরে পাশবদ্ধ 'অররু' অসুরের নির্গমনের পূর্ব্বে বেদি দৈবিক হবিঃ ধারণ করিয়া ছিল—'পুরা' পদে ভাষ্য মতে এই অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা ঐ 'পুরা' পদে কোনও নির্দ্দিষ্ট কালের সম্বন্ধ খ্যাপন করি না। আমাদের মতে 'পুরা' পদে 'নিত্যকাল, সদা-সর্ব্বদা' অর্থ সংসূচিত করে। মানুষের অন্তরদেশে অসুরের উপদ্রব নিরন্তরই চলিয়াছে।

কামক্রোধাদি রিপুশত্রু মানুষকে নিত্যকাল বিপর্য্যস্ত করিতে প্রযত্নপর। অসুরের সেই উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষার ভাব মন্ত্রে প্রকটিত। মন্ত্রের সহিত যে উপাখ্যান বিজড়িত, তদনুসরণে ভাষ্যকার মন্ত্রের অর্থ করিয়াছেন,—পূর্ব্বে যজমানগণ বেদিরূপা যে পৃথিবীকে ভুবিসংশৃষ্ট অসুরদিগের নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া চন্দ্রের অমৃতকিরণের সহিত উর্দ্ধে স্থাপন করিয়াছিলেন, ইদানীং ধীমানগণ সেই বেদিকে মনে মনে অনুধ্যান করিয়া পূজা করেন।' যজ্ঞের আধার বলিয়া অথবা সেখানে যজ্ঞ সম্পন্ন হয় বলিয়া 'পৃথিবী' শব্দ প্রয়োগের সার্থকতা। আমরা এখানে লৌকিক যজ্ঞের বিষয় বলিতেছি না। আমরা মানষ যজ্ঞের প্রতিই লক্ষ্য করি। সেই হিসাবেই আমরা 'পৃথিবীং' পদের অর্থ করিয়াছি,—'হৃদ্রূপং আধারং।' আর তদনুসরণে 'চন্দ্রমসি' পদের অর্থ করিয়াছি—'শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতৈঃ জ্ঞানকিরণৈঃ।' তাহাতে মন্ত্রের ভাব প্রকাশিত হইয়াছে,—'হে ভগবন্! ইতস্ততঃ বিসর্পণশীল মহাশক্তিসম্পন্ন দানবগণের উপদ্রব হইতে হৃদয়রূপ যে আধারক্ষেত্রকে আপনি নিত্যকাল রক্ষা করিয়া স্নিগ্ধ শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত জ্ঞানকিরণের দ্বারা উদ্ভাসিত করেন, সেই আধারক্ষেত্রকে অর্থাৎ হৃদয়কে সজ্জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি আপনারই পূজায় নিয়োজিত করেন।' এখানে আত্মসম্মিলনের ভাবও প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা এ মন্ত্রের এইরূপ অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে করি॥ (১অষ্টক—১প্রপাঠক—৯অনুবাক)॥

দশমঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমোঽষ্টকঃ। প্রথমঃ প্রপাঠকঃ। দশমোঽনুবাকঃ।)

(১) প্রত্যুষ্টং রক্ষঃ প্রত্যুষ্টা অরাতয়োঽগ্নের্ব্বস্তেজিষ্ঠেন

তেজসা নিষ্টপামি।

(২) গোষ্ঠং মা নির্ম্মৃক্ষং বাজিনং ত্বা সপত্নসাহঁ সং মার্জ্মি

বাচং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং প্রজাং যোনিং মা নির্ম্মৃক্ষং

বাজিনীং ত্বা সপত্নসাহীঁ সং মার্জ্মি।

(৩) আশাসানা সৌমনসং প্রজাং সৌভাগ্যং তনূম্। অগ্নেরনুব্রতা

ভূত্বা সং নহ্যে সুকৃতায় কম্।

(৪) সুপ্রজসস্ত্বা বয়ং৺ সুপত্নীরুপ সেদিম। অগ্নে

সপত্নদম্ভনমদব্ধাসো অদাভ্যম্।

(৫) ইমং বি ষ্যামি বরুণস্য পাশং যমবধ্নীত সবিতা সুকেতঃ।

ধাতুশ্চ যোনৌ সুকৃতস্য লোকে স্যোনং মে

সহ পত্যা করোমি।

(৬) সমায়ুষা সং প্রজয়া সমগ্নে বর্চ্চসা পুনঃ। সং পত্নী পত্যাঽহং

গচ্ছে সমাত্মা তনুবা মম।

(৭) মহীনাং পয়োঽস্যোষধীনা৺ রসস্তস্য তেঽক্ষীয়মাণস্য নিঃ বপামি।

(৮) মহীনাং পয়োঽস্যোষধীনা৺ রসোঽদব্ধেন ত্বা

চক্ষুষাঽবেক্ষে সুপ্রজাস্ত্বায়।

(৯) তেজোঽসি তেজোঽনু প্রেহ্যগ্নিস্তে তেজো মা বি নৈৎ।

(১০) অগ্নের্জ্জিহ্বাঽসি সুভূর্দ্দেবানাং ধাম্নে ধাম্নে দেবেভ্যো

যজুষে যজুষে ভব।

(১১) শুক্রমসি জ্যোতিরসি তেজোঽসি।

(১২) দেবো বঃ সবিতোৎপুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ

সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ।

(১৩) শুক্রং ত্বা শুক্রায়াং ধাম্নে ধাম্নে দেবেভ্যো যজুষে যজুষে গৃহ্নামি।

(১৪) জ্যোতিস্ত্বা জ্যোতিষ্যর্চ্চিস্ত্বাঽর্চ্চিষি ধাম্নে ধাম্নে দেবেভ্যো

যজুষে যজুষে গৃহ্নামি ॥ ১০ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) প্রতুষ্টমিতি প্রতি—উষ্টম্। রক্ষঃ। প্রত্যুষ্টা ইতি প্রতি—উষ্টাঃ। অরাতয়ঃ। অগ্নেঃ।

বঃ। তেজিষ্ঠেন। তেজসা। নিরিতি। তপামি।

(২) গোষ্ঠমিতি গো—স্থম্। মা। নিরিতি। মৃক্ষম্। বাজিনম্। ত্বা। সপত্নসাহমিতি সপত্ন—সাহম্। সমিতি। মার্জ্মি। বাচম্। প্রাণমিতি প্র—অনম্। চক্ষুঃ। শ্রোত্রম্। প্রজামিতি প্র—জাম্। যোনিম্। মা। নিরিতি। মৃক্ষম্। বাজিনীম্। ত্বা। সপত্নসাহীমিতি সপত্ন—সাহীম্। সমিতি। মার্জ্মি।

(৩) আশাসানেত্যা—শাসানা। সৌমনসম্। প্রজামিতি প্র—জাম্। সৌভাগ্যম্। তনুম্। অগ্নেঃ। অনুব্রতেত্যনু—ব্রতা। ভূত্বা। সমিতি। নহ্যে। সুকৃতায়েতি সু—কৃতায়। কম্।

(৪) সুপ্রজস ইতি সু—প্রজসঃ। ত্বা। বয়ম্। সুপত্নীরিতি সু—পত্নীঃ। উপেতি। সেদিম। অগ্নে। সপত্নদম্ভনমিতি সপত্ন—দম্ভনম্। অদব্ধাসঃ। অদাভ্যম্।

(৫) ইমম্। বীতি। স্যামি। বরুণস্য। পাশম্। যম্। অবধ্নীত। সবিতা। সুকেত ইতি সু—কেতঃ। ধাতুঃ। চ। যোনৌ। সুকৃতস্যেতি সু—কৃতস্য। লোকে। স্যোনম্। মে। সহ। পত্যা। করোমি।

(৬) সমিতি। আয়ুষা। সমিতি। প্রজয়েতি প্র—জয়া। সমিতি। অগ্নে। বর্চ্চসা।

পুনঃ। সমিতি। পত্নী। পত্যা। অহম্। গচ্ছে।

সমিতি। আত্মা। তনুবা। মম।

(৭) মহীনাম্। পয়ঃ। অসি। ওষধীনাম্। রসঃ। তস্য। তে।

অক্ষীয়মাণস্য। নিরিতি। বপামি।

(৮) মহীনাম্। পয়ঃ। অসি। ওষধীনাম্। রসঃ। অদব্ধেন। ত্বা। চক্ষুষা।

অবেতি। ঈক্ষে সুপ্রজাস্ত্বায়েতি সুপ্রজাঃ—ত্বায়।

(৯) তেজঃ। অসি। তেজঃ। অনু। প্রেতি। ইহি। অগ্নিঃ। তে।

তেজঃ। মা। বীতি। নৈৎ।

(১০) অগ্নেঃ। জিহ্বা। অসি। সুভূরিতি সু ভূঃ। দেবানাম্। ধাম্নেধাম্ন ইতি

ধাম্নে -ধাম্নে। দেবেভ্যঃ। যজুষেযজুষ ইতি যজুষে—যজুষে। ভব।

(১১) শুক্রম্। অসি। জ্যোতিঃ। অসি। তেজঃ। অসি।

(১২) দেবঃ। বঃ। সবিতা। উদিতি। পুনাতু। অচ্ছিদ্রেণ। পবিত্রেণ।

বসোঃ। সূর্য্যস্য। রশ্মিভিরিতি রশ্মি—ভিঃ।

(১৩) শুক্রম্। ত্বা। শুক্রায়াম্। ধাম্নেধাম্ন ইতি ধাম্নে—ধাম্নে। দেবেভ্যঃ। যজুষেযজুষ

ইতি যজুষে—যজুষে। গৃহ্লামি। (১৪) জ্যোতিঃ। ত্বা। জ্যোতিষি। অর্চ্চিঃ। ত্বা। অর্চ্চিষি।

ধাম্নেধাম্ন ইতি ধাম্নে—ধাম্নে। দেবেভ্যঃ। যজুষেযজুষ ইতি

যজুষে-যজুষে। গৃহ্লামি ॥ ১০ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। (ক) হে ভগবন্! 'রক্ষঃ' (শত্রুঃ—সৎপ্রতিবন্ধকঃ, দুর্ব্বুদ্ধিরূপঃ) 'প্রতি' (প্রত্যেকং) 'উষ্টং' (দগ্ধং) ভবতু ইতি শেষঃ। 'অরাতয়ঃ' (সর্ব্বে শত্রবঃ) 'প্রতি' (প্রত্যেকং) 'উষ্টাঃ' (দগ্ধাঃ) ভবন্তু। দুর্ব্বুদ্ধিঃ তথা রিপুশত্রবঃ সমূলং নাশং যান্তু।

(খ) 'অগ্নে' (জ্ঞানোদ্ভাসিতাঃ হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ!) 'বঃ' (যুষ্মান্) 'তেজিষ্ঠেন' (অত্যুগ্রেণ, অভীষ্টপূরকেণ—ভগবৎপ্রাপকেণ ইত্যর্থঃ) 'তেজসা' (কর্ম্মশক্ত্যা, জ্ঞানজ্যোতিষা ইতি ভাবঃ) পুনরপি 'নিষ্টপামি' (উদ্দীপ্তাঃ করোমি—উদ্দীপয়ামি ইতি ভাবঃ)।

২। (ক) হে মনঃ! 'গোষ্ঠং' (সত্ত্বভাবং) যথা 'মা নির্মৃক্ষং' (মা বিনাশয়ামি) তথা 'বাজিনং' (সৎকর্ম্মসাধনসমর্থং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সংমার্জ্মি' (সম্যক্ শোধয়ামি—উদ্বোধয়ামি ইতি ভাবঃ)। সদ্ভাব-সঞ্চয়ায় অত্র সঙ্কল্পঃ বর্ত্ততে।

(খ) হে মম চিত্তবৃত্তি! 'বাচং' (সৎকথনসামর্থ্যং—সত্যানুরাগং ইতি যাবৎ) 'প্রাণং' (সৎকর্ম্মশীলং জীবনং) 'চক্ষুঃ' (সদ্বস্তুদর্শনসামর্থ্যং—দূরদৃষ্টিং, জ্ঞানদৃষ্টিং বা ইত্যর্থঃ) 'শ্রোত্রং' (সৎপ্রসঙ্গশ্রবণসামর্থ্যং—ভগবৎগুণানুকীর্ত্তনশ্রবণসামর্থ্যং) 'প্রজাং' (লোকানুরাগং, জনহিত-প্রবৃত্তিং) 'যোনিং' (সদ্বৃত্তিমূলং ইত্যর্থঃ) যথা 'মা নির্মৃক্ষং' (নিঃশেষেণ বিনাশয়ামি) তথা 'বাজিনীং' (সৎকর্ম্মসাধনসমর্থা) 'সপত্নসাহীং' (শত্রূণাং অভিভবয়িত্রীং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সংমার্জ্মি' (সম্যক্ শোধয়ামি—উদ্বোধয়ামি ইত্যর্থঃ)। অহং ভগবৎপরায়ণঃ ভবেয়ং ইতি ভাবঃ।

৩। হে চিত্তবৃত্তি! ত্বং 'সৌমনসং' (ভগবৎপ্রীতিং) 'প্রজাং' (লোকানুরাগং) 'সৌভাগ্য'

(পরমৈশ্বর্য্যং—মোক্ষরূপং ইতি ভাবঃ) 'তনূং' (শরীরং, কর্ম্মফলাবসানং ইতি ভাবঃ) 'আশাসানা' (কাময়মানা সত্যা) বর্ত্তসে ইতি শেষঃ। অতঃ 'অগ্নেঃ' (জ্ঞানজ্যোতিষাং ইত্যর্থঃ) 'অনুব্রতা' (অনুসারিণী) 'ভূত্বা' (সত্যা—পরাজ্ঞানং লব্ধ্বা ইতি ভাবঃ) যথা ত্বং 'কং' (সুখং—পরমানন্দং ইতি যাবৎ) অবাপ্স্যসি, তথা ত্বাং 'সুকৃতায়' (শোভনকর্ম্মণে—ভগবৎপ্রীতিহেতুভূতে কর্ম্মণি ইত্যর্থঃ) 'সংনহ্যে' (সম্যক্‌প্রকারেণ নিয়োজয়ামি ইতি ভাবঃ)।

অথবা

যা মম চিত্তবৃত্তি 'অগ্নেরনুব্রতা' (জ্ঞানানুসারিণী) 'ভূত্বা' (সত্যা) 'সৌমনসং' (ভগবৎ-প্রীতিং) 'প্রজাং' (লোকানুরাগং) 'সৌভাগ্যং' (মোক্ষরূপং পরমৈশ্বর্য্যং) 'তনূং' (সৎকর্ম্ম-শীলং জীবনং—যদ্বা, কর্ম্মফলাবসানং ইতি ভাবঃ) 'আশাশানা' (কাময়মানা সত্যা) বর্ত্ততে ইতি শেষঃ, তাং এতাং চিত্তবৃত্তিং ইতি যাবৎ 'সুকৃতায়' (শোভনকর্ম্মণে—ভগবৎপ্রীতিহেতুভূতে কর্ম্মণি ইতি ভাবঃ) 'কং' (সুখং—নিত্যানন্দং) যথা ভবতি তথা 'সংনহ্যে' (সম্যক্ বিনি-যোজয়ামি ইতি শেষঃ)।

৪। 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্!) 'সুপ্রজসঃ' (লোকানুরাগসম্পন্নাঃ, বিশ্ব-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষয়া উদ্‌বুদ্ধাঃ ইতি ভাবঃ) 'সুপত্নীঃ' (শোভনপত্নীযুক্তাঃ, সদ্বুদ্ধিসমন্বিতাঃ ইত্যর্থঃ) 'অদব্ধাসঃ' (কেনাপ্যহিংসিতাঃ, শত্রোরুপদ্রবরহিতাঃ ইতি ভাবঃ) 'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ, সৎকর্ম্মনিরতাঃ জনাঃ ইতি যাবৎ) 'সপত্নদম্ভনং' (সর্ব্বশত্রুবিনাশকং) 'অদাভ্যং' (অপ-রাজেয়ং) ত্বাং 'উপ সেদিম' (উদ্দীপয়াম, হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়াম ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ। সদ্‌বুদ্ধিলাভায় তথা লোকানুরাগবর্দ্ধনায় অত্র সঙ্কল্পঃ বর্ত্ততে।

৫। 'বরুণস্য' (মম কর্ম্মণা সঞ্জাতস্য, কামনাদিজনিতস্য ইত্যর্থঃ) 'যং' (যং প্রসিদ্ধং) 'পাশং' (সংসারবন্ধনং) 'অবধ্নীত' (অহং কৃতবানস্মি) 'সুকেতঃ' (শোভনপ্রজ্ঞঃ, প্রজ্ঞানাধারঃ) 'সবিতা' (জ্ঞানপ্রদাতা ভগবান—যদ্বা, তস্য ভগবতঃ অনুগ্রহেণ ইতি ভাবঃ) 'ইদং' (বন্ধনং, সংসারবন্ধনং ইত্যর্থঃ) 'বি ষ্যামি' (বিশেষেণ বিমুঞ্চামি)।

(খ) তথা সতি অহং 'সুকৃতস্য' (সৎকর্ম্মণঃ ফলভূতে ইতি ভাবঃ) 'লোকে' (পরমপদি ইতি যাবৎ অধিষ্ঠিতঃ সন্ ইতি শেষঃ) 'ধাতুঃ' (বিধাতুঃ, ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'যোনৌ' (উৎপত্তিমূলে, যদ্বা—হৃদ্‌রূপে ভগবদধিষ্ঠানে ইত্যর্থঃ) 'পত্যা সহ' (সত্ত্বাবাদিভিঃ সঙ্গতঃ সন) যথা 'মে' (মম) 'স্যোনং' (সুখং, পরমসুখং পরমানন্দং চ ইতি যাবৎ) ভবতি তথা 'করোমি' (সম্পাদয়ামি)। চ এব পাদপূরণে।

অত্র প্রথমপাদে সঙ্কল্পঃ দ্বিতীয়পাদে আত্মোদ্বোধনঃ বর্ত্ততে। পরাজ্ঞানং হি বন্ধনছেদকং। হৃদয়ং যদি জ্ঞানেন উদ্ভাসিতং বর্ত্ততে, বন্ধহেতুভূতং কর্ম্মমূলং বিনাশং যাতি। তদা ভগবদনুগ্রহ-লাভঃ সুগমঃ ভবতি। তস্মাৎ সঙ্কল্পঃ অহং ভগবদনুসারিণঃ ভবেয়ং।

৬। 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্!) তবানুগ্রহেণ অহং 'আয়ুষা' (পূর্ণায়ুষ্কালেন, সৎকর্ম্মসমন্বিতেন জীবনেন সহ ইত্যর্থঃ) 'সংগচ্ছে' (সম্যক্ গমিষ্যামি ইত্যর্থঃ)। তবার্চ্চনেন অহং সৎকর্ম্মশীলং জীবনং লভেয়ং ইতি ভাবঃ।

(খ) 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্!) তবানুগ্রহেণ অহং 'প্রজয়া' (লোকানুরাগেণ

জনহিতসাধনেন চ সহ) 'সংগচ্ছে' (সম্যক্ গমিষ্যামি, বর্ত্তয়ামি ইতি যাবৎ)। ভগবদারাধনেন অহং জনহিতসাধনসামর্থ্যং লভেয়ং।

(গ) 'অগ্নে' (জ্ঞানদাতঃ হে ভগবন্!) তবানুগ্রহেণ অহং 'বর্চ্চসা' (তেজসা, জ্ঞান-জ্যোতিষা সহ ইত্যর্থঃ) 'সংগচ্ছে' (সম্যক্ গমিষ্যামি, বর্ত্তয়ামি ইতি যাবৎ)। জ্ঞানপ্রভাবেন অহং ভগবৎপূজনসামর্থ্যং প্রাপ্নুয়ামি ইতি ভাবঃ।

(ঘ) 'অহং' (প্রার্থনাকারী) 'পত্নী' (অনুগতঃ ভূত্বা ইতি যাবৎ) 'পত্যা' (জগতাং স্বামিনা, ভগবতা সহ ইত্যর্থঃ) যথা অবতিষ্ঠেয়ং তথা 'সংগচ্ছে' (সাধয়ামি ইত্যর্থঃ)। অপিচ, 'তনুবা' (বিয়োগঃ) কদাচিদপি মা ভূৎ ইতি শেষঃ। পতিব্রতা পত্নী যথা ছায়াবৎ স্বামিনঃ অনুগামিনী ভবতি, তথাহং ভগবতঃ একান্তানুরাগী ভবানি।

(ঙ) 'মম' (প্রার্থনাকারিণঃ ইতি ভাবঃ) 'আত্মা' (জীবাত্মা ইত্যর্থঃ) 'সং' (চিরং গচ্ছতু, পরমাত্মনি ইতি ভাবঃ)। অত্র আত্মনি আত্মসম্মিলনায় সঙ্কল্প বর্ত্ততে।

৭। (ক) হে মনঃ! ত্বং 'মহীনাং' (বিশ্বেষাং লোকানামিতি যাবৎ) 'পয়ঃ' (অমৃত-স্বরূপঃ, জীবনকারণঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। মনঃ এব সকলমঙ্গলানাং সাধকং ভবতু। সঙ্কল্পস্য অয়মেব তাৎপর্য্যঃ।

(খ) হে মনঃ! ত্বং 'ওষধীনাং' (কর্ম্মক্ষয়েন ক্ষয়সূচকানাং জীবনানাং ইতি যাবৎ) 'রসঃ' (অমৃতস্বরূপঃ, পরিরক্ষকঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি)।

(গ) হে মনঃ! 'তস্য' (তথাবিধস্য) 'অক্ষীয়মাণস্য' (ক্ষয়রহিতস্য, অক্ষরাব্যয়স্য ইতি ভাবঃ) 'তে' (তব স্বরূপং—ত্বাং ইত্যর্থঃ) 'নির্ব্বপামি' (ভগবৎকর্ম্মসু বিনিযোজয়ামি)।

৮। (ক) হে মনঃ! ত্বং 'মহীনাং' (বিশ্বেষাং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ইতি ভাবঃ) পয়ঃ (অমৃতস্বরূপঃ) 'অসি' (ভবসি)। মনঃ এব সকলমঙ্গলানাং সাধকং ভবতু ইতি ভাবঃ।

(খ) অপিচ হে মনঃ! ত্বং 'ওষধীনাং' (কর্ম্মক্ষয়েন ক্ষয়সূচকানাং জীবনানাং ইতি যাবৎ) 'রসঃ' (অমৃতস্বরূপঃ পরিরক্ষকঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি) ইতি শেষঃ।

(গ) অতঃ হে মনঃ! 'ত্বা' (ত্বাং) 'সুপ্রজাস্ত্বায়' (শোভনপ্রজানিষ্পত্তয়ে, যদ্বা—শুদ্ধ-সত্ত্বাদেঃ সংরক্ষণায় ইতি ভাবঃ, জনহিতসাধনায় বা ইত্যর্থঃ) 'অদব্ধেন' (প্রীত্যাতিশয়যুক্তেন) 'চক্ষুষা' (দৃষ্ট্যা) 'অবেক্ষে' (সন্দর্শয়ামি ইতি শেষঃ)।

৯। হে মম ভগবৎসম্বন্ধযুত কর্ম্ম! ত্বং 'তেজঃ' (জ্ঞানজ্যোতিষা দীপ্তিমন্তঃ) 'অসি' (ভবসি)। অতঃ 'তেজঃ' (তেজস্বরূপঃ—জ্ঞানেনোদ্ভাসিতঃ) ত্বং 'তেজঃ' (তেজোময়ং ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) 'অনুপ্রেহি' (অনুপ্রবিশ, ভগবতা সহ সম্মিলিতঃ ভব ইতি ভাবঃ); 'অগ্নিঃ' (প্রজ্ঞানাধারঃ ভগবান) 'তে' (তব সম্বন্ধি) 'তেজঃ' (জ্ঞানং—শক্তিং) 'মা বি নৈৎ' (মা অপনয়তু)। অত্র ভগবতি কর্ম্মফলসমর্পণায় আকাঙ্ক্ষা বর্ত্ততে। কর্ম্ম জ্ঞানসমন্বিতং সত্য ভগবৎপ্রাপ্তিমূলকং ভবতি ইতি ভাবঃ।

১০। হে মনঃ! ত্বং 'অগ্নেঃ' (প্রজ্ঞানস্বরূপস্য ভগবতঃ) 'জিহ্বা' (রসনা—আস্বাদন-কারী) ভবসি; অথবা জ্বালারূপায়াঃ জিহ্বায়াঃ যদ্বা তেজোরূপেণ কিরণেন ত্বং 'অগ্নেঃ' উৎপাদকরূপেণ বর্ত্তসে। অতএব 'দেবানাং' (দেবভাবানাং) 'সু ভূঃ' (সুখায় সুপ্রতিষ্ঠায়

চ ইত্যর্থঃ ভবতু)। হে ভগবন্! তব 'অগ্নের্জিহ্বা' (অগ্নিরূপ রশনা) 'অসি' (বিদ্যতে)। অতঃ ত্বং 'দেবানাং' (দেবভাবানাং) 'সু' (সম্যক্ জনয়িতা গ্রহীতা বা) 'ভূঃ' (ভব)।

(খ) অপিচ হে মনঃ! 'মে' (মম) 'ধাম্নে ধাম্নে' (সর্ব্বাবস্থানে) 'যজুষে যজুষে' (বাগাদি সর্ব্বসৎকর্ম্মানুষ্ঠানে) 'দেবেভ্যঃ' (সর্ব্বদেবাধিষ্ঠানায়, সর্ব্বদেবভাবপ্রতিষ্ঠাপনার্থায় ইত্যর্থঃ) 'ভব' (সুষ্ঠু আহ্বানকারী—সম্যক্ ব্যবস্থিতঃ ইত্যর্থঃ ভব ইতি শেষঃ)।

১১। হে মনঃ! অথবা হে ভগবৎসম্বন্ধযুত কর্ম্ম! ত্বং 'শুক্রং' (দীপ্তিমন্তং—জ্ঞানজ্যোতিষা ইতি যাবৎ; অথবা বিশুদ্ধং সত্ত্বরূপং ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'জ্যোতিঃ' (জ্যোতি-স্বরূপং প্রজ্ঞানাধারং) 'অসি' (ভবসি); অপিচ ত্বং 'তেজঃ' (তেজোময়ং শক্তিমন্তং) 'অসি' (ভবসি)। মনঃ হি সর্ব্বস্য মূলং ইতি ভাবঃ।

১২। হে কর্ম্মণী! দেবঃ (দ্যোতমানঃ, স্বপ্রকাশঃ ইতি যাবৎ) 'সবিতা' (জ্ঞানপ্রেরকঃ দেবঃ, প্রজ্ঞানস্বরূপঃ ভগবান্ ইতি ভাবঃ) 'বঃ' (যুষ্মান্) 'অচ্ছিদ্রেণ' (দোষরাহিত্যেন, বিশুদ্ধেন ইতি যাবৎ) 'পবিত্রেণ' (শোধকেন—বায়ুরূপেণ ইতি ভাবঃ) অপিচ 'বসোঃ' (জগন্নিবাসহেতোঃ—যদ্বা, জগদ্ধারকস্য ইতি যাবৎ) 'সূর্য্যস্য' (প্রজ্ঞানস্বরূপস্য, বিশ্বপ্রকাশকস্য দেবস্য—ভগবতঃ ইতি ভাবঃ) 'রশ্মিভিঃ' (বিশ্বপ্রকাশকৈঃ জ্যোতির্নিবহৈঃ ইত্যর্থঃ) 'উৎপুণাতু' (উৎকর্ষসাধনেন পবিত্রান্ করোতু, যদ্বা—যুষ্মাকং পবিত্রতাং বিধায়তু ইতি ভাবঃ)। নিত্য-সত্যপ্রকাশকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। বায়োঃ সূর্য্যরশ্মিনাং শুদ্ধিহেতুত্বং প্রসিদ্ধং। তয়োঃ প্রভাবেন মম সদসৎকর্ম্ম পবিত্রমস্তু ইত্যেবং প্রার্থনা।

১৩। হে চিত্তবৃত্তি! 'শুক্রং' (দীপ্তিমন্তং—জ্ঞানজ্যোতিষা বিশুদ্ধতাপ্রাপ্তং ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'ধাম্নে ধাম্নে' (সর্ব্বৈবাবস্থানে ইত্যর্থঃ, সর্ব্বাবস্থায়াং ইতি ভাবঃ) 'যজুষে যজুষে' (সর্ব্বৈব সদনুষ্ঠানে) 'দেবেভ্যঃ' (সর্ব্বদেবপ্রীতিসাধনায়, যদ্বা—সর্ব্বদেবপ্রতিষ্ঠাপনায়, হৃদি ইতি যাবৎ) 'গৃহ্লামি' (বিনিযোজয়ামি)।

১৪। অপিচ হে মম চিত্তবৃত্তি! সঃ ভগবান 'জ্যোতিঃ' (জ্যোতিঃস্বরূপঃ) তথা 'অর্চ্চিঃ' (তেজঃস্বরূপঃ) ভবতি ইতি শেষঃ। অতঃ 'ত্বা' (ত্বাং) 'ধাম্নে ধাম্নে' (সর্ব্বাবস্থানে, সর্ব্বা-বস্থায়াং ইত্যর্থঃ) 'যজুষে যজুষে' (সর্ব্বৈব সদনুষ্ঠানে) 'দেবেভ্যঃ' (সর্ব্বদেবপ্রতিষ্ঠাপনায়—সর্ব্বদেবপ্রীতিসাধনায় চ) 'জ্যোতিষি' (জ্যোতিঃস্বরূপে ভগবতি) তথা 'অর্চ্চিসি' (তেজঃ-রূপিণে ভগবতি) 'গৃহ্লামি' (প্রতিষ্ঠাপয়ামি)। অত্র পরমাত্মনি আত্মপ্রতিষ্ঠাপনায় আকাঙ্ক্ষা বর্ত্ততে। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ প্রার্থনাজ্ঞাপকশ্চ। (১অষ্টক—১প্রপাঠক—১অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। (ক) হে ভগবন্! সৎপ্রতিবন্ধক শত্রু (আমাদিগের দুর্ব্বুদ্ধি) সর্ব্ব-তোভাবে ভস্মীভূত হউক, আমাদিগের রিপুশত্রুগণ প্রত্যেকে বিশিষ্টরূপে দগ্ধ হউক। (অর্থাৎ,—হে দেব! আপনি আমাদিগের দুর্ব্বুদ্ধিকে এবং রিপুশত্রুসমূহকে সমূলে বিনষ্ট করুন)।

(খ) জ্ঞানোদ্ভাসিত হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমাদিগকে অত্যুগ্র অভীষ্টপূরক (ভগবৎপ্রাপক) জ্ঞানজ্যোতিঃ অর্থাৎ কর্ম্মশক্তির দ্বারা পুনরায় উদ্দীপিত করিতেছি।

১। (ক) হে মন! আমার সত্ত্বভাব যাহাতে বিনষ্ট না হয়, সেইরূপে সৎকর্ম্মসাধনসমর্থ তোমাকে সম্যক্‌প্রকারে উদ্বোধিত করিতেছি।

(খ) হে আমার চিত্তবৃত্তি! আমার সত্যানুরাগ, সৎকর্ম্মশীল জীবন, সদ্‌বস্তুদর্শনসামর্থ্য (জ্ঞানদৃষ্টি, দূরদৃষ্টি), ভগবন্মহিমাশ্রবণসামর্থ্য, লোকানুরাগ (বিশ্বপ্রীতি), সদ্‌বৃত্তিমূল (শুদ্ধসত্ত্ব) যাহাতে নিঃশেষে বিনষ্ট না হয়, সেইরূপে সৎকর্ম্মসাধনসমর্থ শত্রুনাশকারী তোমাকে উদ্বোধিত (উদ্দীপিত) করি। (ভাব এই যে—আমি যেন ভগবৎপরায়ণ হই)।

৩। হে আমার চিত্তবৃত্তি! তুমি ভগবৎপ্রীতি, লোকানুরাগ এবং মোক্ষরূপ পরমৈশ্বর্য্য ও কর্ম্মফলাবসানে কর্ম্মক্ষয় কামনা করিতেছ। অতএব জ্ঞানজ্যোতির অনুবর্ত্তিনী হইয়া (অর্থাৎ পরাজ্ঞান লাভ করিয়া) যাহাতে তুমি পরমানন্দ লাভ করিতে পার, সেইরূপভাবে তোমাকে ভগবৎপ্রীতিহেতুভূত কর্ম্মে সম্যক্‌প্রকারে নিয়োজিত করিতেছি।

অথবা

আমার যে চিত্তবৃত্তি জ্ঞানানুসারিণী হইয়া, ভগবৎপ্রীতি, লোকানুরাগ, মোক্ষরূপ পরমৈশ্বর্য্য, সৎকর্ম্মশীল জীবন অথবা কর্ম্মফলাবসান কামনা করে; আমার সেই চিত্তবৃত্তি ভগবৎপ্রীতিহেতুভূত কর্ম্মে যাহাতে নিত্যানন্দ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপে তাহাকে সম্যক্‌প্রকারে বিনিযুক্ত করি।

৪। প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্! লোকানুরাগসম্পন্ন অর্থাৎ বিশ্বমঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় উদ্‌বুদ্ধ, সদ্‌বুদ্ধিসমন্বিত, শত্রুর উপদ্রবরহিত, সৎকর্ম্মশীল ব্যক্তি (আমরা) সর্ব্বশত্রুবিনাশক অপরাজেয় আপনাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। মন্ত্রের মধ্যে সদ্‌বুদ্ধিলাভের এবং লোকানুরাগবর্দ্ধনের নিমিত্ত সঙ্কল্প রহিয়াছে)।

৫। (ক) আমাদিগের কর্ম্মের দ্বারা সঞ্জাত অর্থাৎ কামনাদিজনিত যে সংসার-বন্ধন আমরা দৃঢ় করিয়াছি; শোভনপ্রজ্ঞ (প্রজ্ঞানাধার) জ্ঞানদাতা ভগবানের অনুগ্রহে সেই সংসার-বন্ধন যেন বিমুক্ত করিতে সমর্থ হই।

(খ) তাহাতে, সৎকর্ম্মের ফলভূত পরমপদে অধিষ্ঠিত হইয়া, হৃদয়রূপ

ভগবদধিষ্ঠানে সদ্ভাবাদির দ্বারা পরিবৃত হইয়া, যেন পরমসুখ—পরমানন্দ লাভ করিতে পারি।

(এই মন্ত্রের প্রথমপাদে সঙ্কল্প এবং দ্বিতীয়পাদে আত্মোদ্বোধনা বিদ্যমান রহিয়াছে। পরাজ্ঞানই বন্ধন-ছেদক। হৃদয় যদি জ্ঞানের দ্বারা উদ্ভাসিত হয়! বন্ধনহেতুভূত কর্ম্মমূল স্বতই বিনষ্ট হয়, আর তখনই ভগবদনুগ্রহলাভ সুগম হইয়া আসে। অতএব সঙ্কল্প—আমি যেন ভগবদনুসারী হই)।

৬। (ক) প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমি যেন সৎকর্ম্মান্বিত জীবন প্রাপ্ত হই। (অর্থাৎ—আপনার অর্চ্চনার দ্বারা যেন সৎকর্ম্মশীল জীবন লাভ করি। ভাবার্থ—আমি যেন সদা সৎকর্ম্মে রত থাকি)।

(খ) প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে যেন আমার জনহিতসাধনে লোকানুরাগ জন্মে। (অর্থাৎ, ভগবদারাধনায় যেন জনহিতসাধন-সামর্থ্য লাভ করি অর্থাৎ পরোপকারই যেন জীবনের ব্রত হয়)।

(গ) জ্ঞানদাতা হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমি যেন জ্ঞানঃ-জ্যোতিসমন্বিত হইয়া, আপনাকে সম্যক্প্রকারে আরাধনা করিতে সমর্থ হই। (ভাব এই যে,—আমি যেন ভগবৎপূজন-সামর্থ্য প্রাপ্ত হই)।

(ঘ) প্রার্থনাকারী আমি, পত্নীর ন্যায় অনুগত হইয়া জগৎপতি ভগবানের সহিত যাহাতে অবস্থিতি করিতে পারি, তাহাই যেন করিতে সমর্থ হই। অপিচ, কদাচ যেন বিয়োগ-সাধন না হয়। (পতিব্রতা রমণী যেমন ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগামিনী হয়, আমিও যেন সেইরূপ ভগবানের একান্ত অনুরাগী হই—মন্ত্রের ইহাই ভাবার্থ)।

(ঙ) আমার জীবাত্মা পরমাত্মায় গমন করুক। এখানে আত্মায় আত্মসম্মিলনের সঙ্কল্প বর্ত্তমান।

৭। (ক) হে মন! তুমি বিশ্বের লোকসমূহের অমৃতস্বরূপ পরিরক্ষক অর্থাৎ জীবন-কারণ হও।

(গ) হে মন! তথাবিধ ক্ষয়রহিত অর্থাৎ অক্ষয় অব্যয় তোমাকে ভগবৎকর্ম্মে বিনিযুক্ত করিতেছি।

৮। (ক) হে মন! তুমিই সকলের অমৃতস্বরূপ হও। (ভাব এই যে,—আমাদের মন সর্ব্ববিধ সৎকর্ম্মের [illegible]ক হউক। সঙ্কল্পের ইহাই তাৎপর্য্য)।

(খ) অপিচ, হে মন বা কর্ম্ম! তুমি কর্ম্মক্ষয়ের দ্বারা ক্ষয়সূচক জীবনের অমৃত-স্বরূপ পরিরক্ষক হও।

(গ) অতএব হে মন বা কর্ম্ম! শুদ্ধসত্ত্ব-সংরক্ষণের নিমিত্ত অর্থাৎ জন-হিত-সাধন জন্য অতিশয় প্রীতিযুক্ত দৃষ্টিতে যেন তোমাকে সন্দর্শন করি।

অথবা

হে ভগবন্! আমার বিভ্রমরহিত (অদব্ধ) নেত্রের দ্বারা আমি যেন আপনাকে দর্শন করিতে সমর্থ হই।

৯। হে আমার ভগবৎসম্বন্ধযুত কর্ম্ম! তুমি জ্ঞানজ্যোতিঃ দ্বারা দীপ্তিমন্ত হও। অতএব জ্ঞানোদ্ভাসিত তুমি তেজোময় ভগবানের মধ্যে অনুঃপ্রবিষ্ট হও অর্থাৎ ভগবানের সহিত সম্মিলিত হও। প্রজ্ঞানাধার ভগবান যেন তোমার জ্ঞানকে অপনীত না করেন। (এই মন্ত্রে ভগবানে কর্ম্মফল-সমর্পণের অপিচ আত্মসম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান। কর্ম্ম জ্ঞান-সমন্বিত হইলে ভগবৎপ্রাপ্তিমূলক হইয়া থাকে)।

১০। (ক) হে মন! তুমি প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানের রসনাস্বরূপ অর্থাৎ আহ্বানকারী হও; অথবা জ্বালারূপ জিহ্বা দ্বারা অর্থাৎ তেজরূপ কিরণের দ্বারা তুমি অগ্নির উৎপাদকরূপে বিদ্যমান আছ। অতএব তুমি দেবগণের অর্থাৎ দেবভাবসমূহের সুখহেতুভূত হও। অথবা হে ভগবন্! আপনার অগ্নিরূপ রসনা বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব আপনি দেবভাবসমূহের সম্যক্ গ্রহীতা হয়েন।

(খ) অপিচ হে মন! অথবা হে ভগবন্! আমার সর্ব্বপ্রকার অবস্থিতির স্থানে, যাগাদি সকল সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে, সর্ব্বদেবাধিষ্ঠানার্থ (আমাতে সর্ব্বদেব-ভাব বিকাশের নিমিত্ত) তুমি অথবা আপনি সুষ্ঠু আহ্বানকারী হও অথবা হউন।

১১। হে মন! অথবা হে ভগবৎসম্বন্ধযুত কর্ম্ম! তুমি দীপ্তিমন্ত বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ। তুমি জ্যোতিস্বরূপ প্রজ্ঞানাধার হও; অপিচ তুমি তেজোময় শক্তিমন্ত হও। (ভাব এই যে, মনই সকলের মূলীভূত)।

১২। হে আমার সৎ ও অসৎ কর্ম্ম! দ্যোতমান স্বপ্রকাশ জ্ঞানপ্রেরক দেবতা অর্থাৎ প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবান, বিশুদ্ধ পবিত্রকারক বায়ুরূপে এবং জগন্নিবাসহেতুভূত প্রজ্ঞান-স্বরূপ বিশ্বপ্রাপক জ্যোতিনিবহের দ্বারা তোমা-

দিগের উৎকর্ষ-সাধনে পবিত্রতা সম্পাদন করুন। অথবা তোমরা জ্ঞানপ্রদ সবিতৃদেবের প্রেরণায়—অনুকম্পায়—ত্রুটি-পরিশূন্য বায়ুর ন্যায় পবিত্র-কারক ও সূর্য্যরশ্মির ন্যায় জ্ঞানপ্রদ হইয়া আমাদিগের উৎকর্ষ-সাধনে আমা-দিগকে পবিত্র কর। (বায়ু ও সূর্য্যরশ্মি শুদ্ধিসম্পাদক। তাঁহাদের প্রভাবে আমাদের সদসৎ উভয় কর্ম্ম পবিত্র হউক,—এই প্রার্থনা)।

১৩। হে চিত্তবৃত্তি! জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা বিশুদ্ধতা-প্রাপ্ত তোমাকে আমাদিগের সকল অবস্থায় সর্ব্বাবস্থানে এবং সর্ব্ববিধ সদনুষ্ঠানে দেবতাদিগের প্রীতির নিমিত্ত অর্থাৎ সদ্ভাবজনন জন্য (আমাতে সর্ব্বদেবভাব-বিকাশের জন্য) তোমাকে বিনিযুক্ত করি।

১৪। অপিচ হে চিত্তবৃত্তি! ভগবান জ্যোতিঃস্বরূপ এবং তেজ (শক্তি) স্বরূপ হয়েন। অতএব তোমাকে, আমাদিগের সকল প্রকার অবস্থিতির স্থানে এবং আমাদিগের সর্ব্ববিধ সদনুষ্ঠানে সকলদেবতার প্রীতিসাধনের নিমিত্ত (আমাদিগের মধ্যে সর্ব্ববিধ দেবভাব বিকাশের জন্য) জ্যোতি-স্বরূপ এবং তেজঃ (শক্তি) স্বরূপ ভগবানে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি। (এখানে পরমাত্মায় আত্মসমর্পণের আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান রহিয়াছে। মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। মন্ত্রে প্রার্থনার ভাবও প্রকটিত রহিয়াছে।)॥

(১অষ্টক—১প্রপাঠক—১০অনুবাক)॥

* * *

মন্ত্র-ভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

নবমে বেদিরুক্তা। দশমে বেদ্যামাসাদনীয়স্যাহজ্যাদিহবিষো গ্রহণমভিধীয়তে।

১। "প্রত্যুষ্ট৺ রক্ষঃ প্রত্যুষ্টা অরাতয়োহগ্নের্ব্বস্তেজিষ্ঠেন তেজসা নিষ্টপামি।"—বৌধায়নঃ—"অথৈতাঃ স্রুচঃ সমাদত্তে দক্ষিণেন স্রুবং জুহূপভৃতৌ সব্যেন ধ্রুবাং প্রাশিত্রহরণং বেদপরিবাসনা-নীতি গার্হপত্যে প্রতিতপতি প্রত্যুষ্ট৺ রক্ষঃ প্রত্যুষ্টা অরাতয়োহগ্নের্ব্বস্তেজিষ্ঠেন তেজসা নিষ্টপা-মীতি" ইতি। আপস্তম্বস্য মতে প্রত্যুষ্টমগ্নের্ব্ব ইত্যেতৌ দ্বৌ মন্ত্রৌ। তৌ চ সংমার্জ্জনাৎ প্রাক্-পশ্চাচ্চ ক্রমেণ স্রুচাং তাপনে বিনিযুজ্যেতে। প্রত্যুষ্টমন্ত্রো ব্যাখ্যাতঃ। হে স্রুচো যুষ্মানতি-তীক্ষ্ণেনাগ্নেস্তেজসা নিঃশেষেণ তপামি। অনিষ্টপরিহারায়েষ্টসিদ্ধয়ে চোভৌ মন্ত্রাবিত্যাহ—"প্রত্যুষ্ট৺ রক্ষঃ প্রত্যুষ্টা অরাতয় ইত্যাহ। রক্ষসামপহত্যৈ। অগ্নের্ব্বস্তেজিষ্ঠেন তেজসা নিষ্টপামী-ত্যাহ মেধ্যত্বায়" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১) ইতি॥

২। "গোষ্ঠং মা নির্মৃক্ষং বাজিনং ত্বা সপত্নসাহ৺ সং মার্জ্মি বাচং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং প্রজাং যোনিং মা নির্মৃক্ষং বাজিনীং ত্বা সপত্নসাহী৺ সং মার্জ্মি।"—কল্পঃ—"অথ স্রুবং সংমার্ষ্টি গোষ্ঠং মা নির্মৃক্ষং বাজিনং ত্বা সপত্নসাহ৺ সংমার্জ্মীত্যথ জুহূং সংমার্ষ্টি বাচং প্রাণং মা নির্মৃক্ষং বাজিনীং

ত্বা সপত্নসাহীꣳ সংমার্জ্মীত্যথোপভৃতং সংমার্ষ্টি চক্ষুঃ শ্রোত্রং মা নির্মৃক্ষং বাজি ত্বা সপত্নসাহꣳ সংমার্জ্মীত্যথ ধ্রুবাং সংমার্ষ্টি প্রজাং যোনিং মা নির্মৃক্ষং বাজিনীং ত্বা সপত্নসাহীꣳ সংমার্জ্মীতি" ইতি। হে স্রুব গবাং স্থানং মা বিনাশয়ামীত্যভিপ্রেত্যান্নবন্তং বৈরিণমভিভবিতারং ত্বাং সম্যক্ শোধয়ামি। এবমন্যেষু যোজ্যং। দ্বিতীয়তৃতীয়মন্ত্রয়োর্ম্মা নির্মৃক্ষমিত্যাদিরনুষজ্যতে। মন্ত্রাণাং স্পষ্টার্থত্বমভিপ্রেত্য তদ্ব্যাখ্যানমুপেক্ষ্যানুষ্ঠানং বিধত্তে—"স্রুচঃ সংমার্ষ্টি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১) ইতি। তত্র ক্রমং বিধত্তে—"স্রুবমগ্রে। পুমাꣳসমেবাহভ্যঃ সꣳশ্যতি মিথুনত্বায়" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১) ইতি। স্রুবঃ পুমাঞ্জুহ্বাদ্যাঃ স্ত্রিয়ঃ। ততস্তাভ্যঃ পূর্ব্বভাবিত্বং স্রুবস্য যুক্তং। সꣳশ্যতি সম্যক্তনূ করোতি বিবাহার্থং সংস্করোতীত্যর্থঃ। জুহ্বাদীনাং পৌর্ব্বাপর্য্যং বিধত্তে—"অথ জুহূং। অথোপভৃতং। অথ ধ্রুবাম্" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১) ইতি। প্রশংসতি—"অসৌ বৈ জুহূঃ। অন্তরিক্ষমুপভৃৎ। পৃথিবী ধ্রুবা। ইমে বৈ লোকাঃ স্রুচঃ। বৃষ্টিঃ সংমার্জ্জনানি। বৃষ্টির্ব্বা ইমাল্লোঁকাননুপূর্ব্বং কল্পয়তি। তে ততঃ ক্লৃপ্তাঃ সমেধন্তে" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১) ইতি। ক্রমাবস্থানসাম্যেন স্রুচাং লোকত্বং। সংমৃজ্যন্তে স্রুচো যৈর্ব্বেদাগ্রৈস্তানি সংমার্জ্জনানি। পূর্ব্বং দর্ভৈর্ব্বেদং কৃত্বা তদগ্রাণি পরিবাস্য তানি বেদপরিবাসনানি স্রুচাং সংমার্জ্জনায় স্থাপিতানি। তেষাং বৃষ্টিজন্যতয়া বৃষ্টিরূপত্বং। বৃষ্টিরূপৈর্ব্বেদাগ্রৈর্লোকরূপাণাং জুহ্বাদীনাং ক্রমেণ সংমার্জ্জনে সতি বৃষ্টিরেবানুক্রমবর্ত্তিনো লোকান্ধান্যাদিসম্পন্নান্ করোতি। ততস্তে লোকাঃ সম্পন্নাঃ সম্যগভিবর্দ্ধন্তে। বেদনং প্রশংসতি—"সমেধন্তেঽস্মা ইমে লোকাঃ প্রজয়া পশুভিঃ। য এবং বেদ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১) ইতি। বেদপরিবাসনানামগ্রমূলাবয়বয়োর্ব্যবস্থাং দর্শয়তি—"যদি কাময়েত-বর্ষুকঃ পর্জ্জন্যঃ স্যাদিতি। অগ্রতঃ সংমৃজ্যাৎ। বৃষ্টিমেব নিযচ্ছতি। অবাচীনাগ্রা হি বৃষ্টিঃ। যদি কাময়েতাবর্ষুকঃ স্যাদিতি। মূলতঃ সংমৃজ্যাৎ। বৃষ্টিমেবোদ্যচ্ছতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১) ইতি। নিযচ্ছতি ন্যগ্ভাবেন প্রবর্ত্তয়তি। উদ্যচ্ছত্যূর্দ্ধাকারেণ বারয়তি। তস্মিন্নেব বিষয়ে সম্প্রদায়বিদাং মতমাহ—"তদ্ বা আহুঃ। অগ্রত এবোপরিষ্টাৎ সংমৃজ্যাৎ। মূলতোঽধস্তাৎ। তদনুপূর্ব্বং কল্পতে। বর্ষুকো ভবতীতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১) ইতি। উপরিষ্টাদিতি স্রুচো বিলভাগঃ। অধস্তাদিতি তদ্দণ্ডভাগঃ। এবং সতি পরিবাসনানাং স্রুবস্রুচাং চাগ্রমগ্রেণ সম্বধ্যতে মূলং মূলেনেত্যানুপূর্ব্বী সমা ভবতি। পর্জ্জন্যশ্চ বর্ষতি। বিলভাগে বিশেষমাহ—"প্রাচীমভ্যাকারং। অগ্রৈরন্তরতঃ। এবমিব হ্যন্নমদ্যতে। অথো অগ্রাদ্ধ্যা ওষধীনামূর্জ্জং প্রজা উপজীবন্তি। ঊর্জ্জ এবান্নাদ্যস্যাবরুদ্ধ্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১) ইতি।

বিলভাগে পশ্চিমোপক্রমাং প্রাগবসানাং স্রুক্‌সংমার্জ্জনক্রিয়াং কৃত্বা বিলস্যাভ্যন্তরে সর্ব্বত্র আকৃষ্যাঽকৃষ্য সংমৃজ্যাৎ। যথা ভুঞ্জানঃ পুমান্ হস্তং পুরতঃ পাত্রে প্রসার্য্যাভিতো ভোজ্যামাকৃষ্যাঽকৃষ্য মুখবিলে প্রক্ষিপতি তদ্বৎ। কিং চ প্রজা ওষধীনামগ্রভাগাদাদানীয় রসমুপজীবন্তি তদ্বৎ। অত্র পরিবাসনাগ্রৈঃ সংমার্জ্জনং রসরূপস্যান্নং যোগ্যস্থানস্য প্রাপ্ত্যৈ ভবতি। দণ্ডভাগে বিশেষমাহ—"অধস্তাৎ প্রতীচীং। দণ্ডমুত্তমতঃ। মূলেন মূলং প্রতিষ্ঠিত্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১) ইতি। অধস্তাদবস্থিতং দণ্ডং প্রতি প্রাগুপক্রমাং পশ্চিমাবসানাং সংমার্জ্জনক্রিয়ামুত্তমেন দর্ভভাগেন (ণ) কুর্য্যাৎ। তথা সতি দর্ভমূলেন স্রুচো মূলং সংবধ্যতে। তচ্চ প্রতিষ্ঠিত্যৈ,

ভবতি। বিলদণ্ডয়োরুক্তাং ব্যবস্থাং লৌকিকলিঙ্গেন দ্রঢ়য়তি—'তস্মাদরত্নৌ প্রাঞ্চ্যুপরিষ্টা-ল্লোমানি। প্রত্যঞ্চ্যধস্তাৎ। স্রুগ্ব্যোষা" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ১) ইতি। মণিবন্ধাদূর্দ্ধং সূক্ষ্মরোমাণি প্রাঙ্মুখান্যধস্তাত্তু প্রত্যঙ্মুখানি। এষা হি লৌকিকী স্রুক্তদৃষ্টান্তেন বৈদিক্যামপি স্রুচি যথোক্তপ্রকারো দ্রষ্টব্যঃ। অত্র কেচিদাহুঃ—ঊর্দ্ধবিলত্বেন হস্তধৃতায়াঃ স্রুচ ঊর্দ্ধাধোভাগৌ কৃৎস্নাবপ্যুপরিষ্টাদধস্তাচ্ছব্দাভ্যাং বিবক্ষিতৌ ন তু বিলভাগদণ্ডভাগৌ। এবং ধারকহস্তেঽপ্যূর্দ্ধা-ধোদেশৌ। তথা সত্যুক্তং লোমলিঙ্গমনুকূলমিতি। তর্হি তথৈবাস্তু। স্রুবস্য প্রথমতঃ সংবার্জ্জনং রূপককল্পনায়োপপাদয়তি—"প্রাণো বৈ স্রুবঃ। জুহূর্দ্দক্ষিণো হস্তঃ। উপভৃৎসব্যঃ। আত্মা ধ্রুবা। অন্ন৺ সংমার্জ্জনানি। মুখতো বৈ প্রাণোঽপানো ভূত্বা। আত্মানমন্নং প্রবিশ্য। বাহুতস্তনুব৺শুভয়তি। তস্মাৎ স্রুবমেবাগ্রে সংমার্ষ্টি। মুখতো হি প্রাণোঽপানো ভূত্বা। আত্মানমন্নমাবিশতি" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ১) ইতি। আত্মা হস্তয়োর্ম্মধ্যবর্ত্তিশরীরং। মুখসঞ্চারিণো বায়োঃ প্রাণাপানাভিধেয়ে দ্বে বৃত্তী। উচ্ছ্বাসরূপেণ বহির্নির্গচ্ছন্তী প্রাণবৃত্তিঃ। নিঃশ্বাসরূপেণান্তঃ প্রবিশত্যপানবৃত্তিঃ। তত্র প্রাণরূপো বায়ুঃ প্রাণতাং পরিত্যজ্য স্বয়মপানো ভূত্বা মুখে প্রক্ষিপ্তমন্নগ্রাসং মধ্যশরীরে প্রবেশ্য বাহুং হস্তাদিরূপং শরীরং পুষ্ট্যা শোভিতং করোতি। তস্মাদন্নরূপৈর্ব্বেদাগ্রৈঃ প্রাণরূপস্য স্রুবস্যাঽদৌ সংমার্জ্জনং কর্ত্তব্যং। তথা কৃতে সতি প্রথম-তোঽন্নপ্রবেশঃ পশ্চাদ্বাহুহস্তরূপস্য জুহ্বাদেঃ শোভেত্যেতদুপপন্নং। প্রসঙ্গাৎ প্রাণাপানবেদনং প্রশংসতি—"তৌ প্রাণাপানৌ। অব্যধুর্কঃ প্রাণাপানাভ্যাং ভবতি। য এবং বেদ' (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ১) ইতি। প্রকর্ষেণ বহিরনিতীতি প্রাণঃ। অপকর্ষেণান্তরনিতীত্যপানঃ। ইত্যেবং বৃত্তিভেদাত্তৌ প্রাণাপানৌ সম্পন্নাবিতি বেদিতুরকালে প্রাণাপানাভ্যাং বিয়োগো মৃত্যুরূপো ন ভবতি। মন্ত্রমুৎপাদ্য বিনিযুঙ্‌ক্তে—'দিবঃ শিল্পমবততং। পৃথিব্যাঃ ককুভি শ্রিতং। তেন বয়৺ সহস্রবল্‌শেন। সপত্নং নাশয়ামসি স্বাহেতি। স্রুক্‌সংমার্জ্জনান্যগ্নৌ প্রহরতি" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ২) ইতি। দিবঃ সকাশাদ্‌বৃষ্টিরূপেণাধঃ প্রসৃতমিদং দর্ভরূপং চিত্রং বস্তু ভূমেরুপর্য্যাশ্রিতং শতশাখেন তেন দর্ভেণ বয়ং বৈরিণং নাশয়ামঃ। ইদং দর্ভরূপং হুতমস্তু। অনেন মন্ত্রেণ বেদপরিবাসনান্যগ্নৌ প্রক্ষিপেৎ।

অস্মিন্মন্ত্রে সংমার্জ্জনানি ন প্রতীয়ন্ত ইতি শঙ্কাং বারয়তি—"আপো বৈ দর্ভাঃ। রূপমেবৈষামে-তন্মহিমানং ব্যাচষ্টে" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ২) ইতি। দিবোঽবততমিত্যনেন বৃষ্টিরূপা আপঃ প্রতীয়ন্তে। আপশ্চ দর্ভরূপাঃ। দর্ভরূপেণোৎপত্তিঃ পূর্ব্বমেবোৎপবনব্রাহ্মণে দর্শিতা। তস্মাদেতন্মন্ত্রগতশব্দস্বরূপমেবৈষাং দর্ভাণাং দিবঃ শিল্পত্বাদিলক্ষণং মহিমানং প্রখ্যাপয়তি। অস্য মন্ত্রস্যানুষ্টুপ্‌ছন্দস্কমৃগ্‌গুপত্বং চানুসন্ধেয়মিত্যাহ—"অনুষ্টুভর্চ্চা" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ২) ইতি। সংমৃজ্যাদিতি শেষঃ। বিধেয়মনুষ্টুপ্‌ত্বং স্তৌতি—"আনুষ্টুভঃ প্রজাপতিঃ। প্রাজাপত্যো বেদঃ। বেদস্যাগ্র৺ স্রুক্‌সংমার্জ্জনানি। স্বেনৈ-বৈনানি ছন্দসা। স্বয়া দেবতয়া সমর্দ্ধয়তি" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ২) ইতি। জগৎসৃষ্টৌ প্রজাপতেরনুষ্টুপ্‌সহকারিণীতি তাপনীয়োপনিষদি শ্রূয়তে—'স এতং মন্ত্ররাজং নারসিংহমানুষ্টুভম-পশ্যৎ। তেন বৈ সর্ব্বমিদমসৃজত" ইতি। তস্মাৎ প্রজাপতেরানুষ্টুভত্বং। "প্রজাপতের্ব্বা এতানি শ্মশ্রূণি। যদ্বেদঃ" ইতি বক্ষ্যতি। তস্মাদ্বেদস্য প্রাজাপত্যত্বং। তথা সতি বেদাগ্রস্য স্বকীয়ং

ছন্দঃ স্বকীয়া চ দেবতেত্যুভয়ং সমৃদ্ধিহেতুর্ভবতি। ন কেবলং ছন্দসঃ প্রাশস্ত্যং কিং তু ঋচোঽপীত্যাহ—"অথো ঋগ্বাব যোষা। দর্ভো বৃষা। তন্মিথুনং। মিথুনমেবাস্য তদ্যজ্ঞে করোতি প্রজননায়। প্রজায়তে প্রজয়া পশুভির্যজমানঃ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ২) ইতি। বৃষা সেচনসমর্থঃ পুমান্। অত্র স্রুক্‌সংমার্জ্জনানামুক্তমন্ত্রেণাগ্নৌ প্রক্ষেপ ইত্যেকঃ পক্ষঃ। অদ্ভিঃ প্রক্ষাল্যোৎকরে পরিত্যজেদিত্যপরঃ পক্ষঃ। অত এব সূত্রকারোঽগ্নৌ প্রহরতীত্যুক্ত্বা পুনরপ্যাহোৎকরে বা ন্যস্যতীতি। তমিমং পক্ষং বিধত্তে—"তান্যেকে বৃথৈবাপাস্যন্তি। তত্তথা ন কার্য্যং। আরব্ধস্য যজ্ঞিয়স্য কর্ম্মণঃ স বিদোহঃ। যদ্যেনানি পশবোঽভিতিষ্ঠেয়ুঃ। ন তৎপশুভ্যঃ কং। অদ্ভির্মার্জ্জয়িত্বোৎকরে ন্যস্যেৎ। যদ্বৈ যজ্ঞিয়স্য কর্ম্মণোঽন্যত্রাঽহুতীভ্যঃ সন্তিষ্ঠতে। উৎকরো বাব তস্য প্রতিষ্ঠা। এতা৺ হি তস্মৈ প্রতিষ্ঠাং দেবাঃ সমভরন্। যদদ্ভির্মার্জ্জয়তি। তেন শান্তং। যদুৎকরে ন্যস্যতি। প্রতিষ্ঠামেবৈনানি তদ্গময়তি প্রতিতিষ্ঠতি প্রজয়া পশুভির্যজমানঃ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্রা০ ৩ অ০ ২) ইতি। কেচিদদ্ভিঃ প্রক্ষালনমকৃত্বৈব যত্রক্কাপি পরিত্যজন্তি তদযুক্তং। য এযোঽনুষ্ঠানপ্রকারঃ স কর্ম্মণো বিপরীতং ফলং দোগ্ধি। অপ্রক্ষালিতদর্ভাক্রমণেন পশূনাং রোগোৎপত্ত্যা সুখং ন ভবেৎ। মার্জ্জনেন তচ্ছান্তং ভবতি। আহুতিব্যতিরিক্তস্য যজ্ঞিয়দ্রব্যস্যোৎকরঃ সমাপ্তিস্থানমিতি দেবৈঃ সম্পাদিতত্বাত্তত্রৈব পরিত্যাগে প্রতিষ্ঠা ভবতি। অগ্নিপ্রহরণপক্ষমেব দ্রঢ়য়িতুমুৎকরে পরিত্যাগং দূষয়তি—"অথো স্তম্বস্য বা এতদ্রূপং। যৎস্রুক্‌সংমার্জ্জনানি। স্তম্বশো বা ওষধয়ঃ। তাসাং জরৎকক্ষে পশবো ন রমন্তে। অপ্রিয়ো হ্যেষাং জরৎকক্ষঃ। যাবদপ্রিয়ো হ বৈ জরৎকক্ষঃ পশূনাং। তাবদপ্রিয়ঃ পশূনাং ভবতি। যস্যৈতান্যন্যত্রাগ্নের্দ্দধতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ২) ইতি। অথোশব্দ উৎকরপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। ওষধয়ো দ্বিবিধাঃ স্তম্বরূপা নবদাব্যরূপাশ্চ। কোমলতৃণাভাবাদস্বাদুর্জ্জরৎকক্ষঃ স্তম্বঃ। দাবাগ্নিদগ্ধপ্রদেশে বৃষ্ট্যা সমুৎপন্নঃ কোমলস্বাদুতৃণসমূহো নবদাব্যঃ। তত্র স্রুক্‌সংমার্জ্জনানি স্তম্বলূনতয়া স্তম্বরূপাণি। যস্যৈতান্যগ্নেরন্যত্রোৎকরে তাজে (জ্যে) রংস্তদা তত্র তত্র বিকীর্ণানি তানি বহুস্তম্বা ওষধয়ঃ সম্পদ্যন্তে। তাসামোষধীনাং সম্বন্ধিনি জরৎকক্ষে প্রীত্যভাবাজ্জরৎকক্ষবদ্যজমানোঽপি পশূনামপ্রিয় ইত্যপশুরেব স্যাৎ। অগ্নিপ্রহরণপক্ষং দ্রঢয়তি—"নবদাব্যাসু বা ওষধীষু পশবো রমন্তে। নবদাবো হ্যেষাং প্রিয়ঃ। যাবৎপ্রিয়ো হ বৈ নবদাবঃ পশূনাং। তাবৎপ্রিয়ঃ পশূনাং ভবতি। য স্যৈতান্যগ্নৌ প্রহরন্তি। তস্মাদেতান্যগ্নাবেব প্রহরেৎ। যতরস্মিনৎসংমৃজ্যাৎ। পশূনাং ধৃত্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ২) ইতি। নবঃ প্রত্যাসন্নপূর্ব্বকালভাবী দাবাগ্নির্যস্য কোমলস্যৌষবিসমূহস্য সোঽয়ং নবদাবঃ। তাদৃশৌষবিবদ্যজমানোঽপি সংমার্জ্জনানামগ্নৌ প্রহরণে পশূনাং প্রিয়ো ভবতি। তস্মাদাহবনীয়ে গার্হপত্যে বা যস্মিন্নগ্নৌ স্রুচঃ প্রতিতপ্য সংমৃষ্টাস্তস্মিন্নেব প্রহরণং যজমানগৃহে পশূনাং বহূনাং ধারণায় ভবতি। স্রুক্‌সংমার্জ্জনপ্রসঙ্গাদগ্নিসংমার্জ্জনানামপি কঞ্চিন্মন্ত্রমুৎপাদ্য বিনিযুঙ্‌ক্তে—"যো ভূতানামধিপতিঃ। রুদ্রস্তন্তিচরো বৃষা। পশূনস্মাকং মা হি৺সীঃ। এতদস্তু হুতং তব স্বাহেত্যগ্নিসংমার্জ্জনান্যগ্নৌ প্রহরতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ২) ইতি। তন্তিঃ কর্ম্মসন্তানং তত্র চরতীতি তন্তিচরঃ। বৃষা দেবেষু শ্রেষ্ঠঃ। হে রুদ্র স ত্বমস্মাকং পশূন্মা হি৺সীঃ।

এতদগ্নিসংমার্জ্জনদ্রব্যং তব হুতমস্তু। তস্মৈবার্থস্যানুবাদকঃ স্বাহেতি শব্দঃ। যৈর্দ্দর্ভৈরিধ্মঃ সংনদ্ধস্তৈরেবাগ্নিং সংমৃজ্য স্বকালে সংপ্রাপ্তে তানি সংমার্জ্জনান্যগ্নৌ প্রহরেৎ। প্রথমতোঽগ্নৌ সংমৃষ্টে প্রধানযাগাদূর্ধ্বমন্বাহার্য্যরূপায়াং দক্ষিণায়ামৃত্বিগ্‌ভ্যো দত্তায়ামনুযাজহোমাৎ পূর্ব্বং দ্বিতীয়েঽগ্নৌ সংমৃষ্টে সতি তৎপ্রহরণকালঃ। অগ্নিদগ্ধপ্রদেশে পুনরুপপন্ন সম্যর্থ্যমানত্বাদগ্নৌ দর্ভাণাং প্রহরণং যুক্তমিত্যাহ—'এষা বা এতেষাং যোনিঃ। এষা প্রতিষ্ঠা। স্বামেবৈনানি যোনিং। স্বাং প্রতিষ্ঠাং গময়তি। প্রতিতিষ্ঠতি প্রজয়া পশুভির্যজমানঃ' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ২) ইতি। এষা বহ্নিরূপা। ন চাগ্নিপ্রহরণে রুদ্রবিষয়ো মন্ত্রো ব্যধিকরণ ইতি বাচ্যং! অগ্নেরেবাত্র রুদ্রত্বাৎ। "রুদ্রো বা এষঃ। যদগ্নিঃ। স এতর্হি জাতঃ" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। যদরোদীত্তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বমিতি নির্ব্বচনাচ্চ॥

৩। "আশাসানা সৌমনসং প্রজা৺ সৌভাগ্যং তনূম্। অগ্নেরনুব্রতা ভূত্বা সং নহ্যে সুকৃতায় কং।" কল্পঃ—"অথৈনাং পত্নীমন্তরেণ বেদ্যুৎকরৌ প্রপাদ্য জঘনেন দক্ষিণেন গার্হপত্যমুদীচীমুপবেশ্য যোক্ত্রেণ সংনহ্যতি আশাসানা সৌমনসং প্রজা৺ সৌভাগ্যং তনূং। অগ্নেরনুব্রতা ভূত্বা সং নহ্যে সুকৃতায় কমিতি" ইতি। যা পত্নী বহ্নেরনুসারিণী ভূত্বা সৌমনস্যাদ্যাশাসানা বর্ত্ততে তামেতাং শোভনকর্ম্মণে সুখং যথা ভবতি তথা বধ্নামি। যোক্ত্রবন্ধনায় গার্হপত্যসমীপে পত্ন্যা উপবেশনং বিধত্তে—"অযজ্ঞো বা এষঃ। যোঽপত্নীকঃ। ন প্রজাঃ প্রজায়েরন্। পত্ন্যন্বাস্তে। যজ্ঞমেবাকঃ। প্রজানাং প্রজননায়' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৩) ইতি। অকঃ কৃতবান্ ভবতি। বন্ধনকালেঽপ্যুপবেশনমেব ন তূত্থানমিত্যাহ—'যত্তিষ্ঠন্তী সংনহ্যেত। প্রিয়ং জ্ঞাতি৺ রুন্ধ্যাৎ। আসীনা সংনহ্যতে। আসীনা হ্যেষা বীর্য্যং করোতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৩) ইতি। রুন্ধ্যান্নাশয়েৎ। চিরমপ্যবস্থাতুং শক্যত্বাদাসীনায়াঃ সামর্থ্যমস্তি। দিগ্দেশৌ বিধত্তে—'যৎ পশ্চাৎ প্রাচ্যন্বাসীত। অনয়া সমদং দধীত। দেবানাং পত্নিয়া সমদং দধীত। দেশাদ্দক্ষিণত উদীচ্যন্বাস্তে। আত্মনো গোপীথায়" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৩) ইতি। সমদঃ কলহঃ। গার্হপত্যস্য পশ্চাদ্ভাগে প্রাঙ্মুখত্বে সতি প্রাচীনপ্রবণয়া বেদিরূপয়া পৃথিব্যাঃ সহ কলহঃ স্যাৎ। পত্নীসংযাজহোমেষু তৃতীয়াহুতের্যা দেবতা দেবপত্নী তস্যা অপি তদেব স্থানমিতি তয়াঽপি সহ কলহং কুর্য্যাৎ। অতো দক্ষিণদেশে স্বরক্ষার্থমুদঙ্মুখী তিষ্ঠেৎ। ননু সর্ব্বা অপি যোষিতঃ সৌমনস্যাদিকামনাশাসতে তত্র কো বিশেষোঽস্যা ইত্যাশঙ্ক্য মন্ত্রে পূর্ব্বার্দ্ধস্যাভিপ্রায়মাহ—"আশাসানা সৌমনসমিত্যাহ। মেধ্যামেবৈনাং কেবলীং কৃত্বা। আশিষা সমর্ধয়তি। (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৩) ইতি। দেবযজনপ্রবেশেন যজ্ঞযোগ্যাং পাপক্ষয়েণ কেবলীং কৃত্বাঽশাসানেতি ব্রুবন্ সত্যয়াঽশিষা সমৃদ্ধাং করোতি।

অনুব্রতশব্দসূচিতমর্থমাহ—'অগ্নেরনুব্রতা ভূত্বা সংনহ্যে সুকৃতায় কমিত্যাহ। এতদ্বৈ পত্নিয়ৈ ব্রতোপনয়নং। তেনৈবৈনাং ব্রতমুপনয়তি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৩) ইতি। পত্ন্যাঃ স্বাতন্ত্র্যেণ কর্ম্মাধিকারাভাবাৎ পত্ন্যা সহ তদধিকারে সত্যেতদেব যোক্ত্রং তস্যা অনুব্রতত্বীকরণলিঙ্গং। যথা বিবাহে স্ত্রিয়াঃ কণ্ঠে মঙ্গলসূত্রং লিঙ্গং তদ্বৎ। অস্মিন্নর্থে লৌকিকবৈদিকপ্রসিদ্ধিং দর্শয়তি—"তস্মাদাহুঃ। যশ্চৈবং বেদ যশ্চ ন। যোক্ত্রমেব যুক্তে। যমন্বাস্তে। তস্যামুষ্মিল্লোঁকে

ভবতীতি যোক্ত্রেণ” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৩) ইতি। যস্মাৎ সূত্রধারণং লোকবেদয়োর্নিয়ম-স্বীকারে লিঙ্গং। লোকে হি দূরদেশবর্ত্তিদেবতাদর্শনং সঙ্কল্পয়ন্তঃ সূত্রং বধ্নন্তি। বেদেঽপ্যুপ-নয়নব্রতে মৌঞ্জীং বধ্নন্তি। তস্মাদ্যো যাগং জানাতি যশ্চ ন জানাতি তাদৃশাঃ সর্ব্বেঽপ্যেবমাহুঃ। ইয়ং পত্নীং যোক্ত্রবন্ধং যুতে মিশ্রয়তি বধ্নাতি যং পতিমন্বেবা ব্রতং স্বীকৃত্যাঽন্তে তস্য সম্বন্ধিনা মঙ্গলসূত্রেণামুষ্মিল্লোঁকে যুক্তা ভবতি। প্রকারান্তরেণ যোক্ত্রং স্তৌতি—“যদ্যোক্ত্রং। স যোগঃ। যদান্তে। স ক্ষেমঃ। যোগক্ষেমস্য ক্লৃপ্ত্যৈ” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৩) ইতি। অপ্রাপ্তস্য বস্তুনঃ প্রাপ্তির্যোগঃ। প্রাপ্তস্য রক্ষণং ক্ষেমঃ। অতো যোক্ত্রবন্ধনমুদঙ্মুখাসনং চোভয়সিদ্ধয়ে ভবতি। মনসি কিমভিপ্রেত্যাসৌ বধ্যত ইত্যা-শঙ্ক্যাঽহ—“যুক্তং ক্রিয়াতা আশীঃ কামে যুজ্যাতা ইতি। আশিষঃ সমৃদ্ধ্যৈ” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ অ০ ৩) ইতি। ময়া শাস্ত্রীয়ং কর্ম্ম ক্রিয়তেঽতঃ সৌমনস্যাদিরূপা মমেয়মাশীঃ ফলে যুজ্যতাং। অনেনাভিপ্রায়েণাঽশীঃ সমৃদ্ধা ভবতি। বিধত্তে—“গ্রন্থিং গ্রথ্নাতি। আশিষ এবাস্যাং পরিগৃহ্নাতি। পুমান্বৈ গ্রন্থিঃ। স্ত্রীঃ পত্নী। তন্মিথুনং। মিথুনমেবাস্য তদ্যজ্ঞে করোতি প্রজননায়। প্রজায়তে প্রজয়া পশুভির্যজমানঃ। অথো অর্দ্ধো বা এব আত্মনঃ। যৎ পত্নী। যজ্ঞস্য ধৃত্যা অশিথিলং ভাবায়” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৩) ইতি। সৌমনস্যাদ্যাশিষঃ সর্ব্বা অপি যোক্ত্রগ্রন্থিনা তস্যাং পরিগৃহীতা ভবন্তি। যজ্ঞ-কর্ত্তুরর্দ্ধস্বরূপভূতা পত্নী। ততস্তদীয়গ্রন্থিনা যজ্ঞো ধ্রিয়তে ন তু শিথিলো ভবতি॥

৪। “সুপ্রজসস্ত্বা বয়ꣳ সুপত্নীরূপ সেদিম। অগ্নে সপত্নদম্ভনমদব্ধাসো অদাভ্যং।”—কল্পঃ—‘জঘনেন গার্হপত্যমুপসীদতি সুপ্রজসস্ত্বা বয়ꣳ সুপত্নীরুপসেদিম। অগ্নে সপত্নদম্ভ-নমদব্ধাসো অদাভ্যমিতি” ইতি। হেঽগ্নে বয়ং ত্বামুপসীদামঃ। কীদৃশো বয়ং সুপ্রজসঃ শোভনপ্রজোপেতাঃ। শোভনঃ পতির্যাসাং তাঃ সুপত্ন্যঃ। ত্বৎপ্রসাদাদদব্ধাসঃ কেনা-প্যতিরস্কৃতাঃ। কীদৃশং ত্বাং সপত্নদম্ভনং বৈরিবিনাশিনমদাভ্যং কেনাপ্যতিরস্কার্য্যং। পত্ন্যা উপসীদনে প্রয়োজনং দর্শয়তি—‘সুপ্রজসস্ত্বা বয়ꣳ সুপত্নীরুপসেদিমেত্যাহ। যজ্ঞমেব তন্মিথুনী করোতি। ঊনেঽতিরিক্তং ধীয়াতা ইতি প্রজাত্যৈ” [ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৩] ইতি। শোভনঃ পতির্যস্যা ইত্যভিধানাদযজ্ঞং মিথুনবন্তং করোতি। তস্মিন্ মিথুনে পত্ন্যা কর্ম্মণ্যনুষ্ঠীয়মানে সতি যজ্ঞাঙ্গং তেনানুষ্ঠিতং সদূনং ভবতি। তত্রোনপ্রদেশে তদঙ্গমতিরিক্তং তেনানুষ্ঠিতমনয়া পত্ন্যা ধ্রিয়তেঽনুষ্ঠীয়তে। অত এব পত্নীকর্ত্তব্যং পূর্ণপাত্রনিনয়নমাম্নায়তে “অঞ্জলৌ পূর্ণপাত্রমানয়তি। রেত একাস্যাং প্রজাং দধাতি” ইতি। এবমন্যদপি তৎকর্ত্তব্য-মুদাহার্য্যং। অত ঊনং পত্নী পরিপূরয়তীতি প্রয়োজনেন পত্ন্যাঃ প্রবেশনে সতি তন্মিথুনং প্রজননায় সম্পদ্যতে। যথা সপ্তদশসু ... কপালে প্রধানপ্রসঙ্গেন তদ্বিমোচনমন্ত্রোঽপ্যাম্নাত এবমত্রাপি যোক্ত্রবন্ধনপ্রসঙ্গেন যোক্ত্রবিমোকমন্ত্র আম্নায়তে—

৫। “ইমং বি ষ্যামি বরুণস্য পাশং যমবধ্নীত সবিতা সুকেতঃ। ধাতুশ্চ যোনৌ সুকৃতস্য লোকে স্যোনং মে সহ পত্যা করোমি॥” ইতি। বিষ্যামি বিমুঞ্চামি। সুকেতঃ সুজ্ঞানঃ। সবিত্রা বদ্ধেঽস্মিন্ যোক্ত্ররূপে বরুণপাশে বিমুক্তে সতি ধাতুর্ব্রহ্মণো যোনৌ স্থানেঽনুষ্ঠিতস্য কর্ম্মণঃ ফলভূতে লোকে পত্যা সহ মে সুখং করোমি। অস্য চ

যোক্ত্রস্য বিমোক্ষঃ স্বকালে কর্ত্তব্যঃ। পিষ্টলেপফলীকরণহোমাভ্যামূর্দ্ধং প্রায়শ্চিত্তহোমেভ্যঃ পূর্ব্বমস্য স্বকালঃ। অত এব কল্পসূত্রকারস্তস্মিন্ প্রদেশে পঠতি—"ইমং বিষ্যামীতি পত্নী যোক্ত্রপাশং মুঞ্চতে তস্যাঃ সযোক্ত্রেঽঞ্জলৌ পূর্ণপাত্রমানয়তি সমায়ুষা সং প্রজয়েত্যানীয়মানে জপতি" ইতি॥ সোঽপি মন্ত্রোঽত্রৈবানন্তরমাম্নাতঃ—

৬। "সমায়ুষা সং প্রজয়া সমগ্নে বর্চ্চসা পুনঃ। সং পত্নী পত্যাঽহং গচ্ছে সমাত্মা তনুবা মম॥" ইতি। হেঽগ্নেঽহমায়ুষা সংগচ্ছে, প্রজয়া সংগচ্ছে। পাতিব্রত্যলক্ষণেন বর্চ্চসা সংগচ্ছে। অনেন পত্যা পুনঃ পুনঃ পত্নী ভূত্বা সংগচ্ছে বিয়োগঃ কদাচিদপি মা ভূদিত্যর্থঃ। মম শরীরেণ জীবাত্মা চিরং সংগচ্ছতাং॥

৭। "মহীনাং পয়োঽস্যোষধীনা৺ রসস্তস্য তেঽক্ষীয়মাণস্য নির্ব্বপামি।"—কল্পঃ—"মহীনাং পয়োঽস্যোষধীনা৺ রসস্তস্য তেঽক্ষীয়মাণস্য নির্ব্বপামি দেবযজ্যায়া ইতি তস্যাং পবিত্রান্তর্হিতায়ামাজ্যং নিরুপ্য" ইতি। যদ্যপ্যত্র মন্ত্রকাণ্ডে দেবযজ্যায়া ইতি পদং নাঽঽম্নাতং তথাঽপি ব্রাহ্মণানুসারেণ তৎপঠিতব্যং। মহীশব্দস্য গৌরিত্যর্থঃ। অতএব সপ্তমকাণ্ডে গাং প্রস্তুত্যাঽঽম্নায়তে—"তস্যা উপোত্থায় কর্ণমাজপেদিডে রন্তেঽদিতে সরস্বতি প্রিয়ে প্রেয়সি মহি বিশ্রুত্যেতানি তে অঘ্নিয়ে নামানি" ইতি। হে আজ্য ত্বং মহীনাং গবাং পয়োঽসি সাক্ষাত্তজ্জন্যত্বাৎ। ওষধীনাং রসশ্চাসি পরম্পরয়া তজ্জন্যত্বাৎ। তাদৃশস্য ক্ষয়েণ রহিতস্য তব স্বরূপং দেবযাগার্থং পাত্র্যাং নির্ব্বপামি। ইমং বি ষ্যামি সমায়ুষেত্যস্য মন্ত্রদ্বয়স্যাত্রাপ্রাসঙ্গিকত্বাত্তদ্ব্যাখ্যানমুপেক্ষ্যানন্তরস্য মন্ত্রস্য পূর্ব্বভাগে স্পষ্টার্থতাং দর্শয়তি—"মহীনাং পয়োঽস্যোষধীনা৺ রস ইত্যাহ। রূপমেবাস্যৈতন্মহিমানং ব্যাচষ্টে" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ ৩) ইতি। উত্তরভাগস্য তেঽক্ষীয়মাণস্যেতিপদস্যাভিপ্রায়মাহ—"তস্য তেঽক্ষীয়মাণস্য নির্ব্বপামি দেবযজ্যায়া ইত্যাহ। আশিষমেবৈতামাশাস্তে" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ ৩) ইতি। আজ্যভাগাঙ্গতাং বিধত্তে—'ঘৃতং চ বৈ মধু চ প্রজাপতিরাসীৎ। যতো মধ্বাসীৎ। ততঃ প্রজা অসৃজত। তস্মান্মধুষি প্রজননমিবাস্তি। তস্মান্মধুষা ন প্রচরন্তি। যাতযাম হি। আজ্যেন প্রচরন্তি। যজ্ঞো বা আজ্যং। যজ্ঞেনৈব যজ্ঞং প্রচরন্ত্যযাতযামত্বায়' (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৪) ইতি। প্রজাপতিঃ পূর্ব্বং যাগসাধনং সৃষ্টিসাধনং চাভিপ্রেত্য স্বয়মেব সত্যসঙ্কল্পতয়া ঘৃতমধুরূপেণ পরিণতোঽভূৎ। যস্মাদুৎপত্তিবীজত্বমভিপ্রেত্য মধ্বভূত্তস্মান্মধুবীজেন প্রজা অসৃজত। অতএব মধুনা নানাবীজোৎপাদনং বিদ্যতে। তেনোৎপাদনেন যতো গতসারং ততো মধুনা যাগং ন কুর্ব্বন্তি। সারবত্ত্বাদাজ্যেন যাগং কুর্য্যুঃ। সর্ব্বযজ্ঞহেতুত্বাদাজ্যস্য যজ্ঞত্বং তদ্ধেতুত্বং চ বক্ষ্যতে—"সর্ব্বস্মৈ বা এতদ্যজ্ঞায় গৃহ্যতে। যদ্ধ্রুবায়ামাজ্যং" ইতি। অতো যজ্ঞযোগ্যসাধনেনৈব যজ্ঞস্যানুষ্ঠানান্নাস্তি গতসারত্বদোষঃ॥

৮। "মহীনাং পয়োঽস্যোষধীনাং রসোঽদব্ধেন ত্বা চক্ষুষাঽবেক্ষে সুপ্রজাস্ত্বায়।"—কল্পঃ—"অথৈনামাজ্যমবেক্ষয়তি মহীনাং পয়োঽস্যোষধীনা৺ রসোঽদব্ধেন ত্বা চক্ষুষাঽবেক্ষে সুপ্রজাস্ত্বায়েতি" ইতি। অদব্ধেন রোগানুপহতেন। বিধত্তে—"পত্ন্যবেক্ষতে। মিথুনত্বায় প্রজাত্যৈ। যদ্বৈ পত্নী যজ্ঞস্য করোতি। মিথুনং তৎ। অথো পত্নিয়া এবৈষ যজ্ঞস্যান্বারম্ভোঽনবচ্ছিত্ত্যৈ" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৪) ইতি। যজ্ঞস্য পুরুষত্বাত্তেন সহ পত্ন্যা মিথুনত্বং। কিং চ পত্ন্যা আজ্যাবেক্ষণরূপ এষ এব যজমানমনু যজ্ঞারম্ভঃ। দম্পত্যোর্দ্বয়োরপ্যারম্ভে সতি যজ্ঞো ন বিচ্ছিদ্যতে॥

৮। "তেজোঽসি তেজোঽনু প্রেহ্যগ্নিস্তে তেজো মা বি নৈৎ।"—কল্পঃ—"অথৈনদগার্হপত্যেঽধিশ্রয়তি তেজোঽসীতি সমিধমুপযত্য প্রাগ্ধরতি তেজোঽনুপ্রেহীত্যথৈনদাহবনীয়েঽধিশ্রয়ত্যগ্নিস্তে তেজো মা বি নৈদিতি" ইতি। হে আজ্য ত্বং তেজোরূপমসি তেজোরূপমাহবনীয়মনুপ্রবেষ্টুং গচ্ছ। অয়মাহবনীয়োঽগ্নিস্তদীয়ং তেজো মাঽপনয়তু। অনুষ্ঠানবিধিপূর্ব্বকং মন্ত্রং ব্যাচষ্টে – অমেধ্যং বা এতৎ করোতি। যৎপত্ন্যবেক্ষতে। গার্হপত্যেঽধিশ্রয়তি মেধ্যত্বায়। আহবনীয়মভ্যুদ্দ্রবতি। যজ্ঞস্য সন্তত্যৈ। তেজোঽসি তেজোঽনু প্রেহীত্যাহ। তেজো বা অগ্নিঃ। তেজ আজ্যং। তেজসৈব তেজঃ সমর্দ্ধয়তি। অগ্নিস্তে তেজো মা নি নৈদিত্যাহাহিꣳসায়ৈ' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৪) ইতি॥

১০। "অগ্নের্জ্জিহ্বাঽসি সুভূর্দ্দেবানাং ধাম্নে ধাম্নে দেবেভ্যো যজুষে যজুষে ভব।"—বৌধায়নঃ—"অথৈনদ্যথাহৃতং প্রতি পরিহৃত্যোত্তরার্দ্ধে বেদ্যৈ নিধায়াধ্বর্য্যুরবেক্ষতে অগ্নের্জ্জিহ্বাঽসি সুভূর্দ্দেবানাং ধাম্নে ধাম্নে দেবেভ্যো যজুষে যজুষে ভবেতি" ইতি। আপস্তম্বঃ—"অগ্নের্জ্জিহ্বাঽসীতি স্ফ্যস্য বর্ত্মন্সাদয়তি" ইতি। আহবনীয়ে স্থিতস্যাঽজস্যোদগ্দেশে সমানেতুং স্ফ্যেন কাঞ্চিদ্রেখাং কৃত্বা তস্যাং সাদয়েৎ। হে আজ্য জ্বালারূপায়া জিহ্বায়া উৎপাদকত্বাদগ্নের্জ্জিহ্বাঽসি। দেবানাং সুখায় ভবতীতি সুভূঃ। ঈদৃশং ত্বং তত্তদাহুতিস্থানায় তত্তন্মন্ত্রপূর্ব্বকগ্রহণায় পর্য্যাপ্তং ভব। ব্যাচষ্টে—"অগ্নের্জ্জিহ্বাঽসি সুভূর্দ্দেবানামিত্যাহ। যথাযজুরেবৈতৎ। ধাম্নে ধাম্নে দেবেভ্যো যজুষে যজুষে ভবেত্যাহ। আশিষমেবৈতামাশাস্তে" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৪) ইতি॥

১১। "শুক্রমসি জ্যোতিরসি তেজোঽসি।"—কল্পঃ—"অথৈনদুদগগ্রাভ্যাং পবিত্রাভ্যাং পুনরাহারমুৎপুনাতি শুক্রমসীতি প্রথমং জ্যোতিরসীতি দ্বিতীয়ং তেজোঽসীতি তৃতীয়ং" ইতি। শুক্রং দীপ্তিমৎ। আজ্যস্যোৎপবনং বিধত্তে—"তদ্বা অতঃ পবিত্রাভ্যামেবোৎপুনাতি। যজমানো বা আজ্যং। প্রাণাপানৌ পবিত্রে। যজমান এব প্রাণাপানৌ দধাতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৪) ইতি। যতো যোষিদ্বীক্ষণেনামেধ্যস্যাঽজ্যস্য মেধ্যত্বায় গার্হপত্যাগ্নাবধিশ্রয়ণং কৃতমত এবাত্যন্ত-শুদ্ধ্যর্থমুৎপুনীয়াৎ। প্রকারবিশেষং বিধত্তে—"পুনরাহারং। এবমিব হি প্রাণাপানৌ সঞ্চরতঃ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৪) ইতি। আজ্যস্থাপিতে পবিত্রে প্রাচ্যাং প্রোহ্য পুনঃ পশ্চাদাহৃত্য মধ্যাদূর্দ্ধ্বমুৎপুনীয়াৎ। এবং ত্রিবারমিত্যভিপ্রায়েণ পবিত্রেণ বীপ্সার্থো ণমুল্প্রত্যয়ঃ প্রযুক্তঃ। মন্ত্রাণাং স্পষ্টার্থতাং দর্শয়তি—"শুক্রমসি জ্যোতিরসি তেজোঽসীত্যাহ। রূপমেবাস্যৈতন্মহিমানং ব্যাচষ্টে" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৪) ইতি। প্রতিমন্ত্রক্রিয়াং বিধত্তে—"ত্রির্যজুষা। ত্রয় ইমে লোকাঃ। এষাং লোকানামাপ্ত্যৈ' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৪) ইতি। ত্রিত্বমনূদ্যার্থ-বাদান্তরমাহ—"ত্রিঃ। ত্র্যাবৃদ্ধি যজ্ঞঃ। অথো মেধ্যত্বায়' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৪) ইতি॥

১২। "দেবো বঃ সবিতোৎপুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ।" কল্পঃ—"অথ প্রোক্ষণীরুৎপুনাতি দেবো বঃ সবিতোৎপুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিরিতি পচ্ছঃ" ইতি। তদেতদুৎপবনং পবিত্রবিশিষ্টং বিধত্তে—"অথাঽজ্যবতীভ্যামপঃ। রূপমেবাসামেতদ্বর্ণং দধাতি। অপি বা উতাহুঃ। যথা হ বৈ যোষা সুবর্ণꣳ হিরণ্যং পেশলং বিভ্রতী রূপাণ্যাস্তে। এবমেতা এতর্হীতি" (ব্রা০ কা০ ৩ অ০ ৪) ইতি। যাভ্যাং পবিত্রাভ্যামাজ্য-মুৎপূতং তাভ্যামেবাঽজ্যলিপ্তাভ্যামপ উৎপুনীয়াৎ। ব্যত্যয়েন স্ত্রীলিঙ্গত্বং। এতদাজ্যং

স্ববিন্দুভিরাসামপাং বর্ণবিশেষোপেতং রূপং সম্পাদয়তি। অপি চ তাম্রাদিকালুষ্যরাহিত্যেন শোভনবর্ণোপেতং কটকাদ্যাকারসৌকর্য্যেণ পেশলং হিরণ্যং বিভ্রতী যোষেবেমা আপ আজ্যবিন্দুযুক্তা নেত্রপ্রিয়া ভবন্তি। মন্ত্রগতচ্ছন্দঃপ্রভৃত্যনুসন্ধেয়তত্ত্বং বিধত্তে—"আপো বৈ সর্ব্বা দেবতাঃ। এষা হি বিশ্বেষাং দেবানাং তনূঃ। যদাজ্যং। তত্রোভয়োর্মীমাংসা। জামি স্যাৎ। যদ্‌যজুষাঽজ্যং যজুষাঽপ উৎপুনীয়াৎ। ছন্দসাঽপ উৎপুনাত্যজামিত্বায়। অথো মিথুনত্বায়। সাবিত্রিয়র্চ্চা। সবিতৃপ্রসূতং মে কর্ম্মাসদিতি। সবিতৃ প্রসূতমেবাস্য কর্ম্ম ভবতি। পচ্ছো গায়ত্রিয়া ত্রিঃ সমৃদ্ধত্বায়। অদ্ভিরেবৌষধীঃ সন্নয়তি। ওষধীভিঃ পশূন্। পশুভির্যজমানং" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৪) ইতি। উদকরূপেণ বীর্য্যেণ দেবতাশরীরমুৎপদ্যতে। আহুতিরূপেণাঽজ্যেন তৎপোষ্যতে। তস্মাদাজ্যোদকয়োঃ সর্ব্বদেবতারূপত্বে সমে সতি কিমেতদুভয়ং যজুষৈবোৎপুনীয়াদুতাপ ঋচেতি মীমাংসায়ামালস্যনিবারণার্থমৃচেতি যুক্তং। ঋগ্‌যজুর্ভ্যাং মিথুনত্বমপি সম্পদ্যতে। ত্রিবারমুৎপূতাস্বপ্‌স্বাদরাতিশয়াত্তাভিরদ্ভিঃ ক্রমেণৌষধীপশুযজমানাঃ সমৃদ্ধা ভবন্তি॥

১৩-১৪। "শুক্রং ত্বা শুক্রায়াং ধাম্নেধাম্নে দেবেভ্যো যজুষেযজুষে গৃহ্ণামি জ্যোতিস্ত্বা জ্যোতিষ্যর্চ্চিস্ত্বাঽর্চ্চিষি ধাম্নেধাম্নে দেবেভ্যো যজুষেযজুষে গৃহ্ণামি॥"—কল্পঃ—"আদত্তে দক্ষিণেন স্রুবং সব্যেন জুহূং বেদে প্রতিষ্ঠাপ্য তস্যাং গৃহীতে শুক্রং ত্বা শুক্রায়াং ধাম্নেধাম্নে দেবেভ্যো যজুষেযজুষে গৃহ্ণামীত্যেতে। যজুষা চতুর্গৃহীতং গৃহীত্বা সংমৃজ্যোৎপ্রযচ্ছতি। অথোপভৃতি গৃহীতে জ্যোতিস্ত্বা জ্যোতিষি ধাম্নে ধাম্নে দেবেভ্যো যজুষেযজুষে গৃহ্ণামীত্যেতেন যজুষাঽষ্টগৃহীতং গৃহীত্বা ভূয়সো গ্রহান্ গৃহ্ণানঃ কনীয় আজ্যং গৃহীতে, তথৈব সংমৃজ্যোৎপ্রযচ্ছতি। অথ ধ্রুবায়াং গৃহীতেঽর্চ্চিস্ত্বাঽর্চ্চিষি ধাম্নেধাম্নে দেবেভ্যো যজুষেযজুষে গৃহ্ণামীত্যেতেন যজুষা চতুর্গৃহীতং গৃহীত্বাঽভিপূর্য্য তথৈব সংমৃজ্যোৎপ্রযচ্ছতি" ইতি।

অত্র মধ্যমমন্ত্রে ধাম্নেধাম্নে ইত্যাদিকমনুষজ্যতে। হে আজ্য দীপ্তং ত্বাং দীপ্তায়াং তত্তন্মন্ত্রপূর্ব্বকগ্রহণায় তত্তদ্ধোমস্থানায় পর্য্যাপ্তং গৃহ্ণাতি। এবমিতরয়োর্যোজ্যং। ত্রিষ্বপি মন্ত্রেষু ধামযজুঃশব্দয়োর্ব্বীপ্সায়াস্তাৎপর্য্যমাহ—"শুক্রং ত্বা শুক্রায়াং জ্যোতিস্ত্বা জ্যোতিষ্যর্চ্চিষীত্যাহ সর্ব্বত্বায়। পর্য্যাপ্ত্যা অনন্তরায়ায়" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৪) ইতি। আহুতিবাহুল্যং সর্ব্বত্বং। একৈকস্যামাহুতাবাজ্যবাহুল্যং পর্য্যাপ্তিঃ। আহুতেঃ কস্যা অপ্যলোপোঽনন্তরায়ঃ। যদেতদাজ্যবেক্ষণং পূর্ব্বমুক্তং তত্র বিশেষং বক্তুং তৎ প্রস্তৌতি—"দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্। স এতমিন্দ্র আজ্যস্যাবকাশমপশ্যৎ। তেনাবৈক্ষত। ততো দেবা অভবন্। পরাঽসুরাঃ। য এবং বিদ্বানাজ্যমবেক্ষতে। ভবত্যাত্মনা। পরাঽস্য ভ্রাতৃব্যো ভবতি" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৫) ইতি। অবকাশঃ প্রকাশকো মন্ত্রঃ। স চাগ্নের্জিহ্বাঽসীত্যাদিকঃ। অভিঘারণরূপত্বকথনেনাবেক্ষণং প্রশংসতি—"ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি। যদাজ্যেনান্যানি হবীꣳষ্যভিঘারয়তি। অথ কেনাঽজ্যমিতি। সত্যেনেতি ব্রূয়াৎ। চক্ষুর্ব্বৈ সত্যম্। সত্যেনৈবৈনদভিঘারয়তি" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৫) ইতি। বক্তুর্ব্বিপ্রলম্ভসম্ভবাচ্ছ্রোত্রোঽর্থঃ কদাচিদ্ব্যভিচরত্যপি দৃষ্টস্তু ন তথেতি। চক্ষুঃ সত্যং শুক্তিরজতরজ্জুসর্পব্যভিচারস্তু কাচকামলাদিদোষপ্রযুক্তঃ। অবেক্ষণে নিমীলনরূপং বিশেষং বিধত্তে—"ঈশ্বরো বা এষোঽন্ধো ভবিতোঃ। যশ্চক্ষুষাঽজ্যমবেক্ষতে। নিমীল্যাবেক্ষেত। দাধারাঽত্মন্‌চক্ষুঃ। অভ্যাজং ঘারয়তি" (ব্রা° কা ৩ প্র° ৩ অ° ৫) ইতি

আজ্যস্যাহদিত্যমণ্ডলবত্তেজস্বিত্বান্নৈরন্তর্য্যবীক্ষণেনাদ্ধো ভবিতুং প্রভুর্ভবতি। তত্র নিমীলনেন স্বাত্মপ্রবিষ্টাচ্চক্ষুষো ধারণাদন্ধো ন ভবতি। বীক্ষণেনাহজ্যমভিঘারয়তি। বিধত্তে—"আজ্যং গৃহ্নাতি। ছন্দাঁসি বা আজ্যং। ছন্দাংস্যেব প্রীণাতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৫) ইতি। আজ্যস্য যজ্ঞসাধনত্বেন চ্ছন্দঃসাদৃশ্যং। স্রুগ্বিশেষেণাহবৃত্তিবিশেষং বিধত্তে—"চতুর্জ্জুহ্বাং গৃহ্নাতি। চতুষ্পাদঃ পশবঃ। পশূনেবাবরুন্ধে। অষ্টাবুপভৃতি। অষ্টাক্ষরা গায়ত্রী। গায়ত্রঃ প্রাণঃ। প্রাণমেব পশুষু দধাতি। চতুর্ধ্রুবায়াং। চতুষ্পাদঃ পশবঃ। পশুষ্বেবোপরিষ্টাৎ প্রতিতিষ্ঠতি' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৫) ইতি। গায়ত্র্যা রক্ষিতত্বাৎ প্রাণো গায়ত্রঃ। তথা বাজসনেয়িনঃ সমামনন্তি—"প্রাণা বৈ গয়াস্তৎ প্রাণাংস্তত্রে তদ্যদ্গয়াংস্তত্রে তস্মাদ্গায়ত্রী নাম" ইতি। স্বাধীনত্বেনাবরুদ্ধেষু পশুষু পশ্চাৎপ্রয়োগেণ প্রতিতিষ্ঠতীতি। গ্রাহস্যাহজ্যস্য স্রুগ্বিশেষেণাল্পাধিকপরিমাণং বিধত্তে—"যজমানদেবত্যা বৈ জুহূঃ। ভ্রাতৃব্যদেবত্যোপভৃৎ। চতুর্জ্জুহ্বাং গৃহ্নন্ভূয়ো গৃহ্নীয়াৎ। অষ্টাবুপভৃতি গৃহ্নন্কনীয়ঃ। যজমানায়ৈব ভ্রাতৃব্যমুপস্তিং করোতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৫) ইতি। উপ সমীপে ভৃত্যত্বেনাস্তি তিষ্ঠতীত্যুপস্তিঃ। সংখ্যাং পুনঃ প্রকারান্তরেণ স্তৌতি—'গৌর্ব্বৈ স্রুচঃ। চতুর্জ্জুহ্বাং গৃহ্ণাতি। তস্মাচ্চতুষ্পদী। অষ্টাবুপভৃতি। তস্মাদষ্টাশফা। চতুর্ধ্রুবায়াং। তস্মাচ্চতুস্তনা। গামেব তৎসংস্করোতি। সাহস্মৈ সংস্কৃতেষমূর্জ্জং দুহে" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ অ০ ৮) ইতি। অভিমতদোহনাৎ স্রুচাং গোরূপত্বং সংখ্যয়া তদবয়বসাম্যং চ। ততঃ স্রুচামাজ্যপূর্ত্তিরূপো যঃ সংস্কারস্তেন গামেব সংস্করোতি। সা চ গৌঃ পয়োরূপমন্নমাজ্যরূপং রসং চ দুগ্ধে। গৃহীতস্যাহজ্যস্য যথোচিতমাহুত্যঙ্গত্বং দর্শয়তি—"যজ্জুহ্বাং গৃহ্ণাতি। প্রযাজেভ্যস্তৎ। যদুপভৃতি। প্রযাজানূযাজেভ্যস্তৎ। সর্ব্বস্মৈ বা এতদ্যজ্ঞায় গৃহ্যতে। যদ্ধ্রুবায়ামাজ্যং" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ অ০ ৫) ইতি। পঞ্চসু প্রযাজেষু ত্রয়ং জৌহবাজ্যেন নিষ্পাদ্যং দ্বয়ং ত্বৌপভৃতার্ধেন, শিষ্টেন ত্বনূযাজাঃ। যত্র দ্রব্যাপেক্ষা তত্র সর্ব্বত্র ধ্রৌবং॥

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—

'প্রত্যু স্রুচস্তপেদগ্নেমৃষ্টৈরূধ্বং পুনস্তপেৎ। গোষ্ঠং বাচং তথা চক্ষুঃ প্রজাং মার্ষ্টি ক্রমাৎ-স্রুচঃ॥ ১॥ জুহূপভৃদ্ধ্রুবা আশা পত্নীং যোক্ত্রেণ নহ্যতি। সুপ্রেতি পত্ন্যুপবিশেদিমং কালে বিমোচনং॥২॥ সনা পত্নী পূর্ণপাত্রং জপেদথ মহীদ্বয়াৎ। ঘৃতং নিরূপ্য বিক্ষেত তেজোহধিশ্রিত্য পশ্চিমে॥ ৩॥ অগ্নৌ তেজো হরেদগ্নিঃ পূর্ব্বাগ্রাবধিসংশ্রয়েৎ। অগ্নেঃ স্ফ্যবর্ত্মনি ক্ষিপ্ত্বা শুজ্যোতে ত্রিভিরাজ্যকং॥ ৪॥ উৎপূয় দেবো জলমুৎপুনাত্যাজ্যপবিত্রতঃ। শুজ্যোর্চ্চিস্ত্রিভিরাজ্যস্য গ্রহো জুহ্বাদিকে ত্রয়ে॥ দশমে ত্বনুবাকেহস্মিংস্ত্রয়োবিংশতিরীরিতাঃ॥ ৫॥ ইতি।

অথ মীমাংসা।

দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমপাদে চিন্তিতং—"সংমার্ষ্টি স্রুচ ইত্যত্র কিং প্রধানাথ্যকর্ম্মত্ব গুণকর্ম্মত্বমথ বা দৃষ্টাভাবেহবঘাতবৎ॥ গুণত্বং ন হি সংভাব্যং প্রধান্যং তু প্রযাজবৎ। অদৃষ্টকল্পনেনাপি গুণত্বং স্যাদ্দিতীয়য়া" ইতি॥ দর্শপূর্ণমাসয়োর্জ্জুহ্বাদীনাং দর্ব্বিঃ সংমার্জ্জনমাম্নায়তে—স্রুচঃ সংমার্ষ্টী'তি। তত্র সংমার্জ্জনং প্রধানকর্ম্ম। কুতো গুণকর্ম্মলক্ষণরহিতত্বাৎ প্রধানকর্ম্মলক্ষণযুক্তত্বাচ্চ।

তথা হি—অবঘাতেন ব্রীহীণাং তুষবিমোকো দৃষ্টঃ সংস্কারঃ। তথা সংমার্জ্জনেন জুহ্বাদিষু কশ্চিদতিশয়ং ন পশ্যামঃ। অতোঽবঘাতবদ্গুণকর্ম্মত্বং নাস্তি। যৈস্তু দ্রব্যং চিকীর্ষ্যতে গুণস্তত্র প্রতীয়েতেতি গুণকর্ম্মলক্ষণস্যাভাবাৎ। প্রযাজাদিবদদৃষ্টার্থত্বেন প্রধানকর্ম্মত্বমস্তি। যৈস্তু দ্রব্যং ন চিকীর্ষ্যতে তানি প্রধানভূতানীত্যেতস্য প্রধানকর্ম্মলক্ষণস্য সদ্ভাবাদিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—স্রুচ ইতি দ্বিতীয়া কর্ম্মকারকে বিহিতা। কর্ম্মত্বং চেপ্সিততমত্বে সতি ভবতি। "কর্ত্তুরীপ্সিততমং কর্ম্ম" (পা০ ১-৪-৪৯) ইতি কর্ম্মসংজ্ঞাবিধানাৎ ক্রতুসাধনত্বেন চ স্রুচাং যুক্তমীপ্সিততমত্বং। অতঃ প্রধানভূতাঃ স্রুচঃ। তথা সতি সংমার্জ্জনক্রিয়ায়া গুণকর্ম্মত্বমবঘাতবদ্ভবিষ্যতি। যদি স্রুক্ষু দৃষ্টার্থো ন স্যাত্তর্হ্যপূর্ব্বং কল্পনীয়ং।

দ্বাদশাধ্যায়স্য প্রথমপাদে চিন্তিতং—"পত্নীসংনহনং কার্য্যং চোদকাদিতি চেন্ন তৎ। বন্ধবাসোধারণয়োর্যোক্ত্রবন্ধনসিদ্ধিতঃ" ইতি॥ দর্শপূর্ণমাসবিকারেষু সৌমিকেষু প্রায়ণীয়াদিষু চোদকাতিদেশাৎ পত্নীসংনহনং কার্য্যমিতি চেন্মৈবং। প্রসঙ্গসিদ্ধত্বাৎ। যদদৃষ্টায় বন্ধো যদি বা বাসোধারণং দৃষ্টং প্রয়োজনমুভয়থাঽপি সৌমিকেন যোক্ত্রবন্ধেনৈব তৎ সিধ্যতি। যোক্ত্রেণ পত্নীꣳ সংনহ্যতীতি হি সোমে বিধীয়তে। তস্মাদৈষ্টিকং পত্নীসংনহনং পৃথঙ্ন কার্য্যং।

নবমাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে চিন্তিতং—"পত্নীমিতি দ্বিপত্ন্যাদাবূহং নো বোহ্যতেঽর্থতঃ। নোপদেশস্য সামান্যাদতিদেশাপ্রবৃত্তিতঃ" ইতি। দর্শপূর্ণমাসয়োর্ম্মন্ত্র আম্নায়তে—পত্নীꣳ সংনহ্যেতি। তত্রৈকপত্নীকস্য যজমানস্য প্রয়োগে সমবেতার্থ একবচনান্তঃ পত্নীশব্দঃ। স চ দ্বিপত্নীকস্য বহুপত্নীকস্য চ প্রয়োগেঽর্থবশাদূহনীয় ইতি চেন্মৈবং। কিমুপদেশপ্রাপ্তস্যোহোঽতিদেশপ্রাপ্তস্য বা। নাদ্যঃ। উপদেশস্য সর্ব্বপ্রয়োগসাধারণত্বাৎ। যদ্যেকপত্নীকপ্রয়োগার্থমেবায়ং মন্ত্রোপদেশঃ স্যাত্তদানীমেকবচনং বিবক্ষ্যেত। ন ত্বেবমস্তি। অন্যথা দ্বিবহুপত্নীকপ্রয়োগয়োর্ম্মন্ত্র এব নোপদিশ্যেত। তত্র কুত উহানূহচিন্তাবকাশঃ। সাধারণোপদেশে সর্ব্বপ্রয়োগসমবেতার্থতয়া পত্নীমিতি পদে প্রাতিপদিকং কর্ম্মকারকবিভক্তিশ্চেত্যুভয়মেব বিবক্ষিতং। একবচনং ত্বদৃষ্টার্থতয়া সর্ব্বপ্রয়োগেষু যথাবস্থিতমেব পঠনীয়ং। নাপ্যতিদেশপ্রাপ্তস্যোহ ইতি দ্বিতীয়ঃ পক্ষঃ। দ্বিবহুপত্নীকপ্রয়োগয়োরবিকৃতিত্বেনাতিদেশাযোগাৎ। তস্মাদত্র নাস্ত্যূহঃ। তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতং—"উহো নো বৈষ বিকৃতাবূহোঽপাঠেন পাশবৎ। নাদৃষ্টচ্ছান্দসত্বাভ্যাং পাশে ছান্দসতা ন হি" ইতি॥ এষ একবচনান্তঃ পত্নীমন্ত্রো বিকৃতৌ দ্বিবহুপত্নীকপ্রয়োগয়োরর্থানুসারেণোঽহনীয়ঃ। কুতঃ। পাঠাভাবাৎ। প্রকৃতাবর্থানুসারেণ প্রাপ্তোপ্যূহঃ সর্ব্বপ্রয়োগসাধারণেন মন্ত্রপাঠেন বাধিতঃ। বিকৃতৌ তু বাধকস্য পাঠস্যাভাবেনাস্মদায়ত্তে প্রয়োগেঽর্থানুসারেণোহো যুক্তঃ। অত এব পূর্ব্বত্র দ্বিপশুযুক্তায়াং বিকৃতাবদিতিঃ পাশং প্রমুমোক্ত্বদিতিঃ পাশান্ প্রমুমোক্ত্বিত্যেকবচনান্তো বহুবচনান্তশ্চ পাশমন্ত্র উহিত ইতি চেন্মৈবং। পত্নীমিত্যেকবচনস্যাবিবক্ষিতত্বেন প্রকৃতাবদৃষ্টার্থতয়া যথাবস্থিতপাঠে সতি বিকৃতাবপ্যদৃষ্টার্থং যথাবস্থিতস্যৈব পঠিতব্যত্বাৎ। অথোচ্যেত প্রকৃতৌ ছান্দসত্বেনৈকবচনমেব ব্যত্যয়েন দ্বিত্ববহুত্বয়োরর্থয়োর্ব্বর্ত্তত ইতি। এবং তর্হি বিকৃতাবপ্যূহমন্তরেণৈব দ্বিত্ববহুত্ববাচিত্বান্মা ভূদূহঃ। ন চৈবং পাশেঽপ্যূহো মা ভূদিতি শঙ্কনীয়ং। প্রকৃতাবেকবচনবহুবচনয়োরেকস্মিন্নেব পাশে বৈদিকপ্রয়োগদর্শনাদ্দ্বিত্বে তু তদভাবাৎ। তস্মাৎ

পাশস্যোহো বিকৃতাবস্তি ন তু পত্নীশব্দস্য। যদ্যপ্যস্মিন্নুবাকে পত্নীং সংনহ্যেত্যয়ং প্রৈষমন্ত্রো নাহম্নাতস্তথাঽপি পূর্ব্বানুবাকব্রাহ্মণে তদাম্নানাদিহ পত্নীসংনহনপ্রসঙ্গেন বিচারদ্বয়ং দর্শিতং।

চতুর্থাধ্যায়স্য প্রথমপাদে চিন্তিতং—"জুহ্বপভৃদ্ধ্রুবাস্বাজ্যং সর্ব্বার্থং বা ব্যবস্থিতং। সর্ব্বার্থমবিশেষাৎ স্যাৎ প্রযাজার্থং হি জৌহ্বং॥ প্রযাজানূযাজহেতুঃ স্যাদৌপভৃতমাজ্যকং। ধ্রৌবমন্যার্থমিত্যেষা ব্যবস্থা বচনৈর্ম্মতা" ইতি॥ চতুর্জ্জুহ্বাং গৃহ্ণাত্যষ্টাবুপভৃতি চতুর্ধ্রুবায়ামিত্যেষু গ্রহণবাক্যেষু এতদর্থমিতি বিশেষনিয়ামকস্যাশ্রবণাৎ পাত্রত্রয়গতমাজ্যং সর্ব্বার্থমিতি চেন্মৈবং। যজ্জুহ্বাং গৃহ্ণাতি প্রযাজেভ্যস্তদিত্যাদিবাক্যৈর্ব্যবস্থাবগমাৎ। তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতং—"অষ্টাবুপভৃতীত্যত্র কিমষ্টৈকগ্রহে বিধিঃ। চতুর্দ্বয়ং গ্রহে বাঽদ্যঃ স্যাদষ্টশ্রুতিমুখ্যতঃ॥ চতুর্গৃহীতং হোমাঙ্গং ফলবত্ত্বান্ন বাধ্যতে। চতুর্দ্বিত্বং লক্ষ্যতেঽতঃ সহানীত্যর্থমষ্টতা" ইতি॥ গ্রহণবাক্যে চতুর্জ্জুহ্বাং গৃহ্ণাতীত্যত্র যথা চতুঃসংখ্যাবিশিষ্টমেকহবির্গ্রহণং বিবক্ষিতং তথৈবাষ্টাবুপভৃতীত্যত্রাপ্যষ্টসংখ্যাবিশিষ্টমেক হবির্গ্রহণং বিধাতব্যং। তথা সত্যষ্টত্বশ্রুতের্ম্মুখ্যত্বলাভাৎ। অষ্টসংখ্যাবয়বভূতয়োশ্চতুঃসংখ্যয়োর্ব্বিধানে সত্যষ্টশব্দস্যাবয়বলক্ষণা প্রসজ্যেতেতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—প্রসজ্যতাং নাম লক্ষণা। মুখ্যার্থস্বীকারে হোমবাক্যবিরোধাপত্তেঃ। চতুর্গৃহীতং জুহোতীত্যনারভ্য শ্রুতং বাক্যং হোমমাত্রোদ্দেশেন চতুর্গৃহীতং বিদধাতি। যদ্যপ্যেতৎসর্ব্বহোমবিষয়তয়া সামান্যরূপমৌপভৃতং তু প্রযাজানূযাজবিষয়তয়া বিশেষরূপং যথাঽপি হোমস্য ফলবত্ত্বেন প্রাধান্যাদ্গ্রহণস্য হোমার্থত্বেনোপসর্জ্জনত্বাৎ প্রধানানুসারেণ চতুর্গৃহীতমেব যুক্তং ন তূপসর্জ্জনানুসারেণাষ্টগৃহীতং। তস্মাদুপভৃতি চতুর্গৃহীতদ্বয়ং বিধীয়তে। তত্রৈকং চতুর্গৃহীতং হবিশ্চতুর্থপঞ্চমপ্রযাজার্থমপরং ত্বনূযাজার্থং। নন্বেবং সতি চতুর্গৃহীতস্যৈব হবিষ্ট্বাচ্চতুরুপভৃতীত্যেব বিধাতব্যং ন ত্বষ্টাবুপভৃতীতি বিধির্যুক্ত ইতি চেন্মৈবং। তথা সত্যনূযাজার্থং দ্বিতীয়ং চতুর্গৃহীতং ন সিদ্ধেৎ। অথ তদপি বাক্যান্তরেণ বিধীয়েত তদানীমুপভৃতঃ প্রথমেন চতুর্গৃহীতেনাবরুদ্ধত্বাদ্দ্বিতীয়স্মৈ পাত্রান্তরমন্বিষ্যেত। যদ্যুপভৃতি চতুর্গৃহীতং বিধীয়েত তদা চতুর্গৃহীতদ্বয়স্য পৃথগেবানুষ্ঠানাদুপভৃত্যেকপ্রযত্নেনাঽনয়নং ন সিধ্যেৎ। অত উভয়স্য সহোপভৃত্যানয়নার্থমষ্টাবুপভৃতীত্যুচ্যতে। তস্মাৎ সাহিত্যার্থমষ্টশব্দপ্রয়োগেঽপি হবির্দ্বসিদ্ধয়ে দ্বে চতুর্গৃহীতে অত্র বিধীয়তে॥

অথ ব্যাকরণং।

প্রত্যুষ্টমিত্যাদিষু স্বরা গতাঃ। বাজিনমিত্যত্র প্রত্যয়স্বর। সপত্নান্ সহত ইতি সপত্নসাহ ইত্যত্রাপি প্রত্যয়ান্তত্বাৎ প্রত্যয়স্বরঃ। সপত্নসাহীমিত্যত্রোদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ ঙীপ উদাত্তত্বং। আশাসানেত্যত্র শানচশ্চিত্ত্বাদন্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরশেষে সমাসে কৃৎস্বরঃ। সৌভাগ্যশব্দস্য ষ্যঞ্প্রত্যয়ান্তস্য ঞিৎস্বরঃ। ব্রতমনুগতাঽনুব্রতেত্যত্রাব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরঃ। সুকৃতায়েত্যত্র 'গতিরনন্তরঃ' (পা০ ৬-২-৪৯) ইতি গতিস্বরত্বে প্রাপ্তে তদপবাদঃ—"সূপমানাৎ ক্তঃ" (পা০ ৬-২।১৪৫) সু ইত্যেতস্মাদুপমানাৎ পরং ক্তান্তমুত্তরপদমন্তোদাত্তং ভবতি। সুপ্রজস ইত্যত্রাসিচ্প্রত্যয়ান্তস্য চিৎস্বরে সমাসে কৃৎস্বরঃ শোভনঃ পতির্য্যাসাং তাঃ সুপত্নীরিত্যত্র 'নঞ্সুভ্যাং' (পা০ ৬।২।১৭২) ইত্যুত্তরপদান্তোদাত্তস্যাপবাদঃ—'আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ছন্দসি' (পা০ ৬।২।১১৯) আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্কং যদুত্তরপদং তদ্বহুব্রীহৌ

সমাসে সোঽন্তরমাদ্যুদাত্তং ভবতি। সুকেত ইত্যত্রাপি তদ্বৎ। মহীনামিত্যত্র 'ঙ্যাশ্ছন্দসি বহুলং' (পা০ ৬।১।১৭৮) ঙ্যন্তাচ্ছন্দসি বিষয়ে নামুদাত্তো ভবতি। ধাম্নেধাম্ন ইত্যত্র "অনুদাত্তং চ" (পা০ ৮।১।৩) ইত্যাম্রেড়িতমনুদাত্তং। জ্যোতিরিত্যত্রেসুন্প্রত্যয়ান্তত্বান্নিৎস্বরঃ।

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রপাঠকে দশমোঽনুবাকঃ ॥ ১০ ॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——:*:——

দশম অনুবাকের এই মন্ত্র-সমূহ বেদীতে প্রতিষ্ঠাপনার্থ আজ্যাদি হবিঃ-গ্রহণ-মূলক। ভাষ্যানুক্রমণিকায় প্রকাশ,—নবম অনুবাকের মন্ত্রসমূহের দ্বারা বেদি নির্ম্মিত হইলে, যজ্ঞের নিমিত্ত আজ্যাদি হবিঃ দশম অনুবাকের মন্ত্রের দ্বারা গ্রহণ করিতে হয়।

তদনুসারে প্রথম মন্ত্র স্রুকের সম্বোধনে বিনিযুক্ত। যজ্ঞের নিমিত্ত যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃত প্রক্ষেপণ জন্য খদিরাদি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত পাত্রবিশেষ—'স্রুক' নামে অভিহিত হয়। সাধারণতঃ 'স্রুক্' বলিতে কাষ্ঠনির্ম্মিত 'হাতা' বুঝা যাইতে পারে। 'প্রত্যুষ্টঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই স্রুক্‌কে প্রক্ষালিত করিয়া, 'অগ্নে' প্রভৃতি মন্ত্রে তাহাকে অগ্নিতে উত্তপ্ত করিতে হয়। দুই বার স্রুক উত্তপ্ত কারবার বিধি,—সম্মার্জ্জনের প্রথমে একবার এবং পরে একবার স্রুক উত্তপ্ত করিতে হইবে। এ মতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'এই স্রুকের তাপে শত্রু দগ্ধ বা বাধা দূর হউক—সকল শত্রু পুড়িয়া মরুক। শত্রু সকল প্রত্যেকে বিশেষরূপে সন্তপ্ত হউক, অরাতি-সকল নিঃশেষে দগ্ধ হউক। হে স্রুক অতিতীক্ষ্ণ অগ্নির দ্বারা তোমাকে নিঃশেষে উত্তপ্ত করি।' তার পর দ্বিতীয় মন্ত্রের এক একটী অংশে স্রুক্-সমূহকে এক এক বার মার্জ্জন করিতে হয়। 'গোষ্ঠং' প্রভৃতি মন্ত্রাংশ উচ্চারণে প্রথম বার, 'বাচং প্রাণং' প্রভৃতি মন্ত্রে জুহু গ্রহণান্তর দ্বিতীয় বার মার্জ্জন, 'চক্ষুঃ শ্রোত্রং' প্রভৃতি মন্ত্রে অপভৃথ ধারণে তৃতীয় বার মার্জ্জন এবং তার পর 'প্রজাং যোনিং' প্রভৃতি মন্ত্রাংশ উচ্চারণে 'ধ্রুবা' অর্থাৎ স্রুকের উর্দ্ধ ও অধোভাগ মার্জ্জন করিতে হয়। এইরূপে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে স্রুক, গোস্থান বিনষ্ট না হয়, এই অভিপ্রায়ে অন্নবন্ত এবং শত্রুগণের অভিভবিতা তোমাকে সম্যক্‌প্রকারে পরিশুদ্ধ করিতেছি। বাক্‌শক্তি, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, প্রজা, যোনি প্রভৃতি যেন নষ্ট না হয়, এইজন্য অন্নবন্ত এবং শত্রুনাশক তোমাকে পুনরায় সম্যক্‌প্রকারে পরিশুদ্ধ করিতেছি।'

তৃতীয় মন্ত্র যে কার্য্যে যে অর্থে প্রযুক্ত হয়, প্রথমে তাহার আভাস প্রদান করিতেছি। বেদির পার্শ্বে গার্হপত্যাগ্নি প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সেই অগ্নির দক্ষিণ দিকে যজমান আপনার পত্নীকে উপবেশন করাইবেন। তার পর তাঁহার দুই হস্তে মুঞ্জের যোক্ত্র (ফাঁস বা অঙ্গুরীয়ক) পরাইয়া দিতে হইবে। সেই যোক্ত্র-বন্ধন-কালে এই মন্ত্র পাঠের বিধি। সে মতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'যে পত্নী অগ্নির অনুসারিণী হইয়া সুমনসাদি কামনাপরায়ণ হয়, শোভনকর্ম্মে তাহার সুখসাধন

জন্য যোক্ত্রের দ্বারা তাহাকে বন্ধন করিতেছি।' তার পর পতি পত্নী উভয়ে অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া অগ্নিকে বলিবেন,—'হে অগ্নে! আমরা তোমার নিকট উপবিষ্ট হইতেছি। আমরা শোভন প্রজাবন্ত এবং শোভন পতি সমন্বিত এবং অপরের অতিরস্কৃত। আর আপনি কিরূপ?—বৈরিবিনাশক এবং অপরাজেয়।' পত্নীকে উপানিবিষ্ট করাইবার তাৎপর্য্য এই যে,—পতি পত্নী উভয়ে একত্র বসিয়া, পতিকে যজ্ঞকার্য্য করিতে হয়। পত্নীর যজ্ঞকর্ম্মে অধিকার নাই। একত্র উপবেশনে অনুষ্ঠান পতি-পত্নী উভয়েরই কৃত বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। পত্নীর কর্ত্তব্য —অঞ্জলি দ্বারা পূর্ণপাত্র আনয়ন। পত্নীর দ্বারা এই ভাবে উন অংশ পরিপূর্ণ হয়। সেই জন্য যজ্ঞাগারে পতি-পত্নী-মিলনের প্রয়োজন সূত্র-গ্রন্থাদিতে বিস্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

চতুর্থ মন্ত্র যোক্ত্র-বিমোচনে প্রযুক্ত হয়। ভাষ্যকার বলেন,—সপ্তম অনুবাকে কপালোপধান-প্রসঙ্গে কপাল-মোচনের ন্যায়, এই মন্ত্রে যোক্ত্র-বিমোচনের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বমন্ত্রে পত্নীকে বেদির সমীপে আনয়ন করিয়া, আহবনীয় অগ্নির পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া, তাহার উভয় হস্তের অঙ্গুলীতে মুঞ্জের যোক্ত্র বন্ধন করা হইয়াছিল; এই মন্ত্রে সেই যোক্ত্র বিমুক্ত করিবার বিধি। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'শোভনপ্রজ্ঞ সবিতা দেবতা এই যোক্ত্র-রূপ যে বরুণ-পাশ বন্ধন করিয়াছিলেন, এতদ্দারা সেই পাশ মোচন করিতেছি। তাহাতে ব্রহ্মযোনিতে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলভূত লোকে পতির সহিত পত্নী সুখে বাস করিতে পারিবে।' যোক্ত্রবিমোচন 'স্বকালে' কর্ত্তব্য। 'স্বকাল' বলিতে পিষ্টলেপফলীকরণ হোমের পরবর্ত্তী এবং প্রায়শ্চিত্ত হোমের পূর্ব্ববর্ত্তী—এই মধ্যকাল বা সন্ধিকালকে বুঝাইয়া থাকে। এই সময় যোক্ত্রবদ্ধ হস্তদ্বয়ে অঞ্জলির দ্বারা পূর্ণপাত্র আনয়ন করিয়া, পঞ্চম মন্ত্র পাঠের বিধি সূত্রগ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। মন্ত্রের অর্থ,—'হে অগ্নি! আমি যেন আয়ু লাভ করি, পাতিব্রত্যলক্ষণ-রূপ শক্তি লাভ করি। আর এতদ্দারা পুনঃপুনঃ এই পতির পত্নী হইয়া যেন সুখে বাস করিতে পারি। কদাচ যেন আমাদের বিয়োগ সাধন না হয়। আমার দেহে জীবাত্মা যেন চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকে।' ষষ্ঠ মন্ত্রে আজ্যের সম্বোধন আছে। এই মন্ত্রটী আজ্য-স্থাপনমূলক। পবিত্রের অন্তর্নিহিত আজ্যকে এই মন্ত্রোচ্চারণে পাত্রে স্থাপন করিবে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'মহীনাং' পদ গবাদিকে লক্ষ্য করে। মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে আজ্য! তুমি গোদুগ্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। তুমি ওষধিসমূহের রসস্বরূপ হও। ক্ষয়রহিত তোমার স্বরূপকে দেবযজ্ঞের নিমিত্ত পাত্রে স্থাপন করিতেছি।' এই মন্ত্রের সহিত একটী উপাখ্যানও বিজড়িত দেখি। সে উপাখ্যানটী এই,—যজ্ঞ এবং সৃষ্টি সাধন অভিপ্রায়ে এক সময়ে প্রজাপতি স্বয়ং সত্যসঙ্কল্প হইয়া ঘৃত ও মধুরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। তাঁহার মধুবীজে প্রজার উৎপত্তি হয়। মধু হইতে নানা বীজ উৎপাদিত হয় বলিয়া, মধু সারহীন হইয়া পড়ে। কিন্তু আজ্যের সারভাগ বর্ত্তমান থাকে। সেইজন্য মধুর পরিবর্ত্তে সারসমন্বিত আজ্যের বা ঘৃতের দ্বারা যজ্ঞ করিতে হয়।' সপ্তম মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে আজ্যকে সম্বোধন-পূর্ব্বক যজমান-পত্নী সেই আজ্য দর্শন করিবেন। মন্ত্রের অর্থ—'হে আজ্য! গো-দুগ্ধ হইতে তোমার উৎপত্তি হইয়াছে। তুমি ওষধিসমূহের রস হও। সুপ্রজা-কামনায় তোমাকে আমি প্রীতির নেত্রে দর্শন করিতেছি।'

অষ্টম মন্ত্রে সমিধ-ধারণ। সমিধকে ঘৃতে সিক্ত করিয়া এই মন্ত্র পাঠের বিধি। মন্ত্রের অর্থ —'হে আজ্য! তুমি তেজোরূপ হও। অতএব তুমি তেজোরূপ এই আহবনীয়ে অনুঃপ্রবিষ্ট হও। এই আহবনীয় অগ্নি যেন তোমার তেজকে বিনষ্ট না করে।' নবম মন্ত্রও আজ্যকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। মন্ত্রের প্রয়োগ-পদ্ধতি এইরূপ,—আহবনীয়ে স্থিত আজ্যকে উদক্ দেশে অর্থাৎ উত্তর দিকে আনয়ন জন্য স্ফ্যের দ্বারা আজ্য মধ্যে রেখা অঙ্কন করিয়া সেই আজ্যকে নাড়িতে নাড়িতে এই মন্ত্রোচ্চারণের বিধি। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে আজ্য! তুমি জ্বালারূপ জিহ্বার উৎপাদন কর বলিয়া, অগ্নির জিহ্বা-স্বরূপ হও। অতএব তুমি দেবগণের সুখ-হেতু-ভূত হইয়া থাক। ঈদৃশ তুমি সেই সেই আহুতিতে স্থিত সেই সেই মন্ত্রপূর্ব্বক গ্রহণ জন্য পর্য্যাপ্ত হও।' নবম মন্ত্রও আজ্য সম্বোধনে বিনিযুক্ত। আজ্যের উদগ্‌ভাগ পবিত্রের দ্বারা পুনরায় সঞ্চালন করিতে করিতে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। আজ্যের পবিত্রতা-সাধন জন্য এইরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বিত হইয়া থাকে। মন্ত্রের অর্থ,—'হে আজ্য! তুমি দীপ্তিমন্ত, জ্যোতিঃ ও তেজঃস্বরূপ হও।' পবিত্রের দ্বারা প্রথমে আজ্যের উত্তর ভাগ, তার পর দক্ষিণভাগ, তার পর মধ্য হইতে উর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত সঞ্চালন করিতে হয়।

পঞ্চম অনুবাকের প্রথম মন্ত্র এবং দশম অনুবাকের দশম মন্ত্র অভিন্ন। সে স্থলে ভাষ্যকার এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এস্থলে তাহার কোনই বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয় না। তবে সেখানকার সম্বোধন ছিল—জল; আর এখানকার সম্বোধন হইয়াছে—আজ্য বা ঘৃত। মূলে পার্থক্য কিছুই নাই। সম্বোধন-ভেদে, অর্থের মাত্র পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে। এই মন্ত্রের দ্বারা কুশাগ্রে জল ও হবিঃ লইয়া প্রোক্ষণ করিতে হয়। অতঃপর দশম মন্ত্রের বিষয় লক্ষ্য করুন। দক্ষিণ হস্তের দ্বারা স্রুক এবং বাম হস্তের দ্বারা জুহু গ্রহণ করিয়া বেদির উপরিভাগে স্থাপন করিতে হয়। তার পর সেইগুলি গ্রহণের সময় এক একটী মন্ত্র উচ্চারণ করিবার নিয়ম। 'শুক্রং ত্বা' হইতে 'যজুষে যজুষে গৃহ্লামি' পর্য্যন্ত মন্ত্রাংশ এই সময় পাঠ করিবার বিধি। তার পর 'উপভৃতি' গ্রহণ। সেই সময়ে 'জ্যোতিস্ত্বা' হইতে আরম্ভ করিয়া 'যজুষি যজুষি গৃহ্লামি' পর্য্যন্ত মন্ত্রাংশ পাঠ করিবে। তার পর এই দ্বিবিধ মন্ত্রের দ্বারা স্রুক ও জুহু গ্রহণ করিয়া 'ধ্রুবা' গ্রহণ করিতে হয়। সেই ধ্রুবা গ্রহণের সময় 'অর্চ্চিস্ত্বা' হইতে 'যজুষি যজুষি গৃহ্লামি' মন্ত্রাংশ পাঠ করিবার বিধি। এই চতুর্ব্বিধ সামগ্রী গ্রহণ করিয়া বেদিতে হোম করিবে। প্রয়োগ অনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে আজ্য! দীপ্তিমান্ তোমাকে দীপ্ত মন্ত্র-সমূহের দ্বারা গ্রহণ হেতু তুমি তত্তৎ-হোম-সম্পাদনে পর্য্যাপ্ত হও। তুমি গৃহে গৃহে যজ্ঞে যজ্ঞে দেবগণের সুষ্ঠু আহ্বানকারী হও।' ইত্যাদি। ফলতঃ, আজ্য হোমে যে সকল প্রক্রিয়া-পদ্ধতি অবলম্বিত হয়, আর তদনুসারে মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন হওয়া সঙ্গত, ভাষ্যে তাহারই আভাষ পাই।

এক্ষণে আমাদের ব্যাখ্যার বিষয় অনুধাবন করুন। প্রথম মন্ত্র, আমরা মনে করি, ইষ্টদেবতাকে বা ভগবানকে সম্বোধন করিয়া বিনিযুক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় অনুবাকের

দ্বিতীয় মন্ত্র শূর্পের অর্থাৎ কুলার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছিল। আর এখানে এই মন্ত্র স্রুক সম্বন্ধে বিনিযুক্ত। সেখানে শূর্প বা কুলা উত্তপ্ত হওয়ায় রাক্ষস নিপাতিত হইবে,—এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল; আর এখানে, স্রুক উত্তপ্ত হওয়ায়, শত্রু বা বাধা নিরাকৃত হইবে প্রকাশ পাইল। দ্বিবিধ ক্ষেত্রে দ্বিবিধ ভাবের দ্যোতনা হইল। কিন্তু আমরা মনে করি, উভয়ত্রই মর্ম্মার্থ এক; উভয়ত্রই মন্ত্রের সম্বোধ্য দেবতা এক, উভয়ত্রই প্রার্থনা--অন্তঃশত্রু-নাশের। ভাষ্যের ভাবে প্রকাশ,—মন্ত্রের অন্তর্গত 'রক্ষঃ' পদ রাক্ষস জাতিকে নির্দ্দেশ করে। তাহাতে ভাব আসে—রাক্ষসগণ যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন করিত। আর তাহাদিগকে দগ্ধ করিবার জন্যই প্রার্থনা করা হইত। 'অরাতি' শব্দের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে ভাষ্যকার নির্দ্দেশ করেন,—যজ্ঞকর্ম্মে, দক্ষিণায় ও দানাদিতে বিঘ্ন উৎপাদন করিত বলিয়াই অরাতি (অর্থাৎ রাতি দান, তাহার প্রতিবন্ধক) নামে অভিহিত হইত। তাহারা দগ্ধ বা বিনষ্ট হইলে যজ্ঞাদিতে বিঘ্ন ঘটিবে না,—ইহাই যেন মন্ত্রের লক্ষ্য। তাহারা 'প্রত্যুষ্টং' অর্থাৎ প্রত্যেকে সম্যক্ পরিতপ্ত বা বিদগ্ধ হউক—তাহাদের বংশ নাশ হউক,—প্রথম মন্ত্রের প্রথমাংশের ভাবার্থ ভাষ্যানুসরণে এইরূপ পরিকল্পিত হয়। আমরা কিন্তু মন্ত্রদ্বয়ে রাক্ষসজাতির প্রতি অথবা যজ্ঞকারী লোক-বিশেষের প্রতি আদৌ লক্ষ্য দেখিতে পাই না। উহাতে কালাকালেরও কোনও সম্বন্ধ নাই। অতীত, অনাগত, বর্ত্তমান—তিন কাল ধরিয়া যে শত্রু মানুষকে অহর্নিশ উত্যক্ত করিতেছে, যে শত্রুর প্রবল প্রতাপে সৎকর্ম্মনিবহ অনুষ্ঠিত হইতে পারিতেছে না; আমরা মনে করি, সেই অন্তঃশত্রুই মন্ত্রের লক্ষ্যস্থল।

বহিঃশত্রুগণ মানুষের কতটুকু অনিষ্ট করিতে পারে! ভগবদারাধনার পথে বিঘ্নদানের শক্তি তাহাদের নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! কিন্তু যে শত্রু সৎকর্ম্মবিঘাতক, সে শত্রু তোমার সঙ্গে সঙ্গেই বিচরণ করিতেছে—তোমার সহিত সে নিত্যকালই বিদ্যমান রহিয়াছে! তোমার নিত্যসহচর—কামক্রোধাদি রিপুবর্গ, তোমায় বিভ্রান্ত পথে পরিচালিত করিবার প্রধান পরামর্শদাতা—লোভমোহমদমাৎসর্য্য, তোমার পরম শত্রু নহে কি? তাহারাই তো হৃদয়ের শোণিতশোষক! তাহাদের অপেক্ষা রাক্ষসশত্রু আর দ্বিতীয় কল্পনা করা যায় কি? আমরা তাই মনে করি, এখানে এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'আমাদিগের অন্তরস্থ সেই পরম শত্রুগণ বিদগ্ধ হউক; তাহারা এমনই ভাবে বিদগ্ধ হউক, যেন তাহাদের চিহ্ন পর্য্যন্ত অবশিষ্ট না থাকে। সেই শত্রু বিদগ্ধ হইলেই আমাদের পরম মঙ্গল সাধিত হইবে।' সেই শত্রুনাশে যে সুফল লাভ হইবে, মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে তাহা প্রকটিত হইয়াছে। অন্তরের শত্রুই জ্ঞানকে আবরণ করে,—মানুষকে অন্ধ করিয়া ফেলে, চিত্তবৃত্তি বিপর্য্যস্ত হয়; ফলে মানুষে দেবত্বের স্থানে পশুত্বের চরম অভিনয় হইয়া থাকে। অন্তঃশত্রু-নাশে জ্ঞানের শুভ্রজ্যোতিঃ বিস্ফুরণে চিত্তবৃত্তি উন্মেষিত হয়, সদসৎ বিচার-বুদ্ধি—অন্তর্দ্দৃষ্টি জন্মে। তখনই মানুষ ভগবদনুগ্রহলাভে সমর্থ হয়। মানুষের জন্মসঞ্জাত জ্ঞান প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, জ্ঞানোন্মেষের সহায়ক সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠানের সাধনায়, মানুষ পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী হয়।

মানুষ যদি সদ্বস্তু-লাভে সদ্ভাবের সহিত সেই বিবেক বিকাশে প্রযত্নপর হয়, তাহার চিত্তবৃত্তি সেই ভাবেই বিগঠিত হইয়া তাহার পরম মঙ্গলের হেতুভূত হইয়া থাকে। আর যদি সে কুপথাগামী হয়, তাহাতে পশুত্বেরই পূর্ণ বিকাশ হয়। মন্ত্রের তাই উদ্বোধনা—'শত্রুনাশে সদ্ভাবের সঞ্চয়ে সজ্‌জ্ঞান লাভে যেন আমার পরম শ্রেয়ঃ সাধিত হয়।' স্রুক উত্তপ্ত হইলে যেমন শত্রু-বিনাশে ইষ্টসিদ্ধির পরিকল্পনা, চিত্তবৃত্তি জ্ঞানদ্বারা উদ্ভাসিত হইলে অন্তঃশত্রু-বিনাশেও সেইরূপ শ্রেয়োলাভ অর্থাৎ পরমফল প্রাপ্তিরূপ ইষ্ট-লাভের কামনা মন্ত্রে নিহিত বলিয়াই আমরা মনে করি।

দ্বিতীয় মন্ত্রে আমরা মন বা চিত্তবৃত্তিকে লক্ষ্য করি। স্রুককে প্রক্ষালিত পরিশুদ্ধ করিয়া পারলৌকিক কি মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, তাহা বোধগম্য হয় না। বরং মনের বা চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ-সম্পাদনে ভগবানে ন্যস্ত করিতে পারিলে পরম মঙ্গল সাধিত হয়। 'গোষ্ঠং' পদে ভাষ্যকার 'গবাং স্থানং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে গোচারণ মাঠ বা গোয়াল সূচিত হইতে পারে। মন্ত্রে বুঝা যায়—'আমি যেন গোয়াল বা গোচারণ মাঠ নষ্ট না করি, এই জন্য শত্রুনাশক স্রুককে প্রক্ষালিত করিতেছি।' স্রুকের শত্রুনাশসামর্থ্যই বা কি আছে, আর স্রুক প্রক্ষালিত না হইলে গোস্থানই বা কিরূপে নষ্ট হয়—সে তাৎপর্য্য উপলব্ধ করা দুরূহ। তার পর, চক্ষু, শ্রোত্র, প্রাণ, প্রজা, যোনি প্রভৃতি—স্রুক কিরূপে রক্ষা করিতে পারে, এবং স্রুক উত্তপ্ত ও ধৌত হইলে—সেই সকলের কি উপকার সাধিত হয়, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। ফলতঃ, স্রুকের সহিত চক্ষু-কর্ণাদির এবং গোস্থানের সম্বন্ধ খ্যাপন—ক্রিয়াকাণ্ডানুসারী লৌকিক যাগ-যজ্ঞে ফলোপধায়ক কল্পিত হইলেও, সে সম্বন্ধ-খ্যাপনে পারলৌকিক সম্বন্ধ সূচিত হয় বলিয়া মনে করি না। অবশ্য ক্রিয়াকর্ম্মের বা যাগযজ্ঞের শুভ ফল অস্বীকার করি না। সদনুষ্ঠানের সুফল সর্ব্বত্রই কীর্ত্তিত দেখিতে পাই। আর তদনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি ব্যবহারের উপযোগিতাও তাহাতেই প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু সেই সেই দ্রব্যের ব্যক্তিগত সার্থকতা বিষয়ে মতান্তর আছে।

আমরা কিন্তু এতদ্বিষয়ে ভাষ্যকারের অনুসরণ করিতে পারি নাই। 'গো' পদে আমরা সর্ব্বত্রই 'জ্ঞান-কিরণ' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। 'নিরুক্ত' গ্রন্থে জ্ঞান-পর্য্যায়ে গো শব্দ পরিদৃষ্ট হয়। তার 'গো' শব্দের ঐরূপ অর্থ পরিগ্রহণ করিলেই সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য সংরক্ষিত হইতে পারে। সেই জ্ঞান-কিরণের স্থান 'অন্তর বা চিত্তবৃত্তি'; অন্তর বিশুদ্ধ হইলে, শুদ্ধসত্ত্বের উদয়ে হৃদয় পবিত্র হইলে, জ্ঞানের উন্মেষ সম্ভবপর হয়। আবার জ্ঞানোদয় না হইলে, সদসৎ বিচার শক্তি না জন্মিলে, হৃদয়ে সদ্ভাবেরও সমাবেশ সম্ভবপর হয় না। ফলতঃ, জ্ঞান ও সত্ত্বভাব এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে গ্রথিত। যেখানে জ্ঞান, সেইখানেই সত্ত্বভাব; আবার যেখানে সত্ত্বভাব, সেইখানেই জ্ঞান। এই ভাবেই আমরা 'গোষ্ঠং' পদে 'সত্ত্বভাব' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তদনুসারে মনকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'আমার সত্ত্বভাব যাহাতে নষ্ট না হয়, সেই ভাবে তোমাকে পরিশুদ্ধ বা উদ্বোধিত করিতেছি।' মনই যে মূলীভূত, মনই যে সত্ত্বভাব-সংরক্ষক এবং সত্ত্বভাবের জনক ও উন্মেষক,—পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। মন যদি অসৎপথে

পরিচালিত হয়, সদ্ভাব তিলমাত্র তিষ্ঠিতে পারে না। তাই প্রার্থনাকারীর সঙ্কল্প—মনকে সৎপথে পরিচালিত করিবার—মনের বিশুদ্ধতা-সম্পাদনের। এই ভাবেই মন্ত্রের প্রথমাংশের সার্থকতা—এই ভাবেই 'গোষ্ঠং' দৃঢ়ীকরণের তাৎপর্য্য। মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশেও অনুরূপ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রের অর্থ—'বাক্য, শ্রোত্র, চক্ষু, প্রজা এবং যোনি প্রভৃতি যাহাতে নষ্ট না হয়, হে মন, শক্তিমন্ত তোমাকে সেই ভাবে পরিশোধিত করিতেছি।' এখানে বাক্য, শ্রোত্র প্রভৃতি লক্ষ্য করিবার বিষয়। আমাদের চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা প্রভৃতি সমস্তই তো বর্ত্তমান্! তবে আবার তাহা দৃঢ়ীকরণের প্রয়াস কেন? জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সে সকলই তো এই দেহের সহিত দৃঢ়ভাবে সম্বদ্ধ রাহিয়াছে! তবে আর তাহারা নষ্ট হইবে কি প্রকারে? কিন্তু আমরা মনে করি—এখানকার তৎপার্য্য অন্যরূপ। বাক্‌শক্তি—কথা বলিবার ক্ষমতা তো আমরা হারাই নাই! প্রাণও তো আমাদের আছে—আমরা তো মরি নাই! সকলই যখন বর্ত্তমান, তখন আবার তাহাদের দৃঢ়তা-সাধনের প্রয়াস কেন?

ইহাতে কি মনে হয়? আমার বাক্যকে যেন নষ্ট না করি,—এতদুক্তির কি তাৎপর্য্য? তাৎপর্য্য কি এই নয়—শৈশবের সরলতা-মাখা সেই যে অনাবিল অকপট ভাষা, সংসারের কুটিলতার মধ্যে পড়িয়া সরলতা অকপটতা হারাইতে বসিয়াছে, সেই ভাষা সেই রসনা যেন তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়! যদি সে আজন্ম পরনিন্দা পরচর্চ্চায়ই কাটাইল, তাহা হইলে তাহার বিনাশ ভিন্ন কি বলিতে পারি? সে বাক্য বাক্যই নয়—যে বাক্য ভগবানের গুণানুকীর্ত্তনে অভ্যস্ত নহে। শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন,—বিচিত্র পদবিন্যাস যুক্ত হইলেও সে বাক্যে যদি হরি কথা না থাকিল, তাহা হইলে তাহা বাক্য পদবাচ্যই নহে। যথা,—

"ন যদ্বচশ্চিত্রপদ হরের্যশো জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিত।
তদ্বায়স তীর্থমুশন্তি মানসা ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যশিক্ষয়াঃ॥
তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নানাম্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ॥"

তাই ভগবন্মাহাত্ম্য-পরিবর্ণন, ভগবানের গুণানুকীর্ত্তন প্রভৃতি হইল—শ্রেষ্ঠ সার কথা। সত্য, সৎপ্রসঙ্গ প্রভৃতি তাহারই অঙ্গোপাঙ্গ। 'বাচং' পদে সেই ভাবই প্রকাশ করে। 'প্রাণং' পদেও সেই একই ভাব ব্যক্ত করিতেছে। প্রাণ তো আমাদের রহিয়াছে? কিন্তু এ প্রাণ তো সে প্রাণ নহে! যে প্রাণ সংসারের সঙ্কুচিত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া, হিংসাদ্বেষাদির প্রভাবে কাঠিন্য ভাব ধারণ করিয়াছে, যে প্রাণ নিষ্ঠুর নির্ম্মম ব্যবহারে পরের মুখের গ্রাস ছিনাইয়া লইতেও কুণ্ঠিত হয় না;—এ প্রাণ তো সে প্রাণ নহে! এ প্রাণ—সেই প্রাণ, যে প্রাণ দুঃখীর দুঃখ-বিমোচনে সদা উন্মুক্ত, যে প্রাণ ব্যথিতের অশ্রুবারি মুছাইতে সদা প্রসারিত হস্ত; যে প্রাণ সন্তপ্তের সন্তাপ বিমোচনে করুণায় চিরবিগলিত! এই লোকানুরাগ—এই সৎকর্ম্ম-পরায়ণতা সেই দরিদ্রনারায়ণের প্রতি প্রীতি—দৃঢ় করিবার জন্যই 'প্রাণং' শব্দের তাৎপর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। তার পর 'চক্ষুঃ' ও 'শ্রোত্রং'। চক্ষু কর্ণ তো সমভাবেই বর্ত্তমান রহিয়াছে! তবে আবার এ প্রার্থনা করি কেন? তাহারও তাৎপর্য্য আছে। সে চক্ষুই চক্ষুই নহে, যে চক্ষু ভগবানের অনিন্দ্য-সুন্দর শ্যাম মনোহর-মূর্ত্তি

দেখিতে সমর্থ না হইল! সে চক্ষু চক্ষুই নহে;—যে চক্ষু সেই সুন্দর—অতিসুন্দর

"শুভ-বঙ্কিম-চারু-শিখণ্ডশিখং অলকাবলিমণ্ডিতভালতলং।
শ্রুতিদোলিতমাকরকুণ্ডলকং কটিবেষ্টিতপীতপটং।"

দেখিতে না পাইল! সে চক্ষু চক্ষুই নহে, যে চক্ষু সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যের আধার

"ভৃশ-চন্দনচর্চ্চিত-চারু-তনুং মণিকৌস্তুভগর্হিতং-ভানুতনুং।
কলনূপুর-রাজতি-চারুপদং মণিরঞ্জিতগঞ্জিত ভৃঙ্গমদং, ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাঙ্কিতপাদযুগং"

এর অনন্ত সৌন্দর্য্য-দর্শনে সমর্থ না হইল! সে শ্রোত্র শ্রোত্রই নহে, যে শ্রোত্র—ভগবানের গুণানুকীর্ত্তনে ভগবন্মহিমা-শ্রবণে বিনিযুক্ত না রহিল! ফলতঃ, সৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ, সৎপ্রসঙ্গে কালাতিপাত—ইহাই যেন মন্ত্রের লক্ষ্য। যে চক্ষু কেবল সংসার-সৌন্দর্য্যে—বিষয় বিভবের মোহ-জনক চমৎকারিত্বে আবদ্ধ রহিল; যে কর্ণ কেবলই আত্মপ্রশংসা ও পরগ্লানি শ্রবণ রূপ বিষম বিষে পূর্ণ রহিল; সে চক্ষু চক্ষুপদবাচ্য নহে;—সে শ্রোত্র পদবাচ্য নহে। তাই মন্ত্রে সাধকের সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে—আমার যেন সদ্বস্তু দর্শন-সামর্থ্য অর্থাৎ দূরদৃষ্টি বা জ্ঞানদৃষ্টি এবং সৎকথা-শ্রবণ-সামর্থ্য জন্মে; অর্থাৎ ভগবন্মহিমা ও তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন ভিন্ন অন্য কিছুতেই যে কর্ণ আকৃষ্ট না হয়। ফলতঃ, সত্যকথন, সৎপ্রসঙ্গের আলাপন, সৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ—ভগবদগুণানু-কীর্ত্তন ও ভগবন্মহিমা শ্রবণই যেন আমার জীবনের ব্রত হয়;—অন্য কিছুতেই যেন আমার মন আকৃষ্ট না হয়।' ইহাই মন্ত্রের লক্ষ্য বলিয়া মনে করি।

তার পর 'প্রজাং' ও 'যোনিং পদদ্বয়েও সেই একই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। 'প্রজা' ও 'যোনি' পদে জনহিতসাধনে এবং সদ্ভাবসঞ্চয়ে চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকিবার ভাব প্রকটিত করিতেছে। সদ্ভাব সদালোচনাই যে পরামুক্তিলাভের একমাত্র পন্থা এবং তজ্জন্য অনুপ্রাণিত হওয়াই যে মোক্ষকামী ব্যক্তির একান্ত কর্ত্তব্য—এই ভাবই যেন মন্ত্রে প্রকাশ পাইতেছে। মন্ত্র বলিতেছেন,—'সদ্ভাবে অনুপ্রাণিত হও। সে সদ্ভাব কিসে লাভ করিতে পারিবে? ভগবন্মাহাত্ম্য শ্রবণে—সৎপ্রসঙ্গে সৎসঙ্গে; আর ভগবদ্গুণানুকীর্ত্তনে—সৎপ্রসঙ্গের আলাপনে, সৎকর্ম্মসাধনায়। আর সদ্ভাবের সঞ্চার হইবে—জনানুরাগে—পরহিতব্রতে। জনসেবায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ভগবৎকর্ম্ম-সাধনে আত্ম-নিয়োগে যে অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়, ভগবানের প্রীতির হেতুভূত সেই সকল কর্ম্ম সম্পাদনে যে পরমপদ প্রাপ্তির পথ সুগম হইয়া আসে,—মন্ত্রে সেই সত্যই প্রকটিত হইয়াছে। সত্যানুরাগী হও, সৎপ্রসঙ্গে সদাচারে জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া ভগবানের প্রিয় কার্য্য জনহিতব্রতে জীবনকে উৎসর্গ কর; ভববন্ধনমোচনে প্রেম-প্রীতির আস্পদ ভগবানে আত্মলীন করিতে সমর্থ হইবে।' মন্ত্রের ইহার তাৎপর্য্য মনে করি।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রে পত্নীকে অগ্নির পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া যোক্ত্র-বন্ধনের এবং যোক্ত্র বিমোচনের ও পূর্ণপাত্র প্রভৃতি উৎসর্গ করিবার যে বিধি ভাষ্যে পরিদৃষ্ট হয়, ভাবপক্ষে আমরা তদ্বিষয়ে স্বতন্ত্র মত পোষণ করি। আমরা মন্ত্রত্রয়কে চিত্তবৃত্তির সম্বন্ধসূচক বলিয়া মনে করি। তৃতীয় মন্ত্রের দ্বিবিধ অন্বয়ে একই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যার ও বঙ্গানুবাদের প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহা উপলব্ধ হইবে। তিনটী মন্ত্রেরই প্রার্থনা—কর্ম্মফলাবসানের। সর্ব্বত্রই প্রার্থনা—সত্বভাব-পরিবৃদ্ধির ও লোকানুরাগ-পরিবর্দ্ধনের। সঙ্গে

সঙ্গে সৎকর্ম্মসম্পাদনে সংসারবন্ধন-নাশে ভগবদনুগ্রহ-প্রাপ্তির কামনাও বর্ত্তমান রহিয়াছে। সদ্বুদ্ধি জ্ঞানানুসারিণী। তাই আমরা 'সুপত্নীঃ' পদের সার্থকতা মনে করি। পতিপরায়ণা পত্নী যেমন পতির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করে, চিত্তবৃত্তি যদি জ্ঞানানুসারিণী সৎপথানুবর্ত্তিনী হয়, তাহা হইলে সেও সেইরূপ জ্ঞানের উৎকর্ষসাধনে—অন্তঃ-শত্রুবিনাশে সহায়তা করে। চিত্তস্থৈর্য্যই সংসার-বন্ধন-নাশের হেতুভূত; চিত্তস্থৈর্য্য-সাধনই সকল মঙ্গলের মূলীভূত। চিত্তের স্থিরতা-সাধনে অন্তরে যখন পূর্ণ জ্ঞানের উদয় হয়, তখনই সংসার-বন্ধনের হেতুভূত কর্ম্মমূল বিনষ্ট হয়। ভগবানের অনুগ্রহও সেই সময়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ষষ্ঠ মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে যথাক্রমে সৎকর্ম্মশীল পূর্ণজীবন লাভের, লোকানুরাগ-বর্দ্ধনের, ভগবৎ-পূজনসামর্থ্য অর্জ্জনেরও ভগবানে একান্ত ভক্তিসম্পন্ন হওয়ার এবং পরিশেষে আত্মায় ও পরমাত্মায় সম্মিলনের সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে। সে সম্মিলন—এমন সম্মিলন হওয়া চাই যে, সে মিলনে কদাচ বিচ্ছেদ না ঘটে। অর্থাৎ, সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া, গতাগতির পথ রোধ করিয়া, পুনরাবৃত্তি নাশক মোক্ষপদ প্রাপ্তির সঙ্কল্পই মন্ত্রাংশ-কয়েকটীকে দেখিতে পাই। মন্ত্রে যে ভাব পরিস্ফুট, আমাদের 'মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায়' ও বঙ্গানুবাদে তাহা বিশদীকৃত হইয়াছে। অষ্টম মন্ত্রের বিভিন্ন অংশেও সেই একই চরম প্রার্থনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখানেও মনের প্রাধান্য প্রখ্যাপিত। এখানেও মনের সম্বোধন। মনের দ্বারাই সকল কর্ম্মফলের অবসান হয়, মনই বিশ্বের সর্ব্বভূতের নিয়ন্তা! বিশ্বের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল-সাধনেই মনের কর্তৃত্ব দেখিতে পাই। মন ভিন্ন কোনও কর্ম্মই সম্ভবপর হয় না। আবার ভগবৎ-সম্বোধন-স্বীকারেও সেই একই ভাব প্রকাশ পায়। ভগবানই যে সর্ব্বমূলাধার, তিনিই যে মনের নিয়ন্তা, তাহা সর্ব্বপ্রকারেই উপলব্ধ হয়।' মন্ত্রের তৃতীয় অংশে প্রার্থনাকারী বলিতেছেন,—'আমি যেন বিভ্রমরহিত চক্ষে তোমাকে দেখিতে পাই।' চারিদিকে শত্রু—চারিদিকে প্রলোভন—চারিদিকে মায়ামরীচিকা বিস্তার করিয়া আছে। তাই 'অদব্ধেন' (অহিংসিতেন) অর্থাৎ ভ্রম-প্রমাদাদি হিংসাপরিশূন্য হইয়া, যেন তোমাকে দেখিতে পারি'—এইরূপ প্রার্থনা জানান হইয়াছে। পরবর্ত্তী মন্ত্রদ্বয়ে এতদুক্তির সার্থকতা অনুধাবন করুন। ভগবানকে হিংসা-বিরহিত অন্তরে প্রীতির নেত্রে দর্শন করিতে পারিলেই কর্ম্ম তাঁহার সহিত মিলিত হইতে পারে; সেই কর্ম্মই তাঁহার প্রাপ্তি-মূলক হয়। আর তখনই অর্থাৎ বিভ্রম-রহিত-নেত্রে জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখিতে পারিলেই মনে হয়,—অগ্নিরূপে যেন তাঁহার রসনা আছে। সেই রসনার দ্বারা তিনি যেন সর্ব্ব-দেবগণকে বা সকল দেবভাবকে আহ্বান করিয়া থাকেন। ভগবানই দেবগণের বা দেবভাবসমূহের আহ্বানকর্ত্তা বা উৎপাদয়িতা তো বটেনই! এক হিসাবে মনই দেবগণের আহ্বানকর্ত্তা এবং উৎপাদক। এইরূপে দশম মন্ত্রের শেষাংশের তাৎপর্য্য—'আপনি' গৃহে গৃহে, আমার প্রতি কর্ম্মে, আমার প্রতি পাদবিক্ষেপে আপনি দেব-ভাবগণকে আহ্বান কবিয়া আমাতে স্থাপন করুন। অর্থাৎ, আমি যখন যে অবস্থায় যে কর্ম্মেই নিযুক্ত থাকি না কেন, তাহাতেই যেন আমার মধ্যে দেবভাবের সঞ্চার হয়।

দ্বাদশ মন্ত্রে পূর্ব্বেও আমরা যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, এখানেও আমরা সেই

ভাবই গ্রহণ করি। মানুষ প্রথমে মনে করে,—কর্ম্ম করিতেছে। কিন্তু তাহার কর্ম্ম যে বিভিন্ন বিপরীত পথে বিভিন্ন বিপরীত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছে, তৎপ্রতি প্রথমে তাহার দৃষ্টি পড়ে না। তখন, তাই সে বলে,—'হে ভগবন্! তোমার সাহায্যে আমি যেন আমার কর্ম্মকে পবিত্র করিতে পারি।' এই ভাব মনে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সদসৎ উভয় প্রকার কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। সুতরাং তখন তাহার প্রার্থনা দাঁড়ায়,—আমার সদসৎ বিবিধ প্রকার কর্ম্ম-সমূহকে আপনি পবিত্রীকৃত করুন।' এখানে মানুষের সেই স্বাভাবিক প্রার্থনার চিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে। কর্ম্ম পবিত্র হইলে, ভগবানের সহিত সে কর্ম্মের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন হইয়া আসে। ভগবৎসম্বন্ধযুত কর্ম্ম যে স্বতঃ দীপ্তিমান্, স্বতঃবিশুদ্ধ ও অমৃতত্বপ্রদানকারী, তাহা বলাই বাহুল্য। ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত সেই কর্ম্মই দেবভাবের সংরক্ষক, সকল সৎকর্ম্মের সাধক, সর্ব্বত্র সুফলপ্রদ হয়। কর্ম্মরূপে ভগবান সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত আছেন। জ্যোতিঃ তিনি, তেজঃ তিনি, শক্তি তিনি। নাম তিনি, দ্রব্য তিনি। নাম রূপ পরিগ্রহণ করিয়া তিনি বিশ্ব ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছেন। কর্ম্ম ও ভগবান—অভিন্ন। ভগবানের সহিত কর্ম্ম অভিন্ন হইলে, কর্ম্মমাহাত্ম্যের পরিসীমা থাকে কি? এই ভাবেই কর্ম্মের প্রাধান্য সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হয়, এই দৃষ্টিতে দেখিয়াই সাধক ভক্ত দেবতাকে নমস্কার করিতেও বিরত হইয়াছেন, বিধিকে নমস্কার করিতেও বিরত হইয়াছেন। ক্ষুব্ধ হৃদয়ে কহিয়াছেন,—'দেবতারই বা কি ক্ষমতা আছে, আর বিধিরই বা কি ক্ষমতা আছে? তাঁহারাও তো কর্ম্মেরই বশীভূত! আমি যেমন কর্ম্ম করিব, সেইরূপ ফলই তো প্রাপ্ত হইব! সুতরাং কর্ম্মই আমার একমাত্র নমস্য। এই চিন্তার ফলেই ভক্ত সাধক কর্ম্মকে নমস্কার করিয়া কহিয়াছেন,—"নমস্তৎকর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি।" সেই কর্ম্মকেই নমস্কার, বিধিও যে কর্ম্মকে পরাভূত করিতে সমর্থ হন না।

মানুষ আপনার কর্ম্মফলের অধিকারী। সে কর্ম্ম ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুত হইলেই শ্রেয়ঃ-সাধক হয়। যজুর্ব্বেদ কর্ম্মকাণ্ডসমূলক। উহার প্রতি মন্ত্রই ভগবৎ-সংশ্রবযুত কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। কোন্ কর্ম্ম সৎ, কোন্ কর্ম্ম অসৎ, তাহা উপলব্ধি করিয়া, সেই জ্ঞানপ্রদ সবিতা দেবতার অনুকম্পায় ত্রুটি-পরিশূন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক আপনি পবিত্র হইয়া, কর্ম্মকে পবিত্র করিয়া, মানুষ কর্ম্মের মধ্যেই ভগবানকে প্রাপ্ত হইতে পারে। কর্ম্মই তখন তাহার নিকট তেজঃ-স্বরূপ অমৃতস্বরূপ সর্ব্বদেবভাবের সংরক্ষক হইয়া দাঁড়ায়। কর্ম্মের দ্বারা সকলই সংসাধিত হইতে পারে। কর্ম্মেই চিত্তশুদ্ধি আসে; কর্ম্মেই শুদ্ধসত্ত্বভাবের সঞ্চার হয়; কর্ম্মেই ভগবান আসিয়া হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন। ত্রুটি-পরিশূন্য কর্ম্ম—বায়ুর ন্যায় পবিত্রকারক। ভগবৎসম্বন্ধযুত কর্ম্ম সূর্য্যরশ্মির ন্যায় জ্ঞানপ্রদ। মন্ত্র তাই বলিতেছেন,—'মানুষ, তুমি কর্ম্ম কর; ভগবৎসম্বন্ধযুত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও; তোমার অভীষ্ট-সিদ্ধি অবশ্যই হইবে।' কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি সংসাধিত হইলে, সেই চিত্তবৃত্তিই যে শক্তি সম্পন্ন হয়, পরবর্ত্তী মন্ত্রদ্বয়ে তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। শেষ মন্ত্রে আত্মসম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। বিশুদ্ধ কর্ম্মে চিত্তবৃত্তির বিশুদ্ধতা সম্পাদিত

হইলে, শুদ্ধসত্ত্বের উদয়ে সেই কর্ম্মই যে ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র সহায়ক হয়, মন্ত্রে সেই উপলব্ধিই জন্মে। আমরা মনে করি,—এই ভাবেই দশম অনুবাকের মন্ত্র-সমূহের সার্থকতা। (১অষ্টক – ১প্রপাঠক—১০অনুবাক) ॥

—— * ——

একাদশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমোঽষ্টকঃ। প্রথমঃ প্রপাঠকঃ। একাদশোঽনুবাকঃ।)

(১) কৃষ্ণোঽস্যাখরেষ্ঠোঽগ্নয়ে ত্বা স্বাহা।

(২) বেদিরসি বর্হিষে ত্বা স্বাহা। (৩) বর্হিরসি স্রুগ্‌ভ্যস্ত্বা স্বাহা।

(৪) দিবে ত্বাঽন্তরিক্ষায় ত্বা পৃথিব্যৈ ত্বা।

(৫) স্বধা পিতৃভ্য ঊর্গ্‌ভব বর্হিষদ্ভ্য ঊর্জ্জা পৃথিবীং গচ্ছত।

(৬) বিষ্ণোঃ স্তূপোঽসি।

(৭) ঊর্ণাম্রদসং ত্বা স্তৃণামি স্বাসস্থং দেবেভ্যোঃ।

(৮) গন্ধর্ব্বোঽসি বিশ্বাবসুর্ব্বিশ্বস্মাদীষতো যজমানস্য পরিধিরিড ঈড়িত

ইন্দ্রস্য বাহুরসি দক্ষিণো যজমানস্য পরিধিরিড ঈড়িতো

মিত্রাবরুণৌ ত্বোত্তরতঃ পরি ধত্তাং ধ্রুবেণ ধর্ম্মণা

যজমানস্য পরিধিরিড ঈড়িতঃ।

(৯) সূর্য্যস্ত্বা পুরস্তাৎ পাতু কস্যাশ্চিদভিশস্ত্যা।

(১০) বীতিহোত্রং ত্বা কবে দ্যুমন্তং সমিধীমহ্যগ্নে বৃহন্তমধ্বরে।

(১১) বিশো যন্ত্রে স্থো। (১২) বসূনাং রুদ্রাণামাদিত্যানাং সদসি সীদ।

(১৩) জুহূরুপভৃদ্ ধ্রুবাঽসি ঘৃতাচী নাম্না প্রিয়েণ নাম্না

প্রিয়ে সদসি সীদ।

(১৪) এতা অসদন্ৎসুকৃতস্য লোকে তা বিষ্ণো পাহি পাহি

যজ্ঞং পাহি যজ্ঞপতিং পাহি

মাং যজ্ঞনিয়ম্ ॥ ১১ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) কৃষ্ণঃ। অসি। আখরেষ্ঠ ইত্যাখরে—স্থঃ। অগ্নয়ে। ত্বা। স্বাহা।

(২) বেদিঃ। অসি। বর্হিষে। ত্বা। স্বাহা।

(৩) বর্হিঃ। অসি। স্রুগ্ভ্য ইতি স্রুক্—ভ্যঃ। ত্বা। স্বাহা।

(৪) দিবে। ত্বা। অন্তরিক্ষায়। ত্বা। পৃথিব্যৈ। ত্বা।

(৫) স্বধেতি স্ব—ধা। পিতৃভ্য ইতি পিতৃ—ভ্যঃ। উর্ক্। ভব। বর্হিষদ্ভ্য ইতি বর্হিষৎ—ভ্যঃ। উর্জ্জা। পৃথিবীম্। গচ্ছত।

(৬) বিষ্ণোঃ। স্তূপঃ। অসি।

(৭) ঊর্ণাম্রদসমিত্যূর্ণা—ম্রদসম্। ত্বা। স্তৃণামি। স্বাসস্থমিতি সু—আসস্থম্। দেবেভ্যঃ।

(৮) গন্ধর্ব্বঃ। অসি। বিশ্বাবসুরিতি বিশ্ব—বসুঃ। বিশ্বস্মাৎ। ঈষতঃ। যজমানস্য। পরিধিরিতি পরি—ধিঃ। ইডঃ। ঈড়িতঃ। ইন্দ্রস্য। বাহুঃ। অসি। দক্ষিণঃ। যজমানস্য। পরিধিরিতি পরি—ধিঃ। ইডঃ। ঈড়িতঃ। মিত্রাবরুণাবিতি মিত্রা—বরুণৌ। ত্বা। উত্তরত ইত্যুৎ—তরতঃ। পরীতি। ধত্তাম্। ধ্রুবেণ। ধর্ম্মণা। যজমানস্য। পরিধিরিতি পরি—ধিঃ। ইডঃ। ঈড়িতঃ।

(৯) সূর্য্যঃ। ত্বা। পুরস্তাৎ। পাতু। কস্যাঃ। চিৎ। অভিশস্ত্যা ইত্যভি—শস্ত্যাঃ।

(১০) বীতিহোত্রমিতি বীতি—হোত্রম্। ত্বা। কবে। দ্যুমন্তমিতি দ্যু—মন্তং। সমিতি। ইধীমহি। অগ্নে। বৃহন্তং। অধ্বরে।

(১১) বিশঃ। যন্ত্রে ইতি। স্বঃ।

(১২) বসূনাম্। রুদ্রাণাম্। আদিত্যানাম্। সদসি। সীদ।

(১৩) জুহূঃ। উপভৃদিত্যুপ—ভৃৎ। ধ্রুবা। অসি। ঘৃতাচী। নাম্না। প্রিয়েণ।

নাম্না। প্রিয়ে। সদসি। সীদ।

(১৪) এতাঃ। অসদন্। সুকৃতস্যেতি সু—কৃতস্য। লোকে। তাঃ। বিষ্ণো ইতি।

পাহি। পাহি। যজ্ঞম্। পাহি। যজ্ঞপতিমিতি। যজ্ঞ—পতিম্।

পাহি। মাম্। যজ্ঞনিয়মিতি যজ্ঞ—নিয়ম্ ॥ ১১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে মনঃ! ত্বং 'কৃষ্ণঃ' (কলঙ্ককলুষিতঃ) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'আখরেষ্ঠঃ' (সৎকর্ম্মসহযুতঃ ইত্যর্থঃ) ভব। অগ্নয়ে (অগ্নিদেবায়, প্রজ্ঞানস্বরূপায় ভগবতে ইত্যর্থঃ, যদ্বা—ভগবতঃ প্রীতিসাধনায় ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ বিনিযোজয়ামি, প্রেরয়ামি বা ইত্যর্থঃ; সুহুতমস্তু মম অনুষ্ঠানং, উদ্বোধনযজ্ঞঃ বা ইতি ভাবঃ)।

অথবা

হে মনঃ! ত্বং 'আখরেষ্ঠঃ' (অঙ্গারসদৃশঃ) 'কৃষ্ণঃ' (কৃষ্ণবর্ণঃ, কলঙ্ককলুষিতঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ 'ত্বা' (ত্বাং, তব কলঙ্কবিমোচনেন তব উৎকর্ষসাধনায় চ ইত্যর্থঃ) 'অগ্নয়ে' (অগ্নিসংযোগায়, জ্ঞানাগ্নিনা ইত্যর্থঃ) 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ সংশোধয়ামি, পরিশুদ্ধং সুসংস্কৃতং করোমি ইতি ভাবঃ)।

২। হে ধীঃ! ত্বং 'বেদি' (যজ্ঞস্থানং, সৎকর্ম্মাশ্রয়ভূতা ইতি যাবৎ) 'অসি' (ভবসি); 'বর্হিষে' (সৎকর্ম্মসাধনায়) 'ত্বা' (ত্বাং) 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ নিয়োজয়ামি; সুহুতং সুসিদ্ধং অস্তু মম সঙ্কল্পঃ উদ্বোধনযজ্ঞঃ বা ইত্যর্থঃ)।

(৪) দিবে। ত্বা। অন্তরিক্ষায়। ত্বা। পৃথিব্যৈ। ত্বা।

(৫) স্বধেতি স্ব—ধা। পিতৃভ্য ইতি পিতৃ—ভ্যঃ। ঊর্ক্। ভব। বর্হিষদ্ভ্য ইতি

বর্হিষৎ—ভ্যঃ। ঊর্জ্জা। পৃথিবীম্। গচ্ছত।

(৬) বিষ্ণোঃ। স্তূপঃ। অসি।

(৭) ঊর্ণাম্রদসমিত্যূর্ণা—ম্রদসম্। ত্বা। স্তৃণামি। স্বাসস্থমিতি সু—আসস্থম্। দেবেভ্যঃ।

(৮) গন্ধর্ব্বঃ। অসি। বিশ্বাবসুরিতি বিশ্ব—বসুঃ। বিশ্বস্মাৎ। ঈষতঃ। যজমানস্য।

পরিধিরিতি পরি—ধিঃ। ইডঃ। ঈড়িতঃ। ইন্দ্রস্য। বাহুঃ। অসি।

দক্ষিণঃ। যজমানস্য। পরিধিরিতি পরি—ধিঃ। ইডঃ। ঈড়িতঃ। মিত্রাবরুণাবিতি

মিত্রা—বরুণৌ। ত্বা। উত্তরত ইত্যুৎ—তরতঃ। পরীতি। ধত্তাম্। ধ্রুবেণ।

ধর্ম্মণা। যজমানস্য। পরিধিরিতি পরি—ধিঃ। ইডঃ। ঈড়িতঃ।

(৯) সূর্য্যঃ। ত্বা। পুরস্তাৎ। পাতু। কস্যাঃ। চিৎ। অভিশস্ত্যা ইত্যভি—শস্ত্যাঃ।

(১০) বীতিহোত্রমিতি বীতি—হোত্রম্। ত্বা। কবে। দ্যুমন্তমিতি দ্যু—মন্তং।

সমিতি। ইধীমহি। অগ্নে। বৃহন্তং। অধ্বরে।

(১১) বিশঃ। যন্ত্রে ইতি। স্থঃ।

(১২) বসূনাম্। রুদ্রাণাম্। আদিত্যানাম্। সদসি। সীদ।

(১৩) জুহূঃ। উপভৃদিত্যুপ—ভৃৎ। ধ্রুবা। অসি। ঘৃতাচী। নাম্না। প্রিয়েণ।

নাম্না। প্রিয়ে। সদসি। সীদ।

(১৪) এতাঃ। অসদন্। সুকৃতস্যেতি সু—কৃতস্য। লোকে। তাঃ। বিষ্ণো ইতি।

পাহি। পাহি। যজ্ঞম্। পাহি। যজ্ঞপতিমিতি। যজ্ঞ—পতিম্।

পাহি। মাম্। যজ্ঞনিয়মিতি যজ্ঞ—নিয়ম্ ॥ ১১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে মনঃ! ত্বং 'কৃষ্ণঃ' (কলঙ্ককলুষিতঃ) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'আখরেষ্ঠঃ' (সৎকর্ম্মসহযুতঃ ইত্যর্থঃ) ভব। অগ্নয়ে (অগ্নিদেবায়, প্রজ্ঞানস্বরূপায় ভগবতে ইত্যর্থঃ, যদ্বা—ভগবতঃ প্রীতিসাধনায় ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ বিনিযোজয়ামি, প্রেরয়ামি বা ইত্যর্থঃ; সুহুতমস্তু মম অনুষ্ঠানং, উদ্বোধনযজ্ঞঃ বা ইতি ভাবঃ)।

অথবা

হে মনঃ! ত্বং 'আখরেষ্ঠঃ' (অঙ্গারসদৃশঃ) 'কৃষ্ণঃ' (কৃষ্ণবর্ণঃ, কলঙ্ককলুষিতঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ 'ত্বা' (ত্বাং, তব কলঙ্কবিমোচনেন তব উৎকর্ষসাধনায় চ ইত্যর্থঃ) 'অগ্নয়ে' (অগ্নিসংযোগায়, জ্ঞানাগ্নিনা ইত্যর্থঃ) 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ সংশোধয়ামি, পরিশুদ্ধং সুসংস্কৃতং করোমি ইতি ভাবঃ)।

২। হে ধীঃ! ত্বং 'বেদি' (যজ্ঞস্থানং, সৎকর্ম্মাশ্রয়ভূতা ইতি যাবৎ) 'অসি' (ভবসি); 'বর্হিষে' (সৎকর্ম্মসাধনায়) 'ত্বা' (ত্বাং) 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ নিয়োজয়ামি; সুহুতং সুসিদ্ধং অস্তু মম সঙ্কল্পঃ উদ্বোধনযজ্ঞঃ বা ইত্যর্থঃ)।

৩। হে মনঃ! ত্বং 'বর্হিঃ' (দর্ভরূপং, যজ্ঞাদিসৎকর্ম্মসাধনং ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); 'স্রুগ্‌ভ্যঃ' (হবনীয়দানপাত্রেভ্যঃ, সৎকর্ম্মসাধনেভ্যঃ ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ সুসংস্কৃতং করোমি ; সুহুতং সুসিদ্ধং অস্তু মম অনুষ্ঠানং ইতি ভাবঃ)।

৪। (ক) হে মম ভগবৎসম্বন্ধি কর্ম্ম! 'ত্বা' (ত্বাং) 'দিবে' (দ্যুলোকাবস্থিতানাং দেবভাবানাং লাভায় ইত্যর্থঃ) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ।

(খ) হে মম ভগবৎসম্বন্ধি কর্ম্ম! 'ত্বা' (ত্বাং) 'অন্তরিক্ষায়' (অন্তরিক্ষলোকে অবস্থিতানাং দেবভাবানাং লাভায় ইত্যর্থঃ) নিয়োজয়ামি, প্রেরয়ামি বা ইতি শেষঃ।

(গ) হে মম ভগবৎসম্বন্ধি কর্ম্ম! 'ত্বা' (ত্বাং) 'পৃথিব্যৈ' (পৃথিবীলোকে, ইহজগতি ইত্যর্থঃ অবস্থিতানাং দেবভাবানাং লাভায় ইতি ভাবঃ) নিয়োজয়ামি, প্রেরয়ামি বা ইতি শেষঃ।

৫। 'পিতৃভ্যঃ' (পিতৃগুণেভ্যঃ, পিতৃগুণান্ উদ্দিশ্য ইত্যর্থঃ) 'স্বধা' (স্বধা ব্রবীমি ; তান্ আহ্বয়ামি ; তেঽপি মাং প্রাপ্নুবন্তু ইতি ভাবঃ); অথবা, হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'পিতৃভ্যঃ' (পিতৃপুরুষাণাং প্রীতিসাধনায়, যদ্বা—পিতৃগুণানাং হৃদি উপজননায় ইতি ভাবঃ) যুষ্মান্ 'স্বধা' (স্বধামন্ত্রেণ নিয়োজিতান্ কুর্ম্ম)। অতঃ যূয়ং 'বর্হিষদ্ভ্যঃ' (মম হৃদ্‌রূপে বর্হিষি সঞ্জাতেভ্যঃ ইতি ভাবঃ) 'ঊর্গ' (রসস্বরূপঃ সংরক্ষকঃ আনন্দদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'ভব' (সঞ্চর ইতি ভাবঃ); অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্বরূপাঃ পিতৃগুণাঃ! 'ঊর্জ্জা' (যুষ্মাকং সম্বন্ধিনাঃ বলপ্রাণরূপাঃ সত্ত্বভাবপ্রবাহাঃ ইত্যর্থঃ) 'পৃথিবীং' (হৃদয়রূপং সদ্‌বৃত্তিমূলং ইতি যাবৎ) 'গচ্ছত' (প্রাপ্নুবন্তু)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। পিতৃগুণাঃ তথা সত্ত্বভাবাঃ যথা উপজয়ন্তি তথা সাধনায় অত্র সঙ্কল্পঃ বর্ত্ততে।

৬। হে মনঃ! ত্বং 'বিষ্ণোঃ' (ব্যাপকস্য পরমেশ্বরস্য, যাগাদিসৎকর্ম্মানুষ্ঠানস্য ইতি যাবৎ) 'স্তূপঃ' (ধারকঃ, সংরক্ষকঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি, ভব)।

৭। হে মনঃ! ত্বং 'ঊর্ণাম্রদসং' (স্নিগ্ধসত্ত্বভাবযুতং) ভব ; 'দেবেভ্যঃ' (সর্ব্বদেবভাবেভ্যঃ) 'স্বাসস্থং' (সুখবাসস্বরূপং কর্তুং ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'স্তৃণামি' (আস্তীর্ণং করোমি, বিনিযোজয়ামি ইতি ভাবঃ)। হে মনঃ! ত্বাং শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতং তথা দেববাসযোগ্যং করোমীতি ভাবঃ।

৮। (ক) হে ভগবন্! ত্বং 'গন্ধর্ব্বঃ' (সর্ব্বগঃ) 'বিশ্বাবসুঃ' (বিশ্বব্যাপী) 'অসি' (ভবসি); অতঃ 'ঈড়িতঃ' (স্তবনীয়ঃ) ত্বং সত্ত্বসহযুতঃ সন্ 'বিশ্বস্মাৎ' (সর্ব্বস্মাৎ) 'ঈষতঃ' (শত্রোরাক্রমণাৎ) 'যজমানস্য' (অর্চ্চকস্য) 'পরিধিরিড্' (সংরক্ষক ভব ইতি শেষঃ)।

(খ) হে মনঃ অথবা শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'ইন্দ্রস্য' (ভগবতঃ) 'দক্ষিণ বাহুঃ' (শ্রেষ্ঠাঙ্গস্বরূপঃ) 'অসি' (ভবসি); 'ঈড়িতঃ' (সন্তজনীয়) ত্বং জ্ঞানাগ্নিসংশ্রবযুতঃ ভূত্বা 'যজমানস্য' (অর্চ্চকস্য) 'পরিধিরিড' (পরিরক্ষকঃ ভব ইতি শেষঃ)।

(গ) হে মনঃ! 'ধ্রুবেণ ধর্ম্মণা' (তব সত্যধর্ম্মপালনফলেন ইত্যর্থঃ) 'মিত্রাবরুণৌ' (জ্ঞানভক্তীরূপৌ দেবৌ, ভগবদ্বিভূতিদ্বয়ৌ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'উত্তরতঃ' (শ্রেষ্ঠলোকে) 'পরিধত্তাং' (সর্ব্বতোভাবেন স্থাপয়তাং); ত্বমপি 'ঈড়িতঃ' (স্তবনীয়ঃ, সন্তজনীয় জ্ঞানসহযুতঃ ভূত্বা ইত্যর্থঃ) বিধিপূর্ব্বকং 'যজমানস্য' (অর্চ্চকস্য, মম ইত্যর্থঃ) 'পরিধিরিড' (সংরক্ষকঃ ভব—শত্রোরাক্রমণাৎ ইতি শেষঃ)।

৯। হে মনঃ! 'কস্যাশ্চিৎ' (সর্ব্বস্যাঃ দেববিভূত্যাঃ ইতি ভাবঃ) 'অভিশস্ত্যৈ'

(সম্যক্ স্তত্যর্থং, অর্চ্চনার্থং, ত্বয়ি প্রতিষ্ঠার্থং ইত্যর্থঃ) 'সূর্য্যঃ' (পূর্ণজ্যোতিস্বরূপঃ দেবঃ, স্বপ্রকাশ ভগবান ইতি যাবৎ) 'পুরস্তাৎ' (অগ্রতঃ, সর্ব্বতঃ ইতি ভাবঃ) 'ত্বা (ত্বাং) 'পাতু' (পালয়তু, সংরক্ষতু ইতি ভাবঃ)।

১০। 'কবে' (ত্রিকালজ্ঞ) 'অগ্নে' (জ্ঞানস্বরূপ হে দেব!) 'দ্যুমন্তং (দীপ্তিমন্তং) 'বৃহন্তং' (মহান্তং) 'বীতিহোত্রং' (অভীষ্টপূরকং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অধ্বরে' (হিংসারহিতে সৎকর্ম্মণি, হৃদ্দেশেবা যজ্ঞে, ইতি যাবৎ) 'সমিধীমহি' (সম্যক্ দীপয়ামঃ, প্রতিষ্ঠাপয়ামঃ)। হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! ত্বং অস্মাকং হৃদি প্রদীপ্তঃ ভব ইতি ভাবঃ।

১১। হে মম ভগবৎসম্বন্ধযুতৌ জ্ঞানকর্ম্মণী! যুবাং 'বিশো' (বিশ্বব্যাপকস্য শুদ্ধসত্বস্য) 'যন্ত্রে' (নিয়ামকে, প্রজননহেতুভূতে) 'স্থঃ' (ভবথ)।

১২। হে মনঃ অথবা হে ধী! ত্বং 'বসুনাং' (বিশ্বেষাং সর্ব্বেষাং নিবাসভূতানাং দেবানাং দেবভাবানাং বা ইত্যর্থঃ) 'রুদ্রাণাং' (ঘোররূপাণাং, শত্রুবিমর্দ্দকানাং দেবানাং দেবভাবানাং বা ইতি ভাবঃ) 'আদিত্যানাং' (জ্যোতিঃস্বরূপাণাং, জ্ঞানদায়কানাং দেবানাং দেবভাবানাং বা ইতি ভাবঃ) 'সদসি' (অধিষ্ঠানে ইত্যর্থঃ) 'সীদ' (অধিতিষ্ঠ, প্রসর)। হে মনঃ! নিবাসভূতাঃ শত্রুবিমর্দ্দকাঃ জ্যোতিস্বরূপাঃ দেবাঃ দেবভাবাঃ বা পর্য্যায়ক্রমেণ শুদ্ধসত্বসঞ্চারেণ ত্বাং ভগবন্তং প্রাপয়ন্ত ইতি ভাবঃ।

১৩। হে মম ধী! ত্বং 'জুহূঃ' (হবনপাত্রস্বরূপা) অপিচ 'উপভৃৎ' (দেবানাং সমীপে হবির্দ্ধারণকর্ত্রী, সদ্ভাবপোষিকা ইত্যর্থঃ) 'ধ্রুবা' (নিত্যস্বরূপা সত্বভাবরূপা ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি, ভব ইতি ভাবঃ); 'নাম্না' (অভিধেয়েন) 'ঘৃতাচী' (হবিঃপূর্ণা, সত্বসমন্বিতা ইত্যর্থঃ) ভূত্বা 'প্রিয়েণ' (প্রিয়বস্তুনা) 'নাম্না' (অভিধেয়েন, আধারেণ সহেতি ভাবঃ) 'সদসি' (আসনে, হৃদ্রূপে অধিষ্ঠানে ইতি ভাবঃ) 'সদ' (অধিতিষ্ঠ)। হে ধি! ত্বং সদ্ভাবসমন্বিতা সতী মম হৃদয়াসনং অধিকুরু ইতি ভাবঃ।

১৪। বিষ্ণো (হে বিশ্বব্যাপক ভগবন্!) 'সুকৃতস্য' (সত্যস্বরূপস্য শোভনকর্ম্মণঃ ইত্যর্থঃ) 'লোকে' (উৎপত্তিস্থানস্বরূপে মম হৃদয়ে ইত্যর্থঃ) 'এতাঃ' (নিত্যসত্যস্বরূপাঃ যে শুদ্ধসত্বাদয়ঃ ইতি ভাবঃ) 'অসদন্' (বর্ত্তন্তে) 'তা' (তান্) 'পাহি' (রক্ষ); 'যজ্ঞং' (সৎকর্ম্মং, সত্বাদীনাং কার্য্যং) 'পাহি' (রক্ষ); 'যজ্ঞপতিং' (যজ্ঞাপালকং শুদ্ধসত্বং) 'পাহি' (সংরক্ষ); যজ্ঞনিয়ং মাং' (প্রার্থনাকারকং মাং) 'পাহি' (প্রতিপালয়, সংসারসাগরাৎ পরিত্রায়স্ব ত্বমিতি শেষঃ)। (১অষ্টক—১প্রপাঠক—১১অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে মন! তুমি কলঙ্ককলুষিত হইয়া আছ; সৎকর্ম্মসহযুত হও। অগ্নিদেবের অর্থাৎ প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে স্বাহা-মন্ত্রের দ্বারা নিয়োজিত করিতেছি অথবা পরিশুদ্ধ করিতেছি।

অথবা

হে মন! তুমি অঙ্গারসদৃশ কলঙ্ককলুষিত হইয়া আছ। কলঙ্ক বিমোচনে তোমার উৎকর্ষসাধন জন্য অগ্নিসংযোগে (অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ করিয়া) তোমাকে পরিশুদ্ধ অর্থাৎ সুসংস্কৃত করিতেছি।

২। হে ধী! তুমি দেবীস্বরূপ, সৎকর্ম্মাশ্রয়ভূতা হও। সৎকর্ম্ম-সাধনের নিমিত্ত (বর্হির ন্যায়) তোমাকে স্বাহা মন্ত্রে নিয়োজিত (সুসংস্কৃত) করিতেছি। (আমার অনুষ্ঠান সুসিদ্ধ হউক)।

৩। হে মন! দর্ভরূপ তুমি যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মের সাধক হও। সৎকর্ম্ম-সাধনের নিমিত্ত তোমাকে স্বাহামন্ত্রের দ্বারা সুসংস্কৃত করিতেছি। আমার অনুষ্ঠান সুসিদ্ধ হউক।

৪। (ক) হে আমার ভগবৎসম্বন্ধি কর্ম্ম! তোমাকে দ্যুলোকে অবস্থিত অর্থাৎ দ্যুলোক-সম্বন্ধি দেবভাব-লাভের জন্য নিযুক্ত (প্রেরণ) করিতেছি।

(খ) হে আমার ভগবৎসম্বন্ধি কর্ম্ম! তোমাকে অন্তরিক্ষলোকে অবস্থিত (অন্তরিক্ষ লোকসম্বন্ধি) দেবভাবসমূহ লাভের নিমিত্ত নিয়োজিত (প্রেরণ) করিতেছি।

(গ) হে আমার ভগবৎসম্বন্ধি কর্ম্ম! তোমাকে পৃথিবীতে অর্থাৎ ইহজগতে অবস্থিত (ইহলোকসম্বন্ধি) দেবভাব লাভের নিমিত্ত নিয়োজিত (প্রেরণ) করিতেছি।

৫। পিতৃগুণ-সমূহকে উদ্দেশ করিয়া 'স্বধা' উচ্চারণ করিতেছি। তদ্গুণাবলিকে আহ্বান করিতেছি (সেই গুণসমূহ আমাতে সঞ্জাত হউক)। অথবাহে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! আমার পিতৃগুণসমূহ উৎপাদন জন্য (সদ্ভাবপ্রাপ্তিকামনায়) স্বধা-মন্ত্রে তোমাদিগকে বিনিযুক্ত কবিতেছি। তোমরা আমার হৃদ্‌রূপ বর্হিসমূহে সঞ্জাত পিতৃগুণসমূহের রসস্বরূপ পোষক অর্থাৎ পরমানন্দদায়ক হইয়া সঞ্চারিত হও; অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্বরূপ পিতৃগুণসমূহ! তোমাদিগের সম্বন্ধি বলপ্রাণস্বরূপ সত্ত্বপ্রবাহ আমার হৃদয়রূপ সদ্‌বৃত্তিমূলকে প্রাপ্ত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। পিতৃগুণ অর্থাৎ সত্ত্বভাব সংজনন জন্য মন্ত্রে সঙ্কল্প বিদ্যমান)।

৬। হে মন! তুমি সেই অনন্তস্বরূপ ভগবানের ধারক হও। অথবা তুমি যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের চূড়াস্বরূপ হও।

৭। হে মন! তুমি স্নিগ্ধ সত্ত্বভাবযুত হও; সর্ব্বদেবভাবের অবস্থান করিবার উদ্দেশ্যে তোমাকে আসনরূপে বিস্তৃত করিতেছি। (ভাব এই যে, হে মন! তোমাকে যেন শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত দেববাসযোগ্য করি।)

৮। (ক) হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বগ সর্ব্বব্যাপী হয়েন। অতএব স্তবনীয় আপনি বিশ্বের সর্ব্বপ্রকার শত্রু হইতে অর্চ্চকের সংরক্ষক হউন।

(খ) হে মন অথবা শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি ভগবানের দক্ষিণ-বাহুস্বরূপ (শ্রেষ্ঠ-অঙ্গ) হও। অতএব, সম্ভজনীয় তুমি (প্রজ্ঞান-সমন্বিত হইয়া) বিশ্বের সর্ব্বপ্রকার শত্রু হইতে অর্চ্চকের সংরক্ষক হও।

(গ) হে মন! তোমার সত্যধর্ম্ম-পালন-ফলে, জ্ঞানভক্তিরূপ সেই মিত্রা-বরুণ দেবদ্বয় তোমাকে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ-লোকে স্থাপন করুন। তুমিও স্তবনীয় জ্ঞান-সহযুত হইয়া শত্রুর আক্রমণ হইতে সর্ব্বপ্রকারে অর্চ্চকের পরিরক্ষক হও (অর্থাৎ রক্ষা কর)।

৯। হে মন! সকল দেব-বিভূতির সম্যক্‌রূপে অর্চ্চনার জন্য (প্রতিষ্ঠার জন্য) সেই পূর্ণজ্যোতি-স্বরূপ সূর্য্যদেব (স্বপ্রকাশ জ্ঞানময় ভগবান) সর্ব্বতোভাবে তোমাকে পালন করুন।

১০। হে ত্রিকালজ্ঞ জ্ঞান-স্বরূপ অগ্নিদেব! মহান্ এবং দীপ্তিমান্ আপনাকে আমার ইষ্ট-লাভের জন্য, এই হিংসারহিত যজ্ঞে (আমার সৎ-কর্ম্ম-নিবহে—আমার হৃদ্‌প্রদেশে) প্রতিষ্ঠিত করিতেছি।

১১। হে মম ভগবৎসম্বন্ধযুত জ্ঞান ও কর্ম্ম! তোমরা বিশ্বব্যাপক শুদ্ধসত্ত্বের নিয়ামক অর্থাৎ উৎপত্তি-হেতুভূত হও।

১২। হে মন! তুমি বিশ্বের সকলের নিবাসভূত (আশ্রয়ভূত) দেব-গণের (অর্থাৎ দেবভাবসমূহের), শত্রু-বিমর্দ্দক ঘোররূপ দেবগণের (দেব-ভাবসমূহের) এবং জ্যোতিঃস্বরূপ (জ্ঞানদায়ক) দেবগণের (অর্থাৎ দেব-ভাবসমূহের) অধিষ্ঠানে প্রসারিত হও। (ভাব এই যে—হে মন! নিবাস-হেতুভূত শত্রু-বিমর্দ্দক জ্যোতিঃস্বরূপ দেবভাবসমূহ পর্য্যায়ক্রমে তোমাতে শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চার দ্বারা সভগবানকে প্রাপ্ত করান)।

১৩। হে ধী! তুমি হবনপাত্র-স্বরূপা, সেবগণ-সমীপে হবির্ধারণকর্ত্রী অর্থাৎ সদ্ভাব-পোষিকা নিত্যস্বরূপা (সদ্ভাবরূপা) হও। নামে তুমি জুহূ অর্থাৎ হবিঃপূর্ণ—সত্ত্বসমন্বিত হইয়া প্রিয়বস্তুর আধার সত্ত্বভাবের সহিত

আমার হৃদয়রূপ অধিষ্ঠানে (আসনে) অধিষ্ঠিত হও। (ভাব এই যে,—হে ধী! তুমি সদ্ভাব-সমন্বিত হইয়া আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হও)।

১৪। হে বিশ্বব্যাপক ভগবান! সত্য-স্বরূপ সৎকর্ম্মের উৎপত্তি-স্থান আমার হৃদয়ে নিত্যসত্যস্বরূপা যে শুদ্ধসত্ত্বসমূহ বিরাজিত আছে, সেই সকলকে আপনি রক্ষা করুন; আমার যজ্ঞকে (সত্ত্বাদির কার্য্যকে) রক্ষা করুন; আমার যজ্ঞপালক সদ্ভাবকে রক্ষা করুন; যজ্ঞকারী আমাকে রক্ষা করুন। (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—১১ অনুবাক) ॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

দশমেঽনুবাক আজ্যহবিষো গ্রহণমুক্তং। একাদশ ইধ্মাবর্হিঃপূর্ব্বকং বেদ্যাং হবিরাসাদনমুচ্যতে। তত্র কৃষ্ণোঽস্যাখরেষ্ঠোঽগ্নয় ইত্যাদ্যৌ মন্ত্রঃ। ততঃ পূর্ব্বমাপো দেবীরিত্যয়মুদকাভিমন্ত্রণমন্ত্র আম্নাতব্য ইত্যভিপ্রেত্য পূর্ব্ববদ্ব্যাচষ্টে—"আপো দেবীরগ্রেপুবো অগ্রেগুব ইত্যাহ। রূপমেবাঽসামেতন্মহিমানং ব্যাচষ্টে। অগ্র ইমং যজ্ঞং নয়তাগ্রে যজ্ঞপতিমিত্যাহ। অগ্র এব যজ্ঞং নয়ন্তি। অগ্রে যজ্ঞপতিং। যুষ্মানিন্দ্রোঽবৃণীত বৃত্রতূর্য্যে যূয়মিন্দ্রমবৃণীধ্বং বৃত্রতূর্য্য ইত্যাহ। বৃত্রং হনিষ্যন্নিন্দ্র আপো বব্রে। আপো হেন্দ্রং বব্রিরে। সংজ্ঞামেবাঽসামেতৎসামানং ব্যাচষ্টে। প্রোক্ষিতাঃ স্থেত্যাহ। তেনাঽপঃ প্রোক্ষিতাঃ।' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৬) ইতি।

১। "কৃষ্ণোঽস্যাখরেষ্ঠোঽগ্নয়ে ত্বা স্বাহা।"—কল্পঃ—"অথেধ্মং বিস্রস্য প্রোক্ষতি কৃষ্ণোঽস্যাখরেষ্ঠোঽগ্নয়ে ত্বা স্বাহেতি" ইতি। হে ইধ্ম ত্বং বহ্নিপ্রিয়তমত্বাত্তদভেদোপচারেণ কৃষ্ণো মৃগোঽসি। তথা বনস্পতিস্থোঽসি। অতোঽগ্নয়ে প্রিয়ং ত্বাং প্রোক্ষামি। তদেতৎকর্ত্তব্যমিতি স্বকীয়া সরস্বতী ব্রূতে। সোঽয়মর্থঃ স্বাহাশব্দবাচ্যঃ। অত এবাগ্নিহোত্রব্রাহ্মণে প্রজাপতেঃ স্বকীয়য়া বাচা সহ সংবাদ এবমাম্নায়তে—"তং বাগভ্যবদজ্জুহুধীতি। সোঽব্রবীৎ। কস্ত্বমসীতি। স্বৈব তে বাগিত্যব্রবীৎ। সোঽজুহোৎ স্বাহেতি" ইতি। অথবা নানার্থবাচী স্বাহাশব্দঃ প্রোক্ষণং ব্রূতে। অথোক্তমন্ত্রার্থং দর্শয়তি—"অগ্নির্দ্দেবেভ্যো নিলায়ত। কৃষ্ণো রূপং কৃত্বা। স বনস্পতীন্ প্রাবিশৎ। কৃষ্ণোঽস্যাখরেষ্ঠোঽগ্নয়ে ত্বা স্বাহেত্যাহ। অগ্নয় এবৈনং জুষ্টং করোতি। অথো অগ্নেরেব মেধমবরুন্ধে" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০৬) ইতি।

২। "বেদিরসি বর্হিষে ত্বা স্বাহা।"—কল্পঃ—"বেদিং প্রোক্ষতি বেদিরসি বর্হিষে ত্বা স্বাহেতি" ইতি। হে বেদে ত্বং লব্ধাঽসি। "তদিমামবিন্দন্ত যদিমামবিন্দন্ত তদ্বেদ্যৈ বেদিত্বং" ইতি শ্রুতেঃ। অতো বর্হির্ধারয়িতুং ত্বাং প্রোক্ষামি। রূপকেণাঽধারাধেয়ভাবং দর্শয়তি—'বেদিরসি বর্হিষে ত্বা স্বাহেত্যাহ। প্রজা বৈ বর্হিঃ। পৃথিবী বেদিঃ। প্রজা এব পৃথিব্যাং প্রতিষ্ঠাপয়তি' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৬) ইতি॥

৩। "বর্হিরসি স্রুগ্ভ্যস্ত্বা স্বাহা।"—কল্পঃ—"বর্হিঃ প্রোক্ষতি বর্হিরসি স্রুগ্ভ্যস্ত্বা স্বাহেতি" ইতি। হে দর্ভ বেদেস্ত্বং বৃংহণমসি। অতস্ত্বয়ি স্রুচঃ স্থাপয়িতুং ত্বাং প্রোক্ষামি।

পূর্ব্ববদাধারত্বং দর্শয়তি—"বর্হিরসি স্রুগ্‌ভ্যস্ত্বা স্বাহেত্যাহ। প্রজা বৈ বর্হিঃ। যজমানঃ স্রুচঃ। যজমানমেব প্রজাসু প্রতিষ্ঠাপয়তি" (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং৬) ইতি॥

৪। "দিবে ত্বাঽন্তরিক্ষায় ত্বা পৃথিব্যৈ ত্বা।"—কল্পঃ—"অন্তর্ব্বেদি পুরোগ্রন্থি বর্হিরাসাদ্য দিবে ত্বেত্যগ্রং প্রোক্ষতি, অন্তরিক্ষায় ত্বেতি মধ্যং পৃথিব্যৈ ত্বেতি মূলং" ইতি। বার্হিষ্যেব লোকত্রয়ং ভাবয়িত্বা লোকার্থতা প্রোক্ষণস্যেত্যাহ—"দিবে ত্বাঽন্তরিক্ষায় ত্বা পৃথিব্যৈ ত্বেতি বর্হিরাসাদ্য প্রোক্ষতি। এভ্য এবৈনল্লোকেভ্যঃ প্রোক্ষতি" (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৬) ইতি। বিধত্তে—"অথ ততঃ সহ স্রুচা পুরস্তাৎ প্রত্যঞ্চং গ্রন্থিং প্রত্যুক্ষতি। প্রজা বৈ বর্হিঃ। যথা সূত্যৈ কাল আপঃ পুরস্তাদ্যন্তি। তাদৃগেব তৎ" (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৬) ইতি। অগ্রাদিত্রয়প্রোক্ষণানন্তরং যঃ শেষস্তেন প্রোক্ষণশেষেণোদকেন স্বয়ং হস্তস্থিতপ্রোক্ষণপাত্রেণ সহ বর্হিষঃ পুরস্তাদ্ধস্তং প্রসার্য্যোদকং যথা প্রত্যক্‌সিচ্যতে তথোৎক্ষিপেৎ। যথা মনুষ্যাণাং গবাদীনাং চ প্রসূতিকালে প্রথমত আপো নির্গচ্ছন্তি তৎপ্রোক্ষণং তাদৃগেব ভবতি॥

৫। "স্বধা পিতৃভ্য উর্গ্‌ভব বর্হিষদ্ভ্য ঊর্জ্জা পৃথিবীং গচ্ছত।"—কল্পঃ—"অতিশিষ্টাঃ প্রোক্ষণীর্নিনয়তি দক্ষিণায়ৈ শ্রোণেরোত্তরস্যৈ শ্রোণেঃ স্বধা পিতৃভ্য উর্গ্‌ভব বর্হিষদ্ভ্য ঊর্জ্জা পৃথিবীং গচ্ছতেতি" ইতি। হে জল ময়া ত্বং পিতৃভ্যো দত্তমসি। অতো বর্হিষ্যবস্থিতেভ্যঃ পিতৃভ্যো রসরূপং ভব। হে জলাবয়বা ভবদীয়োদ্ভূতরসরূপেণ পৃথিবীং গচ্ছত। মন্ত্রব্যাখ্যানপূর্ব্বকং বিধত্তে—"স্বধা পিতৃভ্য ইত্যাহ। স্বধাকারো হি পিতৃণাং। উর্গ্‌ভব বর্হিষদ্ভ্য ইতি দক্ষিণায়ৈ শ্রোণেরোত্তরস্যৈ নিনয়তি সন্তত্যৈ। মাসা বৈ পিতরো বর্হিষদঃ। মাসানেব প্রীণাতি। মাসা বা ওষধীর্ব্বর্দ্ধয়ন্তি। মাসাঃ পচন্তি সমৃদ্ধ্যৈ। অনতিস্কন্দন্‌হ পর্জ্জন্যো বর্ষতি। যত্রৈতদেবং ক্রিয়তে। ঊর্জ্জা পৃথিবীং গচ্ছতেত্যাহ। পৃথিব্যামেবোর্জ্জং দধাতি। তস্মাৎ পৃথিব্যা ঊর্জ্জা ভুঞ্জতে" (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৬) ইতি। স্বধাকারঃ পিতৃণাং প্রিয় ইত্যর্থো বাজসনেয়িনাং প্রসিদ্ধঃ। দেবা উপজীবন্তি স্বাহাকারং চ বষট্‌কারং চ হন্তকারং মনুষ্যাঃ স্বধাকারং পিতর ইতি শ্রুতিঃ পূর্ব্বমুদাহৃতা। বেদের্দক্ষিণশ্রোণিমারভ্যোত্তরশ্রোণিপর্য্যন্তং নিনয়নেন যজমানস্যাবিচ্ছিন্না প্রজা ভবতি। মাসাভিমানিদেবা এব বর্হিষদঃ পিতর ইতি তৎপ্রীতৌ সত্যামভিমন্তব্যকালাত্মকা মাসা ওষধীর্ব্বর্দ্ধয়িত্বা ফলং সম্পাদয়ন্তি। ততোঽন্নসমৃদ্ধিঃ। যস্মিন্দেশ এতন্নিনয়নমেবং ক্রিয়তে তস্মিন্দেশে পর্জ্জন্যোঽতিবৃষ্ট্যা সস্যমবিনাশয়ন্নুপাকালং যথোচিতং বর্ষতি। উদকরসস্য পৃথিবীগতত্বাৎ পৃথিবীজন্যান্নরসেন জনা ভোগং সম্পাদয়ন্তি। বৈধিকাং বিধত্তে—"গ্রন্থিং বিস্রংসয়তি। প্রজননায়ৈব তৎ" (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৬) ইতি। বন্ধনরূপে গর্ভেঽবস্থিতস্য বার্হিষো বিস্রংসনমেবোৎপাদনং। বিধিদস্য বিমোচনং বিধত্তে—"ঊর্দ্ধং প্রাঞ্চমুদগূঢ়ং প্রত্যঞ্চমাযচ্ছতি। তস্মাৎ প্রাচীনং রেতো ধীয়তে। প্রতীচীঃ প্রজা জায়ন্তে" (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৬) ইতি। পশ্চাৎ প্রাঞ্চমুপগূহতীতি হি পূর্ব্বং বিহিতস্য প্রাঙ্মুখগূঢ়স্য গ্রন্থেরগ্রং ধৃত্বোর্দ্ধ্বমুৎকৃষ্য প্রত্যঙ্মুখত্বেন কর্ষেৎ॥

৬। "বিষ্ণোঃ স্তূপোঽসি।"—কল্পঃ—"বিষ্ণোঃ স্তূপোঽসীতি কর্ষন্নিধাঽহবনীয়ং প্রতি

প্রস্তরমুপাদত্তে” ইতি। হে প্রস্তর ত্বং ব্যাপিনো যজ্ঞস্য সঙ্ঘাতরূপো ধারকোঽসি। তদেতদ্দর্শয়তি—“বিষ্ণোঃ স্তূপোঽসীত্যাহ। যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ। যজ্ঞস্য ধৃত্যৈ” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০৬) ইতি। বিধত্তে—“পুরস্তাৎ প্রস্তরং গৃহ্লাতি। মুখ্যমেবৈনং করোতি” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৬) ইতি। বেদেঃ পূর্ব্বভাগে ব্রহ্মা যজমানো বা প্রস্তরং ধারয়েৎ। তচ্চ সূত্রেঽভিহিতং—“ব্রহ্মা প্রস্তরং ধারয়তি যজমানো বা” ইতি। ধারণায় মুখসমানমৌন্নত্যং হস্তেনাভিনীয় বিধত্তে—“ইয়ন্তং গৃহ্লাতি। প্রজাপতিনা যজ্ঞমুখেন সংমিতং” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৬) ইতি। বেদিখননবাক্য ইবায়মভিনয়ঃ প্রাদেশমাত্র-পরত্বেন ব্যাখ্যেয়ঃ। তদেবানূদ্য প্রশংসতি—“ইয়ন্তং গৃহ্লাতি। যজ্ঞপরুষা সম্মিতং। ইয়ন্তং গৃহ্লাতি। এতাবদ্বৈ পুরুষে বীর্য্যং। বীর্য্যসংমিতং” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৬) ইতি। পরুঃ পর্ব্ব। তচ্চ যজ্ঞপুরুষস্য হস্তকূর্পরয়োরুভয়তঃ প্রাদেশমাত্রং ভবতি। প্রসারিতয়ো-রঙ্গুষ্ঠকনিষ্ঠিকয়োরঙ্গুল্যোর্যাবন্মধ্যং তাবদেব পুরুষে সামর্থ্যং, হানোপাদানাদ্যশেষব্যাপারাণাং তত্রৈব নিষ্পত্তেঃ। পক্ষান্তরং বিধত্তে—“অপরিমিতং গৃহ্লাতি। অপরিমিতস্যাবরুদ্ধ্যৈ” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৬) ইতি। যাবত্যৌন্নত্যে স্বস্য সৌকর্য্যং তাবদেব গৃহ্লীয়াৎ। তস্যাপরিমিতসম্পত্তয়ে ভবতি। উৎপবনহেত্বোঃ পবিত্রয়োঃ প্রস্তরে স্থাপনং বিধত্তে—“তস্মিন্ পবিত্রে অপিসৃজতি। যজমানো বৈ প্রস্তরঃ। প্রাণাপানৌ পবিত্রে। যজমান এব প্রাণাপানৌ দধাতি” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৬) ইতি। প্রস্তরস্য যজমানবদ্যজ্ঞ-সিদ্ধিহেতুতয়া তদভেদোপচারঃ॥

৭। “ঊর্ণাম্রদসং ত্বা স্তৃণামি স্বাসস্থং দেবেভ্যঃ।”—কল্পঃ—“বর্হির্ব্বেত্যা৺ স্তৃণাতি দেব-বর্হিরূর্ণাম্রদসং ত্বা স্তৃণামি স্বাসস্থং দেবেভ্য ইতি” ইতি।

অত্র শাখান্তরানুসারেণ দেববর্হিরিত্যেতৎপদং পূরিতং। হে দেববর্হিস্ত্বং কম্বলবন্মৃদুরূপং, দেবানাং সুখেনাঽসিতুং স্থানরূপং ত্বাং বেদ্যাং স্তৃণামি। ব্যাচষ্টে—“ঊর্ণাম্রদসং ত্বা স্তৃণামীত্যাহ। যথাযজুরেবৈতৎ। স্বাসস্থং দেবেভ্য ইত্যাহ। দেবেভ্য এবৈনৎস্বাসস্থং করোতি” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৬) ইতি। বিধত্তে—“বর্হিঃ স্তৃণাতি। প্রজা বৈ বর্হিঃ। পৃথিবী বেদিঃ। প্রজা এব পৃথিব্যাং প্রতিষ্ঠাপয়তি” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৬) ইতি। তত্রৈব বিশেষং বিধত্তে—“অনতিদৃশ্ন৺ স্তৃণাতি। প্রজয়ৈবৈনং পশুভিরনতিদৃশ্নং করোতি” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৬) ইতি। ভূমিস্বরূপমত্যন্তং যথা ন দৃশ্যতে তথা বহুলং স্তৃণীয়াৎ। বহুপ্রজাপশ্বাবৃতো যজমানোঽপি বৈদেশিকৈরদৃশ্যমানঃ প্রভুর্ভবতি॥

৮। “গন্ধর্ব্বোঽসি বিশ্বাবসুর্ব্বিশ্বস্মাদীষতো যজমানস্য পরিধিরিড় ঈড়িত ইন্দ্রস্য বাহুরসি (১) দক্ষিণো যজমানস্য পরিধিরিড় ঈড়িতো মিত্রাবরুণৌ ত্বোত্তরতঃ পরি ধত্তাং ধ্রুবেণ ধর্ম্মণা যজমানস্য পরিধিরিড় ঈড়িতঃ।”—কল্পঃ—“অথ প্রস্তরপাণিঃ প্রাগভিসৃপ্য পরিধীন্‌পরিদধাতি গন্ধর্ব্বোঽসি বিশ্বাবসুর্ব্বিশ্বস্মাদীষতো যজমানস্য পরিধিরিড় ঈড়িত ইতি মধ্যমমিন্দ্রস্য বাহুরসি দক্ষিণো যজমানস্য পরিধিরিড় ঈড়িত ইতি দক্ষিণং মিত্রাবরুণৌ ত্বোত্তরতঃ পরি ধত্তাং ধ্রুবেণ ধর্ম্মণা যজমানস্য পরিধিরিড় ঈড়িত ইত্যুত্তরং” ইতি। হে মধ্যমপরিধে ত্বং বিশ্বাবসুনামা গন্ধর্ব্বোঽসি তদ্বদ্রক্ষকত্বাৎ। তেন সর্ব্বস্মাদ্ধিংসকাদ্যজমানস্য পরিপোষকোঽন্নরূপঃ স্তুতো ভব।

এবমুত্তরয়োর্যোজ্যং। ধ্রুবেণ ধর্ম্মণাঽনুষ্ঠীয়মাননিত্যকর্ম্মনিমিত্তং। বিধিপূর্ব্বকং ব্যাচষ্টে—"ধারয়ন্প্রস্তরং পরিধীন্পরিদধাতি। যজমানো বৈ প্রস্তরঃ। যজমান এব তৎস্বয়ং পরিধীন্ পরিদধাতি। গন্ধর্ব্বোঽসি বিশ্বাবসুরিত্যাহ। বিশ্বমেবাঽয়ুর্যজমানে দধাতি। ইন্দ্রস্য বাহুরসি দক্ষিণ ইত্যাহ। ইন্দ্রিয়মেব যজমানে দধাতি। মিত্রাবরুণৌ ত্বোত্তরতঃ পরি ধত্তামিত্যাহ। প্রাণাপানৌ মিত্রাবরুণৌ। প্রাণাপানাবেবাস্মিন্ দধাতি" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৬) ইতি॥

৯॥ "সূর্য্যস্ত্বা পুরস্তাৎ পাতু কস্যাশ্চিদভিশস্ত্যাঃ।"—বোধায়নঃ—"অথ সূর্য্যেণ পুরস্তাৎ পরিদধাতি সূর্য্যস্ত্বা পুরস্তাৎ পাতু কস্যাশ্চিদভিশস্ত্যা ইতি" ইতি। আপস্তম্বঃ—"আহবনীয়মভিমন্ত্র্য" ইতি। কস্যাশ্চিদভিশস্ত্যাঃ সর্ব্বস্যা অপি হিংসায়াঃ। অনেনৈবাভিপ্রায়েণ ব্যাচষ্টে—"সূর্য্যস্ত্বা পুরস্তাৎ পাত্বিত্যাহ। রক্ষসামপহত্যৈ। কস্যাশ্চিদভিশস্ত্যা ইত্যাহ। অপরিমিতাদেবৈনং পাতি" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৬) ইতি॥

১০। "বীতিহোত্রং ত্বা কবে দ্যুমন্তꣳ সমিধীমহ্যগ্নে বৃহন্তমধ্বরে।"—কল্পঃ—"ঊর্দ্ধে আঘারসমিধাবাদধাতি বীতিহোত্রং ত্বা কবে দ্যুমন্তꣳ সমিধীমহ্যগ্নে বৃহন্তমধ্বর ইতি" ইতি।

হে বিদ্বন্নগ্নে ত্বামধ্বরং নিমিত্তীকৃত্য সমিধীমহি। কীদৃশং ত্বাং বীতয়ে ব্যাপ্তয়ে সমৃদ্ধয়ে হোত্রং হোমো যস্য তং বীতিহোত্রং। এতমেবার্থং দর্শয়তি—"বীতিহোত্রং ত্বা কব ইত্যাহ। অগ্নিমেব হোত্রেণ সমর্দ্ধয়তি। দ্যুমন্তꣳ সমিধীমহীত্যাহ সমিদ্ধ্যৈ। অগ্নে বৃহন্তমধ্বর ইত্যাহ বৃদ্ধ্যৈ" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৬) ইতি॥

১১। "বিশো যন্ত্রে স্থঃ।"—কল্পঃ—"অন্তর্ব্বেদ্যুদীচীনাগ্রে বিধৃতী তিরশ্চী আসাদয়তি বিশো যন্ত্রে স্থ ইতি" ইতি। হে দর্ভরূপে বিধৃত্যৌ যুবাং প্রজায়া নিয়ামিকে ভবথঃ। এতদেব দর্শয়তি—"বিশো যন্ত্রে স্থ ইত্যাহ। বিশাং যত্যৈ" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৬) ইতি। বিধত্তে—"উদীচীনাগ্রে নিদধাতি প্রতিষ্ঠিত্যৈ" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৬) ইতি॥

১২। "বসূনাꣳ রুদ্রাণামাদিত্যানাꣳ সদসি সীদ"—কল্পঃ—"বসূনাꣳ রুদ্রাণামাদিত্যানাꣳ সদসি সীদেতি তয়োঃ প্রস্তরমভ্যাদধাতি" ইতি। বিধৃতিদ্বয়মেব সদ ইত্যভিপ্রেত্যাঽহ—"বসূনাꣳ রুদ্রাণামাদিত্যানাꣳ সদসি সীদেত্যাহ। দেবতানামেব সদনে প্রস্তরꣳ সাদয়তি" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৬) ইতি॥

১৩। "জুহূরুপভৃদ্ধ্রুবাঽসি ঘৃতাচী নাম্না প্রিয়েণ নাম্না প্রিয়ে সদসি সীদ।"—কল্পঃ—"প্রস্তরে জুহূꣳ সাদয়তি জুহূরসি ঘৃতাচী নাম্না প্রিয়েণ নাম্না প্রিয়ে সদসি সীদেত্যুত্তরামুপভৃতমুপভৃদসি ঘৃতাচী নাম্না প্রিয়েণ নাম্না প্রিয়ে সদসি সীদেত্যুত্তরাং ধ্রুবাং ধ্রুবাঽসি ঘৃতাচী নাম্না প্রিয়েণ নাম্না প্রিয়ে সদসি সীদেতি" ইতি। প্রথমদ্বিতীয়য়োরসি ঘৃতাচীত্যাদিকমনুষজ্যতে। ব্যাচষ্টে—"জুহূরসি ঘৃতাচী নাম্নেত্যাহ। অসৌ বৈ জুহূঃ। অন্তরিক্ষমুপভৃৎ। পৃথিবী ধ্রুবা। তাসামেতদেব প্রিয়ং নাম। যদ্ঘৃতাচীতি। যদ্ঘৃতাচীত্যাহ। প্রিয়েণৈবৈনা নাম্না সাদয়তি" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৬) ইতি॥

১৪। "এতা অসদন্ৎসুকৃতস্য লোকে তা বিষ্ণো পাহি পাহি যজ্ঞং পাহি যজ্ঞপতিং পাহি মাং যজ্ঞনিয়ম্॥"—কল্পঃ—"অথ স্রুচঃ সন্না অভিমৃশত্যেতা অসদন্ৎসুকৃতস্য লোকে তা বিষ্ণো পাহি পাহি যজ্ঞং পাহি যজ্ঞপতিং পাহি মাং যজ্ঞনিয়মিতি" ইতি। লোকেঽবশ্যম্ভাবি ফলং

তদ্রূপত্বেন ভাবিতে প্রস্তরে স্রুচোঽবস্থিতঃ। এতদেব দর্শয়তি—"এতা অসদন্ৎসুকৃতস্য লোক ইত্যাহ। সত্যং বৈ সুকৃতস্য লোকঃ। সত্য এবৈনাঃ সুকৃতস্য লোকে সাদয়তি। তা বিষ্ণো পাহীত্যাহ। যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ। যজ্ঞস্য ধৃত্যৈ। পাহি যজ্ঞং পাহি যজ্ঞপতিং পাহি মাং যজ্ঞনিয়মিত্যাহ। যজ্ঞায় যজমানায়াঽত্মনে। তেভ্য এবাঽশিষমাশাস্তেঽনার্ত্ত্যৈ' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৬) ইতি। ধৃতির্যজ্ঞপুরুষকর্তৃকং স্রুচাং পোষণং॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—

"কৃষ্ণ ইধ্মং বেদির্ব্বেদিং বর্হির্ব্বর্হিঃ সমুক্ষতি। দিবেত্রিভির্ব্বর্হির্যোঽগ্রমধ্যমূলানি চোক্ষতি॥ ১॥ স্বধা শেষং ক্ষিপেদ্ভূমৌ বিষ্ণোঃ প্রস্তরমুন্নয়েৎ। উর্ণা বর্হিস্তৃতির্গন্ধর্ব্বিভিস্ত্রীন্‌পরিধীন্‌ক্ষিপেৎ॥ ২॥ সূর্য্যোঽভিমন্ত্র্য পূর্ব্বাগ্নিং বীত্যাধারসমিৎস্থিতিঃ। বিশো আধায় বিধৃতী বস্থ প্রস্তরসাদনম্‌॥ ৩॥ জুহূপভৃভিরাসাদ্য স্রুচ এতাস্ত মন্ত্রয়েৎ। একাদশানুবাকেঽস্মিন্নীরিতা মন্ত্রবিংশতিঃ॥ ৪॥" ইতি।

অথ মীমাংসা।

প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থপাদে চিন্তিতম্‌—"যজমানঃ প্রস্তরোঽত্র গুণো বা নাম বা স্তুতিঃ। সামানাধিকরণ্যেন স্যাদেকস্যান্যনামতা॥ গুণো বা যজমানোঽস্ত কার্য্যে প্রস্তরলক্ষিতে। অংশাংশিত্বাদ্যভাবেন পূর্ব্ববন্নাত্র সংস্তুতিঃ। অর্থভেদাদনামত্বং গুণশ্চেৎপ্রহ্রিয়েত সঃ। যাগসাধকতাদ্বারা বিধেয়প্রস্তরস্তুতিঃ" ইতি॥ ইদমাম্নায়তে—"যজমানঃ প্রস্তরঃ" ইতি। তত্র যজমানস্য প্রস্তরশব্দো নামধেয়ং প্রস্তরস্য বা যজমানশব্দো নামধেয়ং। কুতঃ। উদ্ভিদা যাগেনেত্যাদাবিব সামানাধিকরণ্যাদিত্যেকঃ পক্ষঃ। গুণবিধিরেব ইত্যপরঃ। তথাঽপি যজমানকার্য্যে জপাদৌ প্রস্তরস্যাচেতনস্য সামর্থ্যাভাবাৎ প্রস্তরকার্য্যে স্রুগ্ধারণাদৌ যজমানস্য শক্তত্বাদ্যজমানরূপো গুণো বিধীয়তে। এবং সতি পশ্চাচ্ছ্রুতস্য প্রস্তরশব্দস্য কার্য্যলক্ষকত্বেঽপি প্রথমশ্রুতো যজমানশব্দো মুখ্যবৃত্তির্ভবিষ্যতি। ন চাত্র পূর্ব্বন্যায়েন স্তুতিঃ সম্ভবতি। অষ্টাকপালদ্বাদশকপালয়োরিব প্রস্তরযজমানয়োরংশাংশিত্বাভাবাৎ। "বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা" "উর্জ্জোঽবরুদ্ধ্যৈ" ইত্যাদিবৎস্তুতিরিতি চেন্ন। ক্ষিপ্রত্বাদিধর্ম্মবৎকস্যচিদ্বৎকর্ষস্যাপ্রতীতেঃ। তয়োর্নামগুণয়োরন্যতরত্বমিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—গোমহিষয়োরিবার্থভেদস্যাত্যন্তপ্রসিদ্ধত্বান্ন নামত্বং যুক্তং। গুণপক্ষে ত্বগ্নৌ প্রহরণস্য প্রস্তরবিষয়ত্বাদ্যজমানে প্রহৃতে সতি কর্ম্মলোপঃ স্যাৎ। তস্মাদ্বিধেয়ঃ প্রস্তরো যজমানশব্দেন স্তূয়তে। যথা সিংহো দেবদত্ত ইত্যত্র সিংহগুণেন শৌর্য্যাদিনোপেতো দেবদত্তঃ সিংহশব্দেন স্তূয়তে তথা যজমানগুণেন যাগসাধনত্বেন যুক্তঃ প্রস্তরো যজমানশব্দেন স্তূয়তে। এবং "যজমানো বা এককপালঃ" ইত্যাদিষু দ্রষ্টব্যং॥

অথ ব্যাকরণম্‌।

কৃষ্ণস্য মৃগাখ্যা বেদিতি কৃষ্ণশব্দস্যাঽদ্যুদাত্তঃ। আখরেষ্ঠ ইত্যত্র প্রাতিপদিকস্বরেণ বা সমাসস্বরেণ বা কৃৎস্বরেণ বা কৃৎপ্রত্যয়ান্তস্বরেন থাথাদিস্বরেণ বাঽন্তোদাত্তত্বং। বেদিশব্দস্যেন্‌প্রত্যয়ান্তত্বেন নিৎস্বরঃ। বিষ্ণুশব্দো নুপ্রত্যয়ান্তঃ। স্তূপশব্দো বৃষাদিঃ। উর্ণাশব্দস্য বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বে সত্যুপমানপূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। স্বাসস্থমিত্যত্র "নঞ্‌সুভ্যাং" (পা০ ৬।২।১৭২) ইত্যন্তোদাত্তঃ। বিশ্বাবসুরিত্যত্র "বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়াং" (পা০ ৬।২।১০৬) ইতি পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বং। ঈযতো যজমানস্যেত্যুভয়ত্র লসার্ব্বধাতুকস্বরঃ। মিত্রাবরুণাবিত্যত্র দেবতাদ্বন্দ্বস্বরঃ। উত্তরত ইত্যত্রাতসুচ্‌প্রত্যয়ান্তত্বেন চিৎস্বরঃ।

ধর্ম্মণেত্যত্র মনিন্‌প্রত্যয়ান্তত্বান্নিৎস্বরঃ। সূর্য্যশব্দে নিপাতনাদাদ্যুদাত্তঃ। কশ্যা ইত্যত্র সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বে প্রাপ্তে "ন গোশ্বন্‌সাববর্ণরাডঙ্‌ক্রুদ্‌ভ্যঃ" (পা০ ৬।২।১৮২) ইতি প্রথমৈকবচনে সাববর্ণান্তত্বেন নিষিধ্যতে। অভিশস্ত্যা ইত্যত্র তাদৌ চেতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরঃ। বীতিহোত্রমিত্যত্র "মন্ত্রে বৃষেষপচমনবিদভূবীরা উদাত্তঃ" (পা০ ৩।৩।৯৬) ইতি বীধাতোরুদাত্তত্বে ক্তিন্‌প্রত্যয়ে সতি বহুব্রীহিস্বরঃ। ঘৃতাচীত্যত্র কৃৎস্বরঃ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রপাঠকে একাদশোঽনুবাকঃ॥ ১১ ॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

দশম অনুবাকে আজ্যহবিঃ গ্রহণমূলক মন্ত্রসমূহ উক্ত হইয়াছে; আর, এই একাদশ অনুবাকে ইধ্ম এবং বর্হি সহিত বেদীতে হবিঃ স্থাপনের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই ইধ্ম বর্হি ও হবিঃ গ্রহণের পূর্ব্বে, 'আপো দেবী অগ্রেগুব' প্রভৃতি মন্ত্রে তৎসমুদায়ে জল প্রক্ষেপ করিতে হয়;—ভাষ্যানুক্রমণিকায় এতদ্বিষয় পরিদৃষ্ট হয়।

ভাষ্যানুসারে প্রথম মন্ত্রটী 'ইধ্ম' অর্থাৎ হোমের কাষ্ঠ সম্বোধনে, দ্বিতীয় মন্ত্র বেদি-সম্বোধনে এবং তৃতীয় মন্ত্র 'বর্হি' অর্থাৎ সজ্ঘবদ্ধ কুশ সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে, বুঝা যায়। সে মতে যজ্ঞকাষ্ঠকে সম্বোধন করিয়া প্রথম মন্ত্রে বলা হইতেছে,—'হে যজ্ঞকাষ্ঠ! তুমি অগ্নির প্রিয় বলিয়া অভেদ উপচারে কৃষ্ণমৃগ হও। আর তুমি বনস্পতিস্থ অর্থাৎ বনস্পতির অঙ্গস্বরূপ। অতএব অগ্নির উদ্দেশে অগ্নির প্রিয় তোমাকে (জল দ্বারা) প্রোক্ষিত করিতেছি।' এখানে 'কৃষ্ণ' শব্দে কৃষ্ণবর্ণ বলা হইল না। ভাষ্যকার কারণ নির্দ্দেশ করিলেন,—'অন্তোদাত্ত কৃষ্ণ শব্দ আদ্যুদাত্ত বলিয়া মৃগবাচী হইয়াছে। এই মন্ত্র শুক্লযজুর্ব্বেদেও দেখিতে পাই। যজ্ঞকে 'কৃষ্ণবর্ণ' বলা হইল কেন, তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত উপাখ্যান শুক্লযজুর্ব্বেদে পরিদৃষ্ট হয়; যথা,—'একদা যজ্ঞ, উপক্রান্ত (শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত) হইয়া, আত্মগোপনের জন্য কৃষ্ণমৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক যজ্ঞীয় তরুর মধ্যে প্রবেশ করেন। একটী কঠিন বৃক্ষে তিনি অবস্থান করিয়াছিলেন। সেইজন্যই 'আখরেষ্ঠঃ' পদ মন্ত্রে আছে; এবং ইধ্মকে 'আখরেষ্ঠঃ' বলা হইয়াছে। তাহা হইতে 'কৃষ্ণোঽস্যাখরেষ্ঠঃ' বাক্যের অর্থ হয়,—'মৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক কৃষ্ণবর্ণ কঠিন কাষ্ঠের অভ্যন্তরে অবস্থিত হে যজ্ঞ' ইত্যাদি। 'অগ্নয়ে' হইতে 'স্বাহা' পর্য্যন্ত প্রথম মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের অর্থ,—'তোমাকে অগ্নিতে সমর্পণ করিবার উদ্দেশ্যে প্রীতিসহকারে প্রোক্ষণ করিতেছি। তৃতীয় মন্ত্রে বেদিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে,—'হে বেদি! তুমি বেদ্ধ অর্থাৎ বিস্তৃত হও। তোমার উপরে কুশ বিস্তৃত করিব বলিয়া তোমাকে প্রীতিসহকারে প্রোক্ষণ করিতেছি।' তৃতীয় মন্ত্রে কুশগুলিকে (কুশের আঁটিকে) সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'হে দর্ভ! তুমি বেদির 'বৃংহণ' হও; স্রুক্‌ধারণের নিমিত্ত তোমাকে প্রীতিপূর্ব্বক প্রোক্ষণ করিতেছি।'

প্রথম মন্ত্রের 'কৃষ্ণঃ' পদে আমরা 'কলঙ্ককলুষিতঃ' অর্থ গ্রহণ করিলাম। আমরা ঐ পদের সহিত কৃষ্ণমৃগের কোনও সম্বন্ধ দেখিতে পাইলাম না। 'আখরেষ্ঠঃ' পদে আমরা দ্বিবিধ অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। এক অর্থ—'সৎকর্ম্মসহযুতঃ; 'খ' অর্থাৎ স্বর্গদান করে—এই অর্থে 'খর' শব্দ 'আহবনীয়' অর্থ দ্যোতনা করে। সেই আহবনীয় যাহাতে সর্ব্বতোভাবে আছে, তাহাই 'আখরেষ্ঠঃ'।' 'আখরেষ্ঠঃ' পদের 'সৎকর্ম্মসহযুত' অর্থই সঙ্গত হয়। আর এক অর্থে ঐ পদে 'অঙ্গারসদৃশ' বুঝাইতেও পারে। 'অগ্নয়ে' পদে 'অগ্নিদেবায়' অথবা অগ্নিসংযোগের দ্বারা (বিভক্তি-ব্যত্যয়ে) অর্থ পরিগৃহীত হয়। 'অগ্নিদেবের প্রীতির নিমিত্ত অর্থাৎ হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি সঞ্চারের জন্য অথবা ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত, মন, তোমাকে সুসংস্কৃত করিতেছি অর্থাৎ ভগবৎকর্ম্মে নিয়োজিত করিতেছি'—এইরূপ উক্তিই সুসঙ্গত। অঙ্গারসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ (কলুষিত) মন জ্ঞানের সাহায্যেই, অঙ্গারে অগ্নিপ্রবেশের ন্যায়, উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়। মনকে সুসংস্কৃত করিবার তাৎপর্য্য —জ্ঞানাগ্নির দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত করা। মন্ত্রে সেই ভাবই পরিব্যক্ত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রও মনঃসম্বন্ধসূচক। দ্বিতীয় মন্ত্রের সম্বোধ্য –'ধী' পদ অধ্যাহার করিয়াছি। বেদি' পদের সহিত উহার সম্বন্ধ রক্ষাই লক্ষ্য। তৃতীয় মন্ত্রের সম্বোধন 'মন' পদও 'বর্হিঃ' পদের সহিত সম্বন্ধ রক্ষায়ই পরিকল্পিত। ফলতঃ, মনই বেদি, মনই যজ্ঞস্থল; মনই বর্হি, মনই যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মসাধক। হবনীয়দান-পাত্রের (স্রুকের) সহযোগে যেমন বর্হিকে হোমাগ্নিতে অর্পণ করা হয়, মনকে সেইরূপভাবে সৎকর্ম্মসাধনের জন্য ভগবানে অর্পণ করা কর্ত্তব্য। সুসংস্কৃত করিবার উদ্দেশ্য—মনকে ভগবানে সমর্পণ করার আবশ্যক। আমরা মনে করি, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে এই ভাবই পরিব্যক্ত।

চতুর্থ মন্ত্রটীর তিনটী বিভাগ পরিকল্পিত হইয়াছে। ভাষ্যমতে এই মন্ত্রের দ্বারা হস্ত প্রক্ষালন করিতে হয়। অগ্রাদিত্রয় প্রোক্ষণান্তর বর্হির শেষ ভাগ গ্রহণ করিয়া প্রোক্ষণ শেষ জল এবং হস্তস্থিত প্রোক্ষণপাত্র সহিত দুই হস্ত সম্মুখে প্রসারণ করিতে হয়। তার পর এমনভাবে সেই জল নিক্ষেপ করিতে হয়, যাহাতে সেই জল পশ্চাদ্দিকে যাইয়া পড়িতে পারে। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে আপ! স্বর্গলোকের অন্তরিক্ষলোকের এবং পৃথিবীর উদ্দেশে তোমাকে নিক্ষেপ করিতেছি।' আমরা কিন্তু এ ভাব গ্রহণ করি না। আমাদের মতে এই মন্ত্রের লক্ষ্য—ভগবৎসম্বন্ধযুত সৎকর্ম্ম। আর সেই কর্ম্ম-সাধনে সদ্ভাব-সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষাই মন্ত্রের বিভাগত্রয়ে প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। কর্ম্ম ভিন্ন সংসারে কাহারও গত্যন্তর নাই। যিনি যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, কর্ম্ম তাঁহাকে করিতেই হইবে। তবে সে কর্ম্ম এমন কর্ম্ম হওয়া চাই, যাহাতে সেই কর্ম্মের ফলে হৃদয়ে সদ্ভাবের সঞ্চার হয়। ভগবৎসহযুত কর্ম্মই কর্ম্ম। যাহাতে ভগবানের প্রীতি সাধিত হয়, সেই কর্ম্মই সংসারবন্ধনচ্ছেদক, মোক্ষহেতুভূত - পরম সুখসাধক। "কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি"—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবানের এই বাক্যেই স্বরূপ উপলব্ধ হইয়া থাকে। সৎ-কর্ম্মেই ব্রহ্ম নিত্যপ্রতিষ্ঠিত আছেন। সুতরাং ব্রহ্মকর্ম্ম-সাধনের উদ্বোধনাই মন্ত্রমধ্যে নিহিত রহিয়াছে। মন্ত্র বলিতেছেন,—'যদি সদ্ভাবের কামনা কর, ভগবানের প্রীতিহেতুভূত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। সেই কর্ম্মই কর্ম্ম। সেই কর্ম্মই পরমসুখ সাধক—সেই কর্ম্মই পরম আনন্দদায়ক।'

পঞ্চম মন্ত্র উদক-সম্বোধনে বিনিযুক্ত। ভাষ্যমতে এই মন্ত্রে দক্ষিণ মুখ হইয়া উত্তান হস্তে অঞ্জলি করিয়া পিতৃপুরুষের উদ্দেশে জল প্রদান করিবে। সে মতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে জল! পিতৃগণের উদ্দেশ্যে আমি তোমাকে প্রদান করিতেছি। এই বর্হিতে অবস্থিত বলিয়া তুমি পিতৃগণের রসস্বরূপ রক্ষক হও। হে জলাবয়ব, তোমাদিগের হইতে উদ্ভূত রস পৃথিবীতে গমন করুক।' এই মন্ত্রোচ্চারণে বেদির দক্ষিণ দিক হইতে উত্তর দিক পর্য্যন্ত জলধারা প্রদান করিতে হইবে। তাহাতে অবিচ্ছিন্নভাবে যজমানের প্রজার উৎপত্তি হয়। আমাদের মতে এই মন্ত্রে অনুষ্ঠানকারী পিতৃলোকের গুণরাশি অধিকার করিবার জন্য পিতৃগণের উদ্দেশ্যে 'স্বধা' শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন। পিতৃগুণ—সদ্ভাব হৃদয়ে উপজিত হইলে, মানুষের পরম কল্যাণ সংসাধিত হয়। এখানে এ মন্ত্রে সেই প্রার্থনাই ব্যক্ত হইয়াছে। ভাষ্যমতে ষষ্ঠ মন্ত্রে প্রস্তরকে এবং সপ্তম মন্ত্রে বর্হিকে সম্বোধন করা হইয়াছে। সেই সম্বোধন অনুসারে ষষ্ঠ মন্ত্রের অর্থ হয়—'হে প্রস্তর! তুমি ব্যাপক যজ্ঞের সংঘাতরূপ ধারক হও।' সপ্তম মন্ত্রের অর্থ,—'হে দেববর্হি! তুমি সম্বলবৎ মৃদু অর্থাৎ কোমল হও। দেবগণের সুখে বাসযোগ্য স্থানরূপ তোমাকে বেদিতে আস্তীর্ণ করিতেছি। অর্থাৎ, দেবতাগণ বসিবেন বলিয়া এই উর্ণাসন সদৃশ কুশাসন বিস্তৃত করিতেছি।' এই মন্ত্রের দ্বারা বেদির উপরিভাগে কুশ বিস্তার করিতে হয়। আমরা মন্ত্র দুইটীকে মনঃ সম্বোধনে বিনিযুক্ত বলিয়া মনে করি। সেইরূপ সম্বোধনে মন্ত্রদ্বয়ের অন্তর্গত কয়েকটী শব্দের প্রতিও ভাব-সামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে অতি সমীচীন সুসঙ্গত অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ষষ্ঠ মন্ত্রে মনকে 'বিষ্ণোঃ স্তূপোঽসি' বলা হইয়াছে। বিষ্ণুর স্তূপ বলিতে কি বুঝি? এতদুক্তিতে দুই প্রকার ভাব মনে আসে। প্রথম—'স্তূপ' শব্দে ধারক অর্থ গ্রহণ করিতে পারি; দ্বিতীয়—'স্তূপ' শব্দে চূড়া অর্থ পরিগৃহীত হইতে পারে। প্রথম অর্থে,—'হে মন! তুমি পরমেশ্বরকে ধারণ কর'—এই ভাব আসে; দ্বিতীয় অর্থে—'বিষ্ণোঃ' পদে যদি যজ্ঞ অর্থ গ্রহণ করি, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে,—'মন! তুমি যজ্ঞের শিখা বা চূড়া হও।' যজ্ঞের শিখা বা চূড়া—মন কিরূপে হইতে পারে? শিখা বা চূড়া শব্দে যজ্ঞে প্রদত্ত আহবনীয় সামগ্রীর শ্রেষ্ঠত্ব ভাব আসে। যজ্ঞে যাহা কিছু উপহার প্রদান কর না কেন, আহবনীয়রূপে যত কিছু মূল্যবান সামগ্রীই উৎসর্গ কর না কেন, মনই সকল সামগ্রীর শ্রেষ্ঠ আহবনীয়। মন ভগবৎকর্ম্মে সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত হইলে, কোনও আহবনীয় সামগ্রীই তাহার সমকক্ষ হইতে পারে না। সুতরাং তাহাকে শ্রেষ্ঠ উপহারই বলা যায়।

অতঃপর সপ্তম মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করুন। 'ঊর্ণাম্রদসং' পদের অর্থ—ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায়ই প্রকাশ—কোমলতা-সম্পাদক। শুদ্ধসত্ত্বভাবের সঞ্চারেই মন স্নিগ্ধ কোমলতা-সম্পন্ন হয়। মনকে কোমলতাসম্পন্ন হইতে হইবে বলার তাৎপর্য্য এই যে,—মন যেন স্নিগ্ধসত্ত্বভাবের অধিকারী হয়। দেবগণের বা দেবভাবের আবাসস্থানরূপে মনকে আসনভাবে বিস্তৃত করিতে পারাই সুসঙ্গত উপমা। যত কিছু সুকোমল সুদৃশ্য আসন বিস্তৃত কর না কেন, দেবতার উপবেশনের আসন—সুপবিত্র মন ভিন্ন অন্য আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নহে। মন্ত্রে প্রথমে তাই বলা হইল,—'মন তুমি স্নিগ্ধসত্ত্বভাবপূর্ণ হও।' তার পর বলা হইল—'তোমায় দেবতাদের সুখবাসের জন্য বিস্তৃত করিতেছি। পর পর বাক্যের সুন্দর

সামঞ্জস্য লক্ষিত হইবে। মন্ত্রে মনকে শুদ্ধসত্ত্বভাবান্বিত হওয়ার জন্য উদ্‌বুদ্ধ করা হইয়াছে। প্রস্তর আসনের প্রসঙ্গে মনকেই লক্ষ্য করে। অসৎ-কর্ম্মের দ্বারা মন প্রস্তরবৎ কঠিন হয়। কিন্তু তাহাকে ভগবৎকার্য্যে নিয়োজিত, সত্ত্ব-ভাবে ভাবান্বিত করিতে পারিলে সেই আবার কোমলতা প্রাপ্ত হয়। প্রস্তর-আসন হইয়াও ঊর্ণনাভের তন্তুর ন্যায় কোমলাসন হইতে পারিবে,—এতদ্বাক্যের মর্ম্ম এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবের আধার-স্বরূপ হইলে, এই মনই দেবগণের অভ্যর্থনার জন্য আসন-স্বরূপ বিস্তৃত হইতে পারে। তখন সর্ব্বদেবগণ, সর্ব্বদেবভাবসমূহ আপনিই আসিয়া তাহাতে অধিষ্ঠিত হইবেন। তখন, তাঁহারাই আশ্রয়-স্থানভূত হইবেন, তখন তাঁহারাই শাসক-স্থানীয় হইয়া তোমার সকল বৃত্তিকে সৎপথে পরিচালিত করিবেন, তখন তাঁহারাই আসিয়া হৃদয়ে জ্যোতিঃ বিস্তার করিবেন।

তার পর অষ্টম মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করুন। আসন বিস্তৃত হইল; দেবতা আসিয়া সে আসনে উপবেশন করিবেন। কিন্তু সংশয় – যদি শত্রু আসিয়া উপদ্রব করে, আর সেইজন্যই যদি সেখানে দেবতার অধিষ্ঠান না হয়! তাই বলা হইল,—'ভগবান হিংসকগণের আক্রমণ হইতে যেন তাহাকে রক্ষা করেন।' ভাষ্যমতে এই মন্ত্র পরিধি সম্বোধনে বিনিযুক্ত। বেদীর পশ্চিম দক্ষিণ ও উত্তর তিন দিকের পরিধি নির্দ্দেশ করিয়া, সেই পরিধিত্রয়কে সম্বোধন-পূর্ব্বক এই মন্ত্রের বিভাগত্রয় বিহিত হইয়াছে। ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের যে অর্থ অধ্যাহৃত হয়, তাহা এই – 'হে মধ্যম পরিধি! তুমি বিশ্বা বসু নামক গন্ধর্ব্ব হও; সকল বিঘ্ন নিবারণ জন্য সেই গন্ধর্ব্ব তোমাকে রক্ষা করুন। তুমি যেমন অগ্নির পরিধি, তেমনি যজমানেরও পরিধি। সুতরাং শত্রুর আক্রমণ হইতে যজমানকে রক্ষা কর।' দ্বিতীয়াংশে দক্ষিণ এবং তৃতীয় অংশের উত্তর পরিধিকে লক্ষ্য করিয়া, এক একই ভাবের প্রার্থনা জানান হইয়াছে। কিন্তু আমরা মনে করি, মন্ত্রটী গভীর ভাব-দ্যোতক। মন্ত্রের প্রথমাংশে সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগ ভগবানকে আহ্বান করিয়া শত্রুনাশের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে,—'মন! সেই ভগবান তোমাকে তোমার সকল প্রকার শত্রু হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন।' কি শত্রু, কেমন প্রকার শত্রু— মন্ত্রে তাহার আভাষ পাওয়া যায়। মন যখন অজ্ঞানতার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়, প্রবল রিপুশত্রু তাহাকে আক্রমণ করিয়া বসে। তাহাদের কবল হইতে মন যাহাতে পরিত্রাণ লাভ করে, প্রার্থনায় সেই আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে। অজ্ঞানতা দূরীভূত হইলে, জ্ঞানালোক প্রকাশ পাইলে, সেই আলোকই তখন অর্চ্চনাকারীর সংরক্ষক হইয়া দাঁড়ায়। চারি পার্শ্বে গতি-পথে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া রাখিলে শত্রু যেমন সম্মুখীন হইতে পারে না; সেইরূপ জ্ঞান-পরিধি বিস্তৃত করিতে পারিলে, রিপুবর্গ আসিয়া কখনও চিত্তকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। মন্ত্রের প্রথমাংশে এই দুই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। ভগবান জ্ঞানালোকরূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন, সাধকের চিত্ত আপনা-আপনিই রক্ষাপ্রাপ্ত হউক। ইহাই মন্ত্রাংশের তাৎপর্য্য। দ্বিতীয় অংশে ঐ ভাব অধিকতর প্রস্ফুট। এখানে মনকে বলা হইতেছে,—'মন, তুমি ভগবানের শ্রেষ্ঠাঙ্গস্বরূপ হও।' তাঁহার শ্রেষ্ঠাঙ্গ কিরূপে হওয়া যায়? তিনি সৎস্বরূপ সত্ত্বভাবময়। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের বিকাশই, তাঁহার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে অবস্থিতি। শুদ্ধসত্ত্বভাবের অধিকারী হইলেই ভগবানের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ হওয়া যায়। তাহা হইলেই—সেই ভাব

আসিলেই—বিশ্বের সকল শত্রু হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। মন্ত্রের তৃতীয়াংশে আরও স্পষ্ট করিয়া ঐ কথাই বলা হইয়াছে। কি করিলে ভগবানের অনুকম্পা প্রাপ্ত হওয়া যায়? উত্তর "ধ্রুবেণ ধর্ম্মণা"; অর্থাৎ, সত্য-ধর্ম্মপালন দ্বারা জ্ঞানভক্তি-সঞ্চারে ভগবদ্বিভূতি-স্বরূপ মিত্রাবরুণ, অর্চ্চনাকারীকে শ্রেষ্ঠলোকে স্থাপন করেন। তাহাতে সকল প্রকার শত্রুর হিংসা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সত্যধর্ম্ম পালন করিতে পারিলে, হৃদয় জ্ঞান-ভক্তিতে পরিপূর্ণ হইলে, আপনিই শ্রেষ্ঠলোক-প্রাপ্তি ঘটে। শত্রুর আগমনের পথে আপনা-আপনিই বাধা উপস্থিত হয়। সর্ব্বশত্রুর আক্রমণ হইতে ভগবান সাধককে রক্ষা করেন।

তার পর নবম মন্ত্র। আহবনীয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ,—'হে আহবনীয়! পুরোভাগের সকল প্রকার বিঘ্ন হইতে সূর্য্যদেব তোমাকে রক্ষা করুন।' আমাদের মতে মন্ত্রটী মনঃ-সম্বোধন-মূলক। মনই হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বালিত করে। মন যদি আহবনীয় হয়—মন যদি সমিধ হয়, জ্ঞানাগ্নি অবশ্যই জ্বলিয়া উঠিবে। সমিধ যেমন অগ্নি-সংযোগে আপনিই প্রজ্বলিত হইয়া আপনাতেই আপনি আলোকিত হয়, মনও সেইরূপ জ্ঞানরশ্মিসংযোগে আপনাকেই আপনি প্রজ্বালিত করিয়া উজ্জলতা লাভ করে। এ পক্ষে মনের সহিত সমিধের সাদৃশ্য অতি সুসঙ্গত বলিয়াই মনে করি। তদনুসারে মন্ত্রটী যথাপ্রযুক্ত বলিয়া বুঝিতে পারি। মন সহসা জ্ঞানপথের পথিক হইতে চাহে না। নানা প্রলোভন বিভীষিকা তাহাকে বিপথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করে। সে ক্ষেত্রে জ্ঞানাধার ভগবানের করুণা প্রার্থনাই স্বাভাবিক ও একান্ত প্রয়োজন। এই মন্ত্রে সেই প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে। জ্ঞানাধার সেই দেবতা, হৃদয়ে সকল দেববিভূতির বিকাশপক্ষে সহায় হউন, মনকে দেবভাবে উদ্বুদ্ধ করুন,—ইহাই এখানকার প্রার্থনা। দেবতার করুণা ভিন্ন যে দেবতাকে পাওয়া যায় না,—এই তত্ত্বই এখানে প্রকটিত। দশম মন্ত্রটী সমিধ স্থাপন বিষয়ক। প্রতীত হয়,—এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রথম পরিধির (হোমকুণ্ড বিভাগের) উপর প্রজ্বলিত সমিধ স্থাপন করিতে হয়। সে মতে, মন্ত্রের মর্ম্মার্থ এই যে, অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'হে অগ্নি! এই যজ্ঞে তোমাকে প্রজ্বালিত করিতেছি। তুমি কবি, তুমি বীতিহোত্র, তুমি দীপ্তিমান, তুমি মহান্, ইত্যাদি। বহির্যজ্ঞ ও অন্তর্যজ্ঞ—যজ্ঞ দুই প্রকার। এক যজ্ঞে সাক্ষাৎ জ্বলন্ত অগ্নিকে সম্বোধন করা হয়; অন্য যজ্ঞে, এই চর্ম্মচক্ষুর অদৃশ্য লোকলোচনের বহির্ভূত, অন্তর্দৃষ্টির অন্তর্গত, ধ্যানধারণার বিষয়ীভূত দেবতাকে সম্বোধন করা হইয়া থাকে। প্রথম প্রকারের সম্বোধন—স্থূল বস্তুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত; পরিদৃশ্যমান্ স্থূল পদার্থ-সমূহই তাহাতে আহুতি প্রদত্ত হয়। দ্বিতীয় প্রকারের সম্বোধন—সেই লোকাতীত সূক্ষ্মবস্তু; সুতরাং তাহার আহবনীয় সামগ্রীও সূক্ষ্ম—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সামগ্রী। মন্ত্রটী দুই যজ্ঞেই সমভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে। উহার অভ্যন্তরে এমনই সার্ব্বজনীন ভাব নিহিত রহিয়াছে। 'হে অগ্নে! তোমাকে প্রজ্বালিত করিতেছি',—প্রজ্বলিত সমিধ-পক্ষে এরূপ ভাবের উক্তিও এই মন্ত্রার্থে প্রকাশ পাইতে পারে। আবার, 'আমার এই অন্তরে, আমার এই সৎকর্ম্মনিবহের মধ্যে, আমার এই হৃদ্প্রদেশে, আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিতেছি',—মন্ত্রে এ ভাবও পরিব্যক্ত

হইতে পারে। মন্ত্রের পদ-সমষ্টি এমনই ভাবে সন্নিবদ্ধ যে, সকল সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানেই এই মন্ত্র প্রযুক্ত হইবার উপযোগী হইয়া আছে। 'অতএব জ্বলন্ত সমিধের দ্বারা তোমাকে জ্বালাইতেছি'—মন্ত্রার্থ এরূপ না হইয়া, 'আমার সর্ব্বভীষ্টসিদ্ধির কামনায় আমার সর্ব্বকর্ম্মে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি'—এইরূপ হওয়াই সঙ্গত মনে করি। প্রার্থনা এই যে,— 'হে ভগবন্! আপনি আমার সর্ব্বকর্ম্মে জ্ঞানরূপে চিরদীপ্যমান্ হউন।'

একাদশ মন্ত্রে দর্ভ-নির্ম্মিত বিধৃতিদ্বয়ের সম্বোধন আছে। মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—'হে দর্ভ-নির্ম্মিত বিধৃতিদ্বয়! তোমরা প্রজাগণের নিয়ামক হও।' আমাদের মতে, মন্ত্রে জ্ঞান ও কর্ম্মের সম্বন্ধ সূচিত হইয়াছে। মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—'হে ভগবৎসম্বন্ধযুত জ্ঞান ও কর্ম্ম! তোমরা শুদ্ধসত্ত্বের নিয়ামক অর্থাৎ উৎপাদক হও। জ্ঞান ও কর্ম্ম সৎসম্বন্ধে নিয়োজিত হইলে, সদ্ভাবের উদয় হয়,—এ তত্ত্ব অনেকত্র বিশদীকৃত হইয়াছে। জ্ঞান কর্ম্মের নিয়ামক, সজ্জ্ঞান-সমন্বিত কর্ম্ম সদ্ভাবের জনক। সদ্ভাবের জনন ও পোষণই ভগবদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত কর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভাব এই যে, জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রভাবে, হৃদয়ে যেন সদ্ভাবের সঞ্চার হয়।

দ্বাদশ মন্ত্রে প্রস্তর গ্রহণ। 'আদিত্য, বসু ও রুদ্রের সদনে প্রস্তর গ্রহণ করিতেছি অর্থাৎ আদিত্য বসু এবং রুদ্র (সবনত্রয়াভিমানী দেবতাত্রয়), হে প্রস্তর, তোমাতে আসিয়া উপবেশন করুন।' আমাদের মতে, এই মন্ত্রে 'ধী' কে লক্ষ্য করা হইয়াছে। 'বসূনাং, রুদ্রাণাং আদিত্যানাং'—এই যে তিনকালাভিমানী ত্রিবিধ দেবগণের অধিষ্ঠান কল্পনা, তাহার মর্ম্ম এই যে, সকল কালে তিনিই আশ্রয় দিবেন, তিনিই শাসনদণ্ড পরিচালনায় কুপথ হইতে ফিরাইয়া আনিবেন, তিনিই জ্ঞানরূপে উদ্ভাসিত হইয়া হৃদয় আলোকিত করিবেন। মন্ত্রে সেই প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে।

অতঃপর ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ মন্ত্রদ্বয়ের ভাব উপলব্ধ করুন। ভাষ্যকারের মতে,—ত্রয়োদশ মন্ত্র স্রুকের (জুহুর) সম্বোধনে এবং শেষ মন্ত্র হবিঃ-সম্বোধনে বিনিযুক্ত হইয়াছে। ভাষ্যকারের এই অভিমত-ক্রমে ত্রয়োদশ মন্ত্রের যে অর্থ হয়, নিম্নে তাহা বিবৃত করিতেছি। মন্ত্রের অর্থ,— 'তোমার নাম জুহু; তুমি ঘৃতপূর্ণা হইয়া থাক। সেই দেববল্লভ আজ্যের সহিত এই প্রস্তর-লক্ষণ প্রিয় আসনে উপবেশন কর।' 'প্রিয়েণ ধাম্না' পদদ্বয়ের অর্থ-প্রসঙ্গে ভাষ্যকার বেদের প্রমাণ তুলিয়া বলিয়াছেন,—'প্রিয়ধাম শব্দে আজ্যকেই বুঝাইয়া থাকে।' উপভৃৎ-ধারণও এই মন্ত্রের উদ্দেশ্য। 'উপভৃৎ' শব্দের অর্থ—যাহা সমীপে থাকিয়া আজ্যকে ধারণ করে। উপভৃৎ ভিন্ন 'ধ্রুবা' নামক অপর একটী সাংগ্রাও এই মন্ত্রে স্থাপন করিতে হয়। যাহা 'স্থিরতা-বিশিষ্ট', তাহাই ধ্রুবা—ভাষ্যকারের ইহাই অভিমত। হোমের জন্য যেমন জুহুর ও উপভৃতের চলন বা চাঞ্চল্য বিদ্যমান, ধ্রুবার তাহা নাই। স্থির বলিয়া ইহার নাম ধ্রুবা। মন্ত্রের তাৎপর্য্য— 'তোমার নাম উপভৃৎ বা ধ্রুবা; তুমি ঘৃতপূর্ণ হইয়া থাক; তুমি উপবেশন কর।' 'প্রিয়েণ ধাম্না' প্রভৃতি মন্ত্রে হবিকে বেদীতে নিক্ষেপ করিতে হয়। অর্থ,—'হে হবিঃ! তুমি প্রিয়ধাম অর্থাৎ আজ্যের সহিত এই প্রিয় আসনে উপবেশন কর।' 'এতা অসদন' প্রভৃতি মন্ত্রে পাত্রস্থিত হবিকে জুহু প্রভৃতির সহিত বেদিতে নিক্ষেপ করিতে হয়। যজ্ঞপুরুষ অর্থাৎ যজমান এই মন্ত্রের দ্বারা স্রুচ পেষণ করিবেন—সূত্রে তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ মন্ত্রে, 'সুকৃত'

অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবী ফলবিশিষ্ট বলিয়া সত্য যে যজ্ঞ, তাহার স্থানে যে সকল হবিঃ বর্ত্তমান রহিয়াছে, হে ব্যাপক যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণু, আপনি তৎসমুদায় হবিকে রক্ষা করুন, যজ্ঞকে রক্ষা করুন, যজ্ঞপতিকে রক্ষা করুন এবং যজ্ঞনীয়কে রক্ষা করুন',—এই ভাব ভাষ্যাভাষে উপলব্ধ হয়।

আমরা বলি, ত্রয়োদশ মন্ত্রে ধীকে সম্বোধন করা হইয়াছে। মন্ত্রে বলা হইতেছে,–'হে ধী! তোমার দ্বারাই দেবোদ্দেশে হবনীয় বস্তু আহুতি প্রদত্ত হইয়া থাকে। অতএব তুমিই প্রকৃত হবনপাত্রস্বরূপা। তুমি সর্ব্বদাই শুদ্ধসত্ত্বভাবান্বিতা হইয়া থাক। প্রিয় বস্তুর আধার শুদ্ধসত্ত্বাদি গুণ-সমূহের সহিত আসিয়া আমার হৃদয়-আসনে উপবেশন কর।' মন্ত্রে ধীর নাম-বিশেষণেরও পরিচয় পাওয়া যায়। উহাকে 'উপভৃৎ হও' বলা হইয়াছে। 'উপ' শব্দের অর্থ 'সমীপে' এবং 'ভৃ' শব্দের অর্থ 'ধারণ ও পোষণ' মূলক, এক্ষন বিবেচনা করিতে হইবে—এস্থলে ধী কাহার সমীপে কোন্ বস্তু ধারণ বা পোষণ করিবে? ইহাতে প্রতীত হয় যে, ধী-ই দেব-সমীপে হবনীয় ধারণকর্ত্রী বা হৃদয়ে সদ্ভাব দেববিভূতি আদির পোষিকা। ধীর ন্যায় দেবতার নিকট হবনীয় ধারণকর্ত্রা বা হৃদয়ে সদ্ভাব-পোষিকা আর কে আছে? মন্ত্রে ধীকে 'ধ্রুবা' নামে অভিহিত করা হইয়াছে, সদ্ভাবান্বিতা ধী হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইলে, সাধকের ক্রমশঃ উচ্চ অবস্থা-সকল করায়ত্ত হইয়া থাকে। তাহার পতনাশঙ্কা একেবারেই তিরোহিত হয়। উক্ত ধী একবার হৃদয়ে আসন লাভ করিলে আর বিচলিত হয় না। তখনই 'ধ্রুবা' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই অবস্থাই ধীর তৃতীয় অবস্থা। জুহূ, উপভৃৎ এবং ধ্রুবা – ধীর এই তিন নামে বা অবস্থায়, সাধনার তিনটী স্তরপর্য্যায় প্রকাশ করিতেছে। 'ধী' যখন সদ্ভাবসমন্বিতা হইতে পারে, তখন তাহাকে 'জুহূ' নামে অভিহিত করা হয়। তার পর সেই সদ্ভাব যখন সে পোষণ করে, তখন তাহার নাম—'উপভৃৎ' অর্থাৎ সদ্ভাবপোষিকা। তাহার উৎকর্ষের তৃতীয় অবস্থা—'ধ্রুবা'; তখন তাহার সদ্ভাব অটল অচঞ্চল ভাবে স্থিতি লাভ করে। মন্ত্রে ঐ তিনের সমন্বয়ে সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে; অর্থাৎ ঐ ত্রিগুণযুক্ত ধীকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে।

চতুর্দ্দশ বা শেষ মন্ত্রের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায়,—সাধক ঐ ত্রিভাবান্বিত ধীকে লাভ করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। মন্ত্রে যেন পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রসমূহের উপসংহার হইয়াছে। মন্ত্র যেন বলিতেছেন,—'হে ধী! তুমি এইরূপে তোমার প্রিয় নিত্যসহচর শুদ্ধসত্ত্বাদির সহিত আমার হৃদয়রূপ আসনে অধিষ্ঠিত হও। এই আসন তোমার সখার ন্যায় প্রিয় হউক। উপসংহারে সেই বিশ্বব্যাপক বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা। কি জানি, মায়ার প্রভাবে সুমতি যদি আচ্ছন্ন হয়, তাহার অব্যর্থ কুহকে সুমতির প্রিয় সহচর শুদ্ধসত্ত্বাদি সদ্ভাবসমূহ যদি বিলুপ্ত হইতে বসে; তাই সাধক পঞ্চম মন্ত্রে কাতরপ্রাণে ভগবানকে ডাকিতেছেন ও প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে বিষ্ণু! আপনি যে সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন! আপনি যে যজ্ঞপুরুষ! আপনি যে সত্ত্বের উৎপত্তিস্থান-স্বরূপ! আমার হৃদ্দেশে যে শুদ্ধসত্ত্বভাব উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, তাহাদিগকে রক্ষা করুন; সত্ত্বভাবাদির কার্য্যপোষক যজ্ঞপতিরূপ সদ্ভাবকে রক্ষা করুন। হে দেব! আপনার অব্যর্থ রক্ষা

প্রভাবে আমার চির-আয়াস-সঞ্চিত সম্ভাব যেন সহচরবর্গের সহিত সুরক্ষিত হইয়া থাকে।' পরিশেষে মন্ত্রে সাধক ভগবানের নিকট আত্মসম্বন্ধিনী চরম প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন। সাধক, সাধনার চরম সীমা ভগবানে আত্মসমর্পণরূপ নববিধ ভক্তির চরম ভক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সাধক এখানে শ্রীভগবানে সর্ব্বস্ব ন্যস্ত করিয়া নিজের চিন্তা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতেছেন; বলিতেছেন,—'হে ভগবন, যজনীয় আমাকে পরিত্রাণ করুন!' শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যে সার শিক্ষা—সাধকের যে চরম প্রার্থনা, এখানে সেই প্রার্থনাই ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥"

অর্থাৎ,—'হে অর্জ্জুন, ঈশ্বর মায়া দ্বারা দেহরূপ যন্ত্রে আরূঢ় ভূতসকলকে (সূত্রধরের ন্যায়) তত্তৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়া সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। হে ভারত, সর্ব্বতোভাবে (তোমার ভালই হউক, আর মন্দই হউক) তাঁহাকেই শরণ লও। তাঁহার প্রসাদে পরম শান্তি এবং নিত্য স্থান প্রাপ্ত হইবে। তুমি মচ্চিত্ত, মদ্ভক্ত ও আমারই উপাসক হও; আমাকেই নমস্কার কর, তাহা হইলে আমাকেই পাইবে। ইহা তোমাকে সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি। যেহেতু তুমি আমার প্রিয়। সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকে পরমাত্মাকে আশ্রয় কর; আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব; শোক করিও না।' এই বুঝিয়াই সাধক ভগবানে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতেছেন। মানুষ নির্ভর করিতে পারে না; তাই সংসার-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে; তাই 'আমার আমার' অহংজ্ঞানে সে কেবলই মোহপঙ্কে নিমজ্জিত হইতে থাকে। কিন্তু একবার যদি সে ডাকার মত ডাকিতে পারে, একবার যদি তাহাতে নির্ভরতা আসে,—সকল সংশয় টুটিয়া যায়। তখন সর্ব্বস্ব সমর্পণে ভগবদাশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া জন্মগতিরোধে পরমপদে অবস্থিত হয়! এখানে সেই নির্ভরতার—সেই সর্ব্বস্ব-সমর্পণের আকাঙ্ক্ষাই বর্ত্তমান দেখি।

বিনিয়োগ-সংগ্রহে মন্ত্রের যে বিনিয়োগের বিষয় উক্ত হইয়াছে, নিম্নে তাহার আভাষ প্রদান করিয়া এ প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি। 'কৃষ্ণোঽস্যাখরেষ্ঠঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে ইধ্ম, 'বেদি' প্রভৃতি মন্ত্রে বেদি এবং 'বর্হিঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে বর্হি প্রভৃতিকে জলপ্রোক্ষণে পরিশুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। 'দিবে ত্বা' প্রভৃতি মন্ত্রে বর্হির অগ্র মধ্য ও মূল প্রোক্ষণ করিবার বিধি। তার পর 'স্বধা' প্রভৃতি মন্ত্রে প্রোক্ষণশেষ জল ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া, 'বিষ্ণোঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে প্রস্তর গ্রহণ করিতে হয়। 'ঊর্ণা' প্রভৃতি মন্ত্রে বেদির উপরিভাগে বর্হি বা কুশ আস্তরণ করিয়া, তৎপরবর্ত্তী 'গন্ধর্ব্বোঽসি' মন্ত্রের তিনটী বিভিন্ন অংশে (উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম তিন দিকে) তিনটী পরিধি নির্দ্দেশ করিয়া, 'সূর্য্যঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে সমিধকে অভিমন্ত্রিত এবং 'বীতিহোত্র' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই সমিধকে আধারে স্থাপন করিবে। 'বিশো' প্রভৃতি মন্ত্রে বিধৃতিদ্বয় গ্রহণ, 'বসূনাং' প্রভৃতি মন্ত্রে প্রস্তর সাদন। পরে 'জুহূঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে স্রুক্ গ্রহণ করিয়া

'এতা অসদন্' প্রভৃতি মন্ত্রের দ্বারা সেই স্রুককে অভিমন্ত্রিত করিবার বিধি বিনিয়োগ-গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। এই বিনিয়োগ অনুসারেই, আমরা মনে করি, ভাষ্যকার মন্ত্রের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—১১ অনুবাক)।

—— * ——

দ্বাদশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমোঽষ্টকঃ। প্রথমা প্রপাঠকঃ। দ্বাদশোঽনুবাকঃ।)

(১) ভুবনমসি বি প্রথস্বাগ্নে যষ্টরিদং নমঃ।

(২) জুহ্বেহ্যগ্নিস্ত্বা হ্বয়তি দেবযজ্যায়া উপভৃদেহি দেবস্ত্বা

সবিতা হ্বয়তি দেবযজ্যায়া।

(৩) অগ্নাবিষ্ণূ মা বামব ক্রমিষং বি জিহাথাং মা মা সং

তাপ্তং লোকং মে লোককৃতৌ কৃণুতং।

(৪) বিষ্ণোঃ স্থানমসি!

(৫) ইত ইন্দ্রো অকৃণোদ্বীর্য্যাণি সমারভ্যোর্ধ্বো অধ্বরো

দিবিস্পৃশমহ্রুতো যজ্ঞো যজ্ঞপতেরিন্দ্রাবান্ৎ স্বাহা।

(৬) বৃহদ্ভাঃ। (৭) পাহি মাঽগ্নে দুশ্চরিতাদা মা সুচরিতে ভজ।

(৮) মখস্য শিরোঽসি সং জ্যোতিষা জ্যোতিরঙ্‌ক্তাম্‌ ॥ ১২ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) ভুবনম্‌। অসি। বীতি। প্রথস্ব। অগ্নে। যষ্টঃ। ইদম্‌। নমঃ।

(২) জুহু। এতি। ইহি। অগ্নিঃ। ত্বা। হ্বয়তি। দেবযজ্যায়া ইতি দেব—যজ্যায়ৈ।

উপভৃদিত্যুপ—ভৃৎ। এতি। ইহি। দেবঃ। ত্বা। সবিতা।

হ্বয়তি। দেবযজ্যায়া ইতি দেব—যজ্যায়ৈ।

(৩) অগ্নাবিষ্ণূ ইত্যগ্না—বিষ্ণূ। মা। বাম্‌। অবেতি। ক্রমিযম্‌। বীতি। জিহাথাম্‌।

মা। মা। সমিতি। তাপ্তম্‌। লোকম্‌। মে। লোককৃতাবিতি।

লোক—কৃতৌ। কৃণুতম্‌।

(৪) বিষ্ণোঃ। স্থানম্‌। অসি।

(৫) ইতঃ। ইন্দ্রঃ। অকৃণোৎ। বীর্য্যাণি। সমারভ্যেতি সম—আরভ্য। ঊর্দ্ধঃ।

অধ্বরঃ। দিবিস্পৃশমিতি দিবি—স্পৃশম্। অহ্রুতঃ। যজ্ঞঃ। যজ্ঞপতেরিতি

যজ্ঞ—পতেঃ। ইন্দ্রাবানিতীন্দ্র—বান্। স্বাহা।

(৬) বৃহৎ। ভাঃ।

(৭) পাহি। মা। অগ্নে। দুশ্চরিতাদিতি দুঃ—চরিতাৎ। এতি। মা।

সুচরিত ইতি সু—চরিতে। ভজ।

(৮) মখস্য। শিরঃ। অসি। সমিতি। জ্যোতিষা। জ্যোতিঃ। অঙ্ক্তাম্॥ ১২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্!) ত্বং 'ভুবনং' (বিশ্বেষাং সর্ব্বেষাং ভূতানাং উৎপাদকঃ, যদ্বা—নিখিলানাং সদ্ভাবানাং জনকঃ সংরক্ষকঃ চ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং 'বিপ্রথস্ব' (বিশেষেণ বিস্তৃতঃ ভব, যদ্বা—মম হৃদি অধিতিষ্ঠ, মম সদ্ভাবং লোকানুরাগং চ প্রবর্দ্ধয় ইতি ভাবঃ); 'ইদং' (মদনুষ্ঠিতং ইতি যাবৎ) 'যষ্টঃ' (কর্ম্ম, ভবদুদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিতং কর্ম্ম ইতি ভাবঃ) তুভ্যং 'নমঃ' (নমস্করোতু, ত্বাং প্রাপ্নোতু ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। মম কর্ম্ম ময়ি সদ্ভাবং জনয়তু ভগবন্তং চ সঙ্গচ্ছতু ইতি ভাবঃ।

২। (ক) 'জুহু' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) ত্বং 'এতি' 'ইহি' (ত্বরয়া আগচ্ছ, হৃদি সঞ্চর ইত্যর্থঃ); 'দেবযজ্যায়া' (দেবযাগসম্পাদনায়, ভগবৎকর্ম্মসাধনায় ইতি যাবৎ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানাগ্নিঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'হ্বয়তি' (উদ্দীপয়তু ইত্যর্থঃ)।

(খ) 'উপভৃৎ' (সদ্ভাবপোষিকে, দেবসমীপে হবির্ধারণকর্ত্রে হে মম মনোবৃত্তে) ত্বং 'এতি' 'ইহি' (ত্বরয়া আগচ্ছ, হৃদি প্রসর ইত্যর্থঃ); 'দেবযজ্যায়া' (দেবকার্য্যসম্পাদনায়, সৎকর্ম্ম-

সাধনায় ইত্যর্থঃ) 'সবিতা' (জ্ঞানপ্রসবিতা, যদ্বা—স্বপ্রকাশঃ ভগবান ইতি ভাবঃ) 'হ্বয়তি' (উদ্দীপয়তু, ভগবৎকর্ম্মে সম্যক্ নিয়োজয়তু ইতি ভাবঃ)।

মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ। সদ্ভাবঃ সজ্‌জ্ঞানং হি সৎকর্ম্মমূলকং। সদ্ভাবেন সজ্‌জ্ঞানেন চ ভগবৎপ্রীতিকামনায় অত্র সঙ্কল্পঃ বর্ত্ততে।

৩। 'অগ্নাবিষ্ণু' (হে মম জ্ঞানকর্ম্মণী !) 'বাং' (যুবাং) 'মা অবক্রমিষং' (অতিক্রম্য মা গচ্ছেয়ং, মা পরিত্যজেয়ং ইতি যাবৎ ; যুবাং 'বি জিহাথাং' (মাং বিযুক্তং মা কুরু—যুবয়োঃ সম্বন্ধাৎ ইতি ভাবঃ); 'মা (মাং—প্রার্থনাকারিণং ইতি যাবৎ) 'মা সন্তাপ্তং' (সন্তাপং মা জনয়তাং, মাং প্রতি বিরূপৌ মা ভবেরন্); কিঞ্চ 'লোককৃতৌ' (স্থানকারণৌ, সর্ব্বেষাং পরমপদস্থাপনকারণৌ যুবাং ইতি ভাবঃ) 'নে' (মম) 'লোকং' (পরমস্থানং ইত্যর্থঃ) 'কৃণুতাং' (কুরুতং—মদর্থং পরমস্থানং বিধেহি ইতি ভাবঃ)। জ্ঞানকর্ম্মণী হি সর্ব্বমঙ্গলকারণৌ। সজ্‌জ্ঞানেন যদা সৎকর্ম্মং অনুষ্ঠিতং ভবতি তজ্‌জ্ঞানসমন্বিতেন কর্ম্মপ্রভাবেণ লোকাঃ পরমপদং প্রাপ্নোতি। অতঃ সজ্‌জ্ঞানেন সৎকর্ম্মানুষ্ঠানং কর্ত্তব্যং ইতি মন্ত্রস্য উদ্বোধনা।

৪। হে মম অন্তর! ত্ব 'বিষ্ণোঃ' (ভগবতঃ, বিশ্বব্যাপকস্য শুদ্ধসত্ত্বস্য) 'স্থানং' (আধারং) 'অসি' (ভবসি, ভব ইতি ভাবঃ)।

৫। ইন্দ্র (হে পরমেশ্বর) ভবান্ 'ইতঃ' (অস্মিন্ মম হৃদয়ে ইতি যাবৎ) 'বীর্য্যাণি' (শত্রুনাশসামর্থ্যানি) 'অকৃণোৎ' (বিস্তারয়তু, উৎপাদয়তু ইত্যর্থঃ); এবং সতি 'অধ্বরঃ' (মম যজ্ঞঃ সদনুষ্ঠানং বা শত্রুকৃতহিংসারহিতঃ সন্ ইতি যাবৎ) 'উর্ধ্বঃ' (উন্নতঃ) 'সমারভ্যঃ' (সম্যক্ অনুষ্ঠিতঃ চ ভবিতুং অর্হতি ইতি শেষঃ, তব সান্নিধ্যে গমনযোগ্যঃ ভবতি ইতি ভাবঃ)।

'যজ্ঞপতেঃ' (যজ্ঞপালকস্য, অনুষ্ঠাতুঃ মম ইত্যর্থঃ) 'যজ্ঞঃ' (কর্ম্ম—শত্রোরুপদ্রবপরিশূন্যং সন্) 'দিবিস্পৃশঃ' (বিশ্বব্যাপকং) 'অহ্রুতঃ' (অকুটিলং) 'ইন্দ্রাবান্' (ভগবৎপ্রাপকং ইত্যর্থঃ) ভবতু ইতি শেষঃ। 'স্বাহা' (মম তৎ কর্ম্মং কর্ম্মফলং বা স্বাহামন্ত্রেণ ভগবতি সমর্পয়ামি; সুহুত সুসিদ্ধমস্তু মম অনুষ্ঠানং ইতি ভাবঃ)।

৬। হে মনঃ! 'ভাঃ' (জ্ঞানরশ্ময়ঃ) যথা 'বৃহৎ' (মহান্তঃ, ভগবৎপ্রাপকাঃ ভবতি ইতি যাবৎ) তথা সাধয়েতি ভাবঃ।

৭। 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানাধার হে ভগবন্!) 'মা' (মাং) 'দুশ্চরিতাৎ' (পাপাচরণাৎ, পাপাৎ ইত্যর্থঃ) 'পাহি' (রক্ষ); পাপাৎ মাং পরিত্রাণং সাধয়িত্বা 'মা' (মাং) 'সুচরিতে' (শোভন-চরিতে, সৎপথি ইতি ভাবঃ) 'আ ভজ' (প্রকৃষ্টরূপেণ স্থাপয়)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। সৎপথি প্রবর্ত্তনায় অত্র প্রার্থনা বর্ত্ততে।

৮। হে মনঃ! ত্বং 'মখস্য' (সৎকর্ম্মণঃ ইতি যাবৎ) 'শিরঃ' (শ্রেষ্ঠাঙ্গঃ, শ্রেষ্ঠসম্পাদকঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি)। ত্বং 'জ্যোতিঃ' (পরমজ্যোতিঃ, পরাজ্ঞানং—সংজনয়িত্বা ইতি ভাবঃ) তেন 'জ্যোতিষা' (তস্য পরমজ্যোতিষঃ আধারেণ—ভগবতা সহ ইতি যাবৎ) মাং 'সমঙক্তাং' (সম্যক্ সংযোজয়তু ইত্যর্থঃ)॥ (১অষ্টক—১প্রপাঠক—১২অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্! আপনি নিখিল বিশ্বের ভূত-সমষ্টির উৎপাদক অর্থাৎ নিখিল সদ্ভাবের জনক হয়েন। অতএব আপনি বিশেষ-ভাবে বিস্তৃত অর্থাৎ আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া আমার সদ্ভাব ও লোকানুরাগ বর্দ্ধন করুন। আমার অনুষ্ঠিত ভগবদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত কর্ম্ম আপনাকে প্রাপ্ত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। আমার কর্ম্মের দ্বারা আমাতে সদ্ভাবের সঞ্চার হউক এবং সেই কর্ম্ম ভগবানকে প্রাপ্ত হউক)।

২। হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি হৃদয়ে সঞ্চারিত হও। দেবযাগসম্পাদন জন্য (ভগবৎকর্ম্মসাধন নিমিত্ত) প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবান তোমাকে উদ্দীপিত করুন।

৩। সদ্ভাবপোষণকারিণী দেবসমীপে হবির্দ্ধারণকর্ত্রী হে মনোবৃত্তি! তুমি হৃদয়ে প্রসারিত হও। দেবকার্য্যসম্পাদন জন্য অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধন নিমিত্ত জ্ঞানপ্রসবিতা স্বপ্রকাশ ভগবান তোমাকে সম্যক্ উদ্দীপিত করুন অর্থাৎ ভগবৎ-কর্ম্মে নিয়োজিত করুন।

(মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। সদ্ভাব সজ্‌জ্ঞানই সৎকর্ম্মের মূলীভূত। আর সেই সদ্ভাবের ও সজ্‌জ্ঞানের প্রভাবেই ভগবানের প্রীতিকামনায় এখানে সঙ্কল্প বর্ত্তমান রহিয়াছে)।

৩। হে আমার জ্ঞান ও কর্ম্ম! তোমাদের উভয়কে যেন আমি পরিত্যাগ না করি। তোমরাও যেন তোমাদের সম্বন্ধ হইতে আমাকে বিযুক্ত করিও না; অপিচ, অর্চ্চনাকারী আমার সন্তাপ উৎপাদন করিও না। পরন্তু সকলকে পরম পদে প্রতিষ্ঠাপক তোমরা আমার জন্য পরমস্থান বিধান কর। (ভাব এই যে,—জ্ঞান ও কর্ম্মই সকল মঙ্গলের হেতুভূত। সজ্‌জ্ঞান-সহকারে যদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞান-সমন্বিত কর্ম্ম প্রভাবেই মানুষ পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারে। অতএব সজ্‌জ্ঞান সহকারে কর্ম্মানুষ্ঠানই যে কর্ত্তব্য, মন্ত্রে সেই উদ্বোধনাই বর্ত্তমান রহিয়াছে।)

৪। হে আমার অন্তর! তুমি বিশ্বব্যাপক ভগবানের—শুদ্ধসত্ত্বের আধার-স্বরূপ হও।

৫। হে পরমেশ্বর! আপনি আমার এই হৃদয়ে শত্রুনাশসামর্থ্য বিস্তার করুন; তাহা হইলে, শত্রুকৃত হিংসারহিত হইয়া আমার যজ্ঞ ঊর্দ্ধগতি লাভ

করিবে (অর্থাৎ, রিপুশত্রু কর্ত্তৃক প্রতিহত না হইয়া আপনার সান্নিধ্য-লাভে সমর্থ হইবে)।

সৎকর্ম্মের পালক ও অনুষ্ঠাতা আমার কর্ম্ম, শত্রুর উপদ্রবপরিশূন্য হইয়া বিশ্বব্যাপক, কৌটিল্য পরিশূন্য এবং ভগবৎপ্রাপক হউক। আমার সেই কর্ম্মকে আমি 'স্বাহা' মন্ত্রে ভগবানে সমর্পণ করিতেছি। আমার অনুষ্ঠান সুসিদ্ধ হউক অর্থাৎ ভগবানকে প্রাপ্ত হউক।

৬। হে মন! আমার জ্ঞানরশ্মিসমূহ যাহাতে ভগবৎপ্রাপক হয়, তাহাই বিহিত কর।

৭। প্রজ্ঞানাধার হে ভগবন্! আমাকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করুন। পাপ নষ্ট করিয়া আমাকে প্রকৃষ্টরূপে সৎপথে প্রতিষ্ঠাপিত করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। সৎপথাবলম্বনের নিমিত্ত এখানে প্রার্থনা বর্ত্তমান)।

৮। হে মন! তুমি সৎকর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অঙ্গস্বরূপ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সম্পাদক হও। তুমি আমাতে পরমজ্যোতিঃ উৎপাদন করিয়া সেই পরমজ্যোতিস্থানের সহিত আমাকে সংযোজিত কর। (১অষ্টক—১প্রপাঠক—১২অনুবাক)॥

* * *

মন্ত্র-ভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

একাদশেঽনুবাক ইধ্মাবর্হিঃ স্রুচাং প্রোক্ষণাদিতন্ত্রমুক্তং। তত্রাঽজ্যহবিষা পূর্ণানাং স্রুচাং যদাসাদনমুক্তং তেন পুরোডাশসান্নায্যয়োরপি বেদ্যামাসাদনমুপলক্ষ্যতে। তে মন্ত্রাস্ত্বচ্ছিদ্র-কাণ্ডাদৌ দ্রষ্টব্যাঃ। সর্ব্বেষু হবিঃষ্বাসাদিতেষ্বগ্নাবভ্যাহিতানামিধ্মকাষ্ঠানামুপরি হোতুমাঘারো দ্বাদশে বিধীয়তে।

১। "ভুবনমসি বি প্রথস্বাগ্নে যষ্টরিদং নমঃ।"—কল্পঃ—'অথাগ্রেণ জুহূপভৃতৌ প্রাঞ্চমঞ্জলিং করোতি ভুবনমসি বি প্রথস্বাগ্নে যষ্টরিদং নম ইতি' ইতি। জুহূপভৃভ্যাং পূর্ব্বস্মিন্দেশ আহবনীয়ং প্রত্যয়মঞ্জলিঃ। হে যাগনিষ্পাদকাগ্নে ত্বং ভুবনমসি, ভবন্ত্যস্মাদ্ভূতানীতি ভুবনং। অতো ভূতকারণত্বাদ্বিস্তৃতো ভব। তুভ্যমিদমঞ্জলিরূপং নমোঽস্তু। অস্য মন্ত্রস্য দ্বিতীয়াঘারশেষত্বাদনন্তরকস্য প্রথমাঘারস্য পূর্ব্বমনুষ্ঠেয়ত্বাত্তং বিধিৎসুস্ততঃ পূর্ব্বং হোতারং প্রতি প্রৈষমন্ত্রমুৎপাদয়তি—'অগ্নিনা বৈ হোত্রা। দেবা অসুরানভ্যভবন্। অগ্নয়ে সমিধ্য-মানায়ানুব্রূহীত্যাহ ভ্রাতৃব্যাভিভূত্যৈ' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৭) ইতি। হে হোত-রিধ্মকাষ্ঠৈঃ সমিধ্যমানস্যাগ্নেরনুরূপান্মন্ত্রান্ব্রূহি। তমিমং প্রৈষমধ্বর্য্যুর্ব্রূয়াৎ। দেবাঃ পূর্ব্বং স্বকীয়েষু যাগেষু বহ্নিং হোতারং কৃত্বা তন্মুখেনাসুরানজয়ন্। অতোঽত্রাপি বৈরিতিরস্কারায় সমন্ত্রকৈঃ কাষ্ঠৈরগ্নিঃ প্রজ্বলিতঃ কার্য্যঃ। সংখ্যাবিশিষ্টমিধ্মং বিধত্তে—'একবিংশতিমিধ্মদারূণি ভবন্তি। একবিংশো বৈ পুরুষঃ। পুরুষস্যাঽপ্ত্যৈ' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৭) ইতি।

দশ হস্ত্যা অঙ্গুলয়ো দশ পাদ্যা আত্মৈকবিংশ ইত্যন্যত্রাম্নাতং। হোত্রা প্র বো বাজা অভিদ্যব ইত্যাদিষ্বৃক্ষু সামিধেনী সংজ্ঞকাস্বনূচ্যমানাসু কাষ্ঠানামগ্নৌ প্রক্ষেপং বিধত্তে—'পঞ্চদশেধ্মদারূণ্যভ্যাদধাতি। পঞ্চদশ বা অর্দ্ধমাসস্য রাত্রয়ঃ। অর্দ্ধমাসশঃ সংবৎসর আপ্যতে' (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৭) ইতি। কিয়ৎসংখ্যৈরর্দ্ধমাসৈশ্চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যাকৈরিত্যর্থঃ। অবশিষ্টানাং ষণ্ণাং কাষ্ঠানাং বিনিয়োগমাহ—'ত্রীন্‌পরিধীন্‌পরিদধাতি। ঊর্দ্ধে সমিধাবাদধাতি। অনূযাজেভ্যঃ সমিধমতিশিনষ্টি। ষট্‌সম্পদ্যন্তে। ষড়্‌বা ঋতবঃ। ঋতূনেব প্রীণাতি' (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৭) ইতি। গন্ধর্ব্বোঽসীত্যাদয়ঃ পরিধিমন্ত্রাঃ। বীতিহোত্রমিত্যাদিরূর্দ্ধসমিন্মন্ত্রঃ। তে চ পূর্ব্বানুবাকেঽভিহিতাঃ। অগ্নিপ্রজ্বলনায় বায়ুৎপাদনং বিধত্তে' 'বেদেনোপবাজয়তি। প্রাজাপত্যো বৈ বেদঃ। প্রাজাপত্যঃ প্রাণঃ। যজমান আহবনীয়ঃ। যজমান এব প্রাণং দধাতি' (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৭) ইতি। বেদস্য প্রজাপতিশ্মশ্রুত্বাৎ প্রাজাপত্যত্বং। প্রাণবায়োঃ প্রজাপতিসৃষ্টতয়া প্রাজাপত্যত্বং। আহবনীয়স্য প্রস্তরন্যায়েন যজমানত্বং। আবৃত্তিং বিধত্তে—'ত্রিরুপবাজয়তি। ত্রয়ো বৈ প্রাণাঃ। প্রাণানেবাস্মিন্দধাতি' (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৭) ইতি। প্রাণোঽপানো ব্যানশ্চেতি প্রাণানাং ত্রিত্বং। অনেকগুণবিশিষ্টং প্রথমাঘারং বিধত্তে—'বেদেনোপয়ত্য স্রুবেণ প্রাজাপত্যমাঘারমাধারয়তি। যজ্ঞো বৈ প্রজাপতিঃ। যজ্ঞমেব প্রজাপতিং মুখত আরভতে। অথো প্রজাপতিঃ সর্ব্বা দেবতা। সর্ব্বা এব দেবতাঃ প্রীণাতি' (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৭) ইতি। উপযস্য বেদস্যোপরি স্রুবমবস্থাপ্যেত্যর্থঃ। আহুতীনামাদিত্বাদয়মাঘারো যজ্ঞস্য। মুখং। তস্মিন্মুখে যজ্ঞস্রষ্টৃত্বেন যজ্ঞরূপং প্রজাপতিমেবাঽঽরব্ধবান্ভবতি। প্রজাপতেঃ সর্ব্বদেবতারূপত্বোপপাদনং বাজসনেয়িন এবমামনন্তি—'তদ্যদিদমাহুরমুং যজামুং যজেত্যেকৈকং দৈবমেতস্যৈব সা বিসৃষ্টিরেষ উ হ্যেব সর্ব্বে দেবাঃ' ইতি। আগ্নীধ্রং প্রতি প্রৈষমন্ত্রমুৎপাদয়তি—'অগ্নিমগ্নীত্রিস্ত্রিঃ সম্মৃড্‌ঢীত্যাহ। ত্র্যাবৃদ্ধি যজ্ঞঃ। অথো রক্ষসামপহত্যৈ' (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৭) ইতি। যৈর্দ্দর্ভৈরিদ্ধ্মঃ পূর্ব্বং সন্নদ্ধস্তৈরগ্নিজ্বালায়াং সম্মার্জ্জনমভিনেতব্যং। হেঽগ্নীদিতি সম্বোধ্য তত্রাসৌ প্রেষ্যতে। ত্রিস্ত্রিরিতি বীপ্সা পরিধিসম্মার্জ্জনাপেক্ষা তদ্বিধত্তে—'পরিধীন্সম্মার্ষ্টি। পুনাত্যেবৈনান্' (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৭) ইতি। প্রতিপরিধি ত্রিরাবৃত্তিং বিধত্তে—'ত্রিস্ত্রিঃ সম্মার্ষ্টি। ত্র্যাবৃদ্ধি যজ্ঞঃ। অথো মেধ্যত্বায়। অথো এতে বৈ দেবাশ্বাঃ। দেবশ্বানেব তৎসম্মার্ষ্টি। সুবর্গস্য লোকস্য সমষ্ট্যৈ' (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৭) ইতি। দেবাশ্বত্বেন ভাবিতাঃ স্বর্গপ্রাপ্তয়ে ভবন্তি। দ্বয়োরাঘারয়োঃ ক্রমেণ গুণভেদং বিধত্তে—'আসীনোঽন্যমাঘারমাঘারয়তি। তিষ্ঠন্নন্যং। যথাঽনো বা রথং বা যুঞ্জ্যাৎ। এবমেব তদধ্বর্য্যুর্য্যজ্ঞং যুনক্তি। সুবর্গস্য লোকস্যাভ্যূঢ্যৈ' (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৭) ইতি। শকটস্য প্রথমিকং বলীবর্দ্দযুগমুপর্য্যাসীনেন প্রের্য্যতে। দ্বিতীয়তৃতীয়াদিকং তু ভূমৌ স্থিতেন। তদ্বদাঘাররথঃ স্বর্গলোকমভিলক্ষ্য বহনায় ভবতি। এতদ্রথবেদনং প্রশংসতি—'বহন্ত্যেনং গ্রাম্যাঃ পশবঃ। য এবং বেদ' (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৭) ইতি। বলীবর্দ্দাশ্বাদয়ো গ্রাম্যাঃ। তিষ্ঠন্নন্যমিতি বিহিতস্য দ্বিতীয়াঘারস্য সম্বন্ধিষু মন্ত্রেষু প্রথমং মন্ত্রং ব্যাচষ্টে 'ভুবনমসি বি প্রথস্বেত্যাহ। যজ্ঞো বৈ ভুবনং।

যজ্ঞ এব যজমানং প্রজয়া পশুভিঃ প্রথয়তি। অগ্নে যষ্টরিদং নম ইত্যাহ। অগ্নির্ব্বৈ দেবানাং যষ্টা। য এব দেবানাং যষ্টা। তস্মা এব নমস্করোতি' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৭) ইতি। পূর্ব্বোক্তনির্ব্বচনেন ভূতোৎ পত্তিকারণত্বাদগ্যভিন্নো যজ্ঞো ভুবনং। যষ্টা দেবপূজকঃ। অগ্নিশ্চ হব্যবহনেন দেবান্ পূজয়তি॥

২। "জুহ্বেহ্যগ্নিস্ত্বা হ্বয়তি দেবযজ্যায়া উপভৃদেহি দেবস্ত্বা সবিতা হ্বয়তি দেবযজ্যায়ৈ।"—কল্পঃ—'অথাহদত্তে দক্ষিণেন জুহূং জুহ্বেহ্যাগ্নিস্ত্বা হ্বয়তি দেবযজ্যায়া ইতি :সব্যেনোপভৃতমৃতমুপভৃদেহি দেবস্ত্বা সবিতা হ্বয়তি দেবযজ্যায়া ইতি' ইতি। অনয়োর্ম্মন্ত্রযোরগ্নিসবিতৃব্যবস্থা যুক্তেত্যাহ—'জুহ্বেহ্যগ্নিস্ত্বা হ্বয়তি দেবযজ্যায়া উপভৃদেহি দেবস্ত্বা সবিতা হ্বয়তি দেবযজ্যায়া ইত্যাহ। আগ্নেয়ী বৈ জুহূঃ। সাবিত্র্যুপভৃৎ। তাভ্যামেবৈনে প্রসূত আদত্তে' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৭) ইতি। অগ্নিসবিতারৌ জুহূপভৃতোঃ স্রুচোরভিমানিদেবতে॥

৩। "অগ্নাবিষ্ণূ মা বামব ক্রমিষং বি জিহাথাং মা মা সং তাপ্তং লোকং মে লোককৃতৌ কৃণুতং।"—বৌধায়নঃ—'অত্যাক্রামন্নপত্যগ্নাবিষ্ণূ মা বামব ক্রমিষং বি জিহাথাং মা মা সং তাপ্তং লোকং মে লোককৃতৌ কৃণুতমিতি' ইতি। অত্যাক্রমণপ্রকার আপস্তম্বেন দর্শিতঃ—'অগ্নাবিষ্ণূ মা বামব ক্রমিষমিত্যগ্রেণ স্রুচোহপরেণ মধ্যমং পরিধিমবক্রামন্ প্রস্তরং দক্ষিণেন পদা দক্ষিণাহতিক্রামৎ যুদক্সব্যেন' ইতি! মধ্যমপরিধেঃ পুরতোহবস্থিত আহবনীয়োহগ্নিস্ততঃ পশ্চাৎস্রুচামগ্রভাগে শাস্ত্রদৃষ্টাহবস্থিতো যজ্ঞাভিমানী বিষ্ণুঃ। হেহগ্নাবিষ্ণূ আঘারহোমার্থং যুবয়োর্ম্মধ্যে গচ্ছন্নপ্যহং পাদেন যুবাং মাহবক্রমিষং মম গমনাবকাশায় যুবাং বিযুক্তো ভবতং। মাং প্রতি সন্তাপং মা কুরুতং। কিং চ স্থানকারণৌ যুবাং মম গমন স্থানং কুরুতং। যথোক্তমর্থং দর্শয়তি—'অগ্নাবিষ্ণূ মা বামব ক্রমিষমিত্যাহ। অগ্নিঃ পুরস্তাৎ। বিষ্ণুর্য্যজ্ঞঃ পশ্চাৎ। তাভ্যামেব প্রতিপ্রোচ্যাত্যাক্রামতি। বি জিহাথাং মা মা সং তাপ্তমিত্যাহাহিংসায়ৈ। লোকং মে লোককৃতৌ কৃণুতমিত্যাহ। আশিষমেবৈতামাশাস্তে' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৭) ইতি॥

৪। "বিষ্ণোঃ স্থানমসি।"—বৌধায়নঃ—'স্থানং কল্পয়তি বিষ্ণোঃ স্থানমসীতি' ইতি। আপস্তম্বঃ—'বিষ্ণোঃ স্থানমসীত্যবতিষ্ঠতেহন্তর্ব্বেদি দক্ষিণঃ পাদো ভবত্যবগ্নঃ সর্ব্বোর্দ্ধস্তিষ্ঠন্দক্ষিণং পরিধিসন্ধিমন্ববহৃত্য' ইতি। হে ভূপ্রদেশ ত্বং যজ্ঞপুরুষস্য স্থানমসি। যজ্ঞপুরুষপ্রযুক্তমতিশয়ং দর্শয়তি—'বিষ্ণোঃ স্থানমসীত্যাহ। যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ। এতৎখলু বৈ দেবানামপরাজিতমাযতনং। যজ্জঃ। দেবানামেবাপরাজিত 'আয়তনে তিষ্ঠতি' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৭) ইতি। দেবযজন ভূব্যতিরিক্ত ভূমে রস্থরাধীনতয়া তত্র দেবানাং পরাজয়েহপি যজ্ঞপ্রদেশহপরাজিতঃ।

৫। "ইত ইন্দ্রো অকৃণোদ্বীর্য্যাণি সমারভ্যোর্ধ্বো অধ্বরো দিবিস্পৃশমহ্লৃতো যজ্ঞো যজ্ঞপতেরিন্দ্রাবান্তস্বাহা।"—বৌধায়নঃ—'অন্বারব্ধে যজমানে মধ্যমে পরিধৌ সংস্পৃশন্নৃজুস্তিষ্ঠন্নৃজু (মাঘার) মাঘারয়তি সন্ততং প্রাঞ্চমব্যবচ্ছিন্দন্নিত ইন্দ্রো অকৃণোদ্বীর্য্যাণি সমারভ্যোর্ধ্বো অধ্বরো দিবিস্পৃশমহরুতো যজ্ঞো যজ্ঞপতেরিন্দ্রাবান্তস্বাহেতি, ইতি। আপস্তম্বঃ—'সমারভ্যোর্ধ্বো অধ্বর ইতি প্রাঞ্চমুদঞ্চমৃজুং সন্ততং জ্যোতিষ্মত্যাঘারমাঘারয়ন্সর্ব্বাণীধ্মকাষ্ঠানি সংস্পর্শয়তি' ইতি।

অস্য নত ইত ইন্দ্র ইতি বাক্যং পূর্ব্বমন্ত্রশেষঃ। ইতো দেবযজনস্থানবলাদিন্দ্রোঽসুরবধরূপাণি বীর্য্যাণ্যকরোৎ। যজ্ঞপতের্য্যজমানস্য যজ্ঞ আঘারঃ স্বাহা দেবতায়ৈ দত্তঃ। কীদৃশো যজ্ঞঃ। ইন্দ্রদেবতাকত্বেনেন্দ্রবানৈশ্বর্তীংরাক্ষসীঃ দিশং সমারভ্যোর্ধ্বো দীর্ঘোঽধ্বরো হিংসারূপেণ বিচ্ছেদেন রহিত ঐশানীং দৈবিকীং দিশংস্পৃশতি। অহরুতোঽকুটিলঃ। ইন্দ্রশব্দসূচিতং দর্শয়তি—'ইত ইন্দ্রো অকৃণোদ্বীর্য্যাণীত্যাহ। ইন্দ্রিয়মেব যজমানে দধাতি, (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৭) ইতি। উর্দ্ধশব্দেন বৃদ্ধিঃ সূচিতেত্যাহ—'সমারভ্যোর্ধ্বো অধ্বরো দিবিস্পৃশমিত্যাহ বৃদ্ধ্যৈ' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র ৩ অ০ ৭) ইতি। সমারভ্যেতিপদসূচিতং দর্শয়তি—'আঘারমাঘার্য্যমাণমনু সমারভ্য। এতস্মিনকালে দেবাঃ সুবর্গং লোকমায়ন্। সাক্ষাদেব যজমানঃ সুবর্গং লোক মেতি। অথো সমৃদ্ধেনৈব যজ্ঞেন যজমানঃ সুবর্গং লোকমেতি' ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৭) ইতি। দেবাঃ স্বয়ং যাগং কুর্ব্বন্তোঽধ্বর্য্যুমনু তমাঘারং স্পৃষ্ট্বা বিলম্বমন্তরেণ স্বর্গং গতাঃ। সাক্ষাদেবাবিলম্বেনৈব। কিং চ সম্যগারভ্যেত্যনেন সমৃদ্ধিঃ সূচিতা। অহরুতশব্দার্থং দর্শয়তি—'অহরুতো যজ্ঞো যজ্ঞপতেরিত্যাহানার্ত্ত্যৈ' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৭) ইতি। ইন্দ্রশব্দার্থমাহ—ইন্দ্রাবান্তস্বাহেত্যাহ। ইন্দ্রিয়মেব যজমানে দধাতি' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৭) ইতি॥

৬। "বৃহদ্ভাঃ"।—কল্পঃ—'বৃহদ্ভা ইতি স্রুচমুদ্গৃহ্ণাতি' ইতি। অনেনাঽঘারেণ জ্বালারূপং যথা বৃহদ্ভবতি তথাঽয়মগ্নির্ভাসতে। ততো জুহ্বর্মা দহতামিত্যুদ্গৃহ্ণাতি। অধিকভাসনেন স্বর্গঃ স্মার্য্যত ইত্যাহ—'বৃহদ্ভা ইত্যাহ। সুবর্গো বৈ লোকো বৃহদ্ভাঃ। সুবর্গস্য লোকস্য সমষ্ট্যৈ' (ব্রা০ কা০ ৩ অ০ ৭) ইতি॥

৭। "পাহি মাঽগ্নে দুশ্চরিতাদা মা সুচরিতে ভজ"।—কল্পঃ—'অথাসংস্পর্শয়ন্স্রুচাবুদঙ্ ঙত্যাক্রামন্নুপতি পাহি মাঽগ্নে দুশ্চরিতাদা মা সুচরিতে ভেজেতি' ইতি। ভজ স্থাপয়। জুহূপভৃতোঃ পরস্পরমসংস্পর্শয়নবিশিষ্টং প্রতিনিবৃত্যাঽগমনং বিধত্তে'—যজমানদেবত্যা বৈ জুহূঃ। ভ্রাতৃব্যদেবত্যোপভৃৎ। প্রাণ আঘারঃ। যৎসংস্পর্শয়েৎ। ভ্রাতৃব্যেঽস্য প্রাণং দধ্যাৎ। অসংস্পর্শয়ন্নত্যাক্রামতি। যজমান এব প্রাণং দধাতি' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৭) ইতি। যজমানবচ্ছাগে প্রত্যাসন্নত্বাজ্জুহূর্য্যজমান ইতি মন্যতে। ঔপভৃতস্যাঽজ্যস্য জুহ্বদ্বারা হোম ইতি ব্যবহিতত্বমুপভৃতঃ। ততো ভ্রাতৃব্যো দেবতা। অর্থবাদান্তরে বা এতদেব দ্রষ্টব্যং। মন্ত্রস্য পদার্থবাক্যার্থৌ দর্শয়তি—'পাহি মাঽগ্নে দুশ্চরিতাদা মা সুচরিতে ভজেত্যাহ। অগ্নির্ব্বাচ পবিত্রং। বৃজিনমনৃতং দুশ্চরিতং। ঋজুকর্ম্মং সত্যং সুচরিতং। অগ্নিরেবৈনং বৃজিনাদনৃতাদ্দুশ্চরিতাৎপাতি। ঋজুকর্ম্মে সত্যে সুচরিতে ভজতি। তস্মাদেবমাশাস্তে। আত্মনো গোপীথায়' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৭) ইতি। কায়িকং নিষিদ্ধাচরণং বৃজিনং, বিহিতাচরণমৃজুকর্ম্ম, বাচিকে সত্যানৃতে॥

৮। "মখস্য শিরোঽসি সং জ্যোতিষা জ্যোতিরঙ্ক্তাম্॥"—কল্পঃ—'জুহ্বা ধ্রুবাং সমনক্তি মখস্য শিরোঽসি সং জ্যোতিষা জ্যোতিরঙ্ক্তামিতি ত্রিঃ ইতি। হে আঘারশেষ ত্বং যজ্ঞস্য শিরোবদুত্তমমঙ্গমসি। অতস্ত্বদ্রূপেণ জ্যোতিষা ধ্রৌবাজ্যরূপং জ্যোতিঃ সমঙ্ক্তাং সংযুজ্যতাং। সমঞ্জনং বিধত্তে—'শিরো বা এতদ্যজ্ঞস্য। যদাঘারঃ। আত্মা ধ্রুবা। আঘার-

মাধার্য্য ধ্রুবাঁ৺ সমনক্তি। 'আত্মন্নেব যজ্ঞস্য শিরঃ প্রতিদধাতি' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৭) ইতি গলাধস্তনো দেহ আত্মা। পূর্ব্বপক্ষতেন দ্বিরাবৃত্তিং বিধত্তে—'দ্বিঃ সমনক্তি। দ্বৌ হি প্রাণাপানৌ' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৭) ইতি। সিদ্ধান্তমাহ—'তদাহুঃ। ত্রিরেব সমঞ্জ্যাৎ। ত্রিধাতু হি শির ইতি। শির ইবৈতদ্যজ্ঞস্য। অথো ত্রয়ো বৈ প্রাণাঃ। প্রাণানেবাস্মিন্দধাতি' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৭) ইতি। ত্বগসৃগস্থিরূপা বিস্পষ্টাস্ত্রয়ো ধাতবো যস্য তত্রিধাতু। মন্ত্রগতজ্যোতিঃশব্দবিবক্ষাং দর্শয়তি—'মখস্য শিরোঽসি সং জ্যোতিষা জ্যোতিরঙ্‌ক্তামিত্যাহ। জ্যোতিরেবাস্মা উপরিষ্টাদ্দধাতি। সুবর্গস্য লোকস্যানুখ্যাত্যৈ' (ব্রা০ কা০ ২ প্র০ ৩ অ০ ৭) ইতি। অস্য ধ্রৌবাজ্যশেষস্যোপরি স্থাপিতেনাঽঘারশেষাজ্যেনাত্যুজ্জ্বল-সৎপ্রদীপেনৈব স্বর্গলোকঃ প্রকাশিতো ভবতি॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—'ভুবাগ্নেরঞ্জলিং কৃত্বা জুপদ্বাভ্যাং তয়োগ্র্হঃ। অগ্রা দক্ষিণাদিগ্‌গামী বিষ্ণোঃ স্থিত্বা সমাহৃতিঃ॥ ১॥ বৃহদ্ভাঃ স্রুচমুদ্‌গৃহ্য পাহি প্রতিনিবর্ত্ততে। মখ ধ্রুবামনক্তি ত্রির্নব মন্ত্রা ইহেরিতাঃ॥ ২॥' ইতি।

অথ মীমাংসা।

অগ্নে যষ্টরিদং নমঃ, অগ্নির্ব্বৈ দেবানাং যষ্টেত্যনয়োর্ম্মন্ত্রব্রাহ্মণয়োরগ্নিদেবতায়া যাগাধিকারঃ প্রতীয়তে তদযুক্তং নবমাধ্যায়প্রথমপাদোক্তদেবতাধিকরণবিরোধপ্রসঙ্গাৎ।

তত্র হ্যেবং চিন্তিতম্—"দেবঃ প্রযোজকোঽপূর্ব্বং বাঽস্যোঽস্য ফলদত্বতঃ ন বিধেয়ে গুণো হ্যেষোঽপূর্ব্বস্য ফলিতোচিতা" ইতি॥ আগ্নেয়োঽষ্টাকপালঃ" ইত্যাদিষু সর্ব্বেষু কর্ম্মসু মন্ত্র-তন্ত্ররূপাণামনুষ্ঠেয়ানামঙ্গানামগ্ন্যাদির্দ্দেবঃ প্রযোজকঃ। কুতঃ। যাগেন পূজিতায়া দেবতায়াঃ ফলপ্রদত্বাৎ। সম্ভবতি চ ফলপ্রদত্বং মন্ত্রার্থবাদাদিভ্যো বিগ্রহাদিপঞ্চকাবগমাৎ। বিগ্রহো হবিঃস্বীকারস্তদ্ভোজনং তৃপ্তিঃ প্রসাদশ্চেত্যেতচ্চেতনস্যোচিতং পঞ্চকং। সহস্রাক্ষো গোত্রভি-দ্বজ্রবাহুরিতি বিগ্রহঃ। অগ্নিরিদঁ৺ হবিরজুষতেতি হবিঃস্বীকারঃ। অদ্ধীদিন্দ্র প্রস্থিতেমা হবীঁ৺ষীতি হবির্ভোজনং। তৃপ্ত এবৈনমিন্দ্রঃ প্রজয়া পশুভিস্তর্পয়তীতি তৃপ্তিপ্রসাদৌ। ততঃ সেবিতরাজাদিবৎপূজিতদেবতায়াঃ ফলপ্রদত্বেন প্রাধান্যাৎ সৈবাঙ্গানাং প্রযোজিকেতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—কিং দেবতায়াঃ ফলপ্রদত্বলক্ষণং প্রাধান্যং শব্দাদাপাদ্যতে বস্তুসামর্থ্যাদ্বা। নাঽদ্যঃ। স্বর্গকামো যজেতেতি শব্দে বিধেয়স্য যাগস্যৈব ফলপ্রদত্বাবগমাৎ। দ্রব্যদেবতে তু সিদ্ধত্বেন বিধ্যনর্হে। তত্র যথা দ্রব্যস্য বিধেয়ং প্রতি গুণভাবস্তথা দেবতায়া অপি। যদি যাগস্য কালান্তর-ভাবিফলং প্রতি ব্যবহিতত্বং তর্হি তৎসাধনভূতা দেবতা-ততোঽপি ব্যবহিতা। কা তর্হি ফলস্য গতিঃ। অপূর্ব্বমিতি বদামঃ। তচ্চ শ্রুত্যা শ্রুতার্থাপত্ত্যা বা প্রতীয়মানত্বাচ্ছাব্দমিতি তস্য ফলপ্রদত্ব-মুচিতং। নাপি বস্তুসামর্থ্যাদ্দেবস্য ফলপ্রদত্বং বিগ্রহাদিপঞ্চকপ্রতিপাদকয়োর্ম্মন্ত্রার্থবাদয়োঃ স্বার্থে তাৎপর্য্যাভাবাৎ। অন্যথা বনস্পতিভ্যঃ স্বাহা মূলেভ্যঃ স্বাহা তূলেভ্যঃ স্বাহেত্যাদিমন্ত্রেষ্বপি দেবত্বং বিগ্রহাদিযুক্তং কল্প্যেত। তচ্চ প্রত্যক্ষবিরুদ্ধং। অতো ন রাজাদিবৎফলপ্রদত্বং। কিং চ বিগ্রহাদিমদ্দেবতাবাদ্যপি ন বিনা কর্ম্মণা ফলমভ্যুপগচ্ছতি। ততঃ প্রাপ্তাপ্রাপ্তবিবেকেনো-ভয়বাদিসিদ্ধস্য যাগস্যৈব ফলপ্রদত্বমস্তু। কিং চ মাতাপিতৃগুর্ব্বাদিশুশ্রূষায়া দেবতাং বিনৈব ফলপ্রদত্বমুভয়বাদিসিদ্ধং। তস্মাৎ ফলপ্রদমপূর্ব্বমেবাঙ্গানুষ্ঠানে প্রযোজকং। দেবস্য প্রযোজত্বে সত্যাগ্নেয়যাগ উপদিষ্টানি প্রযাজাদ্যঙ্গানি শৌর্য্যাদিযাগেষ্বগ্ন্যভাবাদনুষ্ঠানি। অপূর্ব্বস্য

প্রযোজকত্বে তৎ সত্ত্বাদুহ্যানীতি বিশেষঃ। তদিদং দেবতাধিকরণমগ্ন্যাদিদেবানাং কর্ম্মাধিকারে বিরুধ্যতে। অত এব বৈয়াসিকদেবতাধিকরণসূত্রেষু জৈমিনিপক্ষ এবমুপন্যস্তঃ—"মধ্বাদিষ্বসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ" (ব্র০ সূ০ ১।৩।৩১) ইতি। অস্যায়মর্থঃ—অস্তি হি কাচন মধুবিদ্যা ছন্দোগৈরাম্নাতত্বাৎ। তস্যামাদিত্যো মধুত্বেন ধ্যাতব্যঃ। বসবো রুদ্রা আদিত্যা মরুতঃ সাধ্যাশ্চেত্যেতে দেবগণাঃ পরিত উপবিশ্য তন্মধূপজীবন্তি। ঈদৃশেনোপাসনেন বস্বাদিমহিমানং প্রাপ্নুবন্তীতি শ্রূয়তে। তস্যাং বিদ্যায়াং মনুষ্যাণামধিকারঃ সম্ভবতি। বস্বাদিদেবতাস্তু কানন্যান্বস্বাদীনুপাসীরন্ কং চান্যং বস্বাদিমহিমানং প্রাপ্নুয়ুঃ। আদিত্যশ্চ কমন্যমাদিত্যং মধুত্বেনোপাসীত। তস্মাদ্দেবানামনধিকারং জৈমিনির্মন্যত ইতি। তর্হি বিদ্যান্তরেঽধিকারোঽস্ত্বিত্যাশঙ্ক্যোত্তরমেবং সূত্রিতং—"জ্যোতিষি ভাবাচ্চ" (ব্র০ সূ০ ১।৩।৩২) ইতি। ন খল্বাদিত্যো নাম কশ্চিচ্চেতনো বিগ্রহবান্দেবোঽস্তি। কিং ত্বস্মিন্দৃশ্যমানে জ্যোতির্ম্মণ্ডলে ভবত্যাদিত্যশব্দপ্রয়োগঃ। এবমঙ্গারেষ্বগ্নিশব্দঃ। যদি বিগ্রহবতী দেবতা স্যাত্তদানীমৃত্বিগাদিবৎকর্ম্মণ্যুপলভ্যেত। কিং চৈকস্য যজমানস্য যাগে হবিঃ স্বীকর্ত্তুং গত্বা তদানীমেবান্যেষাং যাগেষু গন্তুং ন শক্নুয়াৎ। অত এবাহম্নায়তে—"কস্য বা হ দেবা যজ্ঞমাগচ্ছন্তি কস্য বা ন বহূনাং যজমানানাং" ইতি। কিং চ বিগ্রহবৎসু দেবেষু মৃতেষু বৈদিকানামগ্নীন্দ্রাদিশব্দানামভিধেয়াভাবাদ্বেদস্যাপ্রামাণ্যং প্রসজ্যেত। তস্মান্মৃগতৃষ্ণাদিবাক্যেষ্বিব সহস্রাক্ষো গোত্রভিদিত্যাদিবাক্যেষু কশ্চিদ্বিকল্পপ্রত্যয়ো জায়তে। "শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ" ইতি তল্লক্ষণং। "মৃগতৃষ্ণাম্ভসি স্নাতঃ খপুষ্পকৃতশেখরঃ। এষ বন্ধ্যাসুতো যাতি শশশৃঙ্গধনুর্দ্ধরঃ॥"

ইত্যত্র বিনৈব বাহ্যবস্তুনা যথা কশ্চিদাকারবিশেষো মনসি প্রতিভাসতে তথৈব দেবতাবাক্যেষু। তস্মাদগ্নির্বৈ দেবানাং যষ্টেতিবাক্যবলাদ্দেবানাং যাগাধিকারো বক্তুং ন শক্যঃ। অত্রোচ্যতে—দেবানামধিকারাভাবঃ কুত ইতি বক্তব্যং। দেহাদ্যভাবাদ্বা সত্যপি দেহাদাবর্থিত্বসামর্থ্যবিদ্যারূপাণামধিকারহেতুনামভাবাদ্বা সৎস্বপি তেষু শাস্ত্রেণ নিষিদ্ধত্বাদ্বা। প্রথমপক্ষেঽপি দেহাদ্যভাবঃ কুত ইতি বাচ্যং। প্রমাণাভাবাদ্বা বাধকসদ্ভাবাদ্বা। নাদ্যো মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপুরাণযোগিপ্রত্যক্ষলোকপ্রসিদ্ধীনাং তৎপ্রমাণত্বাৎ। "দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু" "রুদ্রস্য হেতিঃ পরি বো বৃণক্তু" ইত্যাদয়শ্চেতনোচিতব্যবহারাভিধায়িনো বহবো মন্ত্রাঃ পূর্ব্বমুদাহৃতাঃ। "অগ্নে যষ্ঠরিদং নমঃ" "ইত ইন্দ্রো অকৃণোদ্বীর্য্যানি, ইত্যাদয় উদাহ্রিয়ন্তে। "অথা সপত্নানিন্দ্রাগ্নি মে বিষূচীনাব্যস্যতাং" "অগ্নে ত্ব৺ সু জাগৃহি" ইত্যাদয় উদাহরিষ্যন্তে। তং গায়ত্র্যাহরৎ। পুরুষং বৈ দেবাঃ পশুমালভন্ত। দেবাসুরা সংযত্তা আসন্নিত্যাদয়োঽর্থবাদাঃ। ইতিহাসো ভারতাদিঃ। পুরাণং ব্রাহ্মপাদ্মবৈষ্ণবাদি যোগিপ্রত্যক্ষং যোগশাস্ত্রে "মূর্দ্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনং" ইত্যাদিসূত্রেষু প্রসিদ্ধং। লোকপ্রসিদ্ধিশ্চ চিত্রকারাদিতত্তন্মূর্ত্তিলেখনাদিভির্দ্রষ্টব্যা। নাপি দ্বিতীয়ো বাধকস্যানুপলম্ভাৎ। বনস্পতিতন্মূলাদীনামপি বিগ্রহাদিমত্ত্বপ্রসঙ্গো বাধক ইতি চেন্ন। তস্যেষ্টত্বাৎ। প্রত্যক্ষবিরোধ ইতি চেন্ন। স্থাবররূপস্য প্রত্যক্ষত্বেঽপি তদভিমানিদেবতানামপ্রত্যক্ষত্বাৎ। সন্তি হি সর্ব্বেষু বস্তুষ্বভিমানিদেবতাঃ। অত এব শ্রূয়তে—"অন্তরিক্ষদেবত্যাঃ খলু বৈ পশবঃ। যজমানদেবত্যা বৈ জুহূঃ। ভ্রাতৃব্যদেবত্যোপভৃৎ" ইতি। নাত্র দৃশ্যমানা অন্তরিক্ষযজমানভ্রাতৃব্যা বিবক্ষিতাঃ কিং তু তদভিমানিদেবতাঃ। এবং চ সত্যভিমানিনীভিঃ সহাভেদবিবক্ষয়া "বায়বঃ স্থোপায়বঃ স্থ" "জুহ্বেহ্যগ্নিস্ত্বা হ্বয়তি

দেবযজ্যায়া উপভৃদেহি দেবস্ত্বা সবিতা হ্বয়তি” ইত্যাদীনি চেতনোচিতানি সম্বোধনান্যুপস্থন্তে। কিং নিমিত্তোঽয়ং দেবতাভি ব্যক্ত্যভিনিবেশ ইতি চেৎ। তব কিং নিমিত্তোঽয় দেবতাপ্রদ্বেষাভিনিবেশঃ। জ্যোতিষি ভাবাচ্চেতি জৈমিনিমতস্য স্থত্রিতত্বাদিতি চেৎ। কিং বাদরায়ণস্য মতং ন পশ্যসি। স হ্যেবং স্থত্রয়ামাস—“অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাং” (ব্র০ স্থ০ ২।১।৫) ইতি। অস্যায়মর্থঃ—বাক্‌চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াণাং পরস্পরকলহশ্রুতিষু মৃদব্রবীৎ অপোঽব্রুবন্ ইত্যাদিশ্রুতিষু চাভিমানিদেবতা ব্যপদিশ্যন্তে। ইন্দ্রিয়সংবাদবাক্যভাঽদাবেবাঽহৈতা দেবতা ইতি দেবতাশব্দেন বিশেষিতত্বাৎ। অন্যত্র চ “অগ্নির্ব্বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ। বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ। আদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বাঽক্ষিণী প্রাবিশৎ’ ইত্যাদিনা সর্ব্বেষ্বেবেন্দ্রিয়েষু দেবতানুগতিশ্রবণাদিতি। বাধকান্তরং তু বাদরায়ণ এবাঽশঙ্ক্য নিরাচষ্টে। তদীয়ং স্থত্রমেতৎ—“বিরোধঃ কর্ম্মণীতি চেন্নানেকপ্রতিপত্তের্দর্শনাৎ” (ব্রা০ স্থ০ ১।৩।২৭) ইতি। ঋত্বিগ্ দৃষ্টান্তেন যঃ কর্ম্মণি বিরোধঃ সোঽপি নাস্ত্যেকস্য যুগপদ্বহুগৃহভোজনাসম্ভবেঽপি বহুকর্তৃকনমস্কারস্বীকারঃ সম্ভবতীত্যনেকপ্রকারদর্শনাৎ। ইহ চ যাগস্যোদ্দেশগাত্মকত্বান্নমস্কারন্যায়েন বহবো যজমানা যুগপদেকাঃ দেবতামুদ্দিশ্য হবীংষি ত্যজেয়ুঃ। অথ বা দেবতানাং যোগসামর্থ্যাদ্‌যুগপদনেকশরীরপ্রাপ্তিঃ শ্রুতিস্মৃত্যোর্দৃশ্যতে। তৈশ্চ শরীরৈর্য্যুগপদ্বহুষু যাগেষু যুগপদগচ্ছেয়ুঃ। ন চানুভববিরোধস্তাসমন্তর্ধানাদিশক্তিমত্ত্বেনাযোগ্যানুপলব্ধেঃ। নাপি বিগ্রহবতীষু দেবব্যক্তিষু মৃতাসু বৈদিকশব্দস্যার্থাভাবো জাতেরেব শব্দার্থত্বাৎ। অতো বনস্পতিমূলজুহুপভৃদাদ্যচেতনদ্রব্যেষু সর্ব্বেষ্বভিমানিনীনাং বিগ্রহবতীনাং চেতনানাং দেবতানামভ্যুপগমেঽপি ন বাধঃ কশ্চিৎ। মৃগতৃষ্ণিকাখপুষ্পাদিষ্বপি বনস্পত্যাদিষ্বিব দেবতাভ্যুপগমঃ প্রসজ্যেতেতি চেন্ন। যদা মৃগতৃষ্ণায়ৈ স্বাহা খপুষ্পায় স্বাহেতি বেদবাক্যং দর্শয়িষ্যসি তদাঽভ্যুপগমিষ্যামঃ। অতঃ প্রমাণসদ্ভাবাদ্বাধকাভাবাচ্চ সন্ত্যেব দেবতানাং বিগ্রহাদয়ঃ। নাপ্যর্থিত্বাদ্যধিকারকারণাভাবাদিতি দ্বিতীয়ঃ পক্ষো যুক্তঃ। আদিত্যবস্বাদীনাং স্বস্বপদস্য প্রাপ্তত্বেন তৎপ্রাপ্তিহেতাবুপাসনে যাগে বাঽর্থিত্বাভাবেঽপি ফলান্তরহেতৌ তৎসম্ভবাৎ। সত্যসঙ্কল্পানাং তেষাং সঙ্কল্পাদেব ফলসিদ্ধৌ ন যাগাদিপ্রবৃত্তিরিতি চেন্ন। সঙ্কল্প ইব যাগাদাবপি প্রয়াসবুদ্ধ্যভাবেন প্রবৃত্তিসম্ভবাৎ।

শ্রূয়ন্তে হি বহুশো বেদবাক্যানি—“অগ্নিষ্টোমেন হৈ প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত। তা অগ্নিষ্টোমেনৈব পর্য্যগৃহ্ণাৎ” ইতি। “বৃহস্পতিরকাময়ত। শ্রন্মেদেবা দধীরন্। গচ্ছেয়ং পুরোধামিতি। স এবং চতুর্ব্বিꣳশতিরাত্রমপশ্যৎ। তমাহরৎ। তেনাযজত। ততো বৈ তস্মৈ শ্রদ্দেবা অদধতাগচ্ছৎ পুরোধাং” ইতি। ইদানীং মনুষ্য এব সত্রে ভাবিসংজ্ঞয়া প্রজাপতিবৃহস্পত্যাদিশব্দৈরুচ্যত ইতি চেৎ। অস্ত্বেবং নক্ষত্রেষ্টৌ। তত্র হি যজমানো দেবতা চেত্যুভয়মেকেনৈব শব্দেন ব্যবহৃতং—“অগ্নির্ব্বা অকাময়ত। অন্নাদো দেবানাꣳস্যামিতি। স এতমগ্নয়ে কৃত্তিকাভ্যঃ পুরোডাশমষ্টাকপালং নিরবপৎ” ইতি। ইহ তু বাধকাভাবান্মুখ্যা এব প্রজাপতিবৃহস্পত্যাদয়ঃ। অন্যথা বসিষ্ঠবিশেষণং বিরুধ্যেত। তচ্চৈবমাম্নায়তে—“বসিষ্ঠো হতপুত্রোঽকাময়ত বিন্দেয় প্রজাং” ইতি। তস্মাদর্থিনো দেবা যাগাদিষু প্রবর্ত্তেরন্। সামর্থ্যমপি ধনবত্ত্বং তেষামস্ত্যেব। উপনয়নপূর্ব্বকাধ্যয়নাভাবেঽপি স্বয়ংভাতস্বাদ্বেদানামস্ত্যেব বিদ্যা। নিষেধং চ ন পশ্যামস্তস্মাচ্ছূদ্রো যজ্ঞেঽনক্লৃপ্ত ইতিবদ্দেবা অনবক্লৃপ্তা

ইত্যশ্রবণাৎ। প্রত্যুত "দেবা বৈ যদ্যজ্ঞেঽকুর্ব্বত তদসুরা অকুর্ব্বত" ইতি বহুশঃ শ্রুতং। আঘারব্রাহ্মণেঽপি শ্রূয়তে—"দেবা বৈ সামিধেনীরনূচ্য যজ্ঞং নান্বপশ্যন্‌ৎস প্রজাপতিস্তূষ্ণী-মাঘারমাঘারয়ত্ততো বৈ দেবা যজ্ঞমন্বপশ্যন্" ইতি। "অসুরেষু বৈ যজ্ঞ আসীত্তং দেবাস্তূষ্ণী৺-হোমেনাবৃঞ্জত" ইতি। সর্ব্বোঽপ্যয়মর্থবাদ ইতি চেন্নাঢ়ং। ন খলু বয়মপ্যেতমনর্থবাদং ব্রুমঃ। মহাতাৎপর্য্যেণ বিধিং প্রশংসতোঽবান্তরতাৎপর্য্যেণ স্বার্থেঽপি প্রামাণ্যাদ্ভূতার্থবাদত্বে কা তব হানিঃ। যদা প্রজাপতিরমন্ত্রকং প্রথমমাঘারং প্রাজাপত্যমনুতিষ্ঠতি তদা কমন্যং প্রজাপতিং মনসা ধ্যায়েদিতি চেৎ পূর্ব্বকল্পেঽতীতং ব্রহ্মাণ্ডান্তরে বর্ত্তমানং বা ধ্যায়তু। যথা দেবদত্তঃ স্বয়মন্যস্য পিতাঽপি সন্বিত্যাধনাদিভিঃ স্বপিত্রা সমানোঽপি সন্ স্বপিতরং নমস্করোতি যথা বা ব্রাহ্মণকর্ত্তৃকে শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণান্তরং ভোজ্যতে তদ্বৎ। যদি তত্র স্বসমানস্য পিতু-র্ব্রাহ্মণান্তরস্য চ পূজয়া তুষ্টঃ পরমেশ্বরঃ ফলং দদ্যাত্তর্হি স কিমস্য প্রজাপতেঃ ফলদানে বিস্মরিষ্যতি নিদ্রাস্যতি বা। "তৃপ্ত এবৈনমিন্দ্রঃ প্রজয়া পশুভিস্তর্পয়তি" ইত্যত্রাপীন্দ্রবিগ্রহেঽ-বস্থিতোঽন্তর্য্যাম্যেব ফলস্য দাতা। অত এব বাদরায়ণঃ—"ফলমত উপপত্তেঃ" (ব্র০ সূ০ ৩।৩।৩৮) ইতি সূত্রয়ামাস। ঈশ্বরস্য ফলদাতৃত্বেঽপি নাপূর্ব্ববৈয়র্থ্যং ফল-বিশেষে তত্তারতম্যে চাপূর্ব্বস্যৈব নিয়ামকত্বাৎ। জৈমিনিশ্চাপূর্ব্বাঙ্গীকারেণ পরিতুষ্টো ন দেবতাং দ্বেষ্টি। তাবতৈব স্বাপেক্ষিতোহাধ্যায়স্যাঽরন্তসিদ্ধেঃ। ন চ প্রজাপতিকর্ত্তৃকে যাগ ঋত্বিজামভাবঃ। দেবতান্তরাণামৃত্বিক্ত্বাৎ। নন্বার্ত্বিজ্যং বিপ্রস্যৈব। তথা চ দ্বাদশাধ্যায়-স্যাবসানে চিন্তিতং—"আর্ত্বিজ্যং কিং ত্রিবর্ণস্থং বিপ্রগাম্যেব বাঽগ্রিমঃ। বিত্যাবত্বান্ন তদ্যুক্তং ব্রাহ্মণস্যৈব তৎস্মৃতেঃ' ইতি। "প্রতিগ্রহোঽধিকো বিপ্রে যাজনাধ্যাপনে তথা" স্মৃতিঃ। নায়ং দোষঃ। তত্র ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োরার্ত্বিজ্যং নাস্তীত্যেতাবদেব বিবক্ষিতং ন তু দেবানাং তন্নিবার্য্যতে মন্ত্রব্রাহ্মণয়োস্তদবগমনাৎ। "পৃথিবী হোতা। দ্যৌরধ্বর্য্যুঃ। রুদ্রোঽগ্নীৎ। বৃহস্পতিরুপবক্তা। অগ্নির্হোতা। অশ্বিনাঽধ্বর্য্যূ। ত্বষ্টাঽগ্নীৎ। মিত্র উপবক্তা" ইতি মন্ত্রাঃ। "অশ্বিনৌ হি দেবানামধ্বর্য্যূ আস্তাং" ইতি ব্রাহ্মণং। ত্রৈবর্ণিকানামেব বসন্তাদিকালেষ্বাধান-বিধানাদ্দেবানাং বর্ণাশ্রমাভাবান্নাস্ত্যাধানমিতি চেন্ন। তদ্বিধানস্য মনুষ্যবিষয়ত্বাৎ। বর্ণাশ্রম-প্রযুক্তা বিধয়ো মনুষ্যাণামেব সন্তি। দেবাস্তু ন বর্ণাশ্রমধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্তি। কিং তু কাম্য-কর্ম্মণ্যাধানমপি দেবানামাম্নাতং—"প্রজাপতী রোহিণ্যামগ্নিমসৃজত। তং দেবা রোহিণ্যামাদধত। তং পূষাঽধত্ত। তং ত্বষ্টাঽধত্ত। তং মনুরাধত্ত। তং ধাতাঽধত্ত" ইতি। তদেবং দেবানাং যাগাধিকারে বিঘ্নাভাবাৎ 'অগ্নির্ব্বৈ দেবানাং যষ্টা' ইত্যেতদিহ সুস্থিতং। সর্ব্বত্র চ মন্ত্র-ব্রাহ্মণেতিহাসপুরাণাদিবাদাঃ সুতরামুজ্জীবিতাঃ।

প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থপাদে চিন্তিতম্—"অগ্নিহোত্রং জুহোত্যাঘারমাঘারয়তীত্যমু। বিধেয়ৌ গুণসংস্কারাবাহোস্বিৎকর্ম্মনামনী॥ অগ্নয়ে হোত্রমত্রেতি বহুব্রীহিগতোঽনলঃ। গুণো বিধেয়ো নামত্বে রূপং ন স্যাৎ ক্ষরদ্ঘৃতে॥ সংস্ক্রিয়াঽঘারমাঘারয়তীত্যুক্তা দ্বিতীয়য়া। আঘারেত্যগ্নি-হোত্রেতি যৌগিকে কর্ম্মনামনী॥ অগ্নির্জ্যোতিরিতি প্রোক্তো মন্ত্রাদ্দেবস্তথা ঘৃতম্। চতুর্গৃহীত-বাক্যোক্তং দ্বিতীয়ায়াস্ত্বিয়ং গতিঃ॥ নাসাধিতে হি ধাত্বর্থে করণত্বং ততোঽস্য সা। সাধ্যতাং বক্তি সংস্কারো নৈবাঽশক্যঃ ক্রিয়াত্বতঃ" ইতি॥ "অগ্নিহোত্রং জুহোতি" ইত্যত্রাগ্নিহোত্রশব্দস্য

কর্ম্মনামত্বে দ্রব্যদেবতয়োরভাবাদ্যাগস্য স্বরূপমেব ন সিধ্যেৎ। ততোঽগ্নিদেবতারূপো গুণোঽনেন দর্ব্বিহোমে বিধীয়তে। আঘারশব্দশ্চ "ঘৃ ক্ষরণদীপ্ত্যোঃ" ইত্যস্মাদ্ধাতোরুৎপন্নঃ ক্ষরদ্ঘৃতমাচষ্টে। তস্মিংশ্চ ঘৃতে দ্বিতীয়াবিভক্ত্যা সংস্কার্য্যত্বং প্রতীয়তে। তচ্চ সংস্কৃতং ঘৃতমুপাংশুযাগে দ্রব্যং ভবতি। তস্মাদগ্নিহোত্রাঘারশব্দৌ গুণসংস্কারয়োর্ব্বিধায়কাবিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—অগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহেতি সায়ং জুহোতি। সূর্য্যো জ্যোতির্জ্যোতিঃ সূর্য্যঃ স্বাহেতি প্রাতরিতি বিহিতেন মন্ত্রেণ প্রাপ্তত্বাদ্দেবতা ন বিধেয়া। ততোঽগ্নিসূর্য্যদেবতাকস্য সায়ংপ্রাতঃকালয়োর্নিয়মেনানুষ্ঠেয়স্য কর্ম্মণোঽগ্নিহোত্রমিতি যৌগিকং নামধেয়ং। যোগশ্চ বহুব্রীহিণা দর্শিতঃ। চতুর্গৃহীতং বা এতদভূত্তস্যাঽঘারমাঘার্য্যেত্যাজ্যদ্রব্যস্য প্রাপ্তত্বা ক্ষরদ্ঘৃতসংস্কারস্যাবিধেয়ত্বাদাঘারশব্দোঽপি যৌগিকং কর্ম্মনামধেয়ং। যস্মিন্ কর্ম্মণি নৈঋর্তীং দিশমারভ্যৈশানীং দিশমবধিং কৃত্বা সন্তত্যা ঘৃতং ক্ষার্য্যতে তস্য কর্ম্মণ এতন্নাম। নন্বু নামত্বে সতিঃ "উদ্ভিদা যজেত" "জ্যোতিষ্টোমেন যজেত" ইত্যাদাবিব ধাত্বর্থেন করণেন সামানাধিকরণ্যায়াগ্নিহোত্রেণ জুহোত্যাঘারেণাঽঘারয়তীতি তৃতীয়য়া ভবিতব্যং। নৈষ দোষঃ। অনুষ্ঠানাদূর্দ্ধং ধাত্বর্থস্য সিদ্ধত্বাকারেণ করণত্বেঽপি ততঃ পূর্ব্বং সাধ্যত্বাকারং বক্তুমগ্নিহোত্রমাঘারমিতি দ্বিতীয়ায়া যুক্তত্বাৎ। ন চাত্র দ্বিতীয়ানুসারেণ ব্রীহীন্ প্রোক্ষতীত্যাদাবিব সংস্কারঃ শঙ্কনীয়ঃ। ব্রীহিশব্দবদগ্নিহোত্রাঘারশব্দয়োঃ প্রসিদ্ধদ্রব্যবাচকত্বাভাবেন ক্রিয়াবাচিত্বাভ্যপগমাৎ। তস্মাদগ্নিহোত্রাঘারশব্দৌ দর্ব্বিহোমোপাংশুযাগয়োর্গুণসংস্কারবিধায়িনৌ ন ভবতঃ কিং তু কর্ম্মান্তরয়োর্নামনী।

দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে চিন্তিতং—"অগ্নিহোত্রাঘারবাক্যমনুবাদোঽথ বা বিধিঃ। অরূপত্বাত্ত দধ্যাদিবাক্যেনোক্তমনূদ্যতে॥ গুণ্যসিদ্ধৌ ন দধ্যাদির্গুণো দৃষ্টা বিশিষ্টতা। রূপং দধ্যাদিমন্ত্রাভ্যামতোঽসৌ গুণিনো বিধিঃ" ইতি। ইদমাম্নায়তে—"অগ্নিহোত্রং জুহোতি" ইতি, "দধ্না জুহোতি" ইতি, "পয়সা জুহোতি" ইতি (চ)। ইদমপরমাম্নায়তে—"আঘারমাঘারয়তি" ইতি, "ঊর্দ্ধমাঘারয়তি" ইতি, "ঋজুমাঘারয়তি" ইতি চ। তত্রাগ্নিহোত্রবাক্যং দধ্যাদিবাক্যবিহিতস্য কর্ম্মসমুদায়স্যানুবাদঃ। আঘারবাক্যং তূর্দ্ধাদিবাক্যবিহিতস্য তস্যেতি। ন ত্বেতদ্বাক্যদ্বয়ং কর্ম্মবিধায়কং। কুতঃ। দ্রব্যদেবতালক্ষণস্য যাগরূপস্যাভাবাদিতি চেত্তত্র বক্তব্যং। কিং দধ্যাদিবাক্যেন গুণমাত্রং বিধীয়তে কিং বা গুণবিশিষ্টং কর্ম্ম। নাঽদ্যঃ। অগ্নিহোত্রাদিবাক্যস্য ত্বন্মতে কর্ম্মবিধায়কত্বাভাবেন গুণিনঃ কস্যচিদসিদ্ধৌ গুণ্যনুবাদপুরঃসরস্য গুণমাত্রবিধানস্যাসম্ভবাৎ। দ্বিতীয়ে বিধিগৌরবং স্যাৎ। তচ্চ সত্যাং গতাবযুক্তং। অতোঽগ্নিহোত্রাদিবাক্যং কর্ম্মবিধায়কং। তত্র দ্রব্যং দধ্যাদিবাক্যৈর্লভ্যতে দেবতা তু মান্ত্রবর্ণিকী। আঘারেঽপ্যেবং দ্রব্যদেবতে উন্নেতব্যে।

দশমাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে চিন্তিতং—"হিরণ্যগর্ভ আঘারে পূর্ব্বস্মিন্ন্ত্তরেঽথ বা। লিঙ্গাদাদ্যে সমং লিঙ্গং ক্লৃপ্তকার্য্যত্বতোঽন্তিমে" ইতি॥ বায়ব্যপশৌ "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্র ইত্যাঘারমাঘারয়তি" ইতি শ্রুতো মন্ত্রঃ পূর্ব্বস্মিন্নাঘারে স্যাৎ। কুতো মন্ত্রলিঙ্গাৎ। প্রকৃতৌ প্রাজাপত্যঃ পূর্ব্ব আঘারঃ। অস্মিন্নপি মন্ত্রে হিরণ্যগর্ভশব্দেন প্রজাপতিরভিধীয়তে। "প্রজাপতির্ব্বৈ হিরণ্যগর্ভঃ" ইতি বাক্যশেষাদিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—অন্তিম আঘারেঽয়ং মন্ত্রঃ ক্লৃপ্তকার্য্যত্বাৎ। প্রকৃতাবমন্ত্রকঃ প্রথম

আঘারঃ প্রজাপতিং মনসা ধ্যায়ন্নাঘারয়তীতি ধ্যানমাত্রস্যাভিধানাৎ। তূষ্ণীমাঘারয়তীত্যমন্ত্রত্বং সাক্ষাদেব শ্রুতং। দ্বিতীয়ে ত্বাঘার ঊর্দ্ধো অধ্বর ইত্যাদৈন্দ্রো মন্ত্রো বিহিতঃ। অতো মন্ত্রকার্য্যং তত্র ক্লৃপ্তং। তস্মাদ্দ্বিতীয়াঘারে হিরণ্যগর্ভমন্ত্রবিধিঃ। যত্তু প্রজাপতিদেবতালিঙ্গং তদিন্দ্রেঽপি সমানং। ইন্দ্রোঽপি হি প্রজানাং পতিঃ। তস্মাদূর্দ্ধো অধ্বর ইতি মন্ত্রং বাধিত্বা হিরণ্যাদিমন্ত্রস্তত্র বিধীয়তে। তৃতীয়াধ্যায়স্যাষ্টমে পাদে চিন্তিতং—"মা মা সং তাপ্তমিত্যেতৎ কস্মিন্ স্যাদিতি পূর্ব্ববৎ। অধ্বর্য্যাবস্তু তত্ত্বেন স্বামিকর্ম্মোপযোগতঃ" ইতি॥ মা মেতি মন্ত্রোক্তং সন্তাপাভাবরূপং ফলং যজমানে স্যাদধ্বর্য্যৌ বেতি সন্দেহঃ। পূর্ব্বাধিকরণে মমাগ্নে বর্চ্চ ইত্যধ্বর্য্যুণা পঠ্যমানেঽপি মন্ত্রে মমেতি শব্দোঽধ্বর্য্যুস্বামিনং যজমানং লক্ষয়তি। স্বর্গকামো যজেতেত্যাত্মনেপদেন সাঙ্গযাগ-ফলস্য স্বর্গস্য যজমানগামিতায়া অবগমাৎ। ততো যথা বর্চ্চো যজমানে ভবতি তথা সন্তাপা-ভাবোঽপি যজমানগামীতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—অধ্বর্য্যাবসন্তপ্তে সত্যবিঘ্নেন স্বামিনঃ কর্ম্ম সমাপ্যতে। তস্মাদধ্বর্য্যুগতোঽপি সন্তাপাভাবো যজমানস্যৈব ফলমিতি নাত্র পূর্ব্ববদস্যোপচারঃ।

অথ ব্যাকরণং।

ভুবনশব্দো নিয়তনপুংসকলিঙ্গত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। অগ্ন ইত্যত্র বাক্যাদিত্বান্ন নিঘাতঃ। "আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবৎ" (পা০ ৮।১।৭২) ইতি তস্যাবিদ্যমানবত্ত্বাবাদ্‌ষষ্ঠীরিত্যেতস্য পদাৎ পরত্বাভাবান্ন নিঘাতঃ কিং তু ষাষ্ঠমামন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। অগ্নাবিষ্ণূ ইত্যত্রাপি তদ্বৎ। ন বিদ্যতে ধ্বরো বিঘ্নো যস্য সোঽধ্বরঃ। "নঞ্‌সুভ্যাং" (প্রা০ ৬।২।.৭২) ইত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। দিবিস্পৃশ-মিত্যত্র কৃৎস্বরঃ। অহ্রুত ইত্যত্রাব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরঃ। দুশ্চরিতাদিত্যত্রাপি তদ্বৎ॥ ১২॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রপাঠকে দ্বাদশোঽনুবাকঃ॥ ১২॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—— † † ——

দ্বাদশ অনুবাকের মন্ত্রসমূহ আধার-গ্রহণ-মূলক। 'আধার' বলিতে আজ্যহবিঃ-পূর্ণ স্রুক্ বুঝায়। তাহা হইতে পুরোডাশসাংনায্য প্রভৃতি বেদীতে স্থাপনের বিষয় উপলক্ষিত হয়। ভাষ্যানুক্রমণিকা হইতে প্রতিপন্ন হয়,—দ্বাদশ অনুবাকে যজ্ঞকাষ্ঠের উপরিভাগে হোম-নিষ্পাদ-নার্থ আধার-স্থাপনের প্রক্রিয়া-পদ্ধতি পরিবর্ণিত হইয়াছে। একাদশ অনুবাকে ইধ্ম (যজ্ঞকাষ্ঠ), বর্হিঃ (কুশ) এবং স্রুচাদি (কাষ্ঠনির্ম্মিত হাতা প্রভৃতিকে) প্রোক্ষণাদির দ্বারা বিশুদ্ধীকরণের প্রক্রিয়া কথিত হইয়াছে। এক্ষণে, এই দ্বাদশ অনুবাকের মন্ত্র-সমূহে, ইধ্মকাষ্ঠের উপরিভাগে কিরূপে হোমার্থ আধার স্থাপন করিতে হয়, তাহাই পরিবর্ণিত হইতেছে।

'বিনিয়োগ-সংগ্রহ' মতে দ্বাদশ অনুবাকের প্রথম মন্ত্রের (ভুবনমসি প্রভৃতি) দ্বারা অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া, দ্বিতীয় মন্ত্রের (জুহ্বেহ্যগ্নিস্ত্বা ইত্যাদি) দুইটী অংশে 'জুহূপভৃৎ' গ্রহণ করিবে। তার পর 'অগ্নাবিষ্ণূ' প্রভৃতি মন্ত্রে দক্ষিণ দিকে গমন করিয়া 'বিষ্ণোঃ স্থানমসি' মন্ত্রে ভূমি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক 'ইত ইন্দ্রো' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই জুহূ স্থাপন করিবে। তদনন্তর 'বৃহদ্ভাঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে

স্রুক্ গ্রহণ করিয়া 'পাহি' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই স্রুক্‌কে প্রতিনিবর্ত্তন করিয়া অর্থাৎ স্থাপন করিয়া, 'মথস্ব' প্রভৃতি মন্ত্রে ধ্রুবাকে সেই স্রুকের সহিত সংযোজিত করিতে হইবে। বেদির উপরিভাগে আজ্যহবিঃ পূর্ণ স্রুক স্থাপন এতদ্দ্বারা প্রতীত হয়। 'বিনিয়োগ-সংগ্রহ' মতে দ্বাদশ অনুবাকের নয়টী মন্ত্র এইরূপে আধার-স্থাপনে বিনিযুক্ত হইয়া থাকে।

বিনিয়োগ-সংগ্রহের অনুসরণে ভাষ্যমতে প্রথম মন্ত্রের সম্বোধন—আহবনীয় অর্থাৎ যাগ-নিষ্পাদক অগ্নি। অগ্নি হইতে ভূতসমষ্টির উদ্ভব বলিয়া সেই অগ্নিকে 'ভুবনং' বলা হইয়াছে। পূর্ব্বদিকে স্থাপিত অগ্নির সম্মুখে অঞ্জলি দ্বারা জুহূপভৃত-সমূহকে গ্রহণ করিয়া, অগ্নিতে প্রদান করিতে হয়। 'যষ্টঃ' পদে সেই জুহূপভৃদাদি উপলক্ষিত। এইরূপে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে যাগ-নিষ্পাদক অগ্নি! তুমি ভূত-সমষ্টির কারণ-স্বরূপ। ভূতসমূহের কারণ বলিয়া তুমি বিস্তৃত হও। এই অঞ্জলিরূপ নমঃ তোমার উদ্দেশ্যে প্রদান করিতেছি অর্থাৎ তোমাকে এই অঞ্জলিধৃত জুহূপভৃত প্রভৃতি প্রদান করিতেছি।' আমাদের অর্থ একটু স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। স্থূলতঃ আমরা ভাষ্যকারেরই যথাসম্ভব অনুসরণ করিয়াছি বটে; কিন্তু আমাদের ব্যাখ্যার ভাবে একটু তারতম্য লক্ষিত হইবে। আমাদের মতে মন্ত্রের সম্বোধ্য—প্রজ্ঞান স্বরূপ ভগবান। অগ্নি বলিতে আমরা জ্ঞানাগ্নিকেই লক্ষ্য করি। লৌকিক অগ্নি যেমন সমস্ত ভস্মীভূত করিয়া ফেলে; সেইরূপ জ্ঞানাগ্নির দ্বারা হৃদয়ের সর্ব্ববিধ আবিলতা কলুষতা ভস্মীভূত হইয়া, হৃদয় পবিত্রভাব ধারণ করে। তাই জ্ঞানাগ্নি ভগবানের প্রকাশরূপ বলিয়া আমরা মনে করি। আর তাহা হইতে 'অগ্নি' বলিতে আমরা সেই প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানকেই লক্ষ্য করি। তাঁহা হইতেই যে ভূতসমষ্টির উদ্ভব, ভগবানই যে স্থাবরজঙ্গমচরাচরের উৎপত্তির কারণ, অপিচ তিনিই যে তাহাদের পোষক ও সংরক্ষক, তাঁহার বাক্যেই তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভগবান বলিয়াছেন,—

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ। অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥"

অন্যত্র আবার বলিয়াছেন,—"ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা।" "যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন। ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥" ফলতঃ, ভগবান হইতেই ভূত-সমষ্টির উদ্ভব, আবার তাঁহাতেই তাহাদের লয়প্রাপ্তি। কেবল ভূতসমষ্টি বলিয়া নহে; বিশ্বের যাহা কিছু সার সামগ্রী, যাহা কিছু কারণ—সে সকলই তাঁহাতেই অবস্থিত। তিনি যেমন ভূতসমষ্টির উৎপত্তির কারণ, তেমনই তিনি আবার তাহাদের পালক ও সংরক্ষক। এই ভাব হইতেই আমরা 'ভুবনং' পদের অর্থ করিয়াছি,—"বিশ্বেষাং সর্ব্বেষাং ভূতানাং উৎপাদকঃ, যদ্বা—নিখিলানাং সদ্ভাবানাং জনকঃ সংরক্ষকঃ চ।" ভগবানকে 'ভুবনং' বলিবার ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করি। 'বিপ্রথস্ব' পদে সদ্ভাব ও লোকানুরাগ বর্দ্ধনের ভাব মনে আসে। মন্ত্রের ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আপনি যেমন ভূতসমূহের কারণ, তেমনি সদ্ভাব-সৎপ্রবৃত্তির জনয়িতা; আপনার অনুগ্রহে আমার হৃদয়ে সদ্ভাবাদি লোকানুরাগ প্রবর্দ্ধিত হউক। অপিচ, অনুষ্ঠিত এই কর্ম্ম আপনার প্রীতিহেতুভূত হউক। তাহাতে, আমার সেই কর্ম্মের প্রভাবে, আমার হৃদয়ে সদ্ভাবের সঞ্চার হইবে; আর সেই সদ্ভাবের প্রভাবে সৎস্বরূপ আপনাকে পাইবার অধিকার জন্মিবে।' ফলতঃ, সদ্ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, লোকানুরাগ বর্দ্ধন জন্যই মন্ত্রের উদ্বোধনা দেখিতে পাই।

দ্বিতীয় মন্ত্র জুহূপভৃৎ গ্রহণ-মূলক। এই মন্ত্রের দুইটী অংশ পরিকল্পিত হয়। প্রথম অংশ 'জুহু' সম্বোধনে এবং দ্বিতীয় অংশ 'উপভৃৎ' সম্বোধনে বিনিযুক্ত। প্রথম অংশের অর্থ—'হে জুহু! আগমন কর; দেবযাগনিষ্পাদন জন্য অগ্নি তোমাকে আহ্বান করিতেছেন।' দ্বিতীয়াংশের অর্থ—'হে উপভৃৎ! আগমন কর। দেবযাগের জন্য সবিতা দেবতা তোমাকে আহ্বান করিতেছেন।' 'জুহূ' অর্থাৎ স্রুককে অগ্নিদেবের উদ্দেশ্যে এবং উপভৃৎ অর্থাৎ স্রুক-ব্যতিরিক্ত আজ্যধারণক্ষম অন্য পাত্রকে সূর্য্যের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হইয়াছে, বুঝা যায়। আমরা কিন্তু মন্ত্রে অন্য ভাব উপলব্ধি করি। আমাদের মতে মন্ত্রের প্রথমাংশে শুদ্ধসত্ত্বকে এবং দ্বিতীয় অংশে মনোবৃত্তিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'দিব্যজ্ঞান প্রভাবে আমার হৃদয়ে সদ্ভাবের উদ্দীপনা আসুক; আর সেই উদ্দীপনায় যেন আমি ভগবানের প্রীতিকর কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সমর্থ হই।' ফলতঃ, ভগবানের প্রেরণা ভিন্ন মানুষের প্রবৃত্তি সদ্বস্তুর প্রতি প্রধাবিত হয় না। তাই মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে সেই উদ্দীপনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। সদ্ভাব এবং বিশুদ্ধ দিব্যজ্ঞানই সকল সৎকর্ম্মের মূলীভূত। তাই সৎকর্ম্ম-সাধনে—ভগবানের প্রীতিকর কর্ম্মের অনুষ্ঠানে—সদ্ভাবের ও সজ্‌জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা।

তৃতীয় মন্ত্রে অগ্নির এবং বিষ্ণুর—যুগ্ম দেবতার সম্বোধন আছে। ভাষ্যমতে মধ্যম পরিধির পুরোভাগে আহবনীয় অগ্নি এবং তাহার পশ্চাতে স্রুকের অগ্রভাগে শাস্ত্রদৃষ্ট যজ্ঞাভিমানী বিষ্ণু অবস্থিত। তাহা হইতে মন্ত্রের অর্থ হয়—'হে অগ্নি ও বিষ্ণু! আধার হোমের নিমিত্ত তোমাদিগের উভয়ের মধ্যভাগে গমনকালে আমি যেন তোমাদিগকে পদদলিত না করি অর্থাৎ তোমাদিগকে অতিক্রমন না করি। অতএব আমার গমনের পথনির্দ্দেশ জন্য তোমরা বিযুক্ত হও। আমার প্রতি তোমরা আমার গমন-স্থান প্রস্তুত করিয়া দেও।' এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যে স্থলে বসিয়া যাগ করিতে হয়, তাহাই বিষ্ণুর স্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আহবনীয়ের নিকট-বর্ত্তী বলিয়া উহাকে যজ্ঞস্থানও বলা যাইতে পারে। আমরা মন্ত্রটীকে একটু স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে অবলোকন করি। ইন্দ্র ও বিষ্ণু বলিতে আমরা এখানে জ্ঞান ও কর্ম্মকে বুঝিয়াছি। 'আমি যেন জ্ঞান ও কর্ম্ম মার্গ হইতে বিচ্যুত না হই, শত্রু প্রভৃতি যেন আমাকে সন্তপ্ত করিতে না পারে, পরন্তু জ্ঞান ও কর্ম্ম প্রভাবে আমি যেন পরমস্থান প্রাপ্ত হই'—মন্ত্রে এই প্রার্থনাই দ্যোতিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারি। মন্ত্রের প্রার্থনা হইতেছে,—'বিশ্বব্যাপক জানিয়া হে ভগবন্! আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম। আপনি চরণাশ্রয়দানে আমাকে রক্ষা করুন,—আমাকে শ্রেষ্ঠলোকে স্থাপন করুন।' এইরূপ অর্থ পরিকল্পনায় আমরা যেরূপে যে পদের যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকটিত হইয়াছে। ভাষ্যানু-মোদিত অর্থ অনুসারে মন্ত্রটীর একপ্রকার অর্থ হইতে পারে,—'হে বিশ্বব্যাপক দেবদ্বয়! আমি পদের দ্বারা যেন তোমাদিগকে অতিক্রম না করি।' ইহাতে ভাব বুঝা যায়,—'ভগবান বিশ্বব্যাপক। বিশ্বের প্রতি অণু পরমাণুতে তিনি বিদ্যমান। ভগবান বিশ্বব্যাপক বলিয়া পাদস্পর্শ জনিত দোষ সংঘটিত না হয়, ইহাই আকাঙ্ক্ষা।' যদিও এ প্রকার অর্থ একটু টানিয়া বুনিয়া আমনন করিতে হয়, তথাপি ইহা যে অতি উচ্চভাবমূলক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাই আমরা এ অর্থেরও সমীচীনতা দেখিতে পাই। জ্ঞান ও কর্ম্ম সকল মঙ্গলের হেতুভূত। সজ্‌জ্ঞান

সম্পন্ন হইয়া, সদসৎ-বিচারে সমর্থ হইয়া, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে মানুষ যে পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারে, মন্ত্র সেই উপদেশই প্রদান করিতেছেন। মন্ত্রের 'লোকং' পদে আমরা 'অগ্নির ও বিষ্ণুর' মধ্যবর্ত্তী যজমানের গমন-স্থানকে নির্দ্দেশ করি না। আমাদের মতে ঐ 'লোকং' পদে 'পরমস্থান' সেই ভগবৎ-পাদপদ্মই লক্ষ্য করে। দিব্যজ্ঞান ও সৎকর্ম্ম সেই স্থানে পৌঁছাইয়া দেয়।

তার পর পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করুন। পঞ্চম মন্ত্রের সম্বোধন—ভূ-প্রদেশ ; আর ষষ্ঠ মন্ত্র ইন্দ্রদেবতা সম্বন্ধী। ভূপ্রদেশকে লক্ষ্য করিয়া পঞ্চম মন্ত্র বলিতেছেন,—'হে ভূপ্রদেশ ! তুমি বিষ্ণুর (যজ্ঞপুরুষের) স্থান হও।' পঞ্চম মন্ত্রে যজ্ঞের স্থান কথিত হইলে, 'ইত ইন্দ্র' প্রভৃতি ষষ্ঠ মন্ত্রের দ্বারা দেবতাদিগের বিজয়হেতু অপর স্থানের বিষয় কথিত হইতেছে। দেবযজন ভিন্ন যে ভূমি, তাহা অসুরের অধীন বলিয়া, সেস্থলে দেবতাদিগের পরাজয় হইলেও, যজ্ঞস্থান পরাজয় রহিত, তাহাই 'ইতঃ' প্রভৃতি মন্ত্রের দ্বারা কথিত হইতেছে। মন্ত্রের অর্থ এই যে, 'ইন্দ্রদেব এই দেবযজন-স্থান হইতে উদ্যুক্ত হইয়া শত্রুবধরূপ বীরের উচিত সামর্থ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। অতএব যজ্ঞ উন্নত হইয়াছিল।' ইত্যাদি। ইন্দ্রদেব. বীর্য্য প্রকাশ করিলে, শত্রুকৃত বাধাবিঘ্ন নাশ হইয়াছিল, ইহাই যজ্ঞের উন্নতি লাভ। ভাষ্যাদি দৃষ্টে এই প্রকার অর্থই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আমাদের অর্থ ভিন্নপথ পরিগ্রহণ করিল। আমাদের মতে চতুর্থ মন্ত্রে আপনার অন্তরাত্মাকে সম্বুদ্ধ করা হইয়াছে। অন্তরই যে বিশ্বব্যাপক দেবতার আধার—মন্ত্র তাহাই ঘোষণা করিতেছে। অন্তরে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে, তাহার ন্যায় ভগবানের শ্রেষ্ঠ আধার আর অন্য কিছু হইতে পারে কি ? বিষ্ণুর বিশ্বব্যাপিকা শক্তির বোধমূলক যে জ্ঞান, যে জ্ঞান অন্তরে সঞ্জাত হইলে বিষ্ণুর স্বরূপ অবগত হওয়া যায়—তাহাই, সেই হৃদয়ই বিষ্ণুর একমাত্র আধার। তাই সাধক চতুর্থ মন্ত্রে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত অর্থাৎ জ্ঞানোদ্ভাসিত হৃদয়কে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—'হে আমার অন্তর ! তুমিই একমাত্র ভগবানের আধারস্বরূপ হইয়া আছে।' ভাব এই যে,—'আমি যেন চতুর্ব্বর্গ ধনপ্রদ সেই আশ্রয়ে আশ্রিত হইয়া থাকি।' পঞ্চম মন্ত্রটী পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানকে লক্ষ্য করিতেছে। এই মন্ত্রের দ্বারা সাধক ভগবানের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন। মন্ত্রের অর্থ—'হে ভগবন্ ! আপনি আমার হৃদয়-ক্ষেত্রে শত্রুনাশক সামর্থ্য বিস্তার করুন। যে সামর্থ্য- প্রভাবে শত্রুগণ চিরদমিত হইবে। তাহা হইলে, আমার যজ্ঞ শত্রুকৃত হিংসা পরিশূন্য হইয়া আপনাকে পাইতে পারিবে। আর আমার অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্ম শত্রুর উপদ্রব-পরিশূন্য হইয়া ভগবানকে প্রাপ্ত হইবে।' এ মন্ত্রে সর্ব্বকর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ করিয়া সাধক কহিতেছেন,— 'আমার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম যেন আমার সুখ-হেতুভূত হয়।

ষষ্ঠ মন্ত্রে অগ্নির দীপ্তি যাহাতে অধিক হয়, অথচ জুহূ দগ্ধীভূত না হয়,—ভাষ্যে এই ভাব পরিব্যক্ত। আমাদের মতে মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। জ্ঞান যাহাতে ভগবৎপ্রাপক হয় অর্থাৎ দিব্যজ্ঞানলাভে যাহাতে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তজ্জন্য সাধক আত্মাকে উদ্বোধন করিতেছেন। সপ্তম মন্ত্রে, ভাষ্যমতে, জুহূ ও উপভৃৎকে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে স্থাপন করিতে হয়। ভাষ্যকারের সহিত এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বিশেষ কোনও মতানৈক্য ঘটে নাই। মন্ত্রে প্রার্থনাকারী পরিত্রাণ-লাভের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন। কহিতেছেন,—'হে প্রজ্ঞানস্বরূপ

ভগবন্! আনার পাপ বিনষ্ট করিয়া, আমাকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করুন। জ্ঞানাগ্নি-প্রভাবে পাপ বিনষ্ট হইলেই আমি সদ্ভাব-প্রভাবে আপনাকে পাইতে সমর্থ হইব।'

তার পর অষ্টম বা শেষ মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করুন। ভাষ্যমতে এই মন্ত্রের সম্বোধন—আধারশেষ। ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে আধারশেষ! তুমি যজ্ঞের শিরবৎ উত্তম অঙ্গ হও। অতএব সেইরূপে জ্যোতির দ্বারা ধ্রৌবাজ্যরূপ জ্যোতির সহিত সম্মিলিত হও।' আমাদের লক্ষ্য অন্যরূপ। আমাদের মতে মন্ত্রটী আত্মসম্বোধনে বিনিযুক্ত ও উদ্বোধনমূলক। এখানে আত্মায় আত্মসম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতিঃ উৎপাদন করিয়া জ্যোতিরাধার সেই ভগবানের সহিত সম্মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষা মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। মন যদি ইন্ধনস্বরূপ হয়, তাহা হইলে হৃদয়রূপ যজ্ঞকুণ্ডে জ্ঞানাগ্নি সম্যক্ প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। তাহার ফলে আমাদেরও আত্মোন্নতি সাধিত হইতে পারে। আত্মোন্নতির কামনা করিলে, আত্মার আত্মসম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা থাকিলে, জ্যোতিঃ-সাগরে ডুবিতে হইলে, মনকেই ভগবানের পূজার হোমাগ্নিতে ইন্ধনরূপে প্রক্ষেপ করিতে হইবে। সাধন ও অনুষ্ঠান দ্বারা যখন সাধকের হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তৎনই তাঁহার ভাগ্যে পরমজ্যোতির সন্দর্শন-সৌভাগ্য সংঘটিত হয়। তখন সাধক আপনার কর্ম্মকে ও ভক্তিভাবকে জ্ঞানমুখী করিতে যত্নবান হইয়া থাকেন। সেই জ্ঞানাগ্নি হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইলেই জ্ঞানময়ের সহিত সম্মিলন সংঘটিত হয়। অনুবাকের শেষে অষ্টম মন্ত্রে এই ভাবই পরিস্ফুট বলিয়া মনে করি। (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—১২ অনুবাক)॥

—— * ——

ত্রয়োদশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমোঽষ্টকঃ। প্রথমঃ প্রপাঠকঃ। ত্রয়োদশোঽনুবাকঃ।)

(১) বাজস্য মা প্রসবেনোদ্গ্রাভেণোদগ্রভীৎ। অথা সপত্নাঁ৺ ইন্দ্রো
মে নিগ্রাভেণাধরাঁ৺ অকঃ। উদ্গ্রাভং চ নিগ্রাভং
চ ব্রহ্ম দেবা অবীবৃধন্। অথা সপত্নানিন্দ্রাগ্নী
মে বিষূচীনান্ব্যস্যতাং।

(২) বসুভ্যস্ত্বা রুদ্রেভ্যস্ত্বাঽদিত্যেভ্যস্ত্বা।

(৩) অক্তু৺রিহাণা বিয়ন্তু বয়ঃ। (৪) প্রজাং যোনিং মা নির্ম্মৃক্ষম্।

(৫) আ প্যায়ন্তামাপ ওষধয়ো মরুতাং পৃষতয়ঃ স্থ দিবম্

গচ্ছ ততো নো বৃষ্টিমেরয়।

(৬) আয়ুষ্পা অগ্নেঽস্যায়ুর্ম্মে পাহি চক্ষুষ্পা অগ্নেঽসি চক্ষুর্ম্মে পাহি।

(৭) ধ্রুবাঽসি।

(৮) যং পরিধিং পর্য্যধত্থা অগ্নে দেব পণিভির্বীয়মাণঃ। তং ত

এতমনু জোষং ভরামি নেদেষ ত্বদপচেতয়াতৈ

যজ্ঞস্য পাথ উপ সমিত৺।

(৯) স৺স্রাবভাগাঃ স্থেষা বৃহন্তঃ প্রস্তরেষ্ঠা বর্হিষদশ্চ দেবা ইমাং

বাচমভি বিশ্বে গৃণন্ত আসদ্যাস্মিন্বর্হিষি মাদয়ধ্বম্।

(১০) অগ্নের্ব্বামপন্নগৃহস্য সদসি সাদয়ামি সুম্নায় সুম্নিনী সুম্নে

মা ধত্তং ধুরি ধুর্য্যো পাতম্।

(১১) অগ্নেঽদব্ধায়োঽশীততনো পাহি মাঽদ্য দিবঃ পাহি প্রসিত্যৈ পাহি দুরিষ্ট্যৈ।

পাহি দুরদ্মন্যৈ পাহি দুশ্চরিতাদবিষং নঃ পিতুং কৃণু সুষদা যোনিং স্বাহা।

(১২) দেবা গাতুবিদো গাতুং বিত্ত্বা গাতুমিত মনসস্পত ইমং নো দেব দেবেষু যজ্ঞং স্বাহা বাচি স্বাহা বাতে ধাঃ॥ ১৩॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) বাজস্য। মা। প্রসবেনেতি প্র—সবেন। উদ্‌গ্রাভেণেত্যুৎ—গ্রাভেণ। উদিতি। অগ্রভীৎ। অথ। সপত্নান্। ইন্দ্রঃ। মে। নিগ্রাভেণেতি নি—গ্রাভেণ। অধরান্। অকঃ। উদ্‌গ্রাভমিত্যুৎ—গ্রাভম্। চ। নিগ্রাভমিতি নি—গ্রাভম্। চ। ব্রহ্ম। দেবাঃ। অবীবৃধন্। অথ। সপত্নান্। ইন্দ্রাগ্নী ইতীন্দ্র—অগ্নী। মে। বিষূচীনান্। বীতি। অস্যতাম্।

(২) বসুভ্য ইতি বসু—ভ্যঃ। ত্বা। রুদ্রেভ্যঃ। ত্বা। আদিত্যেভ্যঃ। ত্বা।

(৩) অক্তং। রিহাণাঃ। বিয়ন্তু। বয়ঃ। (৪) প্রজামিতি প্র—জাম্।

যোনিম্। মা। নিরিতি। মৃক্ষম্।

(৫) এতি। প্যায়ন্তাম্। আপঃ। ওষধয়ঃ। মরুতাম্। পৃষতয়ঃ। স্থ। দিবম্।

গচ্ছ। ততঃ। নঃ। বৃষ্টিম্। এতি। ঈরয়।

(৬) আয়ুষ্পা ইত্যায়ুঃ—পাঃ। অগ্নে। অসি। আয়ুঃ। মে। পাহি।

চক্ষুষ্পা ইতি চক্ষুঃ—পাঃ। অগ্নে। অসি। চক্ষুঃ। মে। পাহি।

(৭) ধ্রুবা। অসি।

(৮) যম্। পরিধিমিতি পরি—ধিম্। পর্য্যধথা ইতি পরি—অধথাঃ। অগ্নে। দেব।

পণিভিরিতি পণি—ভিঃ। বীয়মাণঃ। তম্। তে। এতম্। অন্বিতি।

জোষম্। ভরামি। ন। ইৎ। এষঃ। ত্বৎ। অপচেতয়াতা

ইত্যপ—চেতয়াতৈ। যজ্ঞস্য। পাথঃ। উপ।

সমিতি। ইতম্।

(৯) সংস্রাবভাগা ইতি সংস্রাব—ভাগাঃ। স্থ। ইষাঃ। বৃহন্তঃ। প্রস্তরেষ্ঠা ইতি

প্রস্তরে—স্থাঃ। বর্হিষদ ইতি বর্হিঃ—সদঃ। চ। দেবাঃ। ইমাম্।

বাচম্। অভীতি। বিশ্বে। গৃণন্তঃ। আসদ্যেত্যা—সদ্য।

অস্মিন্। বর্হিষি। মাদয়ধ্বম্।

(১০) অগ্নেঃ। বাম্। অপন্নগৃহস্যেত্যপন্ন—গৃহস্য। সদসি। সাদয়ামি। সুম্নায়।

সুম্নিনী ইতি। সুম্নে। মা। ধত্তম্। ধুরি। ধুর্য্যৌ। পাতম্।

(১১) অগ্নে। অদব্ধায়ো। ইত্যদব্ধ—আয়ো। অশীততনো ইত্যশীত—তনো।

পাহি। মা। অদ্য। দিবঃ। পাহি। প্রসিত্যা ইতি প্র—সিত্যৈ।

পাহি। দুরিষ্ট্যা ইতি দুঃ—ইষ্ট্যৈ।

পাহি। দুরদ্মন্যা ইতি দুঃ—অদ্মন্যৈ। পাহি। দুশ্চরিতাদিতি দুঃ—চরিতাৎ।

অবিষম্। নঃ। পিতুম্। কৃণু। সুষদেতি সু—সদা। যোনিম্। স্বাহা।

(১২) দেবাঃ। গাতুবিদ ইতি গাতু—বিদঃ। গাতুম্। বিত্বা। গাতুম্।

ইত। মনসঃ। পতে। ইমম্। নঃ। দেব। দেবেষু। যজ্ঞম্।

স্বাহা। বাচি। স্বাহা। বাতে। ধাঃ॥ ১৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। (ক) হে ভগবন্! ত্বং 'বাজস্য' (সৎকর্ম্মণঃ) 'প্রসবেন' (প্রেরণেন, সাধনেন ইতি যাবৎ) 'উদ্‌গ্রাভেণ' (ঊর্দ্ধগ্রহণেন, পরমস্থানপ্রাপণার্থং, যদ্বা—আত্মোন্নতিলাভায় ইতি ভাবঃ) 'মা' (মাং) 'উদ্‌গ্রভীৎ' (ঊর্দ্ধং নয়তু, চরমোৎকর্ষং সম্পাদয়তু ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনা-মূলকঃ। সৎকর্ম্মসাধনেন আত্মোৎকর্ষং সাধয়িত্বা অহং যেন পরমস্থানং লভানি হে ভগবন্! তৎসামর্থ্যং বিধেহি।

(খ) 'অথা' (অনন্তরমেব) হে ভগবন্! তব অনুগ্রহেণ 'ইন্দ্রঃ' (ইন্দ্রদেব, যদ্বা—মম কর্ম্মশক্তি ইতি ভাবঃ) 'মে' (মম) 'সপত্নান্' (মম সদ্ভাবাবরোধকান্ অন্তঃশত্রূন্ ইত্যর্থঃ) 'নিগ্রাভেণ' (শাসনেন, নিষ্পীড়নেন বা ইত্যর্থঃ) 'অধরান্' (অভিভূতান্, বিদূরিতান্ ইতি যাবৎ) 'অকঃ' (অকরোৎ, করোতু ইতি ভাবঃ)। অয়মপি প্রার্থনামূলকঃ। অত্র কর্ম্ম-প্রভাবেন অন্তঃশত্রূন্ নাশয়িতুং সঙ্কল্প বর্ত্ততে। মম কর্ম্মপ্রভাবেন অন্তঃশত্রূন্ অভিভূতান্ বিদূরিতান্ ভবতু ইতি ভাবঃ।

(গ) 'ব্রহ্ম' (হে পরব্রহ্ম ভগবন্!) ভবদনুকম্পয়া 'দেবাঃ' (দেবভাবাঃ, সদ্ভাবাদয়ঃ ইত্যর্থঃ—হৃদি উপজিতাঃ সন্তঃ ইতি যাবৎ) 'উদ্‌গ্রাভং' (ঊর্দ্ধগমনং—মম আত্মোৎকর্ষং) 'নিগ্রাভং' (শত্রূণাং নিষ্কর্ষং ইতি ভাবঃ) 'চ' 'চ' (প্রকৃষ্টরূপেণ, সুনিশ্চিতেন ইত্যর্থঃ) 'অবীবৃধন্' (প্রবর্দ্ধয়ন্তু ইতি যাবৎ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। সদ্ভাবাঃ হি অন্তঃশত্রুনাশকাঃ। সর্ব্বত্রৈব মূলো হি ভগবদনুগ্রহঃ। ততঃ প্রার্থনা—ভগবদনুগ্রহেণ হৃদিসদ্ভাবাঃ উপজিতাঃ সন্তু। তেন সর্ব্বশত্রুনাশঃ সম্ভবতি। শত্রুনাশেন নির্ম্মলচিত্তঃ সন্ ভগবন্তং আরাধয়ানি ইতি ভাবঃ।

(ঘ) 'অথা' (অনন্তরমেব, এবং সতি ইত্যর্থঃ) হে ভগবন্! ভবদনুগ্রহেণ 'সপত্নান্' (মম জন্মসহজাতাঃ অন্তঃশত্রবঃ ইত্যর্থঃ) যথা 'বিষূচীনান্' (স্বস্থানভ্রষ্টাঃ, বিদূরিতাঃ ইত্যর্থঃ) ভবন্তি 'ইন্দ্রাগ্নী' (মম শক্তিজ্ঞানরূপৌ দেবৌ) তথা 'ব্যস্যতাং' (বিশেষেণ বিধায়তাং ইতি শেষঃ)। অথবা 'ইন্দ্রাগ্নী' (হে মম কর্ম্মজ্ঞানশক্তী, যদ্বা হে শক্তিজ্ঞানরূপৌ ইন্দ্রাগ্নী দেবৌ!) যুবাং 'স্বপত্নান্' (মম জন্মসহজাতাঃ অন্তঃশত্রবঃ ইত্যর্থঃ) যথা 'বিষূচীনান্' (অভিভূতাঃ) ভবন্তি তথা 'ব্যস্যতাং' (বিশেষেণ প্রবর্ত্তয়তাং, বিধায়তাং ইত্যর্থঃ)। সৎকর্ম্মণা সজ্জ্ঞানেন চ মম অন্তঃশত্রূন্ নাশং যান্তু হৃদয়ং নির্ম্মলং ভবতু ইতি ভাবঃ।

২। (ক) হে মনঃ! 'ত্বা' (ত্বাং) 'বসুভ্যঃ' (সর্ব্বেষাং নিবাসহেতুভূতেভ্যঃ দেবেভ্যঃ, তেষাং তৃপ্ত্যর্থং ইতি যাবৎ) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ।

(খ) হে মনঃ! 'ত্বা' (ত্বাং) 'রুদ্রেভ্যঃ' (ঘোররূপেভ্যঃ শাসকেভ্যঃ দেবেভ্যঃ, তেষাং তৃপ্ত্যর্থং ইত্যর্থঃ) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ।

(গ) হে মন! 'ত্বা' (ত্বাং) 'আদিত্যেভ্যঃ' (জ্যোতিঃস্বরূপেভ্যঃ দেবেভ্যঃ, সজ্জ্ঞান-প্রদাতৃভ্যঃ দেবতাভ্যঃ ইত্যর্থঃ, তেষাং তৃপ্তিসাধনায় ইতি ভাবঃ) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ।

৩। (ক) হে মনঃ! (শুদ্ধসত্ত্বান্বিতং ত্বাং ইতি যাবৎ) 'রিহাণাঃ' (লিহানাঃ, আস্বাদয়ন্তঃ, সম্মিলিতাঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ) 'বয়ঃ' (দেবভাবাঃ) 'বিয়ন্তু' (কান্তিযুক্তাঃ ভবন্তু ইত্যর্থঃ); মম হৃদি দেবভাবাঃ সদ্ভাবাঃ বা প্রদীপ্যন্তু ইতি ভাবঃ।

৪। অপিচ হে মনঃ! 'প্রজাং' (বিশ্বপ্রীতিং, জনানুরাগং ইত্যর্থঃ) 'যোনিং' (সদ্‌বৃত্তে-রাধারং, উৎপত্তিমূলং ইত্যর্থঃ) যথা 'মা নির্মৃক্ষং' (মা বিনাশয়ামি) তথা সাধয়, সদ্ভাবেন সুপ্রতিষ্ঠঃ ভবঃ ইতি শেষঃ। মম কর্ম্ম বন্ধনহেতুভূতং মা ভবতু ইতি ভাবঃ।

৫। 'ওষধয়ঃ' (হে মম কর্ম্মফলক্ষয়কারকাণি কর্ম্মাণি!) যূয়ং 'আপঃ' (স্নেহসত্ত্বভাবান্ ইত্যর্থঃ) 'আপ্যায়ন্তাং' (সম্যক্ প্রবর্দ্ধয়ন্তাং ইত্যর্থঃ); যূয়ং 'মরুতাং' (সর্ব্বত্রগামিনাং দেবানাং, প্রাণবলসংরক্ষকানাং দেবভাবানাং ইত্যর্থঃ) 'পৃষতয়ঃ' (বাহনরূপাঃ—বাহকাঃ ইতি ভাবঃ) 'স্থঃ' (ভবথ), বায়ুবদ্বেগেন তান্ আবহ ইতি ভাবঃ। অতঃ যূয়ং 'দিবং' (দ্যুলোকং, ভগবৎসমীপং ইতি ভাবঃ) 'গচ্ছ' (গমনং কুরুত); তস্মিন্ (দিবং প্রাপ্য বা) 'ততঃ' (তস্য ভগবতঃ সকাশাৎ) 'বৃষ্টিং' (ভগবতঃ করুণাধারাং ইতি ভাবঃ) 'ঐরয়' (অস্মদর্থং আনয়)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। কর্ম্মং হি কর্ম্মক্ষয়কারণং বন্ধনচ্ছেদকং চ। কর্ম্মণা যথা ইহলোক-পরলোকসম্বন্ধিনং কল্যাণং তথা ভগবৎকরুণাধারাং অধিকর্ত্তুং শক্নোমি তথা উদ্‌বুদ্ধঃ ভবানি ইতি ভাবঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! কৃপয়া কর্ম্মবন্ধনং ছেদয় মাং উদ্ধারয় চ।

৬। (ক) 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে দেব!) ত্বং 'আয়ুষ্পা' (আয়ুষো পালকঃ, সৎকর্ম্ম-শীলস্য জীবনস্য সংরক্ষকঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ 'মে' (মম) 'আয়ুঃ' (অকাল-মৃত্যুপরিহারেণ পূর্ণায়ুষ্কালং, যদ্বা—সৎকর্ম্মসাধনশীলং পুণ্যজীবনং ইতি ভাবঃ) 'পাহি' (পালয়, সংরক্ষ, প্রযচ্ছেতি বা ভাবঃ)।

'অগ্নে' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে দেব!) ত্বং 'চক্ষুষ্পা' (সর্ব্বেষাং দর্শনেন্দ্রিয়াণাং পালকঃ, দূরদৃষ্টেঃ অন্তর্দ্দৃষ্টেঃ বা বিধায়কঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং 'মে' (মম) 'চক্ষুঃ' (দর্শনেন্দ্রিয়ং, আত্মোৎকর্ষসাধনার্থং দূরদৃষ্টিং অন্তর্দ্দৃষ্টিং বা ইত্যর্থঃ) 'পাহি' (সংরক্ষ)।

৭। হে মনোবৃত্তে! ত্বং 'ধ্রুবা' (স্থিরা, সদ্‌বুদ্ধিপ্রদাত্রী ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। অতঃ ত্বং ভগবতি অচঞ্চলেন মাং নিয়োজয় ইতি ভাবঃ।

৮। 'দেব' (দ্যোতমান্, স্বপ্রকাশ ইত্যর্থঃ) 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে দেব!) ত্বং 'পণিভিঃ' (রিপুশত্রুভিঃ) 'বীয়মাণঃ' (প্রাপ্যমাণঃ, সংরুদ্ধমানঃ) 'যং পরিধিং' (শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবরূপং ব্যবধায়কং ইতি যাবৎ) 'পর্য্যধত্থা' (সাধকানাং হৃদয়ে স্থাপয়সি); 'তে' (তব) 'জোষং' (প্রিয়ং) 'তমেতং' (শুদ্ধসত্ত্বভাবং) 'অনুভরামি' (অনুগৃহ্ণামি, হৃদি পোষয়ামি ইতি ভাবঃ); পরং চ 'এষঃ' (পরিধিঃ ইত্যর্থঃ) 'ত্বৎ' (ত্বত্তঃ সকাশাৎ) 'ন ইৎ' (নৈব) 'অপচেতয়াতৈ' (ত্বয়ি এব তিষ্ঠতি ইতি ভাবঃ)।

অথবা

'দেব' (দ্যোতমান্, স্বপ্রকাশ ইত্যর্থঃ) 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্!) 'পণিভিঃ' (স্তুতিভিঃ) 'বীর্য্যমাণঃ' (প্রাপ্যমাণঃ, প্রবর্দ্ধমানঃ সন্) ত্বং 'যং পরিধিং' (জায়মানং শুদ্ধসত্ত্বং ইত্যর্থঃ) 'পর্য্যধত্থা' (হৃদি স্থাপয়সি ইতি যাবৎ); 'ত' (ভবতাং অনুগ্রহণেন ইত্যর্থঃ) 'জোষং' (তব প্রীতিকরং) 'তমেতং' (শুদ্ধসত্ত্বভাবং) 'অনুভরামি' (ভবতাং প্রীতিসম্পাদনায় ত্বয়ি উৎসৃজ্যামি ইতি ভাবঃ); 'এষঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'ত্বৎ' (ত্বত্তঃ) 'অপচেতায়তৈ' (অপরক্তঃ,

ভিন্নঃ পৃথকঃ ইত্যর্থঃ) 'ন ইৎ' (নৈব ভবতি ইতি শেষঃ)। ভগবান্ তথা শুদ্ধসত্ত্বঃ অভিন্নৌ। যঃ ভগবান সঃ হি শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি ভাবঃ।

(খ) হে মম কর্ম্মভক্তী! যুবাং 'যজ্ঞস্য' (সৎকর্ম্মণঃ) 'পাথঃ' (ফলস্বরূপং শুদ্ধসত্ত্বং—ভগবৎসামীপ্যং চ ইতি ভাবঃ) 'উপ সমিতঃ' (উপগচ্ছতং, প্রাপ্নুতং ইতি ভাবঃ)।

৯। 'প্রস্তরেষ্ঠাঃ' (প্রস্তরবৎস্থিরস্থানবাসিনঃ) 'বর্হিদশ্চ' (শুদ্ধসত্ত্বজাঃ) 'দেবাঃ' (হে দেবভাবাঃ!) 'ইষা' (অন্নেন, ভক্তিসুধয়া, অভীষ্টবর্ষণেন ইতি যাবৎ) 'বৃহন্তঃ' (বর্দ্ধিতাঃ সন্তঃ) যূয়ং 'সংস্রাবভাগাঃ' (সাধকানাং সংসর্গভাগিনঃ) 'স্থ' (ভবথ); 'বিশ্বে' (হে বিশ্বেদেবাঃ, সর্ব্বদেবভাবাঃ!) 'ইমাং' (মদীয়াং, অস্মদুচ্চারিতাং) 'বাচং' (স্তুতিরূপাং বাণীং) 'অভি' (সর্ব্বতঃ) 'গৃণন্তঃ' (কথয়ন্তঃ, আদরেণ শৃণ্বন্তঃ); অপিচ, 'অস্মিন্' (পরিদৃশ্যমানে) 'বর্হিষি' (যজ্ঞে, মম হৃদ্দেশে ইত্যর্থঃ) 'আসদ্য' (উপবেশ্য) 'মাদয়ধ্বং' (তৃপ্যধ্বং)।

অথবা

'বিশ্বে দেবাঃ' (হে সর্ব্বদেবভাবাঃ!) যূয়ং 'সংস্রাভাগাঃ' (অস্মদনুষ্ঠিতানাং জ্ঞানভক্তী-সহযুতানাং সৎকর্ম্মণাং সংসর্গভাগিনঃ ইত্যর্থঃ) 'স্থ' (ভবথ); হে দেবাঃ! যূয়ং 'বৃহন্তঃ' (মহান্তঃ, সর্ব্বেষাং আরাধনীয়াঃ) 'প্রস্তরেষ্ঠাঃ' (প্রস্তরবৎস্থিরস্থাননিবাসিনঃ) 'বর্হির্ষদশ্চ' (হৃদ্রূপেষু বর্হিষু তিষ্ঠন্তঃ, যদ্বা—সদ্ভাবাদিভিঃ সঞ্জাতাঃ) ভবত। অতঃ হে বিশ্বেদেবাঃ! যূয়ং 'ইমাং (অস্মাভিঃ উচ্চার্য্যমাণাং) 'বাচং' (স্তুতিরূপাং বাণীং) 'অভি' (সর্ব্বতোভাবেন) 'গৃণন্তঃ' (প্রীতিসহকারেণ শৃণ্বন্তঃ); এবং 'অস্মিন্' (অস্মাভিরনুষ্ঠিয়মানে, যদ্বা—বিশুদ্ধে) 'বর্হিষি' (যজ্ঞে, মম হৃদ্দেশে ইত্যর্থঃ) 'আসদ্য' (উপবিশ্য) 'মাদয়ধ্বং' (হৃষ্টাঃ ভবত ইতি শেষঃ)।

১০। হে জ্ঞানভক্তী! 'বাং' (যুবাং) 'অপন্নগৃহস্য' (অবিনশ্বরনিবাসহেতুভূতস্য) 'অগ্নেঃ' (জ্ঞানাধারস্য ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'সদসি' (স্থানে, সমীপে—ভগবতঃ প্রীতি-সাধনায় ইতি ভাবঃ) 'সাদয়ামি' (স্থাপয়ামি, নিয়োজয়ামি); 'সুম্নিনী' (হে সুখাধারভূতে জ্ঞানভক্তী!) যুবাং 'মা' (মাং) 'সুম্নে' (সুখে, পরমসুখে) 'ধত্তং' (স্থাপয়তং)। হে জ্ঞানভক্তিরূপৌ দেবৌ! যুবাং মাং 'ধুরি ধুর্য্যৌ' (সৎকর্ম্মনির্ব্বাহকৌ জ্ঞানভক্তিযোগৌ ইত্যর্থঃ) 'পাতং' (রক্ষতং)। জ্ঞানভক্তিসহযোগায় যথাহং সমর্থঃ ভবামি তথা বিধেমি ইতি ভাবঃ।

১১। 'অদব্ধায়োঃ' (অর্চ্চকানাং মঙ্গলকারিন্) 'অশীততনোঃ' (সর্ব্বব্যাপক) 'অগ্নে' (জ্ঞানময় হে ভগবন্!) ত্বং 'অদ্য' (অস্মিন্ দিনে, নিত্যকালং ইত্যর্থ) 'মা' (মাং) 'পাহি' (রক্ষ); 'দিবঃ' (শক্রপ্রযুক্তবজ্রতুল্যায়ুধাৎ ইতি ভাবঃ) 'পাহি' (মাং রক্ষ); 'প্রসিত্যৈ' (বন্ধনহেতুভূতাৎ মায়াপাশাৎ) 'পাহি' (মাং রক্ষ); 'দুরিষ্ট্যৈ' (অশাস্ত্রীয়যাগাৎ, অসদর্চ্চনায়াঃ ইত্যর্থঃ) 'পাহি' (মাং রক্ষ); 'দুরদ্মন্যৈ' (দুর্ভোজনাৎ) 'পাহি' (মাং রক্ষ); 'দুশ্চরিতাৎ' (অসদাচরণাৎ, পাপাচরণাৎ ইত্যর্থঃ) 'পাহি' (মাং সংরক্ষ); 'নঃ' (অস্মাকং) 'পিতুঃ' (পানীয়ং) 'অবিষং' (বিষশূন্যং) 'কুরু' (বিধেহি); 'সুষদা' (সম্যক্‌স্থিতিযোগ্যং ইতি যাবৎ) 'যোনিং' (বিশ্বোৎপত্তিস্থানভূতং পরমাত্মানং মাং প্রাপয় ইতি শেষঃ); 'স্বাহা' (সুহুতমস্তু মম অনুষ্ঠানং, ভগবদনুগ্রহেণ অবশ্যমেব সুহুতং ভবিতুমর্হতি)।

১২। 'গাতুবিদঃ' (যজ্ঞাদিসৎকর্ম্মবেত্তারঃ) 'দেবাঃ' (হে দেবভাবাঃ!) যূয়ং 'গাতুং' (অস্মাকং সৎকর্ম্মেচ্ছাং) 'বিত্বা' (বিজ্ঞায়) 'গাতুং' (তৎ সৎকর্ম্মং) 'ইত' (প্রাপ্নুহি); 'দেব' (দ্যোতমান্) 'মনসস্পতে' (মনসি মনসঃ বা অধিষ্ঠিতেঃ হে দেব!) 'ইমং' (অনুষ্ঠিতং) 'যজ্ঞং' (সৎকর্ম্ম) 'দেবেষু' (দেবভাবেষু, দেবভাবসংজননায় ইত্যর্থঃ) 'স্বাহা' (তুভ্যং সমর্প্পয়ামি) 'বাচি' (স্তোত্রমন্ত্রেষু, যদ্বা—স্তোত্রমন্ত্রাণাং উৎকর্ষসাধনেন শক্তিজননায় ইত্যর্থঃ) 'স্বাহা' (তুভ্যং সমর্প্পয়ামি—মম কর্ম্ম ইতি ভাবঃ); এতৎকর্ম্মফলং ভগবতি সমর্পিতং ভবতু ইতি ভাবঃ। হে দেবাঃ যুস্মান্ চ 'বাতে' (প্রাণাপানাদিবায়্বধিষ্ঠাতরি ভগবতি ইতি ভাবঃ) 'ধাঃ' (নিধেহি, হে দেব! এতৎ কর্ম্মফলং বায়ুবৎ অনন্তং কুরু)। মমেদং সদনুষ্ঠানং মনঃ-প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবয়োরৈক্য সম্বন্ধযুতং ভবতু ইত্যর্থঃ। (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—১৩ অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। (ক) হে ভগবন্! আপনি সৎকর্ম্মের প্রেরণা দ্বারা ঊর্দ্ধ-গ্রহণে অর্থাৎ আত্মোন্নতিদানে পরমস্থান প্রাপ্ত করাইবার নিমিত্ত আমাকে ঊর্দ্ধে লইয়া যাউন অর্থাৎ আমার চরমোৎকর্ষ সাধন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। সৎকর্ম্ম-সাধনে আত্মোৎকর্ষলাভে আমি যাহাতে পরম স্থান প্রাপ্ত হই, হে ভগবন্! কৃপা করিয়া আমাকে সেই সামর্থ্য প্রদান করুন)।

(খ) অনন্তর হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে ইন্দ্রদেব (আমার কর্ম্মশক্তি) আমার সদ্ভাবাবরোধক অন্তঃশত্রুসমূহকে শাসনের অর্থাৎ পীড়নের দ্বারা অভিভূত অর্থাৎ বিদূরিত করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে কর্ম্মশক্তি-প্রভাবে অন্তঃশক্তিদিগকে বিনাশের জন্য সঙ্কল্প বর্ত্তমান। ভাব এই যে—আমার কর্ম্ম-প্রভাবে অন্তঃশত্রুসমূহ বিনাশপ্রাপ্ত হউক)।

(গ) হে পরব্রহ্ম ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে সত্ত্বাদি দেবভাবসমূহ হৃদয়ে উপজিত হইয়া, আমার ঊর্দ্ধগমন অর্থাৎ উৎকর্ষসাধন এবং শত্রুগণের নিষ্কর্ষ-সাধন প্রকৃষ্টরূপে (নিশ্চয়রূপে) প্রবর্দ্ধিত অর্থাৎ সংসাধিত করুক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। সদ্ভাবই অন্তঃশত্রুনাশক। সর্ব্বত্র ভগবদনুগ্রহ-লাভই মূলীভূত। অতএব প্রার্থনা—ভগবানের অনুগ্রহে হৃদয়ে সদ্ভাবসমূহ উপজিত হউক। তাহাতেই সর্ব্বশত্রুনাশ সম্ভবপর হইবে। শত্রুনাশে নির্ম্মলচিত্ত হইয়া ভগবানকে আরাধনা করিতে সমর্থ হইবে)।

(ঘ) অনন্তর হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমার জ্ঞান ও কর্ম্ম (জ্ঞানশক্তি ও কর্ম্মশক্তি) আমার জন্ম-সহজাত অন্তঃশত্রুদিগকে যাহাতে

স্বস্থানভ্রষ্ট করিয়া বিদূরিত করিতে সমর্থ হয়, আপনি বিশেষভাবে তাহা বিহিত করুন। অথবা, হে আমার কর্ম্মশক্তি ও জ্ঞানশক্তি অথবা হে শক্তিজ্ঞানরূপী ইন্দ্রদেব ও অগ্নিদেব! আমার জন্মসহজাত অন্তঃশত্রুগণ যাহাতে অভিভূত হয়, আপনারা উভয়ে বিশেষভাবে তাহা বিহিত করুন। (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্ম ও সজ্জ্ঞান প্রভাবে আমার অন্তঃশত্রু বিনাশপ্রাপ্ত হউক)।

২। (ক) হে মন! তোমাকে সকলের নিবাসস্থানীয় (সকলের নিবাস-হেতুভূত আশ্রয়স্থানীয়) দেবতার পরিতৃপ্তির জন্য নিয়োজিত করিতেছি।

(খ) হে মন! তোমাকে ঘোররূপী শাসক দেবগণের পরিতৃপ্তিসাধনের জন্য নিয়োজিত করিতেছি।

(গ) হে মন! তোমাকে জ্যোতিঃস্বরূপ (সজ্জ্ঞানপ্রদায়ক) দেবগণের তৃপ্তি-সাধনার্থ নিয়োজিত করিতেছি।

৩। (ক) হে মন! শুদ্ধসত্ত্বান্বিত তোমাকে আস্বাদন করিয়া (তোমাতে সম্মিলিত হইয়া) দেবভাবসমূহ কান্তিযুক্ত হউক; অর্থাৎ, আমার হৃদয়ের সত্ত্বভাবের সহিত মিলিত হইয়া দেবভাব-সমূহ অধিকতর প্রদীপ্ত হউক)।

(খ) অপিচ, হে মন! আমার বিশ্বপ্রীতি (জনানুরাগ) এবং সদ্বৃত্তির আধার বা উৎপত্তিমূল যাহাতে বিনষ্ট না হয়, তুমি সেইরূপভাবে সুপ্রতিষ্ঠ হও। (ভাব এই যে,—আমার কর্ম্ম যেন আমার বন্ধনহেতুভূত না হয়।

৪। হে আমার কর্ম্মফলক্ষয়কারী কর্ম্মসমূহ! তোমরা আমার স্নেহসত্ত্ব-ভাবসমূহকে প্রবর্দ্ধিত কর। তোমরা সর্ব্বগামী দেবগণের অর্থাৎ প্রাণবল-সংরক্ষক দেবভাবসমূহের প্রকৃষ্ট বাহক হও (অর্থাৎ বায়ুবেগে তাঁহাদিগকে আনয়ন কর)। অনন্তর তোমরা ভগবৎসমীপে গমন কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। কর্ম্মই কর্ম্মক্ষয়ের এবং বন্ধনছেদনের হেতুভূত। কর্ম্মের প্রভাবে ইহলোকপরলোকসম্বন্ধি কল্যাণ এবং ভগবানের করুণাধারা অধিগত করিতে সমর্থ হই, তেমনিভাবে যেন উদ্বুদ্ধ হই। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা করিয়া আমার কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া আমাকে উদ্ধার অর্থাৎ আপনাতে স্থাপন করুন)।

৫। (ক) হে প্রজ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনি সকলের আয়ুর পালক অর্থাৎ সৎকর্ম্মশীল জীবনের সংরক্ষক হয়েন; অতএব আপনি আমার

অকালমরণ পরিহার করিয়া আমার পূর্ণায়ুষ্কাল অর্থাৎ সৎকর্ম্মশীল পুণ্যজীবন সংরক্ষিত অর্থাৎ প্রদান করুন।

(খ) হে প্রজ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনি সকলের চক্ষু অর্থাৎ দর্শনেন্দ্রিয়কে রক্ষা করিয়া থাকেন (দূরদৃষ্টি-বিধায়ক হয়েন); অতএব আমার দর্শনেন্দ্রিয়ের অর্থাৎ আত্মোৎকর্ষ-সাধনের নিমিত্ত আমার জ্ঞান-চক্ষুকে (দূরদৃষ্টি অন্তর্দৃষ্টিকে) রক্ষা করুন।

৬। হে মনোবৃত্তি! তুমি স্থিরা অর্থাৎ সদ্বুদ্ধিদাত্রী ও অচঞ্চলা হও। (অতএব আমাকে অচঞ্চলরূপে ভগবানে নিয়োজিত কর)।

৭। দ্যোতমান্ স্বপ্রকাশ প্রজ্ঞানস্বরূপ হে দেব! আপনি রিপুশত্রুগণ কর্ত্তৃক সংরুদ্ধমান হইয়া (আমার) হৃদয়ে (সাধকগণের হৃদয়ে) যে শুদ্ধসত্ত্বভাব রূপ ব্যবধান স্থাপন করিয়া থাকেন; আপনার প্রিয় সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবকে আমি যেন হৃদয়ে পোষণ করি। সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবরূপ পরিধি আপনার নিকট হইতে অপগত হইতে জানে না (অর্থাৎ আপনাতেই বিদ্যমান থাকে)।

অথবা,

দ্যোতমান্ স্বপ্রকাশ প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্! স্তুতির দ্বারা প্রবৃদ্ধিত হইয়া আপনি কৃপাপূর্ব্বক জায়মান শুদ্ধসত্ত্বকে হৃদয়ে স্থাপন করেন। আপনার প্রীতিকর সেই শুদ্ধসত্ত্ব আপনারই প্রীতির নিমিত্ত উৎসর্গ করিতেছি। শুদ্ধসত্ত্ব আপনা হইতে পৃথক অর্থাৎ ভিন্ন নহে। ভাব এই যে,—ভগবান ও শুদ্ধসত্ত্ব অভিন্ন। যিনি ভগবান, তিনিই শুদ্ধসত্ত্ব)।

(খ) হে আমার কর্ম্ম ও ভক্তি। তোমরা উভয়ে সৎকর্ম্মের ফলস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বকে (ভগবৎসামীপ্য) প্রাপ্ত হও।

৮। প্রস্তরের ন্যায় স্থিরস্থাননিবাসী, রিপুশত্রুকর্ত্তৃক উপদ্রব পরিশূন্য হৃদয় নিবাসী, শুদ্ধসত্ত্বোৎপন্ন হে দেবভাব-সমূহ! আপনারা ভক্তি-সুধাতে অথবা অভীষ্টবর্ষণের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া (সাধকদিগের) সংসর্গভাগী হয়েন। হে দেবভাব-সমূহ! (আপনারা) মদীয় এই স্তুতিরূপ বাক্যকে সর্ব্বতোভাবে সমাদরে শ্রবণ করিয়া পরিদৃশ্যমান্ যজ্ঞে (এই আমার হৃদ্দেশে) উপবেশন-পূর্ব্বক তৃপ্তিলাভ করুন।

অথবা,

হে দেবভাব-সমূহ! আপনারা আমাদিগের জ্ঞানভক্তিসহযুত সৎকর্ম্ম-সমূহের সংসর্গভাগী হউন। হে দেবভাব-সমূহ! আপনারা সকলের আরাধনীয় প্রস্তরবৎস্থিরস্থাননিবাসী হৃদয়রূপ বর্হিতে অবস্থানকারী অর্থাৎ সদ্ভাবাদির দ্বারা সমুদ্ভূত হয়েন। অতএব হে বিশ্বেদেবগণ! আপনারা আমাদের উচ্চারিত স্তুতিরূপ বাক্য প্রীতিসহকারে সর্ব্বতোভাবে শ্রবণ করিয়া আমাদিগের অনুষ্ঠিত এই যজ্ঞে অথবা আমাদিগের নির্ম্মল অন্তঃকরণে উপবেশনপূর্ব্বক হৃষ্ট অর্থাৎ আনন্দিত হউন।

৯। হে আমার জ্ঞান ও ভক্তি! তোমাদিগকে অবিনশ্বর নিবাসস্থানীয় প্রজ্ঞানাধার ভগবানের প্রীতিসাধনের নিমিত্ত নিয়োজিত করিতেছি। হে সুখাধারভূতে জ্ঞান ও ভক্তি! তোমরা আমাকে পরমসুখে স্থাপন কর। হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! হে ভক্তিস্বরূপ দেব! আপনারা (আমার) সৎকর্ম্ম-নির্ব্বাহক জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগকে রক্ষা করুন। আপনারা সুখস্বরূপ হয়েন; আমাকে সুখে রাখুন।

১০। অর্চ্চনাকারিগণের মঙ্গলবিধাতা সর্ব্বব্যাপক জ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন! আপনি নিত্যকাল আমাকে রক্ষা করুন; শত্রুপ্রযুক্ত বজ্রতুল্য আয়ুধ হইতে আমাকে রক্ষা করুন; বন্ধনহেতুভূত মায়াপাশ হইতে আমাকে রক্ষা করুন; অসৎ অর্চ্চনা হইতে আমাকে রক্ষা করুন; কু-ভোজন হইতে আমাকে রক্ষা করুন; অসদাচরণ অর্থাৎ পাপাচরণ হইতে আমাকে রক্ষা করুন; আমাদিগের পানীয় বিষশূন্য করুন; সম্যক্-স্থিতিযোগ্য বিশ্বের উৎপত্তিস্থানভূত পরব্রহ্মে আমাকে স্থাপন করুন; আমার অনুষ্ঠান সুষ্ঠুরূপে হুত হউক—এই অনুষ্ঠান (আপনার অনুগ্রহে) অবশ্যই সুন্দররূপে হুত হইবে।

১১। যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মাভিজ্ঞ হে দেবভাবনিবহ! আমাদিগের সৎ-কর্ম্মেচ্ছা বিজ্ঞাত হইয়া, সেই সৎকর্ম্মকে প্রাপ্ত হউন। দ্যোতমান, মনের অধিষ্ঠাতা হে দেব! এই অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্ম (সৎকর্ম্মের ফল) আপনাকে, দেবভাব সংজনন নিমিত্ত, সমর্পণ করিতেছি। উৎকর্ষসাধনের দ্বারা শক্তিসঞ্চারের নিমিত্ত আমার উচ্চারিত স্তুতিমন্ত্র-সমূহ আপনাকে সমর্পণ

করিতেছি। আমার কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পিত হউক) হে দেবভাবনিবহ! আপনারা আমার সেই কর্ম্মকে (কর্ম্মফলকে) প্রাণাদি পঞ্চবায়ু অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাতে নিহিত করুন (বায়ুবৎ অনন্ত করুন)। অর্থাৎ, আমার অনুষ্ঠান যেন মনঃপ্রাণের একতাতেই অনুষ্ঠিত হয়)॥ (১অ—২প্র—১৬অ)।

* * *

মন্ত্র-ভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

দ্বাদশেঽনুবাক আধারাবুক্তৌ। অথ পঞ্চ প্রযাজাঃ। দ্বাবাজ্যভাগৌ। ত্রয়ঃ প্রধানযাগাঃ। একঃ স্বিষ্টকৃৎ। ইড়াভাগভক্ষণং। ত্রয়োঽনুযাজা ইত্যেতাবদনুষ্ঠাতব্যং। তন্মন্ত্রাস্তু হৌত্র-ত্বাদধ্বর্য্যুকাণ্ড এতস্মিন্নাঽম্নাতাঃ। উপরিতনাস্তু স্রুগ্‌ব্যূহনাদিমন্ত্রা আধ্বর্য্যবত্বাদিহ ত্রয়োদশেঽনু-বাক আম্নায়তে।

১। "বাজস্য মা প্রসবেনোদ্‌গ্রাভেণোদগ্রভীৎ। অথা সপত্নাঁ ইন্দ্রো মে নিগ্রাভেণাধরাঁ অকঃ। উদ্‌গ্রাভং চ নিগ্রাভং চ ব্রহ্ম দেবা অবীবৃধন্। অথা সপত্নানিন্দ্রাগ্নী মে বিষূচীনান্ ব্যস্যতাম্॥"—কল্পঃ—"অথোদঙ্ঙধ্বর্য্যুঃ প্রত্যাক্রম্য যথায়তনং স্রুচৌ সাদয়িত্বা বাজবতীভ্যাং স্রুচৌ ব্যূহতি বাজস্য মা প্রসবেনোদ্‌গ্রাভেণোদগ্রভীদিতি দক্ষিণেন জুহূমুদ্‌গৃহ্ণাত্যথা সপত্নাঁ ইন্দ্রো মে নিগ্রাভেণাধরাঁ অকরিতি সব্যেনোপভৃতং নিগৃহ্ণাত্যুদ্‌গ্রাভং চ নিগ্রাভং চ ব্রহ্ম দেবা অবীবৃধন্নিতি প্রাচীং জুহূমূহত্যথা সপত্নানিন্দ্রাগ্নী মে বিষূচীনান্ব্যস্যতামিতি প্রতীচীমুপ-ভৃতং প্রত্যূহতি" ইতি। অন্নস্য প্রসবহেতুনা মুষ্ট্যা জুহ্বা ঊর্দ্ধগ্রহণেনেতো মামূর্দ্ধমগ্রহীৎ। অথোপভৃতো নীচগ্রহণেন মম বৈরিণো নিকৃষ্টান্ রুদ্ধানকরোৎ। পরং ব্রহ্ম দেবাশ্চ মমোৎকর্ষং বৈরিণো নিকর্ষং চ বর্দ্ধিতবন্তঃ। অথেন্দ্রাগ্নী মম সপত্নান্বিষগ্‌গতয়ঃ স্বস্থানভ্রষ্টা যথা ভবন্তি তথা বিশেষেণ প্রবর্ত্তয়েতাং। এতন্মন্ত্রব্যাখ্যানাৎ পূর্ব্বমিড়াভক্ষণাদিকং বিধীয়তে তস্য স্রুগ্‌ব্যূহনাৎ প্রাগনুষ্ঠেয়ত্বাৎ। তত্রেড়াভাগস্য পুরোডাশাদপচ্ছেদং বিধত্তে—"ধিষ্ণিয়া বা এতে ন্যুপ্যন্তে। যদ্‌ব্রহ্মা। যদ্ধোতা। যদধ্বর্য্যুঃ। যদগ্নীৎ। যদ্যজমানঃ। তান্যদন্তরেয়াৎ। যজমানস্য প্রাণান্‌ৎসংকর্ষেৎ। প্রমায়ুকঃ স্যাৎ। পুরোডাশমপগৃহ্য সঞ্চরত্যধ্বর্য্যুঃ। যজমানায়ৈব তল্লোকঁ শিঁষতি। নাস্য প্রাণান্‌ৎসঙ্কর্ষতি। ন প্রমায়ুকো ভবতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৮) ইতি। ধিষ্ণিয়নামকাঃ কেচন দেবাঃ সোমরক্ষকাঃ। তথা চ শ্রূয়তে—"ধিষ্ণিয়া বা অমুষ্মিল্লোঁকে সোমমরক্ষন্" ইতি। তে চ ধিষ্ণিয়াঃ সোমযাগে বেদিকাসদৃশা মৃন্ময়া আম্নায়ন্তে। "চাত্বালাদ্ধিষ্ণিয়ানুপবপতি" ইতি শ্রুতেঃ। তেষাং চ ধিষ্ণিয়ানামতিক্রমণং তত্রৈব নিষিদ্ধং—"প্রাণা বা এতে যদ্ধিষ্ণিয়া যদধ্বর্য্যুঃ প্রত্যঙ্‌ধিষ্ণিয়ানতিসর্পেৎ প্রাণান্‌ৎ-সঙ্কর্ষেৎ" ইতি। তদ্বদত্রাপীড়াভাগভক্ষণায় বেদ্যা উত্তরভাগে স্থিতানাং ব্রহ্মাদীনাং মধ্যে সঞ্চারে প্রাণাপহারং বাধকমুপলভ্য তৎপরিহারায় ভক্ষ্যং পুরোডাশভাগমপচ্ছিদ্য তেভ্যঃ প্রদানায় হস্তে ধৃত্বা সঞ্চারেদিতি বিধীয়তে। তেন যজ্ঞবিঘ্নাভাবাদ্যজমানস্য স্বর্গং লোকমবশে-ষয়তি। ইহলোকেঽপি প্রাণবাধো ন ভবতি। অত্র সূত্রং—"ইড়াপাত্র উপস্তীর্য্য সর্ব্বেভ্যো হবির্ভ্য ইড়ামবদ্যতি" ইতি। অবান্তরেড়াং বিধত্তে—"পুরস্তাৎ প্রত্যঙ্‌ঙাসীনঃ। ইড়ায়া

ইড়ামাদধাতি। হস্ত্যা৺ হোত্রে। পশবো বা ইড়া। পশবঃ পুরুষঃ। পশুষ্বেব পশূন্ প্রতিষ্ঠাপয়তি। ইড়ায়ৈ বা এষা প্রজাতিঃ। তাং প্রজাতিং যজমানোঽনু প্রজায়তে।" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৮) ইতি। পাত্রস্থিতায়া ইড়ায়াঃ পূর্ব্বভাগে প্রত্যঙ্‌মুখ উপবিশ্য সর্ব্বসাধারণ্যা ইড়ায়াঃ সকাশাদ্ধোত্রে বিভজ্য প্রদাতুং তদ্ধস্তযোগ্যামল্পামিড়ামবদায় হোতৃহস্ত আদধ্যাৎ। "গৌর্ব্বা অস্থৈ শরীরং" ইতীড়াভিমানিদেবতারূপশ্রবণাৎ পশুত্বং। নরমেধে পুরুষস্যাঽলভ্যত্বাৎ সোঽপি পশুঃ। মহত্যা ইড়ায়া এষাঽবান্তরেড়া প্রজাতা। ততো যজমানস্য প্রজা ভবতি। অত্র সূত্রং—"পুরস্তাৎ প্রত্যঙ্ঙাসীন ইড়ায়া হোতুর্হস্তেঽবান্তরেড়ামবদ্যতি" ইতি। হোতুঃ প্রদেশিন্যা দ্বয়োঃ পর্ব্বণোরাজ্যেনাঞ্জনং বিধত্তে—"দ্বিরঙ্গুলাবনক্তি পর্ব্বণোঃ। দ্বিপাদ্যজমানঃ প্রতিষ্ঠিত্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৮) ইতি। দ্বাভ্যাং পাদাভ্যাং স্থৈর্য্যেণাবস্থানং প্রতিষ্ঠিতিঃ। অবান্তরেড়ায়াং প্রকারবিশেষং বিধত্তে—"সকৃদুপস্তৃণাতি। দ্বিরাদধাতি। সকৃদভিঘারয়তি। চতুঃ সম্পদ্যতে। চত্বারি বৈ পশোঃ প্রতিষ্ঠানানি। যাবানেব পশুঃ। তমুপহ্বয়তে" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৮) ইতি। প্রতিষ্ঠানং পাদঃ। অনেন চতুরবত্তেন তং চতুষ্পাদং পশুমুপহ্বয়তে। ইড়াভাগভক্ষণায়ানুজ্ঞাপিতবান্ ভবতি। অত্র চতুরবত্তং পুরোডাশভাগং হোতা হস্তে ধৃত্বা ভক্ষণানুজ্ঞার্থং হৌত্রকাণ্ডে পঠিতমনুবাকমুপহূত৺ রথংতরমিত্যাদি পঠেৎ। তন্মধ্যেঽধ্বর্য্যুর্যজমানশ্চ প্রত্যুপহ্বানরূপং মন্ত্রান্তরং পঠেৎ। তদিদং বিধত্তে—"মুখমিব প্রত্যুপহ্বয়েত। সম্মুখানেব পশূনুপহ্বয়তে" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৮) ইতি। হোতুর্ম্মুখমেবাভিবীক্ষ্য পঠেদিত্যর্থঃ। অধ্বর্য্যুযজমানয়োর্হোতৃহস্তগতেড়াস্পর্শনং বিধত্তে—"পশবো বা ইড়া। তস্মাৎ সাঽন্বারভ্যা। অধ্বর্য্যুণা চ যজমানেন চ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৮) ইতি। পাঠ্যং মন্ত্রান্তরমুৎপাদয়তি—"উপহূতঃ পশুমানসানীত্যাহ। উপ হ্যেনৌ হ্বয়তে হোতা। ইড়ায়ৈ দেবতানামুপহবে' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৮) ইতি। অহমধ্বর্য্যুর্দ্দৈবৈরনুজ্ঞাতস্তত ইড়াভক্ষণেন পশুমান্ ভবানি। যজমানেঽপ্যেবং যোজ্যং। কস্মিন্কালেঽয়ং মন্ত্রপাঠঃ। ইড়ার্থং দেবতানামনুজ্ঞাপনে হোত্রা ক্রিয়মাণে সতি তন্মধ্য এনাবধ্বর্য্যুযজমানৌ যদোপহ্বয়তে তদা পঠেৎ। দৈব্যা অধ্বর্য্যব উপহূতা উপহূতোঽয়ং যজমান ইতি মন্ত্রাবয়বাভ্যামাভ্যাং তয়োরুপহবঃ। তদনন্তরং পঠেদিত্যর্থঃ। তদ্বেদনং প্রশংসতি—"উপহূতঃ পশুমান্ ভবতি। য এবং বেদ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৮) ইতি। অবান্তরেড়ায়া অবদানং তদুপাহ্বানং চ বাক্প্রাণদেবতয়োঃ প্রিয়মিতি স্তৌতি—"বাং বৈ হস্ত্যামিড়ামাদধাতি। বাচঃ সা ভাগধেয়ং। যামুপহ্বয়তে। প্রাণানা৺ সা। বাচং চৈব প্রাণা৺শ্চাবরুন্ধে" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৮) ইতি। পুরোডাশস্য বর্হিষি স্থাপনং বিধাতুং প্রস্তৌতি—"অথ বা এতর্হ্যপহূতায়ামিড়ায়াং। পুরোডাশস্যৈব বর্হিষদো মীমা৺সা" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৮) ইতি। ইড়াবদানানন্তরং হোত্রা তস্যামিড়ায়ামুপহূতায়াং সত্যামবশিষ্টস্য পুরোডাশস্যৈতস্মিন্নেব কালে বর্হিস্থাপনসম্বন্ধিনী কাচিন্মীমাংসা ভবতি। কিং পুরোডাশো বর্হিষি স্থাপনীয়ো ন বেতি। তত্র প্রয়োজনাভাবাদস্থাপনমিতি প্রাপ্তে প্রয়োজনং দেবতানাং সভাগত্বমিতি মত্বা বিধত্তে—"যজমানং দেবা অব্রুবন্। হবির্নো নির্ব্বপেতি। নাহমভাগো নির্ব্বপ্‌স্যামীত্যব্রবীৎ। ন ময়াঽভাগয়াঽনুবক্ষ্যথেতি বাগব্রবীৎ। নাহমভাগা পুরোনুবাক্যা ভবিষ্যামীতি পুরোনুবাক্যা। নাহমভাগা

যাজ্যা ভবিষ্যামীতি যাজ্যা। ন ময়াংভাগেন বষট্‌করিষ্যথেতি বষট্‌কারঃ। যজমানভাগং নিধায় পুরোডাশং বর্হিষদং করোতি। তানেব তদ্ভাগিনঃ করোতি” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৮) ইতি। যজমানবাগাগ্যভিমানিদেবতা ভাগরহিতাঃ স্বস্বব্যাপারং ন কুর্ব্বন্তি। ততো যজমানস্যৈকং পুরোডাশভাগং পৃথঙ্‌নিধায়াবশিষ্টং পুরোডাশং বর্হিষি স্থাপয়েৎ। তেন স্থাপনমাত্রেণ বয়ং ভাগিন ইতি দেবানাং তুষ্টির্ভবতি। স্থাপিতস্য বিভাগং বিধত্তে—“চতুর্ধা করোতি। চতস্রো দিশঃ। দিক্ষ্বেব প্রতিতিষ্ঠতি” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৮) ইতি। পুনঃ পূর্ব্ববিধিমনূদ্য প্রশংসতি—“বর্হিষদং করোতি। যজমানো বৈ পুরোডাশঃ। প্রজা বর্হিঃ। যজমানমেব প্রজাসু প্রতিষ্ঠাপয়তি। তস্মাদস্থান্যাঃ প্রজাঃ প্রতিতিষ্ঠন্তি। মাꣳসেনান্যাঃ” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৮) ইতি। যস্মাৎ কঠিনস্য বর্হিষি স্থাপিতস্য পুরোডাশস্য মৃদুনো বর্হিষশ্চ সংযোগস্তস্মাৎ কৃশদেহাঃ কাশ্চিৎ কঠিনেনাস্থ্না প্রতিতিষ্ঠন্তি স্থূলকায়াস্তু মাংসেন। প্রকারান্তরেণ তমেব বিধিং প্রশংসন্তি—“অথো খল্বাহুঃ। দক্ষিণা বা এতা হবির্যজ্ঞস্যান্তর্ব্বেদ্যবরুধ্যন্তে। যৎ পুরোডাশং বর্হিষদং করোতি” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৮) ইতি। পুরোডাশহবিষ্কো হবির্যজ্ঞঃ। তস্য বর্হিষি পুরোডাশস্থাপনং যৎ, এতাস্বৃত্বিজাং বেদিমধ্যে দক্ষিণা এবাবরুদ্ধাঃ। বিধ্যন্তরমনূদ্য প্রশংসতি—“চতুর্দ্ধা করোতি। চত্বারো হ্যেতে হবির্যজ্ঞস্যর্ত্বিজঃ। ব্রহ্মা হোতাঽধ্বর্য্যুরগ্নীৎ” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৮) ইতি। তত্তদ্ভাগস্য নির্দ্দেশং বিধত্তে—“তমভিমৃশেৎ। ইদং ব্রহ্মণঃ। ইদꣳ হোতুঃ। ইদমধ্বর্য্যোঃ। ইদমগ্নীধ ইতি। যথৈবাদঃ সৌম্যেঽধ্বরে। আদেশমৃত্বিগ্‌ভ্যো দক্ষিণা নীয়ন্তে। তাদৃগেব তৎ” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৮) ইতি। যথা সোমযাগে মাধ্যন্দিনসবনে দক্ষিণার্থানি দ্রব্যাণি বেদ্যাং কৃষ্ণাজিনে প্রসার্য্যেদমস্যেদমস্যেত্যাদিশ্য দক্ষিণা নীয়ন্তে তদ্বদিদং নির্দ্দেশনং দ্রষ্টব্যং। নির্দ্দিষ্টানাং ভাগানাং যৌগপদ্যনিবারণায় ক্রমং বিধত্তে—“অগ্নীধে প্রথমায়াঽদধাতি। অগ্নিমুখা হ্যৃদ্ধি। অগ্নিমুখামেবর্দ্ধিং যজমান ঋধ্নোতি” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৮) ইতি। অগ্নিঃ কৃৎস্নযাগহেতুত্বাৎ সমৃদ্ধিহেতুঃ। তদগ্নিনিষ্ঠ ইত্যগ্নীৎ। ততোঽস্য প্রাথম্যং যুক্তং। আগ্নীধ্রস্য হস্তে ভাগাধানপ্রকারং বিধত্তে—“সকৃদুপস্তীর্য্য দ্বিরাদধৎ। উপস্তীর্য্য দ্বিরভিঘারয়তি। ষট্‌সম্পদ্যন্তে ষড্‌বা ঋতবঃ। ঋতূনেব প্রীণাতি” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৮) ইতি। অস্য বিধেস্তাৎপর্য্যং বোধায়ন একপ্রকারেণাঽহ—“উপহৃতায়ামিড়ায়ামগ্নীধ আদধাতি ষড়বত্তমুপস্তৃণাত্যাদধাত্যভিঘারয়তি” ইতি। আপস্তম্বস্ত্বন্যথা ব্রূতে—“দ্বিরুপস্তৃণাতি। দ্বিরাদধাতি। দ্বিরভিঘারয়তি” ইতি। বিধত্তে—“বেদেন ব্রহ্মণে ব্রহ্মভাগং পরিহরতি। প্রাজাপত্যো বৈ বেদঃ। প্রাজাপত্যো ব্রহ্মা। সবিতা যজ্ঞস্য প্রসূত্যৈ” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৮) ইতি। পরিহারঃ প্রদানং। যথা প্রজাপতিরন্তর্য্যামিতয়া প্রেরক এবং ব্রহ্মাঽপি তদা তদাঽনুজ্ঞয়া যজ্ঞস্য প্রবর্ত্তক ইতি ব্রহ্মণঃ প্রাজাপত্যত্বং। বেদব্যতিরিক্তসাধনেন যেন কেনাপি প্রক্রান্তপাত্রেণ ভাগান্তরং দেয়মিত্যাহ—“অথ কামমন্যেন” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৮) ইতি। হোতুর্ব্রহ্মানন্তর্য্যং বিধত্তে—“ততো হোত্রে। মধ্যং বা এতদ্যজ্ঞস্য। যদ্ধোতা। মধ্যত এব যজ্ঞং প্রীণাতি” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৮) ইতি। সামিধেনীরারভ্যোপরিষ্টাদেব হোতুর্ব্যাপারাত্তজ্জমধ্যত্বং। অধ্বর্য্যোর্হোত্রানন্তর্য্যং বিধত্তে—“অথাধ্বর্য্যবে। প্রতিষ্ঠা বা এষা যজ্ঞস্য। যদধ্বর্য্যুঃ” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৮) ইতি। প্রতিষ্ঠা সমাপ্তিঃ।

সমিষ্টযজুর্হোমপর্য্যন্তং যজ্ঞমধ্বর্য্যুঃ সমাপয়তি। আগ্নীধ্রমারভ্যাধ্বর্য্যুপর্য্যন্তং ক্রমমন্বাহার্য্যাদি-দক্ষিণায়ামতিদিশতি—"তস্মাদ্ধবির্যজ্ঞস্যৈতামেবাহবৃতমনু। অন্যা দক্ষিণা নীয়ন্তে। যজ্ঞস্য প্রতিষ্ঠিত্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৮) ইতি। আবৃৎপ্রকারঃ। আগ্নীধ্রং প্রতি প্রৈষমুৎ-পাদয়তি—"অগ্নিমগ্নীৎসকৃৎসকৃৎসংমৃড্ঢীত্যাহ। পরাঙিব হ্যেতর্হি যজ্ঞঃ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৮) ইতি। বীপ্সয়া পরিধিসংমার্জ্জনমপি লভ্যতে। অস্মিন্‌কালে সমাপ্তপ্রায়ত্বাদ্যজ্ঞঃ পরাঙ্মুখ ইব বর্ত্ততে। ততঃ সকৃৎসংমার্জ্জনং পর্য্যাপ্তং। অথ হোতারং প্রত্যস্তি কশ্চিৎ-প্রৈষমন্ত্রঃ—"ইষিতা দৈব্যা হোতারো ভদ্রবাচ্যায় প্রেষিতো মানুষঃ সূক্তবাকায় সূক্তা ব্রূহি" ইতি। ভদ্রং ফলং তস্য বাচ্যং বচনং তদর্থমগ্নির্হোতেত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধা দৈব্যা হোতারঃ পরমেশ্বরেণ প্রেষিতাঃ। ইদং দ্যাবাপৃথিবী ভদ্রমভূদিত্যাদ্যনুবাকঃ সূক্তং তস্য বাকো বচনং তদর্থং মানুষো হোতা প্রেষিতঃ। অতো হে হোতস্ত্বং তৎসূক্তং ব্রূহি। তমিমং মন্ত্রমুৎপাদ্য তত্রেষিতপদস্য ভদ্রবাচ্যায়েতি পদস্য চ তাৎপর্য্যং ব্যাচষ্টে—"ইষিতা দৈব্যা হোতার ইত্যাহ। ইষিতঙ্‌ হি কর্ম্ম ক্রিয়তে। ভদ্রবাচ্যায় প্রেষিতো মানুষঃ সূক্তবাকায় সূক্তা ব্রূহীত্যাহ। আশিষমেবৈতামাশাস্তে" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৮) ইতি। অস্তি হোতারং প্রত্যপরঃ প্রৈষমন্ত্রঃ—"স্বগা দৈব্যা হোতৃভ্যঃ স্বস্তির্মানুষেভ্যঃ শংযোর্ব্রূহি" ইতি। দৈব্যানাং হোতৃণা-ময়ং যজ্ঞঃ স্বাধীনো মানুষেভ্যো হোতৃভ্যঃ স্বস্ত্যস্তু। হে হোতস্ত্বং শংযুদেবস্য সম্বন্ধিনঃ তচ্ছং-যোরাবৃণীমহ ইত্যনুবাকং ব্রূহি। অস্মিন্মন্ত্রে স্বগাশব্দস্বস্তিশব্দশংযুশব্দানামভিপ্রায়ং ক্রমেণ দর্শয়তি—"স্বগা দৈব্যা হোতৃভ্য ইত্যাহ। যজ্ঞমেব তৎ স্বগা করোতি। স্বস্তির্মানুষেভ্য ইত্যাহ। আশিষমেবৈতামাশাস্তে। শংযোর্ব্রূহীত্যাহ। শংযুমেব বার্হস্পত্যং ভাগধেয়েন সমর্দ্ধয়তি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৮) ইতি। শংযুর্বৃহস্পতেঃ পুত্রঃ। ইত্থমিড়াভা-গাদ্যনুষ্ঠানং বিধায়াস্মিন্‌কাণ্ড আম্নাতাভ্যাং বাজস্য মেত্যেতাভ্যামৃগ্‌ভ্যাং স্রুগ্‌ব্যূহনং বিধত্তে—"অথ স্রুচাবনুষ্টুগ্‌ভ্যাং বাজবতীভ্যাং ব্যূহতি। প্রতিষ্ঠা বা অনুষ্টুক্‌। অন্নং বাজঃ প্রতিষ্ঠিত্যৈ। অন্নাদ্যস্যাবরুদ্ধ্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৯) ইতি। চতুর্ভিঃ পাদৈর্গবাদীনাং প্রতিষ্ঠিত-ত্বাত্তদ্বদনুষ্টুভঃ প্রতিষ্ঠাহেতুত্বং। বাজশব্দস্যান্নবাচিত্বাত্তদ্বত্যাবৃচাবত্তুং যোগ্যস্যান্নস্যাবরোধায় ভবতঃ। সামান্যাকারেণ বিহিতং স্রুগ্ব্যূহনং বিশেষাকারেণ বিশদয়তি—"প্রাচীং জুহূমূহতি। জাতানেব ভ্রাতৃব্যান্ প্রণুদতে। প্রতীচীমুপভৃতং। জনিষ্যমাণানেব প্রতিনুদতে। স বিষূচ এবাপোহ্য সপত্নান্যজমানঃ। অস্মিল্লোঁকে প্রতিতিষ্ঠতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৯) ইতি। বৈরিণঃ পরস্পরবিযুক্তা বিবিধদিক্‌পলায়িতা এব যথা ভবন্তি তথা তানপোহ্য প্রতিতিষ্ঠতি। বাজবতীভ্যামিতি দ্বিবচনার্থমনূদ্য প্রশংসতি—"দ্বাভ্যাং। দ্বিপ্রতিষ্ঠো হি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৯) ইতি। দ্বাভ্যাং পাদাভ্যাং প্রতিষ্ঠা যস্যাসৌ দ্বিপ্রতিষ্ঠঃ।

২। "বসুভ্যস্ত্বা রুদ্রেভ্যস্ত্বাহদিত্যেভ্যস্ত্বা।"—কল্পঃ—"জুহ্বা পরিধীননক্তি বসুভ্যস্ত্বেতি মধ্যমং, রুদ্রেভ্যস্ত্বেতি দক্ষিণং, আদিত্যেভ্যস্ত্বেত্যুত্তরং" ইতি। ত্রিষপ্যনজ্মীত্যধ্যাহারঃ। স্পষ্টার্থতাং দর্শয়তি—বসুভ্যস্ত্বা রুদ্রেভ্যস্ত্বাহদিত্যেভ্যস্ত্বেত্যাহ। যথাযজুরেবৈতৎ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৯) ইতি॥

৩। "অক্তঙ্‌ রিহাণা বিয়ন্তু বয়ঃ।" ৪। "প্রজাং যোনিং মা নির্ম্মৃক্ষম্‌।"—বৌধায়নঃ—

"স্রুক্ষু প্রস্তরমনক্ত্যক্ত৺ৢ রিহাণা ইতি জুহ্বামগ্রাণি, বিয়ন্তু বয় ইত্যুপভৃতি মধ্যানি, প্রজাং যোনিং মা নির্ম্মৃক্ষমিতি ধ্রুবায়াং মূলানি" ইতি। আপস্তম্বস্ত্বাদ্যদ্বিতীয়মন্ত্রাবেকীকৃত্যাহ—"অক্ত৺ৢ রিহাণা -বিয়ন্তু বয় ইতি জুহ্বামগ্রং, প্রজাং যোনিং মা নির্ম্মৃক্ষমিত্যুপভৃতি মধ্যমা প্যায়ন্তামাপ ওষধয় ইতি ধ্রুবায়াং মূলং" ইতি। পক্ষিণ আজ্যেনাক্তং প্রস্তরাগ্রং লেলিহানা বিবিধং মার্গং গচ্ছন্তু। অহং তু প্রজাং তৎকারণং চ মা বিনাশয়ামি। আজ্যরূপা আপঃ প্রস্তরমূলরূপা ওষধীরাপ্যায়য়ন্তু। বিধত্তে—"স্রুক্ষু প্রস্তরমনক্তি। ইমে বৈ লোকাঃ স্রুচঃ। যজমানঃ প্রস্তরঃ। যজমানমেব তেজসাঽনক্তি ত্রেধাঽনক্তি। ত্রয় ইমে লোকাঃ। এভ্য এবৈনং লোকেভ্যোঽনক্তি। অভিপূর্ব্বমনক্তি। অভিপূর্ব্বমেব যজমানং তেজসাঽনক্তি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৯) ইতি। অভিমুখমগ্রং পূর্ব্বং যথা ভবতি তথা প্রস্তরমঞ্জ্যাৎ। যজমানোঽপি মুখ এব সভাসু বক্তৃত্বেন তেজস্বী ভবতি। মন্ত্রগতস্যাক্তশব্দস্যাভিপ্রায়মাহ—"অক্ত৺ৢ রিহাণা ইত্যাহ। তেজো বা আজ্যং। যজমানঃ প্রস্তরঃ। যজমানমেব তেজসাঽনক্তি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৯) ইতি। বিশব্দসূচিতং দর্শয়তি—"বিয়ন্তু বয় ইত্যাহ। বয় এবৈনং কৃত্বা। সুবর্গং লোকং গময়তি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৯) ইতি। মন্ত্রে প্রথমাবহুবচনান্তো বিশব্দঃ পক্ষিবাচী ব্রাহ্মণে তু দ্বিতীয়ৈকবচনান্তো বয়ঃশব্দঃ। মা নির্ম্মৃক্ষমিত্যেতস্যাভিপ্রায়মাহ—প্রজাং যোনিং মা নির্ম্মৃক্ষমিত্যাহ। প্রজায়ৈ গোপীথায়" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৯) ইতি। ওষধয় ইত্যত্র দ্বিতীয়া বিবক্ষিতেত্যাহ—"আ প্যায়ন্তামাপ ওষধয় ইত্যাহ। আপ এবৌষধীরাপ্যায়য়তি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৯) ইতি। অত্র বহুবচনং দ্রষ্টব্যং॥

৫। "আ প্যায়ন্তামাপ ওষধয়ো মরুতাং পৃষতয়ঃ স্থ দিবং গচ্ছ ততো নো বৃষ্টিমেরয়॥"—বৌধায়নঃ—"তমুপরীব প্রহরতি নাত্যগ্রং প্রহরতি ন পুরস্তাৎ প্রত্যস্যতি ন প্রতিশৃণাতি ন বিষ্বঞ্চং বিয়ৌত্যূর্ধ্বমুন্ডৌত্যা প্যায়ন্তামাপ ওষধয়ো মরুতাং পৃষতয়ঃ স্থ দিবং গচ্ছ ততো ন বৃষ্টিমেরয়েতি" ইতি। আপস্তম্বঃ—"অনূচ্যমানে সূক্তবাকে মরুতাং পৃষতয়ঃ স্থেতি সহ শাখয়া প্রস্তরমাহবনীয়ে প্রহরতি" ইতি। অত্র প্রস্তরপ্রহৃতৌ নাত্যগ্রমিত্যাদয়ো নিয়মবিশেষাঃ। আহবনীয়াত্যয়ঃ প্রস্তরাগ্রস্য ন কার্য্যঃ। প্রস্তরস্য পুরস্তাদন্যৎকিমপি ন প্রক্ষিপেৎ। দর্ভস্য কস্যচিচ্ছেদরূপা হিংসা ন কার্য্যা। দর্ভাণাং পরস্পরবিয়োগো ন কার্য্যঃ। কিং তু কৃৎস্নং প্রস্তরমুচ্ছেৎ। আপস্তম্বস্য তু মরুতামিতি প্রস্তরমন্ত্রাদিঃ। সহ শাখয়া বৎসাপাকরণহেতুভূতয়া। হে প্রস্তরাবয়বা দর্ভা যূয়ং বায়ুপ্রেরিতবৃষ্টিজন্যতয়া বায়ূনাং বিন্দবঃ স্থ। হে প্রস্তর ত্বং দিবং গত্বা বৃষ্টিং প্রেরয়। ব্যাচষ্টে—"মরুতাং পৃষতয়ঃ স্থেত্যাহ। মরুতো বৈ বৃষ্ট্যা ঈশতে। বৃষ্টিমেবাবরুন্ধে। দিবং গচ্ছ ততো নো বৃষ্টিমেরয়েত্যাহ। বৃষ্টির্বৈ দ্যৌঃ। বৃষ্টিমেবাবরুন্ধে" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৯) ইতি।

৬। "আয়ুষ্পা অগ্নেঽস্যায়ুর্ম্মে পাহি চক্ষুষ্পা অগ্নেঽসি চক্ষুর্ম্মে পাহি।"—কল্পঃ—"অথোপোত্থায়াহবনীয়মুপতিষ্ঠতে—আয়ুষ্পা অগ্নেঽস্যায়ুর্ম্মে পাহি চক্ষুষ্পা অগ্নেঽসি চক্ষুর্ম্মে পাহীতি" ইতি। আয়ুশ্চক্ষুষোঃ পালনীয়তাং দর্শয়তি—"যাবদ্বা অধ্বর্য্যুঃ প্রস্তরং প্রহরতি। তাবদস্যাঽয়ুর্ম্মীয়তে। আয়ুষ্পা অগ্নেঽস্যায়ুর্ম্মে পাহীত্যাহ। আয়ুরেবাঽত্মন্ধত্তে। যাবদ্বা অধ্বর্য্যুঃ প্রস্তরং

প্রহরতি। তাবদস্য চক্ষুর্ম্মীয়তে। চক্ষুষ্পা অগ্নেঽসি চক্ষুর্ম্মে পাহীত্যাহ। চক্ষুরেবাঽঽত্মন্ধত্তে” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৯) ইতি॥

৭। “ধ্রুবাঽসি।”—কল্পঃ—“ধ্রুবাঽসীত্যন্তর্ব্বেদি পৃথিবীমভিমৃশতি” ইতি। ব্যাচষ্টে—“ধ্রুবাঽসীত্যাহ প্রতিষ্ঠিত্যৈ” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৯) ইতি॥

৮। “যং পরিধিং পর্য্যধত্থা অগ্নে দেব পণিভির্ব্বীয়মাণঃ। তং ত এতমনু জোষং ভরামি নেদেষ ত্বদপচেতয়াতৈ যজ্ঞস্য পাথ উপ সমিতম্।”—কল্পঃ—“মধ্যমং পরিধিমনুপ্রহরতি যং পরিধিং পর্য্যধত্থা অগ্নে দেব পণিভির্ব্বীয়মাণঃ। তং ত এতমনু জোষং ভরামি নেদেষ ত্বদপচেতয়াতা ইত্যথেতরাবুপসমস্যতি যজ্ঞস্য পাথ উপসমিতমিতি” ইতি। ভো অগ্নে দেব স্তুতিভিঃ প্রাপ্যমাণস্ত্বং স্বয়ং যং মধ্যমপরিধিং পশ্চিমে ভাগে স্থাপিতবানসি। তবানুকূলতয়া প্রিয়ং তমেতং পরিধিং ত্বয়ি ভরামি। এব ত্বত্তোঽপরক্তো নৈব। হে দক্ষিণোত্তরপরিধী যজ্ঞস্য ফলরূপমন্নং যুবামুপ-সম্প্রাপ্নুতং। পর্য্যধত্থা ইত্যেতৎ সত্যমিত্যাহ—“যং পরিধিং পর্য্যধত্থা ইত্যাহ। যথাযজুরেবৈতৎ” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৯) ইতি। পরিধাবগ্নেঃ প্রীত্যুৎপাদনায়াগ্নিসম্বোধনমিত্যাহ—“অগ্নে দেব পণিভির্ব্বীয়মাণ ইত্যাহ। অগ্নয় এবৈনং জুষ্টং করোতি” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৯) ইতি। অনুশব্দেন জ্ঞাতীনামনুরক্তত্বং সূচ্যত ইত্যাহ—“তং ত এতমনু জোষং ভরামীত্যাহ। সজাতানেবাস্মা অনুকান্ করোতি।” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৯) ইতি। অপরাগনিষেধ আনুকূল্যার্থ ইত্যাহ—“নেদেষ ত্বদপচেতয়াতা ইত্যাহানুখ্যাত্যৈ” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৯) ইতি। অনেকয়োঃ পরিধ্যোঃ সহ কথনং বহুদিব্যানুকূল্যায়েত্যাহ—“যজ্ঞস্য পাথ উপসমিতমিত্যাহ। ভূমানমেবোপৈতি (ব্রা০ কা০৩ প্র০ ৩ অ০ ৯) ইতি। বিধত্তে—পরিধীন্ প্রহরতি। যজ্ঞস্য সমিষ্ট্যৈ” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৯) ইতি। সমিষ্টিঃ সম্পূর্ত্তিঃ॥

৯। “সংস্রাবভাগাঃ স্থেষা বৃহন্তঃ প্রস্তরেষ্ঠা বর্হিষদশ্চ দেবা ইমাং বাচমভি বিশ্বে গৃণন্ত আসদ্যাস্মিন্বর্হিষি মাদয়ধ্বম্।”—কল্পঃ—“অথৈনান্সংস্রাবেণাভিজুহোতি জুহ্বামুপভৃতং সংস্রাবয়তি সংস্রাবভাগাঃ স্থেষা বৃহন্তঃ প্রস্তরেষ্ঠা বর্হিষদশ্চ দেবা ইমাং বাচমভি বিশ্বে গৃণন্ত আসদ্যাস্মিন্বর্হিষি মাদয়ধ্বমিতি” ইতি। হে বিশ্বে দেবা যূয়ং সংস্রাবভাগাঃ স্থ। জুহূপভৃদ্ভ্যাং সিচ্যমান আজ্যশেষঃ সংস্রাবঃ। স এব ভাগো যেষাং তে সংস্রাবভাগাঃ। কীদৃশা দেবাস্তং ভাগং লব্ধুমিচ্ছাবন্তো বৃহন্তো মহান্তঃ সর্ব্বৈরারাধনীয়াঃ। তত্র কেচিৎপ্রস্তরমুষ্টৌ তিষ্ঠন্তি। অন্যে স্বাস্তীর্ণে বর্হিষি সীদন্তি। অস্মাভিঃ ক্রিয়মাণামিমাং স্তুতিমভিবীক্ষ্য সমীচীনেয়মিতি গৃণন্তো যূয়মস্মিন্যজ্ঞ উপবিশ্য হৃষ্টা ভবত। বিধত্তে—“স্রুচৌ সংপ্রস্রাবয়তি। যদেব তত্র ক্রূরং। তত্তেন শময়তি। জুহ্বামুপভৃতং। যজমানদেবত্যা বৈ জুহূঃ। ভ্রাতৃব্যদেবত্যোপভৃৎ। যজমানায়ৈব ভ্রাতৃব্যমুপস্তিং করোতি” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৯) ইতি। ব্যাচষ্টে—“সংস্রাবভাগাঃ স্থেত্যাহ। বসবো বৈ রুদ্রা আদিত্যাঃ সংস্রাবভাগাঃ। তেষাং তদ্ভাগধেয়ং। তানেব তেন প্রীণাতি” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৯) ইতি। অস্মিন্মন্ত্রে দেবতাসম্বন্ধমৃচশ্ছন্দোবিশেষং চ প্রশংসতি—“বৈশ্বদেব্যর্চ্চা। এতে হি বিশ্বে দেবাঃ। ত্রিষ্টুগ্ভবতি। ইন্দ্রিয়ং বৈ ত্রিষ্টুক্। ইন্দ্রিয়মেব যজমানে দধাতি” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৯) ইতি। এতে বস্বাদিরূপাঃ॥

১০। "অগ্নের্ব্বামপন্নগৃহস্য সদসি সাদয়ামি সুম্নায় সুম্নিনী সুম্নে মা ধত্তং ধুরি ধুর্য্যৌ পাতম্।"—বৌধায়নঃ—"অথ প্রদক্ষিণমাবৃত্য প্রত্যঙ্ঙাক্রম্য ধুরি স্রুচৌ বিমুঞ্চত্যগ্নের্ব্বামপন্নগৃহস্য সদসি সাদয়ামি সুম্নায় সুম্নিনী সুম্নে মা ধত্তং ধুরি ধুর্য্যৌ পাতমিতি" ইতি। হে জুহূপভৃতৌ যুবামবিনশ্বরগৃহস্য পৃথিব্যভিমানিনো বহ্নেঃ স্থানে শকটরূপে যজমানস্য সুখায় স্থাপয়ামি। হে সুখবত্যৌ সুখে মাং স্থাপয়তং যজ্ঞভারবাহিনাবেতৌ দম্পতী রক্ষতং। যথোক্তং মন্ত্রার্থং দর্শয়তি—"অগ্নের্ব্বামপন্নগৃহস্য সদসি সাদয়ামীত্যাহ। ইয়ং বা অগ্নিরপন্নগৃহঃ। অস্যা এবৈনে সদনে সাদয়তি। সুম্নায় সুম্নিনী সুম্নে মা ধত্তমিত্যাহ। প্রজা বৈ পশবঃ সুম্নং। প্রজামেব পশূনাত্মন্ধত্তে। ধুরি ধূর্য্যৌ পাতমিত্যাহ। জায়াপত্যোর্গোপীথায়" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৯) ইতি। অত্রাহপস্তম্বো মন্ত্রভেদমাশ্রিত্যাগ্নের্ব্বামিতি শকটস্য পূর্ব্বভাগে স্রুচৌ সাদয়িত্বা ধুরি ধুর্য্যাবিতি যুগধুরেঃ প্রোহেদিতি মন্যতে॥

১১। "অগ্নেঽদব্ধায়োঽশীততনো পাহি মাঽদ্য দিবঃ পাহি প্রসিত্যৈ পাহি দুরিষ্ট্যৈ পাহি দুরদ্মন্যৈ পাহি দুশ্চরিতাদবিষং নঃ পিতুং কৃণু সুষদা যোনিঁ স্বাহা।"—কল্পঃ—"অপরং চতুর্গৃহীতং গৃহীত্বাঽন্বাহার্য্যপচন এবেধ্মপ্রব্রশ্চনান্যভ্যাধায় ফলীকরণানোপ্য ফলীকরণাঞ্জুহোত্যগ্নেঽদব্ধায়োঽশীততনো পাহি মাঽদ্য দিবঃ পাহি প্রসিত্যৈ পাহি দুরিষ্ট্যৈ পাহি দুরদ্মন্যৈ পাহি দুশ্চরিতাদবিষং নঃ পিতুং কৃণু সুষদা যোনিঁ স্বাহেতি" ইতি। তণ্ডুলেষু গৃহে ক্রিয়মাণেষ্বপনেয়া মালিন্যাংশাঃ ফলীকরণাঃ। হেঽগ্নে মাং দিবঃ পাহি দ্যুলোকবাসিনো দেবা ময্যপরাধং যথা ন গৃহ্ণন্তি তথা কুরু। অদব্ধায়োঽহিংসিতজীবিত। অশীততনো, উষ্ণশরীর, প্রসিত্যৈ প্রকৃষ্টাদ্বন্ধাৎ ফলবিঘ্নাৎ পাহি। দুরিষ্ট্যৈ দুষ্টাদযথাশাস্ত্রানুষ্ঠানাৎ পাহি। দুরদ্মন্যৈ যাগাধিকারবিরোধিদুষ্টবস্তুভোজনাৎ পাহি। দুশ্চরিতান্নিষিদ্ধাচরণাৎ পাহি। পিতুমন্নমস্মদীয়মবিষমমৃতং কুরু। সুষদা সুখোপবেশনেন নিমিত্তেন যোনিং স্থানং কুরু। ইদং ফলীকরণদ্রব্যং তুভ্যং স্বাহা হুতমস্তু। মন্ত্রব্যাখ্যানপূর্ব্বকং হোমং বিধত্তে—"অগ্নেঽদব্ধায়োঽশীততনো ইত্যাহ। যথাযজুরেবৈতৎ। পাহি মাঽদ্য দিবঃ পাহি প্রসিত্যৈ পাহি দুরিষ্ট্যৈ পাহি দুরদ্মন্যৈ পাহি দুশ্চরিতাদিত্যাহ। আশিষমেবৈতামাশাস্তে। অবিষং নঃ পিতুং কৃণু সুষদা যোনিঁ স্বাহেতীধ্মসংবৃশ্চনান্যন্বাহার্য্যপচনেঽভ্যাধায় ফলীকরণহোমং জুহোতি। অতিরিক্তানি বা ইধ্মসংবৃশ্চনানি। অতিরিক্তাঃ ফলীকরণাঃ। অতিরিক্তমাজ্যোচ্ছেষণং। অতিরিক্ত এবাতিরিক্তং দধাতি। অথো অতিরিক্তেনৈবাতিরিক্তমাপ্তুঽবরুন্ধে" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৯) ইতি। ইধ্মে শাস্ত্রোক্তপ্রমাণেন ছিন্নে সতি তচ্ছেষকাষ্ঠানীধ্মসংবৃশ্চনানি। তানি দক্ষিণাগ্নৌ প্রক্ষিপ্য তেষামুপরি জুহূগতাজ্যে স্থাপিতান্ ফলীকরণাঞ্জুহুয়াৎ। যজ্ঞোপযুক্তদ্রব্যাদধিকত্বমতিরিক্তত্বং। অধিকদ্রব্যহোমেনাধিকং ফলং প্রাপ্য তৎস্বাধীনং করোতীত্যর্থঃ। ইত্থং ফলীকরণহোমে নিষ্পন্নে সত্যনন্তরং পত্ন্যাঃ সমীপে বেদপ্রাসনং বিধাতব্যং। তদ্বিধৌ বুদ্ধিস্থে সতি তৎপ্রসঙ্গাদ্বেদস্য প্রশংসকঃ কশ্চিন্মন্ত্র উৎপাদ্যতে। স চ প্রদেশান্তরবিষয়তয়া বিনিযুজ্যতে—"বেদির্দ্দেবেভ্যো নিলায়ত। তাং বেদেনান্ববিন্দন্। বেদেন বেদিং বিবিদুঃ পৃথিবীং। সা পপ্রথে পৃথিবী পার্থিবানি। গর্ভং বিভর্ত্তি ভুবনেষন্তঃ। ততো যজ্ঞো জায়তে বিশ্বদানিরিতি পুরস্তাৎ স্তম্বযজুষো বেদেন বেদিঁ সংমার্ষ্ট্যনুবিত্ত্যৈ। অথো

যদ্বেদশ্চ বেদিশ্চ ভবতঃ। মিথুনত্বায় প্রজাত্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৯) ইতি। কেনাপি কারণেন দেবেভ্যস্তিরোহিতাং বেদ্যভিমানিদেবতাং বেদাভিমানিদেবতামুখেন দেবা অলভন্ত। তমেতং বেদস্য মহিমানং বেদেনেত্যাদিকো মন্ত্রঃ প্রকাশয়তি। অস্যায়মর্থঃ—অসুরৈর্হৃতাং পৃথিবীং দেবাঃ পূর্ব্বোত্তরভাগাভ্যাং সংস্কৃত্য বেদিমকুর্ব্বন্। তাং চ বেদিং দেবাঃ পুনর্ব্বেদেনালভন্ত। সা চ বেদিঃ পৃথিবীরূপা সতী পার্থিবানি ব্রীহ্যাদীনি বিস্তারিতবতী। কিং চ সা পৃথিবীদেবতা সর্ব্বেষু ভুবনেষন্তরুদরান্তর্যং(রে) গর্ভং বিভর্ত্তি। তস্মাদ্গর্ভাৎ সর্ব্বস্য ফলস্য দাতা যজ্ঞপুরুষ উৎপন্ন ইতি। অনেন মন্ত্রেণাষ্টমানুবাকোক্তাৎ পুরোডাশ-নিষ্পাদনাদূর্দ্ধং নবমানুবাকে বক্ষ্যমাণাৎ স্রুব্যজুর্হরণাৎ পুরস্তাদ্দর্ভময়েন বেদেন বেদিস্থানং সংমৃজ্যাৎ। তচ্চ বেদিলাভায়। কিং চ বেদবেদিরূপং মিথুনং প্রজননায় ভবতি। প্রাসঙ্গিকং সমাপ্য প্রকৃতমনুসরতি—"প্রজাপতের্ব্বা এতানি শ্মশ্রূণি। যদ্বেদঃ। পত্নিয়া উপস্থ আস্যতি। মিথুনমেব করোতি। বিন্দতে প্রজাং" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৯) ইতি। পত্নীসমীপে প্রাস্তস্য বেদস্য পুনরাস্তরণং বিধত্তে—"বেদꣳ হোতাহহবনীয়াৎ স্তৃণন্নেতি। যজ্ঞমেব তৎসন্তনোত্যোত্তরস্মাদর্দ্ধমাসাৎ। তꣳ সন্ততমুত্তরেঽর্দ্ধমাস আলভতে। তং কালেকাল আগতে যজতে" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৯) ইতি। বেদস্য বন্ধনং বিমুচ্য গার্হপত্য-মারভ্যাহহবনীয়পর্য্যন্তাস্তরণেনাহগামিপর্ব্বপর্য্যন্তং যজ্ঞঃ সন্ততো ভবতি। পুনঃ পর্ব্বণ্যন্বাধানাদিকং কৃত্বা প্রতিপদি তং সন্ততং যজ্ঞং কর্ত্তুমারভতে। এবং পুনঃ পুনস্তৎকালে সমাগতে সতি যজত ইত্যবিচ্ছিন্নো যজ্ঞো ভবতি॥

১২। "দেবা গাতুবিদো গাতুং বিত্ত্বা গাতুমিত মনসস্পত ইমং নো দেব দেবেষু যজ্ঞꣳ স্বাহা বাচি স্বাহা বাতে ধাঃ॥"—বৌধায়নঃ—"অথোত্থায় দক্ষিণেন পদা বেদিমবক্রম্য ধ্রুবয়া সমিষ্টযজুর্জ্জুহোতি দেবা গাতুবিদো গাতুং বিত্ত্বা গাতুমিত মনসস্পত ইমং নো দেব দেবেষু যজ্ঞꣳ স্বাহা বাচি স্বাহা বাতে ধাঃ স্বাহেতি" ইতি। আপস্তম্বঃ—"দেবা গাতুবিদ ইত্যন্তর্ব্বেদ্যূর্দ্ধস্তিষ্ঠন্ধ্রুবয়া সমিষ্টযজুর্জ্জুহোতি মধ্যমে স্বাহাকারে বর্হিরনুপ্রহরতি" ইতি। অন্তেঽপি বৌধায়নেন স্বাহাকারস্যাধ্যাহৃতত্বাত্তেনাবশিষ্টং সর্ব্বং হোতব্যমিতি লভ্যতে। জুহ্বাদীনি তু যজমানেন যাবদায়ুঃ সন্তার্য্যাণি। তমাহিতাগ্নিমগ্নিভির্দহন্তি যজ্ঞপাত্রৈশ্চেতি শাস্ত্রাৎ। হে গাতুবিদো মার্গবিদো দেবাঃ পূর্ব্বং যং গাতুং মার্গং লব্ধ্বা সমাগতাঃ পুনঃ প্রতিনিবৃত্য তং গাতুং মার্গং গচ্ছত। হে মনসস্পতে দেব ভবতোক্তেষু দেবেষ্বিমং নো যজ্ঞং নিধেহি। ইদমাজ্যং হুতমস্তু। সর্ব্বক্রিয়াপ্রবর্ত্তকে বায়ৌ নিধেহি। ইদমাজ্যং হুতমস্তু। বায়ুবিষয়েণানেন মন্ত্রেণ যজ্ঞসমাপ্তিমুপপাদয়তি—"ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি। স ত্বা অধ্বর্য্যুঃ স্যাৎ। যো যতো যজ্ঞং প্রযুঙ্ক্তে। তদেনং প্রতিষ্ঠাপয়তীতি। বাতাদ্বা অধ্বর্য্যুর্যজ্ঞং প্রযুঙ্ক্তে। দেবা গাতুবিদো গাতুং বিত্ত্বা গাতুমিতেত্যাহ। যত এব যজ্ঞং প্রযুঙ্ক্তে। তদেনং প্রতিষ্ঠাপয়তি। প্রতিতিষ্ঠতি প্রজয়া পশুভির্যজমানঃ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৯) ইতি। যোঽধ্বর্য্যুর্যস্মাদ্দেবাদ্যজ্ঞমুপক্রমতে তস্মিন্নেব দেবে যদি যজ্ঞং সমাপয়েত্তর্হি স এব মুখ্যোঽধ্বর্য্যুঃ স্যাদিতি ব্রহ্মবাদিনামুক্তিঃ। অত্রাপ্যধ্বর্য্যুঃ সর্ব্বক্রিয়া-প্রবর্ত্তকাদ্বায়োরেব যজ্ঞমুপক্রমতে। "দেবা গাতুবিদো গাতুং যজ্ঞায় বিন্দত। মনসস্পতিনা

দেবেন বাতাস্তজ্ঞঃ প্রযুজ্যতাং” ইত্যেতস্মাচ্ছিদ্রকাণ্ডগতস্য মন্ত্রস্য প্রথমং জপিতত্বাৎ। অতঃ সমাপ্তাবপি দেবা গাতুবিদ ইত্যেষ বায়ুবিষয়ো মন্ত্রো যুক্তঃ। যদ্যপ্যেতাবতা ত্রয়োদশানুবাকোক্তানাং মন্ত্রাণাং ব্যাখ্যানং সমাপ্তং তথাঽপি দশমানুবাকে পত্নীসন্নহনপ্রসঙ্গেন পত্নীবিষয়ৌ দ্বৌ মন্ত্রাবাম্নাতৌ। তদানীমনুপযোগাদ্‌ব্রাহ্মণেন তৌ তত্র ন ব্যাখ্যাতৌ। উপবেষত্যাগার্থং মন্ত্রোৎপত্তিরপি কর্ত্তব্যেতি তদুভয়মত্র ব্যাক্রিয়তে। প্রথমং তাবদ্যোক্ত্রবিমোকমন্ত্রস্য পূর্ব্বার্দ্ধং ব্যাচষ্টে—“যো বা অযথাদেবতং যজ্ঞমুপচরাত। আ দেবতাভ্যো বৃশ্চ্যতে। পাপীয়ান্ ভবতি। যো যথাদেবতং। ন দেবতাভ্য আবৃশ্চ্যতে। বসীয়ান্ ভবতি। বারুণো বৈ পাশঃ। ইমং বি ষ্যামি বরুণস্য পাশমিত্যাহ। বরুণপাশাদেবৈনাং মুঞ্চতি। সবিতৃপ্রসূতো যথাদেবতং। ন দেবতাভ্য আবৃশ্চ্যতে। বসীয়ান্ ভবতি” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১০) ইতি। যোক্ত্রপাশস্য বরুণো দেবতা, তদ্বন্ধস্য চ সবিতা দেবতা। ততো বরুণস্য পাশং যমবধ্নীত সবিতেতি পদাভ্যাং যথাদেবতং যজ্ঞোপচারান্ন দেবতাভ্য আবৃশ্চ্যতে ন বিচ্ছিন্নো ভবতি। নাপি দরিদ্রো ভবতি। সবিতৃপ্রসূতো যথাদেবতমুপচরতীতি শেষঃ। তৃতীয়পাদে পদার্থবাক্যার্থৌ দর্শয়তি—“ধাতুশ্চ যোনৌ সুকৃতস্য লোক ইত্যাহ। অগ্নির্ব্বৈ ধাতা। পুণ্যং কর্ম্ম সুকৃতস্য লোকঃ। অগ্নিরেবৈনাং ধাতা। পুণ্যে কর্ম্মণি সুকৃতস্য লোকে দধাতি” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১০) ইতি। দুঃখনাশায় সুখপ্রাপ্তয়ে চ চতুর্থপাদোক্তিরিত্যাহ—“স্যোনং মে সহ পত্যা করোমীত্যাহ। আত্মনশ্চ যজমানস্য চানার্ত্ত্যৈ সংত্বায়” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১০) ইতি। পত্ন্যাঃ পূর্ণপাত্রবিমোকার্থো যো মন্ত্রস্তং ব্যাচষ্টে—সমায়ুষা সং প্রজয়েত্যাহ। আশিষমেবৈতামাশাস্তে পূর্ণপাত্রে” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১০) ইতি। সমানীয়মান ইতি শেষঃ। মন্ত্রগতং ছন্দঃ প্রশংসতি—“অন্ততোঽনুষ্টুভা। চতুষ্পদা এতচ্ছন্দঃ প্রতিষ্ঠিতং পত্নিয়ৈ পূর্ণপাত্রে ভবতি। অস্মিন্ লোকে প্রতিতিষ্ঠানীতি। অস্মিন্নেব লোকে প্রতিতিষ্ঠতি” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১০) ইতি। পত্নীকর্ত্তব্যস্যাবসানে বিহিতং যদিদং পূর্ণপাত্রাভিমন্ত্রণমনুষ্টুভা ক্রিয়তে তদিদং ছন্দঃ পাদচতুষ্টয়োপেতত্বাদ্গোরিব প্রতিষ্ঠিতং ভবতি। কস্মিন্বিষয়ে। পত্ন্যাঃ সম্বন্ধিনি পূর্ণপাত্রে বিষয়ে। মন্ত্রং জপন্ত্যাঃ কোঽভিপ্রায়ঃ। ইহ লোকে প্রতিষ্ঠিতা স্যামিত্যভিপ্রায়ঃ। তত্র মন্ত্রসামর্থ্যাৎ সা প্রতিতিষ্ঠত্যেব। প্রকারান্তরেণ প্রশংসতি—“অথো বাগ্বা অনুষ্টুক্। বাঙ্মিথুনং। আপো রেতঃ প্রজননং। এতস্মাদ্বৈ মিথুনাদ্বিদ্যোতমানঃ স্তনয়ন্বর্ষতি। রেতঃ সিঞ্চন্। প্রজাঃ প্রজনয়ন্” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১০) ইতি। ন কেবলমনুষ্টুভশ্ছন্দোরূপত্বং কিং তু বাগ্রূপত্বমপ্যস্তি। সা চ বাগ্যোষিচ্ছন্দোরূপেণ পুরুষেণ সহ মিথুনং সম্পদ্যতে। যাস্তু পূর্ণপাত্রগতা আপস্তাঃ প্রজোৎপত্তিসাধনং রেতঃ। এতস্মাদেব যাগানুষ্ঠানরূপান্মিথুনাদুৎপন্ন আদিত্যপ্রেরিতো মেঘো বৃষ্টিদ্বারেণ প্রজোৎপত্ত্যৈ পর্য্যবস্যতি। তথা চ স্মর্য্যতে—“অগ্নৌ প্রাস্তাঽহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ” ইতি॥ বিমুক্তয়োক্ত্রস্য পূর্ণপাত্রোদকস্য চ সহকারঃ পত্ন্যা কর্ত্তব্য ইত্যাহ—“যদ্বৈ যজ্ঞস্য ব্রহ্মণা যুজ্যতে। ব্রহ্মণা বৈ তস্য বিমোকঃ। অদ্ভিঃ শান্তিঃ। বিমুক্তং বা এতর্হি যোক্ত্রং ব্রহ্মণা। আদায়ৈনৎপত্নী সহাপ উপগৃহ্ণীতে শান্ত্যৈ” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১০)

ইতি। যথা মন্ত্রেণোপহিতানাং কপালানাং মন্ত্রেণৈব বিমোকঃ কর্ত্তব্যস্তথা যোক্ত্রস্যাপি যোগবিমোকবত্যা রজ্জ্বা কৃতস্যোপদ্রবস্যাদ্ভিঃ শান্তির্যুক্তা। যোক্ত্রং চেদানীং মন্ত্রেণ মুক্ত-মতোঽঞ্জলৌ তদ্যোক্ত্রমাদায় তেন সহাপো গৃহ্ণীয়াৎ। তদ্গ্রহণায়াঽঽনয়নং বিধত্তে—"অঞ্জলৌ পূর্ণপাত্রমানয়তি। রেত এবাস্যাং প্রজাং দধাতি। প্রজয়া হি মনুষ্যাঃ পূর্ণঃ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১০) ইতি। শোভত ইতি শেষঃ। পূর্ণপাত্রোদকেন পত্ন্যা মুখপ্রক্ষালনং বিধত্তে—"মুখং বিমৃষ্টে। অবভৃথস্যৈব রূপং কৃত্বোত্তিষ্ঠতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১০) ইতি। উত্তিষ্ঠেদিতি বিধিঃ। অথোপবেষো মন্ত্রেণ পরিত্যক্তব্যোঽতঃ প্রস্তৌতি—"পরিবেষো বা এষ বনস্পতীনাং। যদুপবেষঃ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১১) ইতি। পলাশশাখা-মূলে ত্যক্তো ভাগ উপবেষঃ। স চ সর্ব্বেষাং বনস্পতীনাং পরিতো ব্যাপ্নোতি। বনস্পতি-ভিদুঃসাধ্যস্যাঙ্গারবিযোজনতপ্তকপালোপধানাদেরনেন কৃতত্বাৎ। বেদনং প্রশংসতি—"য এবং বেদ। বিন্দতে পরিবেষ্টারং" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১১) ইতি। সেবকজন-মিত্যর্থঃ। মন্ত্রোৎপাদনপূর্ব্বকমুপবেষত্যাগং বিধত্তে—"তমুৎকরে। যং দেবা মনুষ্যেষু। উপবেষমধারয়ন্। যে অস্মদপচেতসঃ। তানস্মভ্যমিহাঽকুরু। উপবেষোপবিড্ঢি নঃ। প্রজাং পুষ্টিমথো ধনং। দ্বিপদো নশ্চতুষ্পদঃ। ধ্রুবাননপগান্ কুর্ব্বিতি পুরস্তাৎ প্রত্যঞ্চমুপ-গূহতি। তস্মাৎ পুরস্তাৎ প্রত্যঞ্চঃ শূদ্রা অবস্যন্তি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১১) ইতি। তমুৎকর উপগূহতীত্যন্বয়ঃ। যমিত্যাদির্মন্ত্রঃ। যং পলাশশাখামূলভাগং দেবা মনুষ্য-সম্বন্ধিযজ্ঞেষু কপালোপধানাদ্যুগ্রকর্ম্মকারিণমুপবেষমকল্পয়ন্, হে উপবেষ স ত্বং যে পুত্র-ভার্য্যাদয়োঽস্মত্তোঽপরক্তাস্তানস্মদর্থমিহাঽনীয়ানুরক্তান্ কুরু। হে উপবেষাস্মাকং সমীপে প্রজাদিকং বিড্ঢি ব্যাপ্তং কুরু। মনুষ্যান্ পশূংশ্চ চিরজীবিনো বিয়োগরহিতাংশ্চ কুরু। অনেন মন্ত্রেণ তমুপবেষমুৎকরে মৃৎখননাদিরূপে তৃণাদিত্যাগস্থানে পূর্ব্বভাগে প্রত্যঙ্মুখং গূঢ়ং কুর্য্যাৎ। যস্মাদেবং তস্মাল্লোকেঽপ্যুপবেষবৎকর্ম্মকরাঃ শূদ্রাঃ স্বাম্যভিমুখাঃ স্বামিনঃ পুরস্তাৎ সর্ব্বদাঽবতিষ্ঠন্তে। নিঃশেষেণ গূহনং বিধত্তে—"স্থবিমত উপগূহতি। অপ্রতিবাদিন এবৈনান্ কুরুতে" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১১) ইতি। অগ্রমুৎকরে প্রবেশ্য মূলং বহির্নাবশেষয়েৎ। কিং তু স্থবিষ্ঠান্মূলাদারভ্য কৃৎস্নং প্রবেশয়েৎ। তথা সত্যেতান্ ভৃত্যানপ্রতিবাদিন উক্তকারিণঃ কুরুতে। অভিচারায় মন্ত্রান্তরমুৎপাদয়িতুং প্রস্তৌতি—"ধৃষ্টির্বা উপবেষঃ। শুচর্ত্তো বজ্রো ব্রহ্মণা সꣳশিতঃ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১১) ইতি। অয়মুপবেষঃ স্বত এব ধার্ষ্ট্যযুক্তোঽত ঊর্দ্ধং বহ্নিসন্তাপেন যুক্তঃ। পুনরপি মন্ত্রেণ তীক্ষ্ণীকৃতত্বাদ্বজ্রঃ সম্পন্নোঽতোঽভিচারযোগ্যঃ। তত্র মন্ত্রমুৎপাদ্য বিনিযুঙ্‌ক্তে—"যোপবেষে শুক্। সাঽমুমৃচ্ছতু যং দ্বিষ্ম ইতি। অথাস্মৈ নাম গৃহ্য প্রহরতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১১) ইতি। শুক্‌সন্তাপঃ। অমুমিত্যত্র যো দ্বেষ্যস্তস্য নাম গৃহীত্বা তমুপবেষমগ্নৌ প্রহরেৎ। পুনরপ্যুচাং ত্রয়মভিচারার্থমুৎপাদয়তি—"নিরমুং নুদ ওকসঃ। সপত্নো যঃ পৃতন্যতি। নির্ব্বাধ্যেন হবিষা। ইন্দ্র এণং পরাশরীৎ। ইহি তিস্রঃ পরাবতঃ। ইহি পঞ্চজনাꣳ অতি। ইহি তিস্রোঽতিরোচনা যাবৎ। সূর্য্যো অসদ্দিবি। পরমাং ত্বা পরাবতং। ইন্দ্রো নয়তু বৃত্রহা। যতো ন পুনরায়সি। শশ্বতীভ্যঃ সমাভ্য ইতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১১) ইতি।

যঃ শক্রর্য্যুযুৎসতি অমুং স্বগৃহাত্ত্বং নিঃসারয়। নিঃশেষং জগদাধ্যং যেন তন্নির্ব্বাধ্যং তাদৃশং হবিরূপবেষরূপং তেনেন্দ্র এনং শক্রং পরাকৃত্য হিংসিতবান্। পরাবচ্ছব্দো দূরদেশবাচী স্ত্রীলিঙ্গঃ। হে শত্রো ত্বং ত্রিভ্যো লোকেভ্যো নির্গত্য ত্রীন্দূরদেশান্ ব্রাহ্মণাদীনতিক্রম্য চাণ্ডালাদিষু গচ্ছ। যাবৎসূর্য্যো দিব্যন্তি তাবন্তং কালমগ্নিসূর্য্যচন্দ্ররূপাস্তিস্রো দীপ্তিরতিক্রম্য মহত্যন্ধকারে গচ্ছ। বৃত্রহেন্দ্রস্ত্বামত্যন্তদূরদেশং নয়তু। যস্মাদ্দূরদেশাদনেকেভ্যঃ সংবৎসরেভ্য উর্দ্ধমপি ন পুনরাগমিষ্যসি। এতাভিস্তিসৃভির্ঋগ্ভিরুপবেষং গৃহাদ্দূরতো নিরস্যেদিত্যেবং বিধি (ধিং) স্তাবকেনার্থবাদেনোন্নয়তি—"ত্রিবৃদ্বা এষ বজ্রো ব্রহ্মণা সংশিতঃ। শুচৈবৈনং বিদ্ধ্বা। এভ্যো লোকেভ্যো নির্ণুদ্য। বজ্রেণ ব্রহ্মণা স্তৃণুতে" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১১) ইতি। মন্ত্রত্রয়েণ তীক্ষ্ণীকৃত এষ উপবেষরূপো বজ্রস্ত্রিগুণো ভবতি। এতন্নিষ্ঠেন শোকেনৈনং বৈরিণং লোকত্রয়ান্নিঃসার্য্য মন্ত্রাত্মকেন বজ্রেণাভিহিনস্তি। ত্রির্ভূমিং খাত্বা তত্রোপবেষং প্রতিক্ষেপ্তুং যজুর্দ্বয়রূপং মন্ত্রমুৎপাদয়তি—"হতোঽসাববধিষ্মামুমিত্যাহ স্তৃত্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১১) ইতি। স্তৃতির্হিংসা। অত্র সূত্রং—"পঞ্চভির্নিরস্যেন্নিখনেদ্বা" ইতি। উপবেষস্যাগ্নৌ ক্ষেপণে দূরদেশে নিরসনে ভূমৌ খননে চ ধ্যানং বিধত্তে—"যং দ্বিষ্যাত্তং ধ্যায়েৎ। শুচৈবৈনমর্পয়তি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১১) ইতি॥

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ।

"বাজদাভ্যাং স্রুচোর্ব্যূহো বস্বগ্ন্যাৎপরিধীংস্ত্রিভিঃ। অক্তমাপ্যা ত্রিভিঃ স্রুক্ প্রস্তরাগ্রাদিকাঞ্জনম্॥
যরু প্রস্তরহোমোঽগ্নমায়ুরগ্ন্যভিমন্ত্রণম্। ধ্রুবা ভূমিং স্পৃশেত্তং প মধ্যস্থ পরিধেহূর্তিঃ॥ ২॥
যজ্ঞাঙ্গয়োর্দ্ধয়োর্হোমঃ সংস্রাব স্রাবকাহুতিঃ। অগ্নেঃ স্রুচৌ সাদয়িত্বা ধুরি তে প্রোহয়েৎ স্রুচৌ॥৩॥
অগ্নে কলীকৃতের্হোমো দেবা ইষ্টযজুর্হুতিঃ। বাচি বর্হির্হতির্ব্বাতে সর্ব্বহোমোঽত্র বিংশতিঃ॥ ৪॥"

অথ মীমাংসা।

দশমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে চিন্তিতং—"ক্রয়ায় প্রতিপত্ত্যৈ বা চমসেডাদিভক্ষণং। ক্রয়ায় পূর্ব্ববন্নৈবং যাগীয়ে স্বত্ববর্জ্জনাৎ॥ অক্রীতযজমানস্য ভক্ষসত্ত্বাচ্চ তেন সা। প্রতিপত্তিঃ সংস্কৃতিত্বাৎ সত্রেষু ন নিবর্ত্ততে" ইতি॥ অস্তি সোমে চমসভক্ষঃ। অস্তি চেষ্টৌবিডাপ্রাশিত্রাদিভক্ষঃ। তত্র ভক্ষেণ ক্রীতানামৃত্বিজাং স্বাধীনত্বসম্ভবাৎ। দক্ষিণেব ক্রয়ার্থং ভক্ষ ইতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। যাগদেবতায়ৈ সঙ্কল্পিতে দ্রব্যে স্বত্বমলভমানো যজমানো ন তেন ক্রেতুং শক্নোতি। কিং চ যজমানপঞ্চমাঃ সমুপহূয়েডাং প্রাশ্নন্তীত্যক্রীতস্যাপি যজমানস্য ভক্ষঃ শ্রূয়তে। তৎসাহচর্য্যাদৃত্বিজামপি ভক্ষণং ন ক্রয়ার্থমিতি গম্যতে। তস্মাৎ প্রতিপত্ত্যর্থো ভক্ষঃ। তেন ক্রয়ার্থত্বাভাবেন পরিশিষ্যমাণা সা প্রতিপত্তির্যাগোপযুক্তদ্রব্যসংস্কারত্বেন সত্রেষু ন বাধ্যতে। তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমপাদে চিন্তিতং—"চতুর্দ্ধা কার্য্য আগ্নেয়ঃ পুরোডাশ ইতীরিতং। চতুর্দ্ধা করণং সর্ব্বশেষো বাঽগ্নেয়মাত্রগং। উপলক্ষণতাঽগ্নেয়ে যুক্তাঽতঃ সর্ব্বশেষতা॥ অগ্নীষোমীয় ঐন্দ্রাগ্নে যতোঽস্ত্যাগ্নেয়তা ততঃ। নহ্যগ্নেয়ত্বং তয়োর্ম্মুখ্যং কেবলাগ্ন্যনুপাশ্রয়াৎ॥ তেনৈকস্মিন্ পুরোডাশে চতুর্দ্ধাকরণস্থিতিঃ" ইতি। দশপূর্ণমাসয়োঃ শ্রূয়তে—"আগ্নেয়ং চতুর্দ্ধা করোতি" ইতি। তত্রাঽগ্নেয়বদৈন্দ্রাগ্নাগ্নীষোমীয়য়োরপি পুরোডাশয়োরগ্নিসম্বন্ধাদাগ্নেয়শব্দেন পুরোডাশত্রয়মুপ-

লক্ষ্যতে। ততস্ত্রয়াণাং শেষ ইতি চেন্নৈবং। ন হ্যাগ্নেয় ইত্যয়ং তদ্ধিতঃ সম্বন্ধমাত্রেঽভিহিতঃ কিং তু দেবতাসম্বন্ধে। অগ্নিশ্চ কেবলো দ্বিদেবত্যয়োঃ পুরোডাশয়োর্ন দেবতা। অতো দেবকৈকদেশেন কৃৎস্নদেবতোপলক্ষণাদাগ্নেয়ত্বং তয়োর্ন মুখ্যমিতি মুখ্য এবাঽগ্নেয়ে চতুর্ধাকরণং ব্যবতিষ্ঠতে। তত্রৈব চতুর্থপাদে চিন্তিতং—"ইদং ব্রহ্মণ ইত্যুক্তিঃ ক্রয়ার্থা ভক্ষণায় বা। ভক্ষাশ্রুতেঃ ক্রয়ার্থাঽতো যথেষ্টং তৈর্নিযুজ্যতাং॥ দেবতায়ৈ সমস্তস্য ক্লৃপ্তত্বাৎ স্বামিতা ন হি। শেষস্য প্রতিপত্ত্যর্থং ভক্ষণং তত্র যুজ্যতে" ইতি॥ চতুর্ধাকৃতস্য পুরোডাশস্য ভাগান্যজমান এব নির্দ্দিশেৎ—"ইদং ব্রহ্মণঃ। ইদ৺ হোতুঃ। ইদমধ্বর্য্যোঃ। ইদমীগ্নধঃ" ইতি। সোঽয়ং নির্দ্দেশো ন ভক্ষণার্থঃ। ভক্ষণস্যাশ্রুতত্বাৎ। ততো ভৃতিদানেন তানৃত্বিজঃ পরিক্রেতুময়ং নির্দ্দেশঃ। ক্রয়শ্চ তদঙ্গীকারানুসারেণ স্বল্পেনাপ্যুপপদ্যতে। তস্মাৎ স্বকীয়ভাগাস্তৈরিচ্ছয়োপযোক্তুং শক্যা ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—অগ্নয়ে জুষ্টং নির্ব্বপামীতি কৃৎস্নস্য হবিষো দেবতার্থং সংকল্পিতত্বেন তত্র যজমানস্য স্বামিত্বাভাবান্ন যুক্তঃ পরিক্রয়ঃ। ভক্ষণং তু প্রতিপত্ত্যর্থত্বাদ্যুক্তং। অবশিষ্টস্য যঃ কোঽপ্যুপযোগঃ প্রতিপত্তিঃ। পুরোডাশস্য ভক্ষণার্হত্বাদ্ভক্ষণেন কর্ম্মকরাণামুৎসাহজননাচ্চ তদ্ভক্ষণার্থো নির্দ্দেশো যুজ্যতে। তত্রৈবাষ্টমপাদে চিন্তিতং—"বাজস্য মেত্যমুং ক্রয়াদেকো দ্বৌ বা কৃতার্থতঃ। একঃ কাণ্ডদ্বয়ে পাঠাদধ্বর্য্যুস্বামিনাবুভৌ" ইতি॥ দর্শপূর্ণমাসয়োর্ব্বাজস্য মেত্যয়ং মন্ত্রোঽধ্বর্য্যুকাণ্ডে যজমানকাণ্ডে চাঽম্নাতঃ। তত্রৈকেন পঠিতে সতি মন্ত্রস্য চরিতার্থত্বাদিতরস্তং ন পঠেদিতি চেন্নৈবং। কাণ্ডান্তরপাঠবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাদুভাভ্যাং পঠনীয়ঃ। তয়োঃ পঠতোরাশয়ভেদোঽস্তি। অনেন মন্ত্রেণ প্রকাশিতমর্থমনুষ্ঠাস্যানীত্যধ্বর্য্যুর্ম্মন্যতে। অত্র ন প্রমদিষ্যামীতি যজমানঃ।

চতুর্থস্য দ্বিতীয়পাদে চিন্তিতং—"প্রস্তরং শাখায়াং সার্দ্ধং প্রহরেৎ প্রহৃতিস্ত্বিয়ং। শাখায়া অর্থকর্ম্ম স্যাৎ প্রতিপত্তিরুতোচিতা॥ প্রহৃতিঃ প্রস্তরে যাগঃ শাখায়াঃ সাহচর্য্যতঃ। তথাত্বাদর্থকর্ম্মত্বে হৃতিঃ শাখা প্রযোজয়েৎ॥ হরতির্যাগবাচী নো প্রতিপত্তিস্ততো ভবেৎ। পৌর্ণমাস্যাং ততো নৈব হৃতিঃ শাখাং প্রযোজয়েৎ" ইতি॥ দর্শপূর্ণমাসয়োঃ শ্রূয়তে—"সহ শাখয়া প্রস্তরং প্রহরতি" ইতি। তত্র শাখাপ্রহরণমর্থকর্ম্ম। কুতঃ। প্রহৃতিশব্দেন যাগস্যাভিধানাৎ। এতচ্চ সূক্তবাকেন প্রস্তরং প্রহরতীত্যেতদ্বাক্যমুদাহৃত্য চিন্তিতং। প্রস্তরপ্রহরণস্য যাগত্বে তৎসাহচর্য্যাচ্ছাখাপ্রহরণমপি যাগ এবেত্যর্থকর্ম্ম স্যাৎ। অর্থায় ক্রতুসাকল্যপ্রয়োজনায় ক্রিয়মাণমর্থকর্ম্ম। ততঃ প্রহরণেন পৌর্ণমাস্যামপি পলাশশাখা প্রযুজ্যত ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—সূক্তবাকেন প্রস্তরং প্রহরতীত্যত্র হরতিধাতোর্যাগবাচিত্বং নোক্তং কিং তু মান্ত্রবর্ণিকদেবতামুপলভ্য দ্রব্যদেবতাভ্যাং যাগঃ কল্পিতঃ। শাখাপ্রহরণে তু নাস্তি দেবতা। ততো যাগস্য কল্পয়িতুমশক্যতয়া হরতিধাতুরত্র স্ববাচ্যার্থপরিত্যাগমেবাঽচষ্টে। তথা সতি বৎসাপাকরণ উপযুক্তায়াঃ পলাশশাখায়া উপযোগান্তরাভাবাদ্যাগদেশেঽবকাশলাভায় যত্র ক্বাপ্যবশ্যং পরিত্যাগে প্রাপ্তে শাস্ত্রেণাঽহবনীয়ে ত্যাগো নিয়ম্যতে। তেন চ শাস্ত্রীয়ত্যাগেন শাখায়াঃ প্রতিপত্তির্ভবতি। প্রতিপত্তির্নাম সংস্কাররূপো দৃষ্টার্থঃ। যথা রাজ্ঞা চর্ব্বিতস্য তাম্বূলস্য সৌবর্ণে এতদ্গ্রহে প্রক্ষেপস্তদ্বৎ। ততঃ প্রহরণং প্রতিপত্তিকর্ম্মতয়া তদভাবে ক্রতুবৈকল্যাভাবাৎ পৌর্ণমাস্যাং স্বসিদ্ধ্যহেতুভূতাং শাখাং ন প্রযোজয়তি।

ষষ্ঠাধ্যায়স্য প্রথমপাদে চিন্তিতং—"স্ত্রিয়া নাস্তি স্বামিভাবঃ পুংলিঙ্গেন তদীরণাৎ। প্রকৃত্যর্থতয়া লিঙ্গং সংখ্যাবন্নাবিবিক্ষতং॥ অস্ত্যুদ্দেশ্যগতত্বেন সংখ্যয়া সদৃশত্বতঃ। টাব্বিভক্তি-বিকারাদেরর্থস্তৎপ্রকৃতেন্ন তু" ইতি॥ স্বর্গকামো যজেতেতি পুংলিঙ্গশব্দেনাধিকারিণো বিধানাৎ নোঽধিকারঃ স্ত্রিয়া নাস্তি। ন চ গ্রহৈকত্ববল্লিঙ্গমবিবক্ষিতমিতি বাচ্যং। একত্ব-বল্লিঙ্গস্য প্রত্যয়ার্থত্বাভাবাৎ প্রকৃত্যর্থতয়া। তু গ্রহত্ববদ্বিবক্ষিতং পুংলিঙ্গমিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—অস্তি স্ত্রিয়াঃ কর্ম্মস্বধিকারঃ। কুতঃ। পুংলিঙ্গ স্যাবিবক্ষিতত্বাৎ। ন হ্যেকত্বস্য প্রত্যয়ার্থত্বমবিবক্ষায়াং নিমিত্তং কিং তূদ্দেশ্যগতত্বং। ইহাপি যা স্বর্গকামঃ স যজেতেতি বচনব্যক্তৌ পুংলিঙ্গ-স্যোদ্দেশ্যগতত্বেনৈকত্বসদৃশ ত্বান্নাস্তি বিবক্ষিতত্বং। ন চ প্রকৃত্যর্থো লিঙ্গং। স্ত্রীলিঙ্গং তাবট্টা-বাদিভিঃ স্ত্রীপ্রত্যয়ৈরভিধীয়তে। পুংলিঙ্গং তু বৃক্ষানিত্যস্মিন্ দ্বিতীয়াবহুবচনে বিভক্তিবিকারেণ নকারাদেশলক্ষণেনাভিব্যজ্যতে। এবং কুলমিত্যস্মিন্ প্রথমৈকবচনে নপুংসকাভিব্যক্তিঃ। তস্মাল্লিঙ্গস্য প্রকৃত্যর্থত্বাভাবাদুদ্দেশ্যগতত্বেনাবিবক্ষিতত্বাচ্চ স্ত্রিয়া অস্ত্যধিকারঃ।

তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতং—"দম্পতিভ্যাং পৃথক্কার্য্যং সহ বাংখ্যাতসংখ্যয়া। পৃথগ্যেবনবৈগুণ্যাৎ কর্ত্রৈক্যং দেবতৈক্যবৎ" ইতি॥ যজেতেত্যাখ্যাতপ্রত্যয়গতায়াঃ সংখ্যায়া উদ্দেশ্যগতত্বাভাবেন বিবক্ষায়া বারয়িতুমশক্যত্বাদেককর্তৃত্বাৎ দম্পতিভ্যাং পৃথগেব কর্ম্মানুষ্ঠেয়মিতি চেন্মৈবং। বৈগুণ্য-প্রসঙ্গাৎ। কর্ম্মণি তত্র পত্ন্যবেক্ষণং যজমানাবেক্ষণং চেত্যুভয়মপ্যাম্নাতং। তত্র যজমানপ্রয়োগে পত্ন্যবেক্ষণং লুপ্যেত পত্নীপ্রয়োগে যজমানাবেক্ষণং লুপ্যেতেত্যবৈগুণ্যায় দ্বয়োঃ সহাধিকারঃ ন চ যজেতেত্যেকবচনং বিরুদ্ধং। অগ্নীষোমৌ দেবতেত্যত্র যথা ব্যাসক্তয়োর্দ্দেবত্বাদ্দৈবত্যৈক্যং তথা দম্পত্যোঃ সহাধিকারঃ। তথা সত্যনেঽতিরিক্তং ধীয়াতা ইতি বাক্যেন কর্ম্মণি ন্যূনাঙ্গপূরণং পত্ন্যা ক্রিয়ত ইতি যদুক্তং তৎসুস্থিতং॥

অথ ব্যাকরণং।

বাজস্যেত্যত্র 'বজ ব্রজ গতৌ' ইত্যস্মাদ্ধাতোরুৎপন্নঃ কর্ম্মণি ঘঞন্তঃ (বাজশব্দঃ)। ততো ঞিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। প্রসবশব্দোঽপ্প্রত্যয়ান্তঃ। ততস্তত্র থাথাদিস্বরঃ। এবং সর্ব্বং যথাযোগ্য-মূহ্যেয়ং॥" ইষে ত্বাদ্যা যজুর্ম্মন্ত্রাঃ কাচিৎকাচিদৃগীরিতা। তাসামৃচাং বিবিচ্যাথ বচ্মি ছন্দোঽ-ববুদ্ধয়ে॥" সাবিত্রিয়র্চ্চা, অনুষ্টুভর্চ্চা, বৈশ্বদেব্যর্চ্চেতি ব্রাহ্মণেন ব্যাখ্যাতত্বাৎ সর্ব্বযজুষাং মধ্যে সমাম্নাতা ঋচঃ। দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়ত্বিতি দ্বিপদা বিরাড্গায়ত্রী। আ প্যায়ধ্বমিতি মধ্যেজ্যোতিস্ত্রিষ্টুপ্। রুদ্রস্য হেতিরিত্যেকপদাত্রিষ্টুপ্। ধ্রুবা অস্মিন্নিত্যপি তদ্বৎ। প্রেয়মগাদিতি ত্রিষ্টুপ্। সহস্রবল্শা ইত্যেকপদা ত্রিষ্টুপ্। উর্ব্বন্তরিক্ষমিত্যেকপদা গায়ত্রী। সম্পৃচ্যধ্বমিতি গায়ত্রী। দেবো বঃ সবিতোৎপুনাত্বিতি গায়ত্রী। অবধুতমিত্যেকপদা গায়ত্রী। পরাপূতম্রিত্যপি। দীর্ঘামন্বিত্যেকপদা ত্রিষ্টুপ্। যোনি র্ঘর্ম্ম ইত্যনুষ্টুপ্। সমাপো অদ্ভিরিত্যুপরিষ্টাদ্বৃহতী। অদ্ভ্যঃ পরীত্যেকপদা গায়ত্রী। অস্তরিতমিত্যেকপদা গায়ত্রী। দেবস্য সবিতুঃ সব ইতি দ্বিপদা গায়ত্রী। পুরা ক্রূরস্যেত্যেকপদা ত্রিষ্টুপ্। উদাদায়েতি ত্রিপদা ত্রিষ্টুপ্। আশাসানা সুপ্রজসত্বেত্যনুষ্টুভৌ। ইমং বি ষ্যামীতি ত্রিষ্টুপ্। সমায়ু ষেত্যনুষ্টুপ্। দেবো বঃ সবিতোৎপুনাত্বিতি গায়ত্রী। বীতিহোত্রমিতি গায়ত্রী। এতা অসদ-ন্নিত্যেকপদা ত্রিষ্টুপ্। অগ্নে ঘষ্টরিত্যেকপদা গায়ত্রী। পাহি মাঽগ্ন ইতি দ্বিপদা গায়ত্রী।

বাজস্থ মোদ্‌গ্রাভং চেত্যনুষ্টুভৌ। যং পরিধিমিতি পুরস্তাজ্জ্যোতিস্ত্রিষ্টুপ্। সংস্রাবভাগা ইতি ত্রিষ্টুপ্। নন্বিতরেষামপি মন্ত্রাণামনেন ন্যায়েনাক্ষরমাত্রসংখ্যাবিশেষমুপজীব্য যৎকিঞ্চিচ্ছন্দঃ কল্প্যতামিতি চেন্ন। যজুষাং ছন্দঃকল্পনে শ্রুতিবিরোধপ্রসঙ্গাৎ। তথা চ ব্রাহ্মণং পূর্ব্বমেবোদাহৃতং—"তত্রোভয়োর্ম্মীমাংসা। জামি স্যাৎ। যদ্‌যজুষাঽজ্যং যজুষাঽপ উৎপুনীয়াৎ। ছন্দসাঽপ উৎপুনাত্যজামিত্বায়" ইতি। তত্র যজুর্নির্দ্দিধ্য ছন্দোঽভিধীয়তে। ততো যজুষাং ছন্দো ন শ্রুতেরভিমতং। তথা সতি স্বশক্ত্যা কিঞ্চিন্নূতনং ছন্দঃ কল্পয়িতুং ন শক্যতে। কিং তু পূর্ব্বসিদ্ধসম্প্রদায়াগতং ছন্দোলক্ষণং যত্র যত্রাস্তি তস্যাং তস্যামৃচি ছন্দো জানীয়াৎ। ঋচামেব ছন্দোবিধানাৎ॥ (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—১৩ অনুবাক)॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রপাঠকে ত্রয়োদশোঽনুবাকঃ॥ ১৩॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ত্রয়োদশ অনুবাকের মন্ত্র-সমূহে অধ্বর্য্যু এবং স্রুগ্‌বূহন সংক্রান্ত প্রক্রিয়া-পদ্ধতির বিষয় বিবৃত হইয়াছে। দ্বাদশ অনুবাকের মন্ত্র-সমূহে আধার পরিগৃহীত হইবার পর অর্থাৎ বেদীতে আধারস্থাপনান্তর অধ্বর্য্যু কি ভাবে যাগনিষ্পাদন করিবেন এবং কি ভাবে কিরূপ প্রক্রিয়া-পদ্ধতির অনুসরণে বেদিস্থিত সেই আধার-পাত্রে স্রুক বূহন করিতে হইবে, ত্রয়োদশ অনুবাকে যথাক্রমে সেই পদ্ধতির বিবৃতি দেখি। তদনুসরণেই ভাষ্যকার অনুবাকের মন্ত্র-সমূহের ব্যাখ্যাদি নিষ্পন্ন করিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে পারি।

বিনিয়োগ-সংগ্রহ মতে ত্রয়োদশ অনুবাকে কুড়িটী মন্ত্রের সমাবেশ পরিদৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে "বাজস্য…ব্যন্তাং" প্রভৃতি দুইটী মন্ত্রে স্রুকবূহন, 'বসুভ্যস্ত্বা' প্রভৃতি তিনটী মন্ত্রে উত্তর দক্ষিণ ও মধ্যম তিনটী পরিধি অঞ্জন, 'অক্তং রিহাণা' এবং 'আপ্যায়তামাপ' প্রভৃতি মন্ত্রে স্রুক এবং প্রস্তরগ্রাদি ধৌত করিতে হয়। 'মরুতাং পৃষতয়ঃ প্রভৃতি মন্ত্রে প্রস্তরহোম, 'আয়ুষ্পা' প্রভৃতি মন্ত্রে অগ্নিকে অভিমন্ত্রণ, 'ধ্রুবাসি' মন্ত্রে ভূমিস্পর্শন, 'যং পরিধিং' প্রভৃতি মন্ত্রে মধ্যম প্রভৃতি পরিধিতে আহুতি দান এবং 'যজ্ঞানঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে হোমদ্বয় সম্পাদন। তার পর 'সংস্রাব' আহুতি প্রদানান্তর 'অগ্নে বাং' প্রভৃতি মন্ত্রে স্রুক গ্রহণ করিয়া 'ধুরি' প্রভৃতি মন্ত্রে স্রুক-স্থাপন, 'অগ্নেঽদব্ধায়ঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে ফলীকৃত-হোম, তার পর 'দেবগাতুবিদো' প্রভৃতি মন্ত্রে ইষ্টযজুঃ আহুতি প্রভৃতি—ত্রয়োদশ অনুবাকের মন্ত্র-সমূহে বিভিন্ন প্রক্রিয়া-পদ্ধতির উল্লেখে বিবৃত হইয়াছে। এইরূপ বিনিয়োগ ও ক্রিয়া-পদ্ধতির অনুসরণে ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন, আমাদের মন্তব্য আলোচনা প্রসঙ্গে যথাক্রমে তদ্বিষয় উল্লেখ করিতেছি।

আমাদের মতে প্রথম মন্ত্রে অন্তঃশত্রুনাশে আত্মোৎকর্ষ-সাধনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তিই যে তৎপক্ষে প্রধান সহায়, তাহাতে সেই প্রসঙ্গ প্রখ্যাত হইয়াছে। ভাষ্যকারের সহিত এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বিশেষ কোনও মতানৈক্য ঘটে নাই। ভাষ্যমতে

মন্ত্রের অর্থ—'অন্নপ্রাপ্তির জন্য মুষ্টিবদ্ধ জুহূর ঊর্দ্ধগ্রহণে আমরাও ঊর্দ্ধগ্রহণ সম্পন্ন হউক; আর উপভৃৎকে নীচগ্রহণে আমার বৈরিসমূহ অধোগামী হউক। পরব্রহ্মদেব আমার উৎকর্ষ এবং বৈরিগণের নিকর্ষ সাধিত করুন। অনন্তর ইন্দ্রাগ্নী দেবতাদ্বয় আমার সপত্নদিগকে (শত্রুদিগকে) বিশেষভাবে স্বস্থানভ্রষ্ট করুন।' ভাষ্যকার বলেন—এই মন্ত্র-ব্যাখ্যানের পূর্ব্বে ইড়াভক্ষণাদি বিধি। প্রথমেই সে অনুষ্ঠান বিধেয়। যাহা হউক, আমরা মন্ত্রটীকে চারিটী বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়াছি। চারিটী অংশেই ভগবৎসম্বোধনে কর্ম্ম ও জ্ঞান প্রভাবে সদ্ভাবসঞ্চয়ের এবং সদ্ভাবের দ্বারা পরমস্থান-প্রাপ্তির বিষয় সূচিত দেখিতে পাই। ফলতঃ, সদ্ভাব ও সৎকর্ম্মই সকলের মূলীভূত। তদ্দ্বারাই হৃদয়ের শত্রুসমূহ বিদূরীত হয়। শত্রু বিদূরিত হইলেই আত্মোৎকর্ষ-সাধনে পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তখনই ভগবদারাধনায় সুফল-প্রাপ্তির আশা করা যাইতে পারে। আমরা মনে করি, ভগবৎ-সম্বোধনে, জ্ঞান ও ভক্তির মাহাত্ম্য-খ্যাপনে মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে এই ভাবেরই বিকাশ হইয়াছে।

তার পর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করুন। দ্বিতীয় মন্ত্রের তিনটী অংশে পর পর পরিধিত্রয়কে জুহূ দ্বারা অভিষিক্ত করিতে হয়। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে মধ্যম পরিধি, হে দক্ষিণ পরিধি, হে উত্তর পরিধি, বসু-দেবতার প্রীতির জন্য, রুদ্র-দেবতার প্রীতির জন্য এবং আদিত্যদেবতার প্রীতির জন্য তোমাদিগকে অভিষিক্ত করিতেছি। ভাব এই যে, পরিধিত্রয়কে অভিষিক্ত করিলে সবনত্রয়াভিমানী দেবগণ প্রীত হয়েন। 'অক্তং রিহাণা' এবং 'প্রজাং যোনিং' প্রভৃতি মন্ত্রের দ্বারা প্রস্তরের অগ্রভাগ জুহূতে, মধ্যভাগ উপভৃতে এবং মূলভাগ ধ্রুবাতে অভিষিক্ত করিতে হয়। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'পক্ষিগণ এই ঘৃতলিপ্ত প্রস্তরাগ্রভাগ আস্বাদনপূর্ব্বক বিবিধ মার্গে গমন করুক। আমি যেন প্রজা এবং তৎকারণকে বিনষ্ট না করি। 'আপ্যায়ন্তাং…মরুতাং…' প্রভৃতি চতুর্থ মন্ত্রে প্রস্তরহোম অর্থাৎ নীচহস্তে প্রস্তর হইতে তৃণ গ্রহণ করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। মন্ত্রের অর্থ—'হে প্রস্তরাবয়ব দর্ভ! তুমি মরুদ্দেবতার সম্বন্ধী বাহনরূপে বিচিত্র অশ্বকে প্রাপ্ত হও। অর্থাৎ, বায়ু-বাহনের ন্যায় বেগে অন্তরিক্ষ-প্রদেশে গমন কর। স্বাধীনা অল্পতনু গো হইয়া অর্থাৎ কামধেনুর ন্যায় তৃপ্তিকরী হইয়া স্বর্গে গমন কর। স্বর্গপ্রাপ্তির পর, আমাদিগের জন্য ভূলোকে বৃষ্টি আনয়ন কর। অথবা পৃথিবী হইয়া স্বর্গে যাও অর্থাৎ পৃথিবী সম্বন্ধী ভাগসমূহ গ্রহণ পূর্ব্বক স্বর্গের তর্পণ কর।' ভাবার্থ এই যে,—'হে প্রস্তরাবয়ব দর্ভ! তুমি অন্তরিক্ষে গমন করিয়া তত্রত্য সংবাহন মরুদ্গণকে তর্পণ পূর্ব্বক পৃথিবীতে বারিবর্ষণ কর। 'আয়ুষ্পা' প্রভৃতি পঞ্চম মন্ত্রে অগ্নিকে অভিমন্ত্রণ করিতে হয়। কোনও মতে এই মন্ত্রে আত্মাকে স্পর্শ করিতে হয়, কোনও মতে এই মন্ত্রের দ্বারা প্রস্তর-প্রহরণ বিহিত হয়। যাহা হউক, মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে অগ্নিদেব! যেহেতু আপনি আয়ুর পালক, সুতরাং আমার আয়ুকে আপনি পালন করুন। হে অগ্নিদেব! যেহেতু আপনি চক্ষুর পালক, সুতরাং আমার চক্ষুকে আপনি পালন করুন।' অর্থাৎ, প্রস্তর-প্রহরণ-জনিত আয়ুর ও চক্ষুর উপদ্রব পরিহরণ কর।'

মন্ত্র-কয়েকটীতে ভাষ্যে যে ভাব পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহা উপরে বিবৃত হইল। বলা

বাহুল্য, ঐ অর্থ যেন নিতান্তই যজ্ঞ-ব্যাপারের অনুরোধে নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রথম অংশ 'বসুভ্যস্ত্বা', দ্বিতীয় অংশ 'রুদ্রেভ্যস্ত্বা', তৃতীয় অংশ 'আদিত্যেভ্যস্ত্বা।' মন্ত্রোক্ত এই তিনটী পদ হইতে ভাষ্যকার অধ্যাহার করিয়াছেন যে, তিনটী পরিধিকে জুহূর দ্বারা অভিষিক্ত করিতে হইবে। কিন্তু মন্ত্রের মধ্যে কোথাও 'পরিধি' শব্দের নাম গন্ধ বা তাহাকে জুহূর দ্বারা অভিষিক্ত করিবার ভাব পাওয়া যায় না। 'অক্তং রিহাণা' প্রভৃতি তৃতীয় ও চতুর্থ মন্ত্রে প্রস্তর শব্দের কোনই উল্লেখ নাই অথবা পাষাণ-বোধক ভাবের উদ্দীপক কোনও ভাবেরও আভাষ পাই না। অথচ ভাষ্যকার প্রস্তরের অগ্রভাগকে জুহূতে, মধ্যভাগকে উপভৃতে এবং মূলভাগকে ধ্রুবাতে অভিষিক্ত করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন! পঞ্চম মন্ত্রেও প্রস্তরের সম্বন্ধ খ্যাপন করা হইয়াছে, দেখিতে পাই। এ সকল ভাবকে বা শব্দকে টানিয়া আনিবার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন—বহির্যজ্ঞের জন্য বাহ্য জড়ের সদ্ভাব সংস্থানের জন্য। মন্ত্রসমূহের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ শব্দ বা ভাব এবং সকল মন্ত্রই, এইরূপ বাহ্য ব্যাপারের স্থূল উদ্দেশ্য-সাধনের নিমিত্তই ভাষ্যকার কর্তৃক ব্যাখ্যাত ও অধ্যাহৃত হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা যে মন্ত্রে যে ভাব অবধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছি, অতঃপর তাহারই বিষয় একটু আলোচনা করিতেছি।

বিশেষ অনুধাবন করিলে মন্ত্র-কয়েকটীর মধ্যে এক নিগূঢ় ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। মন্ত্রসমূহে মনকে সম্বোধন করিয়া, তাহার উৎকর্ষ-সাধনের স্তর-পর্য্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়াই মনে করি। দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রথমাংশে বলা হইয়াছে,—'হে মন! তুমি এখন, সকল সংসার-ব্যাপার ভুলিয়া, সকল ভ্রমছায়া মায়া ছাড়িয়া,—যিনি সকলের আশ্রয়-স্থানীয়, সর্ব্বভূতের আধার ও অধিপতি একমাত্র তাঁহারই পরিতৃপ্তি-সাধনের নিমিত্ত বিনিযুক্ত হও।' এই মন্ত্রে বিবেক-বৈরাগ-মনুষ্যত্বের এই দুই শ্রেষ্ঠ ভাবকেই দ্যোতনা করিতেছে। তমোময় নিদ্রিত মনকে যে অতি আকুলকণ্ঠে ডাকিয়া বলা হইতেছে,—'রে অবোধ অচেতন মন্! সকলই তো অসার ক্ষণভঙ্গুর—চরাচর বিশ্বসংসার সকলই তো নিশার স্বপন—এই আছে, এই নাই! তবে আর কেন? কেন আর সে তুচ্ছ অসারে মুগ্ধ হইয়া দিন কাটাও?'—এই তো ব্যাকুল বৈরাগ্যের মহামন্ত্র! তৎপরে বলা হইতেছে,—'হে মন! সকল তুচ্ছ অসারকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া, যিনি সারাৎসার—যিনি সর্ব্বভূতের একমাত্র চরম আশ্রয়স্থান, তাঁহার তৃপ্তি-সাধনে আত্মনিয়োগ কর, তাঁহারই শরণাপন্ন হও, তাঁহারই পাদপদ্মপূজায় দেহ মন প্রাণ ঢালিয়া দেও।' ইহা অপেক্ষা বিবেকের শ্রেষ্ঠ উপদেশ আর কি হইতে পারে? মনের পক্ষে এমন উচ্চ উপদেশ আর কিছুই নাই। কিন্তু মন তো তাহা শুনিবার পাত্র নহে! মন যে বড়ই অধীর—বড়ই চঞ্চল! তাহাকে বশে আনা বা তাহাকে আয়ত্তীকৃত করা তো বড়ই কঠিন! অতি অস্থির মনের ধৈর্য্য স্থৈর্য্য সম্পাদন যে বড়ই সুদুষ্কর! এই কথা মনে করিয়াই, নরনারায়ণ অর্জ্জুন, আকুলকণ্ঠে ভগবান বাসুদেবকে বলিয়াছিলেন,—"বায়োরিব সুদুষ্করম্।" সত্যই বটে! বায়ুকে বন্ধন করা যেমন কঠিন, মনকে বন্ধন করাও তদ্রূপ দুঃসাধ্য! মদমত্ত বারণতুল্য এমন মনকে কে শাসনদণ্ডে পরিচালিত করিবে? কে শান্তি-সংযমের

নিগড় সংযত করিয়া রাখিবে? তাই মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করা হইয়াছে—'রুদ্রেভ্যস্ত্বা।' অর্থাৎ,—'হে চঞ্চল মন! হে অসংযত মন! এই স্তরে আসিয়া,—এই অবস্থায় পড়িয়া, তুমি ঘোররূপী শাসিকা যে দৈবী-শক্তি, একবার তাহার প্রতি লক্ষ্য কর,—তুমি একবার তাঁহারই প্রীতিসাধন জন্য বিনিযুক্ত হও।' বলা হইতেছে,—'হে সাধক আত্মা, অতঃপর তুমি শক্তি সাধনার জন্য যোগযুক্ত হও। অতি স্থিরভাবে, অতি ধীরভাবে, অতি দৃঢ়ভাবে, সদাই অস্থির মনকে কঠোররূপে সুসংযত কর!' বিবেক-বৈরাগ্যের উদ্বোধনে, তাহাদেরই প্রেরণা-বলে, সাধন ক্ষেত্রে উন্নতি-উৎকর্ষের উদ্ভিদ জন্মলাভ করে। তখন সাধককে শক্তিসাধনরূপ ঘোর অধ্যাত্ম-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয়। তখন কঠোর শাসনদণ্ডধারী বিশ্বশাসক দৃঢ় শাসন-দণ্ডের বশে পরিচালনা করিয়া, সাধকের অস্থির চিত্তকে শান্ত ও সংযত করিয়া দেন। এখানে, এই মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে, সেই অবস্থারই আভাষ প্রাপ্ত হই।

এই অবস্থায় সংযতচিত্ত শান্ত শুদ্ধ সাধক, ব্রহ্মজ্যোতিঃ সন্দর্শনের অধিকার লাভ করেন। তখন সাধক মনকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া থাকেন,—'হে মন! তোমাকে জ্যোতিঃ-স্বরূপ দেবগণের তৃপ্তিসাধনের জন্য নিযুক্ত করিতেছি; অর্থাৎ, এখন তুমি অন্তরাত্মাকে পরমালোকে আলোকিত করিয়া, ব্রহ্মজ্যোতিঃ-স্বরূপে নিমজ্জিত হও।' মন্ত্রের অন্তর্গত 'আদিত্যেভ্যস্ত্বা' পদে সেই স্তরের বিষয় খ্যাপন করিতেছে। সাধকের আত্মা ব্রহ্মালোকে আলোকিত হইলে, স্বতঃই তাহার বিশাল বিরাট ভাব সংঘটিত হইয়া থাকে। অনন্ত আকাশ বিশাল বিশ্ব সেই বিরাট ভাবেরই দ্যোতনা করিয়া থাকে। সেই বিশাল বিরাট ভাব লাভ করিয়া সাধক মনকে বলিয়া থাকেন,—'মন! তোমার কর্ম্মের দ্বারা তুমি এখনই ভূমা ভাবে সুবিস্তৃত সম্প্রসারিত হও, যেন ক্ষিতিব্যোমাত্মিকা বিশাল বিরাট অনন্ত দেবতা তোমাকে জানিতে পারেন অর্থাৎ তুমি যেন বিশাল বিরাট হৃদয় হইয়া তাঁহাতে সংশ্রব-সমন্বিত বা সম্মিলিত হইয়া যাইতে পার'—এই ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় মন্ত্রে আশীর্ব্বাদ আকাঙ্ক্ষা প্রসঙ্গে বলা হইতেছে,—'হে মন! এখন তুমি ভগবানের আশীর্ব্বাদ প্রসাদ লাভের উপযুক্ত হইয়াছ—এখন তোমার প্রতি ভগবান 'প্রেমা' রূপ পরমকরুণাধারা বর্ষণ করুন। অর্থাৎ, ভগবৎ-প্রসাদে তুমি পরমভক্ত ও প্রেমিক হইয়া ভগবৎ-সেবায় ভগবৎ-কার্য্যে বিনিযুক্ত হও।' পঞ্চম মন্ত্রে সেই প্রেম-ভক্তিরূপ মহাভাবেরই বিশিষ্ট বিকাশ ও সেই ভাবের সম্যক প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা প্রকটিত। তাই বলা হইয়াছে—'হে মন! কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া, তুমি যে শুদ্ধসত্ত্বভাব লাভ করিয়াছ, তোমার অন্তরাত্মায় নিহিত দেবভাব উদ্বেলিত হইয়া, তাহার সহিত সম্মিলিত হউক এবং সমধিক সমুজ্জ্বল ও সুপুষ্ট হইতে থাকুক।' ষষ্ঠ মন্ত্রে সাধক প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে ভগবন্! আপনি সৎকর্ম্মপালক ও পরমজ্ঞানস্বরূপ। একমাত্র আপনিই জীবের সৎকর্ম্মশীল জীবনের এবং জ্ঞানচক্ষুর পরিরক্ষক ও প্রতিপালক। আমার তত্ত্বজ্ঞানরূপ যে দিব্যদৃষ্টি উন্মেষিত উদ্ভাসিত হইয়াছে, এবং কর্ম্ম-শক্তিরূপ যে পুণ্যজীবনের বিকাশ হইয়াছে, আপনি তাহাকে সংরক্ষণ ও সুপুষ্ট করুন।' সাধনক্ষেত্রের এই এক স্তর-পর্য্যায় মনে করা যাইতে পারে। অগ্নিকে যখন শক্তিদাতা আয়ুর্দ্দাতা এবং সকল অঙ্গের পূর্ণতাসাধক বলিয়া বুঝা গেল, তখন অগ্নির মধ্য দিয়া ভগবানকে

পর্য্যন্ত টান পড়িয়া গেল। যখন তিনি রক্ষক, যখন তিনি পালক, যখন তিনি আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকারক, যখন তিনি দূরদৃষ্টি-সম্পাদক, যখন তিনি তেজঃ ও শক্তি সঞ্চারক, যখন তিনি সর্ব্বাঙ্গের পূর্ণতা-বিধায়ক—তখন কি আর তাঁহাকে ঐ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায়? তখন অগ্নি নামে যে ভগবানকেই আহ্বান করা হইয়াছে, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। আমরা তাই মনে করি, জ্ঞানময় ভগবানই এখানকার আরাধ্য।

পঞ্চম মন্ত্রে কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মফল ক্ষয়ের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াও বুঝা যায়। কর্ম্মই কর্ম্মক্ষয়ের হেতুভূত; কর্ম্মই ভববন্ধনছেদক। এখন বিচার্য্য—যে কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্ম-বন্ধন ছেদন হয়, সে কর্ম্ম কোন্ কর্ম্ম। সংসারে এমন কি কর্ম্ম থাকিতে পারে, যে কর্ম্ম মানুষের ভববন্ধন ছেদন করিতে সমর্থ হয়? এখানে কর্ম্মতত্ত্বের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। কর্ম্মতত্ত্ব নিরতিশয় দুর্জ্ঞেয়। গীতা-শাস্ত্রে তাই ভগবান কর্ম্মকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া বলিয়াছেন,—'কোনটী কর্ম্ম, কোনটী অকর্ম্ম এবং কোনটী বিকর্ম্ম, এই বিষয় বুঝিতে বিবেকিজনও মোহাচ্ছন্ন হন। অতএব আমি তোমার নিকট কর্ম্মের স্বরূপ-তত্ত্ব বিবৃত করিতেছি। সে তত্ত্ব অবগত হইলে তুমি সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।' এই বলিয়া তিনি অর্জ্জুনকে বুঝাইলেন,—

"কর্ম্মণোহপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ। অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ॥
কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ। স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্ত কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥"

অর্থাৎ,—'শাস্ত্রসিদ্ধ কর্ম্ম, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম (অর্থাৎ বিকর্ম্ম) এবং তুষ্ণীম্ভাবরূপ অকর্ম্ম—এই তিনের সম্যক্ তত্ত্ব অবশ্য জ্ঞাতব্য। কারণ, তৎসমস্তের নিগূঢ়ভাব অতিশয় দুর্জ্ঞেয়। যিনি দেহাদি চেষ্টারূপ কর্ম্ম-মধ্যেও কর্ম্মহীনতা ও কর্ম্মাভাবেও কর্ম্মের বিদ্যমানতা উপলব্ধি করিতে সক্ষম, মানবজাতির মধ্যে তিনিই পণ্ডিত। তাদৃশ ব্যক্তি আহার-বিহারাদি যাবতীয় সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত থাকিলেও বস্তুতঃ যোগী পুরুষের ন্যায় সর্ব্বব্যাপারে নির্লিপ্ত।' এই ভগবদুক্তির মধ্যে কর্ম্মতত্ত্ব বিশেষভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে। ভগবান্ যে বলিয়াছেন,—কোনটী কর্ম্ম আর কোনটী অকর্ম্ম, তাহা নির্ণয় করিতে পণ্ডিতগণও মুহ্যমান হন, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা আর বুঝাইবার আবশ্যক হয় না। স্রোতোভিমুখে তরণী প্রবাহিতা; তীরস্থিত তরু-রাজি নিশ্চল। অথচ আরোহীর মনে হয়, যেন তরণী স্থির রহিয়াছে; আর তীরস্থিত তরু-রাজি বিপরীত দিকে চলিয়াছে। এইরূপ অতি দূরে একটী মানুষ চলিয়া যাইতেছে, অথচ দূর হইতে দর্শকের মনে হইতেছে,—পথিক যেন দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এতদুভয় ক্ষেত্রেই কর্ম্মবিষয়ে মানুষ বিভ্রমগ্রস্ত। যে গতিশক্তিবিশিষ্ট, মানুষ তাহাকে গতিহীন বলিয়া মনে করিতেছে, আর যে গতিহীন মানুষের দৃষ্টিতে সে গতিশক্তিবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। এরূপ ভ্রান্তি পদেপদেই উপস্থিত হয়। সুতরাং ভগবান বলিয়াছেন,—"কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ"—এ বিষয়ে কোনই সংশয় আসিতে পারে না।

কর্ম্ম-তত্ত্ব দুরধিগম্য বলিয়াই কর্ম্মকে তিনটী বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়া, ভগবান বলিলেন,—'শাস্ত্রানুমোদিত বৈধ-কর্ম্মের নাম—কর্ম্ম; শাস্ত্র-নিষিদ্ধ অবৈধ-কর্ম্মের নাম—বিকর্ম্ম; এবং নিষ্কর্ম্ম বা কর্ম্মহীনতার নাম—অকর্ম্ম। এই কর্ম্ম বিভাগে সাধারণতঃ মনোমধ্যে একটী প্রশ্নের উদয় হয়। কর্ম্ম ও বিকর্ম্ম এতদুভয়ের মধ্যে কর্ম্মের সত্ত্বা উপলব্ধি হয় বটে; কিন্তু অকর্ম্মের

বা নিষ্কর্ম্মের মধ্যে কর্ম্মের সত্ত্বা কোথায়? 'নৈষ্কর্ম্ম্য' শব্দে কর্ম্ম-বাহিত্য বা তুষ্ণীম্ভাব বুঝাইতে পারে। কিন্তু সেখানে কর্ম্ম বা কর্ম্মের সত্ত্বা কিরূপে বুঝিতে পারি! শ্রীমদ্ভগবদগীতার টীকা-কারগণ সে মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা বুঝাইয়াছেন,—একটু অনুধাবন করিলে, কর্ম্মরাহিত্যের বা তুষ্ণীম্ভাবের মধ্যেও কর্ম্মের সত্ত্বা উপলব্ধি হয়। আমরা যখন মনে করি,—'আমরা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব; আমরা কোনও কর্ম্ম করিব না; তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বনে আমরা দিন কাটাইব'; তখনও কি কর্ম্মাভাব উপস্থিত হয়? চুপ করিয়া থাকা, তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করা,—সেও কি এক প্রকার কর্ম্ম নহে? কর্ম্মের প্রকার-ভেদ হইতে পারে; কিন্তু সে অবস্থাও যে কর্ম্মের অবস্থা, তাহাতে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না। যখন আমরা মনে করি, আমি কিছু করিতেছি না; তখনও আমাতে অহঙ্কার আছে। অহঙ্কার থাকিলেই কর্ম্ম থাকিবেই। অহঙ্কারাভিভূত মানুষই মনে করে,—'আমি; আমার কাজ আমি করিতেছি।' আবার অহঙ্কারাভিভূত ব্যক্তিরই মনে হয়,—'আমি নিষ্ক্রিয় বসিয়া আছি; কর্ম্ম আমাকে অভিভূত করিতে পারে নাই।' ফলতঃ, কর্ম্ম না করার চেষ্টাতেও কর্ম্মের একটা সত্ত্বা আছে। যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহারা নৈষ্কর্ম্ম্য ভাবের মধ্যেও কর্ম্ম দেখিতে পান। সুতরাং কোন্‌টী কর্ম্ম, কোন্‌টী অকর্ম্ম, তাঁহারা তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারেন। তাই ভগবান বলিয়াছেন,—যাঁহারা কর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম, তিনের স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহারাই বুদ্ধিমান; তাঁহারাই কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ, অর্থাৎ তাঁহাদের কোনও কর্ম্মই অবশিষ্ট নাই; তাঁহারাই মুক্তির অধিকারী।

কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মফল ক্ষয় করিতে হইলে, কর্ম্ম অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম—তিনের সম্যক্ জ্ঞান প্রয়োজন। কারণ, বুঝিবার দোষে কর্ম্ম ও অকর্ম্ম অনেক সময় বিকর্ম্মে পর্য্যবসিত হয়। যজ্ঞ বা দেব-পূজা প্রভৃতি কর্ম্ম, শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত; কিন্তু যজ্ঞে বা দেব-পূজায় যাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই, এমন ব্যক্তিও সময় সময় যজ্ঞ বা দেব-পূজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অনুষ্ঠাতার মনে ধর্ম্ম-ভাব আদৌ নাই; অথচ, তাঁহার গৃহে লোক-দেখান-হিসাবে পূজা-পার্ব্বণের অনুষ্ঠান চলিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে, অনুষ্ঠাতার মনে দাম্ভিকতা উপস্থিত হওয়ায়, তাঁহার কর্ম্ম—বিকর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত অর্থাৎ করা আর না করা উভয়ই সমান হইবে। এইরূপ, সংসার-ত্যাগী সাধু পুরুষ তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া আছেন, এমন সময় দস্যু-ভয়ে ভীত হইয়া কোনও ব্যক্তি তাঁহার শরণাপন্ন হইল। তিনি চেষ্টা করিলে তখন অনায়াসে আশ্রিত ব্যক্তিকে দস্যুহস্ত হইতে ত্রাণ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া,—'আমি কর্ম্মত্যাগী'—এই অহঙ্কারে তিনি যদি দস্যু-হস্ত হইতে আশ্রিতকে উদ্ধার না করেন, তাহা হইলে তাঁহার তুষ্ণীম্ভাব-রূপ অকর্ম্ম নিশ্চয়ই বিকর্ম্মে পর্য্যবসিত হইবে। শরণাগত আশ্রিত জনকে রক্ষা করা এবং বিপন্ন-জনের বিপন্মুক্তির পক্ষে যত্নপর হওয়া—ধর্ম্ম-কর্ম্ম। এ ক্ষেত্রে সেই ধর্ম্ম-কর্ম্মের অননুষ্ঠানে, তাঁহার অকর্ম্ম বিকর্ম্মত্বে পরিণত হইবে। এইরূপ অহিংসা কর্ম্ম হইয়াও বিকর্ম্মে পরিণত হইতে পারে। সত্য কর্ম্ম হইয়াও বিকর্ম্মে পরিণত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে বহু উদাহরণ দেখিতে পাই। তপস্বী কৌশিক সত্যপরায়ণ ছিলেন। দস্যু ভয়ে ভীত কয়েক জন ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখ দিয়া পলায়ন করে; এবং সমীপস্থ লতাকুঞ্জ মধ্যে লুক্কায়িত থাকে।

অনুসরণকারী দস্যুগণ বনমধ্যে কৌশিক ঋষিকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার নিকট পলায়িত ব্যক্তি-গণের সন্ধান জানিতে চায়। কৌশিক দস্যুগণের নিকট মিথ্যা কহিতে সঙ্কুচিত হন। অপিচ, সত্যরক্ষার্থ দস্যুগণকে লুক্কায়িত ব্যক্তিগণের সন্ধান বলিয়া দেন। তাহাতে লুক্কায়িত ব্যক্তিগণ দস্যুহস্তে নিহত হয়। ফলে, সত্য কহিয়াও কৌশিক সত্যকথনের ফলভাগী হইতে পারেন না। তাঁহার কর্ম্ম বিকর্ম্মে পর্য্যবসিত হয়। আর সেই বিকর্ম্মের ফলে কৌশিক নিরয়গামী হন। শাস্ত্রে এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত আছে। ব্যাধবালক একটী হিংস্র জন্তু বধ করিয়াছিল বলিয়া প্রাণি-বধে তাহার স্বর্গলাভ হয়। সেখানে পশু-বধ-রূপ তাহার বিকর্ম্ম কর্ম্ম-মধ্যে গণ্য হইয়াছিল। কারণ, হিংস্র জন্তু বধ অধর্ম্ম নহে। এইরূপ প্রতি কার্য্যই বিচার-সাপেক্ষ। কর্ম্মাকর্ম্মের কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ এতই গভীর সমস্যা-মূলক! কোন্ কর্ম্ম কর্ম্ম এবং কোন্ কর্ম্ম বিকর্ম্ম—শাস্ত্র প্রায়ই তাহা নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু সকলে সকল সময়ে সকল বিষয়ে শাস্ত্রোপদেশের অনুসরণ করিতে সমর্থ নহেন। সুতরাং কর্ম্মাকর্ম্ম-নির্ণয়ে অনেক সময় মানুষকে মুহ্যমান হইতে হয়।

কর্ম্ম, অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম প্রভৃতির স্বরূপ-তত্ত্ব-নির্ণয়ের পক্ষে জ্ঞান প্রধান সহায়। শাস্ত্র সেই জ্ঞান প্রদান করেন। গুরুর নিকটও এই জ্ঞান লাভ করা যায়। ব্রহ্ম এবং কর্ম্ম উভয়কেই জ্ঞানের দ্বারা লাভ করিতে হয়। উভয়কে জানিয়া ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে কর্ম্মকে নিযুক্ত করিতে হইবে—ইহাই শাস্ত্রের অভিমত। আর তাহাতে সমর্থ হইলেই মানুষের সকল দুঃখের অবসান হইবে, মানুষ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গফল লাভ করিতে পারিবেন। কর্ম্ম ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করার তাৎপর্য্য ভক্তি। অর্থাৎ,—জ্ঞান সাহায্যে কর্ম্মাকর্ম্ম ব্রহ্ম প্রভৃতির স্বরূপতত্ত্ব অবগত হইয়া, ব্রহ্মের প্রতি ভক্তিভাবে আকৃষ্ট থাকিয়া, তাঁহার উদ্দেশ্যে কর্ম্মকে নিযুক্ত করিতে পারিলেই সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবদুক্তিতে সেই কথাই বিশদভাবে বুঝান হইয়াছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে কর্ম্মাকর্ম্মের ভেদতত্ত্ব বুঝাইয়া পরিশেষে বলিয়াছেন,—

"যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥
ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ। কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥
নিরাশীর্যতচিতাত্মা ত্যক্ত সর্ব্বপরিগ্রহঃ। শরীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥"

অর্থাৎ,—যিনি যাবতীয় কর্ম্ম, ফলাকাঙ্ক্ষা ও কর্ত্তৃত্বাভিমান বিবর্জ্জিতভাবে অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার জ্ঞানানলে শুভাশুভ লক্ষণ-সমূহ ভস্মীভূত হইয়া থাকে। ব্রহ্মবিদ্গণ তাদৃশ ব্যক্তিকেই পণ্ডিত বলিয়া উল্লেখ করেন। সেই পণ্ডিত ব্যক্তি কর্ম্ম ও তৎফলে আসক্তি পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক আকাঙ্ক্ষা-বিহীনতা-হেতু পরিতুষ্ট ও দেহেন্দ্রিয়াদির অভিমান বিহীনতা হেতু নিরবলম্ব। তিনি তাদৃশভাবে কর্ম্মানুষ্ঠানে সম্প্রবৃত্ত হইলেও বাস্তবিক কোনও কর্ম্মই করেন না। ফলাকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্য-হৃদয়ে অন্তঃকরণ ও আত্মাকে সংযত এবং সর্ব্বপ্রকার ভোগসাধন সামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র শরীরযাত্রা নির্ব্বাহিত করিবার অভিপ্রায়ে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে ভববন্ধন বিনির্ম্মুক্ত হওয়া যায়।

ফলতঃ, ঈশ্বর-সম্বন্ধযুক্ত কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্ম ক্ষয় হয়;—সেই কর্ম্মের দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবৎ-প্রীতিকামনায় প্রযুক্ত কর্ম্মই—কর্ম্ম। শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত

হইয়াছে,—"তৎকর্ম্ম হরিতোষং যৎ।" যে কর্ম্মে ভগবানের প্রীতি-সাধন হয়, যে কর্ম্মের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ যে কর্ম্ম সৎকর্ম্ম, সেই কর্ম্মই—কর্ম্ম; সেই কর্ম্ম-সাধনেই কর্ম্মক্ষয় হইয়া থাকে। এখন, ভগবানে সংশ্রবযুক্ত কর্ম্ম বলিতে আমরা কোন্ কর্ম্মকে বুঝি? কোন্ কর্ম্মে ভগবানকে লাভ করা যায়? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সখা অর্জ্জুনকে বিশেষভাবে বলিয়াছেন,—"মৎকর্ম্মকৃৎ" ইত্যাদি। অর্থাৎ,—সেই আমাকে পায়, যে আমার কর্ম্ম করে। যাহার সকল কর্ম্ম আমার সহিত সম্বন্ধযুক্ত, সেই আমায় লাভ করে।' সেই নিমিত্তই ভগবান্ বার বার উপদেশ দিয়াছেন,—যে কোন কর্ম্মই কর না কেন, সমস্তই আমাতে অর্পণ কর।'

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

অন্যত্র আবার এই প্রসঙ্গে দেখিতে পাই,—

"কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যৎ যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ॥"

কর্ম্ম ভগবানে সমর্পণ করিলেই ভগবানের সহিত তাহার সম্বন্ধ সংঘটিত হয়। সূর্য্যকান্ত মণির স্বতঃসিদ্ধ দাহিকা-শক্তি নাই সত্য; কিন্তু সূর্য্যরশ্মি-সম্বন্ধ লাভ করিলে, তাহাতে দাহিকা-শক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে—সূর্য্যের শক্তিতে সেও শক্তিসম্পন্ন হয়। কর্ম্মও তদ্রূপ ভগবানে সমর্পিত হইয়া তাঁহার স্বরূপ-শক্তি লাভ করিয়া থাকে। সেই কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্মক্ষয় হইয়া থাকে। মন্ত্রে কর্ম্মক্ষয়কারী সেই ভগবৎ-সম্বন্ধযুত কর্ম্মকেই সম্বোধন করা হইয়াছে। আর সেই কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মক্ষয়ে ভগবৎপ্রাপ্তির কামনা মন্ত্র মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি।

সপ্তম—'ধ্রুবাসি'—মন্ত্রে এক অপূর্ব্ব ভাবের বিকাশ হইয়াছে। ভাষ্যমতে ভূমিকে স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। কিন্তু আমাদের মতে এখানে মনকে দৃঢ় করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে। মন যদি দৃঢ় হয়, মন যদি স্থির হয়, তাহা হইলে রিপুশত্রু আপনিই বিমর্দ্দিত হইতে পারে। মনকে স্থির ও দৃঢ় করিয়া পরমাত্মায় ন্যস্ত করিতে পারিলে, সকল অভীষ্ট পূরণ হয়। মন্ত্রের তাই লক্ষ্য—'পরমার্থসাধন জন্য আমি যেন অবিচলিতভাবে ভগবানের আরাধনা করিতে সমর্থ হই।'

অষ্টম—'যং পরিধিং' প্রভৃতি—মন্ত্রের দ্বারা পরিধি-সমূহকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে হয়। ইহাই হইল—ইষ্টিসংপূর্ত্তি। প্রথম পরিধিকে অগ্নিতে নিক্ষেপ-কালে এই মন্ত্র পাঠের বিধি। সে মতে ভাষ্যের অর্থ হয়,—'হে আহবনীয় অগ্নিদেব! পাণিনামক অসুরগণ কর্তৃক সম্যক অবরুদ্ধ হইয়া অসুরগণের উপদ্রব-নাশের জন্য যে পরিধিকে পশ্চিমদিকে স্থাপন করিয়াছিলেন, আপনার প্রিয় সেই পরিধিকে আমি বহ্নিতে নিক্ষেপ করিতেছি। এই পরিধি আপনার নিকট হইতে যেন অপগত হইতে না জানে (অর্থাৎ আপনাতেই অবস্থিত হউক)। অনন্তর দক্ষিণ ও উত্তর পরিধিদ্বয়কে "যজ্ঞস্য পাথ" ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা একেবারে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। তাহাতে অর্থ হয়,—'হে দক্ষিণোত্তর পরিধিদ্বয়! তোমরা যজ্ঞের ফলস্বরূপ অন্নকে প্রাপ্ত হও।'

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় যে নিগূঢ় ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। অগ্নিস্বরূপ দেবকে জ্ঞানাগ্নি বলিয়াই আমরা গ্রহণ করিয়াছি। জ্ঞানাগ্নি কখনই 'পণি' নামক বিশেষ কোনও অসুর কর্তৃক নিরুদ্ধ থাকিতে পারেন না। জ্ঞানাগ্নি রিপুশত্রুর দ্বারাই অবরুদ্ধ হইয়া থাকেন। সুতরাং অগ্নিকে জ্ঞানাগ্নিরূপে গ্রহণ করিয়া, 'পণি' পদকে রিপুশত্রুরূপে ধারণা না করিলে, মন্ত্রের কোনই নিগূঢ় সুসঙ্গত ভাব উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। ভাষ্যকার 'পরিধি' পদে স্থূল বস্তুবিষয়ক বেষ্টনীকে অধ্যাহার করিয়াছেন। আমরা মনে করি, পরিধির প্রকৃষ্ট অর্থ এখানে শুদ্ধসত্ত্বভাব-স্বরূপ ব্যবধায়ক ভিন্ন, স্থূল জড়াত্মিকা বেষ্টনী কখনই সুসঙ্গতরূপে গ্রহণীয় হইতে পারে না। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনি রিপু-শত্রুগণ কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া সাধক হৃদয়ে যে শুদ্ধসত্ত্বভাবরূপ ব্যবধান স্থাপন করেন। সাধক আপনার সেই প্রিয় সামগ্রীকে হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন।' সাধক যখন বিবেক-বহ্নিকে প্রজ্বলিত করিতে প্রাণপণে চেষ্টান্বিত হন, রিপুকুল তখন তাহাকে নির্ব্বাপিত করিতে যত্নবান হয়,—কিছুতেই সেই জ্ঞানবহ্নিকে উদ্দীপিত হইতে দেয় না! তখন সাধক কাতর কণ্ঠে ব্যাকুল হৃদয়ে জ্ঞানময় অগ্নিদেবকে ডাকিয়া বলেন,—'হে দেব! হে অন্তরাত্মার প্রকৃষ্ট পথপ্রদর্শক জ্যোতিঃস্বরূপ দেবতা! আপনি একবার আমার প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করুন। দেখুন,—যে শুদ্ধসত্ত্বভাব আপনার পরম প্রিয়, যাহা কেবলমাত্র আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত, সেই পরম ভাবকে আমি প্রাণে প্রাণে পোষণ করিতেছি। কিন্তু রিপুশত্রুকুল নিমজ্জিত করিতে উদ্যত হইয়াছে। আমায় রক্ষা করুন—ঘোর রিপুশত্রু-গণের করাল হস্ত হইতে আমাকে উদ্ধার করুন।'

ভাষ্যকার 'পাথঃ' শব্দ 'অন্ন' অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা 'পাথ' শব্দের অর্থে শুদ্ধসত্ত্বভাবকে গ্রহণ করিলাম। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের অভ্যন্তরে দ্বিবচনান্তক 'উপসমিতং' ক্রিয়া পদ পরিদৃষ্ট হয়। ইহাতে আমরা সাধনক্ষেত্রের দুই মুখ্য ভাবের প্রতি লক্ষ্য করি। অর্থ হয়,—'হে আমার কর্ম্ম ও ভক্তি, তোমরা জ্ঞানস্বরূপ দেবতার প্রিয় সেই (সৎকর্ম্মের সুফল-স্বরূপ) শুদ্ধসত্ত্বকে প্রাপ্ত হও।'

সাধন ও অনুষ্ঠান দ্বারা যখন সাধক-হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তখন তাঁহার ভাগ্যে পরম জ্যোতির সন্দর্শন সৌভাগ্য সংঘটিত হইয়া থাকে। তখন সাধক স্বীয় কর্ম্মকে ও ভক্তি-ভাবকে জ্ঞানমুখী করিতে যত্নবান হইয়া থাকেন। বাস্তবিকপক্ষে কর্ম্ম ও ভক্তিকে জ্ঞানের সহিত সম্মিলিত করিতে না পারিলে তাহাদের প্রতিষ্ঠা বা দৃঢ়তা সংস্থাপিত সংবর্দ্ধিত হইতে পারে না। যে কর্ম্ম জ্ঞানমুখী নহে, সে কর্ম্ম কর্ম্মই নহে--অকর্ম্ম। যে ভক্তি জ্ঞানসমন্বিত নহে, সে ভক্তি অস্থায়ী। তাই সাধক, হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নিতে আত্মাহুতি প্রদান করিয়া, অন্তরের অন্তস্থল হইতে বলিয়া থাকেন,—'হে আমার কর্ম্ম, হে আমার ভক্তিভাব, এখন তোমরা জ্ঞানময় জ্যোতিঃস্বরূপ দেবাদিদেবের শরণাপন্ন হও। তাঁহার শুদ্ধভাবকে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত কর।' শুদ্ধ-সত্ত্ব ও ভগবান যে অভিন্ন,—দ্বিতীয় অন্বয়ে তাহা বুঝিতে পারা যায়। ভাষ্যেও সেই ভাবেরই আভাষ আছে। ভাষ্যে আছে,—'এষ ততোঽপরক্তো নৈব।" ইহা হইতেই ঐ

অভিন্ন ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় অন্বয়েও ঐ একই ভাব প্রাপ্ত হই। সে ভাব এতৎপ্রসঙ্গে প্রথম অন্বয়ের বিশ্লেষণ-ব্যপদেশে পূর্ব্বেই পরিব্যক্ত হইয়াছে।

তার পর নবম মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করুন। 'সংস্রাবভাগাঃ' প্রভৃতি এই নবম মন্ত্রে ভাষ্যানুসারে সংস্রাবগুলিকে অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। এ মতে 'সংস্রাব' শব্দে বিলীন আজ্যকে বুঝাইয়া থাকে। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে বিশ্বেদেবগণ! আপনারা সংস্রব-ভাগী হউন, সেইরূপ সংস্রব অন্নের দ্বারা মহৎ অর্থাৎ সকলের আরাধনীয় হউন। এবং যে দেবগণ প্রস্তরে বর্ত্তমান, এবং যাঁহারা আস্তীর্ণ বর্হিতে সমাসীন,—সেই বিশ্বেদেবগণ মদীয় এই বাক্যকে সর্ব্বত্র বর্ণন করিতে করিতে (অর্থাৎ—এই যজমান সম্যক্ অর্চ্চনা করিতেছেন—এইরূপ বাক্য সকল দেবতার মধ্যে বলিতে বলিতে) এই যজ্ঞে উপবেশন করিয়া তৃপ্ত এবং হর্ষান্বিত হউন।' এক্ষণে আমরা এ মন্ত্রটীর যেরূপ অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহার একটু আলোচনা করা যাইতেছে। মন্ত্রস্থিত 'প্রস্তরেষ্ঠাঃ' পদের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—'প্রস্তরস্থিত দেবগণ'! আমরা লক্ষণাশক্তির সাহায্যে ভাষ্যানুসারেই ঐ পদের অর্থ করিয়াছি,—'প্রস্তরের ন্যায় স্থির-নিবাসী'। অর্থাৎ,—যে দেবগণ বা দেবভাব-সমূহ, কামক্রোধাদি শত্রুকৃত উপদ্রবরহিত স্থির দৃঢ় দুর্ভেদ্য হৃদয়ে বাস করেন। ইহাতেই ঐ পদ দেবগণের বা দেবভাবেরই সুসঙ্গত বিশেষণ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। আরও, 'পরিধেয়াশ্চ' এই পদের চ-কারটীকে ভাষ্যকার ভেদসূচক বলিয়া অর্থ-নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহাতে ঐ অংশের অর্থ হয়,—দেবগণ এবং পরিধিজাত দেবগণ। ইহাতে আমরা বলি,—চ-কারটী যদি ভেদসূচক না হইয়া পাদপূরণজ্ঞাপক হয়, তাহা হইলে মন্ত্রের সুসঙ্গত অর্থ নিষ্কাশিত হইতে পারে, অর্থাৎ 'প্রস্তরেষ্ঠাঃ পদ 'পরিধেয়াশ্চ' পদের গুণদ্যোতক মাত্র। 'পরিধি' শব্দের শুদ্ধসত্ত্বভাবরূপ অর্থের বিষয় পূর্ব্বমন্ত্রে সম্যক্ আলোচিত হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্বের উদয়েই হৃদয়ে দেবভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। অতএব শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবই একমাত্র দেবভাবের জনক।

'সংস্রাব' পদের অর্থ 'সিচ্যমান আজ্যশেষঃ' অর্থাৎ বিলীন আজ্য না ধরিয়া উহার প্রচলতি অর্থ 'সংসর্গ' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে ঐ অংশের অর্থ হইয়াছে,—'প্রস্তরবৎস্থিরস্থান-নিবাসী শুদ্ধসত্ত্বোৎপন্ন হে দেবভাবনিবহ! আপনারা ভক্তিসুধাতে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সাধকের সংসর্গভাগী হইয়া থাকেন।' মন্ত্রের অপরাংশের অর্থ বিষয়ে ভাষ্যের সহিত প্রায়ই মতদ্বৈধ নাই। তবে 'গৃণন্তঃ' পদের ভাবার্থ—'সমাদরে শ্রবণ করিয়া' গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে এ অংশের অর্থ হইয়াছে,—'হে দেবভাব-সমূহ! আপনারা মদীয় এই স্তুতিরূপ বাক্যকে সর্ব্বতোভাবে সমাদরে শ্রবণ করিয়া এই যজ্ঞে (আমার হৃদয়ে) উপবেশন পূর্ব্বক তৃপ্তি লাভ করুন।' একটু অভিনিবেশ পূর্ব্বক মন্ত্রের অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, সহজেই বুঝিতে পারা যায়,—হৃদয়ে কামক্রোধাদি দুষ্প্রবৃত্তি সকল যখন দমিত হইয়া থাকে, হৃদয়-ক্ষেত্র যখন সেই কামক্রোধাদি রিপু-বর্গের উপদ্রব-পরিশূন্য হয়, তখনই শুদ্ধসত্ত্বভাবের উদয় হইয়া থাকে—দেবভাব আসিয়া হৃদয়কে আশ্রয় করে। ক্রমশঃ সেই দেবভাবসমূহ, ভক্তিসুধা দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া, সাধকের সংসর্গ-ভাগী হইয়া থাকে। অথবা আমাদের অভীষ্টপূরণ দ্বারা তাঁহারা বর্দ্ধিত হয়েন, অর্থাৎ আমাদিগের অভীষ্টপূরণেই হৃদয়ক্ষেত্রে তাঁহাদের সত্তা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তাহাতে সাধকের

সহিত দেবভাবসমূহের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়; অর্থাৎ তখনই শুদ্ধসত্ত্ব অবিচ্ছিন্নভাবে সাধকের সহিত সম্মিলিত হন। ইহাই হইল—মন্ত্রের তাৎপর্য্য।

'অগ্নের্ব্বাং' প্রভৃতি দশম মন্ত্রে ভাষ্যকার জুহূ এবং উপভৃৎকে লক্ষ্য করিয়াছেন। ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে —'হে জুহূ ও উপভৃৎ! পৃথিবী অভিমানী অবিনশ্বর গৃহরূপ অগ্নির শকটরূপ স্থানে যজমানের সুখের নিমিত্ত তোমাদিগকে স্থাপন করিতেছি। হে সুখ-স্বরূপ জুহূ ও উপভৃৎ! তোমরা আমাকে সুখে স্থাপন কর। যজ্ঞভারবাহী বৃষদ্বয়কে (দম্পতীকে) রক্ষা কর।' আমরা এই মন্ত্রে জ্ঞান ও ভক্তিকে লক্ষ্য করিয়া মন্ত্রের অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি। 'ধূর্য্যৌ পাতং' পদদ্বয়ে কোনও সম্বোধনের নাম গন্ধ নাই। এখানেও ভাষ্যকার জুহূ ও উপভৃৎকে টানিয়া আনিয়াছেন। এবং 'ধূর্য্যৌ' পদে শকটবাহী বৃষদ্বয় অর্থ আগমন করিয়াছেন। অর্থ হইয়াছে,—'হে জুহূ ও উপভৃৎ! তোমরা শকটবাহী বৃষদ্বয়কে রক্ষা কর।' এবম্বিধ অর্থ কি সম্ভাবের সূচনা করে, তাহা বোধগম্য হওয়া কঠিন। আপস্তম্বের মতে শকটের পূর্ব্বভাগে স্রুক স্থাপন করিয়া যুগধুরকে প্রোক্ষণ করিতে হয়। যাহা হউক, আমরা 'ধূর্য্য' শব্দের প্রকৃতার্থ অনুসরণে 'সৎকর্ম্মনির্ব্বাহক' অর্থ গ্রহণ করিলাম। সৎকর্ম্মের নির্ব্বাহক দুই জন—জ্ঞান ও ভক্তি ভিন্ন আর কে হইতে পারে? তাই এখানে জ্ঞানস্বরূপ ও ভক্তিস্বরূপ দেবদ্বয়কে উদ্দেশ করিয়া সাধক প্রার্থনা জানাইয়াছেন,—'হে দেবদ্বয়! আপনারা আমার সৎকর্ম্মের নির্ব্বাহক দুই জন, জ্ঞান ও ভক্তিকে রক্ষা করুন।' জ্ঞান ও ভক্তিকে, মন্ত্রের প্রথমাংশে, অবিনশ্বর-নিবাসহেতুক ভগবানে নিয়োজিত করা হইয়াছে। জ্ঞান ও ভক্তি যখন ভগবানে ন্যস্ত করিবার উপযুক্ত হয়, তখনই তাহাকে অনন্যা-ভক্তি এবং দিব্য বিশুদ্ধ জ্ঞান বলা যাইতে পারে। সেই দিব্য বিশুদ্ধ জ্ঞান ও অনন্যা-ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই জ্ঞান ও সেই ভক্তির দ্বারা ভগবানকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা এই মন্ত্রের প্রথমাংশে প্রকাশ পাইয়াছে।

একাদশ মন্ত্র—ফলীকরণ মন্ত্র। তণ্ডুল হইতে মলিনাংশ অপনীত করাকে ফলীকরণ কহে। 'অগ্নে অদব্ধায়ঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে 'স্রুক্' গ্রহণ করিতে হয়। মন্ত্রের অর্থ হয়,—যজমানকে হিংসা হইতে রক্ষাকারী, অতিশয় ব্যাপক গার্হপত্য নামক হে অগ্নি! আমাদিগকে বজ্র হইতে রক্ষা কর অর্থাৎ শক্রপ্রযুক্ত বজ্রসদৃশ আয়ুধ হইতে আমাকে রক্ষা কর; বন্ধন-হেতুভূত জাল হইতে আমাকে রক্ষা কর; অশাস্ত্রীয় যাগ হইতে আমাকে রক্ষা কর; যাগাদির অধিকারের বিরোধী দুষ্টবস্তু ভোজন হইতে আমাকে রক্ষা কর; অসৎকর্ম্ম পাপাচরণ হইতে আমাকে রক্ষা কর; আমাদের হবিঃস্বরূপ অন্নকে বিষরহিত কর; সম্যক্ অবস্থান যোগ্য গৃহে আমাকে স্থাপন কর, অথবা গৃহে স্থিত আমাদিগের অন্নকে বিষরহিত কর। আমার অনুষ্ঠান সুহুত হউক।' 'স্বাহা' শব্দ দেবোদ্দেশ্যে হবির্দ্দান কল্পে প্রযুক্ত হয়। আদর প্রদর্শন জন্য ঐ শব্দের প্রয়োগ। এখানেও দেবগণকে সমাদর পূর্ব্বক হবির্দ্দান জন্য এই পদের প্রয়োগ হইয়াছে।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক বলিয়া মনে করি। যে সকল রিপুশক্র সাধনমার্গের প্রধান বিঘ্নকারী, তাহাদের কবল হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য এ মন্ত্রে দেবতার নিকট প্রার্থনা

জানান হইয়াছে। মন্ত্রের প্রথমে প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে,—'হে হিংসা হইতে রক্ষাকারী সর্ব্বব্যাপক দেবতা, আপনি আমাকে শত্রুর বজ্রতুল্য অস্ত্র হইতে রক্ষা করুন।' শত্রুর বজ্রবৎ অস্ত্র—কোন্ ভাব দ্যোতনা করে? আমরা বলি, সাধককে সাধনা হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য রিপুশত্রুগণের যে প্রবল প্রচেষ্টা, তাহাই তাহাদিগের বজ্রবৎ কঠিন অস্ত্র-প্রয়োগ। অন্য প্রার্থনা—'বন্ধনহেতুভূত মায়াপাশ হইতে আমাকে রক্ষা করুন।' মায়া যে প্রবল শত্রু, তাহাতে আর সংশয় আছে কি? সাধক যখন মায়ার করাল গ্রাস হইতে অব্যাহতি-লাভে সমর্থ হন, তখন তাঁহার অভীষ্ট-সিদ্ধি করার পথও সুগম হইয়া আসে। ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের প্রধান মত। মায়াপাশ ছিন্ন করিতে পারিলে, সহজেই ভগবৎ-সাযুজ্য-প্রাপ্তি ঘটে। এখানে সাধকের সেই প্রার্থনাই প্রকটীকৃত। এইরূপে মন্ত্রাভ্যন্তরস্থিত এক একটী প্রার্থনার প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়,—সাধক অভীষ্ট-সিদ্ধির পক্ষে মানসচক্ষে যাহাদিগকে সাধনার প্রধান অন্তরায় বলিয়া দেখিতেছেন, তাহাদের নিকট হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। সকলরূপ প্রার্থনার পর শেষ প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'সুষদা যোনৌ'। আমরা এস্থলে 'যোনৌ' শব্দের লক্ষ্য—সেই একমাত্র বিশ্বের উৎপত্তিস্থানভূত পরব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করি। অর্থাৎ সাধক বলিতেছেন,—'হে দেব! আমার চরম প্রার্থনা—আমাকে পরব্রহ্মে লীন করুন।'

দ্বাদশ (দেবা গাতুবিদো) বা শেষ মন্ত্রের পূর্ব্বার্দ্ধ দ্বারা যজ্ঞীয় দেবগণকে বিসর্জ্জন করিতে হয়। এ মতে ঐ অংশের অর্থ হয়,—'হে মার্গবিৎ দেবগণ! যজ্ঞারম্ভের পূর্ব্বে আপনারা যে পথে আগমন করিয়াছিলেন, পুনরায় আপনারা সেই মার্গ বা পথ অবলম্বন করিয়া গমন করুন।' এইরূপে দেবগণকে বিসর্জ্জন করিয়া মন্ত্রের দ্বিতীয়ার্দ্ধে মনসম্পতি দেবতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে হয়,—'দেবযজন বিষয়ে মনের প্রবর্ত্তক হে মনসম্পতি পরমেশ্বর! এই যজ্ঞ আপনার হস্তে সমর্পণ করিতেছি; আপনি এই যজ্ঞকে দেবগণে এবং সর্ব্বক্রিয়ার প্রবর্ত্তক বায়ু-দেবতাতে স্থাপন করুন। এই আজ্য সুহুত হউক।' ইহাই হইল ভাষ্যানুমোদিত অর্থ।

আমরা এই মন্ত্রটীকে অতি উচ্চভাবদ্যোতক বলিয়া মনে করি। একটু স্থির-দৃষ্টিতে অবলোকন করিলে দেখিতে পাইবেন,—এই মন্ত্রের মধ্যে কি এক গভীর মহান্ উদার-ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সাধক প্রথমতঃ দেবভাবনিবহকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—'হে দেবভাবনিবহ! আপনারা যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মাভিজ্ঞ। আমাদের সৎকর্ম্মেচ্ছা বিদিত হইয়া তাহাকে প্রাপ্ত হউন।' ইহাতে দুই ভাব আসিতে পারে। কোনও সাধক যদি সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহা যেরূপ প্রচ্ছন্নভাবেই অনুষ্ঠিত হউন না কেন,—আপনারা অবগত হইয়া থাকেন। অথবা আপনারাই যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানের বিষয় অবগত আছেন। আপনারা হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইলে, যজ্ঞাদি স্বনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।' ইহাই দ্বিতীয় মন্ত্রের পূর্ব্বার্দ্ধের বিষয়। শেষাংশে সাধকের ঐকান্তিকতা, কর্ম্মফলত্যাগ প্রভৃতি নিষ্কাম ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সাধক কহিতেছেন,—'হে দেব, আমার কর্ম্ম যেন প্রাণ মনের একতা অবস্থায় সাধিত হয়। আমি সকল কর্ম্মফল

আপনাতে সমর্পণ করিতেছি। আপনি তাহাকে বায়ুতে মিশাইয়া দেন।' 'বায়ুতে মিশাইয়া দেন' বলিতে কি ভাব প্রকাশ পায়। বায়ু—বিশ্বপ্রাণ সর্ব্বত্রগ। বায়ু বিশ্বের হিতের নিমিত্তই সর্ব্বত্র ওতঃপ্রোতঃ বিদ্যমান রহিয়াছেন। তাঁহার সহিত আমার এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান মিলিত হইলে—আপনি আমার এই ন্যস্ত কর্ম্মফলকে বায়ুতে মিশাইলে, সেই কর্ম্মফল বায়ুর সহিত বিশ্বের প্রতি অণু-পরমাণুতে মিশাইয়া যাইবে। সেই কর্ম্মফল বিশ্বের কল্যাণ সাধনেই প্রযুক্ত হইবে। আমি কর্ম্মফল ইচ্ছা করি না। হে দেব! আপনি এই কর্ম্মফলকে বায়ুর ন্যায় অনন্ত করিয়া অনন্ত বিশ্বের হিতসাধনে প্রযুক্ত করুন।' ইহার অপেক্ষা আর উদার নিষ্কাম মহৎ কামনা—মহৎ প্রার্থনা কি হইতে পারে? আমরা মনে করি, অনুবাকের উপসংহারে সাধক "সর্ব্বকর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীং"—ভগবানে সকল কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া এই পরাশান্তি লাভে সমর্থ হইয়াছেন। গীতা-প্রসঙ্গে দেখিতে পাই—কর্ম্মফল-ত্যাগই প্রধান ধর্ম্ম। কর্ম্মফল ত্যাগই ভগবৎপ্রাপ্তির প্রধান হেতুভূত। তাই শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

"অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদযোগমাশ্রিতঃ। সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান॥
ত্বমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদযাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥"

ভগবান সেই সর্ব্বকর্ম্মফল তাঁহাতে সমর্পণ করিয়া একমাত্র তাঁহারই আশ্রয় লইতে উপদেশ দিয়াছেন। 'কায়েন মনসা বাচা'—সর্ব্বভাবে তাঁহার শরণাগত হইতে পারিলে আর ভাবনা থাকে কি? মন্ত্র সেই উপদেশই প্রদান করিতেছেন। সর্ব্বকর্ম্মফল ভগবানে ন্যস্ত করিয়া কায়মনোবাক্যে—সর্ব্বভাবে তাঁহার শরণ গ্রহণ কর; সকল দুঃখের অবসান হইবে, সকল অভীষ্ট পূর্ণ হইবে,—মন্ত্রে এই উদ্বোধনাই বর্ত্তমান॥ * (১অষ্টক—১প্রপাঠক—১৩অনুবাক)॥

—— * ——

চতুর্দ্দশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমোঽষ্টকঃ। প্রথমঃ প্রপাঠকঃ। চতুর্দ্দশোঽনুবাকঃ।)

(১) উভা বামিন্দ্রাগ্নী আহুবধ্যা উভা রাধসঃ সহ মাদয়ধ্যৈ। উভা দাতারাবিষাং রয়ীণামুভা বাজস্য সাতয়ে হুবে বাম্।

---

* এই অনুবাকের কয়েকটী মন্ত্র শুক্লযজুর্ব্বেদ সংহিতায় একটু রূপান্তরে পরিদৃষ্ট হয়। সেই মন্ত্র কয়েকটী; যথা,—(১) 'বসুভ্যস্ত্বা' প্রভৃতি; (২) 'অক্তং রিহাণাঃ' প্রভৃতি; (৩) 'আয়ুষ্পা' প্রভৃতি; (৪) 'যং পরিধিং' ইত্যাদি; (৫) 'সংস্রাবভাগাঃ' প্রভৃতি; (৬) 'অগ্নেঽদব্ধায়ুঃ' প্রভৃতি; (৭) 'দেবা গাতুবিদো' প্রভৃতি।

(২) অশ্রবꣳ হি ভূরিদাবত্তরা বাং বিজামাতুরুত বা ঘা স্যালাৎ।

অথা সোমস্য প্রযতী যুবভ্যামিন্দ্রাগ্নী স্তোমং জনয়ামি নব্যম্।

(৩) ইন্দ্রাগ্নী নবতিং পুরো দাসপত্নীরধূনুতং। সাকমেকেন কর্ম্মণা।

(৪) শুচিং নু স্তোমং নবজাতমদ্যেন্দ্রাগ্নী বৃত্রহণা জুষেথাম্। উভা

হি বাꣳ সুহবা জোহবীমি তা বাজꣳ সদ্য উশতে ধেষ্ঠা।

(৫) বয়মু ত্বা পথস্পাতে রথং ন বাজসাতয়ে। ধিয়ে পূষন্নযুজ্মহি।

(৬) পথস্পথঃ পরিপতিং বচস্যা কামেন কৃতো অভ্যানডর্কম্।

স নো রাসচ্ছুরুধশ্চন্দ্রাগ্রা ধিয়ংধিয়ꣳ সীষধাতি প্র পূষা।

(৭) ক্ষেত্রস্য পতিনা বয়ꣳ হিতেনেব জয়ামসি। গামশ্বং

পোষয়িত্বা স নঃ মৃড়াতীদৃশে।

(৮) ক্ষেত্রস্য পতে মধুমন্তমূর্ম্মিং ধেনুরিব পয়ো অস্মাসু ধুক্ষ্ব।

মধুশ্চুতং ঘৃতমিব সুপূতমৃতস্য নঃ পতয়ো মৃড়য়ন্তু।

(৯) অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।

যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম।

(১০) আ দেবানামপি পন্থামগন্ম যচ্ছক্নবাম তদনু প্রবোঢ়ুম্।

অগ্নির্ব্বিদ্বান্ৎস যজাৎ সেদু হোতা সো

অধ্বরান্ৎস ঋতূন্ কল্পয়াতি।

(১১) যদ্বাহিষ্ঠং তদগ্নয়ে বৃহদর্চ্চ বিভাবসো। মহিষীব

ত্বদ্রয়িস্ত্বদ্বাজা উদীরতে।

(১২) অগ্নে ত্বং পারয়া নব্যো অস্মান্ৎস্বস্তিভিরিতি দুর্গাণি

বিশ্বা। পূশ্চ পৃথ্বী বহুলা ন উর্ব্বী ভবা

তোকায় তনয়ায় শং যোঃ।

(১৩) ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি দেব আ মর্ত্ত্যেম্বা। ত্বং যজ্ঞেম্বীড্যঃ।

(১৪) যদ্বো বয়ং প্রমিনাম ব্রতানি বিদুষাং দেবা অবিদুষ্টরাসঃ।

অগ্নিষ্টদ্বিশ্বমাপৃণাতি বিদ্বান্যেভির্দ্দেবা৺ ঋতুভিঃ কল্পয়াতি ॥ ১৪ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) উভা। বাম্। ইন্দ্রাগ্নী ইতীন্দ্র—অগ্নী। আহুবধ্যৈ। উভা। রাধসঃ। সহ।

মাদয়ধ্যৈ। উভা। দাতারৌ। ইষাম্। রয়ীণাম্। উভা।

বাজস্য। সাতয়ে। হুবে। বাম্।

(২) অশ্রবম্। হি। ভূরিদাবত্তরেতি ভূরিদাবৎ—তরা। বাম্। বিজামাতুরিতি

বি—জামাতুঃ। উত। বা। ঘ। স্যালাৎ। অথ। সোমস্য। প্রযতীতি প্র—যতী।

যুবভ্যামিতি যুব—ভ্যাম্।

(৩) ইন্দ্রাগ্নী ইতীন্দ্র—অগ্নী। স্তোমম্। জনয়ামি। নব্যম্। ইন্দ্রাগ্নী ইতীন্দ্র—অগ্নী।

নবতিম্। পুরঃ। দাসপত্নীরিতি দাস—পত্নীঃ। অধূনুতম্। সাকম্। একেন। কর্ম্মণা।

(৪) শুচিম্। নু। স্তোমম্। নবজাতমিতি নব—জাতম্। অদ্য। ইন্দ্রাগ্নী ইতীন্দ্র—

অগ্নী। বৃত্রহণেতি বৃত্র—হনা। জুষেথাম্। উভা। হি। বাম্। সুহবেতি

সু—হবা। জোহবীমি। তা। বাজম্। সদ্যঃ। উশতে। ধেষ্ঠা।

(৫) বয়ম্। উ। ত্বা। পথঃ। পতে। রথম্। ন। বাজসাতয় ইতি বাজ—সাতয়ে।

ধিয়ে। পূষন্। অযুজ্মহি।

(৬) পথস্পথ ইতি পথঃ—পথঃ। পরিপতিমিতি পরি—পতিম্। বচস্যা। কামেন। কৃতঃ।

অভীতি। আনট্। অর্কম্। সঃ। নঃ। রাসৎ। শুরুধঃ। চন্দ্রাগ্রা ইতি চন্দ্র—

অগ্রাঃ। ধিয়ংধিয়মিতি ধিয়ং—ধিয়ম্। সীষধাতি। প্রেতি। পূষা।

(৭) ক্ষেত্রস্য। পতিনা। বয়ম্। হিতেন। ইব। জয়ামসি। গাম্। অশ্বম্।

পোষয়িত্নু। এতি। সঃ। নঃ। মৃড়াতি। ঈদৃশে।

(৮) ক্ষেত্রস্য। পতে। মধুমন্তমিতি মধু—মন্তম্। উর্ম্মিম্। ধেনুঃ। ইব।

পয়ঃ। অস্মাসু। ধুক্ষ্ব। মধুশ্চ্যুতমিতি মধু—শ্চ্যুতম্। ঘৃতম্। ইব।

সুপূতমিতি সু—পূতম্। ঋতস্য। নঃ। পতয়ঃ। মৃড়য়ন্তু।

(৯) অগ্নে। নয়। সুপথেতি সু—পথা। রায়ে। অস্মান্। বিশ্বানি। দেব।

বয়ুনানি। বিদ্বান্। যুযোধি। অস্মৎ। জুহুরাণম্। এনঃ। ভূয়িষ্ঠাম্। তে।

নমউক্তিমিতি নমঃ—উক্তিম্। বিধেম।

(১০) এতি। দেবানাম্। অপীতি। পন্থাম্। অগন্ম। যৎ। শক্নবাম। তৎ।

অন্বিতি। প্রবোঢ়ুমিতি প্র—বোঢ়ুম্। অগ্নিঃ। বিদ্বান্। সঃ। যজাৎ। সঃ।

ইৎ। উ। হোতা। সঃ। অধ্বরান্। সঃ। ঋতূন্। কল্পয়াতি।

(১১) যৎ। বাহিষ্ঠম্। তৎ। অগ্নয়ে। বৃহৎ। অর্চ্চ। বিভাবসো ইতি বিভা—

বসো। মহিষী। ইব। ত্বৎ। রয়িঃ। ত্বৎ। বাজাঃ। উদিতি। ঈরতে।

(১২) অগ্নে। ত্বম্। পারয়। নব্যঃ। অস্মান্। স্বস্তিভিরিতি স্বস্তি—ভিঃ।

অতীতি। দুর্গাণীতি দুঃ—গানি। বিশ্বা। পূঃ। চ। পৃথ্বী। বহুলা।

নঃ। উর্ব্বী। ভব। তোকায়। তনয়ায়। শম্। যোঃ।

(১৩) ত্বম্। অগ্নে। ব্রতপা ইতি ব্রত—পাঃ। অসি। দেবঃ। এতি।

মর্ত্ত্যেষু। আ। ত্বম্। যজ্ঞেষু। ঈড্যঃ।

(১৪) যৎ। বঃ। বয়ম্। প্রমিনামেতি প্র—মি নাম। ব্রতানি। বিদুষাম্। দেবাঃ। অবিদুষ্টরাস ইত্যবিদুঃ—তরাসঃ। অগ্নিঃ। তৎ। বিশ্বম্। এতি। পৃণাতি। বিদ্বান্। যেভিঃ। দেবান্। ঋতুভিরিত্যৃতু—ভিঃ। কল্পয়াতি॥ ১৪॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'ইন্দ্রাগ্নী' (শক্তিজ্ঞানপ্রদায়কৌ হে দেবৌ!) 'বাং' (যুবাং) 'উভা' (উভৌ) 'আহুবধ্যৈ' (আহুবধ্যৈ, আহ্বাতুমিচ্ছামি ইতি শেষঃ); 'উভা' (যুবাং উভৌ) 'রাধসঃ সহ' (হবির্লক্ষণেন ধনেন সহ, অস্মাকং আরাধনয়া সহ ইতি ভাবঃ) 'মাদয়ধ্বৈ' (মাদয়িতুং হর্ষয়িতুং বা সঙ্কল্পয়িষ্যে ইতি শেষঃ); যতঃ 'উভা' (উভৌ যুবাং) 'ইষাং' (ইহলোকে প্রাণশক্তিপ্রদানাং অন্নানাং ইতি যাবৎ) 'রয়ীণাং' (পরলোকে পরমার্থ-প্রদানাং ধনানাং ইতি ভাবঃ) 'দাতারা' (দাতারৌ, বিতরণকারিণৌ) ভবথ ইতি শেষঃ। অতঃ 'উভা' (উভৌ) 'বাং' (যুবাং) 'বাজস্য' (ইহলোকে শক্তিজ্ঞানপ্রদস্য পরলোকে পরমার্থপ্রাপকস্য ইতি ভাবঃ) 'সাতয়ে' (লাভায়, দানায় বা) 'হুবে' (আহ্বয়ামি)। শক্তিজ্ঞানপ্রদায়কৌ ইন্দ্রাগ্নীরূপৌ দেবৌ পরিতৃপ্তৌ ভবতং। শক্তিজ্ঞানঞ্চ অস্মভ্যং প্রযচ্ছতং ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ।

২। শক্তিজ্ঞানপ্রদায়কৌ হে দেবৌ! 'বাং' (যুবাং) 'ভূরিদাবত্তরা' (প্রকৃষ্টদান-শীলৌ ইত্যর্থঃ) 'অশ্রবং হি' (ইত্যেবং অশ্রৌষং, শৃণোমি বা); 'উত বা' (অপিচ) 'বিজামাতুঃ' (বিশিষ্টং অপত্যং উৎপাদয়িতুঃ, বিশিষ্টধনপ্রদাতুঃ ইত্যর্থঃ) 'স্যালাৎ' (শালাৎ, গৃহাৎ, হৃদয়াৎ ইতি ভাবঃ) 'ঘা' (রিপূণাং হন্তারৌ ভবথঃ ইতি ভাবঃ)। 'অথ' (অনন্তরং, তাদৃশৌ গুণোপেতৌ যুবাং ইতি জ্ঞাত্বা ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রাগ্নী' (জ্ঞানৈশ্বর্য্যাধিপতী হে দেবৌ!) 'যুবভ্যাং' (যুবাভ্যাং) 'সোমস্য' (সত্ত্বভাবস্য—অংশঃ ইতি যাবৎ) 'প্রয়তী' (উৎসর্গায়) 'নব্যং' (অভিনবং—চিরনূতনং ইতি ভাবঃ) 'স্তোমং' (স্তোত্রং—মন্ত্রং) 'জনয়ামি' (হৃদি উৎপাদয়ামি, প্রতিষ্ঠাপয়ামি ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোহয়ং দেবমাহাত্ম্যখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকঃ সঙ্কল্পসূচকশ্চ। তাৎপর্য্যার্থঃ—দেবৌ পরমদাতারৌ শত্রুনাশকৌ চ। হৃদি তয়োঃ প্রতিষ্ঠার্থং অহং সঙ্কল্পবদ্ধঃ ভবামি ইতি ভাবঃ।

৩। 'ইন্দ্রাগ্নী' (শক্তিজ্ঞানপ্রদায়কৌ হে দেবৌ!) যুবাং 'দাসপত্নীঃ' (সৎকর্ম্মণাং উপক্ষয়িতৄণাং শত্রূণাং ইতি যাবৎ) 'অধূনুতং' (অধ্যুষিতং ইত্যর্থঃ) 'নবতিং' (বহু-সংখ্যাকং) 'পুরঃ' (গৃহং), অথবা 'নবতিং পুরঃ' (নবদ্বারবিশিষ্টং অসংখ্যশত্রুপরি-

বেষ্টিতং অস্মাকং দেহরূপং গৃহং ইতি ভাবঃ, যদ্বা—সর্ব্বান্ শত্রূন্ নাশয়িত্বা নবদ্বারবিশিষ্টং দেহরূপং গৃহং রক্ষসি পালয়সি চ ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ)। তস্মাৎ 'কর্ম্মণা (শত্রুনাশরূপেণ মহৎ কর্ম্মণা ইত্যর্থঃ, যদ্বা—সর্ব্বেষু কর্ম্মসু ইতি ভাবঃ) 'একেন' (অদ্বিতীয়ত্বেন, অদ্বিতীয়ৌঃ যুবাং ইতি যাবৎ) 'সাকং' (যুবয়োঃ মহিমানং পারং নাস্তি ইতি ভাবঃ, যদ্বা—অশেষমহিমান্বিতৌ ভবথঃ ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ। অত্র ভগবতঃ মহিমা প্রদর্শয়তি। সর্ব্বকর্ম্মসম্পাদকঃ সর্ব্বেষু কর্ম্মসু বিদ্যমান্ পরমেশ্বরঃ সর্ব্বান্ সৎকর্ম্মসু নিয়োজয়তি। তস্মিন্ কর্ম্মণি শত্রুনাশং সম্ভবতি। এবং সতি শত্রুনাশেন লোকাঃ ভগবতঃ অশেষকীর্ত্তিং প্রখ্যাপয়তি ভগবন্তং চ প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ।

৪। 'বৃত্রহণা' (সর্ব্বশত্রুনাশকৌ হে শক্তিজ্ঞানরূপৌ দেবৌ!) যুবাং 'অদ্য' (অস্মিন দিনে, সর্ব্বস্মিন্ কালে ইত্যর্থঃ, যদ্বা—অস্মাভিরনুষ্ঠিতে অস্মিন কর্ম্মণি—সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি ইতি ভাবঃ) 'শুচিং' (প্রকৃষ্টং বিশুদ্ধং, যদ্বা—ভক্তিসহযুতং ইতি ভাবঃ) 'নবজাতং' (চিরনূতনং) 'স্তোমং' (স্তুতিং, সদ্ভাবসমন্বিতং সৎকর্ম্ম ইতি ভাবঃ) 'জুষেথাং' (গৃহ্নীতং)। 'বাং' (যুবাং) 'উভে' (উভৌ) 'হি' (নিশ্চিতং) 'সুহবা' (প্রকৃষ্টহবির্দ্দায়কৌ, সদ্ভাব-প্রবর্দ্ধকৌ ইত্যর্থঃ) ভবতং ইতি শেষঃ। অতঃ যুবাং উভৌ 'জোহবীমি' (পূজয়ামি, হৃদি প্রতিষ্ঠায়ামি ইত্যর্থঃ)। 'তা' (তৌ উভৌ যুবাং) 'উশতে' (মোক্ষকামিনে সাধকায়,—তস্য মঙ্গলসাধনায় ইত্যর্থঃ) 'সদ্যঃ' (নিত্যকালং ত্বরয়া বা) 'বাজং' (অভীষ্টং—শ্রেষ্ঠং পরমার্থং ইতি ভাবঃ) 'ধেষ্ঠা' (বিধায়তং ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভগবতঃ করুণাং বিনা কোঽপি তৎপ্রসাদং লব্ধুং ন শক্নোতি। অতি অভাজনোঽপি যদি ভগবদনুসারী ভবেৎ নিশ্চিতমেব সঃ পরিত্রাণং লভতি। অতঃ প্রার্থনা—জ্ঞানেন কর্ম্মশক্ত্যা চ সর্ব্বশক্তে-রাধারস্য ভবগতঃ করুণাং লব্ধা পরাগতিং প্রাপ্স্যামঃ ইতি সঙ্কল্পঃ।

৫। 'পথস্পতে' (সন্মার্গপালক, সৎপথি প্রবর্ত্তক বা ইত্যর্থঃ) 'পূষন্' (পোষক, সদ্ভাবপোষক হে দেব দেবভাব বা!) 'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ বয়ং) 'বাজসাতয়ে' (পরমধন-প্রাপ্তয়ে) 'ধিয়ে' (সদ্‌বুদ্ধিলাভায়, আত্মজ্ঞানজননায়) অথবা 'বাজসাতয়ে' (পরমধন-প্রাপকে) 'ধিয়ে' (সৎকর্ম্মণি) 'রথং ন' (রথমিব সংবাহকঃ পরিত্রাণকারকঃ—যদ্বা ভগবৎ-প্রাপকঃ যথা ভবসি তথা) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অযুজ্মহি' (নিয়োজয়ামি)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মো-দ্বোধকঃ। মম কর্ম্ম যথা পরমার্থপ্রাপকং ভবতি তথা তং নিয়োজয়ামি ইতি সঙ্কল্পঃ।

৬। (ক) 'পথস্পথঃ' (সর্ব্বস্য শোভনমার্গস্য) 'পরিপতিং' (অধিপতিং, শ্রেষ্ঠ-পথপ্রদর্শকং ইত্যর্থঃ) 'অর্কং' (সর্ব্বদ্রষ্টারং, সর্ব্বেষাং আকাজ্ক্ষণীয়ং) তং দেবং দেবভাবং বা 'কামেন' (কর্ম্মফলদানেন, তমুদ্দিশ্য কর্ম্মফলং সমর্পয়িত্বা ইতি যাবৎ) 'কৃতঃ' (কর্ম্মফলসমর্পণেচ্ছয়া প্রেরিতঃ অহং) 'বচসা' (জ্ঞানভক্তিসমন্বিতেন স্তোত্রেণ কর্ম্মণা বা) 'অভ্যানট্' (অভিব্যাপ্তবানস্মি, প্রাপ্নোমি ইতি ভাবঃ। প্রার্থনামূলক আত্মোদ্বোধকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। কর্ম্মফলপ্রদানেন ভগবৎসম্মিলনলাভঃ অত্র সূচয়তি। ভাবার্থঃ—সর্ব্বকর্ম্ম-ফলং ভগবতি সংন্যস্য অহং তদনুগ্রহং লভেয়ং।

(খ) অপিচ, 'সঃ' (সঃ চ সন্মার্গপালকঃ দেবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'শুরুধঃ'

(শত্রুপ্রতিবন্ধকং) 'চন্দ্রাগ্রাঃ' (চন্দ্রবৎ পরমানন্দসাধকং ইত্যর্থঃ) 'রাসৎ' (পরমধনং ইতি ভাবঃ) প্রযচ্ছতু ইতি শেষঃ। অথবা, 'সঃ' (সঃ চ পোষকঃ ভগবান—তদনুগ্রহেণ ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'শুরুধঃ' (শত্রুপ্রতিবন্ধকঃ) 'চন্দ্রাগ্রাঃ' (চন্দ্রবৎ পরমানন্দদায়কঃ শুদ্ধসত্ত্ব ইতি যাবৎ) 'রাসৎ' (পরমধনপ্রাপকঃ) ভবতু ইতি শেষঃ। অপিচ সঃ 'পূষা' (সদ্ভাবপোষকঃ দেবঃ) 'ধিয়ং ধিয়ং' (অস্মদীয়ং সর্ব্বং সৎকর্ম্ম প্রজ্ঞাং বা ইত্যর্থঃ) 'সীষধাতি' (প্রসাধয়তু)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভগবদনুগ্রহেণ অস্মাকং কর্ম্ম সুফলসমন্বিতং ভবতু। অস্মান্ সৎপথি প্রবর্ত্তয়িত্বা সঃ ভগবান্ অস্মাকং শত্রুপ্রতিবন্ধকং পরমানন্দপ্রদং পরমধনং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ।

৭। 'হিতেনেব' (সর্ব্বপ্রাণিনিতায়, বিশ্বহিতকামনয়া উদ্‌বুদ্ধঃ সন্ ইত্যর্থঃ) 'বয়ং' (অর্চ্চকাঃ বয়ং ইতি যাবৎ) 'ক্ষেত্রস্য পাতিনা' (হৃদরূপস্য ক্ষেত্রস্য স্বামিনঃ ভগবতঃ অনুগ্রহেণ ইতি ভাবঃ) 'গাং' (জ্ঞানজ্যোতিং) 'অশ্বং' (কর্ম্মশক্তিং ইতি ভাবঃ) 'জয়ামসি' (জয়ামঃ, লভাম ইত্যর্থঃ)। 'সঃ' (সঃ ক্ষেত্রস্য পতিঃ পরব্রহ্মঃ ইতি ভাবঃ) 'পোষয়িত্বা' (সদ্ভাবাদিভিঃ প্রবর্দ্ধয়িত্বা) 'ঈদৃশে' (জ্ঞানশক্তিদানেন ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'মৃড়াতি' (সুখয়তি, পরমসুখং প্রযচ্ছতু ইতি শেষঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনা-মূলকঃ। অস্মাকং জ্ঞানং কর্ম্মশক্তিং চ অস্মাকং পরমসুখহেতুভূতৌ ভবতং ইতি ভাবঃ।

৮। 'ক্ষেত্রস্য পতে' (হৃদ্‌রূপস্য আধারক্ষেত্রস্য স্বামিন্ হে ভগবন্!) 'ধেনুঃ পয়ঃ ইব' (ধেনুঃ যথা পয়ঃ দোগ্ধি তথা) ত্বং 'অস্মাসু' (প্রার্থনাপরায়ণেষু অস্মাসু ইত্যর্থঃ) 'মধুশ্চুতং' (মধু ইব মুহুর্ম্মুহুক্ষরণশীলং, মধুস্রাবি ইত্যর্থঃ) 'ঘৃতমিব সুপূতং' (ঘৃতমিব কলুষরহিতং বিশুদ্ধং ইত্যর্থঃ) মধুমন্তং' (পরমানন্দপ্রদং) 'উর্ম্মিং' (শুদ্ধসত্ত্বপ্রবাহং) 'ধুক্ষ্ব' (দোগ্ধি, সম্পাদয়তু ইতি ভাবঃ)। অপিচ, হে ভগবন্! 'ঋতস্য' (সৎকর্ম্মণঃ) 'পতয়ঃ' (অনুষ্ঠাতারঃ অস্মান্ ইতি যাবৎ) 'মৃড়য়ন্তু' (সুখয়তু,—নিত্যমস্মান্ রক্ষতু ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—ভগবান অস্মান্ সদ্ভাবসমন্বিতান্ করোতু এবং সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ অস্মাকং সুখহেতুভূতঃ ভবতু।

৯। 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানরূপিন্ হে ভগবন্!) 'বিশ্বানি' (সর্ব্বাণি) 'দেব' (দানাদি-গুণযুক্তানি অপিতু শুদ্ধসত্ত্বজনকানি) 'বয়ুনানি' (প্রকৃষ্টজ্ঞানানি, প্রজ্ঞানানি বা—কর্ম্মমার্গান্ ইত্যর্থঃ) 'বিদ্বান্' (জানানঃ, বেদয়িতারঃ—সর্ব্বজ্ঞানাধারঃ ইতি ভাবঃ) ত্বং 'অস্মান্' (তব শরণাগতান্ উপাসকান্ ইত্যর্থঃ) 'রায়ে' (পরমধনদানায়) 'সুপথা' (শোভনমার্গেণ) 'নয়' (প্রাপয়, পরিচালয় ইত্যর্থঃ)। ভগবতঃ বিজ্ঞানশক্তীনাং প্রমাণং নাস্তি। সঃ ভগবান অস্মান্ সন্মার্গেণ পরিচালয়তু সৎকর্ম্মণি চ নিয়োজয়তু ইতি ভাবঃ। অপিচ, হে দেব! 'অস্মৎ' (মত্তঃ, মদনুষ্ঠিতেভ্যঃ আরব্ধকর্ম্মেভ্যঃ ইত্যর্থঃ) 'জুহুরাণং' (কুটিলীকর্ত্তুমিচ্ছন্, অভিলষিতক্রিয়াবিঘাতকং ইতি যাবৎ) 'এনং' (পাপং) 'যুযোধি' (বিযোজ, পৃথক্‌কুরু ইত্যর্থঃ)। কিঞ্চ হে দেব! 'তে' (ত্বদর্থং, ভবৎ-প্রীত্যর্থং) 'ভূয়িষ্ঠাং' (বহুলতমং, প্রভূতং ইত্যর্থঃ) 'নম উক্তিং' (নমস্কর্ম্মণা সহযুতং স্তুতিবাক্যং) 'বিধেম' (পরিচরেম, উচ্চারয়েম বয়মিতি শেষঃ)। ন হি সৎকর্ম্মবাধকানাং

প্রমাণং অস্তি। প্রজ্ঞানরূপিণঃ ভগবতঃ প্রভাবেন সর্ব্বে বাধকাঃ বিনাশং প্রাপ্নোন্তি। অতঃ প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মাকং সৎকর্ম্মণঃ বিরোধিনঃ অন্তঃশত্রূন্ বিনাশয় সদ্ভাবোন্মেষণেন চ অভীষ্টফলং প্রযচ্ছ।

১০। 'দেবানাং' (দেবভাবানাং স্বভূতং ইত্যর্থঃ) 'পন্থাং' (শোভনমার্গং) 'অপি' 'যৎ' (যথা) 'অগন্ম' (প্রাপ্তবন্তঃ ভবেম, প্রাপ্নুয়াম ইত্যর্থঃ) তথা বয়ং 'শকবাম' (শক্নুমঃ, সমর্থাঃ ভবাম)। যেন কর্ম্মসম্পাদনেন বয়ং দেবান প্রাপ্নুম, 'তৎ' (তৎ কর্ম্ম) 'অনু' (অনুক্রমেণ, প্রকৃষ্টজ্ঞানেন ভক্তিসমন্বিতেন চিত্তেন অবিচ্ছেদেন চ ইতি ভাবঃ) 'প্রবোঢুং' (প্রকর্ষেণ সমাপ্তিং প্রাপয়িতু সম্পাদয়িতুং বা সমর্থাঃ ভবাম—বয়মিতি ইতি শেষঃ। তদনন্তরং 'বিদ্বান্' (তং পন্থানং জানানঃ, বেদয়িতারঃ ইত্যর্থঃ) সঃ 'অগ্নিঃ' (প্রজ্ঞানস্বরূপঃ ভগবান) 'যজাৎ' (দেবানাং প্রীতিসাধকং দেবযজনং বিজ্ঞাপয়তু ইতি ভাবঃ)। 'সেৎ উ' (সঃ খলু জ্ঞানদেব ইত্যর্থঃ) 'হোতা' (দেবানাং আহ্বাতা, দেবভাবজনয়িতা ইতি ভাবঃ) ভবতি; অতঃ 'সঃ' (সঃ দেবঃ) 'ঋতূন্' (যজ্ঞান্, সৎকর্ম্মাণি ইত্যর্থঃ) 'অধ্বরান' (হিংসারহিতান্, শত্রোরুপদ্রবরহিতান্) 'কল্পয়াতি' (করোতু ইতি ভাবঃ)। অয়ং মন্ত্রঃ সঙ্কল্পজ্ঞাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। প্রথমার্দ্ধে সঙ্কল্পঃ শেষার্দ্ধে প্রার্থনা বর্ত্ততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—জ্ঞানদেব অস্মান্ সৎপথি প্রবর্ত্তয়তু। তদনুগ্রহেণ অস্মাকং অন্তঃশত্রূন্ বিনাশং যান্তু। তেন সৎকর্ম্ম-সাধনেন বয়ং পরমাভীষ্টং লভেম।

১১। 'যৎ' (সৎকর্ম্ম) 'বাহিষ্ঠং' (বোঢৃতমং, সদ্ভাববর্দ্ধকং ভগবৎপ্রীতিসাধকং চ) 'তৎ' (তৎ সৎকর্ম্ম ইত্যর্থঃ) 'অগ্নয়ে' (প্রজ্ঞানস্বরূপায় ভগবতে—ভগবৎপ্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) সম্পাদয়িতুমর্হতি। 'বিভাবসো' (পরমধনাধিপতে হে ভগবন্!) অস্মভ্যং 'বৃহৎ' (শ্রেষ্ঠধনং) 'অর্চ্চ' (প্রযচ্ছ)। 'ত্বৎ' (ত্বত্তঃ সকাশাৎ) 'মহিষী' (মহতী, পরমার্থদায়কং) 'রয়িঃ' (ধনং) 'উদীরতে' (উদ্গচ্ছতি); অপিচ, 'ত্বৎ' (ত্বত্তঃ সকাশাৎ) 'বাজা' (অন্নানি, বলপ্রাণরূপাণি ইতি ভাবঃ) উদ্গচ্ছতি ইতি শেষঃ। ভগবান সর্ব্বেষাং অধীপঃ পরমধনবিধাতা। যঃ যৎ কাময়তি, ভগবদনুগ্রহেণ সঃ তৎ প্রাপ্নোতি। ভগবতঃ মহিমহিম্নঃ পারং নাস্তি ইতি ভাবঃ।

১২। 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্!) ত্বং 'অস্মান্' (তব শরণাগতান উপাসকান্ অস্মান্ ইতি ভাবঃ) 'পারয়া' (ভবাব্ধিপারে—নয়তু ইতি ভাবঃ)। 'নব্যঃ' (চিরনূতনৈঃ স্তুতিভিঃ) অপিচ 'স্বস্তিভিঃ' (অত্যন্তং পূজিতৈঃ যজ্ঞাদিসাধনৈঃ—অস্মাভিঃ স্বনুষ্ঠিতেন সৎকর্ম্মণা ইত্যর্থঃ) পরিতুষ্টঃ সন্ 'বিশ্বা' (বিশ্বানি সর্ব্বাণি) 'দুর্গাণি' (দুর্গমনানি, পাপানি ইত্যর্থঃ) 'অতি পারয়' (অতিক্রাময়—অস্মান্ ইতি ভাবঃ)। কিঞ্চ ভবদনুগ্রহেণ 'নঃ' (অস্মাকং) 'পূঃ' (শত্রোরবরোধকং দুর্গং—সামর্থ্যং ইতি ভাবঃ) 'পৃথ্বী' (পৃথুতরং—বহুলং ইত্যর্থঃ) ভবতু ইতি শেষঃ। অপিচ 'নঃ' (অস্মাকং) 'উর্ব্বী' (নিবাসস্থানং—পরমস্থানং ইত্যর্থঃ) বিস্তীর্ণং ভবতু। কিঞ্চ ত্বং 'নঃ' (অস্মাকং) 'তোকায় তনয়ায়' (সদ্ভাববর্দ্ধনায় ইতি ভাবঃ) 'শং যোঃ' (সুখসম্বন্ধযুতঃ) 'ভবা' (ভবতু ইতি যাবৎ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভগবান অস্মাকং মঙ্গলং বিধায়তু অস্মান্ প্রতি করুণাং প্রকাশয়তু ইতি ভাবঃ।

১৩। 'অগ্নে' (জ্ঞানময় হে ভগবন্!) 'ত্বং দেবঃ' (দ্যোতামানস্ত্বং, স্বপ্রকাশস্ত্বং) 'আ

মর্ত্ত্যেষু' (মনুষ্যপর্য্যন্তেষু সর্ব্বপ্রাণিষু) 'ব্রতপা' (সৎকর্ম্মণঃ পালকঃ) 'অসি' (ভবসি); তথা 'ত্বং আ' (ত্বং সমন্তাৎ, সর্ব্বতোভাবেন ইত্যর্থঃ) 'যজ্ঞেষু' (সৎকর্ম্মসু) 'ঈড্যঃ' (পূজিতব্যো ভবসি)। সর্ব্বকর্ম্মসু জ্ঞানদেবস্য প্রভাবঃ বিশ্রুতে ইতি ভাবঃ।

১৪। 'অবিদুষ্টরাসঃ' (ভগবৎকর্ম্মানভিজ্ঞাঃ অকিঞ্চনাঃ ইতি ভাবঃ) বয়ং (শরণাগতাঃ উপাসকাঃ বয়ং ইতি ভাবঃ) 'বঃ' (যুষ্মকাং সম্বন্ধি) 'ব্রতানি' (কর্ম্মাণি—কর্ম্মসু ইতি যাবৎ) 'বিদুষাং' (ভবতাং জানতাং কিন্তু অস্মাকং অজানতাং ইতি ভাবঃ) 'যৎ' (যৎকিঞ্চিৎ) 'প্রমিণাম' (প্রহিংসিতবন্তঃ—প্রত্যবায়ং সংজনয়াম, ক্রটিবিচ্যুতিং সজ্ঘটয়াম ইতি ভাবঃ) 'বিদ্বান্' (এতৎ-সর্ব্বং জানানঃ—সর্ব্বজ্ঞঃ ইতি ভাবঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানময়ঃ ভগবান) 'তৎ' (স্বিষ্টকৃতং) 'বিশ্বং' (সর্ব্বং কর্ম্মজাতং প্রত্যবায়ং ক্রটিবিচ্যুতিং চ ইতি ভাবঃ) 'আ পৃণাতি' (সর্ব্বপ্রকারেণ পূরয়তু)। অকিঞ্চনাঃ বয়ং অজ্ঞানাৎ যদি বা মোহাৎ ভগবৎকর্ম্মসু যৎকিঞ্চিৎ প্রত্যবায়ং ক্রটিবিচ্যুতিং সংঘটয়ামি, ভগবান তৎ সর্ব্বং ফলসমন্বিতং পরিপূর্ণং করোতু ইতি ভাবঃ। অপিচ, 'যেভিঃ' 'ঋতুভিঃ' (যেষু কর্ম্মসু যদপি অঙ্গহানিং ভবতি ইতি যাবৎ) 'দেবান' (সর্ব্বে দেবাঃ) তৎসর্ব্বং আপূরয়তু ইতি শেষঃ। অয়ং মন্ত্রঃ প্রত্যবায়পরিহারমূলকঃ। প্রত্যবায়েঽপি ভগবদনুগ্রহেণ কর্ম্ম ফলসমন্বিতং ভবতি ইতি ভাবঃ। (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—১৪ অনুবাক)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। শক্তিজ্ঞানপ্রদায়ক হে ইন্দ্রাগ্নীদেবতা! আপনাদের উভয়কে আহ্বান করিতে (পূজা করিতে) ইচ্ছা করিয়াছি; আপনাদিগের আরাধনা-রূপ ধনের দ্বারা আপনাদিগকে আনন্দিত করিব সঙ্কল্প করিয়াছি; আপনারা উভয়ে ইহলোকে প্রাণশক্তিপ্রদ অন্নের এবং পরলোকে পরমার্থপ্রদ ধনের দাতা হয়েন। অতএব আপনাদের উভয়কেই, জয়-দানের জন্য আহ্বান (পূজা) করিতেছি। (ভাব এই যে,—জ্ঞানশক্তিপ্রদায়ক ইন্দ্রাগ্নীদেবদ্বয় পরিতৃপ্তিলাভ করুন এবং আমাদিগকে শক্তি ও জ্ঞান প্রদান করুন)

২। শক্তিপ্রদায়ক হে দেবদ্বয়! আপনারা প্রকৃষ্টদানশীল—এইরূপ শুনিয়াছি বা শুনিতে পাই; অপিচ, বিশিষ্ট অপত্যের উৎপাদয়িতা হইতে অর্থাৎ বিশিষ্টধনপ্রদাতা হৃদয়রূপ গৃহ হইতে আপনারা রিপুশত্রুদিগের হন্তারক হয়েন। অনন্তর অর্থাৎ আপনারা তাদৃশ গুণোপেত জানিয়া, জ্ঞানের ও ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের জন্য সত্ত্বভাবের অংশ উৎসর্গের নিমিত্ত অভিনব চিরন্তন মন্ত্রকে হৃদয়ে উৎপাদন করিতেছি, প্রতিষ্ঠিত রাখিতেছি। (এই মন্ত্রটী দেবমাহাত্ম্য-খ্যাপক। প্রার্থনামূলক

এবং সঙ্কল্পসূচক। তাই প্রার্থনা এই যে,—দেবদ্বয় পরম দাতা ও শত্রু-নাশক; হৃদয়ে তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠার জন্য আমি সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছি)।

৩। জ্ঞান ও শক্তি-দায়ক হে দেবদ্বয়! আপনারা সৎকর্ম্মের উপক্ষয়িতা (প্রতিবন্ধক) শত্রুদিগের অধ্যুষিত অসংখ্য শত্রুপুরীকে (ভাব এই যে,—নবদ্বারবিশিষ্ট অসংখ্য-শত্রুপরিবেষ্টিত আমাদিগের এই দেহরূপ গৃহকে) সকল শত্রুনাশের দ্বারা রক্ষণ ও পালন করেন। শত্রুনাশরূপ কর্ম্মের দ্বারা অদ্বিতীয়ত্ব হেতু আপনাদের মহিমার অন্ত নাই অথবা সকল কর্ম্মে অদ্বিতীয় আপনারা উভয়েই অশেষ মহিমান্বিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। মন্ত্রে ভগবানের মহিমা প্রদর্শিত হইয়াছে। সকল কর্ম্মের মধ্যে বিদ্যমান সৎকর্ম্মসম্পাদক পরমেশ্বর সকলকে সৎকর্ম্মে নিয়োজিত করেন। তাহাতে সৎকর্ম্মসাধনে শত্রুসমূহ বিনষ্ট হয়। শত্রুনাশের দ্বারাই লোকে ভগবানের অশেষ কীর্ত্তি বিঘোষিত হইয়া থাকে এবং সাধক ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন)।

৪। সর্ব্বশত্রুনাশক হে শক্তিজ্ঞানদায়ক দেবদ্বয়! আপনারা সর্ব্বকালে আমাদিগের অনুষ্ঠিত সকল সৎকর্ম্মে (প্রকৃষ্টরূপে অনুষ্ঠিত ভক্তিসংযুত সকল সৎকর্ম্মে) চিরনূতন স্তুতি বা প্রার্থনা (সদ্ভাবসমন্বিত সৎকর্ম্ম) গ্রহণ করুন (সম্পাদন করুন)। হে দেবদ্বয়! আপনারা উভয়েই প্রকৃষ্ট হবির্দ্দায়ক অর্থাৎ সদ্ভাবপ্রবর্দ্ধক হয়েন। অতএব আপনাদের উভয়কে পূজা (অর্থাৎ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত) করিতেছি। আপনারা উভয়ে মোক্ষকামী সাধকের (অর্চ্চনাকারী শরণাগত আমাদিগের) অভীষ্টপূরণ জন্য শ্রেষ্ঠ পরমার্থধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভগবানের করুণা ভিন্ন কেহই তাঁহার অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হয় না। অতি অভাজনও যদি তাঁহার শরণ গ্রহণ করে, সেই নিশ্চয়ই পরিত্রাণ লাভ করে। অতএব প্রার্থনা—জ্ঞানের এবং কর্ম্মশক্তির দ্বারা সকল শক্তির আধার ভগবানের করুণা লাভ করিয়া যেন পরাগতি প্রাপ্ত হই। মন্ত্রে এইরূপ সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে)।

৫। সন্মার্গপালক অথবা সৎপথের প্রবর্ত্তক হে পোষক (সদ্ভাব-পোষক) দেব বা দেবভাব! প্রার্থনাকারী আমরা পরমধন লাভের নিমিত্ত এবং সদ্‌বুদ্ধি লাভের জন্য (অথবা পরমধনপ্রাপক সৎকর্ম্ম-সাধনের নিমিত্ত) রথের ন্যায় সংবাহক (অর্থাৎ যেরূপে তুমি রথের ন্যায় পরিত্রাণ-

কারক ও ভগবৎপ্রাপক হও, সেইরূপভাবে) তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। সঙ্কল্প এই যে,—আমার কর্ম্ম যাহাতে পরমার্থপ্রাপক হয়, সেই ভাবে যেন তাহাকে নিয়োজিত করিতে পারি।)

৬। (ক) সর্ব্ববিধ শোভনমার্গের অধিপতি অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৎপথ-প্রদর্শক সর্ব্বদ্রষ্টা (সকলের আকাঙ্ক্ষণীয়) সেই দেবতাকে বা দেবভাবকে, কর্ম্মফলদানে এবং জ্ঞানভক্তি-সমন্বিত স্তোত্রের বা কর্ম্মের দ্বারা, কর্ম্মফল-সমর্পণেচ্ছু আমরা যেন অভিব্যাপ্ত করিতে পারি বা প্রাপ্ত হই। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক ও আত্মোদ্বোধক। সর্ব্বকর্ম্মফলসমর্পণে ভগবৎসম্মিলন-লাভের ইচ্ছা মন্ত্রে সূচিত হইয়াছে। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সর্ব্বকর্ম্মফল ভগবানে ন্যস্ত করিয়া যেন তাঁহার অনুগ্রহ-লাভে সমর্থ হই)।

(খ) অপিচ, সন্মার্গপালক সেই দেবতা, আমাদিগের শত্রুপ্রতিবন্ধক, চন্দ্রের ন্যায় পরমানন্দসাধক পরমধন প্রদান করুন। অথবা, সেই পোষক ভগবানের অনুগ্রহে আমাদিগের শত্রুপ্রতিবন্ধক চন্দ্রবৎ-পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব পরমধনপ্রাপক হউক। অপিচ, সদ্ভাবপোষক সেই দেবতা অস্মদীয় সকল সৎকর্ম্ম বা প্রজ্ঞা প্রসাধন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভগবানের অনুগ্রহে আমাদের কর্ম্ম সুফলমণ্ডিত হউক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিয়া ভগবান আমাদিগের শত্রুপ্রতিবন্ধক পরমানন্দপ্রদ পরমধন প্রদান করুন)।

৭। সর্ব্বপ্রাণির হিতের নিমিত্ত বিশ্বের মঙ্গল-সাধনে উদ্বুদ্ধ হইয়া অর্চ্চনাকারী আমরা হৃদয়রূপ ক্ষেত্রের অধিস্বামী ভগবানের অনুগ্রহে যেন জ্ঞানজ্যোতিঃ ও কর্ম্মশক্তি লাভে সমর্থ হই। সেই ক্ষেত্রপতি পরব্রহ্ম সদ্ভাবাদির দ্বারা প্রবর্দ্ধিত করিয়া, জ্ঞানশক্তিদানে আমাদিগের সুখবর্দ্ধন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—আমাদিগের জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তি আমাদিগের সুখহেতুভূত হউক)।

৮। হৃদয়রূপ আধারক্ষেত্রের অধিস্বামিন্ হে ভগবন্! ধেনু যেমন দুগ্ধ দোহন (প্রদান) করে, সেইরূপ আপনি প্রার্থনাকারী আমাদিগের মধ্যে মধুর ন্যায় মুহর্ম্মুহু ক্ষরণশীল, ঘৃতের ন্যায় বিশুদ্ধ ও পরমানন্দপ্রদ, শুদ্ধসত্ত্বপ্রবাহ দোহন (উৎপাদন) করুন। অপিচ, হে ভগবন্! সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা আমাদিগকে সুখে স্থাপন করুন (নিত্যকাল আমাদিগকে রক্ষা

করুন)। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান আমাদিগকে সদ্ভাবসম্পন্ন করুন এবং আমাদিগের হৃদিসঞ্জাত সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের সুখহেতুভূত হউক)।

৯। প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্! শুদ্ধসত্ত্বজনক দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত বিশ্বের সর্ব্ববিধ প্রকৃষ্ট-জ্ঞানের (প্রজ্ঞানের) উন্মেষণকারী আপনি আমাদিগকে পরমধনদানের নিমিত্ত আমাদিগকে শোভনমার্গে (সৎপথে) পরিচালিত করুন। (ভগবানের বিজ্ঞানশক্তির পরিমাণ বা পরিসীমা নাই। সেই ভগবান আমাদিগকে সৎপথে পরিচালিত এবং সৎপথে নিয়োজিত করুন)। অপিচ, হে দেব! আমাদিগ হইতে অর্থাৎ আমাদিগের অনুষ্ঠিত আরব্ধ কর্ম্ম হইতে অভিলষিত ক্রিয়া প্রতিবন্ধক পাপকে বিযুক্ত অর্থাৎ পৃথক করুন। হে দেব! আপনার প্রীতির নিমিত্ত নমস্কর্ম্ম-সহযুত স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করিতেছি। (সংকর্ম্মের প্রতিবন্ধক শত্রুর অন্ত নাই। প্রজ্ঞানরূপী ভগবানের প্রভাবে সকল বাধক শত্রুই বিনাশ-প্রাপ্ত হয়। অতএব প্রার্থনা—হে ভগবন্! আমাদিগের সংকর্ম্মের বিরোধী অন্তঃশত্রুদিগকে বিনাশ করুন এবং সদ্ভাব উন্মেষণে আমাদিগকে অভীষ্ট ফল প্রদান করুন)।

১০। দেবগণের স্বভূত শোভনমার্গ যাহাতে আমরা প্রাপ্ত হইতে পারি, আমরা যেন তদ্রূপ সাধনায় সমর্থ হই। (যে কর্ম্ম সম্পাদনের দ্বারা আমরা দেবগণকে পাইতে পারি, প্রকৃষ্টজ্ঞানে ভক্তিসমন্বিত চিত্তে অবিচ্ছেদে যথানুক্রমে আমরা যেন সেই কর্ম্ম সাধন করিতে সমর্থ হই)। তদনন্তর সেই সন্মার্গের প্রদর্শক (বিজ্ঞাপক) প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবান (আমাদিগকে) দেবগণের প্রীতিসাধক অনুষ্ঠানের বিষয় জানাইয়া দিউন। সেই জ্ঞানস্বরূপ ভগবান দেবগণের আহ্বাতা—দেবভাবজনয়িতা হয়েন। অতএব ভগবান (আমাদিগের) সংকর্ম্মসমূহকে শত্রুর উপদ্রবরহিত করুন। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পজ্ঞাপক এবং প্রার্থনামূলক। প্রথমার্দ্ধে সঙ্কল্প এবং শেষার্দ্ধে প্রার্থনা বর্ত্তমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানদেব আমাদিগকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করুন। তাঁহার অনুগ্রহে আমাদিগের অন্তঃশত্রু বিনাশপ্রাপ্ত হউক। তাহাতে, সৎকর্ম্মসাধনে আমরা যেন পরমাভীষ্ট-লাভে সমর্থ হই)।

১১। যে কর্ম্ম সদ্ভাববর্দ্ধক ও ভগবৎপ্রীতিসাধক, প্রজ্ঞানস্বরূপ

ভগবানের পরিতৃপ্তির (তাঁহার অনুগ্রহ লাভের) নিমিত্ত সেই কর্ম্মই সম্পাদন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পরমধনাধিপতে হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ ধন প্রদান করুন! আপনার নিকট হইতেই পরমার্থপ্রদ ধন আগমন করে এবং আপনার নিকট হইতেই বল প্রাণ উপজিত হয়। (ভগবান সকলেরই অধিপতি পরমধন-প্রদাতা। যিনি যাহা কামনা করেন, তাঁহার অনুগ্রহে তিনি তাহাই প্রাপ্ত হইতে পারেন ; ভগবানের মহিমার অন্ত নাই)।

১২। প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্! আপনি আপনার শরণাগত উপাসক আমাদিগকে ভবাব্ধিপারে লইয়া যাউন। অপিচ, আমাদিগের অনুষ্ঠিত চিরনূতন স্তুতির (স্বনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মের) দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া আমাদিগকে যাবতীয় পাপাচরণ অতিক্রমণের সামর্থ্য দিউন। আপনার অনুগ্রহে আমাদিগের নিবাসহেতুক পরমস্থান বিস্তীর্ণ হউক। আমাদিগের সদ্ভাব-সম্বর্দ্ধনের নিমিত্ত আপনি আমাদের সুখসম্বন্ধযুক্ত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভগবান আমাদিগের মঙ্গলবিধান করুন! আমাদিগের প্রতি করুণাধারা বর্ষণ করুন)।

১৩। হে জ্ঞানময় দেব! স্বপ্রকাশ আপনি সকল প্রাণীর সৎকর্ম্মের পালক হয়েন ; আর সকল যজ্ঞে—সকল সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে—আপনি পূজনীয় হয়েন। (ভাব এই যে,—সকল কর্ম্মেই ভগবানের প্রভাব বিদ্যমান)।

১৪। হে দেবগণ! ভগবৎকর্ম্মে অনভিজ্ঞ অকিঞ্চন শরণাগত আমরা, আপনাদিগের সম্বন্ধি কর্ম্মে, আপনার জ্ঞাতসারে অথচ আমাদিগের অজ্ঞাতসারে (অজ্ঞানতা বশতঃ) যদি কোনও প্রত্যবায় ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটাইয়া ফেলি, সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানময় ভগবান স্বিষ্টকৃত অর্থাৎ সেই কর্ম্মজাত প্রত্যবায় সর্ব্বপ্রকারে পূরণ করুন। (ভাব এই যে,—অকিঞ্চন আমরা অজ্ঞানতা বা মোহ বশতঃ ভগবৎ-কর্ম্মসম্পাদন-কালে যে কিছু প্রত্যবায় ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটাইয়া ফেলি, ভগবান সে সকল পূরণ করিয়া, আমাদিগের কর্ম্মকে ফল-সমন্বিত করুন)। অপিচ, যে কর্ম্মে যে কিছু অঙ্গহানি ঘটে, সকল দেবগণ তাহা পূর্ণ করুন। (ভাব এই যে,—প্রত্যবায় সংঘটিত হইলেও—ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিলেও—ভগবানের অনুগ্রহে কর্ম্ম ফলসমন্বিত হউক)। (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—১৪ অনুবাক) ॥

* * *

মন্ত্র-ভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

ত্রয়োদশানুবাকে দর্শপূর্ণমাসমন্ত্রাঃ সমাপ্তাঃ। অথ তদ্বিকৃতিমন্ত্রা বক্তব্যাঃ। বিকৃতিষু চাঽধ্বর্য্যবমন্ত্রাণামতিদেশে বৈধপ্রাপ্তত্বাদ্ধৌত্রা এবানুশিষ্যন্তে। ততঃ প্রপাঠকানামন্ত্যানুবাকেষু কাম্যেষ্টীনাং যাজ্যাপুরোনুবাক্যাঃ ক্রমেণোচ্যন্তে। তাশ্চেষ্টয়ো দ্বিতীয়কাণ্ডস্য দ্বিতীয়তৃতীয়চতুর্থ-প্রপাঠকেষু ক্রমেণ বিধীয়ন্তে। তত্রাস্মিন্নুবাকে দ্বিতীয়কাণ্ডস্থদ্বিতীয়প্রপাঠকস্য সার্দ্ধপ্রথমানু-বাকোক্তকাম্যেষ্টীনাং যাজ্যাপুরোনুবাক্যা উচ্যন্তে। কাম্যা যাজ্যা ইতি যাজ্ঞিকসমাখ্যাবলাদিষ্টি-কাণ্ডস্য যাজ্যাকাণ্ডস্য চ পরস্পরং সম্বন্ধঃ। ইষ্টিবিশেষমন্ত্রবিশেষসম্বন্ধস্তু লিঙ্গক্রমাভ্যামবগন্তব্যঃ। যদ্যপ্যেকৈক এব মন্ত্রঃ স্বস্বদেবতাপ্রকাশকস্তথাঽপি দর্ব্বিহোমত্বব্যাবৃত্তয়ে প্রতীষ্টি মন্ত্রদ্বয়ং প্রযোক্তব্যং। এতচ্চ বাস্তোষ্পতীয়হোমপ্রস্তাবে সমাম্নায়তে—"যদেকয়া জুহুয়াদ্দর্ব্বিহোমং কুর্য্যাৎ। পুরোনুবাক্যামনূচ্য যাজ্যয়া জুহোতি সদেবত্বায়" ইতি। এতয়োশ্চ লক্ষণমাজ্যভাগব্রাহ্মণে পঠ্যতে—"পুরস্তাল্লক্ষ্মা পুরোনুবাক্যা ভবতি। জাতানেব ভ্রাতৃব্যান্ প্রণুদতে। উপরিষ্টাল্লক্ষ্মা যাজ্যা জনিষ্যমাণানেব প্রতিনুদতে" ইতি। যস্যা ঋচঃ পূর্ব্বার্দ্ধে দেবতালিঙ্গং সা পুরোনুবাক্যা। উত্তরার্দ্ধে তল্লিঙ্গং চেদ্যাজ্যা সা ভবতি। এতস্য লক্ষণস্য প্রদর্শনার্থত্বাৎ ক্বচিদেতদ্ব্যভিচরতি। তত্র সর্ব্বত্রাঽম্নানক্রমো নিয়ামকঃ। পুরস্তাদাম্নাতাঃ পুরোনুবাক্যাঃ, পশ্চাদাম্নাতা যাজ্যাঃ। তস্মাদিষ্টিক্রমং মন্ত্রক্রমং চ পরীক্ষ্যৈকৈকস্যামিষ্টাবেকৈকং মন্ত্রযুগ্মং প্রযোজ্যং। নন্বু যত্র যুগ্মা-দধিকস্তত্যুগ্মসমানলিঙ্গকো মন্ত্র আম্নায়তে তত্র ক্রমানুসারেণোত্তরেষ্টৌ মন্ত্রযোজনে লিঙ্গং বাধ্যেত, পূর্ব্বেষ্টৌ তদ্যোজনে ক্রমো বাধ্যেতেতি চেন্ন। বাধ্যতাং নাম ক্রমোঽস্য দুর্ব্বলত্বাৎ। যদি ন পূর্ব্বেষ্টৌ তৃতীয়মন্ত্রস্য পৃথক্প্রয়োজনতা তর্হি তত্র যাজ্যা বিকল্পতাং। যত্র তু যুগ্মান্তরং পূর্ব্ব-যুগ্মেন(ণ) সমানলিঙ্গং তত্র যাজ্যাপুরোনুবাক্যাযুগ্মস্যৈব বিকল্পোঽস্তু। যদ্বদিষ্ট্যৈক্যে মন্ত্রযুগ্মাধিক্যে যুগ্মবিকল্পস্তদ্বন্মন্ত্রযুগ্মস্যৈকত্বে সতি তদীয়দেবতাবিষয়াণামিষ্টীনামাধিক্যে তা ইষ্টয়োঽপি বিকল্পন্তাং। তদ্যথা। ইহৈব তাবত্তাদৃশমুপলভ্যতে। উভা বামিন্দ্রাগ্নী ইত্যাদয় ইন্দ্রাগ্নিলিঙ্গকাশ্চত্বারো মন্ত্রাঃ। ঐন্দ্রাগ্নেষ্টয়স্তু ফলভেদেন ষড়াম্নাতাঃ। তত্র প্রথমমন্ত্রযুগ্মবিষয়ে তিস্র আদ্যা ইষ্টয়ো বিকল্পন্তে। তাসু তিসৃষু প্রথমামিষ্টিং বিধাতুং প্রস্তৌতি—"প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত তাঃ সৃষ্টা ইন্দ্রাগ্নী অপাগূহতাম্ সোঽচায়ং প্রজাপতিরিন্দ্রাগ্নী বৈ মে প্রজা অপাঘুক্ষতামিতি স এতমৈন্দ্রাগ্ন-মেকাদশকপালমপশ্যত্তং নিরবপত্তাবস্মৈ প্রজাঃ প্রাসাধয়তাং" (তৈ০ সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। অপাগূহতামাচ্ছাদিতবন্তৌ। অচায়দচিন্তয়ৎ। প্রাসাধয়তাং প্রকটী কৃতবন্তৌ। প্রস্তুতামিষ্টিং বিধত্তে—"ইন্দ্রাগ্নী বা এতস্য প্রজামপগূহতো যোঽলং প্রজায়ৈ সন্ প্রজাং ন বিন্দত ঐন্দ্রাগ্নমেকাদশকপালং নির্ব্বপেৎ প্রজাকাম ইন্দ্রাগ্নী এব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি তাবেবাস্মৈ প্রজাং প্রসাধয়তো বিন্দতে প্রজাং" (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি যঃ পুরুষো যৌবনাদিনা প্রজোৎপাদনসমর্থোঽপি প্রজাং ন লভতে তস্যেন্দ্রাগ্নী প্রতিবন্ধকৌ। তয়োরুক্তঃ পুরোডাশো ভাগস্তেন তৌ সেবতে। দ্বিতীয়ামিষ্টিং বিধত্তে—"ঐন্দ্রাগ্নমেকাদশকপালং নির্ব্বপেৎ স্পর্দ্ধমানঃ ক্ষেত্রে বা সজাতেষু বেন্দ্রাগ্নী এব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি তাভ্যামেবেন্দ্রিয়ং বীর্য্যং ভ্রাতৃব্যস্য বৃঙ্‌ক্তে বি পাপ্মনা ভ্রাতৃব্যেণ জয়তে" (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। সজাতাঃ সমান-জন্মানো বন্ধুভৃত্যাদয়ঃ। অচেতনং ক্ষেত্রবিষয়ং চেতনং ভৃত্যবিষয়ং চ বৈরিণো যৎসামর্থ্যং

তদুভয়মিন্দ্রাগ্নী বলাদ্বিনাশয়তঃ। স্বয়ং তু পাপিষ্ঠেনৈব বৈরিণা বিরুধ্যমানো জয়ং প্রাপ্নোতি। তৃতীয়ামিষ্টিং বিধত্তে - "অপ বা এতস্মাদিন্দ্রিয়ং বীর্য্যং ক্রামতি যঃ সঙ্গ্রামমুপপ্রযাত্যৈন্দ্রাগ্নমেকাদশকপালং নির্ব্বপেৎ সঙ্গ্রামমুপপ্রয়াস্যন্নিন্দ্রাগ্নী এব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি তাবেবাস্মিন্নিন্দ্রিয়ং বীর্য্যং ধত্তঃ সহেন্দ্রিয়েণ বীর্য্যেণোপপ্রযাতি জয়তি তঁ৺ সঙ্গ্রামং" (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। যুদ্ধার্থং পরসৈন্যসমীপং প্রয়াস্যতো ভয়াবেশাদ্ধস্তপাদাদীন্দ্রিয়গতা শক্তিরপক্রামতি। ইন্দ্রাগ্নী তস্য ধৈর্য্যমুৎপাদ্যেন্দ্রিয়শক্তিং সমাধত্তঃ। এতাসু তিসৃষ্বিষ্টিষু পুরোনুবাক্যামাহ—

১। "উভা বামিন্দ্রাগ্নী আহুবধ্যা উভা রাধসঃ সহ মাদয়ধ্যৈ। উভা দাতারাবিষাং রয়ীণামুভা বাজস্য সাতয়ে হুবে বাম্॥" ইতি।—হে ইন্দ্রাগ্নী যুবামুভৌ হুব আহ্বয়ামি। কিমর্থং। আহুবধ্যৈ সাকল্যেন হোতুং। ন চাত্রাশ্বমেধপুরুষমেধাদাবশ্বাদেরিব যুবয়োর্হোমদ্রব্যত্বং শঙ্কনীয়ং। অস্তি হ্যত্র রাধঃশব্দবাচ্যং পুরোডাশদ্রব্যরূপমন্নং। তেনান্নেন যুবামুভৌ পরস্পরং যুক্তৌ হর্ষয়িতুমাহ্বয়ামি। হৃষ্টাভ্যামাবাভ্যাং কিং ভবেতি চেৎ। যুবামুভাবন্নানাং ধনানাং চ দাতারাবতোঽন্নস্য লাভায় যুবামুভাবাহ্বয়ামি॥ অথ যাজ্যামাহ—

২। "অশ্রবঁ৺ হি ভূরিদাবত্তরা বাং বিজামাতুরুত বা ঘা স্যালাৎ। অথা সোমস্য প্রযতী যুবভ্যামিন্দ্রাগ্নী স্তোমং জনয়ামি নব্যম্॥" ইতি।—লোকে হি স্বদুহিতুরত্যন্তপ্রিয়ো বিশিষ্টো জামাতা দৌহিত্রাদিরূপাঃ প্রজা বহ্বীর্দদাতি, স্যালশ্চ স্বয়ং দক্ষো ভগিনীস্নেহেন গৃহধনরক্ষণায় দাসদাসীরূপাঃ প্রজা বহ্বীঃ প্রদদাতি। তাভ্যামপি বাং ভূরিদাবত্তরাবতিশয়েন বহুপ্রজাপ্রদৌ যুবামিত্যশৃণবং। অথাঽতো হে ইন্দ্রাগ্নী যুবভ্যাং যুবাভ্যাং সোমস্য প্রয়তী সোমসদৃশস্য পুরোডাশস্য প্রদানেন ভবদীয়ে চিত্তে নূতনং হর্ষরূপচিত্তবৃত্তীনাং স্তোমং সম্পাদয়ামি। অত্রোদাহৃতয়োরাদ্যো মন্ত্রঃ পুরোনুবাক্যা। যাগাৎ পুরস্তাদ্দেবতাহ্বানায়াধ্বর্য্যুপ্রৈষমনু হোত্রা বক্তব্যত্বাৎ। ইন্দ্রাগ্নিভ্যামনুব্রূহীত্যেতাদৃশোঽধ্বর্য্যুপ্রৈষঃ। দ্বিতীয়ো মন্ত্রো যাজ্যা। ইজ্যতেঽনয়েতি তদ্ব্যুৎপত্তিঃ। অত এবাত্র যজেতি প্রৈষঃ পঠ্যতে॥ উত্তরাসু তিসৃষ্বিষ্টিষু প্রথমাং বিধত্তে—"বি বা এষ ইন্দ্রিয়েণ বীর্য্যেণর্দ্ধ্যতে যঃ সঙ্গ্রামং জয়ত্যৈন্দ্রাগ্নমেকাদশকপালং নির্ব্বপেৎ সঙ্গ্রামং জিত্বেন্দ্রাগ্নী এব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি তাবেবাস্মিন্নিন্দ্রিয়ং বীর্য্যং ধত্তো নেন্দ্রিয়েণ বীর্য্যেণ ব্যৃধ্যতে" (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। যুদ্ধশ্রমেণেন্দ্রিয়গতস্য বীর্য্যস্য ব্যৃদ্ধিঃ। দ্বিতীয়ামিষ্টিং বিধত্তে—"অপ বা এতস্মাদিন্দ্রিয়ং বীর্য্যং ক্রামতি য এতি জনতামৈন্দ্রাগ্নমেকাদশকপালং নির্ব্বপেজ্জনতামেষ্যন্নিন্দ্রাগ্নী এব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি তাবেবাস্মিন্নিন্দ্রিয়ং বীর্য্যং ধত্তঃ সহেন্দ্রিয়েণ বীর্য্যেণ জনতামেতি" (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। বিজিগীষুকথাসু স্ববিদ্যাপ্রকটনায় বা সভাং জিগমিষোর্দ্ধৈর্য্যভ্রংশরূপং বীর্য্যাপক্রমণং ভবতি। তৃতীয়া ত্বৈন্দ্রাগ্নেষ্টিঃ পৌষ্ণচরুক্ষৈত্রপত্যচরুভ্যামুপরিষ্টাদ্বিধাস্যতে॥ তাসু তিসৃষ্বিষ্টিষু পুরোনুবাক্যামাহ—

৩। "ইন্দ্রাগ্নী নবতিং পুরো দাসপত্নীরধূনুতম্। সাকমেকেন কর্ম্মণা॥" ইতি।—দাসাঃ প্রজানামুপক্ষপয়িতারস্তস্করপ্রভবস্তে পতয়ো যাসাং পুরীণাং তা দাসপত্ন্যঃ। হে ইন্দ্রাগ্নী তাদৃশীর্নবতিসংখ্যাকাঃ পুরো যুগপদেকেনৈব প্রহারকর্ম্মণা যুবাং ক্ষপয়তং॥ যাজ্যামাহ—

৪। "শুচিং নু স্তোমং নবজাতমদ্যেন্দ্রাগ্নী বৃত্রহণা জুষেথাম্। উভা হি বাঁ৺ সুহবা জোহবীমি তা বাজঁ৺ সদ্য উশতে ধেষ্ঠা॥" ইতি।—হে বৃত্রহণাবিন্দ্রাগ্নী অদ্য স্তোমং জুষেথাং সেবেতাং।

কীদৃশং শুচিং নির্দ্দোষং নবৈরন্নবিশেষৈর্জ্জাতং জন্ম যস্য তং নবজাতং সুহবা রোষগর্ব্বাদিরহিততয়া সুখেন হোতুং শক্যৌ যুবামুভৌ যস্মাজ্জোহবীম্যাহ্বয়ামি তস্মাত্তাবুভৌ যুবাং কাময়মানায় যজমানায় বাজং সদ্যো ধত্তং। তদিদমুত্তরার্দ্ধোক্তমন্নং ন স্তোত্রং॥ যথোক্তকর্ম্মপ্রয়োগান্তঃপাতিনমপরং যাগং বিধত্তে—"পৌষ্ণং চরুমনু নির্ব্বপেৎ পূষা বা ইন্দ্রিয়স্য বীর্য্যস্যানুপ্রদাতা পূষণমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি স এবাস্মা ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যমনু প্রযচ্ছতি" (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। বীর্য্যং প্রদদানাবিন্দ্রাগ্নী অনু পূষা প্রযচ্ছতি॥ তত্র পুরোনুবাক্যামাহ—

৫। "বয়মু ত্বা পথস্পতে রথং ন বাজসাতয়ে। ধিয়ে পূষন্নযুজ্মহি॥" ইতি।—হে সুমার্গপতে পূষন্বয়মেব ত্বাং রথমিব যোজয়ামঃ। কিমর্থং। ধিয়ে ধীয়তেঽনুষ্ঠীয়ত ইতি ধীঃ কর্ম্ম। কীদৃশ্যৈ ধিয়ে। বাজস্যান্নস্য সাতির্লাভো যস্যাঃ সা বাজসাতিস্তস্যৈ॥ যাজ্যামাহ—

৬। "পথস্পথঃ পরিপতিং বচস্যা কামেন কৃতো অভ্যানডর্কম্। স নো রাসচ্ছুরুধশ্চন্দ্রাগ্রা ধিয়ংধিয়ꣳ সীষধাতি প্র পূষা॥" ইতি।—ফলকামেন প্রেরিতোঽহং তস্য তস্য মার্গস্য পরিপালকং পূষাপরপর্য্যায়মর্কং স্তোত্ররূপেণ বচসাঽভিব্যাপ্তবানস্মি। সোঽস্মভ্যং শোকনিরোধিকা রাসৎ প্রযচ্ছতু। কাস্তাঃ। চন্দ্রাগ্রাশ্চন্দ্রবদাহ্লাদনসাধনমগ্রং যাসাং তা ওষধীঃ। কিং চ পূষা ধিয়ংধিয়ং তত্তদ্বিষয়াং প্রজ্ঞাং প্রসীষধাতি প্রকর্ষেণ সাধয়তু॥ ইষ্ট্যন্তরং বিধত্তে—"ক্ষৈত্রপত্যং চরুং নির্ব্বপেজ্জনতামাগত্যেয়ং বৈ ক্ষেত্রস্য পতিরস্যামেব প্রতিতিষ্ঠতি" (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। ক্ষেত্রাণাং ভূভাগত্বাদ্ভূমেঃ ক্ষেত্রপতিত্বং। অর্থবাদগতপ্রতিষ্ঠাকামোঽত্রাধিকারী॥ তত্র পুরোনুবাক্যামাহ—

৭। "ক্ষেত্রস্য পতিনা বয়ꣳ হিতেনেব জয়ামসি। গামশ্বং পোষয়িত্বা স নো মৃড়াতীদৃশে॥" ইতি।—হিতেন পুত্রাদিনা যথা গবাদিজয়স্তথা ক্ষেত্রস্য পতিনা গামশ্বং পোষকমন্নাদিকং চ বয়মা সমন্তাজ্জয়ামঃ। স ক্ষেত্রস্য পতিরীদৃশে গবাদৌ মাং সুখয়তু॥ যাজ্যামাহ—

৮। "ক্ষেত্রস্য পতে মধুমন্তমূর্ম্মিং ধেনুরিব পয়ো অস্মাসু ধুক্ষ্ব। মধুশ্চুতং ঘৃতমিব সুপূতমৃতস্য নঃ পতয়ো মৃড়য়ন্তু॥" ইতি।—হে ক্ষেত্রস্য পতে ধেনুঃ পয় ইব ত্বমস্মাসু মাধুর্য্যরসোপেতমূর্ম্মিবৎ পুনঃ পুনরাবৃত্ত্যুপেতং দ্রব্যান্তরেষপি স্বমাধুর্য্যস্রাবিণং ঘৃতবৎ পর্য্যুষিতত্বদোষাভাবেন সুপূতং নালিকেরফলেক্ষুখণ্ডগুড়াদিভোগ্যপদার্থসমূহং ধুক্ষ্ব। যজ্ঞস্য পতয়োঽস্মান্মৃড়য়ন্তু॥ অবশিষ্টামৈন্দ্রাগ্নেষ্টিং বিধত্তে—"ঐন্দ্রাগ্নমেকাদশকপালমুপরিষ্টান্নির্ব্বপেদস্যামেব প্রতিষ্ঠায়েন্দ্রিয়ং বীর্য্যমুপরিষ্টাদাত্মন্ধত্তে" (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। ক্ষৈত্রপত্যচরোরূর্দ্ধমিয়মিষ্টিঃ। অত্রাপি বীর্য্যকামোঽধিকারী। জনতামাগত্যেতি ক্ষৈত্রপত্যস্য কাল উপরিষ্টাদিত্যস্য কালঃ। অত্র যাজ্যানুবাক্যে পূর্ব্বমেবোক্তে॥ ইষ্ট্যন্তরং বিধত্তে—"অগ্নয়ে পথিকৃতে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেদ্যো দর্শপূর্ণমাসযাজী সন্নমাবাস্যাং বা পৌর্ণমাসীং বাঽতিপাদয়েৎ পথো বা এষোঽধ্যপথেনৈতি যো দর্শপূর্ণমাসযাজী সন্নমাবাস্যাং বা পৌর্ণমাসীং বাঽতিপাদয়ত্যগ্নিমেব পথিকৃতꣳ স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি স এবৈনমপথাৎ পন্থামপি নয়ত্যনড্বান্দক্ষিণাবহী হ্যেষ সমৃদ্ধ্যৈ" (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি। পর্ব্বণি পর্ব্বণ্যপ্রমাদেন তদিষ্টৈরনুষ্ঠানং বিদ্যমানং পন্থাঃ, কস্মিংশ্চিৎ পর্ব্বণি প্রমাদেনানুষ্ঠা-

নাভাবোঽপথঃ। অস্মিন্বিষয়ে প্রায়শ্চিত্তরূপেয়মিষ্টিঃ। যস্মাদেষোঽনড্বান্ ভারং বহতি তস্মাৎ সমৃদ্ধ্যৈ ভবতি॥ তত্র পুরোনুবাক্যামাহ—

৯। "অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্। যুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম॥" ইতি।—হেঽগ্নে ত্বং দর্শপূর্ণমাসেষ্টিফলরূপায় ধনায়াস্মানতিপাদদোষরহিতেন সুমার্গেণ নয়। হে দেব ত্বং বিশ্বান্মার্গান্বেৎসি। নরকহেতুত্বেন কুটিলমতিপাদরূপং পাপমস্মত্তো বিযোজয়। বহুতমাং নমস্কারোক্তিং তব করবাম॥ তত্র যাজ্যামাহ—

১০। "আ দেবানামপি পন্থামগন্ম যচ্ছক্নবাম তদনু প্রবোঢ়ুম্। অগ্নির্ব্বিদ্বান্ৎস যজাৎ সেদুহোতা সো অধ্বরান্ৎস ঋতূন্ কল্পয়াতি॥" ইতি।—যস্মাৎ পথো বয়ং পূর্ব্বং ভ্রষ্টাস্তমপি দেবানাং পন্থানমিদানীমাগতাঃ। কিং কর্ত্তুং, যৎকর্ম্মানুষ্ঠাতুং শক্নুমস্তদনুক্রমেণ প্রবোঢ়ুং। অবিচ্ছেদেনানুষ্ঠানং প্রবাহঃ। যদ্যপ্যহং ন জানামি তথাঽপ্যয়ং পথিকৃদগ্নিরপরাধং সমাধাতুং বেত্তি। অতঃ সোঽস্মদর্থং যক্ষ্যতি। স এব দেবানামাহ্বাতা। স এবাতিপন্নান্যজ্ঞানৃত্বাদিকালাংশ্চ কল্পয়িষ্যতি॥ ইষ্ট্যন্তরং বিধত্তে—"অগ্নয়ে ব্রতপতয়ে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেদ্য আহিতাগ্নিঃ সন্নব্রত্যমিব চরেদগ্নিমেব ব্রতপতিঁ স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি স এবৈনং ব্রতমালম্ভয়তি ব্রত্যো ভবতি" (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি। অব্রত্যং যাগব্রতবিরোধ্যনৃতবাদাদিকং সোঽগ্নিরেবৈনমব্রত্যচারিণং ব্রতং প্রাপয়তি। তত উত্তরেষু যাগব্রতেষু যোগ্যো ভবতি। অত্র মন্ত্রকাণ্ডে পথিকৃল্লিঙ্গকং মন্ত্রযুগ্মং পূর্ব্বমাম্নাতমুদাহৃতং। ব্রতলিঙ্গমুপর্য্যুদাহরিষ্যতে। মধ্যবর্ত্তি তু যুগ্মে বিশেষলিঙ্গাভাবেঽপ্যুভয়সাধারণলিঙ্গদর্শনাৎ পূর্ব্বত্র বিকল্পিতমিত্যাহুঃ কেচিৎ। অপরে তূত্তরত্র বিকল্পিতমিতি মন্যন্তে। আচার্য্যাস্তু পূর্ব্বত্রৈব স্বিষ্টকৃতঃ সংযাজ্যে ইতি মন্যন্তে॥ তত্র পুরোনুবাক্যামাহ—

১১। "যদ্বাহিষ্ঠং তদগ্নয়ে বৃহদর্চ্চ বিভাবসো। মহিষীব ত্বদ্রয়িস্ত্বদ্বাজা উদীরতে॥" ইতি।—যৎ প্রায়ণীয়ং হবিস্তদগ্নয়ে বৃহদ্ভবতু। হে বিভাবসো ফলপ্রদানেন মাং পূজয়। যথা মহিষী ময়া দত্তং কার্পাসবীজং তিলপিষ্টাদিকং ভক্ষয়িত্বা বহুক্ষীরাদিনা পূজয়তি তদ্বৎ॥ তথা সতি ত্বদনুগ্রহাদ্ধনং লভ্যতেঽন্নানি চোৎকর্ষেণ সম্পদ্যন্তে। যাজ্যামাহ—

১২। "অগ্নে ত্বং পারয়া নব্যো অস্মান্ৎস্বস্তিভিরতি দুর্গাণি বিশ্বা। পূশ্চ পৃথ্বী বহুলা ন উর্ব্বী ভবা তোকায় তনয়ায় শং যোঃ॥" ইতি।—হেঽগ্নে মদীয়াপরাধপরিহারায়েদানীং প্রবৃত্তত্বান্নূতনস্ত্বমস্মান্ ফলপর্য্যন্তানাং কর্ম্মণাং পারং নয়। কিং কৃত্বা। স্বস্তিভির্যথাশাস্ত্রানুষ্ঠানৈরতিপাদরূপাণ্যব্রত্যরূপাণি বা দুর্গাণি পাপানি বিশ্বান্যতিক্রময্য। কিং চাস্মাকং নিবাসায় নগরী বিস্তৃতা ভবতু। সস্যসম্পত্ত্যর্থমুর্ব্বী বহুলা ভবতু। কিং চ ত্বমস্মদীয়ায় পুত্রায় দুহিতৃরূপাপত্যায় চ সুখপ্রদো ভব॥ অথ ব্রাতপত্যযাগস্যাসাধারণে যুগ্মে পুরোনুবাক্যামাহ—

১৩। "ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি দেব আ মর্ত্ত্যেষ্বা। ত্বং যজ্ঞেষ্বীড্যঃ॥" ইতি।—হেঽগ্নে ত্বমাগত্য মনুষ্যেষু ব্রতপালকো দেবোঽসি। আ সমন্তাদ্যজ্ঞেষু ত্বং স্তুত্যোঽসি॥ যাজ্যামাহ—

১৪। "যদ্বো বয়ং প্রমিনাম ব্রতানি বিদুষাং দেবা অবিদুষ্টরাসঃ। অগ্নিষ্টদ্বিশ্বমাপৃণাতি বিদ্বান্যেভির্দ্দেবাঁ ঋতুভিঃ কল্পয়াতি॥" ইতি।—হে দেবা বিদুষাং যুষ্মাকং সম্বন্ধীন্যস্ম-

দনুষ্ঠেয়ব্রতান্যত্যন্তমবিদ্বাংসো বয়ং প্রকর্ষেণ বিনাশয়াম ইতি যত্তৎ সর্ব্বং বিদ্বানগ্নিরাপূরয়তু। যৈর্ঋতুপলক্ষিতকালবিশেষৈর্দ্দেবান্ হবির্ভোক্তুং কল্পয়তি তৈঃ কালবিশেষৈর্ব্রতং পূরয়তু ॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—"অন্ত্যানুবাকে যাজ্যানুবাক্যাঃ কাম্যেষ্টিসঙ্গতাঃ। কাণ্ডস্য তু দ্বিতীয়স্য দ্বিতীয়ে প্রশ্ন ইষ্টয়ঃ॥ ১ ॥ উভৈন্দ্রাগ্নত্রয়ে যুগ্মমিন্দ্রেন্দ্রাগ্নত্রয়ে তথা। বয়ং পৌষ্ণে চরৌ ক্ষেত্র ক্ষৈত্রপত্যচরৌ তথা ॥ ২ ॥ অগ্নে পাথিকৃতে যদ্বা ব্রাতপত্যে দ্বিযুগ্মকং। বিকল্পেনেতি মন্ত্রাঃ স্যুরনুবাকে চতুর্দ্দশ ॥ ৩ ॥"

* * *

অথ মীমাংসা।

তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে চিন্তিতং—"ঐন্দ্রাগ্নাদীষ্টয়ঃ কাম্যা যাজ্যা অপ্যুদিতাঃ ক্রমাৎ। কাণ্ডয়োস্তা যথালিঙ্গং সঞ্চার্য্যা নিয়মোঽথ বা॥ লিঙ্গং ক্রমসমাখ্যাভ্যাং প্রবলং তদ্বশাদমূঃ। অকাম্যাস্বপি সঞ্চার্য্যা যাজ্যাঃ সর্ব্বত্র কা ক্ষতিঃ॥ সমাখ্যানাৎ কাণ্ডযোগঃ ক্রমাদিষ্টিষু যোজনম্। অপেক্ষতে দৈ(দে)বমাত্রসক্তিঃ কাম্যৈকগান্ততঃ" ইতি॥ কাম্যেষ্টয়স্তৎকাণ্ডে ক্রমেণাঽম্নাতাঃ—"ঐন্দ্রাগ্নমেকাদশকপালং নির্ব্বপেদ্যস্য সজাতা বি(বী)য়ুঃ" ইত্যাদিনা। সজাতা জ্ঞাতয়ো বি(বী)য়ুর্ব্বিমতা বিপ্রতিপন্না ইত্যর্থঃ। ইন্দ্রাগ্নী রোচনেত্যাদিকে মন্ত্রকাণ্ডে যাজ্যানুবাক্যাঃ ক্রমেণাঽম্নাতাঃ। তত্রেদং কাম্যযাজ্যানুবাক্যাকাণ্ডমিতি যাজ্ঞিকানাং সমাখ্যয়াঽবগম্যতে। তয়োরিষ্টিকাণ্ডমন্ত্রকাণ্ডয়োঃ প্রথমায়ামিষ্টৌ প্রথমপঠিতে যাজ্যানুবাক্যে ইত্যাদিব্যবস্থা। কর্ম্মস্বরূপমাত্রপ্রকাশনং লিঙ্গং। ন চ তাবন্মাত্রেণ মন্ত্রকর্ম্মণোরঙ্গাঙ্গিভাবঃ। ততঃ সমাখ্যাবলান্মন্ত্রকাণ্ডকর্ম্মকাণ্ডয়োঃ সম্বন্ধাবগমেন সামান্যেন মন্ত্রকর্ম্মণোঃ সম্বন্ধোঽবগম্যতে। বিশেষতস্ত্বস্মিন্ প্রথমে কর্ম্মণ্যয়ং মন্ত্র ইতি ক্রমাদবগম্যতে। ঐন্দ্রাগ্নেষ্টাবৈন্দ্রাগ্নমন্ত্রো বৈশ্বানরেষ্টৌ বৈশ্বানরমন্ত্র ইত্যেতাদৃশো বিশেষো লিঙ্গাদবগম্যত ইতি চেন্ন। লিঙ্গসাধারণ্যে ক্রমাপেক্ষণাৎ। ঐন্দ্রাগ্নমেকাদশকপালং নির্ব্বপেদ্ভ্রাতৃব্যবানিতি দ্বিতীয়েষ্টিরপি। তত্রেন্দ্রাগ্নী পঠিতৌ। মন্ত্রকাণ্ডেঽপীন্দ্রাগ্নী নবতিমিত্যাদিকমপরমৈন্দ্রাগ্নং যাজ্যানুবাক্যাযুগুলমাম্নাতং। ন হি তত্র ক্রমমন্তরেণ নির্ণেতুং শক্যং। ন চ ক্রমেণৈব তৎসিদ্ধের্লিঙ্গমপ্রযোজকমিতি বাচ্যং। ক্বচিল্লিঙ্গস্যৈব ব্যবস্থাপকত্বাৎ। ঐন্দ্রাবার্হস্পত্যেষ্টিরেকৈবাঽম্নাতা—"যং কাময়েত রাজন্যমনপোদ্ধো জায়েত বৃত্রান্ঘ্ন৺শ্চরেদিতি তস্মা এতমৈন্দ্রাবার্হস্পত্যং চরুং নির্ব্বপেৎ" ইতি। যং রাজপুত্রং জায়মানং রাজ্ঞঃ পুরোহিতস্য বা কাম এবং ভবতি। অয়ং মাতৃগর্ভে দেবকৃতবিঘ্নেন কেনাপ্যপ্রতিবদ্ধো জায়তাং জাতশ্চ শত্রূন্মারয়ন্ সঞ্চরেদিতি। তদ্রাজপুত্রার্থেয়মিষ্টিঃ। মন্ত্রকাণ্ডে তদিষ্টিক্রমে যাজ্যাপুরোনুবাক্যে ঐন্দ্রাবার্হস্পত্যে দ্বিবিধে আম্নাতে। ইদং বামাস্যে হবিরিত্যেকং যুগুলং। অস্মে ইন্দ্রাবৃহস্পতী ইত্যাদিকমপরং। তয়োঃ প্রথমযুগুলস্য ক্রমেণ বিনিয়োগেঽপি দ্বিতীয়যুগলং লিঙ্গেনৈব বিনিযোক্তব্যং। তস্মাৎ ক্রমসমাখ্যাসহকৃতেন লিঙ্গেন কাম্যেষ্টিষ্বেবৈতা যাজ্যা নিয়ম্যন্তে।

দ্বাদশাধ্যায়স্য চতুর্থপাদে চিন্তিতং—"ইদং বাংযুগ্ময়োঃ কিং স্যাৎ সাহিত্যং বা বিকল্পনং। সাহিত্যং পূর্ব্ববন্মৈবং দেবতাবোধনৈক্যতঃ" ইতি। ঐন্দ্রাবার্হস্পত্যে কর্ম্মণি "ইদং বামাস্যে হবিঃ প্রিয়মিন্দ্রাবৃহস্পতী" ইতি যাজ্যানুবাক্যে দ্বিবিধে আম্নাতে। তয়োঃ সারস্বত্যাদিবৎ

সমুচ্চয়ঃ। যথা সারস্বতীমনূচ্য বাগ্যন্তব্যা বৈষ্ণবীমনূচ্য বাগ্যন্তব্যেত্যত্রাদৃষ্টার্থত্বাৎ সমুচ্চয়স্তদ্বদিতি চেন্মৈবং। দৃষ্টপ্রয়োজনস্য দেবতাবোধনস্যৈকত্বাৎ। তস্মাদিকল্পঃ। তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতম্—"পুরোনুবাক্যয়া যাজ্যা বিকল্প্যা বা সমুচ্চিতা। পুরেবাহস্তঃ সমাখ্যানাদ্বচনাত্তু সমুচ্চয়ঃ" ইতি॥ দেবতাপ্রকাশনরূপকার্য্যস্যৈকত্বাদ্যগয়োর্যথা ন সমুচ্চয়ঃ কিং তু বিকল্প এব তথৈবৈক-যুগ্মগতয়োরিতি চেন্মৈবং। পুরোনুবাক্যেতি সমাখ্যায়া উত্তরকালীনযাজ্যামন্তরেণানুপপত্তেঃ। কিং চ পুরোনুবাক্যামনূচ্য যাজ্যয়া জুহোতীতি প্রত্যক্ষবচনেন দেবতোপলক্ষণহবিঃপ্রদান-কার্য্যভেদোক্তিপুরঃসরং সাহিত্যং বিধীয়তে। তস্মাৎ সমুচ্চয়ঃ।

দশমাধ্যায়স্য চতুর্থপাদে চিন্তিতম্—"পর্য্যায়েণাপি দেবোক্তির্ব্বৈধেনৈব পদেন বা। অর্থা-ভেদাদাদিমোঽন্ত্যঃ শব্দপূর্ব্বান্বয়িত্বতঃ" ইতি॥ দর্শপূর্ণমাসয়োর্যে নিয়মাস্তেম্বগ্ন্যাদিদেবতাঃ কিং পাবকশুচ্যাদিনা যেন কেনাপি পর্য্যায়েণাভিধাতব্যাঃ কিং বা তত্তদ্বিধ্যুদ্দেশগতেনাগ্ন্যাদিপদেনৈ-বেতি সংশয়ঃ। তত্র শব্দস্যার্থপ্রত্যায়নার্থত্বাৎ পর্য্যায়াণাং স্বরূপেণ ভেদেঽপ্যর্থাভেদাদ্যেন কেনাপ্যভিধানমিতি পূর্ব্বপক্ষঃ। যত্র হ্যর্থে কার্য্যমাসাদ্যতে তত্র শব্দোঽর্থপ্রত্যায়নার্থো ভবতি। যত্র পুনঃ শব্দ এব কার্য্যং তত্র কার্য্যসম্বন্ধার্থং শব্দ এব প্রত্যায়য়িতব্যঃ। তদ্যথা দেবদত্তে গৌরবাতিশয়মাপাদয়িতুং রাজসভায়ামাচার্য্যোপাধ্যায়াদিশব্দৈস্তং ব্যবহরন্তি। পিতৃমাতৃমাতুলা-দয়শ্চ তত্তৎসম্বন্ধবিশেষবাচিশব্দেন যথা তুষ্যন্তি তথা ন নামগ্রহণেন। প্রত্যুত কুপ্যন্তি, তদ্বদত্রাপ্যগ্ন্যাদিবৈধশব্দ এব কার্য্যমাসক্তং বিধিং বিনা যাগদেবতয়োঃ সম্বন্ধাভাবাৎ। বিধি-কৃতে তু তৎসম্বন্ধে বৈধশব্দস্য প্রযোজকত্বং দুর্ব্বারং। অত এবায়াট্স্বাহাকারোজ্জিত্যাদিনি-গমেষু নিয়মেন বৈধা এবাগ্ন্যাদিশব্দাঃ প্রযুজ্যন্তে "অয়াডগ্নেঃ প্রিয়া ধামানি, অয়াট্সোমস্য প্রিয়া ধামানি, স্বাহাঽগ্নিং স্বাহা সোমং, অগ্নেরহমুজ্জিতিমনূজ্জেষং, সোমস্যাহমুজ্জিতিমনূজ্জেষং" ইত্যাদিনা। তস্মাদ্বৈধপদৈরেব তত্তদ্দেবতাভিধানং। তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতম্—"নিগমে পাবকাগ্ন্যোঃ কির্মগ্নিঃ স্যাদথ বোভয়ং। অগ্নিশ্চোদকতো নৈবং বৈধোঽগ্নিঃ সগুণো যতঃ" ইতি॥ আধানে শ্রূয়তে—"অগ্নয়ে পবমানায় পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেদগ্নয়ে পাবকায়াগ্নয়ে শুচয়ে" ইতি। তত্র গুণগুণিনোঃ পাবকাগ্ন্যোর্ম্মধ্যেঽগ্নিশব্দ এব নিগমেষু প্রযোক্তব্যঃ। কুতঃ। তস্যৈব চোদক-প্রাপ্তমন্ত্রপঠিতত্বাৎ। নৈবং। পাবকগুণযুক্তস্যাগ্নের্ব্বৈধত্বেন সর্ব্বপ্রয়োগেষু তথৈব প্রাপ্তত্বাৎ। তস্মাচ্ছব্দদ্বয়ং পঠিতব্যং। অনেন ন্যায়েন প্রকৃতেঽপ্যৈন্দ্রাগ্নযাগ ইন্দ্রাগ্নিশব্দেনৈব নিগমেষু দেবতাঽভিধাতব্যা। পাথিকৃতযাগে ত্বগ্নিপথিকৃচ্ছব্দদ্বয়েনেতি দ্রষ্টব্যং।

* * *

অথ ব্যাকরণং।

উভেত্যত্র পূর্ব্বসবর্ণৈকাদেশস্বরৌ। ইন্দ্রাগ্নিশব্দে ত্বাষ্টমিকামন্ত্রিতনিঘাতঃ। আহুবধ্যা ইত্যত্র তুমর্থে বিহিতস্য কধ্যৈপ্রত্যয়স্যাঽদিরকার উদাত্তঃ। ততঃ সমাসে কৃৎস্বরঃ। এবং সর্ব্বমুন্নেয়ং। অস্মিন্প্রথমপ্রপাঠকে শব্দস্বরপ্রক্রিয়া লেশতঃ প্রদর্শিতা। সাকল্যেন তু প্রকৃতিপ্রত্যয়বিকরণ-তত্তদাদেশাদিপরিজ্ঞানমন্তরেণ দুর্ব্বোধত্বাত্তস্য চ সর্ব্বস্যাস্মাভির্ব্বৈদিকশব্দপ্রকাশে নিরূপিতত্বাদ-ত্রাপি তন্নিরূপণে গ্রন্থগৌরবপ্রসঙ্গাত্তত্রৈব সর্ব্বমবগন্তব্যং। তদিদং যাজ্যাকাণ্ডং বৈশ্বদেবং। তথা চানুক্রমণিকায়ামুক্তং—"রাজসূয়ঃ সব্রাহ্মণঃ পশুবন্ধঃ সহেষ্টিকঃ। উপানুবাক্যং যাজ্যাশ্চ

অশ্বমেধঃ সত্রাঙ্গণঃ॥ সত্রায়ণং চ হোমাশ্চ স্থক্তানি চ সহেষ্টিভিঃ। সৌত্রামণী সহাচ্ছিদ্রৈঃ পশুর্ম্মেধশ্চ ষোড়শ" ইতি। অনুমত্যৈ পুরোডাশমিত্যাদিকো মন্ত্রকাণ্ডস্থোঽষ্টমপ্রপাঠকো রাজসূয়ঃ। অনুমত্যা ইত্যাদিকা বিধিকাণ্ডস্থাঃ ষষ্ঠসপ্তমাষ্টমপ্রপাঠকাস্ত্রয়ো রাজসূয়স্য ব্রাহ্মণং। বায়ব্য৺ শ্বেতমালভেতেত্যাদিপ্রপাঠকোক্তাঃ পশুবন্ধাঃ। প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজতেত্যাদি-প্রপাঠকত্রয়োক্তা ইষ্টয়ঃ। প্রজাপতিরকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়েত্যাদিকমুপানুবাক্যং। উভা বামিন্দ্রাগ্নী ইত্যাদয়ো যাজ্যাঃ। জীমূতস্যেত্যাদিকস্তত্র তত্রোক্তোঽশ্বমেধঃ। সাংগ্রহণ্যেষ্ট্যা, ইত্যাদিকং তদ্ব্রাহ্মণং। প্রজননং জ্যোতিরিত্যাদিপ্রপাঠকপঞ্চকং সত্রায়ণং। জুষ্টো দমূনা ইত্যাদিপ্রপাঠকদ্বয়োক্তা মন্ত্রা হোমাঃ। পীবোঽন্না৺ রয়িবৃধঃ সুমেধা ইত্যাদিসার্দ্ধপ্রপাঠকোক্তানি স্থক্তানি। অগ্নির্ব্বা অকাময়তেত্যাদ্যর্দ্ধপ্রপাঠকোক্তা ইষ্টয়ঃ। স্বাদ্বীং ত্বা স্বাদুনেত্যাদিঃ সৌত্রামণী। সর্ব্বান্বা এষোঽগ্নৌ কামান্প্রবেশয়তীত্যাদীন্যচ্ছিদ্রাণি। অঞ্জন্তি ত্বামিত্যাদিকঃ পশুঃ। ব্রহ্মণে ব্রাহ্মণমালভত ইত্যাদির্ম্মেধঃ। অত্র যাজ্যানাং বিশ্বে দেবা ঋষয়ঃ। উভা বামিতি দ্বে ত্রিষ্টুভৌ। ইন্দ্রাগ্নী নবতিমিতি গায়ত্রী। শুচিং নু স্তোমমিতি ত্রিষ্টুপ্। বয়মু ত্বেতি গায়ত্রী। পথস্পথ ইতি ত্রিষ্টুপ্। ক্ষেত্রস্য পতিনেত্যনুষ্টুপ্। ক্ষেত্রস্য পত ইতি তিস্রস্ত্রিষ্টুভঃ। বদ্বাহিষ্ঠমিত্যনুষ্টুপ্। অগ্নে ত্বমিতি ত্রিষ্টুপ্। তমগ্নে ব্রতপা ইতি গায়ত্রী। যদ্বো বয়মিতি ত্রিষ্টুপ্। দেবতাস্তু তত্তন্মন্ত্রব্যাখ্যানেনৈব প্রকাশিতাঃ। তা এতা ঋষিচ্ছন্দো-দেবতা অনুষ্ঠানকালে স্মরণীয়াঃ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থ-প্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়সংহিতা-ভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রপাঠকে চতুর্দ্দশোঽনুবাকঃ॥ ১৪ ॥

* * *

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমো হার্দ্দং নিবারয়ন্।
পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরঃ॥

* * *

ইতি শ্রীমদ্বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরাপরাবতারস্য শ্রীমদ্রাজাধিরাজপরমেশ্বরস্য শ্রীবীরবুক্কমহারাজ-স্যাঽজ্ঞাপরিপালকেন মাধবাচার্য্যেণ বিরচিতে বেদার্থ-প্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়-তৈত্তিরীয়সংহিতা-ভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমঃ প্রপাঠকঃ॥ ১ ॥

* * *

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

প্রথম প্রপাঠকের উপসংহারে, চতুর্দ্দশ অনুবাকের মন্ত্র-সমূহে, চরম প্রার্থনার সূচনা হইয়াছে। ভাষ্যের অনুক্রমণিকায় প্রকাশ,—ত্রয়োদশ অনুবাকে দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞের মন্ত্র কথিত হইয়াছিল। এক্ষণে, এই চতুর্দ্দশ অনুবাকে দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞের বিকৃতি-মন্ত্র-সমূহ উল্লিখিত হইল। এইরূপ অনুক্রমণি করিয়া, মন্ত্র-সমূহের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে ভাষ্যকার তৎসাধনোপযোগী বিবিধ পক্রিয়া-

পদ্ধতির উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যেই তাহার বিবৃতি পরিদৃষ্ট হইবে। মন্ত্রে আমরা যে ভাব উপলব্ধি করি, পরম্পরাক্রমে পরবর্ত্তী আলোচনায় তাহা সন্নিবিষ্ট করিতেছি।

অনুবাকের প্রথম মন্ত্র—'উভা বামিন্দ্রাগ্নী' প্রভৃতি। গার্হপত্য অগ্নি-স্থাপনে এই মন্ত্র প্রযুক্ত হয়। এখানে ইন্দ্র পদে ঐশ্বর্য্যযুক্ত এবং অগ্নি পদে গার্হপত্য অর্থ ভাষ্যানুক্রমণিকায় কথিত হইয়াছে। দেবোদ্দেশ্যে যাহা কিছু অর্পিত হয়, আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি দ্বারা তাহা প্রদান করা হইয়া থাকে। এইজন্য অগ্নিকে ঐশ্বর্য্যযুক্ত বলা হয়। যাহা হউক, মন্ত্রের অর্থ কিন্তু সে ভাবে অধ্যাহৃত হয় নাই। মন্ত্রটী ইন্দ্র ও অগ্নি দুই দেবতার আহ্বানে প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাই ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী অর্থ এই যে,—'হে ইন্দ্রাগ্নী দেবদ্বয়! তোমাদের উভয়কে এক সঙ্গে আহ্বান করিতেছি। তোমরা উভয়ে একত্র আমাদিগের হবিঃ-রূপ অন্ন গ্রহণ করিয়া হর্ষান্বিত হও। তোমরা উভয়ে অন্ন ও ধনদানে সমর্থ; অতএব তোমাদিগকে অন্ন-লাভের নিমিত্ত আহ্বান করিতেছি।'

আমাদের ব্যাখ্যাও ঐ অর্থেরই অনুসারী বটে; তবে আমরা শব্দ-পক্ষে ও ভাব-পক্ষে উহার মধ্যে অন্য সামগ্রী লক্ষ্য করিতেছি। আমাদের সে অর্থ মন্ত্রের 'মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায়' এবং 'বঙ্গানুবাদে' প্রকাশ করিয়াছি। তথাপি তদ্বিষয় সঙ্ক্ষেপে একটু আলোচনা করিতেছি। 'ইন্দ্রাগ্নী' পদে ভগবানের শক্তিরূপ ও জ্ঞানরূপ বিভূতি প্রকাশ পায়। ইন্দ্র—দেবরাজ; সকল শক্তি তাঁহাতে কেন্দ্রীভূত। অগ্নি—প্রকাশরূপ; তাই তিনি জ্ঞানাধার বলিয়া পরিকল্পিত। 'আহুবধ্যৈ' (আহুবধ্যা) পদে আহুতির দ্বারা—ভক্তি প্রাণ বা দ্রব্যাদির দ্বারা—আহ্বানের ভাব প্রকাশ পায়। তাহাতে 'আপনাদের পূজা করিতে ইচ্ছা করিতেছি'—এই অর্থ ই প্রাপ্ত হই। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে সেই ইচ্ছার ভাবই একটু স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। এখানে বলা হইয়াছে,—'রাধসঃ সহ মাদয়ধ্বৈ'। প্রচলিত অর্থে 'রাধসঃ' পদে ধন বুঝায় বটে; কিন্তু সে ধন—কোন্ ধন? 'আরাধনা' অর্থ-মূলক 'রাধ' ধাতু হইতে ঐ পদ উৎপন্ন। সুতরাং 'আরাধনা-রূপ' পূজা-রূপ ধনের দ্বারা আপনাকে হর্ষান্বিত ও পরিতৃপ্ত করিব'—এই ভাবই এখানে ব্যক্ত দেখি। এবম্বিধ সঙ্কল্পের পর, সেই দেবতাদ্বয়ের স্বরূপ অর্থাৎ তাঁহারা কোন্ কোন্ সামগ্রী দান করেন, তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। এ সম্বন্ধে 'ইষাং' ও 'রয়ীণাং' পদ দুইটী লক্ষ্য করিবার বিষয়। 'ইষাং' পদের সাধারণ অর্থ—অন্ন; 'রয়ীণাং' পদেরও প্রচলিত অর্থ—ধন। কিন্তু সে অন্নই বা কেমন, আর সে ধনই বা কেমন, তাহা বুঝা প্রয়োজন। যাহা ইহলোকে প্রাণ-শক্তি প্রদান করে, তাহাই অন্ন। শক্তিদাতা যে দেবতা, তিনি ইহলোকে প্রাণ-শক্তি প্রদান করুন, 'ইষাং' পদে সেই ভাব ব্যক্ত করে। 'রয়ীণাং' পদ আরাধনা অর্থ-মূলক ধাতু হইতে উৎপন্ন। তাহাতে পরলোকে পরমার্থপ্রাপ্তিরূপ ধনের কামনা প্রকাশ পায়। তবেই বুঝা গেল—সেই দুই দেবতা কিরূপ ধনের অধিকারী। বলা হইল—ইহলোকে প্রাণ-শক্তিদাতা এবং পরলোকে পরমধন-প্রদাতা। উপসংহারে প্রার্থনা,—'তাঁহাদের উভয়কে আহ্বান করিতেছি—কেন? 'বাজস্য সাতয়ে।' 'বাজ' শব্দে 'অন্ন' ও 'জয়' বুঝায়। তাহাতে জয় অর্থ গ্রহণ করিলে, পূর্ব্বোক্ত দুই ভাবই অক্ষুণ্ণ থাকে। ইহলোকেও জয় চাই; পরলোকেও জয় চাই। ঐ দুই পদে এই ভাব ব্যক্ত করে। ইহলোকে শক্তি-প্রাণ লাভ-রূপ

জয়, পরলোকে পরমধন লাভ-রূপ জয়। এই দুই প্রার্থনাই মন্ত্রে প্রকট দেখি। মন্ত্রে প্রার্থনা জানান হইয়াছে—'হে ভগবন্! আমার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শ্রেয়ঃ সাধন করুন।' *

অনুবাকের দ্বিতীয় মন্ত্র—"অশ্রবং হি" প্রভৃতি। ভাষ্যে মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহা বিশেষ কৌতুকপ্রদ। ভাষ্যোক্ত সে ব্যাখ্যা এই,—'লোকে কন্যার অত্যন্ত প্রিয় বিশিষ্ট জামাতা দৌহিত্রাদিরূপ প্রজা বহুরূপে বৃদ্ধি করে। ভ্রাতা ভগ্নী-স্নেহবশতঃ ভগ্নীর গৃহধন রক্ষার নিমিত্ত দাসদাসী প্রভৃতি বহুল পরিমাণে প্রদান করে। আপনারা উভয়ে তাহাদিগকেই বহু ধন এবং বহু প্রজা প্রদান করেন শুনিয়াছি। অতএব হে ইন্দ্রাগ্নী! সোমসদৃশ পুরোডাশ প্রদানে আপনাদিগের চিত্তে নূতন হর্ষরূপ চিত্তবৃত্তি উৎপাদন করিয়া স্তুতি সম্পাদন করিতেছি।' ভাষ্যমতে আদি মন্ত্র পুরোনুবাক্যা এবং পরবর্ত্তী মন্ত্র যাজ্যা।

ভাষ্য এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদি হইতে আমাদিগের ব্যাখ্যায় এই মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত দেখিতে পাইবেন। মন্ত্রের অন্তর্গত 'বিজামাতুঃ' 'স্যালাৎ' 'সোমস্য' 'জনয়ামি' প্রভৃতি পদ মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে বিভিন্ন ভাব পরিগ্রহণের হেতুভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহা হউক, প্রচলিত কি প্রকার অর্থ হইতে আমাদিগের ব্যাখ্যায় কি প্রকার অর্থ দাঁড়াইয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্য এ স্থলে দুই প্রকারের দুইটী প্রচলিত অর্থ উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

(১) "হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা অযোগ্য জামাতা অথবা শ্যালক অপেক্ষাও বহুবিধ ধন দান কর, এইরূপ শুনিয়াছি; অতএব হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আমি তোমাদিগের সোম প্রদান কালে পঠনীয় একটী নূতন স্তোত্র রচনা করিতেছি।"

(২) "For I have heard that ye give wealth more freely than worthless son-in-law or spouse's brother.

"So offering to you this draught of Soma, I make you this new hymn, Indra and Agni."

এবম্বিধ ব্যাখ্যা পাঠ করিলে, এই মন্ত্র হইতে পুরাতত্ত্বের দুইটী তথ্য নির্দ্দেশ করা যায়। মন্ত্র যে মনুষ্যের রচিত এবং মনুষ্যের উপাসনায় প্রযুক্ত, ঐ ব্যাখ্যায় তাহাই প্রতিপন্ন হয়। অপিচ, বিবাহে পণ-গ্রহণ প্রথা যে আজিকালিকার নিয়ম নহে; পরন্তু এ কালের ন্যায় সেকালেও যে পুত্রকন্যার বিবাহে আদান প্রদানের বা পণ গ্রহণের প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল, তাহা প্রতিপন্ন করিতে পারা যায়। বেদরূপ দর্পণে আত্মচিত্র প্রতিফলিত হইয়া থাকে। সুতরাং সকল কালের সকল ভাবই উহার মধ্য হইতে অধ্যাহার করা যায়।

এখন আমরা যে দৃষ্টিতে দ্বিতীয় মন্ত্রের যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, তাহার একটু বিশ্লেষণ করা যাইতেছে। তদুপলক্ষে সমস্যামূলক পদাবলির কি অর্থ সঙ্গত বলিয়া আমরা বিবেচনা করি, প্রথমে তাহার একটু আভাস দিতেছি। "বিজামাতুঃ" পদে 'বিশিষ্ট-ধন-প্রদানকারী'—এরূপ ভাব গ্রহণ করি। 'স্যালাৎ' পদে 'শালা—গৃহ বা হৃদয়' অর্থে সঙ্গতি দেখি। 'ঘা' পদে

* কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের এই মন্ত্রটী শুক্ল-যজুর্ব্বেদের তৃতীয় অধ্যায়ে, ত্রয়োদশ কণ্ডিকায় পরিদৃষ্ট হয়।

'রিপুগণের হন্তা' অর্থই সুসিদ্ধ হয়। 'স্তোমং জনয়ামি' পদদ্বয়ে 'মন্ত্রের রচনা করা' অপেক্ষা 'মন্ত্রকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি'—এইরূপ ভাবেই সঙ্গতি দেখি। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রটীকে যুগপৎ দেবমাহাত্ম্য-খ্যাপক প্রার্থনামূলক এবং সঙ্কল্পসূচক বলিয়া মনে হয়। সে পক্ষে মন্ত্রের মর্ম্ম হয় এই যে,—মানুষের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। মানুষ মানুষকে এমন কোনও জিনিষ দিতে পারে না—যাহা সত্য, যাহা সনাতন। অতএব দেবতাই—দেবভাবই বিশিষ্ট দাতা; দেবতার সাহায্যেই হৃদয়রূপ গৃহ হইতে রিপুগণ বিতাড়িত হয়। তাঁহারাই জ্ঞানের ও ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, তাঁহাদিগকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা যেন সত্ত্বভাবের উদ্বোধনায় প্রবৃত্ত হই।' *

তৃতীয় মন্ত্রের ('ইন্দ্রাগ্নী নবতীং পুরঃ' প্রভৃতি) ব্যাখ্যা নিষ্কাশনেও ভাষ্যকারের সহিত আমরা একমত হইতে পারি নাই। ভাষ্যে মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহা এই,—'প্রজাগণের উপক্ষয়িতা তস্করাদির অধিপতি যিনি, ভাষ্যমতে তিনিই দাসপত্নী। হে ইন্দ্রাগ্নী! দাসপত্নীদিগের সেই নবতিসংখ্যক পুরীকে আপনারা যুগপৎ একই আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেন।' ভাষ্যের অনুসারী প্রচলিত ব্যাখ্যাতেও ঐ একই ভাব উপলব্ধি করি। সে ব্যাখ্যা এই,—'হে ইন্দ্রাগ্নী! তোমরা একই উদ্যোগ দ্বারা দাসগণের নবতি-সংখ্যক পুরী কম্পিত করিয়াছিলে।"

বলা বাহুল্য, আমরা কোনও অর্থই গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমরা মন্ত্রটীকে ভগবন্মাহাত্ম্যমূলক বলিয়া মনে করি। মন্ত্রে ভগবানের মাহাত্ম্য এবং নিত্যসত্তা প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের মতে মন্ত্রের ভাব এই যে,—'জ্ঞান ও কর্ম্ম শক্তিই মোক্ষলাভের হেতুভূত। তাহাদের দ্বারাই কর্ম্ম সুচারু সম্পন্ন হয়। মানবদেহ নানা শত্রুর আগার। অসংখ্য শত্রু এই দেহে বাস করিতেছে। কর্ম্ম ও জ্ঞান সাহায্যে তাহারা বিদূরিত হইতে পারে। ভগবান সেই জ্ঞান ও শক্তির স্বরূপ। জ্ঞান ও শক্তি স্বরূপ ভগবানকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্র তাই কহিতেছেন,—'হে ভগবন্! আমাদিগের এই নবদ্বারবিশিষ্ট দেহে অসংখ্য শত্রুর বসতি। আপনি সেই সকল শত্রুকে বিনাশ করিয়া আমাদিগের এই দেহরূপ গৃহকে রক্ষা করুন। আপনি অদ্বিতীয় শক্তিসম্পন্ন। এই সকল শত্রুকে নাশ করেন বলিয়াই আপনার মহিমা প্রখ্যাত। আপনি আমার অন্তরের সেই সকল শত্রুকে নাশ করিয়া আমাকে আপনার কার্য্যে নিযুক্ত করুন। আপনার মহিমার অন্ত নাই; আপনি অশেষ মহিমান্বিত—আপনি সকল কর্ম্মে অদ্বিতীয়। অতএব আপনি আমায় আপনার মহিমার বিষয় বুঝাইয়া দিউন।'

মন্ত্রের অন্তর্গত সমস্যামূলক 'নবতিং পুরঃ' এবং 'সাকং একেন কর্ম্মণা' এই অংশ-দ্বয়ের বিশ্লেষণেই মন্ত্রের উচ্চভাব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। বেদ-মন্ত্রের মধ্যে 'নব', 'সপ্ত' এবং 'ত্রি' প্রভৃতি পদের বহুল ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। ঐ সকল পদ সংখ্যা-পরিমাণের

* এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে অষ্টাবিংশ বর্গের (প্রথম মণ্ডল, ১০৯ম সূক্তের দ্বিতীয় ঋক) অন্তর্ভুক্ত।

বহুত্ব সূচিত করে। ঋগ্বেদের এবং অন্যান্য বেদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা নানা স্থানে এই সকল পদের বিশ্লেষণ করিয়াছি। 'নবতিং' পদে নয়ের পূরণ বুঝায়। মানবশরীর নবদ্বার-বিশিষ্ট। সেই নয়টী দ্বার—কর্ণদ্বয়, চক্ষুর্দ্বয়, নাসিকাদ্বয়, মুখ, পায়ু ও উপস্থ। এই নয়টী ইন্দ্রিয় হইতেই মানুষের পদস্খলন হয়। মানুষের অন্তঃশত্রুসমূহ ঐ নয়টী দ্বারেই মানুষকে আক্রমণ করিয়া অভিভূত করিয়া ফেলে। এই নয়টী দ্বারকে রুদ্ধ করিতে পারিলেই—শত্রুর আবাসস্থল নবদ্বারবিশিষ্ট এই দেহরূপ পুরীকে উদ্ভিন্ন করিতে সমর্থ হইলেই—মানুষ পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। 'নবতিং পুরঃ' বলিতে আমরা এই নবদ্বারবিশিষ্ট সেই দেহরূপ দুর্গ হইতে শত্রুদিগকে (দাসপত্নীঃ) বিতাড়িত করেন বলিয়াই তাঁহার প্রসিদ্ধি এবং তাঁহার অদ্বিতীয়ত্ব। সেই শত্রুনাশরূপ কর্ম্মের জন্যই তাঁহার মহত্ত্ব। অন্তঃশত্রুনাশ করিয়া যিনি মানুষকে মোক্ষধন প্রদান করেন, তাঁহার ন্যায় আশ্চর্য্যকর্ম্মা বিশ্বকর্ম্মা দ্বিতীয় কেহ থাকিতে পারে কি? সেই একই কার্য্যের জন্যই তাঁহার মহিমা জগদ্বিশ্রুত। সেই একই কার্য্যের জন্যই তিনি অদ্বিতীয়—মহামহিমান্বিত। জ্ঞানরূপে দিব্য-জ্ঞান প্রদানে, এবং কর্ম্মরূপে কর্ম্মশক্তিপ্রদানে ভগবান মানুষকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহাকে মোক্ষের অধিকারী করেন। এইরূপ ভাব উপলব্ধি করিয়াই আমরা এই চতুর্দ্দশ অনুবাকের তৃতীয় মন্ত্রের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি। *

তার পর পঞ্চম ('শুচিং নু' প্রভৃতি) মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করুন। কর্ম্ম যখন ভক্তি-সংযুত হয়, যখন জ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়া উঠে, তখনই তাহা বৃত্ররূপ অন্তঃশত্রুকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয়। জ্ঞান এবং কর্ম্ম শক্তিই—সকল সৎকর্ম্মের মূলীভূত। তাহারাই আকুল অন্তরের ভক্তির পূজা ভগবানের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়। স্থূলতঃ মন্ত্রে এই ভাবই সূচিত বলিয়া মনে করি। ভাষ্যকার মন্ত্রের যে ভাব অধ্যাহার করিয়াছেন, তাহা এই,—'বৃত্রনাশক হে ইন্দ্রাগ্নী! আজ আপনারা আমাদের স্তুতি গ্রহণ করুন। সে স্তুতি—নূতন অন্নের দ্বারা সঞ্জাত ও নির্দ্দোষ হইয়াছে। রোষ-গর্ব্বাদি রহিত বলিয়া আপনারা উভয়েই সুখে হোম নিষ্পন্ন করিতে সমর্থ। আমরা সেই আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি। আপনারা উভয়ে কাময়মান যজমানদিগকে সদ্য অন্ন প্রদান করুন।' ভাষ্যে এই মন্ত্রটী যাজ্যা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

যাহা হউক, আমাদের অর্থ ভাষ্যকারের অর্থ হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থা পরিগ্রহণ করিয়াছে। আমাদিগের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'নবজাত' 'বৃত্রহনা' এবং 'সুহবা' এই তিনটী পদ বিশেষভাবে অনুধাবনার বিষয়। 'নবজাতং' বলিতে ভাষ্যের ভাবে এবং মন্ত্রের বাক্য-বিন্যাসে বোধ হয়—যেন ইন্দ্র ও অগ্নি-দেবতার পূজার জন্য নূতন নূতন স্তোত্র বিরচিত হইতেছে, বেদ-মন্ত্র যেন নবকলেবর পরিগ্রহ করিয়া ইন্দ্র ও অগ্নি-দেবতার পরিতুষ্টির নিমিত্ত প্রযুক্ত হইতেছেন। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির আলোচনায় 'নবজাতং' পদে কাল-বিশেষে লোক-বিশেষ কর্তৃক অগ্নি ও ইন্দ্র নামক কোনও

---

* কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ের দ্বাদশ বর্গে (তৃতীয় মণ্ডল, দ্বাদশ সূক্ত, ষষ্ঠ ঋক) পরিদৃষ্ট হয়।

ঋষি বা মনুষ্য প্রকৃতি-বিশিষ্ট কোনও দেবতা যে সম্পূজিত হইয়াছিলেন, তাহাই বুঝা যায়। কিন্তু বেদ-মন্ত্রের নিত্যত্বের বিষয় এবং অপৌরুষেয়ত্বের বিষয় স্বীকার করিলে, এই 'নবজাত' পদের প্রতি প্রথম দৃষ্টিতেই উহার ভাব বিষয়ে যেন ভাবান্তর উপস্থিত হয়। আমাদিগের দৃষ্টিতে আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি,—'এ তো তাহা নহে! এখানে যে নিত্য সত্যতত্ত্ব প্রকটিত রহিয়াছে!'

নিত্য সত্য-সনাতন অবিনশ্বর পরমাত্মা সর্ব্বকালে সমভাবে সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন। তিনি সর্ব্বকালে সমভাবে সম্পূজিত হয়েন। তাঁহার আরাধনা-উপাসনার কালাকাল নাই; তাঁহার স্তুতি-বন্দনাও আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। যিনি যখনই তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবেন, যিনি যখনই তাঁহার সমীপস্থ হইবার প্রয়াস পাইবেন, তিনি তখনই বুঝিতে সমর্থ হইবেন,—'তিনি তো নূতন নহেন—তিনি যে পুরাতন—তিনি সনাতন! তিনি যে—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্য শ্বাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"

তাঁহার জন্ম নাই, তিনি অজ; তাঁহার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, তিনি নিত্য; তাঁহার ক্ষয় নাই, তিনি শ্বাশ্বত। তাঁহার পরিণাম নাই, তিনি পুরাণ। শরীর বিনষ্ট হইলেও তাঁহার বিনাশ নাই, তাই কথিত হইয়াছে,—'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।' তিনি চিরদিনই আছেন, তাই তাঁহার স্তুতি-বন্দনা চিরদিনই চলিয়াছে। আজ যে কেবল আমিই তাঁহার উপাসনা করিতেছি, তাহা তো নহে! আজি যে কেবল আমিই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি, তাহা তো নহে! পূর্ব্বতন মুনি-ঋষিগণ—আমার পূজনীয় পিতৃ-পিতামহগণ—সকলেই তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত ছিলেন,—সকলেই তাঁহার সন্নিকর্ষ লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সুতরাং আমিই কেবল যে সে পথের নূতন পথিক, তাহা নহে। অধুনাতন সাধকগণই যে তাঁহাকে পাইবার জন্য নূতন ব্যাকুল হইয়াছেন, তাহা নহে; অনাদি অনন্ত কাল অনাদি অনন্ত কোটী সাধক, তাঁহার মহিমায় বিভোর হইয়া, তাঁহার চরণে শরণাগত হইয়াছিলেন। আবার, অনাদি অনন্ত কাল—অনাদি অনন্ত কোটী সাধক তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হইবেন। মানুষের সীমাবদ্ধ দৃষ্টি অসীম অনন্তকে ধারণা করিতে পারে না; তাই তাহারা অসীম অনন্তের একটা সীমা কল্পনা করিয়া লয়। তাই যখনই বলিবে নূতন; তখনই তাহা সেই একই ভাবের দ্যোতনা করিবে; তখনই তাহা সেই চিরনূতন—পুরাণ পুরুষকে নির্দ্দেশ করিবে। এই ভাবেই এ নূতনের নিত্যত্ব ও নূতনত্ব অনুভূত হয়। আবার স্তুতি বা স্তোত্র—ভগবানের আরাধনা উপাসনা—নবকলেবর পরিগ্রহ করে তখনই, যখন তাহা জ্ঞান ও কর্ম্ম শক্তির দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। জ্ঞান ও কর্ম্ম—উভয়ই ভগবানের স্বরূপ প্রকাশে অদ্বিতীয়। যে পূজা উপাসনার অনুষ্ঠান আমরা করিয়া থাকি, জ্ঞান ও ভক্তির সহিত অনুষ্ঠিত হইলে, তাহাই ভগবানের নিকট পৌঁছাইয়া থাকে। তখনই তাহার অভিনবত্ব সিদ্ধ হয়। এ ভাবেও 'নবজাতং' পদের সার্থকতা সপ্রমাণ হইতে পারে।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'বৃত্রহা' পদে, 'বৃত্রপ্রমুখ শত্রুগণকে ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা বিনাশ করেন'—ভাষ্যে ও ব্যাখ্যাদিতে তাহাই উপলব্ধ হয়। এতৎপ্রসঙ্গে সাধারণ ভাবে একটী উপাখ্যানের

অবতারণা করা হইয়া থাকে। ঐ পদের সাধারণ ভাব এই যে,—বৃত্র নামক একজন অসুর ছিল। ইন্দ্র ও অগ্নি তাহাকে যুদ্ধে নিহত করেন। আবার রূপকে 'ইন্দ্র' বলিতে সূর্য্য বুঝায়, আর 'বৃত্র' বলিতে সূর্য্যের আবরক 'মেঘকে' বুঝাইয়া থাকে। সূর্য্যরশ্মি-সম্পাতে উত্তাপে পৃথিবীতে জীবজন্তু বৃক্ষ-লতা-তরু-গুল্মাদি নবজীবন প্রাপ্ত হয়। মেঘ সূর্য্যকে আবৃত করিয়া পৃথিবীকে অন্ধকারময় করিয়া ফেলে; তাহাতে এই পৃথিবীতে নানা অনর্থের সূত্রপাত হয়। এইরূপে এ সংসারে আলোকের আধার ইন্দ্রের ও অগ্নির সহিত অন্ধকারের জনয়িতা বৃত্রের বা মেঘের অবিরত দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। যখন বৃত্র জয়লাভ করে, সূর্য্য ও অগ্নি অদৃশ্য হইয়া পড়েন; পৃথিবী অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়। এইরূপে সূর্য্যরশ্মি ও উত্তাপ বাধা প্রাপ্ত হইলে, পৃথিবীর বৃক্ষতরুলতাগুল্ম, এমন কি প্রাণি পর্য্যন্ত, গতজীবন হয়। যাহা হউক, অবশেষে সূর্য্যরশ্মি বা উত্তাপ প্রতিষ্ঠান্বিত হয়, ইন্দ্র ও অগ্নি জয়লাভ করেন। বৃত্র বা মেঘ নিহত হইলে বর্ষার বারিধারা ভূতলে পতিত হয়; তখন ইন্দ্রের ও অগ্নির গৌরব পূর্ণ-মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপে শত্রু বিধ্বস্ত হওয়ায় তাঁহাদের জ্যোতিঃ বহুগুণে পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। যাঁহারা ইন্দ্রের ও বৃত্রের যুদ্ধপ্রসঙ্গে এইরূপ রূপকের কল্পনা করেন, তাঁহারা এই প্রকার অর্থই নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন এবং এই প্রকার অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে করেন।

কিন্তু যাহারা একটু উচ্চস্তরের সাধক, তাঁহাদের নিকট বৃত্রবধের তাৎপর্য্য অন্যরূপ। তাঁহাদের মতে ইন্দ্র ও অগ্নি বলিতে সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে বুঝাইয়া থাকে, তিনি আলোক-দাতা, তিনি সকল জ্ঞানের—সকল কর্ম্মের—সকল সত্যের আধারস্থান। সঙ্ক্ষেপতঃ, তিনি সৎস্বরূপ। সে অর্থে বৃত্র বিরুদ্ধপ্রকৃতিসম্পন্ন; বৃত্র—মূর্ত্তিমান অন্ধকার ও কুকর্ম্ম; বৃত্র সকল অসদ্ভাবের—সকল অনর্থের জনক। সংসারে আলোকে ও অন্ধকারে যেরূপ চিরসংগ্রাম চলিয়াছে, নৈতিক জগতেও সেইরূপ সতের ও অসতের মধ্যে দ্বন্দ্বের বিরাম নাই। সূর্য্য ও অগ্নি যেমন পরিদৃশ্যমান পৃথিবীকে আলোক-রশ্মিতে উত্তাপ বিতরণে পুলকিত করিয়া থাকেন; সেইরূপ সেই সৎ পবিত্র আধ্যাত্মিক আলোকের আকর ঈশ্বর আমাদিগের হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিস্তার করিয়া আমাদের অন্তঃকরণকে সৎপথে পরিচালিত করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। সূর্য্যদেব যেমন সময় সময় মেঘ-মধ্যে লুক্কায়িত হন এবং তাহাতে যেমন পৃথিবী অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়ে; সেইরূপ জ্ঞান-সূর্য্য বা জ্ঞানাগ্নি কখনও কখনও কু-প্রবৃত্তিরূপ মেঘ দ্বারা আবৃত হন এবং তাহাতে হৃদয় অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য প্রভৃতি রিপুগণ এবং অন্যান্য অসংখ্য কু-প্রবৃত্তি তখন বৃত্রের সৈন্য-সামন্তরূপে আবির্ভূত হইয়া হৃদয়-দুর্গ আক্রমণ করে,—ঈশ্বরের মহিমায় হৃদয়ে যে জ্ঞানালোক বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা ধ্বংস করিবার জন্য তাহারা প্রয়াস পায়। ইন্দ্রের ও অগ্নির এবং বৃত্রের সৈন্যগণ যখন এইরূপভাবে সমর-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়; আত্মা কখনও কখনও সেই চতুর সর্প-প্রকৃতি ধূর্ত্ত বৃত্রের বশতাপন্ন হইতে প্রলুব্ধ হন। ফলে, হৃদয়ে—নৈতিক-রাজ্যে অরাজকতা ও যথেচ্ছাচারের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। তখন ইন্দ্রের ও অগ্নির সমস্ত ক্ষমতা অর্থাৎ অন্তঃকরণের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি ও সদ্ভাব-সমূহ হৃদয় হইতে অপসৃত হয়;—কু-প্রবৃত্তি-সমূহ তখন হৃদয় অধিকার করিয়া বসে। হৃদয়

তখন আর ইন্দ্রের বা অগ্নির পবিত্র আলোকে উদ্ভাসিত হয় না। তখন গভীর অন্ধকারে হৃদয় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে ;—পাপের ও দৈন্যের অতলতলে নিমজ্জিত হইয়া আত্মা সদসদ্বিচারে একেবারে অসমর্থ হয়। এইরূপে বৃত্রের পাপ-প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া আত্মা আপনার কৃত-কর্ম্মের ফল ভোগ করিলে, অবশেষে ইন্দ্র ও অগ্নিরূপী ঈশ্বর (ভগবান) সেই পতিতের উদ্ধার সাধন করেন। অন্তরে অহরহ সদ্বৃত্তির সহিত অসদ্বৃত্তির সংঘর্ষই এবং সদ্বৃত্তির উন্মেষণে অসদ্বৃত্তির বিনাশ সাধনই—ইন্দ্রাগ্নীর বৃত্র-বধ। মানুষের অন্তর অজ্ঞানতায় চির-সমাচ্ছন্ন। কর্ম্মের প্রভাবে, জ্ঞান-জ্যোতির বিচ্ছুরণে সেই অজ্ঞানতা দূরীভূত হইলে মানুষ ভগবৎকৃপা-লাভে সমর্থ হয়। ভক্ত যখন বিপন্ন হয়, বিপন্ন হইয়া কাতরকণ্ঠে যখন তাঁহাকে ডাকে, ভক্তের উদ্ধারের নিমিত্ত তিনি ক্ষিপ্র-গতিতে আগমন করিয়া, তাহার উদ্ধার-সাধন করেন। ইন্দ্র ও অগ্নি—আত্মদর্শিজনকেই ব্যাপিয়া অবস্থিতি করেন। 'বৃত্রহনা' পদ অন্তঃশত্রুনাশে জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিচ্ছুরণ এবং কর্ম্ম-শক্তির পরিস্ফুরণের বিষয়ই ব্যক্ত করিতেছে। ভাব এই যে,—'সেই পরম-পুরুষ, ইন্দ্রদেব ও অগ্নিদেব রূপে, সংসার-ভয় নিবারণ করেন ; তিনি সর্ব্বরক্ষণক্ষম। তাঁহার কৃপা-লাভ করিলে, তোমার অন্তরের সকল শত্রু বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। তিনি শত্রু-নাশক—রিপু-নাশক। তুমি তাঁহার শরণ লও। তোমার ভক্তি-রসামৃত তাঁহাকে উৎসর্গ কর। তাহাতে তিনি প্রীত হইয়া তোমার অজ্ঞানতা দূর করিবেন। জ্ঞানালোকে তোমার হৃদয় উদ্ভাসিত হইবে। তুমি তাঁহার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।'

'সুহবা' পদের তাৎপর্য্য—'প্রকৃষ্ট হবির্দ্দায়কৌ, সদ্ভাব-বৰ্দ্ধকৌ' আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় নিষ্পন্ন হইয়াছে। কর্ম্মের সহিত যদি জ্ঞানের সমাবেশ ঘটে, জ্ঞান-বলে যদি কর্ম্মের স্বরূপ বিষয়ে উপলব্ধি জন্মে, তাহা হইলে সেই কর্ম্মই ভগবানকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়—সেই কর্ম্মের দ্বারাই হৃদয়ে সদ্ভাব-রাজি ফুটিয়া উঠে। আমাদের মতে তাই 'সুহবা' পদে ভাব প্রকাশ পাইয়াছে,—'হে জগজ্জীবন! আর কেন মোহ-পঙ্কে ডুবাইয়া রাখেন? সারাজীবন নিমজ্জিত রহিলাম ; এইবার উদ্ধার করুন। চারিদিকে অন্ধকার ঘেরিয়া রহিয়াছে। জ্যোতিষ্মান্ আপনি ; একবার জ্যোতিঃ-রূপে প্রকাশমান হউন। অন্ধ আঁখি উন্মীলিত হউক ;—যেন আপনার মধ্যেই আপনার স্বরূপ দেখিতে পাই। আমার জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত হউক। যজ্ঞের ফলে আমাকে দিব্য-জ্ঞান প্রদান করুন—আমার কর্ম্ম-শক্তি প্রবর্দ্ধিত হউক। আপনি বিশ্বপাতা, আপনি বিশ্ববিধাতা, আপনি বিশ্বরূপ, আপনি বিশ্বেশ্বর—কর্ম্মের ফলে যেন সেই স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই। অধমকে দিব্য-জ্ঞান প্রদান করুন। আপনার প্রভাবে, জ্ঞানানুমোদিত সৎকর্ম্মের ফলে, আমি যেন দীপ্তিদানাদি-গুণযুক্ত হই, আমি যেন দেবত্ব-লাভ করি।' ভগবানকে যে বিবিধ গুণ-বিশেষণে বিশেষিত করা হয়, তাহার তাৎপর্য্যই এই বলিয়া মনে করি। প্রথম অবস্থায় মনোভৃঙ্গকে চরণ-সরোজে আকৃষ্ট করিবার জন্যই বহিরঙ্গের সাধনার আবশ্যক হয়। মধু-পানে মত্ত ভ্রমরের ন্যায় ক্রমশঃ তাহাতে তন্ময়তা আসে। সাধনার এই প্রথম স্তর অনুসরণে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইলেই সাধনায় সিদ্ধি-লাভ ঘটে,—কর্ম্ম-কাণ্ডের মধ্য দিয়াই জ্ঞান-কাণ্ডে উপনীত হইতে পারা যায়,—প্রথমে ইন্দ্র ও পরে অগ্নি পদের সমাবেশ এবং তাঁহাদিগের 'সুহবা' গুণ-বিশেষণে তাহাই বুঝিতে পারি। ভক্ত সাধক

যখন অগ্নির ও ইন্দ্রের রূপ দেখিয়া ভক্তিভরে তাঁহার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হন, তখন ক্রমশঃ তাঁহার অন্তরের বৃত্ররূপ অজ্ঞানান্ধকাররূপী বৃত্র দূর হয়। জ্যোতিষ্মানের দিব্যজ্যোতিঃতে ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয়াকাশ আলোকিত হইতে থাকে। যে সংশয়ের কুজ্ঝটিকা তাঁহার হৃদয় ঘেরিয়া বসিয়াছিল, তখন ক্রমশঃ তাহা অপসৃত হইয়া যায়। তখন সকল আকাঙ্ক্ষা, সকল কর্ম্ম, সকল দুঃখের অবসান হয়। তখন আর আত্মায় পরমাত্মায় ভেদ থাকে না। ইন্দ্রাগ্নিই যে সেই সচ্চিদানন্দরূপ, ইন্দ্রাগ্নিই যে সেই পরমাত্মা, আর তাঁহারাই যে 'সুহবা'—তাঁহারাই যে যজ্ঞের সুষ্ঠু সম্পাদক এবং সদ্ভাবের জনক, প্রকৃষ্ট-জ্ঞান-কর্ম্মান্বিত সাধক তখন তাহাই বুঝিয়া থাকেন।

ফলতঃ, মন্ত্রটী অতি উচ্চভাবমূলক। উচ্চনীচ-নির্ব্বিশেষে ভগবান যে শরণাগতকে পরিত্রাণ করেন, মন্ত্রে সেই বিষয়ই পরিব্যক্ত। অতি অকিঞ্চনও যদি তাঁহার শরণ গ্রহণ করে, সেও যদি তাঁহার করুণার ভিখারী হয়, তাঁহার অনুগ্রহ-লাভে সমর্থ হইতে পারে। তাই সর্ব্বতোভাবে কায়মনোবাক্যে তাঁহারই শ্রীচরণে শরণ লওয়ার উপদেশ এই মন্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। *

পঞ্চম ('বয়ম্ ত্বা' প্রভৃতি) মন্ত্রে সৎপথে চলিয়া সদ্ভাবে মণ্ডিত হইয়া সৎস্বরূপকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের সহিত বিশেষ মতানৈক্য সংঘটিত হয় নাই। ভাষ্যকারের মতে মন্ত্রটী সত্র-পুরোনুবাক্যা। ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ,—'হে সুমার্গপতি পূষা (দেবতা)! আপনাকে রথের ন্যায় সংযোজিত করিতেছি। আমাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম যাহাতে অন্নপ্রাপক হয়, সেই জন্য।' অর্থাৎ অন্নধনলাভের নিমিত্ত পূষাদেবতাকে রথের ন্যায় নিযুক্ত করা হইতেছে—ভাষ্য হইতে এই ভাব উপলব্ধি করি। মানুষের হৃদয় অনন্ত কামনার সমুদ্র। সমুদ্রে বীচিবিক্ষোভের ন্যায়, কামনার পর কামনা মানব হৃদয়ে উত্থিত হইতেছে। সেই কামনা পূরণের জন্যই মানুষের যত কিছু অনুষ্ঠান আয়োজন। মন্ত্রে পূষাদেবতাকে যে অন্নধন লাভের নিমিত্ত রথের ন্যায় নিযুক্ত করা হয়—সেও সেই কামনা-পূরণ জন্যই। ভগবানের নিকট প্রার্থনার সময় মানুষের অন্তরে প্রধানতঃ দ্বিবিধ সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা জাগরূক হইয়া থাকে। প্রথমতঃ,- তাহারা ভোগের উপযোগী ধনৈশ্বর্য্য চায়; দ্বিতীয়তঃ,—সেই পর্য্যাপ্তেরও অধিক—পার্থিব ধনৈশ্বর্য্যেরও অতীত—অন্য ধন (মোক্ষ ধন) তাহারা পাইবার কামনা করে। ভোগের আকাঙ্ক্ষা অনন্ত প্রকারের। সে আকাঙ্ক্ষার সীমা নাই। তাই ধনাদির প্রকারভেদেরও অন্ত নাই। চাই—অর্থ; চাই—মণিমাণিক্য হীরক জহরত; চাই

---

* চতুর্দ্দশ অনুবাকের এই তৃতীয় মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম অষ্টকে ষষ্ঠ অধ্যায়ে পঞ্চদশ বর্গে (সপ্তম মণ্ডল, ত্র্যধিক নবতিতম সূক্তের প্রথম ঋক) পরিদৃষ্ট হয়। ইহার যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"হে বৃত্রহা ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা শুদ্ধ নবজাত স্তোম অদ্য সেবা কর, তোমরা সুখে আহ্বানযোগ্য, তোমাদের দুই জনকে পুনঃপুনঃ আহ্বান করিতেছি। যজমান কামনা করিতেছেন, তাঁহাকে সদ্য অন্ন প্রদান কর।"

ঘরবাড়ী গাড়ীজুড়ি; চাই—আসবাব পোষাক অট্টালিকা; চাই—মনোরমা বনিতা, আজ্ঞাবাহী দাসদাসী; চাই—আরও কত কি সুখসাধক সামগ্রী! আকাঙ্ক্ষা বিচিত্র; আকাঙ্ক্ষিত ধনেরও তাই বিচিত্রতা! কেবল কি বৈচিত্র্যে—বিবিধ ধনভোগেই—আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি আছে? তাহা তো নহে! মানুষ চায়—পর্য্যাপ্ত। তুমি কত চাও? কত ভোগ করিবে! পর্য্যাপ্ত পাইবে। কিন্তু কি প্রহেলিকা! তাহাতেও তো আকাঙ্ক্ষা মিটে না! ক্ষুধিত হইয়াছ? উদর পুরিয়া আহার কর। মিষ্টান্ন চাও? এত পাইবে যে, উদরে স্থান হইবে না! কোন্ ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধন আকাঙ্ক্ষা কর? তোমার দর্শনেন্দ্রিয় সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে চায়? সম্মুখে চাহিয়া দেখ—সৌন্দর্য্যের অনন্ত পারাবার এই বিশ্ব, তোমার নয়ন দুইটীকে এখনই সৌন্দর্য্য-সাগরে ডুবাইয়া রাখিবে। তোমার শ্রোত্র? সেই বা কতটুকু সুস্বর শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে? পর্য্যাপ্ত—পর্য্যাপ্ত—সকলই তো তোমার পুরোভাগে রহিয়াছে! তবু তো তোমার আকাঙ্ক্ষা মিটে না! ভোগসামগ্রী পর্য্যাপ্ত প্রাপ্ত হইলেও তো তোমার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটে না! যতই কামনার পূরণ হয়, ততই নূতন নূতন কামনা আসিয়া পুরোভাগে দণ্ডায়মান হয়। কামনার—তৃষ্ণার কি কখনও সীমা আছে? শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন,—

"নিস্বো বষ্টি শতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধীপো।
লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশ্বরত্বং পুনঃ॥
চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং সুরপতির্ব্রহ্মপদং বাঞ্ছতি।
ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং হরির্হরপদং তৃষ্ণাবধিং কো গতঃ॥"

ফলতঃ, তৃষ্ণার—কামনার কখনই অন্ত নাই। যতই প্রচুর পরিমাণে ভোগ্যবস্তু প্রদত্ত হউক, কামনা কখনই মিটিবে না! নিত্য নূতন কামনা আসিয়া নিত্য নূতন বাসনার উদয় হইয়া, মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে!

তবে চাই—পর্য্যাপ্তেরও অতীত ধন! কিন্তু বিচিত্র পর্য্যাপ্ত ভোগ্যবস্তু ধনৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলেও তো আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি নাই!—কামনার নিবৃত্তি নাই! তখন সেই পর্য্যাপ্তেরও অতীত ধন সংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইবে। সে ধন প্রাপ্ত হইলে আর কোনও আশা-আকাঙ্ক্ষার উদ্বেগ থাকিবে না—তখন সকল কামনার অবসান হইবে—সকল তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি আসিবে। ফলতঃ, প্রার্থী হও—তাঁহার দ্বারে। সকল ধনই তাঁহার নিকট আছে। তোমার যে ধনের প্রয়োজন হয়, তাঁহার নিকট তাহাই পাইবে। অসার মণিমুক্তারূপ ধনের প্রার্থনার মধ্য দিয়াই তিনি তোমায় সার ধন শ্রেষ্ঠ ধন—মোক্ষধন পর্য্যন্ত প্রদান করিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন। সংসারী সাধারণ মানুষ, ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া, ধনের অধিপতিকে উপেক্ষা করিয়া, ধনার্জ্জনের প্রয়াস পায়। তাহাতে তাহাদের কর্ম্মফলানুরূপ ধন তাহারা যে প্রাপ্ত হয় না, তাহা নহে। তবে তাহারা যত ধনই প্রাপ্ত হয়, ততই আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়াই যায়; আর সেই আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের উপর নূতন দুঃখ আসিয়া তাহাদিগকে অভিভূত করে। শেষ এমন হয় যে, তাহাদের অর্জ্জিত অর্থই যত অনর্থের মূল হইয়া দাঁড়ায়। কেবলমাত্র

আপন পৌরুষ প্রাধান্যের উপর নির্ভর করিয়া মানুষ যে সুখৈশ্বর্য্য সম্ভোগে প্রয়াস পায়,—বিভব ঐশ্বর্য্য উপভোগের এই এক দিক্। আর এক দিক্। আর এক দিক্—ভগবানে ন্যস্তচিত্ত হইয়া তাঁহার দান মনে করিয়া—কর্ম্মফল-লাভের জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া! বিচিত্র ধন, বিবিধ ধন, পর্য্যাপ্ত ধন. আর পর্য্যাপ্তের অতীত ধন—এই ত্রিবিধ ধনের যে ধনই কামনা কর; ভগবানের শরণাপন্ন হও। তিনি সকল ধনই বিতরণের জন্য মুক্তহস্ত হইয়া আছেন। পরন্তু যদি তুমি তাঁহার নিকট বিবিধ পর্য্যাপ্ত ধনেরই অভিলাষ কর, সেই ধনের মধ্য দিয়াই পর্য্যাপ্তের অতীত ধন—মোক্ষধন অবধি—প্রাপ্ত হইবে।

দুই দিকে দুই পথ! এক পথ ডাকিতেছে,— চলিয়া আইস! কাহারও অপেক্ষা করিও না। আপন পৌরুষ-প্রভাবেই তুমি ভোগ্যবস্তু প্রাপ্ত হইবে।' কিন্তু অন্য পথ কহিতেছে,—'না—না, তেমন কাজ করিও না! অজানা অচেনা পথে একাকী অগ্রসর হইও না; পথে কত বিঘ্ন-বিপত্তি আছে! একজনের আশ্রয় লইয়া অগ্রসর হও।' এ মন্ত্র সেই আশ্রয় লওয়ার কথাই বলিতেছে। বলিতেছে,—'তাঁহার আশ্রয় লও; তাঁহার নিকট প্রার্থী হও; আত্মপৌরুষ-রূপ অহমিকা পরিত্যাগ কর; তিনি সকল অভিলাষ পূর্ণ করিবেন।' একটু স্থিরচিত্তে বুঝিলেই বুঝা যাইবে—এখানে সকাম ও নিষ্কাম—কোনও ভেদাভেদ নাই। এখানে ইঙ্গিতে বলা হইয়াছে,—'তোমার ঐ সকাম প্রার্থনার মধ্য দিয়াই তুমি নিষ্কামমার্গে উপনীত হইতে পারিবে। প্রার্থী হও—তাঁহার নিকট প্রার্থী হও; তিনি পথ প্রদর্শন করিবেন—তিনি যে শোভন মার্গের—সন্মার্গের পালক রক্ষক—প্রদর্শক! তিনি সকল ধনের অধিপতি। পর্য্যাপ্ত, পর্য্যাপ্তের অতীত—সকল ধনই তিনি তোমাকে প্রদান করিতেন। যে ধনে তোমার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটে, সে ধনও তিনি তোমাকে প্রদান করিবেন! *

অনুবাকের ষষ্ঠ মন্ত্র—'পথস্পথঃ পরিপতিং' প্রভৃতি। এই মন্ত্রেও শোভন-মার্গের অধিপতি পূষা-দেবতার অনুগ্রহে সৎপথে প্রবর্ত্তিত হইয়া কর্ম্মফল ভাগী হইবার এবং আত্মার আত্ম-সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। নিষ্কাম-কর্ম্মের—কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণের অঙ্কুরও মন্ত্রের মধ্যে উদ্গত দেখিতে পাই। ভাষ্যমতে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—'আমি ফল-কামনায় প্রবৃত্ত। সেই সেই (কর্ম্মে) পথের পরিপালক পূষা-দেবতাভিমানী অর্ককে স্তোত্রের দ্বারা পরিব্যাপ্ত করিতেছি। সেই অর্ক আমাদিগকে শোকনিরোধিকা রাসৎ অর্থাৎ চন্দ্রবৎ অহ্লাদন-সমর্থ ওষধী প্রদান করুন। অপিচ, তথাবিধ সেই পূষা-দেবতা আমাদিগের তত্ত্ববিষয়ক প্রজ্ঞা প্রকৃষ্টরূপে সাধন করুন।' ভাষ্যকারের সহিত আমাদের কয়েকটী বিষয়ে কথঞ্চিৎ পার্থক্য ঘটিয়াছে। 'শুরুধঃ' পদের অর্থ-নিষ্কাশনে ভাষ্যকার ঐ পদের অর্থ করিয়াছেন,—'শোক-

---

* এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অষ্টকে অষ্টম অধ্যায়ে সপ্তদশ বর্গে (ষষ্ঠ মণ্ডল ত্রিপঞ্চাশৎ সূক্তের প্রথম ঋক) পরিদৃষ্ট হয়। ইহার প্রচলিত বঙ্গানুবাদটী এই,—"হে মার্গ-পতি পূষা! আমার কর্ম্মানুষ্ঠান ও অন্নলাভের নিমিত্ত রণস্থলে রথের ন্যায় তোমাকে আমাদিগের অভিমুখবর্ত্তী করিতেছি।"

নিরোধিকা।' আমাদের অর্থ, সেই ভাব হইতে—'শত্রুপ্রতিবন্ধকাঃ।' শত্রুর প্রতিবন্ধক যে 'রাসৎ' উৎপাদন করিতে সমর্থ, সে 'রাসৎ' বা ধন কিরূপ ধন? আমরা তাহাকে 'চন্দ্রাগ্রা' অর্থাৎ পরমানন্দদায়ক সেই শুদ্ধসত্ত্বকেই লক্ষ্য করি। অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন অন্তরে জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিচ্ছুরণে, অজ্ঞানতা-নাশে যে বিমল জ্ঞানের উদয় হয়, আর যে জ্ঞানের উদয়ে সকল কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, আমরা মনে করি পরম কল্যাণ-বিধায়ক মোক্ষ-প্রাপক সেই জ্ঞান-ধনই—'শুরুধঃ চন্দ্রাগ্রা রাসৎ' পদ-সমূহের লক্ষ্য।

'পথস্পথঃ পরিপতিং' পদদ্বয়ে ভগবান যে অদ্বিতীয় সন্মার্গ-প্রদর্শক, তাহাই বুঝা যায়। তিনি সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ পথেরই অধীশ্বর। মানুষকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য তিনি স্বতঃপরতঃ প্রয়াস পান। কিন্তু মোহাচ্ছন্ন মানব, তাঁহার প্রদর্শিত সেই শ্রেষ্ঠ পন্থা সর্ব্বথা অনুবর্ত্তন করিতে পারে কি? তাহা পারে না বলিয়াই তাহার যত কিছু দুঃখ-যন্ত্রণা! কিন্তু পরম-দয়াল ভগবান তো তাহাতেও নিশ্চিন্ত হন না! সন্তানকে সৎপথে আনিবার জন্য কতই না প্রযত্ন তাঁহার! তাই ভগবানের নিকট হইতে মানুষ যতই দূরে সরিয়া পড়িতেছে, তাঁহার সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া বিপথে প্রয়াণ করিবার জন্য যতই তাহারা ব্যগ্র হইতেছে; করুণাময়ের করুণার ধারা ততই বিস্তৃতভাবে বিশাল বিশ্ব ব্যাপিয়া বর্ষিত হইতে চলিয়াছে। তিনি যে যুগে যুগে অবতার-রূপে পৃথিবীতে অবতরণ করিতেছেন, তিনি যে সাধু-মহাত্মাদিগের অমৃত-বাণীর মধ্যে নিত্য-প্রকাশ পাইতেছেন, তিনি যে প্রতি সৎকর্ম্ম-সদনুষ্ঠানের মধ্যে সৎস্বরূপে বিরাজমান্ রহিতেছেন, তিনি যে তোমার প্রতি পদক্ষেপে তোমায় সতর্ক করিবার জন্য তোমার কর্ণ-কুহরে বিবেক-বাণী-রূপে উপস্থিত হইতেছেন;—এ সকল কি তাঁহার করুণা-বর্ষণ নহে? তুমিও যতই উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইতেছ, তাঁহার করুণা-বিতরণের কারণ-পরম্পরাও ততই বৃদ্ধি পাইতেছে।

পিতামাতা যেমন, পুত্রের ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া, নানা প্রকারে পুত্রকে সুপথে প্রত্যাবৃত্ত করাইবার চেষ্টা পান; এক প্রকারে না হইলে, অন্য প্রকারের চেষ্টায় যেমন তাহাকে বিপথ হইতে ফিরাইয়া আনিবার সঙ্কল্প করেন; করুণাময় জগদীশ্বরও সেইভাবে প্রতিনিয়ত আমাদিগকে সুপথে আনিবার প্রয়াস পাইতেছেন। 'পুত্র বিপথগামী হইয়াছে! বোধ হয় তাহার কারণ এই হইবে।' যৎক্ষণাৎ সেই কারণের বিষয়টী মনে উদয় হইল, অমনি স্নেহময় জনক-জননী সে কারণটী দূর করিবার পক্ষে প্রযত্নপর হইলেন। কারণের জন্য কর্ম্ম সৃষ্ট হইল। সংসারের এই দৃষ্টান্তের বিষয় স্মরণ করিয়া, ভগবানের করুণার প্রতি লক্ষ্য করা যায়। অনুগ্রহ-প্রকাশের কত কারণই না তিনি পরিগ্রহ করিতেছেন! দেখিতেছেন,—দিন দিন সন্তান অল্প-আয়ু অল্প-বুদ্ধি হইতেছে; সেই কারণে, তিনিও তদনুযায়ী প্রতিকার-উপায়-সকল নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। দেখিতেছেন—সন্তানের গন্তব্য পথে মোহের অন্ধকার ঘেরিয়া আছে; সেই কারণে, তিনিও অমনি জ্ঞানের আলোক-বর্ত্তিকা প্রদর্শন করিতেছেন। দেখিতেছেন—সন্তান কুকর্ম্মী কদাচারী হইতে বসিয়াছে, মদমত্ত বারণ ইঙ্গিত মানিতেছে না; সেই কারণে, তিনিও অমনি মস্তকে অঙ্কুশাঘাত আরম্ভ করিতেছেন! বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন কারণ উৎপত্তিতে, তাঁহার করুণা-ধারাও নানা আকারে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। গর্জ্জন, বর্ষণ, বজ্রপাত—সে ধারার মধ্যে সকলই আছে! লক্ষ্য কিন্তু সেই একই—সন্তানকে সুপথে

পরিচালন। তবে তুমি শুনিবে না, তিনি কি করিবেন? কোন্ পুত্রের জনক-জননী, পুত্রকে সৎপথাবলম্বী দেখিতে না চাহেন এবং তজ্জন্য চেষ্টা না করেন? কিন্তু পুত্র যদি একান্তই বিপথগামী হয়, বারণ না শুনে, স্বখাদ-সলিলে আপনিই যদি ডুবিয়া মরিতে যায়, উপায় কি আছে? তখন, 'তাহার অদৃষ্ট লইয়া সে মরিবে, আমরা কি করিব?'—এই প্রবোধ-বাক্যের দীর্ঘশ্বাসে পিতামাতার হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়। এ ক্ষেত্রেও সেই ভাব পরিগ্রহণ করি। কারণের উপর কারণ সৃষ্টি করিয়া, অনুগ্রহের উপর অনুগ্রহ বিতরণ করিয়া, ভগবান্ যখন তোমাদিগকে ফিরাইতে পারিলেন না; তখন, 'তোমাদের অদৃষ্ট তোমাদের জন্য সঞ্চিত রহিল'—ইহাই তাঁহার শেষ সিদ্ধান্ত হইবে না কি? তিনি তো তাঁহার করুণা-নির্ঝরের দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াছিলেন! সেদিকে অগ্রসর না হইয়া, প্রলুব্ধ পতঙ্গের ন্যায়, তুমি নরকের অনলের দিকে ছুটিলে; তোমার পরিণাম—আর কি হইবে? যে অনলে পুড়িবার, সেই অনলেই তুমি পুড়িতে থাকিবে। ইহাই অবশ্যম্ভাবী ফল। এ মন্ত্রে, ভগবানের অজস্র করুণা-বিতরণ-প্রসঙ্গে, তোমার সেই ভাবী ফলের ইঙ্গিত রহিয়াছে,—দেখিতে পাইতেছ না কি?

এ প্রসঙ্গে দুই একটা অবান্তর প্রশ্ন উঠিতে পারে। সংশয়ী চিত্ত চিরদিনই তদ্রূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া থাকে। কেহ কেহ কহিতে পারেন,—'ভগবান্ যদি এত করুণাময়, জীবের প্রতি করুণা-পরবশ হইয়া তিনি যখন করুণা-বিতরণের কারণের পর এত কারণ অনুসন্ধান করেন; তখন কেন তিনি, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি, একেবারেই সকলকে সৎপথে টানিয়া লন না? পরীক্ষার মধ্যে আবার ফেলা হয় কেন?'

এ প্রকার প্রশ্ন চিরকাল উঠিয়া থাকে। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান চিরকালই উঠিবে। মীমাংসা-পক্ষেও একটু বিশেষ চিন্তা ও গবেষণা আবশ্যক। এই ক্ষুদ্র প্রসঙ্গে এই এক কথায় এই জটিল প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া সুকঠিন। তথাপি, যতটুকু পারা যায়, এই একটী দৃষ্টান্তে বিষয়টী বুঝাইবার চেষ্টা করা প্রয়োজন বোধ করি। মনে করুন—রাজা ও রাজ-প্রবর্ত্তিত বিধি-বিধান। প্রজার যত প্রকারে মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, রাজ্যে যত প্রকারে শান্তি স্থাপিত হওয়া সম্ভবপর, নানা-রূপ বিচার-বিতর্ক-মীমাংসার দ্বারা, রাজা ও রাজপ্রতিনিধিবর্গ তদ্রূপ বিধি-বিধান প্রবর্ত্তন করেন। অনেক সময়, অনেক কারণে, অনেক বিধির প্রবর্ত্তনা আবশ্যক হয়। কিন্তু সকল প্রকার বিধি-বিধান-প্রবর্ত্তনারই লক্ষ্য—রাজ্যে শান্তি-স্থাপন, প্রজার হিত-সাধন। অথচ, সেই সকল বিধি-বিধানের ফলে অধিক-সংখ্যক লোকের সুখ-শান্তি অধিগত হইলেও, উচ্ছৃঙ্খল কতকগুলি লোক, সে বিধি-বিধান উল্লঙ্ঘন-হেতু দণ্ড ভোগ করিয়া থাকে। সে ক্ষেত্রে, বিধান-কর্ত্তার করুণা—কাহারও কাহারও পক্ষে বিপরীত-ফলপ্রদ হইবে না কি? এ ক্ষেত্রেও তাহাই বুঝিতে হইবে। ইহাতে যদি কেহ বলেন,—'ভগবান্ ইচ্ছা করিলে সকলকেই তো এইরূপ মতিগতি প্রদান করিতে পারিতেন!' তাহার এক উত্তর—বৈচিত্র্যই তাঁহার সৃষ্টি। আর এক উত্তর—পরীক্ষাই তাঁহার লক্ষ্য! সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া যে জন তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে, সেই রণজয়ী হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্তরগত উচ্চাবচ বিবিধ পরীক্ষার প্রণালী আছে। যে বালক ঐকান্তিকতা ও মেধা প্রভাবে উত্তীর্ণ হইতে পারে, সেই জয়-মাল্য প্রাপ্ত হয়। যে অগ্রসর হইতে পারে না, সে পিছাইয়াই থাকে। এখানেও সেই ভাব গ্রহণীয়।

কতকগুলি নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া জগদীশ্বর মানুষকে এই সংসার-রূপ পরীক্ষা-ক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছেন। যে জন, নিয়ম-পরিপালনে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, সেই মুক্তির অধিকারী হইবে; যে তাহা না পারিবে, পরন্তু পদে পদে নিয়ম লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা পাইবে, তাহাকে নির্য্যাতন-ভাগীই হইতে হইবে।

যাহা হউক, মন্ত্রের ভাব এই যে,—'ভগবান মানুষের মঙ্গলের জন্য অশেষ প্রকার করুণার নির্ঝর উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। দেখ—বুঝ—অনুসরণ কর। সে নির্ঝর-ধারায় পরিস্নাত হও! সকল জ্বালা-মালার শান্তি পাইবে। ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে তাঁহার চরণে শরণ লও; তিনি স্বয়ং আসিয়া তোমার উদ্ধার করিবেন। তিনি তো স্বয়ংই বলিয়াছেন,—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥" ফলকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্য হইয়া, তাঁহার প্রদর্শিত পথে কায়মনোবাক্যে অনুবর্ত্তন করিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ করিতে পারিলে জীবের ভাবনা থাকে কি? *

তার পর সপ্তম ও অষ্টম মন্ত্রের ('ক্ষেত্রস্য পতিনাং বয়ং' এবং 'ক্ষেত্রস্য পতে' প্রভৃতি মন্ত্রদ্বয়) বিষয় অনুধাবন করুন। এখানে ভগবানকে লক্ষ্য রহিয়াছে। 'ক্ষেত্রস্য পতি', 'ক্ষেত্রস্য পতিনা' প্রভৃতি বাক্যে তাঁহার স্বরূপ পরিব্যক্ত বলিয়া মনে করি। মন্ত্রদ্বয়ের ভাষ্য-সম্মত অর্থের বিষয় প্রথমে উল্লেখ করিতেছি। ভাষ্যমতে সপ্তম মন্ত্র পুরোনুবাক্যা এবং অষ্টম মন্ত্র যাজ্যা বলিয়া অভিহিত। তদনুসারে 'ক্ষেত্রস্য পতিনা' প্রভৃতি সপ্তম মন্ত্রের অর্থ হয়,—'পুত্রাদির হিতের নিমিত্ত যেমন গবাদি জয়, তেমনি ক্ষেত্র-পতির সাহায্যে আমরা গো, অশ্ব এবং পোষক অন্নাদি দ্বারা জয়যুক্ত হই। সেই ক্ষেত্র-পতি তাদৃশ গবাশ্বাদির দ্বারা আমাদিগের সুখ-সাধন করুন।' 'ক্ষেত্রস্য পতে' প্রভৃতি অষ্টম মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে ক্ষেত্রপতি! ধেনু যেমন পয়ঃ প্রদান করে, সেইরূপ আপনি মাধুর্য্যোপেত উর্ম্মির ন্যায় পুনঃপুনঃ আবৃত্তি-সম্পন্ন, দ্রব্যান্তরে মাধুর্য্যস্রাবী, পর্য্যুষিতত্ব-দোষ-রহিত ঘৃতের ন্যায় সুপূত নারিকেলফল-ইক্ষুখণ্ড-গুড়াদি-ভোগপদার্থ সমূহ প্রদান করুন। যজ্ঞকর্ত্তা আমাদিগের আনন্দ-বর্দ্ধন করুন।'

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় শ্রীভগবান 'ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ-যোগ' বিষয়ে অর্জ্জুনকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, এই মন্ত্র মধ্যে তাহারই বীজ নিহিত দেখিতে পাই। ভাষ্যকার 'ক্ষেত্রস্য পতি' পদে 'ফল-শস্যের অধিপতি' অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট হইতে যজ্ঞসাধনোপযোগী ইক্ষুদণ্ড নারিকেলফল গুড় প্রভৃতি সামগ্রী প্রার্থনা করিয়াছেন। ক্রিয়া-কর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে যজ্ঞ-কর্ম্মের উপযোগী সামগ্রী সাধারণ লৌকিক-যজ্ঞের অনুষ্ঠান-কারীর শ্রেয়ঃ-সাধক হইতে পারে; কিন্তু যিনি একটু উচ্চস্তরে গমন করিয়াছেন, তাঁহার যজ্ঞের উপকরণ অন্যরূপ, তাঁহার প্রার্থনা অন্যরূপ, তাঁহার ক্ষেত্রপতিও অন্যরূপ। এখানে মানস-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছে। সেই যজ্ঞের সাধনোপযোগী যে উপকরণ-সমূহ—জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি; এখানে তাহারই প্রার্থনা রহিয়াছে বলিয়া মনে করি। ক্ষেত্র-পতি অর্থাৎ ঐ সকলের

---

* চতুর্দ্দশ অনুবাকের এই (ষষ্ঠ) মন্ত্র ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অষ্টকে অষ্টম অধ্যায়ের ষষ্ঠ বর্গে পরিদৃষ্ট হয়।

যিনি উৎপাদক, তাঁহারই নিকট সাধক প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন, এই ভাবই আমরা উপলব্ধি করি। এই যে 'ক্ষেত্রস্য পতি'—তাঁহাকে বুঝিতে পারিলে, তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিলেই সকল বিতণ্ডার মীমাংসা হইয়া যায়। 'ক্ষেত্র' ও ক্ষেত্র-পতি অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ কাহাকে বলে, এরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ায়, অর্জ্জুনের সংশয় নিরসন জন্য ভগবান 'ক্ষেত্র' ও 'ক্ষেত্রজ্ঞ' বিষয়ে অর্জ্জুনকে দিব্য-জ্ঞান প্রদান করেন। 'ক্ষেত্র' ও 'ক্ষেত্রজ্ঞ' প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া, ক্ষেত্র বুঝাইতে ভগবান যাহা বলিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল ; যথা,—

"মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥
ইচ্ছাদ্বেষসুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ। এতৎক্ষেত্রসমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥"

অর্থাৎ,—'পৃথিব্যাদি পঞ্চমহাভূত, তাহাদের কারণভূত অহঙ্কার বুদ্ধি (জ্ঞানাত্মক মহত্তত্ত্ব), মূলপ্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয়, এক মন এবং ইন্দ্রিয়গোচর পঞ্চতন্মাত্র (শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ) এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, শরীর, জ্ঞানাত্মক মনোবৃত্তিরূপা চেতনা, ধৈর্য্য—ইন্দ্রিয়াদি বিকার সহিত ক্ষেত্র সংক্ষেপে উক্ত হইল।' ফলতঃ, আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত জগৎচরাচর সকলই ক্ষেত্র নামে অভিহিত। এই সকলের অধিপতি যিনি, তিনিই ক্ষেত্রপতি ; এবং ইহাদের তত্ত্বে যিনি অভিজ্ঞ, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। এখন এই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিতে কাহাকে বুঝিব ? গীতায় ভগবান তাহাও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন,—

"জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্ জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে। অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে॥
সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ। সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্। ভূতভর্তৃ চ তজ্ জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে। জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্॥"

অর্থাৎ,—সেই ক্ষেত্রজ্ঞ অনাদি পরব্রহ্ম, সৎও নহেন অসৎও নহেন। তিনি সর্ব্বত্র হস্তপদবিশিষ্ট সর্ব্বত্র শ্রবণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট হইয়া লোকে সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। তিনি ইন্দ্রিয়-গুণসমুদয়ের আভাসবিশিষ্ট অথচ সর্ব্বেন্দ্রিয়বর্জ্জিত, সঙ্গশূন্য অথচ সকলের আধারভূত, সত্ত্বাদি গুণরহিত অথচ সত্ত্বাদিগুণের পালক। তিনি জীবগণের বাহিরে ও অন্তরে আছেন ; স্থাবর ও জঙ্গম তিনি, সূক্ষ্মত্ব জন্য অর্থাৎ রূপাদি বিহীন বলিয়া তিনি অবিজ্ঞেয় ; অজ্ঞানগণের সম্বন্ধে তিনি দূরস্থ এবং জ্ঞানিগণের নিত্যসন্নিহিত। জীবগণে তিনি অবিভক্ত ও বিভক্তরূপে অবস্থিত (জ্ঞানীর চক্ষে অভিন্ন ও অজ্ঞানীর চক্ষে ভিন্নরূপে প্রতীয়মান) ; সেই জ্ঞেয়বস্তু স্থিতিকালে ভূতগণের পালক, প্রলয়কালে গ্রাসকারী, সৃষ্টিকালে প্রভবিষ্ণু অর্থাৎ স্বয়ং নানা কার্য্যরূপে উৎপত্তিশীল। তিনি সূর্য্যাদি জ্যোতিঃ সকলেরও জ্যোতিঃ (প্রকাশক), অজ্ঞান হইতে পর (তাহা কর্ত্তৃক অস্পৃষ্ট) বলিয়া কথিত হন। তিনি জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্য এবং সর্ব্ব জীবের হৃদয়ে নিয়ন্তৃরূপে অবস্থিত।

সপ্তম ও অষ্টম মন্ত্রে যে 'ক্ষেত্রস্য পতির' উল্লেখ রহিয়াছে, আমরা সেই 'ক্ষেত্রস্য পতি' বলিতে এই ভাবই উপলব্ধি করি। তাঁহা হইতেই জ্ঞানের আলোক আসে ; তিনি কর্ম্মশক্তি প্রদান করেন ; তিনিই শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী ; তিনি মোক্ষবিধায়ক, তিনিই সৎপথের

প্রবর্ত্তক ও প্রদর্শক। মন্ত্রের অন্তর্গত 'গাং' 'অশ্বং' প্রভৃতি পদে সাধারণ গো ও অশ্ব প্রভৃতি বুঝাইয়া থাকে। এখানে কৃষিকার্য্যের উল্লেখ আছে, ব্যাখ্যায় তাহা পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু আমরা গো ও অশ্ব পদদ্বয়ে জ্ঞান ও কর্ম্ম শক্তি বুঝিয়া থাকি। 'গাং অশ্বং জয়ামসি' বলিতে 'আমরা যেন দিব্যজ্ঞান এবং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য জয় করিতে পারি এই ভাবই উপলব্ধ হয়। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর আমাদিগের অন্তর জ্ঞানজ্যোতিতে উদ্ভাসিত করুন। সদ্ভাবে মণ্ডিত হইয়া, সৎকর্ম্মের সাধনে ভগবানের অনুগ্রহে আমরা যেন পরমধন মোক্ষধন প্রাপ্ত হই।' *

নবম ('অগ্নে নয় সুপথা' প্রভৃতি) মন্ত্রে শোভন-মার্গে গমন করিয়া, জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম মার্গের সাধনায় ভগবৎসন্নিকর্ষলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। এ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের বিশেষ মতান্তর ঘটিয়াছে। ভাষ্যমতে মন্ত্রটী দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞের পুরোনুবাক্যা। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—'হে অগ্নি! আপনি দর্শপূর্ণমাস ইষ্টির ফলরূপ ধনলাভের নিমিত্ত আমাদিগকে অতিপাদদোষরহিত সুমার্গে পরিচালিত করুন। হে দেব! আপনি সর্ব্ববিধ পথের বিষয়ই অবগত আছেন। নরকহেতুক কুটিল অতিপাদরূপ পাপকে আমাদিগের সম্বন্ধ হইতে বিযুক্ত করুন। তাহা হইলে আমরা বহুপ্রকারে আপনার নমস্কার উক্তি করিব।' আমরা যেমন মানসিক করি, দেবতাকে প্রলোভন দেখাইয়া বলিয়া থাকি,—'হে দেবতা! আমাদিগের এ অভীষ্ট পূরণ কর; আমরা ষোড়শোপচারে মেষমহিষাদি বলিদানে তোমায় পূজা করিব'; এ যেন সেই ভাবেরই প্রার্থনা। ভাষ্যপাঠে সেই ধারণাই মনে আসে। কিন্তু একটু প্রণিধান করিলে মন্ত্রে যে এক অতি উচ্চ-ভাবের দ্যোতনা রহিয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

আমাদিগের মতে মন্ত্রটী অগ্নিরূপী—জ্ঞানরূপী ভগবানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত। মন্ত্রের প্রার্থনা সরল উচ্চভাবমূলক। বিশ্ব-সংসারের হিতের জন্য ভগবানের করুণাধারা সহস্র মুখে প্রবাহিত হয়। তিনি জ্ঞান-ভক্তি ও সদ্ভাব-সৎপ্রবৃত্তির সুধাধারা স্বতঃপ্রবাহিত করিয়া আপনার অশেষ করুণার ও মহিমার পরিচয় প্রকাশ করেন। বৃষ্টির সেচনে বারিপাতে শস্যবীজের অঙ্কুরোদ্গম ও পরিবৃদ্ধি যেমন ভগবানের করুণা-সাপেক্ষ, তেমনি

---

* চতুর্দ্দশ অনুবাকের সপ্তম ও অষ্টম মন্ত্র ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ে নবম বর্গে দৃষ্ট হয়। ঐ দুইটী মন্ত্রের প্রচলিত বঙ্গানুবাদ যথাক্রমে নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা,—

"আমরা বন্ধুসদৃশ ক্ষেত্রপতির সহিত (ক্ষেত্র) জয় করিব। তিনি আমাদিগকে গো ও অশ্বের পুষ্টি প্রদান করুন, কারণ তিনি উক্ত প্রকার দান করিয়া আমাদিগকে সুখী করেন।"

"হে ক্ষেত্রপতি! ধেনু যেরূপ দুগ্ধ দান করে, সেইরূপ তুমি মধুস্রাবী, সুপবিত্র, ঘৃততুল্য মাধুর্য্যোপেত ও প্রভূত (জল) দান কর। যজ্ঞের স্বামীগণ আমাদিগকে সুখী করুন।"

টীকায় ব্যাখ্যাকার লিখিয়াছেন,—"ক্ষেত্রপতি কৃষিকার্য্যের অধিষ্ঠাতা দেবতা। এ সূক্তটী সমুদায় কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয়। গৃহ্য-সূত্রে লিখিত আছে যে, লাঙ্গল দিয়া চাষ করিবার পূর্ব্বে সূক্তের প্রত্যেক ঋক উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য।"

জ্ঞান-ভক্তির ও সদ্ভাব-সদ্‌বৃত্তির বীজাদির অঙ্কুরোদ্গমও ভগবানের অশেষ করুণার উপর নির্ভর করে। তাই মন্ত্রে প্রথম প্রার্থনা হইয়াছে,—অশেষ-প্রজ্ঞানাধার ভগবানের অনুকম্পায় হৃদয়ে সদ্ভাবসমন্বিত জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হউক; এবং সেই জ্ঞানের প্রভাবে আমরা সৎপথে গমন করিয়া সৎস্বরূপের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া পরাগতি প্রাপ্ত হই।'

ইহসংসারে বিচরণ করিতে হইলে নানা পথে নানা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। পথে আশঙ্কার অন্ত নাই,—বিপদের অবধি নাই। একদিকে যেমন দস্যুতস্করাদির উপদ্রব, অন্যদিকে তেমনি হিংস্র শ্বাপদাদির বিভীষিকা। সংসারে যেমন এই সকল বিভীষিকায় বিপর্য্যস্ত হইতে হয়; হৃদয়রূপ যজ্ঞাগারে মানসযজ্ঞের অনুষ্ঠানেও তেমনি নানা বিঘ্ন নানা অন্তরায় আসিয়া মানুষকে বিপর্য্যস্ত করে। জীবন-পথে, সাধন মার্গে—সেই সকল শত্রুর উপদ্রব হইতে নিষ্কৃতি-লাভের জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা জানান হইয়াছে। দেবতার অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইলে সকল শত্রুর ভয় বিদূরিত হয়। সে ভয় বিদূরণের একমাত্র উপায়—সজ্‌জ্ঞান-লাভ। জ্ঞানাঙ্কুর–সদ্ভাব-সৎপ্রবৃত্তি মানুষের জন্মসহজাত। বীজ হৃদয়ে প্রথম হইতেই নিহিত থাকে। উপযুক্ত সেচনাভাবে সে বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয় না। বৃষ্ট্যাদির অভাবে যেমন ক্ষেত্রপ্রোথিত বীজ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়; অন্তরে যে বীজ নিহিত থাকে, ঔৎকর্ষাদির অভাবে তাহা তেমনি অন্তরেই অন্তরিত হইয়া যায়। ভগবানের করুণা ভিন্ন বীজের অঙ্কুরোদ্গম সম্ভবপর হয় না। যে তিমিরে সেই তিমিরেই সে ডুবিয়া থাকে। সেই অবস্থায়ই শত্রুর উপদ্রব বিশেষভাবে প্রত্যক্ষীভূত হয়। যাহারা আত্ম-জ্ঞানলাভে পরাঙ্মুখ, তাহাদের পক্ষে অভীষ্টলাভ সুদূরপরাহত। অভীষ্টলাভে জ্ঞানভক্তি সদ্ভাব-সৎপ্রবৃত্তিই একমাত্র সহায়। অন্তরকে সদ্ভাব-সৎপ্রবৃত্তির এবং সজ্‌জ্ঞানের আধারে পরিণত করিতে হইলে, ভগবানের করুণালাভ ও আরাধনা একান্ত আবশ্যক। সর্ব্বত্রই জ্ঞানের ও একনিষ্ঠার প্রয়োজন।

মন্ত্রে সৎপথে চলিবার কামনা প্রকাশ পাইয়াছে; মন্ত্রে অভীষ্ট-লাভের কামনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। শত্রুনাশের কামনা উভয়বিধ প্রার্থনারই মূলীভূত। যে কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান কর না কেন, যদি তাহার প্রকৃতি-নির্ব্বাচনের সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে সকল কর্ম্মই পণ্ড হইয়া যায়। তাই জ্ঞান-সাহায্যে সদসৎ-নির্ব্বাচন প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন। প্রথমে জ্ঞানলাভ, তার পর শত্রুদমন, তার পর সৎপথে চলিয়া সদ্ভাবের সমাবেশে অভীষ্ট-লাভ—মন্ত্রে এই সকল ভাবেরই বিকাশ হইয়াছে। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদের অন্তঃশত্রু-বহিঃশত্রু নাশ করুন, সৎপথে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরিচালিত করুন এবং পরিশেষে আমাদের অভীষ্ট-পূরণে মোক্ষফল প্রদান করুন। আমরা মনে করি,—মন্ত্রে এইরূপ সরল প্রার্থনার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। মন্ত্রের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ কোনও মতানৈক্য ঘটে নাই। তবে ভাষ্য-মধ্যে ক্রিয়াকাণ্ডোপযোগী যে সকল ব্যাপারের অবতারণা হইয়াছে, আমাদের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে, আমরা তাহা সর্ব্বথা পরিবর্জ্জন করিয়াছি বটে; কিন্তু তাহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করি নাই। ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের মতের এই মাত্র পার্থক্য ঘটিয়াছে।

দশম ('আ দেবানামপি' প্রভৃতি) মন্ত্র যাজ্যা। যে কর্ম্মে ভগবান পরিতুষ্ট হন,

যে কর্ম্মের সম্পাদনে হৃদয়ে সদ্ভাবের সমাবেশ হয়, সেই কর্ম্ম সম্পাদন জন্য মন্ত্রে উদ্বোধনা প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু সে কর্ম্ম সম্পাদন করিবার সামর্থ্য তো নাই! এই অসামর্থ্যের বিষয় উপলব্ধি করিয়া, সাধক পরক্ষণেই কহিতেছেন,—'দেবকার্য্য সম্পাদন করিব, সামর্থ্য কি আমার! আমার সে সামর্থ্য কোথায় যে, ভগবানকে আমার ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি প্রদানে সমর্থ হইব? কিন্তু তিনি তো সর্ব্বজ্ঞ, তিনিই তো প্রকৃষ্ট পথপ্রদর্শক! তিনি তো সাধন-প্রণালী বিজ্ঞাপন করিতে সমর্থ! তাঁহাকে কেমন করিয়া পূজা করিতে হয়, তিনি স্বয়ংই তো তাহা অবগত আছেন। তিনি যদি জানাইয়া দেন, তবেই তো তাহা জানিতে পারিব! তিনি যদি শিখাইয়া দেন, তবেই তো শিখিতে পারিব! তিনি যদি দেখাইয়া দেন, তবেই তো সে পথ দেখিতে পাইব! নচেৎ, কি সামর্থ্য আমার, কোথায় সে শক্তি আমার যে, তাঁহাকে পূজা করিব!' সাধক কহিতেছেন,—'আপনি দেবগণের আহ্বাতা, আপনি দেবভাবজনয়িতা; যজ্ঞের কালাকাল বিষয়ে আপনিই অভিজ্ঞ। তাই প্রার্থনা—'হে ভগবন্! আপনি পথ প্রদর্শন করুন! শিখাইয়া দিউন—কেমন করিয়া আপনার পূজা করিব? বুঝাইয়া দিউন—কি উপায়ে কি সূত্র ধরিয়া সে পথে অগ্রসর হইব! আপনি সর্ব্বজ্ঞ—আপনি সর্ব্বনিয়ন্তা—আপনি সর্ব্বদ্রষ্টা। বুঝাইয়া দিউন—দেখাইয়া দিউন—শিখাইয়া দিউন! আপনার প্রদর্শিত পথে চলিয়া—আপনার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া, আপনারই কৃপায় আপনার সামীপ্য লাভ করিয়া জীবন ধন্য করি।' স্থূলতঃ, এই আকুল আকাঙ্ক্ষা—এই উৎকট সঙ্কল্প লইয়াই মন্ত্র অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারি, আর সেই ভাবেই 'মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায়' ও 'বঙ্গানুবাদে' আমাদের মন্তব্য প্রকটিত হইয়াছে।

কিন্তু ভাষ্যে মন্ত্রের ভাব অন্যরূপ পরিদৃষ্ট হয়। ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'আমরা পূর্ব্বে যে পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলাম, দেবগণের সেই পথ ইদানীং আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। কি জন্য? সেই পথে আমরা যে কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হইব, সেই কর্ম্ম সাধন জন্য। অবিচ্ছেদে আমরা কর্ম্মানুষ্ঠানে সমর্থ হইব। যদি আমরা তাহাতে সমর্থ না হই, তথাপি পথের কর্ত্তা আমাদিগের সে অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। তিনি দেবগণের আহ্বানকারী। তিনি আমাদিগের নিমিত্ত তাহা বিজ্ঞাপন করুন। তিনি যজ্ঞের ঋতু কাল প্রভৃতি বিষয় কল্পনা করিয়া থাকেন।' আমাদের অর্থ হইতে ভাষ্যের অর্থ কি ভাবে কিরূপ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছে, মিলাইয়া পাঠ করিলেই তাহা বোধগম্য হইবে। আমাদের মতে, মন্ত্রের প্রথম ভাগে সঙ্কল্প, দ্বিতীয় অংশে নিত্য-সত্য এবং তৃতীয় অংশে প্রার্থনার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রথমে যখন সাধকের মনে ভগবৎ কর্ম্ম সম্পাদনের ইচ্ছা জাগরূক হইল; অসামর্থ্যের বিষয় উপলব্ধি করিয়া তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনে এক সত্য তত্ত্ব প্রকট হইল। তিনি বুঝিলেন,—হতাশ হইবার তো কোনও কারণ নাই! আমি যাঁহার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছি,—তিনিই তো সকল যজ্ঞের অধিপতি! তিনিই তো পথ প্রদর্শন করিবেন—তিনিই তো আমাকে সে কর্ম্ম সম্পাদনে সামর্থ্য প্রদান করিবেন! তিনি যে দেবগণের সুষ্ঠু আহ্বানকারী! অর্থাৎ, তাঁহারই করুণায় হৃদয়ে সদ্ভাবের সমাবেশ হয়। তাঁহার ন্যায় দয়াল আর কেহ থাকিতে পারে কি?

তাই শেষ প্রার্থনা দাঁড়াইয়াছে,—'হে ভগবন্, আপনি আমাদিগকে আপনার পূজার প্রণালী শিখাইয়া দিউন। আপনার পূজা করিতে করিতে আপনার ভাবে ভাবান্বিত হইয়া, আপনাতে প্রতিষ্ঠিত হই—আত্মায় আত্মার সম্মিলন সংঘটন করি।' এই মন্ত্রে অগ্নিদেবের কয়েকটী বিশেষণ আছে;—তাঁহাকে 'হোতা', বিদ্বান' প্রভৃতি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। দ্বিবিধ ভাবে পদদ্বয়ের অর্থ নিষ্কাশিত হইতে পারে। ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্রের ব্যাখ্যায় 'হোতারং' পদের বিশ্লেষণে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। ঐ পদে বুঝা যায়, জ্ঞানবলে হৃদয়ে সদ্ভাবের সমাবেশ হয়, আবার সেই জ্ঞানের প্রভাবেই সদ্ভাবকে ভগবানে নিয়োজিত করিতে সমর্থ হই। 'বিদ্বান' পদেও ঐরূপ দ্বিবিধ ভাব বুঝিতে পারি। ভগবান জানাইয়া দেন, আবার তাঁহারই করুণায় তাহাকেও জানাইতে পারা যায়। ফলতঃ, মন্ত্র উচ্চভাবমূলক। এখানে সাধকের লক্ষ্য—পরমপদ প্রাপ্তি। সেই লক্ষ্যেই তিনি প্রার্থনার মধ্য দিয়া—ভগবৎ কর্ম্ম সাধনের প্রচেষ্টায়—ভগবৎ-সম্মিলনে অগ্রসর হইয়াছেন। মন্ত্রের অন্তর্গত 'হোতা' পদে এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে যে, যজ্ঞ বা আরব্ধ কর্ম্ম যেন দেব-সন্নিধানে গমন করে অর্থাৎ সে কর্ম্মে ভগবান যেন প্রীতিলাভ করেন।

যাঁহারা উদ্দেশ্যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান, তাঁহার নিকট সে যজ্ঞ সংবাহিত হইলেই যাজ্ঞিক আপনাকে কৃতার্থম্মন্য মনে করেন। তিনি রূপ চাহেন না, ধন চাহেন না। তিনি কেবল চাহেন—তাঁহার কর্ম্ম যেন ভগবানেরই কর্ম্ম হয়; তাঁহার কার্য্য যেন ভগবানেরই উদ্দেশ্যে বিহিত হয়। এখানে ফলের আকাঙ্ক্ষা কিছুই নাই। যাঁহার কার্য্য তাঁহাকে অর্পণ করিয়াই এখানে যাজ্ঞিক পরিতৃপ্ত। তার পর কর্ম্মকে 'অধ্বরান' অর্থাৎ হিংসারহিত ও শত্রুর উপদ্রব পরিশূন্য করিবার প্রার্থনা আছে। সাধক দেখিতেছেন,—রিপু-শত্রুর উপদ্রবে তাঁহার কর্ম্ম পণ্ড হইবার উপক্রম হইয়াছে। তিনি প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে জ্ঞানদেব, জ্ঞানাগ্নিরূপে আবির্ভূত হইয়া আমার অন্তরের রিপুশত্রুদিগকে ভস্মীভূত করিয়া দিউন। দিব্য-জ্যোতিঃ রূপে আবির্ভূত হইয়া আমার অন্তরের অন্ধকার দূর করিয়া দিউন। পাপ রিপু-কুল ধ্বংস করুন। হৃদয়ে বিমল জ্ঞান-জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠুক। আলোক-রশ্মির অনুসরণে দিব্য-আলোকে মিশিয়া যাই।' *

তার পর একাদশ ও দ্বাদশ মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করুন। একাদশ মন্ত্র পুরোনুবাক্যা এবং দ্বাদশ মন্ত্র যাজ্যা। ভাষ্যমতে ঐ দুই মন্ত্রের অর্থ যথাক্রমে,—(১১) প্রার্থনীয় হবিঃ অগ্নির উদ্দেশ্যে বৃহৎ হউক। হে বিভাবসো! আমার প্রদত্ত কার্পাসবীজ এবং তিলপিষ্টকাদি (খৈল)

---

* এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদের সপ্তম অষ্টকে পঞ্চম অধ্যায়ে ত্রিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত। (দশম মণ্ডল, দ্বিতীয় সূক্ত, তৃতীয় ঋক)। এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত অনুবাদ; যথা,—"যেন আমরা দেবতাদিগের পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হই, যেন যজ্ঞানুষ্ঠান উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হই। অগ্নিই যজ্ঞের বিষয় জানেন, তিনিই যজ্ঞ করুন। তিনি হোতা, তিনি যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, যজ্ঞের ফল নিরূপণ করেন।"

ভক্ষণ করিয়া মহিষী যেমন বহু-ক্ষীরাদি দ্বারা আমাকে সন্তজন করে, আপনিও সেইরূপভাবে ফলপ্রদানে আমাকে প্রবর্দ্ধিত করুন। আপনার প্রসাদে ধন লাভ করিলে, অন্নাদির উৎকর্ষ-সাধনে সমর্থ হইব।' (১২) হে অগ্নি! আমাদিগের অপরাধ-পরিহারের নিমিত্ত ইদানীং প্রবর্ত্তিত নূতন স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া আমাদিগের কর্ম্মের ফল প্রদান করুন। আমরা যেন শাস্ত্রানুমোদিত অনুষ্ঠানে অতিপাদ এবং অব্রত-রূপ যাবতীয় পাপ অতিক্রম করিতে পারি। অপিচ, আমাদিগের নিবাসের জন্য নগর-জনপদাদি বিস্তৃত হউক; শস্য-সম্পত্তি পরিবৃদ্ধির নিমিত্ত আমাদিগের ভূ-সম্পত্তি বৃদ্ধি পাউক। এবং আমাদিগের পুত্র-দুহিতা প্রভৃতি অপত্যের নিমিত্ত আপনি সুখপ্রদ হউন।' ইহলৌকিক সুখ-সাধক যে সকল সামগ্রী প্রার্থনীয়, মন্ত্রদ্বয়ে সেইরূপ প্রার্থনার বিষয়ই ভাষ্যে সূচিত হইয়াছে। লৌকিক যজ্ঞ-কর্ম্মে যেরূপ কামনা প্রকাশ পায়, এখানেও সেইরূপ কামনাই প্রকাশ পাইয়াছে। যজ্ঞে ত্রুটি-বিচ্যুতি না ঘটে, যজ্ঞের ফলে ধন-বংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং যাজ্ঞিক ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিপূর্ণ হইয়া কালাতিপাত করিতে পারেন,—ভাষ্যের ইহাই লক্ষ্য।

আমাদের মতে মন্ত্রের ভাব অন্য রূপ। একাদশ মন্ত্রের প্রথম অংশে সঙ্কল্প এবং দ্বিতীয় অংশে নিত্যসত্য প্রকাশ পাইয়াছে। ভগবানই যে সকল ধনের অধিপতি, তিনিই যে পরম-ধন-দাতা, আর তাঁহার প্রীতি-সাধক কর্ম্মেই যে সে ধন অধিগত হয়,—মন্ত্র সেই উপদেশই প্রদান করিতেছে। দ্বাদশ মন্ত্রের প্রথমে সংসার-সমুদ্র উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। দ্বিতীয় অংশে সৎকর্ম্মের দ্বারা সঞ্জাত সদ্ভাবের প্রভাবে পাপক্ষালনের আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাই। এখানে সৎকর্ম্মের সুফল লাভের জন্য প্রার্থনাকারীর উদ্বোধনা বর্ত্তমান। সৎকর্ম্ম-সাধনে ভগবানের প্রীতি-সাধনে সদ্ভাবের সমাবেশ হইলে, ভবাব্ধি-পারের কোনও ভাবনা থাকে কি? তখন, সেই কর্ম্মই কর্ম্ম-ক্ষয়ের হেতুভূত হয়। তখন শত্রুর অবরোধক হৃদয়-দুর্গের অধিস্বামী আবির্ভূত হইয়া সকল শত্রুর সংহার-সাধন করেন। ফলতঃ, ভগবৎ-প্রীতি-সাধক কর্ম্মই মূল তাহাই সংসার-সমুদ্র উত্তরণে প্রধান সহায়। মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের সংসার-সমুদ্র উত্তরণে সহায় হউন। আমাদের অন্তর বিস্তৃত করিয়া দিউন। আপনার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া আমরা পরিত্রাণ লাভ করি।' 'উর্ব্বী'—বিস্তৃত হউক বলিতে, অন্তর প্রসারিত হওয়ার ভাব আসে। তাহা হইতেই বিশ্ব-হিত-সাধনের আকাঙ্ক্ষার আভাস পাই। *

---

* একাদশ মন্ত্র চতুর্থ অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত (পঞ্চম মণ্ডল পঞ্চবিংশ সূক্ত সপ্তম ঋক্)। ইহার যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"অগ্নির উদ্দেশে উৎকৃষ্টতম (স্তোত্র) উচ্চারিত হয়; হে তেজঃ-সম্পন্ন! আমাদিগকে প্রচুর ধন দান কর; কারণ তোমা হইতে বিপুল ধন ও অন্ন উৎপন্ন হয়।"

দ্বাদশ মন্ত্র—দ্বিতীয় অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ে দশম বর্গের অন্তর্ভুক্ত। (প্রথম মণ্ডলে ১৮৯ সূক্ত দ্বিতীয় ঋক্)। ইহার যে একটী বঙ্গানুবাদ দৃষ্ট হয়, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"হে অগ্নি! তুমি নূতন; তুমি স্তুতির দ্বারা সমস্ত দুর্গম পাপ হইতে উদ্ধার কর।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ ('ত্বমগ্নে ব্রতপা' ইত্যাদি এবং 'যদ্বো বয়ং' প্রভৃতি) মন্ত্রদ্বয়, ভাষ্যে ব্রাতপত্য যাগে যথাক্রমে পুরোনুবাক্যা ও যাজ্যা রূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। দীক্ষা-গ্রহণ কালে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান; ব্রাত্য-দোষ পরিহার-কল্পেই এই যজ্ঞের পরিকল্পনা। ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ মন্ত্রদ্বয়ের ভাষ্যকার যে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, যথাক্রমে তাহার উল্লেখ করিতেছি। ভাষ্যমতে ত্রয়োদশ মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—'হে অগ্নি! আপনি মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রতপালক দেবতা হয়েন। আপনি সকল যজ্ঞেই স্তুত হয়েন।" চতুর্দ্দশ মন্ত্রের অর্থ—'হে দেবগণ! আপনাদিগের সম্বন্ধী আমাদিগের অনুষ্ঠেয় ব্রত-সমূহ অত্যন্ত অজ্ঞান আমরা যদি প্রকৃষ্টরূপে সম্পন্ন করিতে না পারি, যজ্ঞবিৎ অগ্নিদেব সে সকল পূরণ করুন। ঋতু উপলক্ষিত কাল-বিশেষে অর্থাৎ যে কালে যে দেব-পূজার বিধি সেই সেই কালোচিত ব্রতও অগ্নিদেব পূর্ণ করুন।' ফলতঃ, ত্রয়োদশ মন্ত্র অগ্নির গুণ-ব্যাখ্যানে প্রযুক্ত এবং চতুর্দ্দশ মন্ত্রে অপূরণ পূরণে অগ্নির অনুগ্রহ প্রার্থনা করা হইয়াছে।

এখন আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের মর্ম্ম অনুধাবন করুন। আমরা মনে করি, ত্রয়োদশ মন্ত্র জ্ঞান-দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। জ্ঞানই যে সৎকর্ম্মের পালক ও রক্ষক এবং সকল সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানেই যে জ্ঞান-দেবতার প্রাধান্য, তাহা স্বতঃই উপলব্ধ হয়। ত্রয়োদশ মন্ত্রে জ্ঞান-দেবতার সেই মাহাত্ম্য-কথা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। মন্ত্রে আত্মোদ্বোধনার ভাবও প্রকাশ পাইয়াছে। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব যদি জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে সকল শ্রেষ্ঠ ধনই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা হইলে কোনও ধনেরই আর অভাব থাকে না। ফলতঃ, শুদ্ধসত্ত্বের সহিত জ্ঞানের যে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চারেই যে জ্ঞানের উদয় হয়, মন্ত্রে তাহাই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। মন্ত্রের তাই উপদেশ,—'মানুষ, তুমি সৎকর্ম্মান্বিত হও; শুদ্ধসত্ত্বভাবে মণ্ডিত হও। জ্ঞানদেব তোমায় পরম ধন প্রদান করিবেন।'

চতুর্দ্দশ মন্ত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিহার এবং প্রত্যবায় নিরাকরণ হইয়াছে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। পূজা উপাসনা শেষে অর্চ্চনাকারী ভগবানকে যে প্রার্থনা জানাইয়া থাকেন, নিত্য সন্ধ্যা-বন্দনায় আমরা ত্রুটিবিচ্যুতি পরিহার-মূলক যে "যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনন্তু যদ্ভবেৎ। সিদ্ধির্ভবতু তৎসর্ব্বং তৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরী" প্রভৃতি মন্ত্র পাঠ করিয়া পূজা সাঙ্গ করি, এ মন্ত্র তাহারই প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে করি। মন্ত্রে বলা হইয়াছে;—'অজ্ঞান আমরা, আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি পদে পদে সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা। ভগবানের পূজায়, তাঁহার কর্ম্ম-সম্পাদনে অজ্ঞাতে যদি কোনও ত্রুটি ঘটাইয়া ফেলি, অনুষ্ঠানে যদি কোনও প্রত্যবায় সংঘটিত হয়, দেব! সর্ব্বজ্ঞ আপনি; আপনি তাহা যেন পূরণ করিয়া লয়েন। আমরা, আমাদিগের অজ্ঞতা নিবন্ধন হয় তো তাহা বুঝিতে সমর্থ হইব না! কিন্তু আপনি তো দেব—সর্ব্বজ্ঞ! আমরা না জানিলেও আপনি তো তাহা জানিতে পারিবেন! তাই প্রার্থনা—'আপনি আমাদিগের সে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করিয়া লইয়া আমাদিগের

আমাদিগের নগরী অত্যন্ত প্রশস্ত হউক; আমাদিগের ভূমিও প্রশস্ত হউক; তুমি আমাদিগের পুত্র ও অপত্য সকলকে সুখ প্রদান কর।"

যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়া লউন এবং যজ্ঞের ফল আমাদিগকে প্রদান করুন।' চতুর্দ্দশ অনুবাকের উপসংহারে আমরা এই মন্ত্রে সেই প্রত্যবায় পরিহারে—ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনে যজ্ঞ সম্পাদনে ভগবৎ-কৃপা লাভের ভাবই উপলব্ধি করি। * (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—খ৪ অনুবাক)॥

---

* চতুর্দ্দশ অনুবাকের ত্রয়োদশ মন্ত্র ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম অষ্টকে অষ্টম অধ্যায়ে অষ্টত্রিংশৎ বর্গে এবং শুক্লযজুর্ব্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে ষোড়শ কণ্ডিকায় পরিদৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে উহার যে ব্যাখ্যা আছে, তাহা এই,—"হে অগ্নিদেব, তুমি মর্ত্ত্যগণের মধ্যে কর্ম্মপাতা, অতএব যজ্ঞে স্তুতিযোগ্য।" (অষ্টম মণ্ডল, একাদশ সূক্ত, প্রথম ঋক)।

চতুর্দ্দশ অনুবাকের শেষ (চতুর্দ্দশ) মন্ত্র ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে পঞ্চম অধ্যায়ে ত্রিংশৎ বর্গে পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে এই মন্ত্রের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা আছে; যথা,—'হে দেবতাবর্গ! আমরা নিতান্ত অজ্ঞান; তোমাদিগের অবিদিত কিছুই নাই; যদি আমরা তোমাদিগের কোনও কার্য্য নষ্ট করি অর্থাৎ উত্তমরূপে সম্পন্ন না করি, তবে যে যে সময়ে অগ্নি দেবার্চ্চনা করিয়া থাকেন, সেই সেই সময়ে তিনি আমাদিগের সমস্ত ত্রুটি পূর্ণ করিয়া দিন।' (দশম মণ্ডল, দ্বিতীয় সূক্ত, চতুর্থ ঋক)॥

চতুর্দ্দশ অনুবাকের অধিকাংশ মন্ত্র ঋগ্বেদ-সংহিতা হইতে সংগৃহীত। উভয়ত্রই ভাষ্যকার—সায়ণ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ সকল মন্ত্রের ভাষ্য ঋগ্বেদে একরূপ এবং কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে অন্যরূপ পরিদৃষ্ট হয়। কোনও কোনও স্থলে কাহারও সহিত কাহারও আদৌ মিল নাই। চতুর্দ্দশ অনুবাকের একাদশ মন্ত্র ('যদ্বাহিষ্ঠং তদগ্নয়ে' প্রভৃতি মন্ত্র) ঋগ্বেদের চতুর্থ অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে অষ্টাদশ বর্গে দৃষ্ট হয়। সেখানে সায়ণাচার্য্যের যে ভাষ্য আছে, আর এই কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে যে ভাষ্য হইয়াছে, নিম্নে সেই দুইটী ভাষ্য উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা হইতেই পার্থক্য বুঝিতে পারা যাইবে। ঋগ্বেদে ঐ মন্ত্রের ভাষ্য; যথা,—

"বাহিষ্ঠং বোঢ়ৃতমং যৎ স্তোত্রং তদগ্নয়ে ক্রিয়তে। আতো হে বিভাবসো প্রভাধনাগ্নে! বৃহদ্বহুবন্নং ধনং অর্চ্চ। অস্মভ্যং প্রযচ্ছ। কথমস্মান্নধনপ্রদাতৃত্বমিত্যাহংপেক্ষয়াহ। যতস্তৎ ত্বত্তঃ সকাশান্মহিষী মহতী রয়িৰ্দ্ধনমুদীরতে উদ্গচ্ছতি। বাজা অন্নানি চ ত্বং উদীরতে উদ্গচ্ছন্তি। ইবেতি পূরণঃ।"

কিন্তু দেখুন—কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে কি ভাষ্য আছে,—"পৎপ্রায়নীয়ং হবিস্তগ্নয়ে বৃহদ্ভবতু। হে বিভাবসো ফলপ্রদানেন মাং পূজয়। যথা মহিষী ময়া দত্তং কার্পাসবীজং তিলপিষ্টাদিকং ভক্ষয়িত্বা বহুক্ষীরাদিনা পূজয়তি তদ্বৎ। তথা সতি ত্বদনুগ্রহাদ্ধনং লভ্যতেহন্নানি চোৎকর্ষেণ সংপদ্যন্তে।"

'মহিষী' পদের অর্থ ঋগ্বেদে হইল—'মহতী'; আর কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে হইল—পশু। অর্থের কত পার্থক্য! ইহা হইতে মনে হয়, স্বয়ং সায়ণাচার্য্য সর্ব্বত্র ভাষ্য প্রণয়ন করেন নাই। বিভিন্ন জনের প্রণীত ভাষ্যাদি সায়ণাচার্য্যের নামে প্রচারিত হইয়াছে, আর কেহ কাহারও ভাষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই, তাই এই পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে। নচেৎ একই ব্যক্তির রচিত একই মন্ত্রের ব্যাখ্যা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে না,—ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।



ওঁ

যজুর্ব্বেদ-সংহিতা।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ--তৈত্তিরীয়-সংহিতা।

প্রথমঃ কাণ্ডঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। প্রথমোঽনুবাকঃ।)

* * *

প্রথমঃ মন্ত্রঃ।

(১) আপ উন্দন্তু জীবসে দীর্ঘায়ুত্বায় বর্চ্চস।

(২) ওষধে ত্রায়স্বৈন৺ স্বধিতে মৈন৺ হি৺সীর্দ্দেবশ্রুরেতানি প্র বপে। (৩) স্বস্ত্যুত্তরাণ্যশীয়া।

(৪) আপো অস্মান্মাতরঃ শুন্ধন্তু ঘৃতেন নো ঘৃতপুবঃ পুনন্তু বিশ্বমস্মৎপ্র বহন্তু রিপ্রম্।

(৫) উদাভ্যঃ শুচিরা পূত এমি।

(৬) সোমস্য তনূরসি তনুবং মে পাহি।

(৭) মহীনাং পয়োঽসি বর্চ্চোধা অসি বর্চ্চঃ ময়ি ধেহি।

(৮) বৃত্রস্য কনীনিকাঽসি চক্ষুষ্পা অসি চক্ষুর্ম্মে পাহি।

(৯) চিৎপতিস্ত্বা পুনাতু বাক্‌প্রতিস্ত্বা পুনাতু দেবস্ত্বা সবিতা
পুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ।

(১০) তস্য তে পবিত্রপতে পবিত্রেণ যস্মৈ কং পুনে তচ্ছকেয়ম্।

(১১) আ বো দেবাস ঈমহে সত্যধর্ম্মাণো অধ্বরে যদ্বো
দেবাস আগুরে যজ্ঞিয়াসো হবামহ।

(১২) ইন্দ্রাগ্নী দ্যাবাপৃথিবী আপ ওষধীঃ।

(১৩) ত্বং দীক্ষাণামধিপতিরসীহ মা সন্তং পাহি ॥ ১ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) আপঃ। উন্দন্তু। জীবসে। দীর্ঘায়ুত্বায়েতি দীর্ঘায়ু—ত্বায়। বর্চ্চসে।

(২) ওষধে। ত্রায়স্ব। এনম্। স্বধিত ইতি স্ব—ধিতে। মা। এনম্। হিꣳসীঃ।

দেবশ্রূরিতি দেব—শ্রূঃ। এতানি। প্রেতি। বপে।

(৩) স্বস্তি। উত্তরাণীত্যুৎ—তরাণি। অশীয়।

(৪) আপঃ। অস্মান্। মাতরঃ। শুন্ধন্তু। ঘৃতেন। নঃ। ঘৃতপুব ইতি

ঘৃত—পুবঃ। পুনন্তু। বিশ্বম্। অস্মৎ। প্রেতি। বহন্তু। রিপ্রম্।

(৫) উদিতি। আভ্যঃ। শুচিঃ। এতি। পূতঃ। এমি।

(৬) সোমস্য। তনূঃ। অসি। তনুবম্। মে। পাহি।

(৭) মহীনাম্। পয়ঃ। অসি। বর্চ্চোধা ইতি বর্চ্চঃ—ধাঃ।

অসি। বর্চ্চঃ। ময়ি। ধেহি।

(৮) বৃত্রস্য। কনীনিকা। অসি। চক্ষুষ্পা ইতি চক্ষুঃ—পাঃ

অসি। চক্ষুঃ। মে। পাহি।

(৯) চিৎপতিরিতি চিৎ—পতিঃ। ত্বা। পুনাতু। বাক্‌পতিরিতি বাক্—পতিঃ।

ত্বা। পুনাতু। দেবঃ। ত্বা। সবিতা। পুনাতু। অচ্ছিদ্রেণ। পবিত্রেণ।

বসোঃ। সূর্য্যস্য। রশ্মিভিরিতি রশ্মি—ভিঃ।

(১০) তস্য। তে। পবিত্রপত ইতি পবিত্র—পতে। পবিত্রেণ। যস্মৈ।

কম্। পুনে। তৎ। শকেয়ম্।

(১১) এতি। বঃ। দেবাসঃ। ঈমহে। সত্যধর্ম্মাণ ইতি সত্য—ধর্ম্মাণঃ। অধ্বরে।

যৎ। বঃ। দেবাসঃ। আগুর ইত্যা—গুরে। যজ্ঞিয়াসঃ। হবামহে।

(১২) ইন্দ্রাগ্নী ইতীন্দ্র—অগ্নী। দ্যাবাপৃথিবী ইতি দ্যাবা—পৃথিবী। আপঃ। ওষধীঃ।

(১৩) ত্বম্। দীক্ষাণাম্। অধিপতিরিত্যধি—পতিঃ।

অসি। ইহ। মা। সন্তম্। পাহি ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে ভগবন্! ভবতাং অনুগ্রহেণ 'বর্চসে' (কর্ম্মশক্তিপ্রাপণায়) 'দীর্ঘায়ুত্বায়' (সৎকর্ম্মশীলায় জীবনায়) অপিচ 'জীবসে' (জীবহিতসাধনায়—বিশ্বহিতায় ইত্যর্থঃ) 'আপঃ' (দেববিভূতয়ঃ) অস্মান্ 'উন্দন্তু' (অভিষিঞ্চন্তু)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—সদ্ভাবপ্রভাবেন বয়ং অক্ষয়জীবনং লভেয়ুঃ।

২। (ক) 'ওষধে' (কর্ম্মফলদায়ক হে দেব!) 'ত্রায়স্ব' (অজ্ঞানাৎ উদ্ধারয়) মাং ইতি শেষঃ। ভাবার্থঃ—হে দেব! ঝটিতি মম কর্ম্মফলক্ষয়ং বিধেহি।

(খ) 'স্বধিতে' (ভববন্ধনচ্ছেদক হে দেব!) 'এনং' (জনং—মামিতি যাবৎ) 'মা হিংসীঃ' (ন হিংস্যাঃ, মাং প্রতি প্রতিকূলো মা ভব, মাং প্রতি বিরূপো মা ভব, মম ভববন্ধনং ছেদয় ইতি ভাবঃ)। অথবা, হে দেব! 'এনং' (পাপশত্রুঃ) মাং 'মা হিংসীঃ' (কর্ম্মবিঘাতকঃ মা ভবতু ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ।

(গ) অপিচ হে ভগবন্! ভবতাং অনুগ্রহেণ ইতি যাবৎ 'দেবশ্রূঃ' (দেবভাবপোষকঃ শরণাগতঃ অহং) 'এতানি' (মম কর্ম্মফলানি) 'প্র বপে' (ত্বয়ি সমর্পয়ামি ইতি ভাবঃ)। সঙ্কল্পমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভাবার্থঃ—মম সর্ব্বকর্ম্মফলং ভগবতি সমর্পয়েম।

৩। 'উত্তরাণি' (পরমার্থসাধকানি মম কর্ম্মাণি ইতি ভাবঃ) 'স্বস্তি' (সিদ্ধিং, সম্পূর্ণানি) 'অশীয়' (আপ্নোন্তু, ভবন্তু ইতি ভাবঃ)। অয়ং ভাবঃ—অস্মাকং কর্ম্মাণি অস্মান্ ভগবতা সহ সংমিশ্রয়ন্তু।

৪। 'মাতরঃ' (মাতৃস্থানীয়াঃ, মাতৃবৎকরুণাপরায়ণাঃ) 'আপঃ' (দেববিভূতয়ঃ) 'অস্মান্' (শরণাগতান্ অস্মান্) 'শুন্ধন্তু' (পুনন্তু)। 'ঘৃতপুবঃ' (ঘৃতবৎ পবিত্রতাসম্পন্নাঃ, বিশুদ্ধতা-সাধকাঃ ইত্যর্থঃ—দেববিভূতয়ঃ ইতি ভাবঃ) 'ঘৃতেন' (সদ্ভাবাদিভিঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'পুনন্তু' (অভিষিঞ্চন্তু); অপিচ, তে দেববিভূতয়ঃ 'অস্মাৎ' (অস্মত্তঃ, সকাশাৎ) 'বিশ্বং' (সর্ব্বাণি) 'রিপ্রং' (পাপানি) 'প্রবহন্তু' (অপনয়ন্তু ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পাপনাশেন সদ্ভাবোদয়েন পরমমঙ্গললাভায় অত্র প্রার্থনা বর্ত্ততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—দেববিভূতয়ঃ অস্মাসু সদ্ভাবান্ জনয়ন্তু পরমপথি চ প্রতিষ্ঠাপয়ন্তু।

অথবা,

'মাতরঃ' (জগন্নির্ম্মাত্র্যঃ, মাতৃবৎ পালয়িত্র্যঃ বা) 'ঘৃতপুবঃ' (সত্ত্বভাবেন পবিত্র-কারিণ্যঃ) 'দেবীঃ' (দেব্যঃ, দ্যোতমানাঃ) 'আপঃ' (অপাং অধিষ্ঠাত্র্যঃ, দেববিভূতয়ঃ ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'বিশ্বং হি' (সর্ব্বমেব) 'রিপ্রং' (পাপং) 'প্রবহন্তি' (প্রবহন্তু, প্রকর্ষেণ অপনয়ন্তু); 'ঘৃতেন' (ঘৃতবৎ আর্দ্রকারিণ্যঃ, সত্ত্বভাবেনেতি ভাবঃ) 'পুনন্তু' (পবিত্রীকুর্ব্বন্তু) অস্মান্ ইতি শেষঃ; এবং 'অস্মাৎ' (জন্মমৃত্যুরূপাৎ সংসারাৎ) অথবা 'অস্মাৎ' (অজ্ঞানিনঃ জনান্ ইতি ভাবঃ) 'শুন্ধন্তু' (শোধয়ন্তু, সমুদ্ধারয়ন্তু ইতি যাবৎ)। অয়ং ভাবঃ—দেববিভূতয়ঃ অস্মাকং পাপানি বিনাশ্য সত্ত্বভাবেন অস্মান্ সংসারাৎ উদ্ধারয়ন্তু ইতি প্রার্থনা।

৫। 'উদাভ্যঃ' (দেববিভূতীনাং স্নেহধারাভিঃ অভিষিঞ্চিতঃ সন্ ইতি ভাবঃ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'শুচিঃ' 'পূতঃ' (বহিরন্তরয়োঃ বিশুদ্ধতাং ইতি ভাবঃ) 'এমি' (গচ্ছামি, প্রাপ্নোমি ইত্যর্থঃ)। শুদ্ধসত্ত্বং বহিরন্তরশুদ্ধিং বিধায়তু ইতি ভাবঃ।

অথবা,

'আভ্যঃ' (অদ্ভ্যঃ, অপামধিষ্ঠাতৃদেববিভূতয়ঃ ইতি ভাবঃ) 'শুচিঃ' (স্নানেন শুদ্ধঃ, বহিঃ-শুদ্ধযুক্তঃ ইতি ভাবঃ) 'আ' (সম্যক্) 'পূতঃ' (আচমনাদিভিঃ অন্তরশুদ্ধঃ, সত্ত্বভাবাপন্নঃ

ইতি ভাবঃ) সন্ 'উৎ এমি' (উদ্গচ্ছামি এব, ঊর্দ্ধং ব্রহ্মলোকং প্রাপ্নুয়াম মুক্তিং অধিগচ্ছাম এব ইতি ভাবঃ)। দেববিভূতিপ্রসাদাৎ বহিরন্তঃশুদ্ধঃ সন্ অহং ব্রহ্মলোকং প্রাপ্নুয়াম মুক্তিং অধিগচ্ছাম ইতি ভাবঃ।

৬। হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'সোমস্য' (সৎস্বরূপস্য ভগবতঃ) 'তনূঃ' (শরীরং, প্রকাশরূপঃ ধারকঃ বা) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং 'তনূবং' (সদ্ভাবাবরোধকানাং শত্রূনাং উপদ্রবাৎ ইতি ভাবঃ) 'মে' (মাং) 'পাহি' (পরিত্রায়স্ব)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। যথা ত্বাং পরিক্ষীণং ন করোমি তথা সাধয় ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ।

৭। (ক) হে মনঃ! ত্বং 'মহীনাং' (বিশ্বানাং লোকানাং ইতি যাবৎ) 'পয়ঃ' (অমৃতস্বরূপঃ) 'অসি' (ভবসি)। মনঃ এব সকলমঙ্গলানাং সাধকং ভবতু—সঙ্কল্পস্য অয়মেব তাৎপর্য্যঃ ইত্যেবং মন্যামহে।

(খ) হে জ্ঞানদেব! ত্বং 'বর্চ্চোধাঃ' (তেজসো ধারকঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ 'ময়ি' (মহ্যং) 'বর্চ্চঃ' (তেজং, কর্ম্মশক্তিং ইতি ভাবঃ) 'দেহি' (প্রযচ্ছ)।

অথবা,

হে দেব! ত্বং 'মহীনাং' (ভূমীনাং, মর্ত্ত্যলোকানামিতি ভাবঃ) 'পয়ঃ' (জলরূপঃ—জ্ঞানভক্তিরূপঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); জলং ভূমিনানীব ত্বং লোকানাং ভক্তিরসার্দ্রভাবং জনয়সি ইতি ভাবঃ। অপিচ, 'বর্চ্চোধাঃ' (জ্ঞানতেজঃপ্রদঃ) 'অসি' (ভবসি)। অতএব 'ময়ি' (মহ্যং) 'বর্চ্চঃ' (জ্ঞানতেজঃ) 'দেহি' (বিতর ইতি প্রার্থনা)।

৮। হে দেব! ত্বং 'বৃত্রস্য' (অসুরস্য—অজ্ঞানরূপস্য বহিরন্তঃশত্রুরূপস্য) 'কনীনিকা' (তস্য নাশশক্তিরূপঃ) 'অসি' (ভবসি); যথা কনীনিকা দৃষ্টিশক্তের্মূলীভূতঃ তথা ত্বং অজ্ঞানস্য বহিরন্তঃশত্রুনাশস্য মূলকারণং ইতি ভাবঃ। অপিচ, হে দেব! 'চক্ষুষ্পা' (সর্ব্বেষাং দর্শনেন্দ্রিয়ানাং পালকঃ, দূরদৃষ্টেঃ অন্তর্দৃষ্টেঃ বা বিধায়কঃ, যদ্বা—শত্রুনাশকত্বাৎ অজ্ঞানতানাশকাদ্বা জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং 'মে' (মহ্যং) 'চক্ষুঃ' (জ্ঞানচক্ষুং, আত্মোৎকর্ষসাধনার্থং দূরদৃষ্টিং অন্তর্দৃষ্টিং বা) 'পাহি' (সংরক্ষ)। অয়ং ভাবঃ—হে দেব! ত্বং অজ্ঞানতানাশকঃ বহিরন্তঃশত্রুবিনাশকঃ বা অসি। অতঃ অস্মাকং অজ্ঞানরূপং অন্তঃশত্রুং বহিঃশত্রুং চ বিনাশয়িত্বা জ্ঞানচক্ষুং প্রযচ্ছ।

৯। (ক) হে মম ভগবৎসম্বন্ধযুত কর্ম্ম! 'চিৎপতিঃ' (চিত্তস্য স্বামী, হৃদয়স্বামী সঃ ভগবান) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পুনাতু' (পবিত্রং করোতু, পরিত্রায়তু ইতি ভাবঃ); 'বাক্‌পতিঃ' (বাকস্য অধিপতি, জীবনস্বামী ইতি ভাবঃ—সঃ ভগবান ইতি যাবৎ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পুনাতু' (পরিত্রাণং সাধয়তু)।

(খ) হে মম কর্ম্মাণি! 'সবিতা' (জগৎপ্রসবিতা, জগতঃ আদিকারণঃ) 'দেব' (স্বপ্রকাশঃ সঃ ভগবান্ ইতি ভাবঃ) 'বঃ' (যুষ্মান্) 'অচ্ছিদ্রেণ' (ত্রুটিপরিশূন্যেন, বিশুদ্ধেন ইতি যাবৎ) 'পবিত্রেণ' (পবিত্রতাসাধকেন, বিমলেন বায়ুরূপেণ ইতি ভাবঃ জ্ঞানজ্যোতিষা ইত্যর্থঃ) অপিচ, 'বসোঃ' (সর্ব্বেষাং নিবাসস্থানীয়স্য) 'সূর্য্যস্য' (প্রজ্ঞানময়স্য বিশ্বপ্রকাশকস্য বা দেবস্য—ভগবতঃ ইতি ভাবঃ) 'রশ্মিভিঃ' (বিশ্বপ্রকাশকৈঃ জ্যোতির্নিবহৈঃ ইতি ভাবঃ) 'উৎপুণাতু' (উৎকর্ষসাধনেন পরিত্রাণং করোতু, যদ্বা—যুষ্মাকং পবিত্রতাং বিধায়তু ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ

প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। বায়োঃ সূর্য্যরশ্মিনাং শুদ্ধিহেতুত্বং প্রসিদ্ধং। তয়োঃ প্রভাবেন মম সদসৎকর্ম্ম পবিত্রমস্তু ইত্যেবং প্রার্থনা।

১০। 'পবিত্রপতে' (হে জ্ঞানাধিপতে!) 'পবিত্রেণ' (জ্ঞানময়েন,—জ্ঞাতপূতস্য ইতি ভাবঃ) 'তস্য' (সাধকৈরনুভূতস্য ইতি ভাবঃ) 'তে' (তব) 'যৎস্ব' (যৎ স্বরূপং, জ্ঞানময়ত্বং, জ্ঞানং ইতি ভাবঃ) 'কং' (কাময়ামি, প্রার্থয়ামি); অপিচ, 'তৎ' (তব স্বরূপং) 'শকেয়ং' (প্রাপ্তুং শক্নোমি) এবং 'পুনে' (পুনামি, পূতঃ ভবামি)। হে ভগবন্! তত্ত্বজ্ঞানাভিলাষী অহং যথা ত্বাং প্রাপ্য পূতো ভবিতুমর্হামি তথা কুরু ইতি ভাবঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ।

১১। 'দেবাসঃ' (হে দেববিভূতয়ঃ!) 'সত্যধর্ম্মাণঃ' (সত্যস্য ধর্ম্মস্য চ বিজ্ঞাপকে ইতি ভাবঃ) 'অধ্বরে' (হিংসারহিতে অন্তর্যজ্ঞে, আত্মোদ্বোধনযজ্ঞে বা ভগবৎকর্ম্মণি ইতি ভাবঃ) 'বঃ' (যুষ্মান্) 'আ ঈমহে' (সম্যক্ প্রার্থয়ামঃ—বয়মিতি শেষঃ); অপিচ, 'দেবাসঃ' (হে দেববিভূতয়ঃ!) 'যজ্ঞিয়াসঃ' (এতৎযজ্ঞসম্বন্ধিনিঃ) 'আশুরে' (সৎকর্ম্মফলানি ইতি ভাবঃ প্রাপ্তুং ইতি শেষঃ) 'যৎ' (যদা, নিত্যং ইতি ভাবঃ) 'বঃ' (যুষ্মান্) 'হবামহে' (আহ্বয়াম—বয়ং ইতি শেষঃ)। অত্রায়ং ভাবঃ—হে দেবাঃ! অস্মিন্ সৎকর্ম্মণি—আত্মোদ্বোধনরূপে যজ্ঞে ভবতাং অনুগ্রহং প্রার্থয়ামঃ। হে দেবাঃ! অভীষ্টং পূরয়ত, এতদ্‌যজ্ঞফলং মোক্ষফলং বা প্রযচ্ছত। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ।

১২। সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ 'ইন্দ্রাগ্নী' (শক্তিজ্ঞানং) প্রযচ্ছতু; 'দ্যাবাপৃথিবী' (ইহলোক-পরলোকয়োঃ মঙ্গলং বিধায়তু ইতি ভাবঃ); অতঃ 'আপঃ' (সদ্ভাবং সঞ্চারয়িত্বা ইত্যর্থঃ) 'ওষধীঃ' (কর্ম্মফলক্ষয়ং সাধয়তু ইতি শেষঃ)।

১৩। হে শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ ভগবন্! ত্বং 'দীক্ষাণাং' (সৎকর্ম্মণাং ইত্যর্থঃ) 'অধিপতিঃ' (স্বামী) 'অসি' (ভবসি); 'ইহ' (অস্মিন্ সৎকর্ম্মণি) 'সন্তং' (প্রবৃত্তং) 'মা' (মাং) 'পাহি' (রক্ষ)। মম কর্ম্ম সম্পূর্ণং ফলসমন্বিতং কৃত্বা মাং তৎ কর্ম্মফলং প্রদেহি ইতি ভাবঃ। (প্রথমঃ অষ্টকঃ—দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ—প্রথমঃ অনুবাকঃ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে কর্ম্ম-শক্তি প্রাপ্তির জন্য, সৎকর্ম্মশীল জীবন-লাভের নিমিত্ত এবং বিশ্ব-হিতসাধনের উদ্দেশে, দেব-বিভূতিসমূহ আমাদিগকে অভিষিঞ্চিত করুক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সদ্ভাব-প্রভাবে আমরা যেন অক্ষয়-জীবন লাভ করিতে পারি)।

২। (ক) হে কর্ম্মফলপ্রদানকারিন্! আমাকে অজ্ঞানতা হইতে উদ্ধার করুন। (ভাব এই যে,—হে দেব! শীঘ্র আমার কর্ম্মফল ধ্বংস করুন)।

(খ) হে ভববন্ধনছেদনকারী দেব! এই জনের (আমার) প্রতি প্রতিকূল হইবেন না। (ভাব এই যে—আমার ভববন্ধন মোচন করুন)। অথবা হে দেব! পাপ-শত্রু যেন আমাদিগের কর্ম্মবিঘাতক না হয়।

(গ) অপিচ, হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে দেবভাব-পোষণকারী শরণাগত আমি যেন কর্ম্ম-ফলসমূহ আপনাতে সমর্পণ করিতে সমর্থ হই। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,- আমার কর্ম্মফল যেন ভগবান প্রাপ্ত হন)।

৩। পরমার্থসাধক আমার কর্ম্মসমূহ সিদ্ধিপ্রাপ্ত হউক অর্থাৎ সম্পূর্ণ হউক। (ভাব এই যে,—আমাদিগের কর্ম্ম-সমূহ আমাদিগকে ভগবানের সহিত সম্মিলিত করুক)।

৪। মাতৃ-স্থানীয় (মাতৃবৎ করুণাপরায়ণ) দেববিভূতি-সমূহ আমাদিগের বিশুদ্ধতা সাধন করুন। ঘৃতবৎ পবিত্রতাসম্পন্ন অর্থাৎ বিশুদ্ধতাসাধক সেই দেব-বিভূতিসমূহ সদ্ভাবাদির দ্বারা আমাদিগকে অভিষিঞ্চিত করুন। অপিচ, সেই দেব-ভাবসমূহ আমাদিগের সর্ব্ববিধ পাপ অপনীত করুন। (মন্ত্র প্রার্থনামূলক। পাপ-নাশে সদ্ভাবের উদয়ে পরমানন্দলাভের প্রার্থনা এখানে বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রার্থনার ভাব এই যে,—দেব-বিভূতিসমূহ আমাদিগের মধ্যে সদ্ভাবের সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে পরমপদে প্রতিষ্ঠাপিত করুন)।

অথবা,

জগতের নির্ম্মাণকর্ত্রী (অথবা মাতার ন্যায় পালনকর্ত্রী), সত্ত্বভাবের দ্বারা পবিত্রকারিণী এবং দ্যুতিশালিনী জলের অধিষ্ঠাত্রী দেববিভূতিগণ, আমাদের পাপসমূকে অপনীত করুন ; সত্ত্বভাবের দ্বারা আমাদিগকে পবিত্র করুন ; এবং এই জন্মজরামৃত্যুরূপ সংসার হইতে (অথবা অজ্ঞান আমাদিগকে) উদ্ধার করুন। (ভাব এই যে,—দেববিভূতিগণের পাপসমূহকে বিনষ্ট করিয়া সত্ত্বভাবের দ্বারা আমাদিগকে এই সংসার হইতে উদ্ধার করুন,—এই প্রার্থনা)।

৫। দেব-বিভূতিসমূহের স্নেহ-ধারা-সমূহে অভিষিঞ্চিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে বহিরন্তরের বিশুদ্ধতা-সম্পাদনে যেন সমর্থ হই।

অথবা,

আমরা জলের অধিষ্ঠাত্রী দেববিভূতি হইতে স্নানের দ্বারা (বহিঃশুদ্ধ) এবং আচমন দ্বারা (অন্তঃশুদ্ধ) শুদ্ধসত্ত্বভাবাপন্ন হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হই। (ভাব এই যে,—দেববিভূতির প্রসাদে বাহির ও অন্তর শুদ্ধ হইয়া আমরা যেন ব্রহ্মলোক অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হই,—এই প্রার্থনা)।

৬। হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি সৎস্বরূপ ভগবানের শরীর অর্থাৎ প্রকাশরূপ বা ধারক হও। অতএব সদ্ভাবাবরোধক শত্রুর উপদ্রব হইতে আমাকে রক্ষা কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমার হৃদয়ের সদ্ভাবকে যেন আমি নষ্ট না করি)।

৭। হে মন! তুমিই বিশ্ববাসীর অমৃতস্বরূপ হও। অর্থাৎ—আমাদের মন সকল সৎকর্ম্মের সাধক হউক—সঙ্কল্পের ইহাই তাৎপর্য্য।

(খ) হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনি তেজের (শক্তির) ধারক হয়েন; অতএব আমায় তেজঃ (কর্ম্মশক্তি) প্রদান করুন।

অথবা,

হে দেব! আপনি এই ভূমির অর্থাৎ এই মর্ত্ত্য-লোকের জল-রূপ (জ্ঞান-ভক্তি-রূপ) হয়েন; (ভাব এই যে,—জল যেমন ভূমির আর্দ্রভাব জন্মায়, সেইরূপ আপনি মর্ত্ত্য-লোকের রসার্দ্রভাব অর্থাৎ ভক্তি ও জ্ঞান জন্মাইয়া থাকেন); এবং আপনি জ্ঞানতেজঃ-প্রদ হয়েন। অতএব আমাকে (জ্ঞানতেজোহীনকে) জ্ঞান-রূপ তেজঃ বিতরণ করুন।

৮। হে দেব! আপনি অজ্ঞান-রূপ অথবা বাহ্য ও আন্তর শত্রু-রূপ অসুরের নাশে শক্তি-স্বরূপ হয়েন; (ভাব এই যে,—যেমন কনীনিকা দৃষ্টি-শক্তির মূল কারণ, সেইরূপ আপনি অজ্ঞান-নাশের অথবা বাহ্য ও আন্তর সকল শত্রু-নাশের মূল কারণ। হে দেব! আপনি সকলের দর্শনেন্দ্রিয়ের পালক অর্থাৎ দূর-দৃষ্টি বা অন্তর্দ্দৃষ্টি বিধায়ক অথবা অজ্ঞানতা-রূপ শত্রু-নাশক বলিয়া জ্ঞান-দৃষ্টিপ্রদ হয়েন। অতএব আপনি আমার জ্ঞান-চক্ষু অর্থাৎ আত্মোৎকর্ষ-সাধন-সমর্থ দূর-দৃষ্টি বা অন্তর্দ্দৃষ্টি সংরক্ষণ অর্থাৎ প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—'হে দেব! আপনি অজ্ঞানতানাশক ও বহিঃ শত্রু-নাশক। অতএব আপনি আমাদিগের অজ্ঞানতা প্রভৃতি বিনাশ করিয়া আমাদিগকে জ্ঞান-চক্ষু প্রদান করুন)।

৯। (ক) হৃদয়-স্বামী সেই ভগবান তোমার পরিত্রাণ সাধন করুন; জীবনস্বামী সেই ভগবান তোমাকে পরিত্রাণ করুন।

(খ) হে আমার ভগবৎসম্বন্ধযুত কর্ম্মসমূহ! জগৎপ্রসবিতা জগতের আদিকারণ স্বপ্রকাশ ভগবান বিশুদ্ধ পবিত্রকারক বায়ুরূপে জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা এবং সকলের নিবাসহেতুভূত প্রজ্ঞানময় বিশ্বপ্রকাশক ভগবানের বিশ্বপ্রকাশক জ্যোতিঃনিবহের দ্বারা তোমাদিগের উৎকর্ষসাধনে পবিত্রতা সম্পাদন করুন। অথবা তোমরা জ্ঞানপ্রদ সবিতাদেবের প্রেরণায়—অনুকম্পায়—ত্রুটিপরিশূন্য বায়ুর ন্যায় পবিত্রকারক ও সূর্য্যরশ্মির ন্যায় জ্ঞানপ্রদ হইয়া আমাদিগের উৎকর্ষসাধনে আমাদিগকে পবিত্র কর। (বায়ু ও সূর্য্যরশ্মি শুদ্ধিসম্পাদক। তাহাদের প্রভাবে আমাদের সদসৎকর্ম্মসমূহ পবিত্রতা প্রাপ্ত হউক,—ইহাই প্রার্থনা)।

১০। হে জ্ঞানাধিপতে! আপনি জ্ঞানপূত (জ্ঞানময়) ও প্রসিদ্ধ; (সাধকগণ কর্তৃক অনুভূত) আপনার যে স্বরূপ (জ্ঞানময়—জ্ঞান) আমি কামনা করিতেছি, সেই স্বরূপ-জ্ঞান যেন পাইতে পারি; এবং তাহার দ্বারা পূত হইতে সমর্থ হই। (ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমি তত্ত্ব-জ্ঞানাভিলাষী। যাহাতে সেই বস্তু প্রাপ্ত হইয়া পূত পবিত্র হইতে পারি, আপনি তাহার বিধান করুন)।

১১। হে দেববিভূতিসমূহ! আমাদিগের অনুষ্ঠিত সত্যের ও ধর্ম্মের বিজ্ঞাপক এই অন্তর্যজ্ঞে (ভগবৎকার্য্যে) আমরা আপনাদিগের আনুকূল্য প্রার্থনা করি। আর হে দেববিভূতিগণ! এই যজ্ঞসম্বন্ধী আশীর্ব্বাণী (অর্থাৎ এই যজ্ঞের শুভফল) পাইবার জন্য আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি। (ভাব এই যে—হে দেবগণ! আমাদিগের এই মানসযজ্ঞে অথবা আমাদিগের এই উদ্বোধন যজ্ঞে আপনাদিগের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি। আপনারা এই যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়া দিউন এবং সৎকর্ম্মের শুভফল প্রদান করুন)।

১২। আমার সেই উদ্বোধনযজ্ঞ জ্ঞানশক্তি প্রদান করুক; ইহকাল-পরকালের মঙ্গলবিধান করুক এবং সদ্ভাবের সঞ্চার করিয়া আমাদিগের কর্ম্মফল সাধন করুক।

১৩। হে শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ ভগবন্! আপনি সৎকর্ম্মসমূহের স্বামী হয়েন। এই সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত আমাকে রক্ষা করুন অর্থাৎ কর্ম্ম পূর্ণ করিয়া কর্ম্মফল প্রদান করুন। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—১ অনুবাক)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরম্॥ ১॥
আদ্যপ্রপাঠকে দর্শপূর্ণমাসেষ্টিরীরিতা।
প্রপাঠকত্রয়েণাথ সোমযাগ প্রবক্ষ্যতে॥ ২॥

তদিদং সৌম্যকাণ্ডং। তথা চানুক্রমণিকায়ামুক্তং—"অধ্বরপ্রভৃতিত্রীণি তদ্বিধির্ব্বাজপেয়কৌ। সবাঃ শুক্রিয়কাণ্ডে চ নবেন্দোরিতি ধারণা" ইতি॥ আপ উন্দন্ত্বিত্যাদিকমধ্বরকাণ্ডং। স্বা দদে গ্রাবাঽসীত্যাদিকং গ্রহকাণ্ডং। উদু ত্যং জাতবেদসমিত্যাদিকং দক্ষিণাকণ্ডম্। তান্যে-তানি ত্রীণি। প্রাচীনব৺শং করোতীত্যাদিকং ত্রয়াণামেতেষাং বিধিঃ। দেব সবিতঃ প্র সুবেত্যাদিকং বাজপেয়স্য মন্ত্রকাণ্ডং। দেবা বৈ যথাদর্শং যজ্ঞানাহরন্তেত্যাদিকং বাজপেয়স্য বিধিকাণ্ডং। ত্রিবৃৎস্তোমো ভবতীত্যাদিকাঃ সত্রাঃ। নমো বাচে যা চোদিতেত্যাদিকং শুক্রিয়মন্ত্রকাণ্ডং। দেবা বৈ সত্রমাসতেত্যাদিকং তদ্বিধিকাণ্ডং। তান্যেতানি নবসংখ্যাকানি চন্দ্রস্য কাণ্ডানি। অতস্তেষু চন্দ্র ঋষিরিতি ধ্যায়েৎ। "সোমাঙ্গে দীক্ষণীয়াদৌ দর্শমন্ত্রাতিদেশনাৎ। দর্শোর্ধ্বত্বং তত্র যুক্তমগ্নিষ্টোমোঽত্র বর্ণ্যতে"॥

ত্রিবিধঃ সোমযাগ একাহাহীনসত্রনামকঃ। একস্মিন্নেবাহনি সবনত্রয়েণ নিষ্পাদ্য একাহঃ। দ্বিরাত্রমারভ্যৈকাদশরাত্রপর্য্যন্তা অহীনাঃ। ত্রয়োদশরাত্রমারভ্য সহস্রসংবৎসরপর্য্যন্তানি সত্রাণি। দ্বাদশাহস্তু দ্বিরূপঃ। তত্রাহীনরূপেণ দ্বিরাত্রাদীনাং প্রকৃতিঃ, সত্ররূপেণ ত্রয়োদশরাত্রাদীনাং। তস্য চ দ্বাদশাহস্যৈকাহরূপো জ্যোতিষ্টোমঃ প্রকৃতিঃ। অত এবাম্নায়তে—"এষ বাব প্রথমো যজ্ঞো যজ্ঞানাং যজ্জ্যোতিষ্টোমঃ" ইতি। যদ্যপি সপ্তসংস্থো জ্যোতিষ্টোমোঽগ্নিষ্টোমোঽত্যগ্নিষ্টোম উক্থ্যঃ ষোড়শ্যতিরাত্রোঽপ্তোর্যামো বাজপেয়শ্চেতি, তথাঽপ্যগ্নিষ্টোমে কৃৎস্নাঙ্গজাতস্যোপদিষ্ট-ত্বাৎ স এবেতরেষাং প্রকৃতিঃ। অতঃ প্রথমং স এবাভিধীয়তে। তত্র প্রপাঠকত্রয়স্যানু-বাকানাং চার্থভেদো বিনিয়োগসংগ্রহে দর্শিতঃ—

"দ্বিতীয়প্রশ্নমারভ্য প্রশ্নত্রয় উদীর্য্যতে। সোমযাগে মন্ত্রজাতং তত্রাবান্তরভেদতঃ॥ ১॥
ত্রয় পশুর্গ্রহশ্চেতি প্রশ্নভেদোঽবগম্যতাম্। ক্রয়প্রশ্নেঽনুবাকাঃ স্যুরর্থভেদাচ্চতুর্দ্দশ॥ ২॥
প্রাগ্বংশাবেশনং দীক্ষা স্যাদ্দেবযজনগ্রহঃ। সোমক্রয়ণ্যানয়নং তদীয়পদসংগ্রহঃ॥ ৩॥
সোমোন্মানং ক্রয়স্তস্য শকটারোপণং গতঃ। আতিথ্যোপসদস্তদ্বদ্বেদ্যুত্তরবেদিকা॥
হবির্দ্ধানং কাম্যযাজ্যা ইত্যর্থা অনুবাকগাঃ॥ ৪॥" ইতি॥

তত্র প্রথমানুবাকে ক্ষৌরাদিভিঃ সংস্কৃতস্য যজমানস্য প্রাচীনবংশাখ্যশালাপ্রবেশোঽভি-

ধীয়তে। আপ উন্দন্ত্বিত্যাদয়ঃ ক্ষৌরমন্ত্রাঃ। ক্ষৌরাৎ প্রাগেব শালা নির্ম্মাতব্যা। ততো বৌধায়নো দীক্ষাসাধনদ্রব্যসম্পাদনপূর্ব্বকং শালানির্ম্মাণমাহ—"অগ্নিষ্টোমেন যক্ষ্যমাণো ভবতি স উপকল্পয়তে কৃষ্ণাজিনং চ কৃষ্ণবিষাণং চ বাসশ্চ মেখলাং চ" ইতি। "জুষ্টে দেবযজনে শালা কারিতা ভবতি" ইতি চ। আপস্তম্বোঽপি "সোমেন যক্ষ্যমাণো ব্রাহ্মণানার্ষেয়ানৃত্বিজো বৃণীতে" ইত্যুপক্রম্য বরণং দেবযজনাধ্যবসানং দীক্ষণীয়েষ্টিং চাভিধায়েদমাহ—"প্রাচীনবꣳশং করোতি পুরস্তাদুন্নতং পশ্চান্নিনতꣳ সর্ব্বতঃ পরিশ্রিতম্" ইতি। এতদেবাভিপ্রেত্য বপনবিধেঃ পূর্ব্বং শালাং বিধত্তে—"প্রাচীনবꣳশং করোতি দেবমনুষ্যা দিশো ব্যভজন্ত প্রাচীং দেবা দক্ষিণাং পিতরঃ প্রতীচীং মনুষ্যা উদীচীꣳ রুদ্রা যৎ প্রাচীনবꣳশং করোতি দেবলোকমেব তদ্যজমান উপাবর্ত্ততে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি।

প্রাগায়তঃ পৃষ্ঠবংশো যস্য গৃহবিশেষস্য স প্রাচীনবংশঃ। কেচিত্তু যস্য দেবযজনস্যেতি বিদৃহ কৃৎস্নদেবযজনবিধিমেতমাহুঃ। দেবযজনৈকদেশরূপগৃহসম্বন্ধো বংশো দেবযজনসম্বন্ধো ভবতি। বংশস্য প্রাগগ্রত্বেন তদ্গৃহং যজমানো দেবলোকং করোতি॥ গৃহস্য কুড্যস্থানীয়মাবরণং বিধত্তে—"পরিশ্রয়ত্যন্তর্হিতো হি দেবলোকো দেবলোকো মনুষ্যলোকাৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি। স্বর্গস্য মনুষ্যৈরদৃশ্যত্বাদত্রাপি তদর্থং পরিশ্রয়ণং। দ্বারাণি বিধত্তে—"নাস্মাল্লোকাৎ স্বেতব্যমিবেত্যাহুঃ কো হি তদ্বেদ যদ্যমুষ্মিঁল্লোঁকেঽস্তি বা ন বেতি দিক্ষ্বতীকাশান্ করোত্যুভয়োর্ল্লোকয়োরভিজিত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি। ইহলোকে তাবৎ সুখং প্রত্যক্ষসিদ্ধং। গৃহক্ষেত্রপুত্রমিত্রাদিভিস্তদুৎপাদাৎ। স্বর্গে তু সন্দিগ্ধং। যদ্যবিঘ্নেনেদং কর্ম্ম সাঙ্গং সমাপ্যেত তদা সুখমস্তি নান্যথা। ভবদপি তৎ সুখং নেদানীং ভবতি কিং তু মরণাদূর্দ্ধং। তদাঽপি প্রবলেন কেনচিন্নরকপ্রদেন কর্ম্মণা প্রতিবন্ধে সতি ততোঽপি বিলম্ব্যেত। তস্মাদিদানীমেবাস্মাল্লোকান্ন সর্ব্বাত্মনা নির্গন্তব্যমিতি বুদ্ধিমন্ত আহুঃ। তত এতল্লোকদর্শনায় দ্বারেষু কৃতেষু লোকদ্বয়জয়ো ভবতি॥

১। "আপ উন্দন্তু জীবসে দীর্ঘায়ুত্বায় বর্চ্চসে।"—কল্পঃ—"অথাস্য প্রাঙ্মুখস্য দক্ষিণং গোদানমদ্ভিরনুবধ্যাঽপ উন্দন্তু জীবসে দীর্ঘায়ুত্বায় বর্চ্চস ইতি" ইতি। গোদানং শিরসো ভাগঃ। জীবনায়ুর্ব্বৃদ্ধিব্রহ্মবর্চ্চসেভ্য আপঃ শির আর্দ্রীং কুর্ব্বন্তু॥

২। "ওষধে ত্রায়স্বৈনꣳ স্বধিতে মৈনꣳ হিংসীর্দ্দেবশ্রূরেতানি প্র বপে।"—কল্পঃ—"উর্দ্ধাগ্রং বর্হিরনুচ্ছ্রয়তি ওষধে ত্রায়স্বৈনমিতি স্বধিতিং তির্য্যঞ্চং নিদধাতি স্বধিতে মৈনꣳ হিꣳসীরিতি প্রবপতি দেবশ্রূরেতানি প্র বপ ইতি" ইতি। স্বধিতিঃ ক্ষুরঃ। দেবেষু প্রসিদ্ধত্বেন শ্রূয়ত ইতি দেবশ্রূর্দ্দেবনাপিতস্তদ্রূপোঽহং বপনং কুর্ব্বে। এতানি কেশাদীনি।

৩। "স্বস্ত্যুত্তরাণ্যশীয়।"—বৌধায়নঃ—"স্বস্ত্যুত্তরাণ্যশীয়েত্যুক্ত্বা তং প্রত্যভিমৃশতে" ইতি। আপস্তম্ব—"স্বস্ত্যুত্তরাণ্যশীয়েতি যজমানো জপতি" ইতি। অবিঘ্নেনোত্তরাণি কর্ম্মাণি প্রাপ্নুয়াং॥ বিধত্তে—'কেশশ্মশ্রু বপতে নখানি নিকৃন্ততে মৃতা বা এষা ত্বগমেধ্যা যৎ কেশশ্মশ্রু মৃতামেব ত্বচমমেধ্যামপহত্য যজ্ঞিয়ো ভূত্বা মেধমুপৈতি' (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি॥

৪। "আপো অস্মান্মাতরঃ শুন্ধন্তু ঘৃতেন নো ঘৃতপুবঃ পুনন্তু বিশ্বমস্মৎ প্র বহন্তু রিপ্রম্।"—বৌধায়নঃ—"অথৈনমদ্ভিরভিষিঞ্চত্যাপো অস্মান্মাতরঃ শুন্ধন্তু ঘৃতেন নো ঘৃতপুবঃ

পুনন্ত্বিতি সম্প্রধাব্য রজঃ প্রক্ষালয়তি বিশ্বমস্মৎ প্র বহন্তু রিপ্রমিতি" ইতি। আপস্তম্বস্বেক-মন্ত্রতাং মন্যতে। অস্মানস্মদীয়ান্ যজমানান্। ক্ষরদুদকমত্র ঘৃতং। তেন পুনন্তি পর্জ্জন্যাদয়ো ঘৃতপ্বঃ। রিপ্রং পাপং। ইমা আপঃ সর্ব্বং পাপমস্মত্তোহপনয়ন্তু॥

৫। "উদাভ্যঃ শুচিরা পূত এমি।" —কল্পঃ—"উদাভ্যঃ শুচিরা পূত এমীত্যুদ্গাহমানো জপতি" ইতি। স্নানাচমনাভ্যাং বহিরন্তশ্চ শুদ্ধঃ সন্নপ্স্ব্য উদ্গম্যাহগচ্ছামি॥" বিধত্তে—"অঙ্গিরসঃ সুবর্গং লোকং যন্তোহপ্সু দীক্ষাতপসী প্রাবেশয়ন্নপ্সু স্নাতি সাক্ষাদেব দীক্ষাতপসী অবরুন্ধে" (সং কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি। মুণ্ডনাদিসংস্কারো দীক্ষা। আহারাদিনিয়ম-স্তপঃ। অপ্সু স্নানেন তদুভয়মব্যবধানেনৈব প্রাপ্নোতি॥ অবতরণপ্রদেশং বিধত্তে—"তীর্থে স্নাতি তীর্থে হি তে তাং প্রাবেশয়ন্" (সং কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি॥ উক্তমেবার্থমনূদ্য স্তৌতি—"তীর্থে স্নাতি তীর্থমেব সমানানাং ভবতি" (সং কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি। সখ্যাদীনাং সমানানাং তীর্থবৎ সেব্যো ভবতি। আচমনং বিধত্তে—"অপোঽশ্নাত্যন্তরত এব মেধ্যো ভবতি" (সং কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি॥

৬। "সোমস্য তনূরসি তনুবং মে পাহি।"—কল্পঃ—"অথ প্রদক্ষিণমহতং বাসঃ পরিধত্তে সোমস্য তনূরসি তনুবং মে পাহীতি" ইতি। ক্ষৌমবস্ত্রস্য সোমোঽভিমানী দেব ইতি তস্য বস্ত্রঃ শরীরং॥ বিধত্তে—"বাসসা দীক্ষয়তি সৌম্যং বৈ ক্ষৌমং দেবতয়া সোমমেষ দেবতামুপৈতি যো দীক্ষতে" (সং কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি। দীক্ষয়তি সংস্করোতি॥ মন্ত্রস্য পূর্ব্বোত্তরভাগৌ ব্যাচষ্টে—"সোমস্য তনূরসি তনুবং মে পাহীত্যাহ স্বামেব দেবতামুপৈত্যথো আশিষমেবৈতামা-শাস্তে" (সং কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি। বস্ত্রপরিহিতস্য সোম এব স্বা দেবতা॥ প্রকারান্তরেণ প্রস্তৌতি—"অগ্নেস্তূষাধানং বায়োর্ব্বাতপানং পিতৃণাং নীবিরোষধীনাং প্রঘাত আদিত্যানাং প্রাচীনতানো বিশ্বেষাং দেবানামোতুর্নক্ষত্রাণামতীকাশাস্তদ্বা এতৎসর্ব্বদেবত্যং যদ্বাসো যদ্বাসসা দীক্ষয়তি সর্ব্বাভিরেবৈনং দেবতাভির্দীক্ষয়তি" (সং কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি। শলা-কোপধানং তূষাঃ। তত্র তন্তূনাং পূরণং তূষাধানং। বায়ুনা শোষণং বাতপানং। নীবির্ব্বন্ধ-বিশেষঃ। প্রঘাতো দণ্ডেন শলাকোপধানেন বা প্রহারঃ। প্রাচীনতানো দীর্ঘতন্তুপ্রসারণং ওতুস্তির্য্যক্তন্তুপ্রসারণং। অতীকাশাশ্ছিদ্রাণি। এতেষু ক্রমেণাগ্ন্যাদয়োঽভিমানিদেবতাঃ॥ ভোজনং বিধত্তে—"বর্হিঃ প্রাণো বৈ মনুষ্যস্তস্যাশনং প্রাণোঽশ্নাতি স প্রাণ এব দীক্ষতে" (সং কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি। প্রাণস্থিতিহেতুত্বাদশনস্য প্রাণত্বং। মিত্রবন্ধ্বাদিভিঃ প্রার্থিতো বহু ভুঞ্জীতেতি॥ বিধত্তে—"আশিতো ভবতি যাবানেবাস্য প্রাণস্তেন সহ মেধমুপৈতি' (সং কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি॥

৭। "মহীনাং পয়োঽসি বর্চ্চোধা অসি বর্চ্চো ময়ি ধেহি।"—বৌধায়নঃ—"অথাস্মৈতন্নবনীতং বিচিতমুদশরাব উপশেরতে তস্য পাণিভ্যাং সম্প্রমায় মুখমেব প্রথমমভ্যঙ্ক্তে মহীনাং পয়োঽসি বর্চ্চোধা অসি বর্চ্চো ময়ি ধেহীত্যনুলোমমাপাদাভ্যাং" ইতি। আপস্তম্বো মন্ত্রভেদমাহ—"মহীনাং পয়োঽসীতি দর্ভপুঞ্জীলাভ্যাং নবনীতমুত্থোতি বর্চ্চোধা অসীতি তেন পরাচীনং ত্রিরভ্যঙ্ক্তে" ইতি। হে নবনীত ত্বং গবাং পয়ঃ কার্য্যমসি। স্নিগ্ধতারূপং বর্চ্চো ধারয়সি। অতো ময়ি ব্রহ্মবর্চ্চসং ধেহি॥ অভ্যঙ্গং বিধত্তে—"ঘৃতং দেবানাং মস্তু পিতৃণাং নিষ্পক্বং মনুষ্যাণাং তদ্বা এতৎ সর্ব্বদেবত্যং

যন্নবনীতং যন্নবনীতৈনাভ্যঙ্‌ক্তে সর্ব্বা এব দেবতাঃ প্রীণাতি” (সং কাং ৬ প্রং ১ অং ১) ইতি। নবনীতস্য পাকজন্যাস্তিস্রোঽবস্থাঃ পক্কং কিঞ্চিৎ পক্কং নিঃশেষপক্কং চ। দ্রব্যান্তরপ্রক্ষেপেণ সুরভি নিঃশেষপক্কং। অত এব বহ্বৃচঃ পঠন্তি—“আজ্যং বৈ দেবানাং সুরভি ঘৃতং মনুষ্যাণামায়ুতং পিতৃণাং নবনীতং গর্ভাণাম্” ইতি। প্রকারান্তরেণ নবনীতাভ্যঙ্গং প্রস্তৌতি—“প্রচ্যুতো বা এষোঽস্মাল্লোকাদাগতো দেবলোকং যো দীক্ষিতোঽন্তরেব নবনীতং তস্মান্নবনীতেনাভ্যঙ্‌ক্তে” (সং কাং ৬ প্রং ১ অং .) ইতি। দীক্ষিতস্য সর্ব্বসাধনে প্রবৃত্তত্বাদেতল্লোকপ্রচ্যুতিঃ। যাগস্যাসমাপ্তত্বাদ্দেবলোকপ্রাপ্ত্যভাবঃ। নবনীতমপি ক্ষীরভাবাৎ প্রচ্যুত্য ঘৃতভাবং ন প্রাপ্নোতি। অতোঽন্তরালবর্ত্তিত্বসাম্যাত্তেন তস্যাভ্যঙ্গো যুক্তঃ॥ গুণদ্বয়ং বিধত্তে—‘অনুলোমং যজুষা ব্যাবৃত্ত্যৈ” (সং কাং ৬ প্রং ১ অং ১) ইতি। মনুষ্যাণাং নাস্ত্যানুলোম্যে নিয়মঃ। ন বাঽভ্যঙ্গে মন্ত্রোঽস্তি। তস্মাদ্ব্যাবৃত্ত্যৈ তত্ত্বয়মত্রেতি নিয়ম্যতে॥

৮। “বৃত্রস্য কনীনিকাঽসি চক্ষুষ্পা অসি চক্ষুর্মে পাহি।”—কল্পঃ—“অথাস্যৈতদাঞ্জনং পিষ্টং দৃষদুপলে সতূলয়া চ শরেষীকয়া চাস্য প্রাঙ্‌মুখস্য প্রত্যঙ্‌মুখ উপবিশ্য সব্যেন পাণিনা দক্ষিণমক্ষ্যানক্তি বৃত্রস্য কনীনিকাঽসি চক্ষুষ্পা অসি চক্ষুর্মে পাহীতি” ইতি। মন্ত্রার্থং বিশদয়ন্নঞ্জনং বিধত্তে— “ইন্দ্রো বৃত্রমহন্তস্য কনীনিকা পরাঽপতত্তদাঞ্জনমভবদ্যদাঙ্‌ক্তে চক্ষুরেব ভ্রাতৃব্যস্য বৃঙ্‌ক্তে” (সং কাং ৬ প্রং ১ অং ১) ইতি। বিনাশয়তীত্যর্থঃ॥ ক্রমেণ গুণান্বিধত্তে—“দক্ষিণং পূর্ব্বমাঽঙ্‌ক্তে সব্যꣳ হি পূর্ব্বং মনুষ্যা আঞ্জতে ন নি ধাবতে নীব হি মনুষ্যা ধাবন্তে পঞ্চ কৃত্ব আঽঙ্‌ক্তে পঞ্চাক্ষরা পঙ্‌ক্তিঃ পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞো যজ্ঞমেবাবরুন্ধে পরিমিতমাঽঙ্‌ক্তেঽপরিমিতꣳ হি মনুষ্যা আঞ্জতে সতূলয়াঽঙ্‌ক্তেঽপতূলয়া হি মনুষ্যা আঞ্জতে ব্যাবৃত্ত্যৈ” (সং কাং ৬ প্রং ১ অং ১) ইতি। মনুষ্যস্য যোষিতামঞ্জনে বামভাগপূর্ব্বত্বং প্রসিদ্ধং। অঞ্জনোপেতাঙ্গুলেশ্চক্ষুষি সহসা পুনঃপুনঃ পর্য্যাবর্ত্তনং নিধাবনং তচ্চ মনুষ্যাঃ কুর্ব্বন্তি। যজ্ঞে সবনীয়পুরোডাশদ্রব্যাণাং পঞ্চসংখ্যয়া পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দোগতাক্ষরসাম্যাদ্যজ্ঞস্য পাঙ্‌ক্তত্বম্। তথা চ পঞ্চমপ্রপাঠকে বক্ষ্যতি— “ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি নর্চ্চা ন যজুষা পঙ্‌ক্তিরাপ্যতেঽথ কিং যজ্ঞস্য পাঙ্‌ক্তত্বমিতি ধানাঃ করম্ভঃ পরিবাপঃ পুরোডাশঃ পয়স্যা তেন পঙ্‌ক্তিরাপ্যতে তদ্যজ্ঞস্য পাঙ্‌ক্তত্বম্” (সং কাং ৬ প্রং ৫ অং ১০) ইতি। পরিমিতমল্পং পঞ্চসংখ্যানিয়মো বা। ন হ্যয়ং নিয়মো মনুষ্যেষ্বস্তি। অগ্রসহিতা শরেষীকা সতূলা। মনুষ্যাণামিষীকানিয়ম এব নাস্তি কুতঃ সতূলত্বনিয়মঃ॥ বিপক্ষে বাধকপূর্ব্বকং স্বপক্ষং নিগময়তি—“যদপতূলয়াঽঞ্জীত বজ্র ইব স্যাৎ সতূলয়াঽঙ্‌ক্তে মিত্রত্বায়” (সং কাং ৬ প্রং ১ অং ১) ইতি। তূলরহিতশরকাষ্ঠস্য তীক্ষ্ণাগ্রত্বাদ্বজ্রসমত্বম্॥

৯। “চিৎপতিস্ত্বা পুনাতু বাক্‌পতিস্ত্বা পুনাতু দেবস্ত্বা সবিতা পুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ।”—কল্পঃ—“অথৈনমেকবিꣳশত্যা দর্ভপুঞ্জীলৈঃ পবয়তি চিৎপতিস্ত্বা পুনাতু বাক্‌পতিস্ত্বা পুনাতু দেবস্ত্বা সবিতা পুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিরিতি” ইতি। প্রথমদ্বিতীয়মন্ত্রয়োরচ্ছিদ্রেণেত্যনুষজ্যতে। হে যজমান চিতাং জ্ঞানানাং পতির্ম্মনো দেবস্ত্বাং পুনাতু। বাচাং শব্দানাং পতিঃ সরস্বত্যসৌ বা আদিত্যোঽচ্ছিদ্রং পবিত্রং তদ্রূপোঽয়ং দর্ভস্তোমঃ জগন্নিবাসহেতোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিরূপা দর্ভাঃ॥ দর্ভস্তোমবিশিষ্টং মার্জ্জনং বিধত্তে—“ইন্দ্রো বৃত্রমহন্‌ৎসোঽপোঽভ্যম্রিয়ত তাসাং যন্মেধ্যং যজ্ঞিয়ꣳ সদেবমাসীত্তদপোদক্রামত্তে দর্ভা অভবন্যদ্দর্ভপুঞ্জীলৈঃ

পবয়তি যা এব মেধ্যা যজ্ঞিয়াঃ সদেবা আপস্তাভিরেবৈনং পবয়তি" (সং কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি। মেধ্যং শুদ্ধং যজ্ঞিয়ং যজ্ঞার্হং সদেবং দেবতাপ্রিয়ং। উৎপবনব্রাহ্মণে দর্ভোৎপত্তির্ব্যাখ্যাতা॥ দর্ভস্তোমস্য সংখ্যাবিশেষান্বিধত্তে—"দ্বাভ্যাং পবয়ত্যহোরাত্রাভ্যামেবৈনং পবয়তি ত্রিভিঃ পবয়তি ত্রয় ইমে লোকা এভিরেবৈনং লোকৈঃ পবয়তি পঞ্চভিঃ পবয়তি পঞ্চাক্ষরা পঙ্‌ক্তিঃ পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞো যজ্ঞায়ৈবৈনং পবয়তি ষড়ভিঃ পবয়তি ষড়্‌বা ঋতব ঋতুভিরেবৈনং পবয়তি সপ্তভিঃ পবয়তি সপ্ত ছন্দা৺সি ছন্দোভিরেবৈনং পবয়তি নবভিঃ পবয়তি নব বৈ পুরুষে প্রাণাঃ সপ্রাণমেবৈনং পবয়ত্যেকবি৺শত্যা পবয়তি দশহস্ত্যা অঙ্গুলয়ো দশপদ্যা আত্মৈকবি৺শো যাবানেব পুরুষস্তমপরিবর্গং পবয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি। "গায়ত্রী ত্রিষ্টুব্‌জগত্যনুষ্টুপ্‌পঙ্‌ক্ত্যা সহ। বৃহত্যুষ্ণিহা ককুৎস্য়চীভিঃ শিম্যন্তু ত্বা" ইতি কশ্চিন্মন্ত্র আম্নায়তে। তত্রোষ্ণিক্ককুভোরবান্তরভেদপরিত্যাগেন সপ্তচ্ছন্দাংসি। সঞ্চারস্থানভূতচ্ছিদ্রাভিপ্রায়েণ প্রাণানাং নবত্বং। অপরিবর্গং নিঃশেষং। একবিংশতিপক্ষ একত্রানুষ্ঠেয়ঃ। "একবি৺শত্যা দর্ভপুঞ্জীলৈঃ পবয়তি" ইতি বহ্বৃচব্রাহ্মণ আম্নাতত্বাৎ। তৎপ্রশংসার্থমিতরে পক্ষা অবযুত্যানুবাদঃ॥ মন্ত্রং ব্যাচষ্টে—"চিৎপতিস্ত্বা পুনাত্বিত্যাহ মনো বৈ চিৎপতির্ম্মনসৈবৈনং পবয়তি বাক্‌পতিস্ত্বা পুনাত্বিত্যাহ বাচৈবৈনং পবয়তি দেবস্ত্বা সবিতা পুনাত্বিত্যাহ সবিতৃপ্রসূত এবৈনং পবয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি॥

১০। "তস্য তে পবিত্রপতে পবিত্রেণ যস্মৈ কং পুনে তচ্ছকেয়ম্।"—কল্পঃ—"যজমানং বাচয়তি তস্য তে পবিত্রপতে পবিত্রেণ যস্মৈ কং পুনে তচ্ছকেয়মিতি" ইতি। আদিত্যরূপস্যাচ্ছিদ্রপবিত্রস্য পতিঃ প্রেরকোঽন্তর্যামী। হে পবিত্রপতে তাদৃশস্য তব পবিত্রেণ যস্মা অগ্নিষ্টোমকর্ম্মণে কনাত্মানং শোধয়ামি তৎ কর্ত্তুং শক্তো ভূয়াসং॥ এতমভিপ্রায়ং দর্শয়তি—"তস্য তে পবিত্রপতে পবিত্রেণ যস্মৈ কং পুনে তচ্ছকেয়মিত্যাহাঽঽশিষমেবৈতামাশাস্তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি॥

১১। "আ বো দেবাস ঈমহে সত্যধর্ম্মাণো অধ্বরে যদ্বো দেবাস আগুরে যজ্ঞিয়াসো হবামহে।"—বৌধায়নঃ—"অথৈনং সব্যে পাণাবভিপাদ্য শালামানয়তি আ বো দেবাস ঈমহে সত্যধর্ম্মাণো অধ্বরে যদ্বো দেবাস আগুরে যজ্ঞিয়াসো হবামহ ইতি" ইতি। আপস্তম্বঃ—"আ বো দেবাস ঈমহ ইতি পূর্ব্বয়া দ্বারা প্রাগ্বংশে প্রবিশ্য" ইতি। হে দেবা যুষ্মাকং সম্বন্ধিন্যস্মিন্নধ্বরে বয়ং সত্যধর্ম্মাণোঽবশ্যম্ভাব্যনুষ্ঠানপরা আগচ্ছামঃ। হে যজ্ঞসম্বন্ধিনো দেবা যস্মাদাগুরে কর্ম্মোদ্যমে যুষ্মানাহ্বাস্যামস্তস্মাদ্বয়মত্রাঽগচ্ছামঃ॥

১২। "ইন্দ্রাগ্নী দ্যাবাপৃথিবী আপ ওষধীঃ।"—বৌধায়নঃ—"পূর্ব্বয়া দ্বারা শালাং প্রপাদয়তি, ইন্দ্রাগ্নী দ্যাবাপৃথিবী আপ ওষধীরিতি" ইতি। আপস্তম্বঃ—"ইন্দ্রাগ্নী দ্যাবাপৃথিবী আপ ওষধীরিত্যপরেণাঽহবনীয়ং দক্ষিণাঽতিক্রম্য" ইতি। হে ইন্দ্রাদয় এনমনুজানীতেতি শেষঃ॥

১৩। "ত্বং দীক্ষাণামধিপতিরসীহ মা সন্তং পাহি।"—বৌধায়নঃ—"অথৈনমগ্রেণাঽহবনীয়ং পর্য্যাহৃত্য দক্ষিণত উদঙ্মুখমুপবেশ্যাঽহবনীয়মীক্ষয়তি ত্বং দীক্ষাণামধিপতিরসীহ মা সন্তং পাহীতি" ইতি। আপস্তম্বঃ—"ত্বং দীক্ষাণামধিপতিরসীত্যাহবনীয়মুপোপবিশতি" ইতি। হে

আহবনীয় ত্বং দীক্ষারূপাণাং নিয়মানাং পালকোঽস্যতস্ত্বৎসমীপে স্থিতং মাং পালয়॥ পূর্ব্বোক্ত-পূতত্বপ্রশংসাপূর্ব্বকং প্রাচীনবংশপ্রবেশং বিধত্তে—"যাবন্তো বৈ দেবা যজ্ঞায়াপুনত ত এবা-ভবন্য এবং বিদ্বান্যজ্ঞায় পুনীতে ভবত্যেব বহিঃ পবয়িত্বাহন্তঃ প্রপদয়তি মনুষ্যলোক এবৈনং পবয়িত্বা পূতং দেবলোকং প্রণয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ২) ইতি। অভবন্নৈশ্বর্য্যং প্রাপ্তাঃ। ভবত্যৈবৈশ্বর্য্যং প্রাপ্নোত্যেব॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—

"আপঃ শির উনত্ত্যোষ দর্ভোঽত্রান্তর্হিতাঃ স্বধি। ক্ষুরং নিধায় দেবশ্রুর্ব্বপেৎ স্বস্তি তদা জপেৎ॥ ১॥
আপঃ স্নায়াদ্বদা জপ্যং সোম বস্ত্রপরিগ্রহঃ। মহীতি নবনীতস্য গ্রহো বর্চ্চোঽতিলেপনম্॥ ২॥
বৃত্রেত্যাঙ্‌ক্তেঃ চিৎপতিস্ত্বাত্রিভির্দ্দর্ভেণ পাবয়েৎ। তস্যেতি জপতি স্বামী হা বঃ প্রাগ্বংশবেশনম্॥৩॥
ইন্দ্রাগ্নী দক্ষিণে গত্বা ত্বমিত্যুপবিশেদিহ। প্রথমেহ্যনুবাকেঽস্মিন্মন্ত্রা অষ্টাদশেরিতাঃ॥ ৪॥" ইতি

অথ মীমাংসা।

চতুর্থাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে চিন্তিতম্—"কিং দর্শপূর্ণমাসাভ্যামিষ্ট্বা সোমেন যাগকঃ। অঙ্গাঙ্গিতা বা কালো বা হ্যপারার্থ্যায় চাঙ্গতা॥ দর্শাদিলক্ষিতে কালে সোমযাগো বিধীয়তে। স্বতন্ত্রফলবত্ত্বেন ন যুক্তাঽঙ্গাঙ্গিতা তয়োঃ" ইতি॥ ইদমাম্নায়তে—"দর্শপূর্ণমাসাভ্যামিষ্ট্বা সোমেন যজেত" ইতি। তত্রোভয়োরাগ্নিমারুতানূযাজবদন্যাধীনত্বাভাবাদ্দর্শপূর্ণমাসোক্তেঃ পারার্থ্যপরি-হারায় সোমস্য দর্শপূর্ণমাসাঙ্গত্ববোধকোঽয়ং সংযোগ ইতি চেন্মৈবম্। স্বতন্ত্রফলবতঃ সোমযাগ-স্যাঙ্গত্বাসম্ভবাৎ। ফলবৎসন্নিধাবফলং তদঙ্গমিতি ন্যায়াৎ ন চাত্র বৃহস্পতিসবন্যায়েন সোমধর্ম্ম-কর্ম্মফলং কর্ম্মান্তরং বিধীয়ত ইতি শক্যং বক্তুং। সোমশব্দস্য বৃহস্পতিসবশব্দবন্নামত্বাভাবেন ধর্ম্মাতিদেশকত্বাভাবাৎক্ত্বাপ্রত্যয়স্ত অসত্যঙ্গাঙ্গিভাবে কর্ত্রৈকমাত্রেণোপপদ্যতে। তস্মাদ্দর্শ-পূর্ণমাসশব্দস্য পারার্থ্যমভ্যুপেত্যাপি তদিষ্ট্যুপলক্ষিত উত্তরকালে সোম বিধিরয়ং। এতদেবাভি-প্রেত্য রথরূপকমাম্নায়তে—"এষ বৈ দেবরথো যদ্দর্শপূর্ণমাসৌ যো দর্শপূর্ণমাসাবিষ্ট্বা সোমেন যজতে রথস্পষ্ট এবাবসানে বরে দেবানামবস্যতি" (সং০ কা০ ২ প্র০ ৫ অ০ ৬) ইতি। অবসানে নিশ্চিতে বরে মার্গে যথা রথেন ক্ষুণ্ণে মার্গে গন্তুঃ কণ্টকপাষাণাদিবাধরাহিত্যেন সুখং ভবতি তথা প্রথমং দর্শপূর্ণমাসাবিষ্টবত উত্তরকালে তদিষ্টিবিকৃতিষু সোমাঙ্গভূতদীক্ষণীয়া-প্রায়ণীয়সাদিষু কর্ম্মানুষ্ঠানং সুকরং ভবতীত্যর্থঃ। তস্মাৎ কালার্থঃ সংযোগঃ।

পঞ্চমাধ্যায়স্য চতুর্থপাদে চিন্তিতং—"দর্শাদীষ্ট্বা সোমযাগঃ ক্রমোঽয়ং নিয়তো ন বা। উক্তেরাদ্যো ন সোমস্যাঽধানানন্তরতা শ্রুতেঃ" ইতি॥ দর্শপূর্ণমাসাবিষ্ট্বা সোমেন যজেতেতি ক্ত্বাপ্রত্যয়েনাবগম্যমানঃ ক্রমো নিয়ত ইতি চেন্মৈবং। সোমেন যক্ষ্যমাণোঽগ্নীনাদ-ধীতেত্যাধানানন্তরতায়া অপি শ্রবণাৎ। তস্মাদিষ্টিসোময়োঃ পৌর্ব্বাপর্য্যং ন নিয়তং। তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতং—"বিপ্রস্য সোমপূর্ব্বত্বং নিয়তং বা ন বাঽগ্রিমঃ। উৎকর্ষতো নৈবমগ্নী-ষোমীয়স্যৈব তচ্ছ্রুতেঃ" ইতি॥ ইষ্টিপূর্ব্বত্বং সোমপূর্ব্বত্বং চ বিকল্পিতমিতি যদুক্তং তত্র ব্রাহ্মণস্য সোমপূর্ব্বত্বমেব নিয়তং। কুতঃ। উৎকর্ষশ্রবণাৎ। "আগ্নেয়ো বৈ ব্রাহ্মণো দেবতয়া স সোমেনেষ্ট্বাঽগ্নীষোমীয়ো ভবতি যদেবাদঃ পৌর্ণমাসং হবিস্তত্তর্হ্যনু নির্ব্বপেত্তর্হ্যুভয়দেবতো ভবতি" ইতি। অস্যায়মর্থঃ—প্রজাপতের্ম্মুখাদগ্নির্ব্রাহ্মণশ্চেত্যুভাবুৎপন্নৌ। ততো ব্রাহ্মণ-

স্যৈকৈব দেবতেত্যাগ্নেয় এব ব্রাহ্মণো ন তু সৌম্যঃ সোমস্য তদ্দেবতাত্বাভাবাৎ। যদা স ব্রাহ্মণঃ সোমেন যজতি তদা সোমোঽপ্যস্য দেবতেত্যগ্নীষোমীয়ো ভবতি। তস্মাগ্নীষোমীয়স্য ব্রাহ্মণস্যানুরূপং পৌর্ণমাসমগ্নীষোমীয় পুরোডাশরূপং হবিঃ সোমাদূর্দ্ধমনুনির্ব্বপেৎ। তদা স ব্রাহ্মণো দেবতাদ্বয়সংবন্ধী ভবতীতি যস্যাপ্যত্র কর্ম্মান্তরং কিঞ্চিদ্বিধীয়ত ইতি কশ্চিন্মন্যেত তথাঽপি পৌর্ণমাসং হবিরিতি বিস্পষ্টং প্রত্যভিজ্ঞানান্ন কর্ম্মান্তরং কিং তু দর্শপূর্ণমাসয়োঃ সোমাদূর্দ্ধমুৎকর্ষঃ। তস্মাদ্বিপ্রস্য সোমপূর্ব্বত্বমেব নিয়তমিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ— নাত্র দর্শশব্দঃ পূর্ণমাসশব্দো বা কশ্চিদ্যাগবাচী শ্রূয়তে। পৌর্ণমাসমিত্যেষ তদ্ধিতান্তো হবির্ব্বিশেষণত্বেনোপযুজ্যতে। তচ্চ হবিরগ্নীষোমীয়পুরোডাশরূপমিতি দেবতাদ্বয়েন সংস্তবাদবগম্যতে। তস্মাদেকস্যৈব হবিষ উৎকর্ষো ন তু কৃৎস্নয়োর্দ্দর্শপূর্ণমাসয়োঃ। তথা সতি ব্রাহ্মণস্যৈকস্মিন্নেবাগ্নীষোমীয়পুরোডাশে সোমপূর্ব্বত্বনিয়মঃ। ইতরত্র ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োরিবাস্যাপীষ্টিপূর্ব্বত্বসোমপূর্ব্বত্বে বিকল্প্যেতে।

তৃতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থপাদে চিন্তিতং—"দিশং প্রতীচীং মনুজা ব্যভজন্তেত্যস্তৌ বিধিঃ। বাদো বাঽত্র পুরাকল্পস্তত্যর্থো বিধির্নেতি॥ প্রাচীনবংশবাক্যোক্তের্ব্বিধানস্যৈকবাক্যতঃ। দিগ্বিধাবর্থবাদোঽয়মুপবীতে নিবীতবৎ" ইতি। জ্যোতিষ্টোমে শ্রূয়তে—"প্রাচীনব৺শং করোতি দেবমনুষ্যা দিশো ব্যভজন্ত প্রাচীং দেবা দক্ষিণা পিতরঃ প্রতীচীং মনুষ্যা উদীচী৺ রুদ্রা যৎ প্রাচীনব৺শং করোতি দেবলোকমেব তদ্যজমান উপাবর্ত্ততে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি। তত্র দেবাদীনাং কর্ম্মানধিকারান্ন বিধিশঙ্কা। মনুষ্যাঃ প্রতীচীং বিভজেয়ুরিত্যেব বিধিঃ স্যাৎ। কুতঃ। পুরাকল্পরূপেণার্থবাদেন স্তূয়মানত্বাৎ। পূর্ব্বপুরুষাচরিতত্বাভিধানং পুরাকল্পঃ। ব্যভজন্তেত্যনেন ভূতার্থবাচিনা তদভিধীয়তে। তস্মাদ্বিধিরয়মিতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। যস্য মণ্ডপবিশেষস্যোপরি বংশাঃ প্রাগগ্রা ভবন্তি স প্রাচীনবংশঃ তদ্বিধ্যেকবাক্যত্বাভ্যুপগমাদর্থবাদঃ। সায়ংকালীনার্ঘ্যাদৌ প্রতীচী প্রাপ্তা। তৃতীয়াধ্যায়স্য সপ্তমপাদে চিন্তিতম্—"বপতীত্যুপকারঃ কিং দ্বয়োর্ম্মুখ্যাঙ্গয়োরুত। মুখ্য এব দ্বয়োরস্তু কৃৎস্নকর্তৃগতত্বতঃ॥ যুক্তঃ শাস্ত্রীয়সংস্কারো মুখ্যেঽস্য ফলভোগিনঃ। বিনাঽপি সংস্কৃতিং দৃষ্টং কর্তৃত্বং তস্য নাস্তি সঃ" ইতি॥ জ্যোতিষ্টোমে কেশশ্মশ্রুবপনপয়োব্রতাদয়ো যজমানসংস্কারা আম্নাতাঃ। গ্রহৈঃ সোমহোমো জ্যোতিষ্টোমে মুখ্যঃ। অগ্নীষোমীয়পশ্বাদিকমঙ্গং। তত্র দ্বয়োর্ম্মুখ্যাঙ্গয়োরেতে বপনাদয় উপকুর্ব্বন্তি। কুতঃ? কর্তৃধর্ম্মত্বাৎ। যজমানো হি কর্তৃতয়া বপনাদিভিঃ সংস্ক্রিয়তে। কর্তৃত্বং চ যথা মুখ্যং প্রতি তস্য বিদ্যতে তথাঽঙ্গং প্রত্যপ্যস্তি। তস্মাদুভয়োরুপকার ইতি চেন্মৈব। দ্বৌ হি যজমানস্যাঽকারৌ ক্রিয়াকর্তৃত্বং ফলভোক্তৃত্বং চেতি। তয়োরদৃষ্টঃ ফলভোগঃ ক্রিয়ানিষ্পত্তিশ্চ দৃষ্টা। তথা সতি বপনাদিকৃতোপকারস্যাপ্যদৃষ্টত্বাদ্ভোক্তৃশেষা বপনাদয়ঃ ফলভোগসাধনে মুখ্য এব পর্য্যবস্যন্তি। বপনাদিসংস্কাররহিতৈশ্চর্ত্বিগ্‌ভিঃ ক্লীবলাদিভিশ্চ ক্রিয়া নিষ্পাদ্যমানা দৃশ্যতে। ততস্তত্র কর্তৃত্বাকারে বপনাদিকৃতঃ স উপকারো নাস্তি। তস্মাদদৃষ্টফলভোজিনো যজমানস্য যোঽয়মদৃষ্টরূপঃ শাস্ত্রীয়সংস্কারঃ সোঽয়ং মুখ্যে কর্ম্মণি যুক্তো নাঙ্গেষু। নাত্র পূর্ব্ববদ্বাক্যমস্তি। যেন পরম্পরয়া ফলসাধনাঙ্গেষু বপনাদ্যুপকারঃ শঙ্ক্যেত। প্রকরণং তু মুখ্যস্যৈব ন ত্বঙ্গানাং। তস্মান্ন তেষূপকারঃ।

তত্রৈবাষ্টমে পাদে চিন্তিতম্—"সংস্কারা বপনাদ্যাঃ কিমধ্বর্য্যোঃ স্বামিনোঽথ বা। অধ্বর্য্যোস্তত্র শক্তত্বাত্তদ্বোদোক্তেশ্চ তস্য তে॥ সংস্কারৈর্যোগ্যতাং প্রাপ্য স্বকার্যাং কর্ত্তুমৃত্বিজঃ। ক্রীণাত্যন্তক্রিয়া তেষাং সংক্রিয়া যজমানগা" ইতি॥ আপ উন্দন্ত জীবস ইত্যাদ্যাঃ সংস্কারমন্ত্রাঃ। তদ্বিষয়শ্চাধ্বর্য্যবেদে সমাম্নাতাঃ—"কেশশ্মশ্রু বপতে নখানি নিকৃন্ততে" ইতি। শক্তশ্চাধ্বর্য্যুর্ব্বপনাদৌ। তস্মাত্তস্যাধ্বর্য্যোর্ব্বপনাদিসংস্কারা ইতি চেন্মৈবং। বপনাদিসংস্কারা যজমানগতমালিন্যমপনীয় যাগযোগ্যতামুৎপাদয়িতুং ক্রিয়ন্তে। তথা চ ব্রাহ্মণং—"কেশশ্মশ্রু বপতে নখানি নিকৃন্ততে মৃতা বা এষা ত্বগমেধ্যা যৎকেশশ্মশ্রু মৃতামেব ত্বচমমেধ্যামহত্য যজ্ঞিয়ো ভূত্বা মেধমুপৈতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি। ন হ্যধ্বর্য্যুবপনেন যজমানগতা মৃতা ত্বগপৈতি। যোগ্যস্য হি কর্ম্মাধিকারে সতি পশ্চাৎপ্রয়াসরূপেষু ব্যাপারেষু স্বয়মশক্তঃ সন্ কর্ম্মকরানৃত্বিজঃ পরিক্রীণাতি। লোকেঽপি রোগিণঃ স্বামিন ঔষধাদ্যানয়ন এব ভৃত্যা জীবিতদানেন পরিক্রীয়ন্তে। ন তু তদৌষধং ভৃত্যাঃ সেবন্তে। তস্মাদিতরক্রিয়র্ত্বিজাং সংস্কারস্তু যজমানস্য। ক্বচিত্তু বচনাদৃত্বিজামপি সংস্কারোঽস্তু।

চতুর্থাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে চিন্তিতং—"জুহ্বাঃ পর্ণময়ীত্বেন ন পাপশ্রুতিরঞ্জনাৎ। বৈরিদৃগ্বর্জ্জনং বর্ম্ম প্রযাজৈঃ পুরুষায় কিম্॥ ক্রতবে বাঽগ্রিমো ভানাৎ ফলস্য ন হি সাধ্যতা। বিভাতি ক্রতবে তস্মাদর্থবাদঃ ফলং ভবেৎ" ইতি॥ ইদমাম্নায়তে—যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি ন পাপঁ শ্লোকঁ শৃণোতি যদাঙ্ক্তে চক্ষুরেব ভ্রাতৃব্যস্য বৃঙ্ক্তে যৎপ্রযাজানূযাজা ইজ্যন্তে বর্ম্মৈব তদযজ্ঞায় ক্রিয়তে বর্ম্ম যজমানায় ভ্রাতৃব্যাভিভূত্যৈ" ইতি। তত্র যজ্ঞহ্বাঃ প্রকৃতিভূতং পর্ণদ্রব্যং যশ্চাঞ্জনেন চক্ষুঃ সংস্কারো যচ্চ প্রযাজানূযাজরূপং বর্ম্ম তত্রিতয়ং পুরুষার্থত্বেন বিধীয়তে। কুতঃ। পাপশ্লোকশ্রবণরাহিত্যাদেঃ পুরুষসম্বন্ধিফলস্য প্রতিভানাদিতি চেন্মৈবং। ফলং হি সাধ্যং ভবতি। ন চাত্র সাধ্যতা প্রতিভাসতে। ন শৃণোতি বৃঙ্ক্তে বর্ম্ম ক্রিয়ত ইতি বর্ত্তমানত্বনির্দ্দেশাৎ। অতঃ ক্রত্বর্থা এতে বিধয়ঃ। তত্র পর্ণময়ীত্বস্যানারভ্যাধীতস্যাপি বাক্যেন ক্রতুসম্বন্ধঃ। সংস্কারকর্ম্মণোস্তু প্রকরণেন। ক্রত্বর্থানাং ক্রতুনিষ্পাদনব্যতিরেকেণ ফলাকাঙ্ক্ষায়া অসম্ভবাদ্বর্ত্তমাননির্দ্দেশস্য বিপরিণামং কৃত্বাঽপি ফলং কল্পয়িতুং ন শক্যং। তস্মাৎ ফলবত্ত্বভ্রমহেতুঃ পাপশ্লোকশ্রবণরাহিত্যাদিরর্থবাদঃ।

দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমপাদে চিন্তিতম্—"নানুষঙ্গোঽনুষঙ্গো বাঽচ্ছিদ্রেণেত্যস্য শেষিণৌ। চিৎপতিস্ত্বেত্যনাকাঙ্ক্ষাবতো নাত্রানুষজ্যতে॥ করণত্বং ক্রিয়াপেক্ষং ক্রিয়া চৈকা পুনাত্বিতি। মন্ত্রদ্ব(ত্র)য়েঽতস্তদ্দ্বারা সর্ব্বশেষোঽনুষজ্যতে" ইতি॥ জ্যোতিষ্টোমে দীক্ষাপ্রকরণে পঠ্যতে—"চিৎপতিস্ত্বা পুনাতু, বাকপ্রতিস্ত্বা পুনাতু, দেবস্ত্বা সবিতা পুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ" ইতি। তত্র তৃতীয়মন্ত্রশেষোঽচ্ছিদ্রেণেত্যাদিভাগঃ প্রথমদ্বিতীয়মন্ত্রয়োর্নানুষজ্যতে। কুতঃ ন হি চিৎপতিস্ত্বা পুনাতু বাক্প্রতিস্ত্বা পুনাত্বিত্যনয়োর্ম্মন্ত্রয়োঃ শেষিণো সম্পূর্ণবাক্যয়োঃ কাচিচ্ছেষাকাঙ্ক্ষাঽস্তীতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—মা ভূচ্ছেষিণোরাকাঙ্ক্ষা তথাপি শেষস্যাঽকাঙ্ক্ষাঽস্তি। পবিত্রেণ রশ্মিভিরিত্যুক্তং করণত্বং ক্রিয়ামপেক্ষতে। ক্রিয়া চ পুনাত্বিত্যেষা ত্রিষ্বপি মন্ত্রেষ্বেকা। তথা চ ক্রিয়য়া সম্বন্ধঃ শেষঃ ক্রিয়াদ্বারা তৃতীয়মন্ত্রে নিরপেক্ষেঽপি যথাঽন্বেতি তথা পূর্ব্বয়োরপ্যন্বেতু। তস্মাদনুষঙ্গঃ।

অথ চ্ছন্দঃ।

আপ উন্দন্ত্বিতি দ্বিপদা গায়ত্রী। আপো অস্মানিতি দ্বিপদা বিরাট্। বিশ্বমিত্যেকপদা বিরাট্। উদাভ্য ইতি তদ্বৎ। চিৎপতিরিত্যনুষঙ্গে সতি ত্রিস্রো গায়ত্র্যঃ। আ বো দেবাস ইত্যনুষ্টুপ্।

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থ-প্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়সংহিতা-ভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়প্রপাঠকে প্রথমোঽনুবাকঃ ॥ ১ ॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—— ০ ——

ভাষ্যানুক্রমণিকা অনুসারে প্রথম প্রপাঠকে দর্শপূর্ণমাস ইষ্টির বিষয় কথিত হইয়াছে। আর দ্বিতীয় প্রভৃতি তিনটী প্রপাঠকে সোম-যাগের প্রক্রিয়া-পদ্ধতি এবং তৎসংক্রান্ত মন্ত্রাদি বর্ণিত হইতেছে। সে মতে 'আপ উন্দন্তু' প্রভৃতি মন্ত্রাত্মক প্রথম অনুবাক মন্ত্র-কাণ্ড, 'আদদে গ্রাবাঽসি' প্রভৃতি গ্রহ-কাণ্ড, এবং 'উদ্বৃত্যং জাতবেদসং' প্রভৃতি দক্ষিণাকাণ্ড। 'দেব সবিতঃ প্র সুব' ইত্যাদি বাজপেয় যজ্ঞের মন্ত্র-কাণ্ড। 'দেবা বৈ যথাদর্শং যজ্ঞানাহরন্ত' ইত্যাদি বাজপেয়-যজ্ঞের বিধি-কাণ্ড, 'ত্রিবৃৎ স্তোমঃ' প্রভৃতি সব, 'নমো বাচে যা চোদিতা' ইত্যাদি শুক্রিয় মন্ত্র-কাণ্ড, 'দেবা বৈ সত্রমাসত' ইত্যাদি সেই শুক্রিয় মন্ত্র-কাণ্ডের বিধি-কাণ্ড। এই নয়টীই চন্দ্র বা চন্দ্রসম্পর্কীয় কাণ্ড নামে অভিহিত। সেইজন্য সেই কাণ্ড সমূহের ঋষির নাম—চন্দ্র।

সোম-যাগ ত্রিবিধ—একাহ, অহীন এবং সত্র। একই দিনে সবনত্রয়ে নিষ্পাদ্য—একাহ সোম-যাগ; দ্বিতীয় রাত্রি হইতে আরম্ভ করিয়া একাদশ রাত্রি পর্য্যন্ত নিষ্পাদ্য—অহীন সোম-যাগ। আর ত্রয়োদশ রাত্রি হইতে আরম্ভ করিয়া সহস্র সম্বৎসরে নিষ্পাদ্য সত্রাখ্য সোম যাগ। এই ত্রিবিধ সোম-যাগের আবার প্রকার-ভেদ আছে। দ্বাদশাহ-নিষ্পাদ্য সোম-যাগের দ্বিবিধ রূপ বা প্রকৃতি পরিকল্পিত হয়। প্রথম, দ্বিরাত্রি-নিষ্পন্ন অহীনরূপ প্রকৃতি; এবং দ্বিতীয়, ত্রয়োদশরাত্র্যাদি-নিষ্পাদ্য সত্ররূপ প্রকৃতি। ইত্যাদি।

এইরূপ অনুক্রমণে ভাষ্যকার দ্বিতীয় প্রপাঠকের অন্তর্গত অনুবাক-সমূহের প্রয়োগ-বিধি 'বিনিয়োগ সংগ্রহ' হইতে প্রদর্শন করিয়া, প্রথম অনুবাকের মন্ত্র-ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তদনুসারে মন্ত্র-সমূহের প্রয়োগ নিম্ন-রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে; যথা,—প্রথম অনুবাকের মন্ত্রাদি পাঠে, ক্ষৌরাদির দ্বারা সংস্কৃত যজমান 'প্রাচীন বংশ' নামক যজ্ঞ-শালায় প্রবেশ করিবেন। তদনুসারে 'আপ উন্দন্তু' প্রভৃতি ক্ষৌর-মন্ত্র বলিয়া অভিহিত। ক্ষৌর-কার্য্যের পূর্ব্বে শালা-নির্ম্মাণের বিধি। বংশ-নির্ম্মিত সেই যজ্ঞ-শালার সম্মুখভাগ উন্নত এবং পশ্চাদ্ভাগ নিম্ন অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অনুন্নত হয়—এইরূপ ভাবে যজ্ঞ-শালা নির্ম্মাণ করিতে হইবে। পূর্ব্বভাগে আয়ত সেই গৃহ 'প্রাচীন-বংশ' নামে অভিহিত। সেই শালায় সোম-যাগের বিধি সূত্র-গ্রন্থাদিতে নিবদ্ধ আছে। যজ্ঞ-নিরুপদ্রবে সম্পন্ন হইলে স্বর্গ-সুখ লাভ হয়, ইহাই শাস্ত্রের অভিমত।

দ্বিতীয় প্রপাঠকের "আপ উন্দন্তু" প্রভৃতি প্রথম মন্ত্র। ক্ষৌর-কালে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। ভাষ্য-পাঠে বুঝা যায়,—ক্ষৌর-কার্য্যে মস্তকাদি মুণ্ডনে প্রথমতঃ জলের দ্বারা মস্তকাদি আর্দ্র করিবার যে বিধি আছে, প্রথমে সেই বিধান অনুসারে মস্তকাদি আর্দ্র করিয়া লইবে। জল দ্বারা মস্তক আর্দ্র করিতে করিতে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়া-পদ্ধতির অনুসরণে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'জীবন ও আয়ুঃ প্রভৃতি পরিবৃদ্ধির জন্য এই জল মস্তককে আর্দ্র করুক।' আমাদের মতে মন্ত্রটী ভগবৎ-সম্বোধনে বিনিযুক্ত। প্রার্থনাকারী এই মন্ত্রে ভগবদনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া কহিতেছেন,—'হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে যেন আমরা কর্ম্ম-শক্তি প্রাপ্ত হই; আর সেই শক্তি লাভ করিয়া যেন সৎকর্ম্মশীল জীবন যাপন করিতে পারি। বিশ্বহিত-সাধনে যেন সেই কর্ম্ম-শক্তির নিয়োগে সমর্থ হই। আপনার বিভূতি-রূপ দেব-ভাব হৃদয়ে সঞ্জাত হইয়া আমাকে সেই সামর্থ্য যেন প্রদান করে।' ফলতঃ, সদ্ভাব-সঞ্চয়ে কর্ম্ম-শক্তির উন্মেষণই যে মন্ত্রের লক্ষ্য, তাহাই উপলব্ধি হয়। মন্ত্রে, অনুবাকের প্রথমে, বিশেষ ভাবে কর্ম্ম-শক্তি-উন্মেষণের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্য এই যে,—'এখানে ভগবৎকর্ম্ম-সাধনের সামর্থ্যের কথা বলা হইয়াছে। মানুষের ক্ষুদ্র সামর্থ্যে ভগবানের প্রীতি-সাধক কর্ম্মের অনুষ্ঠান সম্ভবপর নহে; তাই সদ্ভাব-শুদ্ধসত্ত্ব-রূপ বিশেষ শক্তি-লাভের আকাঙ্ক্ষা। সদ্ভাবের প্রভাবে সজ্জ্ঞানের উদয়ে ভগবৎপ্রীতি-সাধক কর্ম্মের নির্ব্বাচনে সামর্থ্য আসে। ভগবৎ-কর্ম্মে চিত্ত বিনিবিষ্ট হইলেই বিশ্ব-প্রীতি উদয় হয়। আর বিশ্ব-হিত-সাধনেই মানুষ অক্ষয়-জীবনের অধিকারী হইতে পারে। পরম-ধন মোক্ষ-লাভ মন্ত্রের উদ্দেশ্য। সেই ভাবের প্রার্থনাই মন্ত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে করি।

দ্বিতীয় মন্ত্রের সম্বোধ্য—ক্ষুর। মস্তক জলের দ্বারা আর্দ্র করিয়া লইয়া যে ক্ষুর দ্বারা মস্তক মুণ্ডন করিতে হয়, সেই ক্ষুরকে মন্ত্রে সম্বোধন করা হইয়াছে। 'স্বধিতি' পদে সেই ক্ষুরকে বুঝাইতেছে। আর 'ওষধি' পদে কুশ-তরুণ (বর্হি) বুঝায়। যজমান বা ক্ষৌরকার (পরা-মাণিক) কর্তৃক এ মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে কুশতরুণ! তুমি যজমানকে ক্ষুর হইতে রক্ষা কর। হে ক্ষুর! তুমি এই যজমানকে হিংসা করিও না। আমি দেব-নাপিত। আমি মস্তকের কেশ-রাশি কর্ত্তন করিতেছি।' মন্ত্রের মধ্যে ক্ষুর বা কুশ বুঝাইবার উপযোগী কোনও পদ পরিদৃষ্ট হয় না। কুশাধান এবং ক্ষুর-স্থাপন কার্য্যে মন্ত্র প্রযুক্ত হয় বলিয়াই বোধ হয়, কুশ, ক্ষুর এবং নাপিতের সম্বন্ধ টানিয়া আনা হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা বহুত্র প্রতিপন্ন করিয়াছি,—মন্ত্র যে কর্ম্মেই প্রযুক্ত হউক, মন্ত্রের লক্ষ্য সেই এক উদার বিশ্ব-জনীন ভাব। তাই মন্ত্র যে সামগ্রীকে লক্ষ্য করিয়াই পঠিত হউক, মন্ত্র সেই বিশ্ব-জনীন ভাবই প্রকাশ করিতেছে। আমরা মনে করি, মন্ত্রের সহিত কুশ অথবা ক্ষুর অথবা নাপিত—কাহারও কোনও সম্বন্ধ নাই। পরন্তু মন্ত্রটীতে এক উচ্চ প্রার্থনার ভাব সূচিত হইয়াছে।

এক্ষণে আমরা যে দিক দিয়া যে ভাবে মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছি, তাহার একটু আলোচনা করিতেছি। আমাদের মতে 'ওষধে' এবং 'স্বধিতি' পদদ্বয়ে এক ভগবানকেই সম্বোধন করা হইয়াছে। ভাষ্য-মতে কুশ-তরুণ ও ক্ষুর যথাক্রমে পদদ্বয়ের লক্ষ্য হইলেও আমরা তাহা গ্রহণ করি নাই। অভিধানানুসারে 'ওষধি' শব্দের অর্থ—'যে ফল-পাক পর্য্যন্ত সজীব থাকে।' তাহা হইতে কর্ম্মফল পাক-দানের ভাব পাওয়া যায়। যাহার ফল-পাক পর্য্যন্ত

সজীবতা অর্থাৎ অধিকার, তিনি ভগবান ভিন্ন আর কে হইতে পারেন? কর্ম্ম-ফল লইয়াই জীব ভগবানের অধীন। যিনি কর্ম্ম ক্ষয় করিতে পারিয়াছেন, ফলভোগ যাঁহার সমাপ্ত হইয়াছে, তিনিই ভগবানের স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। তিনিই তো মুক্ত হইতে পারিয়াছেন! মহাজনগণ তাই তারস্বরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন,—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি-শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরঃ॥" এই সমস্ত বিবেচনা করিলে মন্ত্রস্থ 'ওষধি' পদে সেই কর্ম্মফলদাতা ভগবানকেই বুঝা যায়। 'স্বধিতি' শব্দ অনুশীলন করিলেও সেইরূপ অর্থই প্রতীত হয়। 'স্বধিতি' শব্দের মূল—ধাতু অনুসারে—'যিনি ছেদন করেন', এইরূপ অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদনুসারে এখানে ভব-বন্ধন-ছেদনের ভাবই গ্রহণ করা যায়। যিনি ভব (সংসার) বন্ধন-ছেদক, তিনিই ঈশ্বর—তিনিই ভগবান। তাঁহার নিকটেই 'ত্রায়স্ব' (পরিত্রাণ কর) প্রার্থনা সঙ্গত হয়। তাহার নিকট 'নৈনং হিংসীঃ' এই অজ্ঞানজনকে হিংসা করিও না'—'ইহার প্রতিকূল হইও না'—এইরূপ কামনাই যুক্তিযুক্ত হয়। ফলতঃ, মন্ত্রে সাধকের অন্তরে সত্ত্বভাবের উদয়ে সর্ব্বভূতে দেব-বিভূতি-দর্শন এবং ভগবানের নিকট কল্যাণ কামনা করা হইয়াছে। সাধক একমাত্র ভগবানকেই পরমাশ্রয় বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন। বুঝিতে পারিয়াই, মন্ত্রের প্রথম দুই অংশে প্রার্থনা জানাইতেছেন; —'হে ভগবন্! আপনাকে একমাত্র আশ্রয় জানিয়া আপনার শরণ লইলাম। আপনি প্রতিকূল হইবেন না। আপনি আমার পরিত্রাণ করুন,—পরমার্থ-জ্ঞান প্রদান করুন। আমার ভব-বন্ধন ঘুচিয়া যাউক। আমার জন্ম-গতি রোধ হউক।' এই প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্বকর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ—শেষ অংশে সেই প্রার্থনাই সূচিত হইয়াছে। 'দেবশ্রু' পদের 'দেব-নাপিত' অর্থ গ্রহণ না করিয়া, 'সদ্ভাব-পোষক শরণাগত' অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। 'যিনি দেব-বিষয়ে শ্রুত বা দেব-তত্ত্বে অভিজ্ঞ, তাঁহাকেই 'দেবশ্রু' বা 'দেবশ্রুত' বলা যাইতে পারে। তাহা হইলেই 'দেবশ্রু' পদের অর্থ আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় 'দেবভাবপোষকঃ শরণাগতঃ অহং' অর্থ দাঁড়াইয়াছে। ফলতঃ, এখানে—মন্ত্রের শেষাংশে 'দেব-নাপিত কর্ত্তৃক চুল-কর্ত্তনের' ভাব গ্রহণ না করিয়া 'দেব-ভাবসমন্বিত সাধক কর্ত্তৃক ভগবানে কর্ম্ম-ফল সমর্পণের' ভাবই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে করি। মন্ত্রাংশের তাৎপর্য্য এই যে,—'হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে সর্ব্ব-কর্ম্ম-ফল যেন আপনাকে সমর্পণ করিতে সমর্থ হই। আর তাহার ফলে, যেন আপনার অনুগ্রহ লাভ করি।'

ক্ষৌর-কার্য্যের পর তৃতীয় মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। ক্ষৌর-কার্য্য সমাপনান্তে তৎপরবর্ত্তী কর্ম্ম-সমূহ যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিতে পারা যায়, মন্ত্রের মধ্যে যজমানের সেই সঙ্কল্প বিদ্যমান রহিয়াছে। কেশ, শ্মশ্রু, নখ প্রভৃতি কর্ত্তন করিবার পর যজ্ঞ-যোগ্য হইয়া, মন্ত্র উচ্চারণ করিবার বিধি সূত্র-গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—'নির্ব্বিঘ্নে যেন উত্তর কর্ম্ম-সমূহ প্রাপ্ত হই।' আমরা এখানে ভগবৎ-সম্মিলনের ভাব উপলব্ধি করি। 'উত্তরাণি' পদ হইতে সেই ভাব হৃদয়ঙ্গম হয়। 'উত্তরাণি' পদে ভাষ্যকার 'উত্তরাণি কর্ম্মাণি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। পরমার্থ-সাধক যে কর্ম্ম, তাহাই উত্তর বা শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। সেই কর্ম্ম যদি সুষ্ঠু অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই ভগবৎপ্রাপক হইয়া থাকে। এখানে আকাঙ্ক্ষা—

ভগবানের অনুগ্রহ লাভ;—আত্মায় আত্মসম্মিলন। পূর্ব্ব মন্ত্রে সর্ব্ব কর্ম্ম-ফল ভগবানে সংন্যস্ত করিয়া, এই মন্ত্রে ভগবানের সাযুজ্য-লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াই আমরা সিদ্ধান্ত করি। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগের সকল কর্ম্ম-ফল আপনাকে সমর্পণ করিতেছি। আপনি দয়া করিয়া আমাদিগকে চরণে স্থান দান করুন।'

মুণ্ডিত মস্তক হইয়া অবগাহন-স্নানান্তে যজমান এই অনুবাকের চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্র পাঠ করিবেন। ষষ্ঠ মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে ক্ষৌমবস্ত্র পরিধানের বিধি। ষষ্ঠ মন্ত্রটী দীক্ষণীয় ও উপসদ যাগে ক্ষৌমবস্ত্র পরিধানে প্রযুক্ত হয়। ভাষ্যানুসারে মন্ত্রত্রয়ের অর্থ হয়,—(৪র্থ) 'জগৎনির্ম্মাতৃ অথবা মাতার ন্যায় পালন-কর্ত্রী এই জলরাশিকৃত ক্ষৌর আমাদিগকে (যজমান-দিগকে) শোধন করুন অর্থাৎ ক্ষৌর-কর্ম্ম জন্য অপকার (ক্ষত) নিবারণ করেন। জল-দেবতা ক্ষরিত জলের দ্বারা আমাদিগকে শুদ্ধ করুন। জলরাশি আমাদিগের সকল পাপ প্রকৃষ্টভাবে অপনীত করুন।' এখানে জল—ঘৃত। জলবর্ষণ দ্বারা পবিত্র করে বলিয়া মেঘকে 'ঘৃতপুবঃ' বলা হয়। 'রিপ্র' পদে পাপ বুঝায়। (৫ম) 'স্নানাচমনের দ্বারা বহিরন্তঃশুদ্ধ হইয়া আমরা জল হইতে নির্গত হই।' এখানে স্নানের দ্বারা বহিঃশুদ্ধি এবং আচমনের দ্বারা অন্তরশুদ্ধির বিষয় কথিত হইয়াছে। মুণ্ডনাদি সংস্কার—দীক্ষা; আহারাদির নিয়ম—তপ। জলে অবগাহনে এতদুভয় নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া থাকে। (৬ষ্ঠ) 'হে ক্ষৌমবস্ত্র! তুমি সোমযাগের তনু (শরীর) হও অর্থাৎ সোমযাগাভিমানী দেবতার শরীরের মত প্রিয় হও। তাদৃশ তোমাকে আমি পরিধান করিতেছি। এই বস্ত্রকে যেন আমি ভস্মীভূত না করি। আমাকে তাহা হইতে পরিত্রাণ কর। বস্ত্র-পরিহিতের দেবতা সোম। এখানে সেই বস্ত্রোপলক্ষিত সোমের স্তুতি আছে। কিন্তু মন্ত্রে ক্ষৌমবস্ত্রাদি বোধক কোনও পদই পরিলক্ষিত হয় না অথচ, ক্ষৌমবস্ত্রের প্রসঙ্গ টানিয়া আনিয়া মন্ত্রের জটিলতা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। অলৌকিক বেদ-মন্ত্রের সহিত লৌকিক বস্তুর সম্বন্ধ-খ্যাপনে বেদের নিত্যত্বের ও অপৌরুষেয়ত্বের হানি হয়। নিত্যতত্ত্বার্থবোধক বেদ বিশ্বজনীন ভাবই প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমাদের মতে বেদমন্ত্রের সহিত অনিত্য ক্ষৌমবস্ত্রাদির অথবা নাপিত প্রভৃতির কোনই সম্বন্ধ নাই।

অতঃপর আমরা এই মন্ত্র সমূহের অর্থ নিষ্কাশনে যে ভাবে যে পথে অগ্রসর হইয়াছি, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতেছি। আমাদিগের অর্থ প্রচলিত পন্থা হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র ভাব পরিগ্রহ করিয়াছে। সুতরাং তাহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। তৎপক্ষে আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণে মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করা প্রয়োজন। মন্ত্রের 'আপঃ', 'ঘৃতপুবঃ' ও 'ঘৃতেন' প্রভৃতি পদ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ঐ সকল পদের অর্থ-নিষ্কাশনে আমাদিগের বিশেষ মতান্তর ঘটিয়াছে। ভাষ্যকার 'আপঃ' পদে সাক্ষাৎ অচেতন জলকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মতে, ঐ পদ জলাধিষ্ঠাত্রী দেববিভূতিকেই প্রতিপাদন করিতেছে। জলই বলুন, অনিলই বলুন, আর অনলই বলুন, সর্ব্বত্রই যে ভগবানের বিভূতি বিরাজমান, এ কথা কে অস্বীকার করিবেন? জ্ঞানী যিনি, তিনি জগতের প্রত্যেক পদার্থেই

ভগবানের সত্তা উপলব্ধি করেন। তিনি সর্ব্বভূতেশ্বর। এ পক্ষে এখানকার প্রার্থনা,—'হে ভগবন্! আপনি তো জলেও আছেন। জলরূপে থাকিয়াই আপনি আমাকে শুদ্ধ করুন।' এই লক্ষ্য রাখিয়াই 'আপঃ' পদে আমরা 'স্নেহভাব' 'শুদ্ধসত্ত্বভাব' 'দেববিভূতি' অর্থ গ্রহণ করি। মন্ত্রের প্রার্থনা—'ঘৃতেন নঃ ঘৃতপুবঃ পুনন্তু।' ভাব এই যে,—'হে দেববিভূতিগণ! আপনারা সত্ত্বভাবের দ্বারা জগজ্জনকে পূত করেন। অতএব আমাদিগকেও সত্ত্বভাবের দ্বারা পবিত্র করুন।' 'ঘৃতপুবঃ' পদের মূল 'ঘৃত' শব্দ, আর 'পুবঃ' পদের মূলীভূত ক্ষরণার্থ 'ঘৃ'-ধাতু-নিষ্পন্ন 'ঘৃত' শব্দে 'যাহা ক্ষরিত হয়'—এই অর্থ পাওয়া যায়। তদ্দ্বারা উহা হইতে তরল পদার্থ—আর্দ্রকারী বস্তু বুঝা যায়। সত্ত্বভাব, হৃদয়কে আর্দ্র করে। এই হিসাবে 'ঘৃত' শব্দে 'সত্ত্বভাব' অর্থ পরিগ্রহণ করা অযৌক্তিক নহে। জল বা দুগ্ধাদি, বস্তুকে কিঞ্চিৎ আর্দ্র করিতে পারে সত্য; কিন্তু হৃদয়কে দ্রবীভূত করা, তাহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে কি? কিন্তু সত্ত্বভাব, কঠিন কঠোর হৃদয়কেও ভক্তিরসার্দ্র করে। তাই আমরা মন্ত্রান্তর্গত 'ঘৃত' শব্দদ্বয়ে সেই বিশ্বজনীন সত্ত্বভাব অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। 'পূ' ধাতুর 'পবিত্র করা' অর্থ দুই পক্ষেই গৃহীত হইয়াছে। 'অস্মান্মাতরঃ' পদদ্বয়ের বিশ্লেষণে 'অস্মাৎ+মাতরঃ' অথবা অস্মান্+মাতরঃ' এই দুই রূপই গ্রহণ করা যায়। প্রথম প্রকারের 'অস্মাৎ' পদে 'জন্মজরামৃত্যুরূপ সংসার' অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। ইহাতে ভাবসঙ্গতি হয় বলিয়াই বুঝিতে পারি।

পঞ্চম মন্ত্রের 'আভ্যঃ' পদের ভাষ্যকার 'অদ্ভ্যঃ' প্রতিবাক্য আমনন করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রেও আমরা ঐ পদে 'দেববিভূতি' অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। আমরা পূর্ব্বাপরই প্রতিপন্ন করিয়া আসিতেছি—মন্ত্র যে কার্য্যেই প্রযুক্ত হউক, আর মন্ত্রে জড় (অচেতন) বাচক যে শব্দেরই প্রয়োগ থাকুক, মন্ত্রের লক্ষ্য তাৎপর্য্য সেই উদার বিশ্বজনীন চৈতন্যের দিকে। সর্ব্বভূতেশ্বর ভগবান—সকল ভূতেই বর্ত্তমান আছেন। মন্ত্রে 'আপঃ' বলিয়া জলকেই সম্বোধন করা হউক, আর স্বধিতি (ক্ষুর) বলিয়া ক্ষুরকেই আমন্ত্রিত করা হউক, সকল সম্বোধনেই সেই বিশ্বময় বিশ্বেশ্বরকে লক্ষ্য করা হয় ইহাই আমরা মনে করি। ভগবানেই সকল সৎকর্ম্মের মূল; সকল সৎকর্ম্মের সহিতই তিনি ওতঃপ্রোত বিদ্যমান। জ্ঞান ভক্তি বা সত্ত্বভাব যাহা পাইবার কামনায়ই মানুষ সৎকর্ম্ম করুক, ভগবানই সে সকলের মূল। এই লক্ষ্যে অগ্রসর হইয়াই ষষ্ঠ মন্ত্রে বহিরন্তঃশুদ্ধিতে ভগবৎ-প্রাপ্তির কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। বহিঃরন্তঃশুদ্ধি সেই সময়ই সম্ভবপর হয়, যখন অন্তরের পাপরাশি দূরীভূত হইয়া হৃদয় নির্ম্মলভাব ধারণ করে। সদ্ভাব শুদ্ধসত্ত্ব—সদ্ভাবপূর্ণ হৃদয়েই অধিষ্ঠিত হয়। সেই হৃদয়েই ভগবানের অধিষ্ঠান। অন্তর হইতে সেই শুদ্ধসত্ত্বভাব অপনোদিত না হয়, পরন্তু সে ভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে;—ষষ্ঠ মন্ত্রে সেই ভাবেরই অভিব্যক্তি দেখি। চতুর্থ মন্ত্রে সদ্ভাব-সৎপ্রবৃত্তি-লাভের কামনা, পঞ্চম মন্ত্রে বহিঃরন্তঃশুদ্ধির সঙ্কল্প এবং ষষ্ঠ মন্ত্রে সদ্ভাব-সদ্বৃত্তি পরিবৃদ্ধির উদ্বোধনা পর পর বর্ত্তমান বলিয়াই মনে করি।

সপ্তম মন্ত্র নবনীত বা ঘৃতকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে—ভাষ্য-পাঠে তাহাই উপলব্ধি হয়। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে নবনীত! গোদুগ্ধ হইতে তোমার উৎপত্তি। তুমি

স্নিগ্ধতারূপ তেজ ধারণ কর। অতএব তুমি আমাকে ব্রহ্মতেজ প্রদান কর।' ভাষ্যে 'ব্রহ্মবর্চ্চসং' পদ আছে। ঐ পদে কর্ম্মসাধনভূত তেজ বুঝাইতেছে। আমাদিগের মতে, মন্ত্রে কর্ম্মশক্তি-লাভের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে; এবং সেই কর্ম্ম-শক্তির সহায়তায় দিব্য-দৃষ্টি-লাভের আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান জ্ঞানকে যখন দিব্যদৃষ্টি লাভের নিমিত্ত সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করিতে পারা যায়, তখনই অমৃতত্ব প্রাপ্তি ঘটে। তাই জ্ঞানদেবকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে,—'হে জ্ঞানদেব! তুমি 'মহীনাং পয়োঽসি' অর্থাৎ তুমিই জগতের পক্ষে অমৃতস্বরূপ হও।' তার পর মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে ভগবানকে জ্ঞানময় বলিয়া সাধকের উপলব্ধি জন্মায়, তিনি সেই জ্ঞান-ময়ের নিকট জ্ঞানজ্যোতিঃ-লাভের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া কহিতেছেন,—'হে জ্ঞানময় ভগবন্! আপনি আমাদিগকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করুন।'

এই মন্ত্রের সহিত পরবর্ত্তী অষ্টম ('বৃত্রস্য কনীনিকা' প্রভৃতি) মন্ত্রের সম্বন্ধ সূচনা করা হয়। সপ্তম ও অষ্টম মন্ত্র দুইটী তাই বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত হইলেও একই যজ্ঞ-ক্রিয়ার প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সপ্তম মন্ত্রে প্রাচীন যজ্ঞশালার পূর্ব্বভাগে কুশের উপর দাঁড়াইয়া, নবনীতে (নবনী) গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা মস্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর অভ্যঙ্গ (অনুলিপ্ত) করিতে হয়। সেই অনুলেপনান্তর অষ্টম মন্ত্র উচ্চারণে (যজমানকে) চক্ষুর্দ্বয়ে ত্রিককুদ পর্ব্বতে উৎপন্ন অঞ্জন (কাজল) অথবা তাহার অভাবে অন্য অঞ্জন গ্রহণ করার বিধি আছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, মন্ত্রে নবনীতের ও অঞ্জনের কোনও উল্লেখ না থাকিলেও ভাষ্যে সে সম্বন্ধ টানিয়া আনা হইয়াছে। সপ্তম মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী-ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অষ্টম মন্ত্রের ব্যাখ্যা ভাষ্যে নিম্নরূপ পরিদৃষ্ট হয়; যথা,—'হে অঞ্জন! তুমি বৃত্রাসুরের কনীনক হইয়া থাক। অর্থাৎ নেত্রমধ্যগত কৃষ্ণমণ্ডলরূপ হইয়া থাক। কনীনিকারূপ বলিয়া তুমি দৃষ্টিপ্রদ হইয়া থাক। অতএব আমার চক্ষুর্দ্দান কর অর্থাৎ সম্পূর্ণ দৃষ্টিপটুতা প্রদান কর।'

এক্ষণে আমাদিগের ব্যাখ্যার বিষয় আলোচনা করিতেছি। দুই মন্ত্রের দ্বারাই ভগবানকে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনার ভাব সূচিত হইয়াছে। নবনীত বা অঞ্জনকে আমরা সম্বোধ্য বলিতে চাহি না। নবনীত বা অঞ্জন গ্রহণ করতঃ মন্ত্র বিনিযুক্ত হইবে বলিয়াই মন্ত্রের লক্ষ্য বা সম্বোধ্য—নবনীত ও অঞ্জন হইবে কেন? এইরূপ কল্পনার পক্ষেই বা দৃঢ়তর কি যুক্তি পাওয়া যায়? ভগবান্ বিশ্বময়। বিশ্বই তাঁহার অধিষ্ঠান। নবনীতই বলুন, আর অঞ্জনই বলুন, সকল দ্রব্যেই তিনি অধিষ্ঠিত আছেন। এই যজ্ঞে বিনিযুক্ত হস্তস্থিত নবনীত বা অঞ্জনেও তিনি বিরাজ করিতেছেন। সুতরাং তাহা হাতে লইয়া এই সকল মন্ত্র উচ্চারণে কি অসঙ্গতি হয় অথবা কি ভাবচ্যুতি ঘটে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বরং প্রত্যেক পদার্থে ভগবদ্বিভূতি, ভগবৎ-সত্তা উপলব্ধি করিতে পারিয়া, যদি মন্ত্রোচ্চারণে সেই সকল পদার্থ দেবোদ্দেশে প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতে যে অমৃত ফল ফলে, তাহা দ্বারা যে মোক্ষ-ফল অধিগত হয়,—এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া, আমরা সেই বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বেশ্বরকেই এই সপ্তম ও অষ্টম মন্ত্রের সম্বোধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি।

তার পর, এখন মন্ত্রস্থ পদ-সমূহের প্রতি লক্ষ্য করুন। 'মহী' শব্দের 'ধেনু' অর্থ অপ্রসিদ্ধ এবং 'ভূমি' অর্থই প্রসিদ্ধ! আমরা 'মহী' পদের প্রসিদ্ধ 'ভূমি' অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। 'পয়স' শব্দে 'দুগ্ধ' ও 'জল' এই দুই অর্থই অভিধানে প্রতীত; 'নবনীত' অর্থও লক্ষিত। পয়স শব্দের দুগ্ধ অর্থই গ্রহণ করুন, আর জল অর্থই গ্রহণ করুন, উভয়ই (পৃথিবীর) 'মহীনাং রস' অর্থাৎ পৃথিবীস্থ জলীয় অংশ। নবনীতকেও (সাক্ষাৎ না হইলেও পরম্পরায়) পৃথিবীর (মহীর) রস বলা যাইতে পারে। এই ভূমির রস-স্বরূপ দুগ্ধ, নবনীত বা জল—সেই বিশ্বময়েরই রূপান্তর, সেই স্নেহময় ভগবানেরই স্নেহকরুণা-স্বরূপ। দেবীমাহাত্ম্যে (চণ্ডীতেও) ইহা বিঘোষিত হইতেছে,—'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্নেহরূপেণ সংস্থিতা।" অতএব হে দেব! আপনি এই পৃথিবীর জলস্বরূপ—এই ভূমিমণ্ডলের রস-স্বরূপ—এই ভূভাগের দুগ্ধ বা নবনীত-স্বরূপ—এতদুক্তিতে সকল দিকের সকল ভাবই রক্ষা হয়। মন্ত্র তাই বিঘোষিত করিয়াছে,—'মহীনাং পয়োঽসি'। হে দেব! আপনি যেমন স্নেহরূপী, তেমনই 'বর্চ্চোধা'—তেজোময়, তেজোদানকারী। ভাষ্যকার 'বর্চ্চস' শব্দে 'কান্তি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু 'তেজঃ' অর্থ অভিধানসিদ্ধ। এ মন্ত্রের পূর্ব্বাংশে দেব! তুমি 'পয়োঽসি'—স্নেহময় হও' এইরূপ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে; 'বর্চ্চোধা অসি' এই অংশে "তুমি তেজোময়—জ্ঞানালোক-দানকারী হও"—এইরূপ মর্ম্ম গ্রহণ করিলে, একটা নূতন ভাব পাওয়া যায়। তাহাতে ভাব আসে,—'হে দেব! তুমি যেমন স্নেহময় হইয়া জলের দ্বারা, দুগ্ধের দ্বারা, নবনীতের দ্বারা, ঘৃতের দ্বারা, 'মহীনাং'—ভূমির—পৃথিবীর—পৃথিবীস্থ প্রাণীর, আর্দ্র পুষ্ট ও কান্তিময় ভাব সঞ্চার কর; তেমনই 'তেজোময়' হইয়া, তেজের দ্বারা—জ্ঞানালোকের দ্বারা, তাহাদের অন্তরে দীপ্তিসঞ্চার করিয়া দেও।' তাই প্রার্থনা হইতেছে—'বর্চ্চো ময়ি ধেহি।'

অষ্টম মন্ত্রের ব্যাখ্যায়ও আমরা সেই একই লক্ষ্যের অনুসরণ করিয়াছি। এ মন্ত্রেও সেই একই ভাব উপলব্ধ হয়। মন্ত্রের 'বৃত্র' শব্দে 'অজ্ঞানতারূপ অথবা বহিরন্তঃশত্রুরূপ অসুর' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে; 'বৃত্র নামক অসুর' অর্থ গ্রহণ করা হয় নাই। আমরা মনে করি,—'বৃত্র অসুর' অপেক্ষা, যে অসুর (অজ্ঞান বা বহিরন্তঃশত্রুরূপ) নিত্য-সহচর, অহরহঃ যাহার সহিত যুদ্ধ চলিতেছে, যে নিয়ত অনিষ্ট সাধন করিতে ও পরাজয় করিতে চেষ্টা করিতেছে, সেই অসুরই এ মন্ত্র-প্রতিপাদ্য 'বৃত্র'। আবরণার্থক 'বৃ' ধাতু নিষ্পন্ন 'বৃত্র' শব্দে উক্তরূপ অর্থই প্রতীত হয়। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। এখানে পুনরায় তাহার সমালোচনা নিরর্থক মনে করি। "হে অঞ্জন! (অধ্যাহৃত) তুমি 'বৃত্রস্য কনীনকাঽসি'—বৃত্রাসুরের নেত্রমধ্যস্থিত কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডল হও',—ভাষ্যকারের এইরূপ উক্তির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সুধীগণ বিচার করিবেন। অঞ্জন বৃত্রাসুরের কেন, আমাদিগেরও তো নেত্রাভরণ হইতে পারে! আর বৃত্রাসুরের 'চক্ষুষ্পা' দৃষ্টিশক্তিপ্রদ হইলে আমাদিগের সম্বন্ধেও চক্ষুপ্রদ হইবে,—এ বিষয়ের গূঢ়-তত্ত্ব যে কি, কিছুই বুঝা গেল না। বরং বিষয়টী আরও জটিল হইয়া পড়িল। তাই মনে হয়, অঞ্জন এ মন্ত্রের সম্বোধ্য নয়; পরন্তু অজ্ঞান-বিনাশক, বাহ্য ও আন্তর শত্রুর হন্তা, সেই ভগবানই এই মন্ত্রের লক্ষ্য। তাই মন্ত্রে বলা

হইতেছে,—'বৃত্রস্য কনীনকাসি'। 'কনীনক' শব্দে চক্ষুর্গোলক বুঝায়। দর্শন-বিষয়ে 'কনীনিকা' যেমন শক্তিস্বরূপ, অজ্ঞানতা প্রভৃতি অসুরনাশে ভগবানও তেমনই শক্তিরূপ। এই তাৎপর্য্যে 'কনীনক' শব্দে 'অসুর নাশের শক্তি স্বরূপ' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। প্রার্থনাকারী বলিতেছেন,—'হে দেব! আপনি অজ্ঞানতানাশের বা বহিরন্তঃ-শত্রুনাশের শক্তিস্বরূপ। আমরা অজ্ঞানান্ধ। আপনি 'চক্ষুষ্পা'—জ্ঞানচক্ষুঃপ্রদ হয়েন। তাই প্রার্থনা করি—আপনি আমাদের অজ্ঞানতা এবং বাহ্য ও অন্তর শত্রু বিনাশ করিয়া জ্ঞানচক্ষুঃ প্রদান করুন।' আমরা মনে করি –ইহাই এ মন্ত্রের মর্ম্মার্থ।

এই অনুবাকের নবম ও দশম মন্ত্র যে কোন্ কার্য্যে বিনিযুক্ত, ভাষ্যে তাহা স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হয় নাই। তবে কল্প অনুসারে বুঝা যায়, একবিংশতি দর্ভপুঞ্জলি (কুশের আঁটি) এই মন্ত্রের দ্বারা পবিত্রীকৃত করা হয়। তদনুসারে ভাষ্যমতে মন্ত্রদ্বয়ের অর্থ হয়, –

(৯) 'হে যজমান! জ্ঞানসমূহের পতি অর্থাৎ মনোঽভিমানী দেব তোমাকে শোধন করুন। অথবা, শব্দসমূহের অধিপতি সরস্বতী অথবা আদিত্যদেব তোমাকে শোধন করুন। কিসের দ্বারা? অচ্ছিদ্র পবিত্রের দ্বারা, সূর্য্যের কিরণসমূহের দ্বারা। শুদ্ধির হেতু ও ছিদ্ররহিত বলিয়া বায়ু এখানে অচ্ছিদ্র পবিত্র; কিম্বা আদিত্যমণ্ডল এস্থলে অচ্ছিদ্র পবিত্র।' (১০) 'আদিত্যরূপ অচ্ছিদ্র পবিত্রের পতি বা প্রেরক ও অন্তর্য্যামি—পবিত্রপতে! তোমার পূর্ব্বোক্ত পবিত্র দ্বারা শুদ্ধ-যজমানের অভীষ্টসিদ্ধি হউক। যে সোম-যাগানুষ্ঠানে কামনাবিশিষ্ট হইয়া আমি আত্মাকে (নিজেকে) শুদ্ধ করিতেছি, সেই সোমযাগ অনুষ্ঠানে আমি শক্তিসম্পন্ন হই অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানে আমার সামর্থ্য হউক। সবিতাদেবতা (অন্তর্য্যামী) আমাকে পবিত্র করুন। বৃহস্পতি আমাকে পবিত্র করুন।'

এক্ষণে আমরা যে দিক্ দিয়া যেরূপভাবে মন্ত্র-ত্রয়ের মর্ম্মার্থ অভিব্যক্ত করিয়াছি, তদ্বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে। সুধীগণ তাহার সঙ্গতির বিষয় অনুধাবন করিবেন। এস্থলে একই পূতত্ব-কামনা মন্ত্রদ্বয়ে বিভিন্নভাবে প্রকটিত হইতেছে। প্রথম মন্ত্রে—চিত্তস্থৈর্য্য-সম্পাদনে পবিত্রতা-বিধানের প্রার্থনা করা হইয়াছে। চিত্ত চঞ্চল; চিত্ত সদা-বিক্ষুব্ধ। সাধক স্থিরচিত্তে ভগবানের অনুধ্যান করিতে সমর্থ হইতেছেন না। তিনি তাই কহিতেছেন,—'চিৎপতিস্ত্বা পুনাতু।' অর্থাৎ,—"হে জ্ঞানাধিপতি! আপনি (আমার চিত্তস্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়া) আমাকে পবিত্র করুন।" তাৎপর্য্য এই—'হে জ্ঞানময় দেব! আমার জ্ঞান-বুদ্ধি সতত বিক্ষিপ্ত ও বিক্ষোভিত। কোনও সময়েই তো তাহা স্থির ধীর হয় না। এক মুহূর্ত্তের জন্যও তো তাহারা আপনার প্রতি সমাকৃষ্ট হয় না! হে দেব! আপনি আমার সমস্ত বুদ্ধির স্থৈর্য্য ও একনিষ্ঠতা বিধান করুন।'

তার পর, "বাক্পতিস্ত্বা পুনাতু" মন্ত্রে ভগবদারাধনার ভাব সূচিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে –'আপনি 'বাক্পতিঃ।' আমায় বাক্শক্তি প্রদান করুন। আপনাকে স্তব করিতে পারি, সেরূপ বাক্য-সামর্থ্য আমার নাই। আপনি নিখিল বাক্যের অধিপতি। আমাকে সেই সামর্থ্য প্রদান করুন—যাহাতে আপনার স্তবোপযোগী স্বরূপ-বাক্য উচ্চারণ করিতে পারি।' আর 'ত্বা পুনাতু' অর্থাৎ 'আমাকে পবিত্র করুন।' ভাষ্যকার এই মন্ত্রস্থ 'বাক্পতি'

শব্দে বৃহস্পতিকে লক্ষ্য করিয়াছেন। 'বাক্‌পতি' শব্দের লক্ষ্য যাহাই হউক, উদ্দেশ্য সেই ভগবান্ বলিয়া আমরা মনে করি। এই ভাবে এই শব্দে সেই বাগ্বায়াধিদেবকেই আহূত করা হয়। সাধক স্তবের দ্বারা ভগবানকে আরাধনা করিবেন। স্তববাক্যের স্ফূর্ত্তি হইতে না পারে; তাই তিনি ভগবান্‌কে 'বাক্‌পতি' বলিয়া অভিহিত করিতেছেন—'বাক্‌পতির্ম্মা পুনাতু।'

দশম মন্ত্রে প্রার্থনার বিষয়টী স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। বলা হইতেছে--হে 'পবিত্রপতে! আপনি 'সবিতা' অর্থাৎ এই জগতের আদিকারণ; সুতরাং আমারও কারণ, আমার কার্য্যেরও আপনিই কারণ। আমি 'পবিত্রপূতস্য'—জ্ঞানপূত আপনার যে স্বরূপ (জ্ঞানময়ত্ব) কামনা করিতেছি; সেই বস্তু যাহাতে আমি পাইতে পারি—তাহার দ্বারা যাহাতে আমি 'পুনে' পবিত্র হইতে পারি, আপনি তাহার বিধান করুন। 'দেবঃ অচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ মা পুনাতু' অবিচ্ছিন্ন এবং পবিত্র জ্ঞানালোকের দ্বারা আমাকে পবিত্র করুন;—আমাকে জ্ঞানময় করুন।

নবম মন্ত্রের কয়েকটী শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে। ভাষ্যকার 'সবিতা দেবঃ' এই অংশের অন্তর্য্যামী অর্থ আমনন করিয়াছেন। প্রসবার্থক 'সূ' ধাতু-নিষ্পন্ন 'সবিতা' শব্দে 'উৎপত্তিকারক' অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা তাহা হইতে জগতের আদিকারণ—এই ভাব গ্রহণ করিয়াছি। ভগবান্ যে জগতের আদিকারণ, ইহা কেহই অস্বীকার করেন না। দিব্ (ক্রীড়াবাচক) ধাতু নিষ্পন্ন 'দেব' শব্দে ক্রীড়নকর্ত্তা অর্থাৎ লীলাময়—এইরূপ অর্থ ই দ্যোতিত হয়। এই মন্ত্রের 'অচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ' এই অংশ একটু জটিল। ভাষ্যকার 'অচ্ছিদ্র পবিত্র' বলিতে প্রথমতঃ 'বায়ু' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তার পর 'যদ্বা' বলিয়া "আদিত্যমণ্ডল" অর্থ লিখিয়াছেন। তাহাতে অর্থ দাঁড়াইল—বায়ুর দ্বারা অথবা আদিত্যমণ্ডলের দ্বারা এবং সূর্য্যের কিরণ-সমূহের দ্বারা আমাকে পবিত্র করুন। চিৎপতি হউন, আর বাক্‌পতি হউন, আর সবিতা দেবই হউন, তাঁহাদের যেন পবিত্রতাসম্পাদক নিজস্ব কিছু নাই, অন্যের সাহায্যেই তাঁহারা যেন সকলকে পবিত্র করেন! ভাষ্যের অর্থে এইরূপ ভাবই উপলব্ধ হয়। এ ক্ষেত্রে সহজে যে ভাবটী হৃদয়ঙ্গম হয়, আমরা সেই ভাবই গ্রহণ করিয়াছি। সূর্য্য জ্ঞানদেব। তাঁহার রশ্মি জ্ঞানালোক। এই জ্ঞানালোকের বিশেষণ অচ্ছিদ্র ও পবিত্র। 'অচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ'—এস্থলে বিভক্তি-ব্যত্যয়ে বহুবচন স্থানে একবচন। এইরূপ প্রয়োগ বৈদিক-ব্যাকরণ-সিদ্ধ। ইহার ফলে, মন্ত্রার্থ হইল—অবিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সতত-স্থায়ী ও পবিত্র জ্ঞানালোকের দ্বারা আমাকে পবিত্র করুন অর্থাৎ আমাকে জ্ঞানোদ্দীপ্ত করুন। জ্ঞানময় দেবের এই কার্য্য স্বতঃসিদ্ধ। জ্ঞানালোক তাঁহার নিজ সম্পত্তি। অন্যের তাহাতে অধিকার নাই। সে জ্ঞানালোক-প্রদানে একমাত্র তিনিই সমর্থ। *

---

* প্রথম প্রপাঠকের পঞ্চম অনুবাকের প্রথম মন্ত্র—"দেবো বঃ সবিতা···রশ্মিভিঃ" প্রভৃতি। পার্থক্য 'বঃ' ও 'ত্বা' শব্দ লইয়া। তদ্ভিন্ন মন্ত্রের কোনও পার্থক্য নাই। সে স্থলে এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা হইয়াছে, এতৎপ্রসঙ্গে তাহাও দ্রষ্টব্য। পুনরুক্তির ভয়ে এখানে তাহা আর উদ্ধৃত করিলাম না।

এক্ষণে দশম মন্ত্রের সম্বন্ধে আর একটু অনুশীলন করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। এখানকার সম্বোধ্য-পদ 'পবিত্রপতে'। 'তে' পদে ভগবান্ উদ্দিষ্ট। 'পবিত্রপূতস্য' ও 'তস্য' এই দুই পদ উক্ত 'তে' পদের বিশেষণ। ভাষ্যকার 'তস্য' পদ যজমানকে উদ্দেশ করিয়া 'অভীষ্টং ভূয়াসম্' এই দুইটী পদ অধ্যাহার করিয়াছেন। এবং 'যৎকামঃ' পদান্তর্গত 'যৎ' শব্দে 'সোমযাগানুষ্ঠান' লক্ষ্য করিয়াছেন। তদনুসারে ভাবার্থ হয়,—'হে শুদ্ধপালক! তোমার যজমানের অভীষ্ট হউক অর্থাৎ অভীষ্ট সিদ্ধ হউক; এবং যে সোমযাগানুষ্ঠানে (আমি) কামনাবান্, সেই সোমযাগানুষ্ঠানে আমি সমর্থ হই।' আমাদের ব্যাখ্যানুসারে এ অংশের মর্ম্ম,—'হে জ্ঞানদেব! আপনি জ্ঞানময়, ইহা সাধকগণ অনুভব করেন। আমি অজ্ঞানান্ধ ও সাধনাবিহীন! আমি আপনার অনুগ্রহ কামনা করি। আপনার অনুগ্রহ (স্বরূপ) যাহাতে পাইতে পারি, তাহার বিধান করুন এবং অনুগ্রহবিতরণে আমাকে পবিত্র করুন।'

একাদশ মন্ত্রটী অধ্বর্য্যু (ঋত্বিক্-বিশেষ) যজমানকে পড়াইবেন। দুই হস্তে শালাস্পর্শ করিয়া মন্ত্র উচ্চারণের বিধি বৌধায়নে পরিদৃষ্ট হয়। ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—হে দেবগণ! তোমাদিগের সম্বন্ধি এই যজ্ঞে আমরা যেন অবশ্যম্ভাবী অনুষ্ঠানপরায়ণ হইতে পারি। হে যজ্ঞসম্বন্ধি দেবগণ! কর্ম্মোদ্যমে তোমাদিগকে আহ্বান করিব বলিয়াই আমরা এখানে আগমন করিয়াছি। মহীধরের ভাষ্যে আবার ভাবান্তর পরিদৃষ্ট হয়। মহীধরের ভাষ্যমতে-মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—'হে দেবগণ! আমরা আপনাদের নিকট বননীয় যজ্ঞফল সম্যক্‌রূপে প্রার্থনা করিতেছি। কিরূপ হইলে? আমাদের যজ্ঞ প্রবর্ত্তমান হইলে। হে দেবগণ! আপনাদিগকে আমরা আহ্বান করিতেছি। কি জন্য? এই যজ্ঞ-সম্বন্ধীয় ফল আনিবার জন্য; অর্থাৎ যজ্ঞফল পাইবার জন্য আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি।"

আমরাও প্রকারান্তরে মন্ত্রে এই ভাবই উপলব্ধি করিয়াছি। মন্ত্রের অন্তর্গত 'যজ্ঞীয়াসঃ আগুরে' পদদ্বয়ে যজ্ঞফলের কথাই আমরা উপলব্ধি করি। কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণের এবং শুভকর্ম্মে শুভফল প্রাপ্তির বিষয় এখানে সূচিত হয়। 'সত্যধর্ম্মাণঃ' বলিতে 'সত্যের বিজ্ঞাপক' অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপক অর্থই সুসঙ্গত। সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্যই ভগবৎ-প্রাপ্তি। তাই সে কর্ম্ম 'সত্যধর্ম্মাণং।' 'অধ্বর' বা 'যজ্ঞ' শব্দের অর্থে আমরা দর্শপৌর্ণমাস বা সোমযাগ বলিতে চাহি না। আমাদের মতে যে যজ্ঞ ত্রিবিধদুঃখনিবৃত্তির মূল, যে যজ্ঞ পরম-সুখের নিদান, সেই আত্মোদ্বোধনরূপ মানস-যজ্ঞই—এই 'অধ্বর' বা 'যজ্ঞ' শব্দে দ্যোতনা করিতেছে। মানব, আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ দুঃখ-জ্বালামালায় অহরহঃ সংদহ্যমান। যাহাতে এই দুঃখের নিবৃত্তি হয়, যে কার্য্য করিলে পরমার্থ নিত্য-সুখ আনন্দ বা মুক্তি লাভ করা যায়, মানব সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠানেই প্রযত্নপর হয়। তৎপ্রাপ্তির আশায় দর্শপৌর্ণমাস যজ্ঞই করুন আর সোমযাগানুষ্ঠানই করুন, প্রকৃতপক্ষে আত্মার উদ্বোধন (তত্ত্ব-জ্ঞান) না হইলে—সহস্র জন্মে সহস্রবৎসরব্যাপী এই দর্শ-যাগাদিতেও সেই পরমার্থ-তত্ত্ব লাভ হইবে না। তাই মন্ত্রের 'অধ্বর' বা 'যজ্ঞ' পদে সেই আত্মোদ্বোধন-যজ্ঞের বা মানস-যজ্ঞের ভাব প্রকাশ করিতেছে। মন্ত্র ব্যক্ত করিতেছেন—'মানব! তোমার মন অতীব চঞ্চল, অতি অসংযত। 'চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।' তাই প্রথমে চিত্ত স্থির কর, তাহার

চাঞ্চল্য দূর কর, চিত্ত শুদ্ধ কর। তাহার জন্য জগদীশ্বরের করুণা প্রার্থনা কর। তার পর তোমার মানস-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিও। চিত্তশুদ্ধি না হইলে, সহস্র যজ্ঞ দ্বারাও কোনও ফল পাইবে না। অতএব ভগবানের আনুকূল্য প্রার্থনা কর,—যজ্ঞানুষ্ঠান কর,—ভগবানের স্তব কর। করুণাবিগ্রহ ভগবান্ তোমার যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল প্রদান করিবেন;—তোমার অভীষ্ট বস্তু বিতরণ করিবেন। ইহাই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ বলিয়া মনে হয়।

তার পর অনুবাকের দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ মন্ত্রদ্বয়ের বিষয় অনুধাবন করুন ভাষ্যমতে দ্বাদশ মন্ত্র 'ইন্দ্রাগ্নী' সম্বোধনে এবং ত্রয়োদশ বা শেষ মন্ত্র 'আহবনীয়' সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। বিনিয়োগ-সংগ্রহ অনুসারে দ্বাদশ (ইন্দ্রাগ্নী প্রভৃতি) মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে দক্ষিণ দিকে গমন করিয়া শেষ ('ত্বং দীক্ষাণাং' প্রভৃতি) মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে যজ্ঞশালায় উপবেশন করিবে। তদনুসারে ঐ দুই মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী যে অর্থ হয়, তাহা এই,—(১২শ মন্ত্র) হে ইন্দ্রাগ্নি দেবদ্বয়! আপনারা ইহাকে (যজমানকে) অবগত হউন।' (১৩শ মন্ত্র) 'হে আহবনীয়! তুমি দীক্ষারূপ নিয়মসমূহের পালক হও। অতএব তৎসমীপে স্থিত আমাকে পালন কর।' ফলতঃ, ক্রিয়া-পদ্ধতির অনুসরণে মন্ত্রের যেরূপ অর্থ হওয়া সঙ্গত, ভাষ্যে সেই ভাবেরই বিকাশ হইয়াছে।

যাহা হউক, আমাদের অর্থ স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। আমরা মন্ত্রের সহিত আহবনীয় প্রভৃতির কোনও সম্বন্ধই দেখি না। আমাদের মতে উভয় মন্ত্রই ভগবৎ-সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে। দ্বাদশ মন্ত্রে কোনও ক্রিয়া-পদই পরিদৃষ্ট হয় না। তাই মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে কথঞ্চিৎ আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে। মন্ত্রের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ ভাবের সমাবেশ আছে, ব্যাখ্যায় তাহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। কর্ম্মই যে মূল, কর্ম্মের দ্বারাই যে মানুষ সংসার-পঙ্কে নিমজ্জিত হয়, আবার কর্ম্মের প্রভাবেই যে সে সংসার-বন্ধন ছিন্ন করে,—মন্ত্র এই সত্যই প্রকটিত করিতেছে। তাই দ্বাদশ মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—'যে উদ্বোধন যজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে, সেই যজ্ঞের প্রভাবে আমাদিগের সর্ব্ববিধ মঙ্গল সাধিত হউক। সেই কর্ম্মের যে সুফল, তাহাতে আমাদিগের অন্তরে জ্ঞান ও ভক্তির সঞ্চার হউক এবং ইহলোকে ও পরলোকে পরমসুখ অধিগত হউক। আর সেই কর্ম্মের দ্বারা সদ্ভাবসঞ্চারে কর্ম্মফলের ক্ষয় সাধিত হইয়া, সর্ব্বকর্ম্মফল ভগবানে ন্যস্ত হউক। তাহাই গতি-মুক্তির হেতুভূত—তাহাই পরমার্থপ্রদ।' ফলতঃ, কায়মনোবাক্যে ভগবানে কর্ম্ম-ফলসমর্পণে ভগবৎকৃপা-লাভের প্রার্থনাই মন্ত্রে প্রস্ফুট দেখিতে পাই।

অনুবাকের শেষ মন্ত্রে প্রার্থনাকারী সাধক ভগবানকেই একমাত্র কর্ম্মফলদাতা বলিয়া বুঝিয়া তাঁহারই শরণ-গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। ভগবৎ-কৃপা ভিন্ন কোনও কর্ম্মই সম্পন্ন হইতে পারে না। তিনি সামর্থ্য প্রদান না করিলে—মানুষের সাধ্য কি যে, সে কর্ম্ম সম্পাদন করে। ফলতঃ, তিনিই কর্ম্ম, তিনি কর্ম্মের নিয়ন্তা, তিনিই কর্ম্মফল, আবার তিনিই কর্ম্মফলদাতা এবং কর্ম্মফলভোক্তা ও গ্রহীতা। এই ভাবে তাঁহাকে বুঝিয়া লইয়া, মানুষ যে কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করুক না কেন, তাহাতেই সে শুভফল পাইতে পারে। অনুবাকের উপসংহারে তাই প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে যেন আরব্ধ কর্ম্ম প্রকৃষ্টরূপে সম্পাদন করিতে সমর্থ হই, আর সেই কর্ম্মের ফলে যেন আপনার সহিত সম্মিলিত হইয়া পরাশান্তি লাভ করিতে পারি।'

প্রশ্ন হইতে পারে, মনে সংশয়ের উদয় হয়—সে কর্ম্ম কোন্ কর্ম্ম ? ভগবৎ-সম্মিলনের সহায়ক সে কর্ম্মের স্বরূপ কি ? কোন্ কর্ম্মের প্রভাবে ভগবানের সহিত সম্মিলন সাধিত হয় ? বড় বিষম সমস্যা সন্দেহ নাই। কিন্তু শাস্ত্র সে সংশয়ের নিরশন করিয়া দিয়াছেন। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"তৎকর্ম্ম হরিতোষং যৎ।' অর্থাৎ ঈশ্বরের সম্বন্ধযুক্ত কর্ম্মের দ্বারাই ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারা যায়। যে কর্ম্মে ভগবানের প্রীতি-সাধন হয়, যে কর্ম্মের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ আছে। অর্থাৎ যে কর্ম্ম সৎকর্ম্ম, সেই কর্ম্মই—কর্ম্ম। ভগবানের সংশ্রব-শূন্য কর্ম্মই অকর্ম্ম। ভগবান বলিয়াছেন,—"মৎকর্ম্মকৃন্মৎ পরমো সঙ্গবর্জ্জিতঃ।" ইত্যাদি। ভগবদুক্তিতে বুঝিতে পারি—যে কোনও কর্ম্মই কর না কেন, সমস্তই সেই তাঁহাতেই অর্পণ কর।' কর্ম্ম ভগবানে সমর্পণ করিলেই ভগবানের সহিত অনুষ্ঠাতার সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে। একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে, ভগবানে সমর্পিত কর্ম্মই—একরূপ ভক্তি-বিশেষ। জীবের লক্ষ্য—মোক্ষ বা মুক্তি। মুক্তি বহুবিধা। ভক্তির সাহায্যেই মুক্তি অধিগত হয়। ভক্তিও কর্ম্ম বটে; তবে সে কর্ম্মে ও সাধারণ কর্ম্মে পার্থক্য এই যে, সে কর্ম্ম ভগবানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত। ভক্ত যে কর্ম্মই করিবেন, সকল কর্ম্মই ভগবানের উদ্দেশে—সৃষ্টির শুভ-সাধনে—অনুপ্রাণিত হইবেন। মুক্তি-প্রার্থী না হইলেও ঐকান্তিকী ভক্তি প্রভাবে মুক্তি আপনিই অধিগত হয়। ভক্তির এই প্রভাবের বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতে কপিলরূপী ভগবানের উক্তিতে বিশদীকৃত হইয়াছে। কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে বলিয়াছিলেন,—

"দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিক কর্ম্মণাম্।
সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তীঃ স্বাভাবিকী তু যা॥
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী।
জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা॥"

শ্লোকোক্ত 'জরয়ত্যাশু যা কোশং' প্রভৃতি উপমায়ই নিগূঢ় ভাব ব্যক্ত হইতেছে। উহাতেই বুঝা যাইতেছে—কোনও পুরুষকারের প্রয়োজন হয় না; একমাত্র ভক্তির দ্বারাই মুক্তির অধিকারী হইতে পারা যায়। ভুক্তান্ন-জীর্ণ করিতে মানুষিক প্রযত্নের যেমন কোনও আবশ্যক হয় না, অন্ন যেমন আপনা-আপনিই জঠরানল-সংযোগে জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়; অন্য কোনও কর্ম্ম ব্যতিরেকে সেইরূপ একমাত্র ভক্তির সাহায্যেই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। অনন্যাভক্তি তাই 'নৈষ্কর্ম্ম্য' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। ইক্ষু-ক্ষেত্রে জলসেচনে জলগমন-মার্গের পার্শ্বস্থ তৃণ যেমন স্বতঃই পরিপুষ্ট হয়, তৃণের পরিবর্দ্ধন জন্য স্বতন্ত্র জল-সেচনের যেমন আবশ্যক হয় না; ভক্তি-প্রভাবে সেইরূপ কার্য্যই সাধিত হয়,—মুক্তি লাভের জন্য আর স্বতন্ত্র চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। এই সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদায়িনী অনন্যাভক্তি কি প্রকারে লাভ হইতে পারে, ইহাই মানুষের প্রথম ও প্রধান অনুসন্ধিতব্য। কোন্ পথে কি ভাবে অগ্রসর হইলে, অহেতুকী বা অনন্যা-ভক্তি লাভ হয়, শাস্ত্র তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। শ্রবণমননাদি ভক্তির অঙ্গ বিশেষ হইলেও তাহা কর্ম্মপদবাচ্য। সুতরাং সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারাই ভক্তি অধিগত হয়। পরিশেষে সেই সকল—নবধা ভক্তি—যখন ফলাভিলাষপরিশূন্য হইয়া ভগবানের প্রতি ন্যস্ত হইবে, তখনই [illegible]ভক্তির কার্য্য করিবে। তখন সাধক কায় মন ও বাক্যের দ্বারা যাহা কিছু

অনুষ্ঠান করিবেন, সকলই ভগবানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইবে। তখন, সেই ভাব আসিবে, সেই ভাবে মনঃপ্রাণ মাতোয়ারা হইবে; যে ভাবে ভক্ত

"কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতঃ স্বভাবাৎ।
করোতি যদ্ যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ॥"

নারায়ণকে সকল কর্ম্ম সমর্পণ করিবেন। তখন ভক্ত যাহা কিছু করিবেন, সকলই ভগবদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইবে। তখন তাঁহার প্রার্থনাই হইবে—

প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতঃ! তদেব তব পূজনং॥

এই ভাবে এই লক্ষ্যেই মন্ত্রশেষে, প্রথম অনুবাকে, প্রার্থনার সূচনা হইয়াছে বলিয়া মনে করি। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—১ অনুবাক)॥

—— ০ ——

দ্বিতীয়ঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। প্রথমোঽনুবাকঃ।)

(১) আকূত্যৈ প্রযুজেঽগ্নয়ে স্বাহা॥

(২) মেধায়ৈ মনসেঽগ্নয়ে স্বাহা॥

(৩) দীক্ষায়ৈ তপসেঽগ্নয়ে স্বাহা॥

(৪) সরস্বত্যৈ পূষ্ণেঽগ্নয়ে স্বাহা।

(৫) অপো দেবীর্বৃহতীর্ব্বিশ্বশংভুবো দ্যাবাপৃথিবী উর্ব্বন্তরিক্ষং

বৃহস্পতির্নো হবিষা বৃধাতু স্বাহা।

(৬) বিশ্বে দেবস্য নেতুর্ম্মর্ত্তো বৃণীত সখ্যং বিশ্বে রায়

ইষুধ্যসি দ্যুম্নং বৃণীত পুষ্যসে স্বাহা ।

(৭) ঋক্‌সাময়োঃ শিল্পে স্থস্তে বামারভে তে

মা পাতমাঽস্য যজ্ঞস্যোদৃচ ।

(৮) ইমাং ধিয়ঁ শিক্ষমাণস্য দেব ক্রতুং দক্ষং বরুণ সঁ

শিশাধি যযাঽতি বিশ্বা দুরিতা তরেম সুতর্ম্মাণমধি নাবঁ রুহেম ।

(৯) উর্গস্যাঙ্গিরস্যূর্ণম্রদা ঊর্জ্জং মে যচ্ছ ।

(১০) পাহি মা মা মা হিঁসীঃ ।

(১১) বিষ্ণোঃ শর্ম্মাসি শর্ম্ম যজমানস্য শর্ম্ম মে

যচ্ছ নক্ষত্রাণাং মাঽতীকাশাৎ পাহি ।

(১২) ইন্দ্রস্য যোনিরসি মা মা হিঁসীঃ ।

(১৩) কৃষ্যৈ ত্বা সুসস্যায়ৈ । (১৪) সুপিপ্পলাভ্যস্ত্বৌষধীভ্যঃ ।

(১৫) সূপস্থা দেবী বনস্পতিরূর্দ্ধো মা পাহ্যোদৃচঃ।

(১৬) স্বাহা যজ্ঞং মনসা স্বাহা দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং।

(১৭) স্বাহোরোরন্তরিক্ষাৎ স্বাহা যজ্ঞং বাতাদা রভে ॥ ২ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) আকূত্যা ইত্যা—কূত্যৈ। প্রযুজ ইতি প্র—যুজে। অগ্নয়ে। স্বাহা।

(২) মেধায়ৈ। মনসে। অগ্নয়ে। স্বাহা। (৩) দীক্ষায়ৈ। তপসে। অগ্নয়ে। স্বাহা।

(৪) সরস্বত্যৈ। পূষ্ণে। অগ্নয়ে। স্বাহা।

(৫) আপঃ। দেবীঃ। বৃহতীঃ। বিশ্বশম্ভুব ইতি বিশ্ব—শম্ভুবঃ। দ্যাবাপৃথিবী ইতি দ্যাবা—পৃথিবী। উরু। অন্তরিক্ষম্। বৃহস্পতিঃ। নঃ। হবিষা। বৃধাতু। স্বাহা।

(৬) বিশ্বে। দেবস্য। নেতুঃ। মর্ত্তঃ। বৃণীত। সখ্যম্। বিশ্বে। রায়ঃ। ইষুধ্যসি। দ্যুম্নম্। বৃণীত। পুষ্যসে। স্বাহা।

(৭) ঋক্সাময়োরিত্যৃক্—সাময়োঃ। শিল্পে ইতি। স্থঃ। তে ইতি। বাম্। এতি।

রভে। তে ইতি। মা। পাতম্। এতি অস্য। যজ্ঞস্য।

উদৃচ ইত্যুৎ—ঋচঃ।

(৮) ইমাম্। ধিয়ম্। শিক্ষমাণস্য। দেব! ক্রতুম্। দক্ষম্। বরুণ। সমিতি।

শিশাধি। যযা। অতীতি। বিশ্বা। দুরিতেতি দুঃ—ইতা। তরেম।

সুতর্ম্মাণমিতি। সু তর্ম্মাণম্। অধীতি। নাবম্। রুহেম।

(৯) ঊর্ক্। অসি। আঙ্গিরসী। ঊর্ণম্রদা ইত্যূর্ণ—ম্রদাঃ। ঊর্জ্জম্। মে। যচ্ছ।

(১০) পাহি। মা। মা। মা। হিংসীঃ।

(১১) বিষ্ণোঃ। শর্ম্ম। অসি। শর্ম্ম। যজমানস্য। শর্ম্ম। মে। যচ্ছ।

নক্ষত্রাণাম্। মা। অতীকাশাৎ। পাহি।

(১২) ইন্দ্রস্য। যোনিঃ। অসি। মা। মা। হিংসীঃ।

(১৩) কৃষ্টৈ। ত্বা। সুসস্থায়া ইতি সু সস্থায়ৈ।

(১৪) সুপিপ্পলাভ্য ইতি সু—পিপ্পলাভ্যঃ। ত্বা। ওষধীভ্য ইত্যোষধী—ভ্যঃ।

(১৫) সুপস্থা ইতি সু—উপস্থাঃ। দেবীঃ। বনস্পতিঃ। উর্দ্ধঃ। মা। পাহি।

এতি। উদৃচ ইত্যুৎ—ঋচঃ।

(১৬) স্বাহা। যজ্ঞম্। মনসা। স্বাহা। দ্যাবাপৃথিবীভ্যামিতি দ্যাবা—পৃথিবীভ্যাম্।

(১৭) স্বাহা। উরোঃ। অন্তরিক্ষাৎ। স্বাহা। যজ্ঞম্। বাতাৎ। এতি। রভে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

১। 'আকূত্যৈ' (আত্মোদ্বোধনং করিষ্যামি ইত্যেবংবিধায় সঙ্কল্পায় তৎসিদ্ধ্যর্থমিতি ভাবঃ, অনুষ্ঠীয়মানস্য মানসযজ্ঞস্য পূর্ণার্থং ইতি ভাবঃ) 'প্রযুজে' (সঙ্কল্পসিদ্ধৌ প্রকর্ষেণ যোজয়তে প্রেরয়তে বা ইত্যর্থঃ সিদ্ধিদাতায় ইতি ভাবঃ) 'অগ্নয়ে' (জ্ঞানদেবায়) 'স্বাহা' (ইদং সত্ত্বং সমর্পিতমস্তু;—সুহুতমস্তু সুসিদ্ধমস্তু বা সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ ইতি ভাবঃ)।

২। 'মেধায়ৈ' (ভগবদ্ধারণাশক্তয়ে, তল্লাভার্থমিতি ভাবঃ) 'মনসে' (মনসোঽধিষ্ঠাত্রে) 'অগ্নয়ে' (জ্ঞানদেবায়) 'স্বাহা' (ইদং সত্ত্বং সমর্পিতমস্তু, সুহুতমস্তু, সুসিদ্ধমস্তু বা সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞ ইতি ভাবঃ)।

৩। 'দীক্ষায়ৈ' (ব্রতনিয়মায়, সৎকর্ম্মনিবহায়, তৎসিদ্ধ্যর্থং ইতি ভাবঃ) 'তপসে' (তপঃ-স্বরূপায়, সৎকর্ম্মস্বরূপায়) 'অগ্নয়ে' (জ্ঞানদেবায়) 'স্বাহা' (ইদং সত্ত্বং সমর্পিতমস্তু, সুহুতমস্তু সুসিদ্ধমস্তু বা সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞ ইতি ভাবঃ)।

৪। 'সরস্বত্যৈ' (বাচে, বাকসিদ্ধয়ে ইতি ভাবঃ) 'পূষ্ণে' (বাগিন্দ্রিয়পোষকায়) 'অগ্নয়ে' (জ্ঞানদেবায়) 'স্বাহা' (মদীয়মিদং সত্ত্বভাবং সমর্পিতমস্তু; সুহুতমস্তু, সুসিদ্ধমস্তু বা সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ ইতি ভাবঃ)।

৫। 'আপঃ' (অপামধিষ্ঠাত্র্যঃ) 'দ্যাবাপৃথিবী' (দ্যাবাপৃথিব্যোরধিষ্ঠাত্র্যঃ) 'অন্তরিক্ষং' (অন্তরিক্ষাধিষ্ঠাত্র্যঃ) 'উরো' (মহত্যঃ) 'বৃহতী' (বৃহত্যঃ, বিশ্বব্যাপিকাঃ) 'বিশ্বসম্ভুবঃ' (সকলসুখজনয়িত্র্যঃ) 'দেবী' (দেববিভূতয়ঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'হবিষা' (হৃদগতেন শুদ্ধসত্ত্বেন, ভক্তিসুধয়া ইতি ভাবঃ) 'বৃধাতু' (প্রবর্দ্ধয়ন্তু, উদ্বোধয়ন্তু, গৃহ্নন্তু বা)। 'বৃহস্পতিঃ' (দেবাধিদেবঃ ভগবান্) অপি 'নঃ' (অস্মান্) 'হবিষা' (সদ্ভাবেন, ভক্তিসুধয়া ইতি ভাবঃ) 'বৃধাতু' (প্রবর্দ্ধয়তু, অনুগৃহ্নাতু ইতি ভাবঃ)। 'স্বাহা' (সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ভগবৎপ্রীতিং জনয়তু; স্বাহা-মন্ত্রেণ তৎসর্ব্বং ভগবতি সমর্পয়ামি, সুসিদ্ধং সুহুতমস্তু মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ ইতি ভাবঃ)।

ইমে মন্ত্রাঃ প্রার্থনামূলকাঃ।

৬। 'বিশ্বে' (সর্ব্বে) 'মর্ত্ত্যাঃ' (মনুষ্যাঃ) 'নেতুঃ' (ফলপ্রাপকস্য) 'দেবস্য' (দ্যোতমানস্য, স্বপ্রকাশকস্য ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'সখ্যং' (সাহায্যং, আনুকূল্যং ইত্যর্থঃ) 'বৃণীত' (প্রার্থয়ন্তে); 'বিশ্বে' (সর্ব্বে জনাঃ) 'রায়ে' (ধনায়, পরমধনায়—জ্ঞানধনায় ইতি ভাবঃ) 'ইষুধ্যসি' (দেবং প্রার্থয়ন্তি); 'পুষ্যসে' (পোষণায়, সত্ত্বভাবলাভায়) 'দ্যুম্নং' (দ্যোতিতং, যশোঽন্নং সত্ত্বভাবং বা) 'বৃণীত' (প্রার্থয়ন্তে); 'স্বাহা' (এষা প্রার্থনা সিধ্যতু ফলসমন্বিতা ভবতু। অস্মদনুষ্ঠিতং যজ্ঞং সুহুতমস্তু ইতি ভাবঃ)। ভগবন্মহিমাপ্রকাশকোঽয়ং মন্ত্রঃ।

৭। হে অন্তর্ব্যাধিবহির্ব্বাধিনাশকৌ দেবৌ—দেববিভূতিদ্বয়ৌ অশ্বিনৌ ইতি ভাবঃ! যুবাং ঋক্সাময়োঃ' (তন্নামকদেবয়োঃ, যদ্বা—নিখিলশুদ্ধসত্ত্বানাং ইতি ভাবঃ) 'শিল্পে' (শিল্পকারিণৌ, অভিব্যঞ্জকৌ, প্রদাতারৌ ইতি ভাবঃ) 'স্থঃ' (ভবথঃ); 'তে' (তৌ প্রসিদ্ধৌ) 'বাং' (যুবাং) 'আরভে' (আরাধয়ামি); অপিচ, 'তে' (তথাবিধৌ যুবাং) 'অস্য' (আরব্ধস্য) 'যজ্ঞস্য' (আত্মোদ্বোধনরূপস্য কর্ম্মণঃ ইত্যর্থঃ) 'আ উদৃচঃ' (সমাপ্তিপর্য্যন্তং ইতি ভাবঃ) 'মা' (মাং) 'পাতুং' (রক্ষতং)। দেব-দেববিভূতয়োরভেদাৎ দেববিভূতিরপি বেদস্যাভিব্যঞ্জকঃ। অতঃ সমারাধিতঃ সন্ আত্মোদ্বোধনপর্য্যন্তং মাং রক্ষতু ইতি ভাবঃ।

৮। 'দেব' (দ্যোতমান্, জ্ঞানদায়ক) 'বরুণ' (স্নেহকারুণ্যময় হে বরুণদেব—ভগবন্ ইতি ভাবঃ) 'শিক্ষমাণস্য' (সৎকর্ম্ম সাধয়িতুং ইচ্ছতঃ ইত্যর্থঃ—অর্চ্চণাকারিণঃ ইতি ভাবঃ) 'ইমাং' (সৎকর্ম্মবিষয়াং) 'ধিয়ং' (বুদ্ধিং—উৎপাদনায় ইতি ভাবঃ) 'দক্ষং' (সৎকর্ম্ম-বেত্তারঃ—ত্বং ইতি ভাবঃ) 'ক্রতুং' (তৎকর্ম্ম—সৎকর্ম্ম ইত্যর্থঃ) 'সং' (সম্যক্প্রকারেণ) 'শিশাধি' (সাধয়—ক্রতুবিষয়কং জ্ঞানং দত্ত্বা তস্য ক্রতোঃ পূর্ণতাং সুফলং বা গময় ইতি ভাবঃ)। অপিচ হে দেব! 'বিশ্বা' (বিশ্বানি সর্ব্বাণি) 'দুরিতা' (দুরিতানি, পাপানি ইত্যর্থঃ) 'যয়া' (যেন কর্ম্মণা) 'অতি তরেম' (প্রকৃষ্টরূপেণ উত্তীর্ণং ভবেম) 'সুতর্ম্মাণং' (সুখেন ত্রাণকারকং ইতি ভাবঃ) 'নাবং' (তৎকর্ম্মরূপাং তরণীং ইত্যর্থঃ) 'অধি রুহেম' (প্রাপ্ত সমর্থাঃ ভবাম—বয়মিতি শেষঃ)। সঙ্কল্পমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ! আত্যন্তিকদুঃখনিবৃত্তিং তথা পরম-সুখসাধনং লক্ষীকৃত্য মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পং প্রকাশতে।

৯। হে ভগবদ্বিভূতে! ত্বং 'আঙ্গীরসী' (অঙ্গিরসাং ঋষীণাং সর্ব্বজনানামিতি ভাবঃ, সম্বন্ধিনী) 'ঊর্ক' (অন্নরসরূপা, সত্ত্বভাবরূপা ইতি ভাবঃ) অপিচ 'ঊর্ণম্রদা' (ঊর্ণেব ম্রদীয়সী, মৃদুস্বভাবা ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ 'মে' (মাদৃশে অকিঞ্চনে জনে ইত্যর্থঃ) 'ঊর্জ্জং' (অন্নরসং, সত্ত্বভাবমিতি ভাবঃ) 'যচ্ছ' (প্রযচ্ছ ইতি যাবৎ)।

১০। হে ভগবদ্বিভূতে! ত্বং 'মা' (মাং) 'পাহি' (রক্ষ, পরিত্রায়স্ব ইতি ভাবঃ); 'মা' (তব শরণাগতং অনুগ্রহপ্রার্থিনং মাং ইতি ভাবঃ) 'মা হিংসীঃ' (মা নাশয়, মাং প্রতি কুটিলা বিরূপা মা ভব—মা পরিত্যজ ইতি ভাবঃ)।

১১। হে ভগবদ্বিভূতে! ত্বং 'বিষ্ণোঃ' (বিশ্বব্যাপকস্য, সৎকর্ম্মনিবহস্য ইতি ভাবঃ) 'শর্ম্ম' (সুখহেতুঃ) 'অসি' (ভবসি); অপিচ ত্বং 'যজমানস্য' (সৎকর্ম্মকর্ত্তুঃ) 'শর্ম্ম' (পরমাশ্রয়ঃ) ভবসি ইতি শেষঃ; অস্মাৎ ত্বং 'মে' (মম—মাং ইতি ভাবঃ) 'শর্ম্ম' (আশ্রয়ং—পরমসুখং ইতি ভাবঃ) 'যচ্ছ' (প্রযচ্ছ)। ততঃ 'নক্ষত্রাণাং' (অক্ষীয়মাণানাং সদ্ভাবানাং ইতি ভাবঃ)

'অতিকাশাৎ' (অতিপ্রকাশাৎ, ক্ষয়াৎ ইত্যর্থঃ) 'মা' (মাং) 'পাহি' (রক্ষ ; মম সত্তাবাঃ যথা বিনাশং ন যান্ত তথা সাধয় ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ।

১২। হে ভগবদ্বিভূতে! ত্বং 'ইন্দ্রস্য' (পরমৈশ্বর্য্যশালিনঃ ভগবতঃ ইতি ভাবঃ) 'যোনিঃ' (প্রাপ্তিকারণঃ) 'অসি' (ভবসি) ; অতঃ ত্বং 'মা' (মাং) 'হিংসীঃ' (মাং প্রতি কুটিলঃ মা ভবতু, মাং মা পরিত্যজতু ইতি ভাবঃ)।

১৩। হে মম চিত্তবৃত্তে! 'কৃষ্যৈ' (সুকর্ষণায়, সোৎকর্ষায় ইতি ভাবঃ) তথা 'সুসস্যায়ৈ' (সুশস্যলাভায়, যদ্বা—সদ্ভাবরূপায় শস্যাদিলব্ধয়ে ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) নিয়োজামি ইতি শেষঃ।

১৪। অপিচ হে মম চিত্তবৃত্তে! 'সুপিপ্পলাভ্যঃ' (সুফলসমন্বিতায় ইত্যর্থঃ) 'ওষধীভ্যঃ' (কর্ম্মক্ষয়ায়) 'ত্বা' (ত্বাং) নিয়োজয়ামি ইতি ভাবঃ।

১৫। 'সুপস্থা' (সৎকর্ম্মণঃ সুষ্ঠুসম্পাদকঃ ইতি ভাবঃ) 'বনস্পতিঃ' (সংসারারণ্যানাং পতিঃ) 'দেবঃ' (স্বপ্রকাশঃ ভগবান্) 'উর্দ্ধঃ' (উন্নতঃ, অনুকূলঃ সন্ ইতি ভাবঃ) 'মা' (মাং) 'উদৃচঃ' (উত্তরায়া ঋচঃ পর্য্যন্তং, যদ্বা—কর্ম্মসমাপ্তি-পর্য্যন্তং) 'পাহি' (রক্ষ, পাপাৎ মাং পরিত্রায়স্ব ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ।

১৬। (ক) 'মনসা' (চিত্তস্য) 'যজ্ঞং' (উদ্বোধনরূপং যাগং, মানসযজ্ঞং ইত্যর্থঃ) 'স্বাহা' (স্বাহানামকমিব) প্রাপ্তুমর্হামীতি শেষঃ, যদ্বা—সুহুতমস্ত্বিতি ভাবঃ। অথবা, 'মনসা' (চিত্তেন) 'যজ্ঞং' (দর্শপৌর্ণমাসাদিরূপং সৎকর্ম্ম) 'স্বাহা' (প্রাপ্নোমি, সম্যক্ সাধয়িতুং সমর্থঃ ভবামি ইতি ভাবঃ)। সঙ্কল্পমূলকঃ অয়ং ভাবঃ।

(খ) অপিচ, সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ সৎকর্ম্ম বা 'দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং' (ভূলোকস্বর্লোকয়োঃ, ব্যাপ্য ইত্যর্থঃ) প্রকাশতু ইতি শেষঃ। 'স্বাহা' (সুহুতমস্ত সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ)।

(গ) সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ সৎকর্ম্ম বা 'উরোঃ' (মহান্তং, বিস্তীর্ণং) 'অন্তরিক্ষাৎ' (অন্তরিক্ষলোকাৎ—অন্তরিক্ষলোকং ব্যাপ্য ইত্যর্থঃ) প্রকাশতু ইতি শেষঃ। 'স্বাহা' (সুসিদ্ধং সুহুতমস্ত সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ)।

(ঘ) 'যজ্ঞং' (সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ, সৎকর্ম্ম বা) 'বাতাৎ' (সত্ত্বভাবাৎ, প্রবর্ত্তকাদিতি ভাবঃ) 'আরভে' (তেন প্রবৃত্তঃ ভবামি ইত্যর্থঃ); অথবা সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ 'বাতাৎ' (সত্ত্বভাবপ্রভাবেন ইত্যর্থঃ) 'আরভে' (সুসিদ্ধঃ ভবতি ইতি ভাবঃ) 'স্বাহা' (সুহুতং সুসিদ্ধং অস্ত সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ)। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—২ অনুবাক)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। 'আত্মার উদ্বোধন যজ্ঞ করিব'—এইরূপ সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্য (আমার অনুষ্ঠিত মানস যজ্ঞ পরিপূরণার্থে) সঙ্কল্প-সিদ্ধির প্রযোজক (অথবা সিদ্ধি-দাতা) সেই জ্ঞান-দেবের উদ্দেশে আমার এই সত্ত্ব-ভাব সমর্পিত হউক। (আমার সেই উদ্বোধনযজ্ঞ সুসিদ্ধ ও সুহুত হউক)।

২। ভগবদ্বিষয়ে ধারণা-শক্তি-লাভের জন্য, মনের অধিষ্ঠাতা সেই জ্ঞান-দেবের উদ্দেশে (আমার) এই সত্ত্বভাব সমর্পিত হউক। (আমার সেই উদ্বোধন যজ্ঞ সুহুত ও সুসিদ্ধ হউক)।

৩। ব্রত-নিয়ম অর্থাৎ সৎকর্ম্ম-সমূহ সিদ্ধির জন্য তপঃ-স্বরূপ সেই জ্ঞানদেবতার উদ্দেশে (আমার) এই সত্ত্বভাব সমর্পিত হউক। (আমার সেই উদ্বোধন-যজ্ঞ সুহুত ও সুসিদ্ধ হউক)।

৪। বাক্-সিদ্ধির জন্য, বাগিন্দ্রিয়ের পোষক সেই জ্ঞান-দেবতার উদ্দেশে (আমার) এই সত্ত্বভাব সমর্পিত হউক। (আমার এই উদ্বোধন-যজ্ঞ সুহুত ও সুসিদ্ধ হউক)।

৫। হে জলের অধিষ্ঠাত্রী! হে স্বর্গ-মর্ত্ত্যের অধিষ্ঠাত্রী! হে অন্তরিক্ষের অধিষ্ঠাত্রী! হে মহান্! হে বিশ্বব্যাপক! হে সকল সুখের জনয়িতা দেব-বিভূতিসমূহ! আপনারা আমার হৃদ্গত শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবকে প্রবর্দ্ধিত (উদ্বোধিত) অথবা গ্রহণ করুন। দেবাধিদেব ভগবান আমাদিগকে (আমাদিগের সদ্ভাব ও ভক্তি-সুধা) প্রবর্দ্ধিত করুন—গ্রহণ করুন। সেই শুদ্ধসত্ত্ব-সদ্ভাব-সমূহ ভগবানের প্রীতি উৎপাদন করুক। স্বাহা মন্ত্রের দ্বারা তৎসমুদায় ভগবানে সমর্পণ করিতেছি। আমার উদ্বোধন-যজ্ঞ সুহুত হউক।

এই মন্ত্র-পঞ্চক প্রার্থনামূলক।

৬। সকল মনুষ্য ফলদাতা সেই ভগবানের সাহায্য (আনুকূল্য) প্রার্থনা করেন। সকলেই ধনের জন্য অর্থাৎ জ্ঞান-ধনের জন্য (পরমধন-লাভের নিমিত্ত) দীপ্তিশালী যশঃ অন্ন অথবা সত্ত্বভাব প্রার্থনা করেন। পুষ্টির জন্য (সত্ত্বভাব-লাভের নিমিত্ত) দীপ্তিশালী যশঃ অন্ন অথবা সত্ত্বভাব প্রার্থনা করেন। স্বাহা অর্থাৎ আমাদিগের প্রার্থনা সিদ্ধ হউক (অথবা আমাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সুসম্পন্ন হউক)।

৭। হে অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি-নাশক দেববিভূতিদ্বয় (অশ্বিনীদ্বয়)! আপনারা ঋক্ ও সাম বেদের (অথবা নিখিল শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবের) শিল্পী অর্থাৎ অভিব্যঞ্জক হয়েন; সেই প্রসিদ্ধ (সাধকগণের অনুভূত) আপনাদিগের দুই জনকে আরাধনা করি। আপনারা আমাদিগের এই আরব্ধ আত্মোদ্বোধন-যজ্ঞের পরিসমাপ্তি কাল পর্য্যন্ত আমাকে রক্ষা করুন। (ভাব

এই যে,—দেবতা আর দেববিভূতি অভিন্ন। সুতরাং আপনারা দুই জনও বেদের অভিব্যঞ্জক; অর্থাৎ নিখিল শুদ্ধসত্ত্বপ্রদাতা আপনারা আমাদিগের কর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন)।

৮। দ্যোতমান জ্ঞানদায়ক স্নেহ-কারুণ্যময় হে ভগবন্ বরুণদেব! সৎকর্ম্মসাধনেচ্ছু অর্চ্চনাকারীর (আমার) সৎকর্ম্ম-বিষয়ক বুদ্ধি উৎপাদনের নিমিত্ত সৎকর্ম্মবেত্তা আপনি (আমার) সেই কর্ম্মকে সম্যক্-প্রকারে সাধন করুন অর্থাৎ আমাকে কর্ম্ম-বিষয়ক জ্ঞান প্রদান করিয়া সেই কর্ম্মের পূর্ণতা সাধনে সুফল প্রদান করুন। অপিচ, হে দেব! যে কর্ম্মের দ্বারা সর্ব্ববিধ পাপ (দুরিত) হইতে প্রকৃষ্টরূপে উত্তীর্ণ হইতে পারি, সুখেত্রাণকারী (অথবা সুখ-সাধক পরিত্রাণ-বিধায়ক) সেই কর্ম্মরূপ তরণী যেন প্রাপ্ত হই॥ (মন্ত্রটী সঙ্কল্প-মূলক। আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিতে পরমসুখ-সাধনের আকাঙ্ক্ষাই এই মন্ত্রের অন্তর্গত সঙ্কল্পের লক্ষ্য)।

৯। হে ভগবদ্বিভূতে! আপনি অঙ্গিরস ঋষিদিগের অর্থাৎ সমস্ত মানবের অন্নরসস্বরূপ অর্থাৎ সত্ত্বভাবরূপ এবং ঊর্ণাতন্তুর ন্যায় মৃদুস্বভাবা হয়েন। সুতরাং মাদৃশ অকিঞ্চন দীনজনে অন্নরস অর্থাৎ সত্ত্বভাব প্রদান করুন।

১০। হে ভগবদ্বিভূতে! আপনি আমাকে রক্ষা (পরিত্রাণ) করুন। আমাকে হিংসা করিবেন না অর্থাৎ আমার প্রতি কুটিল বা বিরূপ হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না।

১১। হে ভগবদ্বিভূতে! আপনি বিশ্বব্যাপক সৎকর্ম্ম-সমূহের অর্থাৎ তন্নিমিত্তক সুখের প্রাপ্তি-হেতুভূত হয়েন; অপিচ, আপনি সৎকর্ম্মকারীর পরম আশ্রয় হয়েন। অতএব আমাকে আশ্রয়—পরমসুখ প্রদান করুন। তদনন্তর অক্ষীয়মান সদ্ভাবসমূহের ক্ষয় হইতে আমাকে রক্ষা করুন অর্থাৎ আমার সদ্ভাবসমূহ যেন বিনষ্ট বা ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়।

১২। হে ভগবদ্বিভূতি! আপনি পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের প্রাপ্তির কারণ হয়েন। অতএব আপনি আমার প্রতি বিরূপ হইবেন না অর্থাৎ আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না।

১৩। হে আমার চিত্তবৃত্তি! সুকর্ষণের অর্থাৎ উৎকর্ষসাধনের

নিমিত্ত এবং সুশস্য-লাভের অর্থাৎ সদ্ভাব-রূপ সুশস্য-প্রাপ্তির জন্য তোমাকে (এই কর্ম্মে) নিযুক্ত করিতেছি।

১৪। হে আমার চিত্তবৃত্তি! সুফলসমন্বিত কর্ম্মক্ষয়ের নিমিত্ত তোমাকে (এই কর্ম্মে) নিযুক্ত করিতেছি।

১৫। সৎকর্ম্মের সুষ্ঠুসম্পাদক সংসার-অরণ্যের অধিপতি স্বপ্রকাশ ভগবান (আমাদিগের প্রতি) অনুকূল হইয়া (আমাদিগের) আরব্ধ কর্ম্মের উত্তরা (শেষ) ঋক্ পর্য্যন্ত অর্থাৎ পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত আমাকে (পাপ হইতে) রক্ষা করুন। (ভাব এই যে, — সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত করিয়া আমাকে সৎকর্ম্মের শুভফল প্রদান করুন)।

১৬। (ক) চিত্তের উদ্বোধনরূপ যজ্ঞকে যেন স্বাহা (স্বাহা নামক অগ্নির) মত প্রাপ্ত হই! অর্থাৎ, সে যজ্ঞ যেন সুহুত সুসিদ্ধ হয়। অথবা চিত্তের দ্বারা দর্শপৌর্ণমাসাদিরূপ সৎকর্ম্ম যেন প্রাপ্ত হই। (ভাব এই যে,—আমার মানস-যজ্ঞ যেন সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়)।

(খ) সেই উদ্বোধনরূপ যজ্ঞ বা সৎকর্ম্ম যেন ভূলোক ও স্বর্গলোক ব্যাপিয়া প্রকাশ পায় (পাউক)। (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মের প্রভাবে দেববিভূতি-সমূহ অধিগত হয়)।

(গ) সেই উদ্বোধনরূপ যজ্ঞ (মানস-যজ্ঞ) অথবা সৎকর্ম্ম যেন মহৎ-অন্তরিক্ষলোক (বিশ্ব) ব্যাপিয়া প্রকাশ পায় (পাউক)। (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মের দ্বারা হৃদয়ে সত্ত্বভাব উপজিত হইলে সেই বিরাট বিশ্বময়ের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়)।

(ঘ) সেই উদ্বোধন-যজ্ঞকে অথবা সৎকর্ম্মকে যেন আমি সত্ত্বভাব হইতে আরম্ভ করি অর্থাৎ সত্ত্বভাব সহযুত হইয়া আমি যেন সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি। (অথবা সত্ত্বভাবপ্রভাবে আমার সেই উদ্বোধন যজ্ঞ যেন সুসিদ্ধ হয়)। সেই কার্য্য (আমার মানস-যজ্ঞ) সিদ্ধ হউক। স্বাহা মন্ত্রে তাহাকে উদ্বোধিত করিতেছি। (ভাব এই যে,—যে জ্ঞানময় দেব উদ্বোধনরূপে বিরাজ করেন, যিনি স্বর্গ অন্তরিক্ষ মর্ত্ত্য—এই ত্রিলোক ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহাকে যেন সত্ত্বভাবের দ্বারা অধিগত করিতে সমর্থ হই)। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—২ অনুবাক)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

প্রথমানুবাকে প্রাচীনবংশপ্রবেশোঽভিহিতঃ। অথ প্রবিষ্টস্য দীক্ষনিয়মরূপেণ তপসা শরীর-শুদ্ধৌ সত্যাং পশ্চাদ্দেবযজনস্বীকারাদিযোগ্যতেতি দ্বিতীয়ানুবাকে দীক্ষা বিধীয়তে। তত্র দীক্ষণীয়েষ্টাবধ্বরমন্ত্রাণামতিদেশতঃ প্রাপ্তত্বাদ্দীক্ষাহুত্যাদিমন্ত্রা এবোচ্যন্তে।

১। "আকূত্যৈ প্রযুজেঽগ্নয়ে স্বাহা। ২। মেধায়ৈ মনসেঽগ্নয়ে স্বাহা। ৩। দীক্ষায়ৈ তপসেঽগ্নয়ে স্বাহা। ৪। সরস্বত্যৈ পূষ্ণেঽগ্নয়ে স্বাহা। ৫। আপো দেবীর্বৃহতীর্ব্বিশ্বশম্ভুবো দ্যাবাপৃথিবী উর্ব্বন্তরিক্ষং বৃহস্পতির্নো হবিষা বৃধাতু স্বাহা।"—কল্পঃ—"আজ্যস্থাল্যাঃ স্রুবেণোপ-ঘাতং দীক্ষাহুতীর্জ্জুহোতি আকূত্যৈ প্রযুজেঽগ্নয়ে স্বাহা মেধায়ৈ মনসেঽগ্নয়ে স্বাহা দীক্ষায়ৈ তপসেঽগ্নয়ে স্বাহা সরস্বত্যৈ পূষ্ণেঽগ্নয়ে স্বাহেত্যথ স্রুচি চতুর্গৃহীতং গৃহীত্বা স্রুচা পঞ্চমীং জুহোতি আপো দেবীর্বৃহতীর্ব্বিশ্বশম্ভুবো দ্যাবাপৃথিবী উর্ব্বন্তরিক্ষং বৃহস্পতির্নো হবিষা বৃধাতু স্বাহেতি" ইতি।

যজ্ঞং করিষ্যামিত্যেবংবিধো মানসঃ সঙ্কল্প আকূতিঃ। তৎসম্পূর্ত্ত্যর্থমবিঘ্নেন মাং প্রেরয়তে বহ্নয়ে হবিরিদং হুতমস্তু। শ্রুতয়োঃ ফলসাধনয়োর্দ্ধারণাশক্তির্ম্মেধা। তৎসিদ্ধ্যর্থং মদীয়মনোভি-মানিনে বহ্নয়ে হুতমস্তু। দীক্ষা ব্রতনিয়মঃ। তৎসিদ্ধ্যর্থং মদীয়শরীরতপোভিমানিনে বহ্নয়ে হুতমস্তু। মন্ত্রোচ্চারণশক্তিঃ সরস্বতী। তৎসিদ্ধ্যর্থং বাগিন্দ্রিয়পোষকায় বহ্নয়ে হুতমস্তু। বৃহস্পতিরস্মাকং হবিষা বর্দ্ধতাম্। হে আপো ভবত্যোঽপি বর্দ্ধন্তাং। দ্যাবাপৃথিব্যৌ বর্দ্ধতাম্। বিস্তীর্ণমন্তরিক্ষং চ বর্দ্ধতাং। কীদৃশ্য আপঃ। দেবীর্ব্বৃষ্টিরূপেণ দ্যুলোকাদাগতাঃ। বৃহতীর্ব্বহুলাঃ। বিশ্বশম্ভুবঃ সস্যপাচনেন সর্ব্বস্য জগতঃ সম্ভং কুর্ব্বত্যঃ॥

আহুতীর্ব্বিধত্তে—"অদীক্ষিত একয়াঽহুত্যেত্যাহুঃ স্রুবেণ চতস্রো জুহোতি দীক্ষিতত্বায় স্রুচা পঞ্চমীং পঞ্চাক্ষরা পঙ্‌ক্তিঃ পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞো যজ্ঞমেবাবরুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ২) ইতি॥ প্রথমমন্ত্র আকূত্যুপযোগমাহ—"আকূত্যৈ প্রযুজেঽগ্নয়ে স্বাহেত্যাহাঽকূত্যা হি পুরুষো যজ্ঞমভি প্রযুঙ্‌ক্তে যজেয়েতি", (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ২) ইতি। যদা মনসাঽকূতিস্তদা পুরুষ ঋত্বিজামগ্রে যজ্ঞমভিলক্ষ্য যজেয়েতি বাচঃ প্রযুঙ্‌ক্তে॥ দ্বিতীয়মন্ত্রে মেধোপযোগমাহ—"মেধায়ৈ মনসেঽগ্নয়ে স্বাহেত্যাহ মেধয়া হি মনসা পুরুষো যজ্ঞমভিগচ্ছতি।" (সং০ কা০ ৬প্র০ ১ অ০ ২) ইতি। শ্রুতয়োঃ ফলসাধনয়োরবিস্মরণেন ধৃতয়োর্ম্মনসা যজ্ঞকর্ত্তব্যতাং প্রতিপদ্যতে। তপোভিমানিনো বহ্নেরনুগ্রহেণ দীক্ষাসিদ্ধিঃ স্পষ্টেত্যভিপ্রেত্য তৃতীয়মন্ত্রো ন ব্যাখ্যাতঃ॥ চতুর্থমন্ত্রে পদবাক্যয়োরর্থমাহ—"সরস্বত্যৈ পূষ্ণেঽগ্নয়ে স্বাহেত্যাহ বাগ্বৈ সরস্বতী পৃথিবী পূষা বাচৈব পৃথিব্যা যজ্ঞং প্রযুঙ্‌ক্তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ২) ইতি। বাচা মন্ত্রোচ্চারণসিদ্ধিঃ। পৃথিব্যা যজ্ঞস্য দেবযজনব্রীহ্যাদিদ্রব্যসিদ্ধিঃ॥ পঞ্চমমন্ত্রস্য পূর্ব্বভাগে বহু-বিশেষণাভিপ্রায়মাহ—"আপো দেবীর্বৃহতীর্ব্বিশ্বশম্ভুর ইত্যাহ যা বৈ বর্ষ্যাস্তা আপো দেবী-র্বৃহতর্ব্বিশ্বশম্ভুবঃ।" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ২) ইতি। বর্ষে ভবা বর্ষ্যাঃ॥ বিপক্ষে বাধমাহ—"যদেতদযজুর্ন ব্রূয়াদ্দিব্যা আপোঽশান্তা ইমং লোকমাগচ্ছেয়ুঃ" (সং০ কা০ ৩ প্র০ ১ অ০ ২) ইতি। দিব্যত্বাদশনিবদপামশান্তত্বং॥ যস্মান্মন্ত্রোক্তগুণস্তত্যা জলদেবতায়াঃ শান্তি-স্তস্মাচ্ছান্তাঃ সুখকারিণ্য ইত্যেতং স্বপক্ষমুপসংহরতি—"আপো দেবীর্বৃহতীর্ব্বিশ্বশম্ভুব ইত্যাহাস্মা

এবৈনা লোকায় শময়তি তস্মাচ্ছান্তা ইমং লোকমাগচ্ছন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ২) ইতি॥ মন্ত্রস্য দ্বিতীয়তৃতীয়ভাগয়োরুপযোগমাহ—"দ্যাবাপৃথিবী ইত্যাহ দ্যাবাপৃথিব্যোর্হি যজ্ঞ উর্ব্বন্তরিক্ষমিত্যাহান্তরিক্ষে হি যজ্ঞঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০) ইতি। ভূমৌ দেবযজনমন্তরিক্ষেঽনুষ্ঠানায় সঞ্চারো দিবি ফলমিতি যজ্ঞস্য লোকত্রয়বর্ত্তিত্বং॥ মন্ত্রস্য চতুর্থভাগাভিপ্রায়মাহ—"বৃহস্পতির্নো হবিষা বৃধাত্বিত্যাহ ব্রহ্ম বৈ দেবানাং বৃহস্পতির্ব্রহ্মণৈবাস্মৈ যজ্ঞমবরুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র ১ অ ২) ইতি। দেবানাং মধ্যে বৃহস্পতেগুরুত্বেন পরব্রহ্মস্বরূপত্বং॥ হবিষা বিধেরিতি শাখান্তরমন্ত্রপাঠস্তং নিন্দিত্বা স্বপাঠং প্রশংসতি—"যদ্ব্রূয়াদ্বিধেরিতি যজ্ঞস্থাণুমৃচ্ছেদ্বৃধাত্বিত্যাহ যজ্ঞস্থাণুমেব পরিবৃণক্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র ১ অ০ ২) ইতি। বৃহস্পতির্ব্বিদধাত্বিত্যুক্তে সত্যভিবৃদ্ধেরসূচিতত্বাদ্যজ্ঞবিঘ্নং যজমানঃ প্রাপ্নুয়াদ্বৃধাত্বিত্যুক্ত্যা তৎপরিহারঃ॥

৬। "বিশ্বে দেবস্য নেতুর্ম্মর্ত্তো বৃণীত সখ্যং বিশ্বে রায় ইষুধ্যসি দ্যুম্নং বৃণীত পুষ্যসে স্বাহা।"

বৌধায়নঃ—"অপরং চতুর্গৃহীতং গৃহীত্বাঽজ্যপূর্ণেন স্রুচোদ্গ্রহণং জুহোতি বিশ্বে দেবস্য নেতুর্ম্মর্ত্তো বৃণীত সখ্যং বিশ্বে রায় ইষুধ্যসি দ্যুম্নং বৃণীত। পুষ্যসে স্বাহেতি" ইতি। আপস্তম্বঃ—"দ্বাদশগৃহীতেন স্রুচং পূরয়িত্বা বিশ্বে দেবস্য নেতুরিতি পূর্ণাহুতি৺ষষ্ঠীং" ইতি।

বিশ্বে বিশ্বাত্মকস্য নেতুর্জ্জগন্নির্ব্বাহকস্য দেবস্য সখ্যমনুগ্রহং মর্ত্তো মরণবান্‌যজমানঃ সহসা বৃণীত। তচ্চ সখ্যমীদৃশেন স্তোত্রেণ লভ্যতে। বিশ্বে হে বিশ্বাত্মক রায়ো ধনস্যেষুধ্যসীশিষে। স্বত্ত্বা (ত্যা) পুষ্যসে যজ্ঞপোষণায় দ্যুম্নং ধনং যাচেত। ইদং হবিস্তব হুতমস্তু॥ তমিদমৌদগ্রহণহোমং বিধাস্যন্নাখ্যায়িকয়া পদং নির্ব্বক্তি—"প্রজাপতির্যজ্ঞমসৃজত সোঽস্মাৎসৃষ্টঃ পরাঙৈৎসপ্রযজুরব্লীনাৎপ্র সাম তমৃগুদয়চ্ছদ্যদৃগুদয়চ্ছত্তদৌদগ্রহণত্বং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ২) ইতি। পলায়মানং যজ্ঞপুরুষং গ্রহীতুং প্রজাপতিনা প্রেরিতানাং ত্রিবিধমন্ত্রপুরুষাণাং মধ্যে যজুঃসামপুরুষৌ স যজ্ঞঃ প্রকর্ষেণারলীনাদাবৃণোৎ। ঋগ্দেবতা তু তং যজ্ঞমুদগৃহ্ণাত্তস্মাদেবতদৃক্‌সাধ্যমনুষ্ঠেয়মৌদগ্রহণং॥ তদেতদ্বিধত্তে—"ঋচা জুহোতি যজ্ঞস্যোদ্ধৃত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র ১ অ০ ২) ইতি॥ তদীয়ং ছন্দঃ প্রশংসতি—"অনুষ্টুপ্‌ছন্দসামুদয়চ্ছদিত্যাহুস্তস্মাদনুষ্টুভা জুহোতি যজ্ঞস্যোদ্ধৃত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র ১ অ০ ২) ইতি॥ এতন্মন্ত্রগতমৃকত্বং ছন্দশ্চ যথা প্রশস্তং তথৈব পদসংখ্যানপি প্রশংসতি—"দ্বাদশ বাৎসবন্ধান্যুদয়চ্ছন্নিত্যাহুস্তস্মাদ্দ্বাদশভির্ব্বাৎসবন্ধবিদো দীক্ষয়ন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ২) ইতি। যথা বৎস একৈকেন পাশেন প্রবধ্যতে তথা বিশ্বে দেবস্যেত্যাদিষু দ্বাদশসু পদেষ্বেকৈকেন পদেন যজ্ঞো বধ্যতেঽতস্তানি পদানি বাৎসবন্ধানি। বৎসস্যেব বন্ধো বৎসবন্ধঃ। তদীয়ানি পদানি যজ্ঞমুদগৃহ্ণন্তীত্যাহুঃ পূর্ব্বেঽভিজ্ঞাঃ। তদ্বিদোঽধ্বর্য্যব ইদানীমপি তৈঃ পদৈর্জ্জুহ্বতি॥ পূর্ব্বমভিজ্ঞপ্রসিদ্ধ্যা ছন্দসঃ প্রশংসা কৃতা। ইদানীং বাগাত্মকত্বেন ছন্দঃ স্তূয়তে—"সা বা এষর্গনুষ্টুপ্‌বাগনুষ্টুগ্‌যদেতয়র্চা দীক্ষয়তি বা চৈবেন৺সর্ব্বয়া দীক্ষয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ২) ইতি। অনুষ্টুভো বাগ্বিশেষত্বেন বাগ্রূপত্বং। ছন্দোন্তরস্যাপি ত্বৎসমমিতি চেত্তর্হি প্রসঙ্গে সতি তদপি তথা স্তোতব্যং॥ লিঙ্গোপজীবনেন মন্ত্রং স্তৌতি—"বিশ্বে দেবস্য নেতুরিত্যাহ সাবিত্র্যেতেন মর্ত্তো বৃণীত সখ্যমিত্যাহ পিতৃদেবত্যৈতেন বিশ্বে রায় ইষুধ্যসীত্যাহ বৈশ্বদেব্যৈতেন দ্যুম্নং বৃণীত পুষ্যস ইত্যাহ পৌষ্ণ্যৈতেন সা বা এষর্ক্সর্ব্বদেবত্যা যদেতয়র্চা দীক্ষয়তি সর্ব্বাভিরেবৈনং দেবতাভির্দ্দীক্ষয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ২)

ইতি। প্রথমপাদে সবিতৃপর্য্যায়স্য নেতৃশব্দস্য প্রয়োগেন সাবিত্রত্বং। দ্বিতীয়পাদে মর্ত্তশব্দেন মৃতপিতৃসূচনাৎ পিতৃদেবত্যত্বং। তৃতীয়পাদে বিশ্বশব্দস্য প্রয়োগাদ্বৈশ্বদেবত্বং। চতুর্থপাদে পুষ্যসে ইত্যুক্তত্বাৎ পৌষ্ণত্বং॥

অক্ষরসংখ্যামুপজীব্য স্তৌতি—"সপ্তাক্ষরং প্রথমং পদমষ্টাক্ষরাণি ত্রীণি যানি ত্রীণি তান্ যষ্টা-বুপয়ন্তি যানি চত্বারি তান্যষ্টৌ যদষ্টাক্ষরা তেন গায়ত্রী যদেকাদশাক্ষরা তেন ত্রিষ্টুগ্ যদ্দ্বাদশাক্ষরা তেন জগতী সা বা এষর্কসর্ব্বাণি ছন্দা৺সি যদেতয়র্চ্চা দীক্ষয়তি সর্ব্বেভিরেবৈনং ছন্দোভির্দীক্ষয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ২) ইতি। প্রথমং পদমৃচি প্রথমঃ পাদঃ। দ্বিতীয়াদিষু ত্রিষু পাদেষ্বস্তি প্রত্যেকমক্ষরগতাষ্টত্বসংখ্যা। দ্বিতীয়পাদে লথিয়মিত্যক্ষরত্রয়েণাষ্টত্বং পূরণীয়ং। প্রথমপাদং দ্বেধা বিভজ্য ত্রীণ্যক্ষরাণি তৃতীয়পাদে চত্বারি চতুর্থপাদে গণনীয়ানি। তথা সতি দ্বিতীয়তৃতীয়চতুর্থপাদা অক্ষরসংখ্যাভির্গায়ত্র্যাদিসমা ইতি ছন্দস্ত্রয়সম্পত্তিঃ। গায়ত্র্যাদীনাং ত্রয়াণাং সবনত্রয়ে প্রাধান্যাৎ সর্ব্বচ্ছন্দঃসম্পত্তিঃ॥ সপ্তসংখ্যামুপজীব্য স্তৌতি—"সপ্তাক্ষরং প্রথমং পদ৺ সপ্তপদা শক্করী পশবঃ শক্করী পশূনেবাবরুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ২) ইতি। বিশ্বে দেবস্য নেতুরিত্যত্র সপ্তাক্ষরাণি। প্রোধ্বশ্বৈ পুরো রথমিত্যস্যাং চ শক্কর্য্যামৃচি সপ্তপাদাঃ। শক্কর্য্যাঃ পশুপ্রদত্বাৎ পশুরূপত্বং॥ অশেষজগদ্ব্যবহারসমত্বেন মন্ত্রং স্তৌতি—"একস্মাদক্ষরাদনাপ্তং প্রথমং পদং তস্মাদ্যদ্বাচোঽনাপ্তং তন্মনুষ্যা উপজীবন্তি পূর্ণয়া জুহোতি পূর্ণ ইব হি প্রজাপতিঃ প্রজাপতেরাপ্ত্যৈ ন্যূনয়া জুহোতি ন্যূনাদ্ধি প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত প্রজানা৺ সৃষ্ট্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ২) ইতি। যস্মাদস্যামৃচি প্রথমঃ পাদ একেনাক্ষরেণ ন্যূনস্তন্মনুষ্যা বাচঃ স্বরূপমনাপ্তমসম্পূর্ণমুপজীবন্তি। মূলাধারাত্থুৎপন্নো বায়ুর্ম্মূর্দ্ধ-পর্য্যন্তং প্রসৃতো বক্ত্রে তত্তৎস্থানেষু বর্ণানুৎপাদয়তি। তদিদং বর্ণাভিব্যক্তিলক্ষণং বাচশ্চতুর্থং পদং। পূর্ব্বাণি তু ত্রীণি কণ্ঠাদধ এব রূঢ়ত্বান্নাভিব্যঞ্জয়িতুং শক্যন্তে। তথা চাঽম্নায়তে—"গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি" ইতি। এতেনাসম্পূর্ণবাগ্ব্যবহার-সাম্যং দর্শিতং। কিং চেয়মৃগুত্তরেষু পাদেষ্বক্ষরপূর্ণা তেন সৃষ্টিপূর্ণপ্রজাপতিসাম্যাত্তৎপ্রাপ্তয়ে ভবতি। প্রথমপাদে যদক্ষরন্যূনত্বং তেন সৃষ্টিশূন্যজগদ্বীজসাম্যাৎ প্রজোৎপত্তয়ে ভবতি॥

৭। "ঋক্সাময়োঃ শিল্পে স্থস্তে বামা রভে তে মা পাতমাঽস্য যজ্ঞস্যোদৃচঃ।"—কল্পঃ—"অথ যজমানায়তনে কৃষ্ণাজিনং প্রাচীনগ্রীবমুত্তরলোমোপস্তৃণাতি তস্য শুক্লকৃষ্ণে সংমৃশতি শুক্লেঽঙ্গুষ্ঠো ভবতি কৃষ্ণেঽঙ্গুলিঋর্কসাময়োঃ শিল্পে স্থস্তে বামা রভে তে মা পাতমাঽস্য যজ্ঞস্যোদৃচ ইতি" ইতি। হে শুক্লকৃষ্ণে রেখে যুবামৃক্সাময়ো সম্বন্ধিনী চিত্রে ভবথঃ। এতচ্চ ব্রাহ্মণে স্পষ্টী ভবিষ্যতি। তাদৃশৌ তে যুবাং স্পৃশামি। অস্য যজ্ঞস্য যেয়মৃগুত্তমা তয়োপলক্ষিতা যা কর্ম্মসমাপ্তিস্তৎপর্য্যন্তং তে যুবাং পালয়তম্॥ ইমং মন্ত্রমবতারয়ন্নাখ্যায়িকয়া শিল্পত্বং বিশদয়তি—"ঋক্সামে বৈ দেবেভ্যো যজ্ঞায়াতিষ্ঠমানে কৃষ্ণো রূপং কৃত্বাঽপক্রম্যাতিষ্ঠতাং তেঽমন্যন্ত যং বা ইমে উপাবর্ৎস্যতঃ স ইদং ভবিষ্যতীতি তে উপামন্ত্রয়ন্ত তে অহোরাত্রয়ো-র্ম্মহিমানপনিধায় দেবানুপাবর্ত্তেতামেষ বা ঋচো বর্ণো যচ্ছুক্লং কৃষ্ণাজিনস্যৈষ সাম্নো যৎ কৃষ্ণং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৩) ইতি। ঋক্সামে দেবতে কেনাপি নিমিত্তেন দেবযজ্ঞার্থ-মাত্মানমপ্রকাশয়মানে আত্মতিরোধানায় কৃষ্ণমৃগো ভূত্বা তদীয়ং সম্পূর্ণং রূপং কৃত্বা দেবেভ্যোঽ-

পক্রম্য ক্বচিদ্গূঢ়ে অতিষ্ঠতাং। দেবা বিচারিতবন্তো যং পুরুষমিমে ঋক্‌সামে প্রাপ্স্যতঃ স ইদং যজ্ঞফলং প্রাপ্স্যন্তীতি। দেবাস্তু ঋক্‌সামে রহসি কেনাপ্যুপায়েনোপচ্ছন্দিতবন্তঃ। তে উভে অহোরাত্রমহিমানং শুক্লকৃষ্ণবর্ণদ্বয়ং স্বকীয়ে মৃগশরীরে স্থাপয়িত্বা দেবসমীপমাগচ্ছতাং। কৃষ্ণাজিনস্য যচ্ছুক্লং স এষ ঋচা স্বীকৃতোঽহ্নো বর্ণঃ। যৎ কৃষ্ণং স এষ সাম্না স্বীকৃতো রাত্রের্ব্বর্ণঃ॥ শিল্পত্বমুপপাদ্য মন্ত্রং ব্যাচষ্টে—"ঋক্‌সাময়োঃ শিল্পে স্থ ইত্যাহর্কসামে এবাবরুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৩) ইতি॥ ন কেবলমৃক্‌সামপ্রাপ্তিঃ। কিংত্বহোরাত্রসারপ্রাপ্তি-শ্চেত্যাহ—"এষ বা অহ্নো বর্ণো যচ্ছুক্লং কৃষ্ণাজিনস্যৈষ রাত্রিয়া যৎ কৃষ্ণং যদেবৈনয়োস্তত্র ন্যক্তং তদেবাবরুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র ১ অ০ ৩) ইতি। এনয়োরহোরাত্রয়োঃ সম্বন্ধি যৎ সারং তত্রর্কসাময়োর্ন্যক্তং গূঢ়ং তদপি প্রাপ্নোতি॥ বিধত্তে—"কৃষ্ণাজিনেন দীক্ষয়তি ব্রহ্মণো বা এতদ্রূপং যৎ কৃষ্ণাজিনং ব্রহ্মণৈবৈনং দীক্ষয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৩) ইতি। ব্রহ্ম বেদস্তদ্রূপত্বং কৃষ্ণাজিনস্য। ঋক্‌সামশিল্পধারিত্বাত্তদুপপন্নং। দীক্ষয়তি কৃষ্ণাজিনেন যজমানং যোজয়তি। যোজনং দ্বিবিধং। আস্তীর্ণস্য কৃষ্ণাজিনস্যাঽরোহণমন্যস্য কৃষ্ণাজিনস্য প্রাবরণং চ। তৎপ্রকার আপস্তম্বেন দর্শিতঃ—"কৃষ্ণাজিনেন যজমানং দীক্ষয়তি দ্বাভ্যাᳪ সমস্য দীক্ষেতান্তর্ম্মাᳪ সাভ্যাং বহির্ল্লোমাভ্যাং যদ্যেকং স্যাদক্ষিণং পূর্ব্বং পাদং প্রতিষীব্যেৎ" ইতি॥

৮। "ইমাং ধিয়ᳪ শিক্ষমাণস্য দেব ক্রতুং দক্ষং বরুণ সᳪ শিশাধি যয়াঽতি বিশ্বা দুরিতা তরেম সুতর্ম্মাণমধি নাবᳪ রুহেম।"—কল্পঃ—"অথ দক্ষিণং জান্বাচ্যাভিসর্পতীমাং ধিয়ᳪ শিক্ষমাণস্য দেব ক্রতুং দক্ষং বরুণ সᳪ শিশাধি যয়াঽতি বিশ্বা দুরিতা তরেম সুতর্ম্মাণ-মধি নাবᳪ রুহেমেতি" ইতি॥ হে বরুণ দেবেমামগ্নিষ্টোমবিষয়াং ধিয়মুপাদদানস্য যজমানস্য সম্বন্ধিনং দক্ষং সমৃদ্ধমগ্নিষ্টোমং ক্রতুং সংশিশাধি সম্যগুপদিশ্য পারং নয়। বয়মপি পারং গন্তুং সর্ব্বাণি বিঘ্নরূপদুরিতানি যয়া নাবাঽত্যন্তং তরেম তাং সুখেন তরণে সমর্থামিমাং কৃষ্ণাজিন-রূপাং নাবমধিরুহেম। মন্ত্রস্য স্পষ্টার্থতামাহ—ইমাং ধিয়ᳪ শিক্ষমাণস্য দেবেত্যাহ যথাযজু-রেবৈতৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৩) ইতি॥

৯। "ঊর্গস্যাঙ্গিরস্যূর্ণম্রদা ঊর্জ্জং মে যচ্ছ পাহি মা মা মা হিᳪ সীর্ব্বিষ্ণোঃ শর্ম্মাসি শর্ম্ম যজমানস্য শর্ম্ম মে যচ্ছ নক্ষত্রাণাং মাঽতীকাশাৎ পাহি।"—বৌধায়নঃ—"প্রদক্ষিণং মেখলাং পর্য্যস্যতি ঊর্গস্যাঙ্গিরস্যূর্ণম্রদা ঊর্জ্জং মে যচ্ছ পাহি মা মা মা হিᳪ সীরিতি অথ যজমানং বাসসা প্রোর্ণোতি বিষ্ণোঃ শর্ম্মাসি শর্ম্ম যজমানস্য শর্ম্ম মে যচ্ছেতি বসনস্যাতীকাশেষু যজমানং বাচয়ন্তি-নক্ষত্রাণাং মাঽতীকাশাৎ পাহীতি" ইতি॥ হে মেখলে ত্বমঙ্গিরসাং সম্বন্ধিন্যন্নরসরূপা কম্বলবন্মৃদুরস্যতোঽন্নরসং মে প্রযচ্ছ, মাং পালয়, হিংসাং বন্ধনেন বেদনারূপাং মা কুরু। হে বস্ত্র ত্বং বিষ্ণোঃ সুখপ্রদমসি, যজমানস্য সুখং প্রযচ্ছ, মমাপি সুখং প্রযচ্ছ। হে বস্ত্র মাং নক্ষত্রপ্রকাশাৎ পাহি। শাখান্তরানুসারেণ হে উষ্ণীষেতি ব্যাখ্যেয়ম্॥ তদিদং বৌধায়নেন মন্ত্রক্রমননুস্মৃত্যোক্তম্। আপস্তম্বস্তু ব্রাহ্মণক্রমমনুস্মৃত্য বস্ত্রমেখলয়োঃ পৌর্ব্বাপর্য্যমাহ—"বিষ্ণোঃ শর্ম্মাসীত্যনেন বাসসা দক্ষিণমᳪসং যজমানঃ প্রোর্ণুতে, নক্ষত্রাণাং মাঽতীকাশাৎ পাহীতি শিরঃ, উষ্ণীষেণ শিরো বেষ্টয়ত ইতি বাজসনেয়ং, শরময়ী মৌঞ্জী বা মেখলা ত্রিবৃৎপৃথ্ব্যন্যতরতঃ-পাশা তয়া যজমানং দীক্ষয়তি যোক্ত্রেণ পত্নীমূর্গসীতি" ইতি। রজ্জুসদৃশী মেখলা। জটাসদৃশং

যোক্ত্রম্। বস্ত্রপ্রাবরণং বিধত্তে—"গর্ভো বা এষ যদ্দীক্ষিত উল্বং বাসঃ প্রোর্ণুতে তস্মাদ্গর্ভাঃ প্রাবৃতা জায়ন্তে" (সং॰ কা॰ ৬ প্র॰ ১ অ॰ ৩) ইতি। দীক্ষিতস্য গর্ভরূপত্বং বহ্বৃচব্রাহ্মণে প্রপঞ্চিতং—"পুনর্ব্বা এতমৃত্বিজো গর্ভং কুর্ব্বন্তি যং দীক্ষয়ন্তি" ইতি। পটসদৃশং গর্ভবেষ্টনমুল্বং॥ বিপক্ষে বাধকপুরঃসরমাচ্ছাদনস্যাপনয়নকালং বিধত্তে—"ন পুরা সোমস্য ক্রয়াদপোর্ণ্বীত যৎপুরা সোমস্য ক্রয়াদপোর্ণ্বীত গর্ভাঃ প্রজানাং পরাপাতুকাঃ স্যুঃ ক্রীতে সোমেঽপোর্ণুতে জায়ত এব তদথো যথা বসীয়াꣳসং প্রত্যপোর্ণুতে তাদৃগেব তৎ" (সং॰ কা॰ ৬ প্র॰ ১ অ॰ ৩) ইতি। সোমে ক্রীতে তত্তদৈব জায়তে ততো বস্ত্রাপনয়নং যুক্তং। কিং চাত্যন্তধনবন্তং রাজাদিকং প্রতি জনানাং দিদৃক্ষায়াং পার্শ্বস্থৈর্যাষ্টিকাদিভিঃ সভায়া আবরণপটো যথোঽপনীয়তে তাদৃগেব তদিতি দ্রষ্টব্যম্॥ ঊর্গস্যাঙ্গিরসীত্যস্যার্থমাখ্যায়িকয়া দর্শয়ন্মেখলাং বিধত্তে—"অঙ্গিরসঃ সুবর্গং লোকং যন্ত ঊর্জ্জং ব্যভজন্ত ততো যদত্যশিষ্যত তে শরা অভবন্নূর্গ্বৈ শরা যচ্ছরময়ী মেখলা ভবতূর্জ্জমেবাবরুন্ধে" (সং॰ কা॰ ৬ প্র॰ ১ অ॰ ৩) ইতি। অঙ্গিরোনামকানামৃষীণাং পরস্পরমন্নরসে বিভজ্যমানে যদবশিষ্টং তচ্ছরনামকতৃণবিশেষরূপেণাঽবিভূর্তং তস্মাদূর্গসীত্যাদিমন্ত্র উপপন্নঃ॥ মেখলাবন্ধনপ্রদেশং বিধত্তে—"মধ্যতঃ সংনহ্যতি মধ্যত এবাস্মা ঊর্জ্জং দধাতি তস্মান্মধ্যতঃ ঊর্জ্জা ভুঞ্জতে" (শং॰ কা॰ ৬ প্র॰ ১ অ॰ ৩) ইতি। অস্য যজমানস্য শরীরমধ্যে রসং স্থাপয়তি। তস্মাৎ সর্ব্বেঽপি মধ্য ঊর্জ্জা ভুঞ্জতে রসং ধারয়ন্তীত্যর্থঃ॥ প্রকারান্তরেণ মধ্যদেশং স্তৌতি—"ঊর্দ্ধং বৈ পুরুষস্য নাভ্যৈ মেধ্যমবাচীনমমেধ্যং যন্মধ্যতঃ সংনহ্যতি মেধ্যং চৈবাস্যামেধ্যং চ ব্যাবর্ত্তয়তি" (সং॰ কা॰ ৬ প্র॰ ১ অ॰ ৩) ইতি॥ শরময়ত্বং প্রশংসতি—"ইন্দ্রো বৃত্রায় বজ্রং প্রাহরৎ স ত্রেধা ব্যভবৎ স্ফ্যস্তৃতীয়ꣳ রথস্তৃতীয়ং যূপস্তৃতীয়ং যেঽন্তঃ শরা অশীর্য্যন্ত তে শরা অভবন্তচ্ছরাণাꣳ শরত্বং বজ্রো বৈ শরাঃ ক্ষুৎ খলু বৈ মনুষ্যস্য ভ্রাতৃব্যো যচ্ছরময়ী মেখলা ভবতি বজ্রেণৈব সাক্ষাৎ ক্ষুধং ভ্রাতৃব্যং মধ্যতোঽপহতে" (সং॰ কা॰ ৬ প্র॰ ১ অ॰ ৩) ইতি। যে বজ্রস্যান্তঃ শীর্ণাঃ ক্ষুদ্রাবয়বাস্তে শরাখ্যাস্তৃণরূপাঃ শরা অভবন্॥ গুণং বিধত্তে—"ত্রিবৃদ্ভবতি ত্রিবৃদ্বৈ প্রাণস্ত্রিবৃতমেব প্রাণং মধ্যতো যজমানে দধাতি" (সং॰ কা॰ ৬ প্র॰ ১ অ॰ ৩) ইতি। প্রাণাপানব্যানবৃত্তিভিঃ প্রাণস্য ত্রিগুণত্বং॥ গুণান্তরং বিধত্তে—"পৃথ্বী ভবতি রজ্জূনাং ব্যাবৃত্ত্যৈ" (সং॰ কা॰ ৬ প্র॰ ১ অ॰ ৩) ইতি। রজ্জূনা সূক্ষ্মাণাং খট্বাদিস্থিতানাং॥ মেখলাযোক্ত্রয়োর্ব্যবস্থাং বিধত্তে—"মেখলয়া যজমানং দীক্ষয়তি যোক্ত্রেণ পত্নীং মিথুনত্বায়" (সং॰ কা॰ ৬ প্র॰ ১ অ॰ ৩) ইতি। মেখলা যজমানস্য স্ত্রী যোক্ত্ররূপঃ পত্ন্যাঃ পুমানিতি প্রত্যেকং মিথুনত্বং॥

১৩। "ইন্দ্রস্য যোনিরসি মা মা হিꣳসীঃ।"—বৌধায়নঃ—"অথাস্যৈষা কৃষ্ণবিষাণা ত্রিবলির্ব্বা পঞ্চবলির্ব্বা শাণ্যা রজ্জ্বা পরিতৃণ্ণাং তাং যজমানায় প্রযচ্ছতি—ইন্দ্রস্য যোনিরসি মা মা হিꣳসীরিতি যজমানঃ প্রতিগৃহ্ণাতি" ইতি। আপস্তম্বো মন্ত্রৈক্যং মেনে॥ কৃষ্ণবিষাণায়া ইন্দ্রযোনিত্বমাখ্যায়িকয়া বিশদয়ন্বিধত্তে—"যজ্ঞো দক্ষিণামভ্যধ্যায়ত্তাꣳ সমভবত্তদিন্দ্রোঽচায়ৎ সোঽমন্যত যো বা ইতো জনিষ্যতে স ইদং ভবিষ্যতীতি তাং প্রাবিশত্তস্যা ইন্দ্র এবাজায়ত সোঽমন্যত যো বৈ মদিতোঽপরো জনিষ্যতে স ইদং ভবিষ্যতীতি তস্যা অনুমৃশ্য যোনিমাচ্ছিনৎ সা সূতবশাঽভবত্তৎসূতবশায়ৈ জন্ম তাꣳ হস্তে ন্যবেষ্টয়ত তাং মৃগেষু

স্বদধাৎ সা কৃষ্ণবিষাণাঽভবদিন্দ্রস্য যোনিরসি মা মা হিꣳসীতি কৃষ্ণবিষাণাং প্রযচ্ছতি; সযোনিমেব যজ্ঞং করোতি সযোনিং দক্ষিণাꣳ সযোনিমিন্দ্রꣳ সযোনিত্বায়" (সং০ কা০ ৬, প্র০ ১ অ০ ৩) ইতি। যজ্ঞদেবস্য দক্ষিণাদেব্যা সহ যোগমিন্দ্রোঽবগম্য ততো জাতঃ সর্ব্বমিদমৈশ্বর্য্যং প্রাপ্স্যতীতি নিশ্চিত্য স্বয়মেব দক্ষিণাং প্রবিশ্য ততোঽজায়ত। পুনরপি স্বস্মাদপরস্তয়া জনিষ্যমাণঃ সর্ব্বং প্রাপ্স্যতীতি মত্বা মাতুর্যোনিমাচ্ছিনৎ। সা চ মাতা সকৃৎপ্রসূতা পশ্চাদ্বিযোনিত্বেন বন্ধ্যাঽভবৎ। ততো লোকে পশ্চান্নষ্টবীজা মৃতবশা সম্পন্না। ততস্তাং যোনিং হস্তে বেষ্টয়িত্বা পশ্চাদ্বলিভির্যুক্তাং তাং যোনিং কৃষ্ণমৃগেষু নিদধৌ। তত ইয়ং কৃষ্ণবিষাণা যজ্ঞস্য ভোগ্যা যোনির্দ্দক্ষিণায়া অবয়বভূতা যোনিরিন্দ্রস্য কারণভূতা যোনিঃ ॥

১৩। "কৃষ্যৈ ত্বা সুসস্যায়ৈ।" কল্পঃ—"কৃষ্যৈ ত্ব সুসস্যায়া ইতি তয়া বেদেলোষ্টং মুদ্ধন্তি" ইতি। হে লোষ্ট শোভনসস্যোপেত কৃষ্যর্থং ত্বামুদ্ধন্মি ॥ মন্ত্রসামর্থ্যং দর্শয়তি— "কৃষ্যৈ ত্বা সুসস্যায়া ইত্যাহ তস্মাদকৃষ্টপচ্যা ওষধয়ঃ পচ্যন্তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৩); ইতি। নীবারাদয়োঽকৃষ্টপচ্যাঃ ॥

১৪। "সুপিপ্পলাভ্যস্ত্বৌষধীভ্যঃ।"—কল্পঃ—"সুপিপ্পলাভ্যস্ত্বৌষধীভ্য ইত্যর্থে প্রাপ্তে শিরসি কণ্ডূয়তে" ইতি। যদা কণ্ডূয়নপ্রয়োজনং প্রসক্তং তদা কণ্ডূয়তে। হে শিরস্ত্বাং শোভনফলোপেতৌষধ্যর্থং কণ্ডূয়ে ॥ পিপ্পলশব্দসূচিতমাহ—"সুপিপ্পলাভ্যস্ত্বৌষধীভ্য ইত্যাহ তস্মাদোষধয়ঃ ফলং গৃহ্ণন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৩) ইতি ॥ বিপক্ষবাধপুরঃসরং দ্বয়ং বিধত্তে—"যদ্ধস্তেন কণ্ডূয়েত পামনংভাবুকাঃ প্রজাঃ স্যুর্যৎস্ময়েত নগ্নংভাবুকাঃ কৃষ্ণবিষাণয়া কণ্ডূয়তেঽপিগৃহ্য স্ময়তে প্রজানাং গোপীথায়" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৩) ইতি। পামাখ্যরোগযুক্তা দারিদ্র্যেণ বস্ত্ররহিতাশ্চেত্যর্থঃ ॥ বিপক্ষবাধপূর্ব্বকং কৃষ্ণবিষাণায়াস্ত্যাগং বিধত্তে—"ন পুরা দক্ষিণাভ্যো নেতোঃ কৃষ্ণবিষাণামবচৃতেদ্‌যৎ পুরা দক্ষিণাভ্যো নেতোঃ কৃষ্ণবিষাণামবচৃতেদ্‌যোনিঃ প্রজানাং পরাপাতুকা স্যান্নীতাসু দক্ষিণাসু চাত্বালে কৃষ্ণবিষাণাং প্রাস্যতি যোনির্ব্বৈ যজ্ঞস্য চাত্বালং যোনিঃ কৃষ্ণবিষাণা যোনাবেব যোনিং দধাতি যজ্ঞস্য সযোনিত্বায়" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৩) ইতি। দক্ষিণাভ্যো নেতোর্দ্দক্ষিণানামৃত্বিগ্‌ভিরপনয়নাৎ। অবচৃতেৎ পরিত্যজেৎ। চাত্বালাদ্ধিষ্ণিয়ানুপবপতীতি চাত্বালনামকাদ্‌গর্ত্তাদ্ধিষ্ণিয়ানামুৎপত্তের্ব্বিধাস্যমানত্বাচ্চাত্বালস্য যজ্ঞযোনিত্বং ॥

১৫। "সুপস্থা দেবো বনস্পতিরূর্দ্ধ্বো মা পাহ্যোদৃচঃ।"—বৌধায়নঃ—"অথাস্মা ঊর্দ্ধ্বাগ্রমৌদুম্বরং দণ্ডং প্রযচ্ছতি মুখেন সংমিতꣳ সুপস্থা দেবো বনস্পতিরূর্দ্ধ্বো মা পাহ্যোদৃচ ইতি যজমানঃ প্রতিগৃহ্ণাতি" ইতি। আপস্তম্বো মন্ত্রৈক্যমাহ—"সুপস্থা দেবো বনস্পতিরিতি তং যজমানঃ প্রতিগৃহ্য" ইতি। দণ্ডরূপো বনস্পতিকার্য্যো দেবঃ সুপস্থাঃ। সুষ্টূপস্থীয়তেঽবষ্টভ্যতে মৈত্রাবরুণেন প্রৈষকাল ইতি সুপস্থাঃ। হে তাদৃগ্দণ্ড ত্বমূর্দ্ধ্বস্থিত আ সমাপ্তের্ম্মাং পালয়। যজমানায় দণ্ডপ্রদানং বিধত্তে—"বাগ্বৈ দেবেভ্যোঽপাক্রামদ্‌যজ্ঞায়াতিষ্ঠমানা সা বনস্পতীন্ প্রাবিশৎ সৈষা বাগ্বনস্পতিষু বদতি যা দুন্দুভৌ যা তূণবে যা বীণায়াং যদ্দীক্ষিতদণ্ডং প্রযচ্ছতি বাচমেবাবরুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৪) ইতি। তূণবো বেণুঃ ॥ ক্রমেণ গুণৌ বিধত্তে—"ঔদুম্বরো ভবত্যূর্গ্বা উদুম্বর ঊর্জ্জমেবাবরুন্ধে মুখেন সংমিতো

ভবতি মুখত এবাস্মা ঊর্জ্জং দধাতি তস্মান্মুখত ঊর্জ্জা ভুঞ্জতে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৪) ইতি॥ যজমানস্য দণ্ডত্যাগং বিধত্তে-"ক্রীতে সোমে মৈত্রাবরুণায় দণ্ডং প্রযচ্ছতি মৈত্রাবরুণো হি পুরস্তাদৃত্বিগ্ভ্যো বাচং বিভজতি তামৃত্বিজো যজমানে প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৪) ইতি। মৈত্রাবরুণস্তত্র তত্র প্রৈষৈস্তেভ্য ঋত্বিগ্ভ্যো মন্ত্রান্বিভজতি। তে চ ঋত্বিজো যজমানার্থং তান্ মন্ত্রান্ পঠন্তি। অতো মৈত্রাবরুণস্য বাগ্রূপো দণ্ডো যুক্তঃ॥

১৬। "স্বাহা যজ্ঞং মনসা স্বাহা দ্যাবাপৃথিবীভ্যাᳫ।" (১৭) "স্বাহোরোরন্তরিক্ষাৎ স্বাহা যজ্ঞং বাতাদা রভে।"—বৌধায়নঃ—"অথৈনং যজ্ঞস্যারম্ভং বাচয়তি স্বাহা যজ্ঞং মনসা স্বাহা দ্যাবাপৃথিবীভ্যাᳫ স্বাহোরোরন্তরিক্ষাৎ স্বাহা যজ্ঞং বাতাদা রভ ইতি" ইতি। আপস্তম্বঃ— "অথাঙ্গুলীর্ন্যঞ্চতি স্বাহা যজ্ঞং মনসেতি দ্বে স্বাহা দিব ইতি দ্বে স্বাহা পৃথিব্যা ইতি দ্বে স্বাহোরোরন্তরিক্ষাদিতি দ্বে স্বাহা যজ্ঞং বাতাদা রভ ইতি মুষ্টী করোতি বাচং যচ্ছতি" ইতি। স্বাহাশব্দেনাব্যয়েন যথা ব্রাহ্মণমর্থা উপলক্ষণীয়াঃ। মনসা যজ্ঞমভিগচ্ছামি। দ্যাবাপৃথিব্যো-রন্তরিক্ষে চ যজ্ঞ আশ্রিতঃ। সাক্ষাদেব যজ্ঞং বায়োঃ প্রসাদাদারভে। সোঽয়মুপলক্ষণপ্রকারঃ॥ তদেতদ্দর্শয়তি—"স্বাহা যজ্ঞং মনসেত্যাহ মনসা হি পুরুষো যজ্ঞমভিগচ্ছতি স্বাহা দ্যাবা-পৃথিবীভ্যামিত্যাহ দ্যাবাপৃথিব্যোর্হি যজ্ঞঃ স্বাহোরোরন্তরিক্ষাদিত্যাহান্তরিক্ষে হি যজ্ঞঃ স্বাহা যজ্ঞং বাতাদা রভ ইত্যাহায়ং বাব যঃ পবতে স যজ্ঞস্তমেব সাক্ষাদারভতে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৪) ইতি। বাতস্য ক্রিয়াহেতুত্বাদযজ্ঞরূপত্বং। অত্র দ্বয়োর্হস্তয়োঃ কনিষ্ঠিকামারভ্য চতসৃণামঙ্গুলীনাং চতুর্ভির্মন্ত্রৈর্ন্যগ্ভাবঃ। পঞ্চমেন মন্ত্রেণাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং দৃঢ়মুষ্টিবন্ধো বাঙ্নিয়মশ্চ। তদেতদ্বিধত্তে—"মুষ্টী করোতি বাচং যচ্ছতি যজ্ঞস্য ধৃত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৪) ইতি। অপ্রমত্তত্বং যজ্ঞধৃতিঃ॥ অধ্বর্য্যোঃ কঞ্চিন্মন্ত্রমুৎপাদ্য বিনিযুঙ্ক্তে—"অদীক্ষিষ্টায়ং ব্রাহ্মণ ইতি ত্রিরুপাᳫশ্বাহ দেবেভ্য এবৈনং প্রাহ ত্রিরুচ্চৈরুভয়েভ্য এবৈনং দেবমনুষ্যেভ্যঃ প্রাহ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৪) ইতি॥ স্বীকৃতবাঙ্নিয়মস্য নক্ষত্রোদয়াৎ পুরা বিমোকং নিষেধতি। "ন পুরা নক্ষত্রেভ্যো বাচং বিসৃজেদযৎপুরা নক্ষত্রেভ্যো বাচং বিসৃজেদ্যজ্ঞং বিচ্ছিন্দ্যাৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৪)॥

কালবিশেষে নিয়মমোকং বিধত্তে, বিমোককালে চ বক্তব্যং কঞ্চিৎপ্রৈষমন্ত্রমুৎপাদয়তি— উদিতেষু নক্ষত্রেষু ব্রতং কৃণুতেতি বাচং বিসৃজতি যজ্ঞব্রতো বৈ দীক্ষিতো যজ্ঞমেবা ভি বাচং বিসৃজতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০১ অ০ ৪) ইতি। যজ্ঞার্থং স্বীকৃতং বাঙ্নিয়মাদিরূপং ব্রতং যস্যাসৌ যজ্ঞব্রতঃ। তথা সত্যস্য ক্ষীরসম্পাদনপ্রৈষস্যাপি যজ্ঞার্থত্বান্নায়ং বাগ্বিমোকো দোষকারী॥ নক্ষত্রোদয়াৎ পুরা লৌকিকবাগুচ্চারণে প্রায়শ্চিত্তমাহ—"যদি বিসৃজেদ্বৈষ্ণবীমৃচমনুব্রূয়াদ্যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুর্যজ্ঞেন যজ্ঞᳫ সন্তনোতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৪) ইতি। বৈষ্ণবী বিষ্ণো ত্বং নো অন্তম ইতি কেচিৎ। ইদং বিষ্ণুরিত্যন্যে॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—"আকূত্যৈ জুহুয়াৎ ষড়্ভি-ঋর্ক্সামেত্যজিনং স্পৃশেৎ। ইমামজিনমারোহেদ্বয়াতূর্গতি মেখলাং॥ ১॥ বিষ্ণোঃর্মন্ত্রেণোর্ণুতে তং নক্ষেত্যাবেয়ষ্টৈস্ছিরঃ। ইন্দ্র দদ্যাৎ কৃষ্ণশৃঙ্গং কৃষ্যে গোষ্টোঽকৃতিস্তথা॥ ২ সুপি কণ্ডূয়নং মূর্দ্ধ্নি স্থপ দণ্ডপারগ্রহঃ। স্বাহাঽঙ্গুলীর্ন্যোঞ্চেৎ পঞ্চভেদেন বিংশতিঃ॥ ৩॥" ইতি।

অথ মীমাংসা ।

পঞ্চমাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে চিন্তিতম্—"ইষ্টিদণ্ডাদিভির্দীক্ষা কিং বেষ্ট্যেবোক্তিতঃ ক্রমাৎ । যুক্তঃ সংস্কারঃ ইষ্ট্যৈব দণ্ডাদের্ব্যঞ্জকত্বতঃ" ইতি ॥ জ্যোতিষ্টোমে দীক্ষাপ্রকরণে শ্রূয়তে—'অগ্নাবৈষ্ণবমেকাদশকপালং নির্ব্বপেদ্দীক্ষিষ্যমাণঃ" ইতি । অন্যদপি শ্রুতং—দণ্ডেন দীক্ষয়তি মেখলয়া দীক্ষয়তি কৃষ্ণাজিনেন দীক্ষয়তি" ইতি । তত্রেষ্টিবদ্দণ্ডাদীনামপি সাধনত্বাভিধানাৎ সর্ব্বৈরিয়ং দীক্ষেতি চেন্নৈবম্ । ইষ্টেঃ ক্রিয়ারূপত্বাৎ সংস্কারহেতুত্বং যুক্তং । দণ্ডাদয়স্তু দ্রব্যরূপা ন পুরুষং সংস্কর্ত্তুং প্রভবন্তি । ন চৈতাবতা দণ্ডাদিবৈয়র্থ্যং, দীক্ষিতোঽয়মিত্যভিব্যক্তিরূপস্য দৃষ্টস্য প্রয়োজনস্য সদ্ভাবাৎ । তস্মাদিষ্ট্যৈব দীক্ষা সিধ্যতি ।

তৃতীয়াধ্যায়স্য সপ্তমপাদে চিন্তিতম্—দণ্ডদীক্ষা দক্ষিণা তু শতং দ্বাদশভির্যুতম্ । দ্বয়ার্থমুত মুখ্যার্থং সোমস্যেত্যুক্তিসম্ভবাৎ ॥ মুখ্যাঙ্গদ্বয়গং নৈবং পারম্পর্য্যবিড়ম্বনা । বচনস্য ন যুক্তাঽতঃ প্রধানার্থমিদং স্থিতং" ইতি ॥ জ্যোতিষ্টোমে দীক্ষাদক্ষিণে শ্রূয়েতে—"দণ্ডেন দীক্ষয়তি" ইতি । "তস্য দ্বাদশশতং দক্ষিণা" ইতি চ । তত্র দীক্ষা মুখ্যাঙ্গয়োরুপকরোতি । তথা দক্ষিণাঽপি । ন চ বাচ্যং দীক্ষা সোমস্য দক্ষিণা সোমস্যাতিবাক্যে ষষ্ঠ্যা মুখ্যসম্বন্ধ এবাবগম্যতে ন ত্বঙ্গসম্বন্ধ ইতি । দীক্ষাদক্ষিণে সাক্ষাৎ সোমেনৈব সম্বধ্নীতাং স সোম পুনরঙ্গৈঃ সম্বধ্যত ইতি পরম্পরয়া দীক্ষাদক্ষিণয়োরঙ্গৈরপি সম্বন্ধোঽস্তি । তস্মাদুভয়ার্থং দীক্ষাদিকমিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—অব্যবহিতসম্বন্ধ এব ষষ্ঠ্যা অভিধেয়োঽর্থঃ । তদ সম্ভবে তু পরম্পরয়া সম্বন্ধঃ কথঞ্চিদ্গৃহ্যেত । ইহ তু তৎসম্ভবাৎ পারম্পর্য্যং ন যুক্তং । তস্মাৎ প্রধানার্থং দীক্ষাদিকম ॥

চতুর্থাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে চিন্তিতম্—"মৈত্রাবরুণকে দণ্ডদানস্য প্রতিপত্তিতা । উতার্থকর্ম্মতাঽন্ত্যোঽস্ত ধারণে কৃতকৃত্যতঃ ॥ যুক্তোপযুক্তসংস্কারাদুপযোক্তব্যসংক্রিয়া । স্থিত্বা প্রৈষানুবচনে দণ্ডোঽপেক্ষ্যোঽর্থকর্ম্ম তৎ" ইতি ॥ জ্যোতিষ্টোমে শ্রূয়তে—"ক্রীতে সোমে মৈত্রাবরুণায় দণ্ডং প্রযচ্ছতি" ইতি । তদেতদ্দণ্ডদানং প্রতিপত্তিকর্ম্ম । কুতঃ । দণ্ডস্য যজমানধারণেন কৃতকৃত্যত্বাৎ । যজমানো হ্যধ্বর্য্যুণা দীক্ষাসিদ্ধ্যর্থং দত্তং দণ্ডমাসোমক্রয়াদ্ধারয়তি । অত এবাঽম্নাতং—"দণ্ডেন দীক্ষয়তি" ইতি । "যদ্দীক্ষিতদণ্ডং প্রযচ্ছতি" ইতি চ । তস্মাদুপযুক্তস্য দণ্ডস্য দানং প্রতিপত্তিরিতি চেন্নৈবং । দণ্ডে ভবিষ্যদুপযোগস্যাপি সদ্ভাবাৎ । যদা মৈত্রাবরুণঃ স্থিত্বা প্রৈষানন্বুবক্ষ্যতি তদানীমবলম্বনায় দণ্ডোঽপেক্ষিতঃ । অত এবাঽম্নাতং—"দণ্ডী প্রৈষানন্বাহ ইতি । তথা প্রতিপত্তিরূপাদুপযুক্তসংস্কারাদর্থকর্ম্মরূপ উপযোক্ষ্যমাণঃ সংস্কারঃ প্রশস্তঃ । উপযোজয়িতুমেব হি সর্ব্বত্র সংস্কারস্য প্রবৃত্তিঃ । উপযুক্তে তু প্রতিপত্তিরূপস্য সংস্কারস্যাঽদরমাত্রপর্যবসায়িত্বেন তৎকার্য্যপর্য্যবসানাভাবাদপ্রশস্তত্বম্ । তস্মান্মৈত্রাবরুণসংস্কারায় দণ্ডদানমর্থকর্ম্ম । তথা সতি নিরূঢ়পশাবসত্যপি দীক্ষিতে দণ্ড সংপাদনশ্চৈতদ্দানং প্রযোজকং । তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে চিন্তিতম্—"উত্তিষ্ঠন্ প্রবদেদগ্নীনিত্যাদিকং তথা । কৃণুত ব্রতমিত্যেবং পঠন্বাচো বিমুঞ্চতে ॥ মন্ত্রৌ বিধেয়ৌ কালো বা মন্ত্রাবুত্থানমোকয়োঃ বিনিযোজ্যৌ ন কালস্য লক্ষণা যুজ্যতে বিধৌ ॥ মন্ত্রার্থানন্বয়াত্তত্র তদ্বিধির্নৈব শক্যতে । আগত্যা লক্ষণাঽপ্যস্ত তেন কালো বিধীয়তে" ইতি ॥ জ্যোতিষ্টোমে সমামনন্তি—"উত্তিষ্ঠন্নাহাগ্নীদগ্নীন্বিহর" ইতি । তথা ব্রতং কৃণুতেতি বাচং বিসৃজতি" ইতি । তত্রাঽগ্নীধ্রং সম্বোধ্যাগ্নিবিহরণাদিপ্রৈষরূপো মন্ত্রোঽনেন

বাক্যেনোত্থানশেষতয়া বিনিযুজ্যতে। তথা মুষ্টিং কৃত্বা নিয়মিতবাচো দীক্ষিতস্য বাগ্বিমোকে ব্রতং কৃণুতেতি মন্ত্রো বিনিযুজ্যতে। ন চাত্রোত্থানবিমোকশব্দৌ কাললক্ষকৌ তৎকালয়োর্ব্বিধেয়ত্বে সতি লক্ষণায়া অন্যায্যত্বাদিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—অগ্নিবিহরণপ্রৈষে পয়ঃপানরূপব্রতসম্পাদনপ্রৈষে চান্বিতাবেতৌ মন্ত্রৌ ন তুত্থানে বাগ্বিমোকে চ। অতোঽসমর্থয়োর্ব্বিনিয়োগাসম্ভবাদগত্যা লক্ষণামপ্যঙ্গীকৃত্য কালো বিধীয়তে॥

অথ ছন্দঃ।

আপো দেবীরিতি ত্রিপদা বিরাট্। বিশ্বে দেবস্যেত্যনুষ্টুপ্। ইমাং ধিয়মিতি ত্রিষ্টুপ্॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়প্রপাঠকে দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ॥ ২॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

— * —

দ্বিতীয় অনুবাকে দীক্ষা-বিধি কথিত হইতেছে। প্রাচীনবংশ শাখায় প্রবেশ করিবার প্রক্রিয়া-পদ্ধতি প্রথম অনুবাকে পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। দীক্ষা-নিয়ম রূপ তপের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত শালাপ্রবিষ্ট দীক্ষাভিলাষী ব্যক্তির শরীর-শুদ্ধি সংসাধিত হইলে, দেবযজনে তাঁহার অধিকার জন্মে। তাহার পর তাঁহার দীক্ষা-বিধি। সুতরাং দীক্ষণীয়-ইষ্টিতে মন্ত্র-সমূহের অতিদেশ-প্রযুক্ত দীক্ষাহুতি-বিষয়ক মন্ত্র-সমূহ এই দ্বিতীয় অনুবাকে উক্ত হইয়াছে। ভাষ্যকার এবম্প্রকার অনুক্রমণ করিয়া অনুবাকের মন্ত্র-সমূহের অর্থ-নিষ্কাশনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

বিনিয়োগ-সংগ্রহে দ্বিতীয় অনুবাকের মন্ত্র-সমূহের যে প্রয়োগ-প্রক্রিয়ার উল্লেখ আছে, নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে; যথা,—'আকূত্যৈ' প্রভৃতি ছয়টী মন্ত্রে অগ্নিতে প্রথমে আহুতি দিবে। তার পর 'ঋক্সাময়োঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে কৃষ্ণাজিন স্পর্শ করিবার বিধি। 'ইমাং ধিয়ং' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই কৃষ্ণাজিনের উপর আরোহণ করিয়া, 'উর্গস্যাঙ্গিরস্যূর্ণম্রদা' প্রভৃতি মন্ত্রে মেখলা-বন্ধন করিবে। তার পর 'বিষ্ণোঃ শর্ম্মাসি' প্রভৃতি মন্ত্রে উর্ণাতন্তু নির্ম্মিত বস্ত্র গ্রহণ করিয়া, 'নক্ষত্রাণাং' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই বস্ত্র দ্বারা মস্তক বেষ্টন অর্থাৎ আবৃত করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। 'ইন্দ্রস্য যোনিরসি' প্রভৃতি মন্ত্রে কৃষ্ণসার-মৃগের শৃঙ্গ গ্রহণ করিয়া 'কৃষ্যৈ' মন্ত্রে তাহাকে ভূমিতে স্থাপিত করিবে এবং 'সুপিপ্পলাভ্যঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে শিরঃকণ্ডুয়ন এবং 'সুপস্থা' প্রভৃতি মন্ত্রে দণ্ডগ্রহণ। তদনন্তর 'স্বাহা যজ্ঞং মনসা স্বাহা' প্রভৃতি মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে হইবে। বিনিয়োগ-সংগ্রহ মতে দ্বিতীয় অনুবাকে বিংশতি-সংখ্যক মন্ত্রের সমাবেশ আছে। যাহা হউক, মন্ত্রের এবম্বিধ প্রয়োগ ও বিনিয়োগ অনুসারে ভাষ্যকার মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। আমরা একে একে তদ্বিষয়ের আলোচনা করিতেছি। তাহাতে বুঝা যাইবে,—বিনিয়োগে যে মন্ত্রে যে প্রক্রিয়া উপলক্ষিত, ভাষ্যে সেই মন্ত্রে তৎ-সাধনোপযোগী সেই সামগ্রীই লক্ষিত হইয়াছে এবং সেই ভাবেই ভাষ্যকার মন্ত্রের সম্বোধনাদি অধ্যাহার করিয়া লইয়াছেন।

প্রথম-দৃষ্টিতে এই অনুবাকের প্রথম পাঁচটী মন্ত্র সহজবোধ্য বলিয়া প্রতীত হইলেও ভাবোদ্ধারে বড়ই প্রয়াস পাইতে হয়। অগ্নির বিশেষণ-পদগুলি বিশেষ সংশয়-সমস্যা উৎপাদন করে। ভাষ্যে দৃষ্ট হয়—এই মন্ত্র-পাঁচটী হোমকার্য্যে প্রযুক্ত। প্রত্যেক মন্ত্র উচ্চারণে স্রুকের দ্বারা আজ্যস্থালি হইতে দীক্ষাহুতি প্রদান করিতে হয়। ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—'যজ্ঞ করিব—এইরূপ মানস সঙ্কল্প আকূতি বলিয়া অভিহিত। নির্ব্বিঘ্নে সেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়, তদুদ্দেশ্যে অগ্নিতে এই হবিঃ আহুতি প্রদান করিতেছি। শ্রুতিগত ফল-সাধনধারণাশক্তি—মেধা। সেই মেধা সিদ্ধির নিমিত্ত আমার মনোভিমানী অগ্নিতে এই হবিঃ আহুতি প্রদান করি। ব্রতনিয়ম দীক্ষাপদবাচ্য। দীক্ষাসিদ্ধির নিমিত্ত আমার শারীর-তপোভিমানী বহ্নিতে এই হবি সুহুত হউক। মন্ত্রোচ্চারণশক্তি সরস্বতীপদবাচ্য। তৎসিদ্ধির নিমিত্ত আমার বাগিন্দ্রিয়পোষক অগ্নিতে এই হবিঃ সুহুত হউক। বৃহস্পতি হবিদ্বারা আমাদিগকে প্রবর্দ্ধিত করুন। হে আপ! তুমিও আমাদিগকে প্রবর্দ্ধিত কর। দ্যাবাপৃথিবীও আমাদিগের পরিবর্দ্ধন-সাধন করুক। বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ আমাদিগকে প্রবর্দ্ধিত করুক। কিরূপ আপ? বৃষ্টিরূপে দ্যুলোক হইতে আগত বলিয়া দেবী এবং বহুল; এবং শস্যপাচন দ্বারা জগতে শস্যবৃদ্ধিকারী। সেই আপ আমাদিগকে প্রবর্দ্ধিত করুক। *

আমরা যে মন্ত্রার্থ আম্নন করিয়াছি, তাহা আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ অনুধাবন করিলেই উপলব্ধি হইতে পারিবে। এক্ষণে তাহার সঙ্গতির বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাইতেছে। ভাষ্যকার প্রথম চারি মন্ত্রস্থ 'অগ্নি' শব্দে সাধারণ অগ্নিকেই অভিহিত করিয়াছেন। আমরা ঐ পদে জ্ঞানাগ্নি (জ্ঞানদেবকে) লক্ষ্য করিয়াছি। কারণ, সোম-যাগ বা দর্শপৌর্ণমাস যাগের লৌকিক হোমাগ্নি কেবল হবির্দ্রব্য ভস্মসাৎ করেন। আর জ্ঞানাগ্নি মানবের কৃত সকল কর্ম্মের ক্ষয় বিধান করিয়া থাকেন—'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।" আমরা মনে করি, যে ফল কামনা করিয়া তদুদ্দেশ্যে যাহাই অর্পিত

---

* এই পাঁচটী মন্ত্র শুক্লযজুর্ব্বেদ-সংহিতার (চতুর্থ অধ্যায়, সপ্তম কণ্ডিকা) পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে মহীধরকৃত ভাষ্যে মন্ত্রসমূহে যে ভাব প্রকাশিত আছে, এস্থলে তাহা প্রদান করিতেছি। মহীধরের সেই ভাষ্য অনুসারে এ মন্ত্র-পাঁচটীতে যে অর্থ উপলব্ধ হয়, তাহার একটু পরিচয় নিম্নে দেওয়া যাইতেছে; যথা,—

(১) 'যজ্ঞ করিব'—এইরূপ মানস-সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্য সেই সঙ্কল্প-সিদ্ধির প্রযোজক অগ্নিদেবের উদ্দেশে ইহা সুহুত হউক। (২) মন্ত্রে ও তন্ত্রে ধারণাশক্তি-সিদ্ধির জন্য মনোঽভিমানী অগ্নিদেবের উদ্দেশে (ইহা) সুহুত হউক। (৩) ব্রতনিয়ম-সিদ্ধির নিমিত্ত মদীয় শারীরতপোঽভিমানী অগ্নিদেবের উদ্দেশে (ইহা) সুহুত হউক। (৪) মন্ত্রোচ্চারণশক্তি-সিদ্ধির জন্য বাগিন্দ্রিয়পোষক অগ্নিদেবের উদ্দেশে (ইহা) সুহুত হউক। (৫) হে জলরাশি! হে দ্যাবাপৃথিবী! হে বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ! তোমাকে এবং বৃহস্পতিকে হবিঃ দান করিতেছি। তাহা সুহুত হউক। কিরূপ জলরাশি? দ্যোতমানা, প্রভূতা এবং জগতের সুখজনিকা।'

হউক না কেন, তাহা সকলই সেই জ্ঞানদেব ভগবানে গিয়া পৌঁছায়। সুতরাং এই উদার সার্ব্বজনীন ভাব গ্রহণ করাই সঙ্গত মনে করিলাম। মন্ত্র যে কার্য্যেই বিনিযুক্ত হউক, তাহার অর্থ উদার ও সঙ্কীর্ণতাহীন হওয়াই সঙ্গত। এস্থানেও অনুবাকের প্রথম মন্ত্রস্থ 'আকূত্যৈ' পদে, তদনুসারে, 'উদ্বোধন (তত্ত্বজ্ঞান) যজ্ঞ করিব'—এইরূপ সঙ্কল্প অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছি। মেধা (১ম মন্ত্রস্থ) ও দীক্ষা (২য় মন্ত্রস্থ) শব্দেও সেইরূপ ভাব নিষ্কাশিত করা হইয়াছে। মেধা— ভগবদ্বিষয়ক ধারণা-শক্তি। দীক্ষা ব্রতনিয়ম অর্থাৎ সৎকর্ম্ম-নিবহ। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে সাধকের ক্রমোন্নতির ভাব দ্যোতিত হইতেছে। প্রথমে কার্য্য করিবার সঙ্কল্প (মানস – ইচ্ছা) জন্মে, পরে তদ্বিষয়ের ধারণা (পুনঃপুনরনুশীলন দৃঢ়তা) হয়; শেষে সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান। এখানে 'আকূত্যৈ', 'মেধায়ৈ' ও 'দীক্ষায়ৈ' পদত্রয়ে মন্ত্রে সেই ভাবই দ্যোতনা করিতেছে। ভগবান্ (জ্ঞানদেব) সর্ব্বময়,—বিশ্বাত্মা এবং সর্ব্বসিদ্ধিদাতা। যিনি (সাধক) যে ভাবে তাঁহাকে ভাবনা করেন, উপাসনা করেন, যে অভীষ্ট-ফল কামনা করেন; ভগবান্ তাঁহাকে (সাধককে) সেই ভাবে উদ্ধার করিয়া তাঁহার অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকেন। তাই সাধক গাহিয়াছেন—"যে ভাবে যে ভাব সে ভাবে তারে, তার হে কৃপাময় এ ভব দুস্তরে।" এক্ষেত্রেও 'প্রযুজে', 'মনসে' ও 'তপসে'—অগ্নির এই বিশেষণপদত্রয়ে সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। সাধক সাধনার ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, তাহাই (হৃদ্গত সত্ত্বভাব—ভক্তি জ্ঞান) 'স্বাহা' বলিয়া ভগবানে অর্পণ করিতেছেন। ভাষ্যকার 'স্বাহা' পদের 'সুহুতমস্তু' প্রতিবাক্য আমনন করিয়াছেন; কিন্তু কি সুহুত হইবে, তাহার কোনও উল্লেখ করেন নাই। মনে হয়—হোম-কার্য্যে মন্ত্র প্রযুক্ত বলিয়া 'হবিঃ' (ঘৃতাদি) ভাষ্যকারের আহুতির (স্বাহা প্রতিপাদ্যে) কর্ম্মরূপে লক্ষিত হইয়াছে। চতুর্থ মন্ত্রে বাক্‌সংযম বাক্‌সিদ্ধির জন্য বাগিন্দ্রিয়পোষক ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানান হইতেছে। ভাষ্যকারও সেই ভাবই অভিব্যক্ত করিয়াছেন।

পঞ্চম মন্ত্রে জল-স্থল স্বর্গ-মর্ত্ত্য-অন্তরিক্ষ - সর্ব্বত্র ভগবানের বিভূতি-দর্শন, ভগবানের সত্তা উপলব্ধি ও তাঁহাদিগের উদ্দেশে নিজের সত্তা বিনিয়োগের ভাব প্রকাশিত হইতেছে। আমরা 'জল' 'স্বর্গ' 'মর্ত্ত্য' ও 'অন্তরিক্ষ' অর্থ গ্রহণ করিয়া সেই সেই পদে তত্তদধিষ্ঠাতৃ 'দেব' বা দেববিভূতি—এইরূপ অলৌকিক অর্থ স্বীকার করিয়াছি। অলৌকিক বেদের সঙ্গে লৌকিক পদার্থের সম্বন্ধ যোজনা না করাই সঙ্গত মনে হয়। সেইজন্য 'উরো' ও 'অন্তরিক্ষ' স্থলে বচনব্যত্যয় (বহুবচন স্থানে একবচন) স্বীকার করা হইয়াছে। আর 'বৃহতাং দেবানাং পতিঃ' এই সমাসমূলে 'বৃহস্পতি' পদে বোধিদেব অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত আর কোনও মতদ্বৈধ ঘটে নাই। আমাদের ব্যাখ্যা আলোচনা করিলে তাহা সহজেই উপলব্ধ হইবে। তবে পঞ্চম মন্ত্রের অন্তর্গত আপঃ, দ্যাবাপৃথিবী, উরো, অন্তরিক্ষ, বৃহতীঃ, বিশ্বশম্ভুবঃ প্রভৃতি পদ সেই একই 'দেবীঃ' পদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে মনে করিলে, মন্ত্রার্থের অধিকতর সঙ্গতি হইত বলিয়াই মনে হয়। তাহাতে বুঝাইত—সেই দেবীগণ কেমন? তাঁহারা 'আপঃ' অর্থাৎ স্নেহসত্ত্বভাবাদিরূপে প্রকাশমানা। তাঁহারা 'দ্যাবাপৃথিবীঃ' অর্থাৎ স্বর্গস্থ ও জগতস্থ সত্ত্বভাবনিবহের অভ্যন্তরবর্ত্তী; ইত্যাদি। এইরূপে এক এক বিভূতির মধ্য

দিয়া তাঁহারা 'বিশ্বসম্ভুবঃ' অর্থাৎ সংসারের সুখজনয়িত্রী হইয়া বিদ্যমান্ আছেন মনে করিলে, মন্ত্রার্থ অধিকতর সরল ও সঙ্গত হইত। তাহাতে ভাব দাঁড়াইত,—সেই যে দেবীগণ বা দেব-বিভূতিসমূহ তাঁহাদিগকে আমরা আমাদিগের সত্ত্বভাবসমূহ প্রদান করিতেছি; অর্থাৎ সকল বস্তুতে সকল কার্য্যে আমরা সতের অনুসরণ করিতেছি।' এই ভাবই প্রকৃষ্ট ভাব নহে কি?

ষষ্ঠ মন্ত্রের ('বিশ্ব দেবস্য' প্রভৃতি মন্ত্রের) ভাবার্থ বিষয়ে ভাষ্যের সহিত আমাদের অল্পই মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে। কয়েকটী পদের অর্থ লইয়াই সে মতপার্থক্য। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা-দৃষ্টে ও প্রচলিত ভাষ্য-দৃষ্টে সে বিষয় সহজেই অনুমিত হইবে। ভাষ্যানুসরণে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—'বিশ্বাত্মক জগন্নির্ব্বাহক দেবতার সখ্য মরণবান যজমান সহসা কামনা করেন। এবম্প্রকার স্তোত্রের দ্বারা সেই সখিত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশ্বাত্মক ধন ও যশ তাঁহার নিকট প্রাপ্ত হয়। আর যজ্ঞপোষণের নিমিত্ত তাঁহার নিকট ধন প্রার্থনা করে। এই হবিঃ সুহুত হউক।' ভাষ্য-দৃষ্টে প্রতীত হয়,—এই মন্ত্রটী ঔদ্‌গ্রভণ হোম-কার্য্যে বিনিযুক্ত হইয়া থাকে। চতুর্গৃহীত গ্রহণ করিয়া আজ্যপূর্ণ স্রুকের দ্বারা এই হোম করিবার বিধি। যাহা হউক, মন্ত্রটীকে মুক্তিপথের একটী স্তর বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। মন্ত্র ভগবানের মহিমা প্রকাশ করিতেছে; বলিতেছে,—'ভগবান্ লীলাময়। তাঁহার লীলাচক্রে এই জগৎ আবর্ত্তিত ও পরিবর্ত্তিত হইতেছে তিনি মুক্তির প্রধান সহায়। এই বিশ্ববাসী মানব তাঁহার সাহায্য-প্রার্থনা করিতেছেন। ধনার্থী ধন কামনা করিতেছেন, জ্ঞানার্থী জ্ঞান ভিক্ষা করিতেছেন, আবার যশপ্রার্থী যশঃ চাহিতেছেন। যিনি সাত্ত্বিক হইতে ইচ্ছুক, তিনি সত্ত্ব-শান্তি ভক্তি প্রার্থনা করিতেছেন। ভগবান সর্ব্বাভীষ্টপূরক। চাওয়ার মত চাহিতে পারিলে, তিনি সকলের সকল কামনাই পূর্ণ করেন।' মন্ত্রে এইরূপে লীলাময়ের লীলা-মহিমা ঘোষিত হইয়াছে।

যে কয়টী পদের অর্থ-বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের মতানৈক্য ঘটিয়াছে, তদ্বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। ভাষ্যে 'দেবস্য' পদের 'দানাদিগুণযুক্তস্য সবিতুঃ' প্রতিবাক্য পরিদৃষ্ট হয়। সে অর্থও অসঙ্গত নহে। পরন্তু 'দেব' শব্দের মূল দিব্ ধাতুতে 'ক্রীড়া' অর্থ অভিহিত হয়। তদনুসারে এখানে আমরা 'লীলাময়' অর্থ গ্রহণ করিতেছি। লীলা ও ক্রীড়া এক পর্য্যায়ক শব্দ। যাঁহার লীলায় এ জগৎ পরিচালিত, তাঁহার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা সঙ্গত। 'সখ্য' শব্দে সখিভাব বা সাহায্য—এক অভিন্ন ভাবই দ্যোতিত হয়। * ভাষ্যকার 'ইষুধ্যসি' পদের যে 'যাচ্ঞার্থ' অভিহিত করিয়াছেন, আমরাও সেই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। এখন মন্ত্রের শেষ 'স্বাহা' পদের অর্থ অনুধাবন করুন। ভাষ্যে এ পদের কোনও অর্থ প্রকাশিত দেখা যায় না। আমরা ঐ পদে 'এষা প্রার্থনা সিধ্যতু'—'আমাদের পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনা সিদ্ধ হউক'

---

* শুক্লযজুর্ব্বেদের চতুর্থ অধ্যায়ে অষ্টম কণ্ডিকায় এই মন্ত্র দৃষ্ট হয়। সেখানে মহীধরের ভাষ্যে যে ভাব উপলব্ধ হয়, তাহা এই,—সকল মনুষ্য ফলপ্রাপক ও দানাদিগুণযুক্ত সবিতার সখিভাব (সখ্য) প্রার্থনা করেন; এবং সকল ব্যক্তিই ধনের জন্য সাবিতাকে প্রার্থনা করেন ও যশ বা অন্ন তাঁহার নিকট কামনা করেন। কি জন্য? প্রজাপালনের জন্য। যিনি এইরূপ সবিতা, তাঁহার উদ্দেশে ইহা সুহুত হউক।"

অথবা 'অস্মদনুষ্ঠিতং যজ্ঞঃ সুহুতমস্তু' অর্থাৎ 'আমাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সুসম্পন্ন হউক'—এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছি। 'স্বাহা'-শব্দে নিপাত বুঝায়। তাহা হইতে সকল অর্থই গৃহীত হইতে পারে। মন্ত্রের পূর্ব্বাংশে প্রার্থনা জানান হইয়াছে। 'স্বাহা' বলিয়া সিদ্ধি কামনা করা হইয়াছে। মন্ত্রের এই ভাবই সুসঙ্গত বলিয়া মনে করি।

এক্ষণে দ্বিতীয় অনুবাকের সপ্তম ('ঋক্‌সাময়োঃ' প্রভৃতি) মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করুন। ভাষ্য-দৃষ্টে বুঝা যায়, এই মন্ত্র উচ্চারণে কৃষ্ণাজিনদ্বয়ের সন্ধি-স্থান স্পর্শ করিতে হয়। তাই মনে হয়—মন্ত্রটী কৃষ্ণাজিন সম্বন্ধে পঠিত হয় বলিয়াই ভাষ্যকার সম্বোধনরূপে 'কৃষ্ণাজিন' পদ অধ্যাহৃত করিয়াছেন। আমরা বলি,—মন্ত্র যে কার্য্যেই পঠিত হউক, তাহার ভাব উদার বিশ্বজনীন। কর্ম্মকাণ্ডে কৃষ্ণাজিন সম্বোধ্য হইলেও, মন্ত্রদ্বয়ের মূল লক্ষ্য—সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বর। প্রার্থনা—ভববন্ধনমোচনমূলক। ভাষ্যের অনুসরণে এই সপ্তম মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন হয়, তাহা এই,—'হে কৃষ্ণাজিনস্থ শুক্ল ও কৃষ্ণ রেখা! তোমরা দুইজন, ঋগভিমানী ও সামাভিমানী দেবতাদ্বয়ের সম্বন্ধে চাতুর্য্যরূপী হইয়া থাক। তাদৃশ তোমাদের দুই জনকে আমি স্পর্শ করিতেছি। তথাবিধ তোমরা (দুই জন) আমাকে পালন কর। এই যজ্ঞ-সাধক যে ঋক্ উত্তমা, সেই ঋক্ উপলক্ষিত যে কর্ম্ম করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই কর্ম্মের সমাপ্তি পর্য্যন্ত তোমরা উভয়ে আমাদের সেই কর্ম্মকে পালন কর।

(ঋক্ ও সাম বেদাভিমানী দেবদ্বয় দেবগণের যজ্ঞার্থ উপস্থিত হওয়ার পর কোনও কারণে কৃষ্ণমৃগরূপ ধারণ করিয়া দেবগণের নিকট হইতে পলায়ন করতঃ দূরে কোনও স্থানে লুক্কায়িত ছিলেন। সেই মৃগের চর্ম্মে যে শুক্ল বর্ণ বিদ্যমান, তাহা ঋক্-স্বরূপ, আর যাহা কৃষ্ণবর্ণ, তাহা সামস্বরূপ। মন্ত্রের সহিত এইরূপ আখ্যায়িকা বিদ্যমান)।

যাহা হউক, আমরা যে পথে যে দিক্ দিয়া মন্ত্রের অর্থ পরিগ্রহণ করিলাম, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ অনুধাবন করিলে, তাহা প্রতীয়মান হইবে। আমরা মনে করি—এ মন্ত্র প্রার্থনার ভাব ব্যক্ত করিতেছে। 'স্থঃ' এই দ্বিবচনান্ত ক্রিয়াপদে দ্বিবচনান্ত কর্ত্তৃপদ দ্যোতনা করিতেছে। তদনুসারে দেববিভূতি অশ্বিদ্বয়কে (আধিব্যাধি-নাশক দেবদ্বয়কে) আমরা সম্বোধ্য মনে করিয়াছি। তাঁহাদের নিকটে প্রার্থনা জানান হইতেছে,—'মা পাতমাস্য যজ্ঞস্যোদৃচঃ' অর্থাৎ,—আমার এই আরব্ধ উদ্বোধন-যজ্ঞ পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত আমাকে পালন করুন; অর্থাৎ হে বহিরন্তর্ব্যাধিনাশক দেবদ্বয়! যাহাতে এই ব্যাধিদ্বয় উদ্বোধন যজ্ঞকার্য্যে ব্যাঘাত জন্মাইতে না পারে, আপনারা তাহাই করুন। আমার শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি (পীড়া) বিনাশ করুন।' সেই দেববিভূতি অশ্বিনীকুমারদ্বয় কিরূপ? 'ঋক্‌সাময়োঃ শিল্পে' অর্থাৎ ঋক্ ও সামবেদের শিল্পী অর্থাৎ অভিব্যঞ্জক। দেবতা ও দেববিভূতি—তত্ত্বতঃ একই পদার্থ। বিভূতি-সমষ্টিই দেব বা ভগবান্। ব্যষ্টি তাঁহার বিভূতি। সুতরাং ভগবদ্বিভূতি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ঋক্ বা সামবেদের অভিব্যঞ্জক বলা যাইতে পারে। তাঁহাদিগকে 'বামারভে' বলিয়া আরাধনা করি—এই ভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে। ভাষ্যকার 'আরভে' পদের 'স্পৃশামি' প্রতিবাক্য আমনন করিয়াছেন। আরম্ভবাচক আপূর্ব্বক 'রভ্' ধাতুর স্পর্শ অর্থও লক্ষণামূলক। আমরাও ভাবসঙ্গতি রক্ষার জন্য লক্ষণা-দ্বারা ঐ ধাতুর 'আরাধনা' অর্থ স্বীকার

করিয়াছি। 'যজ্ঞ' শব্দের সাধারণ সোমযাগাদি অর্থ না ধরিয়া বিশেষ উদ্বোধন-যজ্ঞ অর্থ আমরা গ্রহণ করি। আকাঙ্ক্ষা—ভগবৎপ্রাপ্তি। কামনা—আত্মায় আত্মসম্মিলন। তদুদ্দেশ্যে যে যাগ নিষ্পন্ন হয়, তাহা আত্মোদ্বোধন যজ্ঞ ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না।

অষ্টম ('ইমাং ধিয়ং' প্রভৃতি) মন্ত্র প্রার্থনার ভাব প্রকাশ করিতেছে। ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণ জানুর (হাঁটুর) দ্বারা কৃষ্ণাজিনের উপর আরোহণ করিতে হয়। তাই কৃষ্ণাজিন এই মন্ত্রে উপলক্ষিত। মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে বরুণদেব! অগ্নিষ্টোম বিষয়ক ধী-শক্তি লাভেচ্ছু যজমানের সম্বন্ধী সমৃদ্ধ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ বিষয়ে সম্যক্ উপদেশ প্রদান করিয়া তাহাকে যজ্ঞের পারে লইয়া যাও অর্থাৎ যজ্ঞ সম্পাদন কর। যে নৌকা দ্বারা বিঘ্নরূপ দুরিত হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি, সুখে তারণসমর্থ এই কৃষ্ণাজিনরূপ নৌকায় আমরা পারে গমন জন্য অধিরোহণ করিতেছি।' আমরা মনে করি, এই মন্ত্রে সংসার-সমুদ্র উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে যে কর্ম্ম সংসার-সমুদ্র উত্তরণের সহায়ক, সেই কর্ম্ম বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান লাভের কামনা প্রজ্ঞাপিত হইয়াছে। ভগবৎপ্রীতিকর কর্ম্মই—সংসারবারিধি উত্তরণের, পাপকলুষ দূরীকরণের—একমাত্র তরণীস্বরূপ। নৌকার সাহায্যে মানুষ যেমন দুস্তর বারিধি উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয়, সৎকর্ম্ম—ভগবৎপ্রীতিকর কর্ম্মরূপ তরণীর সাহায্যেও মানুষ তেমনি অশেষ দুরিত বা পাপ-সমুদ্র রূপ ভববারিধি উত্তীর্ণ হইতে পারে। সৎকর্ম্ম-সাধন—ভগবৎ-প্রেরণা ভিন্ন সম্ভবপর হয় না;—সে প্রবৃত্তির উন্মেষও সহসা ঘটিয়া উঠে না। তাই প্রথমে কর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান লাভ করিয়া সেই কর্ম্মের সম্যক্ সাধনে ভবাব্ধি-পারে গমন জন্য পরম কারুণিক ভগবানের নিকট সাধক প্রার্থনা জানাইয়াছেন। সাধক কহিতেছেন,—'হে ভগবন! অতি অকিঞ্চন অজ্ঞান আমরা। জানি-না—কেমন করিয়া আপনার পূজা করিতে হয়? বুঝি না—কেমন করিয়া আপনাকে ডাকিতে হয়। যাহাতে আমরা অনায়াসে সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারি, আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে সেই কর্ম্মসামর্থ্য প্রদান করুন। আপনি বুঝাইয়া দেন,—কেমন করিয়া আপনার পূজা করিতে হয়; আপনি শিখাইয়া দেন,- কি বলিয়া আপনাকে ডাকিতে হয়।' ফলতঃ, আত্যন্তিক-দুঃখনিবৃত্তি এবং পরমসুখসাধনই এই মন্ত্রের লক্ষ্য বলিয়া মনে করি।

তার পর নবম হইতে ত্রয়োদশ পর্য্যন্ত পাঁচটী মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করুন। বিনিয়োগ-গ্রন্থ মতে এবং তদনুসরণে ভাষ্যমতে 'ঊর্গ' প্রভৃতি মন্ত্রে শণমুঞ্জ (তৃণবিশেষ) মিশ্রিত ত্রিরাবৃত্ত (ত্রিগুণ) মেখলা বেণীবস্ত্রের মধ্যে বন্ধন করিতে হয়। 'বিষ্ণোঃ শর্ম্মসি' প্রভৃতি মন্ত্র পাঠে বস্ত্রের দ্বারা মস্তক আচ্ছাদিত করিতে হয়। 'ইন্দ্রস্য যোনি' প্রভৃতি মন্ত্রে ত্রিবলি অথবা পঞ্চবলি কৃষ্ণবিষাণা উক্ত বস্ত্রের দশাতে বন্ধন করিবার বিধি। পরে তাহার দ্বারা দক্ষিণ ভ্রূর উপরে কণ্ডূয়ন করিতে হয়। তার পর 'কৃষ্যৈ' প্রভৃতি মন্ত্রে কৃষ্ণবিষাণের দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিবার বিধি। তদনুসারে ভাষ্যে এই মন্ত্র-সমূহের যে অর্থ হইয়াছে, তাহা এই,—

৯।—হে মেখলে! তুমি অঙ্গিরস নামক ঋষিদিগের সম্বন্ধে অন্নরসরূপা হইয়া থাক এবং কম্বলের মত মৃদু হইয়া থাক। তাদৃশ তুমি আমাকে অন্নরস প্রদান কর।

১০।- হে মেখলে! তুমি আমাকে রক্ষা কর। হিংসা ও বন্ধনের দ্বারা বেদনা উৎপাদন করিও না।

১১।—হে বস্ত্র! তুমি বিষ্ণুর সুখপ্রদ হও। তুমি যজমানকে সুখ প্রদান কর। অতএব তুমি আমারও সুখের বিধান কর। হে বস্ত্র! নক্ষত্রপ্রকাশ হইতে আমাকে রক্ষা কর।

১২।—হে কৃষ্ণবিষাণ! তুমি যেমন ইন্দ্রের যোনি (উৎপত্তিকারণ) হও, সেইরূপ এখন এই যজমানেরও (উৎপত্তি কারণ) হও।

১৩।—হে লোষ্ট! শোভনশস্য সম্পাদনের উপযোগী কর্ষণ জন্য তোমাকে ধারণ করিতেছি অর্থাৎ নিয়োজিত করিতেছি।

ভাষ্যে দ্বাদশ মন্ত্রের সহিত একটী উপাখ্যানের সমাবেশ দেখিতে পাই। সে উপাখ্যানটী এই,—যজ্ঞদেবের সহিত দক্ষিণাদেবীর মিলন হইলে ইন্দ্র জানিতে পারেন, দক্ষিণাদেবীর গর্ভে যে সন্তানের উদ্ভব হইবে, সেই সন্তান ত্রিভুবনের সকল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইবেন। এতদ্বিষয় নিশ্চিত অবগত হইয়া ইন্দ্র স্বয়ং দক্ষিণাদেবীর যোনিপথে তাঁহার উদরে প্রবিষ্ট হন। এইরূপে দক্ষিণা-দেবীর গর্ভে ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাহাতেও ইন্দ্র চিত্তপ্রসন্নতা লাভ করেন না। তখন তাঁহার মনে আশঙ্কার উদয় হয়,—দক্ষিণাদেবীর গর্ভে অপর যে কেহ জন্মিবে, সেই তো সমস্ত ঐশ্বর্য্য লাভ করিবে! এই হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি মাতা দক্ষিণাদেবীর যোনি-দেশ ছিন্ন করেন। বিযোনিত্ব-নিবন্ধন দক্ষিণাদেবী বন্ধ্যা হইলেন; কিন্তু সেই যোনি ইন্দ্রের হস্ত বেষ্টন করিয়া রহিল। তখন ইন্দ্র বলিসমূহযুক্ত সেই যোনি কৃষ্ণমৃগে স্থাপন করিলেন। তজ্জন্যই কৃষ্ণ-বিষাণ যজ্ঞের ভোগ্যা দক্ষিণার অবয়বভূত এবং ইন্দ্রের কারণভূত যোনিস্বরূপ বলিয়া কথিত হয়।

যাহা হউক, ভাষ্যকার এই অলৌকিক বেদমন্ত্রের সহিত যে লৌকিক মেখলা, বস্ত্র, কৃষ্ণবিষাণ প্রভৃতির সম্বন্ধ টানিয়া আনিয়াছেন, তাহার বিশেষ কোনও সদ্‌যুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। উক্ত মেখলা প্রভৃতি সম্বন্ধে মন্ত্রের প্রয়োগ দেখিয়া ভাষ্যকার ঐরূপ কল্পনা করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। আমাদের মতে, মন্ত্র যে কার্য্যেই প্রযুক্ত হউক, মন্ত্রে এক মহান্ উচ্চ ভাব নিহিত আছে। মন্ত্রের লক্ষ্য—সেই ভগবান্—সেই একমেবাদ্বিতীয়ং। প্রত্যেক মন্ত্রেই ভগবদ্বিভূতিকে বা ভগবানকে সম্বোধন করা হইয়াছে। ভগবান ও ভগবানের বিভূতি বিভিন্ন পদার্থ নহে; সুতারং ভগবদ্বিভূতিকে সম্বোধন করিলে, ভগবানকেই সম্বোধন করা হয়;—ভগবদ্বিভূতিকে আরাধনা করিলে ভগবানকেই আরাধনা করা হয়। তাই এখানে ভগবদ্বিভূতির নিকট প্রার্থনা জানান হইতেছে; বলা হইতেছে—আপনি 'আঙ্গিরসী ঊর্গসি, ময়ি ঊর্জ্জং ধেহি'; অর্থাৎ,—আপনি বিশ্ববাসীর অন্নরস বা সত্ত্বভাবের স্বরূপ; অতএব আমাতে অন্নরস বা সত্ত্বভাব স্থাপন করুন। 'রসো বৈ সঃ (আত্মা) অন্নং বৈ রসঃ'—এই মহাজন বাক্যেও উক্ত মন্ত্রার্থই ঘোষণা করিতেছে। ভাষ্যকার ঊর্জ্জ শব্দে 'অন্নরস' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। দশম মন্ত্রে সেই দেববিভূতিসমূহের নিকট পরিত্রাণের প্রার্থনা জানান হইয়াছে। একাদশ মন্ত্রে বুঝান হইয়াছে,—সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর ভগবান্, যজমানের সৎকর্ম্ম-মাত্র নিবন্ধন যে 'শর্ম্ম'—সুখ শান্তি-স্বর্গ সকলেরই কারণ। তিনি সকলেরই সুখবিধান করুন। ভাষ্যকার 'বিষ্ণোঃ' পদের 'ব্যাপকস্য যজ্ঞস্য' প্রতিবাক্য আমনন করিয়াছেন। আমরাও সেই ভাবই গ্রহণ করিয়াছি। তবে ব্যাপক 'যজ্ঞ-মাত্র' না ধরিয়া আমরা 'সৎকর্ম্ম' মাত্র অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'বিষ্ণোঃ' পদে ব্যাপক (সৎকর্ম্মাদির) ভাবই আসে।

ভাষ্যে যে অর্থ প্রকটিত, তাহাতে দ্বাদশ মন্ত্রের ভাব কিছু সংশয়াবহ হইয়া পড়িয়াছে। ভাষ্যকার বলিয়াছেন—'হে কৃষ্ণবিষাণে! ত্বং যথাপূর্ব্বং ইন্দ্রস্য যোনিঃ (উৎপত্তিকারণং) অসি, তথা যজমানস্য স্থানং ভবেতি।' অর্থ—'হে কৃষ্ণবিষাণ, তুমি যেরূপ পূর্ব্বে ইন্দ্রের উৎপত্তির কারণ হইয়াছিলে, সেইরূপ এখন যজমানের স্থান হও।' এতদুক্তির সমর্থন জন্য ভাষ্যকার একটী আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়াছেন। সেই আখ্যায়িকাটী আশ্চর্য্যজনক। সে আখ্যায়িকার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। যাহা হউক, তাহার দ্বারা বেদের বেদত্ব লোপ পায়। বেদে অশ্রদ্ধা জন্মে। এই সকল বিষয় বিচার করিয়া, আমরা ঐ মন্ত্রের এই মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি—'হে ভগবদ্বিভূতি! আপনি 'ইন্দ্রস্য যোনিরসি।' অর্থাৎ, পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের প্রাপ্তির হেতু। তাৎপর্য্য—ভগবানের বিভূতির উপলব্ধি না হইলে, ভগবৎসত্তায় জ্ঞান জন্মে না। বিভূতির (সত্ত্বভাবাদির) সমুচ্চয়—ভগবান্। বিভূতি তাঁহার অংশ। ভগবদ্বিভূতির সত্তা উপলব্ধি করিতে করিতে শেষে জগন্ময়ের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। সুতরাং ভগবদ্বিভূতি – ভগবৎপ্রাপ্তির কারণ, এরূপ উক্তি অসঙ্গত নহে।

ত্রয়োদশ মন্ত্রে দ্বাদশ মন্ত্রের মর্ম্মার্থটী আরও স্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইতেছে। দ্বাদশ মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে,—'হে ভগবদ্বিভূতি! আপনি ভগবৎ প্রাপ্তির কারণ।' কিন্তু চিত্তভূমি যতদিন কর্ষিত না হয়, ঔৎকর্ষ-সাধনে চিত্ত যতদিন সত্ত্বভাবাপন্ন না হয়, ততদিন ভগবৎ-প্রাপ্তির কোনই সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ভগবৎ প্রাপ্তির কারণ বলিতে সত্ত্বভাবেরও কারণ বুঝায়। এখানেও তদনুসারে চিত্তের সত্ত্বভাব কামনা করা হইতেছে—'কৃষ্যৈ ত্বা সুসস্যায়ৈ।' যিনি নিম্নস্তরের লোক, তিনি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন,—আমার এই হলকৃষ্ট (কৃষি) জমিসমূহকে 'সুশস্যায়ৈ' (ধান্য) যবাদি যুক্ত করুন। আমরা যেন বহু পরিমাণে ধান্যাদি প্রাপ্ত হই, আমাদের দারিদ্র্য বিমোচন হউক। আর যিনি উচ্চস্তরে সমারূঢ় হইয়াছেন, যিনি বাহিরের ভূমির শস্য অপেক্ষা আন্তর-ভূমির শস্যই (সত্ত্বভাবাদি) প্রকৃত অভাব-মোচনের কারণ বলিয়া জানিয়াছেন; তিনি প্রার্থনা করেন,—'কৃষ্যৈ' অর্থাৎ আমাদের এই কৃষ্টচিত্তভূমিকে 'সুসস্যায়ৈ' অর্থাৎ সত্ত্বভাবসম্পন্ন করুন। যে শস্য পাইলে, পার্থিব ব্রীহিযবাদি শস্য না পাইলেও আর কোনও অভাব বোধ হয় না, আর যে শস্য না পাইলে, বাহিরের জমির শস্য পাইলেও অভাব দূর হয় না; সেই শস্যই—সেই সত্ত্বভাবই এই 'শস্য' পদের লক্ষ্য বলিয়া মনে করি। 'কৃষ্যৈ' পদে সেই 'আন্তর ভূমি' কর্ষণের ভাবই দ্যোতনা করিতেছে।

ভাষ্যানুসারে চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ মন্ত্র যথাক্রমে মস্তক-কণ্ডূয়ন এবং দণ্ড-পরিগ্রহ কার্য্যে বিনিযুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। তদনুসারে চতুর্দ্দশ মন্ত্রের লক্ষ্য—শির বা মস্তক; এবং পঞ্চদশ মন্ত্রের সম্বোধন—বৃক্ষাবয়ব দণ্ড। ভাষ্যকারের মতে চতুর্দ্দশ মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে শির! শোভনফলোপেত ওষধীর নিমিত্ত তোমাকে কণ্ডূয়ন করি।' আর পঞ্চদশ মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে দণ্ডরূপ বনস্পতি দেবতা! তুমি ঊর্দ্ধে অবস্থিত। যজ্ঞের পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত তুমি আমাকে পালন কর।' আমরা মন্ত্রদ্বয়ের যে অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা দ্রষ্টব্য। চতুর্দ্দশ মন্ত্রের 'ওষধীভ্যঃ' পদে আমরা 'কর্ম্মক্ষয়ায়' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'যে ফলপাক পর্য্যন্ত জীবিত থাকে'—আমাদের মতে তাহাই ওষধী পদবাচ্য।

কর্ম্মফল যখন ভগবানে ন্যস্ত হয়, তখনই কর্ম্মের অবসান হয়। তখন আর করণীয় কোনও কর্ম্মই অবশিষ্ট থাকে না। আর কর্ম্মক্ষয় হইলেই অর্থাৎ কর্ম্মফল ভগবানে ন্যস্ত হইলেই সে কর্ম্মের সুফল প্রাপ্তি অর্থাৎ ভগবৎ-সম্মিলন ঘটে। সেই ভগবৎ-সম্মিলনই—'সুপিপ্পলাভ্যঃ'। তাই আমাদের অর্থ হয়,—'কর্ম্মক্ষয়ে আত্মসম্মিলনের জন্য আমাদিগের চিত্তবৃত্তিকে নিয়োজিত করিতেছি। তার পর পঞ্চদশ মন্ত্রস্থিত 'বনস্পতি' শব্দে 'বৃক্ষাবয়ব দণ্ডকে' 'ঊর্দ্ধঃ' পদের 'উন্নত হইয়া' অর্থ আমনন করিয়া 'পাহ্যোদৃচঃ অর্থাৎ 'এই যজ্ঞের পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত রক্ষা করুন' বলিয়া প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা 'বনস্পতিঃ' পদে 'বৃক্ষাবয়ব দণ্ড' অর্থ আমনন করিবার কোনও কারণ সন্ধান করিয়া পাই না। অভিধানে 'বনস্পতি' শব্দে বৃক্ষ অর্থ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। 'বৃক্ষাবয়ব দণ্ড' অর্থ কষ্ট-কল্পনা-প্রসূত। আমরা 'বনানাং পতিঃ'—'বনস্পতি' এই সমাসমূলে 'সংসাররূপ বৃক্ষের অধিপতি সেই ভগবানকেই' এই 'বনস্পতিঃ' পদে লক্ষ্য করিয়াছি। এইরূপ অর্থেই 'পাহ্যোদৃচঃ' অংশে যজ্ঞ পরিসাপ্তি পর্য্যন্ত (পাপ হইতে) রক্ষা করুন—এইরূপ প্রার্থনা সঙ্গত হয়। দণ্ডের (জড়ের) নিকট উক্তরূপ প্রার্থনায় কি ভাব প্রকাশ পায়? 'বনস্পতিঃ' শব্দের অর্থে মতদ্বৈধ ঘটায় 'ঊর্দ্ধঃ' পদের অর্থ বিষয়েও মতান্তর ঘটিয়াছে। আমরা ঐ পদের 'অনুকূল হইয়া' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এইরূপে আমাদিগের মতে মন্ত্রদ্বয়ের যে অর্থ হইয়াছে, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার ও বঙ্গানুবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা বোধগম্য হইবে। ফলতঃ, মন্ত্রের আদর্শ উচ্চভাবমূলক। ইহার সহিত দণ্ড বা পার্থিব কোনও পদার্থের সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে করি না।

দ্বিতীয় অনুবাকের শেষ মন্ত্রের প্রথম অংশ পাঠ করতঃ দুই হস্তের দুই কনিষ্ঠা অঙ্গুলীকে সঙ্কুচিত করিতে হইবে এবং অন্য তিন অংশ উচ্চারণে অন্য অঙ্গুলি সঙ্কুচিত করিতে হইবে। শেষে পুনরায় শেষ অংশ পাঠে মুষ্টিদ্বয় বদ্ধ করিতে হয়। প্রচলিত ভাষ্যের অনুসরণে মন্ত্রের যে অর্থ প্রতীত হয়, তাহা এই,—(ক) "চিত্তের দ্বারা আমি যজ্ঞে অভিগত হইতেছি; (খ) বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষে যজ্ঞ আশ্রিত; (গ) স্বর্গ ও পৃথিবীতে যজ্ঞ আশ্রিত অর্থাৎ যজ্ঞ ত্রিলোক-ব্যাপী (ঘ) বায়ুর (বায়ু সর্ব্বকর্ম্ম-প্রবর্ত্তক বলিয়া) প্রসাদে যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সেই যজ্ঞ এইরূপে সিদ্ধ হয়।"

এক্ষণে আমরা যেদিক দিয়া যে ভাবে মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশিত করিয়াছি, তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। 'স্বাহা' শব্দে নিপাত বুঝায়। নিপাত নানা অর্থে প্রযুক্ত হয়। এই কণ্ডিকার মন্ত্র-সমূহের 'স্বাহা' (নিপাত শব্দ) দ্বারা নানা অর্থই প্রকটিত হইতেছে। ইহা শুক্লযজুর্ব্বেদে মহীধর-পাদের ভাষ্যেও পরিব্যক্ত হইয়াছে। তদনুসারে 'স্বাহা' পদে আমরাও নানা অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যকার প্রথম অংশের 'স্বাহা' পদের 'অভিগচ্ছামি' প্রতিবাক্য আমনন করিয়াছেন। আমরা এস্থলে প্রসিদ্ধ (অগ্নির স্ত্রী) অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। 'লোকে যেমন অগ্নি বা অগ্নির স্ত্রী স্বাহাকে প্রাপ্ত হয়, আমরাও সেইরূপ যেন চিত্তের (আত্মার) উদ্বোধন-রূপ যজ্ঞ লাভ করি; অর্থাৎ আমাদের অনুষ্ঠিত মানস-যজ্ঞ যেন সুসম্পন্ন হয় এবং তাহার ফলে যেন ভগবৎ-সামীপ্য লাভ করিতে সমর্থ হই। এইরূপ ভাব মন্ত্রের প্রথম অংশ দ্যোতনা করিতেছে বলিয়া মনে হয় দর্শপৌর্ণমাস বা সোমযাগ হইতে আত্মার বা মনের উদ্বোধন-যজ্ঞ যে

সকলেরই আবশ্যক, ইহা সর্ব্বানুমোদিত। বেদমন্ত্রের সেইরূপ ভাবই সঙ্গত বিবেচনা হয়। অর্থান্তরে—'মনসঃ' এখানে তৃতীয়া স্থানে পঞ্চমী। এই মন্ত্রের অন্যান্য 'স্বাহা' পদও সমস্যা-সংশয়ের কারণ এবং বিচারের বিষয়। ঐ পদের অর্থ-সামঞ্জস্য সংরক্ষিত হইলে, মন্ত্রার্থ নিষ্কর্ষ আপনিই হইয়া আসে। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অংশের 'স্বাহা' শব্দের 'যজ্ঞ' অর্থ ভাষ্যকার গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা বলি—শুধু যজ্ঞ কেন, 'সৎকর্ম্ম মাত্রই' ঐ 'স্বাহা' পদে দ্যোতনা করিতেছে। এই যজ্ঞ—সাধারণ সোমযাগাদি যজ্ঞ নহে; আত্মার 'উদ্বোধন-যজ্ঞই' এই 'স্বাহা' পদের প্রতিপাদ্য। তাহাতে উদার সার্ব্বজনীন ভাব অভিব্যক্ত হয়। উদ্বোধন তো তত্ত্ব-জ্ঞান! তাহা কি অন্তরিক্ষ, কি পৃথিবী, কি স্বর্গ—সকল বিষয়েই হইতে পারে। তাই মন্ত্র বলিতেছেন,—'স্বাহোরোরন্তরিক্ষাৎ' 'স্বাহা দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং'। 'স্বাহা' শব্দে 'সৎকর্ম্ম' অর্থ গ্রহণ করিলেও কোনও অসঙ্গতি হয় না। সৎকর্ম্মের প্রভাব—সৎকর্ম্মের বিকাশ, স্বর্গ মর্ত্ত্য অন্তরিক্ষ কোথায় না প্রতিভাত হয়? তাই আমরা 'অন্তরিক্ষাৎ' ও 'দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং' স্থলে 'ল্যাব্‌লোপে পঞ্চমী বিভক্তি' স্বীকার করিয়া 'অন্তরিক্ষং ব্যাপ্য' 'দ্যাবাপৃথিব্যৌ ব্যাপ্য' এইরূপ অর্থ প্রকটিত করিয়াছি। বায়ু যেমন কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, সত্ত্বভাবও সেইরূপ উদ্বোধনের (যজ্ঞের) সাধক; তাই আমরা চতুর্থ মন্ত্রস্থ 'বাত' শব্দে 'সত্ত্বভাব' অর্থ আমনন করিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে সকলেই বলিবেন—কিবা দর্শপৌর্ণমাসাদি যজ্ঞে, আর কিবা উদ্বোধন-যজ্ঞে—সকল যজ্ঞেরই মূল সত্ত্বভাব জ্ঞান বা ভক্তি লাভ। এক্ষণে চতুর্থ অংশের দ্বিতীয় 'স্বাহা' পদের অর্থ নিষ্কর্ষ করিয়াই আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। ভাষ্যকার এই 'স্বাহা' পদেরও 'যজ্ঞ' অর্থ নির্দ্ধারিত করিয়া 'এবং সিদ্ধঃ' এই দুই পদ অধ্যাহার করিয়াছেন। আমরা ঐ পদ অধ্যাহৃত না করিয়া, 'স্বাহা' পদেরই 'সিদ্ধ হউক' অর্থ আমনন করিয়াছি। নিপাত-অব্যয় শব্দ নানা অর্থ দ্যোতনা করে।* সুতরাং এইরূপ একটা সঙ্গত অর্থ বলা অসঙ্গত হইবে না। ফলে, চতুর্থ মন্ত্রের ভাবার্থ হইল,—'আমাদের হৃদয়ে যে একটু সত্ত্ব-ভাবের সমাবেশ হইয়াছে, তাহার দ্বারা যেন আমরা আত্মোদ্বোধন-কার্য্যে অথবা সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারি। আমাদের সেই কার্য্য সিদ্ধ হউক।' এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, দ্বিতীয় অনুবাকের

---

* দ্বিতীয় প্রপাঠকের, দ্বিতীয় অনুবাকের এই মন্ত্রটী শুক্লযজুর্ব্বেদ সংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে সপ্তম কণ্ডিকায় পরিদৃষ্ট হয়। 'স্বাহা' পদের ব্যাখ্যায় মহীধর নিম্নরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন; যথা,—স্বাহা বাতাদারভ ইত্যুক্তমেন মুষ্টিদ্বয়ং কুর্য্যাদিতি সূত্রার্থঃ॥ স্বাহা যজ্ঞং। চতুর্ণাং যজুষাং যজ্ঞো দেবতা। স্বাহা শব্দস্য নিপাতত্বেনানেকার্থত্বাদুচিতা অর্থা ব্রাহ্মণানুসারেণ গ্রাহ্যাঃ। তথা হি স্বাহা যজ্ঞং মনসঃ। মনস ইতি পঞ্চমী তৃতীয়ার্থে। মনসা যজ্ঞং স্বাহা চিত্তেন যজ্ঞমভিগচ্ছামি। অত্র স্বাহাশব্দোঽভিগমনার্থঃ॥ স্বাহোরোরন্তরীক্ষাৎ। পঞ্চমী সপ্তম্যর্থে। উরৌ বিস্তীর্ণেঽন্তরিক্ষে স্বাহা যজ্ঞঃ আশ্রিতঃ। স্বাহাশব্দো যজ্ঞার্থোঽতঃ প্রভৃতি! স্বাহা দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং। দ্যাবাপৃথিব্যোঃ স্বাহা যজ্ঞঃ শ্রিতঃ। লোকত্রয়ব্যাপী যজ্ঞ ইত্যর্থঃ॥ স্বাহা বাতাদারভে। বাতাদ্বায়ুপ্রসাদাৎ স্বাহা যজ্ঞমারভে প্রবর্ত্তয়ামি। বায়োঃ সর্ব্বকর্ম্ম-প্রবর্ত্তকত্বাৎ। স্বাহা যজ্ঞ এবং সিদ্ধ ইতি শেষঃ॥

এই মন্ত্রসমূহে যজ্ঞকর্ম্মের প্রকৃতি-পদ্ধতি অপেক্ষাও উচ্চতর আধ্যাত্মিক ভাবের অভিব্যক্তি রহিয়াছে। আমাদিগের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দৃষ্টেই তাহা উপলব্ধি হইবে। মানুষের পরম শ্রেয়ঃসাধন জন্য বেদ-মন্ত্রের উদ্বোধনা। সৎপথানুবর্ত্তী হইয়া মানুষ, আপনার কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে, বিশ্বের হিতসাধনে উদ্‌বুদ্ধ হয়, বেদ-মন্ত্রের তাহাই লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য অব্যাহত রাখিয়াই আমাদিগের ব্যাখ্যা প্রকটিত হইতেছে। (১ অষ্টক,—২ প্রপাঠক—২ অনুবাক)॥

—*—

তৃতীয়ঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। তৃতীয়োঽনুবাকঃ।)

(১) দৈবীং ধিয়ং মনামহে সুমৃড়ীকামভিষ্টয়ে বর্চ্চোধাং

যজ্ঞবাহস৺ সুপারা নো অসদ্বশে।

(২) যে দেবা মনোজাতা মনোযুজঃ সুদক্ষা দক্ষপিতারস্তে নঃ

পান্তু তে নোঽবন্তু তেভ্যো নমস্তেভ্যঃ স্বাহা।

(৩) অগ্নে ত্ব৺ সু জাগৃহি বয়৺ সু মন্দিষীমহি গোপায়

নঃ স্বস্তয়ে প্রবুধে নঃ পুনর্দ্দদঃ।

(৪) ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি দেব আ মর্ত্ত্যেষ্বা। ত্বং যজ্ঞেষ্বীড্যঃ।

(৫) বিশ্বে দেবা অভি মামাঽববৃত্রন্। (৬) পূষা সন্যা।

(৭) সোমো রাধসা। (৮) দেবঃ সবিতা।

(৯) বসোর্ব্বসুদাবা রাস্বেয়ৎ। (১০) সোমাঽভূয়ো ভর মা পৃণন্ পূর্ত্ত্যা।

(১১) বি রাধি মাঽহমায়ুষা। (১২) চন্দ্রমসি মম ভোগায় ভব।

(১৩) বস্ত্রমসি মম ভোগায় ভব। (১৪) উস্রাঽসি মম ভোগায় ভব।

(১৫) হয়োঽসি মম ভোগায় ভব।

(১৬) ছাগোঽসি মম ভোগায় ভব।

(১৭) মেষোঽসি মম ভোগায় ভব।

(১৮) বায়বে ত্বা বরুণায় ত্বা নির্ঋত্যৈ ত্বা রুদ্রায় ত্বা।

(১৯) দেবীরাপো অপাং নপাদ্য ঊর্ম্মির্হবিষ্য ইন্দ্রিয়াবান্মদিন্তমস্তং

বো মাঽব ক্রমিষমচ্ছিন্নং তন্তুং পৃথিব্যা অনু গেষং।

(২০) ভদ্রাদভি শ্রেয়ঃ প্রেহি বৃহস্পতিঃ পুরএতা তে অস্ত্বথেমিব

স্য বর আ পৃথিব্যা আরে শত্রূন্ কৃণুহি সর্ব্ববীরঃ।

(২১) এদমগন্ম দেবযজনং পৃথিব্যা বিশ্বে দেবা যদজুষন্ত পূর্ব্ব

ঋক্‌সামাভ্যাং যজুষা সংতরন্তো রায়স্পোষেণ সমিষা মদেম ॥ ৩ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) দৈবীম্। ধিয়ম্। মনামহে। সুমৃড়ীকামিতি সু—মৃড়ীকাম্। অভীষ্টয়ে।

বর্চ্চোধামিতি বর্চ্চঃ—ধাম্। যজ্ঞবাহসমিতি যজ্ঞ—বাহসম্।

সুপারেতি সু—পারা। নঃ। অসৎ। বশে।

(২) যে। দেবাঃ। মনোজাতা ইতি মনঃ—জাতাঃ। মনোযুজ ইতি মনঃ—যুজঃ।

সুদক্ষা ইতি সু—দক্ষাঃ। দক্ষপিতার ইতি দক্ষ—পিতারঃ। তে। নঃ।

পান্তু। তে। নঃ। অবন্তু। তেভ্যঃ। নমঃ। তেভ্যঃ। স্বাহা।

(৩) অগ্নে। ত্বম্। স্বিতি। জাগৃহি। বয়ম্। স্বিতি। মন্দিষীমহি। গোপায়। নঃ।

স্বস্তয়ে। প্রবুধ ইতি প্র—বুধে। নঃ। পুনঃ। দদঃ।

(৪) ত্বম্। অগ্নে। ব্রতপা ইতি ব্রত—পাঃ। অসি। দেব।

এতি। মর্ত্ত্যেষু। আ। ত্বম্। যজ্ঞেষু। ঈড্যঃ।

(৫) বিশ্বে। দেবাঃ। অভীতি। মাম্। এতি। অববৃত্রন্। (৬) পূষা। সন্যা।

(৭) সোমঃ। রাধসা। (৮) দেবঃ। সবিতা। (৯) বসোঃ। বসুদাবেতি, বসু—দাবা।

(১০) রাস্ব। ইয়ৎ। সোম। এতি। ভূয়ঃ। ভর। মা। পৃণন্। পূর্ত্ত্যা।

(১১) বীতি। রাধি। মা। অহম্। আয়ুষা।

(১২) চন্দ্রম্। অসি। মম। ভোগায়। ভব।

(১৩) বস্ত্রম্। অসি। মম। ভোগায়। ভব।

(১৪) উস্রা। অসি। মম। ভোগায়। ভব।

(১৫) হয়ঃ। অসি। মম। ভোগায়। ভব।

(১৬) ছাগঃ। অসি। মম। ভোগায়। ভব।

(১৭) মেষঃ। অসি। মম। ভোগায়। ভব।

(১৮) বায়বে। ত্বা। বরুণায়। ত্বা। নির্ঋত্যা ইতি নিঃ—ঋত্যৈ।

ত্বা। রুদ্রায়। ত্বা।

(১৯) দেবীঃ। আপঃ। অপাম্। নপাৎ। যঃ। ঊর্ম্মিঃ। হবিষ্যঃ।

ইন্দ্রিয়াবানিতীন্দ্রিয়—বান্। মদিন্তমঃ। তম্। বঃ। মা। অবেতি। ক্রমিষম্।

অচ্ছিন্নম্। তন্তুম্। পৃথিব্যাঃ। অন্বিতি। গেষম্।

(২০) ভদ্রাৎ। অভীতি। শ্রেয়ঃ। প্রেতি। ইহি। বৃহস্পতিঃ। পুরএতেতি

পুরঃ—এতা। তে। অস্তু। অথ। ঈম্। অবেতি। স্ম। বরে। এতি।

পৃথিব্যাঃ। আরে। শত্রূন্। কৃণুহি। সর্ব্ববীর ইতি সর্ব্ব—বীরঃ।

(২১) এতি। ইদম্। অগন্ম। দেবযজনমিতি দেব—যজনম্। পৃথিব্যাঃ।

বিশ্বে। দেবাঃ। যৎ। অজুষন্ত। পূর্ব্বে। ঋক্সামাভ্যামিত্যৃক্সাম—ভ্যাম্।

যজুষা। সংতরন্ত ইতি সং—তরন্তঃ। রায়ঃ। পোষেণ। সমিতি। ইষা। মদেম॥৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে ভগবন্! 'দৈবীং' (দেবতোদ্দেশেন স্বতঃপ্রবৃত্তাং) 'সুমৃড়ীকাং' (পরমসুখ-হেতুভূতাং, পরমসুখপ্রদায়িকাং ইতি ভাবঃ) 'বর্চ্চোধাং' (তেজসোঃ ধারয়িত্রীং, তেজোময়ীং ইত্যর্থঃ) 'যজ্ঞবাহসং' (সৎকর্ম্মসাধয়িত্রীং) 'ধিয়ং' (বুদ্ধিং, প্রজ্ঞাং বা ইত্যর্থঃ) 'মনামহে' (যাচামহে); 'সুপারা' (সুখেন পারয়িতুং শক্যা, সুখলভ্যা সতী সা বুদ্ধিঃ ইতি যাবৎ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'বশে' (অধীনত্বে) 'অসৎ' (ভবতু ইতি ভাবঃ)। অয়ং ভাবঃ—যৎ বয়ং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাং সুবুদ্ধিং লভেম, হে ভগবন, তৎ বিধেহি)।

২। 'মনোজাতা' (হৃদি উৎপন্নাঃ) 'মনোযুজঃ' (হৃদা সম্বন্ধবিশিষ্টাঃ) 'সুদক্ষা' (সৎ-কর্ম্মসাধকাঃ) 'দক্ষপিতারঃ' (সদ্ভাবোৎপাদকাঃ ইত্যর্থঃ) 'যে' (প্রসিদ্ধাঃ, সর্ব্বৈরনুভূতাঃ ইতি ভাবঃ) 'দেবাঃ' (দেবভাবাঃ, শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ বা ইত্যর্থঃ) সন্তি, 'তে' (সর্ব্বে দেবভাবাঃ ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'পান্তু' (পালয়ন্তু, পরিত্রায়ন্তু—পাপাৎ ইতি ভাবঃ) অপিচ

'অবন্তু' (রক্ষন্তু); 'তেভ্যঃ' (পরিত্রাণকারকেভ্যঃ দেবেভ্যঃ ইত্যর্থঃ) 'নমঃ' (নমস্কর্ম্মণা হবিঃ অর্পয়ামি ইতি ভাবঃ); কিঞ্চ 'তেভ্যঃ' (ত্রাণকারকেভ্যঃ তেভ্যঃ দেবেভ্যঃ ইতি যাবৎ) 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ হবিরর্পয়ামি —সুহুতমস্তু মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ, অভীষ্টসিদ্ধির্ভবতু ইতি ভাবঃ)। সঙ্কল্পমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। অয়ং ভাবঃ—শুদ্ধসত্ত্বভাবেন অস্মাকং হৃদয়ং পূর্ণং ভবতু; অস্মাকং সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি তন্ময়ত্বানি প্রাপ্নুবন্তু।

৩। (ক) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানাধার জ্ঞানময় বা ভগবন্!) ত্বং 'সুজাগৃহি' (ত্বং অস্মাকং হৃদি চিরজাগরূকঃ ভব); 'বয়ং' (শরণাগতাঃ প্রার্থনাকারিণঃ বয়ং ইতি ভাবঃ) 'সুমন্দিষীমহি' (গভীরনিদ্রাগতাঃ মোহঘোরেণ সংজ্ঞারহিতাশ্চ ভবেমহি) অয়ং ভাবঃ—অজ্ঞানাৎ যদি বা মোহাৎ বয়ং বিপথগামিনঃ ভবাম, হে জ্ঞানময়, ত্বং বিবেকরূপেণ হৃদি সমুদিতঃ সন্ অস্মান্ সৎপথং প্রদর্শয়।

(খ) হে ভগবন্! ত্বং 'নঃ' (অস্মান্) পরিত্রায়স্ব ইতি শেষঃ। তথা 'গোপায়' (সদ্‌বুদ্ধিদানেন রক্ষণায়) অপিচ 'স্বস্তয়ে' (অবিনাশায়, সৎকর্ম্মশীলায় জীবনায় ইতি ভাবঃ) 'পুনঃ' (পুনরপি) 'প্রবুধে' (জাগরণায়, সৎকর্ম্মসমন্বিতান সত্ত্বভাবযুতান কৃত্বা উদ্বোধনায় ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'দদঃ (ধারয়, অস্মাকং প্রমাদং পরিহারায় হৃদি আবির্ভব ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! তব কৃপয়া সদুপদেশলাভেন যেন বয়ং সৎপথাবলম্বিনঃ ভবেম।

৪। 'অগ্নে' (হে জ্ঞানময়!) 'দেবঃ ত্বং' (দ্যোতমানঃ স্বপ্রকাশঃ ত্বং ইত্যর্থঃ) 'আ মর্ত্ত্যেষু' (মনুষ্যপর্য্যন্তেষু সর্ব্বপ্রাণিষু ইতি ভাবঃ) 'ব্রতপা' (সৎকর্ম্মণঃ পালকঃ) 'অসি' (ভবসি); তথা 'ত্বং' (জ্ঞানময়ঃ ত্বং) 'যজ্ঞেষু' (সৎকর্ম্মসু) 'আ' (সম্যক্, সর্ব্বতোভাবেন ইতি যাবৎ) 'ঈড্যঃ' (পূজিতব্যঃ ভবসি ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্র। ভাবশ্চ—সর্ব্বকর্ম্মসু জ্ঞানদেবস্য প্রভাবঃ বিদ্যতে ইতি ভাবঃ।

৫। 'বিশ্বে' (সর্ব্বে) 'দেবাঃ' (দেববিভূতয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'মাং' (শরণাগতং মাং ইতি ভাবঃ) 'অভি' (অভিতঃ, সর্ব্বভাবেন ইত্যর্থঃ) 'অববৃত্রন্' (আবৃত্য তিষ্ঠন্তু, রক্ষন্তু ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। সর্ব্বে দেবভাবাঃ হৃদি সমুপজায়ন্তু ইতি ভাবঃ।

৬। 'পূষা' (পোষকঃ—সদ্ভাবপোষকঃ স ভগবান্ ইতি ভাবঃ) 'সন্যা' (পরমধনেন সহ) আয়াতু—হৃদি অধিষ্ঠিতঃ ভবতু ইতি শেষঃ)।

৭। 'সোমঃ' (পরমপদপ্রদায়কঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি ভাবঃ) 'রাধসা (শ্রেষ্ঠধনেন সহ) আয়াতু—হৃদি অধিতিষ্ঠতু ইতি ভাবঃ।

৮। 'দেবঃ' (দ্যোতমান্ স্ব প্রকাশঃ ইত্যর্থঃ) 'বসোঃ' (পরমাশ্রয়ঃ) 'সবিতা' সৎকর্ম্মণঃ সৎকর্ম্মণি বা নিয়োজকঃ ইতি ভাবঃ—সৎপথ-প্রদর্শকঃ বা ইত্যর্থঃ সঃ ভগবান ইতি যাবৎ) 'বসুদারা' (পরমধনদায়কঃ অভীষ্টপূরকঃ সন্ ইত্যর্থঃ) আয়াতু ইতি ভাবঃ—হৃদি অধিতিষ্ঠতু ইত্যর্থঃ।

৯। 'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) ত্বং অস্মিন কর্ম্মণি 'ইয়ৎ' (শ্রেষ্ঠং) 'রাস্ব' (ধনং, কর্ম্মণঃ অপেক্ষিতং ফলং দেহি, যদ্বা—সৎকর্ম্মণঃ সুফলং বিধেহি ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনা-

মূলকঃ সৎকর্ম্মণঃ সুফললাভায় অত্র প্রার্থনা বিদ্যতে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—সদ্ভাবপ্রভাবেন বয়ং কর্ম্মফলং ভগবতি সমর্পয়ায় প্রবৃত্তাঃ ভবাম।

১০। হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'পূর্ত্ত্যা' (পূর্ণকলেন ইতি ভাবঃ) 'পৃণন্' (পূরয়ন্—সৎকর্ম্ম ইতি ভাবঃ) 'ভূয়ঃ' (পুনরপি, বহুতরং ইত্যর্থঃ ধনং) 'মা' (মাং) 'আভর' (প্রযচ্ছ; কর্ম্মফলং সুফলং বা বিধেহি—ধনদানেন আকাঙ্ক্ষাং পূরয় ইতি ভাবঃ।

১১। এবং সতি হে শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ ভগবন্! যথা 'অহং' (শরণাগতঃ অহং) 'আয়ুষা' (সৎকর্ম্মসাধকেন জীবনেন ইতি ভাবঃ) 'মা বিরাধি' (বিযুক্তঃ মা ভবামি) তথা সাধয় ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—ভবদনুগ্রহণে পাপং মাং মা স্পৃশতু এবং পাপপ্রভাবেন যথা অহং সৎপথভ্রষ্টঃ মা ভবানি তথা কুরু।

১২। হে শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ ভগবন্! ত্বং 'চন্দ্রং' (হ্লাদকঃ, পরমানন্দবিধায়কঃ) 'অসি' (ভবসি)। অতঃ ত্বং 'মম' (অস্য শরণাগতস্য প্রার্থনাকারিণঃ মম ইতি ভাবঃ) 'ভোগায়' (সৌভাগ্যায়, পরমসুখহেতুভূতায় ইত্যর্থঃ) যথা ভবসি তথা 'ভব' (অনুগৃহাণ—হৃদি দীপ্যস্ব ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ।

১৩। শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! ত্বং 'বস্ত্রং' (আবরকঃ, সদ্ভাবরূপেণ শরণাগতস্য-ব্যাপকঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং 'মম' (অস্য শরণাগতস্য প্রার্থনাকারিণঃ মম ইতি ভাবঃ) 'ভোগায়' (সৌভাগ্যায়, সদ্ভাবেন পরমসুখায় ইত্যর্থঃ) যথা ভবসি তথা 'ভব' (অনুগৃহাণ, যদ্বা—সদ্ভাবেন মম হৃদয়ং আব্যাপ্নুহি ইতি ভাবঃ)।

১৪। শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! ত্বং 'উস্রাঃ' (জ্ঞানজ্যোতিষাং উৎসারকঃ, যদ্বা—পয়স্বিনী গাভী যথা পয়নিঃসারণেন লোকান্ রক্ষতি তদ্বৎ জ্ঞানধনদানেন পাপনিঃসারকঃ লোকরক্ষকঃ ইতি ভাবঃ) ভবসি ইতি শেষঃ। অতঃ ত্বং 'মম' (অস্য শরণাগতস্য প্রার্থনা-কারিণঃ মম ইতি ভাবঃ) 'ভোগায়' (সৌভাগ্যায়, সদ্ভাবেন পরমসুখায় ইত্যর্থঃ) যথা ভবসি তথা 'ভব' (অনুগৃহাণ, যদ্বা—জ্ঞানজ্যোতিষা হৃদয়ং ব্যাপ্নুহি, উদ্ভাসয় ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। প্রাবনায়াঃ ভাবঃ হে ভগবন্! অস্মান্ জ্ঞানসমন্বিতান্ কুরু।

১৫। শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! ত্বং 'হয়ঃ' (অভীষ্টপ্রাপকঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং 'মম' (অস্য শরণাগতস্য প্রার্থনাকারিণঃ মম ইতি ভাবঃ) 'ভোগায়' (অভীষ্টপ্রাপ্তয়ে) 'ভব' (ভবতু, যদ্বা—হৃদি জাগরুকঃ ভবতু ইতি ভাবঃ)।

১৬। শুদ্ধসত্ত্বরূপিণ্ হে ভগবন্! ত্বং 'ছাগঃ' (ভববন্ধনচ্ছেদকঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' ভবসি); অতঃ ত্বং 'মম' (অস্য শরণাগতস্য প্রার্থনাকারিণঃ মম ইতি ভাবঃ) 'ভোগায়' (সৌভাগ্যায়, ভববন্ধনচ্ছেদনরূপায় পরমসুখায় ইতি ভাবঃ) 'ভব' (ভবতু, অনুগৃহাণ)।

১৭। শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! ত্বং 'মেষঃ' (উন্মেষকঃ—সজ্জ্ঞান-দানেন চিত্তবৃত্তীনাং ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং 'মম' (অস্য শরণাগতস্য প্রার্থনাকারিণঃ মম ইতি ভাবঃ) 'ভব' (ভবতু, অনুগৃহ্নাতু, সহায়কঃ ভবতু ইতি ভাবঃ)।

১৮। (ক) হে মনঃ! 'বায়বে' (বায়ুরূপেণ নিত্যবর্ত্তমানায়, জগতাং প্রাণস্বরূপায় ভগবতে—তস্য প্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ।

(খ) হে মনঃ! 'বরুণায়' (বরুণরূপেণ নিত্যবর্ত্তমানায় স্নেহকারুণ্যরূপিণে ভগবতে, যদ্বা—তস্য প্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ।

(গ) হে মম মনঃ! 'নিঋ্ৰ্ত্যৈ' (দিকপালরূপেণ বর্ত্তমানায় জগতাং পালকায় পাপনাশকায় ভগবতে, যদ্বা—তস্য ভগবতঃ প্রীত্যর্থং) 'ত্বা' (ত্বাং) নিয়োজয়ামীতি শেষঃ।

(ঘ) হে মম মনঃ! 'রুদ্রায়' (শাসকরূপেণ বর্ত্তমানায় সংহাররূপায় ভগবতে—তস্য ভগবতঃ প্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ।

১৯। (ক) 'দেবীঃ আপঃ' (দীপ্তিদানাদিগুণযুক্তাঃ দেবীস্বরূপাঃ হে শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ!) 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'অপাং নপাৎ' (তমোভাবস্য শোষকঃ) 'যঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'উর্ম্মিঃ' (সত্ত্বপ্রবাহঃ) অস্তি, 'হবিষ্যঃ' (ভগবতি স্থাপনযোগ্যং, যদ্বা—ভগবতঃ প্রীতিকরং ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রিয়াবান্' (শক্তিদায়কং, শক্তিসম্পন্নং ইত্যর্থঃ) 'মদিন্তমঃ' (পরমানন্দপ্রদং) 'তং' (তথাবিধং সত্ত্বপ্রবাহং ইতি যাবৎ) 'মা অবক্রমিষং' (অতিক্রম্য মা গচ্ছেয়ং—অহর্নিতি ভাবঃ)।

(খ) অপিচ, সত্ত্বপ্রবাহং লব্ধা 'পৃথিব্যাঃ' (ইহলোকসম্বন্ধিনং ইতি ভাবঃ) 'অচ্ছিন্নং' (সুদৃঢ়ং, দুশ্ছেদ্যং ইতি ভাবঃ) 'তন্তুং' (বন্ধনং) 'অনুগেষং' (বিমোক্তুং শকেয়ং ইতি ভাবঃ)।

২০। (ক) হে মনঃ! ত্বং 'ভদ্রাৎ' (সৎকর্ম্মণঃ সমুদ্ভূতং ইত্যর্থঃ) 'শ্রেয়ঃ' (কল্যাণং) 'অভিপ্রেহি' (কাময়সি)। অতঃ সৎকর্ম্মণঃ সুফলপ্রাপ্তয়ে প্রবুদ্ধঃ ভব ইতি ভাবঃ।

(খ) অপিচ হে মনঃ! 'বৃহস্পতিঃ' (প্রজ্ঞানাধারঃ ভগবান) 'তে' (তব) 'পুরঃ' (পুরতো) 'এত' (গন্তা) 'অস্তু' (ভবতু); ভাবার্থঃ প্রজ্ঞানধারঃ ভগবান ইহাস্মিন্ জগতি কর্ম্মণি বা তব পথপ্রদর্শকঃ পরিচালকঃ ভবতু ইতি ভাবঃ।

(গ) 'অথ' (অনন্তরমেব, সৎপথং অবগম্য ইতি ভাবঃ) হে মনঃ! 'পৃথিব্যাঃ আ' (ইহ-জগতি ইতি ভাবঃ) 'বরে' (শ্রেষ্ঠে পদি ইতি ভাবং) 'ইং' (গতিং) 'অবস্য' (সংসাধয়)। সৎপথি গত্বা শ্রেষ্ঠং পরমস্থানং প্রাপ্নুহি ইতি ভাবঃ।

(ঘ) 'সর্ব্ববীরঃ' (সর্ব্বশক্তেরাধার হে ভগবন্!) ত্বং 'শত্রূন্' (বহিরন্তঃশত্রূন্ ইত্যর্থঃ) 'আরে' (দূরে—হৃদ্রূপাৎ যজ্ঞস্থানাৎ ইতি ভাবঃ) 'কৃণুহি' (কুরু—স্থাপয় ইতি যাবৎ)।

২১। (ক) 'যৎ' (যত্র, যস্মিন্ হৃদ্দেশে, যজ্ঞভূমৌ বা) 'বিশ্বে' (সর্ব্বে) 'দেবাঃ' (দেবভাবাঃ, দেববিভূতয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'পূর্ব্বে' (নিত্যকালং ইতি ভাবঃ) 'অজুষন্ত' (আশ্রয়ন্তি অধিতিষ্ঠন্তি ইতি ভাবঃ) 'দেব' (হে ভগবন্) 'ইদং' (এতাদৃশং) 'যজনং' (হৃদ্দেশং, যজ্ঞভূমিং বা) 'আ পৃথিব্যাঃ' (অস্মিন্ মর্ত্তলোকে এব, সংসারে এব ইতি ভাবঃ) 'অগন্ম' (প্রাপ্নুয়ামঃ ইতি ভাবঃ) বয়মিতি শেষঃ। অস্মিন্ সংসারে এব নিত্যকালং বর্ত্তমানাঃ অস্মাকং হৃদয়ানি সত্ত্বভাবযুতানি বিধেহি ইতি ভাবঃ।

(খ) 'সংতরন্তঃ' (অজ্ঞানতাসমুদ্রং উদ্ধরয়ন্তঃ) 'ঋক্সামাভ্যাং' (ব্রহ্মাত্মকাভ্যাং তত্তন্মন্ত্রাভ্যাং, স্তবাভ্যামিতি ভাবঃ) 'যজুষা' (ব্রহ্মাত্মকৈঃ তত্তন্মন্ত্রৈঃ - স্তবৈরিতি ভাবঃ) 'রায়ঃ' (পরমধনস্য, তত্ত্বজ্ঞানস্য ইত্যর্থঃ) 'পোষেণ' (পোষকেন) 'ইষা' (সত্ত্বভাবেন চ) 'সংমদেম' (সম্যক্‌হৃষ্টাঃ ভবাম) বয়মিতি শেষঃ। বেদমন্ত্রৈঃ অজ্ঞানতাং বিনাশ্য প্রজ্ঞানতাং লভেম।



বঙ্গানুবাদ।

১। হে ভগবন! দেবকার্য্যে স্বতঃপ্রবৃত্তা পরমসুখদায়িকা, তেজের ধারয়িত্রী (তেজোময়ী), সৎকর্ম্মসাধয়িত্রী, বুদ্ধি (প্রজ্ঞা) আমরা প্রার্থনা করিতেছি; সুখলভ্যা হইয়া, সেই বুদ্ধি (প্রজ্ঞা) আমাদিগের বশতাপন্ন হউক। (ভাব এই যে,—আমরা যেন সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা সুবুদ্ধির অধিকারী হই; হে ভগবন, আপনি তাহাই বিধান করুন)।

২। হৃদয়ে উৎপন্ন, হৃদয়ের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, সৎকর্ম্মসাধক, সদ্ভাবোৎপাদক সকলেরই অনুভূত যে দেবভাবসমূহ, তাঁহারা সকলে আমাদিগকে (পাপ হইতে) পরিত্রাণ করুন এবং রক্ষা করুন। সেই পরিত্রাণকারী দেবতাগণকে নমস্কর্ম্মের দ্বারা পূজা করি এবং স্বাহা-মন্ত্র-সহযোগে হবিরাদি অর্পণ করিতেছি; আমার কর্ম্ম সুহুত হউক—আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারা আমাদিগের হৃদয় পরিপূর্ণ হউক; সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের সকল কর্ম্ম তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হউক)।

৩। (ক) হে জ্ঞানময় দেব! আপনি আমাদিগের হৃদয়ে চির-জাগরূক রহুন; আপনার প্রার্থনাকারী শরণাগত আমরা মোহঘোরে সংজ্ঞা-রহিত হইয়া আছি। (ভাব এই যে,—অজ্ঞানতা-হেতু অথবা মোহবশতঃ আমরা যদি বিপথগামী হই, হে জ্ঞানময়, বিবেকরূপে হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করুন)।

(খ) হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। আর সদ্‌বুদ্ধি-দানে রক্ষার নিমিত্ত এবং অবিনাশী সৎকর্ম্মশীল জীবনের জন্য, পুনশ্চ জাগরণের অর্থাৎ সৎকর্ম্মসমন্বিত ও সদ্ভাবসহযুত করিয়া উদ্বোধিত করিবার নিমিত্ত, আমাদিগকে ধারণ করুন অর্থাৎ আমাদিগের প্রমাদ-পরিহারে সৎ-কর্ম্মান্বিত করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনার কৃপায় সদুপদেশ-লাভে আমরা যাহাতে সৎপথাবলম্বী হইতে পারি, তাহাই বিহিত করুন)।

৪। হে জ্ঞানময় দেব! দ্যোতমান স্বপ্রকাশ আপনি, মনুষ্য পর্য্যন্ত সকল প্রাণীর সৎকর্ম্মের পালক হয়েন; আর সকল যজ্ঞে—সকল সৎ-

কর্ম্মানুষ্ঠানে আপনি সর্ব্বতোভাবে (সম্পূজিত) পূজনীয় হয়েন। (ভাব এই যে,—সকল কর্ম্মেই জ্ঞানদেবের প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে)।

৫। দেববিভূতিসমূহ সকলে শরণাগত আমাকে সর্ব্বভাবে আবৃত করিয়া অবস্থান করুন অর্থাৎ আমাকে রক্ষা করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—দেবভাবসমূহ হৃদয়ে সম্যক্‌প্রকারে উপজিত হউক)।

৬। সদ্ভাবপোষক সেই ভগবান, পরমধনের সহিত (আমাদিগের) হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন।

৭। পরমপদপ্রদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব, শ্রেষ্ঠধনের সহিত আগমন করুন এবং হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন।

৮। দ্যোতমান্ স্বপ্রকাশ পরমাশ্রয় সৎকর্ম্মের প্রেরক অথবা সৎকর্ম্মের নিয়োজক সৎপথপ্রদর্শক ভগবান অভীষ্টপূরক পরমধনদায়ক হইয়া আগমন করুন—হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন।

৯। হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি এই কর্ম্মে শ্রেষ্ঠ ধন অর্থাৎ কর্ম্মের অপেক্ষিত ফল প্রদান করুন অর্থাৎ সৎকর্ম্মের সুফল প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। এখানে সৎকর্ম্মের সুফললাভের প্রার্থনা বিদ্যমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সদ্ভাব-প্রভাবে আমরা যেন কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ করিতে প্রবুদ্ধ হই)।

১০। হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি আমার সৎকর্ম্মকে পূর্ণফলের দ্বারা পূর্ণ করিয়া অথবা ফলসমন্বিত করিয়া, পুনরায় আমাকে সেই কর্ম্মের সুফল প্রদান করুন অর্থাৎ ধনদানে আকাঙ্ক্ষা পূরণ করুন।

১১। তাহা হইলে হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্! আমি যেন সৎকর্ম্ম-সাধক জীবনের দ্বারা বিযুক্ত না হই, আপনি তাহাই সাধন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—আমাকে যেন পাপ স্পর্শ না করে এবং তজ্জন্য যেন আমি সৎপথ ভ্রষ্ট না হই)।

১২। শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! আপনি আহ্লাদক অর্থাৎ পরমানন্দপ্রদায়ক হয়েন। অতএব আপনি এই শরণাগত প্রার্থনাকারী আমার পরমসুখহেতুভূত হয়েন, এইরূপে আমাকে অনুগৃহীত করুন অথবা হৃদয়ে প্রদীপ্ত হউন।

১৩। শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! আপনি সদ্ভাবরূপে শরণাগতের ব্যাপক হয়েন। অতএব এই শরণাগত প্রার্থনাকারী আমার সৌভাগ্যের অর্থাৎ পরমসুখের নিমিত্ত আপনি সেইভাবে আমার অন্তর ব্যাপ্ত করুন।

১৪। শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! আপনি জ্ঞানজ্যোতিঃ-সমূহের উৎসারক হয়েন। (অথবা, পয়স্বিনী গাভী যেমন পয়ঃনিঃসারণের দ্বারা লোকসমূহকে রক্ষা করে, সেইরূপে জ্ঞানধনদানে আপনি পাপনিঃসারক ও লোকসমূহের রক্ষক হয়েন)। অতএব আপনি এই শরণাগত প্রার্থনাকারী আমার সৌভাগ্যের নিমিত্ত অর্থাৎ সদ্ভাবের দ্বারা পরমসুখ-সাধনের জন্য জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা হৃদয়কে পরিব্যাপ্ত করুন।

১৫। শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! আপনি অভীষ্টপ্রাপক হয়েন। অতএব আপনি এই শরণাগত প্রার্থনাকারীর (আমার) অভীষ্টপ্রাপ্তির হেতু হউন অর্থাৎ সেইভাবে জাগরুক রহুন।

১৬। শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! আপনি ভববন্ধনছেদক হয়েন। অতএব আপনি এই শরণাগত প্রার্থনাকারী আমার সৌভাগ্যের অর্থাৎ ভববন্ধনছেদনরূপ পরমসুখের নিমিত্ত হউন অর্থাৎ অনুগ্রহ করুন।

১৭। শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! আপনি সদ্বৃত্তিসমূহের উন্মেষক হয়েন। অতএব আপনি এই শরণাগত প্রার্থনাকারী আমার পরমসুখের নিমিত্ত অনুগ্রহ করুন অর্থাৎ সদ্বৃত্তির উন্মেষণে সহায় হউন।

১৮। (ক) হে আমার মন! বায়ুরূপে বর্ত্তমান বিশ্বের জীবনস্বরূপ ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি।

(খ) হে আমার মন! বরুণরূপে বর্ত্তমান স্নেহকারুণ্যময় ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি।

(গ) হে আমার মন! দিক্পালরূপে বর্ত্তমান জগতের পালক ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি।

(ঘ) হে আমার মন! শাসকরূপে বর্ত্তমান সর্ব্বসংহারক ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি।

১৯। (ক) দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত দেবীস্বরূপ হে শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ! তমোভাবের শোষক তোমাদিগের যে প্রসিদ্ধ সত্ত্বপ্রবাহ বিদ্যমান, ভগবানে

স্থাপনযোগ্য, শক্তিদায়ক এবং পরমানন্দপ্রদ সেই সত্ত্বপ্রবাহকে যেন আমি অতিক্রম করিয়া না যাই (অর্থাৎ তাহাকে যেন বিনষ্ট না করি)।

(খ) অপিচ, সেই সত্ত্ব-প্রবাহ লাভ করিয়া ইহলোকসম্বন্ধি দুশ্ছেদ্য বন্ধন বিমুক্ত করিতে যেন সমর্থ হই।

২০। (ক) হে মন! সৎকর্ম্মে সমুদ্ভূত কল্যাণ কামনা কর অর্থাৎ সৎকর্ম্মের সুফললাভের জন্য প্রবুদ্ধ হও। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক)।

(খ) অপিচ হে মন! প্রজ্ঞানাধার ভগবান তোমার অগ্রে গমন করুন। ভাব এই যে,—প্রজ্ঞানাধার ভগবান তোমার পথপ্রদর্শক হউন।

(গ) অনন্তর (সৎপথ অবগত হইয়া) হে মন! ইহজগতে শ্রেষ্ঠ পদে গমন কর। অর্থাৎ সৎপথে গমন করিয়া শ্রেষ্ঠ পরমস্থান প্রাপ্ত হও।

(ঘ) সর্ব্বশক্তির আধার হে ভগবন্! আপনি বহিরন্তঃশত্রুদিগকে (হৃদ্রূপ যজ্ঞ-স্থান হইতে) দূরে স্থাপন করুন।

২১। (ক) যে হৃদ্প্রদেশে (অথবা যে যজ্ঞভূমিতে) নিখিল সত্ত্বভাব (দেববিভূতি) নিত্যকাল অবস্থান করেন, হে ভগবন্! এইরূপ হৃদয়-প্রদেশ (যজ্ঞভূমি) এই মর্ত্ত্যলোকে (সংসারে) থাকিয়াই আমরা যেন প্রাপ্ত হই। (ভাব এই যে,—এই সংসারে অবস্থিত থাকিয়াই আমরা যেন সত্ত্বভাবসমন্বিত হইতে পারি)।

(খ) অজ্ঞানতা-সমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছুক আমরা (যেন) ঋক্ সাম ও যজুর্ম্মন্ত্ররূপ স্তবের দ্বারা এবং পরমধন তত্ত্বজ্ঞানের পোষক সত্ত্বভাবের দ্বারা সম্যক্প্রকারে হৃষ্ট হই। (ভাব এই যে,—ভগবানের উপাসনায় অজ্ঞানতা-বিনাশে আমরা যেন প্রজ্ঞান লাভ করি)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

দ্বিতীয়েঽনুবাকে দীক্ষা বর্ণিতা। দীক্ষিতেন দেবযজনে স্বীকৃতে সতি সোমক্রয়ণাদিরূপঃ ক্রতুব্যবহারস্তত্র কর্ত্তুং শক্যত ইতি তৃতীয়েঽনুবাকে দেবযজনস্বীকারো বর্ণ্যতে। তৎস্বীকারাদূর্দ্ধং সোমার্থে দেবযজনে সোমক্রয়স্যৈব বক্তুমুচিতত্বাত্তৎস্বীকারাৎপূর্ব্বমনুবাকাদৌ ব্রতপানদ্রব্য-সম্পাদনমভিধীয়তে।

১। "দৈবীং ধিয়ং মনামহে সুমৃড়ীকামভিষ্টয়ে বর্চ্চোধাং যজ্ঞবাহসꣳ সুপারা নো অসদ্বশে।" বৌধায়নঃ—'অথাপ আচামতি দৈবীং ধিয়ং মনামহে সুমৃড়ীকামভিষ্টয়ে বর্চ্চোধাং যজ্ঞবাহসꣳ-

সুপারা নো অসদ্বশ ইতি” ইতি। বৌধায়নঃ—“তথাপ আচামতি দৈবীং মনামহে সুমৃড়ীকাম-ভিষ্টয়ে বর্চ্চোধাং যজ্ঞবাহস৺ সুপারা নো অস্মদ্বশ ইতি” ইতি। আপস্তম্বঃ—“দৈবীং ধিয়ং মনামহ ইতি হস্তাবাণিজ্য” ইতি॥

অভীষ্টার্থসিদ্ধয়ে বয়ং দেবতাবিষয়াং কর্ম্মানুষ্ঠানবুদ্ধিমনয়া বুদ্ধ্যা সম্পাদয়ামঃ। কীদৃশীং বুদ্ধিং? সুমৃড়ীকাং সুখহেতুং ব্রহ্মবর্চ্চসধারণহেতুং যজ্ঞনির্ব্বাহিকাম্। সেয়ং বুদ্ধিঃ সুষ্ঠু পারং গতাস্মাকং বশে ভবতু॥ সুমৃড়ীকামিতি পদস্যাভিপ্রায়মাহ—“দৈবীং ধিয়ং মনামহ ইত্যাহ যজ্ঞমেব তন্ম্রদয়তি” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৪) ইতি। মৃদূ করোতীত্যর্থঃ॥ সুপারেতি পদেন যৎসূচিতং তদাহ—“সুপারা নো অসদ্বশ ইত্যাহ ব্যুষ্টিমেবাবরুন্ধে” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৪)। ব্যুষ্টিঃ সুপ্রভাতং কৃৎস্নযজ্ঞপ্রকাশনমিত্যর্থঃ॥

২। “যে দেবা মনোজাতা মনোযুজঃ সুদক্ষা দক্ষপিতারস্তে নঃ পান্তু তে নোঽবন্তু তেভ্যো নমস্তেভ্যঃ স্বাহা।”—কল্পঃ—“অথাস্মৈ কঙ্সে বা চমসে বা নিষিচ্য ব্রতং প্রযচ্ছতি তদক্ষিণতঃ পরিশ্রিত্য ব্রতয়তি যে দেবা মনোজাতা মনোযুজঃ সুদক্ষা দক্ষপিতারস্তে নঃ পান্তু তে নোঽবন্তু তেভ্যো নমস্তেভ্যঃ স্বাহেতি” ইতি। চক্ষুরাদিপ্রাণাভিমানিনো যে দেবাঃ সন্তি তেঽস্মানপয়ঃ-পানরূপব্রতানুষ্ঠায়িনোঽন্তর্ব্বহিশ্চ শুদ্ধিসম্পাদনেন পালয়ন্তু। কীদৃশা দেবাঃ? উৎপত্তিকালে মনসা সহোৎপন্নাঃ। ব্যবহারকালেঽপি মনসা যুজ্যন্তে। অন্যমনস্কস্য চক্ষুরাদিভিঃ সংনিহিত-বিষয়াণামপ্যনবগমাৎ। সতি তু মনঃসাহায্যে স্বস্ববিষয়েষু সুদক্ষাঃ কুশলাঃ। দক্ষঃ প্রজাপতিরুৎ-পাদকো যেষাং তে দক্ষপিতারঃ। বিচারপুরঃসরং ব্রতং বিধত্তে—“ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি হোতব্যং দীক্ষিতস্য গৃহা৩ ই ন হোতব্যা৩মিতি হবির্ব্বৈ দীক্ষিতো যজ্জুহুয়াদ্যজমানস্যাবদায় জুহুয়াদ্যন্ন জুহুয়াদযজ্ঞপরুরন্তরিয়াদ্যে দেবা মনোজাতা মনোযুজ ইত্যাহ প্রাণা বৈ দেবা মনোজাতা মনো-যুজস্তেষ্বেব পরোক্ষং জুহোতি তন্নেব হুতং নেবাহুতং” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৪) ইতি। দীক্ষিতস্য হবিষ্টমর্থবাদান্তরে শ্রূয়তে—“পুরা খলু বাবৈষ মেধায়াঽত্মানমারভ্য চরতি যো দীক্ষিতো যদগ্নীষোমীয়ং পশুমালভত আত্মনিষ্ক্রয়ণ এবাস্য স তস্মাত্তস্য নাঽশ্যং পুরুষনিষ্ক্রয়ণ ইব হ্যথো খল্বাহুরগ্নীষোমাভ্যাং বা ইন্দ্রো বৃত্রমহন্নিতি যদগ্নীষোমীয়ং পশুমালভতে বার্ত্রঘ্ন এবাস্য স তস্মাদ্বাশ্যং বারুণ্যর্চ্চা পরিচরতি স্বয়ৈবৈনং দেবতয়া পরিচরতি” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১১) ইতি। শাখান্তরেঽপি—“সর্ব্বাভ্যো বা এষ দেবতাভ্য আত্মানমালভতে যো দীক্ষিতঃ” ইতি। তথা সতি দীক্ষিতস্য গৃহে যদ্যগ্নিহোত্রং জুহুয়াত্তর্হি যজমান এব হুতো ভবেৎ। অহোমে তু নিত্যাগ্নি-হোত্রস্য পরুঃ প্রতিদিনানুষ্ঠানরূপং পর্ব্ব বিচ্ছিদ্যেত। তত্র পূর্ব্বপ্রসিদ্ধেন মন্ত্রেণাঽহবনীয়াগ্নৌ হোমঃ স প্রত্যক্ষ ইত্যুচ্যতে। অয়ং তু পরোক্ষোঽগ্নিহোত্র হোমঃ। অন্যমন্ত্রেণ প্রাণাগ্নিষু হূয়মানত্বাৎ। অতস্তৃতীয়কোটিত্বেন মুখ্যয়োর্হোমাহোময়োরভাবান্নোক্তদোষদ্বয়ং। তস্মাদনেন মন্ত্রেণ ব্রতং কুর্য্যাদিত্যভিপ্রায়ঃ।

৩। “অগ্নে ত্বঙ্ সু জাগৃহি বয়ঙ্ সু মন্দিষীমহি গোপায় নঃ স্বস্তয়ে প্রবুধে নঃ পুনর্দ্দদঃ।”—বৌধায়নঃ—“অথ সংবেশনযজুর্জপতি অগ্নে ত্বঙ্ সু জাগৃহি বয়ঙ্ সু মন্দিষীমহি গোপায় নঃ স্বস্তয়ে প্রবুধে নঃ পুনর্দ্দদ ইতি” ইতি। আপস্তম্বঃ—“অগ্নে ত্বঙ্ সু জাগৃহীতি স্বপ্স্যন্নাঽহবনীয়মভিমন্ত্রয়তে” ইতি। সুমন্দিষীমহি নির্ভয়াঃ সন্তঃ স্বপ্স্যামঃ। নোঽস্মাকং স্বস্তয়ে

বিনাশাভাবার্থ প্রবুধে জাগরণায় দদঃ সামর্থ্যং দেহি। ভয়প্রসক্তিং দর্শয়ন্মন্ত্রং ব্যাচষ্টে "স্বপন্তং বৈ দীক্ষিত৺ রক্ষা৺সি জিঘা৺সন্ত্যগ্নিঃ খলু বৈ রক্ষোহাঽগ্নে ত্ব৺ সুজাগৃহি বয়৺ সু মন্দিষী-মহীত্যাহাগ্নিমেবাধিপাং কৃত্বা স্বপিতি রক্ষসামপহত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৪) ইতি॥

৪। "ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি দেব আ মর্ত্ত্যেষ্বা। ত্বং যজ্ঞেষ্বীড্যঃ।"—কল্পঃ—"অথাধ্বর্য্যু-র্মধ্যরাত্র আদ্রুত্য প্রবুদ্ধযজুর্ব্বাচয়তি ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি দেব আ মর্ত্ত্যেষ্বা। ত্বং যজ্ঞেষ্বীড্য ইতি" ইতি। যাজ্যাস্থ ব্যাখ্যাতং। ব্রতভ্রংশপ্রসক্তিং দর্শয়ন্ প্রথমং পাদং ব্যাচষ্টে—"অব্রত্যমিব বা এষ করোতি যো দীক্ষিতঃ স্বপিতি ত্বমগ্নে ব্রতপা অসীত্যাহাগ্নির্ব্বৈ দেবানাং ব্রতপতিঃ স এবৈনং ব্রতমালম্ভয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৪) ইতি। অবিকলং করোতীত্যর্থঃ। মনুষ্যেষু ছিন্নং ব্রতং মনুষ্যাবতারেণ পালয়তীতি শঙ্কাং বারয়ন্ দ্বিতীয়পাদং ব্যাচষ্টে—"দেব আ মর্ত্ত্যেষ্বেত্যাহ দেবো হ্যেষ সন্মর্ত্ত্যেষু" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৪) ইতি। অতো ব্রতং সমাধাতুং শক্নোতি। অগ্নির্ম্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুদিত্যাদিযাজ্যাপুরোনুবাক্যাদিমন্ত্রৈরগ্নিঃ স্তুয়ত ইত্যভিপ্রায়ং তৃতীয়পাদে স্বয়ং দর্শয়তি—"ত্বং যজ্ঞেষ্বীড্য ইত্যাহৈত৺ হি যজ্ঞেষ্বীড়তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৪) ইতি।

৫—১৭। "বিশ্বে দেবা অভি মামাঽববৃত্রন্ পূষা সন্যা সোমো রাধসা দেবঃ সবিতা বসোর্ব্ব-সুদাবা রাস্বেয়ৎ সোমাঽভূয়ো ভর মা পৃণন্ পূর্ত্ত্যা বি রাধি মাঽমায়ুষা চন্দ্রমসি মম ভোগায় ভব বস্ত্রমসি মম ভোগায় ভবোস্রাঽসি মম ভোগায় ভব হয়োঽসি মম ভোগায় ভব ছাগোঽসি মম ভোগায় ভব মেষোঽসি মম ভোগায় ভব।"—বৌধায়নঃ—"অথ সনিহারান্ প্রহিণোতি স যং মন্যতে ন মাং প্রত্যাখ্যাস্যতীতি তং প্রথমমভিপ্রহিণোতি বিশ্বে দেবা অভি মামাঽববৃত্রন্ পূষা সন্যা সোমো রাধসা দেবঃ সবিতা বসোর্ব্বসুদাবেতি, আহরন্তং দৃষ্ট্বা জপতি নানাহরন্তং রাস্বেয়ৎ সোমাঽভূয়ো ভর মা পৃণন্ পূর্ত্ত্যা বি রাধি মাঽমায়ুষেতি" ইতি। সনিশব্দেন হিরণ্যবস্ত্রাদি দেবদ্রব্যমুচ্যতে। সনিহারা দ্রব্যাণামানেতারঃ। আপস্তম্বস্ত প্রকারান্তরেণ মন্ত্রবিনিয়োগ-বিচ্ছেদাবাহ—"বিশ্বে দেবা অভি মামাঽববৃত্রন্নিতি প্রবুদ্ধ্য জপতি, পূষা সন্যেতি সনিহারান্‌ৎস৺ শাস্তি, চন্দ্রমসীত্যেতৈঃ প্রতিমন্ত্রং যথালিঙ্গং প্রতিগৃহ্ণাতি, দেবঃ সবিতা বসোর্ব্বসুদাবেত্যন্যানি" ইতি। সর্ব্বে দেবা অভিতঃ পালয়িতুং মামাবৃত্য তিষ্ঠন্তু। পূষা সন্যা পোষকো দেবো দেয়েন হিরণ্যদ্রব্যেণ সহাঽয়াতু। সোমো রাধসা সাধকেন বস্ত্রেণ সহাঽয়াতু। বসোর্ব্বস্বন্তরস্য গবাদেঃ প্রেরকো দেবো বসুপ্রদঃ সন্নায়াতু। হে সোমাস্মিন্ কর্ম্মণ্যপেক্ষিতমিয়দ্দেহি, সম্পূর্ত্ত্যা মাং পূরয়ন্ ভূয় আভর, অহমায়ুষা মা বিরাধি বিযুক্তো মা ভূবম্। প্রবুদ্ধো জপেদিত্যেতদ্ ব্যাচষ্টে—"অপ বৈ দীক্ষিতাৎ সুষুপুষ ইন্দ্রিয়ং দেবতাঃ ক্রামন্তি বিশ্বে দেবা অভি মামাঽববৃত্রন্নিত্যাহেন্দ্রি-য়েণৈবৈনং দেবতাভিঃ সন্নয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৪) ইতি। সুষুপুষঃ সুপ্তাৎ। অতীন্দ্রিয়সামর্থ্যেন তদভিমানিদেবতাভিশ্চায়ং মন্ত্রঃ সংযোজয়তি। বিপক্ষবাধপুরঃসরমাঽভূয়ো ভরেত্যমুং মন্ত্রভাগং ব্যাচষ্টে—"যদেতদযজুর্ণ ব্রূয়াদযাবত এব পশূনভিদীক্ষেত তাবন্তোঽস্য পশবঃ স্যু রাস্বেয়ৎ সোমাঽভূয়ো ভরেত্যাহাপরিমিতানেব পশূনবরুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৪)

দীক্ষাকালে বিদ্যমানান্যাবতঃ পশূনভিপ্রাপ্য দীক্ষেত মন্ত্রানুক্তৌ তাবন্ত এব স্যুঃ। মন্ত্রোক্তৌ তু মন্ত্রসামর্থ্যাদপরিমিতাঃ পরলোকে ভবন্তি। পশুভির্দ্রব্যান্তরাণ্যুপলক্ষ্যন্তে। চন্দ্রমসি মম

ভোগায় ভব বস্ত্রমসি মম ভোগায় ভবোস্রাঽসি মম ভোগায় ভব হয়োঽসি মম ভোগায় ভব ছাগোঽসি মম ভোগায় ভব মেষোঽসি মম ভোগায় ভবেত্যেভির্মন্ত্রৈর্যথালিঙ্গং বস্তু স্বীকর্ত্তব্যং। চন্দ্রং হিরণ্যং। উস্রা গৌঃ॥ তেন তেন মন্ত্রেণ তত্তদ্দ্রব্যাভিমানিদেবতাস্তৃপ্যন্তীত্যাহ—"চন্দ্রমসি মম ভোগায় ভবেত্যাহ যথাদেবতমেবৈনাঃ প্রতিগৃহ্লাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৪) ইতি। এনা হিরণ্যাদিরূপা দিৎসিতা দক্ষিণাঃ॥

১৮। "বায়বে ত্বা বরুণায় ত্বা নির্ঋ‍ৈত্যৈ ত্বা রুদ্রায় ত্বা।"—কল্পঃ—"তাঃ সমুদায়ুত্য রক্ষতি তাসাং যা নশ্যতি ম্রিয়তে বা বায়বে ত্বেতি তামনুদিশতি, যাঽপ্সু বা পাশে বা বরুণায় ত্বেতি তাং যা সং বা শীর্য্যতে গর্ত্তে বা পততি নির্ঋ‍ৈত্যৈ ত্বেতি তাং, যামহির্ব্যাঘ্রো বা হন্তি রুদ্রায় ত্বেতি তাং" ইতি। অনুদিশামীতি শেষঃ॥ বিপক্ষস্বপক্ষয়োর্দূষণভূষণে দর্শয়তি—"বায়বে ত্বা বরুণায় ত্বেতি যদেবমেতা নানুদিশেদযথাদেবতং দক্ষিণা গময়েদা দেবতাভ্যো বৃশ্চ্যেত যদেবমেতা অনুদিশতি যথাদেবতমেব দক্ষিণা গময়তি ন দেবতাভ্য আ বৃশ্চ্যতে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৪) ইতি॥

১৯। "দেবীরাপো অপাং নপাদ্য ঊর্ম্মির্হবিষ্য ইন্দ্রিয়াবান্মদিন্তমস্তং বো মাঽব ক্রমিষমচ্ছিন্নং তন্তুং পৃথিব্যা অনু গেষম্।" বৌধায়নঃ—"অথ যত্ত্বপরিয়াণা আপ উপাধিগচ্ছন্তি তজ্জপতি দেবীরাপো অপাং নপাদ্য ঊর্ম্মির্হবিষ্য ইন্দ্রিয়াবান্মদিন্তমস্তং বো মাঽব ক্রমিষমচ্ছিন্নং তন্তুং পৃথিব্যা অনুগেষমিতি সং বা গাহতে সং বা তরতি" ইতি। অপরিয়াণা গমনবিরোধিন্যো মার্গপ্রতি-রোধিকাঃ॥ আপস্তম্বঃ—"প্রয়াণে দেবীরাপ ইত্যপোঽবগাহতেঽচ্ছিন্নং তন্তুং পৃথিব্যা অনুগেষ-মিতি হস্তেন লোষ্টং বিমৃদ্গাত্যাপারাৎ" ইতি। যদা কেনাপি নিমিত্তেন দেবযজনাদন্যত্র দীক্ষেত তদানীং পৃথগরণীষগ্নীন্ সমারোপ্য দেবযজনং গচ্ছন্মধ্যে প্রাপ্তায়াং নদ্যামবগাহ্যোত্তরেৎ। অপাং নপাদিত্যগ্নিসম্বোধনং। হে দেব্য আপো যুষ্মাকং য ঊর্ম্মিস্তং পাদেন মাঽবক্রমিষং। কীদৃশ ঊর্ম্মিঃ। ব্রীহ্যাদ্যুৎপাদনেন হবির্যোগ্যঃ স্বকীয়জলপানেনেন্দ্রিয়শক্তিকারী তৃষাং নিবর্ত্তয়ন্নতি-হর্ষপ্রদঃ। মৃদি লোষ্টরূপং পৃথিব্যা অচ্ছিন্নং তন্তুং সেতুং প্রাপ্য তস্যোপরি গচ্ছামি॥ হবিষ্য-শব্দাভিপ্রায়মাহ—"দেবীরাপো অপাং নপাদিত্যাহ যদ্বো মেধ্যং যজ্ঞিয়ꣳ সদেবং তদ্বো মাঽব ক্রমিষমিতি বাবৈতদাহ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৪) ইতি। ইতি বাচ, ইত্যেব॥ তন্তুশব্দাভিপ্রায়মাহ—"অচ্ছিন্নং তন্তুং পৃথিব্যা অনুগেষমিত্যাহ সেতুমেব কৃত্বাঽত্যেতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৪) ইতি॥

২০। "ভদ্রাদভি শ্রেয়ঃ প্রেহি বৃহস্পতিঃ পুরএতা তে অস্ত্বথেমবস্য বর আ পৃথিব্যা আরে শত্রূন্ কৃণুহি সর্ব্ববীরঃ।"—বৌধায়নঃ—"বৃহস্পতিবত্যর্চা প্রয়াতি ভদ্রাদভি শ্রেয়ঃ প্রেহি বৃহস্পতিঃ পুরএতা তে অস্ত্বিত্যথ যত্র বৎস্যন্ ভবতি তদবস্যত্যথেমব স্য বর আ পৃথিব্যা ইত্যথাঽদিত্যমুদ্যন্তমুপতিষ্ঠত আরে শত্রূন্ কৃণুহি সর্ব্ববীর ইতি" ইতি।

আপস্তম্বস্তু ত্রীন্মন্ত্রানেকীকৃত্য বিনিযুঙ্‌ক্তে—"পৃথগরণীষগ্নীন্ সমারোপ্য রথেন প্রযাতি এতদভাবে রথাঙ্গমাদায় ভদ্রাদভি শ্রেয় ইতি" ইতি। অত্রার্থক্রমেণ দেবীরাপ ইত্যস্মাৎ পূর্ব্ব-মেবায়ং মন্ত্রোঽবগন্তব্যঃ। হে রথ ভদ্রাৎ প্রশস্তাদস্মান্নিত্যাগ্নিহোত্রস্থানাদতিপ্রশস্তং সৌমিকং দেবযজনমভিপ্রযাহি। বৃহস্পতিস্তব পুরতো গন্তা ভবতু। অথ প্রয়াণাদূর্দ্ধং পৃথিব্যাঃ সম্বন্ধিন্যা সমন্তাদ্বরে শ্রেষ্ঠে স্থান ঈমিমাং গতিমবস্য সমাপয়। হে রথাভিমানিন্নাদিত্য শত্রূন্রাক্ষসাদীনারে

দেবযজনাদ্দূরে কুরু॥ কল্পঃ—"অথ যত্র যক্ষ্যমাণো ভবতি তদবস্থত্যেদমগন্ম দেবযজনং পৃথিব্যা ইত্যন্তাদনুবাকস্য" ইতি। স চ মন্ত্র এবমাম্নায়তে—

২১। "এদমগন্ম দেবযজনং পৃথিব্যা বিশ্বে দেবা যদজুষন্ত পূর্ব্ব ঋক্‌সামাভ্যাং যজুষা সন্তরন্তো রায়স্পোষেণ সমিষা মদেম" ইতি।—পৃথিব্যাঃ সম্বন্ধি যদ্দেবযজনং তদিদমগন্ম বয়ং প্রাপ্তাঃ। যদ্দেবযজনে পূর্ব্বে সর্ব্বে দেবা অজুষন্তাসেবন্ত তদ্বয়মাগত্য বেদত্রয়গতৈর্ম্মন্ত্রৈঃ সোমযাগং সন্তরন্তঃ সম্যক্‌পারং নয়ন্তো রায়স্পোষেণ ধনসমৃদ্ধ্যা সমিষা সমীচীনেনান্নেন চ মদেম হৃষ্যাস্ম॥

ভদ্রাদভীত্যাদিমন্ত্রার্থঃ স্পষ্ট ইত্যভিপ্রেত্য ব্রাহ্মণেনাত্র ব্যাখ্যানমুপেক্ষিতং। ঔপানুবাক্যকাণ্ডে তু দীক্ষিতনিয়মপ্রসঙ্গাদ্ব্যাখ্যানং কৃতং। তত্র বৃহস্পতেরুপযোগমাহ—"অগ্নির্ব্বৈ দীক্ষিতস্য দেবতা সোঽস্মাদেতর্হি তির ইব যর্হি যাতি তমীশ্বরꣳ রক্ষাꣳসি হন্তোর্ভদ্রাদভি শ্রেয়ঃ প্রেহি বৃহস্পতিঃ পুরএতা তে অস্ত্বিত্যাহ ব্রহ্ম বৈ দেবানাং বৃহস্পতিস্তমেবান্বারভতে স এনꣳ সম্পারয়তি" (সং০ কা০ ৩ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি। যদা দীক্ষিতোঽগ্নিহোত্রস্থানাৎ প্রযাতি তদাঽগ্নিস্তিরোহিত ইব নৈনং পালয়তি। ততো রক্ষাংস্যেনং মার্গে হন্তুমীশ্বরাণি ভবন্তি। তত্র বৃহস্পতৌ পুরতো গচ্ছতি সত্যনুগচ্ছন্তমেনং রক্ষোবাধপরিহারেণ স বৃহস্পতিঃ সম্যক্‌পারং নয়তি॥ উত্তরমন্ত্রস্য চতুর্ষু ভাগেষু প্রতিপাদ্যোঽর্থঃ প্রসিদ্ধ ইত্যাহ—"এদমগন্ম দেবযজনং পৃথিব্যা ইত্যাহ দেবযজনꣳ হ্যেষ পৃথিব্যা আগচ্ছতি যো যজতে বিশ্বে দেবা যদজুষন্ত পূর্ব্ব ইত্যাহ বিশ্বে হ্যেতদ্দেবা জোষয়ন্তে যদ্ব্রাহ্মণা ঋক্‌সামাভ্যাং যজুষা সন্তরন্ত ইত্যাহর্ক্‌সামাভ্যাꣳ হ্যেষ যজুষা সন্তরতি যো যজতে রায়স্পোষেণ সমিষা মদেমেত্যাহাঽশিষমেবৈতামাশাস্তে" (সং০ কা০ ৩ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি। অধ্বর্য্যুপ্রভৃতয়ো ব্রাহ্মণা যদ্দেবযজনমিদানীমধিতিষ্ঠন্তি তদ্দেবাঃ স্বয়ং সেবমানা এতান্ সেবন্তে। যো যজতে স এষ সন্তরতীত্যন্বয়ঃ॥

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—

"দৈবীং হস্তৌ শোধয়িত্বা যে দে ব্রতপয়ঃ পিবেৎ।
অগ্নে স্বপ্স্যন্নগ্নিমাহ ত্বং প্রবুদ্ধো জপেত্তথা॥ ১॥
বিশ্ব ইত্যপি পূষেতি সনিহারানুশাসনং।
দেবো বস্বগ্রহশ্চন্দ্রং ষড ভিস্তত্র প্রতিগ্রহঃ॥ ২॥
বায় নষ্টামপ্সু মৃতাং সন্নামৃগ্‌ভ্যাং চ গাং স্পৃশেৎ।
দেবীরাপো বিগাহ্যাচ্ছি লোষ্টমপ্সু বিনর্দ্দয়েৎ॥ ৩॥
ভদ্রাদ্রথেন যাত্যেদং যাগভূমিব্যবস্থিতিঃ।
অনুবাকে তৃতীয়েঽস্মিন্নুদিতা একবিংশতিঃ॥৪॥" ইতি।

অথ মীমাংসা।

একাদশাধ্যায়স্য চতুর্থপাদে চিন্তিতং—"স্বপ্নাদিমন্ত্রা আবর্ত্ত্যা নো বাঽন্ত্যোঽস্ত্বন্তরায়তঃ। কৃৎস্নোদ্দেশপ্রবৃত্তত্বান্নিমিত্তাভেদতঃ সকৃৎ" ইতি॥ দীক্ষিতস্য স্বপ্ননদ্যুত্তরণবৃষ্টিক্লেদনামেধ্যদর্শননিমিত্তকাস্তত্তন্মন্ত্রজপাঃ পঠিতাঃ। ত্বমগ্নে ব্রতপা অসীত্যাদিকঃ স্বপ্নমন্ত্রঃ। দেবীরাপো অপাং নপাদিত্যাদির্নদীতরণমন্ত্রঃ। উন্দতীর্ব্বলং ধত্ত ইত্যাদির্বৃষ্টিক্লেদনমন্ত্রঃ। অবদ্ধং মন ইত্যাদিরমেধ্যদর্শনমন্ত্রঃ। যদা নিদ্রা মধ্যে প্রবোধৈরন্তরৈর্ব্ব্যবধীয়েত, নদী চ বহুশঃ স্রোতোযুক্তা দ্বীপৈঃ,

বৃষ্টিশ্চ বিচ্ছেদৈঃ, অমেধ্যানি চ দেশৈস্তদা তৈরন্তরায়ৈর্নিমিত্তেষু ভিন্নমানেষু নৈমিত্তিকা মন্ত্রা আবর্ত্তনীয়া ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ - রাত্রিগতাং কৃৎস্নাং নিদ্রামুদ্দিশ্য মন্ত্রাভিধানান্নিমিত্তমেকং। এবমন্যত্রাপি যোজ্যং। তস্মান্নাস্ত্যাবৃত্তিঃ। তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতং – "প্রয়াণে প্রত্যহং মন্ত্রো ভিন্নো নো বাহত্র বিশ্রমৈঃ। প্রয়াণভেদাদ্ভিন্নো নো গত্যৈক্যাদানিবৃত্তিতঃ" ইতি॥ ভদ্রাদভি শ্রেয় ইত্যাদিঃ প্রয়াণমন্ত্রঃ। তত্র দীক্ষিতস্য নির্গমনমারভ্য পুনঃপ্রবেশপর্য্যন্তং বিশ্রমব্যবধানেঽপি প্রয়োজনৈক্যাদেকমেব প্রয়াণং। ততো ন মন্ত্রাবৃত্তিঃ॥

অথ ছন্দঃ।

দৈবীং ধিয়মিত্যগ্নে ত্বমিতি চৈতে অনুষ্টুভৌ। ত্বমগ্ন ইতি গায়ত্রী। বিশ্বে দেবা ইত্যেক-পদা। এদমগন্মেতি ত্রিষ্টুপ্॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়প্রপাঠকে তৃতীয়োঽনুবাকঃ॥ ৩॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

— * —

দ্বিতীয় অনুবাকে দীক্ষা বর্ণিত হইয়াছে। দীক্ষা গ্রহণের পর দীক্ষিত ব্যক্তির দেবকার্য্যে অধিকার জন্মে। তখন তিনি সোমক্রয়ণাদি ক্রতু-ব্যবহার সম্পন্ন করিতে সমর্থ হন। বক্ষ্যমাণ তৃতীয় অনুবাকে দীক্ষিত কর্ত্তৃক দেবযজন বা দেবপূজার অধিকারের বিষয় পরিবর্ণিত। কিন্তু তৎসম্বন্ধেও এক বিশেষ বিধি আছে। দেবযজনে অধিকার লাভের পূর্ব্বে দীক্ষিত ব্যক্তিকে 'ব্রতপান দ্রব্য' সম্পাদন করিতে হয়। তদ্ভিন্ন, দীক্ষিত হইলেও, তাঁহার দেবযজনে অধিকার জন্মে না। তাই অনুবাকের প্রথম কয়েকটী মন্ত্রে, সোমযাগ সম্পাদনে সোম-ক্রয়ণাদির পূর্ব্বেই ব্রতপানাদির বিষয় অভিহিত হইয়াছে।

তৃতীয় অনুবাকের মন্ত্রসমূহের নিম্নরূপ বিনিয়োগ পরিদৃষ্ট হয়; যথা,—'দৈবীং ধিয়ং' প্রভৃতি মন্ত্রে হস্তাদি প্রক্ষালন; অনন্তর আচমনাদি ক্রিয়া সম্পাদনের পর 'যে দেবা' প্রভৃতি মন্ত্রে ব্রতপয়ঃ পান করিবে। 'অগ্নে ত্বং' প্রভৃতি মন্ত্রে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া, 'ত্বমগ্নে' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই অগ্নির উদ্দেশে জপ করিবার বিধি। 'বিশ্বে দেবা' 'পুষা সন্যা' প্রভৃতি মন্ত্রে 'সনিহারানুশাসন', 'দেবঃ সবিতা', 'বসোঃ' 'চন্দ্রমসি' প্রভৃতি ছয়টী মন্ত্রে পরিগ্রহ। তার পর 'বায়বে ত্বাং' প্রভৃতি মন্ত্রচতুষ্টয়ে গরুকে স্পর্শ করিবে। 'দেবীরাপঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে জলের মধ্যে লোষ্ট নিক্ষেপ করিয়া, সেই লোষ্টকে জল দ্বারা বিমর্দ্দন এবং পরিশেষে 'ভদ্রাদধি' প্রভৃতি মন্ত্রে রথে গমন করিয়া 'এদং' প্রভৃতি মন্ত্রে যাগভূমিতে অবস্থিতি। বলা বাহুল্য, বিনিয়োগ-সংগ্রহের উল্লিখিত বিনিয়োগ অনুসারে ভাষ্যকার মন্ত্রের ব্যাখ্যাদি নিষ্কাশন করিয়াছেন। আর সেই বিনিয়োগ অনুসারেই ভাষ্যে মন্ত্রের ভাব প্রকটিত হইয়াছে।

কিন্তু আমরা অনেকত্রই ভাষ্যের সে ভাব গ্রহণ করিতে পারি নাই। তাই আমাদের অর্থ অনেক স্থলে ভাষ্য হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া উপলব্ধ হইবে। যাহা হউক, আমাদিগের ব্যাখ্যাদির বিষয় নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। তাহাতে সকল বিষয় স্পষ্টীকৃত হইবে। যথা—

এই অনুবাকের প্রথম দুইটী মন্ত্রের প্রয়োগ-বিষয়ে ভাষ্যাভাষে যাহা অবগত হওয়া যায় এবং ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, প্রথমে তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করি। মন্ত্রে সম্বোধ্য পদ নাই। ভাষ্যকারের মতে প্রথম মন্ত্রটী যজমানের আচমন-সংক্রান্ত মন্ত্র। এই মন্ত্রের ভাব-বিষয়ে প্রায় সকলেরই এক মত দেখা যায়। এই মন্ত্রে যজমান যেন বলিতেছেন,—'আমি এই আরব্ধ অনুষ্ঠানের সুসিদ্ধির জন্য চিরসুখের নিদান যজ্ঞ-কার্য্যের উপযুক্ত তেজস্কর দৈবী বুদ্ধি প্রার্থনা করি। এতাদৃশী সর্ব্বপ্রশংসনীয়া বুদ্ধি আমাদের বশীভূত হউক।' দ্বিতীয় মন্ত্রে দুগ্ধ-পানের প্রসঙ্গ দেখিতে পাই। ইহাই ব্রতপয়ঃ পান। একটী ব্যাখ্যায় প্রকাশ,— 'এই মন্ত্রে অমৃণ্ময়-পাত্রে দুগ্ধ পান করিবে।' তদনুসারে মন্ত্রের যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—'যে দেবগণ মন হইতে উৎপন্ন এবং মনের সহিত কার্য্যকর (ইন্দ্রিয়গণ), তাঁহারা এই অনুষ্ঠানে নিপুণতা প্রদর্শন করতঃ আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমি তাঁহাদিগের উদ্দেশে আহুতি প্রদান করিতেছি। এই আহুতি সুসিদ্ধ হউক।' * এখানে 'দেবগণ' বলিতে 'ইন্দ্রিয়গণ' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। ভাষ্যে প্রকাশ, যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপন্ন না হয়—সেই জন্যই এই মন্ত্রের প্রার্থনা। ভাষ্যমতে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—'চক্ষুরাদি প্রাণাভিমানী দেবগণ আমাদিগের দুগ্ধপানরূপ ব্রতানুষ্ঠানে বহিরন্তঃ-শুদ্ধি-সাধনে আমাদিগকে পালন করুন। সেই দেবগণ কিরূপ? তাঁহারা উৎপত্তিকালে মনের সহিত উৎপন্ন। ব্যবহারকালে মনের সহিত তাঁহারা সংযুক্ত হন। যাঁহারা অন্যমনস্ক, তাঁহাদিগের চক্ষুরাদির গোচরীভূত সন্নিহিত বিষয়েও অনবগতি হয়। কিন্তু মনের সহায়তায় সেই সেই বিষয়ে পারদর্শী হওয়া যায়। দক্ষ-প্রজাপতি যাহাদের উৎপাদক, তাহারাই দক্ষপিতারঃ। ইত্যাদি।

ক্রিয়া-কর্ম্মে মন্ত্রদ্বয় যে ভাবেই প্রযুক্ত হউক, তদ্বিষয়ে আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই। আমরা কেবল মন্ত্রের কি নিগূঢ় লক্ষ্য, তাহাই একটু আলোচনা করিতেছি। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে সে আলোচনার মূলতত্ত্ব প্রকটিত আছে। তদনুসরণে সামান্য একটু চিন্তা করিলেই ভাব পরিস্ফুট হইতে পারে। মন্ত্র দুইটী ভগবানের করুণা-প্রার্থনায় বিনিযুক্ত বলিয়া মনে করি।

প্রথম মন্ত্রে, ভগবানের নিকট সদ্বুদ্ধি (প্রজ্ঞা) লাভের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। সদ্বুদ্ধির অধিকারী হইলে, মানুষ কি প্রকার বিভবসম্পন্ন হইতে পারে, 'ধিয়ং' পদের বিশেষণ-কয়টী তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। তোমার 'ধিয়ং' (মতি) যদি দেবোদ্দেশে প্রযুক্তা (দৈবীং) হয়, তাহার দ্বারা পরম সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়—তাহা পরমসুখপ্রদায়িকা (সুমৃড়ীকাং) হয়, তাহা 'তেজের ধারক' হইয়া থাকে অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে কোনও বিপদ-আপদ আসিয়া কদাচ

* সামশ্রমী মহাশয় মন্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সায়ণের অথবা উবটের বা মহীধরের ভাষ্যে এ ভাব পাওয়া যায় না।

অভিভূত করিতে পারে না, আর তাহার দ্বারা নানা সৎকর্ম্ম সাধিত হইয়া থাকে, সেই বুদ্ধিই সৎকর্ম্মসাধয়িত্রী (যজ্ঞবাহসং) হয়। ঐ প্রকার হিতসাধনী বুদ্ধি আবার সহজলভ্যা (সুপারা) হইতে পারে। সহজেই তুমি সে বুদ্ধির অধিকারী হইতে পার, যদি তাহা ভগবদভিমুখী হয়। এখানে সাধক প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে ভগবন্! আমার বুদ্ধি (মতি) যেন দেবোদ্দেশে প্রযুক্ত হয়, সদ্‌বুদ্ধি যেন আমার বশে থাকে।' ভাব এই যে,—তাহা হইলেই আমার সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

দ্বিতীয় মন্ত্রে দুইটী তত্ত্ব পরিব্যক্ত আছে। প্রথমে বলা হইয়াছে—দেবগণ বা দেবভাবসমূহ বা শুদ্ধসত্ত্বাদি ('দেবাঃ') হৃদয়েই উৎপন্ন হয়, হৃদয়েই অবস্থিতি করে। 'মনোজাতা' ও 'মনোযুজঃ' পদদ্বয় সেই সংবাদ প্রদান করিতেছে। মানুষ! কস্তুরিকা-অন্বেষী মৃগের ন্যায় কেন দূরে ঘুরিয়া মরিতেছে! দেবতার সন্ধান চাও? ঐ দেখ - তোমার হৃদয়ই তাঁহাদিগের উৎপত্তি-স্থান! ঐ দেখ—তোমার হৃদয়েই তাঁহারা অধিষ্ঠিত আছেন! একটু অনুধাবন করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। মন্ত্রের অন্তর্গত 'যে' পদ, সেই আভাষ প্রদান করিতেছে। ঐ পদের প্রতিবাক্যে আমরা তাই 'সর্ব্বৈরনুভূতাঃ' পদ ব্যবহার করিয়াছি। সেই হৃদিস্থিত দেবতার প্রতি যদি তোমার দৃষ্টি পড়ে, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে, তাঁহারা কি প্রকারে তোমার দ্বারা সৎকর্ম্মসমূহ সমাধান করিয়া লয়েন! মন্ত্রের 'দক্ষপিতারঃ' পদ, আমাদিগের হৃদয়স্থ দেব-ভাবের কর্ম্মকারিতার বিষয় ব্যক্ত করিতেছে। এ মন্ত্রে ভগবানের নিকট যেন প্রার্থনা করা হইতেছে,—'হে ভগবন্! আমার হৃদয়ে দেবভাব (দেবগণ) অধিষ্ঠিত হউন; আর, তাঁহাদিগের সাহায্যে সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা আমি যেন পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি। তাঁহারাই আমাকে পালন করুন। তাঁহাদিগের উদ্দেশে স্বাহা-মন্ত্রে আমি যেন কর্ম্ম সকলকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি,—আমার কর্ম্মসমূহ আমি যেন ভগবানে অর্পণ করিতে সমর্থ হই।'

ভাষ্যে অনুক্রমিত হইয়াছে,—মৌনী যজমান এই দুইটী মন্ত্র উচ্চারণে মৌন-ভাব ভঙ্গ করিবেন। যাহারা অনেক কথা কহে, তাহারা অন্যায় কথা কহিয়া থাকে,—অসত্য কথা কহিতে বাধ্য হয়। অতএব, সাধনার পথে যাঁহারা অগ্রসর হইবেন, মৌনাবলম্বন তাঁহাদিগের পক্ষে প্রধান প্রয়োজন। সেই মৌন যদি ভঙ্গ করিতে হয়, তাহা হইলে এই দুইটী মন্ত্রের আদর্শ-অনুরূপ বাক্য উচ্চারণ করাই শ্রেয়ঃ-সাধক। পরিত্রাণকামীর যে বাক্য, তাহা এই মন্ত্রদ্বয়ের বাক্যের ন্যায় আত্মোদ্বোধক ও প্রার্থনা-মূলক হওয়াই কর্ত্তব্য। মন্ত্রার্থ-আলোচনায় এই এক প্রধান শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তার পর তৃতীয় অনুবাকের তৃতীয় মন্ত্রের মর্ম্ম অনুধারন করুন। ভাষ্যানুসরণে প্রচলিত অর্থে বুঝিতে পারা যায়, যজ্ঞকারী যেন অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন,—'হে অগ্নি! আপনি একটু প্রজ্বালিত থাকুন; আমরা একটু নিদ্রিত হই। আপনি প্রজ্বালিত (জাগরিত) থাকিলে, রাক্ষসেরা যজ্ঞহানি করিতে আসিতে সাহস পাইবে না।' এ পক্ষে ভাব আসে এই যে, অগ্নি জ্বলিলে যাজ্ঞিকগণ জাগিয়া আছেন ভাবিয়া রাক্ষসেরা সেদিকে অগ্রসর হইবে না। আমরা কিন্তু মনে করি, এখানে সে বহিঃশত্রু যজ্ঞবিঘ্নকারক রাক্ষসের প্রসঙ্গ নাই। পরন্তু এখানে অন্তঃশত্রু—কামক্রোধাদির বিষয়ই প্রখ্যাত রহিয়াছে। প্রার্থনা-

কারী সেই জ্ঞানময় ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে জ্ঞানময়! সংসারের মোহঘোরে পড়িয়া আমরা পুনঃপুনঃ সৎপথ হইতে ভ্রষ্ট হই, পুনঃপুনঃ সত্ত্বভাবকে বিসর্জ্জন দিই। আপনি আমাদিগের সেই মোহঘোর বিদূরিত করুন। জ্ঞানরূপে আপনি হৃদয়ে জাগ্রৎ থাকিয়া আমাদিগকে সদা সদ্বুদ্ধি দান করুন,—সৎপথে পরিচালিত করুন। পদে পদে প্রমাদ আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে। কিসে সে প্রমাদ পরিহার করিতে পারি, আপনিই তাহার উপায়-বিধান করুন। দিয়াছিলেন সকলই; জন্মসহজাত সত্ত্বভাবাদি হৃদয়ে বিকাশ পাইতেছিল—সকলই; কিন্তু আমি একে একে সকলকেই বিসর্জ্জন দিয়াছি; সংসারের পাপ-সংসর্গে মিশিয়া সকলকেই পাপকলুষলাঞ্ছিত মলিন করিয়া তুলিয়াছি। তাই প্রার্থনা করিতেছি,—'আবার—আবার আমায় কৃপা করুন (পুনর্দ্দদঃ)।' এ মন্ত্রের প্রার্থনার ইহাই তাৎপর্য্য। মন্ত্রান্তর্গত কয়েকটী পদ বড়ই সংশয়-মূলক। ভাষ্যকার সেই কয়েকটী পদ-সম্বন্ধে ব্যাকরণ-ঘটিত নানা বিতর্কের মীমাংসা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও সন্দেহের নিরসন হয় না। বেদমন্ত্র—সূত্রাকারে গ্রথিত। উহার এক একটী অংশের মধ্যে বহু ভাব পুঞ্জীকৃত হইয়া আছে। দৃষ্টান্ত-স্থলে এই যজুর্ব্বেদেরই প্রথম মন্ত্র 'ইষে ত্বা' 'উর্জ্জে ত্বা' প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারি। এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'পুনর্দ্দদঃ' পদ সেইরূপ সূত্রস্বরূপ। ঐ পদে কত পুরাতন স্মৃতি মনোমধ্যে জাগরূক করে। ঐ পদে ভাব আসে,—আমাদিগের জন্ম-গ্রহণের সহিত আমরা বীজরূপে সত্ত্বভাবের কত অংশই লাভ করিয়াছিলাম! কিন্তু এখন, পাপ পৃথিবীর প্রলোভনের মধ্যে পড়িয়া, একে একে সকলই হারাইয়াছি। 'পুনর্দ্দদঃ' পদের প্রার্থনায় বলা হইতেছে,—'ভগবন্! সেই সব ভাব আবার আমায় ফিরাইয়া আনিয়া দেও।' এইরূপভাবে বিচার করিতে গেলে, বেদ-সূত্রের এক একটী মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বহু কথা আলোচনার প্রয়োজন হয়। কিন্তু এ প্রসঙ্গে তাহা বাহুল্য মনে করিতেছি। *

দীক্ষাগ্রহণকারী ব্যক্তি যদি ক্রোধপরায়ণ হন, তাহা হইলে তাঁহাতে পাপস্পর্শ হয়। সেই পাপ-প্রক্ষালন জন্য এই অনুবাকের চতুর্থ মন্ত্র অনুস্মরণীয়। মন্ত্রটী জ্বলন্ত অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে,—ইহাই ভাষ্যের অভিমত। সে পক্ষে, মন্ত্রে অগ্নির গুণ-ব্যাখ্যানে বলা হইয়াছে,—অগ্নি সকল কাজেই লাগিয়া থাকেন, সকল যজ্ঞাদিতেই অগ্নির প্রয়োজন হয়।

এখন আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া দেখুন। আমাদিগের মত এই যে,—মন্ত্র জ্ঞানদেবতাকে উদ্দেশ করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। জ্ঞানই যে সৎকর্ম্মের পালক ও রক্ষক এবং সকল সৎকর্ম্মানুষ্ঠানেই যে জ্ঞান-দেবতার প্রাধান্য, তাহা স্বতঃই উপলব্ধ হয়। মন্ত্রে তাঁহারই (জ্ঞানদেবতার) সেই মাহাত্ম্য-কথা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। মন্ত্রের মধ্যে আত্মোদ্বোধনার ভাব আছে। এখানে আপনার অন্তরস্থ শুদ্ধসত্ত্বের উদ্বোধনা দেখিতে পাই।

---

* মন্ত্রের বিভাগ-সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রদেশের পুঁথিতে এবং প্রকাশিত গ্রন্থে বিভিন্ন প্রকার পাঠ দৃষ্ট হয়; ভাষ্যেও ঐরূপ পাঠান্তর দেখিতে পাই। কাশীর পাঠে, জর্ম্মণীর প্রকাশিত ওয়েবার সাহেবের সংস্করণ অনুসৃত। বোম্বাই-প্রদেশের গ্রন্থে তাহা রূপান্তরে পরিগৃহীত। আমরা বিভিন্ন পাঠ মিলাইয়া অর্থ-পরিগ্রহের উপযোগী পাঠই গ্রহণ করিতেছি।

হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব যদি জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে সকল শ্রেষ্ঠ ধনই প্রাপ্ত হওয়া যায়,—তাহা হইলে কোনও ধনেরই আর অভাব থাকে না। এ পক্ষে প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—হে আমার হৃদিস্থ শুদ্ধসত্ত্বভাব! তুমি জাগরিত হও; আর তোমার সেই জাগরণের প্রভাবে আমি যেন আমার অভীষ্টধন প্রাপ্ত হই।' জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সে ধন কতকটা প্রাপ্ত হই। কিন্তু সে ধন এখন আমরা হারাইয়াছি; শুদ্ধসত্ত্বভাব হৃদয়ে জাগ্রৎ হইলে, সেই ধন আবার ফিরিয়া পাইতে পারি।' ফলতঃ, শুদ্ধসত্ত্বের সহিত জ্ঞানের যে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চারেই যে জ্ঞান সঞ্জাত হয়, মন্ত্রে তাহাই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'মানুষ! তুমি শুদ্ধ-সত্ত্বভাবান্বিত হও; জ্ঞানদেব তোমায় পরম ধন প্রদান করিবেন।'

পঞ্চম হইতে সপ্তদশ পর্য্যন্ত কয়েকটী মন্ত্রকে একত্রে সমাবিষ্ট করিয়া ভাষ্যকার ঐ সকল মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন। ভাষ্যানুসারে মন্ত্র-সমূহের যে অর্থ হয়, তাহা এই—'সকল দেবতা আমাকে পালনের জন্য আমাকে আবৃত করিয়া অবস্থান করুন। পোষক পূষা দেবতা হিরণ্য-দ্রব্যের সহিত আগমন করুন, সোম বস্ত্র লইয়া আগমন করুন, গবাদির প্রেরক দেবতা রসুপ্রদ হইয়া আগমন করুন। হে সোম! এই কর্ম্মের অপেক্ষিত ধন প্রদান করুন। আমাকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফল-দান করিয়া পুনরায় আমাকে পর্য্যাপ্তের অতীত ধন প্রদান করুন। আমি যেন আয়ুর দ্বারা বিযুক্ত না হই।' তার পর 'চন্দ্রমসি' 'বস্ত্রমসি' প্রভৃতি মন্ত্র-সমূহে এক এক দ্রব্যের উপলক্ষিত এক এক দেবতার নিকট সেই সেই দ্রব্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। বস্ত্র, গো, অশ্ব, ছাগ, মেষ প্রভৃতি ঐহিক বিত্ত-সম্পত্তি-লাভের কামনা সেই সকল মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। ছাগাভিমানী দেবতার নিকট ছাগ, মেষাভিমানী দেবতার নিকট মেষ, বস্ত্রাভিমানী দেবতার নিকট বস্ত্র, গবাভিমানী দেবতার নিকট গবাদি, অশ্বাভিমানী দেবতার নিকট অশ্ব প্রভৃতি যাজ্ঞা করিয়া, তত্তৎসামগ্রী লাভের নিমিত্ত প্রার্থনাকারী প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ফলতঃ, ঐহিক সুখসাধক যে সকল সামগ্রী কামনীয়, সেই সকল সামগ্রীই এই সকল মন্ত্রের উপলক্ষিত। ভাষ্যের ভাবে তাহাই উপলব্ধ হয়।

কিন্তু মন্ত্রের সহিত ঐহিক সুখসাধক সামগ্রীর সংশ্রব আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। বেদ মন্ত্র নিত্য-সত্য অপৌরুষেয়। আর ছাগ মেষাদি অনিত্য পৌরুষেয়। নিত্য-সামগ্রীর সহিত অনিত্য বস্তুর সমাবেশে, অপৌরুষেয় বেদের-মন্ত্রের সহিত অনিত্য পৌরুষেয় ছাগমেষাদির সংশ্রব-সূচনায়, বেদের অপৌরুষেয়ত্বের এবং নিত্যত্বের বিঘ্ন ঘটে। তাই আমরা মনে করি, মন্ত্রের সহিত সংশ্রবযুক্ত বস্ত্র, হয়, ছাগ, মেষ প্রভৃতি ঐহিক সুখসাধক সাধারণ বস্ত্রাদি নহে। ঐ সকল পদে আধ্যাত্মিকতামূলক বিভিন্ন উচ্চ ভাব প্রকাশ করে। আমরা মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহার কথঞ্চিৎ আভাষ প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে এই আলোচনা প্রসঙ্গে তাহার বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করিতেছি। কি সূত্রে কি ভাবে মেষাদি শব্দ পার্থিব পশ্বাদি হইতে আধ্যাত্মিকার উচ্চ ভাব প্রকাশ করিতে পারে, তৎপ্রসঙ্গে তাহা বিশেষভাবে উপলব্ধি হইবে।

পঞ্চম ('বিশ্বে দেবা' প্রভৃতি) মন্ত্রে হৃদয়ে সদ্ভাব-উন্মেষণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রার্থনাকারী মোক্ষেচ্ছু। তিনি পার্থিব বিত্তৈশ্বর্য্য লাভের জন্য লালায়িত নহেন। তিনি সেই

মোক্ষসাধক শুদ্ধসত্ত্বভাব-সমূহ অধিগত করিবার জন্যই ব্যাকুল। তাই তাঁহার প্রার্থনা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! বিশ্বের সকল দেববিভূতির অনুগ্রহ যেন আমি লাভ করিতে পারি। তাঁহারা সকলেই যেন আসিয়া আমার মোক্ষসাধক হন।' পঞ্চম মন্ত্রে সমষ্টিভাবে সকল দেববিভূতি লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। আর তৎপরবর্ত্তী ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম মন্ত্র-চতুষ্টয়ে ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক দেববিভূতির অনুগ্রহ লাভের আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাই। সাধক কহিতেছেন,—হে পুষা, হে সোম, হে সবিতা! আপনারা ব্যষ্টিভাবে এবং সমষ্টিভাবে—সর্ব্বভাবে আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন। আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ ধন দান করুন, আমাদিগকে পরমাশ্রয় প্রদান করুন, আমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করুন এবং আমাদিগের সৎকর্ম্মের সুফল প্রদান করুন। ব্যষ্টিভাবে এবং সমষ্টিভাবে—সর্ব্বভাবে আমাদিগের শ্রেয়ঃ-সাধন করুন—ইহাই আমাদিগের আকাঙ্ক্ষা।'

তার পর দশম মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করুন। এখানে পর্য্যাপ্ত—পর্য্যাপ্তেরও অতীত ধন লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রস্ফুট দেখি। ভগবান আমাদিগকে এত ধন প্রদান করুন, যাহাতে আমাদের আকাঙ্ক্ষার পূরণ হয়—কামনার অবসান হয়।' এখানে কামনা-নাশের ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। অতিরিক্ত অত্যধিক ধন-লাভের পর, কামনার নাশ হয়, এ মন্ত্র সেই সত্য প্রকটিত করিতেছে। সাধারণতঃ মানুষের প্রার্থনায় প্রকাশ পায়,—

"দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখম্।
বিধেহি দেবী কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্॥
বিধেহি দ্বিষতাং নাশং বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥"

ফলতঃ, মানুষ চায়—রূপ। মানুষ চায়—সৌভাগ্য। মানুষ চায়—সুখ। মানুষ চায়—কল্যাণ। মানুষ চায়—বিপুল ঐশ্বর্য্য। মানুষ চায়—যশোগৌরব। মানুষের অনন্ত কামনা—মানুষের অনন্ত বাসনা। কামনাই মানুষের পরম শত্রু। ধন চাহিয়া কামনার তৃপ্তি হয় না। রূপ চাহিয়া কামনার তৃপ্তি হয় না। সৌভাগ্য আরোগ্য ও সুখ চাহিয়াও কামনার তৃপ্তি হয় না। যশে তার তৃপ্তি নাই। মনোরমা ভার্য্যাতেও তার তৃপ্তি নাই। বিদ্যাবন্ত, যশস্বন্ত ও লক্ষ্মীমন্ত হইয়াও তাহার তৃপ্তি নাই। তাহার নিবৃত্তিই তাহার তৃপ্তি; কামনারূপ শত্রুর নাশই—তাহার আকাঙ্ক্ষার পূরণ—তাহার পরমার্থ লাভ। তাই আমরা মনে করি—'রূপং দেহি', 'জয়ং দেহি', 'যশো দেহি' প্রার্থনায় তৃপ্তি আসিল না বলিয়া, সে প্রার্থনায় আকাক্ষা পূরণ হইল না বলিয়া, সাধকের হৃদয়-কন্দর হইতে শেষ বাণী নিঃসৃত হইল—'দ্বিষো জহি।' অর্থাৎ, যেন আমি শত্রুনাশে সমর্থ হই,—যে শত্রু নাশ হইলে আর 'রূপং দেহি' 'ধনং দেহি' বলিয়া প্রার্থনা করিতে হয় না; যে শত্রু নষ্ট হইলে আরোগ্য-সৌভাগ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে না—আমি যেন সেই শত্রু নাশ করিতে সমর্থ হই। বলিয়াছি তো, কামনাই মানুষের পরম শত্রু। আমরা মনে করি—'ভূয়ো ভর মা পূণন পূর্ত্ত্যা' বলিতে এখানে কামনারূপ পরমশত্রু-নাশের চরম প্রার্থনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। যিনি পরম ঐশ্বর্য্যশালী সাধক, তিনি ভগবানের নিকট সেই প্রার্থনাই জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। সাধারণ

মানুষ, পরমৈশ্বর্য্যশালীর সন্ধান পাইয়া তুচ্ছ পার্থিব ধনরত্নাদির কামনা করে বটে; কিন্তু অলৌকিক সাধনশক্তিসম্পন্ন জন, কামনা বিসর্জ্জনরূপ অপার্থিব ধনেরই যাচ্ঞা করে। যিনি যদ্রূপ অর্থের (অভিলাষী) অধিকারী, ভগবানের নিকট তিনি সেইরূপ অর্থই প্রার্থনা করুন। অধিকারী হিসাবে বেদমন্ত্রের ভিন্ন অর্থ উপলব্ধি হয়। যিনি অর্থের জন্য লালায়িত, তিনি অর্থেরই প্রার্থী হইবেন; আবার যিনি পরমার্থ লাভের জন্য ব্যাকুল, তিনি তাহারই প্রার্থনা জানাইবেন। সেই পরমৈশ্বর্য্যশালী আপনার অনন্ত ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। যাঁহার যেমন প্রার্থনা, তিনি সেইরূপ ফলই প্রাপ্ত হইবেন।

পরবর্ত্তী একাদশ হইতে সপ্তদশ পর্য্যন্ত মন্ত্র-সমূহে সেই আকাঙ্ক্ষিত সামগ্রী বিষয় উল্লিখিত। আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির প্রথম সামগ্রী—'চন্দ্রং' অর্থাৎ পরমানন্দ। ভগবৎপ্রাপ্তিতেই সেই পরমানন্দ অধিগত হয়। আকাঙ্ক্ষার ইহাই পূর্ণ পরিতৃপ্তি। 'বস্ত্র'—দ্বিতীয় সামগ্রী। বস্ত্র যেমন নগ্ন-দেহকে আবৃত করিয়া লজ্জা নিবারণ করে; সেইরূপ সদ্ভাবদ্বারা কামনা-বাসনা পূর্ণ নগ্ন-হৃদয়ে অমৃত নিঃসৃত হয়। অর্থাৎ, সদ্ভাব সঞ্চারে কামনা-বাসনার পরিতৃপ্তি সাধন হইলেই মানুষের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটে। তার পর 'উস্রাঃ' অর্থাৎ জ্ঞানরশ্মি। জ্ঞানবলে হৃদয়ের পাপান্ধকার বিদূরিত হইলেই, বিশুদ্ধ জ্ঞানের বিমল জ্যোতিতে হৃদয় উদ্ভাসিত হইলেই, কামনা-বাসনার নিবৃত্তি ঘটে; তখনই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়—তখনই পর্য্যাপ্তেরও অতীত ধন অধিগত হইয়া থাকে। 'উস্রাঃ' পদে এখানে গাভী বুঝায় না। এখানে ভগবানকে 'উস্রাঃ' পদে 'জ্ঞানের উৎস' বলা হইয়াছে। গাভী যেমন লোকরক্ষাকর পয়ঃ-নিসারণ করে, সেইরূপ ভগবানও জ্ঞানকিরণ-দানে পাপ-নিঃসরেণ করিয়া থাকেন। ফলতঃ, অজ্ঞানান্ধকার হৃদয়ে জ্ঞানরশ্মি-বিচ্ছুরণে পাপতমনাশের ভাবই ঐ 'উস্রাঃ' পদে প্রকাশ করিতেছে। অজ্ঞানতাই কামনার ও বাসনার জনক। জ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞানতার বিনাশে কামনার ও বাসনার পূর্ণ পরিতৃপ্তি সাধনে, আকাঙ্ক্ষা পূরণ হইয়া থাকে। তার পর, আকাঙ্ক্ষা পূরণের আর এক সামগ্রী—'হয়ঃ'। অভীষ্ট-পূরণ হইলেই—প্রার্থিত সামগ্রী প্রাপ্ত হইলেই—আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটে। এখানে, সাধকের প্রার্থিত সামগ্রী—পরমার্থপ্রাপ্তি। তাহাই তাঁহার অভীষ্ট। সেই অভীষ্ট পূর্ণ হইলেই তাঁহার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটে। আকাঙ্ক্ষা-পূরণের আর এক সামগ্রী—'ছাগঃ'। 'ছো' ধাতুর অর্থ ছেদন করা। 'ছো' ধাতু হইতে 'ছাগঃ' পদের বুৎপত্তি। 'গল' অর্থাৎ অর্গলকে ছেদন করেন যিনি, তিনিই ছাগ। তাহা হইতেই আমাদের অর্থ হইয়াছে—'ভববন্ধন-ছেদকঃ'। সাধকের প্রধান কামনা—ভববন্ধনছেদন। সেই কামনার সামগ্রীই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়া থাকে। শেষ কামনার সামগ্রী—'মেষঃ' অর্থাৎ সজ্‌জ্ঞানদানে চিত্তবৃত্তির উন্মেষণ। সৎকর্ম্মসাধনশীল জীবনই বল, পরমানন্দই বল, সদ্ভাবসৎপ্রবৃত্তিই বল, জ্ঞানধনই বল, পরমার্থই বল, ভববন্ধন-ছেদনই বল—চিত্তবৃত্তির উন্মেষ ভিন্ন কিছুই সম্ভবপর হয় না। চিত্ত যদি ধারণা না করিল, মন যদি চঞ্চল রহিল—কোনও আকাঙ্ক্ষারই পূরণ হওয়া সম্ভব নহে। তাই আকাঙ্ক্ষা-পূরক সকল সামগ্রীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া, সাধক শেষ যখন বুঝিলেন—মনই সকলের মূল, চিত্তবৃত্তিই সকল আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রধান সহায়, তখন সাধক শেষ প্রার্থনা জানাইলেন,—'হে ভগবন! আপনি সজ্‌জ্ঞান-প্রদানে আমার চিত্তবৃত্তির উন্মেষ করিয়া দিউন।' ফলতঃ, পঞ্চম

হইতে সপ্তদশ পর্য্যন্ত মন্ত্রসমূহে ভববন্ধনছেদনে আকাঙ্ক্ষা-পরিতৃপ্তির কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে মেষ, ছাগ, গরু, ঘোড়া প্রভৃতি অনিত্য সামগ্রী-লাভের কামনা নাই। পরমার্থ-লাভই এখানকার লক্ষ্য। সাধকের প্রার্থনায় সেই ভাবই ফুটিয়া উঠিয়াছে। দৃষ্টির তারতম্যানুসারে দ্রষ্টব্য সামগ্রী বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়। জগৎ যাহা আছে, তাহাই আছে। কিন্তু লৌকিক দৃষ্টিতে উহা একরূপ, যুক্তিবাদীর দৃষ্টিতে উহা একরূপ, আর জ্ঞানবাদীর দৃষ্টিতে উহা একরূপ। জ্ঞানদৃষ্টিতে উহা তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ, যুক্তি-দৃষ্টিতে উহা অনির্ব্বচনীয়, লৌকিক দৃষ্টিতে উহা বাস্তব। ত্রিবিধ চিত্তে এইরূপ ত্রিবিধ ভাব উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য—আত্যন্তিক দুঃখনাশে পরমসুখসাধন। কিন্তু সকলেই বিভিন্ন পন্থায় অগ্রসর। বিভিন্ন স্তরের অধিকারী বিভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হউক—ইহাই উদ্দেশ্য। নদী বিভিন্ন পথে বিভিন্ন নামে সাগরাভিমুখে অগ্রসর হয়; কিন্তু সে যখন সাগরে মিশিয়া যায়, তখন তাহার নামরূপ সমস্ত লোপ পায়। সচ্চিদানন্দসাগরে মিলিতে পারিলে, চিত্ত-নদী সেইরূপ নামরূপ বিযুক্ত হয়। জীবের তাহাই প্রার্থনীয়। শ্রুতি (মুণ্ডকোপনিষৎ) সেই কথাই বলিয়াছেন; যথা,—

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছতি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্‌বিমুক্তঃ পরাৎপরা পুরুষমপৈতি দিব্যম্।"

সেই লক্ষ্যই হউক। জ্ঞানের অধিকারী হইয়া নামরূপে বিযুক্ত হইয়া, মানুষ সেই পরাৎপরে পরমেশ্বরেই লীন হউক। তিনি এক, তিনি অভিন্ন। এই ভাবেই তাঁহাকে জানিতে হইবে, এই ভাবই তাঁহাতে মিশিতে হইবে, এইরূপেই তাঁহাতে বিলীন হইতে হইবে। এই ভাবেই আকাঙ্ক্ষার পূরণ হইবে।

পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তদশ মন্ত্রে সাধক যখন বুঝিলেন,—অভীষ্টসিদ্ধ করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে আত্মার উদ্বোধন বিশেষ আবশ্যক;—আত্মোদ্বোধন ভিন্ন কোনও অভীষ্টই পূর্ণ হইবার নহে; সেই তিনি আত্মোদ্বোধনে মনঃস্থৈর্য্য সাধনে বিনিযুক্ত হইয়াছেন। ভাষ্যে অষ্টাদশ মন্ত্রের ব্যাখ্যাদি পরিদৃষ্ট হয় না। তবে বিনিয়োগ-সংগ্রহ অনুসারে গো স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। কল্প অনুসারে অর্থ হয়,—যে সকল গাভী মৃত বা অন্য প্রকারে নষ্ট হয়, বায়ু তাহাদিগকে রক্ষা করুন; যাহারা জলে পতিত হয় অথবা পাশে আবদ্ধ হইয়া বিনষ্ট হয়, বরুণ তাহাদিগকে রক্ষা করুন; যে সকল গাভী ভূমিতে বা গর্ত্তে পতিত হইয়া বিনষ্ট হয়, নিঋ্ঁতি তাহাদিগকে পালন করুন; আর সর্প ব্যাঘ্রাদি যাহাদিগকে নিহত করে, রুদ্র-দেবতা তাহাদিগকে রক্ষা করুন।' ইত্যাদি।

আমাদিগের মতে মন্ত্রে এক নিগূঢ় ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে মনকে সম্বোধন করিয়া, তাহার উৎকর্ষ সাধনের স্তরপর্য্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। মন্ত্রের প্রথমাংশে বলা হইয়াছে,—'হে মন! তুমি এখন, সকল সংসার-ব্যাপার ভুলিয়া, সকল ভ্রমছায়া মায়া ছাড়িয়া, যিনি সকলের আশ্রয়-স্থানীয়, সর্ব্বভূতের আধার ও অধিপতি এবং যিনি বায়ুরূপে জগতের প্রাণস্বরূপ, একমাত্র তাঁহারই পরিতৃপ্তি-সাধনের নিমিত্ত বিনিযুক্ত হও।' এই মন্ত্র বিবেক-বৈরাগ্য-মনুষ্যত্বের এই দুই শ্রেষ্ঠ ভাবের দ্যোতনা করিতেছে।

তমোময় নিদ্রিত মনকে অতি আকুলকণ্ঠে ডাকিয়া বলা হইতেছে,—'রে অবোধ অচেতন মন্! সকলই তো অসার ক্ষণভঙ্গুর—চরাচর বিশ্বসংসার সকলই তো নিশার স্বপন—এই আছে, এই নাই! তবে আর কেন? কেন আর সে তুচ্ছ অসারে মুগ্ধ হইয়া দিন কাটাও?'—এই তো ব্যাকুল বৈরাগ্যের মহামন্ত্র! তৎপরে বলা হইতেছে,—'হে মন! সকল তুচ্ছ অসারকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া, যিনি সারাৎসার—যিনি সর্ব্বভূতের একমাত্র চরম আশ্রয়স্থান, তাঁহার তৃপ্তি-সাধনে আত্মনিয়োগ কর, তাঁহারই শরণাপন্ন হও, তাঁহারই করুণা কণা-লাভে প্রয়াস পাও,—তাঁহারই পাদপদ্মপূজায় দেহ মন প্রাণ ঢালিয়া দেও।' ইহা অপেক্ষা বিবেকের শ্রেষ্ঠ উপদেশ আর কি হইতে পারে? মনের পক্ষে এমন উচ্চ উপদেশ আর কিছুই নাই। কিন্তু মন তো তাহা শুনিবার পাত্র নহে! মন যে বড়ই অধীর—বড়ই চঞ্চল! তাহাকে বশে আনা বা তাহাকে আয়ত্তীকৃত করা বড়ই কঠিন! অতি অস্থির মনের ধৈর্য্য স্থৈর্য্য সম্পাদন যে বড়ই সুদুষ্কর! এই কথা মনে করিয়াই, নরনারায়ণ অর্জ্জুন, আকুলকণ্ঠে ভগবান বাসুদেবকে বলিয়াছিলেন,—"বায়োরিব সুদুষ্করম্।" সত্যই বটে! বায়ুকে বন্ধন করা যেমন কঠিন, মনকে বন্ধন করাও তদ্রূপ দুঃসাধ্য! মদমত্ত বারণতুল্য এমন মনকে কে শাসনদণ্ডে পরিচালিত করিবে? কে শান্তি-সংযমের নিগড় সংযত করিয়া রাখিবে? তাই মন্ত্রের শেষাংশে বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করা হইয়াছে—'রুদ্রায় ত্বা।' অর্থাৎ,—'হে চঞ্চল মন! হে অসংযত মন! এই স্তরে আসিয়া,—এই অবস্থায় পড়িয়া, তুমি ঘোররূপী শাসিকা যে দৈবী-শক্তি, একবার তাঁহার প্রতি লক্ষ্য কর,—তুমি একেবার তাঁহার প্রীতিসাধন জন্য বিনিযুক্ত হও।' বলা হইতেছে,—'হে সাধক আত্মা, অতঃপর তুমি শক্তি-সাধনার জন্য যোগযুক্ত হও। অতি স্থিরভাবে, অতি ধীরভাবে, অতি দৃঢ়ভাবে, সদাই অস্থির মনকে কঠোররূপে সুসংযত কর।' বিবেক-বৈরাগ্যের উদ্বোধনে, তাহাদেরই প্রেরণা-বলে, সাধন ক্ষেত্রে উন্নতি-উৎকর্ষের উদ্ভিদ জন্মলাভ করে। তখন সাধককে শক্তিসাধনরূপ ঘোর অধ্যাত্ম-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয়। তখন কঠোর শাসন-দণ্ডধারী বিশ্বশাসক দৃঢ় শাসদ-দণ্ডের বশে পরিচালনা করিয়া, সাধকের অস্থির চিত্তকে শান্ত ও সংযত করিয়া দেন! এখানে, এই মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে, সেই অবস্থারই আভাষ প্রাপ্ত হই।

এই অবস্থায় সংযতচিত্ত শান্ত শুদ্ধ সাধক, ব্রহ্মজ্যোতিঃ সন্দর্শনের অধিকার লাভ করেন। তখন সাধক মনকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া থাকেন,—'হে মন! তোমাকে জগতের জীবন-স্বরূপ দেবগণের তৃপ্তিসাধনের জন্য নিযুক্ত করিতেছি; অর্থাৎ, এখন তুমি অন্তরাত্মাকে পরমা-লোকে আলোকিত করিয়া, ব্রহ্মজ্যোতিঃ-স্বরূপে নিমজ্জিত হও।' মন্ত্রের অন্তর্গত 'বায়বে ত্বা' পদে সেই স্তরের বিষয় খ্যাপন করিতেছে। সাধকের আত্মা ব্রহ্মালোকে আলোকিত হইলে, স্বতঃই তাহার বিশাল বিরাট ভাব সংঘটিত হইয়া থাকে। অনন্ত আকাশ—বিশাল বিশ্ব সেই বিরাট ভাবেরই দ্যোতনা করিয়া থাকে। সেই বিশাল বিরাট ভাব লাভ করিয়া সাধক মনকে বলিয়া থাকেন,—'মন! তোমার কর্ম্মের দ্বারা তুমি এখনই ভূমা-ভাবে সুবিস্তৃত সম্প্রসারিত হও, যেন ক্ষিতিব্যোমাত্মিকা বিশাল বিরাট অনন্ত দেবতা তোমাকে জানিতে পারেন অর্থাৎ তুমি যেন বিশাল বিরাট হৃদয় হইয়া তাঁহাতে সংশ্রব-সমন্বিত বা সম্মিলিত হইয়া যাইতে পার।' এই ভাবের সঙ্গে সঙ্গে চতুর্থ মন্ত্রে আশীর্ব্বাদ আকাজ্ক্ষা-প্রসঙ্গে বলা হইতেছে,—'হে মন!. তুমি

ভগবানের আশীর্ব্বাদ-প্রসাদ লাভের উপযুক্ত হও—তোমার প্রতি ভগবান 'প্রেমা' রূপ পরম-করুণাধারা বর্ষণ করুন। অর্থাৎ, ভগবৎ-প্রসাদে তুমি পরম ভক্ত ও পরম প্রেমিক হইয়া ভগবৎ-সেবায় ভগবৎ-কার্য্যে বিনিযুক্ত হও।'

ঊনবিংশ মন্ত্রে উদ্বোধনার ভাব পরিব্যক্ত। এখানে প্রেমভক্তিরূপ মহাভাবের বিকাশ এবং সেই ভাব প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা মন্ত্রে প্রকটিত দেখিতে পাই। এখানকার সম্বোধন—শুদ্ধসত্ত্বভাব। ভাষ্য-মতে এ মন্ত্রের সম্বোধ্য—আপ। তদনুসারে ভাষ্যে মন্ত্রের যে অর্থ প্রকটিত, তাহা এই,—'যদি কোনও কারণে দেবযজন-প্রদেশ ভিন্ন অন্যত্র দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে পৃথক অরণিতে অগ্নি প্রজ্বালিত করিতে হইবে। সেই প্রজ্বলিত অরণি সহ দেবযজন-স্থানে গমন সময়ে, পথে মধ্যে যেন কোনও কল্পিত নদী রহিয়াছে মনে করিয়া তাহাতে অবগাহন পূর্ব্বক সেই নদী উত্তীর্ণ হইবার বিধি। 'অপাং নপাৎ' পদে অগ্নির সম্বোধন আছে। মন্ত্রের অর্থ—'হে দেবী আপ! আপনাদের উর্ম্মিকে যেন আমি পদের দ্বারা অতিক্রম না করি। (অর্থাৎ আমাতে যেন পাদস্পর্শ-দোষ সংঘটিত না হয়)। কিরূপ উর্ম্মি! ব্রীহ্যাদি উৎপাদন সমর্থ বলিয়া হবির্যোগ্য, স্বকীয় জলপানের দ্বারা ইন্দ্রিয়-শক্তি-বৃদ্ধিকারী এবং তৃষ্ণাদি-নিবারণে অতি হর্ষপ্রদ। লোষ্টরূপ পৃথীবর অচ্ছিন্ন সেতু প্রাপ্ত হইয়া যেন তাহার উপর গমন করিতে পারি।'

আমরা মনে করি, এই মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ে পরম-স্থান লাভের এবং ভববন্ধন-ছেদনের আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান রহিয়াছে। মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্! আমার অন্তরাত্মায় নিহিত দেবভাবসমূহ আপনার সহিত সম্মিলিত হইয়া যেন অধিকতর উজ্জ্বল ও শক্তিসম্পন্ন হয়। আমি যেন আমার কর্ম্মের দ্বারা সেই সত্ত্বপ্রবাহকে বিনষ্ট না করি। আমার অন্তরের তমোরাশিকে দূর করিয়া, আমার অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট করিয়া, আমাকে পরমানন্দ ভূমানন্দ প্রদান করুন। মন্ত্রের অন্তর্গত 'অপাং নপাৎ' পদে তমোভাবের শোষণ বা বিনাশ-সাধন বুঝাইতেছে। ঐ বাক্য হইতে তমোভাবনাশের অজ্ঞানান্ধকার দূরীকরণের ভাব কেন আসে, সামান্য অনুধাবন করিলেই তাহা বোধগম্য হইতে পারে। জল বা জলীয় অংশই তমোভাবের অন্ধকারের দ্যোতক। জড়ত্ব, শৈত্য—জলের ধর্ম্ম। সেইজন্যই জলের বা জলীয়-ভাবের নাশক সংজ্ঞায় সত্তাবকে—জ্ঞানাগ্নিকে সম্বোধন করা হইয়াছে। জলের আধিক্য—শৈত্যের আধিক্য সদ্ভাবের—জ্যোতির বা জ্ঞানের হানিকর। এখানে জড়ত্ব বা শৈত্য দূর করিয়া হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিচ্ছুরিত করুন—এই ভাবই আসিয়া থাকে। আমরা সেই ভাবেই মন্ত্রের অর্থ নিষ্পন্ন করিলাম। মন্ত্রের অন্তর্গত 'পৃথিব্যাঃ অচ্ছিন্নং তন্তং' বলিতে আমরা 'ইহলোক-সম্বন্ধি দুশ্ছেদ্য বন্ধনের' বিষয়ই উপলব্ধি করি। এখানে সেই ভববন্ধন-মোচনের আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান। সদ্ভাব অধিগত হইলেই, হৃদয়ে সৎস্বরূপ ভগবানের অধিষ্ঠান ঘটিলেই, সকল বন্ধন টুটিয়া যায়। এখানে ভগবদধিষ্ঠানে সংসার-বন্ধন-মোচনের সঙ্কল্পে সাধক উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছেন,—ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

তার পর বিংশ মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করুন। ভাষ্যমতে এ মন্ত্র রথ-সম্বোধনে বিনিযুক্ত। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—'হে রথ! অপ্রশস্ত এই নিত্য অগ্নিহোত্র স্থান হইতে প্রশস্ত সৌমিক দেবযজন স্থানের অভিমুখে গমন কর। গমনের পূর্ব্বে পৃথিবী-সম্বন্ধি শ্রেষ্ঠ স্থানে গতি

সম্পন্ন কর। হে রথাভিমানী আদিত্য রাক্ষসাদি শত্রুগণকে দেবযজনস্থান হইতে দূরে রাখ।' আমাদের মতে এ মন্ত্রে ভগবানে কর্ম্মফল সমর্পণের উদ্বোধনা বর্ত্তমান। মন্ত্রটী মনঃসম্বোধন-মূলক। আত্মাকে উদ্বোধিত করিয়া সাধক কহিতেছেন,—'হে মন! তুমি সৎকর্ম্মে সুফল পাইবার জন্য উদ্বোধিত হও। কিন্তু তুমি তো অন্ধ! কোন্ পথে কি ভাবে অগ্রসর হইলে সে ফল প্রাপ্ত হইতে পার, তাহা তো তোমার অবিদিত! সুতরাং তুমি ভগবানের শরণাপন্ন হও। এ সংসারে তিনি তোমার পথপ্রদর্শক হউন। সৎপথে পরিচালিত করিয়া, তিনি তোমাকে কর্ম্মফল প্রদান করুন এবং তোমার কর্ম্মের ফল তিনিই গ্রহণ করুন। এইরূপে তুমি ইহজগতে শ্রেষ্ঠ পদে সমারূঢ় হইয়া বহিরন্তঃশত্রু-বিনাশে পরমাত্মায় লীন হইয়া যাও।' আমরা মনে করি, এই ভাবই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত। ফলতঃ, স্বরূপ-জ্ঞানই পরমার্থ-লাভের একমাত্র উপায়। তাঁহাকে সর্ব্বশক্তির আধার, সৎপথপ্রদর্শক ও শত্রুনাশক বলিয়া বুঝিতে পারিলেই সকল অন্তরায় দূর হয়। তখনই সংসার-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়।

তার পর একবিংশ বা শেষ মন্ত্র। এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক যজমান যজ্ঞশালায় গমন করিয়া প্রার্থনা করিবেন। প্রয়োগ অনুসারে প্রচলিত ভাষ্যে এই মন্ত্রের যে অর্থে নিষ্কাশিত হয়, তাহা প্রথমে উল্লেখ করিতেছি; যথা,—'আমরা এই পৃথিবী সম্বন্ধীয় দেবযজন-স্থানে আগত হইয়াছি, যেখানে সকল দেবতা প্রীতি সহকারে আছেন। আমরা ঋক্, সাম ও যজুঃ এই ত্রিবেদীয় মন্ত্রের দ্বারা সমুদ্রের মত গম্ভীর সোমযাগ সমাপন করতঃ ধনের দ্বারা পুষ্টি প্রাপ্ত ও অন্ন দ্বারা হৃষ্ট (আনন্দিত) হই।'

এক্ষণে আমরা যেদিক্ দিয়া যেরূপভাবে এই মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাষণ করিয়াছি, তাহার একটু আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি। আমরা মন্ত্রটীকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম অংশে প্রার্থনা করা হইতেছে যে,—'হে ভগবন্! আমাদের এই হৃদয়রূপ (ইদং যজনং) যজ্ঞ-স্থানটী যেন এমন ভাবে প্রস্তুত হয়, যেখানে নিখিল দেবভাব (দেববিভূতি) অধিষ্ঠিত হয়েন।' হৃদয়ই দেবযজ্ঞের (পূজার প্রকৃত স্থান! বাহিরে যতই সাজসজ্জা হউক না কেন, বাহিরে যতই জাঁকজমক করিয়া পূজার স্থানটী প্রস্তুত করা হউক না কেন, যদি অন্তঃস্থান হৃদয়টী প্রস্তুত না হয়, তাহা হইলে সকল চেষ্টা, সকল যত্ন, সকল উপকরণ, যে বৃথা হইয়া যাইবে! তাই আমরা 'যজন' শব্দে কেবল বাহির না ধরিয়া (যজ্ঞের) ভিতর স্থান পর্য্যন্ত ভাব গ্রহণ করিয়াছি। কেবল 'যজন' শব্দেই 'দেবতার পূজার স্থান' অভিহিত হয়। 'দেবযজন' শব্দে ঐ অর্থ গৃহীত হইলে, 'দেব' শব্দের বৈয়র্থ্য-প্রসক্তি হয় মনে করিয়া, 'দেব' পদ সম্বোধনে প্রযুক্ত—এইরূপ আমনন করা হইয়াছে। তার পর, "আ পৃথিব্যাঃ" পদে 'এই পৃথিবীতে থাকিয়াই'—এইরূপ ভাব দ্যোতিত হইয়াছে। স্বর্গলোকে থাকিয়া হৃদয় দেবভাবযুত হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের প্রার্থনা,—'এই ভূলোকে থাকিয়াই যাহাতে আমাদের হৃদয় সত্ত্বভাবযুত হয়, হে দেব! আপনি তাহাই করুন।' দ্বিতীয় অংশের প্রার্থনা—'আমরা অজ্ঞানতা-সমুদ্র হইতে সমুত্তীর্ণ ('সন্তরন্তঃ' পদে) হইতে ইচ্ছুক। আমরা যেন ঋক্ সাম ও যজুর্ব্বেদ মন্ত্রের (স্তবের) দ্বারা এবং পরমধনের (রায়ঃ) পোষক (পোষণে) সত্ত্বভাব (ইষা) দ্বারা আনন্দিত হই।' ভাষ্যকারের সহিত এই মন্ত্রার্থে আমাদের বিশেষ মতদ্বৈধ নাই। তবে

'রায়ঃ' পদে, সামান্য ধন অর্থ গ্রহণ না করিয়া, পরমধন—জ্ঞানধন, আর 'ইষা' পদে কেবল 'অন্ন' অর্থ না লইয়া 'সত্ত্বভাব' রূপ অন্ন অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে।

মন্ত্রে পর পর কামনার স্তর এবং মুক্তির উপায় প্রখ্যাপিত হইতেছে। প্রথম অংশে 'হে ভগবন্! আমাদের হৃদয় সত্ত্বভাবাপন্ন করুন'—এইরূপ প্রার্থনা প্রকটিত। দ্বিতীয় অংশে—'তত্ত্বজ্ঞানের পোষক সেই সত্ত্বভাবের দ্বারা যেন আমরা আনন্দিত হই'—এই প্রার্থনায়, সত্ত্বভাবই তত্ত্বজ্ঞানের কারণ—এইরূপ ভাব আসিয়াছে। সত্ত্বভাবের উদয়ে সর্ব্বভূতে দেববিভূতি-দর্শন এবং ভগবানের নিকট কল্যাণ কামনা করা হইয়াছে। এইরূপে, সাধক ভগবানকেই একমাত্র পরমাশ্রয় বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন। বুঝিতে পারিয়াই তিনি চরম প্রার্থনায় উপনীত হইয়াছেন। তিনি কাতরকণ্ঠে জানাইতেছেন,—'হে ভগবন্! আপনাকে একমাত্র আশ্রয় জানিয়া আপনার শরণ লইলাম। আপনি প্রতিকূল হইবেন না। আপনি আমায় ত্রাণ করুন,—পরমার্থ-জ্ঞান প্রদান করুন। আমার ভববন্ধন ঘুচিয়া যাউক; আমার জন্ম-গতি রোধ হউক।' (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—৪ অনুবাক)।

——*——

চতুর্থঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। চতুর্থোঽনুবাকঃ।)

(১) ইয়ং তে শুক্র তনূরিদং বর্চ্চস্তয়া সং ভব ভ্রাজং গচ্ছ।

(২) জূরসি ধৃতা মনসা জুষ্টা বিষ্ণবে তস্যাস্তে সত্যসবসঃ প্রসবে বাচো যন্ত্রমশীয় স্বাহা।

(৩) শুক্রমস্যমৃতমসি বৈশ্বদেব৺ হবিঃ।

(৪) সূর্য্যস্য চক্ষুরাঽরুহমগ্নেরক্ষ্ণঃ কনীনিকাং যদেতশেভিরীয়সে ভ্রাজমানো বিপশ্চিতা।

(৫) চিদসি মনাঽসি ধীরসি দক্ষিণা অসি
যজ্ঞিয়াঽসি ক্ষত্রিয়াঽস্যদিতিরস্যুভয়তঃ শীর্ষ্ণী।

(৬) সা নঃ সুপ্রাচী সুপ্রতীচী সং ভব মিত্রস্ত্বা পদি
বধ্নাতু পূষাঽধ্বনঃ পাত্বিন্দ্রায়াধ্যক্ষায়।

(৭) অনু ত্বা মাতা মন্যতামনু পিতাঽনু ভ্রাতা
সগর্ভ্যোঽনু সখা সয়ূথ্যঃ॥

(৮) সা দেবি দেবমচ্ছেহীন্দ্রায় সোমং রুদ্রস্ত্বাঽবর্ত্তয়তু মিত্রস্য
পথা স্বস্তি সোমসখা পুনরেহি সহ রয্যা ॥ ৪ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ॥

(১) ইয়ম্। তে। শুক্র। তনূঃ। ইদম্। বর্চ্চঃ। তয়া॥
সমিতি। ভব। ভ্রাজম্। গচ্ছ॥

(২) জূঃ। অসি। ধৃতা। মনসা। জুষ্টা। বিষ্ণবে। তস্যাঃ। তে॥

সত্যসবস ইতি সত্য—সবসঃ। প্রসব ইতি প্র—সবে। বাচঃ। যন্ত্রম্। অশীয়। স্বাহা॥

(৩) শুক্রম্। অসি। অমৃতম্। অসি। বৈশ্বদেবমিতি বৈশ্ব—দেবম্। হবিঃ।

(৪) সূর্য্যস্য। চক্ষুঃ। এতি। অরুহম্। অগ্নেঃ। অক্ষ্ণঃ। কনীনিকাম্।

যৎ। এতশেভিঃ। ঈয়সে। ভ্রাজমানঃ। বিপশ্চিতা।

(৫) চিৎ। অসি। মনা। অসি। ধীঃ। অসি। দক্ষিণা। অসি। যজ্ঞিয়া।

অসি। ক্ষত্রিয়া। অসি। অদিতিঃ। অসি। উভয়তঃ শীর্ষ্ণীত্যুভয়তঃ—শীর্ষ্ণী॥

(৬) সা। নঃ। সুপ্রাচীতি সু—প্রাচী। সুপ্রতীচীতি সু—প্রতীচী। সমিতি।

ভব। মিত্রঃ। ত্বা। পদি। বধ্নাতু। পূষা। অধ্বনঃ। পাতু।

ইন্দ্রায়। অধ্যক্ষায়েত্যধি—অক্ষায়।

(৭) অন্বিতি। ত্বা। মাতা। মন্যতাম্। অন্বিতি। পিতা। অন্বিতি। ভ্রাতা। সগর্ভ্যঃ

ইতি স—গর্ভ্যঃ। অন্বিতি। সখা। সযূথ্য ইতি স—যূথ্যঃ।

(৮) সা। দেবি। দেবম্। অচ্ছ। ইহি। ইন্দ্রায়। সোমম্। রুদ্রঃ। ত্বা।

এতি। বৰ্ত্তয়তু। মিত্রস্য। পথা। স্বস্তি। সোমসখেতি সোম—সখা। পুনঃ।

এতি। ইহি। সহ। রয্যা ॥ ৪ ॥

* * *

মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'শুক্র' (হে শুক্র, হে জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানদেব!) 'ইয়ং' (মদীয়ং দেহলক্ষণং বিদ্যমানতাং এব) 'তে' (তব) 'তনূঃ' (আধাররূপং, আশ্রয়স্থানং শরীরং ইতি ভাবঃ); 'ইদং' (প্রকাশমানং, সর্ব্বৈব অনুভূয়মানং শুদ্ধসত্ত্বং ইতি ভাবঃ) 'বর্চ্চঃ' (তব তেজঃ, প্রকাশরূপঃ ইত্যর্থঃ); 'ত্বয়া' (মদীয়য়া তয়া) 'সংভব' (একীভব, যদ্বা একীভূয় ইতি যাবৎ) 'ভ্রাজং' (দীপ্তিং, শুদ্ধসত্ত্বং) 'গচ্ছ' (প্রাপ্নুহি)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অয়ং ভাবঃ—'হে ভগবন্! ত্বং জ্ঞানরূপেণ হৃদি প্রতিষ্ঠিতঃ সন্ মম হৃদিস্থিতেন শুদ্ধসত্ত্বেন সহ সংমিলিতঃ ভব।

২। (ক) হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তে! ত্বং 'মনসা' (হৃদি) 'ধৃতা' (প্রতিষ্ঠিতা ইত্যর্থঃ) 'বিষ্ণবে' (ব্যাপকায় ভগবতে) 'জুষ্টা' (প্রীতিযুক্তা সতী) 'জূরসি' (জীবনমসি, শক্তিপ্রবর্দ্ধিকা ভবসি)। ভগবৎপ্রীতিসাধিকা ভক্তিঃ হৃদি আবির্ভূতা সতী মম প্রাণ-শক্তিং বৰ্দ্ধয়তু—ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা ইতি ভাবঃ।

(খ) তস্যা (তথাবিধায়াঃ, পূর্ব্বোক্তায়াঃ গুণান্বিতায়াঃ ইত্যর্থঃ) 'সত্যসবসঃ' (সত্ত্বসহজাতায়াঃ) 'তব' (ভক্তেঃ ইতি ভাবঃ) 'প্রসবে' (প্রেরণে) অনুবৰ্ত্তী অহং 'বাচঃ' (কৰ্ম্মণঃ ইতি ভাবঃ) 'যন্ত্রং' (নিয়ামনং, দার্ঢ্যং ইতি ভাবঃ) 'অশীয়' (প্রাপ্নুয়াং); 'স্বাহা' (তৎসঙ্কল্পেন স্বাহামন্ত্রেণ হবিরর্পয়ামি, সুহুতমস্তু মম উদ্বোধনযজ্ঞ ইতি শেষঃ)। মম হৃদয়ং ভক্তিপূর্ণং ভবতু ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ।

৩। হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'শুক্রং' (তেজস্বরূপঃ, প্রজ্ঞানময়ঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); অপিচ ত্বং 'চন্দ্রং' (আহ্লাদকঃ, পরমানন্দদায়কঃ) 'অসি' (ভবসি); 'অমৃতং' (মরণ-রহিতঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। অপিচ ত্বং 'বৈশ্বদেবং' (সর্ব্বদেবসম্বন্ধিনঃ, সর্ব্বদেব-ভাবপ্রাপকঃ ইতি ভাবঃ) 'হবিঃ' (ভগবতঃ প্রীতিসাধকঃ) ভবসি ইতি শেষঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ ময়ি জাগরিতঃ ভবতু ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা ইতি ভাবঃ।

৪। (ক) হে মনঃ! ত্বং 'সূর্য্যস্য' (জ্ঞানাধারস্য) 'চক্ষুঃ' (দৃষ্টিং) 'আরুহং' (প্রাপ্নুহি), তথা 'অগ্নেঃ' (জ্ঞানদেবস্য) 'অক্ষ্ণঃ' (নেত্রস্য) 'কনীনিকাং' (তারকাং) প্রাপ্নুহি ইতি শেষঃ। জ্ঞানস্য দৃষ্টিঃ তব প্রতি পতিতা ভবতু, যদ্বা ত্বং একান্তেন জ্ঞানানুসারী ভব ইতি ভাবঃ।

(খ) 'যৎ' (যস্মিন অবস্থায়াং—গমনার্থং ইতি ভাবঃ) ত্বং 'বিপশ্চিতা' (বিদুষা জ্ঞানিনা বা সহ) 'ভ্রাজমানঃ' (দীপ্যমানঃ, সম্মিলিতঃ ইতি ভাবঃ) ভবসি, 'এতশেভিঃ' (ত্বরিতসৎকৰ্ম্মপরতাভিঃ) তদবস্থায়াং 'ঈয়সে' (উপনীতঃ অগ্রসরঃ বা ভব ইতি ভাবঃ)। জ্ঞানিনাং অনুসরণং কৃত্বা সৎকৰ্ম্মানুষ্ঠানেন ত্বং জ্ঞানবানঃ ভব ইত্যেবং আত্মোদ্বোধকোঽয়ং মন্ত্রঃ।

৫। হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! ত্বং 'চিৎ' (চিৎস্বরূপিণী, চৈতন্যরূপা চিন্ময়ী বা, যদ্বা—অচৈতনস্য চৈতন্যসম্পাদয়িত্রী) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'মনা' (মনঃস্বরূপা, সর্ব্বজ্ঞা, যদ্বা—সঙ্কল্পবিকল্পরূপা চ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'ধীঃ' (নিশ্চয়াত্মিকা প্রজ্ঞাস্বরূপা ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'দক্ষিণা' (সৎকর্ম্মণঃ পূর্ণতাসাধনকর্ত্রী, অভীষ্টপূরয়িত্রী বা) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'ক্ষত্রিয়া' (অমিততেজা, অজেয়া ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'যজ্ঞিয়া' (যজ্ঞস্বরূপা, সৎকর্ম্মরূপা, যদ্বা—সর্ব্বৈর্ব্বন্দনীয়া, নিখিলপ্রাণিজাতস্য হৃদিধারণার্হা ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'অদিতি' (আদ্যন্তরহিতা অনন্তরূপা চ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ 'উভয়তঃ' (আদ্যন্তয়োঃ, সর্ব্বতঃ ইতি ভাবঃ) 'শীর্ষ্ণী' (শ্রেষ্ঠা, সর্ব্বৈর্ব্বরণীয়া ইত্যর্থঃ) ভবসীতি শেষঃ। অত্র ভগবত্যাঃ স্বরূপং কথয়তি। অয়ং ভাবঃ—হে দেবি! ত্বং হি সর্ব্বাত্মিকা সচ্চিদানন্দরূপা ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী। অতস্ত্বং সর্ব্বৈর্ব্বরণীয়া। বিশ্বাঃ লোকাঃ ত্বাং কাময়ন্তে। বয়মপি তব করুণাং যাচামহে। কৃপয়া অস্মান্ তব মহিমানং বিজ্ঞাপয়ং অস্মান্ তৎসহযুতাংশ্চ কুরু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ।

৬। হে দেবি! 'সা' (পূর্ব্বোক্তরূপেণ গুণোপেতা ইত্যর্থঃ) ত্বং 'নঃ' (অস্মদর্থং, অস্মাকং পরিত্রাণায় ইতি ভাবঃ) 'সুপ্রাচী' (সুষ্ঠুভাবেন অস্মদভিমুখা, অস্মাকং অনুকূলা সহজ-প্রাপ্যা বা ভবতি ইতি শেষঃ; যদ্বা—প্রাক্ অস্মান্ সত্ত্বসমন্বিতান্ কুরু, পশ্চাৎ) 'সুপ্রতীচী' (প্রকৃষ্টরূপেণ অস্মান্ তদভিমুখিনঃ কৃত্বা, যদ্বা—শুদ্ধসত্ত্বং গ্রহীত্বা অস্মাকং হৃদি ইতি যাবৎ) 'সংভব' (সমুদ্ভব, সুপ্রতিষ্ঠিতা ভব ইতি ভাবঃ); মিত্রঃ (অস্মাকং মিত্রভূতঃ পরমোপকারকঃ সঃ ভগবান ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পদি' (শ্রেষ্ঠপ্রদেশে, অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'বধ্নীতাং' (বন্ধনং করোতু, দৃঢ়ং প্রতিষ্ঠাপয়তু ইত্যর্থঃ); ভগবৎপ্রসাদাৎ 'অধ্যক্ষায়' (সর্ব্ব-দ্রষ্টবে, যদ্বা—সৎকর্ম্মস্বামিনে ইতি যাবৎ) 'ইন্দ্রায়' (ভগবদর্থং, ভগবৎপ্রীতিনিমিত্তায়) 'পূষা' (সদ্ভাবপোষকঃ দেবঃ, যদ্বা—সর্ব্বস্য রক্ষকঃ দেবঃ ইতি ভাবঃ) 'অধ্বনঃ' (অসন্মার্গাৎ) 'পাতু' (রক্ষতু—অস্মানিতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—'হে দেবি! ত্বং অস্মান্ সত্ত্বসম্পন্নান্ কুরু স্বয়ং চ সত্ত্বভাবেন সহ অস্মাকং হৃদি প্রতিষ্ঠিতা ভব যেন বয়ং অকিঞ্চনা ভগবৎপ্রীতিসাধনসমর্থাঃ ভবাম মোক্ষঞ্চ প্রাপ্স্যামঃ তদ্বিধেহি ইতি ভাবঃ।

৭। ভক্তিরূপিণি হে দেবী! 'মাতা' (জননী, সন্তানহিতাভিলাষিণী সর্ব্বা গর্ভধারিণী এব) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অনুমন্যতাং' (অনুস্মরতু); ইহজগতি সর্ব্বা মাতরঃ ভগবদ্ভক্তিপরায়ণাঃ সন্তু ইতি ভাবঃ। তথা 'পিতা' (সন্তানহিতকামী সর্ব্বে জনকাঃ এব) 'অনু' (তাং অনুস্মরতু, ভগবদ্ভক্তিপরায়ণো ভবতু ইতি ভাবঃ); তথা 'সগর্ভ্যঃ' (সমানগর্ভসম্ভূতঃ মনুষ্য-পর্য্যায়ভুক্ত ইত্যর্থঃ) 'ভ্রাতা' (সর্ব্বেঃ সহোদরাঃ এব) 'অনু' (ত্বাং অনুস্মরতু, ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণো ভবন্তু ইতি ভাবঃ); তথা 'সযূথ্যঃ' (স্বজনভুক্তঃ) 'সখা' (সকলঃ মিত্রজনঃ) ত্বাং অনুস্মরতু। সর্ব্বে মনুষ্যাঃ ভগবদ্ভক্তিপরায়ণাঃ ভবন্তু ইতি ভাবঃ।

৮। 'দেবি' (হে দ্যোতনাত্মনে) 'সা' (অশেষোপকারসাধিকা) ত্বং 'দেবং' (দেবভাবং) 'অচ্ছেহি' (অস্মান্ প্রাপয়), তথা 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে ইন্দ্রদেবায়) 'সোমং' (অস্মাকং শুদ্ধ-সত্ত্বং ইতি ভাবঃ) প্রাপয় সংবাহয় ইতি ভাবঃ। 'রুদ্রঃ' (রুদ্রভাবাপন্নঃ শাসকঃ দেবঃ, দেবস্য

কঠোরভাবঃ ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'আবর্ত্তয়তু' (প্রাপয়তু, ত্বাং প্রাপ্য অস্মান্ প্রতি রোষ-প্রকাশে প্রতিনিবৃত্তঃ ভবতু ইতি ভাবঃ); অপি- 'মিত্রস্য' (মিত্রবৎ পরমহিতসাধকস্য ভগবতঃ মিত্রদেবস্য ইতি যাবৎ) 'পথা' (পন্থানং) প্রদর্শয়তু ইতি শেষঃ। 'স্বস্তি' (ভগবৎ-কৃপয়া অস্মাকং মঙ্গলং ভবতু); অপিচ 'সোমসখা' (সত্বভাবসহযুতা সতী) ত্বং 'রয্যা সহ' (পরমধনেন সহ ইতি যাবৎ) 'পুনরেহি' (পুনরাগচ্ছ, অস্মাকং হৃদি চিরবিদ্যমানা ভব ইতি ভাবঃ)। তাৎপর্য্যার্থঃ—সর্ব্বে মনুজাঃ ভগবদ্ভক্তিপরায়ণাঃ সন্তু। ভগবদ্ভক্তিরেব নরেভ্যঃ পরমং পদং দদাতি॥ (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৪ অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানদেব। আমার এই দেহলক্ষণ বিদ্যমানতাই (শরীরই) আপনার আশ্রয়স্থান; সকলের অনুভূয়মান্ শুদ্ধসত্ত্বই আপনার তেজঃ অর্থাৎ প্রকাশ-রূপ; আমার এই দেহের সহিত একীভূত হউন, (অথবা—একীভূত হইয়া) আপনি শুদ্ধসত্ত্বকে প্রাপ্ত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আপনি জ্ঞান-রূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া, আমার হৃদিস্থিত শুদ্ধসত্ত্বের সহিত মিলিত হউন)।'

২। (ক) হে শুদ্ধসত্ত্বের অঙ্গীভূত ভক্তি! আপনি আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বিশ্বব্যাপী সেই ভগবানের প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়া, আমার শক্তিবর্দ্ধক হউন। (ভাব এই যে,—ভগবৎ-প্রীতিসাধিকা ভক্তি আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আমার প্রাণশক্তি বর্দ্ধন করুন—এই আকাঙ্ক্ষা)।

(খ) পূর্ব্বোক্তগুণান্বিতা সত্যসহজাতা ভক্তির অনুবর্ত্তী হইলে, আমি আমার এই জীবনের দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইতে পারি। সেই সঙ্কল্পে স্বাহামন্ত্রে হবিরর্পণ করিতেছি—আমার উদ্বোধন-যজ্ঞ সুসিদ্ধ হউক। (ভাব এই যে,—আমার হৃদয় ভগবদ্ভক্তিতে পূর্ণ হউক)।

৩। হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি তেজঃস্বরূপ হও, পরমানন্দদায়ক হও, মরণরহিত নিত্য হও, সর্ব্বদেবভাবের প্রাপক হও। (ভাব এই যে,—সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাতে জাগরিত হউক)।

৪। (ক) হে আমার মন! তুমি জ্ঞানাধারের দৃষ্টিকে প্রাপ্ত হও, এবং জ্ঞানদেবের নেত্রের তারকাকে প্রাপ্ত হও; (ভাব এই যে,—জ্ঞানের দৃষ্টি তোমার প্রতি পতিত হউক অর্থাৎ তুমি একান্তে জ্ঞানানুসারী হও)।

(খ) যে অবস্থায় গমনের জন্য তুমি জ্ঞানীর সহিত দীপ্যমান অর্থাৎ সম্মিলিত হও, ত্বরিৎসৎকর্ম্মতার দ্বারা সেই অবস্থায় অগ্রসর বা উপনীত হও। (ভাব এই যে,—জ্ঞানীকে অনুসরণ করিয়া সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে তুমি জ্ঞানবান হও)।

৫। হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! আপনি চিৎস্বরূপা চৈতন্যরূপা চিন্ময়ী অথবা অচেতনে চেতনা-সম্পাদয়িত্রী হয়েন; আপনি মনঃস্বরূপা সর্ব্বজ্ঞা অথবা সঙ্কল্পবিকল্পবিরহিতা নির্ব্বিকল্পরূপা হয়েন; আপনি নিশ্চয়রূপাত্মিকা প্রজ্ঞাস্বরূপা হয়েন; আপনি সৎকর্ম্ম-সমূহের পূর্ণতাসাধনকর্ত্রী অথবা অভীষ্টপূরণকর্ত্রী হয়েন; আপনি অমিততেজা অজেয়া হয়েন; আপনি যজ্ঞস্বরূপা অথবা সকলের বন্দনীয়া ও নিখিল-প্রাণিগণের হৃদয়ে ধারণযোগ্যা হয়েন; আপনি আদ্যন্তরহিতা অনন্তরূপা হয়েন; (অতএব) আপনি আদ্যন্ত সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠা অথবা সকলের বরণীয়া হন। (এই মন্ত্রাংশে দেবী ভগবতীর স্বরূপ ব্যক্ত হইয়াছে। ভাব এই যে,—'হে দেবি! আপনি সর্ব্বাত্মিকা সচ্চিদানন্দরূপা ষড়ৈশ্বর্য্য-শালিনী। অতএব, আপনি সকলেরই বরণীয়া পূজ্যা। বিশ্বের সকল লোকই আপনাকে কামনা করে। আমরাও আপনার করুণা প্রার্থনা করিতেছি। কৃপা করিয়া, আপনি আমাদিগের নিকট আপনার মহিমা ব্যক্ত করুন এবং আমাদিগকে আপনার সহিত সংযুক্ত করুন। মন্ত্রে এইরূপ প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে)।

৬। হে দেবি! পূর্ব্বোক্তগুণোপেতা আপনি, আমাদিগের পরিত্রাণের জন্য সুষ্ঠুভাবে আমাদিগের অভিমুখী অর্থাৎ আমাদিগের সহজপ্রাপ্য হউন; অথবা, প্রথমতঃ আমাদিগকে সত্ত্বসমন্বিত করুন, পশ্চাৎ আমাদিগকে সম্যক্‌প্রকারে আপনার অভিমুখী করুন; অথবা, আমাদিগের শুদ্ধসত্ত্ব লইয়া আমাদিগের হৃদয়ে আপনি অধিষ্ঠিত হউন। প্রজ্ঞানরূপী সেই মিত্রদেব, আপনাকে শ্রেষ্ঠপ্রদেশে বন্ধন করুন অর্থাৎ আমাদিগের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করুন। সর্ব্বদর্শী সৎকর্ম্মস্বামী ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত সদ্ভাবপোষক সর্ব্বসংরক্ষক পূষা দেবতা (আমাদিগকে) অসন্মার্গ হইতে রক্ষা করুন। (মন্ত্রের এই অংশের প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আপনি আমাদিগকে সত্ত্ব-সমন্বিত করুন, আর সেই সত্ত্বভাব-সহযুত হইয়া আপনি

আমাদিগের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হউন। যেন অকিঞ্চন আমরা ভগবৎ-প্রীতি-সাধনসমর্থ হই এবং মোক্ষ লাভ করি)।

৭। ভক্তিরূপিণি হে দেবি! সন্তানহিতাভিলাষিণী সকল জননীই আপনাকে অনুস্মরণ করুন; (অর্থাৎ, ইহজগতে সকল জননীই ভগবদ্ভক্তিপরায়ণা হউন); সেইরূপ, সন্তানহিতকামী সকল জনকই আপনাকে অনুস্মরণ করুন; (অর্থাৎ—সংসারের সকল পিতাই ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ হউন); এইরূপ, সমানগর্ভসম্ভূত অর্থাৎ মনুষ্যপর্য্যায়ভুক্ত সকল ভ্রাতাই আপনাকে অনুস্মরণ করুন (অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিসমন্বিত হউন); এইরূপ স্বদলভুক্ত সকল মিত্রজন আপনাকে অনুস্মরণ করুন; (অর্থাৎ, সকল মনুষ্যই ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ হউন।

৮। হে দ্যোতমানাত্মনে! অশেষহিতসাধিকা সেই আপনি, আমাদিগকে দেবভাব প্রদান করুন; আর, ভগবান্ ইন্দ্রদেবের নিমিত্ত আমাদিগের শুদ্ধসত্ত্বকে বহন করিয়া লউন; রুদ্রভাবাপন্ন দেব (অর্থাৎ দেবতার কঠোর ভাব) আপনাতে অবস্থিত হউন, অর্থাৎ আপনাকে পাইয়া আমাদিগের প্রতি রোষ-প্রকাশে প্রতিনিবৃত্ত হউন; আর, শুদ্ধসত্ত্বভাব-সহযুতা হইয়া, আপনি আমাদিগের হৃদয়ে চিরবিদ্যমানা রহুন। (মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে,—সংসারের সকলেই ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ হউক; ভগবদ্ভক্তিই মানুষকে পরমপদ প্রদান করে।)। (১ অ—২ প্র—৪ অ)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং।)

তৃতীয়ে দেবযজনং স্বীকৃতং। অথ তস্মিন্নেব দেবযজনে সোমযাগোপযোগিসোমং ক্রেতুং সোমক্রয়ণীবিষয়ং হোমাদিকং চতুর্থেঽভিধীয়তে। ইয়ং তে শুক্রেত্যাদয়স্তন্মন্ত্রাঃ। প্রায়ণীয়া-সম্বন্ধি ধ্রৌবাজ্যং। তেনাঽজ্যেন সোমক্রয়ণীমীক্ষমাণো জুহুয়াৎ। ততো মন্ত্রব্যাখ্যানাৎ পূর্ব্বং প্রায়ণীয়া সোমক্রয়ণী চানুবাকদ্বয়েন ব্রাহ্মণেঽভিধীয়তে।

তত্র প্রায়ণীয়াং প্রস্তৌতি—"দেবা বৈ দেবযজনমধ্যবসায় দিশো ন প্রাজানন্তেঽন্যোঽন্য-মুপাধাবন্ত্বয়া প্রজানাম ত্বয়েতি তেঽদিত্যাঽ সমধ্রিয়ন্ত ত্বয়া প্রজানামেতি সাঽব্রবীদ্বরং বৃণৈ মৎ-প্রায়ণা এব বো যজ্ঞা মদুদয়না অসন্নিতি তস্মাদাদিত্যঃ প্রায়ণীয়ো যজ্ঞানামাদিত্য উদয়নীয়ঃ" (সং° কা° ৬ প্র° ১ অ° ৫) ইতি। দেবযজনার্থময়ং প্রদেশঃ সমীচীনো ন ত্বিতর ইতি নিশ্চেতুং পরিভ্রম্য তং প্রদেশং নিশ্চিত্য পরিভ্রমণেন দিগ্‌ভ্রমং প্রাপ্য প্রাচীনবংশাদাবসমর্থাঃ সম্পন্নাঃ। ততস্ত্বমেব দিশং জ্ঞাপয়েত্যেবং পরস্পরং বদন্তো দিগ্বোধকশক্তিমদিত্যাং নিশ্চিতবন্তঃ। সা চাদিতিঃ সোমযাগারম্ভসমাপ্ত্যোরহমেব দেবতা ভূয়াসমিতি বরমযাচত। প্রযস্তি প্রারভন্তেঽনেন

দেবতারূপেণেতি প্রায়ণং। উত্তস্তত্তিষ্ঠন্তি সমাপয়ন্ত্যনেনেতি উদয়নং। অহমেব প্রায়ণমারম্ভ-দেবতা যেষাং যজ্ঞানাং তে মৎপ্রায়ণাঃ। অহমেবোদয়নং সমাপ্তিদেবতা যেষাং যজ্ঞানাং তে মদুদয়নাঃ। তস্মাদেবং বৃতত্বাদদিতিদেবতাকঃ প্রায়ণীয়যাগঃ কর্ত্তব্যঃ। তৎপ্রসঙ্গাদুদয়ন-যাগোঽপি বিধীয়তে। অদিতিরেকা প্রধানদেবতা চতস্রস্ত্বঙ্গদেবতা ইত্যভিপ্রেত্য সংখ্যাং বিধত্তে—"পঞ্চ দেবতা যজতি পঞ্চ দিশো দিশাং প্রজ্ঞাত্যা অথো পঞ্চাক্ষরা পঙ্‌ক্তিঃ পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞো যজ্ঞমেবাবরুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৫) ইতি।

দিগ্বিশেষেষু দেবতাবিশেষান্বিধাতুং প্রস্তৌতি—"পথ্যাঁ৺ স্বস্তিমযজন্ প্রাচীমেব তয়া দিশং প্রাজানন্নগ্নিনা দক্ষিণা সোমেন প্রতীচীঁ৺ সবিত্রোদীচীমদিত্যোর্দ্ধাং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৫) ইতি। স্বস্তিসংজ্ঞা দেবতা পথ্যা পথি সাধুঃ॥ দিগ্বিশেষবোধনরূপে মার্গে কুশলা-ম্বিধত্তে—"পথ্যাঁ৺ স্বস্তিং যজতি প্রাচীমেব তয়া দিশং প্রজানাতি পথ্যাঁ৺ স্বস্তিমিষ্ট্বাঽগ্নীষোমৌ যজতি চক্ষুষী বা এতে যজ্ঞস্য যদগ্নীষোমৌ তাভ্যামেবানুপশ্যত্যগ্নীষোমাবিষ্ট্বা সবিতারং যজতি সবিতৃপ্রসূত এবানুপশ্যতি সবিতারমিষ্ট্বাঽদিতিং যজতীয়ং বা অদিতিরস্যামেব প্রতিষ্ঠায়ানুপশ্যতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৫) ইতি।

অর্থানুসারেণ হোমবিশেষা দিগ্বিশেষেষূন্নেয়াঃ। চক্ষুর্দ্বয়রূপেণ প্রশংসিতুমগ্নীষোময়োঃ সহ নির্দ্দেশঃ। হোমস্তু তয়োঃ ক্রমভাবী দিগ্‌ভেদাদযাজ্যানুবাক্যাভেদাচ্চ। ততোঽগ্নিমিষ্ট্বা সোমং যজতীত্যপি বাক্যং দ্রষ্টব্যং। তয়োশ্চক্ষুষ্ট্বং দার্শিকাজ্যভাগব্রাহ্মণে প্রপঞ্চিতং। অত্রাদিতে-শ্চরুহোমঃ। "আদিত্যঃ প্রায়ণীয়ঃ পয়সি চরুঃ" ইতি শাখান্তরে সমাম্নানাৎ। আজ্যেন তু দেবতান্তরাণাং। তথা চ সূত্রং—"চতুর আজ্যভাগান্ প্রতিদিশং যজতি" ইতি। ঋগনুবচন-মধ্বর্য্যোর্ব্বিধত্তে—"অদিতিমিষ্ট্বা মারুতীমৃচমন্বাহ মরুতো বৈ দেবানাং বিশো দেববিশং খলু বৈ কল্পমানং মনুষ্যবিশমনুকল্পতে যন্মারুতীমৃচমন্বাহ বিশাং কৢপ্ত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৫) ইতি। মরুতো যদ্ধব ইত্যেষা মারুতী। তথা চ সূত্রং—"মারুতীমৃচমন্বাহ মরুতো যদ্ধবো দিব ইতি" ইতি। একোনপঞ্চাশৎসংখ্যাকাঃ সপ্তগণরূপা মরুতো মনুষ্যবৈশ্যবদ্দেবানাং ধনসম্পাদকাঃ প্রজাঃ। অনেন মন্ত্রানুবচনেন দেববিশাং সমূহঃ স্বব্যাপারে কৢপ্তো ভবতি। তং চ কল্পমানমনুস্থত্য মনুষ্যপ্রজাসঙ্ঘঃ কল্পতে। অতো মন্ত্রানুবচনং প্রজানাং কৢপ্ত্যৈ ভবতি।

পূর্ব্বপক্ষত্বেন চোদকপ্রাপ্তং কিঞ্চিদঙ্গমপবদতি—"ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি প্রযাজবদননূযাজং প্রায়ণীয়ং কার্য্যমনূযাজবদপ্রযাজমুদয়নীয়মিতীমে বৈ প্রযাজা অমী অনূযাজাঃ সৈব সা যজ্ঞস্য সন্ততিঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৫) ইতি। প্রমুখে যষ্টব্যাঃ সমিদাদিনামকাঃ পঞ্চ প্রযাজা অনু পশ্চাৎসমাপ্তৌ যষ্টব্যা বর্হিরাদিনামকাস্ত্রয়োঽনূযাজাঃ। তদুভয়ং প্রায়ণীয়োদয়নীয়য়োরিষ্ট্যো-রতিদেশতঃ প্রাপ্তং। তত্র প্রায়ণীয়েষ্ট্যামনূযাজানুষ্ঠানে যাগঃ সমাপ্যেত তদ্বদুদয়নীয়ায়াং প্রযাজানুষ্ঠানে যাগান্তরং প্রারভ্যেত। তথা সতি সোমযাগো মধ্যে বিচ্ছিদ্যেত। উভয়বর্জ্জনে তু সোমযাগস্য প্রারম্ভরূপায়াং প্রায়ণীয়েষ্টাবিদানীমনুষ্ঠীয়মানা ইমে প্রত্যক্ষাঃ প্রযাজাঃ সমাপ্তি-রূপায়ামুদয়নীয়েষ্টাবনুষ্ঠীয়মানা অমী পরোক্ষা অনূযাজাঃ। তথা সতি প্রযাজানূযাজদ্বয়েন দর্শযাগস্য যা সন্ততিঃ সৈবাস্য সোমযাগস্য মধ্যে বিচ্ছেদরাহিত্যলক্ষণা সা সন্ততিঃ সম্পদ্যতে। পূর্ব্বপক্ষং দূষয়তি—"তত্তথা ন কার্য্যমাত্মা বৈ প্রযাজাঃ প্রজাঽনূযাজা যৎপ্রযাজানন্তরিয়াদাত্মানমন্তরিয়াত্-

দনূযাজানন্তরিয়াৎ প্রজামন্তরিয়াদ্যতঃ খলু বৈ যজ্ঞস্য বিততস্য ন ক্রিয়তে তদনু যজ্ঞঃ পরাভবতি যজ্ঞং পরাভবন্তং যজমানোঽনু পরাভবতি” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৫) ইতি। আত্মনো বা পুত্রাদের্ব্বা নান্তরায়ঃ সোঢ়ুং শক্যতে যতো দ্বয়ং তদন্বমিত্যর্থঃ॥ সিদ্ধান্তমাহ “প্রযাজব-দেবানূযাজবৎ প্রায়ণীয়ং কার্য্যং প্রযাজবদনূযাজবদুদয়নীয়ং নাঽস্মানমন্তরেতি ন প্রজাং ন যজ্ঞঃ পরাভবতি ন যজমানঃ” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৫) ইতি।

বিচ্ছেদপরিহারায় বিধত্তে—“প্রায়ণীয়স্য নিষ্কাস উদয়নীয়মভিনির্ব্বপতি সৈব সা যজ্ঞস্য সন্ততিঃ” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৫) ইতি। প্রায়ণীয়যাগসম্বন্ধি চরুপাত্রমপ্রক্ষাল্য নিষ্কাসে পাত্রলিপ্তেঽন্নে নির্ব্বাপান্নলেপস্য যা সন্ততিঃ সৈব সোমযাগস্যাবিচ্ছেদরূপা সা সন্ততির্ভবতি। প্রায়ণীয়োদয়নীয়য়োর্দ্দৈবতৈক্যেন যাজ্যায়া অপ্যেকত্বপ্রাপ্তৌ ব্যত্যাসং বিধত্তে—“যাঃ প্রায়ণীয়স্য যাজ্যা যত্তা উদয়নীয়স্য যাজ্যাঃ কুর্য্যাৎ পরাঙমুং লোকমারোহেৎ প্রমায়ুকঃ স্যাদ্যাঃ প্রায়ণীয়স্য পুরোনুবাক্যাস্তা উদয়নীয়স্য যাজ্যাঃ করোত্যস্মিন্নেব লোকে প্রতিতিষ্ঠতি” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৫) ইতি। স্বস্তিরিদ্ধি প্রপথে শ্রেষ্ঠেত্যাদ্যাঃ প্রায়ণীয়স্য যাজ্যা উদয়নীয়স্যাপি তথেত্যেবং কেচিদাহুঃ। তথা সতি প্রতিনিবৃত্তেরভাবাদ্যজমানোঽস্মাল্লোকাৎ পরাঙ্মুখঃ স্বর্গমারোঢ়ুং সহসা ম্রিয়তে। তস্মাত্তেষাং পক্ষো ন যুক্তঃ। যাস্তু স্বস্তি নঃ পথ্যেত্যাদ্যাঃ প্রায়ণীয়স্য পুরোনু-বাক্যাস্তাসাং যাজ্যাত্বে সতি স্বস্তিরিদ্ধীত্যাদীনাং পূর্ব্বোক্তানাং পুরোনুবাক্যাত্বায় প্রতিনিবৃত্তে-র্যজমানোঽপ্যস্মিল্লোঁকে প্রতিতিষ্ঠত্যেব। ইত্থং প্রায়ণীয়েষ্টিমুক্ত্বা সোমক্রয়ণীং বক্তুং সোমাহরণং সোপাখ্যানমাহ—“কদ্রুশ্চ বৈ সুপর্ণী চাঽত্মরূপয়োরস্পর্দ্ধেতাঁ সা কদ্রুঃ সুপর্ণীমজয়ৎ সাঽব্রবী-ত্তৃতীয়স্যামিতো দিবি সোমস্তমাহর তেনাঽত্মানং নিষ্ক্রীণীষ্বেতি” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৬) ইতি। কদ্রুঃ সুপর্ণী চোভে সপত্ন্যৌ পরাজয়ে দাসীত্বমভ্যুপে মমৈব সৌন্দর্য্যং মমৈবেত্য-স্পর্দ্ধেতাং। তত্র মধ্যস্থাঃ কদ্রুা জয়মূচিরে। সা চ কদ্রুঃ সপত্নীং দাসীত্বেন পরিগৃহ্য তন্মোচনোপায়ং স্বয়মেবোপদিদেশ। ইতোঽস্মাল্লোকাদারভ্য গণনায়াং তৃতীয়া দ্যৌঃ স্বর্গলোক-স্তস্মিন্ সোমো বর্ত্ততে। মহর্জ্জনস্তপঃ সত্যমিত্যেতেঽপি লোকা দ্যুশব্দাভিধেয়াস্তস্মাদিতস্তৃতীয়স্যা-মিতি বিশেষ্যতে। সোম আহৃত্য দত্তে সতি ত্বাং মুঞ্চামীতি। সোমাহরণং সম্ভাবয়িতুং শ্রুতিরাহ—“ইয়ং বৈ কদ্রূরসৌ সুপর্ণী ছন্দাঁসি সৌপর্ণেয়াঃ” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৬) ইতি। ভূলোকরূপত্বাৎ কদ্রুঃ স্বয়মাহর্ত্তুং ন শক্নোতি। সুপর্ণী তু দ্যুলোকরূপত্বাদুৎপতন-সমর্থানাং গায়ত্র্যাদিরূপাণামপত্যানাং সদ্ভাবাচ্চ শক্নোতি। অথ সা সুপর্ণী স্বপুত্রাণাং গায়ত্র্যা-দীনামগ্রে স্ববৃত্তান্তং স্পষ্টী করোতীত্যাহ—“সাঽব্রবীদস্মৈ বৈ পিতরৌ পুত্রান্বিভৃতস্তৃতীয়স্যামিতো দিবি সোমস্তমাহর তেনাঽত্মানং নিষ্ক্রীণীষ্বেতি মা কদ্রূরবোচদিতি” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৬) ইতি। পুন্নামনরকোপলক্ষিতাদশেষাদ্দুঃখাত্রায়ন্ত ইতি পুত্রাস্তান্ পুত্রানস্মা এতাদৃশোপদ্রবপরিত্রাণায় মাতাপিতরৌ পুষ্ণীতঃ। হে গায়ত্র্যাদিপুত্রাঃ কদ্রুবচনমবগত্য যদুচিতং তৎকুরুধ্বং। গায়ত্র্যাদীনামৈচ্ছিকশরীরধারিত্বাৎ পুত্রত্বমবিরুদ্ধং। তত্র প্রৌঢ়ত্বাদাদৌ জগতী প্রববৃত ইত্যাহ—“জগত্যুদপতচ্চতুর্দ্দশাক্ষরা সতী সাঽপ্রাপ্য ন্যবর্ত্তত তস্যৈ দ্বে অক্ষরে অমীয়েতাঁ সা পশুভিশ্চ দীক্ষয়া চাঽগচ্ছত্তস্মাজ্জগতী ছন্দসাং পশব্যতমা তস্মাৎ পশুমন্তং দীক্ষোপনমিতি” (সং০ কা০ ৭ প্র০ ১ অ০ ৭) ইতি।

পুরা জগতীপাদস্য চতুর্দ্দশাক্ষরাণ্যাসন্। তাদৃশী জগতী দ্যুলোকং গত্বা স্বানভ্রাজাদি-সোমরক্ষকৈঃ সহ যুদ্ধ্বা সোমমপ্রাপ্যাগ্নীষোমীয়সবনীয়ানুবন্ধ্যাখ্যপশূনিষ্টিসাধ্যাং দীক্ষাং চ গৃহীত্বা স্বকীয়ে চাক্ষরদ্বয়ে স্বানাদিভির্গৃহীতে সতি পরাজিত্য সমাগতা। যস্মাজ্জগতী পশূনানয়ত্তস্মাৎ সৈবাত্যন্তং পশুপ্রদা। যতঃ পশুভিঃ সহ দীক্ষাঽনীতা ততঃ স্বাধীনসম্পত্তৌ সত্যাং দীক্ষায়াং প্রবর্ত্ততে। তথৈব ত্রিষ্টুভো যুদ্ধং দর্শয়তি—"ত্রিষ্টুগুদপতত্ত্রয়োদশাক্ষরা সতী সাঽপ্রাপ্য ন্যবর্ত্তত তস্যৈ দ্বে অক্ষরে অমীয়েতা৺ সা দক্ষিণাভিশ্চ তপসা চাঽগচ্ছৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৬) ইতি। গৌশ্চাশ্বশ্চেত্যাদয়ো দক্ষিণাঃ। অশনপরিত্যাগমুষ্টিবন্ধবাগ্‌য়মনবনীতাভ্যঙ্গকৃষ্ণাজিনপ্রাবরণাদিক্লেশসহিষ্ণুত্বং তপঃ। প্রাণবৎপ্রিয়স্য গবাশ্বাদের্দানমধিকং তপঃ। ত্রিষ্টুভা তদানয়নমুপপাদয়তি—"তস্মাত্রিষ্টুভো লোকে মাধ্যন্দিনে সবনে দক্ষিণা নীয়ন্ত এতৎ খলু বাব তপ ইত্যাহুর্যঃ স্বং দদাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৬) ইতি। মাধ্যন্দিনসবনস্য ত্রিষ্টুগভিমানিনী দেবতা। ততস্তদেতত্ত্রিষ্টুভো লোকঃ স্থানং, শরীরপ্রয়াসাদপি ধনহানিকৃতস্য মানসপ্রয়াসস্যাধিকত্বাদ্দত্তেন ধনেন পরোপজীবনাচ্চ দানমেব মহত্তপ ইত্যভিজ্ঞানাং মতং। গায়ত্র্যা যুদ্ধে জয়ং দর্শয়তি—"গায়ত্র্যুদপতচ্চতুরক্ষরা সত্যজয়া জ্যোতিষা তমস্যা অজাঽভ্যরুন্ধ তদজায়া অজত্ব৺ সা সোমং চাঽহরচ্চত্বারি চাক্ষরাণি সাঽষ্টাক্ষরা সমপদ্যত" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৬) ইতি। সহায়রহিতয়োঃ পূর্ব্বয়োঃ পরাজয়ং দৃষ্ট্বা গায়ত্রী স্বয়মজয়া সহোদপতৎ। সা ত্বজা গায়ত্র্যর্থং স্বকীয়েন তেজসা তং সোমমভিতো রুরোধ। তস্মাদ্রোধনপর্য্যায়ক্ষেপণার্থাদজধাতোরজেতি নাম নিষ্পন্নং। প্রশ্নোত্তরাভ্যাং গায়ত্রীং প্রশংসতি—"ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কস্মাৎ সত্যাদ্গায়ত্রী কনিষ্ঠা ছন্দসা৺ সতী যজ্ঞমুখং পরীয়ায়েতি যদেবাদঃ সোমমাহরত্তস্মাদ্যজ্ঞমুখং পর্য্যৈত্তস্মাত্তেজস্বিনীতমা" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৬) ইতি। সত্যাৎ কারণাৎ। কনিষ্ঠা ন্যূনাক্ষরা। যজ্ঞমুখং প্রাতঃসবনং। তত্র বহিষ্পবমাননাম্নি প্রথমস্তোত্র উপাস্মৈ গায়তা নর ইত্যাদ্যা ঋচো গায়ত্র্যঃ। সেয়ং যজ্ঞমুখপ্রাপ্তিঃ। ব্রহ্মবাদিষ্বেব বুদ্ধিমন্তো যদেবেত্যাদ্যুত্তরমাহুঃ। যস্মাদিয়মদোঽমুষ্মাল্লোকাৎ সোমমাহরত্তস্মাদস্যা মুখপ্রাপ্তির্যুক্তা। মুখত্বাদেবাস্যাস্তেজোবাহুল্যং। আহরণপ্রকারং দর্শয়তি—"পদ্ভ্যাং দ্বে সবনে সমগৃহ্ণান্মুখেনৈকং যন্মুখেন সমগৃহ্ণাত্তদধয়ত্তস্মাদ্দ্বে সবনে শুক্রবতী প্রাতঃসবনং চ মাধ্যন্দিনং চ তস্মাত্তৃতীয়সবন ঋজীষমভিষুণ্বন্তি ধীতমিব হি মন্যন্তে" (সং০ কা০ ৬ প্র ১ অ০ ৬) ইতি। পক্ষিরূপা গায়ত্রী সবনদ্বয়পর্য্যাপ্তৌ সোমভাগৌ পদ্ভ্যাং সংগৃহ্য তৃতীয়সবনপর্য্যাপ্তং সোমভাগং চঞ্চুপুটাভ্যাং সন্দশ্য তদীয়ং রসং পপৌ। যস্মাৎ পদ্ভ্যাং ধৃতৌ সোমভাগৌ ন পীতৌ তস্মাৎ প্রাতঃসবনমাধ্যন্দিনসবনে শুক্রশব্দাভিধেয়েন সোমরসেনোপেতে॥ যস্মাত্তৃতীয়ো ভাগঃ পীতস্তস্মাৎ পীতত্বং মন্যমানাস্তৎসাদৃশ্যার্থমৃজীষমভিষুণুয়ুরিতি প্রাসঙ্গিকং কিঞ্চিদ্বিধায় তত্রাপরং বিশেষং বিধত্তে—"আশিরমবনয়তি সশুক্রত্বায়াথো সম্ভরত্যেবৈনৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৬) ইতি। আশিরং ক্ষীরং। সশুক্রত্বং সরসত্বং। কিং চ ক্ষীরসেচনাদৃজীষগতসোমরসরূপহবিঃ সম্ভরতি সম্যক্‌পোষয়ত্যেব। পুনরপ্যন্যদ্বিধত্তে—"তং৺ সোমমাহ্রিয়মাণং গন্ধর্ব্বো বিশ্বাবসুঃ পর্য্যমুষ্ণাৎস তিস্রো রাত্রীঃ পরিমুষিতোঽবসত্তস্মাত্তিস্রো রাত্রীঃ ক্রীতঃ সোমো বসতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৬) ইতি। উপসদ্দিবসেষু ত্রিদ্বভিষবমকৃত্বা সোমং নিবাসয়েদিত্যর্থঃ।

ইত্থং সোমাহরণং নিরূপ্য সোমক্রয়ণীং নিরূপয়িতুমারভতে—"তে দেবা অব্রুবন্ স্ত্রীকামা বৈ গন্ধর্ব্বাঃ স্ত্রিয়া নিষ্ক্রীণামেতি তে বাচ৺ স্ত্রিয়মেকহায়নীং কৃত্বা তয়া নিরক্রীণন্" (সং॰ কা॰ ৬ প্র॰ ১ অ॰ ৬) ইতি। একসম্বৎসরবয়স্কয়া স্ত্রীরূপয়া বাগ্দেবতয়া সোমস্য নিষ্ক্রয়ঃ কৃতঃ। গন্ধর্ব্বেষ্বপরক্তায়াস্তস্যাঃ স্ত্রিয়া রোহিতগোরূপতাং দর্শয়তি—"সা রোহিদ্রূপং কৃত্বা গন্ধর্ব্বেভ্যোঽপক্রম্যাতিষ্ঠত্তদ্রোহিতো জন্ম" (সং॰ কা॰ ৬ প্র॰ ১ অ॰ ৬) ইতি। দেবেষ্বনুরক্তায়াঃ পুনর্দ্দেবতাপ্রাপ্তিং দর্শয়তি—"তে দেবা অব্রুবন্নপ যুষ্মদক্রমীন্নাস্মানুপাবর্ত্ততে বিহ্বয়ামহা ইতি ব্রহ্ম গন্ধর্ব্বা অবদন্নগায়ন্দেবাঃ সা দেবান্গায়ত উপাবর্ত্তত তস্মাদ্গায়ন্ত৺ স্ত্রিয়ঃ কাময়ন্তে" (সং॰ কা॰ ৬ প্র॰ ১ অ॰ ৬) ইতি। বিহ্বয়ামহৈ বিলক্ষণং যথা ভবতি তথৈবাহ্বয়ামঃ। ব্রহ্ম বেদঃ। এতদ্বৃত্তান্তবেদনং প্রশংসতি—"কামুকা এন৺ স্ত্রিয়ো ভবন্তি য এবং বেদাথো য এবং বিদ্বানপি জন্যেষু ভবতি তেভ্য এব দদত্যুত যদ্বহুতয়া ভবন্তি" (সং॰ কা॰ ৬ প্র॰ ১ অ॰ ৬) ইতি। বরস্য স্নিগ্ধা বরার্থং কন্যামন্বেষ্টুং প্রবৃত্তা বান্ধবা জন্যাঃ। তাদৃশানাং জন্যানাং দ্বৌ বর্গৌ। তত্রৈকস্মিন্বর্গে যথোক্তবেদনরহিতা অনেকগুণান্তরোপেতা বহবো বরা যদ্যপি সন্তি তথাঽপি তং বর্গমুপেক্ষ্য যেষু জন্যেষ্বেকোঽপ্যেবং বিদ্বান্বরো ভবতি তেভ্য এব জন্যেভ্যঃ কন্যাং তৎপিতরো দদতি॥ সোমক্রয়ণ্যাং গুণং বিধত্তে—"একহায়ন্যা ক্রীণাতি বাচৈবৈন৺ সর্ব্বয়া ক্রীণাতি তস্মাদেকহায়না মনুষ্যা বাচং বদন্তি" (সং॰ কা॰ ৬ প্র॰ ১ অ॰ ৬) ইতি। বাগ্দেবতয়াঃ সোমক্রয়ণীরূপস্বীকারাৎ সর্ব্বয়া বাচা ক্রয় উপপদ্যতে। একসম্বৎসরস্বীকারশ্চ তস্মিন্বয়সি সতি বদনব্যবহারোপক্রমাৎ। বর্জ্জ্যদোষান্বিশদয়তি—"অকূটয়াঽকর্ণয়াঽকাণয়াশ্লোণয়াঽসপ্তশফয়া ক্রীণাতি" (সং॰ কা॰ ৬ প্র॰ ১ অ॰ ৬) ইতি। কূটা কুটিলশৃঙ্গী। কর্ণা ছিন্নকর্ণোপেতা। কাণা ত্বেকাক্ষী। শ্লোণা কুষ্ঠাদিদূষিতা। সপ্তশফা ন্যূনাঙ্গী। এতা বর্জ্জ্যাঃ। উপাদেয়াং দর্শয়তি—"সর্ব্বয়ৈবৈনং ক্রীণাতি" (সং॰ কা॰ ৬ প্র॰ ১ অ॰ ৬) ইতি। সর্ব্বাঽবয়বসম্পূর্ণেত্যর্থঃ। বিপক্ষবাধপুরঃসরং স্বপক্ষং বিধত্তে—"যচ্ছ্বেতয়া ক্রীণীয়াদ্দুশ্চর্ম্মা যজমানঃ স্যাদ্যৎকৃষ্ণয়াঽনুস্তরণী স্যাৎ প্রমায়ুকো যজমানঃ স্যাদ্দ্বিরূপয়া বার্ত্রঘ্নী স্যাৎস বাঽন্যং জিনীয়াত্তং বাঽন্যো জিনীয়াদরুণয়া পিঙ্গাক্ষ্যা ক্রীণাত্যেতদ্বৈ সোমস্য রূপ৺ স্বয়ৈবৈনং দেবতয়া ক্রীণাতি" (সং॰ কা॰ ৬ প্র॰ ১ অ॰ ৬) ইতি। মৃতং পুরুষমনু হন্যমানা গৌরনুস্তরণী। কৃষ্ণায়াস্তাদৃকৃত্বেন যজমানো ম্রিয়েত। বর্ণদ্বয়োপেতা যদ্যপি বিরোধিঘাতিনী তথাঽপি যজমানতদ্বৈরিণোরন্যোন্যবিরোধিত্বাৎ কো হন্তি কো বা হন্যত ইতি ন জ্ঞায়তে। অরুণত্বং পিঙ্গাক্ষত্বং চ সোমদেবতায়াঃ স্বরূপং। অতস্তাদৃশী গৌঃ সোমক্রয়ায় সদৃশী ভবতি। ইত্থং চতুর্থানুবাকোক্তমন্ত্রব্যাখ্যানস্যোপোদ্বাতত্বেন ব্রাহ্মণেন প্রায়ণীয়াসোমক্রয়ণ্যাবনুবাকাভ্যামভিহিতে। অথ মন্ত্রা ব্যাখ্যাতব্যাঃ।

১। "ইয়ং তে শুক্র তনূরিদং বর্চ্চস্তয়া সং ভব ভ্রাজং গচ্ছ।"—কল্পঃ—"অথৈতদ্ধ্রুবাজ্যমাপ্যায্য স্রুচি চতুর্গৃহীতং গৃহীত্বা সূত্রেণ হিরণ্যং নিষ্টর্ক্যং বদ্ধ্বা দর্ভাভ্যাং প্রবধ্য স্রুচ্যাবদধাতীয়ং তে শুক্র তনূরিদং বর্চ্চস্তয়া সং ভব ভ্রাজং গচ্ছেতি" ইতি। হে শুক্র দীপ্তিমদ্ধিরণ্য তবেয়ং জুহূস্তনূঃ, ইদং ঘৃতং তব তেজোঽতস্তয়া জুহ্বা সঙ্গচ্ছ সম্ভব। হে হিরণ্যাঽজ্যরূপাং ভ্রাজং দীপ্তিং প্রাপ্নুহি। অথ বা হে শুক্র বহু ইয়মাজ্যরূপা তব তনূরিদং হিরণ্যং

তব তেজ ইত্যেবং ব্রাহ্মণানুসারেণ ব্যাখ্যাতব্যং। আধানব্রাহ্মণোক্তং হিরণ্যস্য মহিমানং তত্রত্যপদত্রয়োচ্চারণেন প্রত্যভিজ্ঞাপ্য প্রশংসতি— "তদ্ধিরণ্যমভবত্তস্মাদদ্ভ্যো হিরণ্যং পুনন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৭) ইতি। আধানব্রাহ্মণে ত্বেবমাম্নায়তে— "আপো বরুণস্য পত্ন্য আসন্। তা অগ্নিরভ্যধ্যায়ৎ। তাঃ সমভবৎ। তস্য রেতঃ পরাপতৎ। তদ্ধিরণ্যমভবৎ" ইতি। তস্মাদ্ধিরণ্যস্য বহ্নিঃ পিতাঽপো মাতরঃ। তস্মাৎ স্বতঃ শুদ্ধং হিরণ্যং যদি কদাচিদ্রজস্বলাদিস্পর্শেন শোধনীয়ং ভবতি তদাঽদ্ভ্যঃ পুনন্তি জলেনৈব শোধয়ন্তি ন তু কাংস্যতাম্রাদেরিব ভস্মাগ্ন্যাদিকমপেক্ষতে॥ জুহ্বাং হিরণ্যপ্রক্ষেপেণ বিশিষ্টং হোমং বিধত্তে— "ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কস্মাৎ সত্যাদনস্থিকেন প্রজাঃ প্র বীয়ন্তেঽস্থন্বতীর্জ্জায়ন্ত ইতি যদ্ধিরণ্যং ঘৃতেঽবধায় জুহোতি তস্মাদনস্থিকেন প্রজাঃ প্র বীয়ন্তেঽস্থন্বতীর্জ্জায়ন্তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৭) ইতি। তস্মাদনস্থিকেন বীর্য্যেণ প্রজাঃ প্রবীয়ন্তে গর্ভাঃ ক্রিয়ন্তে। উৎপত্তিকালে ত্বস্থিযুক্তা জায়ন্তে। তত্র বীর্য্যসদৃশমাজ্যমস্থিসদৃশং হিরণ্যং। তদিদং সাদৃশ্যং নির্ব্বোঢ়ুমীশ্বরেণাস্থি নির্ম্মীয়ত ইত্যর্থঃ। বহ্নিসম্বন্ধবোধনপরতয়া মন্ত্রং ব্যাচষ্টে—"এতদ্বা অগ্নেঃ প্রিয়ং ধাম যদ্ঘৃতং তেজো হিরণ্যমিয়ং তে শুক্র তনূরিদং বর্চ্চ ইত্যাহ সতেজসমেবৈন৺ সতনুং করোত্যথো সং ভরত্যেবৈনং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৭) ইতি। এনমগ্নিং সম্ভরতি সম্যক্করোত্যেব। বহ্নিসম্বোধনেন তদীয়তেজোরূপেণ হিরণ্যমত্র প্রকাশ্যতে। হিরণ্যস্য সূত্রেণ বন্ধনং বিধত্তে— "যদবদ্ধমবদধ্যাদ্গর্ভাঃ প্রজানাং পরাপাতুকাঃ স্যুর্ব্বদ্ধমবদধাতি গর্ভাণাং ধৃত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৭) ইতি। সূত্রাগ্রাকর্ষণেন যথা সহসা মুচ্যতে তথা বধ্নীয়াদিতি বিশেষং বিধত্তে—"নিষ্টর্ক্যং বধ্নাতি প্রজানাং প্রজননায়" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৭) ইতি। নিঃশেষেণ সহসা মোচনযোগ্যং নিষ্টর্ক্যং।

২। "জূরসি ধৃতা মনসা জুষ্টা বিষ্ণবে তস্যাস্তে সত্যসবসঃ প্রসবে বাচো যন্ত্রমশীয় স্বাহা।" —কল্পঃ—"নাড়ীস্রুগ্দণ্ড উপসংগৃহ্যাঽহবনীয়ে জুহোত্যন্বারব্ধে যজমানে জূরসি ধৃতা মনসা জুষ্টা বিষ্ণবে তস্যাস্তে সত্যসবসঃ প্রসবে বাচো যন্ত্রমশীয় স্বাহেতি" ইতি। হে সোমক্রয়ণি বাগ্রূপা ত্বং জূর্ব্বেগযুক্তাঽসি মনসা নিয়মিতাঽসি যজ্ঞায় প্রিয়াঽসি। তাদৃশ্যা অমোঘপ্রেরণায়াস্তব প্রেরণে সতি মন্ত্রোচ্চারণরূপায়া বাচো যন্ত্রং নিয়মনশীয় প্রাপ্নুয়াং। ইদমাজ্যং হুতমস্তু। যথোক্তার্থং মন্ত্রে দর্শয়তি—"বাগ্বা এষা যৎসোমক্রয়ণী জূরসীত্যাহ যদ্ধি মনসা জবতে তদ্বাচা বদতি ধৃতা মনসেত্যাহ মনসা হি বাগ্ধৃতা জুষ্টা বিষ্ণব ইত্যাহ যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুর্যজ্ঞায়ৈবৈনাং জুষ্টাং করোতি তস্যাস্তে সত্যসবসঃ প্রসব ইত্যাহ সবিতৃপ্রসূতামেব বাচমবরুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৭) ইতি। জবতে তূর্ণং কর্ত্তব্যমিত্যবগচ্ছতি।

৩। "শুক্রমস্যমৃতমসি বৈশ্বদেব৺ হবিঃ।"—বৌধায়নঃ—"অগ্রেণ শালাং তিষ্ঠন্যজমানমাজ্যমবেক্ষয়তি শুক্রমস্যমৃতমসি বৈশ্বদেব৺ হবিরিতি" ইতি। আপস্তম্বঃ—"সোমক্রয়ণীমীক্ষমাণো জুহোতি জূরসীত্যপরং চতুর্গৃহীতং গৃহীত্বা শুক্রমসীতি হিরণ্যং ঘৃতাদুদ্ধৃত্য বৈশ্বদেব৺ হবিরিত্যাজ্যমবেক্ষ্য" ইতি। শুক্রং দীপ্তিমৎ। অমৃতং নাশরহিতং। হে আজ্য হে হিরণ্যেতি বা যোজ্যং। হে আজ্য ত্বং সর্ব্বদেবপ্রিয়ং হবিরসি। তদিদং স্পষ্টত্বান্ন ব্রাহ্মণে ব্যাখ্যাতং।

৪। "সূর্য্যস্য চক্ষুরাঽরুহমগ্নেরক্ষ্ণঃ কনীনিকাং যদেতশেভিরীয়সে ভ্রাজমানো বিপ-

শ্চিতা।"—কল্পঃ—"অথৈনদ্ধিরণ্যমস্তর্দ্ধায়াঽদিত্যমুদীক্ষয়তি সূর্য্যস্য চক্ষুরাঽরুহমগ্নেরক্ষ্ণঃ কনীনিকাং যদেতশেভির্ীয়সে ভ্রাজমানো বিপশ্চিতেতি" ইতি। সূর্য্যসম্বন্ধি মদীয়ং চক্ষুরিন্দ্রিয়ং, কনীনিকা ত্বগ্নিসম্বন্ধিনী, তদুভয়মারুহং প্রাপ্তোঽস্মি। যতো হে সূর্য্য ত্বমেতশনানৈকৈরশ্বৈর্গচ্ছসি, হে বহ্নে ত্বং বিপশ্চিতা তেজসা ভ্রাজমানোঽসি তস্মাদ্রক্ষোনিবারণায় যুবামুভৌ প্রাপ্তোঽস্মি। এতদভিপ্রায়ং দর্শয়তি—"কাণ্ডেকাণ্ডে বৈ ক্রিয়মাণে যজ্ঞ৺ রক্ষা৺সি জিঘা৺সন্ত্যেষ খলু বা অরক্ষোহতঃ পন্থা যোঽগ্নেশ্চ সূর্য্যস্য চ সূর্য্যস্য চক্ষুরাঽরুহমগ্নেরক্ষ্ণঃ কনীনিকামিত্যাহ য এবারক্ষোহতঃ পন্থাস্ত৺সমারোহতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৭) ইতি। কাণ্ডে কাণ্ডে তত্তদ্যাগৈর্যুক্ত একৈকস্মিন্‌যজ্ঞাঙ্গে। বৌধায়নঃ—"অথৈতা৺ সোমক্রয়ণীমগ্রেণ শালামুদীচীনভবর্ত্তয়ন্তে তামনুমন্ত্রয়তে চিদসি মনাঽসীত্যন্তাদনুবাকস্য" ইতি। স চ মন্ত্র এবমাম্নায়তে।

৫। "চিদসি মনাঽসি ধীরসি দক্ষিণাঽসি যজ্ঞিয়াঽসি ক্ষত্রিয়াঽস্যদিতিরস্যুভয়তঃ শীর্ষ্ণী।"

৬। "সা নঃ সুপ্রাচী সুপ্রতীচী সং ভব মিত্রস্ত্বা পদি বধ্নাতু পূষাঽধ্বনঃ পাত্বিন্দ্রায়াধ্যক্ষায়।"

৭। "অনু ত্বা মাতা মন্যতামনু পিতাঽনু ভ্রাতা সগর্ভ্যোঽনু সখা সযূথ্যঃ।"

৮। "সা দেবি দেবমচ্ছেহীন্দ্রায় সোম৺ রুদ্রস্ত্বাঽবর্ত্তয়তু মিত্রস্য পথা স্বস্তি সোমসখা পুনরেহি সহ রয্যা।"—ইতি।—আপস্তম্বস্ত ত্রেধা বিভজ্য বিনিযুঙ্ক্তে—"চিদসি মনাঽসীতি সোমক্রয়ণীমভিমন্ত্রয়তে, কর্ণগৃহীতা পদি বদ্ধা ভবতি, মিত্রস্ত্বা পদি বধ্নাত্বিতি দক্ষিণং পূর্ব্বপাদং প্রেক্ষতে, পূষাঽধ্বনঃ পাত্বিতি প্রাচীমায়তীমনুমন্ত্রয়তে" ইতি। হে বাগ্দেবতারূপে সোমক্রয়ণি ত্বং চিদাদিশব্দপ্রতিপাদ্যাঽসি। অন্তঃকরণস্য চিত্তং মনো বুদ্ধিরিতি তিস্রো বৃত্তয়ঃ। দেহাদিসঙ্ঘাতস্যাচেতনত্বং ব্যাবর্ত্ত্য চেতনত্বং সম্পাদয়ন্তী বাহ্যবস্তুষু বা নির্ব্বিকল্পরূপং সামান্যপ্রজ্ঞানং জনয়ন্তী বৃত্তিশ্চিত্তং। অয়ং পদার্থ এবং ভবতি বা ন বেতি বিচাররূপা বৃত্তির্মনঃ। ভবত্যেবেতি নিশ্চয়রূপা বুদ্ধিঃ। এতত্ত্রিতয়মিহ চিন্মনোধীশব্দৈরুচ্যতে। দক্ষিণা কুশলা দেয়দ্রব্যরূপা বা। যজ্ঞিয়া সোমক্রয়দ্বারেণ যজ্ঞসম্বন্ধিনী। ক্ষত্রিয়া দেবেষু সোমঃ ক্ষত্রিয়জাত্যভিমানী। তথা চ বাজসনেয়িন আমনন্তি—"যান্যেতানি দেবক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রাঃ পর্জ্জন্যো যমো মৃত্যুরীশানঃ" ইতি। তেন সোমেনাভিমন্তব্যস্য সোমলতাদ্রব্যস্য ক্রয়হেতুত্বেন ক্ষত্রিয়া। জ্যোতিষ্টোমস্যাদ্যন্তয়োঃ প্রায়ণীয়োদয়নীয়য়োর্যদিতের্দ্দেবতাত্বাৎ সেয়মুভয়তঃ শীর্ষ্ণী তদ্রূপা ত্বমসি। সা তাদৃশী ত্বমস্মদর্থং সুপ্রাচী সুপ্রতীচী সম্ভব, প্রথমং সোমস্য ক্রেতারং প্রতি সুষ্ঠু প্রাঙ্মুখী গত্বা পশ্চাদস্মান্ প্রতি সুষ্ঠু প্রত্যঙ্মুখী সমাগম্যাস্মাভিঃ সঙ্গচ্ছস্ব। যথোক্তমর্থং মন্ত্রে দর্শয়তি—"বাগ্বা এষা যৎসোমক্রয়ণী চিদসি মনাঽসীত্যাহ শাস্ত্যেবৈনামেতস্মাচ্ছিষ্টাঃ প্রজা জায়ন্তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৭) ইতি। এতেন মন্ত্রেণ বাগাত্মিকাং সোমক্রয়ণীং চিদাদিশব্দবাচ্যা ভবেত্যেবমনুশাস্তি। যস্মাদেবং তস্মাল্লোকেঽপি প্রজা অনুশিষ্যন্তে। কৃৎস্নশস্তাৎপর্য্যমুক্ত্বা প্রত্যবয়বং ব্যাচষ্টে—"চিদসীত্যাহ যদ্ধি মনসা চেতয়তে তদ্বাচা বদতি মনাঽসীত্যাহ যদ্ধি মনসাঽভিগচ্ছতি তৎকরোতি ধীরসীত্যাহ যদ্ধি মনসা ধ্যায়তি তদ্বাচা বদতি দক্ষিণাঽসীত্যাহ দক্ষিণা হ্যেষা যজ্ঞিয়াঽসীত্যাহ যজ্ঞিয়ামেবৈনাং করোতি ক্ষত্রিয়াসীত্যাহ ক্ষত্রিয়া হ্যেষাঽদিতিরস্যুভয়তঃ শীর্ষ্ণীত্যাহ যদেবাদিত্যঃ প্রায়ণীয়ো যজ্ঞানামাদিত্য উদয়নীয়স্তস্মাদেবমাহ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৭) ইতি। মনসা বৃত্তিত্রয়সাধারণেনান্তঃকরণেন চেতয়তে সামান্যতো

জানাত্যভিগচ্ছতি বিচারয়তি ধ্যায়তি নিশ্চিনোতি। উত্তরমন্ত্রস্থায়মর্থঃ। হে সোমক্রয়ণি মিত্রো হিতকারী দেবস্ত্বাং দক্ষিণে পাদে বধ্নাতু। এতন্মন্ত্রবিরুদ্ধং পক্ষত্রয়ং ব্যাবর্ত্তয়ন্মন্ত্রং ব্যাচষ্টে—"যদবদ্ধা স্যাদয়তা স্যাদ্‌যৎপদিবদ্ধাঽনুস্তরণী স্যাৎ প্রমাযুকো যজমানঃ স্যাদ্‌যৎকর্ণগৃহীতা বার্ত্রঘ্নী স্যাৎ স বাঽন্যং জিনীয়াত্তং বাঽন্যো জিনীয়ান্মিত্রস্ত্বা পদি বধ্নাত্বিত্যাহ মিত্রো বৈ শিবো দেবানাং তেনৈবৈনাং পদি বধ্নাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৭) ইতি। অত্র পাদবন্ধনং কর্ণগ্রহণং চানন্তরকমঙ্গী চকারেত্যবিরোধঃ। অথবা, অকর্ণগৃহীতা অপদি বদ্ধেতি পদচ্ছেদঃ। তৃতীয়মন্ত্রস্থায়মর্থঃ—হে সোমক্রয়ণি ত্বাং পূষা পোষকো দেবো ভয়োপেতান্মার্গাৎ পালয়তু। যাগাধ্যক্ষায়েন্দ্রায় ত্বাং সোমক্রয়সাধনে মাতৃপিত্রাদয়োঽনুমন্যন্তাম্। সগর্ভ্যস্ত্বয়া সহৈকস্মিন্‌গর্ভেঽবস্থিতঃ। হে দেবি সা ত্বমিন্দ্রার্থং সোমং দেবমনুগচ্ছ। তাং ত্বাং রুদ্রো দেবোঽস্মান্ প্রতি পুনরাবর্ত্তয়তু। আবর্ত্তয়ন্নপি ন রৌদ্রেণ মার্গেণ কিং তু মিত্রস্য পথা। ততস্তে স্বস্তি সুখং ভবতু। সোমঃ সখা যস্যাস্তব সা ত্বং সোমসখা ভূত্বা ধনেন সহাস্মান্ প্রতি পুনরাগচ্ছ। অত্র রুদ্রস্ত্বেত্যাদিনা পৃথঙ্মন্ত্রেণ সোমক্রয়াদূর্দ্ধমেতস্যাঃ প্রত্যাবর্ত্তনমিতি কেচিৎ।

মন্ত্রস্য ভাগান্ ক্রমেণ ব্যাচষ্টে—"পূষাঽধ্বনঃ পাত্বিত্যাহেয়ং বৈ পূষেমামেবাস্যা অধিপামকঃ সমষ্ট্যা ইন্দ্রায়াধ্যক্ষায়েত্যাহেন্দ্রমেবাস্যা অধ্যক্ষং করোতি অনু ত্বা মাতা মন্যতামনু পিতেত্যাহানুমতয়ৈবৈনয়া ক্রীণাতি সা দেবি দেবমচ্ছেহীত্যাহ দেবী হ্যেষা দেবঃ সোম ইন্দ্রায় সোমমিত্যাহেন্দ্রায় হি সোম আহ্রিয়তে যদেতদ্‌যজুর্ন ব্রূয়াৎ পরাচ্যেব সোমক্রয়ণীয়াদ্‌রুদ্রস্ত্বাঽবর্ত্তয়ত্বিত্যাহ রুদ্রো বৈ ক্রূরো দেবানাং তমেবাস্যৈ পরস্তাদ্দধাত্যাবৃত্ত্যৈ ক্রূরমিব বা এতৎকরোতি যদ্রুদ্রস্য কীর্ত্তয়তি মিত্রস্য পথেত্যাহ শান্ত্যৈ বাচা বা এষ বি ক্রীণীতে যঃ সোমক্রয়ণ্যা স্বস্তি সোমসখা পুনরেহি সহ রয্যেত্যাহ বাচৈব বিক্রীয় পুনরাত্মন্বাচং ধত্তেঽনুপদস্যুকাঽস্য বাগ্‌ভবতি য এবং বেদ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৭) ইতি। সমষ্ট্যৈ সম্যক্‌প্রাপ্তয়ে। এতদ্রুদ্রস্ত্বেতি যজুঃ। তমেব ক্রূরং রুদ্রং। অস্যাঃ সোমক্রয়ণ্যা আবৃত্তয়ে পরস্তাত্তামতিলঙ্ঘ্য পরভাগে স্থাপয়তি। অনুপদাস্যুকা ক্ষয়রহিতা। তদেতদ্বেদনস্য প্রশংসনং। অথ বিনিয়োগসংগ্রহঃ—

"হিরং ক্ষিপ্‌ত্বা ঘৃতে স্বর্ণং জূরসীতি জুহোতি হি॥ শুক্রেতি স্বর্ণমুদ্ধৃত্য বৈশ্বেত্যাজ্যমবেক্ষতে॥ ১॥ সূর্য্য সূর্য্যমুপস্থায় চিৎ সোমক্রয়ণীং জপেৎ॥ মিত্রো দৃষ্ট্বা বদ্ধপাদং পূষা তামনুমন্ত্রয়েৎ॥ রুদ্রস্তামাবর্ত্তয়ীত মন্ত্রাঃ সঙ্কীর্ত্তিতা নব॥ ২॥ ইতি।

অথ মীমাংসা।

একাদশাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে চিন্তিতং—"প্রায়ণীয়স্য নিষ্কাসে যো নির্ব্বাপোঽর্থকর্ম্ম তৎ॥ নিষ্কাস প্রতিপত্তির্ব্বোদয়নীয়স্য সংস্কৃতিঃ॥ উতাঽন্যঃ পূর্ব্ববন্নৈবং মুখ্যস্য প্রকৃতিত্বতঃ॥ মধ্যোঽস্তু নোপযোক্ষ্যসংস্কারস্য গুরুত্বতঃ" ইতি॥ জ্যোতিষ্টোমে শ্রূয়তে—"প্রায়ণীয়স্য নিষ্কাস উদয়নীয়মভিনির্ব্বপতি" ইতি। অত্র পূর্ব্বন্যায়েন নিষ্কাসদ্রব্যকমুদয়নীয়সমানকর্ম্মকমন্যদর্থকর্ম্মেত্যাদ্যঃ পক্ষঃ। মুখ্যস্যোদয়নীয়স্য প্রকৃতত্বাদ্ভিন্নপ্রকরণাম্নাতাবভৃথধর্ম্মাতিদেশবদুদয়নীয়ধর্ম্মাতিদেশাসম্ভবান্নার্থকর্ম্মত্বং। তর্হি নিষ্কাসপ্রতিপত্তিরিতি মধ্যমঃ পক্ষোঽস্ত। সোঽপি ন সম্ভবত্যপযুক্তসংস্কারাদুপযোক্ষ্যমাণসংস্কারস্য গরীয়স্ত্বাৎ তস্মাদুদয়নীয়স্য সংস্কারঃ।

তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমপাদে চিন্তিতম্—"ক্রীণাত্যরুণয়েত্যেতৎ সঙ্কীর্ণং বা ক্রয়ৈকভাক্॥ ক্রয়েণানন্বয়াৎকীর্ণঃ সর্ব্বদ্রব্যেষু রক্তিমা॥ দ্রব্যদ্বারা ক্রয়ে যোগাত্তদ্ভাগেনান্বয়ঃ পুনঃ॥ সাক্ষাৎক্রয়ে গুণস্যার্থাদ্দ্রব্যে সংনিহিতেঽস্ত্বসৌ" ইতি॥ জ্যোতিষ্টোমে শ্রূয়তে—"অরুণয়া পিঙ্গাক্ষ্যৈকহায়ন্যা সোমং ক্রীণাতি" ইতি। তত্রারুণাশব্দোঽরুণিমানং গুণমাচষ্টে। গুণিবিষয়তয়া প্রযুজ্যমানস্যাপি নাগৃহীতবিশেষণা বিশিষ্টে বুদ্ধিরিতি ন্যায়েন গুণবোধকত্বাদন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং গুণমাত্রে ব্যুৎপত্তেশ্চ। তস্য চারুনিমগুণস্য তৃতীয়াশ্রুত্যা সোমক্রয়সাধনত্বং প্রতীয়তে। তচ্চানুপপন্নমমূর্ত্তস্য গুণস্য বাসোহিরণ্যাদিবৎক্রয়সাধনত্বাসম্ভবাৎ। ততস্তৃতীয়াশ্রুতের্ব্বিনিযোজকত্বাভাবেন প্রকরণস্যাত্র বিনিযোজকত্বং বক্তব্যং। প্রকরণং চ গৃহচমসাদ্যখিলদ্রব্যেষ্বরুণিমানং বিনিবেশয়তি। ন চানেন ন্যায়েন পিঙ্গাক্ষ্যৈকহায়নীশব্দয়োরপি সর্ব্বদ্রব্যগামিত্বং শঙ্কনীয়ং তয়োঃ শব্দয়োর্দ্রব্যবাচিত্বাৎ। পিঙ্গলবর্ণে অক্ষিণী যস্যাঃ সা গৌঃ পিঙ্গাক্ষী। এবমেকহায়নী। যদ্যপ্যেকগোবাচিনৌ শব্দৌ তথাঽপি বিশেষণীভূতধর্ম্মভেদাচ্ছব্দদ্বয়ং। তচ্চ যুগপৎপ্রবৃত্তং সদ্ধর্ম্মদ্বয়বিশিষ্টং গোদ্রব্যং ক্রয়সাধনত্বেন বিদধাতি। ন চৈতদ্দ্রব্যমিতরদ্রব্যে বিনিবেশয়িতুং শক্যং। অরুণিমগুণো দ্রব্যেষু বিশেষণত্বেনান্বেতুং যোগ্যত্বাত্তেষু নিবেশ্যতে। তত্রৈষাঽক্ষরযোজনা। অরুণয়েত্যেতৎ পৃথগ্বাক্যং। তত্র তৃতীয়াশ্রুত্যা প্রাকরণিকানি সাধনদ্রব্যাণি সর্ব্বাণ্যনূদ্য প্রাতিপদিকেন গুণো বিধীয়তে যানি জ্যোতিষ্টোমে সাধনদ্রব্যাণি তানি সর্ব্বাণ্যরুণানি কর্ত্তব্যানীতি। তস্মাদ্গুণঃ সঙ্কীর্ণ ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—যদ্যপ্যমূর্ত্তো গুণস্তথাঽপি হায়নবদক্ষিবচ্চ গোদ্রব্যমবচ্ছিনত্তি। তচ্চ দ্রব্যং সাধনমিতি তদ্দ্বারা গুণস্য ক্রয়েণান্বয়ো ভবতি। এবং সতি বাক্যভেদো ন ভবিষ্যতি। নন্বু বাক্যভেদাভাবেঽপি লক্ষণা দুর্ব্বারা। গুণবাচিনঃ শব্দস্য গুণিদ্রব্যপরত্বাঙ্গীকারাৎ। নৈবং। গুণস্যৈবাত্র তৃতীয়শ্রুত্যা সাধনত্বমুচ্যতে। তচ্চ দ্রব্যদ্বারমন্তরেণ ন সম্ভবতীত্যর্থাপত্ত্যা দ্রব্যাবচ্ছেদকং কল্পতে। তর্হি গ্রহচমসাদিদ্রব্যমবচ্ছিদ্যতামিতি চেৎ। ন। তস্য দ্রব্যস্য ক্রয়সাধনত্বাভাবেন তদবচ্ছেদকগুণস্য শ্রূয়মাণক্রয়সাধনত্বাসিদ্ধেঃ। তর্হি বাসসা ক্রীণাত্যজয়া ক্রীণাতীতি বস্ত্রাদীনাং ক্রয়সাধনত্বাত্তদবচ্ছেদোঽস্ত্বিতি চেৎ। ন। তেষাং ক্রয়ান্তরসাধনত্বাৎ। ন হি তত্রাগ্নিহোত্রে পয়োদধ্যাদিবিকল্পবৎক্রয়ানুবাদেন বস্ত্রাদিবিকল্পো যুক্তঃ। অনুবাদ্যস্য ক্রয়মাত্রস্যাগ্নিহোত্রবদন্যত্রাবিধানাৎ। ততো বস্ত্রাদিদ্রব্যবিশিষ্টাঃ ক্রয়ান্তরবিধয়ঃ। ন হি স্ববাক্যগতমেকহায়নীদ্রব্যমুপেক্ষ্য বস্ত্রাদ্যবচ্ছেদো যুক্তঃ। তস্মাৎ ক্রয়েণ সাক্ষাদন্বিতয়োর্দ্রব্যগুণয়োঃ পশ্চাদন্যথাঽনুপপত্ত্যা পরস্পরাবচ্ছেদকত্বেনান্বয়ঃ। তথা সত্যারুণ্যবিশিষ্টয়ৈকহায়ন্যা ক্রীণাতীত্যর্থঃ পর্য্যবস্যতি। তস্মাদারুণ্যগুণঃ ক্রয়হেতুমেকহায়নীমেব ভজতে।

অথ ছন্দঃ—

সূর্য্যস্য চক্ষুরারুহমিত্যনুষ্টুপ্।

ইতি শ্রীমৎসায়ণার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়-তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয় প্রপাঠকে চতুর্থোঽনুবাকঃ॥ ৪॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যের মত এই যে,—চতুর্থ অনুবাকের প্রথম মন্ত্রটী অগ্নিকে অথবা হিরণ্যকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় মন্ত্রটী সোমক্রয়ণি-রূপা 'বাক্'-সম্বোধনে প্রযুক্ত। মন্ত্রের প্রয়োগ-সম্বন্ধে এইরূপ ব্যক্ত আছে যে,—প্রথমতঃ ধ্রুবাস্থ আজ্য (ঘৃত) গ্রহণ-পূর্ব্বক হোমাগ্নির চতুর্দ্দিকে প্রক্ষেপ করিবে; তার পর, সেই আজ্যে সংসিক্ত করিয়া দর্ভতৃণবদ্ধ একটী স্বর্ণখণ্ডকে হোমাগ্নিতে ক্ষেপণ করিবে। তদনুসারে প্রথম মন্ত্রের অর্থ হয় এই যে,—'হে শুক্র অর্থাৎ দীপ্যমান্ হিরণ্য! এই দৃশ্যমান্ আজ্য তোমার শরীর, আর এই আজ্যে প্রক্ষিপ্যমাণ হিরণ্য তোমার বর্চ্চঃ অর্থাৎ তেজঃ। হে অগ্নি! তোমার এই আজ্যরূপ তনুতে তুমি একীভূত হও এবং তার পর ভ্রাজকে অর্থাৎ স্বর্ণের দীপ্তিকে তুমি প্রাপ্ত হও।' আর এক প্রকার অর্থে, ভাষ্যকার 'ভ্রাজং' পদে 'সোমং' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে ভাব আসিয়াছে— 'তুমি সোমকে প্রাপ্ত হও।' এইরূপে, ভাষ্যানুসারে, দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—'হে বাক্! তুমি বেগযুক্ত আছ। তুমি কেমন? না—মনের দ্বারা নিয়মিতা আর যজ্ঞার্থে প্রীতিযুক্তা।' শুক্ল-যজুর্ব্বেদ-সংহিতায় ভাষ্যকার উবটের ব্যাখ্যায় আবার দেখি—'বিষ্ণবে' পদের প্রতি-বাক্যে 'বিষ্ণোঃ সোমস্য' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। তদনুসারে 'ভ্রাজং' পদেও 'সোম' বুঝায়, 'বিষ্ণু' পদেও সোম বুঝায়। হায় সোম!—বেদের অঙ্কে যে তুমি কত মূর্ত্তিতেই বিচরণ করিতেছ, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

যাহা হউক, এখন আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ-সম্পর্কে সংক্ষেপে দুই এক কথার আলোচনা করিতেছি। আমাদিগের এই দেহের মধ্যে যে জ্ঞান আছে, শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারাই সে জ্ঞান বিকাশ-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রথম মন্ত্রের অন্তর্গত "ইয়ং তে শুক্র তনুরিদং বর্চ্চঃ"—এই কয়েকটী পদে এই ভাব প্রাপ্ত হই। বেদের অনেক স্থলেই এই নিত্যসত্য-তত্ত্বের আভাস পাইয়াছি। সামবেদের "অপাং উপস্থে মহিষো ববর্দ্ধে" অংশের ব্যাখ্যায় এ বিষয় বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছি।* জ্ঞানরূপী ভগবানের প্রত্যক্ষরূপে বিকাশ কোথায় লক্ষীভূত হয়? সে—সেই সত্ত্বভাবের নিকটই নহে কি? এখানে ভগবানের সেই স্বরূপ-তত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে—দেখিতে পাই। এইরূপে ভগবানের স্বরূপ বিবৃত করিয়া, তাঁহার নিকট প্রার্থনায় আপনার অভিপ্রায় জানান হইয়াছে,—"ত্বয়া সংভব ভ্রাজং গচ্ছ।" আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বেদের মন্ত্রগুলি সূত্র-মাত্র। এ পক্ষে "ত্বয়া সংভব" একটী সূত্র, আর "ভ্রাজং গচ্ছ" একটী সূত্র। সুতরাং অর্থ-নিষ্কাশনে আবশ্যকানুরূপ পদের ও ভাবের অধ্যাহার অনিবার্য্য হয়। 'তন্বা' পদে তনুকেই লক্ষ্য করিতেছে। সুতরাং উহার প্রতিবাক্যে আমরা "মদীয়য়া তন্বা" পদ গ্রহণ করিয়াছি। তাহার ভাব এই—'আমার তনুর সহিত।' এখন "সংভব" পদে "একীভব" প্রতিবাক্য গ্রহণ করিলে, প্রার্থনার ভাব হয়,—'আমার এই দেহের সহিত আপনি মিলিত হউন; অর্থাৎ,

* মৎকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত 'সামবেদ-সংহিতা' (আগ্নেয়-পর্ব্ব) একসপ্ততিতম সাম-মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ১৮১ হইতে ৮৬ পৃষ্ঠায় এ বিষয় লক্ষ্য করিতে পারেন।

জ্ঞান আমাতে সঞ্চিত হউক।' তার পর আছে—"ভ্রাজং গচ্ছ।" উহার 'ভ্রাজং' পদে 'দীপ্তিং' বা 'শুদ্ধসত্ত্বং' অর্থ গ্রহণ করা যায়। ভাব হয় এই যে,—আমার হৃদয়ে যে দীপ্তিটুকু আছে অথবা আমাতে যে শুদ্ধসত্ত্বটুকু আছে, আপনি তাহাকে প্রাপ্ত হউন। পূর্ব্বে (এই মন্ত্রের প্রথমাংশে) বুঝিয়াছি, শুদ্ধসত্ত্বের সহিত মিলিত হইলেই জ্ঞানের জ্যোতিঃ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ হৃদয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। এখন তাই প্রার্থনা হইল,—'আপনি আমার সহিত একীভূত হইয়া আমার শুদ্ধসত্ত্বের সহিত মিলিত হউন।' ভাব এই যে,—আপনার সান্নিধ্যে আমার জ্ঞান বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হউক। আমরা মনে করি, চতুর্থ অনুবাকের প্রথম মন্ত্র এই ভাবই দ্যোতনা করিতেছে।

এ পক্ষে দ্বিতীয় মন্ত্রটীকে প্রথম মন্ত্রেরই পূর্ব্বানুস্মৃতি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। হৃদয়ে যদি ভক্তির সঞ্চার হয়, আর সেই ভক্তি যদি ভগবানের প্রতি ন্যস্ত হয়, তাহা হইলে আমরা কি ফল প্রাপ্ত হইতে পারি? তাহা হইলেই আমাদিগের শক্তি পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেই হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবের প্রসার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেই সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবের সহিত মিলিত হইয়া জ্ঞান জ্যোতিঃ বিকীরণ করে। এ পক্ষে মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'জীব! ভগবানে ভক্তিযুত ও প্রীতিমান্ হও; শুদ্ধসত্ত্বভাবের পরিবৃদ্ধির সহিত হৃদয় জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিচ্ছুরণে উদ্ভাসিত হইবে।'

তার পর দ্বিতীয় মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের ('তস্যাস্তে' হইতে 'স্বাহা' পর্য্যন্ত অংশ) এবং তৃতীয় মন্ত্রের ভাব পরিগ্রহ করুন। উহারা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বলিয়াই মনে করি। তদনুসারে দ্বিতীয় মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের 'তস্যাঃ' পদে ভাষ্যে 'অমোঘ-প্রেরণয়া তব' প্রতিবাক্যে 'বাচঃ' পদ নির্দ্দেশিত হইয়াছে। তাহাতে তৃতীয় মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইয়াছে,—'সত্যসবসঃ' অর্থাৎ সত্যের অনুজ্ঞায় বর্ত্তমান আমি শরীরের নিয়মন বা দার্ঢ্য প্রাপ্ত হই।' এই বলিয়া, স্বাহা-মন্ত্রে হোমাগ্নিতে আজ্য প্রক্ষেপ করিতে হইবে। তৃতীয় মন্ত্রটী সম্বন্ধে ভাষ্যকারের মত এই যে,—ঐ মন্ত্রের উচ্চারণ উপলক্ষে হোমাগ্নি হইতে স্বর্ণ-খণ্ডকে (প্রথম মন্ত্রানুসারে যে স্বর্ণ-খণ্ডকে হোমাগ্নিতে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল) উত্তোলন করিতে হইবে; এবং পরিশেষে সেই স্বর্ণ-খণ্ডকে সম্বোধন করিয়া এই মন্ত্রে বলিতে হইবে,—'হে হিরণ্য! তুমি শুক্র অর্থাৎ দীপ্যমান আছ; তুমি আহ্লাদক আছ; তুমি বিনাশ-বিরহিত আছ। তুমি সর্ব্বদেবসম্বন্ধী আছ; কেন-না, হিরণ্যে সকল দেবতাই তুষ্ট হন।' ভাষ্যের মত—হিরণ্য ও আজ্য উভয়ের সম্বন্ধেই মন্ত্রটী প্রযুক্ত হইতে পারে। এই প্রকার অর্থে বেদ-মন্ত্রের যে কি সার্থকতা আনে, আর বেদ-মন্ত্রে যে কি সদ্ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

আমাদিগের মত এই যে, দ্বিতীয় মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে সেই ভক্তির প্রতিই লক্ষ্য রহিয়াছে। দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রথম অংশে যাহার সম্বন্ধে 'মনসা ধৃতা' ও 'বিষ্ণবে জুষ্টা' পদদ্বয় ব্যবহৃত দেখিয়াছি, দ্বিতীয় অংশে 'তস্যাঃ' পদে তাহাকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। সেই ভক্তির একটী নূতন পরিচয় এখানে পাইতেছি। তাহা—'সত্যসবসঃ।' ভাব এই যে—সত্য যাহার অপত্য বা সন্তান। ভক্তি হইতেই সত্ত্বভাবের পরিবৃদ্ধি হয়। "বিষ্ণবে জুষ্টা" যে ভক্তি, তাহা নিশ্চয়ই শুদ্ধসত্ত্বের পোষক। তাই এখানে ঐ 'সত্যসবসঃ' পদের প্রয়োগ দেখি। 'প্রসবে' পদে ভাষ্যে

যেরূপভাবে অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে, আমরা তাহারই অনুসরণ করিয়াছি। তাহা হইতে 'অনুবর্ত্তী আমি' এই ভাব আসিয়াছে। "বিষ্ণবে জুষ্টা" যে ভক্তি, সে ভক্তির অনুবর্ত্তী হইলে, এ দেহের দৃঢ়তা অর্থাৎ ইহজীবনে কর্ম্মশক্তি-পরিবৃদ্ধি যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা বলাই বাহুল্য। সেই আকাঙ্ক্ষাতেই স্বাহা-মন্ত্রে হবিরর্পণ করা হইয়াছে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

তৃতীয় মন্ত্রটী—কেন হিরণ্যের সম্বোধনে প্রযুক্ত হইবে? কেনই বা তাহাতে আজ্য হবির সম্বন্ধ স্বীকার করিব? 'সকল দেবতার সন্তোষ' যে হিরণ্যে সাধিত হয়, তাহা আমরা স্বীকার করি না। হিরণ্য যে 'অমৃত', তাহাও কোনপ্রকারে মান্য করা যায় না। হিরণ্যের তেজঃ যে প্রকৃষ্ট তেজঃ, তাহাও বুঝিতে পারি না। ফলতঃ, এই মন্ত্রেও সেই পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রসমূহেরই অনুস্মৃতি আছে। "বিষ্ণবে জুষ্টা" ভক্তির সাহায্যে যে শুদ্ধসত্ত্বভাব সঞ্জাত হয়, এখানকার তাহাই লক্ষ্যস্থল। তাহা নিশ্চয়ই তেজঃস্বরূপ, তাহা নিশ্চয়ই পরমাহ্লাদপ্রদ, তাহা নিশ্চয়ই মরণরহিত নিত্য, তাহা নিশ্চয়ই সর্ব্ব-দেবতার প্রীতিসাধক। আমরা মন্ত্রার্থে এই ভাবই সমীচীন বলিয়া মনে করি। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে বেশ বুঝা যায়, মন্ত্র-কয়েকটী যেন আমাদিগকে উপদেশ দিতেছে,—'জীব! তোমরা যদি শ্রেয়ঃ চাও, ভগবানের প্রতি প্রীতি-সমন্বিত ভক্তিযুত হও। একমাত্র ভগবদ্ভক্তির দ্বারাই হৃদয় শুদ্ধসত্ত্বে পরিপূর্ণ হয়,—মানুষে অমৃতত্ব লাভ করিবার সামর্থ্য আসে।'

বোধ-সৌকর্য্যার্থে অনুবাকের চতুর্থ মন্ত্রটীকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। ভাষ্য-মতে মন্ত্রের সম্বোধন হিরণ্য, সূর্য্য এবং অগ্নি। হিরণ্য-গ্রহণে মন্ত্রোচ্চারণের বিধি। ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ - 'আমার চক্ষুরিন্দ্রিয় সূর্য্য সম্বন্ধি, চক্ষুর কনীনিকা (তারকা) অগ্নি-সম্বন্ধি। তদুভয়ই যেন প্রাপ্ত হই। যেহেতু হে সূর্য্য! তুমি এতশ নামক অশ্বে গমন কর; হে অগ্নি! তুমি তেজের দ্বারা দীপ্যমান হও; সেই জন্য, রক্ষনিবারণ জন্য, আমরা তোমাদের উভয়কেই যেন প্রাপ্ত হই।' কেহ কেহ আবার (উবট ও মহীধর) 'কৃষ্ণাজিন' (কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্ম) সম্বন্ধে এই মন্ত্রের প্রয়োগ স্বীকার করিয়া, সেই চর্ম্মের সম্বোধনে মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন,— 'হে কৃষ্ণাজিন! তুমি সূর্য্যের নেত্রে আরোহণ কর। সেইরূপ উচ্চে আরোহণ পূর্ব্বক আমাদিগকে দর্শন কর। এতদুভয়ের দর্শনে সর্ব্বজ্ঞ সূর্য্যরশ্মির দ্বারা দীপ্যমান হইয়া অশ্বগণের দ্বারা তুমি গমন করিয়া থাক।' এরূপ অর্থে ভাষ্যেরও ভাব উপলব্ধ হয় না। কৃষ্ণাজিন কিরূপে সূর্য্যের চক্ষুতে বা অগ্নির কনীনিকায় (নেত্রতারকায়) আরোহণ করিবে, এবং কি প্রকারেই বা উহা জ্ঞানিগণের দ্বারা সম্যক্ দীপ্যমান হইয়া ঘোটকারোহণে গমন করিবে, তাহার মর্ম্মোদ্ভেদ কিরূপে হইতে পারে? রূপক ভিন্ন অন্য কোনরূপ অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু সে দৃষ্টিতে—রূপকের তাৎপর্য্য অনুধাবন করা সুসাধ্য নহে।

আমরা এই মন্ত্রের যে ভাব যে অর্থ পরিগ্রহণ করি, তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। মন্ত্রটী হিরণ্য, সূর্য্য, অগ্নি অথবা কৃষ্ণাজিন সম্বন্ধে প্রযুক্ত না হইয়া মনঃ-সম্বন্ধে প্রযুক্ত বলিয়া আমরা মনে করি। সূর্য্য এবং অগ্নি সম্বন্ধে পূর্ব্বাপর আমরা যে ভাব গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, এখানেও সেই ভাব অব্যাহত দেখি। সাধন-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া, সাধক এখানে আপনার মনকে জ্ঞানলাভের জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছে না।

'মন! তুমি সূর্য্যের চক্ষুতে আরোহণ কর!' এতদ্বাক্যের মর্ম্ম এই যে,—'জ্ঞানাধারের দৃষ্টি তোমার প্রতি পতিত হউক, অর্থাৎ তুমি জ্ঞানলাভে প্রযত্নপর হও।' এই অংশে, পূর্ণজ্ঞান-লাভের পক্ষে মনকে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে।' কিন্তু মানুষ একেবারে কি পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে পারে? সুতরাং পূর্ণজ্ঞান-লাভের উপায় দ্বিতীয় অংশে ব্যক্ত হইয়াছে। সে অংশ -"অগ্নেঃ অক্ষঃ কনীনিকাং আরুহ।" অর্থাৎ, বলা হইয়াছে,—'অগ্নির চক্ষুর তারকায় তুমি আরোহণ কর।' এতদ্বাক্যের ভাব কি? ভাব এই যে,– 'এই দৃশ্যমান জ্বলন্ত অগ্নিকে দেখিয়া উহার অধিষ্ঠানভূত শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের প্রতি তোমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হউক। অগ্নির অভ্যন্তরে যে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিদ্যমান রহিয়াছে, অগ্নিকে দেখিতে দেখিতে তৎপ্রতি তোমার দৃষ্টি পতিত হউক।' ফলতঃ, মন্ত্রের এই প্রথম চরণের সার-মর্ম্ম এই যে,—'অল্প অল্প জ্ঞান সঞ্চার করিতে করিতে ক্রমে তুমি পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী হও।' সেই পূর্ণজ্ঞানই তোমার মোক্ষদায়ক হইবে। মন্ত্রে এই ভাবই উপলব্ধ হয়।

কি ভাবে কি উপায়ে সেই জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়, মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে তাহারই আভাষ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম উপদেশ আছে—'বিপশ্চিতা ভ্রাজমানঃ'; অর্থাৎ, জ্ঞানীর সহিত, পণ্ডিতের সহিত, সাধুর সহিত, প্রথমে তুমি মিলিত হও। সেই সম্মিলনে তোমাকে 'ভ্রাজমানঃ' বা দীপ্যমান করিবে। অসতের সঙ্গে অবস্থিতিতে, পাপীর সংসর্গে বিচরণে, কলুষ-কলঙ্কিত নিন্দার্হ সুতরাং অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিতে হয়। কিন্তু সাধুর সঙ্গে জ্ঞানীর সঙ্গে বসবাসে ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়,—সুনাম সুযশ প্রখ্যাত হয়। মুক্তির পথও তদ্দ্বারাই প্রশস্ত হইয়া আসে। এই জন্যই সাধুসঙ্গের অপার মহিমার বিষয় কীর্ত্তিত হইতে দেখি। এখানে 'বিপশ্চিতা' পদ একবচনান্ত আছে; তদ্দ্বারা সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ - এইরূপ ভাব আসিতে পারে। মানুষের শ্রেয়োলাভের প্রথম উপায়—জ্ঞানীর সংসর্গ—সাধুর আশ্রয় লাভ—সদ্গুরুর উপদেশ প্রাপ্তি। এখানে সেই ভাব প্রাপ্ত হই। দ্বিতীয়তঃ, "এতশেভিঃ ঈয়সে" পদদ্বয় হইতে কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়—বুঝিয়া দেখুন। 'এতশ' শব্দে ক্ষিপ্রগমনের ভাব আসে। তাই এখানে 'এতশেভিঃ' পদে অশ্ব অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। অন্যত্র আবার 'এতশ' শব্দের ব্যাখ্যায় ঋষি-বিশেষের প্রতি লক্ষ্য দেখিতে পাই। আমরা কিন্তু পূর্ব্বাপর ঐ শব্দে একই ভাব গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। সৎকর্ম্মের দ্বারা ভগবানের অভিমুখে যাঁহারা ত্বরিতগমনশীল, ঐ পদ তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করিতেছে। সৎকর্ম্মপরতাই মনুষ্যগণকে ত্বরিত-গতিতে ভগবৎসান্নিধ্যে পৌঁছাইয়া দেয়। এখানে সেই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। যেমন সাধুর সঙ্গে সম্মিলন ঘটিবে, তেমনই সৎপ্রসঙ্গের আলোচনায় সৎকর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি আসিবে। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারাই জ্ঞানলাভ হইবে,—সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানেই জ্ঞানাধারের সন্নিকর্ষ-প্রাপ্তি-রূপ সুমঙ্গল ঘটিবে। সতের আশ্রয়-লাভ করিলেই, সৎস্বরূপকে লাভ করিতে পারিবে; দুঃখমূল উচ্ছিন্ন করিয়া অনন্ত সুখের ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিবে।

এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, এই মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—সকল কর্ম্মে সর্ব্বপ্রকারে সেই জ্ঞানাধারের প্রতি লক্ষ্য রাখ, জ্ঞানার্জ্জনে প্রবৃত্ত হও। সে পক্ষে তোমার প্রথম ও প্রধান সহায়—সাধুসঙ্গ ও সৎকর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান। সাধুসঙ্গ-লাভে, জ্ঞানীর উপদেশ-ক্রমে,

সৎকর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, জ্ঞান আপনিই তোমার অধিগত হইবে এবং তদ্দ্বারাই জ্ঞানাধারের কৃপালাভে তুমি সমর্থ হইবে।' ফলতঃ, আলোকেই যে আলোক দর্শন হয়, আলোকেই যে আলোক-সন্নিকটে পৌঁছাইয়া দেয়,—আলোক-সাহায্যেই যে আলোকলাভ সুগম হইয়া আসে,—মন্ত্রে সেই তত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে।

অনুবাকের পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্র দুইটীতে এক অতি উচ্চভাব সূচিত হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত এই মন্ত্রদ্বয়ের সম্বন্ধ সূচিত হয়। পঞ্চম মন্ত্রে দেবতার স্বরূপ-তত্ত্ব এবং ষষ্ঠ মন্ত্রে দেবতার নিকট প্রার্থনার বিষয় পরিব্যক্ত হইয়াছে।

চণ্ডী-মাহাত্ম্যে দেবীর যে স্বরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে যে বলা হইয়াছে,—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা। ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমো নমঃ॥
চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

তাহার মূল তত্ত্ব এই মন্ত্রে নিহিত আছে বলিয়া মনে করি। অনন্ত-জ্ঞান ভাণ্ডার বেদ; যিনি যে তত্ত্বের অনুসন্ধান করিবেন, তিনি তন্মধ্যে সেই তত্ত্বই প্রতিভাত দেখিতে পাইবেন। যিনি যেরূপ অধিকারী, তিনি সেইরূপ ভাবেই মন্ত্রের মর্ম্ম উপলব্ধ করিবেন।

ভাষ্যকার বলেন,—মন্ত্রদ্বয়ে বাগদেবতারূপ সোমক্রয়ণীকে সম্বোধন করা হইয়াছে এবং 'চিদসি' ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবে; আর, বাগ্‌দেবতা-রূপে পরিকল্পনা করিয়া এই মন্ত্রদ্বয়ে সোমক্রয়ণী গাভীকে স্তুতি করা হইয়াছে। তাহাতে ভাষ্যমতে মন্ত্রের যে অর্থ হইয়াছে, সংক্ষেপতঃ তাহার ভাব এই,—'হে বাগ্‌দেবতারূপিণি সোমক্রয়ণি! তুমি চিৎ, মন, ও বুদ্ধি হও। (এস্থলে বাগাত্মিকা সোমক্রয়ণীকে চিৎ মন এবং ধী রূপে প্রশংসিত করা হইয়াছে)। হে গাভী! তুমি দক্ষিণা হও অর্থাৎ বাগ্‌দানে প্রশস্তা-হেতু তুমি দক্ষিণা-রূপে দান-কার্য্যে বিরাজ কর। সোমক্রয়সাধনভূত বলিয়া তুমি ক্ষত্রজাত্যভিমানিনী এবং যজ্ঞ-সম্বন্ধিত্ব-হেতু তুমি যজ্ঞার্হা; তুমি অখণ্ডিতা, অদীনা। অতএব, উভয়তঃ আদ্যন্ত সর্ব্বত্র শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বোক্ত চিদাদিরূপা তুমি, আমাদিগের নিমিত্ত, তুমি প্রথম সোমক্রেতার প্রতি সুষ্ঠুভাবে প্রাঙ্‌মুখী হইয়া, পরিশেষে সোম লইয়া আগমন—প্রত্যাগমন কালে আমাদিগের প্রত্যঙ্‌মুখী হও। অপিচ, সূর্য্যদেব তোমাকে তোমার দক্ষিণপাদে বন্ধন করুন এবং যজ্ঞস্বামী ইন্দ্রের প্রীতির জন্য পোষক দেবতা তোমাকে তোমার গমন-পথে রক্ষা করুন।' ইত্যাদি।

ভাষ্যকারের অধ্যাহৃত সম্বোধন পদ মন্ত্রমধ্যে দৃষ্ট হয় না। মন্ত্রে সোমক্রয়ণি বা গবাদি কিছুরই উল্লেখ নাই। 'সোমক্রয়ণি' গবাদি সম্বোধনে ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্কর্ষ করিয়াছেন, তাহার সহিত আমাদিগের সম্পূর্ণ মত-বিরোধ আছে। সূত্রোক্ত বিধানানুসারে মন্ত্রের প্রয়োগ-বিধি-ক্রমে, মন্ত্রের সম্বোধ্য এবং মন্ত্রের অর্থ-বিষয়ে আমরা ভিন্ন মত পোষণ করি। যে কার্য্যে যে মন্ত্রের যে প্রয়োগ এবং সে প্রয়োগের যে তাৎপর্য্য, তাহা যেমন আছে, তেমনই অক্ষুণ্ণ থাকুক। তদ্বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য কিছুই নাই। তবে আধ্যাত্মিক পক্ষে মন্ত্রে যে ভাব ও

যে তাৎপর্য্য সূচিত হয় এবং মন্ত্রে আমরা যে ভাব উপলব্ধি করি, তদ্বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি। মানুষের হৃদয়ের তিনটী বৃত্তিই প্রধান—চিৎ, মন এবং বুদ্ধি। চিৎ বা চিত্তের কার্য্য—চৈতন্য-সম্পাদন, অচেতনে চেতনা-সম্পাদন। অচেতন দেহাদিতে যাহাতে চৈতন্য-সম্পাদন হয় এবং বাহ্যবস্তুসমূহে যাহাতে নির্ব্বিকল্পরূপ জ্ঞান জন্মে, তাহাই চিৎ বা চিত্ত নামে অভিহিত হয়। চৈতন্য ভিন্ন চেতনা কেহ দিতে পারে না; যাহা চৈতন্যরূপী, তাহাই চেতনা-প্রদান-সমর্থ। ন্যায়মতে মনকে সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রবর্ত্তক বলা হইয়াছে। আবার বেদান্ত-মতে মন—সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তি। কেহ আবার মনকে "অনিরূপ্যমদৃশ্যঞ্চ জ্ঞানভেদং মনঃ স্মৃতম্"—এইরূপ কহিয়া গিয়াছেন। যাহার নিকট কিছুই অনিরূপ্য বা অদৃশ্য জ্ঞানভেদ নাই, স্থূলতঃ যাহার নিকট অপরিজ্ঞাত কিছুই নাই, যাহা সর্ব্বজ্ঞ, যাহা সঙ্কল্প-বিকল্পরহিত—নির্ব্বিকল্পরূপ, অন্তঃকরণের সেই বৃত্তি মনঃ-পদবাচ্য। আর, নিশ্চয়রূপাত্মিকা যে বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা, তাহাই ধী নামে অভিহিত হয়।

মন্ত্রের প্রথমেই বলা হইয়াছে,—'চিদসি মনাসি ধীরসি'। অর্থাৎ,—'তুমি চিৎ হও, তুমি মন হও, তুমি ধী হও।' মন্ত্রে যদি গাভী বা সোমক্রয়ণিকে সম্বোধন করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, সে গাভীর বা সোমক্রয়ণির চৈতন্য-প্রদানের সামর্থ্য কোথায়, আর তাহা মন ও ধী-ই বা কি প্রকারে হইতে পারে, বুঝিতে পারি না। যিনি চৈতন্যাধার, চৈতন্যস্বরূপ, যিনি নির্ব্বিকল্প—সর্ব্বজ্ঞ, যাঁহার অবিদিত কিছুই নাই, যিনি নিশ্চয়রূপাত্মিকা প্রজ্ঞাসমন্বিতা, তিনি ভিন্ন আর কে অচেতনে চেতনা দিতে পারে? তিনি ভিন্ন বিশ্বচরাচরের জ্ঞানই বা আর কাহার আছে? অপিচ, তিনি ভিন্ন জীবে শ্রেষ্ঠ-জ্ঞানই বা আর কে প্রদান করিতে সমর্থ হয়? পঞ্চম মন্ত্রে, আমরা তাই মনে করি, ভগবানকে সম্বোধন করা হইয়াছে। সেই ভাব উপলব্ধি করিয়াই আমরা ভগবানের শক্তিরূপা বিভূতিকে—শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতা ভক্তিরূপিণী দেবীকে—এই মন্ত্রের সম্বোধ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। ভগবান এবং বিভূতি অভিন্ন। পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে, তদ্ভিন্ন অন্য কোনও ভাব অধ্যাহার করা যায় না। হৃদয়ে যদি ভক্তির সঞ্চার হয়, আর সে ভক্তি যদি ভগবানের প্রতি ঐকান্তিকতার সহিত ন্যস্ত হয়, তাহা হইলে সে ভক্তিকে ভগবানেরই অঙ্গীভূত বলা যাইতে পারে। তখন ভগবানের গুণবিশেষণে সে ভক্তিকে বিশেষিত করাও অসঙ্গত হয় না। পূর্ব্বোদ্ধৃত তন্ত্র-মন্ত্রে শক্তিকে ভক্তিরূপিণী বলা হইয়াছে। আমাদের মনেও সেই ভাবের উদয় হওয়ায়, মন্ত্রের সম্বোধ্য সেই ভক্তিরূপিণী দেবীকেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। তিনি দক্ষিণা, তিনি ক্ষত্রিয়া। তিনিই যজ্ঞ, তিনিই দক্ষিণা; তিনিই কর্ম্ম, আবার তিনিই কর্ম্মফল। তিনি সর্ব্বাত্মিকা। ফলতঃ, তিনি যেমন সৎকর্ম্মরূপিণী, তিনি আবার তেমনই সৎকর্ম্ম-সাধয়িত্রী। তিনি অমিততেজা—অজেয়া। তাঁহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ-শক্তিসম্পন্ন আর কে আছে?

মন্ত্রের 'ক্ষত্রিয়াসি' পদে যে অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতেও ভগবানের প্রতিই লক্ষ্য আছে। তিনি দেবগণের মধ্যে সোমকেই ক্ষত্রজাত্যভিমানী বলিয়াছেন। বেদে শুদ্ধসত্ত্বমিশ্রিত ভক্তিকেই আমরা 'সোম' নাম অভিহিত করিয়াছি। বৃহদারণ্যকেও আছে,—'যান্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোম রুদ্র ইতি।' তার পর, মন্ত্রে তাঁহাকে 'অদিতিঃ' বলা হইয়াছে।

'অদিতি' পদে অনন্তকে—অখণ্ডকে বুঝায়। ভাষ্যকারও প্রথমে ঐ পদে 'অখণ্ডিতা' অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। আদ্যন্তবিরহিত বলিয়াই তিনি সকলের বরেণ্য—সকলের শ্রেষ্ঠ। প্রথম মন্ত্রে, আমরা মনে করি, ভগবানের এই সকল গুণ-বিশেষণের বিষয়ই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ভগবানের গুণ-বিশেষণে—রূপগুণবিবর্জ্জিতে রূপগুণের উল্লেখে, মন্ত্রে যে প্রার্থনার ভাব সূচিত হইয়াছে, তাহা এই ;—'হে দেবি ! আপনি সর্ব্বাত্মিকা, সচ্চিদানন্দরূপিণী, ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী। আপনাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা সকলেই করিয়া থাকে। আমরাও সে প্রার্থনা করি। আপনি আমাদিগকে আপনার সহিত সম্মিলিত করুন।' ভগবানের নিকটই এইরূপ প্রার্থনা জ্ঞাপন করা স্বাভাবিক। তদ্ভিন্ন, সোমক্রয়ণির বা গাভীর নিকট এইরূপ প্রার্থনায় অথবা তাহার পূর্ব্বোক্ত গুণব্যাখ্যানে কি ফলোদয় আছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য।

ষষ্ঠ মন্ত্রটীতে সরলভাবে প্রার্থনার বিষয় সূচিত হইয়াছে। দেবীর নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'হে দেবি ! সুপ্রাচী ভব।' ভাব এই যে,—আপনি আমাদের সহজ-প্রাপ্যা হউন। অর্থাৎ, আমাদের হৃদয়ে যাহাতে সহজে ভক্তি সঞ্চারিত হয়, যাহাতে আমরা অনায়াসে শুদ্ধসত্ত্ব-সমন্বিত হই, আপনি তাহা করুন। পরিশেষে 'সুপ্রতীচী এধি' এইরূপ প্রার্থনায় বলা হইয়াছে,—'আপনি আমাদিগকে আপনার অভিমুখী করুন, অথবা আমাদিগের শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন। আমাদিগের হৃদয় মরুসদৃশ ; আমরা কিসে সহজে আপনার অভিমুখী হই অর্থাৎ আপনাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা আমাদিগের হৃদয়ে বলবতী হয়, আপনি কৃপা করিয়া তাহার উপায়-বিধান করুন ; আমরা যদি সহজে আপনার অভিমুখী না হই, আপনি আসিয়া আমাদিগের হৃদয় অধিকার করুন। সত্ত্বস্বরূপিণী আপনি ; আপনার আগমনে সদ্ভাব আপনিই আসিয়া হৃদয়ে উদয় হইবে। অতএব প্রার্থনা, আপনি আসুন, এ মরুহৃদয়ে স্নেহধারা সিঞ্চন করুন।' ভাষ্যকার এই অংশে কিন্তু ভিন্ন ভাব উপলব্ধ করিয়াছেন। তিনি 'সা নঃ সুপ্রাচী সুপ্রতীচ্যেধি' অংশের অর্থ করিয়াছেন,—'প্রথমতঃ সোমক্রেতার প্রতি প্রাঙ্মুখী হইয়া, পরে সোমক্রয় করিয়া তাহাদের প্রত্যাগমনকালে প্রত্যঙ্মুখী হইয়া আগমন করুন।' সোমক্রয়ণিকে অর্থাৎ সোমক্রয়-পাত্রকে এরূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই বলিয়া মনে হয় যে, পাত্র হইতে সোমরস যেন পতিত না হয়—সোমক্রয়ণিকে সেই কথা বলা হইতেছে। আমরা কিন্তু ঐ অংশে যে ভাব উপলব্ধি করি, উপরে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক পথের পথিক যিনি, তিনি দেবতার নিকট শুদ্ধসত্ত্ব লাভের এবং দেবতাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষাই করিয়া থাকেন। তাই তিনি বলিতেছেন,—'যদি আমরা সহজে আপনার অভিমুখী না হই, যদি সহজে আমাদিগের হৃদয়ে সৎকর্ম্ম-সাধন-প্রবৃত্তির উন্মেষ না হয়, তাহা হইলে আপনি নিজে আসিয়া আমাদিগকে সত্ত্বসমন্বিত করুন।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে—'মিত্রস্ত্বা পদি বধ্নীতাং' অংশে—'পদি' পদ কিছু সমস্যামূলক। ভাষ্যকারের মতে ঐ পদের অর্থ—'দক্ষিণপদি'। তিনি গাভীর সম্বোধন আমনন করিয়াই 'পদি' পদের ঐরূপ অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন। তাহাতে উহার অর্থ হইয়াছে,—'সূর্য্যদেব তোমার দক্ষিণ-পদে বন্ধন করুন।' এ অর্থের তাৎপর্য্য আমরা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। আমরা ঐ 'পদি' পদে প্রথমতঃ 'শ্রেষ্ঠ-প্রদেশে' অর্থ গ্রহণ করিলাম। ভাষ্যকারের অর্থ অনুসারেই

ঐ অর্থ গ্রহণ করা যায়। দক্ষিণাঙ্গ শ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলিয়া কথিত হয়। তাহা হইতেই আমরা 'অস্মাকং হৃদি' এই ভাব গ্রহণ করিয়াছি। হৃদয়ের তুল্য শ্রেষ্ঠ স্থান আর কি হইতে পারে? নির্ম্মল ভক্তিপ্লুত হৃদয়ই দেবতার যোগ্য আসন। 'সূর্য্যদেব তোমাকে আমাদিগের হৃদয়ে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করুন' অর্থাৎ জ্ঞানের প্রভাবে হৃদয়ে ভক্তি অচলা হউক,—ইহাই এখানকার তাৎপর্য্য। এইরূপে, মন্ত্রে যে ভাব পরিব্যক্ত, আমাদের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকটিত হইয়াছে। মন্ত্রে প্রার্থনা জানান হইতেছে,—হে দেবি! আপনি আমাদিগের হৃদয়ে আসিয়া অধিষ্ঠিত হউন। তাহাতে, অকিঞ্চন আমরা, আমাদিগের হৃদয়ে আপনার প্রভাবে জ্ঞান-ভক্তির উদয় হইবে। তৎপ্রভাবে আমরা ভগবানের প্রীতিসম্পাদনে সমর্থ হইব এবং মোক্ষ লাভ করিব। আপনি অসন্মার্গ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।' আমাদিগের মতে, মন্ত্রে এই ভাবই প্রতিফলিত আছে।

সপ্তম ও অষ্টম মন্ত্রে এক উচ্চ ভাব প্রকটিত। ভাষ্যে মন্ত্রদ্বয়ের যে অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এই যে,—'হে সোমক্রয়ণি গো! সোমাহরণে প্রবৃত্তা তোমাকে তোমার মাতা অনুমতি দিউন, তোমার পিতা অনুজ্ঞা করুন, তোমার সহোদর ভ্রাতা এবং তোমার সমান গৃহে জাত তোমার সখা তোমায় অনুমতি দিউন। হে সোমক্রয়ণি দেবি! তুমি ইন্দ্রদেবের জন্য সোম আনয়ন করিতে যাও। সোমগ্রহণ পূর্ব্বক অবস্থিত তোমাকে রুদ্রদেব আমাদিগের প্রতি নিবর্ত্তন করুন, অথবা প্রবর্ত্তন করুন। সোমদেব যাহার সখা, সেইরূপ সোমসখা অর্থাৎ সোম সহিত হইয়া তুমি সুমঙ্গলের সহিত পুনরায় আমাদিগের নিকট আগমন কর। রুদ্রের পথে যাইও না; মিত্রের পথে যাইও। তাহা হইলেই তুমি 'স্বস্তি' পাইবে।' বলা বাহুল্য, ভাষ্যের এই প্রকার অর্থে আমরা কোনই ভাব পরিগ্রহণ করিতে পারিলাম না।

এখন, আমরা যে দিক হইতে যে ভাবে যে অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি, তাহার একটু আলোচনা করা যাইতেছে। আমাদিগের পরিগৃহীত সে অর্থ সঙ্গত কি অসঙ্গত, সেই আলোচনাতেই তাহা উপলব্ধ হইবে। আমরা বলি, যথাপূর্ব্ব সপ্তম মন্ত্রেরও সম্বোধন—সেই ভক্তিরূপা দেবীকে। ভগবদ্ভক্তি সংসারের সকলেরই হৃদয়ে সঞ্জাত হউক, আর সেই ভক্তির প্রভাবে সংসারের সকলেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করুক,—ইহাই এই মন্ত্রের প্রার্থনার নিগূঢ় লক্ষ্য। একে একে আমরা মন্ত্রাংশের বিশ্লেষণ করিতেছি। তাহাতেই ভাব প্রস্ফুট হইবে। মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—"মাতা ত্বাং অনুমন্যতাং।" ভাব এই যে,—'হে দেবি! হে ভগবদ্ভক্তিরূপিণি! সংসারের সকল জননী আপনার অনুরাগিণী হউন,—আপনাকে অনুস্মরণ করুন।' সংসারের সকল জননী যদি ভগবানে ভক্তিমতী হয়েন, তাহা হইলে কখনও কোনও দুঃখ আসিয়া কি এ সংসারকে আক্রমণ করিতে পারে? আজিও যে আমরা বাঁচিয়া আছি, আজিও আমাদিগের সংসারে দুঃখের শত বৃশ্চিক-দংশনের মধ্যেও যে একটু একটু শান্তির অভিষেক প্রাপ্ত হইতেছি, তাহার কারণ কি কেহ কখনও অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন? তাহার একমাত্র কারণ – আমাদিগের মাতৃদেবীগণ এখনও ভক্তিহারা নহেন,—তাঁহারা আজিও ভগবানের প্রতি ভক্তিমতী রহিয়াছেন। যদিও কাল-মাহাত্ম্যে অধিকাংশ সংসার হইতে এ ভাব ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে; কিন্তু এখনও আছে এখনও সম্পূর্ণ লোপপ্রাপ্ত হয় নাই। তাই আজিও মনুষ্য-বংশের মূলোচ্ছেদ হইতে

দেখিতেছি না। এই মন্ত্রে সেই ভক্তির ভাব সংসারে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য উদ্বোধনা দেখিতে পাই। মন্ত্রে প্রথমতঃ বলা হইয়াছে,—'সন্তানহিতাভিলাষিণী প্রত্যেক গর্ভধারিণী ভক্তিমতী হউন, অর্থাৎ তাঁহাদিগের দ্বারা সংসারের সন্তান-সকলের হৃদয়ে ভক্তির বীজ উপ্ত ও অঙ্কুরিত হউক।' মন্ত্রে দ্বিতীয়তঃ বলা হইয়াছে—'পিতা অনু'; অর্থাৎ, প্রত্যেক পিতাও তদনুবর্ত্তী হউন। মাতা পিতা উভয়েই যদি ভগবানে ভক্তিমান্ হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সন্তানগণ কি কখনও অন্যপথাবলম্বী হইতে পারে? কখনও না—প্রায়ই নহে। পিতামাতাকে এইরূপে ভগবদ্ভক্তিতে উদ্বুদ্ধ করার পর, সহোদর ভ্রাতাকে এবং সমান জাতীয় স্বদলভুক্ত মিত্রজনকে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট করার প্রচেষ্টা দেখিতে পাই। ফলতঃ, সকল মনুষ্য ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ হউন,—ইহাই এই মন্ত্রের প্রথম চরণের (অর্থাৎ প্রথম মন্ত্রের) লক্ষ্য। মন্ত্র উদ্বোধনায় পরিপূর্ণ। বলা হইতেছে,—'মানুষ! তোমরা সকলেই ভগবানের প্রতি ভক্তিমান্ হও।'

অষ্টম মন্ত্রে অশেষোপকারসাধিকা সেই দেবীকে সম্বোধন করিয়া চতুর্ব্বিধ প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। প্রথমতঃ বলা হইয়াছে—'হে দেবি! আপনার কৃপায় আমাদিগের হৃদয়ে দেবভাবের সঞ্চার হউক ('দেবং অচ্ছেহি')'। দ্বিতীয়তঃ বলা হইয়াছে—'আমাদিগের হৃদয়ের সেই দেবভাব বা শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের নিকট পৌঁছিয়া দিউন,—অর্থাৎ আমাদিগের ভক্তির প্রভাবে আমাদিগের হৃদয়ের পূজা (সত্ত্বভাব) সেই ভগবান্ গ্রহণ করুন।' মন্ত্রের অন্তর্গত "ইন্দ্রায় সোমং" পদদ্বয়ে সেই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে। তৃতীয়তঃ, প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'সেই রুদ্রদেব—যিনি সংহারমূর্ত্তি—যিনি কালস্বরূপ—আপনার কৃপায় তিনি আমাদিগের নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হউন,—তাঁহাকে আপনি প্রতিনিবৃত্ত করুন (রুদ্রং ত্বা বর্ত্তয়তু)।' ভগবানের প্রতি ভক্তি সঞ্জাত হইলে, সেই ভক্তির প্রভাবে কঠোর যমদণ্ড হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। এখানে সেই ভাব প্রকাশমান্। তার পরেই (চতুর্থতঃ) বলা হইয়াছে—"স্বস্তি।" রুদ্রদেবের কোপ হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইলে, যমদণ্ডের ভয় দূর করিতে পারিলে, তখন নিশ্চয়ই 'স্বস্তি' (মঙ্গল) আসিয়া থাকে। ভগবৎ-ভক্তির প্রভাবে চতুর্থ অবস্থায় স্বস্তিই মানুষের অধিগত হয়। উপসংহারে দেবীকে হৃদয়ে পুনরধিষ্ঠানের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে; বলা হইয়াছে—তিনি 'সোমসখা।' এখানেও সোম-শব্দের প্রকৃত মর্ম্ম অনুধাবন করিতে পারা যায়। 'সোম—শব্দে আমরা 'শুদ্ধসত্ত্ব' ভাব অর্থ গ্রহণ করি। ভক্তি যে তাহারই অন্তর্ভুক্ত, তাহারই অঙ্গীভূত, তাহারই সখাস্থানীয়, 'সোমসখা' পদে সেই ভাবই প্রকাশ পায়। শুদ্ধসত্ত্বভাব যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, শুদ্ধসত্ত্বভাব যে ভগবৎ-সহযুত হয়,—সে কখন? যখন ভক্তি আসিয়া তাহার অঙ্গীভূত হয়। এখানে উপসংহারে সেই আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে। ভাব এই যে,—তুমি আবার এস—পুনরায় এস—এবার 'সোমসখা' হইয়া এস; অর্থাৎ, আমার ভক্তি যেন অপাত্রে ন্যস্ত না হয়, আমি যেন আমার ভক্তিকে ভগবানের প্রতিই প্রযুক্ত করিতে পারি।' এখানে, 'তুমি আবার এস—সোমসখা হইয়া এস'—বলিতে 'হে আমার ভক্তি! তুমি ভগবানের সঙ্গিনী হইয়া রহ।' এই ভাবই প্রকাশ পায়। মন্ত্রার্থে ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

এক্ষণে, এই চতুর্থ অনুবাকের ভাষ্যানুক্রমণিকায় ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য যে মন্তব্য প্রকাশ

করিয়াছেন, তাহার একটু আভাষ প্রদান করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি। ভাষ্যকারের অভিমত এই যে,—তৃতীয় অনুবাকে দেবযজন সিদ্ধ হইলে, চতুর্থ অনুবাকে সেই দেবযজন উপলক্ষে সোমযাগের উপযোগী সোমক্রয়ণ বিষয়ক হোমাদি নিষ্পন্নের বিধি-পদ্ধতি কথিত হইয়াছে। 'ইয়ং তে শুক্র' প্রভৃতি সেই সোমক্রয়ণ-বিষয়ক হোমের মন্ত্র। চতুর্থ এবং পঞ্চম—এই দুইটী অনুবাকে প্রায়ণীয়া সোমক্রয়ের বিষয় ব্রাহ্মণে অভিহিত হইয়াছে। মন্ত্রের বিনিয়োগ সম্বন্ধে বিনিয়োগ-সংগ্রহের অভিমত এই,—'ইয়ং' প্রভৃতি প্রথম মন্ত্রে এক খণ্ড হিরণ্য (স্বর্ণ) ঘৃত নিক্ষেপ করিয়া 'জূরসি' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই হিরণ্যের দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দিবে। 'শুক্র' প্রভৃতি মন্ত্রে পুনরায় সেই হিরণ্যকে অগ্নি হইতে উদ্ধার করিয়া 'বৈশ্বদেবং' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই আজ্যের (ঘৃতের) প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে। 'সূর্য্যস্য' প্রভৃতি মন্ত্রে সূর্য্যস্থাপন করিয়া সোমক্রয়ণিতে 'চিদসি' মন্ত্র জপ করিতে হইবে। 'মিত্রস্ত্বা' প্রভৃতি মন্ত্রে বদ্ধপাদ হইয়া 'পূষাঽধনঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে বন্ধনযুক্ত পাদদ্বয়কে অনুমন্ত্রিত করিবে, এবং 'রুদ্রস্ত্বা' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই বন্ধন উন্মোচন করিবার বিধি। ফলতঃ, সোমযাগ উদ্যাপনে সোমক্রয়ণ বিষয়ক বিভিন্ন প্রক্রিয়া-পদ্ধতি চতুর্থ অনুবাকের মন্ত্র-সমূহে পরিব্যক্ত রহিয়াছে,—যাগ-সংগ্রহের ইহাই অভিমত। (১অষ্টক—২প্রপাঠক—৪অনুবাক)।

—— * ——

পঞ্চমঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। পঞ্চমোঽনুবাকঃ।)

(১) বস্ব্যসি রুদ্রাঽস্যদিতিরস্যাদিত্যাঽসি শুক্রাঽসি চন্দ্রাঽসি ॥

(২) বৃহস্পতিস্ত্বা সুম্নে রণ্বতু। (৩) রুদ্রো বসুভিরা চিকেতু।

(৪) পৃথিব্যাস্ত্বা মূর্দ্ধন্না জিঘর্ম্মি দেবযজন ইড়ায়াঃ

পদে ঘৃতবতি স্বাহা।

(৫) পরিলিখিতং রক্ষঃ পরিলিখিতা অরাতয়ঃ।

(৬) ইদমহ৺ রক্ষসো গ্রীবা অপি কৃন্তামি।

(৭) যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্ম ইদমস্য গ্রীবাঃ অপি কৃন্তামি॥

(৮-৯) অস্মে রায়স্ত্বে রায়স্তোতে রায়ঃ।

(১০) সং দেবি দেব্যোর্ব্বশ্যা পশ্যস্ব।

(১১) ত্বষ্টীমতী তে সপেয় সুরেতা রেতো দধানা।

বীরং বিদেয় তব সংদৃশি।

(১২) মাঽহ৺ রায়স্পোষেণ বি যোষম্॥ ৫॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) বস্বী। অসি। রুদ্রা। অসি। অদিতিঃ। অসি। আদিত্যা। অসি॥

শুক্রা। অসি। চন্দ্রা। অসি। (২) বৃহস্পতিঃ। ত্বা। সুম্নে। রণ্বতু।

(৩) রুদ্রঃ। বসুভিরিতি বসু—ভিঃ। এতি। চিকেতু।

(৪) পৃথিব্যাঃ। ত্বা। মূর্ধন্। এতি। জিঘর্ম্মি। দেবযজন ইতি দেব—যজনে।

ইড়ায়াঃ। পদে। ঘৃতবতীতি ঘৃত—বতি। স্বাহা।

(৫) পরিলিখিতমিতি পরি—লিখিতম্। রক্ষঃ। পরিলিখিতা ইতি

পরি—লিখিতাঃ। অরাতয়ঃ।

(৬) ইদম্। অহম্। রক্ষসঃ। গ্রীবাঃ। অপীতি। কৃন্তামি।

(৭) যঃ। অস্মান্। দ্বেষ্টি। যম্। চ। বয়ম্। দ্বিষ্মঃ।

ইদম্। অস্য। গ্রীবাঃ। অপীতি। কৃন্তামি।

(৮-৯) অস্মে ইতি। রায়ঃ। ত্বে ইতি। রায়ঃ। তোতে। রায়ঃ।

(১০) সমিতি। দেবি। দেব্যা। উর্ব্বশ্যা। পশ্যস্ব।

(১১) ত্বষ্টীমতী। তে। সপেয়। সুরেতা ইতি সু—রেতাঃ। রেতঃ। দধানা।

বীরম্। বিদেয়। তব। সংদৃশীতি সং—দৃশি।

(১২) মা। অহম্। রায়ঃ। পোষেণ। বীতি। যোষম্ ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! ত্বং 'বস্বী' (বসুরূপা, পৃথ্বীরূপা) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'অদিতি' (অনন্তরূপা, অশেষরূপধারিণী) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'অদিত্যা' (অনন্তস্য অংশীভূতা, দেবস্বরূপা) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'শুক্রা' (জ্যোতির্ম্ময়ী, প্রজ্ঞানস্বরূপিণী) 'অসি'

(ভবসি); ত্বং 'চন্দ্রা' (চন্দ্ররূপা, হ্লাদিনী কোমলতাময়ী ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। অয়ং মন্ত্রঃ ভক্তিরূপেণাবস্থিতায়াঃ দেব্যাঃ স্বরূপং পরিকীর্ত্তয়তি। সা দেবী পৃথ্বীরূপেণ বিরাজিতা ; সা দেবী সমষ্টিভূতা ; সা দেবী অংশরূপা ; সা দেবী জ্যোতির্ম্ময়ী – প্রজ্ঞানস্বরূপিণী ; সা দেবী আনন্দরূপিণী। কোমলকঠোরাশ্চ সর্ব্বে ভাবাঃ ক্ষুদ্রমহাংশ্চ সর্ব্বে রূপাঃ তস্মিন্ দেব্যাং যুগপৎ বিন্যস্তে ইতি ভাবঃ।

২। 'বৃহস্পতিঃ' (জ্ঞানী, যদ্বা—জ্ঞানদেবঃ) 'সুম্নে' (সংসারস্য সুখহেতবে) 'ত্বা' (ত্বাং) 'রণ্বতু' (সংযময়তু, জ্ঞানিনাং সাহায্যেন ত্বৎপ্রসাদেন ইহলোকঃ পরমানন্দং লভতু ইতি ভাবঃ) ; 'রুদ্রঃ' (কঠোরভাবঃ, যদ্বা—কঠোররূপঃ দেবভাবঃ ইত্যর্থঃ) 'বসুভিঃ' (সর্ব্বংসহাভিঃ ধরিত্রীভিঃ সহ, যদ্বা—অপরৈঃ পার্থিবৈর্দ্দেবৈঃ সহ) ত্বা (ত্বাং) 'আ চিকেতু' (রক্ষিতুং কাময়তাং, ত্বৎপ্রভাবেন সৃষ্টিঃ সংহারমূর্ত্তেঃ রুদ্ররোষাৎ রক্ষাং প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ)। অয়ং তাৎপর্য্যঃ—ভগবদ্ভক্তিরেব সকলসুখমূলাধারা। তস্যাঃ কৃপয়া এব নরঃ রক্ষাং প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ।

৩। (ক) হে ভক্তিরূপিণি দেবি! 'পৃথিব্যাঃ' (ভুবঃ) 'মূর্ধন্' (মূর্দ্ধনি, শিরোরূপে) 'দেবযজনে' (যাগযোগ্যস্থলে –অবস্থিতায়াং ইতি যাবৎ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'আ' (আনুপূর্ব্বেণ, অনুক্রমেণ ইত্যর্থঃ) 'জিঘর্ম্মি' (ক্ষারয়ামি, মাং প্রতি প্রবহয়ামি আকৃষ্যামি বা ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রাংশঃ সঙ্কল্পমূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ।

(খ) হে ভক্তিরূপিণি দেবি! ত্বং 'ইড়ায়াঃ' (ভগবৎসম্বন্ধযুতস্য কর্ম্মণঃ ইতি ভাবঃ) 'পদে' (অবলম্বনং) 'অসি' (ভবসি, ভব বা)। অথবা হে মদীয়ং কর্ম্ম! ত্বং 'ইড়ায়াঃ' (ভক্তিসহযুতায়াঃ স্তুত্যাঃ ইত্যর্থঃ) 'পদে' (আশ্রয়ং) 'অসি' (ভবসি, ভব বা) ; মম কর্ম্ম ভগবৎসম্বন্ধযুতং ভবতু ইতি ভাবঃ। 'ঘৃতবতি' (হে মম ভক্তিরূপিণি দেবি!) 'স্বাহা' (ত্বাং স্বাহামন্ত্রেণ ভগবতি সমর্পয়ামি ইতি শেষঃ ; সুহুতং সুসিদ্ধমস্তু মম কর্ম্মানুষ্ঠানং)।

৪। 'রক্ষঃ' (দুর্ব্বুদ্ধিরূপঃ শত্রুঃ ইত্যর্থঃ) 'পরিলিখিতং' (নাশিতং) ভবতু ; 'অরাতয়ঃ' (সদ্ভাবপ্রতিবন্ধকাঃ রিপুশত্রবঃ ইত্যর্থঃ) 'পরিলিখিতা' (বিনাশিতাঃ, বিতাড়িতাঃ) ভবন্তু ইতি শেষঃ। ভক্তিপ্রভাবেন সর্ব্বে শত্রবঃ নাশং যান্তু ইতি ভাবঃ।

৫। 'ইদং' (অনেন সৎকর্ম্মপ্রভাবেন ইত্যর্থঃ) 'অহং' (অনুষ্ঠানকারী) 'রক্ষসঃ' (দুর্ব্বদ্ধিরূপস্য শত্রোঃ ইত্যর্থঃ) 'গ্রীবা অপি' (মূলমপি ইতি ভাবঃ) 'কৃন্তামি' (ছেদয়ামি)।

৬। 'যঃ' (শত্রুঃ, বহিরন্তঃশত্রুঃ ইতি যাবৎ) 'অস্মান্' (অনুষ্ঠাতৄন্ অর্চ্চকান্ ইত্যর্থঃ) 'দ্বেষ্টি' (দ্বেষং করোতি) 'যং চ' (যং শত্রুং চ) 'বয়ং' (অর্চ্চকাঃ) 'দিষ্ম' (দ্বেষং কুর্ম্ম) 'অস্য' (তদুভয়বিধস্য আধিদৈবিকশত্রোঃ ইতি ভাবঃ) 'ইদং' (অনেন কর্ম্মরূপেণ আয়ুধেন ইত্যর্থঃ) 'গ্রীবা অপি' (মূলানপি) 'কৃন্তামি' (ছেদয়ামি ইতি ভাবঃ)। কর্ম্মপ্রভাবেন বয়ং সর্ব্বান্ শত্রূন্ নাশয়াম ইতি ভাবঃ।

৭। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! 'রায়ঃ' (পরমধনানি—শ্রেষ্ঠধনানি ইত্যর্থঃ) 'অস্মে' (মহ্যং) প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনা।

৮। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! 'ত্বে' (ত্বয়ি) 'রায়ঃ' (পরমার্থরূপাণি ধনানি) বিন্যস্তে।

৯। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! ত্বং 'তোতে' (সর্ব্বেষু লোকেষু ইতি ভাবঃ) 'রায়ঃ' (পরমার্থরূপাণি ধনানি ইত্যর্থঃ) স্থাপয়সি। অয়ং ভাবঃ—বয়ং তানি পরমধনানি যাচামহে। ন কেবলং অস্মান্ কিন্তু বিশ্বান্ সর্ব্বান্ জনান পরমধনং প্রযচ্ছ ইতি ভাবঃ।

১০। 'দেবি' (হে ভক্তিরূপিণি দেবি! ত্বং 'দেব্যাঃ' (পরমশক্তিসম্পন্নয়া) 'উর্ব্বশ্যা' (সর্ব্বেষাং বশয়িত্র্যা শক্ত্যা ইতি ভাবঃ) মাং 'সং পশ্যস্ব' (সম্যক্ পশ্য, মাং প্রতি সম্যক্ করুণাপরায়ণা ভব ইতি ভাবঃ)।

১১। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! 'তে' (তবানুগ্রহেণ) 'সুবীমতী' (শোভনকর্ম্মশক্তিসম্পন্নাং ত্বাং ইত্যর্থঃ) 'সপেয়' (সংগচ্ছেয়, প্রাপ্নুয়াং ইতি ভাবঃ)। ভগবদ্ভক্তি ময়া সহ চিরসম্বন্ধযুতা ভবতু—ইত্যেব্যং আকাঙ্ক্ষা। অপিচ 'সুরেতা' (শোভনশক্তিসম্পন্না) 'রেতঃ দধানা' (শক্তেরাধারভূতা) হে ভক্তিরূপিণি দেবি! 'তব সংদৃশি' (তব সন্দর্শনে সতি) 'বীরং' (বীর্য্যং, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং ইত্যর্থঃ) 'বিদেম' (লভেম)। তব প্রসাদেন তব সহচারিত্বেন চ সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং প্রাপ্তুমিচ্ছামি ইতি ভাবঃ।

১২। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! 'অহং' (শরণাগতঃ অর্চ্চনাপরায়ণঃ অহং ইত্যর্থঃ) 'রায়স্পোষেণ' (শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়েন) 'মা বিযৌষ্ম' (বিযুক্তঃ মা ভবাম)। অস্মাকং পরমধনসঞ্চয়ায় বিঘ্নং ন ভবতি তদেব বিধেহি ইতি ভাবঃ॥ (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৫ অনুবাক)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! আপনি বসুরূপা অর্থাৎ পৃথ্বীরূপা হয়েন, আপনি অনন্তরূপা অর্থাৎ অশেষরূপধারিণী হয়েন, আপনি অনন্তের অংশীভূতা অর্থাৎ দেবস্বরূপা হয়েন, আপনি রুদ্ররূপা অর্থাৎ কঠোরতাময়ী হয়েন, আপনি চন্দ্ররূপা অর্থাৎ হ্লাদিনী কোমলতাময়ী হয়েন। (এই মন্ত্রাংশ, ভক্তিরূপে অবস্থিতা দেবীর স্বরূপ পরিকীর্ত্তন করিতেছে। সেই দেবী পৃথ্বীরূপে বিরাজিতা, সেই দেবীই সমষ্টিভূতা, সেই দেবীই অংশরূপা, সেই দেবীই সংহারমূর্ত্তিধারিণী, সেই দেবীই আনন্দরূপিণী। কোমল-কঠোর সকল ভাব এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল রূপ সেই দেবীতেই যুগপৎ বিদ্যমান আছে।

২। জ্ঞানী (জ্ঞানদেব) সংসারের সুখের নিমিত্ত আপনাকে সংযমন অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত করুন; (ভাব এই যে, জ্ঞানিগণের সহায়তায় আপনার প্রসাদে ইহলোক পরমানন্দ লাভ করুক)। কঠোরভাব (রুদ্রদেব) সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর সহিত আপনাকে রক্ষা করিবার কামনা করুন; অর্থাৎ আপনার প্রভাবে সৃষ্টি সংহারমূর্ত্তিরুদ্ররোষ হইতে রক্ষা-প্রাপ্ত হউক।

(মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ এই যে,—ভগবদ্ভক্তিই সকল সুখের মূলীভূতা। তাঁহার কৃপাতেই মানুষ রক্ষা প্রাপ্ত হয়)।

৩। (ক) হে ভক্তিরূপিণি দেবি! পৃথিবীর (অর্থাৎ বিশ্বের) শীর্ষস্থানে দেবযজন-প্রদেশে অবস্থিতা আপনাকে, অনুক্রমে আমি আমার প্রতি ক্ষরণ প্রবহণ বা আকর্ষণ করিতেছি। (মন্ত্রাংশ সঙ্কল্পমূলক আত্মোদ্বোধক)।

(খ) হে ভক্তিরূপিণি দেবি! তুমি ভগবৎসম্বন্ধযুত কর্ম্মের অবলম্বন হও। অথবা হে আমার কর্ম্ম! তুমি ভক্তিযুতা স্তুতির আশ্রয় হও; (ভাব এই যে, আমার কর্ম্ম ভগবৎ-ভক্তিযুত হউক)। ভক্তিসহযুত করিয়া, হে আমার কর্ম্ম, স্বাহা-মন্ত্রে তোমাকে আমি ভগবানে সমর্পণ করিতেছি।

৪। (আমাদিগের) দুর্ব্বুদ্ধি-রূপ শত্রু বিনাশপ্রাপ্ত হউক; সদ্ভাব-প্রতিবন্ধক রিপুশত্রুগণ বিতাড়িত ও বিনাশিত হউক। (ভাব এই যে, ভক্তিপ্রভাবে আমাদিগের সকল শত্রু বিনষ্ট হউক)।

৫। এই সৎকর্ম্মের প্রভাবে আমি যেন দুর্ব্বুদ্ধিরূপ শত্রুর মূলোচ্ছেদ করিতে সমর্থ হই।

৬। যে সকল বহিরন্তঃশত্রু প্রার্থনাকারী অনুষ্ঠানপরায়ণ আমাদিগকে হিংসা করে, সেই উভয়বিধ আধিদৈবিক শত্রু আমাদিগের এই কর্ম্মরূপ আয়ুধের দ্বারা সমূলে বিনষ্ট হউক। (ভাব এই যে,—আমাদের কর্ম্মের দ্বারা আমরা যেন সকল শত্রুকে নাশ করিতে সমর্থ হই)।

৭। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! পরমার্থ ধন আমাদিগকে দান করুন—এই প্রার্থনা।

৮। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! আপনাতে পরমার্থরূপ ধনসমূহ আছে।

৯। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! আপনাতে পরমার্থরূপ যে ধনসমূহ আছে, সেই ধন আপনি সকল লোকে স্থাপন করুন। (ভাব এই যে,—আমরা পরমধন প্রার্থনা করি। কেবল আমাদিগকে নহে; পরন্তু বিশ্বের সকলকেই পরমধন প্রদান করুন।

১০। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! আপনি পরম শক্তিসম্পন্ন সকলের বশীভূতকারী শক্তির দ্বারা আমার প্রতি সম্যক্ করুণাপরায়ণ হউন।

১১। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! আপনার অনুগ্রহে শোভনকর্ম্মশক্তি-সম্পন্না আপনাকে যেন প্রাপ্ত হই। (ভাব এই যে,—ভগবদ্ভক্তি আমার

সহিত চিরসম্বন্ধযুত হউক)। অপিচ, শোভনশক্তিসম্পন্না, শক্তির আধার-ভূতা হে ভক্তিরূপিণি দেবি! আপনার সন্দর্শন লাভ করিয়া যেন সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্য লাভ করিতে পারি। (ভাব এই যে,—আপনার প্রসাদে ও সহচারিত্বে সৎকর্ম্মসাধনে সামর্থ্য পাইবার কামনা করিতেছি)।

১২। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! অর্চ্চনাকারী আমরা সেই ধনসঞ্চয়ে অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ে যেন বিমুখ না হই; (অর্থাৎ আমাদিগের পরমার্থরূপ ধন-সঞ্চয়ে যেন কোনও বিঘ্ন না ঘটে, তাহাই করুন)। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৫ অনুবাক)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

চতুর্থেঽনুবাকে ক্রয়প্রদেশং প্রতি সোমক্রয়ণীগমনমুক্তং। গতায়াং তস্যাং ক্রয়ায় সোমোন্মানস্যাবসরঃ। সপ্তমপদসংগ্রহস্ত গমনমধ্য এব কর্ত্তব্যঃ। ততঃ পঞ্চমে সোঽভিধীয়তে।

১। "বস্ব্যসি রুদ্রাঽস্যদিতিরস্যাদিত্যাঽসি শুক্রাঽসি চন্দ্রাঽসি।"—কল্পঃ—"তস্যৈ ষট্পদান্যনু নিক্রামতি বস্ব্যসি রুদ্রাঽস্যদিতিরস্যাদিত্যাঽসি শুক্রাঽসি চন্দ্রাঽসীতি গচ্ছন্তীং সোমক্রয়ণীমনুগচ্ছন্ ষট্সু তদীয়পদেষু ষড়্ভিরেতৈর্ম্মন্ত্রৈঃ স্বপাদং প্রক্ষিপেৎ" ইতি। বসুরুদ্রাদিত্যাঃ সবনত্রয়দেবতাঃ। অদিতিঃ প্রায়ণীয়োদয়নীয়য়োর্দ্দেবতা। শুক্রশব্দেন দীপ্তিমান্ সোমো বিবক্ষিতঃ। চন্দ্রশব্দেনাঽহ্লাদকারি সুবর্ণং। হে সোমক্রয়ণি ত্বং বস্বাদীনাং স্বরূপমসি তদপেক্ষিতসোমযাগসাধনত্বাৎ॥

২। "বৃহস্পতিস্ত্বা সুম্নে রণ্বতু রুদ্রো বসুভিরা চিকেতু।"—কল্পঃ—"সপ্তমং পদমঞ্জলিনা গৃহ্লাতি বৃহস্পতিস্ত্বা সুম্নে রণ্বতু রুদ্রো বসুভিরা চিকেত্বিতি" ইতি। হে সোমক্রয়ণীপদ ত্বাং বৃহস্পতিরস্মিন্ সুখপ্রদেশে রময়তু। বসুভিঃ সহিতো রুদ্রস্ত্বামনুজানাতু আবর্ত্তয়তু বা॥

৩। "পৃথিব্যাস্ত্বা মূর্দ্ধন্না জিঘর্ম্মি দেবযজন ইড়ায়াঃ পদে ঘৃতবতি স্বাহা।"—কল্পঃ—"অথৈতস্মিন্ পদে হিরণ্যং নিধায় সম্পরিস্তীর্য্যাভিজুহোতি পৃথিব্যাস্ত্বা মূর্দ্ধন্না জিঘর্ম্মি দেবযজন ইড়ায়াঃ পদে ঘৃতবতি স্বাহেতি" ইতি। হে ঘৃত ত্বামিড়ায়াঃ সোমক্রয়ণ্যাঃ পদে সমন্তাৎ ক্ষারয়ামি। কীদৃশে পদে। পৃথিব্যা মূর্দ্ধস্থানীয়ে দেবতানাং যাগস্থানে ঘৃতযুক্তে। তথাঽন্যত্রাঽম্নাতং—"সা যত্র যত্র ব্যক্রামত্ততো ঘৃতমপীড্যত তস্মাদ্ ঘৃতপদ্যুচ্যতে" ইতি॥ মন্ত্রান্ব্যাখ্যাতুমাদাবনুষ্ঠানং বিধত্তে—"ষট্পদান্যনু নি ক্রামতি ষড়হং বাঙ্নাতি বদত্যুত সম্বৎসরস্যায়নে যাবত্যেব বাক্তামব রুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৮) ইতি। অস্তি কশ্চিৎ পৃষ্ঠ্যঃ ষড়হাখ্যো যাগঃ। তত্র ষড়্বিধানি স্তোত্রাণি বৃহদ্রথন্তরবৈরূপবৈরাজশাক্বররৈবতনামকৈঃ সামভিঃ সাধ্যানি। তানি চ ক্রমেণ ষট্সু দিনেষু গীয়ন্তে। ন তু সপ্তমং পৃষ্ঠ্যস্তোত্রং কিঞ্চিদপ্যস্তি। ততঃ প্রধানভূতপৃষ্ঠ্যস্তোত্ররূপা বাগ্দেবতা ষড়হগতাং সংখ্যামতীত্য ন ক্বাপি বদতি। অপি চ সম্বৎসরকালসম্বন্ধিনি গবাময়নেঽপি নাধিকং পৃষ্ঠ্যস্তোত্রং বদতি। তস্মাদ্বাগ্রূপায়াঃ সোমক্রয়ণ্যাঃ ষট্পদানামনুক্রমণং যুক্তং। তস্মাদ্বাগ্রূপত্বাদেব সর্ব্বাং বাচমবরুন্ধে॥

বিধত্তে—"সপ্তমে পদে জুহোতি সপ্তপদা শক্করী পশবঃ শক্করী পশূনেবাব রুন্ধে সপ্ত গ্রাম্যাঃ পশবঃ সপ্তাঽরণ্যাঃ সপ্ত ছন্দাꣳস্যুভয়স্যাবরুদ্ধ্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৮) ইতি। গবাদয়ো গ্রাম্যাঃ। কৃষ্ণমৃগাদয় আরণ্যাঃ। তথা চ বৌধায়নঃ—"সপ্ত গ্রাম্যাঃ পশবোঽজাঽশ্বো গৌর্ম্মহিষী বরাহো হস্ত্যশ্বতরী চেত্যথ সপ্তাঽরণ্যা দ্বিখুরাশ্চৈকখুরাশ্চ পক্ষিণশ্চ সরীসৃপাশ্চ শ্বাপদাশ্চ শরভাশ্চ মর্কটাশ্চ" ইতি। গায়ত্রী ত্রিষ্টুবিত্যাদীনি সপ্তচ্ছন্দাংসি। পশুজাতীয়ং ছন্দোজাতীয়ং চেত্যুভয়মপি সপ্তসংখ্যয়াঽবরুধ্যতে॥

প্রথমমন্ত্রগতশব্দস্বরূপেণৈব সোমক্রয়ণ্যা মহিমাঽখ্যায়ত ইত্যাহ—"বস্ব্যসি রুদ্রাঽসীত্যাহ রূপমেবাস্যা এতন্মহিমানং ব্যাচষ্টে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৮) ইতি॥ দ্বিতীয়মন্ত্রে বৃহস্পতিশব্দমা চিকেত্বিতি শব্দং চ ব্যাচষ্টে—"বৃহস্পতিস্ত্বা সুম্নে রণ্বত্বিত্যাহ ব্রহ্ম বৈ দেবানাং বৃহস্পতির্ব্রহ্মণৈবাস্মৈ পশূনব রুন্ধে রুদ্রো বসুভিরা চিকেত্বিত্যাহঽবৃত্ত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৮) ইতি॥ তৃতীয়মন্ত্রার্থস্য প্রসিদ্ধিং দর্শয়তি—"পৃথিব্যাস্ত্বা মূর্দ্ধন্না জিঘর্ম্মি দেবযজন ইত্যাহ পৃথিব্যা হ্যেষ মূর্দ্ধা যদ্দেবযজনমিড়ায়াঃ পদ ইত্যাহেড়ায়ৈ হ্যেতৎপদং যৎ-সোমক্রয়ণ্যৈ ঘৃতবতি স্বাহেত্যাহ যদেবাস্যৈ পদাদ্ঘৃতমপীড্যত তস্মাদেবমাহ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৮) ইতি॥ সোমক্রয়ণীপদে হিরণ্যপ্রক্ষেপং বিধত্তে—"যদধ্বর্যুরনগ্নাবাহুতিং জুহুয়াদন্ধোঽধ্বর্য্যুঃ স্যাদ্রক্ষাꣳসি যজ্ঞꣳ হন্যুর্হিরণ্যমুপাস্য জুহোত্যগ্নিবত্যেব জুহোতি নান্ধো-ঽধ্বর্য্যুর্ভবতি ন যজ্ঞꣳ রক্ষাꣳসি ঘ্নন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৮) ইতি॥

৪। "পরিলিখিতꣳ রক্ষঃ পরিলিখিতা অরাতয়।"

৫। "ইদমহꣳ রক্ষসো গ্রীবা অপি কৃন্তামি।"

৬। "যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্ম ইদমস্য গ্রীবা অপি কৃন্তামি।"—কল্পঃ—"অথোদ্ধৃত্য হিরণ্যশকলেন বা কৃষ্ণবিষাণয়া বা পদং পরিলিখতি পরিলিখিতꣳ রক্ষঃ পরিলিখিতা অরাতয় ইদমহꣳ রক্ষসো গ্রীবা অপি কৃন্তামি যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্ম ইদমস্য গ্রীবা অপি কৃন্তামীতি" ইতি। পরিলিখিতং নাশিতং, রক্ষ ইতি জাত্যভিপ্রায়েণৈকবচনং। গ্রীবা ইতি ব্যক্ত্যভিপ্রায়েণ বহুবচনং। ইদমিতি হস্তাভিনয়ঃ। কৃন্তামি ছিনদ্মি॥ রক্ষসঃ প্রসক্তিং পূর্ব্বোক্তাং স্মারয়ন্মন্ত্রং ব্যাচষ্টে—"কাণ্ডেকাণ্ডে বৈ ক্রিয়মাণে যজ্ঞꣳ রক্ষাꣳসি জিঘাꣳসন্তি পরিলিখিতꣳ রক্ষঃ পরিলিখিতা অরাতয় ইত্যাহ রক্ষসামপহত্যা ইদমহꣳ রক্ষসো গ্রীবা অপি কৃন্তামি যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্ম ইত্যাহ দ্বৌ বাব পুরুষৌ যং চৈব দ্বেষ্টি যশ্চৈনং দ্বেষ্টি তয়োরেবানন্তরায়ং গ্রীবাঃ কৃন্ততি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৮) ইতি। অনন্তরায়ং দ্বয়োর্ম্মধ্য একতরস্যাপ্যন্ত-রায়ো যথা ন ভবতি তথেত্যর্থঃ॥

৭-৯। "অস্মে রায়স্ত্বে রায়স্তোতে রায়ঃ।"—কল্পঃ—"অস্মে রায় ইতি স্থাল্যাং যাবৎপ্লুতꣳ সমোপ্য ত্বে রায় ইতি যজমানায় প্রযচ্ছতি তোতে রায় ইতি পত্নিয়ৈ" ইতি। প্লুতং ঘৃতেনাঽপ্লুতং। তাদৃশং রজঃ সোমক্রয়ণ্যাঃ সপ্তমপদস্থানে যাবদস্তি তাবৎ সর্ব্বং পাত্রে ক্ষিপেৎ। অস্মিন্নধ্বর্য্যৌ রায়ো রজোরূপং ধনং তিষ্ঠতু। ত্বে ত্বয়ি যজমানে। তোতে কলত্রে॥ অনুষ্ঠান-বিধিপুরঃসরং মন্ত্রান্ব্যাচষ্টে—"পশবো বৈ সোমক্রয়ণ্যৈ পদং যাবৎপ্লুতꣳ সং বপতি পশূনেবাব রুন্ধেঽস্মে রায় ইতি সং বপত্যাত্মানমেবাধ্বর্য্যুঃ পশুভ্যো নান্তরেতি ত্বে রায় ইতি যজমানায় প্র

গচ্ছতি যজমান এব রয়িং দধাতি তোতে রায় ইতি পত্নিয়া অর্দ্ধো বা এষ আত্মনো যৎপত্নী যথা গৃহেষু নিধত্তে তাদৃগেব তৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৮) ইতি॥

১০। "সং দেবি দেব্যোর্ব্বশ্যা পশ্যস্ব।"—কল্পঃ—"অথ পত্নীং সোমক্রয়ণ্যা সমীক্ষয়তি সং দেবি দেব্যোর্ব্বশ্যা পশ্যস্বেতি" ইতি। হে দেবি সোমক্রয়ণি ত্বমুর্ব্বশ্যা দেব্যা সহেমাং পশ্য। অয়ং মন্ত্রঃ স্পষ্টার্থত্বাদ্‌ব্রাহ্মণেনোপেক্ষিতঃ॥

১১। "ত্বষ্টীমতী তে সপেয় সুরেতা রেতো দধানা বীরং বিদেয় তব সংদৃশি"—বৌধায়নঃ—"অথ পত্নী যজমানমীক্ষতে ত্বষ্টীমতী তে সপেয় সুরেতা রেতো দধানা বীরং বিদেয় তব সংদৃশীতি" ইতি। আপস্তম্বঃ—"ত্বষ্টীমতী তে সপেয়েতি পত্নী সোমক্রয়ণীমভিমন্ত্রয়তে" ইতি। হে যজমান ত্বয়া সহ সপেয় সঙ্গচ্ছেয়। অথ বা হে সোমক্রয়ণি তে তবানুগ্রহেণাহং পত্যা সঙ্গচ্ছেয়। কীদৃশী। ত্বষ্টীমতী, স্ত্রীপুরুষমিথুনরূপাণাং পশুমনুষ্যাদীনাং শরীরনির্ম্মাতা ত্বষ্টা। তথা চাগ্ন্যপস্থানপ্রকরণে শ্রূয়তে—"যাবচ্ছো বৈ রেতসঃ সিক্তস্য ত্বষ্টা রূপাণি বিকরোতি তাবচ্ছো বৈ তৎপ্রজায়তে" ইতি। তাদৃশস্য ত্বষ্টুরনুগ্রহেণোপেতা শোভনমমোঘং স্বকীয়ং রেতো যস্যাঃ সা সুরেতাঃ, তাদৃশমেব পত্যু রেতো দধানা তব পত্যুঃ সোমক্রয়ণ্যা বা সংদৃশ্যভীক্ষ্ণং বীক্ষণং বর্ত্তমানা বীরং স্বোচিতগুণেষু শূরং পুত্রং বিদেয় লভেয়॥ ত্বষ্টীমতীত্যেতস্য পদস্যাভিপ্রায়মাহ—"ত্বষ্টীমতী তে সপেয়েত্যাহ ত্বষ্টা বৈ পশূনাং মিথুনানাꣳ রূপকৃদ্রূপমেব পশুষু দধাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৮) ইতি॥

১২। "মাহꣳ রায়স্পোষেণ বি যোষং।"—বৌধায়নঃ—"সোমক্রয়ণীমীক্ষতে মাহꣳ রায়স্পোষেণ বি যোষমিতি" ইতি। আপস্তম্বঃ—'মাহꣳ রায়স্পোষেণ বি যোষমিতি পত্নীপদং প্রদীয়মানমনুমন্ত্রয়তে" ইতি। বিযোষং বিযুক্তো মা ভূবং। অয়ং মন্ত্রো ব্রাহ্মণেনোপেক্ষিতঃ। এতস্য সোমক্রয়ণী পদরজসস্তৃতীয়ং ভাগং গার্হপত্যে প্রক্ষিপেৎ, ভাগান্তরমাহবনীয় ইতি বিধত্তে—"অস্মৈ বৈ লোকায় গার্হপত্য আ ধীয়তেঽমুষ্মা আহবনীয়ো যদ্গার্হপত্য উপবপেদস্মিꣳল্লোঁকে পশুমান্‌ৎস্যাদ্যাহবনীয়েঽমুষ্মিꣳল্লোঁকে পশুমান্‌ৎস্যাদুভয়োরুপ বপত্যুভয়োরেবৈনং লোকয়োঃ পশুমন্তং করোতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ ৮) ইতি। অত্র সূত্রং—"পদরজস্ত্রেধা বিভজ্য তৃতীয়মুত্তরতো গার্হপত্যস্য শীতে ভস্মন্যুপবপতি তৃতীয়মাহবনীয়স্য তৃতীয়ং পত্ন্যৈ প্রযচ্ছতি তৎসা গৃহেষু দধাতি" ইতি। অত্র বিনিয়োগ-সংগ্রহঃ—"ষট্‌পদানুক্রমা বস্বী বৃহস্তৎপদসংগ্রহঃ। পৃথিব্যাস্তৎপদে হুত্বা পরি সংবেষ্ট্য রেখয়া॥ ১॥ অস্মে স্থাল্যাং পদং ক্ষিপ্‌ত্বা ত্বে দদ্যাৎ স্বামিনে পদং। তোতে পত্ন্যৈ পদং দদ্যাৎ সংক্রয়ণ্যা হ্যবেক্ষয়েৎ॥ ২॥ ত্বষ্টী তাং মন্ত্রয়েৎ পত্নী মাহꣳ তদ্দীয়তে যদা। পদং তদা মন্ত্রয়েত মন্ত্রাঃ পঞ্চদশেরিতাঃ॥ ৩॥ ইতি।

অথ মীমাংসা।

চতুর্থাধ্যায়স্য প্রথমপাদে চিন্তিতং—"সোমক্রয়ণ্যানয়নে পদকর্ম্ম প্রযোজকং। ন বাহ-ত্যোঽক্ষাঞ্জনস্যাপি ক্রয়বৎ সন্নিকর্ষতঃ। তৃতীয়য়া ক্রয়ার্থা গৌস্তদ্দ্বারাঽনয়নস্য চ। তাদর্থ্যাত্তৎ প্রযুক্তত্বং ন প্রয়োজকতা পদে" ইতি। জ্যোতিষ্টোমে সোমক্রয় আম্নায়তে—"একহায়ন্যা ক্রীণাতি" ইতি। সেয়মেকহায়নী গৌর্যদা সোমং ক্রেতুং নীয়তে তদাঽধ্বর্য্যুস্তস্যাঃ পৃষ্ঠতো গচ্ছতি। তদপ্যাম্নাতং—"ষট্‌পদান্যনুনিষ্ক্রামতি" ইতি। ততঃ সপ্তমে পদে হিরণ্যং নিধায়

হৃত্বা তৎপদগতং রজো গৃহ্লীয়াৎ। এতদপি শ্রূয়তে—"সপ্তমপদমধ্বর্য্যুরঞ্জলিনা গৃহ্লাতি" ইতি। যদেতদ্রজঃ সংগৃহ্যতে হবির্দ্ধানয়োঃ শকটয়োরক্ষে তেন রজসা যুক্তমঞ্জনং ক্ষিপেৎ। এতদপি শ্রুতং—"যজ্ঞং বা এতৎসম্ভরতি যৎসোমক্রয়ণ্যৈ পদং যজ্ঞমুখং হবির্দ্ধানে যর্হি হবির্দ্ধানে প্রাচী প্রবর্ত্তয়েয়ুস্তর্হি তেনাক্ষমুপাঞ্জ্যাৎ" ইতি। তত্র যথা ক্রয়ঃ সন্নিকৃষ্টস্তথৈব পদকর্ম্মাপ্যক্ষাঞ্জনং সন্নিকৃষ্টং। অথোচ্যেত দধ্যানয়নমামিক্ষয়া যথা সংযুক্তং ন তথাতথাঽক্ষাঞ্জনং সোমক্রয়ণ্যানয়েন সংযুক্তমিতি। তন্ন। ক্রয়েঽপি পদসংযোগস্য তুল্যত্বাৎ। অথাসংযুক্তোঽপি ক্রয়ো গবানয়নেন নিষ্পাদ্যেত তর্হ্যক্ষাঞ্জনমপি তেন নিষ্পাদ্যত ইতি সমানত্বাৎ ক্রয়বৎপদকর্ম্মাপি সোমক্রয়ণ্যানয়নস্য প্রয়োজকমিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—একহায়ন্যা ক্রীণাতীতি তৃতীয়াশ্রুত্যা গোঃ ক্রয়ার্থত্বং গম্যতে। গোদ্বারা তদানয়নমপি ক্রয়ার্থমেবেতি ক্রয় এবাঽনয়নে প্রয়োজকঃ। ন চ পদকর্ম্মার্থত্বং গোর্ব্বা তদানয়নস্য বা ক্বচিচ্ছ্রুতং তস্মাত্তদপ্রয়োজকং॥ অস্মিন্নুনুবাকে সর্ব্বাণি যজূংষ্যেবেতি নাত্র চ্ছন্দ ইতি॥ (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৫ অনুবাক)॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়-তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়প্রপাঠকে পঞ্চমোঽনুবাকঃ॥ ৫॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

পঞ্চম অনুবাকের মন্ত্র-সমূহে, সোমক্রয়ণি-সংগ্রহে গমন সময়ে যে যে প্রক্রিয়া-পদ্ধতির অনুসরণ করিতে হয়, তাহাই উক্ত হইয়াছে। সে হিসাবে, সোমক্রয়ণিই অনুবাকের মন্ত্র-সমূহের লক্ষ্য। আমরা প্রসঙ্গ-ক্রমে অনুবাকের মন্ত্র-সম্বন্ধে ভাষ্যকারের অভিমত এবং আমাদিগের সিদ্ধান্তের বিষয় একে একে বিবৃত করিতেছি; যথা,—অনুবাকের প্রথম মন্ত্রের ছন্দ অনুষ্টুপ্ বা বৃহতী। এই মন্ত্রে সোমক্রয়ণিকে স্তুতি করা হইয়াছে। মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী অর্থ এই যে,—বসু, রুদ্র ও আদিত্য—সবনত্রয়-দেবতা। অদিতি—প্রায়ণীয় উদয়নীয় দেবতা। শুক্র শব্দে দীপ্তিমান্ সোম বিবক্ষিত। চন্দ্র শব্দে আহ্লাদকারী সুবর্ণ উপলক্ষিত। মন্ত্রের অর্থ—'হে সোমক্রয়ণি! তুমি বসু প্রভৃতি দেবতার অপেক্ষিত সোম-যাগসাধক বলিয়া ঐ সকল দেবতার স্বরূপ হও।' 'শুক্ল-যজুর্ব্বেদ-সংহিতায়'ও এই মন্ত্র দৃষ্ট হয়। সেখানে উবটের ও মহীধরের ভাষ্যে একটু অর্থান্তর পরিদৃষ্ট হয়। সে অর্থ এই—'হে গো! তুমি বসুরূপা হও, তুমি দ্বাদশ আদিত্য-রূপা হও। তুমি একাদশ রুদ্ররূপা হও, তুমি চন্দ্ররূপা হও। বৃহস্পতি সুখে তোমায় রমণ করুন অথবা সংযমন করুন। রুদ্র, বসুগণ প্রভৃতি অষ্টদেবতার সহিত তোমাকে রক্ষা করিবার কামনা করুন।' এই ব্যাখ্যায় যে ভাব উপলব্ধ হয়, অধুনা তাহা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। পরন্তু 'গোঃ' সম্বোধনে গাভীকে কি অন্য কোনও অপার্থিব বস্তুকে সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহাও বুঝিবার উপায় নাই।

ঐ সম্বোধনে ঐ সকল গুণ-বিশেষণে কাহার প্রতি লক্ষ্য আসে? এক জ্ঞানকে বা জ্ঞান-স্বরূপিণী দেবীকে আহ্বান করা হইয়াছে মনে করিতে পারি; অথবা ব্রহ্মময়ী প্রকৃতিকে

সম্বোধন করা হইয়াছে বলিতে পারি। নচেৎ, অধুনা যে গাভী লইয়া ক্রিয়াকর্ম্ম হয়, সেই গাভীর সম্বোধনে যে এই মন্ত্র প্রযুক্ত, তাহা সমীচীন বলিয়া মনে করি না। হৃদয়ে মন্ত্র-কথিত পূর্ব্বোক্ত ভাবের উন্মেষ-হেতু, অপিচ পূর্ব্বাপর সঙ্গতি লক্ষ্য করিয়া, আমরা এই মন্ত্রেরও সম্বোধ্য সেই 'ভক্তিরূপিণী দেবী' বলিয়াই মনে করিতেছি। আর, সে হিসাবে মন্ত্রের যে সঙ্গত অর্থ হয়, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। চতুর্থ অনুবাকের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীর যে অংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই ভাবই সুসঙ্গত। ভক্তিরূপে অবস্থিতা সেই ব্রহ্মময়ীকে ভিন্ন এ সম্বোধন অন্য আর কাহারও প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না।

মন্ত্রে দেবীকে 'বস্বী' বলা হইয়াছে। বিশ্বেশ্বরী যে বিশ্বরূপে বিরাজমানা, এই পৃথিবীই যে তাঁহার প্রকাশমূর্ত্তি, ঐ পদে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। তার পর, তাঁহাকে 'অদিতিঃ' (দেবমাতা) বলা হইয়াছে ; আবার 'আদিত্যা' (অদিতির পুত্রগণ) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। যিনিই মাতা, তিনিই পুত্র—এ আবার কি প্রকার উক্তি ? এখানে দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"—আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে,—এই শাস্ত্রবাক্যে, মাতাও যিনি পুত্রও তিনি—এই ভাব গ্রহণ করিতে পারি। তার পর, আরও একটু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিতে পারি,—'অদিতিঃ' পদে অনন্ত অর্থাৎ সমষ্টিবদ্ধ অনন্ত-দেবভাবকে লক্ষ্য করে। দেবত্ব অশেষ প্রকারে অশেষ উপাদানের মধ্য দিয়া বিকাশ পায়। সেই সকল দেবভাবকে ভগবানের বিভিন্ন বিভূতি বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি। সমষ্টিগত বিভূতি বা দেবভাবই—"অদিতিঃ" বা অনন্তস্বরূপ ভগবান। আর, ব্যষ্টিগত ভিন্ন ভিন্ন বিভূতিকেই এক এক দেবতা বলিয়া মনে করিতে পারি। তাহা হইতেই বুঝা যায়, সমষ্টিভূত দেবভাবকে বা অনন্তস্বরূপ ভগবানকে 'অদিতিঃ' বলা হইয়াছে, আর ব্যষ্টিগত দেবভাব অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ভগবদ্বিভূতিই 'আদিত্যা' অভিধায়ে অভিহিত হইয়াছে। আর, তাই আমরা 'অদিতিঃ' পদে 'অনন্তরূপা' এবং 'আদিত্যা' পদে 'অনন্তাংশীভূতা দেব-স্বরূপা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এই অংশ বোধগম্য হইলেই সেই 'অদিতিঃ' যে যুগপৎ কঠোরতাময়ী সংহারমূর্ত্তিধারিণী এবং কোমলতাময়ী আনন্দদায়িনী হয়েন, তাহা সহজেই উপলব্ধ হইতে পারে।

অতঃপর দ্বিতীয় মন্ত্রে কি ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার একটু আভাস দিতেছি। এই মন্ত্রটী সোমক্রয়ণি সম্বোধনে বিনিযুক্ত। মন্ত্রের অর্থ—'হে সোমক্রয়ণি পদ ! তোমাকে বৃহস্পতি এই সুখ-প্রদেশে আনন্দিত করুন। বসুগণের সহিত রুদ্র-দেবতা তোমাকে জানুন।' আমাদের অর্থ কিন্তু স্বতন্ত্র প্রকারের। আমাদের মতে, মন্ত্রের সম্বোধ্য—সেই ভক্তিরূপিণী দেবী। মন্ত্রের 'বৃহস্পতি' পদে আমরা জ্ঞানীকে বা জ্ঞান-দেবতাকে লক্ষ্য করি। জ্ঞান-ভক্তির সম্মিলনই সংসারের সুখের কারণ। শুষ্ক জ্ঞান—অনর্থের মূল। তাহাতে অশান্তি ঘনীভূত হইয়া আসে। তাই বলা হইয়াছে,—'হে দেবি ! জ্ঞানী বা জ্ঞান তোমার সহিত মিলিত হউক।' ভগবদ্ভক্তিযুত জ্ঞানই যে অশেষ আনন্দের ও পরম হিতসাধনের মূলীভূত, তাহা বলা বাহুল্য। "বৃহস্পতি ত্বা সুম্নে রণ্বতু"—সংসারের সকলেরই এই কামনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এ সংসারের সকল জ্ঞানই ভগবদ্ভক্তিযুত হউক—আর তদ্দ্বারা সংসারে আনন্দের প্রবাহ প্রবাহিত হউক—ইহাই এখানকার লক্ষ্য। উপসংহারে "রুদ্রঃ বসুভিরা চিকেতু" অংশে ভক্তিপ্রবাহে রুদ্রদেবের সংহারমূর্ত্তির যে বিনাশ সাধিত হয়, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। "বসুভিঃ সহ রুদ্রঃ ত্বাং রক্ষিতুং কাময়তাং"—এই অর্থে, 'পৃথিবীর সকল দেবভাবের সহিত সংহারকমূর্ত্তি (রুদ্রভাব) তোমায় কামনা করুক'—এই প্রার্থনা প্রকাশ পায়। ভগবদ্ভক্তি যাহার অঙ্গীভূত হয়, তাহার শ্রেয়ঃ সুনিশ্চিত। তাহার সংহারের ভয় থাকে না। প্রার্থী তাহাই পাইবার কামনা করিতেছেন। আমরা মনে করি, ইহাই প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রের মর্ম্মার্থ।

তৃতীয় ও সপ্তম, অষ্টম ও নবম মন্ত্রে হোম সম্পাদন করিতে হয়। ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রের সম্বোধ্য—'আজ্য!' আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় যাহা প্রথম অংশ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, সে অংশের ব্যাখ্যায় ভাষ্যের মত এই যে, ঐ মন্ত্রাংশ আজ্যকে (ঘৃতকে) সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত। ঐ অংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'হে আজ্য, অখণ্ডিতা পৃথিবীর শিরোরূপ দেব-যজনদেশে তোমাকে আমি ক্ষরণ করিতেছি।' তার পর যে দ্বিতীয় অংশ—'ইড়ায়া' হইতে 'স্বাহা' পর্য্যন্ত অংশ, তাহাতে 'আজ্যকে' সম্বোধন করা হইয়াছে। তদনুসারে ভাষ্যে ঐ অংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'হে আজ্য! তোমার সোমক্রয়ণীর পদে নিক্ষেপ করি। সূত্রান্তরে প্রকাশ,—একটী গাভীকে কয়েক পদ অগ্রসর করাইয়া তাহার পদাঙ্কিত স্থানকে লক্ষ্য করিয়া এই মন্ত্রাংশ উচ্চারিত হইয়া থাকে। তার পর, সপ্তম মন্ত্রের 'ঘৃতবতি' মন্ত্রে সপ্তমপদস্থানে স্থিত ধূলা লইয়া সমস্ত পাত্রে নিক্ষেপ করিবে। মন্ত্রের অর্থ—এই অধ্বর্য্যু রজঃ রূপ ধন প্রাপ্ত হউন। যজমান এবং কলত্র সে ধন প্রাপ্ত হউন। তার পর, অষ্টম মন্ত্রে যজমানকে সম্বোধন দেখিতে পাই। তাহাতে বলা হইয়াছে,—হে যজমান! তোমাতে এই রজঃ-রূপ ধনসমূহ অবস্থিতি করুক।' প্রকাশ,—'রায়ঃ' পদে 'পশুসমূহ' অর্থও গ্রহণ করা যায়। তাহাতে ভাব দাঁড়ায়,—হে যজমান! পশুসমূহ তোমাতে অবস্থিতি করুক।' তার পর, যজমান যেন আপনা-আপনিই কহিতেছেন,—'এই আমাতে ঐ গোপদাদি-রূপ ধনসমূহ বা পশুসকল বিদ্যমান রহুক।' নবম মন্ত্রাংশে বলা হইয়াছে, অর্থাৎ অধ্বর্য্যুগণই যেন বলিতেছেন,—'আমাদিগের কলত্রে যেন পশুগণ বা তাহাদিগের পদ-রূপ ধন অবস্থিতি করে।' বলা বাহুল্য, মন্ত্রের এরূপ বিচ্ছিন্ন বিপরীত অর্থ হইতে আমরা কোনই মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিতে পারিলাম না। ঐরূপ অর্থে, বেদ-মন্ত্রের যে কি সার্থকতা আছে—তাহাও বুঝা যায় না।

এখন, পূর্ব্বাপর সঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, আমরা যে অর্থ পরিগ্রহণ করিতেছি, তাহার যৌক্তিকতা-বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে। আমাদিগের মত এই যে, তৃতীয় মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশটীতে ভক্তির বা কর্ম্মের সম্বোধন আছে মনে করা যাইতে পারে। সপ্তম মন্ত্র কর্ম্মসম্বোধনেই প্রযুক্ত। অপরাপর মন্ত্র ভক্তিরূপিণী দেবীর সম্বোধন নিয়োজিত। তাহাতে কিরূপ সুষ্ঠু সুসঙ্গত ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, লক্ষ্য করুন। তৃতীয় মন্ত্রের প্রথম মন্ত্রাংশে, ভক্তির (ভগবদ্ভক্তির) স্থান কত উচ্চে, তাহাই প্রখ্যাত আছে;—আর, সেই স্থান হইতে ভক্তির প্রবাহকে আত্মহৃদয়ে আকর্ষণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। ভক্তির স্থান—সে কোথায়? সে সেই ভগবানের পাদপদ্মে নহে কি? অখণ্ড বিশ্বের যে

শীর্ষস্থান, যেখানে পূজা উপস্থিত হইলে বিশ্বনাথ সে পূজা প্রাপ্ত হন, ভক্তি সেইখানেই অধিষ্ঠিতা থাকেন। ভগবানের পাপপদ্মেই ভক্তি অবিচলিতা হইয়া আছেন। তদ্ভিন্ন, অন্যত্র যে ভক্তি, তাহা ভক্তিনামের বাচ্য নহে। সেই যে ভক্তি, যাহাকে পরা ভক্তি কহে, সেই ভক্তি আমার হৃদয়ে সঞ্চারিত হউক, আমার হৃদয়ে তাহার প্রস্রবণ প্রবাহিত হউক, ইহাই এই মন্ত্রাংশের মর্ম্ম। প্রার্থী বা উপাসক এখানে সেই ভক্তিরই কামনায় অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। অতঃপর, দ্বিতীয় মন্ত্রাংশের মর্ম্ম এবং তাহার সহিত প্রথমাংশের সম্বন্ধের বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখুন। 'ইড়া' ও 'ঈড়া' উভয় পদেরই 'স্তুতি' অর্থ প্রসিদ্ধ। ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মন্ত্রের প্রথম যে পাদ—"অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং", সেখানে 'ঈড়া' পদ স্তুত্যর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ আরও অনেক স্থানে ঐ পদের স্তুতি অর্থ ই পাইয়াছি। এই 'ইড়া' ও 'ঈড়া—আমরা অভিন্ন ভাবদ্যোতক বলিয়া মনে করি। 'ইড়া' পদে 'ধেনু' অর্থও হয় বটে; কিন্তু আবার 'সরস্বতী' (স্তুতির অধিষ্ঠাত্রী) প্রভৃতি অর্থও প্রাপ্ত হই। আমরা এখানে সেই প্রসিদ্ধ অর্থ ই গ্রহণ করিলাম। তদনুসারে "ইড়ায়াঃ পদে" মন্ত্রাংশে, 'আমার কর্ম্ম ভগবদ্ভক্তিযুত হউক বা যেন হয়'—এই ভাব আসে। অপিচ, এই অংশও ভক্তিস্বরূপিণী দেবীর সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়াও মনে করিতে পারি। তাহাতে প্রতিবাক্য আসে—'হে দেবি! ত্বং 'ইড়ায়াঃ' (স্তুত্যাঃ) 'পদে' (আশ্রয়ং) 'অসি' (ভবসি); অর্থাৎ,—'হে ভক্তি-দেবি! তুমি আমার স্তুতিরূপ কর্ম্মের আশ্রয় হও।' বলা বাহুল্য, দুই অর্থ ই অভিন্ন; উভয়ত্রই ভক্তির সহিত কর্ম্মের মিলনাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। তার পর, এই মন্ত্রাংশের শেষভাগে "ঘৃতবতি স্বাহা" পদদ্বয়ে ভক্তিসহযুত কর্ম্মকে ভগবৎ-কার্য্যে বিনিয়োগের আকাঙ্ক্ষাই পরিব্যক্ত হইয়াছে। ভক্তিসহযুত কর্ম্মই মানুষের শ্রেয়ঃসাধক। সেই কর্ম্ম ভগবানে সমর্পণ—'স্বাহা' পদে দ্যোতনা করিতেছে।

সপ্তম হইতে নবম পর্য্যন্ত মন্ত্রের ভাব মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদেই প্রকাশ পাইয়াছে। ভক্তি আমাদিগের মধ্যে ক্রীড়াপর হউন, ভক্তিরূপিণী দেবীর মধ্যে যে পরমার্থ-রূপ ধনসমূহ আছে—সেই ধন তিনি আমাদিগকে প্রদান করুন; আমরা সেই ধন যেন প্রাপ্ত হই, আর শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ের দ্বারা যেন দেবীর সহিত চিরসম্বন্ধযুত থাকি;—ঐ সকল মন্ত্রে যথাপর্য্যায় এবংবিধ আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে। ফলতঃ, মন্ত্র-সমূহের প্রার্থনা এই যে,—'ভক্তিদেবী আমাদিগের হৃদয় অধিকার করুন, শুদ্ধসত্ত্ব-রূপ পরম ধনে আমাদিগের হৃদয় পূর্ণ হউক; আমাদিগের কর্ম্ম ভগবৎকার্য্যে বিনিযুক্ত থাকুক; আর, তৎপ্রভাবে আমরা পরাগতি লাভ করি।'

চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ মন্ত্রত্রয়ে—অন্তঃশত্রু-নাশের আকাঙ্ক্ষা ও সঙ্কল্প পরিব্যক্ত বলিয়া মনে করি। এই মন্ত্রত্রয় সরল প্রার্থনামূলক। ইতিপূর্ব্বে মন্ত্র-বিশেষের আলোচনা-প্রসঙ্গে এই সকল মন্ত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। সদ্ভাব অবরোধক অন্তঃশত্রুনাশে কর্ম্মরূপ আয়ুধই প্রধান অবলম্বন। সেই কর্ম্মের দ্বারা, ভক্তি জ্ঞানের উন্মেষে সদ্ভাব-সঞ্চয়ে অন্তঃশত্রু-নাশের আকাঙ্ক্ষা মন্ত্র মধ্যে প্রকটিত বলিয়া মনে করি।

তার পর দশম প্রভৃতি মন্ত্রের তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। ভাষ্যমতে দশম মন্ত্রের সম্বোধ্য

সোমক্রয়ণি। মন্ত্রের অর্থ—'হে দেবি সোমক্রয়ণি! তুমি উর্ব্বশী দেবীর সহিত আমাকে দর্শন কর।' আমাদের মতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রের ন্যায় এ মন্ত্রেরও সম্বোধ্য ভক্তিরূপিণী দেবী। মন্ত্রের অর্থ এই যে, ভক্তিরূপিণি দেবতার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে,—'হে ভক্তিরূপিণি দেবি! আপনার যে বশীকরণী শক্তি আছে, সেই শক্তির সহিত আপনি আমাকে অনুগ্রহ করুন। অর্থাৎ আমাকে সেই শক্তি প্রদান করুন।' ভাব এই যে,—'আমার ভক্তি এমনই শক্তিশালিনী হউক, যাহাতে আমি ভগবানকে বশীভূত করিতে সমর্থ হই।'

'উর্ব্বশী' পদে ভাষ্যকার 'উর্ব্বশী দেবী' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের অভিপ্রায় স্বতন্ত্ররূপ। আমাদের মতে 'উর্ব্বশী' পদে সকলের বশকারী শক্তিকে বুঝাইতেছে। এইরূপ অর্থ পরিগ্রহের একটু কারণও আছে। পূর্ব্বাপর ভাবসঙ্গতি রক্ষায় 'উর্ব্বশী' পদের 'উর্ব্বশী দেবী' অর্থ সুসঙ্গত হয় বলিয়া মনে করি না। উর্ব্বশী শব্দ—উরু+বশ্+অ (অন্) হইতে নিষ্পন্ন হয়। উরু শব্দে মহৎ এবং বশ্ ধাতুর অর্থ বশীভূত করা। ধাতু নানা অর্থবাচী—এই ন্যায়ে ঐ বশ্ ধাতুর কান্তি অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে। 'বশ্' ধাতুর 'বশীভূত করা' অর্থ গ্রহণ করিলে, 'উর্ব্বশী' পদের অর্থ হয়—যিনি মহত্ত্বাদিগুণসম্পন্ন মহৎকে বশীভূত করিতে সমর্থ। 'উরু' শব্দের মহৎ অর্থে ভগবানকে বুঝায়। শ্রুতিতে 'মহৎ' বলিতে ব্রহ্ম বা ভগবানকেই বুঝাইয়া থাকে। কয়েকটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। 'কঠোপনিষদে' যথা—"সূত্রং সূত্রস্য যো বিদ্যাৎ স বিদ্যাদ্ব্রাহ্মণং মহৎ" "অনাদ্যনন্তং মহতঃ পর ধ্রুবং"। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে যথা,—"মহান প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্য প্রবর্ত্তকঃ"। সায়ণাচার্য্যও বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যায় 'উরু' শব্দের 'মহৎ' অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম মণ্ডলের ১৫৪ম সূক্তের প্রথম মন্ত্রের অন্তর্গত 'উরুগায়ঃ' পদের ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন,—"উরুগায়ঃ উরুভির্ম্মহদ্ভির্গীয়মানঃ।" সেখানে ঐ পদে বিশ্বব্যাপনশীল ভগবানকে—বিষ্ণুকে লক্ষ্য আছে। মহান্ যে ভগবান্, তিনি কিসে বশীভূত হন? কে তাঁহাকে বশীভূত করিতে সমর্থ হয়? একমাত্র ভক্তি ভিন্ন আর কে তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারে? তিনি যে ভক্তের ভগবান! ভক্তের ভগবান বলিয়াই তিনি নারদকে বলিয়াছিলেন,—"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তাঃ যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥" তিনি বৈকুণ্ঠেও বাস করিতে চাহেন না, তিনি যোগীর হৃদয়েও বাস করেন না ভক্তের হৃদয়ই তাঁহার বাসস্থান। এই জন্যই ভক্ত বিল্বমঙ্গল জোর করিয়া বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন,—

"হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াৎ যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥"

ভক্তি ভিন্ন ভক্ত ভিন্ন এমন জোরের কথা আর কে বলিতে সাহসী হয়? ভক্ত ভিন্ন—ভক্তি ভিন্ন এমন দৃঢ়-বন্ধনেই বা কে আর ভগবানকে বাঁধিতে পারে? আমরা এই ভাব উপলব্ধি করিয়াই মন্ত্রের সম্বোধ্য—ভক্তিরূপিণী দেবীকে লক্ষ্য করিয়াছি। তিনি অশেষ শক্তিশালিনী—ভগবদ্বশীকরণসামর্থ্যধারিণী—মন্ত্রের লক্ষ্য সেই তত্ত্ব প্রকটিত করা। এদিকে আবার বশ্ ধাতুর কান্তি অর্থ গ্রহণ করিলেও সেই একই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সমান শক্তিসম্পন্ন এমন কি অধিক শক্তিশালী না হইলে, কেহ কাহারও বশীভূত হয় না বা কেহ কাহাকেও বশীভূত করিতে পারে না। ভগবানকে বশীভূত করিতে হইলে সমপ্রভাব-

বিশিষ্ট বশীকরণ সামগ্রীর আবশ্যক। আমাদের মতে, 'উর্ব্বশী' পদ সেই পরমশক্তিসম্পন্ন ভক্তিরই দ্যোতনা করিতেছে।

একাদশ মন্ত্রের অন্তর্গত 'বীরং' পদের অর্থ বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত মতানৈক্য ঘটিয়াছে। আমরা 'বীরং' পদের 'বীরপুত্র' অর্থ গ্রহণ করি না। পূর্ব্বেই, বেদ-ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে ঐ পদের প্রয়োগ দেখিয়াছি। তত্তৎস্থলে ঐ পদে 'সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য' ভাবই সঙ্গত বলিয়া বুঝিয়াছি। এখানেও সেই অর্থই সমীচীন দেখিতেছি। ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া তদ্দ্বারা যে মানুষ সৎকর্ম্মসাধনে সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আদৌ সন্দেহ নাই। 'আমার সেই অবস্থা হউক, আমি ভগবদ্ভক্তির সহিত সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য লাভ করি',—ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা। ফলতঃ, আমার কর্ম্ম জ্ঞানান্বিত এবং ভক্তিপথাবলম্বী হউক, প্রার্থী সেই কামনাই করিতেছেন। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

একাদশ মন্ত্রে ভাষ্যকার প্রথমে যজমানকে এবং পরে সোমক্রয়ণিকে সম্বোধন করিয়াছেন। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—'হে যজমান! তোমার সহিত যেন গমন করি। অথবা হে সোমক্রয়ণি! তোমার অনুগ্রহে আমি যেন পতির সহিত গমন করিতে পারি। ত্বষ্টা—স্ত্রীপুরুষ মিথুন ক্রমে পশু ও মনুষ্যদিগের শরীর নির্ম্মাতা। সেই ত্বষ্টার অনুগ্রহে, হে সোমক্রয়ণি। তোমার সদৃশ বীর পুত্র যেন লাভ করিতে সমর্থ হই।' পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রের ন্যায় এ মন্ত্রেরও সম্বোধন—ভক্তিরূপিণি দেবী। ভক্তির সহিত সম্বন্ধ অবিচলিত হউক, অর্থাৎ যেন অবিচলিতা অনন্যা-ভক্তি-লাভে সমর্থ হই এবং সেই ভক্তিই যেন আমাদের সৎকর্ম্ম-সাধনের সহায়ভূত হয়,—মন্ত্রে এইরূপ আকাঙ্ক্ষা ও সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। ভাষ্যে ত্বষ্টার যে পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে, তাহা হইতে তাঁহাকে বিশ্বকর্ম্মা বলিয়া বুঝিতে পারি। সেই জ্ঞান হইতে 'ত্বষ্টীমতী' পদের 'শোভনকর্ম্মশক্তিসম্পন্ন' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভক্তি যে শক্তির আধারভূতা, 'রেতঃ দধানা' বিশেষণপদে তাহা বোধগম্য হয়। বিবরণ-গ্রন্থের মতে যজমান-পত্নী এই মন্ত্র উচ্চারণে সোমক্রয়ণিকে অভিমন্ত্রিত করিবেন। লৌকিক যাগযজ্ঞের প্রয়োগ বশতঃ ভাষ্যের এই উক্তি অসম্ভব নয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক-যজ্ঞে এতদুক্তির যে সার্থকতা, তাহা প্রসঙ্গক্রমে পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ফলতঃ, ভক্তি-সহযুত কর্ম্মই মানুষের একমাত্র সহায়। ভক্তি অবিচলিতা হউক, ভক্তির মধ্যে যে পরমার্থ ধন বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই ধন যেন আমরা প্রাপ্ত হই, আর ভক্তি-দেবীর সহিত যেন আমরা চিরসম্বন্ধযুত থাকি, এই ভাব—অনুবাকের উপসংহারে শেষ (দ্বাদশ) মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৫ অনুবাক)॥

• —— • ——

ষষ্ঠঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ।)

(১) অ৺শুনা তে অ৺শুঃ পৃচ্যতাং পরুষা পরুর্গন্ধস্তে কামমবতু মদায় রসো অচ্যুতোঽমাত্যোঽসি শুক্রস্তে গ্রহঃ।

(২) অভি ত্যং দেবꣳ সবিতারমূণ্যোঃ কবিক্রতুমর্চ্চামি

সত্যসবসꣳ রত্নধামভি প্রিয়ং মতিম্।

(৩) ঊর্ধ্বা যস্যামতির্ভা অদিদ্যুতৎ সবীমনি হিরণ্যপাণিরমিমীত

সুক্রতুঃ কৃপা স্বঃ। (৪) প্রজাভ্যস্ত্বা।

(৫) প্রাণায় ত্বা ব্যানায় ত্বা।

(৬) প্রজাস্ত্বমনু প্রাণিহি প্রজাস্ত্বামনু প্রাণন্তু ॥ ৬ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) অꣳশুনা। তে। অꣳশুঃ। পৃচ্যতাম্। পরুষা। প[illegible]। গন্ধঃ। তে। কামম্।

অবতু। মদায়। রসঃ। অচ্যুতঃ। অমাত্যঃ। অসি। শুক্রঃ। তে। গ্রহঃ।

(২) অভীতি। ত্যম্। দেবম্। সবিতারম্। ঊণ্যোঃ। কবিক্রতুমিতি কবি—ক্রতুম্।

অর্চ্চামি। সত্যসবসমিতি সত্য—সবসম্। রত্নধামিতি রত্ন—ধাম্।

অভীতি। প্রিয়ম্। মতিম্।

(৩) উর্ধ্বা। যস্য। অমতিঃ। ভাঃ। অদিদ্যুতৎ। সবীমনি। হিরণ্যপাণিরিতি

হিরণ্য—পাণিঃ। অমিমীত। সুক্রতুরিতি সু—ক্রতুঃ। কৃপা। সুবঃ।

(৪) প্রজাভ্য ইতি প্র—জাভ্যঃ। ত্বা।

(৫) প্রাণায়েতি প্র—অনায়। ত্বা। ব্যানায়েতি বি—অনায়। ত্বা।

(৬) প্রজা ইতি প্র—জাঃ। ত্বম্। অনু। প্রেতি। অনিহি। প্রজা ইতি

প্র—জাঃ। ত্বাম্। অনু। প্রেতি। অনন্তু ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে দেব! 'অংশুঃ' (মম সূক্ষ্মাবয়বঃ) 'তে' (তব) 'অংশুনা' (সূক্ষ্মাবয়বেন সহ ইত্যর্থঃ) 'পৃচ্যতাং' (সংযুজ্যতাং, বিলীয়তাং ইতি ভাবঃ); অপিচ 'পরুঃ' (মম স্থূলাবয়বঃ) 'পরুষা' (তব স্থূলাংশেন সহ ইতি যাবৎ) সংমিলয়তাং, মিলিতঃ ভবতু ইতি শেষঃ। 'তে' (তব, ত্বদীয়ঃ) 'গন্ধঃ' (করুণা ইতি ভাবঃ) 'কামং' (অভীষ্টং) 'অবতু' (রক্ষতু, পূরয়তু ইতি ভাবঃ)। কৃপয়া ত্বং অস্মাকং অভীষ্টং পূরয় ইতি ভাবঃ। 'রসঃ' (স্নেহানুরাগঃ, যদ্বা—ভবতাং অংশভূতঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'মদায়' (অস্মাকং পরমানন্দদানায় ইত্যর্থঃ) 'অচ্যুতঃ' (বিনাশ-রহিতঃ, ক্ষয়রহিতঃ বা) ভবতু ইতি শেষঃ। হে দেব! ত্বং 'অমাত্যঃ' (সর্ব্বেষাং সখিভূতঃ ভবসি, অপিচ ত্বং বিশ্বেষাং জড়াজড়েষু নিত্যবিদ্যমানঃ ভবসি ইতি ভাবঃ)। অতঃ 'গ্রহঃ' (ভবতাং সম্বন্ধি প্রকৃষ্টজ্ঞানং ইতি ভাবঃ) 'শুক্রঃ' (শুদ্ধসত্ত্বেন অধিগম্যং লব্ধং বা)। জ্ঞানং হি সর্ব্বমূলং। জ্ঞানং বিনা ভগবৎস্বরূপং ন জ্ঞাতব্যং। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ ভগবতঃ স্বরূপবিজ্ঞাপকশ্চ। অত্র আত্মনি আত্মসম্মিলনায় আকাঙ্ক্ষা বর্ত্ততে। ভগবতা সহ সম্বন্ধঃ অবিচ্ছিন্নঃ ভবতু অপিচ তেন সহ মিলনেন পুনরাবৃত্তিঃ ন সম্ভবতু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ।

২। 'উণ্যোঃ' (দ্যাবাপৃথিব্যোরভ্যন্তরে বর্ত্তমানং, যদ্বা—বিশ্বব্যাপকং) 'কবিক্রতুং' (সৎ-কর্ম্মণঃ ক্রমবেত্তারং, অশেষপ্রজ্ঞাসম্পন্নং ইতি ভাবঃ) 'সত্যসবং' (সত্যস্বরূপং, যদ্বা—অর্চনা-কারিণঃ সৎপথি পরিচালকং) 'রত্নধাং' (সৎকর্ম্মণঃ সুফলরূপং রত্নধারিণং, যদ্বা—মোক্ষফলরূপং

শ্রেষ্ঠরত্নধারকং পোষকং বা) 'অভিপ্রিয়ং' (সর্ব্বতঃ সর্ব্বেষাং বা প্রীতিবিষয়ং, যদ্বা—সর্ব্বেষু প্রীতিসম্পন্নং, বিশ্বেষাং সর্ব্বেষাং প্রীতিস্থানীয়ং ইতি ভাবঃ) 'মতিং' (মননযোগ্যং, যদ্বা—অর্চ্চনাকারিণে সুমতিবিধায়কং ইত্যর্থঃ) 'কবিং' (ক্রান্তদর্শিনং, সর্ব্বদ্রষ্টারং ইতি ভাবঃ) 'ত্যং' (প্রসিদ্ধং) 'সবিতারং' (জ্ঞানপ্রেরকং দেবং—স্বপ্রকাশং ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) 'অভি' (অভিতঃ, সর্ব্বতঃ—কায়েন মনসা বাচা ইতি ভাবঃ) 'অর্চ্চামি' (পূজয়ামি—হৃদি ধারয়ামি ইতি যাবৎ)। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ।

৩। 'যস্য' (সবিতুর্দ্দেবস্য, জ্ঞানদেবস্য ইত্যর্থঃ) 'অমতিঃ' (অপরিমেয়া, সর্ব্বপ্রকাশশীলা) 'ভাঃ' (দীপ্তি—জ্ঞানজ্যোতিঃ ইত্যর্থঃ) 'সবীমনি' (নিখিলসৎকর্ম্মবিধায়িতুং, যদ্বা—নিখিলসদ্ভাবজননার্থং) 'ঊর্ধ্বা' (গগনাভিমুখিনী, সাধকানাং হৃদয়াভিমুখিনী বা সতী) 'অদিদ্যুতৎ' (সর্ব্বাণি বস্তূনি দীপয়ন্তি, যদ্বা—ইহজগতি সত্ত্বভাবাদীনি প্রেরয়ন্তে); 'হিরণ্যপাণি' (জ্ঞানপ্রদঃ, যদ্বা—হিরণ্যবৎজ্ঞানধনপ্রদানেন মুক্তহস্তঃ ইত্যর্থঃ) 'সুক্রতুঃ' (শোভনক্রতুযুক্তঃ, সৎকর্ম্মাধারঃ) 'সুবঃ' (সবিতৃদেবঃ) 'কৃপা' (কল্পনয়া) 'অমিমীত' (অপ্রমেয়ঃ—কল্পনয়া অপি যস্য পারং ন জানন্তি লোকাঃ, লোকানাং হিতসাধনায় অসীমশক্তিসম্পন্নঃ ইতি ভাবঃ) ভবতীতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং ভগবতঃ গুণমাহাত্ম্যপ্রকাশকঃ স্বরূপবিজ্ঞাপকশ্চ।

৪। হে দেব! 'প্রজাভ্যঃ' (নিখিলজনানাং শ্রেয়ঃসাধনায়, বিশ্বহিতায় ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) অর্চ্চয়ামি ইতি শেষঃ।

৫। (ক) হে দেব! 'প্রাণায়' (প্রাণবায়ুসংরক্ষণায়, সৎকর্ম্মশীলজীবনায় ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) অর্চ্চয়ামি ইতি শেষঃ।

(খ) হে দেব। 'ব্যানায়' (ব্যানবায়ুসংরক্ষণায়, শারীরবলসংরক্ষণায়—কর্ম্মশক্তিলাভায় চ ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) অর্চ্চয়ামি ইতি শেষঃ।

৬। (ক) হে দেব! 'ত্বং' 'প্রজাঃ' (বিশ্ববাসিনঃ জনান্, নিখিলবিশ্বং ইত্যর্থঃ) 'অনুপ্রাণিহি' (শুদ্ধসত্ত্বদানেন জীবয়তু)। অয়ং মন্ত্রাংশঃ প্রার্থনামূলকঃ। প্রাণিনাং হৃদি অধিতিষ্ঠন্ সঃ ভগবান্ জ্ঞানকিরণেন লোকান্ শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতান্ সন্মার্গগামিনঃ কুরু; অপিচ তেষাং মৃত্যুরূপং অজ্ঞানাবরণং অপসারয়তু ইত্যেবং প্রার্থনা অত্র বর্ত্ততে।

(খ) হে দেব। 'প্রজাঃ' (সর্ব্বাঃ লোকাঃ, বিশ্ববাসিনঃ সর্ব্বে জনাঃ ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অনুপ্রাণন্তু' (জীবয়ন্তু, হৃদি উদ্দীপয়ন্তু ইতি যাবৎ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রাংশঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! এবং কুরু যেন বিশ্বনিবাসিনঃ সর্ব্বে জনাঃ ত্বাং হৃদি ধারয়িতুং উদ্বুদ্ধাঃ ভবন্তি। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৬ অনুবাক)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে দেব! আমার সূক্ষ্মাবয়ব আপনার সূক্ষ্মাবয়বের সহিত মিলিত হইয়া বিলীন হইয়া যাউক। অপিচ, আমার স্থূলাবয়ব আপনার স্থূল অংশের সহিত সম্মিলিত হউক। আপনার করুণা আমাদিগের

অভীষ্ট পূরণ করুন। (অর্থাৎ আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগের অভীষ্ট পূরণ করুন)। আপনার স্নেহানুরাগ অথবা আপনার অংশভূত শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের পরমানন্দদানের নিমিত্ত বিনাশরহিত ও ক্ষয়রহিত হউক। হে দেব! আপনি সকলের সখিভূত হয়েন অর্থাৎ বিশ্বের জড় অজড় সকল পদার্থে নিত্যবিদ্যমান রহিয়াছেন। আপনার সম্বন্ধি প্রকৃষ্ট জ্ঞান একমাত্র শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাই অধিগত হয়। (জ্ঞানই সকলেরই মূল। জ্ঞান ভিন্ন ভগবানের স্বরূপ জানিতে পারা যায় না। মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং ভগবানের স্বরূপ বিজ্ঞাপক। মন্ত্রে আত্মায় আত্মসম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান। প্রার্থনার ভাব এই যে—ভগবানের সহিত সম্বন্ধ আমাদের অবিচ্ছিন্ন হউক অপিচ তাঁহার সহিত সম্মিলন-সাধনে আমাদিগের পুনরাবৃত্তি অসম্ভব হউক)।

২। দ্যাবাপৃথিবীর অভ্যন্তরে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী, মেধাবী অর্থাৎ সৎকর্ম্মের ক্রমবেত্তা অথবা অশেষপ্রজ্ঞানসম্পন্ন, সত্যস্বরূপ অথবা অর্চ্চনাকারিদিগকে সৎপথে নয়নকর্ত্তা, সৎকর্ম্মের ফল-রূপ রত্নধারণকারী অথবা মোক্ষফল-রূপ শ্রেষ্ঠরত্নের ধারক বা পোষক, সকলের প্রীতির সামগ্রী অথবা সকলের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন—নিখিল বিশ্বের প্রীতিস্থানীয়, মননযোগ্য অথবা অর্চ্চনাকারীগণের সুগতিবিধায়ক, ক্রান্তদর্শী (সর্ব্বদর্শী) সেই প্রসিদ্ধ সবিতৃদেবকে (জ্ঞানপ্রেরক দেবতাকে) প্রকৃষ্টরূপে (কায়মন ও বাক্যের দ্বারা) অর্চ্চনা করি অর্থাৎ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি। (এই মন্ত্রাংশ সঙ্কল্পমূলক এবং আত্মোদ্বোধনসূচক)।

৩। যে সবিতৃদেবের (জ্ঞানদেবতার) অপরিমেয় অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকাশশীল দীপ্তি বা জ্ঞানকিরণ, নিখিলসদ্ভাববিধানার্থ (নিখিলসদ্ভাবজনন বা সৎকর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত) গগনাভিমুখী অর্থাৎ সাধকগণের উচ্চ হৃদয়াভিমুখী হইয়া, সকল বস্তুকে দীপ্তিশালী করে অর্থাৎ ইহজগতে সত্ত্বভাবাদি উৎপন্ন (প্রেরণ) করে; জ্ঞানপ্রদ অর্থাৎ হিরণ্যসদৃশ জ্ঞানধনপ্রদানে মুক্তহস্ত, শোভনক্রতুসম্পন্ন অথবা সৎকর্ম্মের আধার, সেই সবিতৃদেব, লোকসমূহের হিতসাধনে অসীম শক্তিসম্পন্ন হয়েন, অর্থাৎ কল্পনায়ও তাঁহার শক্তির শেষ জানা যায় না। (এই মন্ত্রাংশে ভগবানের গুণ এবং তাঁহার স্বরূপ পরিব্যক্ত হইয়াছে)।

৪। হে দেব! নিখিলজনগণের শ্রেয়ঃসাধন জন্য অথবা সৎকর্ম্ম-শীল জীবনের জন্য অর্থাৎ হিতের নিমিত্ত আপনাকে অর্চ্চনা অর্থাৎ পূজা করিতেছি।

৫। (ক) হে দেব! প্রাণবায়ুসংরক্ষণের অর্থাৎ সৎকর্ম্মশীল জীবন লাভের নিমিত্ত আপনাকে অর্চ্চনা (আরাধনা) করিতেছি।

(খ) হে দেব! ব্যানবায়ু-সংরক্ষণ জন্য অর্থাৎ শারীরবলরক্ষায় কর্ম্মশক্তিলাভের নিমিত্ত আপনাকে অর্চ্চনা (আরাধনা) করিতেছি।

৬। (ক) হে দেব! বিশ্ববাসী সকলকে আপনি অনুপ্রাণিত করুন অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বদানে জীবনদান করুন। (এই মন্ত্রাংশও প্রার্থনামূলক। প্রাণিগণের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া ভগবান্ জ্ঞানকিরণ দ্বারা তাহাদিগকে শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত সন্মার্গগামী করুন, অপিচ তাহাদিগের মৃত্যুতুল্য অজ্ঞানা-বরণ অপসারিত করুন—ইহাই প্রার্থনা।

(খ) হে দেব! সকল প্রজা (অর্থাৎ বিশ্ববাসী সকলে) আপনাকে জীবিত অর্থাৎ হৃদয়ে উদ্দীপিত করুক। (ভাব এই যে,—বিশ্বের সকলে যাহাতে আপনাকে হৃদয়ে ধারণে উদ্বুদ্ধ হয়, আপনি তাহা করুন)। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৬ অনুবাক)।

* * *

মন্ত্র-ভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

পঞ্চমেঽনুবাকে সোমক্রয়ণ্যাঃ পদসংগ্রহো মার্গমধ্যেঽভিহিতঃ। অথাঽগতয়া সোমক্রয়ণ্যা সোমঃ ক্রেতব্যঃ। স চ সোমক্রয় উন্মানপূর্ব্বক ইতি ষষ্ঠে সোমোন্মানমভিধীয়তে।

১। "অꣳশুনা তে অꣳশুঃ পৃচ্যতাং পরুষা পরুর্গন্ধস্তে কামমবতু মদায় রসো অচ্যুতোঽ-মাত্যোঽসি শুক্রস্তে গ্রহঃ"।—বৌধায়নঃ—"হিরণ্যবতা পাণিনা রাজানমভিমৃশতি অংশুনা তে অংশুঃ পৃচ্যতাং পরুষা পরুর্গন্ধস্তে কামমবতু মদায় রসো অচ্যুতোঽমাতোঽসি শুক্রস্তে গ্রহ ইতি" ইতি। অপস্তম্বঃ—"অংশুনা তে অংশুঃ পৃচতামিতি যজমানো রাজানমভিমন্ত্রয়তে" ইতি।

অংশুঃ সূক্ষ্মোঽবয়বঃ। পরুঃ পর্ব্ব। হে সোম তবৈকেনাংশুনাঽন্যোঽংশুঃ সংযুজ্যতাং, কোঽপ্যং-শুর্ব্বায়্বাদ্যুপঘাতেন মা বিযুজ্যতাম্। তথা পুরুষা পুরুঃ সংযুজ্যতাং, কস্যাপি পরুষো ভাগো মা ভূৎ। ত্বদীয়ো গন্ধো যজমানস্য কামং পালয়তু, ত্বদীয়ো রসো মদায় দেবানাং হর্ষায় বিনাশ-রহিতো ভবতু। ত্বমমাত্যোঽসি যজমানেন দেবতাভিশ্চ সহ সর্ব্বদা তিষ্ঠসি। তব স্বীকারঃ শুক্রোহিরণ্যসাধ্যঃ॥

এতং মন্ত্রং ব্যাচিখ্যাসুরাদৌ সোমবিক্রয়িণং প্রত্যধ্বর্য্যোঃ প্রৈষমন্ত্রমুৎপাদয়তি—"ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি বিচিত্যঃ সোমাꣳন বিচিত্যা ৩ ইতি সোমো বা ওষধীনাꣳ রাজা তস্মিন্দাপন্নং গ্রসিত-

মেবাস্য তদ্যদ্বিচিনুয়াদ্যথাঽস্যাদ্গ্রসিতং নিষ্খিদতি তাদৃগেব তদ্যন্ন বিচিনুয়াদ্যথাঽক্ষন্নাপন্নং বিধাবতি তাদৃগেব তৎক্ষোধুকোঽধ্বর্য্যুঃ স্যাৎক্ষোধুকো যজমানঃ সোমবিক্রয়িন্‌ৎসোমꣳ শোধয়েত্যেব ব্রূয়াদ্যদীতরং যদীতরমুভয়েনৈব সোমবিক্রয়িণমর্পয়তি তস্মাৎ সোমবিক্রয়ী ক্ষোধুকঃ" (সং০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৯) ইতি। বিচয়ো নাম সোমস্য তৃণাদেরপনয়নং। তস্মিন্নোষধীনাং রাজ্ঞি সোমে যত্তৃণাদিকমাপন্নং পতিতং তত্তৃণাদিকমস্য সোমস্য গ্রসিতমেব গ্রাস এব ভবতি। তথা সতি যদি বিচিনুয়াত্তৃণাদিকমপনয়েত্তদানীং যথা লোকে গ্রসিতমন্নং নিষ্খিদতি মক্ষিকাদ্যুপদ্রবেণ বমতি তত্তৃণাদ্যপনয়নং তাদৃক্ স্যাৎ যদি ন বিচিনুয়াত্তদানীং যথা চক্ষুষি পতিতমিতস্ততো বিধাবনেন ব্যাথাং জনয়তি তদবিবেচনং তাদৃক্ স্যাৎ। ততো দোষদ্বয়পরিহারায় সোমবিক্রয়িন্নিত্যাদিপ্রৈষমন্ত্রং ব্রূয়াৎ। তস্মিন্নুক্তে সতি যদীতরমিতরো বিচয়দোষঃ, যদীতরং ত্ববিচয়দোষস্তেনোভয়েন দোষেণ সোমবিক্রয়িণমেব যোজয়তি। তস্মাদসৌ ক্ষোধুকো ন রক্ষিতো ভবেৎ॥ অত্র সূত্রং—"উত্তরবেদিদেশ উপরবদেশে বা রোহিতং চর্ম্মাঽনডুহং প্রাচীনগ্রীবমুত্তরলোমাঽস্তীর্য্য দক্ষিণে চর্ম্মপক্ষে রাজানং নিবপত্যুত্তরস্মিন্নুপবিশতি সোমবিক্রয্যুদকুম্ভꣳ রাজানং সোমবিক্রয়ণমিতি সর্ব্বতঃ পরিশ্রিত্যোত্তরেণ দ্বারং কৃত্বা বিচিত্যঃ সোমা৩ ইত্যুক্তং সোমবিক্রয়িন্‌সোমꣳ শোধয়েত্যুক্ত্বা পরাঙাবর্ত্ততে" ইতি॥ যথোক্তং কর্ম্ম বিধত্তে—"অরুণো হ্মাঽঽহৌপবেশিঃ সোমক্রয়ণ এবাহং তৃতীয়সবনমব রুন্ধ ইতি পশূনাং চর্ম্মন্মিমীতে পশূনেবাব রুন্ধে পশবো হি তৃতীয়ꣳ সবনং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৯) ইতি। অরুণনামকঃ কশ্চিদুপবেশস্য পুত্রঃ পশুচর্ম্মণি সোমং মিমীতে। অত্রৈব হি তৃতীয়সবনং সম্পাদয়িষ্যামীতি তস্যাভিপ্রায়ঃ সবনীয়ানুবন্ধ্যাখ্যয়োঃ পশ্বোস্তৃতীয়সবনে সদ্ভাবাৎ পশবস্তৃতীয়সবনং। অতঃ পশুচর্ম্মণা তৎপ্রাপ্তেঃ সোমোন্মানং তত্র কুর্য্যাদিত্যর্থঃ॥ চর্ম্মণ উত্তরলোমাস্তরণং বিধত্তে—"যং কাময়েতাপশুঃ স্যাদিত্যৃক্ষতস্তস্য মিমীতর্ক্ষং বা অপশব্যমপশুরেব ভবতি যং কাময়েত পশুমান্‌ৎস্যাদিতি লোমতস্তস্য মিমীতৈ তদ্বৈ পশূনাꣳ রূপꣳ রূপেণৈবাস্মৈ পশূনব রুন্ধে পশুমানেব ভবতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৯) ইতি। ঋক্ষতো রূক্ষে পরুষে নির্লোমভাগে। লোমতঃ সলোমভাগে॥ উদকুম্ভসন্নিধিং বিধত্তে—"অপামন্তে ক্রীণাতি সরসমেবৈনং ক্রীণাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৯ ইতি॥ মন্ত্রে দুর্ব্বোধভাগং ব্যাচষ্টে—"অমাত্যোঽসীত্যাহামৈবৈনং কুরুতে শুক্রস্তে গ্রহ ইত্যাহ শুক্রো হ্যস্য গ্রহঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৯) ইতি। অমৈব সহৈব স্থিত ইত্যর্থঃ। সোমস্বীকারঃ শুক্রো হি সুবর্ণসাধ্যো হীত্যর্থঃ॥ শকটেন সহ সোমং প্রাপ্তুং গচ্ছেদিতি বিধত্তে—"অনসাঽচ্ছ যতি মহিমানমেবাস্যাচ্ছ যাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৯) ইতি। শকটরূপেণ বহুমানেন সোমস্য মহিমা প্রকাশিতো ভবতি॥ তমেব বিধিমনূদ্য প্রশংসতি—"অনসাঽচ্ছ যাতি তস্মাদনোবাহ্যꣳ সমে জীবনং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৯) ইতি। সমে প্রদেশে জীবনসাধনং ধান্যং শকটবাহ্যং তদ্বৎ সোমঃ॥ বিষমে তু প্রদেশে শিরসা সোমবাহনং বিধত্তে—"যত্র খলু বা এতꣳ শীর্ষ্ণা হরন্তি তস্মাচ্ছীর্ষহার্য্যং গিরৌ জীবনং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৯) ইতি। যত্র যদা পর্ব্বতে সোমলতোৎপত্তিপ্রদেশে সোমং ক্রীণন্তি তদেতি শেষঃ। লোকেঽপি দুর্গমে গিরৌ ধান্যং শিরসা বহন্তি। অত্র সূত্রং—"উদ্ধৃতপূর্ব্বফলকেনানসা পরিশ্রিতেন চ্ছদিষ্মতা প্রাঞ্চঃ সোমমচ্ছ যান্তি শীর্ষ্ণা গিরৌ ক্রীতং

হরন্তি অপরেণোত্তরেণ বা রাজানং প্রাগীষমুদগীষং বা নদ্ধযুগ৺ শকটং চিবুকপ্রতিষ্ঠিতং” ইতি। তস্মিঞ্ শকটে পূর্ব্বস্থাপিতং মধ্যমফলকমুদ্ধৃত্য নূতনং ফলকং স্থাপনীয়ং। অথ বোদ্ধৃমুন্নতং পূর্ব্বফলকরূপং মুখং যস্য শকটস্য তদুদ্ধৃতপূর্ব্বফলকং। পরিশ্রয়ঃ শকটস্যোপরিগৃহকুড্যবৎ পরিতো বেষ্টনং। ছদিরুপরিতনমাচ্ছাদনং॥

২-৩। “অভি ত্যং দেব৺ সবিতারমূণ্যোঃ কবিক্রতুমর্চ্চামি সত্যসব৺ রত্নধামভি প্রিয়ং মতিমূর্ধ্বা যস্যামতির্ভা অদিদ্যুতৎ সবীমনি হিরণ্যপাণিরমিমীত সুক্রতুঃ কৃপা সুবঃ।”—বৌধায়নঃ—“অথৈনমতিচ্ছন্দসর্চ্চা মিনীত একয়ৈকয়োৎসর্গং মিমীতেঽয়াতয়াম্নিয়ায়াম্নিয়ৈবৈনং মিনীতে তস্মান্নানাবীর্য্যা অঙ্গুলয়ঃ সর্ব্বাস্বঙ্গুষ্ঠমুপনিগৃহ্ণাতি অভি ত্যং দেব৺ সবিতারমূণ্যোঃ কবিক্রতুমর্চ্চামি সত্যসব৺ রত্নধামভি প্রিয়ং মতিমূর্ধ্বা যস্যামতির্ভা অদিদ্যুতৎ সবীমনি হিরণ্যপাণিরমিমীত সুক্রতুঃ কৃপা সুবরিতি পঞ্চকৃত্বো যজুষা মিনীতে পঞ্চকৃত্বস্তূষ্ণীং” ইতি। আপস্তম্বঃ—“ক্ষৌমং বাসো দ্বিগুণং ত্রিগুণং বা প্রাগ্দশমুত্তরদশং চর্ম্মণ্যাস্তৃণাত্যুদগ্দশং বা তস্মিন্ হিরণ্যপাণিরঙ্গুষ্ঠেন কনিষ্ঠিকয়া চাঙ্গুল্যাংঽশূন্ সংগৃহ্য হ্যঞ্চমভি ত্যং দেবং সবিতারমিত্যতিচ্ছন্দসর্ব্ব মিনীতে” ইতি। তং দেবমভ্যর্চ্চামি। কীদৃশং। উভ্যোর্দ্যাবাপৃথিবীরূপয়োর্হস্তয়োঃ সবিতারং প্রেরকং, কবীনাং বেদার্থবিদাং ক্রতুর্যাগো যস্য প্রেরকস্য সোঽয়ং কবিক্রতুঃ। অত এব সত্যঃ ফলপর্য্যবসায়ী সবঃ প্রেরণং যস্যাসৌ সত্যসবাঃ। রত্নানি দধাতীতি রত্নধাঃ। আভিমুখ্যেন সর্ব্বেষাং প্রিয়ঃ। মতিঃ সর্ব্বৈর্ম্মন্তব্যঃ। তাদৃশং দেবমর্চ্চামি। যস্য সবিতুরূর্ধ্বলোকবর্ত্তিনী দীপ্তিরমতির্ম্মন্তুমশক্যা দ্যোততে প্রকাশতে। স্বর্গবর্ত্তী স দেবঃ কৃপয়া মাং সমাগত্য হিরণ্যপাণিঃ সোমং মিমীতাং॥ এতস্যামৃচি বর্ত্তমানং ছন্দঃ প্রশংসতি—“অভি ত্যং দেব৺ সবিতারমিত্যতিচ্ছন্দসর্চা মিমীতেঽতিচ্ছন্দা বৈ সর্ব্বাণি ছন্দাংসি সর্ব্বেভিরেবৈনং ছন্দোভির্ম্মিমীতে বর্ষ্ম বা এষা ছন্দসাং যদতিচ্ছন্দা যদতিচ্ছন্দসর্চা মিমীতে বর্ষ্মৈবৈন৺ সমানানাং করোতি” (সং০ কা০৬ প্র০ ১ অ০ ৯)। ইতি। অক্ষরাধিক্যেন গায়ত্র্যাদীনি ছন্দাংস্যতিক্রম্য বর্ত্তত ইত্যতিচ্ছন্দাঃ। বর্ষ্ম শরীরং॥ অঙ্গুলীষু প্রকারবিশেষং বিধত্তে—“একয়ৈকয়োৎসর্গং মিমীতেঽয়াতয়াম্নিয়ায়াতয়াম্নিয়ৈবৈনং মিমীতে তস্মান্নানাবীর্য্যা অঙ্গুলয়ঃ” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৯) ইতি। উৎসর্গমুৎসৃজ্যোৎসৃজ্য কনিষ্ঠিকৈব প্রথমপর্য্যায়েঽনামিকৈব দ্বিতীয়ে মধ্যমৈব তৃতীয়ে তর্জ্জন্যেব চতুর্থে। এবং সতি সকৃৎপ্রবৃত্তায়া অঙ্গুল্যাঃ পুনঃ প্রবৃত্ত্যভাবাদ্যাতয়ামত্বং গতরসত্বং ন ভবিষ্যতি। যস্মাৎ পর্য্যায়েণ প্রবৃত্তাস্তস্মাৎ প্রত্যেকমঙ্গুষ্ঠেন সংযোক্তুং পৃথক্সামর্থ্যেঽর্পিতাঃ॥ অঙ্গুষ্ঠস্য পর্য্যায়ো নাস্তীত্যমুমর্থং বিধত্তে—“সর্ব্বাস্বঙ্গুষ্ঠমুপ নি গৃহ্ণাতি তস্মাৎ সমাবদ্বীর্য্যোঽন্যাভিরঙ্গুলিভিস্তস্মাৎ সর্ব্বা অনু সং চরতি” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৯) ইতি। কনিষ্ঠিকাদিষু সর্ব্বাস্বঙ্গুলীষু প্রত্যেকমঙ্গুষ্ঠং সংযোজয়েৎ। সমাবদ্বীর্য্যস্তুল্যসামর্থ্যঃ। তস্মাল্লোকব্যবহারেঽপি প্রত্যেকং সর্ব্বা অঙ্গুলিরনুসঞ্চরতি॥

বিপক্ষ বাধকপূর্ব্বকং পূর্ব্বোক্তং স্বপক্ষমুপসংহরতি—“যৎসহ সর্ব্বাভির্ম্মিমীত স৺শ্লিষ্টা অঙ্গুলয়ো জায়েরন্নেকয়ৈকয়োৎসর্গং মিমীতে তস্মাদ্বিভক্তা জায়ন্তে” (সং০ কা০৬ প্র০১ অ০৯) ইতি॥ সমন্ত্রকামন্ত্রকয়োঃ সোমোন্মানয়োরাবৃত্তিসংখ্যাং বিধত্তে—“পঞ্চ কৃত্বো যজুষা মিমীতে পঞ্চাক্ষরা পঙ্ক্তিঃ পাঙ্ক্তো যজ্ঞো যজ্ঞমেবাব রুন্ধে পঞ্চ কৃত্বস্তূষ্ণীং দশ সংপদ্যন্তে দশাক্ষরা

বিরাডন্নং বিরাজৈবান্নাদ্যমব রুন্ধে যদ্‌যজুষা মিমীতে ভূতমেবাব রুন্ধে যত্তূষ্ণীং ভবিষ্যৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৯) ইতি। যদ্যপি অতিচ্ছন্দসর্চ্চোতায়নাৎ পদার্থরূপস্য লক্ষণস্য সদ্ভাবাচ্চাভিত্যমিত্যেষর্গেব তথাঽপি যুজ্যতে প্রযুজ্যত ইতি ব্যুৎপত্তিমভিপ্রেত্য যজুষেত্যুক্তং। অঙ্গুষ্ঠস্য ক্রমেণ কনিষ্ঠিকাদিভিঃ সহ চত্বারঃ পর্য্যায়াঃ। সমন্ত্রকে প্রয়োগে কনিষ্ঠিকাব্যতিরিক্তয়া কয়াচিৎ সহ পঞ্চমঃ পর্য্যায়ঃ। অমন্ত্রকে তু কনিষ্ঠিকয়ৈব সহ। তথা চ সূত্রং—"যয়া প্রথমং ন তয়া পঞ্চমং তয়ৈবোত্তমং" ইতি। বিরাট্‌ছন্দসোঽন্নপ্রদত্বাদন্নত্বং। সমন্ত্রকামন্ত্রকয়োঃ প্রয়োগয়োঃ পূর্ব্বোত্তরভাবসাম্যেন ভূতভবিষ্যদ্বস্তপ্রাপ্তিঃ।

৪। "প্রজাভ্যস্ত্বা। ৫। প্রাণায় ত্বা ব্যানায় ত্বা। ৬। প্রজাস্ত্বমনু প্রাণিহি প্রজাস্ত্বামনু প্রাণন্তু॥" কল্পঃ—"অথাতিশিষ্টং রাজানং প্রজাভ্যস্ত্বেত্যুপসমূহতি সমুচ্চিত্য বসনস্যান্তান্ প্রদক্ষিণমুষ্ণীষেণোপনহ্যতি প্রাণায় ত্বেতি ব্যানায় ত্বেত্যনুশৃহ্যতি অথোপরিষ্টাদঙ্গুলাবকাশং শিষ্ট্বা যজমানমীক্ষয়তি প্রজাভ্যস্ত্বা প্রাণায় ত্বা ব্যানায় ত্বা প্রজাস্ত্বমনু প্রাণিহি প্রজাস্ত্বামনু প্রাণন্ত্বিতি" ইতি। হে সোমশেষপ্রজার্থং ত্বাং সমূহামি প্রাণার্থং ত্বামুপনহ্যামি ব্যানার্থং ত্বাং বিস্রংসয়ামি। প্রাণতীঃ প্রজা অনু ত্বং প্রাণিহি। প্রাণন্তং ত্বামনু প্রজাঃ প্রাণন্তু॥ অবশেষেণ বাধং ব্রুবন্ যথোক্তং সমূহনাদিকং বিধত্তে—"যদ্বৈ তাবানেব সোমঃ স্যাদাবন্তং মিমীতে যজমানস্যৈব স্যান্নাপি সদস্যানাং প্রজাভ্যস্ত্বেত্যুপ সমূহতি সদস্যানেবান্বাভজতি বাসসোপ নহ্যতি সর্ব্বদেবত্যং বৈ বাসঃ সর্ব্বাভিরেবৈনং দেবতাভিঃ সমর্দ্ধয়তি পশবো বৈ সোমঃ প্রাণায় ত্বেত্যুপনহ্যতি প্রাণমেব পশুষু দধাতি ব্যানায় ত্বেত্যনু শৃহ্যতি ব্যানমেব পশুষু দধাতি তস্মাৎ স্বপন্তং প্রাণা ন জহতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৯) ইতি।

দশকৃত্বোঽঙ্গুলিভির্ম্মিতাৎসোমস্যানাধিক্যে সত্যেতস্মিন্ সদস্যবস্থিতামপি সোমো ন স্যান্মন্ত্রেণ সমূহনে তু যজমানমনু সদস্যান্ সোমং প্রাপয়তি। প্রাণব্যানয়োঃ পশুষু স্থাপিতত্বাৎ স্বাপেঽপি নাস্তি প্রাণপরিত্যাগঃ॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—"অংশু সোমং মন্ত্রয়েতাভি ত্যং ক্রেতুং মিমীতে তং। প্রজা সমূহ্য তচ্ছেষং প্রাণায়েত্যেষ বধ্যতে॥ ব্যা বিস্রস্য প্রজেক্ষেত ষণ্মন্ত্রা ইহ বর্ণিতাঃ॥ ১॥" ইতি অস্মিন্নন্নুবাকে সন্দিগ্ধার্থোদাহরণাভাবান্নাত্র বিশেষেণ কিঞ্চিদপি মীমাংস্যতে। সামান্যবিচারাস্তু পূর্ব্বোক্তা যথাযোগমনুসন্ধেয়াঃ। ছন্দস্তু শ্রুতাবেবাতিচ্ছন্দসর্চ্চেতি স্পষ্টমুদাহৃতং॥ (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৬ অনুবাক)॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়-তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়প্রপাঠকে ষষ্ঠোঽনুবাকঃ॥ ৬॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ষষ্ঠ অনুবাকের মন্ত্র-সমূহ সোমক্রয়-বিষয়ক। সোম পরিমাণ কালে যেরূপ প্রক্রিয়াদি অবলম্বিত হয়, মন্ত্রে তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে। বিনিয়োগ-সংগ্রহের মতে 'অংশু' প্রভৃতি প্রথম মন্ত্রে সোমকে অভিমন্ত্রিত করিবে। পরে 'অভি ত্যং' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই সোমের ওজন পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া, 'প্রজাভ্যঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে অবশিষ্টগুলি পরিত্যাগানন্তর 'প্রাণায়' প্রভৃতি

মন্ত্রে সেই গুলিকে উষ্ণীশে বাঁধিতে হইবে। 'ব্যানায় ত্বা' প্রভৃতি মন্ত্রে বদ্ধ-সোমগুলিকে খুলিয়া 'প্রজাঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই সোম নিরীক্ষণ করিতে হইবে। ষষ্ঠ অনুবাকের মন্ত্রসমূহের এইরূপ বিনিয়োগ-ক্রমে ভাষ্যকার মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন।

প্রথম মন্ত্র সোম-সম্বোধনে বিনিযুক্ত হইয়াছে। তদনুক্রমে ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—'তোমার এক অংশের সহিত অপর অংশের সংযোগ-সাধন কর। তোমার কোনও অংশই যেন বায়ু প্রভৃতির অভিঘাতে বিযুক্ত না হয়। তোমার এক পর্ব্বের সহিত অন্য পর্ব্ব সংযুক্ত হউক। তোমার গন্ধ যজমানের কামকে পালন করুক, দেবগণের হর্ষের নিমিত্ত তোমার রস বিনাশরহিত হউক। হে সোম! তুমি অমাত্য অর্থাৎ তুমি যজমান এবং দেবগণের সহিত সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছ। তোমার স্বীকার হিরণসাধ্য অর্থাৎ হিরণ্য বা স্বর্ণের দ্বারাই সোম ক্রয় করিতে পারা যায়।' বলা বাহুল্য, ভাষ্যকারের এই অর্থ কর্ম্ম-কাণ্ডের অনুসারী। সেই ভাবেই তিনি এই সোম-ক্রয়-বিষয়ক মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন। হিরণ্য দ্বারা সোম ক্রয়ের বিষয়, মন্ত্রের শেষ চরণের ব্যাখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

এক্ষণে আমরা যে ভাবে যে দিক দিয়া মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছি, তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। সেই বিষয় বুঝিবার পক্ষে আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার এবং বঙ্গানুবাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে বলি। এই মন্ত্রের প্রথম ভাগে আমরা আত্ম-সম্মিলনের ভাব প্রাপ্ত হই। ঐ অংশে সাধক কহিতেছেন,—"হে ভগবন্! আমার সূক্ষ্মাবয়ব আপনার সূক্ষ্মাবয়বের সহিত মিলিয়া যাউক; আর আমার স্থূল অবয়ব আপনার স্থূল অবয়বের সহিত সম্মিলিত হউক।' অর্থাৎ 'অণু-পরমাণু-ক্রমে আমার স্থূল-দেহ এবং সূক্ষ্ম-দেহ আপনার সহিত এক হইয়া যাউক। যেন কোনরূপ ভিন্ন ভাব বর্ত্তমান না থাকে।' 'অংশুঃ' এবং 'পরুঃ'—মন্ত্রের অন্তর্গত এই দুইটী পদ হইতে আমরা পূর্ব্বোক্ত ভাব প্রাপ্ত হইতে পারি। 'অংশুঃ' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ হইয়াছে,—'সূক্ষ্মোঽবয়বঃ'; আর 'পরুঃ' পদের অর্থ হইয়াছে—'পর্ব্ব'। ভাষ্যের অনুসরণে আমরা 'অংশুঃ' বলিতে সেই সূক্ষ্ম—সূক্ষ্মতম অংশই গ্রহণ করিয়াছি। সূক্ষ্ম অংশ বলিতে সূক্ষ্ম দেহ—আত্মাকেই বুঝায়। সেই আত্মা পরমাত্মায়—ভগবানে বিলীন হউক,—'অংশুনা তে অংশুঃ' মন্ত্রাংশে আমরা এই ভাবই উপলব্ধি করি। আর 'পরুঃ' শব্দের 'পর্ব্ব' অর্থে আমরা স্থূল-শরীর—এই পাঞ্চ-ভৌতিক দেহকেই লক্ষ্য করি। 'পরুঃ' পদের 'পর্ব্ব' অর্থে দেহের সন্ধি বুঝায়। তাহা হইতেই ঐ 'পরুঃ' পদে স্থূল-শরীর অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম—এই পাঁচের সমবায়ে এই বিশ্বের সৃষ্টি-সামগ্রীর উৎপত্তি। শাস্ত্রে উহা পঞ্চমহাভূত নামে অভিহিত। ঐ পঞ্চমহাভূতের আবার পাঁচটী তন্মাত্র—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। এখানে 'পরুষা পরুঃ' বলিতে আমার স্থূল দেহের উপাদান যে পঞ্চমহাভূত, ভূত-সমষ্টির আধার আপনাতে সম্মিলিত হউক; আর সেই পঞ্চমহাভূতের যে ধর্ম্ম—শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, তাহাও আমার পাঞ্চভৌতিক স্থূল-দেহের সঙ্গে সঙ্গে আপনাতে বিলীন হইয়া যাউক। ফলতঃ, আমার যাহা কিছু, সে সকলেরই অস্তিত্ব আপনাতে লয় প্রাপ্ত হউক। রস পদার্থ অর্থাৎ আমার যাহা শ্রেষ্ঠ সার সামগ্রী প্রাণ-স্বরূপ, তাহা আপনাতে লীন হউক, আমার যাহা গন্ধ-সামগ্রী প্রাণস্বরূপ, তাহাও আপনাতে বিলীন হইয়া যাউক।'

মন্ত্রে 'গন্ধঃ' এবং 'রসঃ' বিশেষিত করা হইয়াছে। ক্ষিতি অপ্ তেজঃ প্রভৃতি যেমন বীজ স্বরূপ, শব্দ স্পর্শ প্রভৃতিও সেইরূপ। 'রস' আদিভূত। গন্ধও আদিভূত—বীজ-স্বরূপ এবং ভগবানের অংশীভূত। তাই গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,—"যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন। ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥" ফলতঃ, যাহা সার সামগ্রী, যাহা আদিভূত বীজস্বরূপ, মন্ত্রে প্রার্থনাকারী আপনার অভীষ্ট-পূরণের নিমিত্ত ভগবানের নিকট তাহাই প্রার্থনা করিতেছেন। কহিতেছেন,—আপনার 'গন্ধ' অর্থাৎ গন্ধ-তন্মাত্র আমার অভীষ্ট পূরণ করুক এবং আপনার রস-তন্মাত্র আমাকে পরমানন্দ প্রদান করুক। রস—সার সামগ্রী; গন্ধও সার সামগ্রী! উভয়ই বীজ-স্বরূপ। তাই 'গন্ধঃ' পদে ভগবানের করুণাধারা এবং 'রসঃ' পদে শুদ্ধসত্ত্ব অধ্যাহৃত হইয়াছে। তাঁহার গন্ধ ও রস, আমার মোক্ষদায়ক হউক—ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা। 'অমাত্যঃ' বলিতে যিনি সর্ব্বদা নিকটে বর্ত্তমান থাকেন, সাধারণতঃ এই অর্থই উপলব্ধি হয়। আমরাও প্রকারান্তরে সেই ভাবই গ্রহণ করিয়াছি বটে; তবে আমাদের পরিগৃহীত অর্থে লৌকিক ভাবের অতীত এক অলৌকিক ভাবের সমাবেশ আছে। যিনি সখিভূত মিত্রভূত, আমরা তাঁহাকেই 'অমাত্য' বলি। অথবা যিনি জড় অজড়—চেতন অচেতন —সকলেরই মধ্যে নিত্য-বিদ্যমান, 'অমাত্যঃ' পদে আমরা তাঁহাকেই বুঝিয়া থাকি। সে 'অমাত্যঃ' পদ ভগবানকেই লক্ষ্য করে। তিনিই এই বিশ্বের সর্ব্বত্র ওতঃপ্রোতঃ বিদ্যমান। 'অমাত্যোঽসি' বলিতে ভগবানের সখ্য-কামনার ভাব মনে আসে। তিনি যখন স্থাবরজঙ্গম-চরাচর বিশ্বের সকলেরই 'অমাত্যঃ' বা মিত্রভূত; তখন, তিনি আমাদিগেরই বা মিত্রভূত কেন না হইবেন? আমরাও তো এই বিশ্বের বহির্ভূত নহি! তাই এই অংশে ভগবানের সখিত্ব কামনা করা হইয়াছে বলিয়া মনে করি। 'রসঃ' যে নিত্যসামগ্রী—ক্ষয়রহিত, মন্ত্রের অন্তর্গত 'অচ্যুতঃ' বিশেষণ-পদে তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে।

এইরূপে মন্ত্রে এক উচ্চ ভাব প্রকটিত। ফলতঃ, জ্ঞানই সকলের মূলীভূত। জ্ঞান-দৃষ্টি ভিন্ন ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি হওয়া সম্ভবপর হয় না। জ্ঞানই এবং শুদ্ধসত্ত্ব-সমন্বিত জ্ঞানই ভগবৎসন্নিকর্ষ লাভের একমাত্র অবলম্বন। তাই আমরা মনে করি, মন্ত্রের মধ্যে সেই শুদ্ধসত্ত্ব এবং দিব্যদৃষ্টি লাভের প্রার্থনা বিদ্যমান আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মায় আত্মসম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। 'শুক্রং' পদে ভাষ্যমতে 'হিরণ্য' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। আমরা, পূর্ব্বাপর ভাবসঙ্গতি রক্ষায় ঐ পদের 'শুদ্ধসত্ত্ব' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। কারণ, শুদ্ধসত্ত্বই ভগবদ্বিষয়ক প্রকৃষ্ট-জ্ঞান-লাভের একমাত্র সোপান। হিরণ্যের দ্বারা সোম-ক্রয়ে ভগবৎসম্মিলনকামীর কোনও উপকার সাধিত হয় না। তিনি সদ্ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান-লাভেই ব্যাকুল হইয়া থাকেন।

ভাষ্যানুক্রমণিকায় প্রকাশ,—এই অনুবাকের দ্বিতীয় প্রভৃতি কয়েকটী মন্ত্র সাবিত্র্যেষ্টিতে সোমোপনহনে প্রযুক্ত হয়। বোধসৌকর্য্যার্থ আমরা কয়েকটী মন্ত্রেতে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়াছি। সেই বিভাগসমূহের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে ভগবানের স্বরূপ এবং তাঁহার গুণ-বিশেষণ প্রকটিত দেখিতে পাই। অবশিষ্ট তিনটী বিভাগ ভগবানের সম্বোধনে প্রযুক্ত এবং প্রার্থনা-মূলক। ভাষ্যকারের মতে, এই অনুবাকের মন্ত্র-কয়টী সোম-সম্বোধনে বিনিযুক্ত।

ভাষ্যকার এই অনুবাকের দ্বিতীয় হইতে মন্ত্র-পাঁচটীর যে অর্থ করিয়াছেন, প্রথমে তাহার আভাষ প্রদান করিতেছি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রের ভাষ্যে, ভাষ্যকার সবিতৃদেবের (সূর্য্য বা কোন্ দেবতা ঠিক বুঝা যায় না) গুণমহিমার বিষয় উল্লেখে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই,—'সেই সবিতাদেবতাকে সর্ব্বতঃ পূজা করি। কিরূপ দেবতা ?—না, তিনি, 'উণ্যোঃ' অর্থাৎ পৃথিবী ও অন্তরিক্ষের অন্তরে বর্ত্তমান। দ্যাবাপৃথিবী রূপ হস্তের দ্বারা সবিতাদেবতার প্রেরক। তিনি 'কবিক্রতুং' অর্থাৎ মেধাবীকর্ম্মা অর্থাৎ বেদার্থবিদ্‌গণের যাগের প্রেরক ; অতএব তিনি 'সত্যসবং' অর্থাৎ অবিতথপ্রেরণ ; তিনি 'রত্নধাং' অর্থাৎ রত্নের ধারক পোষক এবং প্রদাতা ; তিনি 'অভিপ্রিয়' অর্থাৎ সর্ব্বত্র প্রীতির বিষয় ; তিনি 'মতিং' অর্থাৎ মননযোগ্য ; তিনি 'কবিং' অর্থাৎ ক্রান্তদর্শন।' তৃতীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন,—'অপিচ, যে সবিতৃদেবের দীপ্তি 'অমতি' অর্থাৎ কেহই পরিমাণ করিতে সমর্থ হয় না, তাহা গগনপ্রদেশে সকল বস্তুকে দীপ্তিমান্ করিয়া প্রকাশ করে। সবিতৃদেবের দীপ্তি আত্মপ্রকাশময়ী। কি জন্য সে দীপ্তি দীপ্তিমান্ হয় ? না—কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান নিমিত্ত। 'অমিমীত' অর্থাৎ সোম সেই সবিতৃদেবের পরিমাণ নিশ্চয় করেন। সবিতৃদেব কিরূপ—তিনি 'হিরণ্যপাণিঃ' অর্থাৎ সুবর্ণা-ভরণযুক্ত হস্তবিশিষ্ট ও সাধু-সঙ্কল্পযুক্ত। স্বর্গবর্ত্তী সেই দেবতা কৃপাপূর্ব্বক আগমন করিয়া হিরণ্যের দ্বারা সোমের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করুন।' যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্বয়ে আমরা ভগবানের স্বরূপ পরিব্যক্তির বিষয় উপলব্ধি করিয়াছি। সুতরাং ভাষ্যকারের অর্থ হইতে পদ-সমূহের অর্থ কোনও কোনও স্থলে বিভিন্ন ভাব পরিগ্রহণ করিয়াছে। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ পাঠ করিলেই তাহা উপলব্ধ হইবে। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তাহার সমীচীনতা যথাস্থানেই প্রদর্শন করিব।

অনুবাকের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্রের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে ভাষ্যকার যে ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিতেছি। ভাষ্যমতে এই মন্ত্র-কয়টী সোম-সম্বোধনে প্রযুক্ত। শেষভাগ গ্রহণ করিয়া, চতুর্থ মন্ত্রে সোমকে উষ্ণীষের দ্বারা বন্ধন করিবার বিধি আছে। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে এই যে,—'হে সোম! প্রজাগণের উপকারের জন্য তোমাকে বন্ধন করি।' অঙ্গুলির মধ্যে বিবর করিয়া পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। চতুর্থ মন্ত্রে উষ্ণীষের মধ্যে যে সোমদেবতাকে বন্ধন করা হইল, তাঁহার শ্বাসরোধ না হয়, এই জন্য পূর্ব্বোক্ত বিবর করিবার প্রয়োজন,—সূত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। তাহাতে পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্রের যে অর্থ হয়, যথাক্রমে তাহা এই,—'হে সোম! প্রাণার্থ তোমাকে গ্রহণ করি, প্রাণার্থ তোমাকে ক্ষরিত করি। হে সোম! প্রজাগণ তোমার শ্বাস করুক ; অর্থাৎ, তোমাকে অনুসরণ করিয়া প্রজা-সকল শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিয়া তোমাকে জীবিত রাখুক ; এবং তুমি শ্বাসকারী প্রজাকে অনুসরণ করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস নির্গত কর। তোমার এবং প্রজাদিগের কখনও শ্বাসরোধ না হয়,—এইরূপ ভাবে পরস্পর পরস্পরকে অনুসরণ করিয়া জীবিত থাক।' এই জন্যই ভাষ্যমতে হস্তদ্বয়ের দ্বারা বিবর করিবার উদ্দেশ্য।

প্রথমতঃ আমরা শেষোক্ত মন্ত্র-তিনটীর অর্থাৎ চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্রের বিষয় আলোচনা করিতেছি। এই তিনটী মন্ত্রের ভাষ্যকার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার সহিত আমরা একমত

হইতে পারি না। দেবতাকে বা দেবভাবকে উষ্ণীষে কি প্রকারে আবদ্ধ করা যায়, তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। তার পর, অঙ্গুলির মধ্যে বিবর করিয়া, উষ্ণীষাবদ্ধ দেবতার শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়ার সহায়তা কিরূপে হইতে পারে, তাহাও আমাদের বোধগম্য হইল না। মনন দ্বারা এতদ্বিষয় সম্ভবপর হইলেও, সাধারণ-বুদ্ধিতে এ ভাব ধারণা করা বড়ই কঠিন। সূত্রোক্ত প্রয়োগ-বিধির তাৎপর্য্য-বিষয়ে আমরা কোনও মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি না। তবে ভাষ্যের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে, পূর্ব্বাপর ভাবসঙ্গতি রক্ষায়, ভাষ্যের মর্ম্মের অনুসরণ করা সুকঠিন। কেন-না, দেবতা বা দেবভাব যিনি বা যাহা, তাহা বা তিনি হৃদয়ের সামগ্রী। হৃদয়ে ভিন্ন, অন্যত্র তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় না। ভক্তশ্রেষ্ঠ বিল্বমঙ্গল তাই দৃঢ়চিত্তে বলিয়াছিলেন,—'হৃদয়াৎ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে।' আমরাও এস্থলে সেই ভাবই উপলব্ধি করি। আমরা মনে করি, দেবতাকে—শুদ্ধসত্ত্বাধার দেবভাবসমূহকে—হৃদয় মধ্যে বন্ধন করিয়া সাধক কহিতেছেন,—'হে দেব! প্রজাগণের উপকারের জন্য তোমাকে অর্চ্চনা করি, অর্থাৎ হৃদয়-মধ্যে নিবদ্ধ করিতেছি।' হৃদয়ের সামগ্রী তিনি; হৃদয়ই উপযুক্ত স্থান। তাই হৃদয়ে আবদ্ধ করিবার বিষয়ই মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এখানে ভাষ্যকার 'বধ্নানি' ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করিয়াছেন। উষ্ণীষ শিরঃপ্রদেশে অবস্থিত বলিয়া শ্রেষ্ঠপদবাচী। ভাষ্যে তাই এখানে উষ্ণীষের প্রসঙ্গ আছে। দেবতার আসন হৃদয় বা মূর্দ্ধিদেশ। আমরা তাই হৃদয়ে নিবদ্ধ করার ভাবই গ্রহণ করিয়াছি।

দেবতাকে কিরূপে হৃদয়ে নিবদ্ধ করা যাইতে পারে, পঞ্চম মন্ত্রে তাহারই ব্যঞ্জনা আছে। যে পক্ষে যোগ দ্বারা বায়ু নিরোধই প্রধান সহায়। এখানে সেই যোগের বিষয়ই কথিত হইয়াছে। এখন যোগ বলিতে কি বুঝি এবং মন্ত্রের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ, তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।" চিত্তবৃত্তিনিরোধ করার নামই যোগ। বায়ু-নিরোধই চিত্তস্থৈর্য্যের প্রধান উপায়। মন্ত্রের 'প্রাণায় ত্বা' অংশের তাই প্রথম উপদেশ—প্রাণ-বায়ুর সংযম-সাধন। জীবনী শক্তি যাহাতে অপচয়িত না হয়, এ মন্ত্রের তাহাই লক্ষ্য। কত দিক হইতে কত প্রকারে প্রাণবায়ু বহির্গত হইতেছে—জীবনীশক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে! প্রাণবায়ু সংরক্ষণ পক্ষে সংযম অবলম্বন—সেই ক্ষয়নিবারণের উপায়। যোগতত্ত্বে অভিজ্ঞতা জন্মিলে এ সকল বিষয় আপনি অধিগত হইয়া আসে। ব্যানবায়ু সংরক্ষণের বা সংযত করিবার উদ্দেশ্য—শারীরিক শক্তির অপচয় নিবারণ। কত প্রকারের দৈহিক চাঞ্চল্য—ইন্দ্রিয়াদির বিক্ষোভ বিশৃঙ্খলা—নিত্য নিত্য মানুষের সেই সকল শক্তিকে ক্ষয় করিতেছে! সে অপচয় নিবারণ না করিলে মানুষ কয় দিন বাঁচিবে? আমরা মনে করি, মন্ত্রে সেই বায়ু-নিরোধ-সাধনের বিষয়েই উপদেশ আছে।

ষষ্ঠ মন্ত্রে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের মত-পার্থক্য ঘটিয়াছে। এই মন্ত্রের ভাষ্যকার যে অর্থ করিয়াছেন, আমরা তাহা অনুমোদন করি নাই। আমাদের মতে এই মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের অর্থ—'নিখিল প্রাণিগণ আপনাকে হৃদয়ে উদ্দীপিত করুক।' তবে ভাষ্যকার এই মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাহাতে একটা ভাব পাওয়া যায়। আমরা সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই মন্ত্রের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছি। প্রাণিগণ আপনাকে জীবিত করুক—ইহার মর্ম্ম কি? সাংসারিক জীব দেবতাকে জীবিত রাখিবে—সাধারণ-দৃষ্টিতে এ উক্তি নিশ্চয়ই

প্রহেলিকাপূর্ণ। কিন্তু একটু অভিনিবেশ-সহকারে বিচার করিলে, এ বাক্যের মধ্যেও যে এক সত্যতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। 'প্রাণিগণ দেবতাকে জীবিত রাখুক'—ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—'তাহারা সত্ত্বসমন্বিত সৎকর্ম্মপরায়ণ ও দেবতার প্রতি ভক্তিসমন্বিত হউক।' দেবতা বা দেবভাব—সৎকর্ম্মে অবস্থিত। সৎকর্ম্মসাধনে ভক্তি-সহযুত সৎকর্ম্মে, দেবভাবের পরিপুষ্টি এবং তাহাতেই দেবতার অবস্থিতি। মানুষ যদি সৎকর্ম্মশীল না হয়, মানুষ যদি দেবভাব-সঞ্চয়ে পরাঙ্মুখ থাকে, মানুষ যদি চিরদিন অজ্ঞানতামসে নিমগ্ন থাকিয়া বিপথে পরিচালিত হয়; তাহা হইলে সেখানে দেবতা বা দেবভাব জীবিত থাকে কি? সৎকর্ম্মসাধনে অনুপ্রাণিত না হইলে, মানুষের সৎকর্ম্মসাধন-প্রবৃত্তির অথবা সদ্ভাব-পোষণ-শক্তির স্ফূর্ত্তি হয় না। সে যে তিমিরি সেই তিমিরেই ডুবিয়া থাকে। তাই মন্ত্রে দেবতাকে জানান হইতেছে,—'হে দেব! আপনি এমনই করুন, যাহাতে বিশ্ববাসী সকলেই আপনাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে উদ্বোধিত হয়। তাহা হইলেই আপনি তাহাদের হৃদয়ে চিরজীবিত থাকিবেন। তাহারা যদি সে ভাবে অনুপ্রাণিত হয়, তবেই তাহারা আপনাকে জীবিত রাখিতে সমর্থ হইবে।' ষষ্ঠ মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি।

ঐ ষষ্ঠ মন্ত্রেরই প্রথম অংশে এই ভাব আরও একটু পরিস্ফুট হইয়াছে। যেমন বলা হইল, প্রজাগণ আপনাকে জীবিত রাখুক;' এই অংশে তেমনি জানান হইল,—'সে তো আপনারই অনুগ্রহ! আপনি তাহাদিগকে জীবিত করিলে তো তাহারা আপনাকে জীবিত রাখিতে সমর্থ হইবে!' তাই প্রার্থনা হইয়াছে,—'আপনি নিখিল প্রাণিগণকে জীবিত রাখুন।' কিরূপে? শুদ্ধসত্ত্বদানে—তাহাদের হৃদয়ে সদ্ভাব-সঞ্চারে। তাহারা তো মরিয়াই আছে! অজ্ঞানাবরণ তো তাহাদিগকে মৃতবৎ করিয়াই রাখিয়াছে! সুতরাং তাহারা যদি জীবন লাভ না করিল; তাহা হইলে আপনাকে তাহারা কিরূপে জীবিত করিবে? অচেতনে যে চেতনার লেশ মাত্র নাই! সে আবার অন্যের চৈতন্য-সম্পাদন করিবে কি প্রকারে? তুমি যদি দয়া করিয়া অজ্ঞানাবরণ অপসারিত না কর, তাহারা তোমায় হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না! তাহা হইলে, তাহারও যেমন জীবিত থাকিয়াও মৃত, তাহাদিগের মধ্যে তোমার অবস্থাও তদ্রূপ হইবে। তাই প্রার্থনা,—'জ্ঞানকিরণ-সাহায্যে, শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে, নিখিল প্রাণিগণ সৎপথে গমন করুক; তাহাদের অজ্ঞানতা-রূপ অন্ধকার অপসারিত হউক। তাহা হইলে, তাহারা নিজেরাও যেমন জীবিত হইবে, তোমাকেও সেইরূপ সঞ্জীবিত করিতে পারিবে।' ষষ্ঠ মন্ত্রের অংশদ্বয়ে এইরূপ পারস্পারিক সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। একের জীবনে অন্যের জীবনলাভ, একের মৃত্যুতে অপরের মৃত্যু—ইহার তাৎপর্য্য—সদ্ভাবাহরণে শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়েই ভগবৎপ্রাপ্তি, আর অসন্মার্গগমনে নিরয়কূপে নিমগ্ন হওয়াই মৃত্যু। এই বিষয়ই এস্থলে প্রখ্যাপিত।

অনুবাকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের বিশেষ মত-পার্থক্য ঘটে নাই। তবে দুই এক স্থলে দুই একটী শব্দের ব্যাখ্যায় ও ভাব-গ্রহণে কিঞ্চিৎ মতভেদ ঘটিয়াছে মাত্র। আমরা যে পন্থার অনুসরণে বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তৎসহ সামঞ্জস্য রক্ষা-কল্পেই সেই মত-বিরোধের সূচনা হইয়াছে। তাহাতে মন্ত্রের ভাবও

অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। কি কি বিষয়ে আমরা ভাষ্যকারের সহিত একমত হইতে পারি নাই, এবং সে মত-পার্থক্যে কি উচ্চভাব পরিব্যক্ত হইতেছে, পরবর্ত্তী আলোচনায় আমরা যথাক্রমে তাহা প্রদর্শন করিতেছি।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্র এক দিকে যেমন ভগবানের স্বরূপ ও গুণ প্রকাশক, অন্যদিকে তেমনি আত্মোদ্বোধক ও সঙ্কল্পমূলক। মন্ত্রদ্বয়ে ভগবানের এক একটী গুণ-বিশেষণের সহিত সাধকের হৃদয়ে এক এক প্রকার আত্মোদ্বোধনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। সাধনা-ক্ষেত্রে তিনি যেন ভগবানের গুণাংশ প্রাপ্ত হন—এখানে এই ভাবই পরিব্যক্ত দেখি।

ভগবান্ বিশেষণ-বিরহিত, তিনি নির্গুণ, তিনি গুণাতীত। তাঁহাতে পরস্পরবিরোধী নানা গুণ-বিশেষণের আরোপ নানা স্থানে দেখিতে পাই। মনে সংশয় হয়,—এ সকলের উদ্দেশ্য কি? কিন্তু একটু অভিনিবেশ-সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি,—এ সকল গুণ-বিশেষণেরও তাৎপর্য্য আছে। তাঁহার সন্নিকর্ষে পৌছিতে হইবে, তদ্ভাবে ভাবান্বিত হইতে হইবে, তদ্‌গুণে গুণান্বিত হইতে হইবে। তবে তো তাঁহার নিকট পৌছিতে পারিবে! যদি গুণের অধিকারী না হইলে, গুণাতীতে পৌছিবে কি প্রকারে? যদি কর্ম্মই না করিলে, কর্ম্মাতীতে উপনীত হইবে—কিসের সাহায্যে? তাঁহার কর্ম্ম দেখিয়া কর্ম্ম করিতে শিখ, তাঁহার গুণ-বিশেষণ দেখিয়া গুণ-বিশেষণের অধিকারী হও। তবে তো গুণময়ের সন্নিকর্ষ লাভ করিবে! তাই ভগবান বলিয়াছেন—"বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে। মামনুস্মরতশ্চিত্তং মষ্যেব প্রবিলীয়তে॥" অর্থাৎ,—বিষয়ের ধ্যান করিতে করিতে মানুষ বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়; আর ভগবানের অনুস্মরণ করিতে করিতে মানুষ ভগবানেই লীন হইয়া থাকে। জগদীশ্বরের যে রূপের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, পরমপিতার যে পুণ্যস্মৃতি অনুস্মরণ করিতে উপদেশ দেওয়া হয়, তাহার কারণ অন্য আর কিছুই নহে; তাহার উদ্দেশ্য,—তাঁহার সেই রূপ-গুণ স্মরণ করিতে করিতে, তদ্রূপে রূপান্বিত, তদ্‌গুণে গুণান্বিত, তদ্ভাবে ভাবান্বিত এবং তাঁহাতে লয়প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। এই উদ্দেশ্যেই মন্ত্রমধ্যে ভগবানের বিবিধ বিশেষণে প্রায়ই রূপহীনে রূপের ও গুণহীনে গুণের আরোপ দেখিতে পাই।

দ্বিতীয় মন্ত্রে প্রজ্ঞান-স্বরূপ ভগবানের যে কয়েকটী বিশেষণের সমাবেশ আছে, তদ্বিষয়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে যে ভাবের বিকাশ হইয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিতেছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—অরূপে রূপের, গুণাতীত নির্গুণে গুণের আরোপ, সে কেবল—তদ্রূপে রূপান্বিত, তদ্‌গুণে গুণান্বিত হইবার জন্য। উদ্দেশ্য,—সেই রূপ ভাবিতে ভাবিতে, সেই গুণ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে, জগদ্বাসী যদি তাঁহার অনুসরণ করিতে পারে। তদ্ভিন্ন, অরূপ যিনি—বিশ্বরূপ যিনি, তাঁহাতে কি কোনও রূপ-গুণ-উপাধির সমাবেশ চলিতে পারে?—না, সম্ভব হয়?

মন্ত্রে ভগবানকে 'অভিপ্রিয়ং' অর্থাৎ সকলের প্রীতির সামগ্রী; নিখিল বিশ্বের প্রীতি-স্থানীয় বা সকলের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন, বলা হইয়াছে। ভগবান যে সকলেরই প্রীতির সামগ্রী—তিনি যে সকলেরই প্রতি প্রীতিসম্পন্ন, তদ্বিষয় বিশেষভাবে বুঝাইতে হয় না। তবে, প্রশ্ন উঠিতে পারে,—বিশেষণ-বিরহিতের এরূপ বিশেষণের সার্থকতা কি? সে সার্থকতা এই যে,—যে গুণে তিনি সকলের প্রিয়, তুমিও সেই গুণে গুণান্বিত হইয়া বিশ্ববাসীর প্রীতির সামগ্রী

হও,—তুমিও তাঁহার ন্যায় বিশ্ব-প্রেমিক হইয়া, সকলের প্রীতি আকর্ষণ কর এবং সকলের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন হও। এইরূপ হইতে পারিলেই, তুমিও তাঁহার প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে। তখন তিনি স্বয়ংই তোমার প্রতি কৃপাপরবশ হইবেন। এইরূপ, মন্ত্রের প্রত্যেক বিশেষণেরই সার্থকতা আছে।

তৃতীয় মন্ত্রের অন্তর্গত 'হিরণ্যপাণিঃ' বিশেষণটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভাষ্যকার ঐ পদের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—'হিরণ্যং পাণৌ যস্য সৌবর্ণাভরণযুক্তো হস্তঃ' অর্থাৎ যাঁহার হস্তে সুবর্ণের আভরণ বা অলঙ্কার বিদ্যমান্। 'হিরণ্যপাণিঃ' পদের এ অর্থে ভগবানের কি গুণ-মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইল, তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না। যাহা হউক, আমরা পূর্ব্বাপর ভাব-সঙ্গতি-রক্ষায় ঐ পদে 'জ্ঞানপ্রদঃ, যদ্বা—'হিরণ্যবৎ জ্ঞানধনপ্রদানায় মুক্তহস্তঃ' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। উহাতে ভাব হয় এই যে,—তিনি যেমন শ্রেষ্ঠ ধনদানে মুক্তহস্ত, তিনি যেমন দাতৃত্বশক্তিসম্পন্ন, তুমিও সেইরূপ হও। 'নাস্তি দানং পরো ধর্ম্মঃ'—দানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কিছুই নাই। সুতরাং দানধর্ম্মাচরণে উদ্বুদ্ধ হও। দাতার শিরোমণি তিনি, শ্রেষ্ঠধনদাতা তিনি; তোমার সে দানধর্ম্মানুষ্ঠানে নিশ্চয়ই তিনি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন। পুনঃপুনঃই বলিয়া আসিতেছি, যিনি যে গুণে গুণবান্, তিনি সেই গুণেরই আদর করেন। বৈজ্ঞানিকের নিকট বিজ্ঞানবিদের আদর, যোদ্ধার নিকট যোদ্ধৃ-পুরুষের আদর, ধার্ম্মিকের নিকট ধর্ম্মপরায়ণের আদর ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এই দৃষ্টিতে দেখিলেই বুঝা যায়,—আমরা আমাদিগের দেবতাকে বা ভগবানকে যেমন রূপ-গুণ-বিশেষণে বিভূষিত করিব, আমাদিগেরও সেইরূপ রূপ-গুণ-বিশেষণ-প্রাপ্তির পক্ষে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কেন-না, তিনি যাহা, তিনি তাহারই আদর করেন। নচেৎ, সবিতা-দেবতা কি আর সুবর্ণ-বিতরণের জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়া আছেন? তাঁহার বিতরণীয় সুবর্ণ—কি ঐ ধাতব সুবর্ণ? কখনই নহে! সে সুবর্ণ—জ্ঞানরূপ সুবর্ণ। মূল্যবান সুবর্ণ ধাতু লাভ করিলে, মানুষ আনন্দিত হয়। অমূল্য জ্ঞান-রত্ন লাভ করিলে, তাহার সে আনন্দের অবধি থাকে না। ভগবানকে মানুষভাবে দেখিতে গেলে, তিনি মানুষভাবে প্রকটিত হইয়া তোমার প্রার্থিত সুবর্ণাদি-ধন দান করেন। কিন্তু তাঁহাকে যখন দেবরূপে দর্শনে সমর্থ হইবে, তখন তিনি জ্ঞান-রূপ অমূল্য রত্ন লইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইবেন। সংসার-সমুদ্র উত্তরণের পক্ষে জ্ঞানরূপ হিরণ্যেরই প্রয়োজন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রের আর দুইটী বিশেষণ-পদ আছে—'কবিক্রতুং' ও 'সুক্রতুঃ। উভয়ই একই ভাব প্রকাশ করে। ঐ দুই পদে ভগবানের শোভন-কর্ম্ম-সামর্থ্যের বিষয় প্রকাশ করিতেছে; অপিচ, তাঁহার প্রজ্ঞানস্বরূপত্বের বিষয়ও প্রখ্যাপিত হইতেছে। ভাষ্যকারের সহিত ঐ দুই পদের অর্থবিষয়ে আমাদিগের বিশেষ কোনও মতান্তর ঘটে নাই। জ্ঞান ভিন্ন কোনও কর্ম্ম বা অনুষ্ঠান সৎপথে নিয়োজিত হয় না। অজ্ঞান যে, সে সদসৎবিচারশূন্য হইয়া প্রায়ই বিপথে পরিচালিত হয়; সুতরাং প্রতি পদেই তাহার পদ-স্খলন হইয়া থাকে। জ্ঞান ভিন্ন কর্ম্ম সৎপথে পরিচালিত হয় না—সৎকর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্তিও জন্মে না। তাই পূর্ব্বোক্ত পদদ্বয়ের সার্থকতা। ভগবান প্রজ্ঞান-স্বরূপ—সৎকর্ম্ম-মণ্ডিত। সুতরাং বুঝিতে হইবে, এখানকার বিশেষণের উপদেশ এই যে, তুমিও জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হইয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান

কর। জ্ঞানমিশ্রিত সৎকর্ম্মেই ভগবান্ পরিতুষ্ট। তাই উপদেশ—তিনি যেমন প্রজ্ঞানস্বরূপ, সেইরূপ প্রজ্ঞানসম্পন্ন হও; তিনি যেমন সৎকর্ম্ম-মণ্ডিত, তুমিও তেমনই সৎকর্ম্মপর হও। হও—জ্ঞানবান্, হও—সৎকর্ম্মসাধক; সঞ্চয় কর—জ্ঞান-কিরণ, সম্পন্ন কর—সৎকর্ম্ম। তাহা হইলে প্রজ্ঞানরূপী সৎকর্ম্মমণ্ডিত ভগবানের করুণা-কণা-লাভে সমর্থ হইবে;—তাহাতে তোমার গতিমুক্তির পথ সুগম হইয়া আসিবে। আমাদের মনে হয়, ষষ্ঠ অনুবাকের মন্ত্র-সমূহে এই উচ্চ ভাবই প্রকটিত রহিয়াছে। (১অষ্টক—২প্রপাঠক—৬অনুবাক)।

—— ০ ——

সপ্তমঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। সপ্তমোঽনুবাকঃ।)

(১) সোমং তে ক্রীণাম্যূর্জ্জস্বন্তং পয়স্বন্তং বীর্য্যাবন্তমভিমাতিষাহং॥।

(২) শুক্রং তে শুক্রেণ ক্রীণামি চন্দ্রং

চন্দ্রেণামৃতমমৃতেন সম্যত্তে গোঃ।

(৩) অস্মে চন্দ্রাণি।

(৪) তপসস্তনূরসি প্রজাপতের্ব্বর্ণস্তস্যাস্তে সহস্রপোষং

পুষ্যন্ত্যাশ্চরমেণ পশুনা ক্রীণামি।

(৫) অস্মে তে বন্ধুর্ম্ময়ি তে রায়ঃ শ্রয়ন্তাম্। (৬) অস্মে জ্যোতিঃ।

(৭) সোমবিক্রয়িণি তমো।

(৮) মিত্রো ন এহি সুমিত্রধা ইন্দ্রস্যোরুমা বিশ

দক্ষিণমুশন্নুশন্তঁ স্যোনঃ স্যোনঁ।

(৯) স্বান ভ্রাজাঙ্ঘারে বম্ভারে হস্ত সুহস্ত কৃশানবেতে

বঃ সোমক্রয়ণাস্তান্রক্ষধ্বং মা বো দভন্॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) সোমম্। তে। ক্রীণামি। উর্জ্জস্বন্তম্। পয়স্বন্তম্। বীর্য্যাবন্তমিতি

বীর্য্য—বন্তম্। অভিমাতিষাহমিত্যভিমাতি—সাহম্।

(২) শুক্রম্। তে। শুক্রেণ। ক্রীণামি। চন্দ্রম্। চন্দ্রেণ।

অমৃতম্। অমৃতেন। সম্যৎ। তে। গোঃ।

(৩) অস্মে ইতি। চন্দ্রাণি।

(৪) তপসঃ। তনূঃ। অসি। প্রজাপতেরিতি প্রজা—পতেঃ। বর্ণঃ। তস্যাঃ। তে।

সহস্রপোষমিতি সহস্র—পোষম্। পুষ্যন্ত্যাঃ। চরমেণ। পশুনা। ক্রীণামি।

(৫) অগ্নে ইতি। তে। বন্ধুঃ। ময়ি। তে। রায়ঃ। শ্রয়ন্তাম্।

(৬) অগ্নে ইতি। জ্যোতিঃ। (৭) সোমবিক্রয়িণীতি সোম—বিক্রয়িণি। তমঃ।

(৮) মিত্রঃ। নঃ। এতি। ইহি। সুমিত্রধা ইতি সুমিত্র—ধাঃ। ইন্দ্রস্য।

উরুম্। এতি। বিশ। দক্ষিণম্। উশন্। উশন্তম্। স্যোনঃ। স্যোনম্।

(৯) স্বান। ভ্রাজ। অঙ্ঘারে। বম্ভারে। হস্ত। সুহস্তেতি সু—হস্ত।

কৃশানবিতি কৃশ—অনো। এতে। বঃ। সোমক্রয়ণা ইতি সোম—ক্রয়ণাঃ।

তান্। রক্ষধ্বম্। মা। বঃ। দভন্॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। (ক) হে মম মনঃ (আত্মসম্বোধন)! 'তে' (তব কল্যাণায়) 'উর্জ্জস্বন্তং' (বলপ্রাণ-প্রদং) 'পয়স্বন্তং' (জ্ঞানদায়কং, অমৃতপ্রদং ইতি ভাবঃ) 'বীর্যবন্তং' (কর্ম্মশক্তিদায়কং) 'অভিমাতিষাহং' (পাপরূপস্য বৈরিণঃ হন্তারং, অন্তঃশত্রুনাশকং ইতি ভাবঃ) 'সোমং' (শুদ্ধ-সত্ত্বং) 'ক্রীণামি' (ক্রীতং করোমি, হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামি ইতি ভাবঃ)।

(খ) হে মম মনঃ! 'তে' (তব কল্যাণায়) 'শুক্রং' (তেজঃস্বরূপং জ্যোতির্ম্ময়ং সৎ-স্বরূপং বা শুদ্ধসত্ত্বং ইতি ভাবঃ) 'শুক্রেণ' (তেজসা, জ্ঞানেন, যদ্বা—শুদ্ধসত্ত্বেন সত্যেন বা) 'ক্রীণামি' (হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামি ইতি ভাবঃ)। 'চন্দ্রং' (আহ্লাদকং, পরমানন্দদায়কং, কমনীয়ং বা শুদ্ধসত্ত্বং ইত্যর্থঃ) 'চন্দ্রেণ' (কমনীয়েন শুদ্ধসত্ত্বেন, যদ্বা—পরমানন্দদায়কেন ভক্তিপ্রবাহেণ ইতি ভাবঃ) ক্রীণামি—হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামি ইতি শেষঃ। তথা, 'অমৃতং' (অক্ষরং, ক্ষয়রহিতং শুদ্ধসত্ত্বং) 'অমৃতেন' (ক্ষয়রহিতেন সৎকর্ম্মপ্রভাবেন ভক্তিপ্রভাবেন চ ইতি ভাবঃ) ক্রীণামি—হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামি ইতি শেষঃ। সঙ্কল্পমূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। অক্ষরমব্যয়ং তং ভগবন্তং জ্ঞানভক্তিবিমিশ্রেণ শুদ্ধসত্ত্বেন সৎকর্ম্মণা চ প্রাপ্তব্যং। অতঃ তদনুগ্রহলাভায় শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ং সৎকর্ম্মানুষ্ঠানঞ্চ কর্ত্তব্যং ইতি ভাবঃ।

(গ) হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ দেব! 'তে' (তব সম্বন্ধি) 'গোঃ' (গৌ, যৎ জ্ঞানং) তৎ 'সম্যৎ' (উপাসকে, প্রার্থনাকারিণে ময়ি ইতি ভাবঃ তিষ্ঠতু ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—হে দেব! ত্বং হি প্রজ্ঞানাধারঃ। কৃপয়া তব অনন্তজ্ঞানস্য কণামাত্রমপি অস্মান্ প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ।

২। হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ দেব! 'অস্মে' (অস্মাসু) 'চন্দ্রাণি, (পরমানন্দদায়কানি শুদ্ধসত্ত্বাদীনি) তিষ্ঠতু ইত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ—হে দেব! ত্বং হি সদ্ভাবাধারঃ; যে সদ্ভাবাঃ ত্বয়ি বর্ত্তন্তে তেষাং কিঞ্চিদপি অস্মান্ প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ।

৩। (ক) হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'তপসঃ' (সৎকর্ম্মণঃ, যদ্বা—সৎকর্ম্মপরায়ণস্য জনস্য ইত্যর্থঃ) 'তনূঃ' (আধাররূপঃ শরীরঃ, যদ্বা—শরীরবৎ অঙ্গী প্রধানস্থানীয়ঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। অয়ং ভাবঃ—তপসা সৎকর্ম্মপ্রভাবেণ চ শুদ্ধসত্ত্বঃ প্রজায়তে।

(খ) অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং প্রজাপতেঃ (ভগবতঃ) 'বর্ণঃ' (আধাররূপঃ, অঙ্গীভূতঃ) ভবসি ইতি শেষঃ। শুদ্ধসত্ত্বেন সহ ভগবান চিরাবস্থিতঃ ইতি ভাবঃ।

(গ) 'তস্যা' (তথাবিধস্য) 'তে' (তব প্রসাদাৎ ইতি ভাবঃ) 'সহস্রপোষং' (সর্ব্বেষাং পালনকার্য্যৈঃ) 'পুষন্ত্যাঃ' (পুষ্টঃ সন্) 'চরমেণ' (উত্তমেন, শ্রেষ্ঠেন) 'পশুনা' (দর্শনেন, জ্ঞানেন ইতি ভাবঃ) 'ক্রীণামি' (ত্বাং অধিকরোমি ইত্যর্থঃ) অহমিতি শেষঃ। শ্রেষ্ঠজ্ঞানপ্রভাবেন শুদ্ধসত্ত্বং অধিগন্তব্যং। তেন যথা বিশ্ববাসিনাং পুষ্টিঃ সাধিতঃ ভবতি তদহং করবাণি ইত্যেবং সঙ্কল্পঃ। জনহিতসাধনং মম জীবনব্রতং ভবতু—ইতি ভাবঃ।

অথবা,

হে শুদ্ধসত্ত্ব! যতঃ ত্বাং 'চরমেন' (শ্রেষ্ঠেণ, উত্তমেন) 'পশুনা' (দর্শনেন, জ্ঞানেন ইত্যর্থঃ) 'ক্রীণামি' (অধিকরোমি); অতঃ 'তস্যাঃ' (তথাবিধস্য) 'তে' (তব প্রসাদাৎ) 'সহস্রপোষং' (সর্ব্বেষাং পালনকার্য্যৈঃ) 'পুষেয়ং' (পুষ্টঃ ভূয়াসং—অহমিতি শেষঃ)।

(ঘ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'তে' (তব) 'বন্ধুঃ' (মিত্রস্বরূপঃ ভগবান্) 'অস্মে' (অস্মাসু) ক্রীড়াপরঃ ভবতু। ত্বয়া সহ অস্মাকং হৃদি বিরাজমানঃ ভবতু ইতি ভাবঃ।

(ঙ) তথা সতি হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'তে' (তব-সম্বন্ধি) 'রায়ঃ' (পরমার্থরূপাণি ধনানি) 'মে' (মহ্যং) 'শ্রয়ন্তাং' (প্রযচ্ছন্তাং)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন বয়ং মোক্ষধনং প্রাপ্নুয়াম ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ।

৪। শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ হে দেব! ত্বং 'অস্মে' (অস্মাসু) 'জ্যোতিঃ' (জ্ঞানজ্যোতিঃ ইত্যর্থঃ) বিচ্ছুরয় ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলক।

৫। অপিচ, 'সোমবিক্রয়িণি' (সদ্ভাবপ্রতিবন্ধকেষু শত্রুষু ইতি ভাবঃ) 'তমঃ' (অজ্ঞানান্ধকারং) বিস্তারয় ত্বমিতি শেষঃ। অন্ধকারেণ তান্ আবরয় বিনাশয় চ ইতি ভাবঃ।

৬। (ক) হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্। ত্বং 'সুমিত্রধঃ' (শোভনমিত্রঃ, শ্রেষ্ঠঃ সুহৃৎ) ভবসি ইতি শেষঃ। 'মিত্রো ন' (মিত্রভূতঃ সহায়কঃ ইব) অথবা মিত্রঃ (মিত্রভূতঃ জ্ঞানজ্যোতিরূপস্ত্বং) 'নঃ' (অস্মান্ প্রতি, যদ্বা—অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'এহি' (আগচ্ছ, অধিতিষ্ঠ ইত্যর্থঃ, যদ্বা—অস্মান্ দীপয় জ্ঞানজ্যোতিভিঃ ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। ময়ি শুদ্ধসত্ত্বঃ অবিচলিতঃ ভবতু ইত্যেবং প্রার্থনা অত্র বর্ত্ততে।

(খ) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! 'উশন' (ভগবন্তং কাময়মানঃ, যদ্বা—ভগবতঃ প্রীতি-হেতবঃ) 'স্যোনঃ' (সুখহেতুভূতঃ, পরমসুখনিদানঃ) ত্বং 'ইন্দ্রস্য' (ভগবতঃ—অঙ্গীভূতস্য ইতি ভাবঃ) 'শন্তং' (সুখস্বরূপং) 'স্যোনং' (পরমানন্দপ্রদং) 'দক্ষিণং' (বিশ্বস্য আধাররূপং) 'উরুং' (অনন্তং সত্ত্বসমুদ্রং ইতি ভাবঃ) 'আবিশ' (প্রবিশ, আশ্রয়ং কুরু, সম্মিলিতঃ ভব ইত্যর্থঃ)। আত্মোদ্বোধনমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। আত্মসম্মিলনায় প্রার্থিনঃ কামনা অত্র সংসূচয়তে। ময়ি শুদ্ধসত্ত্বেন সহ ভগবতঃ সম্মিলনং ভবতু ইতোবং আকাঙ্ক্ষা অস্মিন্ মন্ত্রাংশে বর্ত্ততে।

৭। 'স্বান' (হে নাদরূপ!) 'ভ্রাজ' (হে দীপ্তিমান্ স্বপ্রকাশ!) 'অঙ্ঘারে' (হে পাপহারক!) বম্ভারে' (হে বিশ্বপালক!) 'হস্ত' (হে সদানন্দরূপ!) 'সুহস্ত' (হে শোভন-কর্ম্মকারিন্, সর্ব্বস্য পোষক ধারক বা!) 'কৃশানো' (হে সর্ব্বেষাং জীবনস্বরূপ!) হে সপ্ত-দেবাঃ! 'বঃ' (যূয়ং) 'এতে' (পুরতঃ বর্ত্তমানাঃ, যদ্বা—অস্মিন্ হৃদি প্রতিষ্ঠিতাঃ) 'সোম-ক্রয়াণাঃ' (শুদ্ধসত্ত্বং ধারয়িতুঃ উদ্বোধিতাঃ ইতি ভাবঃ) 'তান্' (সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যান্ সদ্ভাবাদীন্ ইত্যর্থঃ) 'রক্ষধ্বং' (পোষয়ন্তাং) অপিচ, 'বঃ' (যূয়ং) 'মা দভন্' (মা হিংসিষ্ঠ, যদ্বা—অস্মান্ সৎসম্বন্ধচ্যুতান্ মা কুরুধ্বং, যদ্বা—অস্মান্ পরিত্যজ্য মা গচ্ছধ্বং); অথবা 'বঃ' (যুষ্মান্) 'মা দভন্' (মা হিংসিষত—বৈরিণঃ ইতি যাবৎ; হে দেবাঃ! এবং কুরুত যেন অস্মাকং রিপুশত্রবঃ যুষ্মান্ হৃদয়াৎ অপসারয়িতুং ন শক্নুবন্তি ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। হে দেবাঃ! এবং বিদধ্বং যেন ময়ি সৎকর্ম্মসামর্থ্যাঃ সদ্ভাবাদয়শ্চ অবিচলিতাঃ তিষ্ঠন্তু। তেনাহং ভগবন্তং প্রাপ্নোমীতি ভাবঃ)। (১অষ্টক—২প্রপাঠক—৭অনুবাক)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। (ক) হে আমার মন (আত্মসম্বোধন)! তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত বলপ্রাণপ্রদ, জ্ঞানদায়ক অর্থাৎ অমৃতপ্রদ, কর্ম্মশক্তিদায়ক এবং পাপরূপ অন্তঃশত্রুর হন্তারক শুদ্ধসত্ত্বকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি।

(খ) হে আমার মন! তোমার কল্যাণের নিমিত্ত তেজঃস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় অথবা সৎস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বকে তেজের বা জ্ঞানের সাহায্যে অথবা শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি; পরমানন্দদায়ক বা কমনীয় শুদ্ধ-সত্ত্বকে কমনীয় শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা অর্থাৎ পরমানন্দদায়ক ভক্তি-প্রবাহের দ্বারা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি; অপিচ, অক্ষর ক্ষয়রহিত শুদ্ধসত্ত্বকে ক্ষয়রহিত সৎকর্ম্মপ্রভাবে বা ভক্তিপ্রভাবে ক্রয় করি অর্থাৎ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক এবং আত্মোদ্বোধনাসূচক। ভাব এই যে,—অক্ষর অব্যয় সেই ভগবানকে জ্ঞানভক্তিবিমিশ্র শুদ্ধসত্ত্বের বা সৎকর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব সেই শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয় এবং সৎকর্ম্মানুষ্ঠান একান্ত কর্ত্তব্য)।

(গ) হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ দেব! আপনার সম্বন্ধি যে জ্ঞান সেই জ্ঞান আমাতে অবস্থিত হউক। (ভাব এই যে,—হে দেব! আপনি প্রজ্ঞানাধার। কৃপাপূর্ব্বক আপনার অনন্ত প্রজ্ঞানের কণামাত্রও আমাদিগকে প্রদান করুন)।

২। শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ হে দেব! (আপনার সম্বন্ধি) পরমানন্দদায়ক সদ্ভাবসমূহ আমাদিগের মধ্যে অবস্থিত হউক। (ভাব এই যে—হে দেব! আপনি সদ্ভাবের আধার! আপনাতে যে সকল সদ্ভাব বিদ্যমান আছে, তাহাদিগের কিঞ্চিৎ আমাদিগকে প্রদান করুন)।

৩। (ক) হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি সৎকর্ম্মের অথবা সৎকর্ম্মপরায়ণ জনের আধাররূপ অথবা শরীরবৎ অঙ্গী অর্থাৎ প্রধানস্থানীয় হয়েন। (ভাব এই যে—তপঃপ্রভাবে সৎকর্ম্মের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হয়)।

(খ) অপিচ হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি ভগবানের আধার স্বরূপ অথবা শরীরবৎ অঙ্গীভূত হয়েন। ভাব এই যে—ভগবান শুদ্ধসত্ত্বে চির অবস্থিত)।

(গ) তথাবিধ অপনার প্রসাদে সংসারের লোকসকলের পালন কার্য্যের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ লোকপালক হইয়া শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের দ্বারা যেন আপনাকে অধিগত করিতে পারি। (ভাব এই যে,—শ্রেষ্ঠ-জ্ঞানের দ্বারাই শুদ্ধসত্ত্ব অধিগত হয়। তদ্দ্বারা যাহাতে বিশ্ববাসিগণের পরিপুষ্টি সাধিত হয়, আমি তাহাই করিব; অর্থাৎ জনহিতসাধন যেন আমার জীবনের একমাত্র ব্রত মধ্যে গণ্য হয়)।

অথবা,

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি বহু আয়াসে অধিগত হয়েন; আপনার সাহায্যে আমি সংসারের লোকসকলের পালন-কার্য্যে যেন পরিপুষ্ট অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ লোকপালক হইতে পারি।

(ঘ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনার মিত্রস্বরূপ সেই ভগবান আমাদিগের মধ্যে ক্রীড়াপর হউন; অর্থাৎ,—আপনার সহিত আমাদিগের মধ্যে আসিয়া বিরাজমান রহুন।

(ঙ) তাহা হইলে, হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনার সম্বন্ধি অর্থাৎ আপনাতে যে পরমার্থরূপ ধন আছে, তাহা আমাকে প্রদান করুন। মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে আমরা যেন মোক্ষধন প্রাপ্ত হই)।

৬। হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্! আপনি আমাদিগের মধ্যে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরণ করুন।

৭। অপিচ, সদ্ভাবপ্রতিবন্ধক শত্রুগণের মধ্যে অজ্ঞানান্ধকার বিস্তার করুন; অর্থাৎ অন্ধকারে আবৃত করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করুন।

৮। (ক) হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্! আপনি সুমিত্র অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সুহৃৎ হয়েন। মিত্রভূত সহায়ক-রূপে আপনি আগমন করুন; অথবা জ্ঞানজ্যোতিঃ রূপে আপনি আগমন করুন; অথবা জ্ঞানজ্যোতীরূপে আপনি আমাদিগের প্রতি অর্থাৎ আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুন অর্থাৎ জ্ঞানজ্যোতিঃ দ্বারা আমাদিগের হৃদয় আলোকিত করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনা— আমাতে শুদ্ধসত্ত্ব অবিচলিত হউক)।

(খ) হে হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! ভগবানের কামনাপরায়ণ অথবা ভগবানের প্রীতিপ্রদ সুখহেতুভূত অর্থাৎ পরমসুখনিদান তুমি, ভগবানের অঙ্গীভূত সুখ-স্বরূপ পরমানন্দপ্রদ বিশ্বের আধারস্বরূপ অনন্তসত্ত্ব-সমুদ্রে প্রবেশ কর, অর্থাৎ অনন্তসত্ত্ব-সমুদ্রে মিশিয়া যাও। (মন্ত্রে প্রার্থনাকারীর আত্ম-সম্মিলনের কামনা সূচিত হইতেছে। ভাব এই যে,—আমাতে শুদ্ধসত্ত্বের সহিত ভগবানের সম্মিলন ঘটুক)।

৯। হে নাদরূপ! হে দীপ্তিমান্ স্বপ্রকাশ! হে পাপহারক! হে বিশ্ব-পালক! হে সদানন্দরূপ! হে সকলের পোষক! হে সকলের জীবন অথবা আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন জনের প্রাণস্বরূপ! হে আপনারা সপ্তদেবগণ! আপনারা সম্মুখে বর্ত্তমান অর্থাৎ আমাদিগের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত, সোমক্রয় জন্য আনীত অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব-ধারণে উদ্বোধিত, সৎকর্ম্মসামর্থ্যকে বা সদ্ভাবাদিকে পোষণ করুন (রক্ষা করুন); অপিচ, আপনারা আমাদিগকে হিংসা করিবেন না অর্থাৎ আমাদিগকে সৎসম্বন্ধচ্যুত করিবেন না, অথবা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন না। অথবা শত্রুগণ যেন আপনাদিগকে হিংসা না করে, অর্থাৎ হে দেবগণ! আপনারা এমন করুন,—আমাদিগের হৃদয়ের অন্তঃ-শত্রুগণ যেন আমাদিগের হৃদয় হইতে আপনাদিগকে অপসারিত করিতে সমর্থ না হয়। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনা এই যে,—হে দেবগণ! আপনারা এমন করুন, যেন আমাতে সৎকর্ম্ম সামর্থ্য সকল এবং সদ্ভাব-

সমূহ অবিচলিত থাকে; তাহাতেই আমি শুদ্ধসত্ত্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হইব। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৭ অনুবাক)॥

* * *

মন্ত্র-ভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

ষষ্ঠেঽনুবাকে ক্রয়ায় সোমস্যোন্মানমুক্তং। সপ্তমে লব্ধাবসরঃ ক্রয়োঽভিধীয়তে।

১। "সোমং তে ক্রীণাম্যূর্জ্জস্বন্তং পয়স্বন্তং বীর্য্যাবন্তমভিমাতিষাহ৺।" ২। শুক্রং তে শুক্রেণ ক্রীণামি চন্দ্রং চন্দ্রেণামৃতমমৃতেন সম্যত্তে গোঃ।"—বৌধায়নঃ—"অথৈনং সংহিরণ্যেন পণতে সোমং তে ক্রীণাম্যূর্জ্জস্বন্তং পয়স্বন্তং বীর্য্যাবন্তমভিমাতিষাহ৺ শুক্রং তে শুক্রেণ ক্রীণামি চন্দ্রং চন্দ্রেণামৃতমমৃতেন সম্যত্তে গোরিতি" ইতি। আপস্তম্বো মন্ত্রভেদমাহ—"সোমবিক্রয়িণে রাজানং প্রদায় পণতে সোমবিক্রয়িন্ ক্রয়ন্তে সোমা৩ ইতি ক্রয্য ইতীতরঃ প্রত্যাহ সোমং তে ক্রীণাম্যূর্জ্জস্বন্তমিত্যুক্ত্বা-কলয়া তে ক্রীণানীত্যেবমাহ ভূয়ো বা অতঃ সোমো রাজার্হতীতি সর্ব্বেষু পণনেষু সোমবিক্রয়ী প্রত্যাহ সম্পদো গবা তে ক্রীণানীত্যন্ততঃ শুক্রং তে শুক্রেণ ক্রীণামীতি জপিত্বা হিরণ্যেন ক্রীণাতি" ইতি। হে সোমবিক্রয়িন্নহং ত্বদীয়ং সোমং ক্রীণামি। কীদৃশং। উর্জ্জস্বন্তং শারীরবলপ্রদং, পয়স্বন্তং প্রভূতরসোপেতং, বীর্য্যাবন্তমিন্দ্রিয়পাটবহেতুং। অভিমাতিষাহং পাপরূপস্য বৈরিণো হন্তারং। শুক্রচন্দ্রামৃতশব্দৈরভিধেয়াস্তেজঃসুখাবিনাশাত্ত্বদীয়সোমেঽস্মদীয়হিরণ্যে চ সমাঃ। অতো হিরণ্যেন সোমং ক্রীণামি। ন কেবলং হিরণ্যং তুভ্যং দীয়তে কিন্তু সমীচীনং গোরেকহায়নীস্বরূপমপি পূর্ব্বং দত্তং তস্মাত্তব হিরণ্যলাভোঽধিকঃ॥

৩। "অস্মে চন্দ্রাণি।"—কল্প—"অস্মে চন্দ্রাণীতি সোমবিক্রয়িণো হিরণ্যমপাদত্তে" ইতি। অস্মাস্বেব হিরণ্যানি চন্দ্রাণি তিষ্ঠন্তু। বহুবচনং ব্যত্যয়েন দ্রষ্টব্যং॥

৪-৫। "তপসস্তনূরসি প্রজাপতের্ব্বর্ণস্তস্যাস্তে সহস্রপোষং পুষ্যন্ত্যাশ্চরমেণ পশুনা ক্রীণাম্যস্মে তে বন্ধুর্ম্ময়ি তে রায়ঃ শ্রয়ন্তাম্।"—বৌধায়নঃ—"অথৈনং প্রাচীনগ্রীবয়াঽজয়া পণতে তপসস্তনূরসি প্রজাপতের্ব্বর্ণস্তস্যাস্তে সহস্রপোষং পুষ্যন্ত্যাশ্চরমেণ পশুনা ক্রীণামীতি অস্মে তে বন্ধুরিতি যজমানমীক্ষতে ময়ি তে রায়ঃ শ্রয়ন্তামিত্যাত্মানং" ইতি। আপস্তম্বস্ত্বেকমন্ত্রতামাহ—"তপসস্তনূরসীতি জপিত্বাঽজয়া ক্রীণামি" ইতি। হেঽজে ত্বং তপসঃ পুণ্যস্য শরীরমসি। যজ্ঞনিষ্পাদকস্য সোমস্য দ্যুলোকে ত্বয়ৈবাবরুদ্ধত্বাৎ। বর্ণ্যত ইতি বর্ণো দেহঃ প্রজাপতের্ব্বর্ণোঽসি প্রজাপতিবৎ সর্ব্বদেবাত্মকত্বাৎ। তচ্চোপানুবাক্যকাণ্ড আম্নাতং—"সা বা এষা সর্ব্বদেবত্যা যদজা" ইতি। কিং চ ত্বমপত্যপরম্পরয়া সহস্রসংখ্যাতং পুষ্যসি। তাদৃশ্যাস্তব সম্বন্ধিনা চরমেণ সহস্রতমেন পশুনা সোমং ক্রীণামি ন তু ত্বয়া। অহং তব বন্ধুস্ত্বৎসম্পাদিতস্য সোমস্য কর্ম্মণি প্রবৃত্তত্বান্ময়ি ত্বদীয়াস্ত্বপত্যরূপাণি ধনান্যবতিষ্ঠন্তাং॥ মন্ত্রান্ব্যাচিখ্যাসুরাদাবনভিমতং নিরাকৃত্য স্বাভিমতং পণনমন্ত্রমুৎপাদ্য বিনিযুঙ্‌ক্তে—"যৎকলয়া তে শফেন তে ক্রীণানীতি পণেতাগোঅর্ঘ৺ সোমং কুর্য্যাদগোঅর্ঘং যজমানমগোঅর্ঘমধ্বর্য্যুং গোস্তু মহিমানং নাব তিরেদ্গবা তে ক্রীণানীত্যেব ব্রূয়াদ্গোঅর্ঘমেব সোমং করোতি গোঅর্ঘং যজমানং গোঅর্ঘমধ্বর্য্যুং ন

গোর্ম্মহিমানমব তিরতি" (সং০ কা০৬ প্র০১ অ০ ০) কলাঽহ্লাদপ্যল্লো যঃ কোঽপ্যবয়বলেশঃ। কলয়া শফেন বা পণেন দোষত্রয়ং স্যাৎ। সোমো গোরূপং মূল্যং নার্হতি। যজমানস্তদ্দাতুং ন শক্নোতি। অধ্বর্য্যুশ্চ ন দাপয়তীত্যেবং সোমযজমানাধ্বর্য্যবো গোঅর্ঘরহিতা ইতি দোষত্রয়ং। কিং চ সোমো গোমূল্য ইত্যুক্তে গোর্ম্মহিমাঽধিকো ভবেৎ। তং নাবজানীয়াৎ। পরমতে ত্বসাববজ্ঞাতো ভবেৎ। গবা তে ক্রীণানীত্যনেন মন্ত্রেণ সর্ব্বং সমাহিতং ভবতি॥ যথেয়ং সোমক্রয়ণী গৌস্তথৈবাজাদীনি নব দ্রব্যাণি ক্রয়সাধনানি ক্রমেণ বিধত্তে—"অজয়া ক্রীণাতি সতপসমেবৈনং ক্রীণাতি হিরণ্যেন ক্রীণাতি সশুক্রমেবৈনং ক্রীণাতি ধেন্বা ক্রীণাতি সাশিরমেবৈনং ক্রীণাত্যৃষভেণ ক্রীণাতি সেন্দ্রমেবৈনং ক্রীণাত্যনডুহা ক্রীণাতি বহ্নির্ব্বা অনড্বান্বহ্নিনৈব বহ্নি যজ্ঞস্য ক্রীণাতি মিথুনাভ্যাং ক্রীণাতি মিথুনস্যাবরুদ্ধ্যৈ বাসসা ক্রীণাতি সর্ব্বদেবত্যং বৈ বাসঃ সর্ব্বাভ্য এবৈনং দেবতাভ্যঃ ক্রীণাতি দশ সম্পদ্যন্তে দশাক্ষরা বিরাডন্নং বিরাড্বিরাজৈবান্নাদ্যমব রুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১০) ইতি।

তপসস্তনূরসীত্যুক্তত্বাদজয়া ক্রীতস্য সোমস্য সতপস্ত্বং। এবমুত্তরত্রাপি যোজ্যং। সাশিরং দধ্যাদিগোরসোপেতং, সেন্দ্রমিন্দ্রিয়বর্দ্ধকং, বহ্নির্ব্বাহকঃ, যজ্ঞস্য বহ্নি যজ্ঞনির্ব্বাহকং সোমং। মিথুনাভ্যাং বৎসতরো বৎসতরী চেত্যেতাভ্যাং মিথুনাবয়বাভ্যাং ধেনোঃ সবৎসায়া বিবক্ষিতত্বাদ্দশদ্রব্যসম্পত্তিঃ॥ মন্ত্রত্রয়ং স্পষ্টার্থত্ববুদ্ধ্যোপেক্ষ্য চতুর্থমন্ত্রস্যাভিপ্রায়মাহ—"তপসস্তনূরসি প্রজাপতের্ব্বর্ণ ইত্যাহ পশুভ্য এব তদধ্বর্য্যুর্নিহ্নুত আত্মনোঽনাব্রস্কায়" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১০) ইতি। তত্তেন মন্ত্রপাঠেন পশুভ্যোঽজাপ্রভৃতীন্নিহ্নুতেঽপলপতি। ন হ্যজা পরমার্থতস্তপসস্তনূর্ভবতি, নাপি প্রজাপতের্ব্বর্ণো রূপং। তেনাপলাপেনাজোপচরিতা ভবতি। স চোপচারঃ স্বস্যাপরাধরাহিত্যায় ক্রিয়তে॥ পশূপচারবেদনং প্রশংসতি—"গচ্ছতি শ্রিয়ং প্র পশূনাপ্নোতি য এবং বেদ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১০) ইতি। দত্তস্য হিরণ্যস্য পুনরাদানং বিধিৎসুর্হিরণ্যপ্রকাশকং দ্বিতীয়মন্ত্রং স্পষ্টার্থমপি পুনরনুসন্ধত্তে—"শুক্রং তে শুক্রেণ ক্রীণামীত্যাহ যথাযজুরেবৈতৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১০) ইতি॥ পুনরাদানং বিধত্তে—"দেবা বৈ যেন হিরণ্যেন সোমমক্রীণন্তদভীষহা পুনরাঽদদত কো হি তেজসা বিক্রেষ্যত ইতি যেন হিরণ্যেন সোমং ক্রীণীয়াত্তদভীষহা পুনরা দদীত তেজ এবাঽঽত্মন্ধত্তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১০) ইতি। অভীষহা বলাৎকারেণ। কো হীত্যাদির্দ্দেবাভিপ্রায়ঃ॥

৬। "অস্মে জ্যোতিঃ।"—কল্পঃ—"অস্মে জ্যোতিরিতি শুক্লামূর্ণাস্তুকাং যজমানায় প্রযচ্ছতি তাং কালে দশাপবিত্রস্য নাভিং কুরুতে" ইতি। অবিলোমভির্নির্ম্মিতস্তন্তরূর্ণাস্তুকা। সা চ শুক্লা জ্যোতিঃস্বরূপা তজ্জ্যোতিরস্মাস্ববতিষ্ঠতাং॥

৭। "সোমবিক্রয়িণি তমঃ।"—কল্পঃ—"কৃষ্ণামূর্ণাস্তুকামদ্ভিঃ ক্লেদয়িত্বেদমহ৺ সর্পাণাং দন্দশূকানাং গ্রীবা উপগ্রন্থামীত্যুপগ্রথ্য সোমবিক্রয়িণং বিধ্যতি সোমবিক্রয়িণি তম ইতি" ইতি॥

মন্ত্রদ্বয়ং ব্যাচষ্টে—"অস্মে জ্যোতিঃ সোমবিক্রয়িণি তম ইত্যাহ জ্যোতিরেব যজমানে দধাতি তমসা সোমবিক্রয়িণমর্পয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১০) ইতি॥ বিপক্ষে বাধপুরঃসরং গ্রথনমন্ত্রমুৎপাদয়তি—"যদনুপগ্রথ্য হন্যাদ্দন্দশূকাস্তা৺ সমা৺ সর্পাঃ স্যুরিদমহ৺ সর্পাণাং

দন্দশূকানাং গ্রীবা উপ গ্রথ্নামীত্যাহাদন্দশূকাস্তা৺ সমা৺ সর্পা ভবন্তি তমসা সোমবিক্রয়িণং বিধ্যতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১০) ইতি। কৃষ্ণয়া বিধ্যেৎ। তাং সমাং তং সংবৎসরং কৃৎস্নং। ইদমহমিত্যাদিমন্ত্রেণ সর্পদংশস্য পরিহারঃ॥

৮। "মিত্রো ন এহি সুমিত্রধা ইন্দ্রস্যোরুমা বিশ দক্ষিণমুশন্নুশন্ত৺ স্যোনঃ স্যোনম্।"—কল্পঃ—"কৌৎসাদ্রাজানমাদত্তে মিত্রো ন এহি সুমিত্রধা ইতি তং যজমানস্যোরৌ দক্ষিণত আসাদয়তি ইন্দ্রস্যোরুমাবিশ দক্ষিণমুশন্নুশন্ত৺ স্যোনঃ স্যোনমিতি" ইতি। শোভনং মিত্রং সোমরূপং যস্য যজমানস্য স যজমানঃ সুমিত্রস্তং দধাতি পোষয়তীতি সুমিত্রধাঃ। হে সোম সুমিত্রধাস্ত্বমস্মাকং মিত্রঃ প্রিয়ো ভূত্বা সমাগচ্ছ। হে সোম, ইন্দ্রস্য যজমানস্য দক্ষিণমূরুমাবিশ। কীদৃশং, উশন্তং কাময়মানং স্যোনং সুখকরং। ত্বমপি তাদৃশঃ॥

৯। "স্বান ভ্রাজাঙ্ঘারে বম্ভারে হস্ত সুহস্ত কৃশানবেতে বঃ সোমক্রয়ণাস্তান্ রক্ষধ্বং মা বো দভন্॥"—কল্পঃ—"অথ সোমক্রয়ণাননুদিশতি স্বান ভ্রাজাঙ্ঘারে বম্ভারে হস্ত সুহস্ত কৃশানবেতে বঃ সোমক্রয়ণাস্তান্রক্ষধ্বং মা বো দভন্নিতি" ইতি। স্বানাদয়ঃ সোমরক্ষকাঃ। সোমঃ ক্রীয়তে যৈর্গবাদিভিস্তে সোমক্রয়ণাঃ। হে স্বানাদয়স্তান্ সোমক্রয়ণান্ পালয়ত। কেঽপি বৈরিণো যুষ্মান্মা হিংসিষত। অত্র মূল্যভূতান্ সোমক্রয়ণাননুদিশ্য পশ্চাৎসোমস্বীকারো যুক্তঃ। অতোঽর্থক্রমেণ মিত্রো নঃ ইন্দ্রস্যোরুমিতি মন্ত্রদ্বয়মুপরিষ্টাদ্ব্যাখ্যাস্যতে॥ ইমং মন্ত্রং ব্যাচষ্টে—"স্বান ভ্রাজেত্যাহৈতে বা অমুষ্মিল্লোঁকে সোমমরক্ষন্তেভ্যোঽধি সোমমাঽহরন্" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১০) ইতি। অধি অধিকং প্রভূতং॥ বিপক্ষস্বপক্ষয়োর্দ্দোষতৎসমাধানে দর্শয়তি—"যদেতেভ্যঃ সোমক্রয়ণান্নানুদিশেদক্রীতোঽস্য সোমঃ স্যান্নাস্যৈতেঽমুষ্মিল্লোঁকে সোম৺ রক্ষেয়ুর্যদেতেভ্যঃ সোমক্রয়ণাননুদিশতি ক্রীতোঽস্য সোমো ভবত্যেতেঽস্যামুষ্মিল্লোঁকে সোম৺ রক্ষন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১০) ইতি। সোমং সোমযাগফলং॥ অথ সোমস্বীকারস্য প্রাপ্তাবসরত্বান্মন্ত্রং ব্যাচষ্টে—"বারুণো বৈ ক্রীতঃ সোম উপনদ্ধো মিত্রো ন এহি সুমিত্রধা ইত্যাহ শান্ত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১১) ইতি। বন্ধনস্য বরুণপাশরূপত্বাত্তদ্যুক্তঃ সোমো বারুণঃ। অতো বরুণবৎ ক্রূরত্বপ্রাপ্তৌ তচ্ছান্তয়ে মিত্রত্বং প্রতিপাদয়তি॥ ঊরুস্থানং পূর্ব্বাচারপ্রাপ্তমিত্যাহ—"ইন্দ্রস্যোরুমা বিশ দক্ষিণমিত্যাহ দেবা বৈ য৺ সোমমক্রীণন্তমিন্দ্রস্যোরৌ দক্ষিণ আঽসাদয়ন্নেষ খলু বা এতর্হীন্দ্রো যো যজতে তস্মাদেবমাহ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১১) ইতি। অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—"সোমং জপেৎ ক্রয়াৎ পূর্ব্বং শুক্রং স্বর্ণেন তৎক্রয়ে। অস্মে স্বর্ণমপাদত্তে তপ জপ্যং ক্রয়েঽজয়া॥ ১॥ অস্মে জ্যো স্বামিনে দত্ত্বাচ্ছক্রামূর্ণাস্তকামথ। সোম বিধ্যেৎ কৃষ্ণয়োর্ণাস্তকয়া ক্রয়কারিণং॥ ২॥ মিত্রঃ সোমমুপাদায়েন্দ্রস্যোরাবুপবেশয়েৎ। স্বান মূল্যাননুদিশেদিমে মন্ত্রা নবোদিতাঃ॥ ৩॥" ইতি।

অথ মীমাংসা।

দ্বাদশাধ্যায়স্য চতুর্থপাদে চিন্তিতং—"ক্রয়ণেষু বিকল্পঃ স্যাৎ সাহিত্যং বাঽগ্রিমো যতঃ। কার্য্যৈক্যমানতের্ভিদ্দশোক্তেশ্চ সমুচ্চয়ঃ" ইতি॥

অজয়া ক্রীণাতি হিরণ্যেন ক্রীণাতি বাসসা ক্রীণাতীত্যাদীনি বহূনি সোমক্রয়সাধনদ্রব্যাণ্যাম্না-

তানি। তেষাং কার্য্যৈক্যাদ্বিকল্প ইতি চেন্নৈবং। বহুভির্দ্দ্রব্যৈর্ব্বিক্রেতুরানতেঃ সৌলভ্যাৎ, দশভিঃ ক্রীণাতীতি সংখ্যোক্তেশ্চ সমুচ্চয়ঃ॥ অত্র সর্ব্বাণি যজূংষি॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থ-প্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়প্রপাঠকে সপ্তমোঽনুবাকঃ॥ ৭॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ষষ্ঠ অনুবাকে ক্রয়ের নিমিত্ত সোমের ওজন-পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে; এক্ষণে এই সপ্তম অনুবাকের মন্ত্র-সমূহে হিরণ্য-বিনিময়ে সোম-ক্রয়-কার্য্য পরিসমাপ্তির বিষয় উল্লিখিত হইতেছে। ভাষ্যানুক্রমণিকায় এইরূপ অভিমত পরিব্যক্ত দেখিতে পাই। এইরূপ অনুক্রমণে ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন, একে একে তাহার পরিচয় প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের ব্যাখ্যার ভাব বিবৃত করিতেছি।

ভাষ্যমতে প্রথম মন্ত্রে সোম-বিক্রেতাকে সম্বোধন করা হইয়াছে। তাহাকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে বলা হইতেছে,—'হে সোম-বিক্রেতা! আমি তোমার সোম ক্রয় করিব। সে সোম কিরূপ? 'উর্জ্জস্বন্তং' অর্থাৎ শারীরবলপ্রদ, 'পয়স্বন্তং' অর্থাৎ প্রভূতরসোপেত এবং 'অভিমাতিষাহং' অর্থাৎ পাপ-রূপ বৈরিগণের হন্তা। শুক্র এবং চন্দ্র পদদ্বয়ে অমৃত পদের সহ-যোগে অবিনাশী তেজ এবং সুখের কামনা করা হইয়াছে; আর তদ্দ্বারা সোম-বিক্রেতাকে জানান হইয়াছে,—তোমার সোম এবং আমার হিরণ্য উভয়ই তুল্য-মূল্য। অতএব, আমার এই হিরণ্য তোমার সোমকে কিনিতে সমর্থ। আমি তোমাকে কেবলমাত্র হিরণ্য প্রদান করিতেছি না; অধিকন্তু তোমাকে সমীচীন একটী গাভী পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছি। অতএব, এখন তোমাকে যে হিরণ্য প্রদান করিতেছি, তাহা তোমার অধিক লাভ বলিয়া মনে করিবে।' * ভাষ্যের ইহাই অভিমত।

---

* শুক্ল-যজুর্ব্বেদ-সংহিতায় প্রথম মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ সম্বন্ধে ভাষ্যকার মহীধর যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল। মহীধরের মতে মন্ত্র সোম-ক্রয়কালে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সুবর্ণ গ্রহণ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। সে মতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে সোম! দীপ্যমান্ তোমাকে দীপ্যমান্ হিরণের দ্বারা ক্রয় করি। তুমি (সোম) কিরূপ? ফলহেতুত্ব-প্রযুক্ত আহ্লাদকর, স্বাদুত্বে অমৃতের সমান।' অতঃপর হিরণ্যের দ্যুতি ব্যাখ্যাত হইতেছে। কিরূপ হিরণ্য? অর্থাৎ—আহ্লাদকর, অগ্নি-সংযোগেও বিনাশরহিত। পরে যে হিরণ্যের দ্বারা সোম ক্রয় করা হইল, সেই হিরণ্যের দ্বারা সোম-বিক্রেতাকে অভিকল্পন করিবার বিধি। সূত্রে উক্ত হইয়াছে,—তাহার হস্তে হিরণ্য প্রদান করিয়া, প্রাপ্তি-স্বীকার করিলে তাহাকে পুনরায় নিরাশ করিবার জন্য 'সম্যত্তে গৌঃ' প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। তাহাতে

দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে ভাষ্যে যে ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে, এক্ষণে তাহা অনুধাবন করুন। দ্বিতীয় মন্ত্র—'অস্মে তে চন্দ্রাণি।' সূত্রার্থে প্রকাশ,—যজমানে প্রত্যর্পিত যে গো-দ্রব্য, তাহা পুনরায় যজমানসহ সোম-বিক্রেতার পুরোভাগে স্থাপিত করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে সোমবিক্রেতা! তোমাকে যে হিরণ্য প্রদান করা হইল, সেই সকল হিরণ্য প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আমাদিগে প্রতিষ্ঠিত হউক; অর্থাৎ, সোমমূল্যস্বরূপ তোমার গাভী তোমার থাকুক; আমাদের প্রদত্ত হিরণ্য আমাদিগকে প্রত্যর্পণ কর।' অতঃপর তৃতীয় মন্ত্র। অজা বা ছাগকে পূর্ব্বমুখে স্থাপন করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবার বিধি। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে অজা! তুমি পুণ্যের দেহ হও।' দিবিস্থিত যজ্ঞীয়-দ্রব্য আনয়ন জন্য অজাকে গ্রহণ করিয়া গায়ত্রী উচ্চারণ করিবার বিধি, তৈত্তিরীয়গণ সোমাহরণোপাখ্যানে বলিয়া থাকেন। এই জন্য অজার সর্ব্বদেবত্ব ও পুণ্যশরীরত্ব প্রসিদ্ধ। অপিচ,—'হে অজ! তুমি প্রজাপতির দেহ হও। প্রজাপতি যেমন সকল দেবতার প্রিয়, অজাও সেইরূপ সর্ব্বদেবপ্রিয়।' অজাকে এইরূপ সম্বোধন করিয়া, সোম-সম্বোধনে 'চরমেণ পশুনা' প্রভৃতি মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে সোম। উত্তম অজালক্ষণবিশিষ্ট এই পশু সম্বন্ধি অন্যান্য সহস্র পশুর দ্বারা তোমাকে ক্রয় করিতেছি। অর্থাৎ অন্যান্য পশুর দ্বারা তুমি ক্রীত হইয়াছ, কিন্তু তোমার নিজের দ্বারা নহে। অতএব তোমার বন্ধুত্ব প্রাপ্ত সোমের কর্ম্মে প্রবৃত্ত বলিয়া, তোমার প্রসাদে তোমার অপত্যরূপ ধনসমূহের দ্বারা এবং পুত্রপশ্বাদি সহস্ররূপ পুষ্টির দ্বারা পুষ্ট হইব। হে অজা! প্রজাপতি তপস্বরূপ; তুমি তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। অতএব, তুমি তাঁহার সেই রূপ। অপিচ, তুমি প্রজাপতির স্বরূপ।' এস্থলে ভাষ্যকার একটী উপাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন। সে উপাখ্যান—ত্রিগুণহেতু প্রজাপতির তিন রূপ। অজা বা ছাগী প্রতি বৎসর তিন বার করিয়া সন্তান উৎপাদন করে। সেই হেতু 'প্রজাপতের্ব্বর্ণত্বম্'—শ্রুতিতে এইরূপ কথিত হয়। সেই অজা সংবৎসরে তিন বার জন্মায় বলিয়া অজার প্রজাপতির বর্ণ প্রসিদ্ধ। সেই সম্বোধন করিয়া পরে সোম-সম্বোধনে বলা হইতেছে,—উৎকৃষ্ট পশু অজার দ্বারা তোমাকে ক্রয় করা হইয়াছে। অতএব আমি তোমার প্রসাদে সহস্র প্রাণীর পোষণকারী ধনের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইব।' ভাষ্যের অর্থ এইরূপ। মন্ত্রসমূহে, সোম, সোমবিক্রেতা, অজা—কত জনকেই সম্বোধন করা হইয়াছে; আবার কত ভাবে কত প্রকার অর্থই অধ্যাহার করা হইয়াছে। তাহাতে মন্ত্রসমূহে বিভিন্নরূপ অর্থ পরিকল্পিত হইয়াছে বটে; অথচ, তাহাতে কোনও উচ্চভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়াও বুঝা যায় না।

কর্ম্মকাণ্ডের পরিপুষ্টি-কল্পে মন্ত্রকয়েটীর ভাষ্য-প্রণোদিত অর্থের সমীচীনতা স্বীকৃত হইলেও, আধ্যাত্মিক পক্ষে ভাষ্যের ভাব বড়ই বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। মন্ত্র সরল সহজবোধ্য হইলেও, ভাষ্যের ব্যাখ্যায় জটিলতা ঘনীভূত হইয়াছে। কর্ম্মকাণ্ডে প্রয়োগ-বিধি-সম্বন্ধে অবশ্য

ঐ মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে সোমবিক্রেতা! সোমমূল্য-স্বরূপ তোমাকে যাহা প্রদান করিলাম, তবসম্বন্ধি সেই গো বা গাভী পুনরায় যজমানের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হউক। অর্থাৎ, কেবলমাত্র হিরণ্যই তোমার হউক, কিন্তু গাভীসমূহ তোমার হইবে না।'

আমরা ভিন্নমত পরিপোষণ করি না; কিন্তু বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যায় আমরা যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছি, সেই পন্থার অনুসরণে আমরা ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার সহিত একমত হইতে পারি না। আমাদের মতে ভাষ্যের প্রকাশিত ভাব অপেক্ষা, মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব অনেক উচ্চ। আমরা এই মন্ত্র-সমূহে যে ভাব পরিগ্রহণ করিয়াছি, আমাদের প্রকাশিত 'মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায়' ও 'বঙ্গানুবাদে' তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। কি অর্থে কিরূপে আমরা ঐরূপ ভাব পরিগ্রহণ করিলাম, এক্ষণে আমরা তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি।

আমরা মন্ত্রের মধ্যে সোমবিক্রেতার বা অজার সম্বোধন-মূলক পদ খুঁজিয়া পাইলাম না। মন্ত্রে 'পশুনা' পদ আছে। সম্ভবতঃ 'পশুনা' পদ দৃষ্টে ভাষ্যকার 'অজা' সম্বোধন-পদ অধ্যাহার করিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা মনে করি, মন্ত্র-কয়টী শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবানের এবং শুদ্ধসত্ত্বের সম্বোধনে প্রযুক্ত। তাহাতে মন্ত্রসমূহে এক মহান্ ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে। বোধসৌকর্য্যার্থে প্রথম ও তৃতীয় মন্ত্র দুইটীকে আমরা কয়েকটী বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়াছি। শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবানকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রথম মন্ত্রের প্রথম অংশে প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। যে শুদ্ধসত্ত্বলাভে দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়, যে শুদ্ধসত্ত্বে কর্ম্মশক্তির পরিবৃদ্ধি হয় এবং যে শুদ্ধসত্ত্বে অন্তঃশত্রু বিনষ্ট হয়, সেই শুদ্ধসত্ত্ব-প্রাপ্তির বিষয়ই মন্ত্রের প্রথমাংশে প্রকটিত। দ্বিতীয় অংশে সেই শুদ্ধসত্ত্বের স্বরূপ বিবৃত বলিয়া মনে করি। ভগবান্ জ্যোতির্ম্ময় শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ, তিনি চন্দ্রের ন্যায় আনন্দদায়ক; তিনি অক্ষর নিত্য ক্ষয়-রহিত। তাঁহাকে জ্ঞান ভক্তি ও সৎকর্ম্মের দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। পবিত্র নির্ম্মল যে জ্ঞান-জ্যোতিঃ, তাহাই 'শুক্র'; যাহা বিশুদ্ধা ভক্তি—যাহাকে অনন্যা-ভক্তি বলে, তাহাই আনন্দ-দায়িনী; আবার যাহা সৎকর্ম্ম—যে কর্ম্ম সৎস্বরূপে নিয়োজিত, তাহাই অমৃত—ক্ষয়রহিত। 'কীর্ত্তির্যস্য সঃ জীবতি'—তাই এই প্রবাদ-বাক্যের সার্থকতা। প্রথম মন্ত্রে তাই বলা হইল,—'যদি জ্যোতির্ম্ময় প্রজ্ঞানস্বরূপকে পাইতে চাও; তাহা হইলে বিশুদ্ধ নির্ম্মল জ্ঞানের অধিকারী হও। যদি পরমানন্দদায়ক ভগবানকে পাইতে চাও, তাহা হইলে আনন্দদায়িনী অনন্যা-ভক্তির অধিকারী হও। যদি অক্ষয় পরব্রহ্মকে লাভ করিবার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে অক্ষয় সৎকর্ম্ম-সাধনে উদ্বুদ্ধ হও। সৎসাহায্যে সৎকে পাওয়া যায়। শুদ্ধসত্ত্ব সাহায্যেই শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপকে হৃদয়ে ধারণ করিবার সামর্থ্য জন্মে। মন্ত্রে তাই উপদেশ—সজ্‌জ্ঞানের অধিকারী হও; সাধনা কর—অনন্যা ঐকান্তিকী-ভক্তির; অনুষ্ঠান কর—সৎকর্ম্মের। তাহা হইলেই শুদ্ধসত্ত্ব-সঞ্চয়ে সমর্থ হইবে; তাহা হইলেই শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবানকে পাইবার সামর্থ্য আসিবে। এইরূপ সঙ্কল্প—এইরূপ আত্মোদ্বোধনা, প্রথম মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে প্রকটিত বলিয়া মনে করি। ভগবানকে কেমন করিয়া পাইব, তাঁহাকে কি দিয়া পূজা করিব, তাঁহাকে কি বলিয়া ডাকিব, তাঁহাকে কি রূপে দেখিব? প্রাণে আকুল আকাঙ্ক্ষা—কে শিখাইয়া দিবে, কে জানাইয়া দিবে! মন্ত্র তাই অভয় দিয়া বলিয়া দিতেছেন,—'কেন, ভাবনা কিসের তোমার? তাঁহার যে স্বরূপ, সেই স্বরূপ দেখ; তাঁহার যে গুণ, সেই গুণের উপাসক হও।' তিনি 'শুক্রং' অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় শুদ্ধসত্ত্ব; তাঁহাকে জ্যোতীরূপে দেখ,—জ্ঞানজ্যোতিঃ আহরণ কর, শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয় কর; তাহা হইলেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারিবে। তিনি 'চন্দ্রং' অর্থাৎ পরমানন্দদায়ক।

প্রাণ খুলিয়া সেই আনন্দময়ের প্রেমানন্দে নৃত্য কর, আনন্দস্বরূপকে পাইতে সমর্থ হইবে। তিনি অমৃতং' অর্থাৎ অক্ষর ক্ষয়রহিত; অমৃতের দ্বারাই তাঁহাকে পাইতে হইবে। ফলতঃ, একটী আলোকবর্ত্তিকা হইতে যেমন অসংখ্য বিভিন্ন আলোকের সৃষ্টি হয়; আলোকই যেমন আলোকের জনয়িতা; আবার আলোক-সাহায্যেই যেমন আলোক-লাভ সম্ভবপর; সেইরূপ ভগবানের সাহায্যেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। তিনি যাহা বা যেরূপ, তাঁহার বা সেইরূপ সাহায্যের দ্বারাই তাঁহাকে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন তাঁহার প্রাপ্তির আশা—দুরাশা মাত্র। ভাষ্যকার মন্ত্রান্তর্গত 'চন্দ্রং' এবং 'অমৃতং' পদদ্বয় 'শুক্রং' ও 'ত্বা' পদের বিশেষণ-রূপে এবং 'চন্দ্রেণ' ও 'অমৃতেন' পদদ্বয় 'শুক্রেণ' পদের বিশেষণ-রূপে পরিকল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের অন্বয়েই ভাব অধিকতর পরিস্ফুট হয় নাই কি?

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মন্ত্রে ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে। প্রথম মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে,—ভগবানকে লাভ করিতে হইলে, তাঁহার সহায়তায় তাঁহাকে পাইতে হইবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে প্রার্থনাকারী তাই জানাইলেন,—'হে দেব! প্রজ্ঞানস্বরূপ আপনি,—পরমানন্দদায়ক সদ্ভাবাধার সৎকর্ম্মস্বরূপ আপনি। আপনি আমাদিগকে সেই প্রজ্ঞানের কণামাত্রও প্রদান করুন; আপনার সেই পরমানন্দরূপী সদ্ভাবরাশির কিঞ্চিন্মাত্রও যেন প্রাপ্ত হই; আর তাহার সাহায্যে সৎকর্ম্মসাধনে সৎস্বরূপ আপনাকে যেন প্রাপ্ত হই।' ভাষ্যকার প্রথম মন্ত্রের "সম্যত্তে গৌঃ" অংশের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—"হে সোমবিক্রয়িন্! ন কেবলং হিরণ্যং তুভ্যং দীয়তে কিন্তু সমীচীনং গোরেকহায়নীস্বরূপমপি পূর্ব্বং দত্তং তস্মাত্তব হিরণ্য-লাভোঽধিকঃ।" অর্থাৎ,—পূর্ব্বে গাভী দিয়াছি; এক্ষণে হিরণ্য দিতেছি; সুতরাং এই হিরণ্য তোমাকে অধিক দেওয়া হইল। শুক্লযজুর্ব্বেদে মহীধর আবার ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—"গৌঃ সোমমূল্যত্বেন তুভ্যং দত্তা সা ত্বদীয়া গৌঃ পুনঃ প্রত্যাবৃত্য সম্মে যজমানে তিষ্ঠতু।' অর্থাৎ,—'সোমের মূল্য-স্বরূপ তোমাকে গাভী প্রদান করা হইয়াছে। সে গাভী এখন তোমারই। তোমার সেই গাভী যজমান-গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হউক।' দ্বিতীয় মন্ত্রের (অস্মে তে চন্দ্রাণি) ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—'হে সোমবিক্রয়িন্! তে চন্দ্রাণি তুভ্যং দত্তানি যানি হিরণ্যানি তান্যস্মে প্রত্যাবৃত্য তিষ্ঠন্তু, তব গৌরেব সোমমূল্যমস্তু হিরণ্যানি মা ভুবন্নিত্যর্থঃ।' অর্থাৎ,—'তোমাকে যে হিরণ্য সোমমূল্যস্বরূপ প্রদান করা হইয়াছে, তৎসমুদায় আমাদিগের নিকট ফিরিয়া আসুক; তোমার গাভী তোমারই থাকুক।' ভাষ্যকারের এবম্বিধ অর্থে কোনও উচ্চ ভাবই প্রকাশ পায় না। পরন্তু উহাতে ক্রেতার অস্থির-চিত্ততার বিষয়ই উপলব্ধ হয়।

তৃতীয় মন্ত্রটীকে আমরা পাঁচ অংশে বিভক্ত করিয়াছি। আমাদের মনে হয়, এই মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বকে সম্বোধন করা হইয়াছে। মন্ত্রের ক-চিহ্নিত অংশে শুদ্ধসত্ত্বকে সৎকর্ম্মের অঙ্গীভূত বলা হইয়াছে। বলা হইয়াছে—'তপসস্তনূরসি'। যাগযজ্ঞতপশ্চারণা প্রভৃতি সৎকর্ম্মের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্জাত হয়। হৃদয় নির্ম্মল না হইলে, অন্তঃশত্রুর বিনাশ না হইলে, সদ্ভাবের সঞ্চার হয় না। সৎকর্ম্ম সদনুষ্ঠানে, কামক্রোধাদি রিপু বিদূরণে, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হয়,—হৃদয় ভগবানের আসন প্রস্তুত হইতে থাকে। দ্বিতীয় অংশে তাই বলা হইল,—'প্রজাপতের্ব্বর্ণঃ

(অসি)'। অর্থাৎ,—'তুমি ভগবানের অংশভূত আধাররূপ হও।' সৎস্বরূপ ভগবানে শুদ্ধসত্ত্ব ওতঃপ্রোতঃ বিজড়িত। তিনিই শুদ্ধসত্ত্ব; তাঁহাতেই শুদ্ধসত্ত্বের অধিষ্ঠান; আবার শুদ্ধসত্ত্বেই তাঁহার অধিষ্ঠান। যদি হৃদয়ে সদ্ভাবের শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হয়, তাহা হইলে সে হৃদয় ভগবান্ আপনিই আসিয়া অধিকার করেন। তাই শুদ্ধসত্ত্বকে ভগবানের রূপ এবং সৎকর্ম্মের অঙ্গীভূত বলা হইয়াছে। তৃতীয় (গ-চিহ্নিত) অংশের 'পশুনা' পদে কিঞ্চিৎ সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। ঐ পদে ভাষ্যকার 'তবসম্বন্ধিনা সহস্রতমেন পশুনা' (অজয়া পদ) অধ্যাহার করিয়াছেন। আমরা কিন্তু ঐ পদের ঐরূপ অর্থ সমীচীন বলিয়া মনে করি না। 'পশু' পদে আমরা পূর্ব্বাপর 'পশুভাব' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এস্থলে কিন্তু ঐ 'পশুনা' পদে 'দর্শনেন' 'জ্ঞানেন' অর্থ গ্রহণ করিতেছি। পশু-শব্দের ধাতুগত অর্থ হইতে অর্থাৎ 'দৃশ' ধাতু হইতে ঐ পদ উৎপন্ন হইয়াছে স্বীকার করিলে, উহাতে 'দর্শনেন' অর্থ আসিতে পারে। তদনুসারে 'পশুনা' পদে "পশুভাব মোচন-রূপ দর্শনের দ্বারা" ভাব প্রাপ্ত হইতে পারি। 'চরমেণ পশুনা ক্রীণামি' অংশের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—'উত্তমেন অজালক্ষণেন পশুনা ত্বাং ক্রীণামি'; অর্থাৎ, অজার বিনিময়ে তুমি ক্রীত হও। তদপেক্ষা, 'উত্তমেন জ্ঞানেন দর্শনেন ত্বং অধিগতো ভবসি'—অর্থে, মন্ত্রাংশের ভাব অধিকতর পরিস্ফুট হয় না কি? ভগবদ্বিভূতি যে শুদ্ধসত্ত্ব, তাহা জ্ঞান-দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে জ্ঞান কিন্তু 'চরমেণ' অর্থেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হওয়া চাই। বিশুদ্ধ জ্ঞান ভিন্ন, হৃদয় নির্ম্মল হয় না; হৃদয়ের আবিলতা দূর না হইলে, হৃদয় ভগবানের যোগ্য আসনে পরিণত হইতে পারে না। মন্ত্রে তাই শুদ্ধসত্ত্বকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে—'শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধ-জ্ঞান দ্বারাই তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।' বিশুদ্ধজ্ঞানে শুদ্ধসত্ত্বলাভে কি ফল লাভ হইবে? মন্ত্রে তাই বলা হইল,—'সহস্রপোষং পুষেয়ম্।' অর্থাৎ,—সংসারের লোক-সকলের পরিপালনের দ্বারা আপনাকে পুষ্ট করিব। এখানে এক বিশ্বজনীন ভাবের বিকাশ দেখি। এখানে প্রার্থনাকারী ভক্ত সাধকের সঙ্কীর্ণ-ভাব দূরে গিয়াছে; তিনি বিশ্বপ্রেমে পরমানন্দলাভে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। তাই তাঁহার আকাজ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে,—'কেবল আমি কেন, আমার এই হৃদিসঞ্জাত সদ্ভাবের দ্বারা বিশ্ববাসী সকলকে সদ্ভাবান্বিত করিব। সকলেই উন্নত-হৃদয় হয়, সকলেই যাহাতে ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইতে শিখে, আমি সেইরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করিব। আমি ঘরে ঘরে প্রেমানন্দ বিলাইব; সংসারে প্রেমের স্রোত বহাইব; নিজে মাতিব, বিশ্বের সকলকে মাতাইব। ফলতঃ, জনহিতসাধনেই আমি আমার জীবন-মন উৎসর্গ করিব।' আমাদের মনে হয়, মন্ত্রে এই ভাবই নিহিত আছে। তৃতীয় মন্ত্রের শেষ দুই অংশের ভাব মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে প্রকাশ করিয়াছি। ভাব এই যে,—ভক্তিরূপিণী দেবীর মধ্যে যে পরম ধন আছে, সেই ধন তিনি আমাদিগকে প্রদান করুন। আমরা যেন সেই ধন প্রাপ্ত হই এবং শুদ্ধসত্ত্ব-সঞ্চয়ের দ্বারা যেন দেবীর সহিত চিরসম্বন্ধযুত থাকি। ফলতঃ, মন্ত্রের প্রার্থনা এই যে,—ভক্তিদেবী আসিয়া আমাদিগের হৃদয় অধিকার করুন, শুদ্ধসত্ত্বরূপ পরমধনে আমাদিগের হৃদয় পূর্ণ হউক, আমাদিগের কর্ম্ম ভগবৎকার্য্যে বিনিযুক্ত থাকুক, আর তৎপ্রভাবে আমরা পরাগতি লাভ করি।

ষষ্ঠ এবং সপ্তম মন্ত্র কিঞ্চিৎ দুর্ব্বোধ্য। সূত্রাকারে গ্রথিত মন্ত্রদ্বয়ে কাহার প্রতি লক্ষ্য

প্রাণ খুলিয়া সেই আনন্দময়ের প্রেমানন্দে নৃত্য কর, আনন্দস্বরূপকে পাইতে সমর্থ হইবে। তিনি অমৃতং' অর্থাৎ অক্ষর ক্ষয়রহিত; অমৃতের দ্বারাই তাঁহাকে পাইতে হইবে। ফলতঃ, একটী আলোকবর্ত্তিকা হইতে যেমন অসংখ্য বিভিন্ন আলোকের সৃষ্টি হয়; আলোকই যেমন আলোকের জনয়িতা; আবার আলোক-সাহায্যেই যেমন আলোক-লাভ সম্ভবপর; সেইরূপ ভগবানের সাহায্যেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। তিনি যাহা বা যেরূপ, তাঁহার বা সেইরূপ সাহায্যের দ্বারাই তাঁহাকে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন তাঁহার প্রাপ্তির আশা—দুরাশা মাত্র। ভাষ্যকার মন্ত্রান্তর্গত 'চন্দ্রং' এবং 'অমৃতং' পদদ্বয় 'শুক্রং' ও 'ত্বা' পদের বিশেষণ-রূপে এবং 'চন্দ্রেণ' ও 'অমৃতেন' পদদ্বয় 'শুক্রেণ' পদের বিশেষণ-রূপে পরিকল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের অন্বয়েই ভাব অধিকতর পরিস্ফুট হয় নাই কি ?

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মন্ত্রে ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে। প্রথম মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে,—ভগবানকে লাভ করিতে হইলে, তাঁহার সহায়তায় তাঁহাকে পাইতে হইবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে প্রার্থনাকারী তাই জানাইলেন,—'হে দেব! প্রজ্ঞানস্বরূপ আপনি,—পরমানন্দদায়ক সদ্ভাবাধার সৎকর্ম্মস্বরূপ আপনি। আপনি আমাদিগকে সেই প্রজ্ঞানের কণামাত্রও প্রদান করুন; আপনার সেই পরমানন্দরূপী সদ্ভাবরাশির কিঞ্চিন্মাত্রও যেন প্রাপ্ত হই; আর তাহার সাহায্যে সৎকর্ম্মসাধনে সৎস্বরূপ আপনাকে যেন প্রাপ্ত হই।' ভাষ্যকার প্রথম মন্ত্রের "সম্যক্তে গৌঃ" অংশের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—"হে সোমবিক্রয়িন্! ন কেবলং হিরণ্যং তুভ্যং দীয়তে কিন্তু সমীচীনং গোরেকহায়নীস্বরূপমপি পূর্ব্বং দত্তং তস্মাত্তব হিরণ্য-লাভোঽধিকঃ।" অর্থাৎ,—পূর্ব্বে গাভী দিয়াছি; এক্ষণে হিরণ্য দিতেছি; সুতরাং এই হিরণ্য তোমাকে অধিক দেওয়া হইল। শুক্লযজুর্ব্বেদে মহীধর আবার ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—"গৌঃ সোমমূল্যত্বেন তুভ্যং দত্তা সা ত্বদীয়া গৌঃ পুনঃ প্রত্যাবৃত্য সম্মে যজমানে তিষ্ঠতু।' অর্থাৎ,—'সোমের মূল্য-স্বরূপ তোমাকে গাভী প্রদান করা হইয়াছে। সে গাভী এখন তোমারই। তোমার সেই গাভী যজমান-গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হউক।' দ্বিতীয় মন্ত্রের (অস্মে তে চন্দ্রাণি) ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—'হে সোমবিক্রয়িন্! তে চন্দ্রাণি তুভ্যং দত্তানি যানি হিরণ্যানি তান্যস্মে প্রত্যাবৃত্য তিষ্ঠন্তু, তব গৌরেব সোমমূল্যমস্তু হিরণ্যানি মা ভুবন্নিত্যর্থঃ।' অর্থাৎ,—'তোমাকে যে হিরণ্য সোমমূল্যস্বরূপ প্রদান করা হইয়াছে, তৎসমুদায় আমাদিগের নিকট ফিরিয়া আসুক; তোমার গাভী তোমারই থাকুক।' ভাষ্যকারের এবম্বিধ অর্থে কোনও উচ্চ ভাবই প্রকাশ পায় না। পরন্তু উহাতে ক্রেতার অস্থির-চিত্ততার বিষয়ই উপলব্ধ হয়।

তৃতীয় মন্ত্রটীকে আমরা পাঁচ অংশে বিভক্ত করিয়াছি। আমাদের মনে হয়, এই মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বকে সম্বোধন করা হইয়াছে। মন্ত্রের ক-চিহ্নিত অংশে শুদ্ধসত্ত্বকে সৎকর্ম্মের অঙ্গীভূত বলা হইয়াছে। বলা হইয়াছে—'তপসস্তনূরসি'। যাগযজ্ঞতপশ্চারণা প্রভৃতি সৎকর্ম্মের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্জাত হয়। হৃদয় নির্ম্মল না হইলে, অন্তঃশত্রুর বিনাশ না হইলে, সদ্ভাবের সঞ্চার হয় না। সৎকর্ম্ম সদনুষ্ঠানে, কামক্রোধাদি রিপু বিদূরণে, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হয়,—হৃদয় ভগবানের আসন প্রস্তুত হইতে থাকে। দ্বিতীয় অংশে তাই বলা হইল,—'প্রজাপতের্ব্বর্ণঃ

(অসি)'। অর্থাৎ,—'তুমি ভগবানের অংশভূত আধাররূপ হও।' সৎস্বরূপ ভগবানে শুদ্ধসত্ত্ব ওতঃপ্রোতঃ বিজড়িত। তিনিই শুদ্ধসত্ত্ব; তাঁহাতেই শুদ্ধসত্ত্বের অধিষ্ঠান; আবার শুদ্ধসত্ত্বেই তাঁহার অধিষ্ঠান। যদি হৃদয়ে সদ্ভাবের শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হয়, তাহা হইলে সে হৃদয়ে ভগবান্ আপনিই আসিয়া অধিকার করেন। তাই শুদ্ধসত্ত্বকে ভগবানের রূপ এবং সৎকর্ম্মের অঙ্গীভূত বলা হইয়াছে। তৃতীয় (গ-চিহ্নিত) অংশের 'পশুনা' পদে কিঞ্চিৎ সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। ঐ পদে ভাষ্যকার 'তবসম্বন্ধিনা সহস্রতমেন পশুনা' (অজয়া পদ) অধ্যাহার করিয়াছেন। আমরা কিন্তু ঐ পদের ঐরূপ অর্থ সমীচীন বলিয়া মনে করি না। 'পশু' পদে আমরা পূর্ব্বাপর 'পশুভাব' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এস্থলে কিন্তু ঐ 'পশুনা' পদে 'দর্শনেন' 'জ্ঞানেন' অর্থ গ্রহণ করিতেছি। পশু-শব্দের ধাতুগত অর্থ হইতে অর্থাৎ 'দৃশ' ধাতু হইতে ঐ পদ উৎপন্ন হইয়াছে স্বীকার করিলে, উহাতে 'দর্শনেন' অর্থ আসিতে পারে। তদনুসারে 'পশুনা' পদে "পশুভাব মোচন-রূপ দর্শনের দ্বারা" ভাব প্রাপ্ত হইতে পারি। 'চরমেণ পশুনা ক্রীণামি' অংশের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—'উত্তমেন অজালক্ষণেন পশুনা ত্বাং ক্রীণামি'; অর্থাৎ, অজার বিনিময়ে তুমি ক্রীত হও। তদপেক্ষা, 'উত্তমেন জ্ঞানেন দর্শনেন ত্বং অধিগতো ভবসি'—অর্থে, মন্ত্রাংশের ভাব অধিকতর পরিস্ফুট হয় না কি? ভগবদ্বিভূতি যে শুদ্ধসত্ত্ব, তাহা জ্ঞান-দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে জ্ঞান কিন্তু 'চরমেণ' অর্থেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হওয়া চাই। বিশুদ্ধ জ্ঞান ভিন্ন, হৃদয় নির্ম্মল হয় না; হৃদয়ের আবিলতা দূর না হইলে, হৃদয় ভগবানের যোগ্য আসনে পরিণত হইতে পারে না। মন্ত্রে তাই শুদ্ধসত্ত্বকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে—'শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধ-জ্ঞান দ্বারাই তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।' বিশুদ্ধজ্ঞানে শুদ্ধসত্ত্বলাভে কি ফল লাভ হইবে? মন্ত্রে তাই বলা হইল,—'সহস্রপোষং পুষেয়ম্।' অর্থাৎ,—সংসারের লোক-সকলের পরিপালনের দ্বারা আপনাকে পুষ্ট করিব। এখানে এক বিশ্বজনীন ভাবের বিকাশ দেখি। এখানে প্রার্থনাকারী ভক্ত সাধকের সঙ্কীর্ণ-ভাব দূরে গিয়াছে; তিনি বিশ্বপ্রেমে পরমানন্দলাভে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। তাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে,—'কেবল আমি কেন, আমার এই হৃদিসঞ্জাত সদ্ভাবের দ্বারা বিশ্ববাসী সকলকে সদ্ভাবান্বিত করিব। সকলেই উন্নত-হৃদয় হয়, সকলেই যাহাতে ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইতে শিখে, আমি সেইরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করিব। আমি ঘরে ঘরে প্রেমানন্দ বিলাইব; সংসারে প্রেমের স্রোত বহাইব; নিজে মাতিব, বিশ্বের সকলকে মাতাইব। ফলতঃ, জনহিতসাধনেই আমি আমার জীবন-মন উৎসর্গ করিব।' আমাদের মনে হয়, মন্ত্রে এই ভাবই নিহিত আছে। তৃতীয় মন্ত্রের শেষ দুই অংশের ভাব মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে প্রকাশ করিয়াছি। ভাব এই যে,—ভক্তিরূপিণী দেবীর মধ্যে যে পরম ধন আছে, সেই ধন তিনি আমাদিগকে প্রদান করুন। আমরা যেন সেই ধন প্রাপ্ত হই এবং শুদ্ধসত্ত্ব-সঞ্চয়ের দ্বারা যেন দেবীর সহিত চিরসম্বন্ধযুত থাকি। ফলতঃ, মন্ত্রের প্রার্থনা এই যে,—ভক্তিদেবী আসিয়া আমাদিগের হৃদয় অধিকার করুন, শুদ্ধসত্ত্বরূপ পরমধনে আমাদিগের হৃদয় পূর্ণ হউক, আমাদিগের কর্ম্ম ভগবৎকার্য্যে বিনিযুক্ত থাকুক, আর তৎপ্রভাবে আমরা পরাগতি লাভ করি।

ষষ্ঠ এবং সপ্তম মন্ত্র কিঞ্চিৎ দুর্ব্বোধ্য। সূত্রাকারে গ্রথিত মন্ত্রদ্বয়ে কাহার প্রতি লক্ষ্য

আছে, তাহা বুঝা কঠিন। ভাষ্যমতে মন্ত্রদ্বয়ের অর্থ হয়,—'অবিরোম নির্ম্মিত তন্তু উর্ণাস্তুক। সেই উর্ণাস্তুক শুক্ল—জ্যোতিঃ-স্বরূপ। সেই জ্যোতিঃ আমাদিগের মধ্যে অবস্থিত হউক।' আর 'সোম-বিক্রেতা অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হউক।' আমরা মন্ত্রদ্বয়ে ভগবৎ-সম্বোধন লক্ষ্য করি। 'ভগবদনুগ্রহে অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়া হৃদয়ে দিব্য জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিস্ফুরিত হউক'—মন্ত্রদ্বয় এই ভাব প্রকাশ করিতেছে। 'সোম-বিক্রয়িণি' পদে আমরা সদ্ভাব প্রতিবন্ধক অন্তঃশত্রু-কেই লক্ষ্য করি। তাহাতে সপ্তম 'সোমবিক্রয়িণি তমঃ' মন্ত্রের অর্থ হয় এই যে,—যাহারা অন্তরে অবস্থিত থাকিয়া সদ্ভাব-উন্মেষণে প্রতিবন্ধক হয়, তাহাদিগকে তমোদ্বারা আবৃত করুন অর্থাৎ তাহাদিগকে বিনাশ করুন।' তাহা হইলেই আমরা 'চন্দ্রাণি' অর্থাৎ 'জ্যোতিঃ' দিব্য-দৃষ্টি—জ্ঞান-দৃষ্টি লাভে সমর্থ হইব।

তার পর অষ্টম ও নবম মন্ত্রের তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। ভাষ্যকার মন্ত্রদ্বয়ের প্রয়োগ ও অর্থ বিষয়ে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, প্রথমে তাহার আলোচনা করিতেছি। ভাষ্য-কারের মতে, বাম হস্ত দ্বারা অজা প্রদানান্তর দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সোম গ্রহণ করিয়া, গৃহীত সোম-সম্বোধনে অষ্টম মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। তাহাতে মন্ত্রের প্রথম অংশের অর্থ হয়,—'হে সোম! তুমি আমাদিগের প্রতি আগমন কর। তুমি কিরূপ? অর্থাৎ সখা বা প্রীতিযুক্ত অথবা রবিরূপ এবং শোভন মিত্রের পালক।' ক্রয়করণানন্তর বস্ত্র দ্বারা আবদ্ধ সোম, বরুণদেবতাকে অর্থাৎ তারল্যসম্পন্ন বলিয়া ক্রূরতা (অর্থাৎ পতন-স্বভাব) হেতু তৎশান্তিকামনায় তাঁহার মিত্রত্বের প্রার্থনা জানান হইয়াছে। দীক্ষিত ব্যক্তির দক্ষিণ উরু হইতে বস্ত্র অপসারিত করিয়া নববস্ত্র দ্বারা উরু আচ্ছাদন করিবে। তার পর তদুপরি সোম স্থাপন করিয়া নবম মন্ত্র পাঠ করিবে। তদনুসারে মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—'যজমানরূপে পরমৈশ্বর্য্যোপেত বলিয়া 'ইন্দ্রস্য' পদে যজমানকে বুঝায়। হে সোম! তুমি যজমানের দক্ষিণ উরুতে উপবেশন কর।' তার পর, সোমের এবং উরুর গুণব্যাখ্যানে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—'কিরূপ সোম? অর্থাৎ 'উরু' কাময়মান এবং সুখভূত। কিরূপ উরু? অর্থাৎ,—সোমকাময়মান এবং উপবেশনে সুখকর। এতৎপ্রসঙ্গে গ্রন্থান্তরে একটী উপাখ্যান দৃষ্ট হয়। সে উপাখ্যান,—'পুরাকালে দেবগণ সোম ক্রয় করিয়া ইন্দ্রের উরুতে স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই হেতু 'ইন্দ্র'-শব্দে এস্থানে যজমানকে বুঝাইতেছে। 'সোমক্রয় করিয়া দেবগণ ইন্দ্রের উরু আশ্রয় করেন; তাহা হইতে ইন্দ্রের যজনাকারীও ইন্দ্র নামে অভিহিত হন।' নবম মন্ত্রে ভাষ্যমতে সোমরক্ষাকারী সাতটী দেবতার সম্বোধন আছে। সোমক্রয় নিমিত্ত আনীত হিরণ্যাদি সম্মুখে স্থাপন করিয়া, সোমবিক্রেতাকে দর্শন করিতে করিতে এই মন্ত্র জপ করিবার বিধি। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে শব্দকারী, হে শোভমান্, হে পাপারি, হে বিশ্বশোষক, হে সদাহৃষ্টরূপ, হে শোভনহস্ত, হে দুর্ব্বলরক্ষক, হে দেবতাসপ্তক! আপনাদিগের আশ্রিত এই সোমক্রয়কারীর হিরণ্যাদি পদার্থ রক্ষা করুন। বৈরিগণ যেন আপনাদিগকে হিংসা না করে।'

লৌকিক ব্যবহারে ভাষ্যের প্রয়োগ ও অর্থ যাহাই সিদ্ধান্তিত হউক, তদ্বিষয়ে আমরা কোনও মন্তব্য প্রকাশ করিতে চাহি না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—সে সম্বন্ধে আমাদিগের মতান্তর ঘটিবারও কোনও কারণ দেখি না। তবে, লৌকিক অর্থ ভিন্ন বেদ-মন্ত্রে যে এক আধ্যাত্মিক

ভাব নিহিত আছে, আমরা তদ্বিষয়ই উপলব্ধি করিয়া থাকি। মন্ত্রের আমরা যে অর্থ ও যে ভাব পরিগ্রহণ করিয়াছি, আমাদিগের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকটিত হইয়াছে। কি সূত্রে কি ভাব গ্রহণ করিয়া আমরা সে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, এক্ষণে তদ্বিষয় একটু আলোচনা করিতেছি।

আমাদের মতে মন্ত্রদ্বয় সরল প্রার্থনামূলক। অষ্টম মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বরূপ ভগবানকে আহ্বান করা হইয়াছে। বলা হইতেছে,—'আপনি মিত্রের ন্যায় আসুন; জ্ঞানজ্যোতীরূপে হৃদয় আলোকিত করুন।' মন্ত্রে আছে,—'মিত্রো ন এহি।' ভাষ্যকার অন্বয় করিয়াছেন,—'ত্বং নোঽস্মান্ প্রত্যেহি আগচ্ছ। কিম্ভূতস্ত্বং মিত্রঃ সখা প্রীতিযুতঃ যদ্বা মিত্র মিত্ররূপং ত্বং অস্মাকং মিত্রঃ প্রিয়ো ভূত্বা সমাগচ্ছ।' আমরাও ভাষ্যকারের এই অন্বয় গ্রহণ করিয়াছি। অধিকন্তু, আমরা মনে করি 'মিত্রো ন' পদে এক উপমা সূচিত হইয়াছে। সে উপমা—'মিত্রো ন মিত্রভূতঃ সহায়কঃ ইব।' মিত্র যেমন সহায়ক, মিত্র যেমন স্বতঃপরতঃ হিতাকাঙ্ক্ষা করেন; ভগবানও সেইরূপ নির্ম্মলান্তঃকরণ ভক্ত সাধকের মঙ্গল-কামনা করিয়া থাকেন। ভক্ত যে তাঁহার মিত্র! তিনি যে ভক্তের মিত্র। তিনি যে ভক্তের ভগবান, ধ্রুব-প্রহ্লাদাদির দৃষ্টান্তেই তাহা পূর্ণ প্রকটিত। এইজন্য তাঁহাকে মন্ত্রে মিত্রের ন্যায় আগমনের প্রার্থনা জানান হইয়াছে। এই জন্যই তিনি 'সুমিত্রধা' অর্থাৎ শোভন-মিত্রের ধারক বা পালক, অথবা শ্রেষ্ঠ সুহৃৎ। তিনি চতুর্ব্বর্গধনের হেতুভূত, তিনিই আবার আমার মোক্ষের পথ প্রদর্শক। তাই তিনি 'সুমিত্রধা।' তিনি প্রজ্ঞানরূপী—জ্ঞানময়; তাই জ্ঞানজ্যোতীরূপে হৃদয় আলোকিত করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। সৎস্বরূপ তিনি; সৎকর্ম্মেই তাঁহার অস্তিত্ব বিজ্ঞাপিত করে; সদ্ভাবেই তিনি প্রকাশিত হন; সদ্ভাবের সৎকর্ম্মের দ্বারাই তাঁহাকে জানা যায়। মন্ত্রের 'মিত্রো ন এহি' অংশে, তাই ভক্ত সাধক বলিতেছেন,—'হে ভগবন্! তুমি জ্ঞানজ্যোতীরূপে এস; তুমি মিত্রের ন্যায় সহায় হও; তুমি আমার হৃদয়ে অবিচলিত হইয়া অবস্থিতি কর; আমি যেন কখনও তোমার সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত না হই।'

দ্বিতীয় অংশ বিশেষ জটিলতাপূর্ণ। মন্ত্রের অন্তর্গত 'ইন্দ্রস্য' ও 'উরুং' পদে ব্যাখ্যায় সেই জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। ভাষ্যকার 'ইন্দ্রস্য' পদে 'যজমানস্য' এবং 'উরুং' পদে 'উরুপ্রদেশং' অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন। আমরা ঐ দুই পদে ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। কি কারণে ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের মতান্তর ঘটিল, তদ্বিষয় বিবৃত করিতেছি। 'ইন্দ্রস্য' পদের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে গ্রন্থান্তরে দেখিতে পাই,—"যজমানরূপেণ পরমৈশ্বর্য্যেণোপেতত্বাদত্রেন্দ্রশব্দেন যজমানঃ।" অর্থাৎ যজমানরূপে পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত বলিয়া ইন্দ্র পদে এখানে যজমানকে বুঝাইতেছে। শিবপূজা-প্রকরণে অষ্টমূর্ত্তির পূজা বিহিত আছে। তন্মধ্যে ভগবানের যজমানরূপী এক মূর্ত্তির পূজার প্রসঙ্গ দেখিতে পাই,—'ওঁ পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ।' আমরা মনে করি, এখানে এই মন্ত্রে সেই যজমানরূপী ভগবানের প্রতি লক্ষ্য আছে। ভাষ্যকারও (পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশে) 'যজমানরূপেণ পরমৈশ্বর্য্যেণোপেতেন' ইত্যাদি অংশে সেই ভাবই প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া মনে করি। সে পক্ষে 'ইন্দ্রস্য' পদে আমরা সাধারণ যজমান অর্থ গ্রহণ না করিয়া, 'ভগবতঃ—যজমানরূপস্য' অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। তাহাতে 'উরুং'

পদের সহিত সুন্দর অন্বয় হইতে পারে। ভাষ্যকার সম্ভবতঃ মন্ত্রের 'উরুং' পদের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গিয়াই 'ইন্দ্রস্য' পদে সাধারণ যজমান অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে মন্ত্রের ভাবের একটু বিকৃতি সাধিত হইয়াছে। 'উরুং' (উরুং) পদে আমরা 'উরুপ্রদেশং' অর্থ গ্রহণ না করিয়া মহান্ বিস্তৃত অর্থে 'অনন্তং সত্ত্বসমুদ্রং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ধাত্বর্থের অনুসরণে 'উরুং' পদে ঐরূপ অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে আচ্ছাদন বা আবরণ অর্থ-মূলক 'উর্ণূ' হইতে ঐ পদ নিষ্পন্ন। তাহা হইতে কোষগ্রন্থে 'উরু' পদের নিম্নলিখিত পর্য্যায় নির্দ্দিষ্ট হয়; যথা,—"পৃথূরু পৃথুলং ব্যূঢ়ং বিকটং বিপুলং বৃহৎ" (হেমচন্দ্র ৬।৬৬)। দৃষ্টান্ত,—'অগাধং নিধিমূরুমন্তসামনন্তম্।' ইহা হইতেই আমরা 'উরুং' পদের 'অনন্তত্ব' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে 'ইন্দ্রস্য উরুং' পদদ্বয়ে 'ভগবতঃ অনন্তত্বং (সত্ত্বসমুদ্রং)' অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রে সাধক শুদ্ধসত্ত্বকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—'হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি ভগবানের অনন্তত্বে (অনন্ত সত্ত্বসমুদ্রে) প্রবেশ কর।' হৃদয়ে যে সদ্ভাবের সঞ্চয় হইয়াছে, হৃদয়ে যে শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হইয়াছে, তাহা ভগবানের সহিত সম্মিলিত হউক অর্থাৎ আত্মায় আত্ম-সম্মিলন সাধিত হউক,—মন্ত্রে এই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। অনন্তরূপী ভগবান সদানন্দময়। একবার তাঁহার আশ্রয় লইতে পারিলে আনন্দের পরিসীমা থাকে কি? শ্রুতি বলিয়াছেন,—'যো বৈ ভূমা তৎ সুখং' (ছান্দোগ্য, ৭। ৩১); আবার, 'আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।' (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ৩।৬)। আনন্দই ব্রহ্ম, আনন্দেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, আবার আনন্দেই তাহার পরিণতি। জীব মাত্রেই তাই আনন্দ-লাভের কামনা করে এবং আনন্দেই লীন হইতে চায়। তত্ত্বজ্ঞানী যিনি, তিনি সেই ভূমানন্দেরই কামনা করেন। তাই, 'স্যোনঃ' এবং 'স্যোনং' পদে যথাক্রমে 'পরমসুখ-নিদানঃ' এবং 'পরমানন্দপ্রদং' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। হৃদয় নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইলে, তাহাতে সত্ত্বভাবের সমাবেশ হইলে, আনন্দময়ের আনন্দ-নিকেতন-রূপে তাহা পরিণত হয়। সদ্ভাবে—সত্ত্বভাবে যে ভগবানের অবস্থিতি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-ব্যপদেশে তাহা আলোচিত হইয়াছে। পরমসুখনিদান সচ্চিদানন্দরূপী ভগবানের যাহাতে অধিষ্ঠান, তাহাই সুখকর—তাহাই আনন্দপ্রদ। সেই জন্যই শুদ্ধসত্ত্বের একটী বিশেষণ – 'স্যোনঃ'; আর 'উরুং' পদের একটী বিশেষণ 'স্যোনং'। সৎস্বরূপ তিনি, শুদ্ধসত্ত্বে তাঁহার অধিষ্ঠান; তাই তিনি শুদ্ধসত্ত্বেরই কামনা করেন। তাই 'উরুং' পদের আর এক সুপ্রযুক্ত বিশেষণ 'শন্তং'। সেইরূপ অর্থে 'উশন্' পদও সুপ্রযুক্ত বিশেষণরূপে গ্রহণ করিতে পারি। ভগবান্ এবং শুদ্ধসত্ত্ব—আধার ও আধেয় রূপে অবস্থিত। তবে কে আধার, কে আধেয়, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। যেখানে ভগবান্, সেখানেই শুদ্ধসত্ত্ব; যেখানেই শুদ্ধসত্ত্ব, সেইখানেই আবার ভগবান্! পরস্পর অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। মন্ত্রে প্রার্থনার ভাব এই যে,—'আমার শুদ্ধসত্ত্বের সহিত যেন ভগবানের সম্মিলন ঘটে।' প্রথমে সৎকর্ম্মের দ্বারা, সজ্জ্ঞান-লাভে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ হও। জ্ঞানের বিমল জ্যোতিতে হৃদয় নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইলে, সদ্ভাব-ধারণের আকাঙ্ক্ষা জন্মিলে শুদ্ধসত্ত্ব আপনিই আসিয়া সে হৃদয় অধিকার করিবে। তখন;

তাহার সহিত ভগবানের মিলনও সহজ হইয়া আসিবে। এ মন্ত্রে এইরূপে উদ্বোধনার ভাব পরিব্যক্ত রহিয়াছে বলিয়াই মনে করি।

নবম মন্ত্র অধিকতর জটিলতা-সম্পন্ন। ঐ মন্ত্রে সপ্তদেবতার সম্বোধন আছে। ভাষ্যের মতে এবং শ্রুতি-প্রমাণে দেখা যায়,—স্বান-ভ্রাজ প্রভৃতি সপ্তদেব আমুষ্মিক লোকে সোম রক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু সপ্তদেবতা যে কে বা কাহারা, তাহা কিবা ভাষ্য কিবা ভাষ্যোদ্ধৃত শ্রুতি-প্রমাণে, কোনও স্থলেই স্পষ্টীকৃত হয় নাই। বেদে 'সপ্ত' ও 'ত্রি' শব্দের বহুল ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়; যথা—'ত্রি-সপ্তাঃ', 'সপ্তমাতৃভিঃ', 'ত্রীণি পদা' 'সপ্তদেবাঃ', 'সপ্তধামভিঃ' ইত্যাদি। এই 'সপ্ত' শব্দের এরূপ বহুল ব্যবহারের তাৎপর্য্য, মৎকর্ত্তৃক সম্পাদিত ও ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চত্রিংশৎ সূক্তের অষ্টম ঋকের আলোচনায় (১৮০৫ পৃষ্ঠায়) প্রকাশিত হইয়াছে। মন্ত্রে যে সোমরক্ষক সপ্তদেবতার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, আমরা সেই সপ্তদেবতাকে সপ্তলোকপালক বলিয়া মনে করি। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ ও সত্য—এই সপ্ত লোক। এই লোকসপ্তকের যাঁহারা অধিপতি, তাঁহারই সপ্তলোকপাল,—তাঁহারাই পূর্ব্বোক্ত সপ্তলোকে সোম বা শুদ্ধসত্ত্ব রক্ষা করেন। অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ্বর ও বরুণ—ইঁহারা সেই সপ্তলোক-পালক। 'স্বান' পদ শব্দার্থক সন্ হইতে নিষ্পন্ন। শাস্ত্রমতে নাদ বা শব্দই ব্রহ্ম। সৃষ্টির আদিতে প্রণব বা ওঁকাররূপী ব্রহ্মই বর্ত্তমান ছিলেন। তাই স্বান্ পদে নাদরূপী ব্রহ্মকে লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে করি। 'ভ্রাজ' পদে সূর্য্যদেবকে সম্বোধন আছে। 'ভ্রাজ' ধাতুর অর্থ—দীপ্তি পাওয়া। যিনি দীপ্তিমান্ স্বপ্রকাশ, তিনিই 'ভ্রাজ'। সূর্য্যদেব—স্বপ্রকাশ ও দীপ্তিমান্। 'অঙ্ঘারে' পদে বরুণদেবতাকে বুঝাইতেছে। ভাষ্যমতে যিনি 'অঙ্ঘস্য পাপস্য অরিঃ' তিনিই 'অঙ্ঘারিঃ'। ভগবান্ বরুণদেব শুদ্ধসত্ত্বের বারিধারায় পাপকে বিধৌত করেন,—স্নেহকারুণ্য-রূপে আবির্ভূত হইয়া জীবের পাপ-তাপ হরণ করেন। 'বম্ভারে' পদে বিশ্বের পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর প্রতি লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে করি। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু পালনকর্ত্তা, রুদ্র সংহার-কর্ত্তা। আনন্দার্থ-জ্ঞাপক হস্ ধাতু হইতে হস্ত পদ নিষ্পন্ন। 'হস্ত' পদে সদানন্দময় মহেশ্বর রুদ্রের প্রতি লক্ষ্য আছে, তিনি ভূমানন্দে সদা মত্ত, তাই তিনি 'হস্ত' অর্থাৎ সদানন্দ। 'সুহস্ত' সম্বোধনে বায়ুদেবতার প্রতি লক্ষ্য আসে। বায়ু সকলকে পোষণ করেন, তিনিই প্রাণিগণকে ধারণ করিয়া আছেন, বায়ু ভিন্ন জীবের প্রাণধারণ অসম্ভব। তাই বায়ু—জীবের জীবন, বিশ্বের পোষয়িতা ও ধারয়িতা। যিনি সুষ্ঠুরূপে জীবনকে ধারণ বা পোষণ কারণ,—তিনিই 'সুহস্ত'। আমরা মনে করি, ভুবলোকের পতি সেই বায়ু-দেবতাকেই 'সুহস্ত' পদে লক্ষ্য করা হইয়াছে। 'কৃশানু' পদ অগ্নি-নাম-পর্য্যায়ে পরিদৃষ্ট হয়। অগ্নি বা তাপই জীবের জীবন-স্বরূপ। তাপ ভিন্ন এ সংসার তিষ্ঠিতে পারে না। আবার জ্ঞানাগ্নি পরিশোধিত না হইলে, আত্মোৎকর্ষ সাধিত হয় না। অগ্নি তাই নিখিল বিশ্বের জীবন-স্বরূপ এবং আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন জনগণের প্রাণভূত। 'কৃশানো' পদে, তাই আমরা মনে করি, ভূলোকপতি অগ্নি-দেবতাকে সম্বোধন করা হইয়াছে।

এক্ষণে মন্ত্রের প্রার্থনার বিষয় লক্ষ্য করুন। এই দেহরূপ ব্রহ্মাণ্ডও সাত লোকে বিভক্ত।

সে সাতটী লোক বা বিভাগ,—ষট্‌চক্র এবং সহস্রার! মনে করিতে পারি, এখানে দেহ-মধ্যস্থ সেই সাতটী বিভাগের অধিষ্ঠাতা দেবতা-সপ্তককে আবাহন করা হইয়াছে। তাঁহারা দেহের অভ্যন্তরস্থ সাতটী বিভাগে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দেহকে রক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া সাধক কহিতেছেন,—'হে দেবগণ! শুদ্ধসত্ত্বধারণের জন্য, আমাতে যে সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্য ও সদ্ভাবাদির সঞ্চার হইয়াছে, তাহা যাহাতে অবিচলিত থাকে, আপনারা তাহার বিধান করুন।' হৃদয়ে দেবভাবের সমাবেশ জন্য, দেবগণকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, সৎকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান প্রথম প্রয়োজন। পূর্ব্বে বলিয়াছি,—সৎকর্ম্মে ভগবান্ স্বপ্রকাশ, সৎকর্ম্মে তিনি প্রকটিত হন। কামক্রোধাদি আসিয়া, সেই সৎকর্ম্ম-সাধনের প্রেরণাকে বা আকাঙ্ক্ষাকে নষ্ট করিয়া না দেয়, সেই জন্যই দেবগণের নিকট রক্ষার বা সদ্ভাবপোষণের প্রার্থনা জানান হইয়াছে। বলা হইয়াছে,—'বঃ মা দভন্'; অর্থাৎ,—'আপনারা আমাদিগকে হিংসা করিবেন না।' ভাব এই যে,—আপনারা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন না। সদ্ভাবের আধারস্বরূপ—আপনারা; আপনারা যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন, সঙ্গে সঙ্গে সদ্ভাব-সৎপ্রবৃত্তিও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। তখন যে তিমিরে সেই তিমিরেই আমরা ডুবিয়া থাকিব;—ভগবৎপ্রাপ্তি-কামনা তখন অনেক দূরে পড়িয়া থাকিবে। 'যূয়ং মা দভন্' মন্ত্রাংশের আর এক অর্থ—'আমাদের অন্তঃশত্রু যেন আপনাদিগকে হিংসা করিতে অর্থাৎ হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে না পারে! আমাদের কর্ম্মগুণে, আমাদিগের সদ্ভাব-প্রভাবে আপনারা আমাদিগের হৃদয়ে অবিচলিতভাবে অবস্থান করুন।'

হৃদয় যদি পাপ-পরিশূন্য হয়, সৎকর্ম্ম-প্রভাবে হৃদয় যদি নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়, দেবভাবের সমাবেশে হৃদয়ে যদি দেবগণ বিরাজমান্ রহেন, ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করিবার উৎকট আকাঙ্ক্ষা যদি জন্মে, তাহা হইলে ভগবান কি কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? তাহা হইলে, ভক্তের ভগবান্ কি সে হৃদয় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন? তিনি যে ভক্তের ভগবান্! তাঁহার এ পরিচয়ই যে তাহা হইলে বৃথা হয়! 'ভক্তজনে এনে বিষ দিলে খাই'—এ তো তাঁহারই বাণী! তিনি তো স্বয়ংই বলিয়াছেন,—"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তাঃ যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥" একবার নহে তিনি পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন,—

"যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অতঃ ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥"

অর্থাৎ,—যাঁহারা একান্ত ভক্তিযোগের দ্বারা সমুদায় কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া আমাকে ধ্যান করতঃ উপাসনা করেন, হে পার্থ, আমি মৃত্যুযুক্ত সংসার-সমুদ্র হইতে শীঘ্রই আমাতে নিবেশিত-চিত্ত তাঁহাদিগের উদ্ধারকারী হই। অতএব আমাতেই মনস্থির

কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবেশ কর। তাহা হইলে ঊর্দ্ধদেশে আমাতেই থাকিতে পারিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।' তাই ভক্ত বলিতেছেন,—'আপনারা আমাতে অবিচলিত থাকুন, আমার কর্ম্ম-সামর্থ্য ও সদ্ভাব-সমূহ আমাতে অবিচলিত থাকুক। তাহা হইলে সেই পরমানন্দময়কে প্রাপ্তির পথ সুগম হইয়া আসিবে,—তাহা হইলেই আত্মায় আত্মসম্মিলন ঘটিবে—তাহা হইলেই আমি মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হইতে পারিব। হে দেবগণ! আপনারা তাহাই করুন।' (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৭ অনুবাক)॥

—— ◦ ——

অষ্টমঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। অষ্টমোঽনুবাকঃ।)

(১) উদায়ুষা স্বায়ুষোদোষধীনা৺ রসেনোৎপর্জ্জন্যস্য

শুষ্মেণোদস্থামমৃতা৺ অনু।

(২) উর্ব্বন্তরিক্ষমন্বিহি। (৩) অদিত্যাঃ সদোঽস্যদিত্যাঃ সদ আ সীদ

(৪) অস্তভ্নাদ্দ্যামৃষভো অন্তরিক্ষমমিমীত বরিমাণং পৃথিব্যা।

(৫) আঽসীদদ্বিশ্বা ভুবনানি সম্রাড্‌বিশ্বেত্তানি বরুণস্য ব্রতানি।

(৬) বনেষু ব্যন্তরিক্ষং ততান বাজমর্ব্বৎসু পয়ো অঘ্নিয়াসু হৃৎসু

ক্রতুং বরুণো বিক্ষ্বগ্নিং দিবি সূর্য্যমদধাৎ সোমমদ্রৌ।

(৭) উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ।

দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্।

(৮) উস্রাবেতং ধূর্ষাহাবনশ্রূ অবীরহণৌ ব্রহ্মচোদনৌ।

(৯) বরুণস্য স্কম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনমসি।

(১০) প্রত্যস্তো বরুণস্য পাশঃ ॥ ৮ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) উদিতি। আয়ুষা। স্বায়ুষেতি সু—আয়ুষা। উদিতি। ওষধীনাম্। রসেন।

উদিতি। পর্জ্জন্যস্য। শুষ্মেণ। উদিতি। অস্থাম্। অমৃতান্। অনু।

(২) উরু। অন্তরিক্ষম্। অন্বিতি। ইহি।

(৩) অদিত্যাঃ। সদঃ। অসি। অদিত্যাঃ। সদঃ। এতি। সীদ।

(৪) অস্তভ্নাৎ। দ্যাম্। ঋষভঃ। অন্তরিক্ষম্। অমিমীত। বরিমাণম্। পৃথিব্যাঃ।

(৫) এতি। অসীদৎ। বিশ্বা। ভুবনানি। সম্রাডিতি সম্—রাট্।

বিশ্বা। ইৎ। তানি। বরুণস্য। ব্রতানি।

(৬) বনেষু। বীতি। অন্তরিক্ষম্। ততান। বাজম্। অর্ব্বৎস্বিত্যর্ব্বৎ—সু।

পয়ঃ। অগ্নিয়াসু। হৃৎস্বিতি হৃৎ—সু। ক্রতুম্। বরুণঃ। বিক্ষু।

অগ্নিম্। দিবি। সূর্য্যম্। অদধাৎ। সোমম্। অদ্রৌ।

(৭) উদিতি। উ। ত্যম্। জাতবেদসমিতি জাত—বেদসম্। দেবম্।

বহন্তি। কেতবঃ। দৃশে। বিশ্বায়। সূর্য্যম্।

(৮) উস্রৌ। এ’তি। ইতম্। ধূর্ষাহাবিতি ধূঃ—সাহৌ। অনশ্রূ ইতি।

অবীরহণাবিত্যবীর—হনৌ। ব্রহ্মচোদনাবিতি ব্রহ্ম—চোদনৌ।

(৯) বরুণস্য। স্কম্ভনম্। অসি। বরুণস্য। স্কম্ভসর্জ্জনমিতি স্কম্ভ—সর্জ্জনম্। অসি।

(১০) প্রত্যস্ত ইতি প্রতি—অস্তঃ। বরুণস্য। পাশঃ ॥ ৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। ‘স্বায়ুষা’ (সৎকর্ম্মসাধনসমর্থেন) ‘আয়ুষা’ (অক্ষয়জীবনলাভেন) ‘উৎ’ (উত্তিষ্ঠামি, উদ্বুদ্ধঃ ভবানি ইতি ভাবঃ)। আত্মজ্ঞানেন সৎকর্ম্মশীলজীবনলাভায় অত্র উদ্বোধনা বর্ত্ততে। অথবা ‘আয়ুষা’ (জীবনায়, অক্ষয়জীবনলাভায়) ‘উৎ’ (উত্তিষ্ঠামি, উদ্বুদ্ধঃ ভবানি); অপিচ, ‘স্বায়ুষা’ (সৎকর্ম্মসাধনাদিনা শোভনজীবনধারণায় ইত্যর্থঃ) ‘উৎ’ (উত্তিষ্ঠামি, উদ্বুদ্ধঃ ভবানি)। তথা ‘ওষধীনাং’ (কর্ম্মফলক্ষয়কারকানাং কর্ম্মণাং ইত্যর্থঃ) ‘রসেন’ (সারভূতেন শুদ্ধসত্ত্বেন সহ ইতি ভাবঃ) ‘উৎ’ (উত্তিষ্ঠামি, উদ্বুদ্ধঃ ভবানি ইত্যর্থঃ); ‘পর্জ্জন্যস্য’ (স্নেহকারুণ্যরূপস্য সদ্ভাববর্দ্ধকস্য ভগবতঃ ইতি ভাবঃ) ‘শুষ্মেণ’ (স্নেহকরুণয়া, যদ্বা—তেজসা,

জ্ঞানদীপ্ত্যা সহেত্তি ভাবঃ) 'উৎ' (উত্তিষ্ঠামি, উদ্‌বুদ্ধঃ ভবানি ইতি ভাবঃ)। ততঃ 'অমৃতান্' (অক্ষরান্, শুদ্ধসত্ত্বান্) 'অনু' (উদ্দিশ্য, অনুস্মৃত্য, যদ্বা—তান্ হৃদি ধারণায় ইতি ভাবঃ) 'উদস্থাং' (উত্তিষ্ঠবানস্মি, প্রবুদ্ধঃ ভবানি—অহমিতি শেষঃ)। আত্মোদ্বোধনমূলকঃ সঙ্কল্প-সূচকোঽয়ং মন্ত্রঃ। অয়ং ভাবঃ—হে দেব! যেনাহং আত্মোৎকর্ষসাধনায় ভগবৎপ্রাপ্ত্যর্থঞ্চ প্রবুদ্ধঃ ভবানি তদেবং বিধেহি ইতি প্রার্থনা।

২। হে দেব! ত্বং 'উরু' (বিস্তীর্ণং, কলুষক্লেদপরিস্রুতং নির্ম্মলং ইত্যর্থঃ) 'অন্তরিক্ষং' (অন্তরিক্ষলোকং, শত্রোরুপদ্রবপরিশূন্যং হৃদ্‌রূপং আধারং ইতি ভাবঃ) 'অনু' (অনুস্মৃত্য, অভিলক্ষ্য ইত্যর্থঃ) 'ইহি' (আগচ্ছ)। বিশুদ্ধং নির্ম্মলং হৃদয়ং হি ভগবন্নিবাসস্থানং। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ - হে ভগবন্! যেন সদৈব ত্বাং হৃদি সংরক্ষিতুং শক্নোমি অনুকম্পাপ্রদর্শনেন তদ্বিধেহি ইতি ভাবঃ।

৩। হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'অদিত্যাঃ' (অনন্তস্বরূপস্য ভগবতঃ) 'সদঃ' (অধিষ্ঠানং, আধার-স্বরূপঃ বা) 'অসি' (ভবসি)। অয়ং ভাবঃ—শুদ্ধসত্ত্বঃ হি ভগবতঃ স্বরূপঃ। শুদ্ধসত্ত্বেন হি কেবলং ভগবন্তং প্রাপ্তব্যং। অতঃ ত্বং 'অদিত্যাঃ' (অনন্তস্বরূপস্য ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'সদঃ' (স্থানং, নির্ম্মলং হৃদয়ং ইতি ভাবঃ) 'আসীদ' (সর্ব্বতঃ প্রাপ্নুহি, যদ্বা—তত্র উপবিশ ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ ইত্যেবং মন্যামহে। অয়ং ভাবঃ—শুদ্ধসত্ত্বং লব্ধ্বা তেন শুদ্ধসত্ত্বেন ভগবন্তং হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়াম।

৪। 'বৃষভঃ' (অভীষ্টবর্ষকঃ, যদ্বা—সর্ব্বৈর্বরণীয়ঃ ইত্যর্থঃ) সঃ ভগবান্ 'দ্যাং' (দ্যুলোকং, স্বর্লোকং বা) তথা 'অন্তরিক্ষং' (ব্যোমং—সর্ব্বলোকং ইতি ভাবঃ) 'অস্তভ্নাৎ' (স্তম্ভয়তি, ব্যাপ্নোতি ইতি ভাবঃ); অপিচ, 'পৃথিব্যাঃ' (ভুবি) তস্য ভগবতঃ 'বরিমাণং' (শ্রেষ্ঠত্বং, মহিমানং ইত্যর্থঃ) 'অমিমীত' (অপরিমেয়ং ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ সঃ ভগবান্ স্বকীয়েন প্রভাবেন সর্ব্বলোকং ধারয়তি; পরন্তু তস্য মহিম্নঃ পারং কোঽপি ন জানাতি। প্রার্থনা—সঃ ভগবান্ মম হৃদয়ং অধিকরোতু।

৫। সম্রাট্ (সম্যগ্‌রাজমানঃ, যদ্বা—সর্ব্বেষাং স্বামী সঃ ভগবান্ ইতি ভাবঃ) 'বিশ্বা' (বিশ্বানি, নিখিলানি) 'ভুবনানি (ভূর্লোকানি—সর্ব্বান্ লোকান্ ইতি ভাবঃ) 'আসীদৎ' (ব্যাপ্নোতি); 'বিশ্বা' (বিশ্বানি সর্ব্বাণি) 'ইৎ' (এবং, নিশ্চিতমেব ইত্যর্থঃ) 'বরুণস্য (তস্য সর্ব্বশক্তিমতঃ করুণাপরস্য বা ভগবতঃ ইতি যাবৎ) 'ব্রতানি' (কর্ম্মাণি, মহিমানঃ ইত্যর্থঃ) ভবন্তি ইতি শেষঃ, অথবা সর্ব্বাণি বিশ্বানি তস্য মহিমানং কথয়ন্তি ইতি ভাবঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—বিশ্বব্যাপকত্বং এব ভগবতঃ কর্ম্ম ধর্ম্মঃ বা। অতঃ সঃ ভগবান মম হৃদয়ং অধিকৃত্য তত্র অবিচলিতঃ তিষ্ঠতু।

৬। যঃ ভগবান 'বনেষু' (বনানীনাং অগ্রভাগেষু, বৃক্ষাগ্রেষু ইত্যর্থঃ) 'অন্তরিক্ষং' (আকাশং) 'অর্ব্বৎসু' (পুরুষেষু) 'বাজং' (বীর্য্যং) তথা 'উস্রিয়াসু' (গোষু) 'পয়ঃ' (দুগ্ধং, ক্ষীরং ইত্যর্থঃ) 'বি ততান' (বিস্তারিতবান্) সঃ 'বরুণঃ' (করুণাধারঃ এব) 'হৃৎসু' (অন্তরেষু) 'ক্রতুং' (সৎকর্ম্ম, সৎকর্ম্মসাধনসঙ্কল্পং ইত্যর্থঃ) 'বিক্ষু' (লোকেষু) 'অগ্নিং' (জ্ঞানাগ্নিং) 'দিবি' (দ্যুলোকে, স্বর্লোকপ্রাপ্তস্য সাধকস্য বা হৃদি) 'সোমং' (শুদ্ধসত্ত্বরূপং

অমৃতং) 'অদধাৎ' (স্থাপিতবান, প্রদদাতি)। অয়ং ভাবঃ—সর্ব্বেষাং বহুনাং শ্রেষ্ঠঃ সারাংশঃ বা ভগবৎকরুণাসাপেক্ষঃ। সঃ হিঃ বিশ্বস্য অধিপতিরেব।

অথবা,

যঃ 'বরুণঃ' (করুণাধারঃ ভগবান) 'বনেষু' (অরণ্যসদৃশেষু হৃদয়েষু) 'অন্তরিক্ষং' (অন্তরিক্ষবৎঅনন্তপ্রসারিতং স্নেহকারুণ্যং ইতি ভাবঃ) 'বি ততান' (বিস্তারিতবান), তথা 'অর্ব্বৎসু' (আত্মোৎকর্ষসম্পন্নেষু, যদ্বা—অদ্রিবৎ অবিচলিতহৃদয়েষু জনেষু) 'বাজং' (সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং) বি ততান, তথা 'উস্রিয়াসু' (জ্ঞানকিরণেষু, জ্ঞানাভ্যন্তরেষু, যদ্বা—জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্নেষু জনেষু ইতি ভাবঃ) 'পয়ঃ' (সত্ত্বভাবং, ভক্তিং ইত্যর্থঃ) বিততান, তথা 'হৃৎসু' (ভগবৎপ্রাপ্তিকামেষু অন্তরেষু) ক্রতুং (সৎকর্ম্মসাধনসঙ্কল্পং, সৎকর্ম্ম) বিততান, তথা 'বিক্ষু' (লোকেষু) 'অগ্নিং' (জ্ঞানাগ্নিং—জঠরাগ্নিং বা) বিততান, সঃ ভগবান এব 'দিবি' (দ্যুলোকে, স্বর্গে) 'সূর্য্যং' (জ্ঞানসূর্য্যং, পূর্ণজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) তথা 'অদ্রৌ' (পাষাণবৎকঠোরেষু অস্মাকং হৃদয়েষু ইতি ভাবঃ) 'সোমং' (শুদ্ধসত্ত্বং) 'অদধাৎ' (নিদধাতি)। অয়ং ভাবঃ—ভগবৎকৃপয়া অস্মাসু সত্ত্বভাবস্য উন্মেষঃ ভবতি। মন্ত্রোঽয়ং ভগবতঃ মহিমাজ্ঞাপকঃ। ভগবতঃ মহিমানং কোঽপি মিমীতুং ন শক্নোতি ইতি তাৎপর্য্যঃ।

৭। 'কেতবঃ' (প্রজ্ঞাপকাঃ—জ্ঞানরশ্ময়ঃ ইত্যর্থঃ) 'বিশ্বায়' (সর্ব্বস্মৈদেবভাবায়) 'দৃশে' (দ্রষ্টুং) 'ত্যং' (প্রসিদ্ধং) 'জাতবেদসং' (সর্ব্বজ্ঞং, প্রজ্ঞানাধারং বা) 'দেবং' (দ্যোতমানং) 'সূর্য্যং' (জ্যোতিঃস্বরূপং পরব্রহ্ম ইতি ভাবঃ) 'উদ্‌বহন্তি' (ঊর্দ্ধং বহন্তি, সাধকস্য সহস্রারে প্রকাশয়ন্তি)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ। অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানসাহায্যেন সাধবঃ ভগবৎস্বরূপং অনুভবং কুর্ব্বন্তি।

৮। 'উস্রৌ' (হে বৃষবৎবলবীর্য্যসম্পন্নৌ—জ্ঞানভক্তিরূপৌ, যদ্বা—সকামনিষ্কামরূপৌ ইত্যর্থঃ) 'ধূর্ষাহৌ' (শকটধুরং যথা ভারং বা বোঢ়ুং সমর্থৌ, জ্ঞানভক্তী তদ্বৎ দেবান্ নরহৃদি তথা অকিঞ্চনান্ ভগবন্নিবাসে নয়নসমর্থৌ) 'অনশ্রূঃ' (ক্লান্তিরহিতৌ, সদানন্দরূপৌ) 'অবীরহণৌ' (বীরাণাং হননমকুর্ব্বাণৌ, অজ্ঞানানাং সৎপথি নয়নকর্ত্তারৌ ইতি ভাবঃ) 'ব্রহ্মচোদনৌ' (অর্চ্চনাকারিণাং সৎকর্ম্ম ভগবন্তং বা প্রতি প্রেরয়িতারৌ) এতাদৃশৌ যুবাং 'এতং' (আগচ্ছতং—অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'যুজ্যেথাং' (স্বয়মেব যুক্তৌ ভবতাং—অস্মাকং মনোরথে ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। দেবানামানয়নোপযোগিনং সংবাহনং কৃত্বা জ্ঞানং ভক্তিঞ্চ হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামি ইতি ভাবঃ।

৯। (ক) হে মম হৃন্নিহিতে সদ্‌বৃত্তে! ত্বং 'বরুণস্য' (স্নেহকরুণাধারস্য ভগবতঃ ইতি ভাবঃ) 'স্কম্ভনং' (উন্নতেন প্রতিষ্ঠাপয়িত্রী—কর্ম্মরূপে যানে ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। অতঃ প্রার্থনা,—কর্ম্মপ্রভাবেন যেন বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং ভগবন্তং প্রাপ্নোমি তদ্বিধেহি; অথবা, অস্মাকং কর্ম্মাণি ভগবৎসম্বন্ধযুতানি ভবন্তু।

(খ) অতঃ হে মম সদসদ্‌বৃত্তে জ্ঞানভক্তে বা! যুবাং 'বরুণস্য' (স্নেহকারুণ্যরূপস্য ভগবতঃ ইতি ভাবঃ) 'স্কম্ভসর্জ্জনং' (অচঞ্চলেন স্থাপয়িত্রী—হৃদি কর্ম্মরূপে যানে বা ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভব ইতি ভাবঃ)। অতঃ প্রার্থনা—অস্মাকং কর্ম্মণা সহ ভগবৎসম্বন্ধঃ অবিচ্ছিন্নঃ ভবতু।

১০। হে ভগবন্! 'প্রত্যস্তঃ' (হৃদয়স্তোপরি প্রসারিতং ইতি ভাবঃ) 'বরুণস্ত' (অজ্ঞানতারূপস্ত আবরণস্ত) 'পাশং' (বন্ধনং—মোহপাশং ইতি ভাবঃ মুঞ্চতু অপসারয়তু ইতি শেষঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভববন্ধনবিমোচনায় অত্র প্রার্থনা দ্যোততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মাকং সংসারবন্ধনং ছেদয়তু, স্বাত্মনি চ অস্মান্ প্রবিলীয়তু। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৮ অনুবাক)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। সৎকর্ম্মসাধনসমর্থ অক্ষয় জীবন-লাভের জন্য যেন আমি উদ্‌বুদ্ধ হই। (আত্মজ্ঞানলাভে সৎকর্ম্মশীল জীবন-প্রাপ্তির উদ্বোধনা মন্ত্রে বিদ্যমান)। অথবা, অক্ষয় জীবন লাভের জন্য যেন উদ্‌বুদ্ধ হই। অপিচ, সৎকর্ম্মসাধনাদির দ্বারা শোভন-জীবন-ধারণের জন্য যেন আমি উদ্‌বুদ্ধ হই। কর্ম্মফলক্ষয়কারক কর্ম্মের সারভূত শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা যেন আমি উদ্বোধিত হই। সদ্ভাব-বর্দ্ধক স্নেহকারুণ্য-স্বরূপ ভগবানের স্নেহ-করুণার দ্বারা অথবা তেজের দ্বারা ও জ্ঞান-দীপ্তিতে যেন আমি উদ্‌বুদ্ধ হই। তদনন্তর অক্ষয় শুদ্ধসত্ত্বের অনুসরণে (অর্থাৎ,—তাহাদিগকে হৃদয়ে ধারণের নিমিত্ত) আমি যেন প্রবুদ্ধ হই। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক ও সঙ্কল্পসূচক। ভাব এই যে,—হে দেব! আত্মোৎকর্ষসাধনে ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য যাহাতে প্রবুদ্ধ হই, সেইরূপে আপনি আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন)।

২। হে দেব! আপনি আমার কলুষ-ক্লেদ-পরিশূন্য শত্রুর উপদ্রব-রহিত সুনির্ম্মল হৃদয়রূপ আধার্য্য-ক্ষেত্রকে লক্ষ্য করিয়া আগমন করুন। (তাৎপর্য্যার্থ—বিশুদ্ধ নির্ম্মল হৃদয়ই ভগবানের নিবাস-স্থান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমি যেন সর্ব্বদা আপনাকে হৃদয়ে রাখিতে সমর্থ হই। অনুকম্পা-প্রদর্শনে আপনি তাহার বিহিত করুন)।

৩। হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি অনন্ত-স্বরূপ ভগবানের অধিষ্ঠান অর্থাৎ ধারক ও স্বরূপ হও। (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বই ভগবানের স্বরূপ। শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়)। অতএব হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি ভগবৎ-সম্বন্ধি স্থানকে অথবা নির্ম্মল হৃদয়কে সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হও অর্থাৎ সেই হৃদয়ে উপবেশন কর। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব অধিগত করিয়া আমরা যেন ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ ও প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি)।

৪। অভীষ্টবর্ষণকারী অথবা সকলের বরণীয় সেই ভগবান দ্যুলোককে এবং অন্তরিক্ষ-লোককে (ব্যোমকে অর্থাৎ সর্ব্বলোককে) স্তম্ভিত করেন অথবা ব্যাপিয়া আছেন। অপিচ, এই পৃথিবীতে সেই ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব বা মহিমা অপরিমেয়। (ভাব এই যে,—ভগবান স্বকীয় প্রভাবের দ্বারা সর্ব্বলোক ধারণ করিয়া আছেন। কিন্তু তাঁহার মহিমার সীমা কেহই অবগত নহেন। প্রার্থনা—সেই ভগবান আমার হৃদয় অধিকার করুন)।

৫। সম্যক্ রাজমান অথবা সকলের স্বামী সেই ভগবান নিখিল বিশ্ব-ভুবন ব্যাপিয়া আছেন। বিশ্বের সকলেই সর্ব্বশক্তিমান্ অথবা করুণা-পরায়ণ সেই ভগবানের কার্য্য অর্থাৎ মহিমা ঘোষণা করে। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—বিশ্বব্যাপকতাই ভগবানের কর্ম্ম বা ধর্ম্ম। সেই ভগবান আমার হৃদয় ব্যাপিয়া অবিচলিত ভাবে অবস্থিতি করুন)।

৬। যে ভগবান্ বনানীর অগ্রভাগে অন্তরিক্ষকে, পুরুষগণের মধ্যে বীর্য্যকে এবং গাভীগণের মধ্যে দুগ্ধকে বিস্তারিত করিয়া রাখিয়াছেন; সেই করুণাধারই অন্তরের মধ্যে সৎকর্ম্ম-সাধনসঙ্কল্পকে, লোকসমূহের মধ্যে জ্ঞানাগ্নিকে, স্বর্গলোকপ্রাপ্ত সাধুগণের হৃদয়ে জ্ঞানসূর্য্যকে বা পূর্ণজ্ঞানকে এবং পাষাণবৎ কঠোর আমাদিগের এই হৃদয়ের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বকে স্থাপন করিয়াছেন। (ভাব এই যে,—সকল বস্তুরই শ্রেষ্ঠ বা সার অংশ ভগবানের করুণা-সাপেক্ষ। সেই ভগবানই বিশ্বের অধিপতি)।

অথবা,

যে করুণাধার ভগবান্ অরণ্য-সদৃশ হৃদয়ের মধ্যে অন্তরিক্ষবৎ অনন্ত-প্রসারিত স্নেহ-কারুণ্যকে বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন এবং আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন জনগণের মধ্যে সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্যকে বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন এবং জ্ঞানের অভ্যন্তরে ভক্তিকে বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন এবং ভগবৎপ্রাপ্তির অভিলাষী অন্তরের মধ্যে সৎকর্ম্ম-সাধন-সঙ্কল্পকে বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন এবং লোকসমূহের মধ্যে জ্ঞানাগ্নিকে বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন; সেই ভগবানই স্বর্গে জ্ঞান-সূর্য্যকে (পূর্ণজ্ঞানকে) এবং পাষাণবৎ-কঠোর আমা-দিগের হৃদয়-মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বকে স্থাপন করিয়াছেন। (ভাব এই যে,—ভগবানের কৃপাতেই আমাদিগের মধ্যে সত্ত্বভাবের উন্মেষ হয়)।

৭। জ্ঞান-রশ্মিসমূহ, সমস্ত দেবভাবের দর্শন নিমিত্ত, সেই প্রসিদ্ধ

সর্ব্বজ্ঞ অথবা ধনপতি দ্যোতমান্ জ্যোতিঃ-স্বরূপ পরব্রহ্মকে সাধকের সহস্রার পদ্মে প্রকাশিত করিয়া থাকে।

৮। বৃষবৎ বলবীর্য্যসম্পন্ন জ্ঞানভক্তিরূপ অথবা সকামনিষ্কাম-রূপ হে বাহকদ্বয়! শকটধূর অথবা ভার-বহনসমর্থ অথবা দেবতা বা সংবহনোপযোগী দেবভাব (অর্থাৎ বৃষদ্বয় যেমন শকটের ধূর বা ভার বহন করিতে পারে, সেইরূপ জ্ঞান ও ভক্তি রূপ বাহকদ্বয় দেবভাবসমূহকে নরহৃদয়ে বহন করিয়া আনে ; অপিচ অকিঞ্চন জনকে ভগবৎসমীপে লইয়া যায়), ক্লান্তিরহিত অর্থাৎ সদানন্দরূপ, দুর্ব্বলের অহিংসাকারী অথবা অজ্ঞান-জনকে সৎপথে নয়নকারী, অর্চ্চনাকারীদিগকে সৎকর্ম্মসাধনের অথবা ভগবানের প্রতি প্রেরণকারী,—এতাদৃশ তোমরা (আমাদের হৃদয়ে) আগমন কর, আমাদিগের মনোরথে স্বয়ং যুক্ত হও এবং মঙ্গলপ্রদ হইয়া সৎকর্ম্মসাধনপ্রবৃত্ত জনের অর্থাৎ আমাদিগের হৃদয়রূপ যজ্ঞাগার প্রাপ্ত হও অর্থাৎ তথায় প্রবেশ কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক এবং আত্মোদ্বোধনসূচক। দেবগণের আনয়নোপযোগী সংবাহন করিয়া জ্ঞান এবং ভক্তিকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি—মন্ত্রে এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে)।

৯। (ক) হে মম হৃন্নিহিত সদ্বৃত্তি! তুমি স্নেহকরুণাধার ভগবানকে উন্নত-প্রদেশে অর্থাৎ আমাদিগের কর্ম্মরূপ যানে প্রতিষ্ঠা করিয়া থাক। (প্রার্থনার ভাব এই যে—কর্ম্মপ্রভাবে যেন আমরা শুদ্ধসত্ত্ব এবং ভগবানকে প্রাপ্ত হই। আমাদিগের কর্ম্মসমূহ ভগবৎসম্বন্ধযুত হউক)।

(খ) হে আমার সদ্সৎবৃত্তি অথবা জ্ঞানভক্তি! তোমরা আমাদিগের হৃদয়ে অথবা কর্ম্মরূপ যানে স্নেহকরুণাধার ভগবানকে অচঞ্চলভাবে স্থাপনকর্ত্তা হও। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগের কর্ম্মের সহিত ভগবৎসম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন হউক)।

১০। হে ভগবন্! আমাদিগের হৃদয়ে যে অজ্ঞানতার আবরণরূপ মোহ-পাশ বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা অপসারিত করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগের সংসার-বন্ধন ছেদন করিয়া আপনি আমাদিগকে আপনাতে বিলীন করিয়া লউন)। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৮ অনুবাক)॥

* * *

মন্ত্র-ভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

সপ্তমেঽনুবাকে সোমক্রয়ণমভিহিতং। অথ ক্রীতং সোমং প্রাচীনবংশে নেতুমষ্টমে শকটারোপণং সোমস্থোচ্যতে।

১। "উদায়ুষা স্বায়ুষোদোষধীনা৺ রসেনোৎপর্জ্জন্যস্য শুষ্মেণোদস্থামমৃতা৺ অনু।"—কল্পঃ—"অথৈনমাদায়োপোত্তিষ্ঠতি উদায়ুষা স্বায়ুষোদোষধীনা৺ রসেনোৎপর্জ্জন্যস্য শুষ্মেণোদস্থামমৃতা৺ অন্বিতি" ইতি। অমৃতান্দেবাননুলক্ষ্যাঽয়ুরাদিবিশেষণাবিশিষ্টেন সোমেন সহোদস্থামুত্তিষ্ঠামীতি। জীবনমায়ুঃ। তত্রাপি রোগাদ্যুপদ্রবরহিতং স্বায়ুঃ। তদুভয়প্রদত্বাৎ সোমস্য তদুভয়রূপত্বং। ওষধীনাং পর্জ্জন্যস্য চ সোমঃ সার ইত্যেরৌষধিবত্তৃমিবিশেষে জায়মানত্বাদ্বৃষ্ট্যা বর্দ্ধমানত্বাচ্চ। চতুর্ভির্ব্বিশেষণৈঃ পৃথক্ক্রিয়াপদমন্বেতুং চত্বার উচ্ছব্দাঃ॥ অমৃতশব্দানুশব্দয়োরর্থমাহ—"উদায়ুষা স্বায়ুষেত্যাহ দেবতা এবান্বারভ্যোত্তিষ্ঠতি" (সং০ কা০৬ প্র০১ অ০ ১১) ইতি।

২। "উর্ব্বন্তরিক্ষমন্বিহি।"—কল্পঃ—"উর্ব্বন্তরিক্ষমন্বিহীতি শকটায়াভিপ্রব্রজতি" ইতি॥ উত্থাপনমারভ্য পুনর্ভূমৌ স্থাপনপর্য্যন্তং সোমোঽন্তরিক্ষাধার ইত্যভিপ্রায়ং দর্শয়তি—"উর্ব্বন্তরিক্ষমন্বিহীত্যাহান্তরিক্ষদেবত্যো হ্যেতর্হি সোমঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১১) ইতি॥

৩-৫। "অদিত্যাঃ সদোঽস্যদিত্যাঃ সদ আ সীদাস্তভ্নাদ্দ্যামৃষভো অন্তরিক্ষমমিমীত বরিমাণং পৃথিব্যা আঽসীদদ্বিশ্বা ভুবনানি সম্রাড্বিশ্বেত্তানি বরুণস্য ব্রতানি।"—বৌধায়নঃ—"তস্য ছিদ্রে কৃষ্ণাজিনমাস্তৃণাত্যদিত্যাঃ সদোঽসীতি, অদিত্যাঃ সদ আসীদেতি কৃষ্ণাজিনে রাজানমথৈনমুপতিষ্ঠতেঽস্তভ্নাদ্দ্যামৃষভো অন্তরিক্ষমমিমীত বরিমাণং পৃথিব্যা আঽসীদদ্বিশ্বা ভুবনানি সম্রাড্বিশ্বেত্তানি বরুণস্য ব্রতানীতি" ইতি। আপস্তম্বো দ্বিতীয়তৃতীয়মন্ত্রাবেকীচকার। হে কৃষ্ণাজিন ত্বমদিত্যা ভূমেঃ সদঃ স্থানমসি। হে সোম তস্যাঃ সদ প্রাপ্নুহি। ঋষভঃ শ্রেষ্ঠোঽয়ং সোমো যথা দ্যুলোকো ন পততি তথা স্তম্ভনং সংচকার। অন্তরিক্ষমেতাবদিত্যমিমীত পৃথিব্যা বরিমাণং গুরুত্বং চামিমীত। স সোমদেবঃ স্বমহিম্না সম্যগ্রাজমানো বিশ্বানি ভুবনানি আসীদব্যাপ্তবান্। বিশ্বেত্তানি সর্ব্বাণ্যেবোক্তানি কর্ম্মাণি সর্ব্বাবরকত্বেন বরুণনাম্নঃ সোমস্য ব্রতানি ব্রতবন্নিয়তানি॥ প্রথমদ্বিতীয়মন্ত্রয়োঃ স্পষ্টার্থতাং দর্শয়তি—"অদিত্যাঃ সদোঽস্যদিত্যাঃ সদ আ সীদেত্যাহ যথাযজুরেবৈতৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১১) ইতি॥ দ্বিতীয়মন্ত্রসাধ্যং যদাসাদনং তদেব তৃতীয়মন্ত্রেণাপি কর্ত্তব্যমিত্যমুমর্থং হেতূপন্যাসপুরঃসরং বিধত্তে—"বি বা এনমেতদর্দ্ধয়তি যদ্বারুণ৺ সন্তং মৈত্রং করোতি বারুণ্যর্চ্চাঽসাদয়তি স্বয়ৈবৈনং দেবতয়া সমর্দ্ধয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১১) ইতি। উপনদ্ধঃ সোমো বরুণো যদ্বিষয়ে মিত্রো ন এহীতি মন্ত্রং পঠন্মৈত্রং করোতীতি যদস্তি এতেনৈনং সোমং ব্যর্দ্ধয়তি সমৃদ্ধিহীনং করোতি, বারুণ্যর্চ্চা তু সমর্দ্ধয়তি॥

৬। "বনেষু ব্যন্তরিক্ষং ততান বাজমর্ব্বৎসু পয়ো অঘ্নিয়াসু হৃৎসু ক্রতুং বরুণো বিক্ষ্বগ্নিং দিবি সূর্য্যমদধাৎ সোমমদ্রৌ।"—কল্পঃ—"অথৈনং বাসসা পরিতনোতি বনেষু ব্যন্তরিক্ষং ততান বাজমর্ব্বৎসু পয়ো অঘ্নিয়াসু হৃৎসু ক্রতুং বরুণো বিক্ষ্বগ্নিং দিবি সূর্য্যমদধাৎ সোমমদ্রাবিতি" ইতি। বিততানেতি প্রতিবাক্যমন্বেতি। বরুণনামকঃ সোমদেবো জগদীশ্বরেণাভিন্নঃ সর্ব্বং নির্ম্মমে। তৎ কিং, বনেষু বৃক্ষমধ্যেষু অন্তরিক্ষমবকাশং বিততান। অর্ব্বৎসু বাজিষু বাজং

বেগং গতিবিশেষং, পয়ো গোষু, হৃদয়েষু চিত্তেষু ক্রতুং সঙ্কল্পং, বিক্ষু প্রজাসু জঠরাগ্নিং, দ্যুলোকে সূর্য্যং, পর্ব্বতে সোমবল্লীমদধাদস্থাপয়ৎ॥ অনেন মন্ত্রেণ কর্ত্তব্যং বিধত্তে—"বাসসা পর্য্যানহ্যতি সর্ব্বদেবত্যং বৈ বাসঃ সর্ব্বাভিরেবৈনং দেবতাভিঃ সমর্ধয়ত্যথো রক্ষসামপহত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১১) ইতি। মন্ত্রার্থো লোকপ্রসিদ্ধ ইত্যাহ—"বনেষু ব্যন্তরিক্ষং ততানেত্যাহ বনেষু হি ব্যন্তরিক্ষং ততান বাজমর্ব্বৎস্বিত্যাহ বাজ৺ হ্যর্ব্বৎসু পয়ো অঘ্নিয়াস্বিত্যাহ পয়ো হ্যঘ্নিয়াসু হৃৎসু ক্রতুমিত্যাহ হৃৎসু হি ক্রতুং বরুণো বিক্ষ্বগ্নিমিত্যাহ বরুণো হি বিক্ষ্বগ্নিং দিবি সূর্য্যমিত্যাহ দিবি হি সূর্য্যং সোমমদ্রাবিত্যাহ গ্রাবাণো বা অদ্রয়স্তেষু বা এষ সোমং দধাতি যো যজতে তস্মাদেবমাহ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১১) ইতি। অদ্রিশব্দেনাত্র পাষাণবহুলো গিরির্ব্বিবক্ষিতঃ। পাষাণসন্ধিষু সোমস্যোৎপত্তেঃ। যজমানস্তেষু পাষাণেষু সোমং প্রাপ্নোতি॥

কল্পঃ—'উদুত্যং জাতবেদসমিতি সৌর্য্যর্চ্চা কৃষ্ণাজিনং প্রত্যানহ্যত্যূর্ধ্বগ্রীবং বহিষ্ঠাদ্বিশসনং' ইতি। স চ মন্ত্র এবং পঠ্যতে॥

৭। "উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্ ইতি॥"—কেতবো রশ্ময়স্ত্যং তং পরোক্ষং জাতবেদসমুৎপন্নস্য সর্ব্বস্য জগতো বেত্তারং সূর্য্যং দেবমুদ্বহন্তি উর্ধ্বপ্রদেশং প্রাপয়ন্তি। কিমর্থং, বিশ্বায় দৃশে সর্ব্বস্য জগতো দর্শনার্থং॥ সৌর্য্যমন্ত্রেণ রক্ষাংসি নিবার্য্যন্ত ইত্যাহ—'উদু ত্যং জাতবেদসমিতি সৌর্য্যর্চ্চা কৃষ্ণাজিনং প্রত্যনহ্যতি রক্ষসামপহত্যৈ' (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১১) ইতি।

৮। "উস্রাবেতং ধূর্ষাহাবনশ্রূ অবীরহণৌ ব্রহ্মচোদনৌ।"—কল্পঃ—"অথ সোমবাহনাবানীয়মানৌ প্রতি মন্ত্রয়তে—"উস্রাবেতং ধূর্ষাহাবনশ্রূ অবীরহণৌ ব্রহ্মচোদনাবিতি" ইতি। হে উস্রৌ বলীবর্দ্দাবেতমাগচ্ছতং। কীদৃশৌ, ধূর্ষাহৌ ভারং সহমানৌ অনশ্রূ অনসি শকটে শ্রুতৌ খ্যাতৌ। অবীরহণৌ বীরং শকটস্থিতং সোমমবাধমানৌ। ব্রহ্মচোদনৌ ব্রহ্মান্নং কৃষিদ্বারেণান্নপ্রবর্ত্তকৌ॥ মন্ত্রস্য স্পষ্টার্থতামাহ—"উস্রাবেতং ধূর্ষাহাবিত্যাহ যথাযজুরেবৈতৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১১) ইতি॥

৯-১০। "বরুণস্য স্কম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনমসি প্রত্যস্তো বরুণস্য পাশঃ।"—বৌধায়নঃ—'তয়োর্দ্দক্ষিণং পূর্ব্বং যুনক্তি বরুণস্য স্কম্ভনমসীতি, বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনমসীতি শম্যামবগূহতি, প্রত্যস্তো বরুণস্য পাশ ইতি যোক্ত্রং" ইতি। আপস্তম্বঃ—"বরুণস্য স্কম্ভনমসীতি শম্যাং প্রতিমোচ্যোস্রাবেতং ধূর্ষাহাবিত্যনড্বাহাবুপাজ্য বারুণমসীতি যোক্ত্রপাশং পরিহৃত্য প্রত্যস্তো বরুণস্য পাশ ইত্যভিধানীং প্রত্যস্যতি" ইতি। শাখান্তরানুসারেণ বারুণমসীত্যুক্তং। এতচ্ছাখানুসারেণ বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনমসীতি দ্রষ্টব্যং। যুগচ্ছিদ্রে প্রক্ষেপ্যঃ শঙ্কুঃ শম্যা। হে শম্যে ত্বং বরুণস্যোক্ষ্ণো নিবারণীয়স্য বলীবর্দ্দস্য স্কম্ভনং নিবারণং কুর্ব্বত্যসি। গলবন্ধনসাধনং যোক্ত্রং। হে যোক্ত্র ত্বমপি পলায়নান্নিবারণীয়স্য শম্যেব নিবারণং সৃজসি। দীর্ঘরজ্জুঃ পাশঃ। স চ প্রত্যস্তঃ শকটস্যোপরি প্রসারিতঃ। এতে ত্রয়ো মন্ত্রাঃ স্পষ্টার্থা ইতি ব্রাহ্মণেনোপেক্ষিতাঃ॥

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—

"উদায়ু সোমমাদায়োরু গচ্ছেচ্ছকটং প্রতি। অদি স্তৃত্বাহজিনং সোমমদিত্যাং সেতি সাদয়েৎ॥ ১॥ বনে-বস্ত্রেণ বদ্ধেবাহু প্রত্যানহ্যতি চর্ম্মণা। উস্রাবনড়ুহোর্য্যোগো বরু শম্যাং

বিনিক্ষিপেৎ ॥ ২ ॥ বরু বদ্ধ্বা যোক্ত্রপাশং প্রতি ধানীমুপাস্থতি। অনুবাকে হৃষ্টমেঽস্মিন্মন্ত্রা এতে দশোদিতাঃ ॥ ৩ ॥' ইতি ॥

অত্র মীমাংসা নাস্তি ॥

অথ ছন্দঃ।

উদায়ুষেত্যনুষ্টুপ্। উর্ব্বীত্যেকপদা গায়ত্রী। অস্তভ্নাদিতি বনেষ্বিতি চ ত্রিষ্টুভৌ। উত্ত্যমিতি গায়ত্রী ॥ (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৮ অনুবাক) ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্য-বিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থ-প্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়-তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়প্রপাঠকেঽষ্টমোঽনুবাকঃ ॥ ৮ ॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যানুক্রমণিকায় প্রকাশ,—সপ্তম অনুবাকে সোম-ক্রয়-সংক্রান্ত মন্ত্রসমূহ এবং তাহার প্রক্রিয়া-পদ্ধতির বিষয় কথিত হইয়াছে। ক্রীত সোম প্রাচীনবংশ-শালায় সংবাহন সময়ে কি ভাবে কিরূপ প্রক্রিয়া-পদ্ধতির অনুসরণে সেই সোম শকটোপরি স্থাপন করিতে হইবে, এই অষ্টম অনুবাকে, তাহাই উল্লিখিত হইতেছে। বিনিয়োগ-সংগ্রহ গ্রন্থে সেই প্রক্রিয়া-পদ্ধতি যে ভাবে পরিবর্ণিত আছে, যথাক্রমে এস্থলে তাহার উল্লেখ করিতেছি; যথা,—'উদায়ুষা' প্রভৃতি মন্ত্রে সোমকে গ্রহণ করিয়া 'উর্ব্বন্ত' প্রভৃতি মন্ত্রে শকটের অভিমুখে গমন করিবে। তার পর 'অদিত্যা' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই শকটোপরি কৃষ্ণাজিন বিস্তৃত করিয়া, 'অদিত্যা সদঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে সোমকে শকটোপরি বিস্তৃত সেই কৃষ্ণাজিনের উপরিভাগে স্থাপন করিবে। তদনন্তর 'বনেষু' প্রভৃতি মন্ত্রে সোমকে বস্ত্রে বন্ধন করিয়া 'উত্ত্যং' প্রভৃতি মন্ত্রে শকটোপরিস্থিত কৃষ্ণাজিন দ্বারা পুনরায় সেই বস্ত্রবদ্ধ সোমকে বাঁধিতে হইবে। 'উস্রৌ' প্রভৃতি মন্ত্রে বলীবর্দ্দ আনয়ন করিয়া শকটে যোজনান্তর 'বরুণস্য' প্রভৃতি মন্ত্রে শম্যা নিক্ষেপ করিবার বিধি। তার পর 'বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনমসি' মন্ত্রে যোক্ত্রপাশ বদ্ধ করিয়া 'প্রত্যস্তো' প্রভৃতি শেষ মন্ত্রে সোমাধারকে অভিমন্ত্রিত করিতে হইবে। অষ্টম অনুবাকের দশটী মন্ত্রে সোমসংবাহনের এইরূপ প্রক্রিয়া-পদ্ধতি বিনিয়োগ-সংগ্রহকার ব্যক্ত করিয়াছেন। এইরূপ বিনিয়োগ-ক্রমে মন্ত্র-সমূহের যে অর্থ হয়, আমরা তৎসম্বন্ধে ভাষ্যকারের অভিমত পরিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের মন্তব্যও প্রকাশ করিতেছি।

অষ্টম অনুবাকের প্রথম মন্ত্র—'উদায়ুষা' প্রভৃতি। এই মন্ত্রে ক্রীত সোম গ্রহণের বিধি। সুতরাং মন্ত্রের সম্বোধ্য—সোম। মন্ত্রের অর্থ-সম্বন্ধে ভাষ্যের মত এই যে,—অমৃত-স্বরূপ দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া আয়ুরাদি বিশেষে বিশিষ্ট সোমের সহিত আমি উত্থিত হই। জীবন—আয়ুঃ। রোগাদি উপদ্রব-রহিত যে আয়ুঃ তাহাই স্বায়ুঃ। সোম উভয়বিধ আয়ু প্রদান করে, বলিয়া সোম সেই উভয়বিধ আয়ুর স্বরূপ। সোম ওষধীর এবং পর্জ্জন্যের সারভূত। সোম এবং ওষধী ভূমিতে উৎপন্ন হয় বলিয়া বৃষ্টির দ্বারা উভয়ই পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সোমের যে চতুর্ব্বিধ

বিশেষণ মন্ত্রের (বৃক্ষলতাদি) মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়, ভাষ্যকারের মতে সেই চারিটী 'উৎ' পদ সেই চতুর্ব্বিধ বিশেষণের সহিত অন্বিত।' *

এক্ষণে আমরা মন্ত্রের যে অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি, তদ্বিষয় অনুধাবন করুন। মন্ত্রের মধ্যে 'উদায়ুষা' এবং 'স্বায়ুষা' দুইটী পদের প্রতি প্রথমেই লক্ষ্য পড়ে। 'উৎ' এবং 'আয়ুষা—এই দুইটী পদে 'উদায়ুষা' পদ নিষ্পন্ন। আমাদের মতে ঐ 'উদায়ুষা' পদের অর্থ হয়,—'অক্ষয়-জীবনলাভায় উত্তিষ্ঠামি।' আর 'স্বায়ুষা' পদের অর্থ হইয়াছে,—'সৎকর্ম্মসাধনাদিনা শোভন-জীবনধারণায়!' কিন্তু অক্ষয় জীবন লাভ হয় কি প্রকারে? যখন ভগবানে আত্মলীন করিতে পারা যায়;—যখন চৈতন্যে চিৎস্বরূপে আত্মার সম্মিলন সংঘটিত হয়; তাহা হইলে তখনই অক্ষয় চিরজীবন লাভ হইতে পারে। আর, সৎকর্ম্মাদি সাধন দ্বারা যে শোভন জীবন লাভ হয়, তাহাই 'স্বায়ুষা।' যিনি যাগদানাদি সৎকর্ম্মসাধন করিয়া, অক্ষয় যশঃ অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন, তিনি ইহসংসারে মৃত হইলেও জীবিত-পদবাচ্য। 'কীর্ত্তির্যস্য সঃ জীবতি।' তাঁহার কার্য্য—তাঁহার কীর্ত্তিই তাঁহাকে জীবিত রাখে। তাই মন্ত্রের প্রথম অংশে প্রার্থনা জানান হইয়াছে—'হে দেব! 'স্বায়ুষা' অর্থাৎ সৎকর্ম্মাদি সাধন দ্বারা যে অক্ষয় কীর্ত্তির অধিকারী হইতে পারা যায়, আমি যেন ভবৎপ্রসাদে সেই যশঃখ্যাতির অধিকারী হই, অর্থাৎ,—আমার প্রবৃত্তি, আমার মতিগতি যেন সৎকর্ম্মসাধনে, ভগবানের প্রিয়-কার্য্য সম্পাদনে নিয়োজিত হয়।' আর প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'হে দেব! আমি যেন আপনাতে আত্মলীন করিতে সমর্থ হই। তাহাতেই যেন আমার অক্ষয় জীবন লাভ হয়।' তার পর প্রার্থনা হইয়াছে,—'ওষধীনাং রসেন উত্তিষ্ঠামি।' অর্থাৎ,—কর্ম্মফল-ক্ষয়কারক যে কর্ম্ম, তাহার সারভূত যে শুদ্ধসত্ত্ব, সেই শুদ্ধসত্ত্ব-সঞ্চয়ে যেন উদ্বোধিত হই। এখানে কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মক্ষয়ের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। যে কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্ম ক্ষয় হয়, সে কর্ম্ম—কোন্ কর্ম্ম? মন্ত্রের প্রথম অংশেই তাহা বলা হইয়াছে, সে কর্ম্ম সৎকর্ম্ম। অর্থাৎ, আমার কর্ম্ম এমন হউক, যে কর্ম্মের ফলে আমার অন্তরে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার হয়, আর সেই শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে আমার কর্ম্মের অবসান হইয়া যায়। 'ওষধী' পদের অর্থ—'ফলপাকান্ত পর্য্যন্ত যে জীবিত থাকে।' পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ব্যপদেশে 'ওষধী' পদের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরা-লোচনা নিষ্প্রয়োজন। ভাব এই যে,—আমার কর্ম্ম-প্রভাব এমন হউক, যাহাতে আমার অন্তরে শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ ভগবান অধিষ্ঠিত হন এবং সেই কর্ম্মের প্রভাবে আমার কর্ম্মের অবসান হয়।

তার পর 'পর্জ্জন্যস্য শুষ্মেণ উত্তিষ্ঠামি' অংশ। ঐ অংশে ভাষ্যের মত এই যে, সোম এবং ওষধী ভূমিতে উৎপন্ন হয়, আর বৃষ্টির জলে তাহারা পরিবৃদ্ধ হইয়া থাকে। লৌকিক হিসাবে,

* শুক্লযজুর্ব্বেদ সংহিতায় এই প্রথম মন্ত্রের প্রথম অংশ পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে ভাষ্যানু-ক্রমণিকায় (মহীধরের) প্রকাশ,—সোমগ্রহণ করিয়া, সোম-সম্বোধনে মন্ত্রটী পাঠ করিতে হয়। মন্ত্রটী অগ্নিদেবতা-সম্বন্ধী এবং পুরস্তাদ্ বৃহতী ছন্দে গ্রথিত। মন্ত্রের অর্থ—উৎকৃষ্ট চিরজীবন-লক্ষণভূত আয়ুর নিমিত্ত এবং যাগদানাদি দ্বারা লব্ধ শোভন আয়ুঃ প্রাপ্তির নিমিত্ত, সোমাদি দেবগণকে অনুসরণ করিয়া উত্থিত হইয়াছি।'

প্রাকৃতিক নিয়মে এ অর্থ সঙ্গত হয় বটে। কিন্তু আমাদের অর্থ ভিন্নরূপ। 'পর্জ্জন্যস্য' পদে আমরা সাধারণ বৃষ্টি অর্থ গ্রহণ করি না। বারিধারার ন্যায় 'ভগবানের করুণাধারার' বিষয়ই ঐ 'পর্জন্যস্য' পদে ব্যক্ত করিতেছে। 'শুষ্মেণ' পদের সাধারণ অর্থ—'শোধকেন।' কিন্তু যাহাতে অন্তরের কলুষক্লেদ পাপরাশি বিশুদ্ধ হয়, এখানে 'শুষ্মেণ' পদে 'ভগবানের করুণাধারারূপ সেই জ্ঞান-দৃষ্টিকেই' বুঝাইতেছে বলিয়া মনে করি। কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্ম ক্ষয় করিতে হইবে, শোভন জীবন-ধারণের জন্য সৎকর্ম্ম সাধন করিতে হইবে। কিন্তু সে কর্ম্ম সম্বন্ধে—সেই কর্ম্মের স্বরূপ বিষয়ে তো জ্ঞানলাভ হওয়া চাই! কর্ম্মের স্বরূপ উপলব্ধি না হইলে, সদসৎ-বিচারে সামর্থ্য না জন্মিলে, কর্ম্মানুষ্ঠানই যে সম্ভবপর হয় না! সেই জ্ঞানলাভ করিয়া, জ্ঞানদৃষ্টির সাহায্যে অগ্রসর হইলে তো চিৎস্বরূপ চিন্ময়ে আত্মসম্মিলন ঘটিবে! অক্ষয় অমৃত ভগবানকে পাইতে হইলে, শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হইয়া সৎকর্ম্ম-সাধনে কর্ম্মফল ক্ষয় করিয়া শোভন আয়ু লাভ করিতে হইলে, জ্ঞানদৃষ্টিই প্রথম প্রয়োজন। তাই মন্ত্রের শেষাংশে বলা হইয়াছে, ভগবানের স্নেহকরুণায় জ্ঞানজ্যোতিঃ লাভ করিয়া শুদ্ধসত্ত্বের অনুসরণে অর্থাৎ অন্তরে শুদ্ধসত্ত্বের উন্মেষণে যেন উদ্‌বুদ্ধ হই। ফলতঃ, সৎকর্ম্ম সাধনে, শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয়ে, এবং জ্ঞানদৃষ্টিলাভে—অক্ষয় জীবন লাভের আকাঙ্ক্ষাই প্রথম মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি কৃপা করিয়া, আমাকে সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য প্রদান করুন। জ্ঞানদৃষ্টি প্রদান করিয়া কর্ম্মফল গ্রহণে আমাকে আপনাতে বিলীন করিয়া লউন।'

দ্বিতীয় (উর্ব্বন্তরিক্ষমন্বিহি) মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্ব আহরণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। ভাষ্যকারের মতে—উত্থান হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় ভূমিতে সোমস্থাপন পর্য্যন্ত সোমের আধার অন্তরিক্ষ। সেই হেতু সোম অন্তরিক্ষ দেবতা বলিয়া কথিত হয়। যাহা হউক, আমরা এই মন্ত্রে যে ভাব উপলব্ধি করি, এস্থলে তাহা বিবৃত করিতেছি। মন্ত্রের ভাব এই যে,—'ভগবানকে যেন আমরা হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হই।' কিন্তু কি উপায়ে মানুষ ভগবানকে পাইতে পারে? জপ, তপ, পূজা, আরাধনা, কর্ম্ম—যাহা কিছু কর না কেন, সকল কর্ম্মের মধ্য দিয়াই দেবভাবের অধিষ্ঠান থাকা চাই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বিস্তৃতভাবে যে নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ আছে, এখানে বীজরূপে সেই উপদেশের অমোঘ তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে বুঝিতে পারি। আমি যে কর্ম্ম করিব, আমি যে জপতপ-পূজারাধনায় প্রবৃত্ত হইব, আমার সে কর্ম্মের নিয়োগকর্ত্তা কে হইবেন? সেই জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের প্রেরণা ভিন্ন, কোনও ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। তাঁহারই প্রেরণায় তাঁহারই কার্য্যে ব্রতী হইলেই তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারা যায়। মন্ত্রের তাই উপদেশ—সর্ব্বকর্ম্মফল তাঁহাতে অর্পণ করিয়া, তাঁহারই কার্য্যে উৎসৃষ্ট-প্রাণ হও। ইষ্টসিদ্ধি হইবে—ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হইবে।' তাহাই তোমার মোক্ষ—তাহাই তোমার পরমার্থ!

অতঃপর তৃতীয় চতুর্থ এবং পঞ্চম ('অদিত্যা' হইতে 'ব্রতানি' পর্য্যন্ত) মন্ত্রত্রয়ের তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। ভাষ্যের বিভাগ অনুসারে ঐ তিনটী মন্ত্র একমন্ত্ররূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। আমরা বোধসৌকর্য্যার্থ উহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। ভাষ্যমতে তৃতীয় মন্ত্র শকটোপরি কৃষ্ণাজিন আস্তীর্ণ করিতে করিতে পাঠ করিতে হয়। সে মন্ত্রে মন্ত্রটী কৃষ্ণাজিনের

সম্বোধনে প্রযুক্ত। মন্ত্রার্থ,—'হে কৃষ্ণাজিন! তুমি 'অদিত্যাঃ' অর্থাৎ অখণ্ডিতা পৃথিবীর (ভূমির) স্থান-রূপ হও।' অতঃপর সেই শকটোপরি বিস্তৃত কৃষ্ণাজিনের উপরিভাগে সোম স্থাপন করিয়া তৃতীয় মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ পাঠ করিবার বিধি। সে মতে মন্ত্রটী সোম-সম্বোধনে বিনিযুক্ত। মন্ত্রার্থ,—'হে সোম! তুমি ভূমিসম্বন্ধি সেই স্থান সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হও! অতএব সেখানে অর্থাৎ শকটোপরি বিস্তৃত কৃষ্ণাজিনে উপবেশন কর।' অতঃপর সোমকে আলম্ভন করিতে করিতে 'অস্তভ্নাদ্ দ্যাং' ইত্যাদি চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। মন্ত্রদ্বয় বরুণ-দেবতা-সম্বন্ধী ও ত্রিষ্টুভ্-ছন্দোবিশিষ্ট। ক্রীত সোমের বরুণ-দেবতাত্ব-নিবন্ধন বরুণকে ব্রহ্মরূপ জ্ঞানে মন্ত্রদ্বয়ে তাঁহার স্তুতি করা হইয়াছে। সে হিসাবে মন্ত্রদ্বয়ের অর্থ; যথা,—'শ্রেষ্ঠ বরুণ 'দ্যাং' অর্থাৎ দ্যুলোককে স্তম্ভন করেন অর্থাৎ দ্যুলোক যাহাতে পতিত না হয় অথবা সোম যাহাতে দ্যুলোকে পতিত না হয়, বরুণদেব স্বকীয় আজ্ঞা দ্বারা সেইরূপ অন্তরিক্ষলোককেও স্তম্ভন করেন; অপিচ, তাহাতে পৃথিবীর উরুত্ব অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্ব অপরিমেয় অর্থাৎ তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বকীয় মহিমায় প্রতিপাদিত করেন। পরন্তু স্বমহিমার দ্বারা সম্যক্ রাজমান সেই বরুণদেব বিশ্বের সকল ভুবন (লোক) ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। পূর্ব্বোক্ত সকলই সেই সর্ব্বাবরক বরুণ নামক সোমের কার্য্য অর্থাৎ দ্যুলোক-স্তম্ভনাদি-রূপ ব্রতবৎ নিয়ম-কর্ম্ম বরুণদেব সর্ব্বদাই সম্পন্ন করিয়া থাকেন।'

যাহা হউক, মন্ত্রত্রয়ের অর্থ সম্বন্ধে আমরা ভাষ্যকারের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। কৃষ্ণাজিন ও সোম-সম্বোধন-সূচক কোনও পদই মন্ত্রসমূহে পরিদৃষ্ট হইল না। সুতরাং ভাষ্যকারের অধ্যাহৃত সম্বোধনমূলক পদদ্বয় পরিহার করিতে বাধ্য হইলাম। পক্ষান্তরে, আমরা তৃতীয় মন্ত্র শুদ্ধসত্ত্ব-সম্বোধনে বিনিযুক্ত বলিয়াই মনে করি। সে সম্বন্ধে আমাদের যৌক্তিকতা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। ভাষ্যকার মন্ত্রত্রয়ের যে অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন, আমাদিগের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে সে অর্থও আমরা গ্রহণ করিলাম না। সে বিষয় আমাদিগের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদেই প্রকটিত দেখিতে পাইবেন। এক্ষণে কি সূত্রে আমরা পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, তাহা প্রদর্শন করিতেছি।

তৃতীয় মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের সম্বোধন আছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষায় সেই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই। 'অদিত্যাঃ' পদ 'অদিতি' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন। 'অদিতি' শব্দে অনন্ত বুঝায়—বেদ-ব্যাখ্যায় বিভিন্ন স্থানে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। অনন্ত বলিতে ভগবান্ ভিন্ন অপরকে বুঝায় না। সুতরাং 'অদিত্যাঃ' পদে 'অনন্তরূপস্য ভগবতঃ' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। 'সদঃ'—অধিষ্ঠান আধার। আধার যেমন ধারণ করে, শুদ্ধসত্ত্ব সেইরূপ ভগবানকে ধারণ করে। এখানে 'অদিত্যা সদঃ' বলিতে ভগবানের আধারভূত সেই শুদ্ধসত্ত্বকেই বুঝাইতেছে। ভগবান্ ও শুদ্ধসত্ত্ব যে আধার ও আধেয় রূপে বিরাজমান, পরস্পর অঙ্গাঙ্গীরূপ! যেখানে শুদ্ধসত্ত্ব, সেইখানেই যে ভগবান্; আবার যেখানে ভগবান, সেইখানেই যে শুদ্ধসত্ত্ব; তাহা আমরা পুনঃপুনঃ বুঝাইয়া আসিয়াছি! তাই 'সদঃ' শব্দের অর্থ গ্রহণ করিয়াছি—'আধাররূপঃ বা অংশীভূতঃ'; এবং তাহা হইতে তৃতীয় মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—'হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি ভগবানের আধারস্বরূপ হও।' হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হইলে, সে হৃদয়ে ভগবানের অধিষ্ঠান অতি সহজে

হইয়া থাকে। নির্ম্মল পবিত্র হৃদয়ই ভগবানের আসন। শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা সে আসন প্রস্তুত হয়। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবেই তথায় ভগবান আসিয়া উপস্থিত হন।

তৃতীয় মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের পদ সম্বন্ধে ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের মতান্তর থাকিলেও, অর্থ-বিষয়ে প্রায়ই মতানৈক্য নাই। ঐ মন্ত্রের 'অদিত্যাঃ সদঃ' পদদ্বয়ে ভাষ্যকার 'ভূমি বা পৃথিবী সম্বন্ধি স্থান' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু 'অদিতি' পদ অনন্তস্বরূপ ভগবানকে বুঝায় বলিয়া, ঐ পদদ্বয়ে আমরা 'ভগবৎসম্বন্ধিনং স্থানং, যদ্বা—নির্ম্মলং হৃদয়ং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। প্রথমাংশের সহিত তাহাতে ভাবসঙ্গতিও রক্ষিত হইয়াছে, আবার মন্ত্রার্থে এক উচ্চ ভাবও প্রকাশ পাইয়াছে। হৃদয় যখন নির্ম্মল হয়, অন্তর যখন পবিত্র ভাব ধারণ করে, তখনই সে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায়। আবার, শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চিত হইলেই,—হৃদয়ে ভক্তির অনন্ত প্রস্রবণ উন্মুক্ত হইলেই, তখনই ভগবানকে বলা যায়, তখনই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা চলে,—'হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্! আপনি আমার হৃদয়ে আসিয়া উপবেশন করুন।' তখনই তাঁহাকে ডাকিবার ভরসা হয়; তখনই তাঁহাকে পাইবার জন্য হৃদয়ে উৎকট আকাঙ্ক্ষা জন্মে; তখনই ডাকার মত ডাকিবার সামর্থ্য আসে। তদ্ভিন্ন সে শক্তি-সঞ্চয় সম্ভবপর কি?

চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্র ভগবানের মহিমাজ্ঞাপক। তিনি বিশ্বভুবন ব্যাপিয়া আছেন। তাঁহার নিয়মে ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক—সকল লোকই যথাস্থানে অবস্থিত আছে। বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্টসামগ্রী তাঁহারই মহিমা ব্যক্ত করিতেছে—মন্ত্রদ্বয়ে এই ভাবই পরিস্ফুট। চতুর্থ মন্ত্রের অন্তর্গত 'পৃথিব্যাঃ' পদের অর্থে আমরা বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়াছি। মন্ত্রে 'পৃথিব্যাং' পদে ষষ্ঠী-বিভক্তি আছে; কিন্তু অর্থে আমরা সপ্তম্যন্ত 'ভুবি' পদ গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে ঐ অংশের যে অর্থ হইয়াছে, আমাদের ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠত্ব অপরিমেয়' অর্থ অপেক্ষা, 'বিশ্বের কেহই ভগবানের মহিমার অন্ত পায় না'—এই অর্থই অধিকতর সমীচীন বলিয়া মনে করি।

ষষ্ঠ মন্ত্র করুণাময় ভগবানের মাহাত্ম্য-প্রখ্যাপক। ভগবানের করুণাধারা ইহসংসারে কেমনভাবে প্রবাহিত রহিয়াছে, এই মন্ত্রে তাহাই পরিব্যক্ত। ভাষ্যেও সেই ভাবই প্রকাশিত। তবে উহার মধ্যে যে একটু নিগূঢ় তত্ত্বের সন্নিবেশ আছে, আমরা তাহাই বিশ্লেষণ করিবার পক্ষে চেষ্টা পাইয়াছি মাত্র। আমাদিগের দুই প্রকার অন্বয়ে একই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। বাহ্য-জগতের প্রাকৃতিক ব্যাপারের সহিত অন্তর্জগতের আভ্যন্তরিক ব্যাপারের সাদৃশ্য-তত্ত্ব তুলনায় বিশ্লেষিত হইয়াছে। আমাদিগের মনে হয়—মন্ত্রের মূল লক্ষ্য হৃদয়ের প্রতি। সংসারের বিবিধ পদার্থের মধ্যে যেমন তাহাদিগের সারভূত এক একটী সামগ্রী আছে এবং ভগবান্ সেই সেই পদার্থের মধ্যে সেই সেই সারভূত সামগ্রী সন্নিবেশ করিয়া যেমন আপনার অপার মহিমার ও অশেষ করুণার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন; সেইরূপ, সেই করুণাময় ভগবান আমাদিগের এই পাষাণবৎ কঠোর হৃদয়ের মধ্যে সত্ত্বভাবের ধারা স্বতঃপ্রবাহিত রাখিয়া, আপনার অশেষ মহিমা প্রকাশ করিয়া বিদ্যমান আছেন। তাঁহার করুণার প্রকাশ যে কত দিকে—কত প্রকারে, কে তাহা নির্ণয় করিতে পারে? তাই বলা হইয়াছে—"বনেষু অন্তরিক্ষং বি-ততান"। অর্থাৎ, তিনি বন-সমূহে অন্তরিক্ষকে বিস্তৃত রাখিয়াছেন। ভাষ্যের ভাব এই,—যদিও অন্তরিক্ষ সর্ব্বগত, তথাপি বনে মূর্ত্ত-দ্রব্যের

অভাব-বশতঃ সেখানে আকাশের অত্যন্ত বিস্তৃতি প্রতিপন্ন হয়। আমরা এই স্থলে দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করি। প্রথমতঃ 'বনেষু' পদে আমরা 'অরণ্যানি' অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। নিবিড় অরণ্যের পর, আর যে আকাশ আছে—সাধারণ-দৃষ্টিতে সহসা তাহা উপলব্ধ হয় না। মনে হয়,—ঐ বনান্তেই যেন আকাশের শেষ হইয়াছে। কিন্তু বাস্তব তাহা নহে। অরণ্য যত দূর-বিস্তৃত হউক না কেন, তদন্তর্গত বৃক্ষরাজি যত-দূর উর্দ্ধেই মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান থাকুক না কেন, সেই বনের সীমান্ত পরেও, সেই উন্নতশির তরুরাজির শীর্ষদেশ অতিক্রম করিয়াও, অন্তরিক্ষ বিদ্যমান আছে। এই দৃষ্টান্তের শিক্ষা এই যে,—আমরা যাহাকে সীমা বলিয়া ধারণা করি, বাস্তবিক তাহা সীমা নহে। অসীম অনন্ত আকাশের ন্যায় ভগবান্ অসীম অনন্ত রূপে বিদ্যমান্ রহিয়াছেন। তিনি এখানে নাই—সেখানে আছেন; অথবা তিনি সেখানে নাই, এখানে আছেন;—এই যে একটা ভ্রান্ত ধারণা লইয়া আমরা করুণাময় ভগবানের গণ্ডী নির্দ্দেশ করি, মন্ত্রাংশ সেই গণ্ডী ভেদ করিয়া দিতেছে। এক পক্ষে 'বনেষু অন্তরিক্ষং' পদদ্বয়ে এই এক ভাব প্রাপ্ত হই; পক্ষান্তরে ঐ দুই পদে আবার অন্তর্জগতের আর এক তত্ত্বকথা ব্যক্ত আছে বুঝিতে পারি। সে পক্ষে "বনেষু" পদে অরণ্যসদৃশ আমাদিগের হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য পড়ে। হিংস্র রিপুশ্বাপদসঙ্কুল এই হৃদয়ে সময়ে সময়ে যে স্নেহ-করুণার ধারা প্রবাহিত হয়, তাহার কারণ কি? সে কারণ কি এই নহে—সেই করুণাময়—"বনেষু অন্তরিক্ষং বিততান!" এই ভাব উপলব্ধি করিয়াই আমরা 'অন্তরিক্ষং' পদের প্রতিবাক্যে 'অন্তরিক্ষবৎ অনন্তপ্রসারিতং স্নেহকারুণ্যং' পদাবলি গ্রহণ করিয়াছি।

"বনেষু অন্তরিক্ষং"—করুণাময়ের করুণার এই যেমন এক নিদর্শন প্রত্যক্ষ করি; তদ্রূপ তাঁহার করুণার আর এক পরিচয়—"অর্ব্বৎসু বাজং"। এ পক্ষেও দ্বিবিধ ভাব পরিগ্রহণ করিতে পারি; যাঁহারা পুরুষ, তাঁহারা যে বীর্য্যবান্ হয়েন, সে এক তাঁহারই করুণা। অথবা, যাঁহারা আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন, তাঁহাদিগের মধ্যে সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য স্বতঃসঞ্জাত হয়। ইহাও ভগবানেরই করুণা,—তাঁহারই অলৌকিক বিধান। তাই যাঁহারা ভগবানের প্রতি অল্প অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে সৎকর্ম্ম-সাধনের ক্ষমতা আপনিই জাগিয়া উঠে।' "অর্ব্বৎসু বাজং" পদদ্বয়ে এই ভাবই প্রকাশমান্। তার পর—"অঘ্নিয়াসু" পয়ঃ"। এখানেও দুই রূপ ব্যাখ্যায় দুই রূপ ভাব পরিগ্রহণ করিয়াছি। 'অঘ্নিয়া' পদে গাভীকে বুঝায়। আবার, ঐ পদে জ্ঞান-কিরণকেও (জ্ঞানকে) বুঝাইতে পারে। গাভীর মধ্যে যেমন ভগবান দুগ্ধকে সঞ্চিত রাখিয়াছেন; তেমনই জ্ঞানের মধ্যে তিনি শুদ্ধসত্ত্বকে (ভক্তিকে) সংযোজিত করিয়া রাখিয়াছেন। উভয় পক্ষেই তাঁহার করুণার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের কার্য্যকারিতার একটু সম্বন্ধ লক্ষিত হয়। কালবশে গাভীর স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হয়। আমরা তাহা দোহন করিয়া প্রাপ্ত হই। এখানে যেমন দোহন-রূপ কর্ম্ম, জ্ঞানকে ভক্তিসহযুত করিবার পক্ষে তদ্রূপ একটু কর্ম্মের প্রয়োজন হয়। জ্ঞানাভ্যন্তরে ভক্তি—মানুষকে মোক্ষপথে অগ্রসর করে। জ্ঞান-ভক্তির এই সংযোগ—ভগবানের করুণা-প্রভাবেই সমাহিত হয়। এইরূপ, "হৃৎসু ক্রতুং" "বিক্ষু অগ্নিং", "দিবি সূর্য্যং" এবং "অদ্রৌ সোমং" প্রভৃতি বাক্যাংশেও ভগবানের বিবিধ করুণার নিদর্শন পাই।

তাঁহার এই সকল করুণার উপর যে করুণা—তাঁহার সর্ব্বপ্রধান যে করুণা, আমরা মনে করি, "অদ্রৌ সোমং" পদদ্বয়ে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে; এবং ঐ দুই পদের ব্যাখ্যা-বিষয়েই ভাষ্যের সহিত আমাদিগের সম্পূর্ণ মত-পার্থক্য ঘটিয়াছে। ভগবানের প্রধান করুণা—তাঁহার সকল করুণার সার করুণা—সে কি? না—ভাষ্যকার বলিলেন,—পর্ব্বতের মধ্যে তিনি সোমলতাকে সৃষ্টি করিয়াছেন! কেন-না, সোমলতার রস মাদকতা-সম্পন্ন; আর, সে রস-পানে ইন্দ্রাদি তৃপ্ত হন! এই এক ভ্রান্তবিশ্বাস মনের মধ্যে বদ্ধমূল থাকায়, এইরূপ অর্থবিকৃতি ঘটিয়া গিয়াছে। লতা-পাতা মাদক-দ্রব্য—এ তো তাঁহার সৃষ্টির সর্ব্বত্রই আছে! ইহাতে তাঁহার অলৌকিকত্ব বা অভিনবত্ব আর কি থাকিতে পারে? আমরা তাই বলি, ঐ ভাব—ভাবই নহে, ঐ অর্থ—অর্থই নহে। যিনি দ্যুলোকে সূর্য্যকে স্থাপন করিয়াছেন অথবা যিনি স্বর্গলোকে জ্ঞানাধারকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; অন্তরিক্ষ যাঁহার বিশাল সৃষ্টি-মহিমার দ্যোতনা করিতেছে; তাঁহার মহিমা-কীর্ত্তনের জন্য মাত্র একটা সোমলতা-সৃষ্টির উপমা প্রয়োজন হইল? এ অর্থ আমরা কখনও সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। সোম-শব্দে পূর্ব্বাপর আমরা যে শুদ্ধসত্ত্ব ভাব অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, এখানেও তাহারই সার্থকতা উপলব্ধ হয়। আমরা মনে করি, সেই তাঁহার অপার করুণা—আমাদিগের ন্যায় নাস্তিক পাষণ্ডের পাষাণ-হৃদয়ে তিনি যে শুদ্ধসত্ত্বের স্নেহধারা সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছেন! যেদিক দিয়া যে ভাবেই অর্থ পরিগ্রহণ করি না কেন, তিনি যে 'বরুণঃ' তিনি যে কৃপাবারিবর্ষক, তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মই অর্থাৎ এই পাষাণ হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার-করণই তাঁহার প্রধান মহিমার পরিচায়ক। উপমা-সমূহের দ্বারা তাহাই প্রখ্যাত হইয়াছে। তিনি যেমন 'বনেষু অন্তরিক্ষং বিততান', তিনি তেমনি 'অদ্রৌ সোমং অদধাৎ।' উভয়ত্রই অপার মহিমা প্রকাশ পাইয়াছে।

ভাষ্যকার মন্ত্রের যে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, এ স্থলে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ প্রদান করিতেছি। ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ হয়—বরুণ নামক সোমদেব এবং জগদীশ্বর অভিন্ন। তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সে কিরূপ? তিনি বৃক্ষসমূহের মধ্যে অন্তরিক্ষরূপ অবসান নির্ম্মাণ করেন, অশ্বসমূহের মধ্যে বেগ বা গতি প্রদান করেন; গাভী-সমূহে পয়ঃ, হৃদয়ে সঙ্কল্প, মনুষ্যে জঠরাগ্নি, দ্যুলোকে সূর্য্য এবং পর্ব্বতে সোমবল্লী স্থাপন করেন।' ভাষ্যমতে এখানে 'অদ্রি' শব্দে পাষাণবহুল পর্ব্বতকে বুঝাইতেছে। পাষাণ-সন্ধিসমূহে সোম উৎপন্ন হয়, আর যজমানগণ সেই পাষাণের মধ্যে সোম প্রাপ্ত হন।

সপ্তম (উদুত্যং প্রভৃতি) মন্ত্র, ভাষ্যমতে, শকটোপরি বিস্তৃত কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্মের দ্বারা বস্ত্রাবদ্ধ সোমকে বন্ধন করিতে হয়। মন্ত্রটী সূর্য্য-মন্ত্র। ভাষ্যের অর্থ—সকল জগতের বেত্তা সূর্য্যকে রশ্মিসমূহ ঊর্দ্ধপ্রদেশ প্রাপ্ত করায়। কি জন্য!—সকল জগতের দর্শনের জন্য। (১) যাহা হউক, আমরা এই মন্ত্রে এক উচ্চভাব প্রত্যক্ষ করি। 'কেতবঃ' পদের অর্থ—ভাষ্যমতে, 'রশ্ময়ঃ'। আমাদের মতে ঐ পদের অর্থ—'প্রজ্ঞাপকাঃ জ্ঞানরশ্ময়ঃ' অর্থাৎ প্রজ্ঞাপক জ্ঞান-রশ্মিসমূহ। এ স্থলে 'প্রজ্ঞাপক' শব্দ জ্ঞানকিরণেরই পূর্ণ-দ্যোতক। 'দৃশে বিশ্বায়' পদের অর্থে সায়ণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—"সর্ব্বস্য জগতো" দর্শনার্থং; অর্থাৎ সমগ্র ভুবনের দর্শন নিমিত্ত। আমাদের মতে সমস্ত দেবভাবের দর্শন নিমিত্ত। এ স্থলে ভুবন বা দেবভাব

উভয় পদই অধ্যাহৃত। 'সূর্য্য' শব্দের ব্যাখ্যায় আমরা 'জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। পরব্রহ্মের সূর্য্য-রূপ বিভূতিতেই জ্যোতির পূর্ণ-অভিব্যক্তি। তাই তিনি পূর্ণব্রহ্ম। এ পক্ষে মন্ত্রস্থিত বিশেষণ পদ-কয়টীরও বেশ সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। মন্ত্রের ভাবার্থ হয় এই যে,—সাধক যখন শুদ্ধসত্ত্ব-জ্ঞানলাভে সমর্থ হন, তখন তিনি সেই জ্ঞান সাহায্যে পরব্রহ্মের পূর্ণজ্যোতিঃ ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রার পদ্মে দেখিতে পান; এবং সেই পরব্রহ্মের পূর্ণজ্যোতিঃ প্রভাবে তাঁহার সমস্ত দেবভাব স্বতঃই অধিগত হইয়া থাকে। আমরা মনে করি, মন্ত্র এই তত্ত্বই বিবৃত করিতেছে। *

---

* এই মন্ত্রটী সামবেদ-সংহিতার আগ্নেয় পর্ব্বে (১প্র—৩দ—১২সা) পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে সায়ণ যে অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কৃষ্ণযজুর্ব্বেদোদ্ধৃত এই মন্ত্রের অর্থ হইতে স্বতন্ত্র। আমরা নিম্নে সায়ণের সেই ব্যাখ্যা প্রদান করিলাম; যথা,—

"কেতবঃ প্রজ্ঞাপকাঃ সূর্য্যাশ্বাঃ। যদ্বা সূর্য্যরশ্ময়ঃ সূর্য্যং সর্ব্বস্য প্রেরকমাদিত্যং উদ্বহন্তি ঊর্দ্ধং নয়ন্তি। কিমর্থং? বিশ্বায় বিশ্বস্মৈ সর্ব্বস্মৈ ভুবনায় দৃশে দ্রষ্টুং যথা সর্ব্বে জনাঃ সূর্য্যং পশ্যন্তি তথোর্দ্ধং বহন্তীত্যর্থঃ। কীদৃশং সূর্য্যং? ত্যং প্রসিদ্ধং জাতবেদসং জাতাং প্রাণিনাং বেদিতারং জাতপ্রজ্ঞং জাতধনং বা। দেবং দ্যোতমানং।"

অর্থাৎ,—প্রজ্ঞাপক সূর্য্যাশ্বগণ অথবা সূর্য্যকিরণসমূহ সকলের (স্ব স্ব কর্ম্মে) প্রেরক আদিত্যদেবকে ঊর্দ্ধদেশে বহন করিয়া থাকে। কি জন্য বহন করিয়া থাকে? না—সমগ্র ভুবনের দর্শন নিমিত্ত (অর্থাৎ,—সকল লোকই যাহাতে সূর্য্যদেবকে দেখিতে পায়, সেইজন্য)। সূর্য্যদেব কিরূপ? না—প্রসিদ্ধ প্রাণিসমূহের বিজ্ঞাতা বা জাতপ্রজ্ঞ অথবা জাতধন।

ব্যাখ্যাকারগণ এই মন্ত্রের যেরূপ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার মধ্য হইতে আমরা নিম্নে দুইটী অর্থ প্রদান করিলাম। যথা—(১) "অশ্বরূপ রশ্মিসকল জন্তুমাত্রের প্রবুদ্ধকারী সূর্য্য নামে প্রসিদ্ধ সেই অগ্নিদেবতাকে নিরন্তর ঊর্দ্ধে বহন করিতেছে। তাহাতেই এই বিশ্বচরাচর দৃষ্ট হইতেছে।" (২) "যেরূপে ভুবনস্থ সকল লোক দেখিতে সমর্থ হয়, সূর্য্যের রশ্মি বা ঘোটকসমূহ প্রাণি সকলের বিজ্ঞাতা দ্যোতমান্ সেই প্রসিদ্ধ সূর্য্যকে সেই প্রকারে ঊর্দ্ধে বহন করিতেছে অর্থাৎ লইয়া যাইতেছে।"

সামবেদের 'আগ্নেয় পর্ব্বে' এই সূর্য্য-মন্ত্র কিরূপে সুসঙ্গত হয়, এ বিষয়ে কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়া থাকেন। সায়ণ তাহার উত্তরে বলিয়াছেন,—"ছত্রিণো গচ্ছন্তি" এবং "প্রাণভৃত উপদধাতি" এই ন্যায়ানুসারে সেখানে সূর্য্যাত্মক মন্ত্রও আগ্নেয় বলিয়া গণ্য। অর্থাৎ,—'ছত্রিগণ গমন করিতেছে' বলিলে, তন্মধ্যস্থিত কাহারও যদি ছত্র না থাকে, সেও যেমন ছত্রিরূপে গণ্য হয়, তদ্রূপ; এবং 'প্রাণভৃত উপদধাতি'—এস্থলে অগ্ন্যাধান সম্বন্ধীয় ইষ্টকোপধান বিধিতে প্রথম মন্ত্রে প্রাণ-শব্দের গ্রহণ থাকায়, জৈমিনির "সমবায়াৎ" সূত্রানুসারে যেমন তন্মন্ত্রযুক্ত অপর মন্ত্রও 'প্রাণভৃৎ' শব্দের লক্ষ্য, সেইরূপ। ফলতঃ, উভয়ত্রই কষ্টকল্পনা দ্বারা মন্ত্রের আগ্নেয়ত্ব সমর্থিত হইয়াছে। আমাদের মতে এরূপ কষ্টকল্পনার আদৌ আবশ্যক করে না। মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

অষ্টম ('উস্রাবেতং' প্রভৃতি) মন্ত্র কথঞ্চিৎ সমস্যামূলক। ভাষ্যানুসরণে মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে নানা সংশয়ের উদয় হয়। এমন কি, অপৌরুষেয় বেদ-মন্ত্রের প্রতি স্বতঃই উপেক্ষার সঞ্চার হইয়া থাকে। মনে হয়, কি উচ্চভাবের মন্ত্রে কি বিপরীত অর্থই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে! আর তাহা মনে হইলে—সে অর্থের বিষয় স্মরণ করিলে—যুগপৎ ক্ষোভে ও বিস্ময়ে হৃদয় ম্রিয়মাণ হয়। পূর্ব্ব-মন্ত্রে শকটোপরি আস্তীর্ণ কৃষ্ণাজিনকে সম্বোধন করা হইয়াছে; আর এই মন্ত্রে শকটবাহী বৃষদ্বয়ের (বলীবর্দ্দৌ) প্রতি সম্বোধন আছে। শকটোপরি কৃষ্ণাজিন বিস্তৃত হইল, তদুপরি সোম পরিস্থাপিত হইল। কিন্তু সে শকট বহন করিবে কে? তাই বলীবর্দ্দ বা বৃষের আবশ্যক। সেই জন্যই বোধ হয় ভাষ্যকার বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে বৃষের সম্বন্ধ খ্যাপন করিয়া, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত অর্থ-সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছেন। মন্ত্রে 'উস্রৌ' পদ আছে। 'উস্রৌ' (উস্রা) পদের নানা পর্য্যায় নিরুক্ত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে 'বৃষ'ও এক পর্য্যায় বটে। কিন্তু এখানে যেভাবে পদটী প্রযুক্ত আছে, তাহাতে সাধারণতঃ বৃষ-বিশেষের প্রতিই লক্ষ্য আসে। নিত্য-সত্য বেদ-মন্ত্রের সহিত অনিত্য-বস্তুর (বৃষ-বিশেষের) সম্বন্ধ স্বীকার করিতে গেলে, বেদের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব লোপপ্রাপ্ত হয়। আমরা তাই মন্ত্রের সহিত অনিত্য-বস্তুর সম্বন্ধ-খ্যাপনে—'উস্রৌ' পদ বৃষ-বিশেষ সম্বোধনে প্রযুক্ত বলিয়া স্বীকার করি না। আমরা মনে করি, মন্ত্রান্তর্গত এই 'উস্রৌ' পদেই মন্ত্রে এক উচ্চ আদর্শের অবতারণা করা হইয়াছে।

ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—'হে বলীবর্দ্দদ্বয়! তোমরা এস এবং আপনা-আপনিই রথে যুক্ত হও। তোমরা কিরূপ?—না, 'ধূর্ষাহৌ'—ভারবহনক্ষম অর্থাৎ শকট-ধূর বহনে সমর্থ—রথ টানিবার উপযোগী শক্তিসম্পন্ন'; সেইরূপ 'অনশ্রূঃ'—নয়নযুগলে অশ্রুবারিশূন্য অর্থাৎ অক্লান্ত উৎসাহ-সম্পন্ন; আর 'অবীরহণৌ' শকটস্থিত সোমের বধকারী নহ অথবা শৃঙ্গাদি দ্বারা শিশুদিগকে অহিংসাকারী এবং 'ব্রহ্মচোদনৌ' অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞের প্রতি প্রেরণকারী অথবা কৃষি দ্বারা অন্নের প্রবর্ত্তক। এবম্বিধ যে তোমরা, সেই তোমরা শান্তভাবে যজমানের গৃহ-সমূহের অভিমুখে গমন কর।'

এই মন্ত্রের আমরা যে অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছি এবং মন্ত্রে যে ভাব উপলব্ধি করি, তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। তৎপক্ষে আমাদের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ অনুসরণ করিতে বলি। মন্ত্রের প্রথম সমস্যামূলক ঐ সম্বোধন পদ—'উস্রৌ'। নিরুক্তে 'উস্রাঃ' পদ যেমন গো-নামের অন্তর্নিবিষ্ট, সেইরূপ ঐ পদ আবার রশ্মি-নামের অন্তর্ভুক্ত দেখিতে পাই। আমরা ঐ দ্বিবচনান্ত পদে ভক্তি ও জ্ঞান-রশ্মি ভাব গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যে 'উস্রৌ' পদ বৃষ-সম্বোধনে নিয়োজিত এবং দ্বিবচনে ব্যবহৃত। শকটবাহনের বিষয় মনে করিয়াই, শকট দুইটী বৃষ ভিন্ন সংবাহিত হয় না বুঝিয়াই, ভাষ্যকার 'উস্রৌ' সম্বোধন পদের বলীবর্দ্দৌ অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন। আমরা কিন্তু ঐ পদে সে অর্থ গ্রহণ করি না। তাহারা যে কোন্ সামগ্রী বহন করিতেছে, তাহার স্বরূপ-জ্ঞান জন্মিলেই 'উস্রৌ' পদের 'বৃষৌ' অর্থ অধ্যাহারের সঙ্গতি নষ্ট হইয়া যায়। ভাষ্যে বলা হইয়াছে,—বৃষ বা বলদ সোমকে বহন করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু সে সোম কি? সোম বলিতে যে শুদ্ধসত্ত্বভাবকে, সকল পদার্থের

সারভূত বস্তুর প্রতি লক্ষ্য আসে, তাহা আমরা পুনঃপুনঃ বুঝাইয়া আসিয়াছি। এ মন্ত্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেও আমরা সে লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হই নাই। এখানেও আমরা সেই সকল পদার্থের সারভূত সামগ্রীকেই লক্ষ্য করিয়াছি। সুতরাং সে মতে এখানে মন্ত্রের ভাব হয় এই যে,—বৃষের ন্যায় শক্তিশালী জ্ঞান ও ভক্তি রূপ বাহকদ্বয় দেবভাবসমূহকে বহন করিয়া আনে। এই ভাবেই আমরা 'উস্রৌ' পদে 'বৃষবৎবলবীর্য্যসম্পন্নৌ বাহকৌ—জ্ঞানভক্তিরূপৌ' ইত্যাদি অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'উস্রৌ' পদের বলীবর্দ্দ বা বৃষ অর্থ গ্রহণে ভাষ্যে পরবর্ত্তী অংশে যে অর্থ-সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে, আমাদের অর্থেও সেইরূপ অর্থ-সঙ্গতি রক্ষা পাইয়াছে; অধিকন্তু মন্ত্রে যে উচ্চ ভাব সংরক্ষিত, তাহা অধিকতর প্রকট হইয়া পড়িয়াছে।

মন্ত্রে আর যে সকল সমস্যা-মূলক বিশেষণ-পদ আছে, একে একে তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। সংশয়-সম্বর্দ্ধক একটী পদ—'ধূর্ষাহৌ।' ঐ পদের ভাষ্যকারের অর্থ—"ভারং সহমানৌ" অর্থাৎ 'ধূরং সহেতে ধূর্ষাহৌ। শকটধূরং বোঢ়ুং সমর্থৌ।' ভাষ্যকারের এ অর্থে সেই বৃষ-বিশেষের কথাই আসিয়া পড়ে। জ্ঞান ও ভক্তি রূপ বাহকের সহিত অর্থ-সঙ্গতি রক্ষা করিয়া, আমরা ঐ 'ধূর্ষাহৌ' পদের অর্থ করিয়াছি—'শকটধূরং ভারং বা বোঢ়ুং সমর্থৌ,—দেবানাং দেবভাবানাং বা বহনোপযোগিনৌ ইতি ভাবঃ।' বৃষ যেমন শকটকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে অনায়াসে সংবাহিত করে, জ্ঞান-ভক্তিও সেইরূপ দেবভাব—শুদ্ধসত্ত্বকে নরহৃদয়ে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করে। অপিচ, ভজন-সাধন-বিহীন জনগণও জ্ঞান-ভক্তি-প্রভাবে ভগবন্নিবাস মোক্ষধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ, যাহারা আজন্ম দুষ্কৃত-পরায়ণ, সৌভাগ্য-ক্রমে যদি তাহাদের হৃদয়েও জ্ঞান-ভক্তির অঙ্কুর উদ্গত হয়, তাহারাও মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইতে পারে,—জ্ঞান ও ভক্তি তাহাদিগকেও ভগবানের নিকট সংবাহিত করিয়া লয়। ভাব এই যে,—ভগবানকে পাইতে হইলে জ্ঞান ও ভক্তিই একমাত্র সহায়। জ্ঞান-প্রভাবে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধ হয়; ভক্তিতে তাঁহার প্রতি চিত্ত একৈকশরণ্য হইয়া সংন্যস্ত হয়। তখন 'ভক্তের ভগবান' আপনিই আসিয়া উপস্থিত হন। জ্ঞান-ভক্তির আকর্ষণ এতই দৃঢ়—এতই প্রবল!

মন্ত্রান্তর্গত 'অনশ্রুঃ' পদও অতি উচ্চভাবমূলক। সাধারণ-ভাবে ভাষ্যকার উহার অর্থ করিয়াছেন—"মনসি শকটে শ্রুতৌ" অথবা 'নেত্রয়োরশ্রুরহিতৌ সোৎসাহৌ।' শকটবাহী বলীবর্দ্দ, বৃষ বা মহিষাদির নেত্রকোণে, কান্তি-চিহ্ন নয়নাশ্রু অনেকেই দেখিয়াছেন। ভাষ্যকার তৎপ্রতিই লক্ষ্য করিয়া 'অনশ্রুঃ' পদের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে পারি। ভারবাহী পশু যখন গুরুভারে নিতান্ত প্রপীড়িত হয়, তখন তাহার নেত্রকোণে ক্লান্তি-কষ্টের চিহ্ন অশ্রুবারি নির্গত হইতে থাকে। ভাষ্যকারের মতে মন্ত্রান্তর্গত শকটবাহী 'উস্রৌ' এমনই বলবীর্য্যসম্পন্ন যে, যত গুরুভারই হউক তাহা বহন করিতে তাহারা অণুমাত্র ক্লান্তি বা কষ্ট অনুভব করে না। আমরা যদিও 'অনশ্রুঃ' পদে ঐরূপ অর্থই অধ্যাহার করিয়াছি, তথাপি তাহাতে ভাষ্যকারের উপলব্ধ ভাব অপেক্ষা সূক্ষ্মতর এক ভাব আমনন করি। আমাদের মতে, যাহা সদানন্দ-রূপ, তাহা ক্লান্তি-দুঃখের অতীত। জ্ঞান ও ভক্তিকে আমরা ভগবানের অংশীভূত অতএব সদানন্দ-রূপ বলিয়া মনে করি। ভগবানের করুণা ভিন্ন জ্ঞান ভক্তির বীজ হৃদয়ে উপ্ত হওয়া সম্ভবপর হয় না; আবার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতি ভিন্ন ভগবানের করুণা-লাভও

অসম্ভব। মানুষের পাপভার যতই গুরু হউক না কেন, ভগবদভিমুখী হইলে জ্ঞান ও ভক্তিরূপ বাহকদ্বয় সে ভার বহন করিতে কদাচ বিন্দুমাত্র ক্লান্তিবোধ করে না; পরন্তু সে ভার-বহনে তাহারা সর্ব্বদা আনন্দই অনুভব করিয়া থাকে। এই ভাব উপলব্ধি করিয়াই আমরা ঐ 'অনশ্রূঃ' পদে 'ক্লান্তিরহিতৌ, সদানন্দরূপৌ' অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি। ভাব-সঙ্গতি-রক্ষার পক্ষে ঐ অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের আর একটী সমস্যা-মূলক পদ—'অবীরহণৌ'। ভাষ্যকারের অর্থ—'শকটস্থিতং সোমমবাধমানৌ' অথবা 'শৃঙ্গাদিভির্বীরাণাং শিশূনাং হননমকুর্ব্বাণৌ।' অর্থাৎ, শকটস্থিত সোমের বাধাপ্রদায়ক নহে অথবা শৃঙ্গাদি দ্বারা শিশুদিগকে যাহারা হনন করে না অর্থাৎ পোষা ষাঁড়! 'বীর' পদের বিবিধ পর্য্যায়ের মধ্যে 'শিশু' অন্যতম। শৈশবাবস্থায় মানুষ অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন থাকে। তখন তাহার হিতাহিত জ্ঞানের একান্ত অভাব। সে তাহার একান্ত নিরাশ্রয় অবস্থা। তাই 'বীর' পদের শিশু অর্থ হইতে অজ্ঞানতার ভাব উপলব্ধ হয়। অজ্ঞান অকিঞ্চনকেও যাহারা হনন অর্থাৎ পরিত্যাগ করে না, অপিচ তাহাদিগকেও যাহারা জ্ঞানালোক-প্রদানে সৎপথে লইয়া যায়—তাহাদিগকেই 'অবীরহণৌ' বলা চলিতে পারে। জ্ঞানভক্তি অপেক্ষা সে অসাধ্য-সাধনে কে আর সমর্থ হইতে পারে? জ্ঞান-ভক্তির প্রভাবে হৃদয় নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইলে শুদ্ধসত্ত্ব আসিয়া সে হৃদয় আপনিই অধিকার করে। তখন ভগবৎ-সম্মিলনও সহজ হইয়া আসে। এই ভাবেই মন্ত্রান্তর্গত 'অবীরহণৌ' পদের সার্থকতা। এই ভাব উপলব্ধি করিয়াই আমরা ঐ পদের অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি,—'অজ্ঞানানাং সৎপথিনয়নকর্ত্তারৌ' অর্থাৎ অজ্ঞানজনকে সৎপথে নয়নকারী।

জ্ঞান ও ভক্তি হৃদয়ের সামগ্রী; নির্ম্মল হৃদয়ই তাহার আধার। তাই মন্ত্রাংশে প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'তোমরা দেবভাব-বহনকারী, তোমরা সদানন্দরূপ, তোমরা অজ্ঞ-জনকে সৎপথে লইয়া যাও। এমন যে তোমরা, সেই তোমরা স্বয়ং আসিয়া, আমাদের ন্যায় অজ্ঞান অকিঞ্চনের মনোরথে যুক্ত হও।' ভাব এই যে,—জ্ঞান ও ভক্তি হৃদয়ে স্বতঃপ্রদীপ্ত হউক, আমাদের অজ্ঞানতা দূরে যাউক, আমরা সৎপথে থাকিয়া সৎকর্ম্মে নিয়োজিত হই; ফলে দেবভাব শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি। জ্ঞান ও ভক্তি আমাদিগকে দেবভাবে মণ্ডিত করিয়া ভগবৎ-সমীপে লইয়া যাউক।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, মন্ত্র-মধ্যে যে ভগবদনুকম্পা-লাভ-মূলক এক উচ্চ প্রার্থনার ভাব নিহিত রহিয়াছে, তাহা বেশ উপলব্ধ হয়। মন্ত্র যে শকটবাহী বৃষাদির সম্বোধন-মূলক নহে, পরন্তু মন্ত্রে রূপকে যে এক মহান্ তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে,—তদ্বিষয় বেশ উপলব্ধ হয়। এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই আমরা মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে প্রয়াস পাইয়াছি।

নবম ('বরুণস্য' প্রভৃতি) মন্ত্রটীকে আমরা দুইটী বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়াছি। মন্ত্রটী বিশেষ জটিলতাপূর্ণ। ভাষ্যকারের অর্থে সে জটিলতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভাষ্যাভাষে বুঝা যায়, শকটোপরি সংস্থাপিত সোমকে এবং শকট-সংবদ্ধ প্রায় প্রত্যেক বস্তুকে লক্ষ্য করিয়াই যেন এই মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তদনুসারে শকট-সংলগ্ন বিবিধ সামগ্রী মন্ত্র-সমূহের সম্বোধ্য। ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের যাহা সম্বোধ্য এবং মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন হয়, আমরা প্রথমে

তাহারই উল্লেখ করিতেছি। মন্ত্রের প্রথম অংশে কাষ্ঠ-দণ্ডকে সম্বোধন করা হইয়াছে। শকটের অগ্রভাগ যে কাষ্ঠের দ্বারা উন্নতমুখে স্থাপন করা হয়, অথবা শকটের সম্মুখভাগস্থ পশুবন্ধমূলক দীর্ঘ যুগদণ্ডের উভয় দিকে ছিদ্রপথে বন্ধনযোগ্য যে দুইটী শলাকা থাকে, এ মন্ত্রের সম্বোধ্য—সেই শম্য বা কাষ্ঠখণ্ড। ভাষ্যমতে, এখানে সে কাষ্ঠ বরুণরূপী সোমকে উন্নত-মুখে স্থাপন করে, শকটকে নহে। সেমতে মন্ত্রের প্রথম অংশের অর্থ হয়—'হে শম্য! তুমি বস্ত্রবদ্ধ সোমের উত্তম্ভন (উন্নমন) অর্থাৎ উন্নতভাবে স্থাপনকর্ত্তা হও অথবা তুমি নিবারণযোগ্য বলীবর্দ্দের স্কম্ভন অর্থাৎ নিবারক হও। প্রথম অংশ শম্য-সম্বোধনে এবং দ্বিতীয় অংশ যোক্ত্র সম্বোধনে বিনিযুক্ত। শকটের পুরোভাগস্থিত যে কাষ্ঠ বা বংশখণ্ড বলীবর্দ্দের স্কন্ধদেশে আরোপিত হয়, তাহা শকট-যুগ নামে অভিহিত। শকটযুগে বদ্ধ বলীবর্দ্দের স্কন্ধদেশের বহির্ভাগে অবস্থিত যে কাষ্ঠ বা বংশ নির্ম্মিত শম্যের দ্বারা বৃষের ইতস্ততঃ গমন নিবারিত হয়, মন্ত্রের প্রথম অংশের সম্বোধ্য—সেই শম্যদ্বয়। আর বলীবর্দ্দের গলদেশে যে রজ্জু থাকে, যে রজ্জুর দ্বারা শম্যের সহিত বলীবর্দ্দাদি আবদ্ধ হয়, তাহাই যোক্ত্র। সেই যোক্ত্র-সম্বোধনে এই মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের অর্থ হয়,—'হে যোক্ত্র! তোমরা উভয়ে বরুণের স্কম্ভসর্জ্জন অর্থাৎ রোধকারী বা ইতস্ততঃ-গমন-নিবারক হও। যাহা স্কম্ভন অর্থাৎ রোধ করে, তাহাই 'স্কম্ভসর্জ্জন'।

ভাষ্যকারের প্রকাশিত পূর্ব্বোক্ত অর্থে মন্ত্রে কি উচ্চভাব প্রকাশ পাইয়াছে, সুধীগণ তাহা লক্ষ্য করিবেন। শকটের উপরিভাগে কৃষ্ণসার হরিণের চর্ম্ম আস্তীর্ণ করিয়া তদুপরি বস্ত্রবদ্ধ সোম সংস্থাপিত করিবার বিধি পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রদ্বয়ে কথিত হইয়াছে। এখানে একটী প্রশ্ন হইতে পারে,—সোমকে বেদ-ব্যাখ্যাতৃ-গণ কোথাও তারল্য-সম্পন্ন সোমরস বলিয়া আবার কোথাও সোমলতা বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এখানে সে সোম—লতা কি রস, কি রূপে পরিকল্পিত, তাহার কোনও উল্লেখ নাই। যাহা হউক, সোম যদি এখানে সোমরস অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে; তাহা হইলে, সেই তারল্যসম্পন্ন সোমরস বস্ত্রে আবদ্ধ করিয়া আনা—ছিদ্রকুম্ভে জল আনয়নের উপাখ্যানবৎ বড়ই সমস্যামূলক। বিজ্ঞানের অলৌকিক প্রভাবে ছিদ্রকুম্ভে জল আনয়ন অধুনা সম্ভবপর হইলেও বস্ত্রের মধ্যে তরল পদার্থ আবদ্ধ করিবার কোনও নিদর্শন বিজ্ঞান আজিও প্রদর্শন করিতে পারিয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। যাহা হউক, বেদমন্ত্রে এতাদৃশ প্রহেলিকা, মনে সংশয়-সন্দেহ আনয়ন করে মাত্র। মন্ত্রের প্রয়োগ-বিধি ভাষ্যানুসারী হইতে পারে। কিন্তু মন্ত্রের ভাব যে লৌকিক ব্যাপারের অতীত কোনও অলৌকিক ব্যাপারকে লক্ষ্য করিতেছে, তৎসম্বন্ধে আমাদের মনে আদৌ সন্দেহের উদয় হয় না।

এক্ষণে আমাদের পরিগৃহীত অর্থে মন্ত্রে কি ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। এতদুপলক্ষে আমাদের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদ অনুসরণ করিতে বলি। তাহাতে আমাদের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা উপলব্ধ হইতে পারিবে।

ভাষ্যমতে মন্ত্রের সম্বোধ্য—কাষ্ঠ, যে কাষ্ঠ শকটের মুখাগ্রভাগকে উন্নতভাবে—ঊর্দ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত করে অথবা শম্য—যাহা দ্বারা বলীবর্দ্দ সংযত হয়। কাষ্ঠ-দণ্ড যেরূপ শকটকে, অন্তরের সদ্বৃত্তিসমূহ সেইরূপ কর্ম্মরূপ যানকে ঊর্দ্ধাভিমুখী বা ভগবদভিমুখী করিয়া দেয়। ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—কাষ্ঠখণ্ড শকটকে উন্নতভাবে স্থাপন করে না, শকটস্থিত সোমকে

উন্নতভাবে স্থাপন করে। ইহাও একটু প্রহেলিকাপূর্ণ। শকট উন্নত হইলে তো শকটস্থিত সামগ্রী উন্নত হইবে। শকটের সঙ্গে সঙ্গে যেমন তদুপরিস্থ সোম উন্নত হয়; তেমনই অন্তর্নিহিত সদ্ভাব—সৎপ্রবৃত্তির দ্বারা কর্ম্মরূপ যান বা শকট উন্নত বা সৎপথে পরিচালিত হইলে কর্ম্মরূপ যানাধিপতি ভগবানও উন্নত হন। সেই কর্ম্মই কর্ম্ম, যে কর্ম্ম ভগবানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়—"তৎ কর্ম্ম হরিতোষং যৎ।" সেই কর্ম্মেই ভগবান উন্নত হন অর্থাৎ তাঁহার মহিমা অধিকতর প্রকট হইয়া পড়ে। শুদ্ধসত্ত্বকে 'স্কম্ভনং' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে,—সকল সৎকর্ম্মসাধনই হৃদয়ের সদ্‌বৃত্তি বা শুদ্ধসত্ত্ব সাপেক্ষ। হৃদয় যদি নির্ম্মল না হয়, হৃদয়ের কলুষতা যদি বিদূরিত না হয়, তাহা হইলে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি আসে কি? কলুষ-পঙ্কিল হৃদয় কলুষতাময় কর্ম্মেরই অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে। হৃদয় নির্ম্মল করিতে হইলে তাই সদ্‌বৃত্তি-সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয়। কর্ম্ম যদি ভগবদভিমুখী হয়, তাহা হইলে কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে সকল সৎকর্ম্মের প্রযোজক বা নিয়ন্তা ভগবানও সমুন্নত হন, দিকে দিকে তাঁহার মাহাত্ম্য প্রকট হইয়া পড়ে। প্রহ্লাদাদির দৃষ্টান্তে এতদ্বিষয় বিশদীকৃত হইতে পারে। প্রহ্লাদ আপনার অন্তর্নিহিত সদ্ভাবের দ্বারা আপনার কর্ম্মকে যেরূপ উন্নত করিয়াছিলেন, সেইরূপ তদ্দ্বারা ভগবন্মাহাত্ম্যও উন্নতভাবে প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সকল ভাব উপলব্ধি করিয়াই আমরা মন্ত্রের অর্থ করিয়াছি,—'হে আমার হৃন্নিহিত সদ্‌বৃত্তি! তুমি কর্ম্মরূপ যানে স্নেহ-করুণাধার ভগবানকে উন্নতভাবে স্থাপনকর্ত্তা হও।' মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'আমাদের কর্ম্ম-সমূহ ভগবৎ-সম্বন্ধ-সংযুত হউক।' মন্ত্র বরুণদেবতা-বিষয়ক। ভাষ্যকার 'বরুণস্য' পদে 'বস্ত্রবদ্ধস্য সোমস্য' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ভাষ্যকারের এ অর্থ গ্রহণ করিতে পারি নাই। তদ্বিষয়ে আমাদের মন্তব্য পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। আমাদের মতে, 'বরুণস্য' পদ ভগবৎ-সম্বন্ধে প্রযুক্ত; উহার অর্থ—'স্নেহকরুণাধারস্য ভগবতঃ।'

দ্বিতীয় অংশে জ্ঞান ও ভক্তির সম্বোধন আছে। জ্ঞান বলিতে এখানে শ্রদ্ধার ভাব আসে। শ্রদ্ধা ও ভক্তিই, জ্ঞান ও বিবেকরূপ বলীবর্দ্দকে সংযত করিয়া থাকে। কর্ম্ম যান, জ্ঞান ও বিবেক বা বৈরাগ্য বলীবর্দ্দদ্বয় এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তি তাহাদের সংযমকারী কাষ্ঠখণ্ডদ্বয়। শাস্ত্রবাক্য এবং গুরুবাক্য বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা শ্রদ্ধা দ্বারা দৃঢ়ীভূত হয়; আর তৎপ্রতি যে অনন্যাভক্তি, তাহাই বিবেক। ভক্তিতেই বিবেক বা যথার্থ জ্ঞান বা বৈরাগ্য একই লক্ষ্য-পথে চলিতে থাকে। সেই জন্য আমরা এই মন্ত্রের সম্বোধনে জ্ঞান ও বিবেকের সংযমকারী শ্রদ্ধা ও ভক্তির প্রভাব স্বীকার করিয়াছি। বৃষের গলবহির্ভাগে অবস্থিত বৃষের ইতস্ততঃ গমন-নিবারক শম্যদ্বয়ের সহিত ইহার বেশ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। মন্ত্রের উপমায় সংযম-শিক্ষার ভাব আসে। মনের চাঞ্চল্য নিবন্ধন কর্ম্মের গতি বিভিন্নমুখী হইতে পারে; জ্ঞান ও ভক্তি তাহাকে ভগবদভিমুখী করিয়া তুলে। জ্ঞান ও ভক্তির প্রভাব ভিন্ন কর্ম্ম ভ্রান্ত-পথে গমন করিতে পারে। কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞান ও অনন্যাভক্তির দ্বারা কর্ম্মরূপ যানকে পরিশুদ্ধ করিয়া যদি সৎপথে সংস্থাপিত করা যায়, তাহা হইলে ভগবান সে যানে অবিচলিতভাবে অবস্থিতি করিয়া মানুষকে মোক্ষপথে লইয়া যান। এই ভাবেই আমরা মন্ত্রের অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদের কর্ম্মের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন হউক।

অনুবাকের শেষ মন্ত্রে জ্ঞান-জ্যোতির বিকাশে অজ্ঞানান্ধকার-নাশে ভববন্ধন-মোচনের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ভাষ্যমতে শকটের উপরিভাগে যে দীর্ঘরজ্জু প্রসারিত থাকে, তাহাকে পাশ বলে। মন্ত্রের অর্থ—'সেই পাশ বা রজ্জু শকটের উপর প্রসারিত হউক।' এখানে 'পাশ' পদে আমরা 'মোহপাশ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অজ্ঞানতাই বন্ধনমূলীভূত। অজ্ঞানতাই স্বরূপজ্ঞানের প্রধান অন্তরায়। অজ্ঞানতা-নাশে দিব্যদৃষ্টির উদয়ে ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হইলে সংসার-বন্ধন মোচনের পথ প্রশস্ত হইয়া আসে। মন্ত্রের তাই প্রার্থনা—হে ভগবন্! দিব্য-দৃষ্টি-দানে আমার অজ্ঞানতম বিনাশ করুন। দিব্যজ্ঞানের দিব্য-আলোক আমার মোহের আবরণ অপসারিত হউক। সংসার-বন্ধন টুটিয়া যাউক।' (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক— ৮ অনুবাক)।

—— • ——

নবমঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। নবমোঽনুবাকঃ।)

(১) প্র চ্যবস্ব ভুবস্পতে বিশ্বান্যভি ধামানি।

(২) মা ত্বা পরিপরী বিদন্মা ত্বা পরিপন্থিনো বিদন্মা

ত্বা বৃকা অঘায়বো মা গন্ধর্ব্বো

(৩) বিশ্বাবসুরা দঘচ্ছ্যেনো ভূত্বা পরা পত যজমানস্য

নো গৃহে দেবৈঃ সংস্কৃতং। (৪) যজমানস্য স্বস্ত্যয়ন্যসি।

(৫) অপি পন্থামগস্মহি স্বস্তিগামনেহসং যেন বিশ্বাঃ পরি

দ্বিষো বৃণক্তি বিন্দতে বসু।

(৬) নমো মিত্রস্য বরুণস্য চক্ষসে মহো দেবায় তদৃতꣳ সপর্য্যত দূরেদৃশে দেবজাতায় কেতবে দিবস্পুত্রায় সূর্য্যায় শꣳসত।

(৭) বরুণস্য স্কম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনমসি।

(৮) উন্মুক্তো বরুণস্য পাশঃ॥ ৯॥

* * *

অথ পদপাঠঃ।

(১) প্রেতি। চ্যবস্ব। ভুবঃ। পতে। বিশ্বানি। অভীতি। ধামানি।

(২) মা। ত্বা। পরিপরীতি পরি—পরী। বিদৎ। মা। ত্বা। পরিপন্থিন ইতি পরি—পন্থিনঃ। বিদন্। মা। ত্বা। বৃকাঃ। অঘায়ব ইত্যঘ—য়বঃ। মা। গন্ধর্ব্বাঃ।

(৩) বিশ্বাবসুরিতি বিশ্ব—বসুঃ। এতি। দঘৎ। শ্যেনঃ। ভূত্বা। পরেতি। পত। যজমানস্য। নঃ। গৃহে। দেবৈঃ। সꣳস্কৃতম্।

(৪) যজমানস্য। স্বস্ত্যয়নীতি স্বস্তি—অয়নী। অসি।

(৫) অপীতি। পন্থাম্। অগস্মহি। স্বস্তিগামিতি স্বস্তি—গাম। অনেহসম্। যেন। বিশ্বাঃ। পরীতি। দ্বিষঃ। বৃণক্তি। বিন্দতে। বসু।

(৬) নমঃ। মিত্রস্য। বরুণস্য। চক্ষসে। মহঃ। দেবায়। তৎ। ঋতম্। সপর্য্যত।

দূরেদৃশ ইতি দূরে—দৃশে। দেবজাতায়েতি দেব—জাতায়। কেতবে।

দিবঃ। পুত্রায়। সূর্য্যায়। শংসত।

(৭) বরুণস্য। স্কম্ভনম্। অসি। বরুণস্য। স্কম্ভসর্জ্জনমিতি স্কম্ভ—সর্জ্জনম্। অসি।

(৮) উন্মুক্ত ইত্যুৎ—মুক্তঃ। বরুণস্য। পাশঃ ॥ ৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'ভুবস্পতে' (হে ভূতানাং পতি পালকো বা ভগবন্!) ত্বং 'বিশ্বানি' (সর্ব্বাণি, নিখিলানি ইত্যর্থঃ) 'ধামানি' (স্থানানি—ভগবন্নিবাসযোগ্যানি হৃদয়ানি) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'প্র চ্যবস্ব' (প্রকর্ষেণ গচ্ছ, তত্র অধিতিষ্ঠেত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অস্মাকং মঙ্গলার্থং মোক্ষবিধায়কঃ সঃ ভগবান্ অস্মাকং হৃদি অধিতিষ্ঠত্বিতি ভাবঃ।

২। হে ভগবন্! 'ত্বা' (ত্বাং) 'পরিপরী' (সর্ব্বতঃ সঞ্চরন্তঃ সদ্ভাবনাশকাঃ শত্রবঃ) 'মা বিদন্' (মা জানন্তু, মা হিংসন্ত্বিত্যর্থঃ); তথা 'পরিপন্থিনঃ' (সৎকর্ম্মণঃ প্রতিষেধকাঃ কামাদিশত্রবঃ ইতি যাবৎ) ত্বাং 'মা বিদন্' (মা জানন্তু, মা হিংসন্তু); অপিচ, 'অঘায়বঃ' (পরস্মাঘং পাপং কর্ত্তুমিচ্ছন্তঃ) 'বৃকা' (বিকর্ত্তনশীলাঃ যদ্বা—সৎসম্বন্ধচ্ছেদনকারিণঃ পাপশত্রবঃ ইতি ভাবঃ) তথা 'বিশ্বাবসুঃ' (সন্মার্গে গমনপ্রতিরোধকাঃ) 'গন্ধর্ব্বঃ' (হিংসকঃ বহিরন্তঃশত্রবঃ ইত্যর্থঃ) ত্বাং 'মা বিদন্' (মা জানন্তু, মা হিংসন্ত্বিত্যর্থঃ)। অয়ং মন্ত্রোঽপিঃ প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! ত্বং এবং আগচ্ছতু যেন মম অন্তঃশত্রবঃ বহিঃশত্রবোঽপি তবাগমনবার্ত্তাং ন জানন্তু; অপিচ, অস্মাভিঃ সহ তব সম্বন্ধং ছেত্তুং ন শক্নোন্তু। অপিচ অস্মাকং সন্মার্গানুসরণায় প্রতিরোধকাঃ ন ভবন্তু। তব প্রভাবেন তে শত্রবঃ বিনাশং প্রাপ্নোন্তু ইতি তাৎপর্য্যঃ।

৩। অপিচ হে ভগবন্! ত্বং 'বিশ্বা' (বিশ্বানি সর্ব্বাণি) 'বসুঃ' (বহূনি, ধনানি—শ্রেষ্ঠধনানি ইতি ভাবঃ) 'আ দঘৎ' (শত্রুনাশেন প্রযচ্ছ ইতি ভাবঃ); অপিচ, 'শ্যেনো ভূত্বা' (শ্যেনবৎ ক্ষিপ্রগামী ভূত্বা) 'পরাপত' (উৎপত—সমাগচ্ছেত্যর্থঃ); ততঃ 'যজমানস্য' (সৎকর্ম্মসাধনপ্রবৃত্তস্য জনস্য—অস্মাকমিতি ভাবঃ) 'গৃহান্' (হৃদয়রূপান্ যজ্ঞগৃহানিতি ভাবঃ) 'গচ্ছ'

(উপাগচ্ছ, আবিশ ইত্যর্থঃ), ততঃ 'যজমানস্য' (সৎকর্ম্মসাধনরতস্য ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মাকং, গ্রহণযোগ্যে অপিচ মম মঙ্গলসাধকে ইতি ভাবঃ) 'গৃহে' (হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) 'দেবৈঃ' (দেবভাবৈঃ, যদ্বা—আবয়োরুপযোগিনে, তব সহ ইত্যর্থঃ) আগচ্ছ ইতি শেষঃ। তদ্গৃহং মমহৃদয়ং ইতি ভাবঃ 'সংস্কৃতং' (সুসংস্কৃতং—ক্লেদকলঙ্কপরিশূন্যং নির্ম্মলং বা) বর্ত্ততেতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভগবৎসন্নিকর্ষলাভায় অত্র প্রার্থনাকারিণাং আকাঙ্ক্ষা বর্ত্ততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মান্ ত্বরয়া পরিত্রায়স্ব।

৪। (ক) হে ভগবন্! ত্বং 'যজমানস্য' (সাধনরতস্য মম ইতি ভাবঃ) 'স্বস্ত্যয়নি' (কর্ম্মফল-প্রাপকঃ) 'অসি (ভবসি, ভব ইতি ভাবঃ)। অতঃ প্রার্থনা—হে ভগবন্! ত্বং অস্মাকং কর্ম্মফলং গৃহাণ মোক্ষফলং চ দেহি।

৫। 'যেন' (প্রসিদ্ধেন, যস্মিন্ পথি গমনেন ইত্যর্থঃ) 'বিশ্বাঃ' (সর্ব্বান্, নিখিলান্নিত্যর্থঃ) 'দ্বিষঃ' (দ্বেষিণঃ শত্রূন্, কামক্রোধাদিপাপসম্বন্ধানিতি যাবৎ) 'পরিবৃণক্তি' (পরিতঃ সর্ব্বতো বর্জ্জয়তি—নরঃ ইতি শেষঃ) হে ভগবন্! ত্বৎপ্রসাদেন তং 'স্বস্তিগাং' (স্বস্তিনা ক্ষেমেণ সুখেন বা গন্তুং যোগ্যং, যদ্বা—সৎসম্বন্ধসমন্বিতং) 'অনেহসং' (পাপসম্বন্ধরহিতং, যদ্বা—যেন গমনেন গতানামপরাধং পাপং বা ন ভবতি তাদৃশং) 'পন্থাং' (পন্থানং, মার্গং, সৎপথ-মিত্যর্থঃ) 'অগস্মহি' (বয়ং প্রাপ্তা অভূম ইত্যর্থঃ)। সঙ্কল্পমূলকঃ আত্মোদ্বোধনসূচকোঽয়ং মন্ত্রঃ। অস্য ভাবঃ—শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন সৎকর্ম্মণা চ ভগবন্তং প্রাপ্তব্যং; অতঃ বয়ং সৎপথং অবলম্ব্য সৎকর্ম্মণা ভগবদভিমুখিনো ভবাম ইতি সঙ্কল্পঃ প্রার্থনা চ।

৬। হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'সূর্য্যায়' (জ্যোতীরূপায় পরব্রহ্মণে) 'নমঃ' (নমস্কারং কুরুত ইতি ভাবঃ); 'মিত্রস্য বরুণস্য' (মিত্রবরুণদেবতারূপেণ বর্ত্তমানায়, সর্ব্বেষাং সখিভূতায় অপিচ স্নেহকারুণ্যরূপায়, যদ্বা—জগতাং হিতকারিণে ইত্যর্থঃ) 'চক্ষসে' (সর্ব্বজগতঃ, নিখিল-বিশ্বস্য বা দ্রষ্ট্রে) অথবা 'মিত্রস্য বরুণস্য চক্ষসে' (সর্ব্বদ্যাবাপৃথিবীনিবাসিনাং লোকানাং দ্রষ্ট্রে) 'মহো দেবায়' (মহতে তেজোরূপায় দ্যোতমানায়) 'দূরেদৃশে' (অতীতানাগতবর্ত্তমানকাল-সম্বন্ধিনাং প্রাণিনাং দ্রষ্ট্রে—যদ্বা, সর্ব্বদ্রষ্ট্রে সর্ব্বকালাভিজ্ঞে বা) 'দেবজাতায়' (দেবানাং অনুগ্রহার্থং জাতায়, যদ্বা—দেবানাং জন্মহেতবে) 'কেতবে' (প্রজ্ঞানরূপায়, বিজ্ঞানঘনানন্দ-স্বভাবায় ইত্যর্থঃ) 'দিবস্পুত্রায়' (দ্যুলোকস্য পুত্রবৎ প্রিয়ায়, যদ্বা—বিশ্বস্য উৎপত্তিহেতুভূতায় জ্যোতীরূপায় পরব্রহ্মণে) 'তদৃতং' (সৎকর্ম্ম, যদ্বা—তদেব সত্যং ব্রহ্ম এবং বুদ্ধ্যা) 'সপর্যত' (পরিচরত, পূজয়ত ইতি ভাবঃ) অপিচ 'শংসত' (স্তুতিং কুরুত)। আত্মোদ্বোধন-মূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। অয়ং মন্ত্রঃ ভগবতঃ স্বরূপং প্রকাশতে। বিশ্বহেতুভূতং সর্ব্বদ্রষ্টারং জ্যোতীস্বরূপং পরব্রহ্ম অর্চ্চয়ামঃ ইত্যেবং সঙ্কল্পঃ অয়ং মন্ত্রঃ ব্যচক্ষতে।

৭। (ক) হে মম হৃন্নিহিতে সদ্বৃত্তে! ত্বং 'বরুণস্য' (স্নেহকরুণাধারস্য ভগবতঃ ইতি ভাবঃ) 'স্কম্ভনং' (উন্নতেন প্রতিষ্ঠাপয়িতারং—কর্ম্মরূপে যানে ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। অতঃ প্রার্থনা,—কর্ম্মপ্রভাবেন যেন বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং ভগবন্তং প্রাপ্নোমি তদ্বিধেহি; অথবা, অস্মাকং কর্ম্মাণি ভগবৎসম্বন্ধযুতানি ভবন্তু ইতি ভাবঃ।

(খ) অতঃ হে মম সদসদ্বৃত্তী জ্ঞানভক্তী বা! যুবাং 'বরুণস্য' (স্নেহকারুণ্যরূপস্য ভগবতঃ

ইতি ভাবঃ) 'স্কন্তসর্জ্জনং' (অচঞ্চলেন স্থাপয়িত্রী—হৃদি কর্ম্মরূপে যানে বা ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভব ইতি ভাবঃ)। অতঃ প্রার্থনা—অস্মাকং কর্ম্মণা সহ ভগবৎসম্বন্ধঃ অবিচ্ছিন্নঃ ভবতু।

(গ) হে ভগবন্! ভবৎকৃপয়া 'বরুণস্য' (অজ্ঞানতারূপস্য আবরণস্য) 'পাশং' (বন্ধনং—মোহপাশং ইতি ভাবঃ) 'উন্মুক্তঃ' (বিমুক্তঃ, অপসারিতঃ ভবতু ইতি শেষঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনা-মূলকঃ। ভববন্ধনবিমোচনায় অত্র প্রার্থনা দ্যোততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মাকং সংসার-বন্ধনং ছেদয়, স্বাত্মনি চ প্রতিষ্ঠাপয় ইত্যর্থঃ। (১অষ্টক—২প্রপাঠক—৯অনুবাক)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে ভূতসমূহের অধিপতি বা পালক! আপনি নিখিল-সৎ-কর্ম্মাগারকে অথবা ভগবন্নিবাসযোগ্য সকল হৃদয়কে লক্ষ্য করিয়া প্রকৃষ্টরূপে গমন করুন এবং তথায় অধিষ্ঠিত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। আমাদের মঙ্গলের জন্য মোক্ষবিধায়ক সেই ভগবান্ আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন, এই মন্ত্রে এই ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে)।

২। হে ভগবন্! সর্ব্বতঃসঞ্চারী সদ্ভাবনাশক বহিঃশত্রু যেন আপনাকে জানিতে অর্থাৎ হিংসা করিতে না পারে; অপিচ, সৎকর্ম্ম-প্রতিষেধক কামাদি অন্তঃশত্রুও যেন আপনাকে জানিতে অর্থাৎ হিংসা করিতে সমর্থ না হয়; বিকর্ত্তনশাল অর্থাৎ সৎসম্বন্ধছেদনকারী পাপশত্রু-গণও যেন আপনাকে জানিতে না পারে এবং সন্মার্গে গমনপ্রতিরোধক হিংসক বহিরন্তঃশত্রুও যেন হিংসা করিতে না পারে! (এ মন্ত্রটীও প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে দেব, আপনি এমনভাবে আগমন করুন, যেন কিবা অন্তঃশত্রু কিবা বহিঃশত্রু কেহই আপনার আগমন-বার্ত্তা জানিতে সমর্থ না হয় এবং আমাদের সহিত আপনার সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে না পারে। অর্থাৎ আপনার প্রভাবে আমাদের সকল শত্রু বিনষ্ট হউক)।

৩। অপিচ, হে ভগবন্! আপনি শত্রুনাশের দ্বারা বিশ্বের যাবতীয় শ্রেষ্ঠধন আমাদিগকে প্রদান করুন। অপিচ, আপনি শ্যেনপক্ষীর ন্যায় ক্ষিপ্রগামী হইয়া আগমন করুন। অতঃপর, সৎকর্ম্মসাধনপ্রবৃত্ত জনের (আমাদিগের) গৃহে অর্থাৎ হৃদয়রূপ যজ্ঞাগারে গমন (প্রবেশ) করুন। আপনার এবং সৎকর্ম্মসাধনরত আমার অর্থাৎ আপনার গ্রহণযোগ্য এবং আমার মঙ্গলপ্রদ সেই গৃহ (সেই হৃদয়) সুসংস্কৃত অর্থাৎ ক্লেদ-কলঙ্ক-

পরিশূন্য নির্ম্মল হইয়া আছে। (এ মন্ত্রে ভগবৎসন্নিকর্ষ-লাভের জন্য প্রার্থনাকারীর প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগকে ত্বরায় পরিত্রাণ করুন।

৪। হে ভগবন্! আপনি সাধনরত আমার কর্ম্মফলপ্রাপক হউন। অর্থাৎ আমার কর্ম্মফল আপনি গ্রহণ করুন।

৫। যে প্রসিদ্ধ পথে গমন করিলে নিখিল শত্রুদিগকে অর্থাৎ কাম-ক্রোধাদি পাপসম্বন্ধসমূহকে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করা যায়, হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনার প্রসাদে সেই সুখে গমন-যোগ্য অর্থাৎ সৎসম্বন্ধমণ্ডিত ও পাপ-সম্বন্ধরহিত (অথবা যে পথে গমন করিলে, গমনকারীকে কোনও অপরাধ স্পর্শ করিতে পারে না) সেই পথকে আমরা প্রাপ্ত হইব। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক এবং আত্মোদ্বোধনসূচক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে সৎকর্ম্মাদির দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায়; অতএব, সৎকর্ম্মের দ্বারা সৎপথ আশ্রয় করিয়া আমরা ভগবদভিমুখী হইব)।

৬। হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! জ্যোতীরূপ পরব্রহ্মকে নমস্কার (স্তুতি) কর। সকলের মিত্রভূত অপিচ স্নেহকারুণ্যরূপ অথবা জগতের হিতকারী, সকল জগতের (নিখিল বিশ্বের) দ্রষ্টা অথবা সকল দ্যাবাপৃথিবী-নিবাসী লোকের দ্রষ্টা, তেজোরূপে দ্যোতমান্, অতীত-অনাগত-বর্ত্তমান-ত্রিকালভূত প্রাণিগণের দ্রষ্টা (সর্ব্বদ্রষ্টা বা ত্রিকালাভিজ্ঞ), দেবগণের অনুগ্রহজন্য জাত অথবা দেবগণের জন্মকারণ, প্রজ্ঞানস্বরূপ অথবা বিজ্ঞানধনানন্দস্বভাব, দ্যুলোকের পুত্রবৎ প্রিয় অথবা বিশ্বের উৎপত্তি-হেতুভূত, জ্যোতীরূপ পরব্রহ্মকে—তিনিই সত্য জানিয়া, পূজা কর অপিচ তাঁহাকে স্তুতি কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। বিশ্বহেতুভূত সর্ব্ব-দ্রষ্টা জ্যোতীস্বরূপ পরব্রহ্মকে যেন আমরা অর্চ্চনা করি—এইরূপ সঙ্কল্প মন্ত্র মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে)।

৭। (ক) হে মম হৃন্নিহিত সদ্বৃত্তি! তুমি স্নেহকরুণাধার ভগবানের উন্নতপ্রদেশে অর্থাৎ আমাদিগের কর্ম্মরূপ যানে অথবা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করিয়া থাক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—কর্ম্মপ্রভাবে যেন আমরা শুদ্ধসত্ত্ব এবং ভগবানকে প্রাপ্ত হই। আমাদিগের কর্ম্মসমূহ ভগবৎসম্বন্ধযুত হউক)।

(খ) হে আমার সদসৎবৃত্তি অথবা জ্ঞানভক্তি! তোমরা আমাদিগের

হৃদয়ে অথবা কর্ম্মরূপ যানে স্নেহকরুণাধার ভগবানকে অচঞ্চলভাবে স্থাপন কর। (প্রার্থনা—আমাদিগের কর্ম্মের সহিত ভগবৎসম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন হউক)।

(গ) হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমাদিগের (অজ্ঞানতার আবরণরূপ) মোহপাশ অপসারিত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা-পূর্ব্বক আমাদিগের সংসার-বন্ধন ছেদন করিয়া আমাদিগকে আপনাতে বিলীন করিয়া লউন)। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৯ অনুবাক)।

* * *

মন্ত্র-ভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতা)।

অষ্টমে সোমস্য শকটারোপণমুক্তমারোপিতস্য নবমে গমনমুচ্যতে।

১-৫। "প্র চ্যবস্ব ভুবস্পতে বিশ্বান্যভি ধামানি মা ত্বা পরিপরী বিদন্মা ত্বা পরিপন্থিনো বিদন্মা ত্বা বৃকা অঘায়বো মা গন্ধর্ব্বো বিশ্বাবসুরা দঘচ্ছ্যেনো ভূত্বা পরা পত যজমানস্য নো গৃহে দেবৈঃ সংস্কৃতং যজমানস্য স্বস্ত্যয়ন্যসি অপি পন্থামগস্মহি স্বস্তিগামনেহসং যেন বিশ্বাঃ পরি দ্বিষো বৃণক্তি বিন্দতে বসু।"—বৌধায়নঃ—"সুব্রহ্মণ্যোমিতি ত্রিরুক্তায়াং প্রচ্যাবয়ন্তি প্র চ্যবস্ব ভুবস্পতে বিশ্বান্যভি ধামানি মা ত্বা পরিপরী বিদন্মা ত্বা পরিপন্থিনো বিদন্মা ত্বা বৃকা অঘায়বো মা গন্ধর্ব্বো বিশ্বাবসুরা দঘচ্ছ্যেনো ভূত্বা পরা পত যজমানস্য নো গৃহে দেবৈঃ সংস্কৃতমিতি প্রদক্ষিণং রাজানং পরিবহন্ত্যথৈতাবঞ্জসোপসংক্রামতোঽধ্বর্য্যুর্যজমানশ্চ যজমানস্য স্বস্ত্যয়ন্যস্যপি পন্থামগস্মহি স্বস্তিগামনেহসং যেন বিশ্বাঃ পরি দ্বিষো বৃণক্তি বিন্দতে বস্বিতি" ইতি। আপস্তম্ব উক্তমন্ত্রদ্বয়ং ত্রেধা বিভজতি—"প্র চ্যবস্ব ভুবস্পত ইতি প্রাঞ্চোঽভিপ্রায় প্রদক্ষিণমাবর্ত্ততে শ্যেনো ভূত্বা পরা পতেত্যধ্বর্য্যু রাজানমভিমন্ত্রয়তেঽপি পন্থামগস্মহীত্যধ্বর্য্যুর্যজমানশ্চ দক্ষিণেনোত্তরেণ বা রাজানমতিক্রামতঃ" ইতি।

ভূশব্দেন ভূমৌ স্থিতানি ভূতানি যজমানাধ্বর্য্যুপ্রভৃতীন্যুপলক্ষ্যন্তে। তেষাং চ ভূতানাং পালকত্বাৎ পতিঃ সোমঃ। হে ভূতপতে সোম বিশ্বানি ধামানি প্রাচীনবংশহবির্ধানাদিস্থানান্যভিলক্ষ্য প্রকর্ষেণ চ্যবস্ব গচ্ছ। পরিপরী মার্গে বাধকস্তস্করপ্রভুঃ স ত্বাং মা জানাতু। পরিপন্থিনস্তদ্‌ভৃত্যাস্তেঽপি ত্বাং মা জানন্তু। বৃকা অরণ্যশ্বানঃ। অঘং পাপং বধরূপমিচ্ছন্তীত্যঘায়বঃ। তেঽপি ত্বাং মা জানন্তু। বিশ্বাবসুর্গন্ধর্ব্বঃ স্বর্গমার্গে সোমস্যাপহর্ত্তা। সোঽপি ত্বাং মা দঘৎ মা প্রতীক্ষতাং। হে সোম ত্বং শ্যেনবদুৎপতনসমর্থো ভূত্বাঽস্মদ্‌যজমানস্য গৃহে প্রাচীনবংশে পরাপত শীঘ্রং গচ্ছ। দেবসদৃশৈরধ্বর্য্যুপ্রভৃতিভিস্তবোপবেশনায়াঽসন্দীরূপং স্থানং সংস্কৃতং। স্বস্তি শ্রেয়োরূপো যজ্ঞস্তস্যায়নং প্রাপ্তিস্তদস্যাস্তীতি স্বস্ত্যয়নী যজমানস্য যজ্ঞপ্রাপকোঽসি। অপি চ বয়ং পন্থানমনুষ্ঠানরূপমগস্মহি প্রাপ্তাঃ। কীদৃশং? স্বস্তিগাং শ্রেয়ঃপ্রাপকং। অনেহসং নকারস্য ব্যত্যয়েন হকারঃ। অনেনসং পাপরহিতং। যেন পথা বিশ্বা দ্বিষঃ সর্ব্বান্বৈরিণঃ পরিবৃণক্তি সর্ব্বতো বর্জয়তি। কিং চ যেন পথা দ্রব্যং লভতে, তাদৃশং পন্থানং প্রাপ্তাঃ॥

প্রথমমন্ত্রে যথোক্তমর্থং প্রসিদ্ধতয়া স্পষ্টয়তি—"প্র চ্যবস্ব ভুবস্পত ইত্যাহ ভূতানাᳬ হ্যেষ পতির্ব্বিশ্বান্যভি ধামানীত্যাহ বিশ্বানি হ্যেষোঽভি ধামানি প্রচ্যবতে মা ত্বা পরিপরী বিদদিত্যাহ যদেবাদঃ সোমমাহ্রিয়মাণং গন্ধর্ব্বো বিশ্বাবসুঃ পর্য্যমুষ্ণাত্তস্মাদেবমাহাপরিমোষায়" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১১) ইতি। পূর্ব্বং গন্ধর্ব্বেণ সোমস্যাপহৃতত্বাদস্তি তস্করপ্রসক্তিস্তস্মান্মা ত্বেত্যাদিকং বক্তব্যং॥ দ্বিতীয়মন্ত্রে স্বস্ত্যয়নী শব্দেন যজ্ঞপ্রাপ্তির্ব্বিবক্ষিতেত্যাহ—"যজমানস্য স্বস্ত্যয়ন্যসীত্যাহ যজমানস্যৈবৈষ যজ্ঞস্যান্বারম্ভোঽনবচ্ছিত্ত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১১) ইতি॥ তৃতীয়মন্ত্রো ব্রাহ্মণেনোপেক্ষিতঃ॥

৬। "নমো মিত্রস্য বরুণস্য চক্ষসে মহো দেবায় তদৃতᳬ সপর্যত দূরেদৃশে দেবজাতায় কেতবে দিবস্পুত্রায় সূর্য্যায় শᳬসত।"—কল্পঃ—"অথাগ্রেণ শালাং তিষ্ঠন্নোহ্যমানং রাজানং প্রতি মন্ত্রয়তে নমো মিত্রস্য বরুণস্য চক্ষসে মহো দেবায় তদৃতᳬ সপর্য্যত দূরেদৃশে দেবজাতায় কেতবে দিবস্পুত্রায় সূর্য্যায় শᳬসতেতি" ইতি। অস্মিন্মন্ত্রে সূর্য্যরূপেণ সোমঃ স্তূয়তে—মিত্রস্য মিত্রায় নমঃ। কীদৃশায় ? বরুণস্য স্বরশ্মিভির্জ্জগদাবৃণতে। পুনঃ কীদৃশায় ! চক্ষসে সর্ব্বজ্ঞায়। হে ঋত্বিজো মহো মহতে তস্মৈ দেবায় দেবপ্রীত্যর্থং সপর্য্যত সপর্য্যাং সেবাং কুরুত। কিং কৃত্বা ? তজ্জ্যোতিষ্টোমরূপমৃতং সত্যমবশ্যফলপ্রদং কর্ম্ম কৃত্বা। কিং চ সূর্য্যায় শংসত সূর্য্যপ্রীত্যর্থং স্তুতিং কুরুত। কীদৃশায় সূর্য্যায় দূরে দৃশ্যমানায় দেবত্বেন জাতায় কেতবেঽহ্নো লক্ষণভূতায় দ্যুলোকস্য পুত্রবৎ প্রিয়ায়॥ অস্মিন্মন্ত্রে বরুণশব্দাভিপ্রায়মাহ—"বরুণো বা এষ যজমানমভ্যেতি যৎক্রীতঃ সোম উপনদ্ধো নমো মিত্রস্য বরুণস্য চক্ষস ইত্যাহ শান্ত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১১) ইতি। যঃ সোম উপনদ্ধ এব বরুণরূপঃ সন্ যজমানমভিলক্ষ্য সমাগচ্ছত্যতো বরুণনমস্কারেণ তত্বত উপদ্রবঃ শাম্যতি॥ যদ্যপ্যগ্নীষোমীয়স্য পশোর্নায়মনুষ্ঠানকালস্তথাঽপি প্রসঙ্গাত্তং পশুং বিধিৎসুঃ প্রসঙ্গং তাবদ্দর্শয়তি—"আ সোমং বহন্ত্যগ্নিনা প্রতি তিষ্ঠতে তৌ সম্ভবন্তৌ যজমানমভি সং ভবতঃ পুরা খলু বাবৈষ মেধায়াঽত্মানমারভ্য চরতি যো দীক্ষিতঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১১) ইতি। ঋত্বিজঃ প্রাচীনবংশগতস্যাঽহবনীয়স্যাগ্রে সমীপং প্রতি সোমমানয়ন্তি। স চ সোমোঽগ্নিনা সমেত্য প্রতিষ্ঠিতো ভবতি। তৌ চাগ্নীষোমৌ পরস্পরং যদা সঙ্গচ্ছেতে তদা যজমানমভিলক্ষ্য সঙ্গতৌ ভবতঃ। তদেতদবগম্য কিল পুরা যো দীক্ষিতঃ স এষ যজ্ঞার্থং স্বাত্মানমেবাঽলভ্য পশুত্বেনোপাকৃত্য প্রচরতি। সোঽয়ং প্রসঙ্গঃ॥ ইদানীং বিধত্তে—"যদগ্নীষোমীয়ং পশুমালভত আত্মনিষ্ক্রয়ণ এবাস্য সঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১১) ইতি। অস্য যজমানস্য পশ্বালম্ভ আত্মনিষ্ক্রয়ণঃ। পশুং মূল্যত্বেনাগ্নীষোমাভ্যাং দত্বা তেন তয়োঃ স্বভূতমাত্মানং নিষ্ক্রীণাতি॥ অত্র হবিঃশেষভক্ষণং পূর্ব্বপক্ষতয়া নিষেধতি—"তস্মাত্তস্য নাঽশ্যং পুরুষনিষ্ক্রয়ণ ইব হি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১১) ইতি। যস্মাদয়ং পশুঃ পুরুষস্য মূল্যমিব তস্মাত্তস্য পশোঃ সম্বন্ধি হবির্ন ভক্ষণীয়ং তদ্ভক্ষণে মূল্যনাশপ্রসঙ্গাৎ॥ সিদ্ধান্তমাহ—"অথো খল্বাহুরগ্নীষোমাভ্যাং বা ইন্দ্রো বৃত্রমহন্নিতি যদগ্নীষোমীয়ং পশুমালভতে বার্ত্রঘ্ন এবাস্য স তস্মাদ্বাশ্যং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১১) ইতি। অথোশব্দঃ পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। অভিজ্ঞাস্ত্বগ্নীষোমার্থমিন্দ্রো বৃত্রং হতবানিত্যাহুঃ। অয়ং বৃত্তান্তো দ্বিতীয়কাণ্ডস্য পঞ্চমপ্রপাঠকে ত্বষ্টা হতপুত্র ইত্যস্মিন্ননুবাকে

প্রপঞ্চিতঃ। যস্মাদগ্নীষোমার্থমিন্দ্রো বৃত্রং হতবাংস্তস্মাদগ্নীষোমীয়পশ্বালম্ভো যঃ সোঽস্য যজমানস্য বৈরিঘাতী। তস্মাত্তদীয়ং হবির্ভক্ষণীয়মেব॥ প্রাসঙ্গিকং পরিসমাপ্য প্রকৃতমেব নমো মিত্রস্যেতি মন্ত্রং বিনিযুঙ্‌ক্তে—"বারুণ্যর্চ্চা পরি চরতি স্বয়ৈবৈনং দেবতয়া পরিচরতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১১) ইতি। উপনদ্ধস্য সোমস্য বরুণো দেবতা। পরিচরণং নমস্কারাদ্যুপচারঃ। ততো বরুণমন্ত্রেণ তদনুষ্ঠানং যুক্তং। অথ প্রাগ্বংশে সোমমাসন্দ্যাং প্রতিষ্ঠাপ্য তস্মিন্‌কাল এবা বন্দস্ব বরুণং বৃহন্তমিত্যেতয়া তত্ত্বা যামীত্যনয়া বা বারুণ্যর্চোপস্থানরূপং পরিচরণং কর্ত্তব্যং॥

৭। "বরুণস্য স্কম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনমস্যুন্মুক্তো বরুণস্য পাশঃ॥" "বৌধায়নঃ—"অথৈতৎসোমবাহনমগ্রেণ শালামুদগীষমুপস্থাপয়ন্তি তদুপস্তভ্নাতি বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনমসীতি শম্যামুদ্বৃহত্যুন্মুক্তো বরুণস্য পাশ ইতি যোক্ত্রং" ইতি। আপস্তম্বস্তু শম্যাযোক্ত্রাভিধানীনাং ক্রমেণোন্মোচনং মন্যতে॥

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—

"প্র চ্য প্রাগ্বংশগমনং শ্যেনোঽধ্বর্য্যুস্তু মন্ত্রয়েৎ। অপ্যতিক্রম্য রাজানং নম এনং প্রতীক্ষতে॥ বরুত্রয়েণ শম্যাদীন্মুঞ্চেৎ সপ্তাত্র মন্ত্রকাঃ॥ ১॥" ইতি॥

অত্রাপি নাস্তি মীমাংসা॥

অথ চ্ছন্দঃ।

প্র চ্যবস্বেতি ষট্‌পদাঽতিজগতী। শ্যেনো ভূত্বাঽপি পদ্যানিত্যেতে অনুষ্টুভৌ। নমো মিত্রস্যেতি জগতী॥ (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৯ অনুবাক)।

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থ-প্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয় প্রপাঠকে নবমোঽনুবাকঃ॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

অষ্টম অনুবাকে শকটে সোমারোপণানন্তর নবম অনুবাকের মন্ত্র-সমূহে শকট-চালনার বিষয় উক্ত হইয়াছে। ভাষ্যানুসারে এই অনুবাকের মন্ত্র-সমূহের যে অর্থ নিষ্পন্ন হয়, নিম্নে তাহা প্রকটনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি। ভাষ্যমতে প্রথম মন্ত্র 'সোম' সম্বন্ধে প্রযুক্ত। শকটে কৃষ্ণাজিন বিস্তৃত হইয়াছে। তদুপরি সোম স্থাপিত হইয়াছে। শকটের বাহক বৃষদ্বয় শকটধূরে সংযোজিত হইয়াছে। এক্ষণে শকট সংবাহিত হইয়া সোম-ক্রয়কারী যজমান গৃহে গমন করিবে। তাই মন্ত্রে সোমকে সম্বোধন দেখিতে পাই। ভাষ্যের মতে মন্ত্রের অন্তর্গত 'ভূ' শব্দে ভূমিতে স্থিত ভূতসমূহকে অর্থাৎ যজমান অধ্বর্য্যু প্রভৃতিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। তাহাদিগকে পালন করে বলিয়া সোম তাহাদিগের অধিপতি। এইরূপ অনুক্রমণে সোমকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'হে ভূতপতি! হে সোম! তুমি প্রাচীনবংশ হবির্দ্ধান প্রভৃতি স্থান-সমূহ লক্ষ্য করিয়া প্রকৃষ্টরূপে গমন কর।' দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—

'তোমার গমনকালে, সর্ব্বত্রবিচরণশীল বাধক তস্কর-প্রভু যেন তোমার গমন-বার্ত্তা জানিতে না পারে, তাহার যাগ-প্রতিষেধক ভৃত্যগণও যেন তোমার গমন-বার্ত্তা জানিতে না পারে; 'বৃক' অর্থাৎ অরণ্যচারী শ্বাপদ প্রভৃতিও যেন তোমাকে না জানে। পাপরূপ বধ-কর্ত্তাও যেন তোমাকে জানিতে না পারে। অপিচ স্বর্গমার্গে সোমের অপহর্ত্তা বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব্বও যেন তোমার প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালন না করে।' তৃতীয় মন্ত্রে বলা হইতেছে,—'হে সোম! তুমি যাবতীয় শত্রুকে নাশ করিয়া শ্রেষ্ঠধন প্রদান কর এবং শ্যেনপক্ষীর ন্যায় শীঘ্রগামী হইয়া যজমান-গৃহে উপস্থিত হও। সেখানে তোমার ও আমার জন্য সর্ব্বোপকরণ-সংযুক্ত স্থান আছে। সেখানে দেবসদৃশ অধ্বর্য্যু প্রভৃতি তোমার উপবেশন জন্য আসন্দীরূপ স্থান সংস্কৃত করিয়া রাখিয়াছেন।' ভাষ্যাভাষে মন্ত্রে এই ভাব প্রখ্যাপিত দেখিতে পাই।

প্রথম মন্ত্রের অন্তর্গত 'ভুবস্পতে' (ভুবঃ পতে) পদের বিশ্লেষণে ভাষ্যকার ভূ-শব্দে ভূমিস্থিত যজমান প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহাদিগের পতি সোম—এই বচন অনুসারে, তিনি সোমকেই বুঝাইয়াছেন। কিন্তু 'সোম' শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে, 'ভুবস্পতে' পদে সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ং' ভগবানের প্রতিই লক্ষ্য পড়ে। এই বিশ্বের—স্থাবর-জঙ্গম-চরাচরের—চেতন অচেতন সকল পদার্থেরই তিনি অধিপতি ও পালক। সোম বা শুদ্ধসত্ত্ব—সেই তাঁহার রূপান্তর মাত্র। সত্ত্বভাবে স্থিতি, রাজোভাবে সৃষ্টি এবং তমোভাবে লয়। তিনি সোম বা সত্ত্ব—তাই তিনি 'ভুবস্পতি'। মন্ত্রে তাই ভগবানকেই সম্বোধন করা হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। মন্ত্রে কিন্তু সোম-সম্বোধন-সূচক কোনও পদ নাই।

দ্বিতীয় মন্ত্রে বিবিধ শত্রুর বিষয় কথিত হইয়াছে। সে সকল শত্রুই সাধনার অন্তরায়ভূত। সোম অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বহরণে—ভগবানের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে, তাহারা সর্ব্বদা তৎপর। আবরণার্থক 'বৃ' ধাতু হইতে বৃক পদ নিষ্পন্ন। মানুষের অজ্ঞানতাই সেই বৃক-পদবাচ্য। অজ্ঞানতাই পাপের জনক। যতদিন অজ্ঞানতা, ততদিন ভগবৎসন্নিকর্ষ লাভ অথবা সৎস্বরূপের স্বরূপ উপলব্ধি কদাচ সম্ভবপর নহে। অজ্ঞানতাই সৎসম্বন্ধ ছেদন করে। 'বৃকা' পদে তাই 'সৎসম্বন্ধছেদনকারী' অর্থ প্রাপ্ত হই। আবার সৎকর্ম্মের বা সদনুষ্ঠানের অন্তরায়-ভূত যে কাম-ক্রোধাদি রিপু-শত্রু—তাহারই 'পরিপন্থিনঃ' পদবাচ্য। প্রলোভনাদি সদ্ভাব-নাশক যে বহিঃশত্রু, তাহারাই 'পরিপরিণঃ'। 'গন্ধর্ব্বঃ বিশ্বাবসুঃ' পদদ্বয়ে ভাষ্যকার স্বর্গ-পথে সোমের অপহরণ-কর্ত্তা গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসুকে বুঝাইয়াছেন। সেই ভাব হইতে আমরা ভাব প্রাপ্ত হই,—সন্মার্গ-গমনে প্রতিরোধক হিংসক বহিরন্তঃশত্রু। এই সকল শত্রুই ভগবৎ-প্রাপ্তির প্রধান অন্তরায়। সদ্ভাব ভিন্ন সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি আসে না, আবার সৎকর্ম্ম ভিন্ন সদ্ভাব সঞ্জাত হয় না। সৎকর্ম্ম ও সদ্ভাব ভিন্ন সৎস্বরূপের সহিত সৎসম্বন্ধ সংস্থাপিত হইতে পারে না। এই জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানান হইতেছে,—আপনার আগমন-কালে পূর্ব্বোক্ত শত্রুগণ যেন আপনাকে জানিতে না পারে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—হৃদয়ে যখন প্রজ্ঞানরূপী ভগবানের আবির্ভাব হয়, তখন হৃদিস্থিত অজ্ঞানতা ও তৎসহচর কামাদি শত্রু বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ক্ষেত্র প্রস্তুত না হইলে, অন্তরের আবিলতা দূর না হইলে, সে হৃদয় কি ভগবানের যোগ্য আসনে পরিণত হইতে পারে?

তৃতীয় মন্ত্রে প্রার্থনাকারী, শ্যেনবৎ ক্ষিপ্রগতিতে ভগবানের আগমন প্রার্থনা করিতেছেন। প্রার্থনা হইতেছে—'সত্বর আসিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন এবং শ্রেষ্ঠ ধন প্রদান করুন।' এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'যজমানস্য নঃ গৃহে দেবৈঃ সংস্কৃতং' অংশ কিঞ্চিৎ সমস্যা-মূলক। ভাষ্যের অর্থ—"অধ্বর্য্যু প্রভৃতি দ্বারা আসন্দীরূপ স্থান সংস্কৃত হইয়াছে।" এরূপ অর্থে সম্বোধনকারী কে, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। অন্যত্র আবার অর্থ দেখিতে পাই,—"তত্র যজমানগৃহেষু আবয়োঃ তব মম চ সংস্কৃতং সর্ব্বোপকরণযুক্তং স্থানমস্তীতি ভাবঃ।" অর্থাৎ তোমার এবং আমার জন্য যজমান-গৃহে সর্ব্বোপকরণযুক্ত স্থান আছে,—ইহার তাৎপর্য্য বোধগম্য হওয়া বড়ই সুকঠিন। আমরাও মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় প্রায় ঐ একই রূপ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি বটে; কিন্তু ভাব একটু স্বতন্ত্র দাঁড়াইয়াছে। তাহাতে মন্ত্রাংশের ভাব হইয়াছে,—'আপনার গ্রহণ-যোগ্য অপিচ আমার মঙ্গলপ্রদ সে গৃহ সুসংস্কৃত অর্থাৎ ক্লেদকলঙ্কপরিশূন্য নির্ম্মল হইয়া আছে।' ভগবান যে স্থানে আসন গ্রহণ করেন, সে স্থান বা সে হৃদয় কি অপবিত্র আবিলতাময় থাকিতে পারে? ভগবান যদি হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন, তাহা হইলে সে হৃদয় যে মুক্তির অধিকারী, মুক্তির পথ যে তাহার নিকট সুগম হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে কি?

চতুর্থ মন্ত্রে ভগবানে কর্ম্মফল-প্রদানের বিষয় প্রখ্যাত দেখিতে পাই। ভাষ্যকার মন্ত্রের অর্থ করিয়াছেন,—'স্বস্তি' অর্থাৎ শ্রেয়ঃরূপ যজ্ঞের 'অয়নঃ' অর্থাৎ প্রাপ্তি যাহার আছে; অর্থাৎ তুমি যজমানের যজ্ঞপ্রাপক হও।' এ মন্ত্রটীও সোম-সম্বোধনে প্রযুক্ত। আত্মদর্শিগণ ফলাকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্য হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। ভগবান তাঁহাদের কর্ম্মের ফল গ্রহণ করিয়া মোক্ষ-ফল প্রদান করিয়া থাকেন,—তিনি তাঁহাদিগের উদ্ধার করিয়া আপনাতে বিলীন করিয়া লয়েন। এই নিত্য-সত্যের মধ্য দিয়া প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে এই যে,—'হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের কর্ম্মফল গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে চরণে আশ্রয় দান করুন। আপনার অনুগ্রহ-লাভে আমরা সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হই।'

ভাষ্যমতে এই অনুবাকের পঞ্চম মন্ত্র পথিদেবতার সম্বোধনে প্রযুক্ত। ক্রীত সোম মস্তকোপরি গ্রহণ করিয়া, হস্ত দ্বারা সোমপাত্র ধারণ করিয়া, শকটের প্রতি লক্ষ্য করিতে করিতে, এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। সে মতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'আমরা অনুষ্ঠানরূপ পথ প্রাপ্ত হইয়াছি। কিরূপ পথ? না—সুখে গমন-যোগ্য অর্থাৎ শ্রেয়ঃপ্রাপক এবং পাপরূপ চৌরাদির উপদ্রব রহিত অথবা যে পথে গমন করিলে গমনকারীর কোনও অপরাধ হয় না; অথবা যে পথে গমন করিলে নিখিল পাপসম্বন্ধ পরিবর্জ্জন করা যায়। অথবা যে পথে গমন করিলে দ্রব্য লাভ হয়, তাদৃশ পথ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

মন্ত্রটী সরল ও সহজবোধ্য। ভাষ্যকারের সহিত মন্ত্রের অর্থ-বিষয়ে আমাদের প্রায়ই মতানৈক্য ঘটে নাই। ভাষ্যমতে 'পন্থাং' পদে সাধারণ গমনাগমনের পথের বিষয় উপলব্ধি হয়। কিন্তু আমরা ঐ পদে সাধারণ পথ অর্থ গ্রহণ না করিয়া 'সৎপথ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। সৎপথে গমন নিরাবিল সুখের এবং অসৎপথ অবলম্বন দারুণ দুঃখের দৃষ্টান্ত। সংসারে প্রতি কার্য্যেই ইহা প্রত্যক্ষ হয়। সৎপথে থাকিয়া সৎকার্য্য-সম্পাদনে ভগবানের কৃপা অতি সহজেই পাওয়া যায়; কিন্তু অসৎপথে অসদ্বৃত্তির প্রেরণায় অসৎকার্য্য-সম্পাদনে, তাহা

বহু দূরে সরিয়া যায়। সৎকার্য্যের সরলতা এবং অসৎকার্য্যের কণ্টকময় জ্বালামালা, সংসারে নিত্য-প্রত্যক্ষীভূত। অসদ্বৃত্তি—পাপসম্বন্ধ—ইহলৌকিক সকল দুঃখের মূল। সেই দুঃখমূল উত্তিন্ন করিয়া অনন্ত সুখের ক্রোড়ে আশ্রয় পাইতে হইলে, সৎপ্রসঙ্গের আলোচনা, সৎপথ অবলম্বন ও সৎকর্ম্মের সম্পাদন একান্ত প্রয়োজন। ভগবান্ সৎস্বরূপ। তিনিই অনন্ত সুখের আধার! সতের আশ্রয়েই সৎকে পাওয়া যায়। তাই ভক্ত সাধক কহিতেছেন,—'এত কাল অন্ধের মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি; এতকাল অজ্ঞানান্ধকার ঘেরিয়া ছিল;—তাই পথ চিনিতে পারি নাই। হে দেব! এখন সে মোহের আবরণ অপসারিত হইয়াছে। এখন সেই সরল সহজ পথের সন্ধান পাইয়াছি। আপনি এমন করুন, যেন আমরা আর পথভ্রষ্ট না হই। একবার যখন সন্ধান দিয়াছেন, তখন আর নিদয় হইবেন না; একবার যখন চিনাইয়া দিয়াছেন, তখন যেন আর ভুলিয়া না যাই। সৎপথ-প্রদর্শনের আপনিই একমাত্র অধিকারী। আপনি চিনাইয়া না দিলে, আপনি জানাইয়া না দিলে, কিরূপে চিনিব প্রভু—কেমন করিয়া জানিব—দেব!' আমরা মনে করি, মন্ত্রে এইরূপ প্রার্থনার ভাবই নিহিত আছে।

এক্ষণে, মন্ত্রে পথের বিশেষণমূলক শব্দদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য করুন। ঐ যে বিশেষণ-দ্বয়, 'স্বস্তিগাং' ও 'অনেহসং'—এই যে বিশেষণদ্বয়, উহা দৃষ্টে আমরা 'পন্থাং' পদে সাধারণ গমনাগমনের পথ অর্থ গ্রহণ না করিয়া, 'সৎপথ' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। সৎপথে গমনেই পাপসম্বন্ধ বর্জ্জন করা যায়,—সৎপথে গমনেই গমনকারীর কোনও অপরাধ বা পাপ হয় না। সৎপথই "স্বস্তিগাং" অর্থাৎ পরমসুখ প্রদান করে; সৎপথে গমন করিলেই 'দ্বিষঃ' অর্থাৎ কামক্রোধাদি পাপসম্বন্ধ আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। তদ্ভিন্ন অন্য যে পথেই মানুষ অগ্রসর হইবে, সেই পথই কণ্টকময়, সেই পথই শত্রুসমাকুল, সেই পথই অশেষ দুঃখময়। মন্ত্রের তাই উপদেশ—'সৎপথে চলিয়া সৎস্বরূপের অনুগামী হও; শত্রু ভয় থাকিবে না, পাপ তোমাকে স্পর্শ করিবে না; তুমি অনন্ত সুখের অধিকারী হইতে পারিবে।'

ষষ্ঠ মন্ত্রের প্রয়োগ বিষয়ে, ভাষ্যাভাষে যাহা অবগত হওয়া যায়, তদ্বিষয় প্রথমে উল্লেখ করিতেছি। যজ্ঞশালা প্রদক্ষিণ করিয়া প্রতিপ্রস্থাতা অর্থাৎ যজমান অগ্নিষোমীয় যজ্ঞের পশু গ্রহণ করিয়া অবস্থিতি করিবেন। তার পর, কৃষ্ণসারঙ্গের অভাবে লোহিতসারঙ্গের মেধকে, 'নমো মিত্রস্য' প্রভৃতি মন্ত্র দ্বারা আলম্ভন করিতে করিতে অবশিষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। মন্ত্রটী সূর্য্যদেবতা-সম্বন্ধী এবং জগতীচ্ছন্দোবিশিষ্ট। ভাষ্যকারের মতে,—এই মন্ত্রে সোমকে সূর্য্য স্বরূপ কল্পনা করিয়া স্তুতি করা হইয়াছে। তদনুসারে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—'এবংবিধ সূর্য্যের উদ্দেশ্যে নমস্কার কর। কিরূপ সূর্য্য?—না, তিনি মিত্রবরুণ-দেবতা-রূপে বিদ্যমান্ অর্থাৎ তিনি মিত্ররূপে জগতের হিতকারী অথবা বরুণরূপে তিনি আপনার রশ্মির দ্বারা জগৎ আবরণকারী। অর্থাৎ তিনি আপনার রশ্মির দ্বারা জগৎকে আবৃত করেন;—এই নিমিত্ত তিনি চক্ষুষ্মান্ অর্থাৎ সর্ব্বদ্রষ্টা। তিনি তেজোরূপ, তিনি দ্যোতমান্। তিনি দূরে বর্ত্তমান প্রাণিগণ কর্ত্তৃকও পরিদৃশ্যমান্, অথবা তিনি দূরেও দেখিতে পান। তিনি দেবজাত অর্থাৎ দ্যোতমান্ পরমাত্মা হইতে সঞ্জাত; তিনি প্রজ্ঞানস্বরূপ; তিনি পুত্রবৎ দ্যুলোকের প্রিয়, অথবা

দ্যুলোকের পালনকর্ত্তা। হে ঋত্বিকগণ! এবম্বিধ যে সূর্য্য, তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত সেবা কর অর্থাৎ তাঁহার উদ্দেশ্যে সত্য অবশ্যফলপ্রদ জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা পরিচর্য্যা কর, অথবা সেই সূর্য্যকে সত্যব্রহ্মরূপে পূজা কর এবং তাঁহাকে স্তুতি কর অর্থাৎ শস্ত্রমন্ত্রাদি পাঠ কর। কিরূপ সূর্য্য? অর্থাৎ—দূরে দৃশ্যমান, দেবত্বের দ্বারা জাত। অহ্নলক্ষণভূত এবং দ্যুলোকের পুত্রবৎ প্রিয়।' এই মন্ত্রে কোনও সম্বোধন পদ নাই। কিন্তু ভাষ্যকারের মতে, মন্ত্রটী ঋত্বিক্-গণের সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে।

আমাদের মতে মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। পূর্ব্ব-মন্ত্রে ভগবানের স্বরূপ বিবৃত করিয়া, জ্ঞান ও ভক্তির সাহায্যে ভগবানে সংন্যস্তচিত্ত হওয়ার সঙ্কল্প – এই মন্ত্রে পরিব্যক্ত; অর্থাৎ, ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাঁহাতে আত্মোৎসর্গ করিবার কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের মতে, মন্ত্রটী চিত্তবৃত্তিসমূহের সম্বোধনে প্রযুক্ত। মন চঞ্চল; চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধ বিশেষ আয়াস-সাধ্য। মন্ত্রে সেই চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধের প্রয়াস দেখিতে পাই। আমাদের প্রধান লক্ষ্য—ক্রিয়া-কাণ্ডের অতীত যে ভাব বেদমন্ত্রের অন্তর্নিহিত আছে, তাহাই প্রকটন করা। সুতরাং কর্ম্মকাণ্ডের অনুমোদিত যাগাদি-ক্রিয়ায় মন্ত্রের প্রয়োগ-বিধি যাহাই থাকুক, তৎসম্বন্ধে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। মন্ত্রের মর্ম্ম কি, তাহাই মাত্র আমরা কহিতেছি।

মন্ত্রের অর্থ-সম্বন্ধে ভাষ্যকারের সহিত সর্ব্বত্র আমরা একমত হইতে পারি নাই। কয়েকটী পদের অর্থ ও ভাব-গ্রহণ বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত প্রধানতঃ মতান্তর ঘটিয়াছে। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। ভাষ্যকার 'মিত্রস্য বরুণস্য' পদদ্বয়ে 'চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠ্যৌ' বলিয়া ষষ্ঠী-বিভক্তির স্থলে চতুর্থী বিভক্তি গ্রহণ করিয়া, ঐ দুই পদের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন,—'মিত্রায় বরুণায় মিত্রবরুণদেবতারূপেণ বর্ত্তমানায়।' আমরাও এ মত গ্রহণ করিয়াছি, এবং তদনুসারে আমাদের অর্থ হইয়াছে,—'সর্ব্বেষাং সখিভূতায় অপিচ স্নেহকারণ্যরূপায়।' যিনি নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডের সখিভূত, যাঁহার করুণাধারা ক্ষুদ্র বৃহৎ নির্ব্বিশেষে জগতের সকলেরই প্রতি বর্ষিত হইয়া থাকে, তাঁহার অপেক্ষা হিতকারী আর কে আছে? তাই এস্থলে আমরা 'যদ্বা' অভিধায়ে "জগতাং হিতকারিণে" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যকারও এই ভাব উপলব্ধ করিয়াছেন। তাঁহারই অনুসরণে আমরা পূর্ব্বোক্ত অর্থ গ্রহণ করিলাম। তবে বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার না করিয়াও, উপলক্ষণার্থে 'মিত্রস্য বরুণস্য চক্ষসে' পদত্রয়ের অর্থ করিলেও, ভাবের কোনও ব্যত্যয় হয় না। তাহাতে অর্থ হয়—'সর্ব্বদ্যাবাপৃথিবীনিবাসিনাং লোকানাং দ্রষ্ট্রে' অর্থাৎ তিনি জগতের সকলের দ্রষ্টা বা সর্ব্বদ্রষ্টা। মন্ত্রের 'দূরেদৃশে' পদের ভাষ্যকার যে অর্থ পরিগ্রহণ করিরাছেন, আমরা তাহা অনুমোদন করি না। ভাষ্যকারের মতে, ঐ পদের অর্থ,—"দূরে দৃশ্যমানায়" অথবা "দূরে বর্ত্তমানৈঃ প্রাণিভির্দৃশ্যত ইতি দূরেদৃক্ তস্মৈ; যদ্বা দূরে পশ্যতীতি দূরেদৃক্।" পরব্রহ্ম পক্ষে ইহার কোনও অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে করি না। দূরের লোকও তাঁহাকে দেখিতে পায়, অথবা তিনি দূরের লোককেও দেখিতে পান,—এ গুণ-বিশেষণে মনে একটা ভাব আসে বটে; কিন্তু তাঁহার মাহাত্ম্য বিশেষ কিছু বৃদ্ধি পায় বলিয়া মনে হয় না। যাহারা কর্ম্মবশে ভগবান্ হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছে, তাহারা যদি তাঁহার প্রতি আসক্ত হয়, তাহা হইলে তাহারা ভগবানকে পাইতে পারে এবং ভগবানও

তাহাদিগকে দেখিতে পান অর্থাৎ তাহাদিগের উদ্ধার-সাধন করেন,—ভাষ্যকারের অর্থে এই এক ভাব ব্যক্ত হয় বটে; কিন্তু সেরূপ কষ্ট-কল্পনা না করিয়া তাঁহাকে যদি বলা যায়, "অতীতানাগতবর্ত্তমানকালসম্বন্ধিনাং প্রাণিনাং দ্রষ্ট্রে,—সর্ব্বদ্রষ্ট্রে সর্ব্বকালাভিজ্ঞে বা' অর্থাৎ তিনি অতীত অনাগত বর্ত্তমান—সকলকালসম্বন্ধি প্রাণিগণের দ্রষ্টা অর্থাৎ সর্ব্বকালাভিজ্ঞ সর্ব্বদ্রষ্টা; তাহা হইলে, ভাবগ্রহণ সাহজসাধ্য হয় না কি? আমরা সেই ভাব উপলব্ধি করিয়াই 'দূরেদৃশে' পদের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। মন্ত্রান্তর্গত 'দেবজাতায়' ও 'দিবস্পুত্রায়' পদদ্বয়ের অর্থে পরব্রহ্মকে ভাষ্যে 'দেবগণের অনুগ্রহার্থ জাত' এবং 'দেবগণের পুত্রবৎ প্রিয়' বলা হইয়াছে। অক্ষর পরব্রহ্ম সকলেরই আকাঙ্ক্ষিত সামগ্রী, উচ্চনীচ স্থাবর-জঙ্গম-চরাচর সকলের প্রতিই তাঁহার সমান করুণা—তাঁহার অনুগ্রহের প্রতি সকলেরই সমান দাবী! কেবলমাত্র দেবগণের অনুগ্রহের জন্য তিনি জাত অথবা দেবগণের প্রিয় বলিলে, তাঁহাকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করা হয়। কিন্তু তিনি যে মহান্—অতি মহান। তাঁহা হইতে দেবগণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই উদ্ভূত হইয়াছে—তিনি সকলেরই জন্মহেতুভূত। শ্রুতি (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ) বলিয়াছেন,—"নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি শ্রোতা নান্যোঽতোঽস্তি মন্তা নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতৈব ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতোঽতোঽন্যদার্ত্তঃ"। অন্যত্র দেখিতে পাই,—"স বা অয়মাত্মা সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি"। অন্যত্র আবার আছে,—

"যঃ স্থূলসূক্ষ্মপ্রকটঃ প্রকাশো যঃ সর্ব্বভূতো ন চ সর্ব্বভূতঃ।
বিশ্বং যতশ্চৈতদ্বিশ্বহেতোর্নমোঽস্তু তস্মৈ পুরুষোত্তমায়॥"

'দেবজাতায়' এবং 'দিবস্পুত্রায়' পদদ্বয়ে এই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই আমরা ঐ দুই পদের 'দেবানাং জন্মহেতবে' এবং 'বিশ্বস্য উৎপত্তিহেতুভূতায়' অর্থ যথাক্রমে আমনন করিয়াছি। মন্ত্রের অন্তর্গত 'তদৃতং' পদের ভাষ্যকার বিবিধ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম প্রকার অর্থ—'সত্যমবশ্যফলপ্রদং জ্যোতিষ্টোমরূপং কর্ম্ম'; এবং দ্বিতীয় প্রকার অর্থ—'সূর্য্যরূপং সত্যং ব্রহ্ম'। প্রথম প্রকারের অর্থ—ক্রিয়াকাণ্ডানুগত; দ্বিতীয় প্রকারের অর্থ—আধ্যাত্মিকতামূলক। জ্যোতিষ্টোমাদির অনুষ্ঠানে ভগবানকে তুষ্ট করিবার প্রয়াস—কর্ম্মসাপেক্ষ; আর তাঁহাকে সত্য ব্রহ্ম 'ওঁ তৎসৎ' বলিয়া জানা জ্ঞান-সাপেক্ষ। মোক্ষলাভ বা ব্রহ্মে লীন হইবার পক্ষে উভয়ই কার্য্যকরী। জ্ঞান ও কর্ম্ম সে পক্ষে পারম্পারিক-সম্বন্ধবিশিষ্ট। আমরা যে পথের পথিক, আমরা যে ভাবে বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহাতে উভয়েরই উপযোগিতা স্বীকার করি। তাই 'তদৃতং' পদে সৎকর্ম্ম অর্থ গ্রহণ করিয়াও 'যদ্বা' অভিধায়ে 'তদেব সত্যং ব্রহ্ম এবং বুদ্ধ্যা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে সেই অর্থই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে করি। 'কেতবে' পদের ভাষ্যাতিরিক্ত আমাদের পরিগৃহীত অর্থ—'বিজ্ঞানধনানন্দস্বভাবায়।' তাঁহাতে প্রজ্ঞান, মোক্ষরূপ পরমধন এবং সদানন্দ বিরাজমান; অর্থাৎ তিনিই জ্ঞান, তিনিই মোক্ষ, তিনিই আনন্দময়। তাঁহাকে ভজনা করিলেই সত্য জ্ঞান, মোক্ষ এবং চিরানন্দ লাভ হয়। মন্ত্রে তাঁহাকে আরাধনামূলক সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা হইতেছে—'সেই পরাৎপর পরব্রহ্ম আমাদিগকে জ্ঞানদান করুন, মোক্ষদান করুন এবং চিরানন্দ দান করুন।'

এই অনুবাকের সপ্তম বা শেষ মন্ত্র এবং অষ্টম অনুবাকের শেষ দুইটী মন্ত্র প্রায়ই অভিন্ন। প্রভেদ মাত্র ক্রিয়াপদ লইয়া। অষ্টম অনুবাকের 'প্রত্যস্তঃ' পদের পরিবর্ত্তে নবম অনুবাকে 'উন্মুক্তঃ' পদ রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন অন্য কোনও পার্থক্য নাই। অষ্টম মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ব্যপদেশে আমরা এই মন্ত্রের তাৎপর্য্য প্রদান করিয়াছি। সুতরাং বাহুল্যভয়ে এস্থলে আর তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৯ অনুবাক)।

—— * ——

দশমঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। দশমোঽনুবাকঃ।)

(১) অগ্নেরাতিথ্যমসি বিষ্ণবে ত্বা।

(২) সোমস্যাঽঽতিথ্যমসি বিষ্ণবে ত্বা।

(৩) অতিথেরাতিথ্যমসি বিষ্ণবে ত্বা। (৪) অগ্নয়ে ত্বা॥

(৫) রায়স্পোষদাব্নে বিষ্ণবে ত্বা।

(৬) শ্যেনায় ত্বা সোমভৃতে বিষ্ণবে ত্বা।

(৭) যা তে ধামানি হবিষা যজন্তি তা তে বিশ্বা পরিভূরস্তু যজ্ঞং। গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরোঽবীরহা প্র চরা সোম দুর্য্যান্॥

(৮) অদিত্যাঃ সদোঽস্যদিত্যাঃ সদ আ সীদ।

(৯) বরুণোঽসি ধৃতব্রতো বারুণমসি শংযোর্দ্দেবানাং

সখ্যান্মা দেবানামপসশ্ছিৎস্মহি।

(১০) আপতয়ে ত্বা গৃহ্লামি পরিপতয়ে ত্বা গৃহ্লামি তনূনপ্ত্রে

ত্বা গৃহ্লামি শাক্বরায় ত্বা গৃহ্লামি শক্মন্নোজিষ্ঠায় ত্বা গৃহ্লামি।

(১১) অনাধৃষ্টমস্যনাধৃষ্যং দেবানামোজোঽভিশস্তিপা অনভিশস্তেন্যম্।

(১২) অনু মে দীক্ষাং দীক্ষাপতির্ম্মন্যতামনু তপস্তপস্পতিরঞ্জসা

সত্যমুপ গেষং স্ববিতে মা ধাঃ॥ ১০॥

* * *

অথ পদপাঠঃ।

(১) অগ্নেঃ। আতিথ্যম্। অসি। বিষ্ণবে। ত্বা।

(২) সোমস্য। আতিথ্যম্। অসি। বিষ্ণবে। ত্বা।

(৩) অতিথেঃ। আতিথ্যম্। অসি। বিষ্ণবে। ত্বা।

(৪) অগ্নয়ে। ত্বা। (৫) রায়স্পোষদাব্ন, ইতি রায়স্পোষ—দাব্নে। বিষ্ণবে। ত্বা।

(৬) শ্যেনায়। ত্বা। সোমভৃত ইতি সোম—ভৃতে। বিষ্ণবে। ত্বা।

(৭) যা। তে। ধামানি। হবিষা। যজন্তি। তা। তে। বিশ্বা।

পরিভূরিতি পরি—ভূঃ। অস্তু। যজ্ঞম্। গয়স্ফান ইতি গয়—স্ফানঃ।

প্রতরণ ইতি প্র—তরণঃ। সুবীর ইতি সু—বীরঃ। অবীরহেত্যবীর—হা।

প্রেতি। চর। সোম। দুর্য্যান্।

(৮) অদিত্যাঃ। সদঃ। অসি। অদিত্যাঃ। সদঃ। এতি। সীদ।

(৯) বরুণঃ। অসি। ধৃতব্রত ইতি ধৃত—ব্রতঃ। বারুণম্। অসি।

শংযোরিতি শং—যোঃ। দেবানাম্। সখ্যাৎ। মা।

দেবানাম্। অপসঃ। ছিৎস্মহি।

(১০) আপতয় ইত্যা—পতয়ে। ত্বা। গৃহ্লামি।

পরিপতয় ইতি পরি—পতয়ে। ত্বা। গৃহ্লামি। তনূনপত্র ইতি তনূ—নপ্ত্রে।

ত্বা। গৃহ্লামি। শাক্বরায়। ত্বা। গৃহ্লামি।

শক্মন্। ওজিষ্ঠায়। ত্বা। গৃহ্লামি।

(১১) অনাধৃষ্টমিত্যনা—ধৃষ্টম্। অসি। অনাধৃষ্যমিত্যনা—ধৃষ্যম্।

দেবানাম্। ওজঃ। অভিশস্তিপা ইত্যভিশস্তি—পাঃ।

অনভিশস্তেন্যমিত্যনভি—শস্তেন্যম্।

(১২) অন্বিতি। মে। দীক্ষাম্। দীক্ষাপতিরিতি দীক্ষা—পতিঃ।

মন্যতাম্। অন্বিতি। তপঃ। তপস্পতিরিতি তপঃ—পতিঃ।

অঞ্জসা। সত্যম্। উপেতি। গেষম্। সুবিতে। মা। ধাঃ॥ ১০॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানরূপস্য ভগবতঃ) 'আতিথ্যং' (অতিথিবৎ সর্ব্বেষাং আকাঙ্ক্ষণীয়ং; যদ্বা—তুষ্টিসম্পাদকং ইত্যর্থঃ, প্রকাশকং ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ 'ত্বা' (ত্বাং) 'বিষ্ণবে' (বিশ্বব্যাপকায় ভগবতে, যদ্বা—ভগবতঃ প্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) নিয়োজয়ামি উৎসৃজ্যামি ইতি শেষঃ।

২। হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'সোমস্য' (সৎস্বরূপস্য ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'আতিথ্যং' (প্রীতিহেতুভূতং ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। অতঃ 'ত্বা' (ত্বাং) 'বিষ্ণবে' (বিশ্বব্যাপকায় ভগবতে, যদ্বা—ভগবতঃ প্রীত্যর্থং, ভগবন্তং লাভায় বা ইতি ভাবঃ) নিয়োজয়ামি উৎসৃজ্যামি ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ সঙ্কল্পমূলকশ্চ। সত্যেন শুদ্ধসত্ত্বেন হি কেবলং সৎস্বরূপং ভগবন্তং প্রাপ্তব্যং। অতঃ শুদ্ধসত্ত্বেন সদ্ভাবাদিনা যথা ভগবৎসন্নিকর্ষং লভেম, তথা করবাণি ইতি ভাবঃ।

৩। হে মম শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূত কর্ম্ম! ত্বং 'অতিথে' (অতিথিরূপেণ জগৎপ্রীণয়িতুঃ ভগবতঃ, যদ্বা—সর্ব্বেষাং নমস্য ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'আতিথ্যং' (প্রীতিহেতুকং, তুষ্টিসম্পাদকং প্রজ্ঞাপকং বা ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি)। অতঃ 'বিষ্ণবে' (বিশ্বব্যাপকায় ভগবতে, যদ্বা—ভগবৎপ্রীত্যর্থং) 'ত্বা' (ত্বাং) নিয়োজয়ামি উৎসৃজ্যামি ইতি শেষঃ! অয়ং ভাবঃ—অতিথিরূপেণ সঃ ভগবান জগতাং আরাধনীয়ঃ। তদারাধনায় শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতং কর্ম্ম প্রধানোপকরণং। অতঃ সঙ্কল্পঃ—ভগবৎপ্রীতয়ে তং কর্ম্ম সাধয়ামি শুদ্ধসত্ত্বঞ্চ নিয়োজয়ামি।

৪। অপিচ হে মম তথাবিধ কর্ম্ম! 'অগ্নয়ে' (প্রজ্ঞানস্বরূপায় ভগবতে, যদ্বা—জ্ঞানরূপায় পরব্রহ্মণে ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ।

৫। তথা হে মম শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূত কর্ম্ম! 'ত্বা' (ত্বাং) 'রায়স্পোষদাব্নে' (ধনপুষ্টিপ্রদাত্রে যদ্বা—পরমধনপ্রদাত্রে অপিচ সদ্ভাবজনয়িত্রে) 'বিষ্ণবে' (সর্ব্বব্যাপিনে ভগবতে, যদ্বা—তস্য ভগবতঃ প্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) নিয়োজয়ামি উৎসৃজ্যামি ইতি শেষঃ।

অথবা

৪-৫। হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! 'রায়স্পোষদাব্নে' (পরমার্থরূপধনানাং পুষ্টিদায়িনে) 'অগ্নয়ে' (জ্ঞানজ্যোতিঃলাভায়) 'ত্বা' (ত্বাং) উদ্বোধয়ামি। অপিচ, 'বিষ্ণবে' (বিশ্বব্যাপিনে ভগবতে, যদ্বা—তৎপ্রীত্যর্থং) 'ত্বা' (ত্বাং) সমর্পয়ামি ইতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানং হি পরমার্থপ্রদং। শুদ্ধসত্ত্বেন জ্ঞানকিরণং সমাহৃত্য ভগবৎপ্রাপ্তয়ে তজ্জ্ঞানং নিয়োজয়ামি ইতি সঙ্কল্পঃ।

৬। হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! 'সোমভৃতে' (সৎস্বরূপায়, যদ্বা—হৃদি সদ্ভাবসংজনয়িত্রে ইত্যর্থঃ) 'শ্যেনায়' (শ্যেনবৎক্ষিপ্রগামিনে, যদ্বা—ক্ষিপ্রেণ পাপিনাং উদ্ধারকারকে, অথবা ভক্তিসমন্বিতান্ শরণাগতান্ প্রতি করুণাপরায়ণস্য ভগবতঃ প্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) উদ্বোধয়ামি নিয়োজয়ামি ইত্যর্থঃ। অপিচ 'বিষ্ণবে' (বিশ্বব্যাপকস্য ভগবতঃ পূজনায় প্রীতিসাধনায় বা ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) নিয়োজয়ামি—হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামি ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং উদ্বোধনমূলকঃ। সৎকর্ম্মণা সদ্ভাবেন চ প্রীতঃ সন্ ভগবান ভক্তান্ ত্বরায় উদ্ধারয়তি। অতঃ সঙ্কল্পঃ—সদ্ভাবোন্মেষণেন সৎকর্ম্মসাধনেন চ শুদ্ধসত্ত্বং সমাহৃত্য মোক্ষলাভায় তৎ শুদ্ধসত্ত্বং নিয়োজয়ামি ইতি ভাবঃ।

৭। (ক) হে ভগবন্! 'তে' (ভবৎসম্বন্ধি) 'যা' (যানি) 'ধামানি' (স্থানানি নামানি বা) অবলম্ব্য ইতি ভাবঃ 'হবিষা' (জ্ঞানেন ভক্ত্যা চ) 'যজন্তি' (যাগং নির্ব্বাহয়ন্তি, ত্বাং অর্চ্চয়ন্তি—মনুজাঃ ইত্যর্থঃ) 'তে' (তবসম্বন্ধি) 'যজ্ঞঃ (উপাসনং) তা (তানি) 'বিশ্বা' (বিশ্বানি সর্ব্বাণি ধামানি নামানি ইতি ভাবঃ) 'পরিভূঃ' (ত্বয়া পরিতঃ প্রাপ্তবান) 'অস্তু' (ভবতু)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! যঃ জনঃ যস্মিন্ স্থানে যেন নাম্না জ্ঞানেন ভক্ত্যা চ ত্বামর্চ্চয়তি ত্বমপি তস্মিন্ স্থানে তেন নাম্না পরিতুষ্টঃ সন্ ত্বাং উদ্ধারয় ইতি ভাবঃ।

(খ) হে ভগবন্! 'গয়স্ফানঃ' (গৃহাভিবর্দ্ধকঃ, যদ্বা—শ্রেয়ঃসাধকঃ) 'প্রতরণঃ' (প্রকর্ষেণ বিপদুদ্ধারকঃ, যদ্বা—সংসারসমুদ্রপারনয়নকারী) 'সুবীরঃ' (শোভনবীর্য্যসম্পন্নঃ, সর্ব্বশক্তিমান্ ইত্যর্থঃ) 'অবীরহা' (বীরাণাং পরিপালকঃ, যদ্বা—অজ্ঞানাকিঞ্চনানাং আশ্রয়দাতা ইতি যাবৎ) ত্বং 'দুর্য্যান্' (গৃহান্, অস্মাকং হৃদরূপান্ যজ্ঞগৃহান্ ইতি ভাবঃ) 'প্রচারা' (প্রচর, প্রাপ্নুহি—অধিতিষ্ঠ ইত্যর্থঃ)। অতস্ত্বং অকিঞ্চনান্ অস্মান্ আশ্রয়ং দেহি সংসারসমুদ্রাচ্চ তারয় ইতি প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ।

৮। হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'অদিত্যাঃ' (অনন্তস্য ভগবতঃ) 'সদঃ' (অধিষ্ঠানং, আধারস্বরূপঃ বা) 'অসি' (ভবসি); অয়ং ভাবঃ—শুদ্ধসত্ত্বঃ হি ভগবতঃ স্বরূপঃ। শুদ্ধসত্ত্বেন হি কেবলং

ভগবন্তং প্রাপ্তব্যং। অতঃ ত্বং 'অদিত্যাঃ' (অনন্তস্য তস্য ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'সদঃ' (স্থানং, সত্যরূপং আশ্রয়স্থানং—মম নির্ম্মলং হৃদয়ং ইতি ভাবঃ) 'আসীদ' (সর্ব্বতঃ প্রাপ্নুহি, যদ্বা—তত্র উপবিশ, আশ্রয়ং কুরু ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ। অয়ং ভাবঃ—শুদ্ধসত্ত্বেন ভগবন্তং হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়াম ইতি সঙ্কল্পঃ।

৯। হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'ধৃতব্রতঃ' (যজ্ঞস্য ধারকঃ, যদ্বা—জনানাং সৎকর্ম্মণি প্রেরকঃ ইত্যর্থঃ) অপিচ 'বরুণঃ' (স্নেহকরুণাধারস্য ভগবতঃ স্বরূপঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। অপিচ ত্বং 'দেবানাং' (দেবভাবানাং) 'শংযোঃ' (সুখেন মিশ্রয়িতা—ভগবতা সহ ইতি ভাবঃ) তথা 'বারুণং' (ভগবতঃ প্রীতিসাধকঃ স্নেহকারুণ্যরূপঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি)। অতঃ যথা অহং 'দেবানাং' (শুদ্ধসত্ত্বরূপাণাং দেবভাবানাং ইত্যর্থঃ) 'সখ্যাৎ' (সখিত্বং, সখ্যভাবং ইত্যর্থঃ) অপিচ 'অপসং' (কর্ম্মসামর্থ্যং) 'মা ছিৎস্মহি' (মা ছেদয়ামি তথা কুরু ইতি ভাবঃ)। মম কর্ম্মবিচ্ছেদঃ সদ্ভাবচ্যুতি চ মা ভূয়াস্তাং ইতি ভাবঃ।

১০। (ক) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! 'আপতয়ে' (সততঃ সর্ব্বতো গমনশীলায়, যদ্বা—জগতাং প্রাণস্বরূপায় ভগবতে ইত্যর্থঃ, যদ্বা—তস্য ভগবতঃ প্রীত্যর্থং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'গৃহ্ণামি' (নিয়োজয়ামি, নিবেদয়ামি, উৎসৃজ্যামি ইতি ভাবঃ)।

(খ) তথা 'ত্বা' (ত্বাং) 'পরিপতয়ে' (সর্ব্বব্যাপিনে, যদ্বা—মননাধিষ্ঠাত্রে ইতি যাবৎ, তস্য ভগবতঃ প্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) 'গৃহ্ণামি' (নিবেদয়ামি, উৎসৃজ্যামি ইতি ভাবঃ)।

(গ) অপিচ, হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! 'ত্বা' (ত্বাং) 'তনুনপ্ত্রে' (বিশুদ্ধসত্ত্বভাবসংরক্ষকায়, জন্মকারণনিবারকায় ভগবতে, যদ্বা—তস্য ভগবতঃ প্রীত্যর্থং লাভার্থং বা ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'গৃহ্ণামি' (নিবেদয়ামি সম্প্রদদামি উৎসৃজ্যামি বা ইত্যর্থঃ)।

(ঘ) তথা, 'ত্বা' (ত্বাং) হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'শাক্বরায়' (প্রভূতশক্তিশালিনে, যদ্বা—সর্ব্বশক্তেরাধারভূতায় ভগবতে, তস্য ভগবতঃ প্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) 'গৃহ্ণামি' (নিয়োজয়ামি ইত্যর্থঃ)।

(ঙ) অপিচ 'শক্মন্' (বিশ্বকর্ম্মন্, যদ্বা—সর্ব্বেষু প্রাণিষু শক্তি-বিধায়ক, অথবা—সৎকর্ম্মসাধনায় শক্তিপ্রদাতঃ) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! 'ত্বা' (ত্বাং) 'ওজিষ্ঠায়' (প্রভূততেজোবীর্য্যসম্পন্নায়, অনাধৃষ্টবলায়েতি ভাবঃ ভগবতে, যদ্বা—তস্য ভগবতঃ প্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) 'গৃহ্ণামি' (নিয়োজয়ামি, উৎসৃজ্যামি ইতি ভাবঃ)।

মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধনমূলকঃ সঙ্কল্পসূচকশ্চ। অত্র ভগবৎসকাশাৎ নিখিলসদ্ভাবলাভাকাঙ্ক্ষা বর্ত্ততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! মম হৃদ্গতং শুদ্ধসত্ত্বং গৃহীত্বা পরিতুষ্টঃ সন্ ময়ি সদ্ভাবান্ সংরক্ষ অপিচ মম জন্মকারণং নিরোধয়।

১১। (ক) হে মম হৃদিস্থিত শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'অনাধৃষ্টং' (সদৈব অতিরস্কৃতং, যদ্বা—প্রমাদপরিশূন্যং অহিংসিতং হিংসারহিতমিত্যর্থং তথা অনভিভূতং সর্ব্বসাফল্যপ্রদং ইতি ভাবঃ) অসি ইতি শেষঃ। অতঃ ত্বং ময়ি অস্মাকং সম্বন্ধে বা 'অনাধৃষ্যং' (কেনাপ্যতিরস্কৃতঃ হিংসিতঃ বা, যদ্বা—পাপকলঙ্কপরিশূন্যঃ সদানির্ম্মলঃ সুখসাধকঃ বা ইত্যর্থঃ) ভবতু।

(খ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'দেবানাং (দেবভাবানাং, সদ্ভাবানাং বা ইতি যাবৎ) 'ওজঃ' (বলঃ শক্তিরিতি যাবৎ, যদ্বা—সারভূতঃ ইত্যর্থঃ) 'অভিশস্তিপা' (অভিসম্পাতাৎ পাপাৎ বা

পরিত্রাতা ইত্যর্থঃ) তথা 'অনভিশস্তেন্যং' (অনিন্দিতে পরমে লোকে নয়নক্ষমঃ, যদ্বা—ভগবৎ-সন্নিকর্ষপ্রাপকঃ ইতি ভাবঃ) ভবসি ইতি শেষঃ।

১২। (ক) 'দীক্ষাপতিঃ' (দীক্ষায়াঃ, সৎকর্ম্মণঃ বা পালকঃ অধিপতি সঃ ভগবান ইত্যর্থঃ) 'মে' (মম) 'দীক্ষাং' (শোভনং অনুষ্ঠানং, মদনুষ্ঠিতং সৎকর্ম্ম ইত্যর্থঃ) 'অনুমন্যতাং' (স্বীকরোতু, গৃহ্ণাতু ইতি ভাবঃ)।

(খ) তথা 'তপস্পতি' (তপসঃ পালকঃ, শারীরবাচিকমানস, যদ্বা—সাত্বিকরাজসতামস-ত্রিবিধতপঃকারিণাং পালকঃ রক্ষকঃ বা সঃ ভগবান্) 'মে' (মম) 'তপঃ' (তথাবিধানি ত্রিবিধাণি কর্ম্মাণীতি ভাবঃ) অনুমন্যতু ইতি শেষঃ।

(গ) তস্য ভগবতঃ অনুগ্রহেণ যথা অহং 'অঞ্জসা' (নির্ম্মলচিত্তেন, জ্ঞানদৃষ্টিলাভেন, যদ্বা—সন্মার্গেন গত্বা ইত্যর্থঃ) 'সত্যং' (সত্যমূর্ত্তেঃ ভগবতঃ স্বরূপং ইতি ভাবঃ) 'অনুগেষং' (দৃষ্টোঽস্মি, লভেয়ং ইতি ভাবঃ)। হে ভগবন্! তথা 'মা' (মাং) 'সুবিতে' (শোভনমার্গে, সৎপথি বা ইত্যর্থঃ) 'ধাঃ' (ধারয়ঃ, স্থাপয় ইত্যর্থঃ)।

প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। অত্র প্রার্থনাকারী নির্ম্মলচিত্তেন সৎকর্ম্মসাধনেন চ সৎপথি সংগচ্ছন্ ভগবৎপ্রাপ্তিং কাময়তে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—'হে ভগবন্! মাং মদনুষ্ঠিতং কর্ম্ম চ সদ্ভাবসমন্বিতং কুরু। অপিচ মাং সৎপথি প্রতিষ্ঠাপয়িত্বা ময়ি অনুগ্রহপরায়ণঃ ভব মম পূজাং গৃহাণ। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—১০ অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি অতিথিবৎ সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় এবং প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানের তুষ্টিসম্পাদনকারী অর্থাৎ প্রকাশক হও। অতএব, বিশ্বব্যাপক ভগবানের প্রীতির জন্য তোমাকে নিয়োজিত (উৎসর্গ) করিতেছি। (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের স্বরূপ; শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়)।

২। হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি সৎস্বরূপ ভগবানের প্রীতি-হেতুভূত হও। অতএব তোমাকে বিশ্বব্যাপী ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত উৎসর্গ করিতেছি। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক ও সঙ্কল্পমূলক। একমাত্র সত্যের এবং শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাই সৎস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব শুদ্ধসত্ত্বের এবং সদ্ভাবাদির দ্বারা যাহাতে ভগবৎসন্নিকর্ষ লাভ করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে চেষ্টান্বিত হইব)।

৩। হে আমার শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূত কর্ম্ম! তুমি অতিথিরূপে জগৎপ্রীতিকর (অথবা অতিথিরূপে সকলের নমস্য পূজ্য) ভগবানের প্রীতিহেতুভূত এবং

তুষ্টিসম্পাদক হও। অতএব, বিশ্বব্যাপক ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে উৎসর্গ করিতেছি। (ভাব এই যে,—ভগবান অতিথিরূপে জগতের আরাধনীয়। তাঁহার আরাধনার প্রধান উপকরণ—সদ্ভাব ও শুদ্ধসত্ত্ব। মন্ত্রে তাই সঙ্কল্প—ভগবানের প্রীতির জন্য হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবকে নিয়োজিত করিতেছি)।

৪। অপিচ, হে আমার শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূত কর্ম্ম! প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানের অর্থাৎ পরব্রহ্মের উদ্দেশে তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি।

৫। হে আমার শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূত কর্ম্ম! তোমাকে ধনপুষ্টিদায়ক অর্থাৎ পরমধনপ্রদায়ক সদ্ভাবজননকারী সর্ব্বব্যাপী ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত নিয়োজিত (উৎসর্গ) করিতেছি।

অথবা

৪-৫। হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! পরমার্থ-ধনসমূহের পুষ্টিদান-কারী জ্ঞানজ্যোতিঃ-লাভের জন্য তোমাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছি। অপিচ, বিশ্বব্যাপী ভগবানের উদ্দেশ্যে, তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত, তোমাকে সমর্পণ করি। (ভাব এই যে,—জ্ঞানই পরমার্থপ্রদ। শুদ্ধসত্ত্বের সাহায্যে জ্ঞান-কিরণ আহরণ করিয়া ভগবৎ-প্রাপ্তির নিমিত্ত তাহাকে নিয়োজিত করি)।

৬। হে আমার হৃদধিষ্ঠিত শুদ্ধসত্ত্ব! সোমানয়নকর্ত্তা অথবা হৃদয়ে সদ্ভাব-সংজনয়িতা, ভক্তিমান অর্চ্চনাকারিগণের প্রতি শ্যেনবৎ ক্ষিপ্রগমন-কারী, ভগবানের প্রীতির জন্য অথবা সৎকর্ম্মসাধনের নিমিত্ত, তোমাকে আহরণ করিতেছি; এবং বিশ্বব্যাপক ভগবানের উদ্দেশে অথবা তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য তোমাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাপিত করিতেছি। (সৎকর্ম্মের এবং সদ্ভাবের দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া ভগবান ত্বরায় ভক্তের উদ্ধার-সাধন করেন। অতএব সঙ্কল্প—সদ্ভাবের উন্মেষে সৎকর্ম্মসাধনে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব আহরণ করিয়া মোক্ষলাভের নিমিত্ত তাহাকে নিয়োজিত করি)।

৭। (ক) হে ভগবন্! আপনার সম্বন্ধি যে সকল স্থান বা নাম অবলম্বন করিয়া জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারা মানুষ যজ্ঞ করে অথবা আপনার অর্চ্চনা করে, আপনার সম্বন্ধি সেই যজ্ঞ বা অর্চ্চন আপনার যাবতীয় স্থানে বা নামে আপনি সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হউন। (ভাব এই যে,—হে ভগবন্!

যে জন যেখানে হইতে যে নামেই আপনাকে জ্ঞান ও ভক্তি সহকারে অর্চ্চনা করে, আপনি সেই স্থান হইতে সেই নামেই পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে উদ্ধার করেন)।

(খ) হে ভগবন্! আপনি গৃহাভিবর্দ্ধক অর্থাৎ শ্রেয়ঃসাধক, প্রকৃষ্ট-রূপে বিপদুদ্ধারকারী অথবা সংসার-পারে নয়নকর্ত্তা, শোভনবীর্য্যসম্পন্ন এবং বীরগণের পরিপালক অর্থাৎ অজ্ঞান অকিঞ্চন জনের আশ্রয়দাতা। আপনি আমাদিগের হৃদয়রূপ যজ্ঞাগারে অধিষ্ঠিত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আপনি অকিঞ্চন আমাদিগকে আশ্রয় দান করুন এবং সংসার-সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ করুন)।

৮। হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি অনন্ত-স্বরূপ ভগবানের অধিষ্ঠান অর্থাৎ ধারক ও স্বরূপ হও। (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বই ভগবানের স্বরূপ। শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়)। অতএব হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি ভগবৎ-সম্বন্ধি স্থানকে অথবা নির্ম্মল হৃদয়কে সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হও অর্থাৎ সে হৃদয়ে উপবেশন কর। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে—শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা আমরা যেন ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি)।

৯। হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি যজ্ঞের ধারক অর্থাৎ সৎকর্ম্মে সকলের প্রেরক এবং স্নেহকরুণাধার ভগবানের স্বরূপ হও। অপিচ, তুমি ভগবানের সহিত দেবভাবসমূহের সুষ্ঠু-মিশ্রয়িতা এবং ভগবানের প্রীতিসাধক স্নেহকরুণারূপ হও। অতএব যাহাতে আমি দেবভাবসমূহের সখিত্ব এবং কর্ম্মসামর্থ্য হইতে বিচ্ছিন্ন না হই, তাহার বিধান কর। (ভাব এই যে,—আমার কর্ম্মবিচ্ছেদ এবং সদ্ভাবচ্যুতি যেন না ঘটে)।

১০। (ক) হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! সততসর্ব্বত্রগমনশীল অথবা জগতের প্রাণস্বরূপ ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত তোমায় উৎসর্গ অথবা নিয়োজিত করিতেছি।

(খ) সেইরূপ, হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! সর্ব্বব্যাপী অথবা বিশ্বের সকলের মননাধিষ্ঠাতা ভগবানের উদ্দেশ্যে তোমাকে উৎসর্গ অথবা নিয়োজিত করিতেছি।

(গ) অপিচ, হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব সংরক্ষক অথবা জন্মকারণবিনাশকরী ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত—তাঁহাকে

লাভ করিবার জন্য, তোমাকে তাঁহার উদ্দেশ্যে নিবেদন করি বা উৎসর্গ করি। (ভগবান মঙ্গল বিধান করুন)।

(ঘ) হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! প্রভূতশক্তিসম্পন্ন সকল শক্তির আধারভূত সেই ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি। (আমি যেন কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবা করি)।

(ঙ) অপিচ, বিশ্বকর্ম্মী, জগতের যাবতীয় প্রাণীর শক্তিবিধায়ক অথবা সৎকর্ম্মসাধনে শক্তিপ্রদানকারী হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তোমাকে প্রভূততেজোবীর্য্যসম্পন্ন অথবা অনাধৃষ্টবল ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত উৎসর্গ অথবা নিয়োজিত করিতেছি।

(মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক এবং সঙ্কল্পসূচক। মন্ত্রে ভগবানকে নিখিল সদ্ভাব-প্রদানের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমার হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণে পরিতুষ্ট হইয়া আমাতে সদ্ভাব সংরক্ষণ করুন এবং আমার জন্মকারণ নিবারণ করুন)।

১১। (ক) হে আমার হৃদধিষ্ঠিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি সদা অতিরস্কৃত অর্থাৎ প্রমাদপরিশূন্য অহিংসিত ও হিংসাদিরহিত অপিচ সর্ব্বসাফল্যপ্রদ। (অতএব আমাতে অথবা আমাদিগের সম্বন্ধে তুমি তেমনি অহিংসিত ও অতিরস্কৃত অর্থাৎ পাপকলঙ্ক-পরিশূন্য সদা-নির্ম্মল এবং সুখসাধক হও; আমাদিগের হিংসাপ্রবৃত্তি দূর করিয়া অন্তরের বিশুদ্ধতা সম্পাদন কর)।

(খ) তথাবিধ হে আমার হৃদিস্থিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি নিখিলসদ্ভাব-সমূহের অথবা সদ্ভাবসম্পন্ন জনের বল-শক্তি-স্বরূপ অর্থাৎ সারভূত এবং পাপ হইতে পরিত্রাণকারক এবং আনন্দিত পরমলোকে নয়নক্ষম অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপক হও।

১২। (ক) দীক্ষারূপ সৎকর্ম্মের পালক ভগবান আমার দীক্ষারূপ শোভন অনুষ্ঠান বা সৎকর্ম্ম স্বীকার অর্থাৎ গ্রহণ করুন।

(খ) আমার শারীর বাচিক মানস অথবা সাত্ত্বিক রাজস তামস ত্রিবিধ তপঃকর্ম্মের পালক (রক্ষক) ভগবান, আমার উক্তরূপ ত্রিবিধ তপঃ কর্ম্ম স্বীকার করুন অর্থাৎ গ্রহণ করুন।

(গ) সেই ভগবানের অনুগ্রহে নির্ম্মলচিত্তে জ্ঞানদৃষ্টি লাভ করিয়া সন্মার্গগমনে সত্যমূর্ত্তি ভগবানের স্বরূপ আমি যাহাতে দর্শন করিতে সমর্থ

হই অর্থাৎ ভগবানকে প্রাপ্ত হইতে পারি, সেইরূপ শোভনমার্গে বা সৎপথে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করুন।

(মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থী বিশুদ্ধচিত্তে সৎকর্ম্মসাধনে সৎপথে গমন করিয়া ভগবৎপ্রাপ্তির কামনা করিতেছেন। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সদ্ভাবসম্পন্ন করুন। অপিচ আমাতে অনুগ্রহপরায়ণ হইয়া আমার পূজা গ্রহণ করুন)। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—১০ অনুবাক)॥

* • *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

নবমেঽনুবাকে সোমস্য প্রাচীনবংশং প্রতি গমনমুক্তং দশমে তু সমীপমাগতস্যাতিথিরূপস্য সোমস্য সৎকারায়াঽতিথ্যেষ্টিরুচ্যতে।

১—৮। "অগ্নেরাতিথ্যমসি বিষ্ণবে ত্বা সোমস্যাঽতিথ্যমসি বিষ্ণবে ত্বাঽতিথেরাতিথ্যমসি বিষ্ণবে ত্বাঽগ্নয়ে ত্বা রায়স্পোষদাব্নে বিষ্ণবে ত্বা শ্যেনায় ত্বা সোমভৃতে বিষ্ণবে ত্বা।" কল্পঃ—"আতিথ্যং নির্ব্বপত্যন্বারব্ধায়াং পত্ন্যামথ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসব ইতি প্রতিপদং কৃত্বাঽগ্নেরাতিথ্যমসি বিষ্ণবে ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামীত্যেতামেব প্রতিপদং কৃত্বা সোমস্যাঽতিথ্যমসি বিষ্ণবে ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামীত্যেতামেব প্রতিপদং কৃত্বাঽতিথেরাতিথ্যমসি বিষ্ণবে ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামীত্যেতামেব প্রতিপদং কৃত্বাঽগ্নয়ে ত্বা রায়স্পোষদাব্নে বিষ্ণবে ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামীত্যেতামেব প্রতিপদং কৃত্বা শ্যেনায় ত্বা সোমভৃতে বিষ্ণবে ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামীতি পঞ্চকৃত্বো যজুষা" ইতি।

প্রকৃতিগতেঽগ্নয়ে জুষ্টং নির্ব্বপামীত্যেতস্মিন্মন্ত্রেঽতিদেশাৎ প্রাপ্তে সতি তত্রত্যদেবতাপদস্যৈবাত্র পঞ্চভিঃ পর্য্যায়ৈরপোদিতত্বাৎ পঞ্চমেঽপি সাবিত্রং জুষ্টং চানুষজতি। অত্র বিষ্ণুরেক এব হবিষো দেবতা। অগ্ন্যাদয়স্তু তদনুচরাঃ। অততি সততং গচ্ছতীত্যতিথিঃ। তদর্থং ক্রিয়মাণং সৎকাররূপং কর্ম্মাঽতিথ্যং। লোকে স্বামিনে দীয়মানেন দ্রব্যেণ তদনুচরা অপি পরিতুষ্যন্তি। তস্মাদত্রাগ্ন্যাদীনামিদং হবির্ভবত্যাতিথ্যং। হে হবিস্ত্বমতিথিরূপস্যাগ্নেঃ সৎকাররূপমসি। তাদৃশং ত্বাং বিষ্ণুশব্দাভিধেয়ায় সোমায় নির্ব্বপামি। সোমস্যেত্যত্র প্রধানভূতঃ সোমো ন ত্বপরঃ কশ্চিত্তন্নামাঽনুচরঃ। অতিথিনামকোঽন্যঃ। রায়স্পোষদাবা ধনসমৃদ্ধের্দ্দাতা কশ্চিদগ্নিনামকোঽন্যঃ। সোমং বিভর্ত্তি পোষয়তীতি সোমভৃচ্ছেননামকোঽন্যঃ। এতাবুভাবপি সোমস্য রাজ্ঞোঽতিপ্রত্যাসন্নাবনুচরাবিত্যভিপ্রেত্যাগ্নয়ে শ্যেনায়েতি চতুর্থ্যা ত্বাশব্দেন চ প্রধানসমতয়া নির্দ্দিশ্যেতে॥ মন্ত্রাব্যাচিখ্যাসুরাদৌ কালবিশেষসহিতমাতিথ্যং কর্ম্ম বিধত্তে—"যদুভৌ বিমুচ্যাতিথ্যং গৃহ্ণীয়াদযজ্ঞং বিচ্ছিন্দ্যাদযদুভাববিমুচ্য যথাঽনাগতায়াঽতিথ্যং ক্রিয়তে তাদৃগেব তদ্বিমুক্তোঽন্যোঽনড্বান্ভবত্যবিমুক্তোঽন্যোঽথাতিথ্যং গৃহ্ণাতি যজ্ঞস্য সন্তত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। দ্বয়োর্ব্বলীবর্দ্দয়োর্ব্বিমুক্তয়োঃ সতোঃ সোমগমনরূপং কর্ম্ম সর্ব্বথা পরিত্যক্তং ভবতি। আতিথ্যকর্ম্ম তুপক্রান্তং, ততো যজ্ঞমধ্যে যজ্ঞো বিচ্ছিদ্যেত। অবিমুক্তয়োস্তু দ্বয়োর্গমনস্যা-

সংপূর্ণত্বাদনাগতায় সোমায়াঽতিথ্যং কৃতং ভবেৎ। একস্মিন্বিমুক্তে চ বিমুক্তত্বাদেব গমনং সম্পূর্ণং ভবতি। ইতরস্য বিমোকাভাবাৎ পূর্ব্বকর্ম্মাপি ন ত্যক্তং। অতস্তস্মিন্কালে নির্ব্বাপাদ্যজ্ঞঃ সন্ততো ভবতি। নির্ব্বাপকালেঽধ্বর্য্যুমনু পত্ন্যাঃ শকটস্পর্শং বিধত্তে—"পত্ন্যন্বারভতে পত্নী হি পারীণহ্যস্যেশে পত্নিয়ৈবানুমতং নির্ব্বপতি যদ্বৈ পত্নী যজ্ঞস্য করোতি মিথুনং তদথো পত্নিয়া এবৈষ যজ্ঞস্যান্বারম্ভোঽবচ্ছিত্ত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। পরিণদ্‌গৃহং তত্র ভবং ব্রীহ্যাদিদ্রব্যং পারীণহ্যং তস্যেশানা পত্নী। কিং চ যজ্ঞঃ পুমানপত্নী স্ত্রীত্যেতন্মিথুনং। কিং চ যোঽয়ং পত্ন্যাঃ শকটস্য যজ্ঞাঙ্গস্য স্পর্শঃ স যজ্ঞস্য বিচ্ছেদরাহিত্যায় ভবতি॥ মন্ত্রান্ব্যাচষ্টে—"যাবদ্ভির্ব্বৈ রাজাঽনুচরৈরাগচ্ছতি সর্ব্বেভ্যো বৈ তেভ্য আতিথ্যং ক্রিয়তে ছন্দাꣳসি খলু বৈ সোমস্য রাজ্ঞোঽনুচরাণ্যগ্নেরাতিথ্যমসি বিষ্ণবে ত্বেত্যাহ গায়ত্রিয়া এবৈতেন করোতি সোমস্যাঽতিথ্যমসি বিষ্ণবে ত্বেত্যাহ ত্রিষ্টুভ এবৈতেন করোত্যতিথেরাতিথ্যমসি বিষ্ণবে ত্বেত্যাহ জগত্যা এবৈতেন করোত্যগ্নয়ে ত্বা রায়স্পোষাদাবে বিষ্ণবে ত্বেত্যাহনুষ্টুভ এবৈতেন করোতি শ্যেনায় ত্বা সোমভৃতে বিষ্ণবে ত্বেত্যাহ গায়ত্রিয়া এবৈতেন করোতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। সোমস্য ভৃত্যৈরগ্ন্যাদিভির্ভৃত্যান্তরাণিগায়ত্র্যাদীন্যুপলক্ষ্যন্তে। উপলক্ষকবিশেষাণামগ্ন্যাদীনামুপলক্ষ্যবিশেষৈর্গায়ত্র্যাদিভিঃ প্রাতিস্বিকসম্বন্ধবিশেষে প্রমাণমিদং ব্রাহ্মণমেব॥ নির্ব্বাপাবৃত্তিসংখ্যাং বিধত্তে—"পঞ্চ কৃত্বো গৃহ্ণাতি পঞ্চাক্ষরা পঙ্‌ক্তিঃ পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞো যজ্ঞমেবাব রুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি।

আদ্যন্তয়োর্ম্মন্ত্রয়োর্গায়ত্র্যা দ্বিরূপলক্ষিতত্বং প্রশ্নোত্তরাভ্যামুপপাদয়তি—"ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কস্মাৎসত্যাদ্গায়ত্রিয়া উভয়ত আতিথ্যস্য ইতি যদেবাদঃ সোমমাঽহরত্তস্মাদ্ গায়ত্রিয়া উভয়ত আতিথ্যস্য ক্রিয়তে পুরস্তাচ্চোপরিষ্টাচ্চ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। আতিথ্যং ক্রিয়ত ইত্যর্থঃ॥ নিরুপ্তৈস্তণ্ডুলৈর্নবকপালঃ পুরোডাশঃ কার্য্য ইতি বিধত্তে—"শিরো বা এতদ্যজ্ঞস্য যদাতিথ্যং নবকপালঃ পুরোডাশো ভবতি তস্মান্নবধা শিরো বিষ্যূতং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। আতিথ্যেষ্টেঃ সংকাররূপত্বেন শিরোবদুত্তমাঙ্গত্বং। যস্মাদত্র কপালেষু নবসংখ্যা তস্মাদ্দৃষ্টান্তভূতং শিরোঽপি নবভিঃ কপালৈর্ব্বিশেষেণ স্যূতং। পৌরোডাশিকব্রাহ্মণে হ্যেবমাম্নাতং—"তস্মাদষ্টাকপালং পুরুষস্য শিরঃ" ইতি। ততোঽষ্টানাং কপালানাং পরস্পরমষ্টধা স্যূতিস্তত্তৎসমূহরূপস্য শিরসোঽধস্তনেন কবন্ধেন সহৈকধা স্যূতিঃ॥ উক্তমেব বিধিমনূদ্য প্রশংসতি—"নবকপালঃ পুরোডাশো ভবতি তে ত্রয়স্ত্রিকপালাস্ত্রিবৃতা স্তোমেন সংমিতাস্তেজস্ত্রিবৃত্তেজ এব যজ্ঞস্য শীর্ষন্দধাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। ত্রিবৃন্নামকে স্তোমে ত্রীণি সূক্তানি। তেষ্বেকৈকস্মিন্ সূক্তে তিস্রস্তিস্র ঋচঃ। অতঃ সংখ্যাসাম্যান্নবকপালস্য ত্রিবৃদ্রূপত্বং। ত্রিবৃচ্চ প্রজাপতের্ম্মুখাদগ্নিনা সহ জাতত্বাত্তেজোরূপং। তথা সতি যজ্ঞশিরোরূপ আতিথ্যে তেজঃ স্থাপিতং ভবতি॥ পুনরপ্যনূদ্য প্রশংসতি—"নবকপালঃ পুরোডাশো ভবতি তে ত্রয়স্ত্রিকপালাস্ত্রিবৃতা প্রাণেন সংমিতাস্ত্রিবৃদ্বৈ প্রাণস্ত্রিবৃতমেব প্রাণমভিপূর্ব্বং যজ্ঞস্য শীর্ষন্দধাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি।

ত্রিভিঃ কপালৈঃ সংস্কৃতঃ পুরোডাশস্ত্রিকপালঃ। তাদৃশাশ্চ পুরোডাশাস্ত্রয়ঃ। নবসংখ্যায়াং বিভজ্যমানায়ামেবং সম্পদ্যতে। তথা সতি যৎকপালগতং ত্রিবৃত্ত্বং যচ্চ পুরোডাশগতং তেন

সদৃশী প্রাণসংখ্যা প্রাণস্যোর্ধ্বাধোমধ্যবৃত্তিভিস্ত্রিগুণত্বাৎ। অথ বা নবসু ছিদ্রেষু বর্ত্তমানো নবসংখ্যাকঃ প্রাণঃ। তস্য ত্রেধা বিভাগে সতি প্রকৃতনবকপালসাদৃশ্যং ভবতি। তাদৃশং প্রাণমভিপূর্ব্বমনুক্রমেণ যজ্ঞস্য শিরস্যাতিথ্যে স্থাপয়তি॥ অস্যামাতিথ্যেষ্টৌ প্রকৃতিবৎপ্রস্তরস্য বিধৃত্যোশ্চ কুশময়ত্বে প্রাপ্তে তদ্বাধিতুং দ্রব্যান্তরং বিধত্তে—"প্রজাপতের্ব্বা এতানি পক্ষ্মাণি যদশ্ববালা ঐক্ষবী তিরশ্চী যদাশ্ববালঃ প্রস্তরো ভবত্যৈক্ষবী তিরশ্চী প্রজাপতেরেব তচ্চক্ষুঃ সং ভরতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। পক্ষ্মাণ্যক্ষিরোমাণি। অশ্ববালাঃ কাশাখ্যা দর্ভবিশেষাঃ। ঐক্ষবী ইক্ষুপত্রিকে। তিরশ্চী চক্ষুষশ্চর্ম্মপুটিকে। যথা সোমপর্ণস্য পলাশবৃক্ষরূপেণোৎপত্তির্যথা চাপ্সু মেধ্যাংশো দর্ভরূপেণোৎপন্নস্তথৈব প্রজাপতেঃ পক্ষ্মণাং চর্ম্মপুটয়োশ্চ কাশরূপেণেক্ষুপত্ররূপেণ চাঽবির্ভাবোঽর্থবাদান্তরে দ্রষ্টব্যঃ। এবং সতি প্রশস্তত্বাদত্র প্রস্তরাখ্যস্তৃণমুষ্টিরাশ্ববালঃ কর্ত্তব্যঃ। তস্যাধস্তাত্তির্য্যক্ত্বেন স্থাপনীয়ে বিধৃতী ঐক্ষব্যৌ কুর্য্যাৎ। তাবতা প্রজাপতেস্তচ্চক্ষুঃ সম্পাদিতং ভবতি॥

পরিধিষু শ্রীপর্ণীবৃক্ষং বিধত্তে—"দেবা বৈ যা আহুতীরজুহবুস্তা অসুরা নিষ্কাবমাদন্তে দেবাঃ কার্ম্মর্য্যমপশ্যন্ কর্ম্মণ্যো বৈ কর্ম্মৈনেন কুর্ব্বীতেতি তে কার্ম্মর্য্যময়ান্ পরিধীনকুর্ব্বত তৈর্ব্বৈ তে রক্ষাꣳস্যাপাঘ্নত যৎকার্ম্মর্য্যময়াঃ পরিধয়ো ভবন্তি রক্ষসামপহত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। নিষ্কাবং নিঃশব্দং চর্ব্বণাদিশব্দেন দেবা জ্ঞাস্যন্তীতি মত্বা চৌর্য্যেণাভক্ষয়ন্। কার্ম্মর্যবৃক্ষো রক্ষোনিবারকত্বেন কর্ম্মণ্যঃ। তস্মাত্তেনৈব কর্ম্ম কুর্ব্বীতেতি মত্বা তন্ময়ান্ পরিধীনকুর্ব্বত। তথৈবাদ্যেনাপি কর্ম্ম কর্ত্তব্যং। মধ্যমপরিধের্দ্দক্ষিণোত্তরপরিধিভ্যাং সহ সংস্পর্শং বিধত্তে—"সꣳস্পর্শয়তি রক্ষসামনন্ববচারায়" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। স্পর্শাভাবে পরিধ্যোঃ সন্ধৌ রক্ষসামন্তরনুপ্রবেশঃ স্যাৎ॥ পূর্ব্বস্যাং দিশি রক্ষঃপ্রবেশনিবারণায় প্রসক্তং চতুর্থপরিধিং নিষেধতি—"ন পুরস্তাৎপরি দধাত্যাদিত্যো হ্যেবোদ্যন্পুরস্তাদ্রক্ষাꣳস্যপহন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি॥ আঘারসমিধোর্দ্ধ্বয়োরাহবনীয়পূর্ব্বভাগে স্থাপনং বিধত্তে—"ঊর্দ্ধে সমিধাবা দধাত্যুপরিষ্টাদেব রক্ষাꣳস্যপহন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। যদ্যপ্যূর্ধ্বায়াং দিশি রক্ষসাং নিবারণায়োপরিষ্টাদেব সমিধৌ স্থাপনীয়ে তথাঽপি ব্যোম্নি স্থাপয়িতুমশক্যত্বাদুর্দ্ধদিশি (স্বগ্রে) স্থাপনীয়ে॥ তত্র কঞ্চিদ্বিশেষং বিধত্তে—"যজুষাঽন্যাং তূষ্ণীমন্যাং মিথুনত্বায়" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। বীতিহোত্রং ত্বা কব ইতি মন্ত্রেণ দক্ষিণামাদধ্যাত্তূষ্ণীমুত্তরাং। সমন্ত্রকামন্ত্রকয়োঃ স্ত্রীপুরুষলক্ষণত্বান্মিথুনত্বং॥ সমিৎসংখ্যাং বিধত্তে—"দ্বে আ দধাতি দ্বিপাদযজমানঃ প্রতিষ্ঠিত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। দ্বিত্বং পাদদ্বয়প্রতিষ্ঠায়ৈ ভবতি। নমু সংস্পর্শাদিবিধয়ঃ প্রকৃতৌ দর্শপূর্ণমাসেষ্টাবপি সন্তীত্যতিদেশাদেব তদনুষ্ঠানস্যাত্র প্রাপ্তত্বান্ন পৃথগ্বিধ্যপেক্ষেতি চেন্ন। উপসদর্থং বিধেয়ত্বাৎ। তর্হি তত্রৈব বিধীয়তামিতি চেন্ন। আতিথ্যোপসদোঃ পরিধ্যাদিভেদং বারয়িতুং সাধারণত্বেনাত্রৈব বিধেয়ত্বাৎ॥

৭। "যা তে ধামানি হবিষা যজন্তি তা তে বিশ্বা পরিভূরস্তু যজ্ঞং। গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরোঽবীরহা প্র চরা সোম দুর্য্যান্।"—বৌধায়নঃ—"অথ যজমানো নীড়াদ্রাজানমপাদত্তে যা তে ধামানি হবিষা যজন্তি তা তে বিশ্বা পরিভূরস্তু যজ্ঞমিতি পূর্ব্বয়া দ্বারা শালাং প্রপাদয়তি গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরোঽবীরহা প্র চরা সোম দুর্য্যানিতি" ইতি। আপস্তম্বো মন্ত্রৈক্যং

মন্যতে—"যা তে ধামানীতি পূর্ব্বয়া দ্বারা প্রাগ্বংশং প্রবিশ্য" ইতি। হে সোম যা তে ধামানি ত্বদীয়েষু যেষু স্থানেষু প্রাতঃসবনাদিষু হবিষা যজন্তি যজ্ঞমুদ্দিশ্য তা তে বিশ্বা ত্বদীয়ানি তানি সর্ব্বাণি পরিভূরস্তু পরিতঃ প্রাপ্তবান্ ভব। হে সোম ত্বং দুর্য্যান্ গৃহান্ প্রাচীনবংশরূপান্ প্রচর প্রাপ্নু হি। কীদৃশস্ত্বং? গয়স্ফানো গৃহাভিবর্দ্ধকঃ। প্রতরণঃ প্রকর্ষেণ যজ্ঞপারং প্রতি অস্মাংস্তারয়িতা। সুবীরঃ শোভনাস্ত্বৎপ্রসাদলব্ধা বীরা অস্মৎপুত্রপৌত্রা যস্য তব স ত্বং সুবীরঃ। অবীরহা যথোক্তানাং বীরাণামহন্তা পরিপালক ইত্যর্থঃ॥

৮। "অদিত্যাঃ সদোঽস্যদিত্যাঃ সদ আ সীদ।"—কল্পঃ—"অথৈনামাসন্দীমগ্রেণাঽহবনীয়ং পর্য্যাহৃত্য দক্ষিণতো নিদধাতি তস্যাং কৃষ্ণাজিনমাস্তৃণাত্যদিত্যাঃ সদোঽসীত্যদিত্যাঃ সদ আ সীদেতি কৃষ্ণাজিনে রাজানং" ইতি॥

৯। "বরুণোঽসি ধৃতব্রতো বারুণমসি শংযোর্দ্দেবানা৺ সখ্যান্মা দেবানামপসশ্ছিৎস্মহি।"—বৌধায়নঃ—"অথৈনমুপতিষ্ঠতে বরুণোঽসি ধৃতব্রতো বারুণমসীতি সমুচ্ছিত্য কৃষ্ণাজিনং তস্যান্তান্ স্যন্দ্যয়া নাগন্দ্যা বিগ্রথ্য বংশে প্রগগ্নাতি শংযোর্দ্দেবানা৺ সখ্যাদিত্যথ পরাবাসন্দীপাদাবন্তরেণ ব্রাহ্মণোঽভিষিঞ্চতি শূদ্রঃ প্রক্ষালয়তি মা দেবানামপসশ্ছিৎস্মহীতি" ইতি। আপস্তম্বোঽত্র প্রথমমন্ত্রোত্তরার্দ্ধস্য দ্বিতীয়তৃতীয়মন্ত্রয়োশ্চৈকতাং মন্যতে—"বরুণোঽসি ধৃতব্রত ইতি রাজানমভিমন্ত্রয়তে, বারুণমসীতি বাসসা পর্য্যানহ্যতি" ইতি।

হে সোম ত্বং বরুণপাশস্য নিবারকোঽসি। ধৃতং যজ্ঞরূপং ব্রতং যেন ত্বয়া স ত্বং ধৃতব্রতঃ। হে সোম ত্বমুপনদ্ধস্বরূপত্বাদ্বরুণসম্বন্ধ্যসি। তথা সতি ত্বদীয়াচ্ছংযোঃ সুখমিশ্রাদ্বরুণাদিদেবানাং সখ্যাদ্বয়মপসো মা ছিৎস্মহি। সকারান্তোঽপঃশব্দঃ কর্ম্মবাচী। অস্মাকং কর্ম্মবিচ্ছেদো মা ভূদিত্যর্থঃ। যা তে ধামানীত্যাদয়ো মন্ত্রা ব্রাহ্মণোনোপেক্ষিতাঃ॥

আতিথ্যেষ্টিমধ্যে বহ্নিমন্থনপূর্ব্বকমাহবনীয়ে মথিতাগ্নি প্রক্ষেপং বিধত্তে—"ব্রহ্মবাদিনো বদন্ত্যগ্নিশ্চ বা এতৌ সোমশ্চ কথা সোমায়াঽতিথ্যং ক্রিয়তে নাগ্নয় ইতি যদগ্নাবগ্নিং মথিত্বা প্রহরতি তেনৈবাগ্নয় আতিথ্যং ক্রিয়তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। অগ্নিশ্চ সোমশ্চেত্যেতাবুভাবপি যাগনির্ব্বাহকৌ দেবৌ, তয়োঃ সাম্যে সতি কথমগ্নয় আতিথ্যং নেতি প্রশ্নঃ। অগ্নিং মথিত্বাঽহবনীয়ে প্রহরেত্তদিদমাহবনীয়াগ্নেরাতিথ্যং॥ মথনস্য কালং বিধত্তে—"অথো খল্বাহুরগ্নিঃ সর্ব্বা দেবতা ইতি যদ্ধবিরাসাদ্যাগ্নিং মন্থতি হব্যায়ৈবাঽসন্নায় সর্ব্বা দেবতা জনয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। অপি চৈতে ব্রহ্মবাদিনঃ কালবিবক্ষাবন্তস্তদুপোদ্বাতত্বেন বহ্নেঃ সর্ব্বাত্মকত্বমাহুঃ। তচ্চ সর্ব্বদেবতাত্মকত্বমেকদ্বিত্রিতানামুৎপত্তৌ বিস্পষ্টমাম্নাতং। যদাতিথ্যপুরোডাশং বেদ্যামাসাদ্য তস্মিন্‌কালেঽগ্নিং মথ্নীয়াত্তথা মথ্যমানাগ্নাবন্তর্ভূতাঃ সর্ব্বা অপি দেবতা আসন্নহবির্ভোক্তুমুৎপাদিতা ভবন্তি তৎ স এব কাল ইত্যর্থঃ। মথনমন্ত্রাস্ত্বধ্বর্য্যবা অগ্নী ষোমীয়পশু প্রস্তাবে সমাম্নাস্যন্তে। হোত্রাস্তু বহ্বৃচব্রাহ্মণ আতিথ্যেষ্টিসমীপ এবোদাহৃতাঃ॥

১০। "আপতয়ে ত্বা গৃহ্লামি পরিপতয়ে ত্বা গৃহ্লামি তনূনপ্ত্রে ত্বা গৃহ্লামি শাক্করায় ত্বা গৃহ্লামি শক্মন্নোজিষ্ঠায় ত্বা গৃহ্লামি।"—কল্পঃ—"অথৈতদ্ধ্রৌবমাজ্যমাপ্যায্য কংস৺ বা চমসং বা যাচতি তমন্তর্ব্বেদি নিধায় তস্মিন্নেতত্তানূনপ্ত্রং সমবস্য বিগৃহ্লাতি আপতয়ে ত্বা গৃহ্লামি পরিপতয়ে ত্বা গৃহ্লামি তনূনপ্ত্রে ত্বা গৃহ্লামি শাক্করায় ত্বা গৃহ্লামি শক্মন্নোজিষ্ঠায় ত্বা গৃহ্লামীতি" ইতি।

আপতির্নিশ্বাসরূপেণ বহির্গতঃ পুনরাভিমুখ্যেনান্তঃ পততীত্যাপতিঃ প্রাণঃ। হে আজ্য প্রাণার্থং ত্বামস্মিন্ পাত্রে গৃহ্ণামি। পরিতো নানাবিষয়েষু পততীতি পরিপতির্ম্মনঃ। তনুং শরীরং ন পাতয়তি ন বিনাশয়তীতি তনূনপ্তা জাঠরোঽগ্নিঃ। শকনশীলঃ শক্করঃ শক্তিমান্ পুরুষস্তস্য সম্বন্ধি শাক্করং শক্তিস্বরূপং। শক্মঞ্ শক্তিমৎসু যদোজিষ্ঠং তস্মৈ। ওজো নামাষ্টমো ধাতুস্তস্য সারমোজিষ্ঠং। তদবষ্টম্ভেনৈব শক্তিরবতিষ্ঠতে। এতৈর্ম্মন্ত্রৈস্তানূনপ্ত্রং গ্রাহ্যং॥

তনূনপ্তৃসংজ্ঞকজাঠরবহ্নিবিষয়স্য শপথকর্ম্মণো হেতুভূতমাজ্যং তানূনপ্ত্রং তস্য গ্রহণং বিধাতুং প্রস্তৌতি—"দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্তে দেবা মিথো বিপ্রিয়া আসন্তেঽন্যোঽন্যস্মৈ জ্যৈষ্ঠ্যায়াতিষ্ঠমানাঃ পঞ্চধা ব্যক্রামন্নগ্নির্ব্বসুভিঃ সোমো রুদ্রৈরিন্দ্রো মরুদ্ভির্ব্বরুণ আদিত্যৈর্ব্বৃহস্পতির্ব্বিশ্বৈর্দ্দেবৈস্তেঽমন্যন্তাসুরেভ্যো বা ইদং ভ্রাতৃব্যেভ্যোরধ্যামো যন্মিথো বিপ্রিয়াঃ স্মো যা ন ইমাঃ প্রিয়াস্তনুবস্তাঃ সমবদ্যামহৈ তাভ্যঃ স নির্ঋচ্ছাদ্যো নঃ প্রথমোঽন্যোঽন্যস্মৈ দ্রুহ্যাদিতি তস্মাদ্যঃ সতানূনপ্ত্রিণাং প্রথমো দ্রুহ্যতি স আর্ত্তিমার্চ্ছতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি। সংযত্তাঃ সংগ্রামং প্রাপ্তাঃ। মিথঃ পরস্পরং তে চ দেবাঃ সর্ব্বেঽপি স্বাতিরিক্তস্য জ্যৈষ্ঠ্যমনঙ্গীকুর্ব্বাণাঃ পঞ্চব্যূহা অভবন্। তেষু ব্যূহেষ্বগ্ন্যাদয়ঃ পঞ্চ দেবাঃ সেনান্যো বস্বাদয়ঃ পঞ্চ গণাঃ। ততস্তে কঞ্চিৎকালং পরস্পরবিরোধিনো ভূত্বা পশ্চাদেবং বিচারিতবন্তো যদি বয়মন্যোঽন্যবিরোধিনস্তদা বৈরিণামসুরাণামিদং জয়রূপং কার্য্যং বয়মেব সাধয়ামঃ। ততস্তদ্বিরোধপরিহারহেতুং শপথং কর্ত্তুমস্মদীয়াঃ প্রিয়াঃ পুত্রভার্য্যাদিরূপা ইমাস্তনূরেকত্র সংঘী কুর্ম্ম ইতি বিচার্য্য সংঘীকৃত্য শপথমেবং পরিভাষিতবন্তঃ। অস্মাকং মধ্যে যঃ প্রথমং দ্রুহ্যতি স তাভ্যস্তনূভ্যো নির্গচ্ছেন্নিভ্রষ্টো ভবত্বিতি। যস্মাদ্দেবানামেবং বৃত্তং তস্মান্মনুষ্যাণামপি শপথং কৃতবতাং মধ্যে যঃ প্রথমং দ্রুহ্যতি স বিনাশং প্রাপ্নোতি। সমান একস্মিন্বিষয়ে তানূনপ্ত্রণঃ শপথবন্তঃ স তানূনপ্ত্রিণঃ॥ ইদানীং বিধত্তে—"যত্তানূনপ্ত্রং সমবদ্যতি ভ্রাতৃব্যাভিভূত্যৈ ভবত্যাত্মনা পরাঽস্য ভ্রাতৃব্যো ভবতি" (সং কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি সমবদ্যতি সম্ভূয়াবদানং কুর্য্যাৎ। স্বয়ং ভূতিমান্ ভবতি বৈরী তু পরাভবতি। ইয়মেব ভ্রাতৃব্যাভিভূতিঃ॥ অবদানসংখ্যাং বিধত্তে—"পঞ্চ কৃত্বোঽব দ্যতি পঞ্চধা হি তে তৎসমবাদ্যন্তাথো পঞ্চাক্ষরা পঙ্‌ক্তিঃ পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞো যজ্ঞমেবাব রুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি। তে দেবাস্তত্তদানীং পঞ্চধা বিভক্তাঃ পশ্চাৎসম্ভূয়ৈকবৎ প্রিয়তনূরবাদ্যন্ত স্থাপিতবন্তঃ॥

মন্ত্রান্ ব্যাচষ্টে—"আপতয়ে ত্বা গৃহ্ণামীত্যাহ প্রাণো বা আপতিঃ প্রাণমেব প্রীণাতি পরিপতয় ইত্যাহ মনো বৈ পরিপতির্ম্মন এব প্রীণাতি তনূনপত্র ইত্যাহ তনুবো হি তে তাঃ সমবাদ্যন্ত শাক্করায়েত্যাহ শক্ত্যৈ হি তে তাঃ সমবাদ্যন্ত শক্মন্নোজিষ্ঠায়েত্যাহৌজিষ্ঠং হি তে তদাত্মনঃ সমবাদ্যন্ত" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি। তনূশাক্করৌজিষ্ঠশব্দৈরেব বৃত্তান্তঃ সূচ্যতে। তে দেবাস্তদানীং স্বাত্মসম্বন্ধং পুত্রাদিতনুরূপমোজঃ সারং সমবাদ্যন্ত॥

১১। "অনাধৃষ্টমস্যনাধৃষ্যং দেবানামোজোঽভিশস্তিপা অনভিশস্তেন্যম্।"—কল্পঃ—"যাবন্ত ঋত্বিজস্ত এতৎ সমবমৃশন্তি অনাধৃষ্টমস্যনাধৃষ্যং দেবানামোজোঽভিশস্তিপা অনভিশস্তেন্যমিতি" ইতি। হে তানূনপত্রাঽজ্য ত্বমিতঃ পূর্ব্বং কেনাপ্যতিরস্কৃতমসি। ইতঃ পরমপ্যতিরস্কার্য্যং মোজঃ সারমসি। অভিশস্তের্হিংসারূপাদন্যোঽন্যবিরোধাদস্মান্ পালয়সি। ত্বং পুনরভিশস্তেরবিষয়-

ভূতমসি॥ মন্ত্রস্য যথোক্তার্থঃ প্রসিদ্ধ ইত্যাহ—"অনাধৃষ্টমস্যনাধৃষ্যমিত্যাহানাধৃষ্টঁ হ্যেতদনাধৃষ্যং দেবানামোজ ইত্যাহ দেবানাঁ হ্যেতদোজোঽভিশাস্তিপা অনভিশস্তেন্যমিত্যাহাভিশস্তিপা হ্যেতদনভিশস্তেন্যং" (সং॰ কা॰ ৬ প্র॰ ২ অ॰ ২) ইতি॥

১২। "অনু মে দীক্ষাং দীক্ষাপতির্ম্মন্যতামনু তপস্তপস্পতিরঞ্জসা সত্যমুপ গেষঁ সুবিতে মা ধাঃ।"—কল্পঃ—"যজমানমতিবাচয়তি অনু মে দীক্ষাং দীক্ষাপতির্ম্মন্যতামনু তপস্তপস্পতিরঞ্জসা সত্যমুপ গেষঁ সুবিতে মা ধা ইতি" ইতি। দীক্ষণীয়েষ্টৌ যো দেবঃ স দীক্ষাপতির্ম্মমেনাং দীক্ষামনুজানাতু। তপ উপসত্তত্রত্যো দেবো মদীয়ং তপোঽনুজানাতু। অহং চাঞ্জসা সত্যমুপ-গেষমার্জ্জবেন তানূনপ্ত্রস্পর্শনরূপং শপথং প্রাপ্তোঽস্মি। হে তানূনপ্ত্র মাং সুবিতে শোভনমার্গে যজ্ঞকর্ম্মণি স্থাপয়॥ মন্ত্রস্য স্পষ্টার্থতামাহ—"অনু মে দীক্ষাং দীক্ষাপতির্ম্মন্যতামিত্যাহ যথাযজুরেবৈতৎ" (সং॰ কা॰ ৬ প্র॰ ২ অ॰ ২) ইতি॥

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—

"অগ্নেঃ পঞ্চকনির্ব্বাপো যা তে প্রাগ্বংশবেশনং।
অত্যাসন্দ্যাং ক্ষিপেচ্চর্ম্ম হৃদি সোমং তু সাদয়েৎ॥ ১॥
বরু তং মন্ত্রয়েদ্বারু বাসসা পরিণহ্যতি।
আপ তানূনপ্ত্রমাজ্যং সমবদ্যতি পঞ্চভিঃ॥ ২॥
অনা সর্ব্ব ঋত্বিজস্ত তানূনপ্ত্রং স্পৃশন্তি হি।
অনু স্বামী স্পৃশেদেতদিতি সপ্তদশেরিতাঃ॥ ৩॥" ইতি॥

অথ মীমাংসা।

সপ্তমাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে চিন্তিতং—"বৈষ্ণবে ত্রিকপালে বৈষ্ণবান্নবকপালতঃ। ধর্ম্মাতি-দেশঃ স্যান্নো বা বিদ্যতেঽত্রাগ্নিহোত্রবৎ॥ শ্রুত্বা বৈষ্ণবশব্দোঽয়ং দেবতায়া বিধায়কঃ। ন গৌণবৃত্তিমাশ্রিত্য ধর্ম্মানতিদিশত্যতঃ" ইতি॥ আতিথ্যেষ্টৌ বৈষ্ণবো নবকপালো বিহিতঃ। তত্র শ্রুত্যা বৈষ্ণবশব্দো রাজসূয়গতে বৈষ্ণবে ত্রিকপালে প্রযুজ্যমানোঽগ্নিহোত্রবন্নবকপাল-ধর্ম্মানতিদিশতীতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। বিষ্ণুর্দ্দেবতাঽস্যেতি বিগ্রহে সতি বিহিতস্তদ্ধিতপ্রত্যয়ো দেবতামভিধত্তে ন তু ধর্ম্মান্। তস্মান্নাতিদিশতি।

চতুর্থাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে চিন্তিতং—"যদাতিথ্যাবর্হিরেতদুপসৎস্বতিদেশনম্। সাধারণ্য-বিধির্ব্বাঽস্তু তদীয়স্যোপসংহৃতেঃ॥ বর্হিঃশ্রুত্যৈকতাভানান্নাতিদেশস্য লক্ষণা। আতিথ্যয়োপ-সত্তিশ্চ বর্হিরেতৎ প্রযুজ্যতে" ইতি॥ জ্যোতিষ্টোমে শ্রূয়তে—'যদাতিথ্যং বর্হিস্তদুপসদাং তদগ্নী-ষোমীয়স্য চ" ইতি। ক্রীতং সোমং শকটেঽবস্থাপ্য প্রাচীনবংশং প্রত্যানীয়মানেঽভিমুখে যামিষ্টিং নির্ব্বপতি সেয়মাতিথ্যা। তত ঊর্দ্ধং ত্রিষু দিনেষ্বনুষ্ঠীয়মানা উপসদঃ। ঔপবসথ্যে দিনেঽনুষ্ঠেয়োঽগ্নীষোমীয়ঃ। তত্রাঽতিথ্যেষ্টৌ বিহিতং যদ্বর্হিস্তদ্যদি তস্যা ইষ্টেরাচ্ছিদ্যোপসৎসু বিধীয়েত তদানীমাতিথ্যায়াং বিধানমনর্থকং স্যাৎ। যদি চ তত্রোপযুক্তমিতরত্র বিধীয়েত বিনিযুক্তবিনিয়োগরূপো বিরোধঃ স্যাৎ। তস্মাদাতিথ্যবর্হিষো যে ধর্ম্মা আশ্বালত্বাদয়স্তে ধর্ম্মা উপসৎসূপসংহ্রিয়ন্ত ইত্যতিদেশপরং বাক্যমিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—বর্হিঃশব্দস্য ধর্ম্মাতিদেশপরত্বে

লক্ষণা প্রসজ্যেত। শ্রুত্যা তু বর্হিষ আতিথ্যোপসদগ্নীষোমীয়েষু একত্বং প্রতিভাতি। অতঃ সাধারণ্যমত্র বিধেয়ং। আতিথ্যার্থং যদ্বর্হিরুপাদীয়তে তন্ন কেবলমাতিথ্যার্থং কিং তূপসদর্থমগ্নীষোমীয়ার্থং চোপাদেয়মিতি বিধিবাক্যার্থঃ। তস্মাদাতিথ্যোপসদগ্নীষোমীয়াস্ত্রয়োঽপ্যস্য বর্হিষঃ প্রয়োজকাঃ। এবং পরিধিসন্ধিস্পর্শাদিবিধীনাং সাধারণ্যং দ্রষ্টব্যং॥

অথ চ্ছন্দঃ।

যা তে ধামানীতি ত্রিষ্টুপ্॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থ-প্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়প্রপাঠকে দশমোঽনুবাকঃ॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

সমীপে আনীত অতিথিরূপ সোমের সৎকারের নিমিত্ত দশম অনুবাকে আতিথ্যেষ্টির বিষয় কথিত হইতেছে। সোম ক্রয় করা হইল, যাজ্ঞিক যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিলেন এবং সোম যজ্ঞশালায় সংবাহিত হইল। এক্ষণে সেই সোম পরিশোধিত হইয়া যজ্ঞে প্রযুক্ত হইবে। তাই এই মন্ত্রের অবতারণা। এই দশম অনুবাকের মন্ত্র-সমূহে এক নবভাবের বিকাশ হইয়াছে; মন্ত্রসমূহ যাজ্ঞিককে এক অভিনব পন্থা প্রদর্শন করিতেছে।

দশম অনুবাকের বিভিন্ন মন্ত্রের বিভিন্নরূপ বিনিয়োগে মন্ত্রের যেরূপ অর্থ ভাষ্যকার অধ্যাহার করিয়াছেন এবং তদ্পক্ষে আমরা যে ভাব পরিগ্রহণ করি, নিম্নে যথাক্রমে তাহা প্রকাশ করিতেছি। এই অনুবাকের কোন্ মন্ত্র কিরূপভাবে কোন্ কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, বোধসৌকার্য্যার্থে 'বিনিয়োগ-সংগ্রহ' হইতে তদ্বিষয় প্রথমতঃ উল্লেখ করিতেছি; যথা,—

'অগ্নে' প্রভৃতি প্রথম ছয়টী মন্ত্রে অগ্নি স্থাপন করিয়া, 'যা তে ধামানি' মন্ত্রে প্রাগ্বংশ-শালায় গমন করিতে হয়। তার পর 'অদিত্যাঃ সদঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে আসন্দীতে কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্ম বিস্তৃত করিয়া, দ্বিতীয় 'অদিত্যাঃ সদঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে তদুপরি সোম স্থাপন করিতে হয়। অতঃপর 'বরুণোঽসি ধৃতব্রতঃ' মন্ত্রে আসন্দীস্থিত সোমকে অভিমন্ত্রিত করিয়া 'বারুণমসি' প্রভৃতি মন্ত্রে বস্ত্রের দ্বারা তাহা আবৃত করিবে। তদনন্তর তনুনপ্ত্র নামক জঠরাগ্নির উদ্দেশে কাংস্য বা চমস পাত্রে আজ্যহবিঃ স্থাপন করিয়া, 'আপতয়ে' প্রভৃতি মন্ত্র পাঠে সেই আজ্যকে অভিমন্ত্রিত করিয়া লইবে। 'অনাধৃষ্টং' প্রভৃতি মন্ত্রে ঋত্বিক্‌গণ সেই তনূনপ্ত্র অগ্নিকে স্পর্শ করিলে পরিশেষে 'অনু মে দীক্ষাং' প্রভৃতি মন্ত্রে যজ্ঞকামী সেই অগ্নি স্পর্শ করিবেন। বিনিয়োগ-সংগ্রহের মতে এই অনুবাকে সতেরটী মন্ত্র আছে। সেই সকল মন্ত্রের পূর্ব্বোক্ত বিনিয়োগ-মতে ভাষ্যকার মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন।

কল্প অনুসারে প্রথম ছয়টী মন্ত্রের এক একটী উচ্চারণ করিয়া এক একটী পদবিক্ষেপের বিধি। এইরূপ পদবিক্ষেপ-ক্রমে সোম লইয়া যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিতে হয়। মন্ত্রার্থের

প্রারম্ভে ভাষ্যকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—নবম অনুবাকে স-ঋত্বিক্ যজমানের যজ্ঞশালা প্রবেশ হইতে ক্রীত সোমের যজ্ঞশালা প্রবেশ পর্য্যন্ত মন্ত্র-সমূহ উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে এই দশম অনুবাকে আতিথ্যেষ্টিতে প্রযুজ্য হবির্গ্রহণাদি-বিষয়ক মন্ত্র-সমূহ কথিত হইতেছে। মন্ত্র-ছয়টী বিষ্ণুদেবতাত্মক; মন্ত্রের সম্বোধ্য—হবিঃ। ভাষ্যে অনুবাকের প্রথম ছয়টী মন্ত্রের যে অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহা এই,—

'প্রকৃতিগত অগ্নিকে জুষ্ট প্রদান করি'—এই মন্ত্রের অতিদেশ-প্রাপ্তি ঘটিলে তত্রত্য দেবতা পদের পাঁচটী পর্য্যায় এই মন্ত্রকয়টীতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আর সেই ছয়টী মন্ত্রেরই লক্ষ্য—সাবিত্র জুষ্ট। মন্ত্রসমূহের দেবতা—একমাত্র বিষ্ণু। অগ্ন্যাদি তাঁহার অনুচর। যিনি সর্ব্বদা গমনশীল, তিনিই অতিথি। সেই অতিথির সৎকাররূপ যে কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, তাহাই আতিথ্য। লৌকিক-ব্যবহারে প্রভুকে কোনও সামগ্রী প্রদান করা হইলে, প্রভুর অনুচরগণও সেই দত্ত উপঢৌকনে পরিতোষ লাভ করে। তদনুসারে এখানে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হবিঃ অগ্নির তুষ্টি-হেতুভূত হওয়ায়, তাহাই অগ্নির আতিথ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে।' মন্ত্রার্থের অবতরণিকা এইরূপ। অতঃপর মন্ত্রের অর্থ এই,—'হে হবিঃ! তুমি অতিথিরূপ অগ্নির সৎকাররূপ হও। তাদৃশ তোমাকে বিষ্ণুনামধেয় সোমের উদ্দেশ্যে নির্ব্বপিত করি।' এখানে সোমের প্রধানভূত যে সোম, সেই সোম ভিন্ন সোম-নামধেয় তাঁহার অন্য কোনও অনুচর লক্ষীভূত নহেন। তাঁহার অতিথি নামক এক অনুচর; ধনসমৃদ্ধিদাতা অগ্নিনামক অন্য এক অনুচর; সোমের পোষণকারী অন্য অনুচর—শ্যেন। ইহারা সকলেই সোম রাজার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত। এই জন্যই 'শ্যেনায়' ও 'ত্বা' প্রভৃতি পদে সেই সোমরাজার শ্রেষ্ঠত্ব বিবক্ষিত হইয়াছে।

ভাষ্যমতে পূর্ব্বোদ্ধৃত মন্ত্র-সমূহে সোম রাজার বিভিন্ন অনুচরের বা ভৃত্যের পরিতৃপ্তি-বিধায়ক তাহাদের অংশ-স্বরূপ হবিঃকে বহুযজ্ঞব্যাপী সোমের পরিতৃপ্তির জন্য অগ্নিতে আহুতি প্রদান করা হইতেছে। মন্ত্র-সমূহে অগ্নি, সোম, অতিথি, শ্যেন প্রভৃতি যে সকল পদ পরিদৃষ্ট হয়, ভাষ্য-মতে তাহারা সোমরাজার বিভিন্ন-নামধের ভৃত্যকে বুঝাইতেছে। বিনিয়োগ অনুসারে, ভাষ্য-মতে উহারা গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ, জগতী প্রভৃতি বিভিন্ন ছন্দের অধিষ্ঠাতা; উহারাও দেবপর্য্যায়-ভুক্ত। উক্ত অগ্নি সোম প্রভৃতি যে সোমরাজার অনুচরস্থানীয়, সেই সোম রাজা—বিষ্ণু। ভাষ্যে যে 'বিষ্ণুশব্দাভিধেয়ায় সোমায়' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাতেই এতদ্বিষয় উপলব্ধি হয়। যাহা হউক, ভাষ্যকারের সিদ্ধান্তানুসারে, সাধারণভাবে, মন্ত্রের যজ্ঞকর্ম্মানুসারী অর্থই পরিগৃহীত হইয়াছে।

কিন্তু আমাদের মতে মন্ত্র-সমূহের সম্বোধ্য—হৃদ্গত শুদ্ধসত্ত্ব। হবিঃ যেমন গো-দুগ্ধের সার; শুদ্ধসত্ত্ব সেইরূপ হৃদয়ের, অন্তরের সার-সামগ্রী—ভক্তি-সুধা। হবিঃ আহুতি পাইলে জড় অগ্নি যেমন প্রজ্বলিত হয়; অন্তরের জ্ঞানবহ্নিও তেমনি শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা প্রদীপিত হইয়া থাকে, অথবা জ্ঞানাগ্নি-পরিশোধিত শুদ্ধসত্ত্ব উৎকর্ষসম্পন্ন হয়। হবিঃ বা ঘৃতের আহুতির দ্বারা যেমন দেবতা পরিতুষ্ট হন, হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাও সেইরূপ ভগবান ভক্ত-হৃদয়ে সমাকৃষ্ট হয়েন। ভগবানকে পাইতে হইলে, তাঁহার অনুগ্রহভাজন হইতে হইলে, হৃদয়ের নির্ম্মলতা, সদ্ভাবের উন্মেষণ, ভক্তির সংমিশ্রণ প্রধান অবলম্বন। তাই দেবভাবমূলক মন্ত্র-সমূহে হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বই

সম্বোধ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। পরমার্থ-জ্ঞানে হৃদয়ে নির্ম্মলতা আসে,—শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবের সমাবেশ হয়, হৃদয় ভক্তিতে বিগলিত হইয়া যায়। তাই তাহাকে অগ্নির 'আতিথ্য' অর্থাৎ অগ্নির তুষ্টি-সম্পাদক বা প্রকাশক বলা হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব যেমন জ্ঞানাগ্নির অঙ্গীভূত ও আশ্রয়স্থানীয়, তেমনি তাহা আবার 'সোম' অর্থাৎ সৎস্বরূপ ভগবানের বিভূতি-স্বরূপ ও প্রকাশক। ভগবান ও তাঁহার বিভূতি অভিন্ন। তিনি যেমন বিভূতি-সমূহকে ধারণ করেন, বিভূতি-সমূহ আবার তেমনি তাঁহাকে ধারণ করে। উভয়ের মধ্যে পরস্পর আধার ও আধেয় ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধ। বিভূতির সমুচ্চয় ভগবান; বিভূতি তাঁহার অংশ। সুতরাং ভগবদ্বিভূতি যে ভগবৎপ্রাপ্তির কারণ, তদ্বিষয়ে আদৌ সংশয় নাই। জ্ঞানের অঙ্গীভূত, ভগবানের বিভূতিরূপ যে সদ্ভাবরাজি, তাহাতেই তো ভগবান পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন! ভক্ত তদ্দ্বারাই তো তাঁহার পরিতুষ্টি বিধান করেন! মন্ত্র কয়েকটীতে সাধক ভগবানকে আপনার হৃদ্গত ঐকান্তিকী ভক্তির দ্বারাই পরিতুষ্ট করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন।

ষষ্ঠ মন্ত্রের অন্তর্গত 'শ্যেনায়' পদে আমরা 'ক্ষিপ্রগামিনে' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। ভক্ত যদি ব্যাকুল ক্রন্দনে আকুল আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করেন, ভগবান কি স্থির থাকিতে পারেন? তিনি তখন শ্যেনবৎ ক্ষিপ্রগতিতে ভক্তের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া, তাঁহার উদ্ধার সাধন করেন। মন্ত্রে তাই বলা হইতেছে,—'এমন যে ভক্তের ভগবান, তাঁহার চরণে শুদ্ধসত্ত্বমণ্ডিত ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করি।' মন্ত্র-মধ্যে হৃদয়ের সদ্ভাবরাশি 'অতিথেরাতিথ্যমসি' রূপে উপমিত। আতিথ্য পদে অতিথির প্রীণনসাধক দ্রব্যাদি—পাদ্য, অর্ঘ্য, ভোজ্যপেয়াদি বুঝাইয়া থাকে। অতিথি দেবতা। অতিথির পরিতুষ্টির উপযোগী সামগ্রী বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবাপন্নই হইয়া থাকে। তাহাই অতিথির আতিথ্য। শুদ্ধসত্ত্বকে সেই 'আতিথ্য' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হইয়াছে। ভগবানের প্রীতিসাধক সেই বিশুদ্ধ হৃদয়ের সামগ্রীকে ভক্ত ভগবানকে দিবার জন্য উদ্‌বুদ্ধ হইতে-ছেন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্রে সেই ভাবই পরিস্ফুট। জ্ঞানে পরমার্থরূপ পরমধন অধিগত হয়; জ্ঞানেই ভগবানের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। জ্ঞানের সাহায্যে ভগবানের স্বরূপ অবগত হইলে, তৎপ্রভাবে হৃদয়ের সদ্ভাবসমূহ তৎপ্রতি নিয়োজিত হইতে পারে। তাঁহাকে না চিনিলে, তাঁহাকে না জানিলে,—তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধ না হইলে, তাঁহার প্রতি হৃদয় আকৃষ্ট হয় কি? তাই মন্ত্রে জ্ঞান-লাভে হৃদয়ের পাপকলুষ বিদূরিত করিয়া, ভগবানের স্বরূপ-জ্ঞানে তাঁহাকে আশ্রয় করিবার উপদেশ মন্ত্রের অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। *

---

* কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের এই ছয়টী মন্ত্রের কতকাংশ শুক্লযজুর্ব্বেদে পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে মন্ত্রসমূহের একটু রূপান্তরও দেখিতে পাই। শুক্লযজুর্ব্বেদে, এই ছয়টী মন্ত্র পাচটী ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। মহীধরের ভাষ্যে মন্ত্র-সমূহের যে অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে, নিম্নে তাহা প্রদান করিতেছি; যথা,—

(১) হে হবিঃ! তুমি 'অগ্নেস্তনূরসি' অর্থাৎ অগ্নিনামক যে দেবতা সোম রাজার ভৃত্য, তাহারই গায়ত্রীছন্দাধিষ্ঠাতা শরীর হও। হে হবিঃ! তথাবিধ তোমাকে, তৃপ্তিজনক বলিয়া, বহুযজ্ঞব্যাপী সোমের পরিতৃপ্তির জন্য নির্ব্বপিত করি। (২) হে হবিঃ! তুমি 'সোমস্য তনূরসি' অর্থাৎ সোমসংজ্ঞক কোনও সোমরাজার ভৃত্য ও ত্রিষ্টুপছন্দাধিষ্ঠাতা। তাহার তৃপ্তি

সপ্তম মন্ত্রের দুইটী অংশে এক মহান্ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে ভিন্নভাব তিরোহিত,—এখানে সব এক হইয়া গিয়াছে। নদী যে পথে যে নামেই প্রবাহিত হউক, সকলেরই মূল লক্ষ্য—সেই মহাসমুদ্রে সম্মিলন; সকলেই নাম-রূপ হারাইয়া সেই মহাসমুদ্রেই মিশিয়া যায়। এ মন্ত্রেও সেই ভাব পরিব্যক্ত। মানুষ যেখানেই থাকুক, যে অবস্থায়ই থাকুক, আর যে নামেই তাঁহাকে ডাকুক;—ঐকান্তিক-ভাবে ডাকিতে পারিলে, ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে পারিলে,—তিনি কি আর স্থির থাকিতে পারেন! তিনি সেই নামে, সেই স্থানে, সেই অবস্থায়ই আসিয়া তাহার উদ্ধার-সাধন করেন। তিনি যে ভক্তের ভগবান—তিনি যে ভক্তিডোরে ভক্তের নিকট বাঁধা আছেন! হরিবিদ্বেষী হিরণ্যকশিপু, ভক্ত-সাধক প্রহ্লাদকে যখন জিজ্ঞাসা করিল,—'বল্, তোর হরি কি এই স্তম্ভে আছেন?' সরল-প্রাণে একান্ত ভক্তিভরে প্রহ্লাদ উত্তর দিল,—'হাঁ, নিশ্চয়ই আছেন।' ভক্তের ভগবান্ আর থাকিতে পারিলেন না। ভক্তের রক্ষার জন্য—ভক্তের কথা রক্ষার নিমিত্ত—ভগবান সেই স্ফটিক-স্তম্ভে আবির্ভূত হইলেন! জগৎ দেখিল,—মানুষ যে অবস্থায় যে ভাবে যে নামেই তাঁহাকে ভক্তিগদ্গদচিত্তে প্রাণ ভরিয়া ডাকে, ভক্তের ভগবান, সেই ভাবেই আসিয়া তাহার উদ্ধার সাধন করেন। এই সত্য-তত্ত্ব-প্রচারের জন্যই, আমরা মনে করি, এই মন্ত্রের অবতারণা;—মানুষকে এ মন্ত্র সেই শিক্ষাই প্রদান করিতেছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে ভগবানের গুণ-বিশেষণের সমাবেশে, এক উচ্চ প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। বলা হইতেছে,—'হে ভগবন্! আপনি জগতের শ্রেয়ঃ-বিধান করেন, একমাত্র আপনিই মানুষকে সংসার-সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ করেন, আপনার ন্যায় বীর্য্যসম্পন্ন আর কে আছে? আপনিই অজ্ঞান অকিঞ্চনকে পরমাশ্রয় প্রদান করেন। অজ্ঞান অকিঞ্চন আমরা

প্রদ বলিয়া তুমি তাহার তনু হও। অতএব হে হবিঃ! তথাবিধ তোমাকে, তৃপ্তিজনক বলিয়া, বহুযজ্ঞব্যাপী সোমের পরিতৃপ্তির জন্য নির্ব্বপিত করি। (৩) হে হবিঃ! তুমি 'অতিথরাতিথ্যমসি' অর্থাৎ অতিথিসংজ্ঞক সোমরাজার অনুচর জগতীছন্দোধিষ্ঠাতা। হে হবিঃ! তুমি অতিথিসংজ্ঞক সোমরাজানুচরের আতিথ্য নামক সংস্কাররূপ হও। অতএব হে হবিঃ! তথাবিধ তোমাকে, তৃপ্তিজনক বলিয়া, বহুযজ্ঞব্যাপী সোমের পরিতৃপ্তির জন্য নির্ব্বপিত করি। (৪) সোমরাজানুচর শ্যেন নামক যে দেবতা স্বর্গ হইতে সোম আহরণ করেন, তিনি শ্যেনরূপ-ধারী গায়ত্র্যধিষ্ঠাতা। তাঁহার উদ্দেশ্যে এবং বহুযজ্ঞব্যাপী সোমের পরিতৃপ্তির জন্য, হে হবিঃ! তোমাকে নির্ব্বপিত করি। (৫) ক্রয়বিক্রয়াদি দ্বারা রাজার ধন বহুরূপে পরিবৃদ্ধি করিয়া যিনি রাজাকে প্রদান করেন, সোমরাজার অগ্নিনামধেয় অপর সেই অনুচর অনুষ্টুপ্ছন্দোধিষ্ঠাতা। ধনপুষ্টিদায়ক সেই অগ্নির উদ্দেশে তোমাকে গ্রহণ করিয়া বহুযজ্ঞব্যাপী সোমের পরিতৃপ্তির জন্য তোমাকে নির্ব্বপিত করি। বিষ্ণুশব্দাভিধেয় সোম-রাজার হবির্দ্দাতা তাঁহার অনুচর অগ্ন্যাদি দেবগণের এবং তাঁহাদিগের সম্বন্ধি গায়ত্র্যাদি ছন্দের তৃপ্তি সাধিত হয়।

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের 'সোমস্যাতিথ্যমসি' স্থলে শুক্ল-যজুর্ব্বেদে 'সোমস্য তনূরসি' এবং 'অগ্নে-রাতিথ্যমসি' স্থলে 'অগ্নেস্তনূরসি' পরিদৃষ্ট হয়। তদ্ভিন্ন অন্যান্য মন্ত্র প্রায়ই অভিন্ন।

আমাদিগকে কৃপা করিয়া আশ্রয় দান করুন। সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জমান্ আমরা, কূলকিনারা কিছুই পাইতেছি না; আপনি আমাদিগকে সংসার-সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ করুন। আমাদের ভববন্ধন ঘুচিয়া যাউক। আমরা আপনাতে পরমাশ্রয় লাভ করি।' দ্বিতীয় অংশে আমাদের মনে হয়, এই ভাবই পরিব্যক্ত।

কি সূত্রে কি ভাবে আমরা পূর্ব্বোক্ত অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি, এক্ষণে তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। ভাষ্যমতে মন্ত্রদ্বয় সোম-সম্বোধনে বিনিযুক্ত। মন্ত্রের ছন্দ ত্রিষ্টুপ, ঋষি গোতম। মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ মত-পার্থক্য ঘটে নাই। ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—'হে সোম, প্রাতঃসবনাদি যে সকল স্থান প্রাপ্ত হইয়া ঋত্বিক্‌গণ তোমার রসরূপের দ্বারা যজ্ঞ করে, তোমার সেই সকল স্থান পরিপূর্ণ হয় অর্থাৎ তুমি সে সকল স্থান সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হও। অথবা ঋত্বিক্‌গণ তোমার যে সকল স্থানকে প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞ করে, হে সোম, সে সকল স্থানই তোমার যজ্ঞে পরিব্যাপ্ত হয়। অপিচ হে সোম, তুমি গৃহসমূহ প্রাপ্ত হও। তুমি কিরূপ? 'গয়স্ফানঃ' অর্থাৎ গৃহাভিবর্দ্ধক, 'প্রতরণঃ' প্রকৃষ্টরূপে আপদ হইতে ত্রাণকর্ত্তা অথবা যজ্ঞপারে নয়নকর্ত্তা, 'সুবীরঃ' তোমার প্রসাদলব্ধ আমাদিগের বীরপুত্রপৌত্রাদিসম্পন্ন এবং বীরগণের পরিপালক।'

যে যে বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের মতপার্থক্য ঘটিয়াছে, তদ্বিষয় প্রদর্শন করিতেছি। প্রথমতঃ, মন্ত্রের সম্বোধ্য-পদ। সপ্তম মন্ত্রের অংশদ্বয় ভগবৎ-সম্বন্ধে বিনিযুক্ত বলিয়া মনে করি। পাপীর ত্রাণকর্ত্তা, ভবাব্ধিপারে নয়নকর্ত্তা—একমাত্র ভগবান ভিন্ন আর কে থাকিতে পারে? ভগবদনুকম্পা ভিন্ন, বিপদে উদ্ধার হওয়া অথবা সংসার-সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ পাওয়া সুকঠিন। 'ধামানি' পদের ভাষ্যকার 'স্থানানি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; আমরা ঐ পদে তদতিরিক্ত 'নামানি' অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি। নিরুক্তে 'নাম এবং ধাম' একই পর্য্যায়ভুক্ত। 'হবিষা' পদে 'সোমলতার রস' অর্থ ভাষ্যে পরিগৃহীত হইয়াছে। ভক্ত যিনি, তিনি কি আপনার অভীষ্ট দেবতাকে সাধারণ মাদক—দ্রব্য প্রদান করিতে উদ্‌বুদ্ধ হন? তাঁহার দেয়,—সেই অন্তরের সার-সামগ্রী ভক্তিসুধা। ভগবানকে তিনি তাহাই প্রদান করিয়া থাকেন। এইরূপে 'যা তে ধামানি হবিষা যজন্তি' মন্ত্রাংশের অর্থ হয়,—যে স্থানে যে নামেই আপনাকে ভক্তিসহকারে অর্চ্চনা করে।' এই ভাবে পরবর্ত্তী অংশেও যে এক উচ্চ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার ও বঙ্গানুবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা উপলব্ধি হইবে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের 'অবীরহা' পদ কিঞ্চিৎ সমস্যা-মূলক। ভাষ্যের অর্থ—'বীরাণাং পরিপালকঃ।' বীর যাঁহারা, যাঁহাদের আত্মোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তাঁহারা তো নিজের শক্তির দ্বারাই ভগবানের কৃপাভাজন হইবেন! তাঁহাদের উদ্ধারে ভগবানের গুণমাহাত্ম্য অধিক আর কি প্রকাশ পায়? কিন্তু যাহারা অজ্ঞান নিরাশ্রয়—আপনার সামর্থ্যে যাহারা ভগবদনুকম্পা-লাভে অসমর্থ, তাহাদের উদ্ধারে বা আশ্রয়-দানেই তো তাঁহার মহিমা অধিকতর প্রকট হয়! এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা 'অবীরহা' পদের ভাষ্যাতিরিক্ত আর এক অর্থ—'অজ্ঞানা-কিঞ্চনানাং আশ্রয়দাতা' অর্থ—অধ্যাহার করিয়াছি। মন্ত্রে 'অবীরহণৌ' পদ আছে। সেই পদের অর্থ, ভাষ্যকার করিয়াছেন,—'বীরাণাং শিশূনাং হননমকুর্ব্বাণৌ।' 'বীর' অর্থে সেখানে

'শিশু' পদ অধ্যাহৃত হইয়াছে। শিশু—অজ্ঞান, সামর্থ্যহীন। যাহারা শিশুর ন্যায় অজ্ঞান, নিরাশ্রয় বা সামর্থ্যহীন, ভগবান তাহাদিগের আশ্রয়দাতা। এইরূপভাবে এবং অর্থে 'অবীরহা' পদে আমরা 'অজ্ঞানাকিঞ্চনানাং আশ্রয়দাতা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'প্রতরণঃ' পদের ভাষ্যানুসারী অর্থ—'প্রকর্ষেণ তরন্ত্যাপদো যেন স প্রতরণঃ। যদ্বা প্রতারয়তি যজ্ঞপারং প্রাপয়তীতি প্রতরণঃ।' ভগবান যে বিপদুদ্ধারকর্ত্তা—মানুষ পদে পদেই তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। তিনি যজ্ঞপার-প্রাপণকর্ত্তা। যজ্ঞ অর্থে কর্ম্ম বুঝায়। সংসার—কর্ম্মক্ষেত্র। কর্ম্ম ভিন্ন মানুষ তিষ্ঠিতে পারে না। কর্ম্মের নিবৃত্তি হইলেই কর্ম্মের বা যজ্ঞের পারে পৌঁছা যায়। যতচিতাত্মা ভিন্ন সে নৈষ্কর্ম্ম্যাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর নহে। একমাত্র ভগবদনুগ্রহেই—একমাত্র সাধনা-প্রভাবেই সেই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল ভাব হইতে মন্ত্রে এই প্রার্থনার ভাব উপলব্ধ হয় যে,—'হে ভগবন্! আপনি অজ্ঞান অকিঞ্চন আমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন এবং আমাদিগকে আশ্রয় দান করিয়া সংসার-সমুদ্র হইতে ত্রাণ করুন।'

এই অনুবাকের অষ্টম মন্ত্র এবং অষ্টম অনুবাকের প্রথম মন্ত্রের প্রথমাংশ অভিন্ন। অষ্টম অনুবাকের সেই মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণাদি পরিদৃষ্ট হইবে। বাহুল্য-ভয়ে এস্থলে তাহার আর পুনরুল্লেখ করিলাম না।

ভাষ্যমতে নবম মন্ত্র সোম-সম্বোধনে প্রযুক্ত। এই মন্ত্রে বস্ত্রের দ্বারা সোমকে আচ্ছাদন করিতে হয়। ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ হয় এই যে,—'হে সোম! তুমি বরুণপাশ-নিবারক হয়। যজ্ঞরূপ ব্রতকে যিনি ধারণ করেন, তিনিই ধৃতব্রত। হে সোম! উপসদস্বরূপ বলিয়া তুমি বরুণ-সম্বন্ধি হও। সেইরূপ বলিয়া ত্বদীয় সুখমিশ্রণহেতু বরুণাদিদেবগণের সখ্যাদ্বয় যেন আমি ছিন্ন না করি। (সকারান্ত অপশব্দ কর্ম্মবাচী) অর্থাৎ আমাদিগের কর্ম্মবিচ্ছেদ যেন সংঘটিত না হয়।' আমাদের মতে মন্ত্রটী শুদ্ধসত্ত্বসম্বোধনে প্রযুক্ত। শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের স্বরূপ; শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের প্রজ্ঞাপক, অপিচ শুদ্ধসত্ত্বের উদয়েই সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে,—মন্ত্রের প্রথমাংশে এই তত্ত্বই প্রকটিত। আমরা পূর্ব্বাপরই বলিয়া আসিতেছি এবং এই অনুবাকের মন্ত্র-সমূহের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে প্রথমেই বলিয়াছি—'সোম' শব্দে অন্তরের সেই শুদ্ধসত্ত্ব—ভক্তি-সুধাকেই বুঝাইয়া থাকে। সদ্ভাব ভিন্ন—ভক্তি ভিন্ন, সৎকর্ম্মের প্রেরণা আসে কি? তাই শুদ্ধসত্ত্বকে 'ধৃতব্রতঃ' বলা হইয়াছে; আর, শুদ্ধসত্ত্ব প্রভৃতি ভগবদ্বিভূতি, ভগবানের স্নেহকরুণার অনন্ত প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া দেয় বলিয়াই শুদ্ধসত্ত্ব 'বরুণঃ।' ভাষ্যকার 'বরুণোঽসি' মন্ত্রাংশে 'বরুণপাশস্য নিবারকোঽসি' অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব বরুণের পাশ নিবারণ করেন,—এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী কণ্ডিকার মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ভাষ্যকার 'বরুণঃ' পদে সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া ঐ পদের অর্থ করিয়াছেন,—রশ্মির দ্বারা জগৎ আবরক। আবার অষ্টম কণ্ডিকার শেষ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় 'বরুণস্য স্কম্ভনং' মন্ত্রের বরুণ পদে বলীবর্দ্দকে বুঝাইয়াছেন। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আর এক মন্ত্রের অন্তর্গত 'বরুণ' পদে বরুণ-দেবতাকে বুঝাইয়াছেন। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আর এক মন্ত্রের অন্তর্গত 'বরুণ' পদের ব্যাখ্যায় 'জলরূপে আবরণকারী' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ, বিভিন্ন স্থলে, বিভিন্ন প্রয়োজনে, 'বরুণ' পদের অর্থ বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। এখানে এই মন্ত্রে আবার 'বরুণং' পদে বরুণের পাশ অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা এক হিসাবে এইরূপ অর্থে মোহাবরণ উন্মোচনের—

সংসার-বন্ধন-ছেদনের ভাব প্রাপ্ত হই। সদ্ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে সমর্থ হইলে, সেই কর্ম্মই কর্ম্মক্ষয়ের কারণ হইয়া থাকে। শুদ্ধসত্ত্ব যে ভগবানের প্রীতিসাধক অপিচ শুদ্ধসত্ত্বেই যে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, 'বারুণং' পদে সেই ভাব প্রকাশ করিতেছে।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'শংযোঃ' পদে শুদ্ধসত্ত্বই যে ভগবানের সহিত সম্মিলন সাধন করে, এই তত্ত্বই অবগত হই। সমধর্ম্মাবলম্বী সামগ্রীর পরস্পর সম্মিলন—বিধি-বিশ্রুত। সৎস্বরূপ ভগবানের সহিত সদ্ভাব-প্রভাবেই সম্মিলিত হইতে পারা যায়। সদ্ভাবই তাঁহার স্বরূপ ব্যক্ত করে; সদ্ভাবই তাঁহাকে হৃদয়ে সংবাহিত করিয়া আছে। সমধর্ম্ম-বিশিষ্ট, সম-অবস্থাপন্ন সামগ্রীর মিলনই মাধুর্য্যসম্পন্ন হইয়া থাকে। তাই মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বকে 'শংযো' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ঐ পদে আত্মার আত্ম-সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষাও প্রকটিত দেখিতে পাই। যখনই বলা হইল,—শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের সহিত সদ্ভাবের মিশ্রণকারী, তখনই সেই গুণে গুণান্বিত হইবার উপদেশ এবং সেই উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে তদ্ভাবে ভাবান্বিত এবং তদ্‌গুণে গুণান্বিত হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইল বলিয়া মনে করি। গুণ দেখিয়া, রূপ দেখিয়া, ভাব দেখিয়া—সেই গুণে গুণান্বিত, সেই রূপে রূপান্বিত এবং সেই ভাবে ভাবান্বিত হইতে পারিলে তো সেই গুণময় গুণাতীতের সহিত—সেই রূপময় অরূপের সহিত—সেই ভাবময় ভাবাতীতের সহিত সম্মিলন সংঘটিত হইবে! তাই 'শংযোঃ' পদের উপদেশ—'শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের সহিত সংযোগ-সাধন করে। সুতরাং, ভগবানের অনুগ্রহ লাভে, তাঁহার সহিত সম্মিলনের অভিলাষী হইলে, সেই শুদ্ধসত্ত্ব আহরণে যত্নবান হও!' মন্ত্রের শেষাংশে কর্ম্মশক্তি এবং সদ্ভাব যাহাতে অন্তরে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। ভাষ্যমতে সকারান্ত 'অপঃ' শব্দ 'কর্ম্মবাচী'। আমরা ভাষ্যকারের এই নির্দ্দেশ অনুসারে 'অপসঃ' পদের 'কর্ম্মসামর্থ্যং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এই ভাবে মন্ত্রের যে ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। মন্ত্রের সঙ্কল্প—আমরা যেন এমন ভাবে না চলি, আমরা যেন এমন কর্ম্ম না করি, যদ্দ্বারা আমাদিগের কর্ম্মসামর্থ্য নষ্ট হয় এবং আমরা সৎসম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত হই।

এক্ষণে দশম, একাদশ ও দ্বাদশ—অনুবাকের এই শেষ তিনটী মন্ত্রের তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। ভাষ্যমতে দশম ও একাদশ মন্ত্র আজ্য-সম্বোধনে বিনিযুক্ত। দ্বাদশ মন্ত্রের প্রথমাংশে কোনও সম্বোধন পদের উল্লেখ নাই; তবে শেষাংশে তনুনপ্ত্র আজ্য সম্বোধন ভাষ্য-পাঠে উপলব্ধি হয়। দশম মন্ত্রের সহিত একটী উপাখ্যানের সম্বন্ধ দেখিতে পাই। সে উপাখ্যানটী এই,—দেবাসুরের সংগ্রাম-কালে দেবগণ আপনাপন প্রাধান্য-খ্যাপনের নিমিত্ত পরস্পর পরস্পরের বিরোধী হন। স্ব স্ব প্রধান হইয়া তাঁহারা পাঁচটী দলে বিভক্ত হইয়া পড়েন। পরস্পর-বিরোধী সেই পাঁচটী দলের পাঁচটী ব্যূহ রচিত হয়। অগ্ন্যাদি পঞ্চদেবতা সেনানী এবং বসুদেবগণ সৈন্য-সামন্ত রূপে সেই পাঁচটী ব্যূহে প্রতিষ্ঠিত হন। এইরূপ কিছুকাল পরস্পর পরস্পরের বিরোধী হইয়া অবস্থানান্তর তাঁহাদের মধ্যে বিবেকের উদয় হয়। তাঁহারা তখন বিচার করিয়া দেখেন, যদি তাঁহারা পরস্পর এইরূপভাবে আত্মকলহে নিযুক্ত থাকেন, তাহা হইলে, তাঁহারাই অসুরগণের জয়ের কারণ হইবেন। তখন পরস্পর বিরোধ পরিহারের জন্য, তাঁহারা পুত্রভার্য্যাদি সহ পরস্পর সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে,—আমাদিগের মধ্যে যিনিই বিরুদ্ধাচরণ করিবেন,

তিনিই স্বর্গভ্রষ্ট হইবেন, পুত্রকলত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে বিনষ্ট হইবেন। মন্ত্রের অঙ্গীভূত এই উপাখ্যানের অবতারণা করিয়া সূত্রকার বলিয়াছেন,—দেবগণের অনুসরণে মন্ত্রে মনুষ্যদিগের সেইরূপ শপথের বিষয় উপলব্ধি হয়। মনুষ্যদিগের মধ্যে যে প্রথমে বিদ্রোহী হইবে, সেই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে,—ইহাই তাৎপর্য্য।

যাহা হউক, আমরা মন্ত্রের মধ্যে এরূপ কোনও উপাখ্যানের অবতারণা করিবার কোনও হেতু দেখি না। যাহা হউক, ভাষ্য-মতে তিনটী মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে, নিম্নে যথাক্রমে তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছি; যথা,—

দশম মন্ত্র।—'আপতিঃ' পদে প্রাণকে বুঝায়। নিঃশ্বাস রূপে বহির্গত হয়, পরে আবার প্রশ্বাসরূপে অন্তর অভিমুখে পতিত হয় বলিয়াই 'আপতিঃ' পদ প্রাণ-দ্যোতক! হে আজ্য। প্রাণের নিমিত্ত তোমাকে এই পাত্রে গ্রহণ করিতেছি। নানা বিষয়ে পতিত হয় বলিয়া 'পরিপতিঃ' শব্দে মনকে বুঝায়। তনু অর্থাৎ শরীরকে যে বিনষ্ট করে না, তাহাকেই তনুনপ্তা বলা যায়। সেইরূপ অর্থে তনুনপ্তা পদে জাঠরাগ্নিকে বুঝাইয়া থাকে। শকনশীলকে শক্মন বলা যায়। শক্তিমান পুরুষের যাহা শক্তিস্বরূপ, তাহাই শাক্কর। শক্তিমন্ত পুরুষের যাহা 'ওজঃ বা সামর্থ্য, তাহাকেই 'ওজিষ্ঠ বলিতে পারি। ওজঃ অষ্টম ধাতু। তাহার সারভূত 'ওজিষ্টং।' এই সকল মন্ত্রের দ্বারা তনুনপ্ত্র স্বীকৃত হয়।'

একাদশ মন্ত্র।—'হে তনুনপ্ত্র আজ্য! তুমি ইতিপূর্ব্বে সকলরই অতিরস্কৃত ছিলে। ইতঃপরও অতিরস্কৃত ও দেবগণের সারভূত হও। তুমি হিংসারূপ অন্যান্য বিরোধ সমূহ হইতে আমাদিগকে পালন অর্থাৎ রক্ষা কর! অতএব তুমি পুনরায় অভিশস্তির অবিষয়ভূত হও।'

দ্বাদশ মন্ত্র।—দীক্ষণীয়েষ্টির অধিপতি যে দেবতা, সেই দেবতা দীক্ষাপতি। দীক্ষাপতি আমার এই দীক্ষা জ্ঞাত হউন। তপ অর্থাৎ উপসদের অধিপতি দেবতা মদীয় তপ অবগত হউন। আমি আর্জবের দ্বারা তনুনপ্ত্র-স্পর্শনরূপ শপথ প্রাপ্ত হই। হে তনুনপ্ত্রে! আমাকে শোভন-মার্গে—যজ্ঞকর্ম্মে স্থাপন কর।'

মন্ত্রের অর্থ-সম্বন্ধ সায়ণাচার্য্যের অভিমত ব্যক্ত হইল। শুক্লযজুর্ব্বেদে ভাষ্যকার মহীধর ও উবট প্রভৃতি মন্ত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা নিষ্পন্ন করিয়াছেন, বোধ-সৌকার্য্যার্থে এস্থলে তাহার উল্লেখ আবশ্যক মনে করি। মন্ত্র-সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত নিম্নে পরিব্যক্ত হইল; যথা,—তাঁহাদের মতে মন্ত্র-কয়টী বায়ুদেবতা-বিষয়ক এবং আজ্য-সম্বোধনে বিনিযুক্ত। ধ্রৌব-ব্রতপ্রদানে, যে পাত্রে ব্রত প্রদান করা হয়, সেই পাত্রে ধ্রুব আজ্য গ্রহণ করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবার বিধি। তদনুসারে দশম মন্ত্রের অর্থ; যথা,—'আপতয়ে' সততগমনশীল বায়ুর উদ্দেশ্যে, হে আজ্য, তোমাকে গ্রহণ করি। কিরূপ বায়ুর উদ্দেশ্যে? 'পরিপতয়ে'—সর্ব্বত্রপতনশীল অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী; 'তনূতপ্ত্র' যিনি বিশ্বকে বিস্তারিত করেন, সেই তনুর বা আত্মার পৌত্রের উদ্দেশ্যে। 'শাক্করায়'—শক্কর শব্দে আকাশ বুঝায়, তাহার অপত্য শাক্কর অর্থাৎ বায়ু। আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি; সুতরাং শাক্কর পদে বায়ুকে বুঝায়। 'শাক্করায়' অর্থাৎ বায়ুর উদ্দেশ্যে। 'শক্কন' সকলের শক্তিদাতা অথবা সকল কর্ম্ম করিতে সমর্থ এবং 'ওজিষ্ঠায়' অতিশয় তেজস্বী বায়ুর উদ্দেশ্যে। তৈত্তিরীয়গণের মতে মন্ত্রের যে অর্থান্তর প্রখ্যাপিত হয়,

তাহা এই,—'হে আজ্য! তোমাকে 'আপতয়ে' প্রাণদেবতার প্রীতির জন্য গ্রহণ করিয়া এই পাত্রে স্থাপন করিতেছি। সম্যক্‌প্রকারে দেহকে রক্ষা করে বলিয়া 'আপতিঃ' পদে প্রাণ বুঝায়। ইষ্টপ্রাপ্তির উপায় এবং অনিষ্টপরিহারোপায় চিন্তা করিয়া যিনি সর্ব্বতোভাবে পালন করেন, তিনিই 'পরিপতিঃ' অর্থাৎ মন; তাঁহার তৃপ্তির জন্য, হে আজ্য, তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। 'তনূ' বা শরীরকে যিনি বিনাশ করেন না, তিনিই 'তনূনপ্তা' বা জঠরাগ্নি। সেই জঠরাগ্নি-দেবতার প্রীতির জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। 'শক্করঃ' পদে শক্তিমান্ পুরুষে যাহা শক্তিস্বরূপ, তাহাই শাক্কর। মন্ত্রার্থ—শক্তিস্বরূপাভিমানী দেবতার প্রীতির জন্য, হে আজ্য, তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। শক্তিমান্ পুরুষে যাহা সার-স্বরূপ বিদ্যমান, তাহাই ওজ্রঃ অথবা ওজঃ নামক যে অষ্টম ধাতু, তাহারই সারভূত,—যাহাতে শরীরে শক্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে। মান্ত্রার্থ—ওজ বা সারাভিমানী দেবতার প্রীতির জন্য, হে আজ্য, তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। বলা বাহুল্য, মন্ত্রার্থ ক্রিয়াকাণ্ডের অনুসারী।

তাঁহাদের মতে, 'তনূনপ্ত্রে' ইত্যাদি মন্ত্র দক্ষিণমুখ হইয়া বেদিশ্রেণীতে আজ্যস্থালী স্থাপন-পূর্ব্বক ঋত্বিক ও যজমান এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। তাহাতে একাদশ মন্ত্রের অর্থ হয়,—"হে—'আজ্য! তুমি এইরূপ হও। কিরূপ? 'অনাধৃষ্টং' অর্থাৎ ইতিপূর্ব্বে অন্য কর্তৃক অতিরস্কৃত, 'অনাধৃষ্যং' অর্থাৎ পরবর্ত্তিকালেও তিরস্কাররহিত। 'দেবানামোজঃ' অর্থাৎ অগ্ন্যাদি দেবগণের সারভূত; 'অনভিশস্তি' অর্থাৎ নিন্দারহিত; 'অভিশস্তিপা' অর্থাৎ ঋত্বিকগণের পরস্পর-বিরোধে যে নিন্দা, তাহা হইতে রক্ষাকারী; 'অনভিশস্ত্যেন্যং' অর্থাৎ অনিন্দিত স্বর্গাদিতে নয়নকর্ত্তা।' দ্বাদশ মন্ত্রের অর্থ,—'যেহেতু তুমি এইরূপ হও, অতএব হে তনূতপ্‌ত্রা আজ্য! ঋত্বিক আমি ঋজুভাবে মানসকৌটিল্য রহিত হইয়া সত্যস্বরূপ আজ্য স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি। অপিচ, হে আজ্য! আমাকে শোভনমার্গে বা যজ্ঞকার্য্যে স্থাপন কর।' ভাষ্যের অনুসরণে মন্ত্রদ্বয়ের যে ইংরাজী অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

"For him who flies around and rushes onward I take thee, for Tanunapat, the mighty, the very strong, of all surpassing vigour.

"Strength of the Gods, inviolate inviolable still art thou, the strength that turns the curse away, uncursed and never to be cursed.

O Lord of Vows, let our vows be united. May Diksha's Lord allow my consecration, may holy Fervour's Lord approve my Fervour."

"May I go straight to truth. Place me in comfort."

এই তে গেল, ভাষ্য ও ভাষ্যকারের এবং তদনুবর্ত্তী অনুবাদকের অভিমত। এক্ষণে আমরা এই মন্ত্রদ্বয়ে কি ভাব উপলব্ধি করি, তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। এতৎপক্ষে

আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ অনুসরণ করিতে বলি। বোধ-সৌকর্য্যার্থ আমরা দশম ও একাদশ মন্ত্রকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়াছি। আমাদিগের মতে এই হৃদয়ের অন্তর্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বের সম্বোধনে বিনিযুক্ত। মন্ত্রত্রয় আত্মোদ্বোধনমূলক ও প্রার্থনা-জ্ঞাপক। এই মন্ত্রদ্বয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপলক্ষে আমরা অনেক স্থলে ভাষ্যকারের সহিত একমত হইতে পারি নাই। আমাদিগের প্রকাশিত ব্যাখ্যাদি ভাষ্যের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলেই, তাহা উপলব্ধ হইবে। কর্ম্মকাণ্ডের অনুসরণে ভাষ্যকার মন্ত্রত্রয়ের যে প্রয়োগ-বিধির উল্লেখ করিয়াছেন, আধ্যাত্মিক পক্ষে তাহার কোনই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয় না। তবে তাহা হইতে আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইবার উপযোগী একটা ভাবের উপলব্ধি জন্মে। সে ভাব এই যে, আজ্য লইয়া যেমন বেদিস্থিত সাধারণ অগ্নিকে আহুতি দিতে হয়; সেইরূপে সেই ভাবেই হৃদয়ের সদ্ভাবরাজিও ভগবানে অর্পণ করিতে হয়। ফলতঃ, পরমত্যাগশীল হইয়া ভগবানে আত্মসমর্পণই জন্মগতিনিরোধের একমাত্র উপায়।

দশম মন্ত্রের অন্তর্গত 'তনুনপ্ত্রে' পদের নানা অর্থ ভাষ্যে দেখিতে পাই। প্রধানতঃ ঐ পদে বায়ুকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। আবার 'তনু শরীরং ন পাতয়তি ন বিনাশয়তীতি তনুনপ্তা' এই বাক্যে 'তনুনপাৎ' পদে 'জঠরাগ্নিকে' লক্ষ্য করা হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদিগের মনে হয়,—যিনি প্রাণবায়ু-রূপে জগতের সর্ব্বত্র সর্ব্বজীবে বিরাজমান, 'তনূনপ্ত্রে' পদে সেই বিশ্বব্যাপী ভগবানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তাঁহার নিকট কর্ম্ম নবকলেবর প্রাপ্ত হয় বলিয়াই তিনি 'তনূনপাৎ'। তনূ+উন+প+অৎ—এই পদাংশ-চতুষ্টয়ের সমাবেশে 'তনূনপাৎ' পদ সিদ্ধ হয়। তাহারই চতুর্থীর একবচনে 'তনুনপ্ত্রে' পদ পাওয়া যায়। অর্থ হয়—'উন' (অসম্পূর্ণ, ক্ষীণ), 'তনু' (দেহের) 'প' (পালক, পূর্ণতাসাধক) যে সামগ্রী, তাহা যিনি 'অৎ' (ভক্ষণ) করেন, তাঁহাকেই 'তনুনপাৎ' কহে। কর্ম্মকে বিশুদ্ধ ভাব দান করিয়া, তাহার স্থূলভাব ক্লেদরাশি ভস্মসাৎ করেন বলিয়াই শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবান 'তনুনপাৎ' বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। দেহের 'পূর্ণতা'--কিনা 'স্থূলভাব', তাহার 'নাশ'—কিনা 'তনুনপাৎ'। ভাব এই যে, দেহাদিধারণমূলক কর্ম্মের নাশ। 'তনুনপ্ত্রে' পদে তাই আমরা 'বিশুদ্ধসত্ত্ব-ভাবসংরক্ষকায়' পক্ষান্তরে 'জন্মকারণনিবারকায়' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। এই অর্থেই 'তনূনপ্ত্রে' পদের সার্থকতা,—এই অর্থেই বিশেষণ- পদগুলির সার্থক প্রয়োগ সিদ্ধান্তিত হয়। উবটের মন্তব্যে প্রকাশ,—'তনুশব্দেনাত্মাভিপ্রেতঃ'। আত্মা শব্দে এখানে সেই পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। একমাত্র পরমাত্মাই—ভগবানই আত্মাকে রক্ষা বা পালন করেন; একমাত্র তিনিই সদ্ভাবসংরক্ষণে, জন্মগতিনিবারণে আত্মাকে শ্রেষ্ঠ-পদে স্থাপন করিয়া থাকেন।

মন্ত্রের অন্তর্গত অপরাপর পদের অর্থ বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ মত-পার্থক্য লক্ষিত হইবে না। 'শাক্বরায়' এবং 'শক্বন' পদদ্বয়ে এই ভাব প্রকাশ পায় যে,—ভগবান স্বয়ং যেমন সর্ব্বশক্তির-আধার, তেমনি তিনি আবার জীবে শক্তিসঞ্চারক। ঐ দুই পদে প্রার্থনা-কারীর কর্ম্মশক্তি-লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। ভগবান্—প্রাণ, মন, শক্তি ব্যাপিয়া অবস্থান করুন; তাঁহার কার্য্যে সমস্ত প্রাণ মন ও শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত হউক, ইহাই আকাঙ্ক্ষা। গুণ দেখিয়া গুণাধিকারী হইতে হইবে, তদ্‌গুণে গুণান্বিত ও তদ্ভাবে ভাবান্বিত

হইতে হইবে; তাই নানা গুণ-বিশেষণের সমাবেশ মন্ত্র-মধ্যে নিহিত দেখি। যে ভাবেই হউক, তাঁহাকে ভাব; যে গুণেই হউক, গুণান্বিত হও। তাঁহাকে লাভ করিবার ইহাই একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা! মন্ত্রের ভাব এই যে,—'আমাকে কর্ম্মশক্তি, প্রাণশক্তি, মননশক্তি প্রদান কর; আমি তোমার ভাবে ভাবান্বিত হইয়া, তোমার প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া, কায়মনোবাক্যে তোমার কর্ম্ম সম্পাদন করি। তাহাতেই আমার আনন্দ আসুক;—তাহাই আমার গতিমুক্তির হেতু হউক; তাহাই আমার মোক্ষদায়ক হউক।'

একাদশ মন্ত্রে সরল প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ভাষ্যকারের মতে এ মন্ত্রটীও আজ্যসম্বোধনমূক এবং আজ্যদেবতাক। বোধসৌকর্য্যার্থ আমরা মন্ত্রটীকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছি। আমরা এই মন্ত্রটীকে শুদ্ধসত্ত্বের সম্বোধনে বিনিযুক্ত বলিয়া মনে করি। ক্রিয়াকাণ্ডানুসারে ভাব যাহাই হউক, তৎসম্বন্ধে আমরা কোনই মন্তব্য প্রকাশ করিতে চাহি না। কিন্তু পূর্ব্বাপর আমরা যে ভাবে বেদমন্ত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, তৎসামঞ্জস্য-রক্ষণে এবং মন্ত্রের উচ্চভাব প্রকটনে তাহাই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। প্রথম (ক) অংশে যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা এই,—'হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি প্রমাদ-পরিশূন্য হিংসারহিত অর্থাৎ অজ্ঞানতা প্রভৃতি কর্তৃক অনভিভূত ও সর্ব্বাভীষ্টপূরক বা সর্ব্বফল-প্রদ; অতএব, আমার কর্ম্মেও তুমি সদা-বিশুদ্ধ, অতিরস্কৃত বা সুখসাধক হও।' শুদ্ধসত্ত্বের উদয়ে অন্তঃশত্রু কামক্রোধাদি নষ্ট হয়। তখন আর তাহাদের আক্রমণে কোনও অনুষ্ঠানেই ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে না; তখন আর অজ্ঞানতাজনিত ভ্রমপ্রমাদও আসিয়া কর্ম্ম পণ্ড করে না। ফলে, সৎপথে পরিচালিত হইয়া, কর্ম্ম তখন ভগবানেই নিয়োজিত হয়। ভগবানে নিয়োজিত কর্ম্মেই ভগবৎ-প্রাপ্তি ঘটে। তাই হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব সর্ব্বফলপ্রদ। সেইজন্যই শুদ্ধসত্ত্বরূপ ভগবানকে ঐরূপ গুণ-বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় (খ) অংশের মর্ম্ম এই যে,—'তুমি দেবগণের শক্তিস্বরূপ, অনিন্দনীয়, পাপসংসর্গরহিত, অপিচ তুমি পাপ হইতে পরিত্রাণকারী এবং অনিন্দনীয় পরমলোকে নয়নসমর্থ।' পাপ যখন হৃদয়কে কলুষিত করে, তখন সে হৃদয়ে আর সদ্ভাবালোক পৌঁছিতে পারে না। তবে পাপী কি উদ্ধার-লাভ করে না? করে—যদি কোনও প্রকারে ভগবানের অনুগ্রহভাজন হইতে পারে। ভগবানের অনুগ্রহ হইলে তাহার হৃদয় শুদ্ধসত্ত্বভাবে বিমণ্ডিত হয়; তখন দিব্যজ্ঞানজ্যোতিতে তাহার হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। সেই অবস্থায়ই সে ভগবানকে পাইবার অধিকারী হয়। সদ্ভাব যেমন স্বয়ং পাপসম্বন্ধরহিত, তেমনই তাহা আবার মানুষকে পাপসংসর্গ হইতে মুক্ত করে। এইজন্যই শুদ্ধসত্ত্বকে পাপ-সংশ্রবশূন্য বলা হইয়াছে। দেবগণ তখনই শক্তিশালী হন, যখন মানুষ পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়া শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হয়। এই ভাবেই বিশুদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব পাপ হইতে পরিত্রাণকারক, আর এই ভাবেই বিশুদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব অনিন্দিত পরমধামে ভগবৎসন্নিকর্ষে লইতে সমর্থ। দ্বাদশ মন্ত্রে প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'এবম্বিধ যে আপনি, সেই আপনি আমাকে এমন সাধুগত কল্যাণকর শোভনীয় মার্গে স্থাপন করুন, যাহাতে আমি নির্ম্মলচিত্তে সৎপথে চলিয়া সত্যস্বরূপ ভগবানকে লাভ করিতে পারি।' মন্ত্রার্থ-বিশ্লেষণে এবম্বিধ ভাব হওয়া যায়। ফলতঃ, মন্ত্র উচ্চভাবমূলক। ক্রিয়াকাণ্ডের অতীত এক উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব মন্ত্রে প্রকটিত। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

উপসংহারে, অগ্নিকে, 'দীক্ষাপতিঃ' ও 'তপস্পতিঃ' বলিবার তাৎপর্য্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। পাপক্ষয়কারী পুণ্যজনক কর্ম্মমাত্রই ব্রতপর্য্যায়ভুক্ত। আবার পবিত্রকারী মানসিক নির্ম্মলতা-সাধক ব্রত-নিয়মাদি তপঃ-পর্য্যায়ভুক্ত। ব্রতাদি কর্ম্মে স্থিতি—দীক্ষা। জ্ঞান—এতৎসমুদায়ের পথ প্রদর্শন করে বলিয়া, জ্ঞানাগ্নিকে প্রায়শঃ 'ব্রতপাঃ' 'ব্রতপতে' প্রভৃতি সম্বোধনে অভিহিত করা হয়। স্বরূপ-জ্ঞান না জন্মিলে, কোন্‌টী সৎকর্ম্ম কোন্‌টী অসৎকর্ম্ম—তাহা কেমন করিয়া চিনিতে পারা যায়? অনেক সময় আমরা যাহাকে সৎকর্ম্ম বলিয়া মনে করি, যাহাকে ভগবানের প্রীতিসাধক বলিয়া জ্ঞান করি, তাহা হয় তো ভ্রান্তিবিমিশ্র বা কলুষিত হইয়া থাকে। অগ্নি-পরীক্ষায় পরীক্ষিত না হইলে, সৎকর্ম্ম অসৎকর্ম্ম নির্ব্বাচন করা কঠিন হইয়া উঠে। ভ্রান্তিবশে অনেক সময় অনেক কর্ম্মকে সৎকর্ম্ম বলিয়া মনে করি বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তৎসমুদায় সৎকর্ম্ম নহে। অগ্নিদেব অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নিই তাহা পরীক্ষা করিতে সমর্থ। ক্লেদরাশি আবর্জ্জনারাশি ভস্মীভূত করিতে তিনিই অদ্বিতীয়। পরীক্ষার অনলে দগ্ধীভূত হইয়া কর্ম্ম ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন হয়—তাঁহারই নিকট। তাই অগ্নিদেবকে বা অন্তরস্থিত জ্ঞানবহ্নিকে 'ব্রতপাঃ' 'দীক্ষাপতিঃ' 'তপস্পতিঃ' প্রভৃতি বলা হইয়াছে। গীতায় ত্রিবিধ তপের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে; যথা,—কায়িক, বাচিক ও মানস। দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ জনের পূজা, শৌচ, ঋজুতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা—এই কয়টী শারীর তপঃ। প্রিয়, হিত, সত্য, অনুদ্বেগকর বাক্য ও স্বাধ্যায়াভ্যাস—এই কয়টী বাচিক তপঃ। আর মনঃপ্রসাদ, সৌম্যত্ব, মৌন, আত্মনিগ্রহ ও ভাবশুদ্ধি—এই কয়টী মানসতপঃ। কোনও কোনও মতে আবার সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস—এই ত্রিবিধ তপের বিষয় উল্লিখিত হয়। যাহাতে কোনও ফলাকাঙ্ক্ষা নাই, তাহার নাম সাত্ত্বিক তপঃ। সৎকার, মান ও পূজার্থ দম্ভপূর্ব্বক যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম রাজস; রাজস তপঃ অস্থায়ী ও ভঙ্গুর। পরের উৎসাদন বা তাদৃশ দুরাগ্রহবশতঃ আত্মাকে পীড়িত করিয়া যাহার অনুষ্ঠান করা হয়, তাহার নাম তামস তপঃ। মরীচির মতে—যাহার দ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পন্ন, পাপ বিনষ্ট, স্বর্গসাধন ও সিদ্ধি সংঘটিত হয়, তাহার নাম তপঃ। বেদান্তাদি দর্শন-শাস্ত্রমতে, তপঃ ঈশ্বরের বিভূতি-বিশেষ। অগ্নিতে ধাতুর ন্যায় পাপাদি মলভার বিগলিত হয়; এই জন্য ইহার নাম তপঃ। তন্ত্রমতে 'দীক্ষা' অর্থ—মন্ত্রের উপদেশ। "দীয়তে জ্ঞানমত্যন্তং ক্ষীয়তে পাপসঞ্চয়ঃ। তস্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।" ফলতঃ, জ্ঞানই সকলের মূলীভূত। বিশুদ্ধ জ্ঞান ভিন্ন সদসৎ-বিচারে আর কেহ সমর্থ নহে। সেই জ্ঞান-দৃষ্টি লাভ করিয়া, ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি হইলেই কর্ম্মক্ষয়ে মোক্ষ অধিগত হয়। জ্ঞানের প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে মনের প্রভাবও অল্প কার্য্যকরী নহে। জ্ঞান কর্ম্ম প্রভৃতি অপেক্ষা, কেহ কেহ আবার মনের প্রাধান্যই খ্যাপন করেন। ত্রিবিধ তপের কোনও তপই মন ভিন্ন সুসিদ্ধ হইবার নহে। মন যদি উচ্ছৃঙ্খল হয়, মন যদি দুর্নিবার হয়, কাহার সাধ্য তপশ্চারণ করে! শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুনের উক্তিতে সে তত্ত্ব পূর্ণ প্রকটিত। শ্রীভগবানও স্বীকার করিয়াছেন,—"অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।" মনকে বশীভূত না করিতে পারিলে, কর্ম্মই বল, জ্ঞানই বল, আর ভক্তিই বল—কিছুই সম্ভবপর হয় না। আবার ইন্দ্রিয়-সমূহের মধ্যে মনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভগবদুক্তিতেই তাহা বিস্পষ্টীকৃত হইয়াছে। ভগবান

বলিয়াছেন,—"ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি।" সুতরাং মনই সকলের মূলীভূত। অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশীভূত করিয়া তপশ্চারণে অগ্রসর হইলেই সিদ্ধি লাভের সম্ভাবনা। মনকে ভগবানের প্রতি নিয়োজিত করিতে পারিলেই—একাগ্রমনে তাঁহার পাদপদ্ম স্মরণ করিতে সমর্থ হইলেই—সকল চিন্তার অবসান হয়। চিন্তাময় চিৎস্বরূপের করুণায় সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—১০ অনুবাক)॥

—— • ——

একাদশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। একাদশোঽনুবাকঃ।)

(১) অংশুরংশুস্তে দেব সোমাঽপ্যায়তামিন্দ্রায়ৈকধনবিদ আ
আ তুভ্যমিন্দ্রঃ প্যায়তামা ত্বমিন্দ্রায় প্যায়স্বাঽপ্যায়য় সখীন্‌ৎসন্যা
মেধয়া স্বস্তি তে দেব সোম স্তুত্যামশীয়।

(২) এষ্টা রায়ঃ প্রেষে ভগায়র্ত্তমৃতবাদিভ্যো
নমো দিবে নমঃ পৃথিব্যা।

(৩) অগ্নে ব্রতপতে ত্বং ব্রতানাং ব্রতপতিরসি যা
মম তনূরেষা সা ত্বয়ি যা তব তনূরিয়ং সা ময়ি
সহ নৌ ব্রতপতে ব্রতিনোর্ব্রতানি।

(৪) যা তে অগ্নে রুদ্রিয়া তনূস্তয়া নঃ পাহি তস্যাস্তে স্বাহা।

(৫) যা তে অগ্নেঽয়াশয়া রজাশয়া হরাশয়া তনূর্ব্বর্ষিষ্ঠা

গহ্বরেষ্ঠোগ্রং বচো অপাবধীং ত্বেষং বচো অপাবধী৺ স্বাহা॥ ১১॥

* * *

অথ পদপাঠঃ।

(১) অ৺শুর৺শুরিত্য৺শুঃ—অ৺শুঃ। তে। দেব। সোম। এতি। প্যায়তাম্।

ইন্দ্রায়। একধনবিদ ইত্যেকধন—বিদে। এতি। তুভ্যম্। ইন্দ্রঃ। প্যায়তাম্।

এতি। ত্বম্। ইন্দ্রায়। প্যায়স্ব। এতি। প্যায়য়। সখীন্। সন্যা।

মেধয়া। স্বস্তি। তে। দেব। সোম। সুত্যাম্। অশীয়।

(২) এষ্টঃ। রায়ঃ। প্রেতি। ইষে। ভগায়। ঋতম্। ঋতবাদিভ্য

ইত্যৃতবাদি—ভ্যঃ। নমঃ। দিবে। নমঃ। পৃথিব্যৈ।

(৩) অগ্নে। ব্রতপত ইতি ব্রত—পতে। ত্বম্। ব্রতানাম্। ব্রতপতিরিতি

ব্রত—পতিঃ। অসি। যা। মম। তনূঃ। এষা। সা। ত্বয়ি। যা। তব।

তনূঃ। ইয়ম্। সা। ময়ি। সহ। নৌ। ব্রতপত ইতি

ব্রত—পতে। ব্রতিনোঃ। ব্রতানি।

(৪) যা। তে। অগ্নে। রুদ্রিয়া। তনূঃ। তয়া। নঃ।

পাহি। তস্যাঃ। তে। স্বাহা।

(৫) যা। তে। অগ্নে। অয়াশয়েত্যয়া—শয়া। রজাশয়েতি রজা—শয়া।

হরাশয়েতি হরা—শয়া। তনূঃ। বর্ষিষ্ঠা। গহ্বরেষ্ঠেতি গহ্বরে—স্থা। উগ্রম্।

বচঃ। অপেতি। অবধীম্। ত্বেষম্। বচঃ। অপেতি। অবধীম্। স্বাহা ॥ ১১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। (ক) 'দেব' (হে দ্যোতমান্, দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত) 'সোম' (মম জন্মসহজাত অন্তর্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব!) 'তে' (তব) 'অংশুরংশুঃ' (সর্ব্বোঽপি অবয়বঃ, যদ্বা—যদপি উৎকর্ষপ্রাপ্তঃ অপিচ যদপি হীনতেজস্কঃ তৎসর্ব্বোঽপি ইত্যর্থঃ) 'একধনবিদে' (একং মুখ্যং পরমধনং তস্য বেদিত্রে প্রজ্ঞাপয়িত্রে বা, যদ্বা—মোক্ষধনপ্রদাত্রে ইতি ভাবঃ) 'ইন্দ্রায়' (পরমৈশ্বর্য্যশালিনে ভগবতে) 'আপ্যায়তাং' (বর্দ্ধয়তাং, উদ্বোধয়তাং, উৎসর্গয়তাং ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধনমূলকঃ সঙ্কল্পসূচকশ্চ। ভগবৎপ্রীতয়ে হৃদ্‌গতান্ সর্ব্বান্ সদ্ভাবান নিয়োজয়ায় সঙ্কল্পঃ অত্র বিদ্যতে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হৃদি বর্ত্তমানাঃ সর্ব্বাঃ সদ্ভাবাঃ ভগবৎসন্নিকর্ষং লভন্তু।

(খ) হে শুদ্ধসত্ত্বঃ! 'তুভ্যং' (তদ্‌গ্রহণায়, তব বিশুদ্ধতাসম্পাদনায়) 'ইন্দ্রঃ' (পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্) 'আপ্যায়তাং' (অভিবৃদ্ধঃ ভবতু, যদ্বা—ত্বদভিবৃদ্ধয়ে উদ্‌বুদ্ধঃ ভবতু); অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বমপি 'ইন্দ্রায়' (ইন্দ্রদেবপ্রীত্যর্থং, যদ্বা—ভগবতঃ গ্রহণায় ইত্যর্থঃ) 'আপ্যায়স্ব' (অভিবৃদ্ধঃ ভব,—পবিত্রতাং গচ্ছত ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধনমূলকঃ। অত্র সাধকঃ ভগবল্লাভায় চিত্তোৎকর্ষতাং প্রার্থয়তি।

(গ) হে দ্যোতমান্ দেব! 'সখীন্' (সখিবৎপ্রীতিবিষয়ান্, তবপ্রীতিহেতুভূতান, যদ্বা—

তৎপ্রতি প্রীত্যাতিশয়যুক্তান্ ইতি যাবৎ) 'অস্মান্' (সাধনসম্পন্নান্, যদ্বা—ভক্তিযুতান্ সাধকান্ ইতি ভাবঃ) 'সখ্যা' (পরমধনদানেন) 'মেধয়া' (তদ্ধারণশক্ত্যা চ) 'আপ্যায়য়' (প্রবর্দ্ধয়)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অত্র সাধকঃ মোক্ষলাভায় হৃদি ভগবৎপ্রতিষ্ঠার্থং চ ভগবন্তং অর্চ্চয়তি। ভাবার্থঃ—হে ভগবন্! মাং মোক্ষাধিকারিণং মেধাবিঞ্চ কুরু।

(ঘ) হে 'দেব সোম' (হে দ্যোতমান্ শুদ্ধসত্ত্বরূপ ভগবন্! 'তে' (তব, তবসম্বন্ধিনং) 'স্বস্তি' (ক্ষেমং, মঙ্গলং) অস্মভ্যং অবিনাশং ভবতু; তব প্রসাদাৎ অবিনাশেন 'সুত্যাং' (কর্ম্মফলং—ভগবৎপ্রাপ্তিরূপং ইতি ভাবঃ) 'অশীয়' (প্রাপ্নুয়াং, যদ্বা—তব কার্য্যে বয়ং ব্যাপৃতাঃ ভবাম)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—ময়ি সদ্ভাবাঃ অবিচলিতাঃ তিষ্ঠন্তু। তেনাহং সত্যস্যাধারং ভগবন্তং প্রাপ্নোমি।

২। (ক) হে ভগবন্! 'প্রেষে' (প্রেষ্যমাণায়, অভিলষিতরূপায় ইত্যর্থঃ) ভগায়' (ঐশ্বর্য্যায়, পরমধনায় ইতি ভাবঃ) 'রায়ঃ' (ধনানি, সর্ব্বকর্ম্মফলানি—শুদ্ধসত্ত্বরূপাণি ইতি ভাবঃ) 'এষ্টা' (সর্ব্বতোভাবেন দত্তা—অস্মভ্যমিতি শেষঃ)। প্রার্থনা—ত্বৎপ্রসাদাৎ অস্মাকং অভিলষিতং মোক্ষধনং সন্তু ইতি ভাবঃ। 'ঋতবাদিভ্যঃ' (সৎকর্ম্মসম্পন্নেভ্যঃ, যদ্বা—সৎকর্ম্মকারিণাং অস্মাকং) 'ঋতং' (অবশ্যম্ভাবিফলোপেতং, যদ্বা—কর্ম্মফলমিতি ভাবঃ) সম্পাদয় অথবা অস্তু ইতি শেষঃ। ভাবার্থঃ—ত্বৎপ্রসাদাৎ অস্মাকং সৎকর্ম্ম সুফলমণ্ডিতং ভবতু।

(খ) 'দিবে' (দ্যুলোকাধিষ্ঠাত্রে দেবায়) 'নমঃ' (নমস্করোমি); 'পৃথিব্যৈ' (ভূলোকাধিষ্ঠাত্রে দেবায় ইত্যর্থঃ) 'নমঃ' (নমস্করোমি); তয়োরনুগ্রহেণ অস্মাকং সিদ্ধিঃ ভবতু। অথবা' নমঃ' (নমস্কাররূপং সৎকর্ম্ম, মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ ইতি ভাবঃ) 'দিবে' (দ্যুলোকং ব্যাপ্য) প্রকাশতু ইতি শেষঃ; অপিচ 'নমঃ' (মম নমস্কাররূপং সৎকর্ম্ম, মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ বা ইতি ভাবঃ) 'পৃথিব্যা' (ভূর্লোকং ব্যাপ্য প্রকাশতু ইতি ভাবঃ।

৩। (ক) 'ব্রতপতে' (সংকর্ম্মপালক, যদ্বা—সৎকর্ম্মকারিণাং প্রতি সদা-অনুগ্রহপরায়ণ) 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানময় হে ভগবন্!) ত্বং 'ব্রতানাং' (সৎকর্ম্মকারিণাং) 'ব্রতপতিঃ' (সৎকর্ম্মণঃ পালকঃ, যদ্বা—সৎকর্ম্মকারিণাং প্রতি প্রীত্যাতিশয়যুক্তঃ, কিঞ্চ তেষু সদ্ভাবসংরক্ষকঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ অহং ত্বাং শরণং গচ্ছামি। মাং সদ্ভাবাধিকারী কুরু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ।

(খ) অতঃ হে দেব। 'যা' (কলুষকলঙ্কপরিম্লানং) 'মম তনূঃ' (মম পাপপঙ্কিলং শরীরমিতি ভাবঃ) 'সা এষা' (সা খলু তনূঃ) 'ত্বয়ি' (তব শরীরে) ভবতু—লীনং প্রাপ্নোতু ইত্যর্থঃ; অপিচ, 'তব' (সৎকর্ম্মপালকস্য তব ইত্যর্থঃ) 'যা তনূঃ' (যং পবিত্রকারকং পুণ্যময়ং শরীরং) 'সা ইয়ং' (তং তব পবিত্রকারকং পুণ্যময়ং শরীরং) 'ময়ি (মহ্যং) ভবতু ইতি শেষঃ। ত্বদীয়ং মদীয়ঞ্চ অভিন্নশরীরং ভবেৎ ইতি ভাবঃ। মন্ত্রাংশোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অত্র প্রার্থিনঃ পরমাত্মনি আত্মসম্মিলনাকাঙ্ক্ষা প্রকাশতে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! কলুষকলঙ্কপরিলিপ্তং পাপক্লিষ্টং মম ভৌতিকং শরীরং নাশয়িত্বা ময়ি তব পূতং দেবদেহং স্থাপয়। মর্ম্মার্থস্তু—পাপাৎ মাং ত্রাহি পরং চ মাং পবিত্রং সত্ত্বসমন্বিতং কুরু। ত্বয়া সহ আত্মসম্মিলনেন অহং পরমাং গতিং লভেম ইতি ভাবঃ।

(গ) তথা সতি হে 'ব্রতপতে' (হে সৎকর্ম্মপালক প্রজ্ঞানাধার ভগবন্!) 'ব্রতিনোঃ' (সৎকর্ম্মণঃ অনুষ্ঠাতারঃ অস্মাকং) 'ব্রতানি' (অনুষ্ঠেয়ানি সৎকর্ম্মাণি) 'নৌ সহ' (ত্বয়া ময়া চ সহ ইত্যর্থঃ) 'অনু' (অনুমন্যতাং, প্রবর্ত্ততাং ইত্যর্থঃ)। যাবান্ ব্রতেষু মমাদরস্তাবান্ তবাপি ভবতু ইতি ভাবঃ। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলক।

৪। 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্!) 'রুদ্রিয়া' (রুদ্রভাবসম্পন্নং—শত্রুনাশকং ইত্যর্থঃ) 'তে' (তব) 'যা' (যৎ প্রসিদ্ধং পবিত্রকারকং ইতি ভাবঃ) 'তনূঃ' (শরীরং) অস্তি 'তয়া' (পবিত্রকারকেন শত্রুনাশকেন তেন শরীরেন—প্রভাবেন চ ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'পাহি' (পালয়, পরিত্রায়স্ব)। 'তে' (তব) 'তস্যা' (সা শত্রুনাশকং তনূঃ) 'স্বাহা' (সুহুতমস্তু, স্বাহামন্ত্রেণ প্রার্থয়ামি ইতি ভাবঃ)। অয়ং ভাবঃ—ভবতাং প্রভাবেন অহং শত্রুনাশসামর্থ্যং নির্ম্মলং সত্ত্বভাবং চ লভেয়ং ইতি প্রার্থনা।

৫। 'অগ্নে' (হে প্রজ্ঞানময় ভগবন্!) 'বর্ষিষ্ঠা' (উরুতমং, শ্রেষ্ঠতমং, যদ্বা—ভক্তানাম-ভীষ্টবর্ষণশীলং ইতি ভাবঃ) 'গহ্বরেষ্ঠাঃ' (হৃদাং অতিনিগূঢ়দেশে স্থিতং) 'অয়াশয়া' (লৌহময়ং বজ্রবৎ অতিকঠোরং, তমোরূপং ইতি ভাবঃ) 'তে' (তব) 'যা' (যৎ প্রসিদ্ধং) 'তনূঃ' (শরীরং) অস্তি তমোরূপং তব তচ্ছরীরং, অপিচ 'রজাশয়া' (রজতময়ং, রজোভাবসমন্বিতং ইতি ভাবঃ) তব তচ্ছরীরং, তথা 'হরাশয়া' (হিরণ্ময়ং, সত্ত্বভাবসমন্বিতং ইত্যর্থঃ) তব তচ্ছরীরং 'উগ্রং বচঃ' (শত্রূণাং অতিতীব্রবাক্যং, হিংসাপ্রলোভনাদিনাং পাপসঙ্কল্পব্যঞ্জকং কর্ম্ম ইতি ভাবঃ) 'অপাবধীং' (বিনাশয়তি) অপিচ 'ত্বেষং বচঃ' (তেষাং শত্রূণাং পৌরুষ-ব্যঞ্জকং বাক্যং, যদ্বা—কামক্রোধাদীনাং হৃদয়াভিভবকারিণীং শক্তিং ইত্যর্থঃ) 'অপাবধীং' (বিনাশয়তি)। 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ ত্বাং পূজয়ামি ; সুহুতং সুসিদ্ধং অস্তু মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ) মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ। সত্ত্বরজস্তমস্ত্রিমূর্ত্তিভিঃ ভগবান সর্ব্বান্ শত্রূন্ নাশয়তি। অতঃ তৈঃ ত্রিভাবৈঃ স ভগবান অস্মাকং সর্ব্বশত্রূন্ নিরাকৃত্য অস্মাকং আরব্ধং কর্ম্ম সুসিদ্ধং করোতু অপিচ অস্মান্ ভগবৎসামীপ্যং প্রাপয়তু। (১অষ্টক—২প্রপাঠক—১১অনুবাক)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। (ক) হে দ্যোতমান্ দীপ্তিদানাদি-গুণযুক্ত আমার জন্মসহজাত অন্তর্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তোমার সকল অবয়ব অর্থাৎ উৎকর্ষপ্রাপ্ত ও হীনতেজস্ক সকল অংশ, একধনবিৎ অর্থাৎ মোক্ষধন-প্রদায়ক পরমৈশ্বর্য্য-শালী ভগবানের প্রীতির বা সেবার নিমিত্ত নিবেদিত অর্থাৎ উৎসর্গীকৃত হউক। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক ও সঙ্কল্পসূচক। ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত হৃদ্গত সদ্ভাবসমূহকে নিয়োজিত করিবার সঙ্কল্প মন্ত্রে বিদ্যমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমার হৃদয়ে বর্ত্তমান সর্ব্ববিধ সদ্ভাবসমূহ ভগবৎসন্নিকর্ষ প্রাপ্ত হউক অর্থাৎ আত্মোন্নতি হউক)।

(খ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! তোমাকে গ্রহণ জন্য (তোমার বিশুদ্ধতা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে) পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান অভিবৃদ্ধ হউন অথবা তোমাকে অভিবৃদ্ধ করিতে উদ্বুদ্ধ হউন! অপিচ, তুমিও ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত অথবা তাঁহার জন্য অভিবৃদ্ধ অথবা উৎকর্ষসম্পন্ন বা পবিত্রতা-প্রাপ্ত হও। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। এখানে ভগবানকে পাইবার জন্য সাধক চিত্তের উৎকর্ষ প্রার্থনা করিতেছেন)।

(গ) হে দ্যোতমান্ দেব! সখিবৎ প্রীতির সামগ্রী অথবা তোমার প্রতি প্রীত্যাতিশয়যুক্ত, সাধনসম্পন্ন বা ভক্তিযুক্ত সাধকগণকে (অর্চ্চনাকারী আমাদিগকে) পরমধনদানে এবং আপনাকে হৃদয়ধারণযোগ্য শক্তির দ্বারা প্রবর্দ্ধিত করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। এখানে হৃদয়ে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত এবং মোক্ষলাভের জন্য ভক্ত সাধক প্রার্থনা জানাইতেছেন। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাকে মোক্ষাধিকারী ও মেধাবী করুন)।

(ঘ) হে দ্যোতমান্ শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্! তোমার সম্বন্ধি মঙ্গল আমাদিগের মধ্যে অবিনাশী হউক। তোমার অনুগ্রহে আমরা যেন বিনাশ-রহিত হইয়া ভগবৎ-প্রাপ্তিরূপ কর্ম্মফল প্রাপ্ত হই; অথবা তোমার কার্য্য (সৎকর্ম্ম) সম্পাদনে ব্যাপৃত থাকি। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। আমাতে সদ্ভাব ও শুদ্ধসত্ত্ব অবিচলিত ভাবে অবস্থিতি করুক; এবং তদ্দারা সৎস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হই)।

২। (ক) হে ভগবন্! আমাদিগের অভিলষিত পরমৈশ্বর্য্য (মোক্ষরূপ ঐশ্বর্য্য) লাভের নিমিত্ত, আমাদিগের সকল কর্ম্মফল (নিখিল শুদ্ধসত্ত্ব-সদ্ভাবাদি) আপনাকে সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের দ্বারা প্রদত্ত হইতেছে; প্রার্থনা—আপনার প্রসাদে আমাদিগের অভিলষিত মোক্ষধন অধিগত হউক। সৎকর্ম্মকারী আমাদিগকে কর্ম্মফল অর্থাৎ মোক্ষফল প্রদান করুন। (ভাবার্থ—আপনার অনুগ্রহে আমাদের কর্ম্ম সুফল-মণ্ডিত এবং মোক্ষফল-সমন্বিত হউক)।

(খ) দ্যুলোকাধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে নমস্কার করিতেছি; ভূলোকাধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে নমস্কার করিতেছি। তাহাদের অনুগ্রহে আমাদিগের সঙ্কল্প সিদ্ধ হউক। অথবা আমার নমস্কাররূপ সৎকর্ম্ম দ্যুলোক ব্যাপিয়া

প্রকাশ পাউক; এবং আমার নমস্কার রূপ সৎকর্ম্ম ভূলোক ব্যাপিয়া প্রকাশ পাউক। (ভাবার্থ—আমার সৎকর্ম্ম সর্ব্বলোকে ব্যাপ্ত হউক)।

৩। (ক) সৎকর্ম্মপালক অথবা সৎকর্ম্মকারিগণের প্রতি অনুগ্রহ-পরায়ণ প্রজ্ঞানময় হে ভগবন্! আপনি সৎকর্ম্মকারীদিগের প্রতি প্রীত্যাতি-শয়যুক্ত অর্থাৎ তাহাদিগের মধ্যে সদ্ভাবসংরক্ষক হয়েন। অতএব আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিতেছি। প্রার্থনা—আপনি অনুগ্রহ-পরায়ণ হইয়া আমাকে সদ্ভাবাধিকারী করুন।

(খ) অতএব হে দেব! কলুষ-কলঙ্ক-পরিম্লান আমার পাপপঙ্কিল যে দেহ, তাহা আপনার শরীরে বর্ত্তমান হউক অর্থাৎ লয়প্রাপ্ত হউক (লীন হউক); এবং সৎকর্ম্মপালক আপনার যে পবিত্র পুণ্যময় শরীর আছে, আপনার সেই পবিত্র-কারক পুণ্যময় শরীর আমাতে বর্ত্তমান হউক অর্থাৎ লীন হউক। (মন্ত্রাংশ প্রার্থনামূলক। এখানে প্রার্থনাকারী পর-মাত্মায় আত্মসম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা জানাইতেছেন। প্রার্থনার ভাব এই যে,—কলুষ-কলঙ্ক-পরিলিপ্ত পাপময় আমার এই ভৌতিক দেহ নাশ করিয়া আমাতে আপনার পুণ্যপুত দেবদেহ স্থাপন করুন। মর্ম্মার্থ এই যে,—আমাকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিয়া পবিত্র সত্ত্বসমন্বিত করুন অর্থাৎ আপনার অনুগ্রহে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া আমি যেন পবিত্র শুদ্ধসত্ত্ব-সমন্বিত এবং সদ্ভাবযুক্ত হই)।

(গ) হে সৎকর্ম্মপালক প্রজ্ঞানাধার দেব! (আপনার ও আমার শরীর এইরূপে বিনিময় হইলে) আমার অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্ম-সমূহ, আপনার ও আমার উভয়ের সহিত প্রবর্ত্তিত হউক অর্থাৎ আমার কার্য্যে আমার ন্যায় আপনারও আদর বা প্রাতি হউক।

৪। প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্! রুদ্রভাবসম্পন্ন অর্থাৎ শত্রুনাশক আপনার যে পবিত্রকারক প্রসিদ্ধ শরীর আছে, পবিত্রকারক শত্রুনাশক সেই শরীরের প্রভাবে আপনি আমাদিগেকে পরিত্রাণ করুন। স্বাহামন্ত্রের দ্বারা আপনার সেই শরীর প্রার্থনা করিতেছি। (ভাব এই যে,—আপনার অনুগ্রহে আমি যেন শত্রুনাশ-সামর্থ্য এবং নির্ম্মল সত্ত্বভাব লাভ করি)।

৫। প্রজ্ঞানময় হে ভগবন্! শ্রেষ্ঠতম অথবা ভক্তগণের অভীষ্ট-বর্ষণশীল, হৃদয়ের অতি নিগূঢ় প্রদেশে অবস্থিত, লৌহময় অথবা বজ্রবৎ

অতি-কঠোর অর্থাৎ তমোরূপ আপনার যে শরীর আছে, অপিচ রজতময় অর্থাৎ রজোভাবাপন্ন আপনার যে প্রসিদ্ধ শরীর আছে, এবং হিরণ্ময় অর্থাৎ সত্ত্বভাবাপন্ন আপনার যে প্রসিদ্ধ শরীর বা অঙ্গ আছে, সত্ত্ব-রজঃ-তম—এই ত্রিবিধ ভাবময় আপনার সেই শরীর বা অঙ্গ শত্রুদিগের তীব্র বাক্যকে অর্থাৎ হিংসা-প্রলোভনাদির পাপ-সঙ্কল্পব্যঞ্জক কর্ম্মকে সমূলে নাশ করে। অপিচ, শত্রুদিগের পৌরুষব্যঞ্জক বাক্যকে অর্থাৎ কামক্রোধাদি অন্তঃশত্রুর হৃদয়-অভিভবকারী শক্তিকে নাশ করে। অতএব স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে পূজা করি, আমার উদ্বোধন-যজ্ঞ সুহুত অর্থাৎ সুসিদ্ধ হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং আত্মোদ্বোধক। সত্ত্বরজস্তমঃ—এই ত্রি-মূর্ত্তিতে (বা ভাবে) ভগবান সকল শত্রুকে নাশ করেন। অতএব সেই ত্রি-মূর্ত্তির বা ত্রিভাবের দ্বারা ভগবান আমাদিগের সর্ব্ববিধ শত্রুকে নিরাকৃত করিয়া আমাদিগের আরব্ধ কর্ম্ম সুসিদ্ধ করুন এবং আমাদিগকে ভগবৎ-সমীপে লইয়া যাউন। (১অষ্টক—২প্রপাঠক—১১অনুবাক) ॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

দশমেঽনুবাক আতিথ্যেষ্টিরুক্তা। তন্মধ্যে সোমঃ প্রাগ্বংশে স্থাপিতঃ। তেন সোমেন করিষ্যমাণস্য যাগস্য বিঘ্নকারিণোঽসুরাঃ প্রথমং জেতব্যা ইতি তদ্বিজয়ার্থমুপসদ একাদশে বর্ণ্যন্তে। তত্রাঽদৌ তাবদতিথেঃ সোমস্য বন্ধনোপদ্রবপরিহারেণাপ্যাপ্যায়নাদুপচারঃ ক্রিয়তে।

১। অ৺শুর৺শুস্তে দেব সোমাঽপ্যায়তামিন্দ্রায়ৈকধনবিদ আ তুভ্যমিন্দ্রঃ প্যায়তামা ত্বমিন্দ্রায় প্যায়স্বাঽপ্যায়য় সখীন্‌ৎসন্যা মেধয়া স্বস্তি তে দেব সোম সুত্যামশীয়।”—বৌধায়নঃ—“অথ মদন্তীরুপস্পৃশ্যোপোত্থায় বিস্রস্য হিরণ্যমবধায় রাজানমাপ্যায়য়তি অ৺শুর৺শুস্তে দেব সোমাঽপ্যায়তামিন্দ্রায়ৈকধনবিদ আ তুভ্যমিন্দ্রঃ প্যায়তামা ত্বমিন্দ্রায় প্যায়স্বেতি যজমানমভি-বাচয়তি আ প্যায়য় সখীন্‌ৎসন্যা মেধয়া স্বস্তি তে দেব সোম সুত্যামশীয়েতি” ইতি। আপস্তম্বস্য তু এক এব মন্ত্রঃ। মদন্তী(ন্ত্য)স্তপ্তা আপঃ। অংশুঃ সূক্ষ্মোঽবয়বঃ। হে সোম দেব তে যোঽংশুঃ শুষ্যতি যশ্চাংশুঃ ক্ষীয়তে স সর্ব্বোঽপ্যংশুর্ব্বর্দ্ধতাং। কিমর্থং ? ইন্দ্রার্থং। কীদৃশায়েন্দ্রায় ? একং মুখ্যং শোভনং সোমরূপং ধনং বেত্তীত্যেকধনবিত্তস্মৈ। হে সোম তুভ্যং ত্বদর্থমিন্দ্র আপ্যায়তাং ত্বাং পাতুমুৎসহতাং। ত্বমপীন্দ্রার্থমাপ্যায়স্ব বর্দ্ধস্ব। সখীনৃত্বিজঃ সন্যা ধনলাভেন মেধয়া প্রজ্ঞয়া চ বর্দ্ধস্ব। হে সোম দেব তে স্বস্তি শুভমস্তু। ত্বৎপ্রসাদেনাহং সুত্যামভিষবতন্ত্রমশীয় প্রাপ্নবানি। এতন্মন্ত্রং ব্যাখ্যাতুং প্রস্তৌতি—“ঘৃতং বৈ দেবা বজ্রং কৃত্বা সোমমঘ্নন্নন্তিকমিব খলু বা অস্যৈতচ্চরন্তি যত্তানূনপ্‌ত্রেণ প্রচরন্তি” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি। পুরা কদাচিৎ স্বসামর্থ্যাদ্বজ্রীকৃতেন ঘৃতেন সোমস্য দেবৈস্তাড়িতত্বাৎ সোমো ঘৃতাদ্বিভেতি। ঋত্বিজশ্চ বেত্থাং

ত্বানূনপ্‌ত্রেণাহংজ্যেন প্রচরন্তীতি যদেতদস্য সোমস্যান্তিকং যথা ভবতি তথা চরন্তি। আহবনীয়-দক্ষিণভাগে সোমস্য স্থিতত্বাৎ। অতো ভীতঃ সোম আপ্যায়য়িতব্যঃ॥ আপ্যায়নস্য প্রসঙ্গং দর্শয়িত্বা তন্মন্ত্রং ব্যাচষ্টে—"অ৺শুরং৺শুস্তে দেব সোমাহপ্যায়তামিত্যাহ যদেবাস্যাপুবায়তে যন্মীয়তে তদেবাস্যৈতেনাহপ্যায়য়ত্যা তুভ্যমিন্দ্রঃ প্যায়তামা ত্বমিন্দ্রায় প্যায়স্বেত্যাহোভাবেবেন্দ্রং চ সোমং চাহপ্যায়য়ত্যা প্যায়য় সখীন্‌ৎসন্যা মেধয়েত্যাহর্ত্বিজো বা অস্য সখায়স্তানেবাহপ্যায়য়তি স্বস্তি তে দেব সোম সুত্যামশীয়েত্যাহাহশিষমেবৈতামা শাস্তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি। অস্য সোমস্য যদঙ্গমপুরায়তে শুষ্যতি যচ্চ নীয়তে॥

২। "এষ্টা রায়ঃ প্রেষে ভগায়র্ত্তমৃতবাদিভ্যো নমো দিবে নমঃ পৃথিব্যৈ।"—কল্পঃ—"ন প্রস্তরায়াহশ্রাবয়তি ন বর্হিরনুপ্রহরতি তং দক্ষিণার্দ্ধে বেদ্যৈ নিধায় তস্মিন্দক্ষিণোত্তরেণ নিহ্নুবতে—এষ্টা রায়ঃ প্রেষে ভগায়র্ত্তমৃতবাদিভ্যো নমো দিবে নমঃ পৃথিব্যা ইতি" ইতি।

আতিথ্যেষ্টৌ যঃ প্রস্তরো যচ্চ তত্রত্যং বর্হিস্তদুভয়মগ্নৌ ন প্রহরণীয়ং কিং তু তং প্রস্তরং বেদ্যা দক্ষিণার্দ্ধে নিধায় তস্মিন্ প্রস্তরে দক্ষিণপাণীনুত্তানান্ কৃত্বা সব্যান্নীচৈঃ কৃত্বা সর্ব্বে নিহ্নবমপলাপসদৃশং নমস্কারোপচারং কুর্য্যুঃ। মন্ত্রার্থস্তু এষ্টৃ শব্দ ইচ্ছাবন্তং দ্যাবাপৃথিব্যভিমানিনং দেবমাচষ্টে। স হি দয়ালুতয়া ভক্তেষু পুরুষেষ্বিচ্ছাবান্। হে তাদৃগ্‌দেব ত্বমৃতবাদিভ্যো যজ্ঞবাদিভ্যোঽস্মভ্যমৃতং যজ্ঞং প্রকৃষ্টং দেহীত্যধ্যাহারঃ। কিমর্থং? রায়ো রায়ে ধনার্থং। ইষেঽন্নার্থং। ভগায়ৈ-শ্বর্য্যাদিষড়্‌গুণার্থং। তে চ গুণা এবং স্মর্য্যন্তে—"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীরণা" ইতি॥ বয়ং পুনর্দ্যুদেবতায়ৈ ভূদেবতায়ৈ চ নমস্কুর্ম্মঃ॥ নায়মকাণ্ডে নমস্কারঃ কিং তু তস্য নিমিত্তমস্তীত্যাহ—"প্র বা এতেঽস্মাল্লোকাচ্চ্যবন্তে যে সোমমাপ্যায়য়ন্ত্যন্তরিক্ষদেবত্যো হি সোম আপ্যায়িত এষ্টা রায়ঃ প্রেষে ভগায়েত্যাহ দ্যাবা-পৃথিবীভ্যামেব নমস্কৃত্যাস্মিল্লোঁকে প্রতি তিষ্ঠন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি। আপ্যায়িতস্য সোমস্য নাভিদঘ্ন্যামাসন্দ্যাং পর্য্যবস্থিতত্বাদন্তরিক্ষদেবত্যত্বং। তাদৃশস্য সোমস্যাহপ্যায়য়িতারোঽপি তথাবিধা ইত্যস্মাল্লোকাৎ প্রচ্যুতা অতোঽস্মিঁল্লোকে প্রতিষ্ঠিত্যৈ নমস্কারঃ ক্রিয়তে॥

৩। "অগ্নে ব্রতপতে ত্বং ব্রতানাং ব্রতপতিরসি যা মম তনূরেষা সা ত্বয়ি যা তব তনূরিয়৺ সা ময়ি সহ নৌ ব্রতপতে ব্রতিনোর্ব্রতানি।"—কল্পঃ—"অথ যজমানমবান্তরদীক্ষামুপনয়তি অগ্নে ব্রতপতে ত্বং ব্রতানাং ব্রতপতিরসি যা মম তনূরেষা সা ত্বয়ি যা তব তনূরিয়ং সা ময়ি সহ নৌ ব্রতপতে ব্রতিনোর্ব্রতানীতি" ইতি। অনেন মন্ত্রেণাহহবনীয়স্যোপস্থানং। অত্রাবান্তরদী-ক্ষোপক্রমঃ। হেঽগ্নে ব্রতপতে ত্বং ব্রতপতিরসি। নৈকস্য ব্রতস্য পতিঃ কিং তু সর্ব্বেষামিতি বিবক্ষাং দ্যোতয়িতুং ব্রতানিত্যুক্তং। ব্রতমাচরন্তী মদীয়া তনূস্ত্বয়ি মনসা সমর্পিতা। ত্বদীয়া তু ব্রতং পালয়ন্তী তনূর্ম্ময়ি মনসা স্থাপিতা। তথা সতি আবামুভাবপি ব্রতিনৌ সম্পদ্যাবহে। তয়োর্ব্রতানি সহ প্রবর্ত্তন্তাং॥

৪। "যা তে অগ্নে রুদ্রিয়া তনূস্তয়া নঃ পাহি তস্যাস্তে স্বাহা।"—কল্পঃ—"অথৈনং সংশাস্তি সন্তরাং মেখলাং সমাযচ্ছস্ব সন্তরাং মুষ্টী কুরুষ্ব তপ্তব্রত এধি মদন্তীভির্ম্মার্জ্জয়স্বোৎপূর্ব্বং ব্রতং সৃজ যা তে অগ্নে রুদ্রিয়া তনূস্তয়া নঃ পাহি তস্যাস্তে স্বাহেত্যেতেনৈবাতোঽধিব্রতয়" ইতি।

যা মেখলা পূর্ব্বং মধ্যে সন্নদ্ধা সা সঙ্কুচিততরা যথা ভবতি তথা নিয়ন্তব্যা। যে চ মুষ্টী কৃতে তে অপ্যতিসঙ্কোচেন দৃঢ়ীকর্ত্তব্যে। উষ্ণক্ষীরী ভবেদুষ্ণোদকী ভবেৎ। পূর্ব্বচমসমুৎসৃজেৎ। তত্র যা তে অগ্ন ইত্যয়ং মন্ত্রঃ। অনেনৈব মন্ত্রেণাত উর্দ্ধং ব্রতং পিবেৎ। হেঽগ্নে যা তব তনূস্ত্বয়ি রুদ্রিয়া ক্রূরা তয়াঽস্মান্ পালয়। ত্বদীয়ায়াস্তস্যা স্তন্বা ইদং হুতমস্তু।

অগ্নে ব্রতপত ইত্যস্য মন্ত্রস্য স্পষ্টার্থতামভিপ্রেত্যাবান্তরদীক্ষারম্ভং বিধত্তে—"দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্তে দেবা বিভ্যতোঽগ্নিং প্রাবিশন্তস্মাদাহুরগ্নিঃ সর্ব্বা দেবতা ইতি তেঽগ্নিমেব বরূথং কৃত্বাঽসুরানভ্যভবন্নগ্নিমিব খলু বা এষ প্র বিশতি যোঽবান্তরদীক্ষামুপৈতি ভ্রাতৃব্যাভিভূত্যৈ ভবত্যাত্মনা পরাঽস্য ভ্রাতৃব্যো ভবতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ২)। পরকায়প্রবেশহেতুত্বাদ্যোগশাস্ত্রপ্রসিদ্ধেন সংযমবিশেষেণ দেবা অগ্নিমগ্নিশরীরং প্রাবিশন্। তপোরূপত্বেনাগ্নিসমানাং বান্তরদীক্ষা ততস্তামুপেয়াৎ॥ পূর্ব্বোক্তাং দীক্ষামিদানীমুচ্যমানাবান্তরদীক্ষাং চ প্রশংসতি— "আত্মানমেব দীক্ষয়া পাতি প্রজামবান্তরদীক্ষয়া" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি॥ অবান্তরদীক্ষানিয়মান্বিধত্তে—"সন্তরাং মেখলা৺ সমাযচ্ছতে প্রজা হ্যাত্মনোঽন্তরতরা তপ্তব্রতো ভবতি মদন্তীভির্ম্মার্জ্জয়তে নির্হ্যগ্নিঃ শীতেন বায়তি সমিদ্ধ্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি। সর্ব্বো জনঃ স্বাত্মানং ক্লেশয়িত্বাঽপ্যপত্যামি সম্যক্পরিপালয়তি। অতঃ স্বস্মাদপি প্রজাঽভ্যন্তরা। মেখলায়াস্তু প্রজাস্থানীয়ত্বেনান্তরতরত্বাৎ সংশ্লিষ্টতরং যথা ভবতি তথা সমাচ্ছাদয়েৎ। শীতেন ক্ষীরেণ শীতাভিরদ্ভিশ্চাগ্নির্নির্ব্বায়তি। তস্মাদুদরাগ্নিসমিন্ধনায় পেয়স্য ক্ষীরস্য মার্জ্জনহেতোরুদকস্য চৌষ্ণ্যং কর্ত্তব্যং॥ ব্রতমন্ত্রে রুদ্রিয়াশব্দাভিপ্রায়মাহ—"যা তে অগ্নে রুদ্রিয়া তনূরিত্যাহ স্বয়ৈবৈনদ্দেবতয়া ব্রতয়তি সযোনিত্বায় শান্ত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি। যোদরাগ্নেরপরং রূপং রুদ্রিয়া তনূস্তয়া দুগ্ধে তপ্তে সতি তয়া দেবতয়া সহৈ (স্বয়ৈ)ব দুগ্ধং ব্রতয়তি ভুঙ্‌ক্তে। তচ্চ ভোজনং সযোনিত্বায় যোনিভূতেনাগ্নিনা সাহিত্যায়। তচ্চ সাহিত্যমুগ্রস্যাগ্নেঃ শান্ত্যৈ ভবতি।

৫। "যা তে অগ্নেঽয়াশয়া রজাশয়া হরাশয়া তনূর্ব্বর্ষিষ্ঠা গহ্বরেষ্ঠোগ্রং বচো অপাবধীং ত্বেষং বচো অপাবধী৺ স্বাহা।"—কল্পঃ—"আজ্যস্থাল্যাঃ স্রুবেণোপহত্য প্রথমামুপসদং জুহোতি যা তে অগ্নেঽয়াশয়া তনূর্ব্বর্ষিষ্ঠা গহ্বরেষ্ঠোগ্রং বচো অপাবধীং ত্বেষং বচো অপাবধী৺ স্বাহেতি" ইতি।

অত্র যা তে অগ্নেঽয়াশয়া রজাশয়া হরাশয়া তনূর্ব্বর্ষিষ্ঠা গহ্বরেষ্ঠেত্যেতাদৃশ (শো) (মন্ত্র) আম্নাতঃ। তস্মিন্নয়াশয়াদিপদত্রয়েণ ত্রয়ো মন্ত্রা ভবন্তি। তেষু প্রথমমন্ত্রে তনূরিত্যাদিরনুষজ্যতে। দ্বিতীয়ে তু যা তে অগ্ন ইতি তনূরিতি চোভয়মনুষজ্যতে। তৃতীয়ে তু যা তে অগ্ন ইত্যয়মেবানুষজ্যতে। তৈরেতৈস্ত্রিভির্ম্মন্ত্রৈস্ত্রিষু দিনেষু ক্রমেণোপসদাখ্যা আহুতয়ো হোতব্যাঃ। অয়সি শেত ইত্যয়াশয়া লোহনির্ম্মিতা। তথা রজতে শেত ইতি রজাশয়া। হিরণ্যে শেত ইতি হরাশয়া। বর্ষিষ্ঠা বৃদ্ধতমা। গহ্বরে স্পৃষ্টুমশক্যে তপ্তে লোহে তপ্তরজতে তপ্তহিরণ্যে বা তিষ্ঠতীতি গহ্বরেষ্ঠা। অন্নপানয়োরলাভেন ক্ষুধিতোঽহং পিপাসিতোঽহমিত্যুক্তিরুগ্রং বচস্তদেতদৈহিকমামুষ্মিকং তু ত্বেষং দীপকং মনসঃ সন্তাপজনকং বচঃ। তত্র জনা ইত্থং বদন্তি অস্য গোবধাদ্যুপপাতকলক্ষণমেনঃ প্রাপ্তং বিবাদব্রাহ্মণবধাদিরূপা বীরহত্যা প্রাপ্তেতি। ইদং তু

পদব্যাখ্যানমন্ত্র ব্রাহ্মণে স্পষ্টমাম্নাতং—"অশনয়াপিপাসে হ বা উগ্রং বচঃ। এনশ্চ বৈরহত্যং চ ত্বেষং বচঃ" ইতি। অত্রায়ং বাক্যার্থঃ—হেঽগ্নে যা তবায়াশয়া তনূস্তয়াঽহং দ্বে অপি বচসী অপাবধীং নাশিতবানস্মি। এবমুত্তরয়োরপি যোজ্যং। তস্মা অগ্নয় ইদং হুতমস্তু॥ ত্রীনেতানুপসদ্ধোমান্বিধাতুং প্রস্তৌতি—"তেষামসুরাণাং তিস্রঃ পুর আসন্নয়স্ময্যবমাঽথ রজতাঽথ হরিণী তা দেবা জেতুং নাশক্নুবন্তা উপসদৈবাজিগীষন্তস্মাদাহুর্যশ্চৈবং বেদ যশ্চ নোপসদা বৈ মহাপুরং জয়ন্তীতি ত ইষুঁ সমস্কুর্ব্বতাগ্নিমনীকঁ সোমঁ শল্যং বিষ্ণুং তেজনং তেঽব্রুবন্ ক ইমামসিষ্যতীতি রুদ্র ইত্যব্রুবন্ রুদ্রো বৈ ক্রূরঃ সোঽস্যত্বিতি সোঽব্রবীদ্বরং বৃণা অহমেব পশূনামধিপতিরসানীতি তস্মাদ্রুদ্রঃ পশূনামধিপতিস্তাঁ রুদ্রোঽবাসৃজৎ স তিস্রঃ পুরো ভিত্ত্বৈভ্যো লোকেভ্যোঽসুরান্ প্রাণুদত" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি।

যে পূর্ব্বমগ্নিনা বরূথেন পরাভূতা অসুরাস্তেষামসুরাণাং পৃথিব্যন্তরিক্ষদ্যুলোকেষু স্বরক্ষার্থং তিস্রঃ পুরো দুর্গরূপা আসন্। তাসু পৃথিবীবর্ত্তিনী লোহপ্রাকারবেষ্টিতা। অন্তরিক্ষবর্ত্তিনী রজতপ্রাকারবেষ্টিতা। দ্যুলোকবর্ত্তিনী হিরণ্যপ্রাকারবেষ্টিতা। তাদৃশীঃ পুরো দেবা অগ্নিনা বরূথেনাপি জেতুমশক্তা যুদ্ধং পরিত্যজ্যোপসদৈব জেতুমৈচ্ছন্। দুর্গং পরিতোঽবরুধ্য চিরং তৎসমীপেঽবস্থায় তমুপবসত চিরকালাবস্থানে সতি দুর্গমধ্যেঽন্নপানাদিক্ষয়াদন্তর্ভেদাদ্বা জয়ো ভবতি। যস্মাদ্দেবৈশ্চিরবাসো জয়োপায়ত্বেন বিচারিতস্তস্মাল্লোকেঽপ্যাহুঃ। কে কিমাহুঃ। যশ্চ ব্রাহ্মণাদির্বেদাধ্যয়নেন বেদবিচারং জানাতি যশ্চ শূদ্রাদির্ন জানাতি তে সর্ব্বেঽপি যুদ্ধেনাজেয়ং মহাপুরমুপসদা জেতুং শক্যমিত্যাহুঃ। ততো দেবাঃ কালবিলম্বো মা ভূদিতি বিচার্য্য যুদ্ধেনৈব জেতুমিষুং সংস্কৃতবন্তঃ। অগ্নিং সোমং বিষ্ণুং চ সম্ভূয়ৈকবাণং কৃত্বা তেন জেতুমুদ্যুক্তাঃ। অনীকশব্দো বাণস্য প্রথমভাগকাষ্ঠমাচষ্টে। শল্যশব্দো লোহং। তেজনশব্দস্তদগ্রং। তামিমাং দেবতাত্রয়সমষ্টিরূপামিষুং স্ত্রীবালসহিতকৃৎস্নাসুরঘাতিনীং কো নাম মোক্ষ্যতীতি বিচার্য্য শক্তো নির্ঘৃণশ্চ রুদ্র ইতি নিশ্চিত্য তস্মৈ বরং দত্তবন্তঃ। স রুদ্রস্তামিষুং মুক্তা তয়া প্রাকারত্রয়ং বিভিদ্য ত্রিভ্যো লোকেভ্যোঽসুরান্নিঃসারয়ামাস॥

বিধত্তে—"যদুপসদ উপসদ্যন্তে ভ্রাতৃব্যপরাণুত্ত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। বৈরিদুর্গোপসদনকার্য্যকারিত্বাদেতা আহুতয় উপসদ ইত্যুচ্যন্তে। তত্রাগ্নিঃ সোমো বিষ্ণুরিত্যেবংরূপাস্তিস্রো দেবতাস্তাসাং যাজ্যাপুরোনুবাক্যা হৌত্র এবাঽম্নায়ন্তে। অয়াশয়াদিতনূধারী বহ্নিশ্চতুর্থী দেবতা। তদীয়মন্ত্র আধ্বর্য্যবত্বাদত্রৈবাঽম্নাতঃ॥ উপসদামাজ্যহবিষ্ট্বেনোপাংশুযাজবৎ-প্রযাজাজ্যভাগাদ্যাহুতিপ্রসক্তৌ প্রতিষেধতি—"নান্যামাহুতিং পুরস্তাজ্জুহুয়াদ্যদন্যামাহুতিং পুরস্তাজ্জুহুয়াদন্যন্মুখং কুর্য্যাৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। অগ্নিমনীকমিতি বাণব্যাজেনাগ্নেঃ প্রথমভাবিত্বলক্ষণং মুখত্বমুক্তং। তত্র প্রযাজাদিহোমে বহ্নের্ম্মুখত্বং হীয়েত॥ আহুত্যন্তরাণাং সর্ব্বেষাং নিষেধপ্রাপ্তৌ কাঞ্চিদাহুতিং বিধত্তে—"স্রুবেণাঽঘারমা ঘারয়তি যজ্ঞস্য প্রজ্ঞাত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। দর্শপূর্ণমাসাদিযজ্ঞানামাঘারোপেতত্বাদুপসদামপি যজ্ঞত্বপ্রত্যভিজ্ঞানায় স্রুবাঘারঃ॥ তিসৃণামুপসদাং হোমপ্রকারং বিধত্তে—"পরাঙতিক্রম্য জুহোতু পরা চ এবৈভ্যো লোকেভ্যো যজমানো ভ্রাতৃব্যান্ প্রণুদতে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। পরাঙ্ পুনরাবৃত্তিরহিতো বেদ্যাহবনীয়য়োর্ম্মধ্যমতিক্রম্য

দক্ষিণস্যাং দিশ্যুদঙ্মুখঃ স্থিত্বা ক্রমেণাগ্নেঃ সোমস্য বিষ্ণোশ্চ তিস্র আহুতির্জ্জুহুয়াৎ। তথা সতি বৈরিণোঽপি পুনরাবৃত্তিরহিতানেব কৃত্বা লোকত্রয়ান্নিঃসারয়তি॥

চতুর্থাহুতিপ্রকারং বিধত্তে—"পুনরত্যাক্রম্যোপসদং জুহোতি প্রণুদ্যৈবৈভ্যো লোকেভ্যো ভ্রাতৃব্যাঞ্জিত্বা ভ্রাতৃব্যলোকমভ্যারোহতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। দক্ষিণ-দেশাদুত্তরস্যাং দিশি সমাগত্য চতুর্থীমুপসদং জুহুয়াৎ। তথা সতি বৈরিস্থানং পুরত্রয়মধি-তিষ্ঠতি। অত্র সূত্রং—"ধ্রৌবাদষ্টৌ জুহ্বাং গৃহ্ণাতি চতুরুপভৃতি ঘৃতবতীশব্দে জুহূপভৃতা-বাদায় দক্ষিণা সকৃদতিক্রান্ত উপাংশু যাজবৎ প্রচরতার্দ্ধেন জৌহবস্যাগ্নিং যজতি অর্দ্ধেন সোম-মৌপভৃতং জুহ্বামানীয় বিষ্ণুমিষ্ট্বা প্রত্যাক্রম্য যা তে অগ্নেঽয়াশয়া তনূরিতি স্রুবেণোপসদং জুহোতি" ইতি॥ কালদ্বয়ে তদনুষ্ঠানং বিধত্তে—"দেবা বৈ যাঃ প্রাতরুপসদ উপাসীদন্নহ-স্তাভিরসুরান্ প্রাণুদন্ত যাঃ সায়ং রাত্রিয়ে তাভির্য্যৎসায়ংপ্রাতরুপসদ উপসদ্যন্তেঽহোরাত্রাভ্যামেব তদ্‌যজমানো ভ্রাতৃব্যান্ প্রণুদতে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। উপাসীদন্ননুষ্ঠিতবন্তঃ। প্রাতরনুষ্ঠিতাভিরহ্নো বৈরিনিঃসারণং সায়নমুষ্ঠিতাভিস্তু রাত্রেঃ॥ কালদ্বয়ে যাজ্যানুবাক্যয়ো-র্ব্ব্যত্যাসং বিধত্তে—"যাঃ প্রাতর্য্যাজ্যাঃ স্যুস্তাঃ সায়ং পুরোনুবাক্যাঃ কুর্য্যাদয়াতয়ামত্বায়" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। যাতয়ামত্বং গতরসত্বং তদ্বর্জ্জনায় ব্যত্যাসঃ॥ দিনত্রয়ে তদনুষ্ঠানং বিধত্তে—"তিস্র উপসদ উপৈতি ত্রয় ইমে লোকা ইমানেব লোকান্ প্রীণাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি॥ ত্রিষু দিনেষু কালদ্বয়েঽনুষ্ঠানং প্রশংসতি—"ষট্ সংপদ্যন্তে ষড়্‌বা ঋতব ঋতূনেব প্রীণাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। প্রসঙ্গাদহীনে দ্বিরাত্রাদবুপসদ্দিনসংখ্যাং বিধত্তে—"দ্বাদশাহীনে সোম উপৈতি দ্বাদশ মাসাঃ সম্বৎসরঃ সম্বৎ-সরমেব প্রীণাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। অহঃসজ্ঞেন নিষ্পাদ্যঃ সোমযাগো-ঽহীনঃ। সত্রমপ্যনেনোপলক্ষ্যতে। অহঃসমূহস্য সমানত্বাৎ॥ দ্বাদশদিনেষু কালদ্বয়ানুষ্ঠানং প্রশংসতি—"চতুর্ব্বিংশতিঃ সংপদ্যন্তে চতুর্ব্বিংশতিরর্দ্ধমাসা অর্দ্ধমাসানেব প্রীণাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি॥ এতেষূপসদ্দিনেষবান্তরদীক্ষাব্রতপানে স্তনসংখ্যাং বিধত্তে—"আরাগ্রামবান্তরদীক্ষামুপেয়াদ্যঃ কাময়েতাস্মিন্মে লোকেঽর্দ্ধুকং স্যাদিত্যেকমগ্রেঽথ দ্বাবথ ত্রীনথ চতুর এষা বা আরাগ্রাঽবান্তরদীক্ষাঽস্মিন্নেবাস্মৈ লোকেঽর্দ্ধুকং ভবতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। বলীবর্দ্দপ্রতোদনং লোহমারং তদ্বদন্নমগ্রং মুখং যস্যাঃ সাঽরাগ্রা। অর্দ্ধুকং সমৃদ্ধিশীলং ফলং। সোমক্রয়দিনে সায়মেকং স্তনং দুহ্যাৎ, অপরেদ্যুঃ প্রাতর্দ্বৌ স্তনৌ, সায়ং ত্রীন্ স্তনান্, পরেদ্যুঃ প্রাতশ্চতুরঃ॥ যস্তু পরলোকসমৃদ্ধিকামস্তস্যোক্তবৈপরীত্যং বিধত্তে—"পরোবরীয়সীমবান্তরদীক্ষামুপেয়াদ্যঃ কাময়েতামুষ্মিন্মে লোকেঽর্দ্ধুকং স্যাদিতি চতুরোঽগ্রেঽথ ত্রীণথ দ্বাবথৈকমেষা বৈ পরোবরীয়স্যবান্তরদীক্ষাঽমুষ্মিন্নেবাস্মৈ লোকেঽর্দ্ধুকং ভবতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। পরঃশব্দেনাত্র শ্রেষ্ঠতাদুপক্রমো বিবক্ষিতঃ। উপক্রমে বরীয়োঽধিকং যস্যাঃ সা পরোবরীয়সী। অয়ং পক্ষঃ সূত্র উপন্যস্তঃ—"যদহঃ সোমং ক্রীণীয়স্তদহশ্চতুরঃ সায়ং দুহ্যাস্ত্রীন্ প্রাতর্দ্বৌ সায়মেকমুত্তমে" ইতি॥ অশক্তস্য ক্ষীরব্রতাদূর্দ্ধ-মাহারমল্পমনুজানাতি—"সুবর্গং বা এতে লোকং যন্তি য উপসদ উপযন্তি তেষাং য উন্নয়তে হীয়ত এব স নোদনেষীতি সূন্নিয়মিব" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি। উপসদাং

স্বর্গপ্রাপ্তিহেতুত্বাত্তদনুষ্ঠায়িভিরবহিতৈর্ভবিতব্যং। তেষাং মধ্যে যঃ কোঽপি হীনমনস্কো যথোক্ত-ব্রতাদূর্দ্ধমোদনাদিকমন্তর্ন্নয়েৎ স স্বর্গাদ্ধীয়ত এব। তস্মাদশক্তোঽপি শ্রদ্ধালুতয়া নোদনেম্বি ন কিঞ্চিদপি ব্রতাদূর্দ্ধমন্তর্নেষ্যামীতি যদি মন্যেত তেন স্থূন্নিয়নিব শোভনং বাক্যান্তরাভ্যনুজ্ঞাতং বস্তূন্নীতমিব কুর্য্যাৎ। অশক্তিপরিহারমাত্রোপযুক্তং কিঞ্চিদেব স্বীকর্ত্তব্যং। বাক্যান্তরং তু কুষ্মাণ্ডহোমপ্রকরণে সমাম্নায়তে—"পয়ো ব্রাহ্মণস্য ব্রতং যবাগূ রাজন্যস্যাঽমিক্ষা বৈশ্যস্যাথো সৌম্যেঽপধ্বর এতদ্ব্রতং ব্রূয়াদ্যদি মন্যেতোপদস্যামীত্যোদনং ধানাঃ সক্তূন্ ঘৃতমিত্যনুব্রতয়ে-দাত্মনোঽনুপদাসায়" ইতি। উপদস্যাম্যপক্ষীণো ভবামি॥ অনুব্রতে কৃতেঽপি ফলভ্রংশো নাস্তীত্যস্মিন্নর্থে দৃষ্টান্তমাহ—"পো বৈ স্বার্থেতাং যতাং শ্রান্তো হীয়ত উত স নিষ্ট্যায় সহ বসতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি। স্বার্থং যন্তি গচ্ছন্তীতি স্বার্থেতস্তেষাং স্বার্থেতাং। যতন্ত ইতি যতন্তেষাং যতাং। মকরমাসে প্রয়াগস্নানং কেষাংচিৎ স্বার্থস্তং প্রাপ্তুং প্রযতমানানাং স্বগ্রামান্নির্গত্য গচ্ছতাং মধ্যে যঃ কশ্চিচ্ছ্রান্তো গন্তুমশক্তঃ সংক্রান্তিকালীনস্নানাদ্ধীয়তে সোঽপি নিষ্ট্যায় পল্লবহ্যনির্গত্য তীর্থে গত্বা তৈস্তীর্থবাসিভিঃ সহাবশিষ্টং মাসং বসতি তদ্বদয়মপ্যেকেনানুব্রতেনাশক্তিং পরিহৃত্য শিষ্টং নিয়মমনুতিষ্ঠেৎ॥ তমিমর্থং নিয়ময়তি—"তস্মাৎ সক্তুন্নীয়নাপরমুন্নয়েত" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি॥ সক্তুন্নয়েন দ্রব্যং বিধত্তে—"দধ্নোন্নয়েতৈতদ্বৈ পশূনাং রূপং রূপেণৈব পশূনব রুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি॥ অথ সৌমিকীং বেদিং বিধাতুং প্রস্তৌতি—"যজ্ঞো দেবেভ্যো নিলায়ত বিষ্ণু রূপং কৃত্বা স পৃথিবীং প্রাবিশত্তং দেবা হস্তান্ৎসং রভ্যৈচ্ছন্তমিন্দ্র উপর্য্যুপর্য্যত্যক্রামৎ সোঽব্রবীৎ কো মাঽয়মুপর্য্যুপর্য্যত্যক্রমীদিত্যহং দুর্গে হন্তেত্যথ কস্ত্বমিত্যহং দুর্গাদাহর্ত্তেতি সোঽব্রবীদ্দুর্গে বৈ হন্তাঽবোচথা বরাহোঽয়ং বামমোষঃ সপ্তানাং গিরীণাং পরস্তাদ্বিত্তং বেদ্যমসুরাণাং বিভর্ত্তি তং জহি যদি দুর্গে হন্তাঽসীতি স দর্ভপুঞ্জীলমুদ্বৃত্য সপ্ত গিরিন্ ভিত্ত্বা তমহন্ৎসোঽব্রবীদ্দুর্গাদ্বা আহর্ত্তাঽবোচথা এতমা হরেতি তমেভ্যো যজ্ঞ এব যজ্ঞমাঽহরদ্যত্তদ্বিত্তং বেদ্যমসুরাণামবিন্দন্ত তদেকং বেদ্যৈ বেদিত্বং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি। স্বর্গলোকে স্থিতো যজ্ঞপুরুষস্তিরোধানায় বিষ্ণুর্ভূত্বা বৈষ্ণবং রূপং সম্পূর্ণং কৃত্বা দেবেভ্যঃ পলায্য পৃথিবীং প্রাবিশৎ। দেবাশ্চ পৃষ্ঠত এব সমাগত্য হস্তান্ প্রসার্য্য তং ধর্ত্তুমৈচ্ছন্। অয়ং যজ্ঞো যত্র যত্র গচ্ছতি তত্র তত্রেন্দ্রস্তমতিক্রম্য পুরতো মার্গমবরুধ্যাতিষ্ঠৎ। কোঽয়ং মামত্য-ক্রমীদিতি যজ্ঞেনাঽক্ষিপ্ত ইন্দ্রঃ কেনাপ্যগম্যে দুর্গে গত্বা বিরোধিনং তাড়য়িষ্যামীতি স্বমহিমানং প্রতিজজ্ঞে। অথৈবং মচ্ছক্তেঃ পরীক্ষকঃ কো নাম ত্বমসীতীন্দ্রেণাঽক্ষিপ্তো যজ্ঞস্তাদৃশশ্চ দুর্গাত্তং বিরোধিনমাহরিষ্যামীতি স্বশক্তিং প্রতিজ্ঞৌ (জ্ঞে)। প্রতিজ্ঞায় স্বকীয়ং পূর্ব্ববৃত্তান্তমিন্দ্রস্য পুরতঃ সর্ব্বমবোচৎ। পুরা কদাচিদসুরপ্রাবল্যং দৃষ্ট্বা মদঙ্গভূতদীক্ষাদ্যভিমানিনঃ সর্ব্বেঽপি স্বর্গলোকবাসিনো মর্ত্ত্যে নির্গত্য পৃথিবীং প্রাবিশন্। তে চ কে, চতস্রো দীক্ষাস্তিস্র উপসদ একা সুত্যেত্যষ্টদিবসসাধ্যানি কর্ম্মাণি। তত্র দীক্ষোপসদঃ সপ্ত পৃথিব্যাং গত্বা গিরয়োঽভবন্। সুত্যাভিমানী দেবো বামমোষো বামং কমনীয়ং সৌমিকবেদিগ্রহচমসাদিরূপং দৈবং বিত্তং মুষ্ণাত্যপহরতীতি বামমোষঃ। স চ মুষিতং তৎসর্ব্বমসুরেভ্যো দত্ত্বা স্বয়ং বরাহো ভূত্বা সপ্তভ্যো গিরিভ্যঃ পরস্তাদসুরাণাং তদ্বিত্তং বিভর্ত্তি রক্ষতি। তচ্চ বিত্তং বেদ্যং দেবৈঃ পুনর্লব্ধব্যং। অতো হে ইন্দ্র ত্বং যদি দুর্গে স্থিতং বিরোধিনং হন্তাঽসি তর্হি তং বরাহং জহীত্যুক্ত ইন্দ্রো দর্ভস্তম্বৈরেব

গিরীন্ ভিত্বা বরাহং তাড়িতবান্। তত ইন্দ্রো যজ্ঞমুবাচ বিরোধিনমাহরিষ্যামীতি যৎ প্রতিজ্ঞাতং তৎকর্ত্তুং শক্নোষি চেদেনং বিরোধিনং বরাহমাহরেত্যুক্তো যজ্ঞাভিমান্যেব তং বরাহাকারং বেদিগ্রহচমসাদিবিত্তোপেতং যজ্ঞমেভ্যো দেবেভ্য আহৃত্য দদৌ। যস্মাদ্দেবৈর্ব্বব্যনসুরাণাং তদ্বেদিরূপং বিত্তং দেবা অবিন্দন্তালভন্ত তস্মাদ্বিন্দতে লভ্যত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা বেদের্ব্বেদিনাম সম্পন্নং। বক্ষ্যামাণমপেক্ষ্যায়মেকঃ প্রকারঃ। তস্মাদেকং বেদিত্বমিত্যুচ্যতে॥ প্রকারান্তরেণাপি বেদিত্বং দর্শয়তি—"অসুরাণাং বা ইয়মগ্র আসীত্তাবদাসীনঃ পরাপশ্যতি তাবদ্দেবানাং তে দেবা অব্রুবন্ত্বেব নোঽস্যামপীতি কিয়দ্বো দাস্যাম ইতি যাবদিয়ং সলাবৃকী ত্রিঃ পরিক্রামতি তাবন্নো দত্তেতি স ইন্দ্রঃ সলাবৃকী রূপং কৃত্বেমাং ত্রিঃ সর্ব্বতঃ পর্য্যক্রামত্তদিমামবিন্দন্ত যদিমামবিন্দন্ত তদ্বেদ্যৈ বেদিত্বং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি। দার্শিকে বেদিব্রাহ্মণেঽপ্যেতদুপাখ্যানং শ্রুতং। তত্র বসবস্ত্বেতি মন্ত্রৈর্যাবান্ প্রদেশঃ পরিগৃহীতস্তাবত্যেব বেদিঃ। অত্র তু কৃৎস্নাঽপি ভূমির্ব্বেদিরিতি বিশেষঃ॥ কৃৎস্নভূমের্ব্বেদিত্বেঽপি যাগোপযুক্তদেশঃ পৃথক্কল্পনীয় ইতি বিধত্তে—"সা বা ইয়ং সর্ব্বৈব বেদিরিয়তি শক্ষ্যামীতি ত্বা অবমায় যজন্তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি। ভূমিঃ সর্ব্বা যদ্যপি বেদিরেব তথাঽপি ন যত্র কাপি যষ্টব্যং কিং ত্বেতাবতি প্রদেশে সদোহবির্দ্ধানাদিকং নির্ম্মাতুং শক্ষ্যামীতি নিশ্চিত্য তাবন্তং প্রদেশমবমায় পদৈঃ পরিমিত্য তস্মিন্-প্রদেশে যজেরন্॥ তত্র পদসংখ্যাং বিধত্তে—"ত্রিংশৎ পদানি পশ্চাত্তিরশ্চী ভবতি ষট্‌ত্রিংশৎ প্রাচী চতুর্ব্বিংশতিঃ পুরস্তাত্তিরশ্চী দশদশ সংপদ্যন্তে দশাক্ষরা বিরাডন্নং বিরাড্বিরাজৈবান্নাদ্যমব রুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি। তত্রোক্তপদসংখ্যায়াং সর্ব্বস্যাং মেলিতায়াং নবসংখ্যাকানি দশকানি সম্পদ্যন্তে। তদেবং বেদিপ্রদেশপ্রমাণং মধ্যম উপসদ্দিনে প্রাতঃ-কালীনায়া উপসদ ঊর্দ্ধং কর্ত্তব্যং।

তথা চ সূত্রং—"অপরা মধ্যমে প্রবর্দ্ধ্যোপসদৌ বেদিং কুর্ব্বন্তি প্রাগ্বংশস্য মধ্যমাল্লালাট-কাত্রীন্ প্রাচঃ প্রক্রমান্ প্রক্রম্য শঙ্কুং নিহন্তি তস্মাৎ পঞ্চদশসু দক্ষিণত এবমুত্তরতস্তে শ্রোণী প্রথমনিহিতাচ্ছঙ্কোঃ ষট্‌ত্রিংশতি পুরস্তাত্তস্মাদ্দ্বাদশসু দক্ষিণত এবমুত্তরতস্তাবংসৌ" ইতি। যথোক্তপরিমাণবতিপ্রদেশ উপরিতনমৃত্তিকায়া অপনয়নং বিধত্তে - "উদ্ধন্তি যদেবাস্যা অমেধ্যং তদপহন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি। নিষ্ঠীবনাদিকৃতমশুচিত্বমুদ্ধননেনাপৈতি॥ তমেব বিধিমনূদ্য প্রশংসতি—"উদ্ধন্তি তস্মাদোষধয়ঃ পরা ভবন্তি বর্হিঃ স্তৃণাতি তস্মাদোষধয়ঃ পুনরা ভবন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি। পূর্ব্বং তস্মিন্ প্রদেশে সমুৎপন্নাস্তৃণবিশেষা উদ্ধননেন পরাভূতা ভবন্তি তস্মাৎ কৃৎস্নবেদ্যাং বর্হিরাস্তরণাদোষধয়ঃ পুনরাগতা ভবন্তি॥ তস্য বর্হিষ উপরি পুনরপ্যগ্নীষোমীয়পশ্বর্থং বর্হিরুত্তরবেদিপ্রদেশে স্তৃণীয়াদিতি বিধত্তে—"উত্তরং বর্হিষ উত্তরবর্হিঃ স্তৃণাতি প্রজা বৈ বর্হির্যজমান উত্তরবর্হির্যজমানমেবাযজমানাদুত্তরং করোতি তস্মাদ্যজমানোঽযজমানাদুত্তরঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি। উৎকৃষ্ট ইত্যর্থঃ॥ যৎপূর্ব্বং বিহিতং তিস্র উপসদ উপৈতি দ্বাদশাহীনে সোম উপৈতীতি তত্র বিপক্ষস্য-পক্ষয়োর্ব্বাধাবাধাবুমপশ্যস্তি—"যদ্বা অনীশানো ভারমাদত্তে বি বৈ স লিশতে যদ্দ্বাদশ সাহ্নস্যোপসদো দ্বাদশাহীনস্য যজ্ঞস্য সবীর্য্যত্বায়াথো সলোম ক্রিয়তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি। লোকে যদ্যশক্তঃ কশ্চিৎপ্রৌঢ়ং ভারং বোঢ়ুমাদদীত তদা স বিলিশতে

বিশেষণাল্লী ভবতি উত্থাতুমশক্তো ভূমৌ পতেৎ। তদ্বদত্রাপি যোজ্যতে। অহ্না সহ বর্ত্তত ইতি সাহ্ন একাহো জ্যোতিষ্টোমঃ। অহঃসঙ্ঘসাধ্যোঽহীনো দ্বিরাত্রাদিঃ। তত্র যস্তল্লস্য সাহ্নস্য দ্বাদশ সূর্য্যাদি বাঽধিকস্যাহীনস্য তিস্রঃ স্যুস্তদা বিলোম বিপরীতং ক্রিয়তে। তথা সতি সাহ্নস্য বীর্য্যং হীয়েত। স্বপক্ষে তু নাস্তি তদুভয়ং॥ যচ্চান্যৎপূর্ব্বং বিহিতমারাগ্রামবান্তরদীক্ষামুপেয়াদিতি তৎপ্রশংসতি—"বৎসস্যৈকঃ স্তনো ভাগী হি সোঽথৈকং স্তনং ব্রতমুপেত্যথ দ্বাবথ ত্রীনথ চতুর এতদ্বৈ ক্ষুরবপি নাম ব্রতং যেন প্র জাতান্ ভ্রাতৃব্যান্নুদতে প্রতি জনিষ্যমাণানথো কনীয়সৈব ভূয় উপৈতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি। বৎসস্য ভাগো যঃ স্তনস্তস্মিন্নল্পং পয়ো যজমানশ্চতুর্থে পর্য্যায়ে স্বী করোতি। ততোঽস্য চতুস্তননিয়ম সিধ্যতি। তদেতদেকস্তনাদিকং ব্রতং ক্ষুরপবীত্যুচ্যতে। পবির্ব্বজ্রং তেন তীক্ষ্ণত্বমুপলক্ষ্যতে। ক্ষুরবৎপবিস্তৈক্ষ্যং যস্যাঽহরাগ্রাব্রতস্য তেন ব্রতেন পূর্ব্বমুৎপন্নান্বৈরিণো বিনাশয়তি জনিষ্যমাণাশ্চ প্রতিবধ্নাতি। কিং চাত্যল্পেন কর্ম্মণা ভূয়ঃ ফলং প্রাপ্নোতি। যথোক্তেনাল্পেন বীজেন প্রৌঢ়ং বৃক্ষং ফলং প্রাপ্নোতি তদ্বৎ। যদন্যৎপূর্ব্বং বিহিতং পরোবরীয়সীমবান্তরদীক্ষামুপেয়াদিতি তৎপ্রশংসতি—"চতুরোঽগ্রে স্তনান্ ব্রতমুপেত্যথ ত্রীনথ দ্বাবথৈকমেতদ্বৈ সুজঘনং নাম ব্রতং তপস্যং সুবর্গ্যমথো প্রৈব জায়তে প্রজয়া পশুভিঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি। যথা রূপবত্যা যুবত্যা যোষিতো জঘনপ্রদেশঃ স্থূলস্তস্যোপরি দেহমধ্যপ্রদেশঃ কৃশস্তদ্বদস্য ব্রতস্যাধোভাগশ্চতুস্তন উপরিভাগ একস্তন ইতি সুজঘনমিতি নাম। তপস্যমুত্তরোত্তরমাহারক্ষয়াত্তপসো যোগ্যং। অতএব স্বর্গসাধনং। কিং চ সুজঘনত্বাদেব প্রজাঃ পশূংশ্চ প্রজনয়তি॥ ত্রৈবর্ণিকানাং মধ্যে ক্ষত্রিয়স্য দ্রব্যং বিধত্তে—"যবাগূ রাজন্যস্য ব্রতং ক্রূরেব বৈ যবাগূঃ ক্রূর ইব রাজন্যো বজ্রস্য রূপং সমৃদ্ধ্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি। যবাগ্বা ওদনবত্তৃপ্তিহেতুত্বাভাবাৎ ক্রূরত্বং। রাজন্যো দুষ্টশিক্ষকত্বাৎ ক্রূরঃ। উভয়ং মিলিত্বা যদ্বজ্রসদৃশং তচ্চানিষ্টনিবর্ত্তকত্বেন সমৃদ্ধ্যৈ ভবতি॥ বিধত্তে—"আমিক্ষা বৈশ্যস্য পাকযজ্ঞস্য রূপং পুষ্ট্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি। তপ্তে পয়সি দধিপ্রক্ষেপেণ ঘনীভূতো ভাগোঽসবামিক্ষা। পক্কেন পুরোডাশাদিনা কৃতো যজ্ঞঃ পাকযজ্ঞঃ। আমিক্ষায়াঃ পক্বপয়োনিষ্পন্নত্বাৎ পাকযজ্ঞস্য রূপমতঃ পুষ্ট্যৈ ভবতি॥ বিধত্তে—"পয়ো ব্রাহ্মণস্য তেজো বৈ ব্রাহ্মণস্তেজঃ পয়স্তেজসৈব তেজঃ পয় আত্মন্ধত্তেঽথো পয়সা বৈ গর্ভা বর্দ্ধন্তে গর্ভ ইব খলু বা এষ যদ্দীক্ষিতো যদস্য পয়ো ব্রতং ভবত্যাত্মানমেব তদ্বর্দ্ধয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি। ব্রাহ্মণোঽধ্যাপনাদিরূপেণ তেজসা যুক্তঃ। পয়সস্তেজোবৎস্বচ্ছরূপত্বাৎ স্বয়মেব তেজস্বি। পয়সি পীতে সতি স্বকীয়েন তেজসা সহ পয়োরূপং তেজ আত্মনি ধৃতং ভবতি। কিং চ দীক্ষিতস্য গর্ভরূপত্বাৎ পয়সা বৃদ্ধির্যুজ্যতে॥ মধ্যাহ্নমধ্যরাত্রয়োর্ব্রতকালত্বং বিধাতুং প্রস্তৌতি—"ত্রিবৃতো বৈ মনুরাসীদ্দ্বিব্রতা অসুরা একব্রতা দেবাঃ প্রাতর্ম্মধ্যন্দিনে সায়ং তন্মনোর্ব্রতমাসীৎ পাকযজ্ঞস্য রূপং পুষ্ট্যৈ প্রাতশ্চ সায়ং চাসুরাণাং নির্ম্মধ্যং ক্ষুরো রূপং ততস্তে পরাঽভবন্মধ্যন্দিনে মধ্যরাত্রে দেবানাং ততস্তেঽভবন্ৎসুবর্গং লোকমায়ন্" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি। অহনি ত্রিষু কালেষু ব্রতং ভোজনং কুর্ব্বতো মনোরেকস্মিন্নেব কালে ব্রতং কুর্ব্বতাং দেবানাং চ মধ্যাহ্নকালে ব্রতমস্তি। স চ কালঃ। ক্ষুধঃ স্বরূপং। তস্মিন্ ব্রত-

রহিতা অসুরাঃ পরাভূতাঃ। ব্রতযুক্তাস্তু মনুর্দ্দেবাশ্চ পুষ্টিং স্বর্গং চ প্রাপ্তাঃ। ততো মধ্যাহ্নকালঃ প্রশস্তঃ॥ বিধত্তে—"যদস্য মধ্যন্দিনে মধ্যমাত্রে ব্রতং ভবতি মধ্যতো বা অন্নেন ভুঞ্জতে মধ্যত এব তদূর্জ্জং ধত্তে ভ্রাতৃব্যাভিভূত্যৈ ভবত্যাত্মনা পরাঽস্য ভ্রাতৃব্যো ভবতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি। মুখমধ্যেঽন্নস্য ভোজনমুদরমধ্যেঽন্নস্য চ ধারণং যথা লোকে তথৈবাত্রাপি মধ্যাহ্নে মধ্যরাত্রে চ ব্রতং কর্ত্তব্যং॥ দীক্ষিতস্য স্বনিবাসস্থানাৎ প্রবাসং নিষেধতি-"গর্ভো বা এষ যদ্দীক্ষিতো যোনির্দ্দীক্ষিতবিমিতং যদ্দীক্ষিতো দীক্ষিতবিমিতাৎ প্রবসেদ্যথা যোনের্গর্ভঃ স্কন্দতি তাদৃগেব তন্ন প্রবস্তব্যমাত্মনো গোপীথায়" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি। দীক্ষিতো বিশেষেণ মীয়তে প্রক্ষিপ্যতে যস্মিংশালাস্থানে তদ্দীক্ষিতবিমিতং তস্য যোনিরূপত্বাৎ। ততোঽস্য নির্গমনং গর্ভস্রাবসমং। তত আত্মরক্ষণার্থং ন নির্গন্তব্যং॥ এতমেব নিষেধং প্রকারান্তরেণ প্রশংসতি—"এষ বৈ ব্যাঘ্রঃ কুলগোপা যদগ্নিস্তস্মাদ্যদ্দীক্ষিতঃ প্রবসেৎ স এনমীশ্বরোঽনূত্থায় হন্তোর্ন প্রবস্তব্যমাত্মনো গুপ্ত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি। এষ এবাহবনীয়োঽগ্নিঃ প্রবসতো ব্যাঘ্রবদ্ধিংসকো নিবসতঃ কুলরক্ষকঃ। তস্মাৎ সোঽগ্নিঃ প্রবসন্তমেনমনু স্বয়মুত্থায় হন্তুং সমর্থঃ। "প্রবাসাভাবস্ত্বাত্মনো রক্ষণায় ভবতি" আহবনীয়স্য দক্ষিণদেশং শয়নার্থং বিধত্তে—"দক্ষিণতঃ শয় এতদ্বৈ যজমানস্যাঽযতনং স্ব এবাঽযতনে শয়ে (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি!

শেত ইত্যর্থঃ। শয়নস্যাঽহবনীয়াভিমুখ্যং বিধত্তে—"অগ্নিমভ্যাবৃত্য শয়ে দেবতা এব যজ্ঞমভ্যাবৃত্য শয়ে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি। অথ কাম্যানি দেবযজনানি বিধীয়ন্তে। তত্র পুরোঽহবিরাদয়ঃ সংজ্ঞাবিশেষা উক্থ্যষোড়শ্যতিরাত্রাদ্যুত্তরযজ্ঞাঃ। স্বর্গকামিনং প্রতি বিধত্তে—"পুরোঽহবিষি দেবযজনে যাজয়েদ্যং কাময়েতোপৈনমুত্তরো যজ্ঞো নমেদভি সুবর্গং লোকং জয়েদিতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। অনেন প্রকারেণ যং যজমানমুদ্দিশ্য কাময়েত তং পুরোঽহবির্নামকে যাজয়েৎ। তস্য লক্ষণমাহ—"এতদ্বৈ পুরোঽহবির্দ্দেবযজনং যস্য হোতা প্রাতরনুবাকমনুব্রুবন্নগ্নিমপ আদিত্যমভি বিপশ্যতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। যস্য দেবযজনস্য হবির্দ্ধানমণ্ডপ আসীনঃ প্রাঙ্মুখো হোতা প্রাতরনুবাকনামকং শস্ত্রং পঠেৎ পুরোবর্ত্তিনমাহবনীয়াগ্নিং ততঃ প্রাগ্বর্ত্তিনং নদীতড়াগাদিজলং ততোঽপি প্রাগ্দিশ্যুদ্যন্তমাদিত্যং চাঽভিমুখ্যেন যুগপৎপশ্যত্যেতাদৃগ্দেবযজনং পুরোঽহবিরিত্যুচ্যতে। কামিতফলসিদ্ধিং দর্শয়তি—"উপৈনমুত্তরো যজ্ঞো নমত্যভি সুবর্গং লোকং জয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। অন্যদ্বিধত্তে—"আপ্তে দেবযজনে যাজয়েদ্ভ্রাতৃব্যবন্তং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি॥

আপ্তনামকস্য লক্ষণমাহ—"পন্থাং বাঽধিস্পর্শয়েৎ কর্ত্তং বা যাবন্নানসে যাতবৈ ন রথায়ৈতদ্বা আপ্তং দেবযজনং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। প্রৌঢ়ং রাজমার্গং প্রৌঢ়ং গর্ত্তং বা বিলোক্যাঽধিক্যেন তৎসংস্পর্শো যথা ভবতি তথা দেবযজনং নির্ম্মাতব্যং। দেবযজনগর্ত্তয়োর্ম্মধ্যে শকটস্য বা রথস্য বা যাতবৈ গন্তুং যাবদন্তরং ন পর্য্যাপ্তং তাবদেবান্তরং কর্ত্তব্যং। সোঽয়মধিস্পর্শঃ। এতদেবাঽপ্তনামকং। কামিতার্থসিদ্ধিং দর্শয়তি—"আপ্নোত্যেব ভ্রাতৃব্যং নৈনং ভ্রাতৃব্য আপ্নোতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। জয়তীত্যর্থঃ। বিধত্তে—"একোন্নতে দেবযজনে যাজয়েৎ পশুকামং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। প্রশংসতি

"একোন্নতাদ্বৈ দেবযজনাদঙ্গিরসঃ পশূন্ সৃজন্ত" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। লক্ষণমাহ—"অন্তরা সদো হবির্দ্ধানে উন্নতং স্যাদেতদ্বা একোন্নতং দেবযজনং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। প্রাচীনবংশাৎ পুরতঃ প্রত্যাসন্নং সদঃ, উত্তরবেদেঃ পশ্চাৎপ্রত্যাসন্নং হবির্দ্ধানং, তয়োর্ম্মধ্যমুন্নতং কুর্য্যাৎ। ফলমাহ—"পশুমানেব ভবতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। বিধত্তে—"ক্র্যন্নতে দেবযজনে যাজয়েৎ সুবর্গকামং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। প্রশংসতি—"ক্র্যন্নতাদ্বৈ দেবযজনাদঙ্গিরসঃ সুবর্গং লোকমায়ন্" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। লক্ষণমাহ—"অন্তরাহহবনীয়ং চ হবির্দ্ধানং চোন্নতং স্যাদন্তরা হবির্দ্ধানং চ সদশ্চান্তরা সদশ্চ গার্হপত্যং চৈতদ্বৈ ক্র্যন্নতং দেবযজনং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। উত্তরবেদিহবির্দ্ধানসদঃ প্রাচীনবংশানাং চতুর্ণামন্তরালপ্রদেশেষু ত্রিষুন্নতং কুর্য্যাৎ। ফলমাহ -"সুবর্গমেব লোকমেতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। বিধত্তে—"প্রতিষ্ঠিতে দেবযজনে যাজয়েৎ প্রতিষ্ঠাকামং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। লক্ষণমাহ—"এতদ্বৈ প্রতিষ্ঠিতং দেবযজনং যৎ সর্ব্বতঃ সমং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। ফলমাহ—'প্রত্যেব তিষ্ঠতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৬) ইতি॥ অথ নামবিশেষমনুক্ত্বা লক্ষণপুরঃসরং বিধত্তে—"যত্রাঙ্গা অন্যা ওষধয়ো ব্যতিষক্তাঃ স্যুস্তদ্বাজয়েৎ পশুকামং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৬) ইতি। যবগোধূমপ্রিয়ঙ্গুকোদ্রব্যাদিবীজানি পরস্পরবিলক্ষণানি যস্মিন্ প্রদেশে সহোৎপদ্যন্তে তত্র পশুকামং যাজয়েৎ। প্রশংসতি—"এতদ্বৈ পশূনাং রূপং রূপেণৈবাস্মৈ পশূনব রুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৬) ইতি। ফলমাহ—"পশুমানেব ভবতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৬) ইতি। বিধত্তে—"নির্ঋতিগৃহীতে দেবযজনে যাজয়েত্তং কাময়েত নির্ঋত্যাহস্য যজ্ঞং গ্রাহয়েয়মিতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৬) ইতি। নির্ঋতির্যজ্ঞবিঘাতী রাক্ষসঃ। লক্ষণমাহ—"এতদ্বৈ নির্ঋতিগৃহহীতং দেবযজনং যৎসদৃশ্যৈ সত্যা ঋক্ষং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৬) ইতি। নিম্নোন্নতত্বরাহিত্যেন সদৃশ্যাঃ সত্যা ভূমেঃ সম্বন্ধি যদৃক্ষং তৃণাদিশূন্যং স্থানং তন্নির্ঋতিগৃহীতং॥ কামিতার্থসিদ্ধিমাহ—"নির্ঋত্যৈবাস্য যজ্ঞং গ্রাহয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। বিধত্তে—"ব্যাবৃত্তে দেবযজনে যাজয়েদ্ব্যাবৃৎকামং যং পাত্রে বা তল্পে বা মীমাংসেরন্" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি॥ পাত্রোপলক্ষিতে সহপঙ্‌ক্তিভোজনে তল্পোপলক্ষিতে বিবাহে বা বন্ধুমিত্রাদয়ো যং পুরুষমুদ্দিশ্য মীমাংসেরন্ সন্দিহীরন্ স পুরুষঃ সন্দেহ হেতোরপবাদাদেঃ পাপ্মনো ব্যাবৃত্তিং কাময়তে তং ব্যাবৃত্তে যাজয়েৎ। ব্যাবৃত্তস্য লক্ষণমাহ—"প্রাচীনমাহবনীয়াৎ প্রবণং স্যাৎপ্রতীচীনং গার্হপত্যাদেতদ্বৈ ব্যাবৃত্তং দেবযজনং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। উভয়তং প্রবণং নিম্নং॥ ফলসিদ্ধিমাহ—"বি পাপ্মনা ভ্রাতৃব্যেণাহবর্ত্ততে নৈনং পাত্রে ন তল্পে মীমাংসন্তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। পাপরূপেণ বৈরিণা ব্যাবর্ত্ততে বিযুজ্যতে ততো ন সন্দিহতে॥ বিধত্তে—"কার্য্যে দেবযজনেযাজয়েদ্ভূতিকামং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। কার্য্যে মৃচ্ছিলাদিভিরুন্নতীকরণীয়ে॥ প্রশংসতি—"কার্য্যো বৈ পুরুষঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। উপনয়নাদিসংস্কারৈরুন্নতীকরণীয়ঃ পুরুষস্ততস্তস্যেদং যোগ্যং॥ ফলসিদ্ধিং দর্শয়তি—"ভবত্যেব" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৬) ইতি। ঐশ্বর্য্যং প্রাপ্নোত্যেব। তদেতৎ সর্ব্বং

যা তে অগ্নেঽযাশয়া রজাশয়েত্যনেনমন্ত্রেণ সাধ্যয়োঃ প্রাতঃকালীনসায়ংকালীনোপসদোর্ম্মধ্যে কর্ত্তব্যং ॥

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ।

"অংশুরাপ্যায়য়েৎসোমমেষ্টা প্রস্তরনিহ্নবঃ। অগ্নে পূর্ব্বাগ্নিমামন্ত্র্য যা তে মার্জ্জয়তে তথা ॥ ১ ॥
ব্রতং চ তেন কুরুতে যা তে ত্র্যাপসদামনী। আজ্যহোমা অয়াশেতি রজেতি চ হরেতি চ ॥ ২ ॥
ত্রিবিধো মন্ত্রভেদঃ স্যান্মন্ত্রাঃ সপ্তেহ ঈরিতাঃ ॥ ৩ ॥"

অথ মীমাংসা।

পঞ্চমাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে চিন্তিতং—"আবৃত্তিরুপসৎস্বেষা সঙ্ঘস্যৈকৈকগাঽথ বা। ত্রিরধ্যায়ং পঠেত্যাদাবিব স্যাৎ সমুদায়গা॥ প্রথমা মধ্যমাঽন্ত্যেতি প্রাকৃতক্রমসিদ্ধয়ে। একৈকস্যা দ্বিরভ্যাসে ষট্সংখ্যাঽপি প্রসিধ্যতি" ইতি॥ অগ্নৌ শ্রূয়তে—"ষড়ুপসদঃ" ইতি। তত্র চোদকপ্রাপ্তানাং তিসৃণামুপসদাং পুর্ব্বন্যায়েনাঽবৃত্ত্যা ষট্সংখ্যা সম্পাদনীয়া। যথা পূর্ব্বাধিকরণে প্রযাজেষু সঙ্ঘাবৃত্ত্যৈকাদশসংখ্যা সম্পাদিতা তদ্বদত্রাপি সাঽবৃত্তির্দ্দণ্ডকলিতবৎ সমুদায়স্য যুক্তা। যথা দণ্ডেন ভুপ্রদেশং সংমিমানঃ পুরুষ আমূলাগ্রং কৃৎস্নদণ্ডং পুনঃপুনঃ পাতয়তি, ন তু দণ্ডস্য প্রত্যবয়বং পৃথগাবৃত্তিং করোতি। যথা বা ত্রিবারং রুদ্রাধ্যায়ং জপতীত্যত্র কৃৎস্ন এবাধ্যায় আবর্ত্ত্যতে ন ত্বধ্যায়ৈকদেশ একৈকোঽনুবাকঃ পৃথগেব ত্রিঃ পঠ্যতে তথা তিসৃণামুপসদাং সমুদায় আবর্ত্তনীয় ইতি চেন্মৈবং। প্রাকৃতক্রমবাধপ্রসঙ্গাৎ। প্রকৃতৌ হি দীক্ষানন্তরভাবিনি দিনে হোতব্যা প্রথমোপসৎ। তত ঊর্দ্ধদিনে দ্বিতীয়া। ততোঽপ্যূর্দ্ধদিনে তৃতীয়া। তা এতাঃ সকৃদনুষ্ঠায় পুনরুপরিতনদিনেষ্বনুষ্ঠীয়ন্তে চেৎ পুনরনুষ্ঠীয়মানায়াঃ প্রথমায়াঃ প্রথমাত্বমপৈতি চতুর্থীত্বমায়াতি। তস্মাৎ প্রাকৃতক্রমসিদ্ধয়ে প্রথমাং দ্বিরভ্যস্য ততো দ্বিতীয়াং দ্বিরভ্যস্যেত্যেবং স্বস্থানবৃদ্ধ্যা তাসামাবৃত্তিঃ কার্য্যা। ন চাধ্যায়দৃষ্টান্তো যুক্তঃ। অনুবাকসমুদায়স্যৈবাধ্যায়ত্বাত্তস্যৈব চাঽবৃত্তিবিধানাৎ। ন ত্বিহ সমুদায়স্যোপসত্ত্বমস্তি। তস্মাৎ প্রত্যেকমুপসদাবর্ত্তনীয়া। অনেন ন্যায়েন দ্বাদশাহীনস্যেত্যত্রৈকৈকোপসচ্চতুর্ব্বারমাবর্ত্তনীয়া।

তৃতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে চিন্তিতঃ—"তিস্র এব হি সাহ্নে স্যুরহীনে দ্বাদশেত্যদঃ। জ্যোতিষ্টোমে দ্বাদশত্বমথ বাঽহর্গণে ভবেৎ॥ অস্তু প্রকরণাদাদ্যো নাহীনত্বং বিরুধ্যতে। প্রকৃতিত্বান্ন কেনাপি হীনোঽতোঽত্র বিকল্প্যতাং॥ সাহ্নাদ্ভিন্নাঽহীনসংজ্ঞা রূঢ়ৈষাঽহর্গণে ভবেৎ। ষষ্ঠীশ্রুত্যা দ্বাদশত্বং প্রক্রিয়াতোঽপকৃষ্যতাং" ইতি॥ জ্যোতিষ্টোমপ্রকরণে শ্রূয়তে—"তিস্র এব সাহ্নস্যোপসদো দ্বাদশাহীনস্য" ইতি। একেনাহ্না নিষ্পাদ্যত্বাৎ সাহ্নো জ্যোতিষ্টোমঃ। দীক্ষাদিবসাদূর্দ্ধং সোমাভিষবদিবসাৎ পূর্ব্বং কর্ত্তব্যা হোমা উপসদঃ। তাসাং দ্বাদশত্বং প্রকরণবলাজ্জ্যোতিষ্টোমে নিবিশতে। অহীনশব্দস্য তস্মিন্নবকল্প্যতে। জ্যোতিষ্টোমস্য নিখিলসোমযাগপ্রকৃতিত্বেন সর্ব্বেষামঙ্গানাং তত্রোপদেশে সতি তদুপদেশবিকলবিকৃতীনামিব হীনত্বাভাবাৎ। অতো দ্বাদশত্বত্রিত্বয়োর্ব্বিকল্প ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—আবৃত্তঃ সোমযাগরূপো দ্বিরাত্রত্রিরাত্রাদিরহর্গণঃ। তস্মিন্নহীনশব্দে রূঢ়ঃ। যৌগিকত্বে তু ন হীন ইতি বিগৃহ্য সমাসে কৃতে সত্যযজ্ঞাদি-

শব্দবদাদ্যুদাত্তঃ স্যাৎ। মধ্যোদাত্তস্ত্বায়ুতে। রূঢ়িশ্চ বিগ্রহনিরপেক্ষত্বাচ্ছীঘ্রবুদ্ধিহেতুঃ। অতো জ্যোতিষ্টোমবাচিনঃ সাহ্নশব্দাদভিন্নেয়মহীনসংজ্ঞা জ্যোতিষ্টোমাদ্ভিন্নমহর্গণমভিধত্তে। তস্মিন্নহর্গণে ষষ্ঠীশ্রুত্যা তদুক্তং দ্বাদশত্বং নিবেশ্যতে। তৎসিদ্ধয়ে প্রকরণাদিদমপনেতব্যং।

তৃতীয়াধ্যায়স্য সপ্তমপাদে চিন্তিতং—"মুখ্যার্থা সৌমিকী বেদিরুভয়ার্থেতি মুখ্যগা। চিকীর্ষিতত্বান্মুখ্যস্য বেদ্যাং তৎকৃতিসম্ভবাৎ॥ মুখ্যপৌষ্কল্যহেতুত্বাত্তদঙ্গং চিকীর্ষিতং। মুখ্যবত্তেন তদ্বেদিরঙ্গেষ্বপ্যুপকারিণী" ইতি॥ দার্শিকীং বেদিং মধ্যেঽন্তর্ভাব্য প্রাচীনবংশো মণ্ডপোঽবস্থিতঃ। ততঃ পূর্ব্বস্যাং দিশি সদোহবির্দ্ধানাদীনাং পর্য্যাপ্তো ভূভাগবিশেষঃ। তৈঃ সদঃপ্রভৃতিভিঃ সহ সৌমিকী বেদিরিত্যুচ্যতে। সেয়ং মুখ্যস্য সোমযাগস্যৈবোপকারং করোতি, ন ত্বমুখ্যানামগ্নীষোমীয়াদ্যঙ্গানাং। কুতঃ। মুখ্যস্য চিকীর্ষিতত্বাৎ। ন চাঙ্গান্যপি চিকীর্ষিতানীতি বাচ্যং। চিকীর্ষাস্বরূপস্য বেদেনৈবাভিহিতত্বাৎ। এবং শ্রূয়তে—"ষট্‌ত্রিংশৎপ্রক্রমা প্রাচী চতুর্ব্বিংশতিরগ্রেণ ত্রিংশজ্জঘনেনেতি শক্ষ্যামহে" ইতি। অস্যায়মর্থঃ—শ্রূয়মাণেনানেন দৈর্ঘ্যপ্রমাণেন তির্য্যক্‌প্রমাণেন চ প্রমিতে ভূভাগে ফলহেতুং সোমযাগং কর্ত্তুং শক্ষ্যামহ ইতি নিশ্চিত্য তত্রৈব কুর্য্যাদিতি। সেয়ং চিকীর্ষা মুখ্যবিষয়া। ইতি শক্ষ্যামহ ইতি পরিমাণস্য শক্তেশ্চোপন্যাসাৎ। অঙ্গানাং তু পশূনামিষ্টীনাং চ সদোহবির্দ্ধানাদিমণ্ডপনিরপেক্ষাণাং যথোক্তপরিমাণমন্তরেণাপ্যনুষ্ঠাতুং শক্যত্বাৎ স উপন্যাসস্তত্র নিরর্থকঃ। সোমস্য ত্বনুষ্ঠানং যথোক্তবেদ্যামেব সম্ভবতি ন ত্বন্যত্র। তস্মাৎ সা বেদির্মুখ্যস্যৈবোপকরোতীতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—ইয়তি শক্ষ্যামহ ইত্যত্র সাঙ্গপ্রধানানুষ্ঠানে শক্তিরুক্তা। তাদৃশস্যৈব ফলং প্রতি পুষ্কলহেতুত্বাৎ। অতো মুখ্যাঙ্গয়োশ্চিকীর্ষায়াস্তুল্যত্বাদ্বেদিরুভয়ার্থা। ন চাত্র বপনাদিসাম্যং শঙ্কনীয়ং। দৃষ্টোপযোগাভাবস্য তত্রোক্তত্বাৎ। ইহ তু হবিরাসাদনাদির্দৃষ্ট উপযোগঃ। স চ মুখ্যাঙ্গয়োঃ সম ইত্যুভয়ার্থত্বং।

ষষ্ঠাধ্যায়স্যাষ্টমপাদে চিন্তিতং—"অন্যাভাবেঽন্যভাবেঽপি পয়োভক্ষাদয়োঽগ্রিমঃ। নিমিত্তে সত্যনুষ্ঠানান্নিয়মাদৃষ্টতোঽন্তিমঃ" ইতি॥ জ্যোতিষ্টোমে শ্রূয়তে—"পয়ো ব্রাহ্মণস্য ব্রতং" ইতি। তদেতদসত্যন্যস্মিন্‌ভক্ষ্যে কর্ত্তব্যং। কুতঃ। অন্যাভাবস্য নিমিত্তত্বাৎ। নিমিত্তে সতি নৈমিত্তিকস্যাবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাদিতি চেন্মৈবং। ন হ্যত্রান্যাভাবো নিমিত্তত্বেন শ্রুতঃ। তস্মাৎ সত্যপ্যন্যস্মিন্ ভক্ষ্যে নিয়মাদৃষ্টায় পয় এব ভক্ষয়েৎ। তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতং—"অজীর্ণিসম্ভবে কার্য্য ব্রতং নো বাঽগ্রিমো বিধেঃ। রোগোৎপত্ত্যা প্রধানস্য বিরোধান্ন পয়োব্রতং" ইতি॥ জ্যোতিষ্টোমে শ্রূয়তে—"মধ্যন্দিনে মধ্যরাত্রে ব্রতং ব্রতয়তি" ইতি। তত্র যস্যাজীর্ণিঃ সম্ভাবিতা তেনাপি বিহিতত্বাৎ পয়ো ব্রতয়িতব্যমেবেতি চেন্মৈবং। প্রধানানুষ্ঠানবিঘ্নপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাত্তথাবিধবেলায়াং পয়ো বর্জ্জয়েৎ॥ অত্র সর্ব্বাণি যজূংষ্যেবেতি নাস্তি ছন্দঃ॥ (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—১১ অনুবাক)।

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে
কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরিয়সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে
দ্বিতীয়প্রপাঠক একাদশোঽনুবাকঃ॥ ১১॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

দশম অনুবাকে আতিথ্যেষ্টি-সম্পাদনের ক্রম-পদ্ধতি উল্লিখিত হইল। তাহাতে প্রাগ্বংশশালায় সোম স্থাপিত হইয়াছে। সেই সোমের দ্বারা যে যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে, সেই যজ্ঞের বিঘ্নকারী অসুরগণকে প্রথমে বিতাড়িত করিতে হইবে। সেই অসুরগণকে বিজয়ের নিমিত্ত উপসদ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান বিধেয়। একাদশ অনুবাকে সেই উপসদ-যজ্ঞের বিষয় পরিবর্ণিত হইতেছে। উপসদেষ্টির প্রারম্ভেই অতিথি সোমের বন্ধনোপদ্রব-পরিহার-কল্পে আপ্যায়নাদি উপচার কর্ত্তব্য।

একাদশ কণ্ডিকার প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রের আলোচনায় প্রথমে আমরা ভাষ্যকারের মন্তব্য প্রদান করিতেছি। মন্ত্র-দুইটী সোম সম্বন্ধে প্রযুক্ত। ভাষ্যকারের মতে প্রথম মন্ত্রের অর্থ,—'অংশু বলিতে সূক্ষ্ম অবয়ব বুঝায়। হে সোমদেব! তোমার যে অংশু শুষ্ক হইতেছে এবং যে অংশু পরিক্ষীণ হইয়াছে, তোমার সেই সকল অংশু বা অবয়ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক। কি জন্য? ইন্দ্রের পরিতৃপ্তির জন্য। কিরূপ ইন্দ্র? মুখ্য বা শোভন সোমরূপ ধন যিনি অবগত আছেন অথবা বিজ্ঞাপিত করেন, সেইরূপ একধনবিৎ। হে সোম! তোমার নিমিত্ত—তোমাকে পান করিবার নিমিত্ত—ইন্দ্র তোমাকে অভিবৃদ্ধ করেন। তুমিও ইন্দ্রের নিমিত্ত বর্দ্ধিত হও। সখিভূত ঋত্বিকদিগকে ধনদানে এবং মেধার দ্বারা প্রবর্দ্ধিত কর। হে সোমদেব! তোমার শুভ হউক। তোমার প্রসাদে আমি যেন সোমাভিষব-ক্রিয়ার শেষ দিন প্রাপ্ত হই।'

আতিথ্যেষ্টির প্রস্তর এবং বর্হি অগ্নিতে স্থাপন বিধি-বিরুদ্ধ; কিন্তু সেই প্রস্তর বেদির দক্ষিণার্দ্ধে স্থাপন করিয়া, তদুপরি দক্ষিণহস্ত উত্তান (চিৎ) করিয়া এবং বামহস্ত নিম্নদিকে (উপুড় করিয়া) স্থাপনান্তর নমস্কার দ্বারা সোমের পরিচর্য্যা করিতে করিতে ঋত্বিক্‌গণ দ্বিতীয় মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। তদনুসারে ভাষ্যমতে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—'এষ্টৃ শব্দে ইচ্ছাবন্ত দ্যাবাপৃথিব্যভিমানী দেবতাকে বুঝায়। দয়ালু বলিয়া সেই দেবতা ভক্তের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ। হে তাদৃশ দেবতা! তুমি যজ্ঞবাদী আমাদিগকে অমৃতসদৃশ যজ্ঞ প্রকৃষ্টরূপে প্রদান কর। কি জন্য? ধনের নিমিত্ত। আর অন্নের নিমিত্ত। এবং 'ভগায়' অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যাদি ষড়গুণের জন্য। দ্যুলোক অভিমানী দেবতা নমস্কার প্রাপ্ত হউন।' *

---

* শুক্লযজুর্ব্বেদে এই মন্ত্রদ্বয় পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে ভাষ্যকার মহীধর যে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল; যথা,—

'হে সোমদেব! তোমার সকল অবয়ব ইন্দ্রদেবের প্রীতির নিমিত্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক। চিরাবস্থানহেতু সোমবল্লরীর যে যে অংশ শুষ্ক ও ম্লান হইয়াছে, তদুভয় অংশ এই মন্ত্র-প্রভাবে পুনরায় তেজঃসম্পন্ন হউক। কিরূপ ইন্দ্রের জন্য? 'একধনবিদে'—মুখ্য সোমরূপ ধন যিনি প্রাপ্ত হন, সেই সোম-গ্রহণকারী ইন্দ্রের নিমিত্ত। অথবা সোম-কণ্ডন জন্য জলকুম্ভ আনীত হইয়াছে, এতদ্বিষয় যিনি অবগত আছেন। সেই একধনবিৎ ইন্দ্রের জন্য ইন্দ্র অভিবৃদ্ধ হউন; এবং হে সোম! তুমিও ইন্দ্রের পানের নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হও। উভয়েরই অভিবৃদ্ধি হউক—এতদ্দ্বারা এইরূপ ভাব প্রকাশ পাইতেছে। অপিচ, হে সোম! সখিবৎ-

ভাষ্যানুমোদিত যে অর্থ প্রদত্ত হইল, তাহার সহিত আমাদের প্রায়ই মতপার্থক্য ঘটে নাই! তবে আমাদিগের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে, মন্ত্রের ভাব-সঙ্গতি রক্ষার জন্য, কোনও কোনও স্থলে সামান্য মতান্তরে ঘটিয়াছে। ভাষ্যকার মন্ত্রের সম্বোধ্য যে সোমকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমাদিগের মতে সে সোম—পার্থিব সোমলতা নহে; উহাতে এক অনুপম স্বর্গীয় সামগ্রীর সূচনা করিয়াছে। বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে যেখানেই 'সোম' শব্দের প্রয়োগ দেখিয়াছি, আমরা সেই 'সোম' শব্দে সর্ব্বত্রই সেই অমৃতময় স্বর্গীয় সামগ্রীরই পরিকল্পনা করিয়াছি; আর, তাহাতে সর্ব্বত্রই মন্ত্র-সমূহে এক অভিনব ভাবের বিকাশ হইয়াছে। বেদমন্ত্র-সমূহ যে একই সুরে বাঁধা—একই লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত, আমাদিগের অর্থে তাহা সর্ব্বথা সপ্রমাণ হইয়াছে; পরন্তু কোনও স্থলেই সুরভঙ্গ বা ভাব-বৈচিত্র্য ঘটে নাই। 'সোম' শব্দের আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে 'সোম' বলিলেই—সেই হৃদয়ের অন্তর্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব—হৃদয়ের সেই

প্রীতিহেতুভূত এই ঋত্বিক আমাদিগকে মেধা দ্বারা প্রবর্দ্ধিত কর; তোমার প্রসাদে আমি যেন সোমাভিষব—ক্রিয়ার সমাপ্তি দিন প্রাপ্ত হই।

ঋত্বিক্‌গণ প্রস্তর হইতে আপন আপন হস্ত উত্তোলন করিয়া এবং দক্ষিণ হস্ত উর্দ্ধমুখ (চিৎ) করিয়া সোমের পরিচর্য্যা করিতে করিতে দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করিবেন। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ,—'ধনসমূহ আমাদিগের অপেক্ষিত হইয়া আদিষ্ট হইয়াছে। হে সোম! তোমার প্রসাদে আমরা ধন প্রাপ্ত হই; অথবা দক্ষিণালক্ষণযুক্ত ধন প্রদত্ত হইয়াছে। কি জন্য? প্রেষ্যমাণ ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত অথবা প্রকৃষ্টরূপ অন্নের জন্য। অপিচ, ঋতবাদী অগ্নিহোত্রী-দিগের জন্য অবশ্যম্ভাবিত-ফলোপেত কর্ম্ম সম্পাদন কর। যাহারা সত্য বলে, তাহারা ঋতবাদী। অথবা ঋতবাদী অগ্নিহোত্রীদিগের জন্য অবশ্যম্ভাবিতফলোপেত কর্ম্ম সম্পাদন কর। যাহারা সত্য বলে, তাহারা ঋতবাদী। অথবা ঋতবাদী আমাদিগের কর্ম্মফল অধিগত হউক। দ্যাবাপৃথিব্যভিমানী দেবতাগণ নমস্কার প্রাপ্ত হউন। তাঁহাদিগের অনুগ্রহে যজমান-গণের বিঘ্ন বিদূরিত হউক।

মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী যে ইংরেজী অনুবাদ প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহার একটী উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

"May every stalk of thine wax full and strengthen for Indra, Ekadhanbid, God Soma.

"May Indra grow in strength for thee: for Indra mayest thou grow strong.

"Increase us friends with strength and mental vigour. May all prosperity be thine, God Soma. May I attain the solemn Soma-pressing.

"May longed for wealth come forth for strength and fortune. Let there be truth for those whose speech is truthful,

"To Heaven and Earth be adoration offered,"

অনন্যাভক্তি-রসামৃতকেই মনে পড়ে। এ অর্থে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সোমের ভিন্ন ভিন্ন ভাব গ্রহণের আবশ্যক হয় না। এখানেও পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষাকল্পে, মন্ত্রের যে অর্থ হইয়াছে, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। বোধসৌকর্য্যার্থ তদ্বিষয় বিশ্লেষণ করিতেছি। ভাষ্যের সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যাদি মিলাইয়া পাঠ করিলেই ভাষ্যকারের সহিত আমাদের মতদ্বৈধের বিষয় বোধগম্য হইবে।

মন্ত্রের প্রথম লক্ষ্য করিবার বিষয়—'অংশুরংশু' পদ। 'অংশু' পদ দুই বার ব্যবহৃত হইবার তাৎপর্য্য কি? ভাষ্যকার উহার কোনও কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই; তিনি কেবলমাত্র বলিয়াছেন,—"যোঽংশুঃ শুষ্যতি যশ্চাংশুঃ ক্ষীয়তে স সর্ব্বোঽপ্যংশুঃ।' অর্থাৎ যে অংশ শুকাইয়া যাইতেছে এবং যে অংশ পরিক্ষীণ হইতেছে, সেই সকল অংশ। মহীধর আবার অর্থ 'অংশুঃ' বা করিয়াছেন,—"সর্ব্বোঽপ্যবয়বো; চিরাবসানেন যঃ সোমাবয়বো ম্লানশুষ্কশ্চ তত্তুভয়ং।" আমরাও কতকটা এই ভাবই গ্রহণ করিয়াছি বটে; কিন্তু ঐ দুই পদে একই সামগ্রীর দুই বিভিন্ন অবস্থা সূচিত হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ হৃদয়ের অন্তর্নিহিত জন্মসহজাত যে সদ্ভাবরাজি, তাহা উৎকর্ষা-ভাবে পরিম্লান থাকে; অর্থাৎ, মানুষ যখন অজ্ঞানতায় সমাচ্ছন্ন থাকে, তখন তাহার হৃদয়ে সদ্ভাবের বিকাশ হয় না; মৃত্তিকা-প্রোথিত বীজে সেচনাভাবে যেমন অঙ্কুরোদ্গম হয় না, মানুষের হৃদয়ের অন্তর্নিহিত সদ্ভাবও তেমনি উৎকর্ষতারূপ সেচনাভাবে শুষ্ক অবস্থায়ই অবস্থিত থাকে। এই ভাব হইতে 'অংশুরংশুঃ পদের অন্তর্গত দ্বিবিধ 'অংশুঃ' পদের অর্থ হইয়াছে,—'যদপি উৎকর্ষপ্রাপ্তঃ অপিচ যদপি হীনতেজস্কঃ তৎসর্ব্বোঽপি।' এখানে একটী 'অংশুঃ' পদ ব্যবহারে যেন তৃপ্তি সাধিত হইল না; মনে হইল,—যেন সকল ভাব ব্যক্ত হইল না; তাই এখানে সকল অংশ বা অঙ্গ বুঝাইবার জন্য 'অংশু' পদের পুনরাবৃত্তি বলিয়া মনে হয়। আমার হৃদয়ে জন্মাবধি যে সদ্বৃত্তি নিহিত আছে, তোমার অনুগ্রহে—তোমার প্রভাবে, হে ভগবন্! তাহা পূর্ণশক্তি-সম্পন্ন হউক; অপিচ তাহার কোনও অংশই যেন উৎকর্ষাভাবে হীনবল না থাকে। ফলতঃ, প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানের প্রভাবে হৃদয়ে সদ্ভাবের পূর্ণ বিকাশ হউক—এই ভাবই এখানে এই মন্ত্রে দ্যোতিত হইতেছে।

'আ তুভ্যমিন্দ্রঃ প্যায়তাং'—এই মন্ত্রাংশের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ—'ত্বদর্থমিন্দ্রঃ আপ্যায়তাং ত্বাং পাতুমুৎসহতাং।' আমাদের অর্থ—'ত্বদ্‌গ্রহণায় পরমৈশ্বর্য্যশালিনঃ ভগবান্ উদ্বুদ্ধঃ বর্ত্ততাং।' ভাব এই যে,—তোমাকে গ্রহণ করিবার জন্য ভগবান উদ্বুদ্ধ হউন। হৃদয়ের সার-সামগ্রী শুদ্ধসত্ত্ব বা ভক্তিসুধা গ্রহণের জন্য ভগবান উদ্বুদ্ধ হন কখন? যখন সেই ভক্তি বা শুদ্ধসত্ত্ব বিশুদ্ধভাবে একৈকশরণ্য হইয়া ভগবানে ন্যস্ত হয়। তখনই তিনি তাহা গ্রহণ করেন। মর্ম্মার্থ এই যে,—আমার হৃদয়ের ভক্তি অনন্যভাবে ভগবানে ন্যস্ত হউক। দ্বিতীয় মন্ত্রের 'রায়ঃ' এবং 'ভগায়'—একই ভাবদ্যোতক। কিন্তু আমরা 'ভগায়' পদে 'পরমধনায়' এবং 'রায়ঃ' পদে 'সর্ব্বকর্ম্মফলানি—শুদ্ধসত্ত্বরূপাণীতি ভাবঃ'—এই দ্বিবিধ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইয়াছে এই যে,—আমি আমার সকল কর্ম্মফল অর্থাৎ আমার জীবন-ব্যাপী সৎকর্ম্মানুষ্ঠান হইতে সঞ্জাত যে শুদ্ধসত্ত্ব—আমার হৃদয়ের সার সামগ্রী—আমি তোমার পায়ে উৎসর্গ করিতেছি। বিনিময়ে, হে ভগবন্! সাধনার শ্রেষ্ঠ ধন সেই মোক্ষরূপ পরমফল

আমাকে প্রদান করুন।' মন্ত্রে আছে—'সুত্যামশীয়'। ভাষ্যকারের অর্থ—"ত্বৎপ্রসাদেনাহং সুত্যামভিষবতন্ত্রমশীয় প্রাপ্নবানি।' অথবা (মহীধরের মতে)—"তবপ্রসাদাদহং সুত্যাং সোমাভিষবক্রিয়াং সমাপ্তিদিনমশীয় প্রাপ্ন্যাম।" উহা হইতে আমরা যে ভাব অধ্যাহার করি, তাহা এই,—'সৎকর্ম্মের সুফল-রূপ যে ভগবৎপ্রাপ্তি বা মোক্ষলাভ—যতদিন তাহা আমার অধিগত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত যেন নিরুদ্বেগে তোমার কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হই।'

মন্ত্র-দুইটীই উচ্চভাবদ্যোতক। বোধসৌকর্য্যার্থ আমরা মন্ত্র-দুইটীকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। মন্ত্রদ্বয়ে যে ভাব নিহিত আছে, আমাদিগের ব্যাখ্যাদিতে তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রথম মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে অন্তরের সদ্ভাবরাজি ভগবানে উৎসর্গীকৃত, সদ্ভাবে ও ভগবানে অভিন্নতা-প্রতিপাদন এবং মোক্ষধন-লাভের প্রার্থনা ও ভগবৎসামীপ্য-লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। দ্বিতীয় মন্ত্রে কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ এবং নিখিল দেবভাব-সঞ্চয়ের জন্য উদ্বোধনা বর্ত্তমান রহিয়াছে। ফলতঃ, ভগবান যাহাতে হৃদয়ে অবিচলিতভাবে অবস্থান করেন, সাধকের তাহাই প্রধান লক্ষ্য। সেই জন্যই সদ্ভাব—দেবভাব সঞ্চয়ের এবং মানসিক উৎকর্ষ-সাধনের ও জ্ঞানোন্মেষণের জন্য তাঁহার প্রয়াস দেখিতে পাই।

তৃতীয় মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে চরম প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। নিষ্কাম কর্ম্মের চরম পরিণতি এইখানেই বিকশিত দেখিতে পাই। "তোমার দেহে আমার দেহ যেন সম্মিলিত হয়; অর্থাৎ,—তোমার অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া তোমার সহিত যেন অভিন্ন হইয়া যাই; আমার দীক্ষা, আমার তপঃ—সকলই যেন তোমাতে সমাপিত হয়,—মন্ত্রের ইহাই প্রার্থনা। আত্মায় আত্ম-সম্মিলন—পরমাত্মায় আত্মলীন করার আকাঙ্ক্ষা এই মন্ত্রে পরিব্যক্ত বলিয়া বুঝিতে পারি। তাঁহার সুখে আমার সুখ হউক, তাঁহার প্রীতিতে আমার প্রীতি আসুক;—তাঁহারই উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে মনে করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া—ইহা ভিন্ন নিষ্কাম-কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সাধনা সংসারীর পক্ষে আর কি হইতে পারে? একাদশ অনুবাকের এই তৃতীয় মন্ত্রটী নিষ্কাম কর্ম্মের এই উপদেশ অন্তরে ধারণ করিয়া বিকাশ পাইয়াছে,—ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যের সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার বিশেষ ইতর-বিশেষ পরিদৃষ্ট হইবে না। তবে ভাব-পক্ষে আমরা যে তাৎপর্য্য গ্রহণ করি, ভাষ্যে তাহার অসদ্ভাব পরিদৃষ্ট হয়। ভাষ্যে মন্ত্রে যে অর্থ পরিব্যক্ত, এস্থলে প্রথমে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ প্রদান করিতেছি। ভাষ্য-মতে এই মন্ত্রের দ্বারা আহবনীয় উপস্থাপন করিতে হয়। তদনুসারে ভাষ্যের অর্থ হয়,—'এই মন্ত্রে অবান্তর দীক্ষার ক্রম পরিব্যক্ত। মন্ত্রের অর্থ,—হে ব্রতপতি অগ্নি! তুমি ব্রতের অধিপতি হও। একই মাত্র ব্রতের অধিপতি তুমি নও; পরন্তু অগ্নি বিশ্বের যাবতীয় ব্রতের পালক। 'ব্রতানাং' পদে তাহাই বিবক্ষিত। ব্রতাচরণকারী আমাদিগের তনু মানস-সঙ্কল্পে তোমাকে সমর্পণ করি; আর ব্রতপালনকারী তোমার তনু মানস-সঙ্কল্পে আমাতে স্থাপন করিতেছি। তাহা হইলে আমরা উভয়েই সমভাবে ব্রতকারী হইব। অর্থাৎ তোমার ও আমার—উভয়ের সহযোগে ব্রত অনুষ্ঠিত হইবে। শুক্ল-যজুর্ব্বেদ-সংহিতায়, মহীধরের ও উবটের ভাষ্যে, আরও একটু স্পষ্টভাবেই মন্ত্রের অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে। মন্ত্রটীর তাৎপর্য্য গ্রহণ-পক্ষে মহীধরের অর্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল; যথা,—হে সকল ব্রতের পালক অগ্নি! তুমি আমাদিগের বর্ত্তমান ব্রতের

পালক হও। তথাবিধ ব্রত-পালক তোমার যে তনূ বা শরীর আছে, তাহা আমার হউক। আর আমার যে তনূ বা শরীর, তাহা তোমার হউক। সেরূপ হইলে, হে ব্রতপতি বা ব্রত-পালক অগ্নি! অনুষ্ঠিতব্য কর্ম্ম-সমূহ অগ্নির এবং যজমানের সহিত প্রবর্ত্তিত হউক অর্থাৎ ব্রত-সমূহে যেমন আমার আদর, তেমনি তোমারও আদর হউক।' ভাষ্যের অনুবর্ত্তী একটী ইংরাজী অনুবাদে এই ভাবই পরিব্যক্ত। নিম্নে সেই ইংরাজী অনুবাদটী উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

"O Agni! Guardian of the vow, O guardian of vow in thee.

"Whatever form there is of thine, may that same form be here on me; on thee be every form of mine.

ফলতঃ, ভাষ্যকারের মতে যজমান এই মন্ত্রের দ্বারা অগ্নির শরীরের সহিত আপনার শরীর বিনিময় এবং আহবনীয় অগ্নিতে সমিধ অর্পণ করিতেছেন। মন্ত্রের অন্তর্গত 'যা' পদ বহুভাবদ্যোতক। 'যা তনূঃ' পদে 'যাবতীয় আকৃতি' অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে। ভগবানের আকৃতির বা রূপের অন্ত নাই। তাঁহার বিভূতি—তাঁহার রূপ যেমন অনন্ত, তাঁহার আকৃতিও সেইরূপ অনন্ত অসীম। 'যা তব তনূরিয়ং সা ময়ি' মন্ত্রাংশের তাৎপর্য্য এই বলিয়া মনে হয়,—তুমি যে রূপে যে ভাবেই আমায় অনুগ্রহ কর না কেন, সেই রূপের সেই ভাবের সহিতই যেন আমি আত্মলীন করিতে সমর্থ হই। আর 'যো মম তনূরেষাং সা ত্বয়ি' অংশের ভাব এই যে,—আমার এই পঞ্চভূতাত্মক দেহের স্থূল সূক্ষ্ম যাবতীয় অংশ যে ভাবে যে পরিণতিই প্রাপ্ত হউক না কেন, সেই ভাবেই যেন তোমার সহিত মিশিয়া এক হইয়া যায়। ফলতঃ, ভগবানে চরম পরিণতিই ইহার মূল লক্ষ্য। আত্মায় আত্মসম্মিলনই যে পরম সুখ—এস্থলে তাহাই প্রকটিত। এখানে প্রার্থনাকারীর মূল লক্ষ্যও—সেই আত্মায় আত্ম-সম্মিলন।

উপসংহারে অগ্নিকে 'ব্রতপাঃ' 'ব্রতপতিঃ' প্রভৃতি বলিবার তাৎপর্য্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। পাপক্ষয়কারী পুণ্যজনক কর্ম্মমাত্রেই ব্রতপর্য্যায়ভুক্ত। জ্ঞান—সে পথ প্রদর্শন করে বলিয়া জ্ঞানাগ্নিকে 'ব্রতপা' ও ব্রতপতিঃ প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন করা হয়। স্বরূপ জ্ঞান না জন্মিলে কোন্‌টী সৎকর্ম্ম কোন্‌টী অসৎকর্ম্ম—তাহা কিরূপে চিনিতে পারিব? অনেক সময় আমরা যাহাকে সৎকর্ম্ম বলিয়া মনে করি, যাহাকে ভগবানের প্রীতিসাধক বলিয়া জ্ঞান করি, তাহা হয় তো ভ্রান্তি-বিমিশ্র কলুষিত হইতে পারে। অগ্নি পরীক্ষায় পরীক্ষিত না হইলে, সৎকর্ম্ম অসৎকর্ম্ম নির্ব্বাচন কঠিন হইয়া উঠে। ভ্রান্তিবশে আমরা অনেক সময় অনেক কর্ম্মকে সৎকর্ম্ম বলিয়া মনে করি বটে; কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে তাহা সৎকর্ম্ম নহে। অগ্নিদেব অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নিই তাহা পরীক্ষা করিতে সমর্থ, আবর্জ্জনা-রাশি ভস্মীভূত করিতে তিনিই অদ্বিতীয়, তিনিই পরীক্ষানলে দগ্ধীভূত করিয়া কর্ম্মের ঔজ্জ্বল্য-সম্পাদন করিয়া থাকেন। তাই অগ্নিদেবকে—অন্তরস্থিত জ্ঞানবহ্নিকে 'ব্রতপা', 'ব্রতপতিঃ' প্রভৃতি বলা হইয়াছে, ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

চতুর্থ মন্ত্রের সহিত তৃতীয় মন্ত্রের সম্বন্ধ রহিয়াছে মনে করি। পূর্ব্ব মন্ত্রে আত্মায় আত্ম-

সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে, এই মন্ত্রে সেই আত্মসম্মিলনের অন্তরায়মূলক শত্রুনাশের প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। অন্তঃশত্রুর বিনাশ ভিন্ন, হৃদয়ের নির্ম্মলতা ভিন্ন, আত্মায় আত্মসম্মিলন সম্ভবপর হয় কি ? মন্ত্রের তাই প্রার্থনা হইয়াছে,—হে ভগবন্! আপনার তমোভাবের দ্বারা আমাদের অন্তঃশত্রু নাশ করুন। প্রথমে তমোভাবে শত্রুনাশ করিয়া সত্ত্বভাবে হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। মন্ত্রের অন্তর্গত 'রুদ্রিয়া' পদে সেই তমোভাবে শত্রুনাশের বিষয় স্থচিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। এইরূপভাবেই মন্ত্রার্থের ভাব-সঙ্গতি রক্ষা হয়; ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

এই অনুবাকের শেষ মন্ত্রের সহিত একটী উপাখ্যান বিজড়িত দেখি। সে উপাখ্যান,—দেবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে, অসুরগণ তপস্যা আরম্ভ করে; ফলে ত্রৈলোক্যে তাহাদের তিনটী পুর নির্ম্মিত হয়—পৃথিবীতে লৌহময়, অন্তরিক্ষে রজতময় এবং স্বর্গলোকে হেমময়। তখন, সেই তিনটী পুর দগ্ধ করিবার জন্য, দেবগণ উপসদ অগ্নির আরাধনা আরম্ভ করেন। উপসদ্দেবতারূপ অগ্নি যখন সেই তিন পুরে প্রবেশ করিয়া দগ্ধ করেন, তখন তাঁহার ত্রিবিধ—লৌহময়, রজতময় ও হিরণ্ময়—দেহ উৎপন্ন হয়। মন্ত্রে অগ্নিদেবের সেই ত্রিবিধ শরীরের বিষয় উল্লিখিত। ভাষ্য-প্রারম্ভে এতদ্বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত আখ্যায়িকা অবলম্বনে ভাষ্যকার এই কণ্ডিকার মন্ত্রসমূহের যে অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন, তাহার সহিত আমরা একমত হইতে পারি নাই। আখ্যায়িকার অবতারণায় মন্ত্রের অর্থ জটিলতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অগ্নির দাহিকা-শক্তিতে স্বর্ণ রৌপ্য লৌহ—সকলই দগ্ধীভূত হয়, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। অগ্নি যখন লৌহের মধ্যে অবস্থিতি করে, অর্থাৎ যখন অগ্নির দ্বারা লৌহকে দগ্ধ বা উত্তপ্ত করা হয়, তখন অগ্নির লৌহময় দেহ কল্পনা করা যায়; রজতদগ্ধকালে যখন তাহা রজতে আবদ্ধ হয়, তখন অগ্নির রজতময় শরীর পরিকল্পিত হয়; আবার যখন তাহা স্বর্ণ দগ্ধ করে এবং স্বর্ণের মধ্যে আবদ্ধ হয়, তখন তাহাকে অগ্নির হিরণ্ময় শরীর বলা যায়। এই ত্রিবিধ ভাব হইতেই মন্ত্রে 'অয়াশয়া', 'রজাশয়া' এবং 'হরাশয়া' পদে যথাক্রমে 'লৌহময়ী', 'রজতময়ী' এবং 'হিরণ্ময়ী' অর্থের পরিকল্পনা। যখন অসুরগণের পুরীত্রয় অগ্নিদগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হয়, যুদ্ধকালে অসুরগণ 'কাটকাট' প্রভৃতিরূপ যে উগ্র ও ত্বেষপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, তখন তাহারা সে সকল বাক্য আর উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয় না। তখন তাহারা হতোদ্যম এবং নির্ব্বাক হইয়া বিনষ্ট হয়। ভাষ্যে মন্ত্রের এইরূপ ভাব পরিস্ফুট। অগ্নি দেবগণের এই উপকার সাধন করেন বলিয়া দেবগণ 'স্বাহা' মন্ত্রের দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্যে হবিঃ প্রদান করেন। ভাষ্যকার মন্ত্রের অন্তর্গত 'উগ্রং বচঃ' এবং 'ত্বেষং বচঃ' বাক্যদ্বয়ের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা এই,—অসুরগণ কর্ত্তৃক পরাজিত দেবগণ অন্ন-পানে অসমর্থ হওয়ায় ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া পড়েন। তখন তাঁহাদের প্রতি অসুরগণ শ্লেষপূর্ণ যে বাক্য প্রয়োগ করে, তাহাই 'উগ্রং বচঃ'; আর দেববীরগণের সন্তাপজনন জন্য, 'বীরগণকে হত্যা করিয়াছি' প্রভৃতি রূপে যে বাক্য অসুরগণ কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হয়, তাহাই 'ত্বেষং বচঃ'—"অশনায়াপিপাসে হ বা উগ্রং বচ এনশ্চ বৈ বীরহত্যং চ ত্বেষং বচঃ।"

এই ভাবে ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্কাশণ করিয়াছেন, ভাষ্য-পাঠেই তাহা অবগত হইবেন। ভাষ্য সহজবোধ্য; বাহুল্যভয়ে তাহার বিস্তৃত আলোচনায় বিরত হইলাম। ভাষ্যানুসরণে মন্ত্রের যে ইংরাজী অনুবাদ প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

"That noblest body which is thine, O Agni, laid in the lowest deep, encased in iron, hath chased the awful word, the word of terror. Svaha!

"That noblest body which is thine, O Agni, laid in the lowest deep, encased in silver hath chased the awful word, the word of terror. Svaha.

"That noblest body which is thine, O Agni, laid in the lowest deep, encased in gold around it, hath chased the awful word, the word of terror. Svaha!"

যাহা হউক, আমরা এ সকল অর্থ অনুমোদন করি না; মন্ত্রের সহিত কোনও উপাখ্যান বিজড়িত বলিয়াও আমরা স্বীকার করি না। আমরা মনে করি,—মন্ত্রটী সরল প্রার্থনা-মূলক এবং উচ্চ-ভাবদ্যোতক। মন্ত্রের অন্তর্গত 'অয়াশয়া' 'রজাশয়া' ও 'হরাশয়া' পদত্রয়ে আমরা ভগবানের তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব এই ত্রিবিধ ভাব উপলব্ধি করি। সত্ত্বরজস্তমো-রূপে ভগবান সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সাধন করেন; এখানে এ মন্ত্রে সেই ভাবই পরিব্যক্ত বলিয়া মনে হয়। সত্ত্বরজস্তমঃ ত্রিবিধ শক্তি দ্বারা ভগবান শত্রুকে নাশ করুন,—আমাদের অর্থে এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। শত্রু বহুবিধ; নানা উপায়ে তাহাদিগকে বশীভূত করিতে হয়। যাহাদিগকে তমোভাবে সংহার করা সম্ভবপর, তাহারা সেই তমোভাবের দ্বারাই বিনষ্ট হয়; আবার যাহাদের প্রতি সত্ত্ব বা রজোভাব রূপ শক্তির প্রয়োগ আবশ্যক, তাহাদের সংহার-সাধনে সেই শক্তিই প্রয়োগ করিতে হয়। এইজন্য আমরা ঐ ত্রিবিধ ভাবকেই শত্রু-সংহারক-রূপে পরিকল্পনা করিয়াছি। ভগবানের 'অয়াশয়া', রজাশয়া' ও 'হরাশয়া'—এই ত্রিবিধ শরীর হইতে আমরা যথাক্রমে তাঁহার তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব ভাব উপলব্ধি করি।

'উগ্রং বচঃ' আর 'ত্বেষং বচঃ' পদসমূহের ভাষ্যকার যে অর্থ করিয়াছেন, আমরা তাহা হইতে যে ভাব গ্রহণ করি, তাহা এই,—মানুষ যখন হিংসা-প্রলোভনাদির দ্বারা অভিভূত হয়, কাম-ক্রোধাদি আসিয়া যখন তাহার হৃদয় অধিকার করে, তখন তাহার হিতাহিত জ্ঞান লোপ-প্রাপ্ত হয়; তখনই তাহার মুখ হইতে অন্যায় অবৈধ বাক্যসমূহ নির্গত হইতে থাকে। তখনই 'মার্ মার্' 'কাট্ কাট্' প্রভৃতি হিংসাক্রোধাদি-বিজৃম্ভিত পৌরুষবচন প্রযুক্ত হয়। এই ভাব হইতে যথাক্রমে 'ত্বেষং বচঃ' অর্থ 'কামক্রোধাদীনাং হৃদয়াভিভবকারিণীঃ শক্তিঃ' এবং 'উগ্রং বচঃ' অর্থে 'হিংসাপ্রলোভনাদীনাং পাপসঙ্কল্পব্যঞ্জকানি কর্ম্মাণি' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। ভগবানে সংন্যস্তচিত্ত হইতে হইলে হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার এবং তৎসহচর কামক্রোধাদি বিবিধ অন্তঃশত্রুর আক্রমণ নিবারণ করিবার প্রথম আবশ্যক হয়। মোক্ষলাভেচ্ছু সাধকের প্রার্থনা সেইরূপই হইয়া থাকে। মন্ত্রে তাই প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে,—'হে ভগবন্!

আপনি সত্ত্বরজস্তমঃ ত্রিবিধ ভাবে আবির্ভূত হইয়া আমার সাধনার পরিপন্থী শত্রুগণকে বিনাশ করুন; আমার সাধনা সিদ্ধ হউক।' আমাদের মনে হয়, এইরূপ ভাবই মন্ত্র-সমূহের অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। (১অষ্টক—২প্রপাঠক—১১অনুবাক)।

—— • ——

দ্বাদশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। দ্বাদশোঽনুবাকঃ।)

(১) বিত্তায়নী মেঽসি তিক্তায়নী মেঽস্যবতান্মা নাথিতমবতান্মা ব্যথিতং।

(২) বিদেরগ্নির্নভো নামাগ্নে অঙ্গিরো যোঽস্যাং পৃথিব্যামস্যায়ুষা নাম্নেহি যত্তেঽনাধৃষ্টং নাম যজ্ঞিয়ং তেন ত্বাঽদধে।

(৩) অগ্নে অঙ্গিরো যো দ্বিতীয়স্যাং তৃতীয়স্যাং পৃথিব্যামস্যায়ুষা নাম্নেহি যত্তেঽনাধৃষ্টং নাম যজ্ঞিয়ং তেন ত্বাঽদধে।

(৪) সিꣳহীরসি মহিষীরসি।

(৫) উরু প্রথস্বোরু তে যজ্ঞপতিঃ প্রথতাং ধ্রুবাঽসি দেবেভ্যঃ শুন্ধস্ব দেবেভ্যঃ শুম্ভস্ব।

(৬) ইন্দ্রঘোষস্ত্বা বসুভিঃ পুরস্তাৎ পাতু মনোজবাস্ত্বা পিতৃভির্দ্দক্ষিণতঃ

পাতু প্রচেতাস্ত্বা রুদ্রৈঃ পশ্চাৎ পাতু

বিশ্বকর্ম্মা ত্বাঽদিত্যৈরুত্তরতঃ পাতু।

(৭) সিꣳহীরসি সপত্নসাহী স্বাহা সিꣳহীরসি সুপ্রজাবনিঃ স্বাহা

সিꣳহীঃ অসি রায়স্পোষবনিঃ স্বাহা সিꣳহীরস্যাদিত্যবনিঃ স্বাহা

সিꣳহীরস্যা বহ দেবান্দেবয়তে যজমানায় স্বাহা।

(৮) ভূতেভ্যস্ত্বা। (৯) বিশ্বায়ুরসি পৃথিবীং দৃꣳহ।

(১০) ধ্রুবক্ষিদস্যন্তরিক্ষং দৃꣳহ। (১১) অচ্যুতক্ষিদসি দিবং দৃꣳহ॥

(১২) অগ্নের্ভস্মাস্যগ্নেঃ পুরীষমসি ॥ ১২ ॥

* * *

অথ পদপাঠঃ।

(১) বিত্তায়নীতি বিত্ত—অয়নী। মে। অসি। তিক্তায়নীতি তিক্ত—অয়নী॥

মে। অসি। অবতাৎ। মা। নাথিতম্। অবতাৎ। মা। ব্যথিতম্।

(২) বিদেঃ। অগ্নিঃ। নভঃ। নাম। অগ্নে। অঙ্গিরঃ। যঃ। অস্যাম্।

পৃথিব্যাম্। অসি। আয়ুষা। নাম্না। এতি। ইহি। যৎ। তে।

অনাধৃষ্টমিত্যনা—ধৃষ্টম্। নাম। যজ্ঞিয়ম্। তেন। ত্বা। এতি। দধে।

(৩) অগ্নে। অঙ্গিরঃ। যঃ। দ্বিতীয়স্যাম্। তৃতীয়স্যাম্। পৃথিব্যাম্। অসি।

আয়ুষা। নাম্না। এতি। ইহি। যৎ। তে। অনাধৃষ্টমিত্যনা—ধৃষ্টম্।

নাম। যজ্ঞিয়ম্। তেন। ত্বা। এতি। দধে।

(৪) সিꣳহীঃ। অসি। মহিষীঃ। অসি।

(৫) উরু। প্রথস্ব। উরু। তে। যজ্ঞপতিরিতি যজ্ঞ—পতিঃ। প্রথতাম্। ধ্রুবা।

অসি। দেবেভ্যঃ। শুন্ধস্ব। দেবেভ্যঃ। শুম্ভস্ব।

(৬) ইন্দ্রঘোষ ইতীন্দ্র—ঘোষঃ। ত্বা। বসুভিরিতি বসু—ভিঃ। পুরস্তাৎ। পাতু।

মনোজবা ইতি মনঃ—জবাঃ। ত্বা। পিতৃভিরিতি পিতৃ—ভিঃ। দক্ষিণতঃ।

পাতু। প্রচেতা ইতি প্র—চেতাঃ। ত্বা। রুদ্রৈঃ। পশ্চাৎ। পাতু।

বিশ্বকর্ম্মেতি বিশ্ব—কর্ম্মা। ত্বা। আদিত্যৈঃ। উত্তরত ইত্যুৎ—তরতঃ। পাতু।

(৭) সিᳲহীঃ। অসি। সপত্নসাহীতি সপত্ন—সাহী। স্বাহা। সিᳲহীঃ। অসি।

সুপ্রজাবনিরিতি সুপ্রজা—বনিঃ। স্বাহা। সিᳲহীঃ। অসি।

রায়স্পোষবনিরিতি রায়স্পোষ—বনিঃ। স্বাহা। সিᳲহীঃ। অসি।

আদিত্যবনিরিত্যাদিত্য—বনিঃ। স্বাহা। সিᳲহীঃ। অসি। এতি। বহ।

দেবান্। দেবয়ত ইতি দেব—য়তে। যজমানায়। স্বাহা।

(৮) ভূতেভ্যঃ। ত্বা। (৯) বিশ্বায়ুরিতি বিশ্ব—আয়ুঃ। অসি। পৃথিবীং। দৃᳲহ।

(১০) ধ্রুবক্ষিদিতি ধ্রুব—ক্ষিৎ। অসি। অন্তরিক্ষম্। দৃᳲহ।

(১১) অচ্যুতক্ষিদিত্যচ্যুত—ক্ষিৎ। অসি। দিবম্। দৃᳲহ।

(১২) অগ্নেঃ। ভস্ম। অসি। অগ্নেঃ। পুরীষম্। অসি ॥ ১২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

১। (ক) হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! ত্বং 'মে' (মমানুগ্রহার্থং, মৎসম্বন্ধে ইতি যাবৎ) 'বিত্তায়নী' (দারিদ্র্যদুঃখনাশিনী, পরমধনপ্রদাত্রী, যদ্বা—শ্রেষ্ঠধনানামাধারস্বরূপা ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। অতঃ মাং পরমধনং মোক্ষং চ দেহি।

(খ) পুনঃ ত্বং, হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! 'মে' (মমানুগ্রহার্থং, মৎসম্বন্ধে ইতি যাবৎ) 'তিক্তায়নী' (পাপতাপনাশিনী, যদ্বা—পাপসন্তপ্তানাং আশ্রয়ভূতা ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। অতঃ পাপাৎ মাং রক্ষ।

(গ) অতঃ ত্বং 'মা' (মাং) 'নাথিতং' (দারিদ্র্যদুঃখাৎ, যদ্বা—পাপপ্রভাবাৎ) 'অবতাৎ' (রক্ষ, পাহি ইতি ভাবঃ)। অতঃ যেনাহং পাপেনানভিভূতঃ ভবামি তৎ কুরু।

(ঘ) অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিস্বরূপিণি দেবি! ত্বং 'ব্যথিতং' (পাপভয়াৎ, প্রলোভনাদিজনিতাৎ পদস্খলনাচ্চ, যদ্বা—পাপসম্মোহাৎ ইতি ভাবঃ) 'মা' (মাং) 'অবতাৎ' (রক্ষ, পরিত্রায়স্ব ইতি ভাবঃ)।

অয়ং মন্ত্রঃ প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে পাপসন্তাপহারিণি ভক্তিরূপিণি দেবি! ত্বং মাং পাপসম্বন্ধচ্যুতং কুরু মোক্ষস্য পথি চ স্থাপয়।

২। (ক) হে ভক্তিরূপিণি দেবি। ত্বাং 'নভো নামা' (তৎসজ্ঞঃ, ত্বদধিষ্ঠিতঃ, যদ্বা—হৃদ্রূপে নভসি অধিষ্ঠিতঃ ইত্যর্থঃ) 'অগ্নিঃ' (প্রজ্ঞানস্বরূপঃ ভগবান্) 'বিদেঃ' (অনুজানাতু, গৃহ্ণাতু ইত্যর্থঃ)।

(খ) 'অঙ্গিরঃ' (সর্ব্বস্যাধারভূত, সর্ব্বব্যাপিন্ সর্ব্বত্রগমনশীল, যদ্বা—নিখিলজ্ঞানানামাধারভূত) 'অগ্নেঃ' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্!) 'যঃ' (যস্ত্বং) 'অস্যাং' (দৃশ্যমানায়াং, স্থূলসূক্ষ্মাত্মিকায়াং, যদ্বা—সর্ব্বেষাং আধারভূতায়াং ইত্যর্থঃ) 'পৃথিব্যাং' (পঞ্চভূতাত্মিকায়াং ভূম্যাং, ইহলোকে, যদ্বা—অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'আয়ুষা নাম্না' (আয়ুঃ-নাম্না অভিহিতঃ সন্, যদ্বা—চিরায়ুষা, চিরনবীনরূপেণ বা) 'এহি' (আগচ্ছ ইতি ভাবঃ—মম হৃদি ইতি শেষঃ)।

(গ) হে প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবন্! 'তে' (তব) 'যৎ' (প্রসিদ্ধং) 'অনাধৃষ্টং' (কেনাপ্যহিংসিতং, অনভিভূতং, যদ্বা—সর্ব্বসাফল্যপ্রদমিতি ভাবঃ) 'যজ্ঞিয়ং' (যজ্ঞযোগ্যং) 'নাম' (সংজ্ঞা, স্থানমস্তি ইতি যাবৎ) 'তেন' (তেন নাম্না, তেন স্থানেন চ ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'আদধে' (স্থাপয়ামি, প্রতিষ্ঠাপয়ামি—হৃদি ইতি ভাবঃ)। অয়ং মন্ত্রঃ সঙ্কল্পমূলকঃ। জ্ঞানভক্ত্যোরভেদসম্বন্ধঃ। যত্র জ্ঞানং ভক্তিস্তত্র তিষ্ঠতি যত্র ভক্তিঃ তত্র জ্ঞানং বর্ত্ততে। অতঃ জ্ঞানেন ভক্ত্যা চ ভগবন্তং আহ্বয়ামি।

৩। (ক) 'অঙ্গিরঃ' (সর্ব্বস্যাধারভূত, সর্ব্বব্যাপিন্ সর্ব্বত্রগমনশীল, যদ্বা—নিখিলপ্রজ্ঞানাধার) 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্!) 'যঃ' (যস্ত্বং) 'দ্বিতীয়স্যাং পৃথিব্যাং' (অন্তরিক্ষলোকে ইতি যাবৎ) 'তৃতীয়স্যাং পৃথিব্যাং' (দ্যুলোকে ইত্যর্থঃ) বর্ত্তসে, তস্মাৎ স্থানাৎ ইত্যর্থঃ ত্বং 'আয়ুষা নাম্না' (আয়ুর্নাম্না অভিহিতঃ সন্, যদ্বা—চিরায়ুসা, চিরনবীনরূপেণ বা) 'এহি' (আগচ্ছ—মম হৃদি অধিতিষ্ঠ ইতি ভাবঃ)।

(খ) হে প্রজ্ঞানময় ভগবন্! 'তে' (তব) 'যৎ' (প্রসিদ্ধং) 'অনাধৃষ্টং' (কেনাপ্যহিংসিতং, অনভিভূতং, যদ্বা—সর্ব্বসাফল্যপ্রদং ইতি ভাবঃ) 'যজ্ঞিয়ং' (যাগযোগ্যং) 'নাম' (সংজ্ঞা, স্থানং অস্তি ইতি যাবৎ) 'তেন' (তেন নাম্না স্থানেন চ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'আদধে' (স্থাপয়ামি, প্রতিষ্ঠাপয়ামি—হৃদি ইতি ভাবঃ)।

৪। হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! ত্বং 'সিংহী' (সিংহীসমানা শক্তি-সম্পন্না, সর্ব্বশক্তেরাধারভূতা ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি), অপিচ 'ত্বং' 'মহিষী' (মহনীয়া, শক্তিসম্পন্না, সর্ব্বেষাং আধারভূতা ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অত্র সাধকঃ শক্তিলাভায় প্রার্থয়তি। ভক্তি হি সর্ব্বশক্তেরাধারভূতা অশেষশক্তিসম্পন্না চ। অতঃ ভক্তিপ্রভাবেন পরমার্থলাভায় অত্র সঙ্কল্পঃ বর্ত্ততে।

৫। (ক) 'উরু' (হে বিশ্বব্যাপিন্ ভগবন্!) ত্বং 'উরু' (বিস্তীর্ণেন, অনন্তেন সত্ত্বসমুদ্রেন

ইত্যর্থঃ) 'প্রথস্ব' (প্রসর, ব্যাপ্নুহি—অস্মান্ ইত্যর্থঃ); অপিচ, ত্বং 'তে' (ভবৎসম্বন্ধিনং, ভবতাং শরণাপন্নং ইত্যর্থঃ) 'যজ্ঞপতিঃ' (সৎকর্ম্মসাধকং—মাং ইতি যাবৎ) 'প্রথতাং' (প্রতিষ্ঠাপয়তাং,—স্বাত্মনি ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। অত্র আত্মনি আত্ম-সম্মিলনায় আকাঙ্ক্ষা বর্ত্ততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! ত্বং মাং স্বাত্মনি প্রতিষ্ঠাপয়, অপিচ মাং উদ্ধারয় ইতি ভাবঃ।

(খ) হে মম চিত্তবৃত্তি! ত্বং 'ধ্রুবা' (স্থিরা, অবিচলিতা—একৈকশরণ্যা ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি—ভব ইতি তাৎপর্য্যঃ)। তথা সতি ত্বং 'দেবেভ্যঃ' (সদ্ভাবসংরক্ষণায়) 'শুন্ধস্ব' (শুদ্ধা, পাপকলুষপরিশূন্যা ইত্যর্থঃ ভব) অপিচ ত্বং 'দেবেভ্যঃ' (দেবভাবান্—অনন্তং শুদ্ধসত্বং লব্ধুং ইতি ভাবঃ) 'শুম্ভস্ব' (শোভিতা ভব ইতি ভাবঃ)। আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। ভাবার্থঃ—সদ্ভাবলাভায় সৎস্বরূপে ভগবতি আত্মানং বিনিবেশয় ইতি সঙ্কল্পঃ।

৬। (ক) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ব! 'ইন্দ্রঘোষঃ' (ভগবতঃ মাভৈরিতি অভয়বাণী, পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ভগবান ইতি ভাবঃ) 'বসুভিঃ' (স্বকীয়াভিঃ পরমধনযুক্তাভিঃ বিভূতিভিঃ ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পুরস্তাৎ' (পূর্ব্বস্যাং দিশি, পুরোভাগাৎ ইতি ভাবঃ) 'পাতু' (পালয়তু, রক্ষতু ইতি ভাবঃ)।

(খ) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ব! 'মনোজবাঃ' (মনোবৎগতিশীলঃ, প্রকৃষ্টমননশীলঃ, হৃদি অধিষ্ঠিতঃ সন্—ভগবান ইতি ভাবঃ) 'পিতৃভিঃ' (পিতৃগুণৈঃ, স্নেহকরুণামায়াভিঃ স্বকীয়াভিঃ বিভূতিভিঃ ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'দক্ষিণতঃ' (দক্ষিণস্যাং দিশি, দক্ষিণভাগাৎ ইতি যাবৎ) 'পাতু' (রক্ষতু, পরিত্রায়তু ইতি ভাবঃ)।

(গ) হে মম হৃন্নিহিতঃ শুদ্ধসত্ব! 'প্রচেতাঃ' (প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্নঃ, চৈতন্যস্বরূপঃ চিন্ময়ঃ ভগবান্ ইতি ভাবঃ) 'রুদ্রৈঃ' (শত্রুসংহারকৈঃ উগ্রৈঃ প্রভাবৈঃ, কঠোরভাবপন্নাভিঃ স্বকীয়াভিঃ বিভূতিভিঃ ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পশ্চাৎ' (পশ্চিমায়াং দিশি, পশ্চাৎ ভাগাৎ ইতি ভাবঃ) 'পাতু' (রক্ষতু, পরিত্রায়তু ইতি ভাবঃ)।

(ঘ) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ব! 'বিশ্বকর্ম্মা' (নিখিলকর্ম্মকুশলঃ, নিখিলকর্ম্মাণাং আধার-ভূতঃ, সর্ব্বকর্ম্মতত্ত্ববিৎ ভগবান ইতি ভাবঃ) 'আদিত্যৈঃ' (অজ্ঞানতানাশকৈঃ প্রভাবৈঃ তত্ত্বজ্ঞান-প্রদায়িকাভিঃ স্বকীয়াভিঃ বিভূতিভিঃ ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'উত্তরতঃ' (উত্তরস্যাং দিশি, বামভাগাৎ ইতি যাবৎ) 'পাতু' (রক্ষতু, পরিত্রায়তু ইতি ভাবঃ)।

মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—সর্ব্বাভিঃ বিভূতিভিঃ পরিবৃতঃ সন ভগবান হৃদি অধিতিষ্ঠতু কিঞ্চ সর্ব্বাসু দিক্ষু মাং সর্ব্বতোভাবেন রক্ষতু পরিত্রায়তু চ।

৭। (ক) হে শুদ্ধসত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! ত্বং 'সিংহী' (সিংহীসমানা শক্তি-সম্পন্না, সর্ব্বশক্তিশালিনী সর্ব্বশক্তেরাধারভূতা বা) অপিচ 'সপত্নসাহী' (বহিরন্তঃশত্রূণাং—রিপুরূপাণাং লোভমোহপ্রলোভনাদীনাঞ্চ অভিভবিত্রী ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ কর্ম্মশক্তিলাভায় ত্বাং 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ উদ্বোধয়ামি, আবাহয়ামি—হৃদি ধারয়ামি বা; সুসিদ্ধং সুহুতমস্তু মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ)। সঙ্কল্পমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। ভক্ত্যা ভগবৎপূজনসামর্থ্যং লভেমহি ইত্যব্যং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ।

(খ) হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! 'সিংহী' (সিংহীসমানা শক্তিসম্পন্না, সর্ব্বশক্তিশালিনী সর্ব্বশক্তেরাধাভূতা বা) অপিচ 'সুপ্রজাবনিঃ' (সদ্ভাবানাং সংজনয়িত্রী) 'অসি' (ভবসি); অতঃ সদ্ভাবজননায় ত্বাং 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ উদ্বোধয়ামি, আবাহয়ামি— হৃদি ধারয়ামি বা ইতি ভাবঃ; সুহুত সুসিদ্ধমস্তু মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ)। সঙ্কল্পমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সদ্ভাবলাভায় সাধকস্য সঙ্কল্পঃ অত্র বর্ত্ততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেবি! মাং সদ্ভাবং পরমার্থঞ্চ বিধেহি।

(গ) হে মম শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! ত্বং 'সিংহীঃ' (সিংহীসমানা শক্তি-সম্পন্না, সর্ব্বশক্তিশালিনী সর্ব্বশক্তেরাধারভূতা বা) অপিচ 'আদিত্যবনিঃ' (প্রজ্ঞানময়ী বিবেক-রূপিণী ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ প্রজ্ঞানলাভায় ত্বাং 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ আবাহয়ামি, উদ্বোধয়ামি—হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামি ইতি ভাবঃ; সুসিদ্ধমস্তু মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ)। অয়মপি সঙ্কল্পমূলকঃ। অত্র প্রজ্ঞানলাভায় সাধকঃ ভগবদনুগ্রহং কাময়তে।

(ঘ) হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! ত্বং 'সিংহীঃ' (সিংহীসমানা শক্তিসম্পন্না, সর্ব্বশক্তিশালিনী সর্ব্বশক্তেরাধারভূতা বা ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি ইত্যর্থঃ); অতঃ স্বশক্ত্যা ত্বং 'দেবয়তে' (দেবভাবানাং প্রার্থনাপরায়ণে) 'যজমানায়' (যজমানস্য মম উপকারার্থং— শরণাগতস্য মম অভীষ্টপূরণায় ইতি ভাবঃ) 'দেবান্' (দেবভাবান্ - শুদ্ধসত্ত্বান্ ইতি যাবৎ) 'আবহ' (আনয়, প্রতিষ্ঠাপয় - মম হৃদি ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অত্র সদ্ভাব-সঞ্চয়ায় সাধকস্য সঙ্কল্পঃ সূচয়তি। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেবি! যেনাহং সদ্ভাবাধিকারী ভবেম তৎ বিধেহি।

(ঙ) হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! 'ভূতেভ্যঃ' (ভূতানাং লোকানাং বা পালনায়, জগদুপকারায়, বিশ্বসেবায় ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'স্বাহা' স্বাহামন্ত্রেণ নিয়োজয়ামি, উদ্বোধয়ামি ইতি শেষঃ; সুহুতং সুসিদ্ধং অস্তু মমানুষ্ঠানং)। অত্র লোকহিতার্থং সঙ্কল্পঃ বর্ত্ততে। জগতাং উপকারায় বিশ্বসেবায় চ অহং হৃদগতং শুদ্ধসত্ত্ববিমিশ্রং ভক্তিং নিয়োজয়ামি—ইত্যেবং সঙ্কল্পমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ।

৯। হে ভগবন্! ত্বং 'বিশ্বায়ুঃ' (বিশ্বেষাং সর্ব্বেষাং আয়ুঃস্বরূপঃ, জীবনং ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং 'পৃথিবীং' (আধারক্ষেত্রং—মম সদ্‌বৃত্তিমূলং হৃদয়ং ইতি ভাবঃ) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু)। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ অবিচলিতেন মনসা সদ্‌বৃত্তিং সঞ্চয়াম—ইত্যেবং সঙ্কল্পঃ অস্মিন্ মন্ত্রে বর্ত্ততে।

১০। হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'ধ্রুবক্ষিৎ' (সত্যে সৎস্বরূপে বা বাসয়িতা, অথবা সত্যস্য সৎস্বরূপস্য বা আধারভূতঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ 'ত্বং' 'অন্তরিক্ষং' (অন্তরিক্ষবৎ অনন্তপ্রসারিতং মম সৎকর্ম্মমূলং হৃদয়ং ইতি ভাবঃ) 'দৃংহ' (দৃঢ়ীকুরু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। মর্ম্মার্থস্তু—হে দেব! মাং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং বিধেহি।

১১। হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'অচ্যুতক্ষিৎ' (বিনাশরহিতে ভগবতি নিবসয়িতা, অথবা পরব্রহ্মণঃ আধারস্বরূপঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং 'দিবং' (মম হৃদ্রূপং দেবস্থানং, পরমসুখমূলমিতি ভাবঃ) 'দৃংহ' (দৃঢ়ীকুরু)। শুদ্ধসত্ত্বঃ হি ভগবতঃ স্বরূপঃ। তৎ হি

পরমসুখনিদানঃ। যেনাহং শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন পরমসুখনিদানং ভগবন্তং প্রাপ্নোমি, হে দেব! তদ্বিধেহি—ইত্যেবং প্রার্থনা অত্র বর্ত্ততে।

১২। হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'অগ্নেঃ' (প্রজ্ঞানরূপস্য ভগবতঃ, যদ্বা—আত্মদৃষ্টেঃ, জ্ঞানদৃষ্টেঃ বা ইত্যর্থঃ) 'ভস্ম' (ভাসকং, প্রকাশকং ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); তথা ত্বং 'অগ্নেঃ' (প্রজ্ঞানাধারস্য ভগবতঃ, যদ্বা—আত্মদৃষ্টেঃ অন্তর্দৃষ্টেঃ বা) 'পুরীষং' (পূরকঃ, পূর্ণতাসাধকঃ) 'অসি' (ভবসি)। অতঃ মাং পূর্ণজ্ঞানং দেহি ইতি প্রার্থনা। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—১২ অনুবাক)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। (ক) হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! আমাকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত (অথবা আমার সম্বন্ধে) দারিদ্র্য-দুঃখনাশিনী অথবা পরম-ধনপ্রদাত্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠধন-সমূহের আধার-স্বরূপা হও। (অতএব আমাকে মোক্ষরূপ পরমধন প্রদান কর)।

(খ) পুনশ্চ, হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! তুমি আমাকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত (অথবা আমার সম্বন্ধে) পাপ-তাপ-নাশিনী অথবা পাপ-সন্তপ্তদিগের আশ্রয়ভূতা হও। (অর্থাৎ আমাকে পাপ হইতে রক্ষা বা পরিত্রাণ কর)।

(গ) অতএব (হে ভক্তিরূপিণি দেবি!) তুমি আমাকে দারিদ্র্যদুঃখ হইতে অর্থাৎ পাপ-প্রভাব হইতে আমাকে রক্ষা কর বা পরিত্রাণ কর। (অর্থাৎ পাপে যেন আমি অভিভূত না হই, তাহাই কর)।

(ঘ) অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! আমাকে পাপ-ভয় হইতে অথবা পাপ-প্রলোভনাদি-জনিত পদস্খলন হইতে অথবা পাপ-সম্মোহ হইতে আমাকে রক্ষা অর্থাৎ পরিত্রাণ কর।

(মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে পাপসন্তাপ-হারিণি ভক্তিরূপিণি দেবি! তুমি আমাকে পাপ-সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত কর এবং মোক্ষপথে স্থাপন কর)।

২। (ক) হে ভক্তিরূপিণি দেবি! নভঃ-সংজ্ঞ অর্থাৎ ত্বদধিষ্ঠিত অথবা হৃদ্রূপ-নভোদেশে অধিষ্ঠিত প্রজ্ঞান-স্বরূপ ভগবান তোমাকে অবগত হউন অর্থাৎ গ্রহণ করুন।

(খ) সর্ব্বভূতের আধার-স্বরূপ, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বত্রগমনশীল অর্থাৎ নিখিল জ্ঞানের আধার প্রজ্ঞান-স্বরূপ হে ভগবন্! যে আপনি এই পরিদৃশ্যমান অর্থাৎ স্থূলসূক্ষ্মাত্মিকা অথবা সকলের আধারভূতা পঞ্চভূতাত্মিকা পৃথিবীতে অর্থাৎ ইহলোকে অথবা আমাদিগের হৃদয়ে বর্ত্তমান আছেন; সেই আপনি আয়ুঃ নামে অভিহিত হইয়া অথবা চিরায়ুঃ বা চিরনবীনরূপে (আমার হৃদয়ে) আগমন করুন।

(গ) হে প্রজ্ঞান-স্বরূপ ভগবন্! অহিংসিত অনভিভূত অর্থাৎ সর্ব্ব-সাফল্যপ্রদ যজ্ঞযোগ্য আপনার যে নাম বা স্থান আছে, সেই নামে ও সেই স্থানে আমি আপনাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। জ্ঞান এবং ভক্তির অভেদ-সম্বন্ধ। যেখানে জ্ঞান সেইখানেই ভক্তি বর্ত্তমান; আবার যেখানে ভক্তি, সেইখানেই জ্ঞান বিদ্যমান। অতএব জ্ঞান ও ভক্তি সহকারে ভগবানকে আহ্বান করিতেছি)।

৩। (ক) সকলের আধারভূত, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বতঃগমনশীল অথবা নিখিল জ্ঞানের আধার প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্! যে আপনি অন্তরিক্ষলোকে এবং স্বর্গলোকে বর্ত্তমান আছেন, সেই আপনি সেই স্থান হইতে আয়ুঃ-নামে অভিহিত হইয়া অথবা চিরায়ুঃ বা চিরনবীনরূপে (হৃদয়ে) আগমন করুন।

(খ) হে প্রজ্ঞানময় ভগবন্! আপনার যে প্রসিদ্ধ অহিংসিত অনভিভূত অর্থাৎ সর্ব্বসাফল্যপ্রদ যজ্ঞযোগ্য সংজ্ঞা ও স্থান আছে, আমি আপনাকে সেই নামের ও সেই স্থানের দ্বারা অথবা সেই নামে ও সেই স্থানে আপনাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি।

৪। হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! আপনি সিংহীসমানা শক্তিসম্পন্না অর্থাৎ সকল শক্তির আধারভূত হয়েন; অপিচ তুমি মহনীয়া অর্থাৎ অনন্ত-শক্তি-সম্পন্না, সকলের আধার-স্বরূপ হউন। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্যমূলক। এখানে সাধক শক্তি-লাভের প্রার্থনা জানাইতেছেন। ভক্তিই সকল শক্তির আধারভূত এবং অশেষ-শক্তি-সম্পন্ন। অতএব এখানে ভক্তি-প্রভাবে পরমার্থ-লাভের সঙ্কল্প বর্ত্তমান দেখিতে পাই)।

৫। (ক) বিশ্বব্যাপিন্ হে ভগবন্! আপনি বিস্তীর্ণ—অনন্ত সত্ত্ব-সমুদ্রের দ্বারা আমাকে ব্যাপ্ত করুন। অপিচ, আপনার শরণাপন্ন সৎকর্ম্ম-সাধনকারী আমাকে আপনাতে প্রতিষ্ঠাপিত করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-

মূলক। মন্ত্রে আত্মায় আত্ম-সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি আমাকে আপনাতে লীন করিয়া লইয়া আমাকে উদ্ধার করুন)।

(খ) হে আমার চিত্তবৃত্তি! তুমি স্থিরা অবিচলিতা অর্থাৎ একৈকশরণ্য হও। (সেইরূপ হইলে) সদ্ভাব সংরক্ষণের নিমিত্ত পাপকলুষ-পরিশূন্য হইবে এবং অনন্ত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিয়া শোভিতা হইতে পারিবে। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। ভাবার্থ এই যে,—সদ্ভাব-লাভের নিমিত্ত সৎ-স্বরূপ ভগবানে আত্মাকে বিনিবিষ্ট করিবার সঙ্কল্প বর্ত্তমান)।

৬। (ক) হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! ভগবানের মাভৈঃ-রূপ অভয়-বাণী অর্থাৎ পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন স্বয়ং ভগবান, আপনার পরমধনযুক্ত বিভূতির দ্বারা তোমাকে পূর্ব্বদিকে অর্থাৎ সম্মুখভাগ হইতে রক্ষা করুন।

(খ) হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! মনোবৎগতিশীল অর্থাৎ প্রকৃষ্ট-মননশীল হৃদধিষ্ঠিত ভগবান, পিতৃগুণের দ্বারা অর্থাৎ স্নেহকারুণ্যপূর্ণ আপনার বিভূতি-সমূহের দ্বারা তোমাকে দক্ষিণদিকে অর্থাৎ দক্ষিণভাগ হইতে রক্ষা করুন।

(গ) হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন চৈতন্য-স্বরূপ চিন্ময় ভগবান শত্রু-সংহারক উগ্র প্রভাবের দ্বারা অর্থাৎ কঠোরভাবাপন্ন আপনার বিভূতি-সমূহের দ্বারা তোমাকে পশ্চিমদিকে অর্থাৎ পশ্চাদ্ভাগ হইতে রক্ষা করুন।

(ঘ) হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! নিখিলকর্ম্মকুশল অর্থাৎ নিখিল-কর্ম্ম-সমূহের আধারভূত অর্থাৎ সকলকর্ম্মতত্ত্ববিৎ ভগবান, অজ্ঞানতানাশক প্রভাবের দ্বারা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান-প্রদায়িকা স্বকীয় বিভূতি-সমূহের দ্বারা তোমাকে উত্তরদিকে অর্থাৎ বামভাগ হইতে রক্ষা করুন।

(মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সকল বিভূতি পরি-বৃত হইয়া ভগবান হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন এবং সকল দিক হইতে আমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন)।

৭। (ক) হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! তুমি সিংহী-সমান-শক্তি-সম্পন্ন অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিশালিনী ও সকল শক্তির আধারভূত এবং বহিরন্তঃশত্রুদিগের (অর্থাৎ রিপুরূপ অন্তঃশত্রুর এবং লোভ-মোহ-

প্রলোভনাদিরূপ বহিঃশত্রুগণের) অভিভবকারিণী হও ; অতএব কর্ম্ম-শক্তি-লাভের নিমিত্ত 'স্বাহা' মন্ত্রের দ্বারা তোমাকে উদ্বোধিত অর্থাৎ হৃদয়ে ধারণ করি ; আমার উদ্বোধন-যজ্ঞ সুহুত অর্থাৎ সুসিদ্ধ হউক। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। ভক্তির সাহায্যে ভগবানের পূজার সামর্থ্য যেন লাভ করি—এখানে এইরূপ সঙ্কল্প দ্যোতিত হইতেছে)।

(খ) হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি ! তুমি সিংহীর ন্যায় শক্তি-সম্পন্না অথবা নিখিল শক্তির আধারভূতা সর্ব্বশক্তিশালিনী এবং সদ্ভাবসমূহের জনয়িত্রী হও। অতএব সদ্ভাব-সংজনন জন্য তোমাকে স্বাহা মন্ত্রের দ্বারা উদ্বোধিত অর্থাৎ হৃদয়ে ধারণ করিতেছি ; আমার উদ্বোধন-যজ্ঞ সুহুত অর্থাৎ সুসিদ্ধ হউক। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পজ্ঞাপক। এখানে সদ্ভাব-লাভের জন্য সাধকের সঙ্কল্প বিদ্যমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবি ! আমাকে সদ্ভাব এবং পরমার্থ প্রদান করুন)।

(গ) হে আমার শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি ! তুমি সিংহীর ন্যায় শক্তি-সম্পন্না অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিশালিনী এবং সকল শক্তির আধারভূতা অপিচ প্রজ্ঞানময়ী বিবেক-রূপিণী হও। অতএব প্রজ্ঞান লাভের নিমিত্ত স্বাহা-মন্ত্রে তোমাকে উদ্বোধিত অর্থাৎ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাপিত করি ; আমার উদ্বোধন-যজ্ঞ সুহুত অর্থাৎ সুসিদ্ধ হউক। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। মন্ত্রে প্রজ্ঞান-লাভের নিমিত্ত সাধক ভগদনুগ্রহ কামনা করিতেছেন)।

(ঘ) হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি ! তুমি সিংহীর ন্যায় শক্তি-সম্পন্না অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিশালিনী এবং সকল শক্তির আধারভূতা হও। অতএব তুমি আপনার শক্তিপ্রভাবে যজমান আমার অর্থাৎ আপনার শরণাগত আমার অভীষ্ট পূরণের জন্য দেবভাব—শুদ্ধসত্ত্বসমূহকে আমার হৃদয়ে আনয়ন কর অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাপিত কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে সদ্ভাবসঞ্চয়ের নিমিত্ত সাধকের সঙ্কল্প বর্ত্তমান। প্রর্থনার ভাব এই যে,—হে দেবি ! আমি যাহাতে সদ্ভাবসম্পন্ন হইতে পারি, তাহার বিধান করুন)।

৮। হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি ! ভূতসমূহের বা লোক-সমূহের পালনের জন্য অর্থাৎ জগতের উপকারের নিমিত্ত বিশ্বসেবায় তোমাকে স্বাহা মন্ত্রে নিয়োজিত করি অর্থাৎ উদ্বোধিত করি। (বিশ্বসেবায় বা লোকহিত-সাধন জন্য এই মন্ত্রে সঙ্কল্প বিদ্যমান। জগতের উপকারের

নিমিত্ত অর্থাৎ বিশ্বসেবায় আমি আমার হৃদ্গত শুদ্ধসত্ত্ববিমিশ্র ভক্তিকে নিয়োজিত করি। মন্ত্রটী এইরূপ সঙ্কল্পমূলক)।

৯। হে ভগবন্! আপনি বিশ্বের সকলের আয়ুঃ-স্বরূপ অর্থাৎ বিশ্বের জীবন-স্বরূপ হয়েন। অতএব আপনি আধারক্ষেত্রকে অর্থাৎ আমার সদ্-বৃত্তিমূল হৃদয়কে দৃঢ় করুন। (অবিচলিত-চিত্তে সদ্বৃত্তি সঞ্চয় করিব—মন্ত্রে এইরূপ সঙ্কল্প বিদ্যমান)।

১০। হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি সত্ত্বে—সৎস্বরূপে বাসয়িতা অথবা সত্যের সৎস্বরূপের আধারভূত হও। অন্তরিক্ষবৎ অনন্ত-প্রসারিত তোমার সৎকর্ম্মমূলকে দৃঢ় কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রার্থ—হে দেব! আমাকে সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য প্রদান করুন)।

১১। হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি বিনাশরহিত ভগবানে বাসয়িতা অথবা অক্ষর পরব্রহ্মের আধারস্বরূপ হও। তুমি হৃদয়রূপ দেবস্থানকে অথবা পরমসুখমূলকে দৃঢ় কর। (শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের স্বরূপ এবং পরমসুখনিদান। শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে যাহাতে আমি পরমসুখনিদান ভগবানকে প্রাপ্ত হই, হে দেব! তাহার বিধান করুন)।

১২। হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানের অথবা আত্মদৃষ্টির প্রকাশক হও এবং তুমি জ্ঞানাধার ভগবানের অথবা আত্ম-দৃষ্টির বা অন্তর্দৃষ্টির পূরক অর্থাৎ পূর্ণতা-সাধক হও। (অতএব আমাকে পূর্ণজ্ঞান প্রদান কর)। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—১২ অনুবাক)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

একাদশেঽনুবাক উপসদোঽভিহিতাঃ। তত্র মধ্যমোপসদ্দিনে ষট্‌ত্রিংশৎপদপরিমিতো যোঽয়ং বেদিপ্রদেশঃ স্বীকৃতস্তস্য পূর্ব্বভাগ উত্তরবেদির্দ্বাদশেঽনুবাকেঽভিধীয়তে।

১। "বিত্তায়নী মেঽসি তিক্তায়নী মেঽস্যবতান্মা নাথিতমবতান্মা ব্যথিতং।"—বৌধায়নঃ—"উত্তরেণ বেদিং দ্বয়োর্ব্বা ত্রিষু বা প্রক্রমেষু স্ফ্যেনোদ্ধত্যাবোক্ষ্য শম্যয়া চাত্বালং পরিনিমীতে বিত্তায়নী মেঽসীতি পুরস্তাদুদীচীনকুম্বয়াঽন্তরিতস্ফ্যেনোল্লিখতি, তিক্তায়নী মেঽসীতি দক্ষিণতঃ প্রাক্কুম্বয়াঽন্তরিতস্ফ্যেনোল্লিখতি, অবতান্মা নাথিতমিতি পশ্চাদুদীচীন-কুম্বয়াঽন্তরিতস্ফ্যেনোল্লিখতি, অবতান্মা ব্যথিতমিত্যুত্তরতঃ প্রাচীনকুম্বয়াঽন্তরিতস্ফ্যেনোল্লিখতি" ইতি। আপস্তম্বঃ—"অপরেণ যূপাবটদেশং সঞ্চরমবশিষ্য বেত্থামুত্তরবেদিং দশপদাং সোমে করোত্যংহীয়সীং পুরস্তাদিত্যেকে তাং যুগেন যজমানস্য বা পদৈর্ব্বিমায় শম্যয়া পরিমিমীতে

শম্যামাত্রী নিরূঢ়পশুবন্ধস্যোত্তরবেদিঃ শম্যাং পুরস্তাদুদগগ্রাং নিধায় স্ফেনোদীচীমভ্যন্তরমুপলিখতি বিত্তায়নী মেঽসীত্যেবং দক্ষিণতঃ প্রাচীং তিক্তায়নী মেঽসীতি পশ্চাদুদীচীমবতান্মা নাথিতমিত্যুত্তরতঃ প্রাচীমবতান্মা ব্যথিতমিত্যুত্তরস্মাদ্বেঙ্গং সাদুদক্প্রক্রমে চাত্বালন্তমুত্তরবেদিবত্তূষ্ণীং শম্যয়া পরিমিত্য" ইতি।

অত্রোত্তরবেদের্দ্বাবাকারৌ। মহাবেদ্যাঃ প্রাগ্‌ভাবে মৃত্তিকাপ্রক্ষেপেণ নিষ্পাদ্যমান এক আকারঃ। আপস্তম্বমতে তদ্বিষয়া মন্ত্রা উক্তাঃ। মৃত্তিকা চাত্বালগতেতি তদ্রূপোঽপর আকারঃ। তদ্বিষয়া বৌধায়নমতে মন্ত্রাঃ। হে উত্তরবেদে ত্বং মম বিত্তায়নী বহ্নিরূপস্য বিত্তস্য প্রাপিকাঽসি। তিক্তস্য বহ্নিতেজসো জ্বালারূপস্য প্রাপিকাঽসি। নাথিতং বহ্নিযাচকং মামবতাৎ রক্ষ। ব্যথিতং বহ্ন্যলাভাদ্ভীতং মাং রক্ষঃ॥ মন্ত্রান্ ব্যাচিখ্যাসুঃ শম্যয়া বেদিপরিমাণং বিধাতুমাখ্যায়িকয়া বেদিং প্রস্তুবন্ প্রসঙ্গাদ্ব্যাঘারণমভিধত্তে—"তেভ্য উত্তরবেদিঃ সিꣳহী রূপং কৃত্বোভয়ানন্তরাঽপক্রম্যাতিষ্ঠত্তে দেবা অমন্যন্ত যতরান্বা ইয়মুপাবৎস্যতি ত ইদং ভবিষ্যন্তীতি তামুপামন্ত্রয়ন্ত সাঽব্রবীদ্বরং বৃণৈ সর্ব্বান্ময়া কামান্ব্যশ্নবথ পূর্ব্বাং তু মাঽগ্নেরাহুতিরশ্নবতা ইতি তস্মাদুত্তরবেদিং পূর্ব্বামগ্নের্ব্যাঘারয়ন্তি বারেবৃতꣳ হ্যস্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৭) ইতি।

অত্রোভয়োরন্তরেণেত্যভিধানাত্তেভ্যো দেবাসুরেভ্য ইতি লভ্যতে। তে দেবাস্তামুপামন্ত্রয়ন্ত প্রার্থিতবন্তঃ। ময়া মদনুগ্রহেণ ভ্রাতৃব্যাভিভবাৎ সর্ব্বান্ কামানূয়ং ব্যশ্নবথ বিশেষেণ প্রাপ্স্যথ। তদর্থং ত্বাদ্যাঽহুতির্ব্ব্যাঘারণরূপা যুষ্মাভির্হুতা প্রণেষ্যমাণাদগ্নেঃ পূর্ব্বভাবিনীং মাং ব্যশ্নবতে বিশেষেণ ব্যাপ্নোতু মামেবোদ্দিশ্য হূয়তাং। সোঽয়ং বরঃ। যস্মাদ্বরো বৃতস্তস্মাত্তথা ব্যাঘারয়েয়ুঃ। তৎপ্রকারস্তু সিꣳহীরসি মহিষীরসীত্যাদিমন্ত্রব্যাখ্যানাবসরে বক্ষ্যতে॥ বিধত্তে—"শম্যয়া পরি মিনীতে মাত্রৈবাস্যৈ সাঽথো যুক্তেনৈব যুক্তমব রুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৭) ইতি। গদয়া সদৃশী বাহুপরিমিতা শম্যা তয়া চতুর্দ্দিক্ষূত্তরবেদিং পরিমিমীতে। অস্যা উত্তরবেদেঃ সেয়ং ভূমিঃ শম্যয়া নির্ণীতা মাত্রৈব ন ন্যূনা গ্রহচমসাদিপ্রচারস্য পর্য্যাপ্তত্বাৎ। নাপ্যধিকা যথোক্তপ্রচারানুপযুক্তভাগস্যাভাবাৎ। কিং চ যুক্তেনৈব যোগ্যেনৈবোত্তরবেদিপ্রমাণেন যোগ্যফলং প্রাপ্নোতি॥ মন্ত্রান্ব্যাচষ্টে—"বিত্তায়নী মেঽসীত্যাহ বিত্তা হ্যেনানাবত্তিক্তায়নী মেহসীত্যাহ তিক্তান্ হ্যেনানাবদবতান্মা নাথিতমিত্যাহ নাথিতান্ হ্যেনানাবদবতান্মা ব্যথিতমিত্যাহ ব্যথিতান্ হ্যনানাবৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৭) ইতি। বিত্তং বহ্নিরূপং। বিত্তার্থিন এতান্ যজ্ঞকর্তৃন্ বহ্নি প্রাপণেনেয়মুত্তরবেদিররক্ষৎ। তিক্তং বহ্নিজ্বালারূপং তেজনং তদর্থিন এতান্ যাগকর্ত্তৃন্॥

২। "বিদেরগ্নির্নভো নামাগ্নে অঙ্গিরো যোঽস্যাং পৃথিব্যামস্যায়ুষা নাম্নেহি যত্তেঽনাধৃষ্টং নাম যজ্ঞিয়ং তেন ত্বাঽদধে।"—বৌধায়নঃ—"অথ চাত্বালে বর্হির্নিধায় তস্মিন্ স্ফ্যেন প্রহরতি বিদেরগ্নির্নভো নামাগ্নে অঙ্গিরো যোঽস্যাং পৃথিব্যামস্যায়ুষা নাম্নেহীতি, তদ্দূত্বোত্তরবেদ্যাং নিবপতি যত্তেঽনাধৃষ্টং নাম যজ্ঞিয়ং তেন ত্বাঽ দধ ইতি" ইতি। আপস্তম্বস্ত্বেকমন্ত্রতামাহ—"তূষ্ণীং জানুদঘ্নং ত্রিবিতস্তিং বা খাত্বোত্তরবেদ্যর্থান্ পাংসূন্ হরতি বিদেরগ্নিরিতি" ইতি। বিদেরুত্তরবেদেঃ সম্বন্ধী যোঽগ্নিস্তস্য নভ ইত্যেতন্নাম। অঙ্গানাং রস ইত্যঙ্গিরঃশব্দস্য নির্ব্বচনং। তথা চ ছন্দোগাঃ প্রাণোপাস্তাবামনন্তি—"এতমু এবাঙ্গিরসং মন্যন্তেঽঙ্গানাং যদ্রসস্তেন" ইতি।

বাজসনেয়িনোঽপ্যধীয়তে—"য অঙ্গিরসোঽঙ্গানাং রসঃ" ইতি। অয়ং চাগ্নিঃ সোমাহুত্যাধারত্বাদ্‌গার্হপত্যদক্ষিণাগ্ন্যাদীনাং মধ্যে সারঃ। হেঽঙ্গিরো যত্ত্বমস্যাং চাত্বালগতমৃদ্রূপায়াং পৃথিব্যামসি বর্ত্তসে স ত্বমায়ুষ্প্রদেন নভো নাম্না সহিত এহি উত্তরবেদ্যামাগচ্ছ। যত্তবানাধৃষ্টং কেনাপ্যতিরস্কৃতং নাম যজ্ঞসম্বদ্ধং তেন নাম্না ব্যবহৃত্য ত্বামুত্তরবেদ্যামাদধে॥

৩। "অগ্নে অঙ্গিরো যো দ্বিতীয়স্যাং তৃতীয়স্যাং পৃথিব্যামস্যায়ুষা নাম্নেহি যত্তেঽনাধৃষ্টং নাম যজ্ঞিয়ং তেন ত্বাঽ দধে।" বৌধায়নঃ—"দ্বিতীয়ং প্রহরতি বিদেরগ্নির্নভো নামাগ্নে অঙ্গিরো যো দ্বিতীয়স্যাং পৃথিব্যামসীত্যাদন্তে—আয়ুষা নাম্নেহীতি হুত্বোত্তরবেদ্যাং নিবপতি যত্তেঽনাধৃষ্টং নাম যজ্ঞিয়ং তেন ত্বাঽদধ ইতি, তৃতীয়ং প্রহরতি বিদেরগ্নির্নভো নামাগ্নে অঙ্গিরো যস্তৃতীয়স্যাং পৃথিব্যামসীত্যাদন্তে—আয়ুষা নাম্নেহীতি হুত্বোত্তরবেদ্যাং নিবপতি যত্তেঽনাধৃষ্টং নাম যজ্ঞিয়ং তেন ত্বাঽ দধ ইতি, তূষ্ণীং চতুর্থং হরতি সহ বর্হিষা" ইতি। আপস্তম্বঃ—"এতেনৈব যো দ্বিতীয়স্যামিতি দ্বিতীয়ং যস্তৃতীয়স্যামিতি তৃতীয়ং তূষ্ণীং চতুর্থং হরতি" ইতি। অত্রাগ্নে অঙ্গিরো যো দ্বিতীয়স্যামিত্যাম্নাতো দ্বিতীয়মন্ত্রস্তস্যাঽদৌ বিদেরিত্যাদিরনুষজ্যতে। অবসানে চ পৃথিব্যামিত্যাদিরনুষজ্যেত। তৃতীয়স্যামিত্যাদিশ্চরমমন্ত্রস্তস্য বিদেরিত্যাদিরেবানুষজ্যতে। চাত্বালস্থিতায়াঃ পৃথিব্যা অংশভেদেন দ্বিতীয়ত্বং তৃতীয়ত্বং চ দ্রষ্টব্যং। বিধত্তে—"বিদেরগ্নির্নভো নামাগ্নে অঙ্গির ইতি ত্রির্হরতি য এবৈষু লোকেষ্বগ্নয়স্তানেবাব রুন্ধে তূষ্ণীং চতুর্থঁ হরত্যনিরুক্তমেবাব রুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৭) ইতি। লোকত্রয়বর্ত্তিনাং ত্রয়াণামগ্নীনামবরোধায় ত্রির্হরণমেতল্লোকবর্ত্তীতি নিশ্চিত্য বক্তুমশক্যত্বেনানিরুক্তস্যাগ্নিসামান্যস্যাবরোধায় তূষ্ণীং হরণং॥

৪। "সিঁহীরসি মহিষীরসি।"—বৌধায়নঃ—"অথাধ্বর্য্যুরুত্তরবেদ্যৈ পুরীষং সম্প্রযৌতি সিঁহীরসি মহিষীরসীতি" ইতি। সম্প্রযৌতি মিশ্রয়তি॥ আপস্তম্বঃ—"সিঁহীরসীত্যুত্তরবেদ্যাং নিবপতি" ইতি॥ বেদেঃ সিংহমৃগত্বং দর্শয়তি—"সিঁহীরসি মহিষীরসীত্যাহ সিঁহীর্হ্যেষা রূপং কৃত্বোভয়ানন্তরাঽপক্রম্যাতিষ্ঠৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৭) ইতি। মহিষীর্মহনীয়া। ব্রাহ্মণান্তরে বা মহিষীজাতিত্বং দ্রষ্টব্যং॥

৫। "উরু প্রথস্বোরু তে যজ্ঞপতিঃ প্রথতাং ধ্রুবাঽসি দেবেভ্যঃ শুন্ধস্ব দেবেভ্যঃ শুম্ভস্ব।" কল্পঃ—"উরু প্রথস্বোরু তে যজ্ঞপতিঃ প্রথতামিতি প্রথয়িত্বা ধ্রুবাঽসীতি শম্যয়া সংহত্য দেবেভ্যঃ শুন্ধস্বেত্যদ্ভিঃ প্রোক্ষ্য দেবেভ্যঃ শুম্ভস্বেতি সিকতাভিরবকীর্য্য" ইতি। প্রথস্ব প্রসর। ধ্রুবা দৃঢ়া। শুন্ধস্ব শুদ্ধা ভব। শুম্ভস্ব শোভিতা ভব॥ ব্যাচক্ষাণং ক্রমেণ বিধত্তে—"উরু প্রথস্বোরু তে যজ্ঞপতিঃ প্রথতামিত্যাহ যজমানমেব প্রজয়া পশুভিঃ প্রথয়তি ধ্রুবাঽসীতি সঁহন্তি ধৃত্যৈ দেবেভ্যঃ শুন্ধস্ব দেবেভ্যঃ শুম্ভস্বেত্যব চোক্ষতি প্র চ কিরতি শুদ্ধ্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৭) ইতি॥

৬। "ইন্দ্রঘোষস্ত্বা বসুভিঃ পুরস্তাৎ পাতু মনোজবাস্ত্বা পিতৃভির্দ্দক্ষিণতঃ পাতু প্রচেতাস্ত্বা রুদ্রৈঃ পশ্চাৎ পাতু বিশ্বকর্ম্মা ত্বাঽদিত্যৈরুত্তরতঃ পাতু।"—কল্পঃ—"প্রোক্ষণীভিরুত্তরবেদিং প্রোক্ষতি—ইন্দ্রঘোষস্ত্বা বসুভিঃ পুরস্তাৎ পাত্বিতি পুরস্তান্মনোজবাস্ত্বা পিতৃভির্দ্দক্ষিণতঃ পাত্বিতি দক্ষিণতঃ প্রচেতাস্ত্বা রুদ্রৈঃ পশ্চাৎ পাত্বিতি পশ্চাদ্বিশ্বকর্ম্মা ত্বাঽদিত্যৈরুত্তরতঃ পাত্বিত্যুত্তরতঃ" ইতি। ইন্দ্রঘোষাদিনামকা দেবাঃ পরিবৃঢ়াস্তদনুচরা বস্বাদিগণাস্তৈর্গণৈঃ সহিতাস্তে দেবাঃ পান্তু॥

পুরস্তাদিত্যাদিদিগ্বাচকশব্দ প্রয়োগেণ দিগ্দেবতাতুষ্টিকরং প্রোক্ষণমিত্যাহ—"ইন্দ্রঘোষস্ত্বা বসুভিঃ পুরস্তাৎ পাত্বিত্যাহ দিগ্‌ভ্য এবৈনাং প্রোক্ষতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৭) ইতি।

অপক্রম্য দেবাসুরসেনয়োর্ম্মধ্যে তিষ্ঠন্তীমুত্তরবেদিং যদা দেবা উপামন্ত্রয়ন্ত তদানীমসুরা এবমচিন্তয়ন্। যদ্যেষা দেবানুপাবর্ত্তেত তদা ত এব বিজয়েরন্। তস্মাদিহৈবেদানীমেব তদুপাবর্ত্তনাৎ প্রাগেব দেবান্বিজয়ামহ ইতি বিচিন্ত্য বজ্রমুদ্যত্য দেবানভিলক্ষ্য প্রহর্ত্তুমাগতাঃ। তানসুরানিন্দ্রঘোষাদয়ো দিগ্‌ভ্যোঽপাকুর্ব্বন॥ বিধত্তে—"যদেবমুত্তরবেদিং প্রোক্ষতি দিগ্‌ভ্য এব তদ্যজমানো ভ্রাতৃব্যান প্র ণুদতে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৭) ইতি॥ প্রোক্ষণশেষস্য নিনয়নং বিধত্তে—"ইন্দ্রো যতীন্‌ৎসালাবৃকেভ্যঃ প্রাযচ্ছত্তান্দক্ষিণত উত্তরবেদ্যা আদন্যৎ প্রোক্ষণীনামুচ্ছিষ্যেত তদ্দক্ষিণত উত্তরবেদ্যৈ নি নয়েদ্যদেব তত্র ক্রূরং তত্তেন শময়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৭) ইতি। যতয়ো দেবান্ হন্তুং সর্ব্বদা প্রযতমানা উত্তমাশ্রয়েণ প্রচ্ছন্নবেষা অসুরাস্তান্ হত্বা সালাবৃকেভ্যঃ শ্বভ্যো দত্তবান্॥ নিনয়নকালে ধ্যানং বিধত্তে—"যং দ্বিষ্যাত্তং ধ্যায়েচ্ছুচৈবৈনমর্পয়তি" (সং কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৭) ইতি। শুচা শোকেনার্পয়তি যোজয়তি॥

৭। "সিꣳহীরসি সপত্নসাহী স্বাহা। সিꣳহী রসি সুপ্রজাবনিঃ স্বাহা। সিꣳহীরসি রায়স্পোষবনিঃ স্বাহা। সিꣳহীরস্যাদিত্যবনিঃ স্বাহা। সিꣳহীরস্যা বহ দেবান্দেবয়তে যজমানায় স্বাহা।"—কল্পঃ—"অথৈনাং হিরণ্যমন্তর্ধায়াক্ষয়া পঞ্চগৃহীতেন ব্যাঘারয়তি সিꣳহীরসি সপত্নসাহী স্বাহেতি দক্ষিণেঽংসে, সিꣳহীরসি সুপ্রজাবনিঃ স্বাহেত্যুত্তরস্যাং শ্রোণ্যাং, সিꣳহীরসি রায়স্পোষবনিঃ স্বাহেতি দক্ষিণস্যাং শ্রোণ্যাং, সিꣳহীরস্যাদিত্যবনিঃ স্বাহেতি উত্তরেঽংসে, সিꣳহীরস্যা বহ দেবান্দেবয়তে যজমানায় স্বাহেতি মধ্যে" ইতি।

হে উত্তরবেদে ত্বং সিংহরূপধারিণ্যসি। সপত্নসাহী বৈরিঘাতিনী। সুপ্রজাবনিঃ শোভনাপত্যভৃত্যপ্রদা। রায়স্পোষবনিঃ পশ্বাদিধনসমৃদ্ধিদা। আদিত্যবনির্ভূতিসম্বন্ধি প্রতিষ্ঠাপ্রদা। দেবয়তে দেবানিচ্ছতে যজমানায় দেবানানয় তবেদং হুতমস্তু॥ উত্তরবেদের্ব্বরবাক্যমনুসৃত্যৈকৈকং কামমেকৈকাহুত্যা প্রাপ্নুবন্নিত্যেতং মন্ত্রসূচিতমর্থং দর্শয়তি—"সোত্তরবেদিরব্রবীৎ সর্ব্বান্ময়া কামান্ব্যশ্নবথেতি তে দেবা অকাময়ন্তাসুরান্ ভ্রাতৃব্যানভি ভবেমেতি তেঽজুহবুঃ সিꣳহীরসি সপত্নসাহী স্বাহেতি তেঽসুরান্ ভ্রাতৃব্যানভিভূয়াকাময়ন্ত প্রজাং বিন্দেমহীতি তেঽজুহবুঃ সিꣳহীরসি সুপ্রজাবনিঃ স্বাহেতি তে প্রজামবিন্দন্ত তে প্রজাং বিত্ত্বাঽকাময়ন্ত পশূন্বিন্দেমহীতি তেঽজুহবুঃ সিংহীরসি রায়স্পোষবনিঃ স্বাহেতি তে পশূনবিন্দন্ত তে পশূন্বিত্ত্বাঽকাময়ন্ত প্রতিষ্ঠাং বিন্দেমহীতি তেঽজুহবুঃ সিꣳহীরস্যাদিত্যবনিঃ স্বাহেতি ত ইমাঃ প্রতিষ্ঠামবিন্দন্ত ত ইমাং প্রতিষ্ঠাং বিত্ত্বাঽকাময়ন্ত দেবতা আশিষ উপেয়ামেতি তেঽজুহবুঃ সিꣳহীরস্যা বহ দেবান্দেবয়তে যজমানায় স্বাহেতি তে দেবতা আশিষ উপাঽয়ন্" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি। আশিষ ইষ্যমাণা হবিঃস্বীকারিণীর্দ্দেবতা উপেয়াম প্রাপ্নুয়ামেতি কাময়মানা যষ্ঠারম্ভে দেবাশ্চরমাহুত্যা তথৈব প্রাপ্নুবন্। কর্ম্মফলানি বাঽত্রাঽশীঃশব্দেনোচ্যন্তে॥

আহুতিসংখ্যাং বিধত্তে—"পঞ্চ কৃত্বো ব্যাঘারয়তি পঞ্চাক্ষরা পঙ্‌ক্তিঃ পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞো যজ্ঞমেবাব রুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি॥ গুণং বিধত্তে –"অক্ষয়া ব্যাঘারয়তি তস্মাদক্ষয়া পশবোঽঙ্গানি প্র হরন্তি প্রতিষ্ঠিত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি। অক্ষয়া

বক্রগত্যা। দক্ষিণেহংস উত্তরশ্রোণিরিত্যাদিকা বক্রগতিঃ। পশবঃ শয়নকালে পাদাঙ্গানি বক্রত্বেন প্রহরন্তি সঙ্কোচয়ন্তি। অত আহুতিবক্রত্বং প্রতিষ্ঠিত্যৈ ভবতি॥

৮। "ভূতেভ্যস্ত্বা।"—কল্পঃ—"ভূতেভ্যস্ত্বেতি স্রুচমুদ্গৃহ্য" ইতি। হে জুহু ত্বাং ভূতেভ্যশ্চিরন্তনেভ্যো দেবেভ্য উদ্গৃহ্ণামি। বিধত্তে—"ভূতেভ্যস্ত্বেতি স্রুচমুদ্গৃহ্ণাতি য এব দেবা ভূতাস্তেষাং তদ্ভাগধেয়ং তানেব তেন প্রীণাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি। ভূতোদ্দেশেন স্রুগুদ্গ্রহণে সংকৃতাঃ সন্তঃ প্রীয়ন্তে॥

৯-১১। "বিশ্বায়ুরসি পৃথিবীং দৃ৺হ। ধ্রুবক্ষিদস্যন্তরিক্ষং দৃ৺হাচ্যুতক্ষিদসি দিবং দৃ৺হ।"—কল্পঃ—"অথ পৌতুদ্রবান্ পরিধীন্ পরিদধাতি বিশ্বায়ুরসি পৃথিবীং দৃ৺হেতি মধ্যমং ধ্রুবক্ষিদস্যন্তরিক্ষং দৃ৺হেতি দক্ষিণং, অচ্যুতক্ষিদসি দিবং দৃ৺হেত্যুত্তরং" ইতি। হে মধ্যমপরিধে ত্বং কৃৎস্নায়ুঃপ্রদোঽসি পৃথিবীং দৃঢ়াং কুরু। হে দক্ষিণপরিধে ত্বং স্থিরনিবাসোঽসি। হে উত্তরপরিধে ত্বমবিনষ্টনিবাসোঽসি॥ বিধত্তে—"পৌতুদ্রবান্ পরিধীন্ পরি দধাত্যেষাং লোকানাং বিধৃত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি। পরিধিত্রয়েণ ত্রয়ো লোকা বিধৃতা ভবন্তি। পূতুদ্রুর্দ্দেবদারুঃ॥

১২। "অগ্নের্ভস্মাস্যগ্নেঃ পুরীষমসি॥"—কল্পঃ—"অথাতিশিষ্টান্ সম্ভারান্নিবপতি গুল্গুলু সুগন্ধিতেজনং শুক্লামূর্ণাস্তুকামগ্নের্ভস্মাস্যগ্নেঃ পুরীষমসীতি" ইতি। হে সম্ভারস্বরূপ ত্বমগ্নের্ভাসকং পূরকং চাসি॥ সম্ভারান্নিধাতুং প্রস্তৌতি—"অগ্নেস্ত্রয়ো জ্যায়া৺সো ভ্রাতর আসন্তে দেবেভ্যো হব্যং বহন্তঃ প্রামীয়ন্ত সোঽগ্নিরবিভেদিত্থং বাবস্য আর্ত্তিমাঽরিষ্যতীতি স নিলায়ত স যাং বনস্পতিষ্ববসত্তাং পূতুদ্রৌ যামোষধীষু তা৺ সুগন্ধিতেজনে যাং পশুষু তাং পেত্বস্যান্তরা শৃঙ্গে তং দেবতাঃ প্রৈষমৈচ্ছন্তমন্ববিন্দন্তমব্রুবন্নুপ ন আ বর্ত্তস্ব হব্যং নো বহেতি সোঽব্রবীদ্বরং বৃণৈ যদেব গৃহীতস্যাহুতস্য বহিঃপরিধি স্কন্দাত্তন্মে ভ্রাতৃণাং ভাগধেয়মসদিতি তস্মাদ্যদ্গৃহীতস্যাহুতস্য বহিঃপরিধি স্কন্দতি তেষাং তদ্ভাগধেয়ং তানেব তেন প্রীণাতি সোঽমন্যতাস্বন্বন্তো মে পূর্ব্বে ভ্রাতরঃ প্রামেষতাস্থানি শাতয়া ইতি স যান্যস্থান্যশাতয়ত তৎপূতুদ্রবভবদ্যন্মা৺সমুপভৃতং তদ্গুল্গুলু॥" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি।

ভ্রাতরো হবির্ব্বহনপ্রয়াসেন যথা মৃতা ইত্থমেব সোঽপ্যহোঽপি মৃতিং প্রাপ্স্যতীতি ভীতোঽগ্নির্নিরূঢ়ো বনস্পত্যোষধিপশুষ্বেকৈকাং রাত্রিমবসৎ। দেবদারুবৃক্ষে সুগন্ধযুক্ততৃণে পেত্বস্য মেষস্য শৃঙ্গয়োর্ম্মধ্যে চ ক্রমেণ তং বসন্তং দেবা হবির্ব্বহনে প্রেরয়িতুমৈচ্ছন্। তমন্বিষ্যালভন্ত। স্রুগুদ্গৃহীতস্য হবিষো যল্লেশরূপং হোমাৎ পূর্ব্বং পরিধিভ্যো বহির্হবিঃ স্কন্দেৎ স ভ্রাতৃভাগোঽস্ত্বিত্যগ্নের্ব্বরঃ। অস্থ্বন্বন্তস্যগস্থিমাংসোপেতাঃ প্রামেষত মৃতাস্তদীয়ান্যস্থীনি মাংসানি চ শাতয়ৈ পরিত্যজানি। পরিত্যক্তানি তানি পূতুদ্রু গুল্গুল্বভবতাং॥ বিধত্তে—"যদেতান্ৎসম্ভারান্ৎ সম্ভরত্যগ্নিমেব তৎ সংভরতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি॥ মন্ত্রগতেন পুরীষশব্দেন সম্ভাররূপং বহ্নিপূরণং বিবক্ষিতমিত্যাহ—"অগ্নেঃ পুরীষমসীত্যাহাগ্নের্হ্যেতৎ পুরীষং যৎসম্ভারাঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি। গুল্গুলুসুগন্ধিতেজনশুক্লোর্ণাস্তুকাঃ সম্ভারাঃ॥

কিং চ দেবদারুপরিধিরূপেণ বহ্নিনা ভ্রাতরোঽস্য সন্নিধীয়ন্ত ইত্যাহ—"অথো খল্বাহুরেতে বাবৈনং তে ভ্রাতরঃ পরি শেরে যৎ পৌতুদ্রবাঃ পরিধয় ইতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৮)

ইতি। এনমগ্নিং পরিতঃ শেরতে॥ অথ বিনিয়োগসংগ্রহঃ—"বিত্তোত্তরাখ্যবেদ্যর্থং চতুর্ভিঃ পরিতো লিখেৎ। বিদেস্ত্রিভির্হরেৎ পাংসূন্ সিংহীর্ব্বেদ্যাং বিনিক্ষিপেৎ॥ ১॥ উরু প্রথয়তে বেদিং ধ্রুবা সংহত্য শম্যয়া। দেবে প্রোক্ষ্য তথা দেবে সিকতাঽত্রাবকীর্য্যতে॥ ২॥ ইন্দ্র প্রোক্ষ্য চতুর্দ্দিক্ষু সিংহীরংসদ্বয়ে তথা। শ্রোণিদ্বয়ে চ মধ্যে চ ব্যাঘারয়তি পঞ্চভিঃ॥ ৩॥ ভূতেভ্যঃ স্রুচমুদ্গৃহ্য বিশ্বা পরিধয়স্ত্রয়ঃ। অগ্নেঃ সংস্থাপ্য সম্ভারান্মন্ত্রাঃ ষড়্‌বিংশতির্ম্মতাঃ॥ ৪॥" ইতি॥

নাত্র বিশেষমীমাংসা॥

নাপি ছন্দঃ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থ-প্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়প্রপাঠকে দ্বাদশোঽনুবাকঃ॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

অনুক্রমণিকায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—একাদশ অনুবাকে উপসদ ইষ্টি কথিত হইয়াছে। সেই উপসদ ইষ্টির মধ্যম উপসদ দিনে ষট্‌ত্রিংশৎ পদ পরিমিত বেদী নির্ম্মিত হয়। সেই বেদীর পূর্ব্বভাগে দ্বাদশ অনুবাকে উত্তর-বেদী বিনিবিষ্ট হইতেছে।

এইরূপ অনুক্রমণে মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে প্রবৃত্ত হইয়া বিনিয়োগ-সংগ্রহ হইতে ভাষ্যকার মন্ত্র-সমূহের নিম্নরূপ বিনিয়োগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; যথা,—উত্তরবেদী নির্ম্মাণ জন্য 'বিত্তায়নী' প্রভৃতি মন্ত্রে বেদীর চারিটী সীমারেখা নির্দ্দেশ করিয়া লইতে হইবে। 'বিদেরগ্নেঃ' প্রভৃতি মন্ত্রত্রয়ে পাংশু (ছাই) গ্রহণ করিয়া, 'সিংহীরসি' মন্ত্রে সেই ছাই বেদীতে নিক্ষেপ করিতে হইবে। তার পর 'উরু প্রথস্ব' মন্ত্রে বেদী প্রসারিত করিয়া, 'ধ্রুবা' প্রভৃতি মন্ত্রে শম্যার দ্বারা বেদী নির্ম্মাণ জন্য মৃত্তিকা খনন করিবে। তদনন্তর 'দেবেভ্য শুন্ধস্ব' মন্ত্রদ্বয়ে প্রোক্ষণ করিয়া সেই বেদিস্থানে সিকতা (বালুকা) বিকীর্ণ করিবে। পরে 'ইন্দ্রঘোষস্ত্বা' প্রভৃতি মন্ত্রে বেদির চারিদিক প্রোক্ষণান্তর 'সিংহী' প্রভৃতি মন্ত্রে অংসদ্বয়ে প্রোক্ষণের বিধি। তার পর ঐ সিংহী প্রভৃতি পাঁচটী মন্ত্রে পুনরায় শ্রোণিদ্বয়ে মধ্যভাগে প্রোক্ষণ করিতে হইবে। 'ভূতেভ্যঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে স্রুক গ্রহণান্তর 'বিশ্বা' প্রভৃতি মন্ত্রে পরিধিত্রয়ে নিক্ষেপ করিতে হয়। পরে 'অগ্নেঃ' প্রভৃতি শেষ মন্ত্রে উপকরণাদি স্থাপন করিতে হইবে। বিনিয়োগ-সংগ্রহের মতে দ্বাদশ অনুবাকের মন্ত্র-সংখ্যা ষড়বিংশতি।

প্রথমে দুইটী বা তিনটী প্রক্রমে স্ফ্যয়ের দ্বারা বেদিকে উৎকীর্ণ নিরীক্ষণ করিয়া, বৌধায়নের মতে, শম্যা গ্রহণান্তর চাত্বাল পরিমিত করিবে। পূর্ব্বোৎকীর্ণ সঞ্চর মৃত্তিকা পরিহার করিয়া, তাহার উত্তরদিকে সেই শম্যা স্থাপন করিবে। 'বিত্তায়নী মে অসি' মন্ত্রে সম্মুখ হইতে দক্ষিণ-দিকে স্ফ্য দ্বারা রেখাঙ্কন করিবে। তার পর 'তিক্তায়নী' প্রভৃতি মন্ত্রে দক্ষিণ হইতে পূর্ব্বদিকে, 'অবতান্মা নাথিতং' ও 'অবতান্মা ব্যথিতং' মন্ত্রদ্বয়ে যথাক্রমে উত্তর ও পশ্চিম দিকে স্ফ্যয়ের দ্বারা

রেখাঙ্কন করিতে হইবে। আপস্তম্ব আবার বলেন,—শম্যা-গ্রহণান্তর যজমান দশপাদ-পরিমিত চাত্বাল নির্দ্দেশ করিয়া লইবে। নিম্নরূপে চাত্বাল নির্দ্দেশ করিতে হইবে—প্রধান বেদীর যূপাবটদেশের সঙ্কর পরিত্যাগ করিয়া, তাহার উত্তর দিকে দশপাদ-পরিমিত স্থান গ্রহণ করিবে। আর সেই উত্তর দিকেই উত্তর মুখে শম্যা স্থাপন করিতে হইবে। তার পর স্ফ্যের দ্বারা দক্ষিণ, মধ্য এবং উত্তর চিহ্নিত করিয়া লইবে। তদনন্তর 'বিত্তায়নী মে অসি' মন্ত্রে দক্ষিণ হইতে পূর্ব্বে, 'তিক্তায়নী মে অসি' মন্ত্রে পশ্চিম হইতে দক্ষিণে, 'অবতান্মা নাথিতং' মন্ত্রে উত্তর হইতে পূর্ব্বে এবং 'অবতান্মা ব্যথিতং' মন্ত্রে উত্তর হইতে দক্ষিণদিকে—এইরূপ প্রক্রমে উত্তর-বেদীর নিমিত্ত শম্যার দ্বারা চাত্বাল প্রস্তুত করিতে হইবে। এই উত্তর বেদীর দ্বিবিধ আকৃতি। মহাবেদীর পূর্ব্বভাগে মৃত্তিকা প্রোক্ষণে নির্ম্মিত একরূপ আকার। আপস্তম্বের মতে বেদীর সেই আকৃতি বিষয়ক মন্ত্র—দ্বাদশ অনুবাকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মৃত্তিকা-নির্ম্মিত চাত্বাল—অপর রূপ। বৌধায়নের মতে এই প্রকার বেদিবিষয়ক মন্ত্র—এই অনুবাকে উক্ত হইয়াছে।

যাহা হউক, ভাষ্যানুসারে প্রথম মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—'হে উত্তরবেদি! তুমি আমার 'বিত্তায়নী' অর্থাৎ বহ্নিরূপ বিত্তের প্রাপিকা হও। 'তিক্তায়নী' অর্থাৎ বহ্নি-তেজের যে জ্বালা-রূপ, তুমি তাহারই প্রাপিকা হও। 'নাথিতং' অর্থাৎ বহ্নিযাচক আমাকে রক্ষা কর। 'ব্যথিতং' অর্থাৎ বহ্নিলাভ হইতে ভীত আমাকে রক্ষা কর।'

দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থ হয়,—'এই অগ্নি সোমাহুতির আধার-স্বরূপ। সুতরাং গার্হপত্য দক্ষিণা প্রভৃতি নামধেয় অগ্নির মধ্যে সার শ্রেষ্ঠ। হে অঙ্গির! তুমি এই চাত্বালগত মৃত্তিকারূপ পৃথিবীর স্বরূপ হও অথবা পৃথিবীতে বর্ত্তমান হও। তথাবিধ তুমি আয়ুষ্প্রদ নভোনামের সহিত উত্তরবেদীতে আগমন কর। যেহেতু তোমার অতিরস্কৃত নাম যজ্ঞসম্বদ্ধ, তোমার সেই নামে তোমাকে উত্তরবেদীতে স্থাপন করিতেছি।'

বৌধায়নের মতে তৃতীয় মন্ত্রের প্রথম অংশের ('অগ্নে অঙ্গিরঃ' প্রভৃতি মন্ত্রের) দ্বারা অগ্নি আহরণ করিয়া উত্তর বেদীতে দ্বিতীয় বার অগ্নি স্থাপন করিবে। তার পর অগ্নে অঙ্গিরঃ··· তৃতীয়স্যাং' প্রভৃতি মন্ত্রে তৃতীয় বার অগ্নি গ্রহণ করিয়া উত্তরবেদীতে নিক্ষেপ করিবে। তার পর, 'যত্তেনাধৃষ্টং' প্রভৃতি মন্ত্রে চতুর্থ বার অগ্নি গ্রহণ করিয়া বর্হির সহিত উত্তর বেদিতে স্থাপন করিবার বিধি। আপস্তম্বেরও ঐ একই অভিমত।' ভাষ্যকার বলেন,—এখানে 'অঙ্গিরঃ যো দ্বিতীয়স্যাং' প্রভৃতি মন্ত্রের প্রথমে 'বিদেরগ্নে' ইত্যাদি মন্ত্র আমনন করিতে হয়। মন্ত্র-শেষে 'পৃথিব্যাং' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। 'তৃতীয়স্যাং' প্রভৃতি মন্ত্রোচ্চারণেও ঐরূপ পদ্ধতির অনুসরণ করিতে হইবে। চাত্বালস্থিত পৃথিবী অংশ-ভেদে দ্বিতীয় ও তৃতীয় রূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে অগ্নি! অপনি এই বেদিগত দ্বিতীয় ও তৃতীয় পৃথিবীতে আয়ুঃ নামে আগমন করুন। আপনার যে অনাধৃষ্ট যজ্ঞযোগ্য নাম আছে, সেই নামের দ্বারা এই বেদিতে আপনাকে স্থাপন করিতেছি।'

ভাষ্যে মন্ত্রের এইরূপ অর্থই নিষ্কাশিত হইয়া থাকে। ভাষ্যের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলেই পাঠকগণ তাহা অবগত হইতে পারিবেন। ভাষ্যের অনুসরণে মন্ত্রের যে

ইংরেজী অনুবাদ প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহা প্রদান করিতেছি। ভাষ্যের ভাব অপেক্ষা ইংরেজীর ভাব কতকটা সহজবোধ্য, তাহা হইতে তদ্বিষয় উপলব্ধি হইবে। মন্ত্রত্রয়ের সেই ইংরেজী অনুবাদ,—

1. "For me thou art the gathering place of riches.
"For me thou art the home of the afflicted.
"Protect me from the woe of destitution.
"Protect me from the state of purturbation.

2. "May Agni know thee, he whose name is Nabhas. Go, Agni, Angiras, with the name of Ayu. Thou whom this earth containeth, down I lay thee with each inviolate holy name thou bearest.

3. "Thou, whom the second earth and the third earth containeth, come Agni, Angiras, with the name of Ayu. Down I lay thee with each inviolate holy name thou bearest."

এক্ষণে আমরা এই তিনটী মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা নিষ্পন্ন করিয়াছি, তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদের অনুসরণে পাঠকগণ আমাদিগের ব্যাখ্যার যৌক্তিকতার বিষয় অনুধাবন করিবেন। বোধ-সৌকর্য্যার্থ আমরা মন্ত্র-তিনটীকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়াছি। মন্ত্রত্রয়ের মধ্যে 'বেদি' সম্বোধনমূলক কোনও পদ পরিদৃষ্ট হয় না। সে অবস্থায় ঐ বেদি পদ অধ্যাহার করিয়া মন্ত্রের অর্থান্তর ঘটাইবার কোনই আবশ্যকতা অনুভব করি না। কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়োজন অনুসারে মন্ত্রের সম্বোধ্য যদি ঐরূপই হওয়া সঙ্গত হয়, তাহাতে আমরা কোনও আপত্তির কারণই দেখিতে পাই না। তবে আমরা যে আদর্শে অনুপ্রাণিত, তাহাতে আমাদিগের দৃষ্টিতে, মন্ত্রের সম্বোধ্য অন্যরূপই মনে হয়। আমরা, আমাদের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে কয়েকটী মন্ত্রে হৃদয়ের সার-সামগ্রী ভক্তির সম্বোধন আছে বলিয়াই মনে করি। তাহাতে 'তিক্তায়নী' 'বিত্তায়নী' 'নাথিতং' 'ব্যথিতং' প্রভৃতি পদের সুন্দর অধ্যাত্মিকতামূলক অর্থ প্রকটিত হয়। অন্যান্য মন্ত্রের সম্বোধ্য যে অগ্নি, তাহা মন্ত্রেই উল্লিখিত আছে। কিন্তু আমরা সে অগ্নি অর্থে জ্ঞানাগ্নি অর্থাৎ নিখিল-প্রজ্ঞানাধার ভগবানকেই লক্ষ্য করিয়াছি। হৃদয়ে মানস-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছে; ভগবানের আগমন ও উপবেশন জন্য বেদি-নির্ম্মাণের—তাঁহার উপযুক্ত আসন-প্রস্তুতের—আবশ্যক হইয়াছে। জ্ঞান ও ভক্তিই সে আসনের একমাত্র উপাদানভূত। তাই ভক্ত, হৃদয়-রূপ চাত্বাল খনন করিয়া, জ্ঞান-ভক্তি-রূপ বেদি-নির্ম্মাণে উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছেন; আর সেই ভাবে অনুপ্রাণিত ও সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াই ভগবানের নিকট তদনুরূপ প্রার্থনা জানাইতেছেন। তিনি পৃথিবীতে, অন্তরিক্ষলোকে ও স্বর্গলোকে অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজমান রহিয়াছেন। তিনি যখন যেখানেই থাকুন, তাঁহার পবিত্র নাম ধরিয়া প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে পারিলে, সেখান হইতে সেই নামে আসিয়াই তিনি সাধক-হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়েন। স্থূলতঃ এই ভাবই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত।

মন্ত্রত্রয়ের অন্তর্গত কয়েকটী পদ কথঞ্চিৎ দুর্ব্বোধ্য। 'তিক্তায়নী' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ —"তিক্তস্য বহ্নিতেজসো জ্বালারূপস্য প্রাপিকাঽসি।" ইহাতে ভাব বিশেষ পরিস্ফুট হইল না। মন্ত্রের প্রচলিত ভাব—'দরিদ্র পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া, তাহার দারিদ্র্য দুঃখ-মোচনের জন্য, ফল-শস্যাদি প্রদান দ্বারা তাহার দুঃখ দূর কর।' লৌকিক অর্থে এ ভাব গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা হইতেও ভাব অধিকতর পরিস্ফুট হয়, যদি উহার অর্থ করি—'পাপসন্তপ্তানাং আশ্রয়ভূতা—পাপতাপশান্তিকারিণী।' দারিদ্র্য—আর কি? পাপের কঠোর নিষ্পেষণ ভিন্ন তাহাকে আর কি বলিতে পারি? মানুষ অদৃষ্টবাদী। পূর্ব্ব-কর্ম্মফলে কেহ ধনী কেহ বা নির্ধন হয়; অর্থাৎ, জীব আপন আপন কর্ম্মানুসারে ইহসংসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করে। সেই কর্ম্মফল নষ্ট করিয়া দারিদ্র্য-দুঃখ অথাৎ পাপসন্তাপ দূর করিবার পক্ষে, হৃদয়ের শুদ্ধ-সত্ত্ব জ্ঞানভক্তি অদ্বিতীয়। ইহলৌকিক অর্থাভাব-জনিত দারিদ্র্য দুঃখ-মোচনে আর কি ফললাভ হইল—যদি পারলৌকিক দুঃখ-দারিদ্র্য—পুনঃপুনঃ গতাগতি—নিরোধ না হইল? তাই 'তিক্তায়নী' পদে আমরা পূর্ব্বোক্তরূপ ('তিক্ত' অর্থাৎ পাপসন্তপ্তদিগের অয়নী অর্থাৎ আশ্রয়-ভূতা) অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'আমার পাপ সন্তাপ দূর করিয়া আমাকে পরমাশ্রয় প্রদান কর।' পাপ-সন্তাপ কিসে দূর হয়? যদি পাপ-মূল—হৃদয়ের অজ্ঞানতা বিদূরিত হয়। মূল উচ্ছিন্ন হইলে কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে? অজ্ঞানতা যদি দূর হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহার শাখা-প্রশাখা কাম-ক্রোধ-হিংসা-প্রলোভনাদি সকলেরই উচ্ছেদ সাধিত হইয়া থাকে। জ্ঞান এবং ভক্তির সহায়তায় সে অসাধ্য সাধিত হইতে পারে। তাই মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতা ভক্তিরূপিণী দেবীর সম্বোধন পরিকল্পিত হইয়াছে। 'বিত্তায়নী' পদেরও অর্থ প্রায় একইরূপ। ভাষ্যের অর্থ—'বিত্তার্থ নরো যস্যামেতীতি বিত্তায়নী' অথবা 'বহ্নিরূপস্য বিত্তস্য প্রাপিকা।' আমাদের অর্থ—'শ্রেষ্ঠধনানামাধারস্বরূপা, দারিদ্র্যদুঃখনাশিনী, পরমধন-প্রদাত্রী।' জ্ঞান ও ভক্তিতেই মোক্ষ অধিগত হয়; মোক্ষ—চতুর্ব্বর্গরূপ ধন—অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধন আর কি হইতে পারে? পার্থিব ধনরত্নে ইহলোকে বিত্তবান হওয়া যায় বটে; কিন্তু তাহা তো কলুষ-কলঙ্ক-পরিশূন্য নহে! তাহা তো ক্ষণস্থায়ী! ভক্ত সাধক সে ধনলাভের আকাঙ্ক্ষা কদাচ করেন না। তাঁহার লক্ষ্য—সেই পরমধন-লাভ;—যে ধন লাভ করিলে, ইহলোকে এবং পরলোকে উভয় লোকেই সুখী হইতে পারা যায়;—যে ধনের অধিকারী হইতে পারিলে, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল দুঃখ বিদূরিত হয়। 'নাথিতং মা অবতাৎ' মন্ত্রের অর্থ—'দরিদ্রতা হইতে আমাকে রক্ষা কর; আমাকে যেন কাহারও নিকট কিছু যাচ্ঞা করিতে না হয়।' ভাব এই যে,—'আমার হৃদয়ের সদ্ভাবনাশ-রূপ দরিদ্রতা যেন আমার না আসে। অর্থাৎ, তুমি আমার হৃদয়ে সদ্ভাব—দেবভাব—সংরক্ষণ কর।' 'ব্যথিতং মা অবতাৎ' মন্ত্রের তাৎপর্য্য—'পাপ আসিয়া যেন আমাকে অভিভূত না করে।' অজ্ঞানতা—পাপের মূল; তাহার উচ্ছেদই শান্তি—তাহার নির্ম্মূল-সাধনই মুক্তি। প্রার্থনার ভাব এই যে,—পাপমূল উচ্ছেদ করিয়া আমাকে জ্ঞানালোক প্রদান কর; হৃদয়ে দেবভাব সংরক্ষিত হউক।'

'বিদেরগ্নির্নভো নাম'—দ্বিতীয় মন্ত্রের অন্তর্গত এই অংশের অর্থ, ভাষ্যমতে—'হে পৃথিবি! তোমাতে অধিষ্ঠিত নভো নামক অগ্নি জানুন যে, আমি তোমাকে খনন করিতেছি।' ইহা হইতে কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, সুধীগণ অনুধাবন করিবেন। নিরুক্তে 'নাম সদ্ম সদনম্' (নি০ ১।২২) প্রভৃতি একই পর্য্যায়ভুক্ত। 'নভঃ' অর্থে আকাশ বা উন্নত স্থান বুঝায়। হৃদয়ই জ্ঞান ও ভক্তির আধারস্থানীয়। 'নভোঃ নাম' অর্থে তাই আমরা 'হৃদরূপে নভসি অধিষ্ঠিতঃ' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে অর্থ হইয়াছে,—'আমার হৃদয়ে যে জ্ঞানাগ্নি নিহিত আছে, তিনি তোমাকে জানুন অর্থাৎ গ্রহণ করুন'। ভাব এই যে - 'আমার হৃদয়ে জ্ঞান ও ভক্তির সম্মিলন ঘটুক'। আমাদের মতে 'যজ্ঞিয়ং নাম' পদদ্বয়ের অর্থ 'যজ্ঞযোগ্যং স্থানং'। মন্ত্রের ভাব এই যে,—'আমার এই দেহ বা হৃদয়ই আপনার যজ্ঞের উপযুক্ত স্থান। আমার এই দেহের মধ্যে বা হৃদয়ে সদ্বৃত্তির স্ফূরণ অথবা ভক্তি-রূপ কুসুম-বিকাশ হইলে, সেই কুসুম-সম্ভারেই আপনার পূজা সম্পন্ন হইতে পারে। এই হৃদয়ের মধ্যে হৃদভ্যন্তরে জ্ঞানভক্তি-সত্ত্বভাব জাগিয়া উঠিলে, তাহাই আপনার পূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ-মধ্যে পরিগণিত হইবে।' আকাঙ্ক্ষা—শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থা প্রাপ্তি। 'যত্তেনাধৃষ্টং নাম যজ্ঞিয়ং তেন ত্বাদধে' মন্ত্রাংশে সাধক তাই কহিতেছেন,—'আমার হৃদয়রূপ যজ্ঞস্থানে আপনাকে আপনার পবিত্র নামে আহ্বান করি, অথবা আপনাকে হৃদয়ে ধারণ করি। আপনি আসিয়া হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইলে জ্ঞান ও ভক্তির স্ফূরণে আমার আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটিবে;—আমি শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে জ্ঞান-ভক্তির সম্মিলনে পরিত্রাণ লাভ করিব।' মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রে অগ্নিকে 'অঙ্গিরঃ' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। ভাষ্যকার বলেন,—'অঙ্গিঃ' অর্থাৎ গতি যাঁহার আছে, তিনিই অঙ্গিরা। উহার সম্বোধনে 'অঙ্গিরঃ' পদ হয়। তাহা হইতে গতিশীল অর্থের এবং 'এহি' ক্রিয়াপদের অধ্যাহার। অগ্নি সকল জিনিসকে দগ্ধ করিতে করিতে গমন করে এবং দগ্ধীভূত সামগ্রী অঙ্গার হইয়া যায়,—ভাবে ইহাই অনুমিত হয়। কেহ কেহ আবার বলেন,—'অঙ্গিরস নামে এক ঋষিবংশ ছিল। অগ্নি তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষ। অগ্নি হইতে অঙ্গিরস ঋষি-বংশের উৎপত্তি হয়; এই জন্য অগ্নি 'অঙ্গিরঃ' নামে অভিহিত। ঋগ্বেদ-সংহিতার ভাষ্যে সায়ণাচার্য্যই এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বেদ-মন্ত্রের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করিলে অনিত্য ঋষিবিশেষের সহিত তাহার সম্বন্ধ সূচনা করা যায় না। যাহা হউক, আমরা ঐ 'অঙ্গিরঃ' পদের 'অশেষপ্রজ্ঞানাধার' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। আমরা মনে করি, 'অগ্নে' সম্বোধন এখানে ভগবানের সম্বন্ধে (সমষ্টিভূত কেন্দ্রীভূত বিভূতি-বিষয়ে) প্রযুক্ত হইয়াছে। অঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞান+ঈরস্ (বিদ্যমান্) যাহাতে আছে, সেই অঙ্গিরস। 'জ্ঞানবিশিষ্ট জ্ঞান-স্বরূপ অশেষপ্রজ্ঞানাধার' অর্থই সে পক্ষে সমীচীন। ভগবান—জ্ঞানের আধার—জ্ঞানময়, অগ্নির 'অঙ্গিরঃ' সম্বোধনে তাহাই প্রকাশ করিতেছে। সায়ণাচার্য্যও অনেক স্থলে 'অঙ্গিরঃ' পদের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে ঋষির সম্বন্ধ পরিহার করিয়াছেন। তিনি প্রয়োজনানুরূপ বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন রূপ অর্থ অধ্যাহার করিয়া গিয়াছেন (ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১ম—৩১সূ—১ম ও ১৭শ ঋক্ এবং ৪৫সূ—৩ঋ)। কিন্তু আমাদের অর্থে সর্ব্বত্রই একই রূপ ভাব প্রকাশ পায়। কোনও স্থলেই ভাব-পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হয় না।

মন্ত্রে 'পৃথিব্যাং' পদ আছে। আমরা ঐ পদে ভাষ্যানুমোদিত অর্থই পরিগ্রহণ করিয়াছি। আমাদিগের ভাব এই যে,—ভগবান পৃথিবীতে, অন্তরিক্ষলোকে এবং স্বর্গধামে,—এক কথায় এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছেন। সুতরাং যেখান হইতে যে নামেই তাঁহাকে ডাক না কেন, ভক্তি-ভাবে ডাকার মত ডাকিতে পারিলে, তিনি সেখান হইতে সেই নামে আসিয়াই ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন। আমরা মনে করি, ইহাই সুসঙ্গত অর্থ। এই ভাবে মন্ত্রের অর্থ গ্রহণ করাই সমীচীন বোধ করি।

চতুর্থ মন্ত্রের সহিত গ্রন্থান্তরে একটী উপাখ্যানের অবতারণা করা হয়। সে উপাখ্যানটী এই,—অসুরগণের অত্যাচারে ক্রুদ্ধা হইয়া, পুরাকালে বাগ্দেবতা সিংহীরূপ ধারণ করিয়া অসুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন। ভাষ্যমতে মন্ত্রটী উত্তর বেদির সম্বোধনমূলক। মন্ত্রের দ্বারা উত্তর বেদিতে পূর্ণতা-সাধক উপকরণাদি নির্ব্বপন করিতে হয়। ভাষ্যে মন্ত্রের কোনও অর্থ অধ্যাহৃত হয় নাই। যাহা হউক, আমরা মন্ত্রটীকে সরল প্রার্থনামূলক বলিয়া মনে করি। মন্ত্রের সহিত যে উপাখ্যানের সম্বন্ধ টানিয়া আনা হয়, আমরা সেরূপ কোনও উপাখ্যানের সম্বন্ধ স্বীকার করি না। অথবা উত্তর-বেদির সম্বোধন বিষয়েও কোনও যৌক্তিকতা দেখিতে পাই না। আমাদের মতে, মন্ত্রটী হৃন্নিহিতা শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতা ভক্তির সম্বোধনে বিনিযুক্ত। ভগবানকে ভক্তিডোরেই বাঁধিতে হয়। ভক্তিতেই তাঁহাকে বাঁধিতে পারা যায়। ভগবান সর্ব্বশক্তিমান্। সেই সর্ব্বশক্তিমান ভগবানকে যে সামগ্রীর দ্বারা বাঁধিতে পারা যায়, তাহার শক্তি যে অপরিসীম, তাহা বলাই বাহুল্য। এই জন্যই ভক্তিকে 'মহিষী' অর্থাৎ সর্ব্বশক্তির আধারভূতা বলা হইয়াছে। আবার ভক্তি—'সিংহী'। 'সিংহী' অর্থাৎ অশেষশক্তিসম্পন্ন। তিনি সেই শক্তির দ্বারা সিংহীর ন্যায় অমিতপরাক্রমে শত্রুসমূহকে সংহার করিয়া থাকেন। অন্তরের শত্রু দূর হইয়া হৃদয় নির্ম্মল—কলুষকলঙ্ক পরিশূন্য না হইলে তো আর সে হৃদয়ে ভগবানের স্থান হয় না! একই আধারে যেমন বিভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী দুইটী সামগ্রীর স্থান হইতে পারে না; সেইরূপ অসদ্ভাবপূর্ণ হৃদয়ে, সদ্ভাবের সমাবেশ হয় না। তাই হৃদয়ে সৎস্বরূপকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, অসদ্ভাবকে বিদূরিত করিতে হয়। ভক্তিতে হৃদয়ে সেই সদ্ভাবের সঞ্চার হইয়া থাকে; আর সদ্ভাবেই—সৎস্বরূপের ভাবনাতেই, ভক্তি অলঙ্কৃত হয় অর্থাৎ অনন্যা-ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। ভক্তি যখন সেইভাবে একৈকশরণ্য হইয়া ভগবানে ন্যস্ত হয়, তখনই সে হৃদয়ে ভগবান অধিষ্ঠিত হন। মন্ত্রের তাই উদ্বোধনা—'যদি ভগবচ্চরণে শরণ লইতে চাও, সর্ব্বশক্তির আধারভূত ভক্তির সঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হও। সেই শক্তি অধিগত হইলেই ভগবানের অনুগ্রহলাভে সমর্থ হইবে।' আমাদের মতে, এই ভাবই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত রহিয়াছে।

ভাষ্যমতে 'উরু প্রথস্বোরু তে যজ্ঞপতিঃ প্রথতাং' মন্ত্রে বেদির নিমিত্ত মৃত্তিকা প্রসারিত করিয়া 'ধ্রুবাসি' মন্ত্রে শম্যার দ্বারা সেই মৃত্তিকা-সমূহকে পুনরায় একত্রিত করিয়া লইতে হইবে। তার পর 'দেবেভ্যঃ শুন্ধস্ব' মন্ত্রে প্রোক্ষণাদির দ্বারা 'দেবেভ্যঃ শুম্ভস্ব' মন্ত্রে তদুপরি সিকতা (বালুকা) বিকীর্ণ করিবে। ভাষ্যে মন্ত্রের অর্থ অধ্যাহৃত হয় নাই। কেবলমাত্র 'প্রথস্ব' 'ধ্রুবা', 'শুন্ধস্ব' ও 'শুম্ভস্ব' পদচতুষ্টয়ের প্রতিশব্দ প্রদত্ত হইয়াছে। মন্ত্রের সম্বোধ্য সামগ্রী ভাষ্যে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। তবে সূত্রগ্রন্থে এই মন্ত্রে যজমানকে প্রজা ও পশু প্রভৃতির দ্বারা অভিবৃদ্ধ-

করিবার ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা হইতে বুঝা যায়,—মন্ত্রে লৌকিক ঐশ্বর্য্যলাভের বিষয়ই সূচিত হইয়াছে। কর্ম্মকাণ্ডের দিক দিয়া লক্ষ্য করিলে হয় তো সে সম্বন্ধে মতভেদ না হইতে পারে; কিন্তু আমাদিগের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে আমরা এইরূপ অর্থের সহিত একমত হইতে পারি না। বোধসৌকর্য্যার্থ আমরা মন্ত্রটীকে দুইটী অংশে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম (ক) অংশে, আমাদের মতে ভগবানকে সম্বোধন করা হইয়াছে; আর দ্বিতীয় (খ) অংশে চিত্তবৃত্তির সম্বোধন আছে। মন্ত্রে দুইটী 'উরু' পদ রহিয়াছে। ঐ দুইটী 'উরু' পদে দুইটী বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করে। প্রথম 'উরু' পদে—অনাদি অনন্ত ভগবানকে বুঝাইতেছে। সে মতে দ্বিতীয় 'উরু' পদের অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে—'অনন্তেন সত্বসমুদ্রেন।' প্রথম 'উরু' পদের 'বিশাল মহান' অর্থ হইতেই ভগবানের প্রতি লক্ষ্য আসিয়াছে। ভগবানের অপেক্ষা বিশাল বিরাট, তাঁহার অপেক্ষা মহান্ অনন্ত কি হইতে পারে বা থাকিতে পারে? সেই ভাব হইতেই দ্বিতীয় 'উরু' পদের 'অনন্তেন সত্বসমুদ্রেন' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। ভগবান সত্বসমুদ্র; তিনিই সদ্ভাবের আধার। তাঁহা হইতেই সকল সদ্ভাবের বিকাশ হয়, তাঁহা হইতেই সকল সদ্ভাব সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। 'প্রথস্ব' পদের অর্থ ভাষ্যমতে—'প্রসর'। তাহা হইতে আমাদের অর্থ হইয়াছে—'ব্যাপ্নুহি।' লক্ষ্য—সত্বসমুদ্রে অবগাহন;—সত্বস্বরূপে ডুবিয়া যাওয়া। সাধক বলিতেছেন,—আপনার অনন্ত সত্ব-সমুদ্রের দ্বারা আমাকে ব্যাপ্ত করুন।' অর্থাৎ,—আমার অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া আমাকে আপনার সহিত মিশাইয়া লউন।' আত্মায় আত্মসম্মিলনের চরম আকাঙ্ক্ষা ইহার অধিক আর কি হইতে পারে? সাধক আরও বলিতেছেন,—'আমাকে আপনার সহিত সম্মিলিত হইবার সামর্থ্য প্রদান করুন। অর্থাৎ যাহাতে আমি আপনাতে লীন হইয়া যাইতে পারি, আমাকে সেই সামর্থ্য প্রদান করুন। এখানে অধিকার-লাভের প্রার্থনা করা হইয়াছে। অধিকারী না হইলে, অধিকার লাভ করিতে না পারিলে, ভগবৎ-প্রাপ্তি যে সুদূর-পরাহত প্রার্থনার ভাবে তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। ফলতঃ, আত্মশক্তির দ্বারা আত্মায় আত্মসম্মিলনের আকাঙ্ক্ষাই মন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য বলিয়া মনে করি। পঞ্চম মন্ত্রের প্রথম অংশে ভগবানের নিকট সেই প্রার্থনাই জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় অংশে, সেই আত্মশক্তি লাভের জন্য, আত্মায় আত্মসম্মিলন কামনায় চিত্তবৃত্তিকে উদ্বোধিত করা হইয়াছে। চাঞ্চল্য পরিহার করিয়া স্থির অবিচলিত ভাবে ভগবানের প্রতি একৈকশরণ্যরূপে বিনিযুক্ত হইবার জন্য আত্মোদ্বোধনাই দ্বিতীয় অংশের প্রতিপাদ্য। চিত্তের চাঞ্চল্যই সকল শ্রেয়ঃ-লাভের অন্তরায়। মন যদি চঞ্চল হয়, মনে যদি একাগ্রতা না জন্মে, মন যদি বিক্ষিপ্ত বিচলিত থাকে, ভগবানের করুণা লাভ কদাচ সম্ভবপর হয় না। মনের চাঞ্চল্য রহিত হইয়া চিত্তবৃত্তির নিরোধ-সাধনে সমর্থ হইলে,—অন্তরে সদ্ভাবের শুদ্ধসত্বের সমাবেশ হইলে—অন্তর চরম ঐশ্বর্য্যে শোভমান হয়। মন্ত্রের অন্তর্গত 'শুন্ধস্ব' পদে চিত্তচাঞ্চল্য-পরিহারে পাপকলঙ্ক-বিদূরণে চিত্তের বিশুদ্ধতা-সম্পাদনের বিষয়ই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। আর চিত্তশুদ্ধিতে সদ্ভাবের সমাবেশে অন্তর যে অলঙ্কৃত হয়, 'শুন্তস্ব' পদে তাহাই দ্যোতিত হইতেছে। ফলতঃ, চিত্ত-চাঞ্চল্য-পরিহারে সদ্ভাবের সমাবেশে আত্মায় আত্মসম্মিলন—সত্বসমুদ্র ভগবানে লীন হওয়ার চরম লক্ষ্য, মন্ত্রের এই দ্বিবিধ অংশের অন্তর্নিহিত বলিয়া মনে করি।

অনুবাকের ষষ্ঠ মন্ত্রটীর চারিটী বিভিন্ন বিভাগ নির্দ্দেশ করি। ঐ চারি অংশেই বিভিন্ন উচ্চ ভাবের সমাবেশ রহিয়াছে,—ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। মন্ত্রের আমরা যে অর্থ নিষ্কাশন করি, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদেই তাহা পরিব্যক্ত রহিয়াছে। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পূর্ব্বে মন্ত্র সম্বন্ধে প্রথমে ভাষ্যকারের অভিমত প্রদান করিতেছি। ভাষ্যকার স্থূলভাবে মন্ত্রের অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন,—'ইন্দ্রঘোষাদি নামক দেবগণ, অনুচরগণ পরিবৃত হইয়া বসু প্রভৃতি স্ব স্ব গণ সমভিব্যাহারে সেই দেবগণকে রক্ষা করুন।' মন্ত্রটী উত্তরবেদি সম্বন্ধে প্রযুক্ত। ভাষ্যকার এই মন্ত্রের সহিত একটী উপাখ্যানের সম্বন্ধ খ্যাপন করিয়াছেন। সে উপাখ্যানটী এই,—'দেবাসুরের সংগ্রামকালে উত্তরবেদি, দেবতা ও অসুরগণের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত ছিলেন। দেবতাগণ সেই বেদির সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পরিতোষ সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলে, অসুরেরা ভাবিল,—যদি উত্তরবেদি দেবগণের পক্ষ অবলম্বন করেন, তাহা হইলে দেবতাদিগের বিজয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই কার্য্য আরম্ভ হইল। 'দেবগণ কর্ত্তৃক উত্তরবেদি অর্জ্জিত হইবার পূর্ব্বেই আমরা দেবতাদিগকে জয় করিব'—এইরূপ ভাবিয়া, অসুরগণ বজ্রের দ্বারা দেবগণকে প্রহার করিতে প্রস্তুত হয়। ইন্দ্রঘোষাদি সেই অসুরদিগকে দিকসমূহ হইতে বিতাড়িত করেন।' তদনুসারে, অসুরগণ যজ্ঞবেদিকে হিংসা করিতে না পারে, এই জন্য মন্ত্রে বেদি-রক্ষার প্রার্থনা সূচিত হইয়াছে। ক্রিয়াকর্ম্মে হোমাদিতে বেদি-রক্ষা-কল্পে প্রার্থনাসূচক এই মন্ত্রের যেরূপ প্রয়োগের বিষয় সূত্র-গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত রহিয়াছে, ভাষ্যে তাহার আভাষ প্রদত্ত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত অংশে তাহার কথঞ্চিৎ আভাষ প্রদান করিয়াছি। স্থূলতঃ, ক্রিয়াকর্ম্মে মন্ত্রের প্রয়োগ অনুসারেই ভাষ্যকার মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন। যজ্ঞ-কার্য্যে বেদি-রক্ষা-কল্পে মন্ত্রের এইরূপ প্রয়োগ-বিধির যে উল্লেখ সূত্র-গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়, লৌকিক হিসাবে তদ্বিষয়ে আমরা ভিন্নমত পোষণ করি না। তবে লৌকিক প্রয়োগের অনুরূপ অর্থ ব্যতীত, মন্ত্রের মধ্যে যে এক অলৌকিক ভাব-তরঙ্গ প্রবাহিত আছে, তাহারই প্রকটন জন্য আমাদিগের ব্যাখ্যাদির অবতারণা। *

---

* শুক্ল-যজুর্ব্বেদের ভাষ্যকার উবট এবং মহীধর এই মন্ত্রের প্রয়োগ ও অর্থ সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। তাঁহাদেরও মতে মন্ত্রে উত্তর-বেদীর সম্বোধন আছে। তাঁহারাও মন্ত্রের সহিত উপাখ্যানের সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন। সে উপাখ্যান মূলতঃ একই প্রকারের হইলেও বর্ণনা একটু স্বতন্ত্র প্রকারের। এক সময়ে অসুরগণ দেবগণকে হত্যা করিতে আসে। তখন ইন্দ্রঘোষাদি দেবসেনাপতিগণ সেই অসুরদিগকে চারিদিকে বিতাড়িত করেন। তাহারা যজ্ঞ-বেদি হিংসা করিতে না পারে,—এই জন্য, মন্ত্রে দিক-চতুষ্টয়ে বেদি রক্ষার প্রার্থনা সূচিত হইয়াছে। ভাষ্যে এই মন্ত্রের প্রয়োগ ও অর্থ সম্বন্ধে যাহা উল্লিখিত আছে, নিম্নে তাহা প্রকটিত হইল,—

অন্যবেদিতে পরিস্থাপিত জল লইয়া প্রতি মন্ত্রে প্রতি বার উত্তর বেদিতে সেই জল প্রোক্ষণ করিবার বিধি। প্রথম মন্ত্র-চতুষ্টয় উত্তরবেদি-দেবতা সম্বোধনে বিনিযুক্ত। মন্ত্র-চতুষ্টয়ের অর্থ,—'(১) ইন্দ্র শব্দের দ্বারা যে দেবতাকে স্পষ্টরূপে ঘোষণা বা নির্দ্দেশ করা হয়, সেই দেবতা

যাহা হউক, মন্ত্রার্থ আলোচনায়, প্রথমেই মন্ত্রের সম্বোধ্য পদের প্রতি লক্ষ্য পড়ে। আর লক্ষ্য পড়ে—'ইন্দ্রঘোষঃ' পদের প্রতি। আমাদের মতে, মন্ত্রের সম্বোধ্য—হৃদয়ের অন্তর্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব। 'ইন্দ্রঘোষঃ' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ,—"ইন্দ্র ইতি শব্দেন ঘুষ্যতে বিস্পষ্টং কথ্যতে যো দেবঃ সোঽয়মিন্দ্রঘোষঃ।" অর্থাৎ, ইন্দ্র বলিতে যে দেবতাকে স্পষ্টরূপে

বসুনামক অষ্টসংখ্যক গণদেবতাযুক্ত হইয়া, হে উত্তর-বেদি ! তোমাকে পূর্ব্বদিকে রক্ষা করুন। (২) প্রকৃষ্টপ্রজ্ঞ বরুণদেবতা রুদ্রাখ্য একাদশসংখ্যক গণদেবতা-যুক্ত হইয়া পশ্চিম দিকে তোমাকে রক্ষা করুন। (৩) মনোবদ্বেগযুক্ত যমদেবতা পিতৃসংজ্ঞক স্বর্লোকবাসী দেববিশেষে যুক্ত হইয়া দক্ষিণ দিকে তোমাকে রক্ষা করুন। (৪) জগৎ-সৃষ্ট্যাদি সমুদায় কার্য্যের কর্ত্তা বিশ্বকর্ম্মা, আদিত্যাখ্য দ্বাদশ-সংখ্যক গণদেবতার সহিত উত্তরদিকে তোমাকে রক্ষা করুন। ৫) অসুর-নিবারণ জন্য যে জল দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র-চতুষ্টয়ে উত্তরবেদিকে প্রোক্ষণ করা হইল, সেই জলকে, উগ্ররূপত্ব-হেতু 'তপ্ত' বলা হইয়াছে। প্রোক্ষণশেষভূত তপ্ত এই জল যজ্ঞ-প্রদেশ হইতে বাহ্য-প্রদেশে নিক্ষেপ করিতেছি।'

মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ভাষ্যকার, বসু, রুদ্র, আদিত্য প্রভৃতি শব্দে যে সকল গণদেবতার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, নিম্নে তাঁহাদের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকটিত হইল। যথা,—

(১) বসু।—গঙ্গা হইতে উৎপন্ন গণদেবতাবিশেষ। তাঁহাদের সংখ্যা আট—ভব, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভব। 'বসু' শব্দে যথাক্রমে কুবের, সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতিকেও স্বতন্ত্রভাবে বুঝাইয়া থাকে।

(২) রুদ্র বলিতে প্রধানতঃ শবকে বুঝায়। কিন্তু রুদ্রগণের সংখ্যা—একাদশ। তাঁহাদের নাম-সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন মত দৃষ্ট হয়; যথা,—একমতে, অজ, একপাদ, অহিব্রধ্ন, পিণাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হর ও ঈশ্বর—এই একাদশ গণদেবতা-বিশেষ। অন্য মতে—অজৈকপাদ, অহিব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৈবস্বত, সাবিত্র ও হর—এই একাদশ গণদেবতা।

(৩) পিতৃলোক সাতটী; যথা,—অগ্নিষ্বাত্ত, বর্হিষদ্, সুভাস্বর, আজ্যপ, উপহূত, ক্রব্যাদ ও সুকালীন। এই সকল লোকে যে সকল দেবতা অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহারই 'পিতৃভিঃ' পদের লক্ষ্যস্থানীয়। পিতা সপ্তবিধ—"কন্যাদাতান্নদাতা চ জ্ঞানদাতা ভয়ত্রাতাভয়প্রদঃ। জন্মদো মন্ত্রদো জ্যেষ্ঠভ্রাতা চ পিতরঃ স্মৃতাঃ।" অন্য মতে পিতা পঞ্চবিধ—"অন্নদাতা ভয়ত্রাতা যস্য কন্যা বিবাহিতা। জনিতা চোপনেতা চ পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ।"

(৪) আদিত্য।—কশ্যপের ঔরসে দিতির গর্ভে দ্বাদশ আদিত্যের জন্ম হয়। তাঁহাদের নাম—বিবস্বান্, অর্য্যমা, পুষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, অতিতেজা বা উরুক্রম। কালিকা-পুরাণে বিধাতার পরিবর্ত্তে সোম নাম দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে আদিত্যের সংখ্যা ছয়টী বলিয়া উল্লিখিত আছে,—মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ ও অংশ। এতদ্ব্যতীত কোনও স্থলে সাত, আবার কোনও স্থলে আটটী আদিত্যের নামও দেখিতে পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় আটটী আদিত্যের নাম দৃষ্ট হয়; যথা,—মিত্র, বরুণ, ধাতা, অর্য্যমা, অংশু, ভগ, ইন্দ্র

ঘোষণা বা নির্দ্দেশ করে, সেই দেবতা। কিন্তু তিনি যে কোন্ দেবতা, কোন্ দেবতা যে ইন্দ্র-ঘোষ নামে বিঘোষিত, ভাষ্যকার তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। ঐ উপাখ্যানমূলক ভাষ্যের একস্থলে 'ইন্দ্রঘোষাদয়ঃ' পদের ব্যবহার আছে। তাহা হইতে 'ঘোষঃ' পদে ইন্দ্রের অনুচরগণ অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে। আবার 'ঘুষ্' ধাতুর 'শব্দ করা' অর্থ গ্রহণ করিলে, 'ইন্দ্রঘোষঃ' পদে 'ইন্দ্রের ধ্বনি' অর্থ পরিগৃহীত হইতে পারে। নিরুক্তে 'ঘোষঃ' পদ বাঙ্-নামের মধ্যে পঠিত হয়। তাহাতেও 'ইন্দ্রঘোষঃ' পদে 'ইন্দ্রের বাক্য' অর্থ গ্রহণ করা যায়। এই ভাব হইতেই আমরা ঐ 'ইন্দ্রঘোষঃ' পদের অর্থ করিয়াছি,—'ভগবতঃ মাভৈরিতি অভয়-বাণী' অথবা 'পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নঃ ভগবান।' ভগবানের বাক্য—তাঁহার অভয়বাণী ভিন্ন আর কি হইতে পারে ? স্বয়ং ভগবান এবং তাঁহার অভয়বাণী উভয়ই অভিন্ন। তাহা হইতে ভাবার্থে আমরা 'পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নঃ ভগবান্' প্রতিবাক্য অধ্যাহার করিয়াছি। বেদের সর্ব্বত্রই 'ইন্দ্র'-পদের পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে ;—ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র প্রভৃতি বলিতে বেদে যে ভগবদ্বিভূতি-ক্রমে ভগবানকেই লক্ষ্য করা হয়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রের আলোচনায় আমরা নানা স্থানে তাহা বিশ্লেষণ করিয়াছি। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'বসুভিঃ', 'রুদ্রৈঃ', 'পিতৃভিঃ', 'আদিত্যৈ' প্রভৃতি পদ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভাষ্যকার ঐ সকল পদের যে যে অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন, ভাষ্যেই তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। তিনি ঐ সকল পদের সহিত বিভিন্ন গণদেবতার সম্বন্ধ টানিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু

ও বিবস্বান্। শতপথব্রাহ্মণে দ্বাদশ আদিত্যের উল্লেখ আছে বটে ; কিন্তু সেস্থলে তাঁহারা অদিতির পুত্র বলিয়া উল্লিখিত হন নাই ; সেখানে তাঁহারা দ্বাদশ মাসের স্বরূপ বলিয়া অভিহিত। মতান্তরে আবার দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশ রাশি রূপেও পরিকল্পিত হয়। কল্পান্তরে সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা আদিত্যের তেজঃসহনে অসমর্থা হইলে তৎপিতা বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যকে দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত করেন। সেই দ্বাদশ খণ্ড বার মাসে বিভিন্ন নামে উদিত হন। যথা,—

"অরুণো মাঘমাসে তু সূর্য্যো বৈ ফাল্গুনে তথা। চৈত্রে মাসি চ বেদজ্ঞো বৈশাখে তপনঃ স্মৃতঃ॥
জ্যৈষ্ঠে মাসি তপেদিন্দ্রঃ আষাঢ়ে তপতে রবিঃ। গভস্তি শ্রাবণে মাসে যমো ভাদ্রপদে তথা॥
ইষে হিরণ্যরেতাশ্চ কার্ত্তিকে চ দিবাকরঃ। মার্গশীর্ষে তপেচ্চিত্রঃ পৌষে বিষ্ণুঃ সনাতনঃ॥
ইত্যেতে দ্বাদশাদিত্যাঃ কাশ্যপেয়াঃ প্রকীর্ত্তিতা॥"

মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী যে ইংরাজী অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—

"Indra's shout guard thee in the front with Vasus.
The wise One guard thee from the rear with Rudras.
The Thought swift guard thee on the right with Fathers.
The Omnific guard thee leftward with the Adityas."

"This heated water I eject and banish from the sacrifice."

ভাষ্যকার 'পুরস্তাৎ' 'পশ্চাৎ' 'দক্ষিণতঃ' 'উত্তরতঃ' প্রভৃতি পদে যথাক্রমে পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর দিক্-চতুষ্টয় অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। অনুবাদক কিন্তু সে অর্থ গ্রহণ করে নাই।

যাহা হউক, মন্ত্রার্থ আলোচনায়, প্রথমেই মন্ত্রের সম্বোধ্য পদের প্রতি লক্ষ্য পড়ে। আর লক্ষ্য পড়ে—'ইন্দ্রঘোষঃ' পদের প্রতি। আমাদের মতে, মন্ত্রের সম্বোধ্য—হৃদয়ের অন্তর্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব। 'ইন্দ্রঘোষঃ' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ,—"ইন্দ্র ইতি শব্দেন ঘুষ্যতে বিস্পষ্টং কথ্যতে যো দেবঃ সোঽয়মিন্দ্রঘোষঃ।" অর্থাৎ, ইন্দ্র বলিতে যে দেবতাকে স্পষ্টরূপে

বসুনামক অষ্টসংখ্যক গণদেবতাযুক্ত হইয়া, হে উত্তর-বেদি ! তোমাকে পূর্ব্বদিকে রক্ষা করুন। (২) প্রকৃষ্টপ্রজ্ঞ বরুণদেবতা রুদ্রাখ্য একাদশসংখ্যক গণদেবতা-যুক্ত হইয়া পশ্চিম দিকে তোমাকে রক্ষা করুন। (৩) মনোবদ্বেগযুক্ত যমদেবতা পিতৃসংজ্ঞক স্বর্লোকবাসী দেববিশেষে যুক্ত হইয়া দক্ষিণ দিকে তোমাকে রক্ষা করুন। (৪) জগৎ-সৃষ্ট্যাদি সমুদায় কার্য্যের কর্ত্তা বিশ্বকর্ম্মা, আদিত্যাখ্য দ্বাদশ-সংখ্যক গণদেবতার সহিত উত্তরদিকে তোমাকে রক্ষা করুন। ৫) অসুর-নিবারণ জন্য যে জল দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র-চতুষ্টয়ে উত্তরবেদিকে প্রোক্ষণ করা হইল, সেই জলকে, উগ্ররূপত্ব-হেতু 'তপ্ত' বলা হইয়াছে। প্রোক্ষণশেষভূত তপ্ত এই জল যজ্ঞ-প্রদেশ হইতে বাহ্য-প্রদেশে নিক্ষেপ করিতেছি।'

মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ভাষ্যকার, বসু, রুদ্র, আদিত্য প্রভৃতি শব্দে যে সকল গণদেবতার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, নিম্নে তাঁহাদের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকটিত হইল। যথা,—

(১) বসু।—গঙ্গা হইতে উৎপন্ন গণদেবতাবিশেষ। তাঁহাদের সংখ্যা আট—ভব, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভব। 'বসু' শব্দে যথাক্রমে কুবের, সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতিকেও স্বতন্ত্রভাবে বুঝাইয়া থাকে।

(২) রুদ্র বলিতে প্রধানতঃ শবকে বুঝায়। কিন্তু রুদ্রগণের সংখ্যা—একাদশ। তাঁহাদের নাম-সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন মত দৃষ্ট হয় ; যথা,—একমতে, অজ, একপাদ, অহিব্রধ্ন, পিণাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হর ও ঈশ্বর—এই একাদশ গণদেবতা-বিশেষ। অন্য মতে—অজৈকপাদ, অহিব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৈবস্বত, সাবিত্র ও হর—এই একাদশ গণদেবতা।

(৩) পিতৃলোক সাতটী ; যথা,—অগ্নিষ্বাত্ত, বর্হিষদ্, সুভাস্বর, আজ্যপ, উপহূত, ক্রব্যাদ ও সুকালীন। এই সকল লোকে যে সকল দেবতা অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহারই 'পিতৃভিঃ' পদের লক্ষ্যস্থানীয়। পিতা সপ্তবিধ—"কন্যাদাতান্নদাতা চ জ্ঞানদাতা ভয়ত্রাতাভয়প্রদঃ। জন্মদো মন্ত্রদো জ্যেষ্ঠভ্রাতা চ পিতরঃ স্মৃতাঃ।" অন্য মতে পিতা পঞ্চবিধ—"অন্নদাতা ভয়ত্রাতা যস্য কন্যা বিবাহিতা। জনিতা চোপনেতা চ পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ।"

(৪) আদিত্য।—কশ্যপের ঔরসে দিতির গর্ভে দ্বাদশ আদিত্যের জন্ম হয়। তাঁহাদের নাম—বিবস্বান্, অর্য্যমা, পুষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, অতিতেজা বা উরুক্রম। কালিকা-পুরাণে বিধাতার পরিবর্ত্তে সোম নাম দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে আদিত্যের সংখ্যা ছয়টী বলিয়া উল্লিখিত আছে,—মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ ও অংশ। এতদ্ব্যতীত কোনও স্থলে সাত, আবার কোনও স্থলে আটটী আদিত্যের নামও দেখিতে পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় আটটী আদিত্যের নাম দৃষ্ট হয় ; যথা,—মিত্র, বরুণ, ধাতা, অর্য্যমা, অংশু, ভগ, ইন্দ্র

ঘোষণা বা নির্দ্দেশ করে, সেই দেবতা। কিন্তু তিনি যে কোন্ দেবতা, কোন্ দেবতা যে ইন্দ্র-ঘোষ নামে বিঘোষিত, ভাষ্যকার তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। ঐ উপাখ্যানমূলক ভাষ্যের একস্থলে 'ইন্দ্রঘোষাদয়ঃ' পদের ব্যবহার আছে। তাহা হইতে 'ঘোষঃ' পদে ইন্দ্রের অনুচরগণ অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে। আবার 'ঘুষ্' ধাতুর 'শব্দ করা' অর্থ গ্রহণ করিলে, 'ইন্দ্রঘোষঃ' পদে 'ইন্দ্রের ধ্বনি' অর্থ পরিগৃহীত হইতে পারে। নিরুক্তে 'ঘোষঃ' পদ বাঙ্-নামের মধ্যে পঠিত হয়। তাহাতেও 'ইন্দ্রঘোষঃ' পদে 'ইন্দ্রের বাক্য' অর্থ গ্রহণ করা যায়। এই ভাব হইতেই আমরা ঐ 'ইন্দ্রঘোষঃ' পদের অর্থ করিয়াছি,—'ভগবতঃ মাভৈরিতি অভয়-বাণী' অথবা 'পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নঃ ভগবান।' ভগবানের বাক্য—তাঁহার অভয়বাণী ভিন্ন আর কি হইতে পারে? স্বয়ং ভগবান এবং তাঁহার অভয়বাণী উভয়ই অভিন্ন। তাহা হইতে ভাবার্থে আমরা 'পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নঃ ভগবান্' প্রতিবাক্য অধ্যাহার করিয়াছি। বেদের সর্ব্বত্রই 'ইন্দ্র'-পদের পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে;—ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র প্রভৃতি বলিতে বেদে যে ভগবদ্বিভূতি-ক্রমে ভগবানকেই লক্ষ্য করা হয়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রের আলোচনায় আমরা নানা স্থানে তাহা বিশ্লেষণ করিয়াছি। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'বসুভিঃ', 'রুদ্রৈঃ', 'পিতৃভিঃ', 'আদিত্যৈ' প্রভৃতি পদ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভাষ্যকার ঐ সকল পদের যে যে অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন, ভাষ্যেই তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। তিনি ঐ সকল পদের সহিত বিভিন্ন গণদেবতার সম্বন্ধ টানিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু

ও বিবস্বান্। শতপথব্রাহ্মণে দ্বাদশ আদিত্যের উল্লেখ আছে বটে; কিন্তু সেস্থলে তাঁহারা অদিতির পুত্র বলিয়া উল্লিখিত হন নাই; সেখানে তাঁহারা দ্বাদশ মাসের স্বরূপ বলিয়া অভিহিত। মতান্তরে আবার দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশ রাশি রূপেও পরিকল্পিত হয়। কল্পান্তরে সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা আদিত্যের তেজঃসহনে অসমর্থা হইলে তৎপিতা বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যকে দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত করেন। সেই দ্বাদশ খণ্ড বার মাসে বিভিন্ন নামে উদিত হন। যথা,—

"অরুণো মাঘমাসে তু সূর্য্যো বৈ ফাল্গুনে তথা। চৈত্রে মাসি চ বেদজ্ঞো বৈশাখে তপনঃ স্মৃতঃ॥
জ্যৈষ্ঠে মাসি তপেদিন্দ্রঃ আষাঢ়ে তপতে রবিঃ। গভস্তি শ্রাবণে মাসে যমো ভাদ্রপদে তথা॥
ইষে হিরণ্যরেতাশ্চ কার্ত্তিকে চ দিবাকরঃ। মার্গশীর্ষে তপেচ্চিত্রঃ পৌষে বিষ্ণুঃ সনাতনঃ॥
ইত্যেতে দ্বাদশাদিত্যাঃ কাশ্যপেয়াঃ প্রকীর্ত্তিতা॥"

মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী যে ইংরাজী অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—

"Indra's shout guard thee in the front with Vasus.
The wise One guard thee from the rear with Rudras.
The Thought swift guard thee on the right with Fathers.
The Omnific guard thee leftward with the Adityas."

"This heated water I eject and banish from the sacrifice."

ভাষ্যকার 'পুরস্তাৎ' 'পশ্চাৎ' 'দক্ষিণতঃ' 'উত্তরতঃ' প্রভৃতি পদে যথাক্রমে পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর দিক্-চতুষ্টয় অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। অনুবাদক কিন্তু সে অর্থ গ্রহণ করে নাই।

আমরা সে সম্বন্ধ স্বীকার করি না। স্বীকার করিতে হইলে, আমরা মনে করি, ঐ পদ-সমূহে ভগবানের বিভিন্ন বিভূতির বিষয় প্রখ্যাপিত হইয়াছে। কারণ, যাঁহারা বা যিনি তাঁহার গণ বা অনুচর, তাঁহারা বা তিনি ভগবানেরই সহিত সংশ্লিষ্ট—ভগবানেরই অভিব্যক্তি মাত্র। সে হিসাবে গণদেবতা বলিতে ভগবানের বিভিন্ন বিভূতিকেই বুঝাইয়া থাকে। তদনুসারে আমাদিগের মতে, মন্ত্রে বলা হইতেছে,—'ভগবান্ তাঁহার বিভিন্ন বিভূতি-সমূহে পরিবৃত হইয়া আমাকে রক্ষা করুন।' বসু প্রভৃতি পদের যদি ভাষ্যকারের অনুমোদিত বিভিন্ন গণদেবতাই লক্ষ্য-স্থল হয়, তাহা হইলেও আমাদিগের অধ্যাহৃত অর্থের যৌক্তিকতা সপ্রমাণ হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিভিন্ন দেবতা ভগবানেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি ভিন্ন আর অন্য কিছুই নহে? সসীম মন অসীম অনন্তকে ধারণা করিতে পারে না। তাই নানাভাবে অসীমকে সীমাবদ্ধ করিবার প্রয়াস পায়। সেই প্রয়াস-হেতুই অনন্তে সান্তের সমাবেশ;—সেই প্রয়াস জন্যই অসীমকে সসীম করিবার প্রচেষ্টা। এই জন্যই ভগবানের নানা নাম-রূপের অবতারণা দেখিতে পাই। বিভিন্ন দেবদেবীর পরিকল্পনাও—সেই অসীমকে সীমাবদ্ধ করিবার প্রচেষ্টার ফল মাত্র। ভাষ্যের উল্লিখিত গণদেবতাগণকে এই ভাবে ভগবানের অংশীভূত তাঁহার বিভিন্ন বিভূতির বিকাশ বলিতে পারি। এই হিসাবেই আমরা পূর্ব্বোক্ত 'বসুভিঃ' প্রভৃতি পদসমূহে ভগবানের বিভিন্ন বিভূতির বিষয় পরিকল্পনা করিয়াছি। আবার অন্য দিক দিয়া দেখিলেও, একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। 'বসু' শব্দে ধন বুঝায়। মুক্তিপ্রার্থী জন ভগবানের নিকট পার্থিব অকিঞ্চিৎকর ধন-রত্নের প্রার্থনা করেন না। তাঁহারা পরমধন মোক্ষেরই অধিকারী হইতে চাহেন। ভগবানের যে সকল বিভূতিতে তাহার সমাবেশ আছে, অপিচ যে সকল বিভূতির প্রভাবে পরমধন মোক্ষ অধিগত হয়, 'বসুভিঃ' পদে সেই সকল বিভূতির প্রতিই লক্ষ্য আসে। 'রুদ্রৈঃ' পদে শত্রুসংহারক উগ্র-কঠোর-ভাবাপন্ন বিভূতি-সমূহকে বুঝাইতেছে। রৌদ্রভাবে ভগবান্ সংহার করেন, রুদ্রভাবেই লয়-কার্য্য সমাহিত হয়। সংসারে মানুষের শত্রুর পরিসীমা নাই। ভগবৎ-কার্য্যসম্পাদনে বাহ্য-আন্তর বিবিধ শত্রু আসিয়া অন্তরায় ঘটায়। সেইজন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা হইতেছে,—'আপনি রুদ্রভাবাপন্ন বিভূতি-সমূহে পরিবৃত হইয়া আমাকে রক্ষা করুন।' ভাব এই যে,—'রৌদ্র ভাব দ্বারা আমার বাহ্য-আন্তর সকল শত্রুকে বিনাশ করিয়া আমাকে মোক্ষের পথে স্থাপন করুন।' 'পিতৃভিঃ' পদের অর্থ,—'স্নেহকারুণ্যময়াভিঃ বিভূতিভিঃ।' পিতামাতার ন্যায় স্নেহ-করুণার আধার সংসারে আর কে থাকিতে পারে? তাঁহাদিগের স্নেহ-কারুণ্যের তুলনা আছে কি? সে অনুভূতি সকলেরই আছে। এইরূপ ভাব হইতেই 'পিতৃভিঃ' পদে 'স্নেহ-কারুণ্যময় বিভূতিযুক্ত হইয়া' অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে। উদ্দেশ্য এই যে,—'আমাদের মধ্যে স্নেহকারুণ্যরূপ সদ্ভাবের বিকাশ হউক এবং আপনি অধিষ্ঠিত হইয়া সে ভাবের অসদ্ভাব হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।' 'আদিত্যৈঃ' পদের লক্ষ্য—অজ্ঞানতা-নাশ। সূর্য্যরশ্মি জগতের অন্ধকার দূর করে; জ্ঞানসূর্য্যও তেমনি নিখিল-প্রাণিগণের হৃদয়ের অন্ধকার অর্থাৎ অজ্ঞানতা নাশ করিয়া থাকে। এই ভাব হইতে আমরা 'আদিত্যৈঃ' পদে 'অজ্ঞানতানাশকৈঃ প্রভাবৈঃ, জ্ঞানধনপ্রদায়িকাভিঃ বিভূতিভিঃ' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। ভাবার্থ এই যে,—'আমাদিগের অজ্ঞানতা দূর করিয়া, আমাদিগকে রক্ষা করুন অর্থাৎ জ্ঞান-ধন-প্রদানে আমাদিগকে মুক্ত করুন।'

প্রথমে মন্ত্রে পরমধন মোক্ষ-লাভের প্রার্থনা আছে। কিন্তু মোক্ষ তো আর সহজে লাভ হয় না! মোক্ষ-লাভে অধিকারী হওয়া চাই তো! সে অধিকার কিসে আসে? বাহ্য ও আন্তর শত্রুর উচ্ছেদ সাধিত হইয়া অন্তর-বাহির পরিশুদ্ধ হইলেই মোক্ষ-লাভে অধিকারী হওয়া যায়। তাই তৃতীয় মন্ত্রে শত্রুনাশের প্রার্থনা—'রুদ্রৈঃ পাতু'। কিন্তু কেবল বাহ্য ও আন্তর শত্রুর নাশে—কাম-ক্রোধ-লোভ-প্রলোভনাদির আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইলেই মোক্ষের অধিকারী হওয়া যায় না। হৃদয় নির্ম্মল হওয়া চাই, তাহাতে সদ্ভাবের সমাবেশ হওয়া চাই। দ্বিতীয় মন্ত্রে তাই 'পিতৃভিঃ পাতু' প্রার্থনায় স্নেহকারুণ্যাদি সদ্গুণে গুণান্বিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাই। সদসৎ-বিচারের ক্ষমতা জন্মে—যদি বিশুদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়। চতুর্থ মন্ত্রে 'আদিত্যৈঃ পাতু' প্রার্থনায় তাই জ্ঞানাধিকারী হইবার কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। সেখানে বলা হইতেছে,—'হে ভগবন্! আপনি অজ্ঞানতানাশক জ্ঞানপ্রদায়ক বিভূতিসমূহে পরিবৃত হইয়া আমাকে রক্ষা করুন।' 'জ্ঞানান্মুক্তিঃ'—জ্ঞানেই মুক্তি; জ্ঞানাধিকারী হইতে পারিলেই আমি মুক্তির অধিকারী হইতে পারিব;—ভগবানে আত্মলীন করিতে সমর্থ হইব;—মন্ত্র-চতুষ্টয়ে এইরূপ ভাব নিহিত আছে বলিয়া আমরা মনে করি।

এই মন্ত্রের অংশ-চতুষ্টয়ে একটী বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে। বিষয়টী এই,—বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন দেবতার সহিত বিভিন্ন গণ-দেবতার বা ভগবানের বিভিন্ন বিভূতির সমাবেশ দেখিতে পাই। প্রথম মন্ত্রে ইন্দ্রের সহিত বসুগণের, দ্বিতীয় মন্ত্রে মনোজবার সহিত পিতৃলোকস্থিত দেবতাবিশেষের, তৃতীয় মন্ত্রে প্রচেতার সহিত রুদ্রগণের এবং চতুর্থ মন্ত্রে বিশ্বকর্ম্মার সহিত আদিত্য-গণের সহযোগিতা সমাখ্যাত হইয়াছে। একই ভগবানের বিভিন্ন অভিব্যক্তির সহিত তাঁহার বিভিন্ন বিভূতি-সমাবেশের তাৎপর্য্য কি? ইহারও এক নিগূঢ় কারণ আছে বলিয়া মনে করি। মন্ত্রে আছে—"বিশ্বকর্ম্মাত্বা আদিত্যৈঃ পাতু।" এখানে বিশ্বকর্ম্মার সহিত আদিত্যের সহযোগিতা। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেই বুঝা যায়,—তিনি সকল কর্ম্মেই অধিকারী ও সকল কর্ম্মেরই আধারস্থানীয়; আর, কর্ম্মতত্ত্বে তিনি যে অশেষ পারদর্শী, তদ্দ্বারা তাহাও বুঝা যায়। ভগবান্ যে বিশ্বকর্ম্মা, কর্ম্মে কুশলতা না জন্মিলে,—নিগূঢ় কর্ম্মতত্ত্বে অধিকার না হইলে, তাহা উপলব্ধ হয় না। কর্ম্মে কুশলতা লাভ করিতে হইলে, সূক্ষ্ম কর্ম্মতত্ত্বে অধিকারী হওয়া চাই। সে অধিকার পাইতে হইলে, জ্ঞানাধিকারী হইতে হয়। সুতরাং যিনি সকল কর্ম্মতত্ত্ববিৎ, তিনি যে নিখিল-প্রজ্ঞানাধার, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাই ভগবানকে যখন বলা হয়,—'হে ভগবন্, আপনি বিশ্বকর্ম্মারূপে আমাকে রক্ষা করুন; তখনই বুঝিতে হয়, যিনি তাঁহাকে বিশ্বকর্ম্মারূপে ডাকিতে পারিয়াছেন, অবশ্যই তিনি তাঁহাকে বিশ্বকর্ম্মা-রূপেই চিনিয়া লইয়াছেন। এখন দেখা যাউক, বিশ্বকর্ম্মা-রূপে ভগবানকে চিনিতে হইলে, কি অধিকার প্রয়োজন হয়? জ্ঞানের ও কর্ম্মের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন। উভয়ের পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাব। তাই বিশ্বকর্ম্মা-রূপে তাঁহাকে জানিতে হইলে, তিনি যে বিশ্বকর্ম্মা, তদ্বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে হয়। তদ্ভিন্ন, দুরূহ কর্ম্মতত্ত্বেও অধিকারী হইতে হয়। কর্ম্মতত্ত্বে অধিকারী হইলে কর্ম্মের স্বরূপ বিষয়ে জ্ঞানাধিকারী হইতে হয়। এইরূপে কর্ম্মের সকল তত্ত্বে সম্যক্-জ্ঞান লাভ হইলে তবে ভগবানকে 'বিশ্বকর্ম্মা' রূপে চিনিতে পারা যায়। ভাব এই যে, ভগবান্ বিশ্বকর্ম্মা-রূপে

আবির্ভূত হইয়া আমাকে কর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান প্রদান করুন। এই ভাবেই মন্ত্রে 'বিশ্বকর্ম্মা' পদের সহিত 'আদিত্যৈঃ' পদ-সংযোজনের সার্থকতা। 'মনোজবাঃ' বলিতে মনের ন্যায় ত্বরিতগতি যিনি অথবা যিনি পিতৃতুল্য স্নেহকারুণ্যপূর্ণ, তাঁহাকেই বুঝায়। সন্তানের বিপদ-আপদে পিতৃমাতৃ-স্নেহ যেমন অতি সহজে স্বতঃ-বিগলিত হয়, তাহার আর তুলনা আছে কি? মন্ত্রে যখন বলা হইল,—ভগবান্ পিতৃগুণের সহিত পিতার ন্যায় আসিয়া তোমাকে রক্ষা করুন, তখনই তাঁহাতে পিতৃগুণসমূহের সমারোপ করা হইল। এই ভাবেই আমরা মনে করি,—'মনোজবাঃ' পদের সহিত 'পিতৃভিঃ' পদ-সন্নিবেশের সার্থকতা। 'প্রচেতাঃ' পদের অর্থ—প্রকৃষ্ট-চিত্ত অর্থাৎ চেতনাযুক্ত। যিনি বিবেকবাণী-রূপে হৃদয়ে চির-অধিষ্ঠিত, চৈতন্য-স্বরূপ, তাঁহাকেই প্রচেতা বলা যায়। মানুষের চিত্ত সর্ব্বদাই চাঞ্চল্যময়। যখন চিত্তের বিক্ষোভ উপস্থিত হয়, মন যখন চঞ্চল হইয়া উঠে; সেই সময় চৈতন্য-স্বরূপ ভগবান্ বিবেকবাণীরূপে আবির্ভূত হন। তখন তিনি উগ্র-কঠোর মূর্ত্তিতে চিত্তবিক্ষোভ বা চিত্তের চাঞ্চল্য নাশ করেন। অঙ্কুশ আঘাতে যেমন মত্ত-মাতঙ্গ বশীভূত হয়; রৌদ্রভাবরূপ অঙ্কুশের শাসনে তিনি তেমনি চিত্তবিক্ষোভ দূর করিয়া চিত্তের সমতা সাধন করেন। তখন রুদ্রভাবে চিত্তবিক্ষোভকারী আন্তরবাহ্য সকল শত্রুর সংহার সাধিত হয়। তিনি চৈতন্যরূপে চির-জাগরূক; তাই যখনই সেরূপ কোনও অননুভবনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইবার উপক্রম হয়, তখনই ভগবান্ তাঁহার উগ্র-কঠোর-ভাবাপন্ন শত্রুসংহারক বিভূতি-সমভিব্যাহারে আবির্ভূত হইয়া, সকল বাধা-বিঘ্ন অপসারিত করেন। এই ভাবেই আমাদের মনে হয়, 'প্রচেতাঃ' পদের সহিত 'রুদ্রৈঃ' পদ-সমাবেশের সার্থকতা। এক্ষণে 'ইন্দ্রঘোষঃ' পদের সহিত 'বসুভিঃ' পদের সম্বন্ধের বিষয় উল্লেখ করিতেছি। ইন্দ্র বলিতে যে একমাত্র পরমৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন অথবা সকল ঐশ্বর্য্যের আধার ভগবানকেই বুঝায়,—'ঘোষঃ' পদে তাহা সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়াছে। যিনি সকল ঐশ্বর্য্যের আধারভূত, তিনি প্রার্থনার অনুরূপ সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য-প্রদানেই সমর্থ। তাঁহার নিকট প্রার্থনা—ঐশ্বর্য্য-কামনামূলক। এদিকে বসু-পদেও ধন বা ঐশ্বর্য্য বুঝায়। পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত যিনি, তাঁহার গণ বা বিভূতিসমূহও পরম ঐশ্বর্য্যযুক্ত। এই ভাব হইতেই আমরা মনে করি, 'ইন্দ্রঘোষঃ' পদের সহিত 'বসুভিঃ' পদের সংযোজনা। এইরূপ ভাব হইতেও মন্ত্রে এক উচ্চ আদর্শ প্রকটিত বলিয়া মনে করি।

এই অনুবাকের সপ্তম মন্ত্র উত্তরবেদি সম্বোধনে বিনিযুক্ত। আর অষ্টম মন্ত্র জুহূ সম্বোধন-মূলক। এক একটী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বেদীর এক একটী পরিধি অভিমন্ত্রিত করিতে হয়। 'সিংহীরসি সপত্নসাহী স্বাহা' মন্ত্রে দক্ষিণাংশে, 'সিংহীরসি সুপ্রজাবনিঃ স্বাহা' মন্ত্রে উত্তর শ্রোণীতে, 'সিংহীরসি রায়স্পোষবনিঃ স্বাহা' মন্ত্রে দক্ষিণ শ্রোণীতে, 'সিংহীরসি আদিত্যবনিঃ স্বাহা' মন্ত্রে উত্তর অংশে এবং 'সিংহীরস্যাবহ দেবান্ দেবয়তে যজমানায় স্বাহা' মন্ত্রে মধ্যভাগে হিরণ্য স্থাপন করিয়া আজ্য প্রক্ষেপ করিতে হইবে। এইরূপে, ভাষ্যমতে সপ্তম মন্ত্রের অর্থ হয়—'হে উত্তরবেদি! তুমি সিংহরূপধারিণী হও। অপিচ, তুমি 'সপত্নসাহী' বৈরিঘাতিনী। 'সুপ্রজাবনিঃ'—শোভন অপত্য ভৃত্য প্রভৃতি প্রদায়িকা। 'রায়স্পোষবনিঃ'—পশ্বাদি ধন-সমৃদ্ধিদায়িকা। 'আদিত্যবনিঃ'—ভূতিসম্বন্ধি প্রতিষ্ঠাপ্রদা। দেব ইচ্ছুক যজমানের নিমিত্ত

দেবগণকে আনয়ন কর। তোমার নিমিত্ত এই আজ্য সুহুত হউক।' * অষ্টম মন্ত্র স্রুককে আজ্য গ্রহণ করিয়া পাঠ করিতে হয়। মন্ত্রের অর্থ—'হে জুহু! চিরন্তন দেবগণের উদ্দেশ্যে তোমাকে গ্রহণ করিতেছি।' মন্ত্রের সহিত একটী উপাখ্যানের সম্বন্ধ সূচিত হইয়া থাকে। সে উপাখ্যান এই,—কোনও কারণে উত্তরবেদি-দেবতা দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া অসুরগণকে আশ্রয় করেন। সেই সময় তিনি সিংহীরূপ ধারণ করিয়া দেবগণের ও অসুরগণের সৈন্যের মধ্যস্থলে অবস্থিত হন।

আমরা বোধসৌকর্য্যার্থ সপ্তম মন্ত্রটিকে পাঁচটী বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়াছি। সেই পাঁচটী বিভাগেরই সম্বোধ্য—ভক্তিরূপিণী দেবী। মন্ত্রদ্বয় সহজবোধ্য। সপ্তম মন্ত্রের অন্তর্গত 'আদিত্যবনিঃ', 'সুপ্রজাবনিঃ', 'রায়স্পোষবনিঃ' এবং অষ্টম মন্ত্রের অন্তর্গত 'ভূতেভ্যঃ' প্রভৃতি পদের অর্থের আলোচনায় মন্ত্রার্থ বিশদীকৃত হইতে পারে। 'সিংহীরসি' মন্ত্রাংশে আমরা যে ভাব উপলব্ধি করি, চতুর্থ মন্ত্রের আলোচনায় তাহা প্রকাশ করিয়াছি। 'আদিত্যবনিঃ' পদের 'আদিত্য' শব্দে আমরা জ্ঞান-সূর্য্যকেই লক্ষ্য করি। সেই জ্ঞানকে যিনি ভজনা করেন, তিনিই "আদিত্যবনিঃ।' ভক্তির ও জ্ঞানের অভেদ সম্বন্ধ। সেইজন্য ভক্তিকে 'আদিত্যবনিঃ' অর্থাৎ 'প্রজ্ঞানময়ী' বা 'বিবেকরূপিণী' বলিয়া আমরা উল্লেখ করিয়াছি। 'আদিত্যবনিঃ' পদের এইরূপ অর্থই সমীচীন। 'সুপ্রজাবনিঃ' এবং 'রায়স্পোষবনিঃ' পদদ্বয়ের অর্থ সে হিসাবে যথাক্রমে 'সদ্ভাবজনয়িত্রী' এবং 'পরমার্থরূপস্য ধনস্য পোষয়িত্রী' নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রজা বলিতে অপত্য বুঝায়। 'সুপ্রজা' অর্থে শোভন প্রজা বা অপত্য। ভক্তির সুপ্রজা বা শোভন অপত্য—সদ্ভাব ও শুদ্ধসত্ত্ব। ভক্তিতে সদ্ভাবের উদয় হয়। এই জন্যই ভক্তি 'সুপ্রজাবনিঃ'। ভক্তি আবার 'পরমার্থরূপ ধনের পোষয়িত্রী। অর্থাৎ ভক্তিতেই মুক্তি অধিগত হয়। তাই ভক্তিকে "রায়স্পোষবনিঃ' বলা হইয়াছে। † প্রার্থনা—শুদ্ধসত্ত্ব-প্রাপ্তির। সাধক সেই শুদ্ধসত্ত্ব-লাভের

---

* শুক্লযজুর্ব্বেদ-সংহিতায় এই মন্ত্রের যে প্রয়োগ-প্রক্রিয়া পরিদৃষ্ট হয়, তাহা এই,—উত্তর-বেদির যে নাভাখ্য মধ্যদেশ, তাহার শ্রোণ্যংসের অগ্নি ও ঈশান কোণে এবং বায়ু ও নৈর্ঋত কোণে, শ্রোণিচতুষ্টয়ের মধ্যে গৃহীত আজ্য পাঁচ বার নিক্ষেপ করিবে। তার পর প্রথমে দক্ষিণ অংশে, পরে উত্তর শ্রোণীতে, তার পর দক্ষিণ শ্রোণীতে, পরিশেষে উত্তর অংসে এবং সর্ব্বশেষে মধ্যভাগে—এই পঞ্চ স্থানে সুবর্ণ স্থাপন করিয়া, তাহা নিরীক্ষণ করিতে করিতে এই পাঁচটী মন্ত্রে হোম করিতে হইবে।

† মুদ্রাকর-প্রমাদে, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে, সপ্তম মন্ত্রের পাঁচটী অংশের মধ্যে একটী অংশ ('সিংহীরসি রায়স্পোষবনিঃ স্বাহা'—এই তৃতীয় অংশ) বাদ পড়িয়া গিয়াছে। নিম্নে তাহা প্রদান করিলাম। পাঠকগণ যথাস্থানে তাহা সন্নিবিষ্ট করিয়া লইবেন।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।—"হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! ত্বং 'সিংহী' (সিংহী-সমানা শক্তিসম্পন্না, যদ্বা—সর্ব্বশক্তিশালিনী সর্ব্বশক্তেরাধারভূতা ইত্যর্থঃ) অপিচ 'রায়স্পোষবনিঃ' (পরমার্থরূপস্য ধনস্য পোষয়িত্রী) 'অসি' (ভবসি); অতঃ পরমধনলাভায় ত্বাং 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ আবাহয়ামি, উদ্বোধয়ামি—হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামি ইতি ভাবঃ; সুহুতং সুসিদ্ধং অস্তু

আকাঙ্ক্ষা করিতেছন। মন্ত্র-শেষে তাই প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে'—'হে দেবি! আপনি আমার অন্তরে সদ্ভাবের সমাবেশ করুন। আপনার অনুগ্রহে সদ্ভাবে মণ্ডিত হইয়া সেই সদ্ভাবের প্রভাবে মোক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত হই।'

অষ্টম মন্ত্রের অন্তর্গত 'ভূতেভ্যঃ' পদের অর্থ—ভাষ্যমতে 'ভূতোদ্দেশেন' অথবা 'চিরন্তনেভ্যঃ দেবেভ্যঃ'। কিন্তু আমরা মনে করি,—এখানে ঐ পদে জরায়ুজ অণ্ডজ প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রামের প্রতি লক্ষ্য আছে। ভূতসমষ্টি লইয়াই জগৎ। সেই সকল ভূতের বিলয়সাধনে জগৎও বিলুপ্ত হয়। আবার তাহাদের স্থিতিতেই জগতের স্থিতি। ভূত-সমূহের সৃষ্টি স্থিতি এবং লয়েই এই জগদ্ব্যাপার নির্ব্বাহিত হইতেছে। এই ভাব হইতে আমরা, 'ভূতেভ্যঃ' পদে 'ভূতানাং লোকানাং বা পালনায়, জগদুপকারায়, বিশ্বসেবায় ইত্যর্থঃ' অর্থাৎ জগতের উপকারের জন্য—জনহিতসাধনের নিমিত্ত, অর্থাৎ বিশ্বসেবায় অর্থ গ্রহণ করিলাম। ভক্তের আদর্শে—ভক্তির অনুপ্রাণনায় অনুপ্রাণিত হইলে, জীব যে জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারে, তাহা আর বুঝাইতে হইবে না। এইরূপ অর্থে আমরা মন্ত্রের যে ভাব পরিগ্রহণ করিয়াছি, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকটিত হইয়াছে।

দ্বাদশ অনুবাকের নবম দশম ও একাদশ মন্ত্রের দেবতা—পরিধি। মধ্যম, উত্তর ও দক্ষিণ—এই পরিধিত্রয় যথাক্রমে মন্ত্রত্রয়ের সম্বোধ্য। মন্ত্রের প্রয়োগ-বিধি ভাষ্যে নিম্নরূপ পরিদৃষ্ট হয়; যথা,—'উত্তরবেদির মধ্যদেশ নাভি নামে অভিহিত। পীতদারু অর্থাৎ দেবদারুকাষ্ঠের যষ্টির দ্বারা উত্তরবেদির মধ্যভাগ-রূপ নাভি আচ্ছাদন করিয়া, পশ্চিম-দক্ষিণ-উত্তর-ক্রমে, দর্শপৌর্ণমাসেষ্টিতে পরিগৃহীত প্রক্রিয়ানুসারে, ক্রমান্বয়ে প্রথমে মন্ত্রত্রয় পাঠ করিবে। সে মতে মন্ত্রের অর্থ এই,—(৯) 'হে মধ্যমপরিধি! তুমি কৃৎস্ন আয়ুপ্রদ হও; অতএব পৃথিবীকে দৃঢ় কর। (১০) হে দক্ষিণপরিধি! তুমি স্থির নিবাস হও; অতএব তুমি অন্তরিক্ষকে দৃঢ় কর। (১১) হে উত্তরপরিধি! তুমি বিনাশরহিত হও; অতএব তাদৃশ তুমি দ্যুলোককে দৃঢ় কর।' ইহাই হইল—ভাষ্যানুসারী অর্থ।

মন্ত্র-সমূহের ব্যবহারিক বা লৌকিক প্রয়োগ বিষয়ে আমাদের কোনই বক্তব্য নাই। বেদমন্ত্র নিত্য; উহাদের প্রয়োগ সর্ব্বত্র সকল কার্য্যেই সম্ভবপর। উহাদের লক্ষ্য—সার্ব্বজনীন ভাবমূলক। সুতরাং ব্যবহারিক প্রয়োগ ব্যতিরিক্ত বেদমন্ত্রের আধ্যাত্মিক প্রয়োগও

মম অনুষ্ঠানং)। অয়মপি সঙ্কল্পমূলকঃ। অত্র পরমধনলাভায় সাধকঃ আত্মানং উদ্বোধয়তি। প্রার্থনা—হে দেবি! মাং মোক্ষং দেহি।

বঙ্গানুবাদ।—হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! তুমি সিংহীসমানা শক্তিসম্পন্না অথবা সর্ব্বশক্তিশালিনী সকল শক্তির আধার এবং পরমার্থরূপ ধনের পোষয়িত্রী হও। অতএব পরমধন লাভের নিমিত্ত তোমাকে স্বাহা মন্ত্রের দ্বারা উদ্বোধিত করিতেছি অর্থাৎ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি। আমার অনুষ্ঠানরূপ সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হউক। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। সাধক মন্ত্রে পরমধনলাভের জন্য আপনাকে উদ্বোধিত করিতেছেন। প্রার্থনার ভাব এই—হে দেবি! আমাকে মোক্ষ প্রদান করুন)।

সম্ভবপর। তাই আমরা মনে করি, এই তিনটী মন্ত্র, সাধকের শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত মনোরূপ বেদির সম্বোধনে বিনিযুক্ত। বেদি যেমন যজ্ঞের আধারস্থানীয়; মনও সেইরূপ সকল সদ্বৃত্তির—সকল সম্ভাবের মূলীভূত। মন যদি স্থির হয়, গুণত্রয়ের আধার-স্থান যদি দৃঢ়তা অবলম্বন করে, গুণসাম্যে সর্ব্বগুণাধার ভগবান্ সহজপ্রাপ্য হন। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—তিন ভাবই অন্তরে বিদ্যমান। সেই ত্রিগুণের সাম্যসাধনে, মনকে স্থির ও দৃঢ় করিয়া পরমাত্মায় ন্যস্ত করিতে পারিলে সকল শ্রেয়ঃ সাধিত হয়। মনঃপক্ষে প্রথম মন্ত্রের তাই ভাব এই যে,—'হে মন! তিন গুণেরই আধারস্থান তুমি। তুমি যদি স্থিরতা অবলম্বন কর অর্থাৎ তুমি যদি শত্রুর আক্রমণে বিচলিত বিক্ষোভিত না হও, তাহা হইলে তুমি শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইতে পার।' ভাব এই যে,—অন্তরে সদ্ভাব-সদ্বৃত্তি সঞ্চিত হউক। শুদ্ধসত্ত্ব-পক্ষে মন্ত্রের ভাব এই যে, কামক্রোধাদি অন্তঃশত্রু যেন হৃদয়ের সত্ত্বভাব-নাশে সমর্থ না হয়। তাহা হইলে, সদ্বৃত্তিমূল অর্থাৎ সকল সদ্ভাবের আধার-ক্ষেত্র যে হৃদয় বা অন্তর, তাহা দৃঢ় হইবে। অর্থাৎ, সত্ত্বভাবের উদয়ে সকল শত্রু বিদূরিত হইয়া, অন্তর অবিচলিতভাবে পরমাত্মায় সংন্যস্ত হইতে-পারিবে।

দশম ও একাদশ মন্ত্রের 'ধ্রুবক্ষিৎ' এবং 'অচ্যুতক্ষিৎ' পদদ্বয় কথঞ্চিৎ দুর্ব্বোধ। ভাষ্যের অর্থ যথাক্রমে—'স্থিরনিবাসঃ' অর্থাৎ 'ধ্রুবে স্থিরে যজ্ঞে ক্ষিয়তি নিবসতি ধ্রুবক্ষিৎ' এবং 'অবিনষ্টঃ' অর্থাৎ "অচ্যুতে বিনাশরহিতে যজ্ঞে ক্ষিয়তি নিবসতি অচ্যুতক্ষিৎ।" 'স্থির যজ্ঞে' এবং 'বিনাশ-রহিত যজ্ঞে'—যজ্ঞের এই যে দ্বিবিধ পর্য্যায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য-বিষয়ে ভাষ্যকার কিছুই উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু ঐ দ্বিবিধ যজ্ঞই যে সেই ধ্রুব অচ্যুত ভগবানের সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা-জ্ঞাপক, তাহাই উপলব্ধ হয়। তদনুসারে আমরা এই মন্ত্রত্রয়ের সম্বোধ্য—হৃদয়ের অন্তর্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব বলিয়া মনে করি। ভগবানে ও শুদ্ধসত্ত্বে—পরস্পর আধার-আধেয় সম্বন্ধ। শুদ্ধসত্ত্বে ভগবান্, আবার ভগবানে শুদ্ধসত্ত্ব। ভগবান্ সত্যস্বরূপ; তিনি অক্ষর, অব্যয়, অচ্যুত, অনন্ত। তিনি জন্মজরামরণরহিত; তিনি অবিনাশী—বিনাশরহিত। তিনি অক্ষর পরব্রহ্ম। 'ধ্রুবক্ষিৎ' পদে তাই আমরা 'সত্যে সৎস্বরূপে বা বাসয়িতা' অথবা 'সত্যস্য সৎস্বরূপস্য বা আধারভূতঃ' এবং 'অচ্যুতক্ষিৎ' পদে 'বিনাশরহিতে ভগবতি বাসয়িতা' অথবা 'অক্ষরব্রহ্মণঃ আধারস্বরূপঃ' অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি। ব্যাপ্যব্যাপকভাবাপন্ন আধার-আধেয়-স্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব ও ভগবান্ যে অভিন্ন, এতদ্বিষয় প্রখ্যাপিত করিবার উদ্দেশ্যেই মন্ত্রে ঐ দুই পদের প্রয়োগ বলিয়া আমরা মনে করি। একাদশ মন্ত্রের 'দিবং' পদে সাধারণতঃ দেবগণের নিবাসস্থান স্বর্গলোক বুঝায়। কিন্তু এই হৃদয়ই দেবস্থান মধ্যে পরিগণিত হয়, যদি সে হৃদয়ে সদ্ভাবসদ্-গুণাবলি অবিচলিতভাবে অবস্থিতি করে। নির্ম্মল হৃদয়ই পরমসুখের আকর। এই ভাব উপলব্ধি করিয়াই আমরা 'দিবং' পদের অর্থ করিয়াছি—"মম হৃদ্রূপং দেবস্থানং, পরমসুখ-মূলমিতি ভাবঃ।" 'অন্তরিক্ষং' পদের আমরা আকাশ অর্থ পরিগ্রহণ করি নাই। আকাশ যেমন অনন্ত-বিস্তৃত, তাহার যেমন সীমা নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন; সংসারে সৎকর্ম্ম-সচ্চিন্তাও সেইরূপ অপরিসীম। সৎকর্ম্মমূল যে সদ্ভাব—শুদ্ধসত্ত্ব, তাহাও অনন্তপ্রসারিত। এইরূপ বিশ্লেষণে দশম ও একাদশ মন্ত্রের যে অর্থ হয়, বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকটিত হইয়াছে। দশম মন্ত্রের ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত করিয়া আমাকে সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য প্রদান করুন।'

দ্বাদশ বা শেষ মন্ত্রে হৃদয়ের অন্তর্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বকে 'অগ্নেঃ ভস্ম' এবং 'অগ্নে পুরীষং' বলা হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্বই যে অন্তরে জ্ঞানবহ্নি প্রদীপ্ত করে, আর শুদ্ধসত্ত্বই যে পূর্ণ-জ্ঞান প্রদান করিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ আছে কি ? জ্ঞানাধিকারী হইতে হইলে শুদ্ধসত্ত্বভাব সঞ্চয়ের আবশ্যক হয়। জ্ঞানোদয় না হইলে, সদসৎ-বিচার-সামর্থ্য না জন্মিলে, সদ্ভাবের বিকাশ কিরূপে সম্ভবপর হইবে ? তাই তখনই অন্তরে জ্ঞান-বহ্নি প্রজ্বলিত হয়, তখনই সে জ্ঞানের পূর্ণতা সাধিত হইয়া থাকে, যখন হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবের উদয় হয়। এই হিসাবেই শুদ্ধসত্ত্বকে অগ্নির (জ্ঞানাগ্নির) 'ভস্ম' অর্থাৎ দীপক বা প্রকাশক এবং 'পুরীষং' অর্থাৎ পূর্ণতাসাধক বলা হইয়াছে। মন্ত্রের ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আপনি কৃপা করিয়া আমার অন্তরে জ্ঞান-বহ্নি প্রদ্দীপিত করুন এবং সেই জ্ঞানের পূর্ণতা সাধন করিয়া আমাকে পরমাশ্রয় প্রদান করুন।' মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করি। (১অষ্টক—২প্রপাঠক—১২অনুবাক)।

—— * ——

ত্রয়োদশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। ত্রয়োদশোঽনুবাকঃ।)

(১) যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো
বিপশ্চিতঃ বি হোত্রা দধে বয়ুনাবিদেক
ইন্মহী দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ।

(২) সুবাগ্দেবদুর্যাঁ৺ আ বদ দেবশ্রুতৌ দেবেষ্বা ঘোষেথাম।

(৩) আ নো বীরো জায়তাং কর্ম্মণ্যো য৺
সর্ব্বেঽনুজীবাম যো বহূনামসদ্বশী।

(৪) ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নি দধে পদম্ সমূঢ়মস্য পাঁ৺সুর।

(৫) ইরাবতী ধেনুমতী হি ভূত৺ সূযবসিনী মনবে যশস্যে।
ব্যস্কভ্নাদ্রোদসী বিষ্ণুরেতে দাধার পৃথিবীমভিতো ময়ূখৈঃ।

(৬) প্রাচী প্রেতমধ্বরং কল্পয়ন্তী ঊর্দ্ধং যজ্ঞং নয়তং মা জীহ্বরতম্।

(৭) অত্র রমেথাং বর্ষ্মন্ পৃথিব্যা।

(৮) দিবো বা বিষ্ণবুত বা পৃথিব্যা মহো বা বিষ্ণবুত
বাহন্তরিক্ষাদ্ধস্তৌ পৃণস্ব বহুভির্ব্বসব্যৈ রা প্র
যচ্ছ দক্ষিণাদোত সব্যাৎ।

(৯) বিষ্ণোর্নুকং বীর্য্যাণি প্র বোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে
রজা৺সি যো অস্কভায়দুত্তর৺ সধস্থং বিচক্রমাণস্ত্রেধোরুগায়ঃ।

(১০) বিষ্ণো ররাটমসি। (১১) বিষ্ণোঃ পৃষ্ঠমসি।

(১২) বিষ্ণোঃ শ্ন্যপ্ত্রে স্থঃ।

(১৩) বিষ্ণোঃ স্যূরসি বিষ্ণোর্ধ্রুবমসি বৈষ্ণবমসি বিষ্ণবে ত্বা ॥ ১৩ ॥

* * *

অথ পদপাঠঃ।

(১) যুঞ্জতে। মনঃ। উত। যুঞ্জতে। ধিয়ঃ। বিপ্রাঃ। বিপ্রস্য। বৃহতঃ। বিপশ্চিতঃ। বীতি। হোত্রাঃ। দধে। বয়ুনাবিদিতি বয়ুন—বিৎ। একঃ। ইৎ। মহী। দেবস্য। সবিতুঃ। পরিষ্টুতিরিতি পরি—স্তুতিঃ।

(২) সুবাগিতি সু—বাক্। দেব। দুর্য্যান্। এতি। বদ। দেবশ্রুতাবিতি দেব—শ্রুতৌ। দেবেষু। এতি। ঘোষেথাম্।

(৩) এতি। নঃ। বীরঃ। জায়তাম্। কর্ম্মণ্যঃ। যম্। সর্ব্বে। অনুজীবামেত্যনু—জীবাম। যঃ। বহূনাম্। অসৎ। বশী।

(৪) ইদম্। বিষ্ণুঃ। বীতি। চক্রমে। ত্রেধা। নীতি। দধে। পদম্। সমূঢ়মিতি সম্—ঊঢ়ম্। অস্য। পাᳲসুরে।

(৫) ইরাবতী ইতীরা—বতী। ধেনুমতী ইতি ধেনু—মতী। হি। ভূতম্। সূযবসিনী ইতি সু—যবসিনী। মনবে। যশস্যে ইতি। বীতি। অস্কভ্নাৎ। রোদসী ইতি। বিষ্ণুঃ। এতে ইতি। দাধার। পৃথিবীম্। অভিতঃ। ময়ূখৈঃ।

(৬) প্রাচী ইতি। প্রেতি। ইতম্। অধ্বরম্। কল্পয়ন্তী ইতি।

ঊর্দ্ধম্। যজ্ঞম্। নয়তম্। মা। জীহ্বরতম্।

(৭) অত্র। রমেথাম্। বর্ষ্মন্। পৃথিব্যাঃ।

(৮) দিবঃ। বা। বিষ্ণো। উত। বা। পৃথিব্যাঃ। মহঃ। বা। বিষ্ণো।

উত। বা। অন্তরিক্ষাৎ। হস্তৌ। পৃণস্ব। বহুভিরিতি বহু—ভিঃ। বসব্যৈঃ।

আ। প্রেতি। যচ্ছ। দক্ষিণাৎ। এতি। উত। সব্যাৎ।

(৯) বিষ্ণোঃ। নুকম্। বীর্য্যাণি। প্রেতি। বোচম্। যঃ। পার্থিবানি।

বিমম ইতি বি—মমে। রজা৺সি। যঃ। অস্কভায়ৎ। উত্তরমিত্যুৎ—তরম্।

সধস্থমিতি সধ—স্থম্। বিচক্রমাণ ইতি বি—চক্রমাণঃ।

ত্রেধা। উরুগায় ইত্যুরু—গায়ঃ।

(১০) বিষ্ণোঃ। ররাটম্। অসি। (১১) বিষ্ণোঃ। পৃষ্ঠম্। অসি।

(১২) বিষ্ণোঃ। শ্নপ্ত্রে ইতি। স্থঃ।

(১৩) বিষ্ণোঃ। স্থঃ। অসি। বিষ্ণোঃ। ধ্রুবম্।

অসি। বৈষ্ণবম্। অসি। বিষ্ণবে। ত্বা ॥ ১৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'বৃহতঃ' (মহতঃ, মহত্ত্বাদিগুণোপেতস্য, সর্ব্বসাধনসম্পন্নস্য ইত্যর্থঃ) 'বিপশ্চিতঃ' (সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞস্য, ত্রিকালজ্ঞস্য ইতি ভাবঃ) 'বিপ্রস্য' (প্রাপ্তকর্ম্মশক্তেঃ, ধর্ম্মকর্ম্মতত্ত্ববিদঃ, ত্রিকালদর্শিনঃ ইতি যাবৎ) 'বিপ্রাঃ' (পরমার্থতত্ত্বপ্রদর্শকাঃ হে সদ্‌গুণাদয়ঃ!) যুষ্মদনুগ্রহেণ 'মনঃ' (অন্তঃকরণং) নির্ম্মলং ভূত্বা 'যুঞ্জতে' (যুক্তং ভবন্তি—পরমাত্মনি ইতি ভাবঃ); 'উত' (অপিচ) যুষ্মদনুগ্রহেণ 'ধিয়ঃ' (চিত্তবৃত্তয়ঃ) 'যুঞ্জতে' (যুক্তাঃ ভবন্তি—পরমাত্মনি ইতি শেষঃ); 'হোত্রা' (সৎকর্ম্মসাধকাঃ, দেবানাং দেবভাবানাং বা আনয়নকর্ত্তারঃ) হে বিপ্রগুণাঃ! যুষ্মদনুগ্রহেণ মনঃ ধীয়শ্চ 'বয়ুনাবিৎ' (সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বেষাং মনস্তত্ত্ববিৎ—অন্তর্য্যামী ইত্যর্থঃ) স ভগবান 'এক ইৎ' (এক এব, অদ্বিতীয়ঃ খলু) এতৎ তত্ত্বং 'বিদধে' (ধারয়ন্তি—হৃদি ইতি ভাবঃ, জানন্তি ইত্যর্থঃ); অপিচ যুষ্মদনুগ্রহেন 'সবিতুঃ' (জ্ঞানপ্রেরকস্য, জ্ঞানাধারস্য, যদ্বা—বিশ্বস্য প্রসবিতুরিত্যর্থঃ) 'দেবস্য' (দ্যোতমানস্য, দীপ্তিদানাদিগুণযুক্তস্য ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'মহী' (মহতী, সর্ব্বৈর্ব্বরণীয়া) 'পরিষ্টুতিঃ' (নিত্যস্তুতিঃ, নিত্যার্চ্চতিঃ) 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ উদ্‌যাপিতা ভবতীতি যাবৎ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যতত্ত্বপ্রকাশকঃ। সাধুসজ্জনাঃ হি পরমার্থ-পথপ্রদর্শকাঃ। নরাঃ যদি তেষাং আদর্শানুসরণায় উদ্‌বুদ্ধা ভবন্তি, তেষাং অভীষ্টসিদ্ধির্জ্জায়তে॥

অথবা,

'বৃহতঃ' (মহতঃ, সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদাতুরিত্যর্থঃ) 'বিপশ্চিতঃ' (সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞস্য অন্তর্য্যামিনঃ, জ্ঞানময়স্য) 'বিপ্রস্য' (বিপ্ররূপস্য ভগবতঃ) 'বিপ্রাঃ' (সদ্ভাবপ্রেরয়িত্র্যঃ, সত্ত্বভাবজনয়িত্র্যঃ বিভূতয়ঃ) 'মনঃ' (আত্মানং—অজ্ঞানানামীতি ভাবঃ) 'যুঞ্জতে' (সংবধ্নন্তি—ভগবতা সহেত্যর্থঃ, যদ্বা—সুন্বন্তি পুনন্তি বা, ভগবৎপ্রাপণায়েতি ভাবঃ); 'উত' (অপিচ) তেষাং 'ধিয়ঃ' (চিত্ত-বৃত্তয়শ্চ) 'যুঞ্জতে' (নিয়ময়ন্তি, পুনন্তীতি যাবৎ—ভগবৎপ্রীতয়ে ইতি ভাবঃ); অজ্ঞানজনানাং অনুগ্রহার্থং 'হোত্রা' (হোমানম্পাদিকাঃ, দেবভাবানাং জনয়িত্র্যঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাত্র্যঃ ভগদ্বিভূতয়ঃ) 'এক ইৎ' (অদ্বিতীয়মেব) 'বয়ুনাবিৎ' (অন্তর্য্যামিনং ভগবন্তং) 'বিদধে' (ধারয়ন্তি, বিজ্ঞাপয়ন্তি—অজ্ঞানানামিতি ভাবঃ); তেষামনুগ্রহেণ 'সবিতুঃ' (প্রজ্ঞানাধারস্য ভগবতঃ) 'মহী' (মহতী) 'পরিষ্টুতিঃ' (নিত্যস্তুতিমিত্যর্থঃ) 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ সম্পাদয়ন্তি—সাধকাঃ ইতি শেষঃ; যদ্বা—উদ্‌যাপিতা ভবন্তীত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং সত্যতত্ত্বপ্রকাশকঃ। ভগবৎপ্রেরণাং বিনা নরাঃ কমপি সৎকর্ম্ম সাধয়িতুং ন শক্নুবন্তি। অতঃ সৎকর্ম্মসাধনায় ভগবদনুগ্রহলাভঃ কর্ত্তব্যঃ। তেন অভীষ্টসিদ্ধির্ভবতীতি ভাবঃ।

২। (ক) 'বাগেব' (বাগধিপতি হে ভগবন্!) ত্বং 'সু' (শোভনং, শ্রেষ্ঠং ইত্যর্থঃ) 'দূর্যাং' (গৃহং, আধারস্থানং,—মম হৃদয়ং ইতি ভাবঃ) 'আবদ' (সর্ব্বতঃ আবিশ ইত্যর্থঃ)।

(খ) 'দেবশ্রুতৌ' (দেবানাং আহ্বয়িত্র্যৌ হে মম হৃন্নিহিতে জ্ঞানভক্তী! যুবাং 'দেবেষু' (দেবভাবেষু, দেবভাবান্ শুদ্ধসত্ত্বান্ বা ইত্যর্থঃ) 'আঘোষেথাং' (কথয়তং, আনয়তং—মম হৃদি ইতি শেষঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ায় অত্র প্রার্থনা বর্ত্ততে।

৩। হে ভগবন্! ভবতাং অনুগ্রহেণ 'নঃ' (অস্মাকং) এবম্বিধা 'বীরঃ' (কর্ম্মসামর্থ্যং) 'অজায়তাং' (সমুদ্ভবতু, সঞ্জায়তু বা) 'যং' (যেন সামর্থ্যেন ইত্যর্থঃ) বয়ং 'সর্ব্বে' (বিশ্বান্ সর্ব্বান্) 'অনুজীবাম' (সৎকর্ম্মশীলেন জীবনেন প্রবর্দ্ধয়েম ইতি ভাবঃ); অপিচ 'যঃ' (যৎ কর্ম্মসামর্থ্যং) 'বহূনাং' (সর্ব্বেষাং শত্রূণাং ইত্যর্থঃ) 'বশী' (নিয়ামকং, অভিভবকারকং ইত্যর্থঃ) 'অসৎ' (ভবেৎ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অত্র সাধকঃ আত্মশক্তিলাভায় প্রার্থয়তি। আত্মশক্তিলাভেন জগদুপকারায় অত্র সঙ্কল্প বর্ত্ততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! মাং কর্ম্মসামর্থ্যং আত্মশক্তিঞ্চ বিধেহি। যেন শক্ত্যা অহং বিশ্বসেবায় আত্মসমর্পণায় সমর্থঃ ভবানি ইতি তাৎপর্য্যঃ।

৪। 'বিষ্ণুঃ' (বিশ্বব্যাপক পরমেশ্বরঃ) 'ইদং' (সর্ব্বং জগৎ) 'বিচক্রমে, (বিশিষ্টভাবেন ব্যাপ্তঃ অথবা ব্যাপ্য তিষ্ঠতি ইত্যর্থঃ); 'ত্রেধা' (অতীতানাগতবর্ত্তমানত্রিকালমেব) 'পদং' (স্থানং আধিপত্যং ঐশ্বর্য্যং বা—মাহাত্ম্যং ইতি ভাবঃ) 'নিদধে' (নিরন্তরং ধৃতং অক্ষুণ্ণং ভবতি, যদ্বা—সঃ ধৃতবান্ ইতি ভাবঃ); 'অস্য' (বিষ্ণোঃ) 'পাংসুরে' (রশ্মিকণযুক্তে প্রভুত্বে, জ্ঞান-স্বরূপে পদে ইত্যর্থঃ) 'সমূঢ়ং' (সমাগন্তভূর্তং, সংস্থিতং—জগদিতি শেষঃ)। মন্ত্রোঽয়ং বিষ্ণু-স্বরূপং বর্ণয়তি। বিশ্বব্যাপকস্য বিষ্ণোঃ প্রভুত্বে নিখিলং জগৎ সদৈব অবস্থিতং। বিষ্ণুরেব বিভূতিস্বরূপেণ অনুপরমাণুক্রমেণ সর্ব্বমধিকৃত্য তিষ্ঠতি ইতি ভাবঃ।

অথবা,

'বিষ্ণুঃ' (বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বরঃ) 'ইদং' (বিশ্বব্রহ্মাণ্ডং) 'বিচক্রমে' (বিশেষেণ ব্যাপ্নোতি, স্থাবরজঙ্গমাত্মকস্য সর্ব্বপ্রাণিনো হি মনোজীবভাবাভ্যাং অনুপ্রবিশতি ইত্যর্থঃ); 'ত্রেধা' (অগ্নিবায়ুসূর্য্যরূপেণ ভূম্যন্তরিক্ষদ্যুলোকেষু ত্রিধা) 'পদং' (স্থানং, স্বমাহাত্ম্যং ইত্যর্থঃ) 'নিদধে' (নিরন্তরং ধৃতং—নিহিতবান ইতি ভাবঃ); 'অস্য' (বিষ্ণোঃ বিজ্ঞানঘনানন্দাজাদ্বৈতাক্ষর-মিত্যাদিলক্ষণযুক্তং পরমং পদং স্বরূপং বা ইত্যর্থঃ) 'পাংসুরে' (পাংসুল ইব প্রদেশে—অতি-নিগূঢ়ে প্রদেশে ইতি ভাবঃ) 'সমূঢ়ং' (নিহিতং, অজ্ঞৈরজ্ঞাতং—অজ্ঞানানাং অপরিজ্ঞাতং ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং ভগবতঃ স্বরূপং বর্ণয়তি। বিশ্বব্যাপকস্য বিষ্ণোর্মাহাত্ম্যং জগদ্বিশ্রুতং। তস্য বিষ্ণোরদ্বৈতমক্ষরমিতি স্বরূপং সূরয়ঃ পশ্যন্তি। অজ্ঞঃ জনঃ তৎস্বরূপং ন পশ্যতি।

৫। হে বিষ্ণোঃ! তব প্রশাসনে 'হি' (যস্মাৎ) দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'ইরাবতী' (শস্যবত্যৌ) 'ধেনুমতী' (গবাশ্বাদিভিঃ পশুভির্যুক্তৌ) 'সুযবসিনী' (শোভনান্নবত্যৌ, সুশস্যবত্যৌ বা) 'মনবে' (মনুষ্যানাং উপকারায় ইত্যর্থঃ) 'যশস্যা' (যশোবন্তৌ, যদ্বা—যজ্ঞসাধনানাং প্রদাত্র্যৌ ইতি যাবৎ) 'ভূতং' (অভূয়াতাং, ভবতং ইতি ভাবঃ), তস্মাৎ হে বিশ্বব্যাপক ভগবন্। রোদসী' (এতে দ্যাবাপৃথিব্যৌ) ত্বং 'ব্যাস্কভ্নাৎ' (বিশেষেণ স্তম্ভিতবানসি, ব্যাপৃতবানসি বা); অপিচ,

'ময়ূখৈঃ' (স্বতেজোভিঃ স্বশক্তিভিঃ স্বমাহাত্ম্যৈঃ বা ইত্যর্থঃ) 'পৃথিবীং (ইমাং ভূমিং) 'অভিতঃ' (সর্ব্বপ্রকারেণ) 'দাধার' (ধৃতবানসি)। সর্ব্বেষু বস্তুষু সঃ ভগবান সমকরুণাসম্পন্নঃ। ভগবান তেষামভ্যন্তরেষু তিষ্ঠতি তেষাং সৃষ্টিস্থিতিলয়শ্চ ভগবল্লীলাসাপেক্ষঃ। বিশ্বব্যাপকঃ সঃ ভগবান সর্ব্বেষাং পূজনীয়ঃ ইতি ভাবঃ।

অথবা,

হে বিশ্বব্যাপক দেব! ভবদনুগ্রহেণ 'হি' (এব) হৃন্নিহিতে জ্ঞানভক্তী 'ইরাবতী' (স্নেহ-কারুণ্যরূপিণ্যৌ, সদ্ভাবরূপাণাং শোভনাপত্যানাং জনয়িত্র্যৌ ইত্যর্থঃ) 'ধেনুমতী' (প্রজ্ঞান-বত্যৌ) 'সুযবসিনী' (সর্ব্বকর্ম্মফলং মোক্ষং বা দাত্র্যৌ) 'মনবে' (মানবানাং উপকারার্থং, বিশ্বহিতায় ইতি ভাবঃ) 'যশস্যে' (সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যপ্রদাত্র্যৌ) 'ভূতং' (অভূতাং, ভবতাং); অতস্ত্বং 'রোদসী' (ইমে জ্ঞানভক্তী) 'ব্যস্কভ্নাৎ' (বিশেষেণ স্তম্ভিতবানসি, সম্যক্ ব্যাপ্যঃ তিষ্ঠসি); অপিচ, 'ময়ূখৈঃ' (স্বতেজোভিঃ, স্বমহিম্না ইত্যর্থঃ) 'পৃথিবীং' (তয়োঃ জ্ঞানভক্তে-রাধারমূলং—হৃদয়ং ইতি ভাবঃ) 'অভিতঃ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'দাধার' (ধারিতবানসি, ধৃত-বানসি ইতি যাবৎ)। মন্ত্রোঽয়ং ভগবন্মাহাত্ম্যপ্রকাশকঃ। সর্ব্বেষাং সদ্ভাবানাং আধারস্থানীয়স্য ভগবতঃ অনুকম্পয়া অস্মাসু সদ্ভাবোন্মেষঃ ভবতু ইতি ভাবঃ।

৬। (ক) হে হৃন্নিহিতৌ জ্ঞানভক্তী! যুবাং 'প্রাচী' (প্রাঙ্মুখে—ভগবৎসকাশে ইতি ভাবঃ) 'প্রেতং' (প্রকর্ষেণ গচ্ছতং—মাং নয়তমিতি তাৎপর্য্যার্থঃ)।

(খ) কিঞ্চ হে হৃন্নিহিতে জ্ঞানভক্তী! যুবাং 'যজ্ঞং' (মদনুষ্ঠিতং সৎকর্ম্ম) 'ঊর্দ্ধং' (দেবান্ প্রতি—ভগবন্তং প্রতি বা) 'নয়তং' (সংবাহয়তং—ভগবন্তং প্রাপয়তং বা ইত্যর্থঃ)।

(গ) অপিচ, হে হৃন্নিহিতে জ্ঞানভক্তী! যুবাং 'মা জিহ্বরতং' (মা কুটিলে ভবতং, মাং মা পরিত্যজতমিত্যর্থঃ, যদ্বা—বিচলিতে মা ভবতং—অবিচলিতভাবেন মম হৃদি তিষ্ঠতং)।

মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। জ্ঞানং ভক্তিং চ উভে সৎকর্ম্মসহায়কে। তয়োরনুকম্পয়া ভগবৎপ্রাপ্তিঃ সুগমা ভবতি। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে জ্ঞানভক্তী! যুবাং মাং সৎকর্ম্মপরং কুরুতং; অপিচ মাং ভগবৎপ্রাপ্তিসামর্থ্যং বিধায়তং।

৭। হে মম হৃন্নিহিতে জ্ঞানভক্তী! যুবাং 'অত্র' (অস্মিন্) 'পৃথিব্যা বর্ম্মন্' (শরীরভূতে দেবযজনে—অস্মিন্ সৎকর্ম্মণি, মম হৃদি ইতি ভাবঃ) 'রমেথাং' (ক্রীড়াং কুরুতং, সদা তিষ্ঠত-মিত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ময়ি জ্ঞানভক্তী অবিচলিতে তিষ্ঠেতাং। তেন মম অভীষ্টলাভং ভবতু ইত্যেবং প্রার্থনা অত্র বিদ্যতে।

৮। 'বিষ্ণো' (হে বিশ্বব্যাপক ভগবন্!) ত্বং 'দিবো বা' (দ্যুলোকাদ্বা, স্বর্গলোকাৎ বা ইতি যাবৎ) 'উত' (অপিচ) 'পৃথিব্যাং বা' (পৃথিবীলোকাদ্বা, ভুবিসকাশাৎ বা) 'উত' (অপিচ) 'বিষ্ণো' (বিশ্বব্যাপক হে ভগবন্!) 'মহো' (মহর্লোকাদ্বা) 'অন্তরিক্ষাৎ বা' (অন্তরিক্ষলোকাৎ বা) সমানীতেন 'বহুভিঃ' (বহুপ্রকারৈঃ, অনন্তরূপৈঃ ইত্যর্থঃ) 'বসব্যৈঃ' (ধনেন, পরমধনেন—শুদ্ধসত্ত্বরূপেণেতি ভাবঃ) 'হস্তৌ' (উভাবপি স্বকীয়ৌ হস্তৌ) 'পৃণস্ব' (আপূরয় ইতি যাবৎ); ততঃ 'দক্ষিণাৎ উত সব্যাৎ' (ধনপূর্ণাভ্যাং উভাভ্যাং হস্তাভ্যাং, যদ্বা—অকৃপণতয়া মুক্ত-হস্তেন ইত্যর্থঃ) 'আ প্রযচ্ছ' (দেহি—অস্মভ্যমিতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ।

ভগবান অকৃপণতয়া অস্মাসু করুণাধারাং বর্ষয়তু অপিচ সর্ব্বলোকাৎ শুদ্ধসত্ত্বরূপং পরমধনং সমানীত্য অস্মাসু স্থাপয়তু—ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ।

৯। (ক) 'যঃ' (যঃ বিষ্ণুঃ) 'পার্থিবানি' (পৃথিবীসম্বন্ধিনী, পঞ্চভূতাত্মকানি ইত্যর্থঃ) 'রজাংসি' (সারভূতানি কারণানি, সৃষ্ট্যুপকরণানি নিখিলানি অণুপরমাণুজাতানি ইতি যাবৎ) 'বিমমে' (নির্ম্মমে, নির্ম্মিতবান) তস্য 'বিষ্ণোঃ' (বিশ্বব্যাপকস্য ভগবতঃ) 'বীর্য্যাণি' (অলৌকিক-কার্য্যাণি, মাহাত্ম্যানি ইতি ভাবঃ) 'নুকং' (নিত্যং, স্বতমেব) প্রবোচং' (প্রকৃষ্টরূপেণ কীর্ত্তয়ামি; প্রত্যক্ষং করোমি ইতি ভাবঃ)। ভগন্মহিমা অস্মাকং নিত্যপ্রতাক্ষীভূতঃ ইতি ভাবঃ।

(খ) 'ত্রেধা বিচক্রমাণঃ' (সর্ব্বপ্রাণিনঃ মনোজীবভাবেষু অনুপ্রবিশ্যমানঃ, যদ্বা—অগ্নিবায়ু-সূর্য্যরূপেণ ভূম্যন্তরিক্ষদ্যুলোকেষু স্বমাহাত্ম্যবিজ্ঞাপকঃ) 'উরুগায়ঃ' (মহাত্মভির্গীয়তঃ, ক্রান্ত-দর্শিভিঃ স্তুতঃ ইত্যর্থঃ) 'যঃ' (যো বিষ্ণুঃ—ভগবান্) 'উত্তমং' (শ্রেষ্ঠস্থানীয়ং) 'সধস্থং' (লোক-ত্রয়াশ্রয়ভূতং অন্তরিক্ষং, দেবানাং আধারস্থানং—সাধনসম্পন্নানাং হৃদরূপমিতি ভাবঃ) 'অস্কভায়াৎ' (স্তম্ভয়তি, উন্মথয়তি, যদ্বা—যথা অধঃ ন পততি অজ্ঞানমোহাৎ স্থানভ্রষ্টং ন ভবতি তথা ধারয়তি ইতি ভাবঃ)।

বিশ্বপ্রকাশকঃ সঃ ভগবান সর্ব্বেষামারাধনীয়ঃ। সর্ব্বপ্রাণিনঃ মনোজীবভাবেষু অনুপ্রবিশ্য স ভগবান তান্ সদৈব নিয়ময়তি। তদনুগ্রহেণ হি কেবলং নরাঃ চিত্তোৎকর্ষং লভতে। মোক্ষেচ্ছু জনঃ তস্য ভগবতঃ প্রীত্যর্থং সারভূতং শুদ্ধসত্ত্বং নিবেদয়তি। ইত্যেবং তাৎপর্য্যং মন্ত্রোঽয়ং দ্যোতয়তি।

১০। হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'বিষ্ণোঃ' (বিশ্বব্যাপকস্য ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'ররাটং' (ললাটঃ, ললাটবৎ শ্রেষ্ঠস্থানবর্ত্তী—হৃদি অধিষ্ঠিতঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। অথবা—'বিষ্ণোঃ' (আত্মজ্ঞানসম্পন্নস্য সাধকস্য ইতি ভাবঃ) 'ররাটং' (ললাটবৎ উন্নতস্থানবর্ত্তিনং হৃদ্রূপং ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। মন্ত্রোঽয়ং সত্যতত্ত্বপ্রকাশকঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ হি ভগবতঃ স্বরূপঃ। অতঃ শুদ্ধসত্ত্বেন হি কেবলং ভগবান প্রাপ্তব্যঃ ইতি ভাবঃ।

১১। হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'বিষ্ণোঃ' (বিশ্বব্যাপকস্য ভগবতঃ) 'পৃষ্ঠং' (মেরুদণ্ডস্থানীয়ঃ, সংরক্ষকঃ—সাধকানাং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। অথবা ত্বং 'বিষ্ণোঃ' (আত্মজ্ঞান-সম্পন্নস্য জনস্য ইতি ভাবঃ) 'পৃষ্ঠং' (সংরক্ষকঃ—জ্ঞানদৃষ্টেঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি)। অয়মপি নিত্যসত্যখ্যাপকঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ হি আত্মদর্শিনাং অন্তর্দৃষ্টেঃ সংরক্ষকঃ ভগবৎপ্রাপকঃ।

১২। হে মম জ্ঞানভক্তী! যুবাং 'বিষ্ণোঃ' (বিশ্বব্যাপকস্য ভগবতঃ কর্ম্মণা সহ—মদনুষ্ঠিতেন কর্ম্মণা সহ ইতি ভাবঃ) 'শ্নপ্ত্রে' (লিপ্তে) 'স্থঃ' (তিষ্ঠতঃ)। অথবা, 'বিষ্ণোঃ' (বিশ্বব্যাপকস্য ভগবতা সহ ইতি যাবৎ) 'শ্নপ্ত্রে' (সংযোজয়িত্রে—মম সৎকর্ম্মণঃ ইতি যাবৎ) 'স্থঃ' (ভবথঃ)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ। মদনুষ্ঠিতেন কর্ম্মণা সহ জ্ঞানভক্তী অবিচলিতেন তিষ্ঠতাং অপিচ জ্ঞানভক্তিপ্রভাবেন মম কর্ম্ম ভগবতি যুক্তং ভবতু।

১৩। (ক) হে মম হৃন্নিহিত ভক্তি! ত্বং 'বিষ্ণোঃ' (বিশ্বব্যাপকস্য ভগবতঃ) 'স্যূঃ' (গ্রন্থিরূপা, বন্ধনহেতুভূতা) 'অসি' (ভবসি)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ। ভক্ত্যা ভগবান্ প্রাপ্তব্যঃ। অতঃ ভক্তিসামর্থ্যেন ভগবন্তং লভেম ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ।

(খ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'বিষ্ণোঃ' (বিশ্বব্যাপকস্য ভগবতঃ) 'ধ্রুবং' (নিত্যসত্যরূপং) 'অসি' (ভবসি)। মন্ত্রোহয়ং নিত্যসত্যজ্ঞাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। সত্যেন সৎস্বরূপঃ ভগবান প্রাপ্তব্যঃ; অতঃ শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন ভগবল্লাভায় অত্র সঙ্কল্পত বর্ত্ততে।

(গ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'বৈষ্ণবং' (ভগবতঃ স্বরূপঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ 'বিষ্ণবে' (ভগবৎপ্রীত্যর্থং) 'ত্বা' (ত্বাং) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ। মন্ত্রোহয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকশ্চ। সদ্ভাবেন ভগবল্লাভঃ সুগমঃ ভবতি। ভগবৎপ্রাপ্তয়ে নিখিলাঃ সদ্ভাবাঃ প্রদেয়াঃ ইতি ভাবঃ। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—১৩ অনুবাক)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। মহত্ত্বাদিগুণোপেত, সর্ব্বসাধনক্ষম, সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ, ত্রিকালজ্ঞ, প্রাপ্ত-কর্ম্মশক্তি, ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ, ত্রিকালদর্শীর পরমার্থতত্ত্বপ্রকাশক হে সদ্‌গুণাবলি! তোমাদিগের অনুগ্রহে অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইয়া পরমাত্মায় যুক্ত হয়; আরও, তোমাদিগের অনুগ্রহে চিত্তবৃত্তিসমূহও পরমত্মায় যুক্ত হয়; সৎকর্ম্মসাধক দেবভাবসমূহের আনয়নকর্ত্তা হে বিপ্রগুণাবলি! তোমাদিগের অনুগ্রহে মনঃ ও ধী, সর্ব্বসাক্ষী সকলের মনস্তত্ত্ববিৎ অন্তর্য্যামী সেই ভগবান্ যে অদ্বিতীয়—এ তত্ত্ব ধারণ করে অর্থাৎ জানিতে সমর্থ হয়; আরও, তোমা-দিগের অনুগ্রহে জ্ঞানপ্রেরক, জ্ঞানময় জ্ঞানাধার অর্থাৎ বিশ্বপ্রসবিতা দীপ্তি-দানাদিগুণযুক্ত ভগবানের মহতী অর্থাৎ সকলের বরণীয় নিত্যস্তুতি বা নিত্যার্চ্চনা স্বাহামন্ত্রে উদ্‌যাপিত হয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যতত্ত্বপ্রকাশক। সাধুসজ্জনগণই পরমার্থপথপ্রদর্শক। মানুষ যদি তাঁহাদিগের আদর্শ অনুসরণে উদ্‌বুদ্ধ হয়, তাহাদিগের অভীষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে।)।

অথবা,

মহৎ অর্থাৎ সৎকর্ম্মফলপ্রদাতা সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ অন্তর্য্যামী জ্ঞানময় বিপ্ররূপী ভগবানের সদ্ভাবপ্রেরক সত্ত্বভাবজনক বিভূতিসমূহ, অজ্ঞানজনের আত্মাকে ভগবানের সহিত সংযোজিত বা সংবদ্ধ করে; অথবা, ভগবৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত সুন্নত বা পবিত্র করে; আরও, অজ্ঞানজনের চিত্তবৃত্তিসমূহকে (ভগবৎ-প্রীতির জন্য) নিয়মিত (সংযত) পবিত্র করে। অজ্ঞান জনে অনুগ্রহের জন্য, দেবভাবসমূহের জনয়িতা অর্থাৎ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ ভগবদ্বিভূতিসমূহ, অদ্বিতীয় অন্তর্য্যামী ভগবানকে ধারণ করায় অর্থাৎ অজ্ঞানদিগকে উপলব্ধি করায়; তাহাদের অনুগ্রহে প্রজ্ঞানাধার ভগবানের মহৎ স্তুতি বা পূজা

স্বাহা-মন্ত্রের দ্বারা সম্পাদিত হয় অথবা সাধকগণ কর্ত্তৃক উদ্‌যাপিত হয়। (মন্ত্রটী সত্যতত্ত্বপ্রকাশক। ভগবৎ-প্রেরণা ভিন্ন মানুষ কোনও সৎকর্ম্ম-সাধনেই সমর্থ হয় না। অতএব সৎকর্ম্মসাধন জন্য ভগবদনুগ্রহ লাভ কর্ত্তব্য। তদ্দ্বারা সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।)॥

২। (ক) বাক্‌শক্তির অধিপতি হে ভগবন! আপনি আমার হৃদয়রূপ শ্রেষ্ঠ আধারস্থানকে সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হউন।

(খ) দেবগণের আহ্বানকারী হে আমার হৃন্নিহিত জ্ঞানভক্তি! সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্য-প্রদানকারী তোমরা (আমার হৃদয়ে) দেবভাব—শুদ্ধসত্ত্বসমূহ আনয়ন কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ে ভগবদনুগ্রহ-লাভের জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা বিদ্যমান)।

৩। হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমাদিগের এবম্ভূত কর্ম্ম-সামর্থ্য উপজিত হউক, যদ্দ্বারা আমরা বিশ্ববাসী সকলকে সৎকর্ম্মসাধনশীল জীবনের দ্বারা প্রবর্দ্ধিত করিতে পারি; অপিচ, সে কর্ম্মসামর্থ্য আমাদিগের সর্ব্ববিধ শত্রুর নিয়ামক অর্থাৎ অভিভবকারী হয়। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে সাধক আত্মশক্তি-লাভের প্রার্থনা করিতেছেন। আত্মশক্তি-লাভে জগতের উপকার-সাধন জন্য সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে। প্রার্থনার ভাব এই যে,— হে ভগবন্! আমাকে এমন কর্ম্মসামর্থ্য এবং আত্মশক্তি প্রদান করুন, যে শক্তির দ্বারা আমি বিশ্ব-সেবায় আত্ম-সমর্পণে সমর্থ হই)।

৪। বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বর বিষ্ণু এই সমগ্র জগৎকে বিশেষভাবে ব্যাপিয়া আছেন; অতীত অনাগত বর্ত্তমান—তিন কালেই তাঁহার ঐশ্বর্য্য ধৃত (অক্ষুণ্ণ) রহিয়াছে; অথবা তিনি ধারণ করিয়া আছেন; সেই বিষ্ণুর জ্যোতির্ম্ময় পদে (প্রভুত্বে) এই নিখিল জগৎ সম্যগ্‌ভাবে অবস্থিত আছে। সেই বিষ্ণুকে স্বাহা-মন্ত্রে পূজা করি; আমার অনুষ্ঠান সুহুত হউক। (এই মন্ত্রে বিষ্ণুর স্বরূপ পরিবার্ণিত রহিয়াছে। বিশ্বব্যাপক বিষ্ণুর প্রভুত্বে নিখিল জগৎ সদাকাল অবস্থিত। বিষ্ণুই বিভূতিস্বরূপে অণুপরমাণুক্রমে বিদ্যমান্ সকলকে অধিকার করিয়া আছেন)।

অথবা,

বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বর বিষ্ণু বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বিশেষভাবে ব্যাপিয়া আছেন অর্থাৎ স্থাবরজঙ্গমাত্মক সকল প্রাণীর মন ও জীবভাবসকলের মধ্যেই

অনুঃপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন ; অগ্নি-বায়ু-সূর্য্যরূপে পৃথিবীতে অন্তরিক্ষে এবং স্বর্গলোকে তাঁহার মাহাত্ম্য নিরন্তর বিধৃত বা নিহিত রহিয়াছে ; সেই বিষ্ণুর বিজ্ঞানঘনানন্দ-অজ-অদ্বৈত-অক্ষর-লক্ষণযুক্ত পরম পদ বা স্বরূপ, অতি নিগূঢ় প্রদেশে নিহিত অর্থাৎ অজ্ঞানের নিকট অপরিজ্ঞাত। (মন্ত্রটী ভগবানের স্বরূপ বর্ণন করিতেছে। বিশ্বব্যাপক বিষ্ণুর মাহাত্ম্য জগদ্বিশ্রুত। সেই বিষ্ণুর অদ্বৈত অক্ষর স্বরূপ সূরিগণই দর্শন করিতে পারেন ; অজ্ঞজন তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না)।

৫। যেহেতু হে বিষ্ণু ! তোমার প্রশাসনে এই দ্যাবাপৃথিবী শস্যবতী, গবাশ্বাদি পশুসমূহযুক্ত, শোভনান্নবতী বা সুশস্যবতী এবং মানবগণের উপকারের জন্য যজ্ঞসাধন-দ্রব্যাদির প্রদাত্রী হয় ; সেই হেতু হে বিশ্বব্যাপক ভগবন্ ! তুমি এই দ্যাবাপৃথিবীকে বিশেষভাবে স্তম্ভিত বা ব্যাপ্ত কর ; অপিচ, আপনার তেজের, শক্তির বা মাহাত্ম্যের দ্বারা এই পৃথিবীকে সর্ব্বপ্রকারে ধারণ কর। (মন্ত্রটী ভগবন্মাহাত্ম্যপ্রকাশক। সকল বস্তুতেই ভগবান সমভাবে করুণাসম্পন্ন। ভগবান তাহাদের অভ্যন্তরে অবস্থিত আছেন। তাহাদের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ও ভগবল্লীলা-সাপেক্ষ। বিশ্বব্যাপক সেই ভগবান সকলেরই পূজনীয়,—ইহাই ভাবার্থ।

অথবা,

হে বিশ্বব্যাপক দেব ! তোমার অনুগ্রহেই হৃন্নিহিত জ্ঞান ও ভক্তি স্নেহ-কারুণ্যরূপিণী, সদ্ভাবরূপ শোভন অপত্যের জনয়িত্রী, প্রজ্ঞানবতী, সৎকর্ম্মের সুফল বা মোক্ষ প্রদাত্রী, মানবের উপকারার্থ বা বিশ্বহিত-নিমিত্ত সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যপ্রদাত্রী হয়। অতএব, সেই জ্ঞান ও ভক্তিকে তুমি বিশেষভাবে স্তম্ভিত কর অর্থাৎ ব্যাপিয়া অবস্থিতি কর ; অপিচ, আপনার তেজের বা মহিমার দ্বারা সেই জ্ঞানভক্তির আধারমূলকে সর্ব্বতোভাবে ধারণ কর। (মন্ত্রটী ভগবন্মাহাত্ম্য-প্রকাশক। সকল সদ্ভাবের আধার-স্থানীয় ভগবানের কৃপায় আমাদের মধ্যে সদ্ভাবের উন্মেষ হউক,—মন্ত্রের ইহাই ভাবার্থ)।

৬। (ক) হে হৃন্নিহিত জ্ঞানভক্তি ! তোমরা প্রাঙ্মুখে অর্থাৎ ভগবৎ-সকাশে প্রকৃষ্টরূপে গমন কর অথবা আমাকে লইয়া যাও।

(খ) অপিচ, হে হৃন্নিহিত জ্ঞানভক্তি ! তোমরা আমার অনুষ্ঠিত

সৎকর্ম্ম দেবগণের অর্থাৎ ভগবানের প্রতি সংবাহিত কর অথবা ভগবানকে প্রাপ্ত করাও। (ভাব এই যে,—আমার কর্ম্ম ভগবানে যুক্ত হউক)।

(গ) আরও, হে হৃন্নিহিত জ্ঞানভক্তি! তোমরা কুটিল হইও না অর্থাৎ আমাকে পরিত্যাগ করিও না, অথবা বিচলিত হইও না অর্থাৎ অবিচলিত-ভাবে আমার হৃদয়ে অবস্থিতি কর!

(মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। জ্ঞান ও ভক্তি উভয়েই সৎকর্ম্মের সহায়ক। তাহাদের অনুকম্পায় ভগবৎ-প্রাপ্তি সুগম হয়। ভাব এই যে,—হে জ্ঞান ও ভক্তি! তোমরা আমাকে সৎকর্ম্মপরায়ণ কর এবং ভগবৎ-প্রাপ্তি-সামর্থ্য প্রদান কর)।

৭। হে আমার হৃন্নিহিত জ্ঞানভক্তি! তোমরা এই শরীরভূত দেব-যজনে অর্থাৎ আমার এই সৎকর্ম্মে অথবা আমার হৃদয়ে ক্রীড়া কর অর্থাৎ সর্ব্বদা বর্ত্তমান রহ। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক; আমাতে জ্ঞানভক্তি অবিচলিত ভাবে অবস্থিত থাকুক এবং তদ্দ্বারা আমার অভীষ্ট লাভ হউক,—মন্ত্রে এইরূপ প্রার্থনা দ্যোতিত)।

৮। হে বিশ্বব্যাপক ভগবন্! আপনি দ্যুলোক বা স্বর্গলোক হইতে অপিচ পৃথিবী বা ভূলোক হইতে এবং মহৎ অনন্তপ্রসারিত অন্তরিক্ষলোক হইতে সমানীত ধনের দ্বারা আপনার উভয় হস্তই পূর্ণ করুন এবং দক্ষিণ ও বাম উভয় হস্ত হইতে (হস্তের দ্বারা) অর্থাৎ মুক্তহস্তে বা কৃপণতা-রহিত হইয়া (সেই ধন) আমাদিগকে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভগবান কার্পণ্যরহিত হইয়া আমাদিগের প্রতি তাঁহার করুণাধারা বর্ষণ করুন এবং সর্ব্বলোক হইতে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ পরমধন আনিয়া আমাদিগের মধ্যে স্থাপন করুন,—মন্ত্রে এই ভাব পরিব্যক্ত)।

৯। (ক) যে বিষ্ণু পৃথিবীসম্বন্ধী পঞ্চভূতাত্মক সারভূত কারণ-সমূহ অর্থাৎ নিখিল অণুপরমাণুজাত সৃষ্ট্যুপকরণ-সমূহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই বিশ্বব্যাপক ভগবানের অলৌকিক কার্য্যের মাহাত্ম্যের বিষয় আমরা নিত্যই কীর্ত্তন করিতেছি বা করিয়া থাকি। (ভাব এই যে,—ভগবন্মহিমা আমাদিগের নিত্যপ্রত্যক্ষীভূত)।

(খ) সকল প্রাণীর মনোজীবভাব-সমূহের মধ্যে অনুঃপ্রবিষ্ট, অথবা অগ্নিবায়ু-সূর্য্যরূপে পৃথিবী-অন্তরিক্ষ-দ্যুলোকে স্বমহিমাবিজ্ঞাপক, মহাত্মগণের

আরাধনীয় সেই বিষ্ণু অর্থাৎ ভগবান্ শ্রেষ্ঠস্থানীয় লোকত্রয়াশ্রয়ভূত অন্তরিক্ষকে অর্থাৎ দেবভাবসমূহের আধারস্থান সাধনসম্পন্নগণের হৃদয়কে মন্থন করেন অর্থাৎ অজ্ঞান-মোহে স্থানভ্রষ্ট হইয়া যাহাতে অধঃপতিত না হয়, এমনভাবে তিনি ধারণ করেন।

(বিশ্বপ্রকাশক সেই ভগবান সকলের আরাধনীয়। তিনি সকল প্রাণীর মনোজীবভাবের মধ্যে অনুঃপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে সর্ব্বদা সকল সময়ে নিয়মিত করেন। কেবল তাঁহারই অনুগ্রহে মানুষ চিত্তোৎকর্ষ লাভ করে। মোক্ষেচ্ছু ব্যক্তি সেই ভাগবানের প্রীতির জন্য সারভূত শুদ্ধসত্ত্বকে নিবেদন করেন। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্যার্থ)।

১০। হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি বিশ্বব্যাপক ভগবানের ললাটরূপ শ্রেষ্ঠ-স্থানবর্ত্তী (অথবা হৃদ্‌রূপ শ্রেষ্ঠস্থানে) অধিষ্ঠিত হও। অথবা তুমি আত্ম-জ্ঞানসম্পন্ন সাধকের ললাটবৎ উচ্চস্থানবর্ত্তী অর্থাৎ হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হও। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রকাশক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের স্বরূপ। শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাই ভগবানকে লাভ করা যায়)।

১১। হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি বিশ্বব্যাপক ভগবানের মেরুদণ্ডস্থানীয় অর্থাৎ সাধকগণের হৃদয়ে সংরক্ষক হও। অথবা তুমি আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির জ্ঞানদৃষ্টির বা আত্মদৃষ্টির সংরক্ষক হও। (এ মন্ত্রটীও নিত্যসত্য-মূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বই আত্মদর্শিগণের জ্ঞানদৃষ্টির এবং আত্ম-দৃষ্টির সংরক্ষক এবং ভগবৎ-প্রাপক)।

১২। হে আমার জ্ঞানভক্তি! তোমরা বিশ্বব্যাপক ভগবানের কর্ম্মের অর্থাৎ আমার অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মের সহিত লিপ্ত থাক; অথবা বিশ্বব্যাপক ভগবানের সহিত, আমার অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মের সংযোজক হও। (মন্ত্রটি আত্মোদ্বোধনমূলক। আমার অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মের সহিত জ্ঞান ও ভক্তি অবিচলিত থাকুক এবং জ্ঞান ও ভক্তি প্রভাবে আমার কর্ম্ম ভগবানের সহিত যুক্ত হউক,—মন্ত্রে এই ভাব সূচিত)।

১৩। (ক) হে আমার হৃন্নিহিত ভক্তি! তুমি বিশ্বব্যাপক ভগবানের গ্রন্থি-স্বরূপা অর্থাৎ বন্ধনহেতুভূতা হও। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রকাশক। ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে পাওয়া যায়। অতএব ভক্তি-সামর্থ্যের দ্বারা ভগবানকে যেন লাভ করিতে পারি, মন্ত্রে এইরূপ প্রার্থনা দ্যোতিত)।

(খ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি বিশ্বব্যাপক ভগবানের নিত্য-সত্যরূপ হও। (ভাব এই যে,—সত্যের দ্বারাই সৎস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাই ভগবানকে লাভ কর)।

(গ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি ভগবৎসম্বন্ধী অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপ হও। অতএব ভগবানের প্রীতির জন্য তোমাকে নিয়োজিত করি। (সদ্ভাবের দ্বারা ভগবৎ-প্রাপ্তি সুগম হয়। ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য নিখিল সদ্ভাব প্রদান করা কর্ত্তব্য।) (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—১৩ অনুবাক)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

দ্বাদশেঽনুবাক উত্তরবেদিরভিহিতা। তৎসমীপবর্ত্তিহবির্দ্ধানং ত্রয়োদশেঽনুবাকেঽভিধীয়তে।

১। "যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতঃ। বি হোত্রা দধে বয়ুনাবিদেক ইন্মহী দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ"॥—কল্পঃ—"গার্হপত্য আজ্যং বিলাপ্যোৎপূয় স্রুচি চতুর্গৃহীতং গৃহীত্বা শালামুখীয়ে সাবিত্রং জুহোত্যন্বারব্ধে যজমানে যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতঃ। বি হোত্রা দধে বয়ুনাবিদেক ইন্মহী দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ স্বাহেতি" ইতি।

হোমার্থং স্বাহাশব্দোঽধ্যাহৃতঃ। বিপ্রস্য ব্রাহ্মণস্য যজমানস্য সম্বন্ধিনো বিপ্রা ব্রাহ্মণা ঋত্বিজো মনো যুঞ্জতে লৌকিকচিন্তাভ্যো মনো নিবার্য্য যজ্ঞচিন্তায়াং তৎপ্রথমং নিয়ময়ন্তি। ততো ধিয় ইন্দ্রিয়াণ্যপি যজ্ঞার্থেষু স্বস্বব্যাপারেষু নিয়ময়ন্তি। কীদৃশস্য বিপ্রস্য। বৃহতো বিপশ্চিতঃ। অধীতবেদত্বাদ্বৃহত্ত্বমর্থাভিজ্ঞত্বাদ্বিপশ্চিত্ত্বং। কীদৃশা বিপ্রাঃ। হোত্রা হোমকর্ত্তারঃ। তদিদং বিপ্রাণাং মনোনিয়মনাদিসামর্থ্যমেক ইদ্বিদধ এক এব সসর্জ্জ। কীদৃশ একঃ। বয়ুনাবিৎ, মার্গাণ্বেত্তি সর্ব্বজ্ঞ ইত্যর্থঃ। ন চৈকস্য সর্ব্বস্রষ্টৌ বিস্মেতব্যং। যতঃ সবিতুঃ প্রেরকস্যান্তর্য্যামিণো দেবস্য পরিষ্টুতির্ম্মহী মহতী। তথা চাঽথর্ব্বণিকা অধীয়তে—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" ইতি। বাজসনেয়িনশ্চ—"স এষ সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতি সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চ" ইতি। শ্বেতাশ্বতরাশ্চ—"পরাঽস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" ইতি। এবং সর্ব্বত্রোদাহার্য্যং॥ এতং মন্ত্রং বিনিয়োক্তুমুপোদ্ঘাতত্বেনানুষ্ঠেয়ং বিধত্তে—"বদ্ধমব স্যতি বরুণপাশাদেবৈনে মুঞ্চতি প্র ণেনেক্তি মেধ্যে এবৈনে করোতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি। হবির্দ্ধাননামকয়োঃ শকটয়োর্যৎপূর্ব্বং বদ্ধমাসীত্তদবস্যতি মুঞ্চেৎ। প্রণেনেক্তি প্রক্ষালয়েৎ।

অত্র সূত্রং—"প্রযুক্তপূর্ব্বশকটে নদ্ধযুগে প্রবিহিতশম্যে প্রক্ষাল্য তয়োঃ প্রথমগ্রথিতান্ গ্রন্থীন্বিস্রস্য নবান্ প্রজ্ঞাতান্ কৃত্বাঽগ্রেণ প্রাগ্বংশমভিতঃ পৃষ্ঠ্যামব্যবনয়ন্ পরিশ্রিতে সচ্ছদিষী অবস্থাপয়তি" ইতি। পৃষ্ঠ্যাং বেদিমধ্যে প্রাক্প্রতীচোঃ শঙ্কোর্ব্বদ্ধাং রজ্জুং মধ্যেঽব্যবনয়ন্ব্যবধানমকুর্ব্বন্॥ মন্ত্রবিনিয়োগপূর্ব্বকং শকটপ্রেরণং বিধত্তে—"সাবিত্রিয়র্চ্চা হুত্বা হবির্দ্ধানে প্র

বর্ত্তয়তি সবিতৃপ্রসূত এবৈনে প্র বর্ত্তয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি॥ কল্পঃ— "স্বাচ্ছেদক্ষশব্দঃ সুবাগিত্যনুমন্ত্রয়তে" ইতি। স চ মন্ত্র এবমাম্নাতঃ—

২। "সুবাগ্দেব দুর্য্যা৺ আ বদ দেবশ্রুতৌ দেবেষ্বা ঘোষেথাম্" ইতি।—হেহক্ষদেব দুর্য্যান্ গৃহান্ প্রতি সুবাগ্ ভূত্বাহসমন্তাচ্ছ্রেয়স্করীং বাচং বদ। হে দেবশ্রুতৌ প্রখ্যাতাবক্ষৌ যজমানোহয়ং যুষ্মান্ যজতীতি দেবেষ্বাঘোষেথাং॥ সুবাক্শব্দোপযোগং দর্শয়তি-—"বরুণো বা এষ দুর্ব্বাগুভয়তো বদ্ধো যদক্ষঃ স যদুৎসর্জ্জেদ্‌যজমানস্য গৃহানভ্যুৎসর্জ্জেৎ সুবাগ্দেব দুর্য্যা৺ আ বদেত্যাহ গৃহা বৈ দুর্য্যাঃ শান্ত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি। অক্ষস্য বন্ধনহেতুপাশোপেতত্বাদ্বরুণত্বং। বরুণশ্চ ক্রূরত্বাদ্দুর্ব্বাক্। উৎসর্জ্জেৎ, শব্দং কুর্য্যাৎ॥ কল্পঃ—"অথৈনে পত্নী পদতৃতীয়েণাহজ্যমিশ্রেণোপানক্ত্যা নো বীরো জায়তামিতি" ইতি। স চৈবমাম্নাতঃ—

৩। "আ নো বীরো জায়তাং কর্ম্মণ্যো য৺ সর্ব্বেহনুজীবাম যো বহুনামসদ্বশী।" ইতি।—কর্ম্মণি সাধুঃ কুশলো বীর আলস্যরহিতঃ পুত্রোহস্মাকমাজায়তাং। যং জীবাম যশ্চ বহুনাং বশী নিয়মনশক্তিমানসদ্ভবেৎ, তাদৃশো জায়তাং। অত্র কল্পে পদতৃতীয়শব্দেন সোমক্রয়ণীপদস্থজসস্তৃতীয়াংশঃ পূর্ব্বং সংগৃহীতো বিবক্ষিতঃ॥ অক্ষোপাঞ্জনং বিধত্তে—"পত্ন্যুপানক্তি পত্নী হি সর্ব্বস্য মিত্রং মিত্রত্বায় যদ্বৈ পত্নী যজ্ঞস্য করোতি মিথুনং তদথো পত্নিয়া এবৈষ যজ্ঞস্যান্বারম্ভোহনবচ্ছিত্ত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি॥

৪। "ইদং বিষ্ণুর্ব্বি চক্রমে ত্রেধা নি দধে পদম্। সমূঢ়মস্য পা৺সুরে।" (৫) "ইরাবতী ধেনুমতী হি ভূত৺ সূযবসিনী মনবে যশস্যে। ব্যস্কভ্নাদ্রোদসী বিষ্ণুরেতে দাধার পৃথিবীমভিতো ময়ূখৈঃ॥"—কল্পঃ—"দক্ষিণস্য হবির্দ্ধানস্য পশ্চাদক্ষমুপস্থপ্য দক্ষিণস্যাং বর্ত্তন্যাং স্ফ্যেনোদ্ধত্যাবোক্ষ্য হিরণ্যং নিধায় সম্পরিস্তীর্য্যাভিজুহোতি—ইদং বিষ্ণুর্ব্বি চক্রমে ত্রেধা নি দধে পদং। সমূঢ়মস্য পা৺সুরে স্বাহেত্যপরং চতুর্গৃহীতং গৃহীত্বোত্তরস্য হবির্দ্ধানস্য পশ্চাদুপস্থপ্যোত্তরস্যাং বর্ত্তন্যাং স্ফ্যেনোদ্ধত্যাবোক্ষ্য হিরণ্যং নিধায় সম্পরিস্তীর্য্য জুহোতি—ইরাবতী ধেনুমতী হি ভূত৺ সূযবসিনী মনবে যশস্যে। ব্যস্কভ্নাদ্রোদসী বিষ্ণুরেতে দাধার পৃথিবীমভিতো ময়ূখৈঃ স্বাহেতি" ইতি।

বিষ্ণুস্ত্রিবিক্রমাবতারং ধৃত্বেদং বিশ্বং বিভজ্য ক্রমতে স্ম। ভূমাবেকং পদমন্তরিক্ষে দ্বিতীয়ং দিবি তৃতীয়মিত্যেবং ত্রেধা পদং নিদধে। পাংসবো ভূম্যাদিলোকরূপা যস্য পদস্য সন্তি তৎপাংসুরং। অস্য বিষ্ণোস্তস্মিন্ পদে বিশ্বং সমূঢ়ং সম্যগন্তর্ভূতং। কিং চ—ইরাবতী অন্নবতী ধেনুমতী ধেনুর্ব্বহুক্ষীরা গৌস্তদ্বতৌ সূযবসিনী শোভনৈর্যবসৈরভ্যবহার্য্যৈর্যুক্তে মনবে মানবপ্রজার্থং যশস্যে যশোনিমিত্তে ভবতং। এতে রোদসী দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিষ্ণুর্ব্ব্যস্কভ্নাদ্বিভজ্য স্থাপিতবান্। তাং চ পৃথিবীং ময়ূখৈঃ স্বতেজোরূপৈর্নানাজীবৈরভিতো দাধার পুপোষ। স বিষ্ণুরনয়োত্তরহবির্দ্ধানমাগাহৃত্যা প্রীয়তাং॥

বিধত্তে—"বর্ত্ম্না বা অন্বিত্য যজ্ঞ৺ রক্ষা৺সি জিঘা৺সন্তি বৈষ্ণবীভ্যামৃগ্‌ভ্যাং বর্ত্মনোর্জ্জুহোতি যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুর্যজ্ঞাদেব রক্ষা৺স্যপ হন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি। বর্ত্মনা শকটমার্গেণ। অন্বিত্যানুপ্রবিশ্য। যজ্ঞো দেবেভ্যো নিলায়ত বিষ্ণূ রূপং কৃত্বেত্যুক্তত্বাদ্‌যজ্ঞস্য বিষ্ণুত্বং। অত এব বৈষ্ণবমন্ত্রোহত্র ন ব্যধিকরণঃ। যজ্ঞাদেব বিষ্ণুরূপযজ্ঞদ্বারেণৈব॥

হোমাধারত্বেন হিরণ্যপ্রক্ষেপং বিধত্তে—"যদধ্বর্য্যুরনগ্নাবাহুতিং জুহুয়াদন্ধোঽধ্বর্য্যুঃ স্যাদ্রক্ষাꣳসি যজ্ঞꣳ হন্যুর্হিরণ্যমুপাস্য জুহোত্যগ্নিবত্যেব জুহোতি নান্ধোঽধ্বর্য্যুর্ভবতি ন যজ্ঞꣳ রক্ষাꣳসি ঘ্নন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি॥

৬। "প্রাচী প্রেতমধ্বরং কল্পয়ন্তী ঊর্দ্ধং যজ্ঞং নয়তং মা জীহ্বরতং"।—কল্পঃ—"অথৈনে সম্পরিগৃহ্য সম্প্রৈষমাহ হবির্দ্ধানাভ্যাং প্রবর্ত্ত্যমানাভ্যামনুব্রূহীতি ত্রিরুক্তায়াং প্রবর্ত্তয়ন্তি প্রাচী প্রেতমধ্বরং কল্পয়ন্তী উর্দ্ধং যজ্ঞং নয়তং মা জীহ্বরতমিতি" ইতি।

হে শকটে প্রাঙ্মুখে গচ্ছতং। কীদৃশে। অধ্বরং কল্পয়ন্তী দেবকর্ম্ম বাধরহিতং কুর্ব্বাণে। কিং চোর্দ্ধমুপরিবর্ত্তিদেবান্ প্রতি যজ্ঞং নয়তং মা কুটিলে ভবতমস্মুরান্মা প্রাপয়তং॥ প্রাকৃশব্দ-তাৎপর্য্যমাহ—"প্রাচী প্রেতমধ্বরং কল্পয়ন্তী ইত্যাহ সুবর্গমেবৈনে লোকং গময়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি॥—কল্পঃ—"আহবনীয়াৎ প্রতীচস্ত্রীন্ প্রক্রমানুচ্ছেয্যাত্র রমেথামিতি নভ্যস্থে স্থাপয়িত্বা" ইতি। নভ্যশব্দেন ফলকত্রয়োপেতে চক্রে নাভিযুক্তং মধ্যমফলকমুচ্যতে। তস্মিন্ যথা শকটং তিষ্ঠতি তথা স্থাপয়েৎ। প্রাচীনবংশস্থো যঃ পুরাতন আহবনীয়স্তস্যৈত উর্দ্ধং গার্হপত্যত্বং। আহবনীয়স্ত্বুত্তরবেদিস্থ এব। তত্রত্যপুরাতনগার্হপত্যস্য। শালামুখীয়ত্বমিতি। তথা চ সূত্রং—"প্রবর্গ্যমুদ্বাস্য পশুবন্ধবদগ্নিং প্রণয়ত্যেষ সোমস্যাহঽবনীয়ো যতঃ প্রণয়তি স গার্হপত্যঃ" ইতি। মন্ত্রপাঠস্তু—

৭। "অত্র রমেথাং বর্ষ্মন্ পৃথিব্যাঃ" ইতি।—হে শকটে দেবযজনাখ্যে পৃথিব্যাঃ শরীর উত্তরবেদ্যাঃ পশ্চিমভাগে প্রক্রমত্রয়মবশেষ্য যৎস্থানমস্তি অত্র স্থানে ক্রীড়তং॥ দেবযজনরূপায়া বেদেঃ পৃথিবীশরীরত্বং যদিমামবিন্দন্ত তদ্বেদ্যৈ বেদিত্বমিত্যেতস্মিন্ ব্রাহ্মণে প্রসিদ্ধমাহ—"অত্র রমেথাং বর্ষ্মন্ পৃথিব্যা ইত্যাহ বর্ষ্ম হ্যেতৎ পৃথিব্যা যদ্দেবযজনং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি॥ কল্পঃ—"দিবো বা বিষ্ণবিত্যধ্বর্য্যুর্দক্ষিণস্য হবির্দ্ধানস্য দক্ষিণং কর্ণাতর্দ্দমনু মেথীং নিহন্তি তস্যানীষাং নিনহ্যত্যেবমুত্তরস্য প্রতিপ্রস্থাতা বিষ্ণোর্নু কমিত্যুত্তরস্যোত্তরং কর্ণাতর্দ্দমনু" ইতি। যুগস্য দক্ষিণোত্তরভাগৌ শকটস্য কর্ণস্থানীয়ৌ। তয়োরাতর্দ্দ ঈষাভ্যাং সহ দৃঢ়বন্ধনং। দক্ষিণবন্ধনসন্ধৌ মেথী নিখাতব্যা। মন্ত্রৌ ত্বেবং পঠিতৌ—

৮। "দিবো বা বিষ্ণবুত বা পৃথিব্যা মহো বা বিষ্ণবুত বাঽন্তরিক্ষাদ্ধস্তৌ পৃণস্ব বহুভির্ব্বসব্যৈরা প্র যচ্ছ দক্ষিণাদোত সব্যাৎ।"

৯। বিষ্ণোর্নু কং বীর্য্যাণি প্র বোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাꣳসি যো অস্কভায়দুত্তরꣳ সধস্থং বিচক্রমাণস্ত্রেধোরুগায়ঃ" ইতি।—হে বিষ্ণো দ্যুলোকাদ্বা ভূলোকাদ্বা মহর্লোকাদ্বাঽন্তরিক্ষলোকাদ্বা সমানীতৈর্ব্বহুভির্দ্ধনসমূহৈঃ স্বহস্তৌ পূরয়। হে বিষ্ণো পূর্ণধনাদ্দক্ষিণাৎ সব্যাচ্চ হস্তাদাপ্রযচ্ছ বহুকৃত্ব আবৃত্য প্রকৃষ্টং মণিমুক্তাদিকং দেহি। নুকমিত্যব্যয়ং কর্ম্মবাচকং। বিষ্ণোর্বীর্য্যাণি কর্ম্মাণি প্রবোচং ব্রবীমি। কানি কর্ম্মাণি। যো বিষ্ণুঃ পার্থিবানি রজাংসি পরমাণূন্বিমমে নির্ম্মিতবান্ পরিগণিতবাংশ্চ। পুনরপি যো বিষ্ণুরুত্তরমুপরিবর্ত্তি সধস্থং দেবানাং সহ বাসস্থানং দ্যুলোকমস্কভায়ৎ, যথাঽধো ন পততি তথা স্তম্ভিতবান্। পুনরপি যস্ত্রেধা বিচক্র-মাণস্ত্রিষু লোকেষু পদত্রয়ং নিদধৌ, উরুভির্ম্মহাত্মভির্গীয়তে চ॥

মেথ্যা নিখননং বিধত্তে—"শিরো বা এতদ্‌যজ্ঞস্য যদ্ধবির্দ্ধানং দিবো বা বিষ্ণবুত বা পৃথিব্যা

ইত্যাশীর্পদয়র্চ্চা দক্ষিণস্য হবির্দ্ধানস্য মেথীং নি হন্তি শীর্ষত এব যজ্ঞস্য যজমান আশিষোঽব রুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি। যথা শিরসি চক্ষুরাদীনি গোলকানি নিধীয়ন্তে তথা হবির্দ্রব্যাণি শকটে নিধীয়ন্ত ইতি হবির্দ্ধানস্য যজ্ঞশিরস্ত্বং। হস্তৌ পৃণস্বাঽপ্রযচ্ছেত্যাশীর্যস্যা ঋচঃ পদেষু প্রতীয়তে সেয়মৃগাশীর্পদা। যদ্যপ্যেষা মেথীং ন প্রকাশয়তি তথাঽপি বাচনিকোঽত্র বিনিয়োগঃ। অনেন মন্ত্রেণ যজ্ঞশিরসো হবির্দ্ধানাদ্যজমান আশিষঃ প্রাপ্নোতি॥ আচ্ছাদকং বিধত্তে—"দণ্ডো বা ঔপরস্তৃতীয়স্য হবির্দ্ধানস্য বষট্কারেণাক্ষমচ্ছিনদ্যত্তৃতীয়ং ছদির্হবির্দ্ধানয়োরুদা-হ্রিয়তে তৃতীয়স্য হবির্দ্ধানস্যাবরুদ্ধ্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি।

দণ্ডো নাম কশ্চিদসুর উপরনামকস্যাসুরস্য পুত্রো বষট্কারদেবেন সহ মৈত্রীং কৃত্বা তদ্দ্বারা প্রবিশ্য তৃতীয়স্য শকটস্যাক্ষমচ্ছিনৎ। অতস্তৃতীয়স্য শকটস্য প্রতিনিধিত্বেনৈকৈকস্য শকটস্যোর্দ্ধং তৃণাদিনির্ম্মিতং ছদিঃ স্থাপয়েৎ। তত্র দক্ষিণোত্তরপার্শ্বয়োঃ পরিশ্রয়ণার্থে দ্বে ছদিষী অপেক্ষ্য তৃতীয়ং। অথ শকটে অন্তর্ভাব্য হবির্দ্ধানাখ্যং মণ্ডপং নির্ম্মাতব্যং। তত্র দক্ষিণশকটাৎ পুরতো গ্রহাসাদনায়াবকাশং শিষ্ট্বা দক্ষিণোত্তররূপেণ ষট্সংখ্যাকাঃ স্থূণা নিখাতব্যাঃ। এবং পশ্চাদ্ভাগে ষট্স্থূণা নিখাতব্যাঃ। তয়োঃ স্থূণাপঙ্ক্ত্যোরুদঞ্চৌ বংশাবাদধাতি॥

১০। "বিষ্ণো ররাটমসি।"—অত্র কল্পঃ—"তাসূদঞ্চৌ বংশৌ প্রোহত্যধ্যস্যতি পুরস্তাদ্র-রাটীং বিষ্ণো ররাটমসীতি" ইতি। হবির্দ্ধানমণ্ডপস্য বিষ্ণুদেবতাকত্বাদ্বিষ্ণুত্বং। পূর্ব্বদ্বারবর্ত্তি-স্তম্ভয়োর্ম্মধ্যে কাচিদ্দর্ভমালা গ্রথ্যতে, তাং দর্ভমালাং তদ্বন্ধনাধারং তির্য্যগ্বংশং বা সম্বোধ্য পুরুষ-ললাটত্বেনোপচরিতুং বিষ্ণো ররাটমসীত্যুচ্যতে॥

১১। "বিষ্ণোঃ পৃষ্ঠমসি।"—কল্পঃ—"প্রাচো বংশানত্যাধায় বিষ্ণোঃ পৃষ্ঠমসীতি তেষু মধ্যমং ছদিরধ্যূহতি অরত্নিবিস্তারং নবায়ামং" ইতি॥ যজ্ঞপুরুষস্য হবির্দ্ধানাখ্যং মণ্ডপং শিরস্তৎ সাম্যং মন্ত্রেরুচ্যত ইত্যাহ—"শিরো বা এতদ্যজ্ঞস্য যদ্ধবির্দ্ধানং বিষ্ণো ররাটমসি বিষ্ণোঃ পৃষ্ঠমসী-ত্যাহ তস্মাদেতাবদ্ধা শিরো বিষ্যূতং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি। একা ররাটী, একং ছদিঃ, দ্বৌ ররাট্যন্তাবিতি যাবন্তো মণ্ডপস্য প্রকারা এতাবদ্ধৈতাবৎ প্রকারং শিরো বিশ্ব-কর্ম্মণা বিশেষেণ স্যূতং, শিরস্যাচ্ছাদিকা ত্বগেব ছদিঃ স্থাপনীয়া॥

১২। "বিষ্ণোঃ শ্নপ্ত্রে স্থঃ।"—কল্পঃ—"পার্শ্বয়োশ্ছদিষী নিদধাতি বিষ্ণোঃ শ্নপ্ত্রে স্থ ইতি" ইতি॥

১৩। "বিষ্ণোঃ স্যূরসি বিষ্ণোর্ধ্রুবমসি বৈষ্ণবমসি বিষ্ণবে ত্বা।"—কল্পঃ—"বিষ্ণোঃ স্যূর-সীত্যধ্বর্য্যুর্দ্দক্ষিণং বাহুং স্যূত্বা বিষ্ণোর্ধ্রুবমসীতি প্রজ্ঞাতং গ্রন্থিং করোতি বৈষ্ণবমসি বিষ্ণবে ত্বেতি সম্মিতমভিমৃশতি" ইতি। সীব্যতেঽনয়া রজ্জেতি স্যূঃ। হে বন্ধনহেতো ত্বং বিষ্ণুদেবতাকস্য রজ্জুরসি। হে গ্রন্থিরূপ ত্বং বিষ্ণুসম্বন্ধি দৃঢ়মসি। হে মণ্ডপ ত্বং বিষ্ণুদেবতাকমস্যতো বিষ্ণুপ্রীতয়ে ত্বাং স্পৃশামি॥ অত্র বিষ্ণোরিতি ষষ্ঠ্যা দেবতাত্বলক্ষণঃ সম্বন্ধো বিবক্ষিত ইত্যাহ—"বিষ্ণোঃ স্যূরসি বিষ্ণোর্ধ্রুবমসীত্যাহ বৈষ্ণবꣳ হি দেবতয়া হবির্দ্ধানং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০৯) ইতি॥

প্রজ্ঞাতগ্রন্থের্বিস্রংসনং বিধত্তে—"যং প্রথমং গ্রন্থিং গ্রথ্নীয়াদ্যত্তং ন বিস্রꣳসয়েদমেহেনা-ধ্বর্য্যুঃ প্র মীয়েত তস্মাৎ স বিস্রস্যঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি। অমেহেন মূত্রনিরোধেন॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—

"যুঞ্জ হুত্বা সুবাগক্ষে শব্দশ্চেন্মন্ত্রয়েত তং। অ নোঽক্ষম এঃ জ্যাজুহুয়াৎ পথোরিদনিরাদ্বয়াৎ॥ ১॥ প্রাচী প্রবর্ত্ত্যে শকটে অত্রেতি স্থাপয়েদিমে। দিবো বিষ্ণোর্দ্বয়ান্মেথ্যাবনসো বিনিহস্ত্যভে॥ ২॥ বিষ্ণোর্মণ্ডপনির্ম্মাণং পঞ্চভির্দ্বারি বংশকঃ। মধ্যচ্ছদির্নাট্যাস্তৌ রজ্জুস্যূতিশ্চ বন্ধনে॥ বৈষ্ণ স্পৃশ্বেন্নির্ম্মিতং তন্মন্ত্রাঃ পঞ্চদশোদিতাঃ॥ ৩॥" ইতি॥

অথ মীমাংসা।

দশমাধ্যায়স্যাষ্টমপাদে চিন্তিতং—"বিকল্প্যতে বাধ্যতে বাঽহবনীয়ঃ পদাদিভিঃ। সামান্যস্য বিশেষেণ প্রত্যক্ষোক্তিত্বসাম্যতঃ॥ লিঙ্গচোদকবদ্বাধো নাস্তি তেন বিকল্প্যতে। বিশেষার্থে লক্ষণা স্যাদতো মুখ্যেন বাধ্যতে" ইতি॥ অনারভ্য শ্রূয়তে—"যদাহবনীয়ে জুহ্বতি। তেন সোঽস্যাভীষ্টঃ প্রীতঃ" ইতি। জ্যোতিষ্টোমে শ্রূয়তে—"পদে জুহোতি বর্ত্মনি জুহোতি" ইতি॥ রাজসূয়ে শ্রূয়তে—"বল্মীকবপামুৎসৃজ্য জুহোতি" ইতি। তথাঽন্যত্র শ্রূয়তে—"গার্হপত্যে পত্নীসংযাজাঞ্জুহোতি" ইতি। তত্রানারভ্যবাদেন হোমসামান্যমনূদ্যাঽহবনীয়ো বিহিতঃ। প্রকরণনিয়মিতৈঃ পদাদিবাক্যৈস্তত্তদনুবন্ধবিশিষ্টা হোমা বিহিতাঃ। গার্হপত্যবাক্যেন হোমবিশেষমনূদ্য গার্হপত্যো বিহিতঃ। তত্র পদাদিহোমেষু সামান্যশাস্ত্রেণ প্রাপ্ত আহবনীয়ো বিশেষশাস্ত্রপ্রাপ্তৈঃ পদাদিভিঃ সহ বিকল্প্যতে। কুতঃ। প্রত্যক্ষবচনোক্তত্বেন সমানবলত্বাৎ। নৈবৈন্দ্র্যা গার্হপত্যমুপতিষ্ঠত ইত্যত্র যথা শ্রুত্যা লিঙ্গং বাধ্যতে, যথা বা চোদকাতিদিষ্টানাং কুশানামুপদিষ্টৈঃ শরৈর্ব্বাধস্তথা সামান্যস্য বিশেষেণ বাধোঽস্ত্বিতি চেন্ন। বৈষম্যাৎ। লিঙ্গং বিলম্বিতত্বাদ্ দুর্ব্বলং। চোদকশ্চানুমেয়তয়া দুর্ব্বলঃ। ন ত্বেবং সামান্যশাস্ত্রং বিলম্ব্যতে, নাপ্যনুমীয়তে। ততো দৌর্ব্বল্যাভাবাদ্বিকল্প ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—হোমসামান্যানুবাদকং যচ্ছাস্ত্রং তৎসামান্যে মুখ্যত্বাদ্ধোমবিশেষানুবাদে লাক্ষণিকতয়া দুর্ব্বলং, বিশেষশাস্ত্রং তু মুখ্যবৃত্ত্যা বিধায়কত্বাৎ প্রবলং। ন চ পদাদিশাস্ত্রমপি হোমসামান্যমেবানূদ্য পদাদিবিধায়কং সৎ সমানবলং স্যাদিতি শঙ্কনীয়ং। প্রকরণনিয়মিতত্বেন বিশিষ্টবিধায়কস্য সামান্যানুবাদাযোগাৎ। তস্মাৎ প্রবলেন বিশেষেণ সামান্যং বাধ্যতে।

তৃতীয়াধ্যায়স্য সপ্তমপাদে চিন্তিতং—"হবির্দ্ধানে স্থিতো ব্রূয়াৎ সামিধেনীরিহাঙ্গতা। হবির্দ্ধানস্য তাস্বাহো তদ্দেশোঽনেন লক্ষ্যতে। বাক্যৈক্যাদঙ্গতা নৈবং প্রকৃত্যা পশ্চিমোঽগ্নিতঃ। দেশঃ প্রাপ্তো লাঘবেন লক্ষ্যঃ শকটসন্নিধিঃ" ইতি॥ জ্যোতিষ্টোমে শ্রূয়তে—"উত যৎ সুন্বন্তি সামিধেনীস্তদন্বাহুঃ" ইতি। হবির্দ্ধানমণ্ডপগতয়োর্দ্দক্ষিণোত্তরভাগাবস্থিতয়োর্হবির্দ্ধাননামকয়োঃ শকটয়োর্ম্মধ্যে দক্ষিণং শকটমত্র যত্তচ্ছব্দাভ্যামভিধীয়তে। তস্য সমীপে সোমস্যাভিষবঃ। উতেত্যয়ং শব্দোঽথশব্দার্থে বর্ত্ততে। অথ যস্মিন্ হবির্দ্ধানে সোমমভিষুণ্বন্তি তস্মিন্ সামিধেনীরনুব্রূয়ুরিত্যর্থঃ। ইহ দক্ষিণস্য হবির্দ্ধানস্য সামিধেনীষঙ্গত্বং প্রতীয়তে। ন চাত্রার্দ্ধমন্তর্ব্বেদি মিনোত্যর্দ্ধং বহির্ব্বেদীত্যুদাহরণ ইব বাক্যভেদে দোষঃ শঙ্কিতুং শক্যঃ। একবাক্যতায়াঃ স্পষ্টং প্রতিভাসাদিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—সামিধেনীনামিষ্ট্যঙ্গতয়া দর্শপূর্ণমাসাবত্র প্রকৃতিঃ। প্রকৃতৌ চাঽহবনীয়াগ্নেঃ পশ্চিমো দেশঃ সামিধেনীনাং স্থানং। ইহোত্তরবেদেরাহবনীয়ত্বাত্তদপেক্ষয়া হবির্দ্ধানস্য পশ্চিমদেশাবস্থানাৎ স দেশশ্চোদকেন প্রাপ্ত ইতি ন দেশস্য সামিধেন্যঙ্গত্বং বিধাতব্যং, কিং তু দক্ষিণোত্তরহবির্দ্ধানসমীপদেশয়োরনিয়মপ্রাপ্তৌ দক্ষিণস্য হবির্দ্ধানস্য সমীপদেশং

নিয়ন্তুং হবির্দ্ধানেন সন্নিধির্লক্ষ্যতে। তথা সতি নিয়মমাত্রবিধানাল্লাঘবং ভবতি। ত্বৎপক্ষে ত্বভিষবোপলক্ষিতস্য দক্ষিণস্য হবির্দ্ধানস্যাত্যন্তমপ্রাপ্তং সামিধেন্যঙ্গত্বং বিধীয়ত ইতি গৌরবং। তস্মাদ্দেশলক্ষণা। দ্বাদশাংস্যায়স্য প্রথমপাদে চিন্তিতং—"হবির্দ্ধানোর্দ্ধকালে কিমৌষধার্থমনোন্তরং নাস্ত্যস্তি বা ন শক্তত্বাদ্দেশভেদাদিতোঽন্তিমঃ" ইতি॥ জ্যোতিষ্টোমে হবির্দ্ধাননামকয়োঃ শকটয়োঃ প্রবর্ত্তনাদূর্দ্ধমৌষধদ্রব্যকাণাং পুরোডাশাদীনাং নির্ব্বাপায় তয়োরেব শক্তত্বান্ন শকটান্তরমন্বেষ্যমিতি চেন্ন। দেশভেদাৎ। মহাবেদ্যাং মন্ত্রপূর্ব্বকং প্রবর্ত্ত্য হবির্দ্ধানমণ্ডপে হবির্দ্ধানাখ্যে শকটে স্থাপিতে। নির্ব্বাপস্তু মুখ্যগার্হত্যাৎ পশ্চিমদেশে। কিং চাস্যত্র তৃতীয়ং শকটং। অনাংসি প্রবর্ত্তয়ন্তীতি বহুবচনোক্তেঃ। তস্মাচ্ছকটান্তরে নির্ব্বাপঃ॥

অথ ছন্দঃ।

যুঞ্জতে মন ইতি জগতী। আ নো বীর ইতি বিরাড়্গায়ত্রী। ইদং বিষ্ণুরিতি গায়ত্রী। ইরাবতীতি ত্রিষ্টুপ্। প্রাচী প্রেতমিতি দ্বিপদা ত্রিষ্টুপ্। অত্র রমেথামিত্যেকপদা বিরাট্। দিবো বা বিষ্ণো বিষ্ণোর্নুকমিতি ত্রিষ্টুভৌ॥ (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—১৩ অনুবাক)॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়প্রপাঠকে ত্রয়োদশোঽনুবাকঃ॥ ১৩॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—‡—

ভাষ্যমতে ত্রয়োদশ অনুবাকের মন্ত্রসমূহে উত্তরবেদির সমীপবর্ত্তী হবির্দ্ধান-প্রক্রিয়া পরিবর্ণিত হইয়াছে। নিম্নে ভাষ্যের ভাব এবং তৎসম্বন্ধে আমাদিগের মন্তব্য প্রদান করিতেছি। মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলেই মন্ত্রসমূহের তাৎপর্য্য উপলব্ধি হইবে।

ত্রয়োদশ অনুবাকের প্রথম মন্ত্রটি নানা ভাবে জটিলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সে জটিলতা নিরসন করিয়া মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে বিশেষ আয়াস-স্বীকার করিতে হইল। কোনও স্থলে বচন-ব্যত্যয়, কোনও স্থলে পুরুষ-ব্যত্যয়, কোনও স্থলে বিভক্তি-ব্যত্যয়—এইরূপ নানা বিষয়ের ব্যত্যয়ে, মন্ত্রের জটিলতা অশেষ প্রকারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা মন্ত্রার্থ আলোচনায় ভাষ্যকারের অভিমতের সঙ্গে সঙ্গে একে একে তদ্বিষয় প্রদর্শনের প্রয়াস পাইতেছি।

ভাষ্য-প্রারম্ভে ভাষ্যকার হবির্দ্ধান অর্থাৎ যজ্ঞশালা-প্রস্তুতের নিয়মাবলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সোম-সংবাহনকারী শকট ও অন্যান্য হোম-দ্রব্যের রক্ষণোপযোগী শালা, ঋত্বিগ্গণের জন্য স্বতন্ত্র স্থান, সোমকণ্ডন স্থান এবং যজ্ঞস্থান—এই চতুর্ব্বিধ শালা-নির্ম্মাণ-প্রণালী এবং মন্ত্র-প্রয়োগের প্রক্রিয়া-বিধি প্রভৃতি তথায় উল্লিখিত দেখিতে পাই। ভাষ্যের অভিমত প্রথমে উল্লেখ করিতেছি; যথা,—প্রথমতঃ প্রাচীন বংশশালা; সেই বংশশালায় আহবনীয়াদি অগ্নিত্রয় পরিস্থাপন জন্য ত্রিবিধ বেদি রচিত হইয়াছে। এই বংশশালার পুরোভাগে ষট্ত্রিংশৎ (৩৬) পদ দীর্ঘ সৌমিক-বেদি নির্ম্মিত হইবে। তাহার অর্থাৎ

সৌমিক-বেদীর অগ্রভাগে পূর্ব্বোক্ত উত্তরবেদি। তাহার পশ্চাতে মধ্যভাগে হবির্ধানাখ্য মণ্ডপ প্রস্তুত করিবে। প্রাচীনার পুরোভাগে, তাহার স্থানে দক্ষিণোত্তরভাগে, হবির্দ্ধানসংজ্ঞক দুইখানি শকট স্থাপিত করিবার বিধি। সেই শকটদ্বয়ের সম্মুখভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া শকটের আবরণস্বরূপ হবির্দ্ধানাখ্য মণ্ডপ নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত শকটদ্বয় সাবিত্র্য হোমবেদি হইতে কিঞ্চিদূর্দ্ধে প্রবর্ত্তিত করা বিধেয়। প্রাচীনবংশশালার দ্বারসমীপে পূর্ব্বসিদ্ধ আহবনীয় বিদ্যমান। সেই আহবনীয়ে হোম করিবে। পূর্ব্বোক্ত আহবনীয় আবার উত্তর-বেদ্যাখ্য অপর আহবনীয় হইতে নিষ্পন্ন হওয়ায়, তদপেক্ষায় স্বয়ং গার্হপত্য আহবনীয় নিষ্পন্ন হয়। সূত্রের ইহাই অর্থ। মন্ত্রটী জগতী-ছন্দোবিশিষ্ট।

পূর্ব্বোক্ত প্রয়োগবিধি অনুসারে ভাষ্যে মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে, অতঃপর তাহার উল্লেখ করিতেছি। আমাদিগের পরিগৃহীত ব্যাখ্যার সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলে, পাঠকগণ উভয় ব্যাখ্যার ঔচিত্যানৌচিত্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ; যথা,—ব্রাহ্মণ-যজমানের যজ্ঞার্থী ব্রাহ্মণ ঋত্বিগ্‌গণ লৌকিক চিন্তা হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া যজ্ঞচিন্তায় মনোনিবেশ করিতেছেন। অপিচ, যজ্ঞের নিমিত্ত তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়-সমূহকেও সংযত করিয়া নিয়োগ করিতেছেন। কিরূপ 'বপ্রগণের? 'মহৎ' ও 'বিপশ্চিতঃ' অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ। বেদাধ্যয়ন-হেতু 'বৃহতঃ' এবং বেদার্থাভিজ্ঞতা-হেতু 'বিপশ্চিতঃ'। কিরূপ ঋত্বিগ্‌গণ? 'হোত্রা' অর্থাৎ হোমকর্ত্তা। এই সকল বিপ্রগণ মনোনিয়মনাদি-ব্যাপ্যারে এক অর্থাৎ অদ্বিতীয়। কিরূপ 'একঃ'? 'বয়ুনাবিৎ'—সর্ব্বমার্গবিৎ ;—সকলের প্রজ্ঞান-বিষয়ে বা মনোবৃত্তি-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। অথবা, সেই হোমকর্ত্তা ঋত্বিগ্‌গণের মধ্যে 'বয়ুনাবিৎ' মাত্র একজন থাকেন। সেই একের সর্ব্বসৃষ্টি-সামর্থ্য বিষয়ে কথিত হইতেছে ;—যেহেতু প্রেরক অন্তর্য্যামী দেবতার সর্ব্বদা-উচ্চারিতব্য স্তুতি মহতী। অতঃপর 'একঃ' শব্দের বিশ্লেষণে ভাষ্যকার কতকগুলি শ্রুতিবাক্য উদ্ধার করিয়া মন্ত্রের যে অর্থান্তর অধ্যাহার করিয়াছেন, তাহা এই,—যজ্ঞকর্ম্মে বিপশ্চিত ঋত্বিগ্‌গণ মন এবং বাক্য যোজনা করিতেছেন। কিরূপ 'বিপশ্চিতঃ'? 'বিপ্রস্য' অর্থাৎ যিনি যজ্ঞের ফল বিশেষরূপে পূরণ করেন অর্থাৎ ফলদান প্রতি প্রাপ্তক্রিয়া-শক্তি। আর 'বৃহতঃ' অর্থাৎ সর্ব্বসাধনসম্পন্ন সপ্তবষট্‌কর্ত্তা স্ব স্ব কর্ম্মে ধারণ করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে ত্রিবেদজ্ঞানবান ব্রহ্মাখ্য একজন। ব্রহ্মাখ্য ঋত্বিগ্‌গণ যে কার্য্য করেন, তৎ-সমুদায়ই সবিতা-দেবতার প্রেরণা-জনিত ; এই জন্যই সবিতৃদেবতার স্তুতির মাহাত্ম্য প্রখ্যাত।

এই হইল—ভাষ্যের ভাব! এখানে কেবলমাত্র লৌকিক ব্যবহার অনুসারেই ভাষ্যকার মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি মন্ত্রের নিগূঢ় উদ্দেশ্য-বিষয়ে মনোনিবেশ করেন নাই বলিয়াই মনে হয়। লৌকিক ব্যবহারে মন্ত্রের প্রয়োগ-বিধি-সম্বন্ধে আমাদিগের কোনই বক্তব্য নাই। অলৌকিক বেদমন্ত্রে লৌকিক অর্থ ব্যতিরিক্ত যে এক লোকাতীত ভাবের সমাবেশ আছে, তাহা প্রকটনই আমাদিগের ব্যাখ্যা প্রভৃতির প্রধান উদ্দেশ্য। সেইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই আমরা বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভগবন্মুখনিঃসৃত অপৌরুষেয় বেদমন্ত্রে যে ভগবন্মাহাত্ম্য প্রকটিত ও প্রখ্যাপিত, এবং তাহা যে গতিমুক্তির হেতুভূত, আমাদিগের ব্যাখ্যাদিতে তাহা উপলব্ধ হইবে। বেদমন্ত্রের সেই অলৌকিক ভাবলহরী,

বেদমন্ত্রের সেই বিশ্বজনীন উদারনীতি, বেদমন্ত্রের সেই হৃদুন্নতকারী অমিয় পীযূষ-ধারা— মানুষের প্রাণে যে শান্তিধারা বর্ষণ করে ; যিনি একবার সেই ভাব-তরঙ্গে ডুবিতে পারিয়াছেন, তিনিই তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

এক্ষণে মন্ত্রের তাৎপর্য্য বিষয়ে আলোচনা করিতেছি। মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের সহিত যে যে বিষয়ে আমাদিগের মতান্তর ঘটিয়াছে, এই আলোচনা-প্রসঙ্গে তাহা বিশদীকৃত হইবে। মন্ত্রের প্রথমেই দুইটী 'যুঞ্জতে' পদ দৃষ্ট হয়। ঐ পদ আত্মনেপদের একবচনে প্রযুক্ত। ভাষ্যকার 'বিপ্রাঃ' এই বহুবচনান্ত পদকে 'যুঞ্জতে' একবচনান্ত ক্রিয়াপদের কর্তৃপদ-রূপে গ্রহণ করিয়া, উহার বচন-ব্যত্যয় ঘটাইয়াছেন। আবার 'বিদধে' ক্রিয়াপদকে 'বিদধতে' রূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া, উহার পুরুষ এবং বচন উভয়েরই বিপর্য্যয় সংঘটন করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বত্র এরূপ বিবিধ বিপর্য্যয় ঘটাইবার কোনই আবশ্যক ছিল না। 'মন' পদকে যদি 'যুঞ্জতে' পদের কর্ত্তা-স্বরূপ গ্রহণ করি, তাহা হইলে একটী 'যুঞ্জতে' ক্রিয়াপদ অব্যাহত থাকে। অন্যত্র ঐ 'যুঞ্জতে' এবং 'বিদধে' পদদ্বয়ের বচন-ব্যত্যয় স্বীকার করিতে হয় বটে ; কিন্তু পুরুষ-ব্যত্যয়ের কোনই প্রয়োজন অনুভব হয় না। আমরা দ্বিবিধ অন্বয়ে যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতেই এ বিষয় উপলব্ধি হইবে। ভাষ্যকারের মতে 'মনঃ' ও 'ধিয়ঃ' পদদ্বয় 'যুঞ্জতে' ক্রিয়াপদদ্বয়ের কর্ম্মপদ-রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 'মনস্' শব্দের প্রথমার একবচনে 'মনঃ' আর 'ধী' শব্দের প্রথমার বহুবচনে 'ধিয়ঃ' পদ নিষ্পন্ন। কর্ম্মণিবাচ্য ভিন্ন কর্ম্মপদে প্রথমা বিভক্তি প্রশস্ত নহে। সেস্থলে কর্তৃপদে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। কিন্তু 'বিপ্রাঃ' পদকে যদি কর্তৃপদ ধরা যায়, তাহা হইলে কর্তৃবাচ্যে 'মনঃ' এবং 'ধিয়ঃ' পদদ্বয়ে দ্বিতীয়া বিভক্তি হওয়া আবশ্যক। কিন্তু তাহা হয় নাই। সুতরাং 'মনঃ' এবং 'ধিয়ঃ' পদদ্বয়কে কর্ম্মপদ-রূপে আমরা গ্রহণ করিলাম না। আমাদিগের মতে 'বিপ্রাঃ' পদ সম্বোধনে প্রযুক্ত ; আর 'মনঃ' ও 'ধিয়ঃ' পদদ্বয় যথাক্রমে 'যুঞ্জতে' পদদ্বয়ের কর্ত্তা। যদিও শেষোক্ত 'যুঞ্জতে' পদের বচন-ব্যত্যয় স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু তাহাতে এক উচ্চভাবই প্রকাশ পায়।

'বিপ্র' শব্দ বহুবাচী। যাঁহারা ত্রয়ী বিদ্যায় পারদর্শী, যাঁহারা ত্রিকালজ্ঞ ক্রান্তদর্শী, তাঁহারাই বিপ্র-পদবাচ্য। প্রথম অন্বয়ে আমরা 'বিপ্রস্য' পদে এই ভাব গ্রহণ করিয়াছি। আবার 'বিপ্র' শব্দ ভগবানদ্যোতক। শ্রুতি আছে,—"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।" এস্থলে 'বিপ্রাঃ' পদের লক্ষ্য—একমাত্র ভগবান্। দ্বিতীয় অন্বয়ে 'বিপ্রস্য' পদে এই ভাবই পরিগৃহীত হইয়াছে। 'বিপ্রস্য' পদের লক্ষ্য ভগবান্ নির্দ্দিষ্ট হইলে, 'বয়ুনাবিৎ এক ইৎ' মন্ত্রাংশের অর্থও সুগম হইয়া আসে, এবং 'সবিতুঃ' পদের অর্থও সহজবোধ্য হয়। 'সবিতুঃ' বলিতে যে উদীয়মান সূর্য্যকে বুঝায় না, অপিচ উহার লক্ষ্য যে সেই অক্ষর অব্যয় ভগবান্, তাহা বেশ উপলব্ধ হয়। সম্ভবতঃ ভাষ্যকার এই লক্ষ্যেই ভাষ্যে 'সবিতুঃ' পদের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বিবিধ শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন।

যাহা হউক, প্রথম অন্বয়ে, আমাদিগের মতে, 'বিপ্রাঃ' পদ সম্বোধন-মধ্যে পরিগণিত। ঐ পদের অর্থ,—যাঁহারা 'বিপ্র' পদবাচ্য, তাঁহাদের যে সদ্‌গুণাবলি,—যদ্দ্বারা পরমার্থতত্ত্ব প্রদর্শিত হয়,—যাহার প্রভাবে বা যাহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলে মোক্ষ-পথের পথিক হওয়া যায়।

ত্রিকালদর্শী বা ক্রান্তদর্শীদিগের সেই সদ্‌গুণসমূহই 'বিপ্রস্য বিপ্রাঃ' পদের লক্ষ্য। 'বৃহতঃ' এবং 'বিপশ্চিতঃ' পদে সেই গুণাবলীর কর্ম্মশক্তির বা মাহাত্ম্যের বিষয় প্রখ্যাপিত হইয়াছে। সাধুসঙ্গের সৎপ্রসঙ্গের প্রভাব অপরিসীম। প্রবাদ আছে,—"কীটোঽপি সুমনঃ সঙ্গাদারোহতি সতাং শিরঃ", "কাচঃ কাঞ্চনসংসর্গাৎ ধত্তে মারকতী দ্যুতিঃ" ইত্যাদি। সাধুসঙ্গ সৎপ্রসঙ্গের প্রভাবও তদ্রূপ। সাধুসঙ্গের সৎপ্রসঙ্গের প্রভাব যে অপরিসীম, বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যায় নানা স্থানে তাহা প্রদর্শন করিয়াছি; সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। ক্রান্তদর্শী সাধু-সজ্জন—সত্যপ্রকাশকারী। সত্যের আলোক সকলেই পাইবার অধিকারী; যেখানেই সত্যের আলোক প্রকাশ পায়, সেখানেই বিশ্বজনীন উপকার সাধিত হয়। সেই সত্যে যিনি অনু-প্রাণিত হইতে পারেন, তিনিই ভগবানে আপনার অন্তরকে যুক্ত করিতে সমর্থ হন। তাঁহা-দিগের সদ্‌গুণাবলি হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলে, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এ তত্ত্ব অধিগত হইয়া আসে; আর, তখন ভগবানের প্রকৃত পূজারও অনুষ্ঠান করিতে পারা যায়। ত্রিকালদর্শী সাধুসজ্জনের প্রভাব যখন মনোমধ্যে স্থান পায়, তখনই বুঝিতে পারা যায়, 'বয়ুনাবিৎ এক ইৎ' অর্থাৎ তিনি এক অদ্বিতীয়। অর্থাৎ, যে নামে যাঁহারই অর্চ্চনা কর না কেন, সে অর্চ্চনা তাঁহাতেই গিয়া পৌঁছাইয়া থাকে। সদাকাল যেখানে যে অর্চ্চনা চলিয়াছে—মানুষ যেরূপে যে ভাবেই তাঁহার উদ্দেশ্যে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে, সেই সকলই বিভিন্ন রূপে প্রকাশমান্, সেই এক তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইতেছে। প্রথম অন্বয়ে মন্ত্রের ত্রিবিধ উদ্দেশ্যের সার মর্ম্ম এই যে,—যদি অভীষ্ট লাভের বাসনা থাকে, সৎপ্রসঙ্গে সৎসঙ্গে সদ্ভাব আহরণ কর। তাহাই তোমার শ্রেয়ঃ-সাধক। ইহাতে তোমার ত্রিবিধ শ্রেয়ঃ সাধিত হইবে;—প্রথমতঃ তোমার মন ও চিত্তবৃত্তিসমূহ নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইয়া ভগবানে যুক্ত হইবে; দ্বিতীয়তঃ—ভগবান্ যে অদ্বিতীয় 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', তদ্বিষয়ে তোমার অনুভূতি আসিবে; তৃতীয়তঃ—তুমি ভগবানের যথার্থ পূজার অধিকারী হইতে পারিবে।

দ্বিতীয় অন্বয়েও প্রকারান্তরে সেই একই ভাব পরিব্যক্ত। ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলে যে অশেষ উপকার সাধিত হয়, এস্থলে তাহাই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি যদি অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলে অতি অধম অভাজনও পরমা গতি লাভ করিতে পারে। ভাষ্যকারের অনুসরণে আমরাও ক্রিয়াপদসমূহের বিভক্তি-ব্যত্যয়ে বাধ্য হইয়াছি। মন্ত্রের অন্তর্গত 'বিপ্রাঃ' পদের এখানে অর্থ হইয়াছে—'সদ্ভাবজনয়িত্র্যঃ' অথবা 'সদ্ভাবপ্রেরয়িত্র্যঃ বিভূতয়ঃ।' 'বিশেষরূপে পূরণ করে যাহা'—এই অর্থ হইতে 'বিপ্রাঃ' পদের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। যাহারা অজ্ঞান—মোহ-তমসাচ্ছন্ন, এক হিসাবে তাহাদের অন্তর শূন্যময়—মরুসদৃশ। সচ্চিন্তা সদ্ভাব, সে হৃদয়ে স্থান পায় না। কিন্তু সেই শূন্যময় মরুহৃদয় পূর্ণ হয়,—যদি মরুভূমে বারিধারার ন্যায় সে হৃদয়ে সদ্ভাবের সদ্‌গুণের সমাবেশ হয়। তখনই অজ্ঞানের আত্মা এবং তাহার চিত্তবৃত্তিসমূহ পবিত্র ভাব ধারণ করে। সদ্ভাবের সঞ্চার হইলেই তাহারা সংযত ও সৎপথে নিয়োজিত হইয়া থাকে। এইরূপ ভাব হইতেই 'যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ঃ' মন্ত্রাংশের অর্থ করিয়াছি,—'ভগবানের সদ্ভাবজনক বিভূতিসমূহ অজ্ঞজনের আত্মাকে ভগবানের সহিত সংযোজিত বা সংবদ্ধ করে এবং তদ্দ্বারা তাহাদিগের মনোবৃত্তিসমূহ নিয়মিত হয়।'

মন্ত্রের অন্তর্গত 'বয়ুনাবিৎ এক ইৎ' অংশের ভাষ্যকার যে অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছে, আমরা সে অর্থ অনুমোদন করিতে পারিলাম না। যজ্ঞকার্য্যে যে সপ্তবষট্‌কর্ত্তা ব্রাহ্মণ থাকেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ত্রিবেদজ্ঞানবান ব্রাহ্মণ মাত্র একজন থাকেন—ভাষ্যকারের এবম্বিধ অর্থে বেদ-মন্ত্রে কি উচ্চ ভাব প্রকাশ পায়, সুধীগণ তাহা বিচার করিবেন। সাধুসজ্জনগণের অনুগ্রহে 'ভগবান্ যে অদ্বিতীয়, তাঁহার প্রতিযোগী যে কেহ নাই'—এ তত্ত্বে সম্যক্ উপলব্ধি জন্মে; অথবা, 'দেবভাবসমূহ অজ্ঞানজনকেও অদ্বিতীয় অন্তর্য্যামী ভগবানকে জানাইয়া দেয়; অথবা, দেবভাবপ্রভাবে অজ্ঞজনও অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে জানিতে সমর্থ হয়। 'দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ' মন্ত্রাংশের অর্থ - ভাষ্যমতে, 'ঋত্বিগ্‌গণ যে কর্ম্ম করেন, তাহা সবিতা দেবতার প্রেরণা।' আমাদিগের অর্থ—'ভগবানের অনুগ্রহে অজ্ঞজনও তাঁহার প্রকৃত পূজানুষ্ঠানে সমর্থ হয়।' এই অর্থকেই সমীচীন বা ইহাই মন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করি। *

দ্বিতীয় মন্ত্র প্রার্থনামূলক। কিন্তু ভাষ্যের ভাবে মন্ত্রটী কথঞ্চিৎ জটিলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। মন্ত্রের সম্বোধ্য—অক্ষধুর। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে অক্ষদেব! সুবাক হইয়া গৃহের দিকে আগমন কর এবং শ্রেয়স্করী বাক্য বল।' তার পর অক্ষধুর অভিষিঞ্চিত করিতে করিতে 'দেবশ্রুতৌ' প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। মন্ত্রের অর্থ,—'হে প্রখ্যাত অক্ষদ্বয়! এই যজমান তোমাদিগকে অভিষিঞ্চিত করিতেছে, এই কথা দেবগণের নিকট উচ্চধ্বনিতে বিঘোষিত কর।' 'দুর্য্য' শব্দ গৃহবাচক। তাহাতে 'দুর্যা' পদে গৃহসদৃশ শকটের প্রতি লক্ষ্য আসে। বন্ধনহেতুভূত পাশোপেত বলিয়া অক্ষদ্বয়ের বরুণত্ব শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে। ক্রূরত্ব-হেতু বরুণ দুষ্টাবাক অর্থাৎ দুষ্টাবাক বরুণদেবরূপী।

ভাষ্যের ইহাই মর্ম্ম। মন্ত্রে অক্ষ বা শকটবোধক কোনও পদ পরিদৃষ্ট হয় না। তবে আমাদের মনে হয়,—সূত্রোক্ত প্রয়োগ-বিধির অনুসরণেই ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্তরূপ সম্বোধন পদ অধ্যাহার করিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের অনুসৃত পন্থা পরিহার করিয়া আমাদের অনুমোদিত স্বতন্ত্র পন্থার অনুসরণ করিয়াছি। বেদমন্ত্রের সেই সার্ব্বজনীন ভাব-সংরক্ষণ-পক্ষে আমাদের পরিগৃহীত অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে করি। নতুবা, একই পদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপ অর্থ পরিগ্রহণের আবশ্যক হয়। যাহা হউক, আমরা কি সূত্রে ভাষ্যকারের অধ্যাহৃত ব্যাখ্যা পরিহার করিতে বাধ্য হইলাম, একে একে তদ্বিষয় বিশ্লেষণ করিতেছি। সে পক্ষে আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার এবং বঙ্গানুবাদের অনুসরণ করিতে বলি। মন্ত্রের সম্বোধ্য দ্বিবচনান্ত প্রথম পদ—'দেবশ্রুতৌ'। ভাষ্যকারের অর্থ—'দেবসভায়াং প্রসিদ্ধে অক্ষধুরৌ।' যে বাক্যে এই অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে, তাহা এই,—'দেবেষু শ্রূয়তে।' ইহার অর্থ দেবগণের মধ্যে যাহারা শ্রুত হয়। ইহা হইতে দেবগণকে যাহারা শ্রবণ করায়,—এ

---

* মন্ত্রের যে ভাষ্যানুসারী ইংরাজী অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

"The priests of him the lofty Priest well-skilled in hymns harness their spirits. yea harness their holy thoughts.

"He only knowing works assigns their priestly tasks. Yea, lofty is the praise of Savitar, the God. All hail."

অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে? ভাবার্থ—দেবগণকে আহ্বান করে। এইরূপ ভাবের অনুসরণে 'দেবশ্রুতৌ পদের অর্থ হইয়াছে—'দেবানাং আহ্বায়িত্রৌ।' মন্ত্রের সম্বোধ্য, আমাদের মতে, জ্ঞান ও ভক্তি। জ্ঞান ও ভক্তি সদ্ভাব-সদ্‌গুণাবলির জনয়িতা; সদ্ভাবোদয়ে সৎস্বরূপের প্রতিষ্ঠা। সুতরাং জ্ঞান ও ভক্তি যে দেবতাগণের মধ্যে শ্রুত হয় অর্থাৎ দেবগণকে আহ্বান করে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'দুর্য্যাং' পদে শকট লক্ষিত হইয়াছে। শকট যেমন দ্রব্য-সম্ভার বহন করে এবং সেই দ্রব্য-সম্ভারের আধার-স্থানীয়; হৃদয়ের বিশুদ্ধা ভক্তিও সেইরূপ ভগবানকে সংবাহন করিয়া আনে এবং তাঁহাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধারণ করে। ভগবানে একনিষ্ঠতাই ভক্তি-পদবাচ্য। ভক্তি হৃদয়ের সামগ্রী। তাই আমরা মনে করি, মন্ত্রের প্রথমেই ভক্তিকে আহ্বান করিয়া হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে। সেই হিসাবেই আমরা 'দুর্য্যাং' পদে 'আমার হৃদয়রূপ আধার-স্থানকে' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। 'আবদতং' ক্রিয়াপদের অর্থ, ভাষ্যে হইয়াছে—'বদ।' মন্ত্রের সম্বোধ্য অক্ষ-দেবতা। 'তুমি গৃহের প্রতি গমন কর এবং শ্রেয়স্করী বাক্য বল'—শকটচালনায় এইরূপ বাক্য প্রয়োগে মন্ত্রে কোনও উচ্চভাব সূচিত হয় বলিয়া মনে করি না। 'বদ' ধাতু হইতে 'আবদ' পদ নিষ্পন্ন। 'বদ' ধাতুর অর্থ 'বলা' হয়, আবার উহার অর্থ—'স্থির থাকা' হইতে পারে। আমরা এই শেষোক্ত ভাবই পরিগ্রহণ করিয়াছি। তাহা হইতেই আমাদের অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে—'সর্ব্বতঃ আবিশতং।' মন্ত্রের সম্বোধ্য—ভক্তি-রূপিণী দেবী? ভক্তি হৃদয়কেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে; আর তাহাই ভক্তির উপযুক্ত স্থান। 'হৃদয়ে তুমি স্থির থাক'—ভক্তিকেই, হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব ভাবকেই বলা চলিতে পারে। শকটকে গৃহে পৌঁছাইয়া মানুষের পারমার্থিক কি ফল লাভ হয়? শকট যজ্ঞের দ্রব্য-সম্ভার বহন করে; হৃদয় ভগবানের পূজার উপকরণ-সমূহ সঞ্চয় করিয়া রাখে; হৃদয়ের ভক্তি তৎসমুদায় ভগবানের নিকট সংবাহিত করিয়া লইয়া যায়। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করি।

তৃতীয় মন্ত্রে কর্ম্মসামর্থ্য-লাভের প্রার্থনা এবং বিশ্ব-সেবায় আত্মনিয়োগের সঙ্কল্প বিদ্যমান। ভাষ্যমতে পত্নী এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে তিন পদ অগ্রসর হইয়া, আজ্যমিশ্রিত উপা-নক্তের দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দিবেন। তদনুসারে ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—আমাদিগের 'কর্ম্মকুশল আলস্যরহিত পুত্র জন্ম গ্রহণ করুক। সেই পুত্র বহু লোকের নিয়ামক-শক্তিযুক্ত মন ধারণ করুক ইত্যাদি।' মন্ত্রের প্রয়োগ অনুসারে ভাষ্যের ভাব এইরূপ হইলেও আমাদের অর্থ স্বতন্ত্র পন্থা পরিগ্রহণ করিয়াছে। মন্ত্রে 'বীরঃ' পদ আছে। 'বীরঃ' পদে 'বীর পুত্রের' কামনা করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের ব্যাখ্যায় ঐ 'বীরঃ' পদের অর্থ হইয়াছে—'কর্ম্মসামর্থ্যং।' প্রকৃত বীরত্ব কর্ম্মের দ্বারাই সপ্রমাণ হয়। লৌকিক হিসাবে শত্রুনাশে যেমন বীরত্ব প্রকাশ পায়, সেইরূপ অন্তঃশত্রু-নাশে বীরত্ব সূচিত হয়। মানুষ শত্রু—মানুষের কতটুকু অনিষ্ট সাধন করিতে পারে; আর সে অনিষ্ট কতক্ষণ স্থায়ী হয়? আমাদিগের অন্তরে রিপুরূপ যে শত্রু নিত্য-বিদ্যমান থাকিয়া অনিষ্ট-সাধনে প্রবৃত্ত হয়; তাহার ন্যায় প্রবলপরাক্রান্ত শত্রু দ্বিতীয় আছে কি? সেই শত্রু মানুষের যে অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে, সে অনিষ্টের পূরণ জন্মজন্মান্তরেও সংসাধিত হয় না। সেই প্রবল-পরাক্রান্ত শত্রুগণকে সংহার করা কি অল্প সামর্থ্যের প্রয়োজন? সেই

শক্রু-নাশে যে শক্তির প্রয়োজন হয়—সেই শক্তিই 'বীরঃ' পদের লক্ষ্য। কর্ম্মের দ্বারা সে অসাধ্য সুসাধ্য হয়। যে কর্ম্মের দ্বারা দুর্দ্দমনীয় অন্তঃশত্রু দমিত হয়, যে কর্ম্মের দ্বারা সেই সামর্থ্য জন্মে, সে কর্ম্ম—সেই ভগবৎ কর্ম্ম—সে সেই সৎকর্ম্ম। মন্ত্রে সেই সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যেরই প্রার্থনা করা হইয়াছে। সে কর্ম্ম-সামর্থ্য সদ্ভাবেই সঞ্জাত হইয়া থাকে। সদ্ভাব—শুদ্ধসত্ত্ব ভিন্ন, সে কর্ম্ম-সামর্থ্য সম্ভবপর হয় কি? সৎকর্ম্মসাধনে—সৎকর্ম্মশীল জীবনের দ্বারা জগৎ ধন্য পবিত্র হয়। 'সর্ব্বে অনুজীবাম' মন্ত্রাংশে সেই ভাব প্রকাশ করিতেছে বলিয়া মনে করি। কর্ম্মের অলৌকিকত্ব-বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥"

সুতরাং বুঝা যাইতেছে,—কর্ম্মে ভগবান সর্ব্বদা বিরাজমান্ রহিয়াছেন। কর্ম্মই ব্রহ্ম। কর্ম্মের দ্বারাই তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধ হয়; কর্ম্মের দ্বারাই তাঁহার সহিত সুন্বত হইতে পারা যায়। আর তখনই কর্ম্মের অলৌকিক শক্তি প্রকট হইয়া পড়ে। তখনই বিশ্ব-হিত-সাধনে পরোপকারে আত্ম-নিয়োগ করিবার সামর্থ্য আসে। মন্ত্রে তাই প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'হে ভগবন্! আমাকে এমন কর্ম্ম-সামর্থ্য প্রদান করুন, যাহাতে আমি সর্ব্ববিধ শত্রুনাশে আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া বিশ্বহিতসাধনে আত্মনিয়োগ করিতে পারি।'

ত্রয়োদশ অনুবাকের চতুর্থ মন্ত্রে ভগবানের স্বরূপ পরিবর্ণিত। ভাষ্যমতে দক্ষিণ হবির্দ্ধান শকটের পশ্চাদ্ভাগস্থিত অক্ষ-চক্র-গমন-পথে হিরণ্য স্থাপন করিয়া হোমকালে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। মন্ত্রটী বিষ্ণু দেবতার সম্বন্ধে প্রযুক্ত। এই মন্ত্রের দ্বিবিধ অর্থ পরিগৃহীত হয়। 'ত্রেধা বিচক্রমে', 'পদং নিদধে' এবং 'সমূঢ়মস্য পাংসুরে'—এই বাক্যাংশ-সমূহ সেই বিভিন্নরূপ অর্থ গ্রহণের হেতুভূত। 'ত্রেধা' পদে তিন বার এবং 'বিচক্রমে' পদে ধারণ বা রক্ষা করিয়া-ছিলেন,—এবম্বিধ অর্থ নিষ্কর্শ করা হইয়া থাকে। তার পর, 'পাংসুরে' পদে ধূলিকণায় এবং 'সমূঢ়ং' পদে 'সমাবৃত' হইয়াছিল,—এইরূপ অর্থ স্থির হইয়া যায়। তাহাতে এক শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যায় মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইয়াছে—'বিষ্ণু যখন মধ্য এসিয়া হইতে দলবল সহ এ দেশে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি পথে তিন স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চরণ-ধূলিতে জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। * কেহ বা বিষ্ণুর পদ-ধূলিতে জগৎ আচ্ছন্ন, এইরূপ উক্তি-

* বঙ্গদেশ-প্রচলিত দুইটী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

'পূর্ব্বোক্ত ভূ-প্রদেশ এবং বর্ত্তমান বাসস্থানের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বিষ্ণুদেব ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং নিজের বিশুদ্ধপদ এই অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রদেশে তিন বার স্থাপন করিয়াছিলেন অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে তিন স্থানে বিশ্রাম করিয়া অবশেষে বর্ত্তমান নিবাসস্থানে আগমন করিয়াছিলেন।' এইটী রমানাথ সরস্বতীর অনুবাদ। কিন্তু রমেশ বাবুর অনুবাদ আবার আর এক প্রকার। যথা,—"বিষ্ণু এই (জগৎ) পরিক্রম করিয়াছিলেন, তিন প্রকার পদবিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহার ধূলিযুক্ত (পদে) জগৎ আবৃত হইয়াছিল।" সায়ণের ভাষ্যের বঙ্গানুবাদে ভাব দাঁড়ায়,—'ত্রিবিক্রমাবতারধারী (বামন) ভগবান্ বিষ্ণু, এই প্রতীয়মান্ (পরিদৃশ্যমান্) সমগ্র জগৎকে

হইতে জগতে বিষ্ণুর আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে করেন। * কেহ বা, বিষ্ণুকে সূর্য্য জ্ঞান করিয়া, সূর্য্যরশ্মির বিষয় ধূলি-বিস্তৃতির উপমায় ব্যক্ত হইয়াছে সিদ্ধান্ত করিয়া লন। †

প্রচলিত সকল মতের ও সর্ব্বপ্রকার ব্যাখ্যার আলোচনা করিয়া, আমরা কিন্তু বুঝিলাম, মন্ত্রের মর্ম্মার্থ প্রচলিত অর্থ সকল হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবাপন্ন। মন্ত্রের অন্তর্গত বহুভাবদ্যোতক পদ-কয়টির বিষয় অনুধাবন করিলে, সে মর্ম্মার্থ বোধগম্য হইতে পারিবে। 'বিষ্ণুঃ' পদে এবং 'বিচক্রমে' পদে কি ভাব প্রকাশ করে, তাহা আমরা পূর্ব্বে ঋগ্বেদ-সংহিতায় বিষ্ণু-সংক্রান্ত মন্ত্রের ব্যাখ্যায় (১ম—২২সূ—১৭ঋ প্রভৃতিতে) ব্যক্ত করিয়াছি। ঐ দুই পদে, বিশ্বব্যাপক ভগবান্ যে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আছেন—এই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় 'ত্রেধা' পদে, আমরা মনে করি, অতীত অনাগত বর্ত্তমান তিন কালকে বুঝাইতেছে; অর্থাৎ, তিন কালে সমভাবে তাঁহার বিদ্যমানতা প্রকাশ করিতেছে। ঐ পদে আরও এক ভাব মনে আসিতে পারে;—সত্ত্ব রজঃ তমঃ—অবস্থাত্রয়ও ঐ পদে সূচিত হয়। এতৎপক্ষে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থায় তাঁহার স্থিতি-শীলতার ভাব মনে আসে। বিষ্ণু যে পালনকর্ত্তা রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হন, এই ভাব হইতেই তাহা দ্যোতনা করে। মন্ত্রের আর একটী পদ—'পদং'। আমরা মনে করি, ঐ পদে আধিপত্য ঐশ্বর্য্য, জ্যোতিঃ প্রভৃতি বুঝায়। মন্ত্রের আর একটী পদ—'নিদধে।' কোনও কোনও ব্যাখ্যাকারের মতে, ঐ পদে 'অবস্থিতি', 'ক্ষেপণ' প্রভৃতি অর্থ সূচনা করে। একজন ব্যাখ্যাকার ('নি' নিতরাং 'দধে' ধৃতবান্) 'নিয়ত ধারণ করিয়াছিলেন'—অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু মনে করি, ঐ পদে 'চিরধৃত' অর্থাৎ 'চির-অক্ষুণ্ণ' ভাব ব্যক্ত করিতেছে। মন্ত্রের 'পাংসুরে' পদে—ধূলি নহে—'অণু' বা 'সূক্ষ্ম' ভাব প্রকাশ করে; অর্থাৎ, অণুপরমাণু-ময় জ্ঞান-স্বরূপে (জ্ঞানরশ্মিরূপে অণুপ্রবিষ্ট হইয়া) তিনি চিরবিদ্যমান রহিয়াছেন। পরিশেষে—'সমূঢ়ং' পদ। ঐ পদে, 'এই জগৎ সম্যগ্‌রূপে তাঁহাতে অবস্থিত রহিয়াছে',—এই ভাবই দ্যোতনা করিতেছে। ‡

উদ্দেশ করিয়া বিশেষরূপে ক্রমণ (বিস্তার) করিয়াছিলেন। তখন তিনি তিন প্রকারে স্বকীয় পদকে প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন। সর্ব্বজগৎ সম্যগ্‌রূপে এই বিষ্ণুর ধূলিযুক্ত পদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।'

* বেনফে (Benfey) এই মত (বিষ্ণুর পদধূলির বিস্তারে আধিপত্য) প্রকাশ করেন।

† মুইর (Muir) এই মত (ধূলিকণার উপমায় সূর্য্যরশ্মি) ব্যক্ত করিয়াছেন।

‡ শুক্ল-যজুর্ব্বেদ-সংহিতায় এই মন্ত্রের যে ভাষ্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা শ্রীমন্মহীধরের কৃত। ঋগ্বেদ-সংহিতায়, সামবেদ-সংহিতায় এবং কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ-সংহিতায় এই মন্ত্রের যে ভাষ্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা সায়ণাচার্য্যের কৃত। মহীধর-কৃত ভাষ্যের এবং সায়ণাচার্য্য-কৃত ভাষ্যের মর্ম্ম-সম্বন্ধে একটু পার্থক্য লক্ষিত হয়। সায়ণ-ভাষ্যের মধ্যে মন্ত্রার্থের নিগূঢ় লক্ষ্য প্রতিভাত দেখি। যাস্কের যে নিরুক্ত সায়ণভাষ্যের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে, (তাহার "যদিদং" হইতে "ঔর্ণবাভঃ" প্রভৃতি অংশ লক্ষ্য করুন); তাহাতে শাকপূণি, ঔর্ণবাভ প্রভৃতি পূর্ব্বতন ব্যাখ্যাকারগণের মতের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা এমন কিছু বলেন নাই—যাহাতে আমাদিগের

এইরূপে, মন্ত্রের ভাবার্থ দাঁড়ায় এই যে,—'সেই সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু এই চরাচরাত্মক অখণ্ড বিশ্বকে স্বকীয় বিভূতির দ্বারা ব্যাপিয়া আছেন। চিরকাল সকলের মধ্যে সম্যগ্‌রূপে তাঁহার জ্ঞানময় পরমাণু ওতঃপ্রোতঃ অবস্থিত আছে।' এ হিসাবে, এ মন্ত্রটীতে প্রার্থনার ভাবও

ব্যাখ্যায় কোনরূপ বিঘ্ন আনয়ন করে। পরন্তু, তাঁহাদিগের ব্যাখ্যার মর্ম্মানুধাবন করিলে, আমাদিগের অভিমতেরই দৃঢ়ত্ব সাধিত হয়। পাঠকগণের বুঝিবার সুবিধার জন্য সেই নিরুক্তটী নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—'যদিদং কিঞ্চ তদ্বিক্রমতে বিষ্ণুস্ত্রিধা নিধত্তে পদং ত্রেধা ভাবায় পৃথিব্যামন্তরিক্ষে দিবীতি শাকপূণিঃ॥ সমারোহণে বিষ্ণুপদে গয়শিরসীত্যোর্ণবাভঃ॥ সমূল্‌হমস্য পাংসুরে প্যায়নেঽন্তরিক্ষে পদং ন দৃশ্যতে॥ অপি বোপমার্থে স্যাৎ সমূল্‌হমস্য পাংসুল ইব পদং ন দৃশ্যত ইতি॥ পাংসবঃ পাদৈঃ সূয়ন্ত ইতি বা, পন্নাঃ শেরত ইতি বা, পিংশনীয়া ভবন্তীতি বা॥" ঐ নিরুক্তের উপর দুর্গাচার্য্য যে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহাও ভাবের অন্তরায়-জ্ঞাপক নহে। কিন্তু তাহার উপর পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতেই নানাপ্রকার মতান্তর আনয়ন করিয়াছে। আমরা এখানে দুর্গাচার্য্যের কৃত পূর্ব্বোক্ত নিরুক্তের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে, কোথায় গোল দাঁড়াইয়াছে—বোধগম্য হইবে। যথা,—"বিষ্ণুরাদিত্যঃ। কথমিতি? যত আহ—ত্রেধা নিদধে পদং। নিধত্তে পদং নিধানং পদৈঃ। ক্ব? তৎ তাবৎ পৃথিব্যাং অন্তরিক্ষে দিবি ইতি শাকপূণিঃ। পার্থিবোঽগ্নিভূর্ত্বা পৃথিব্যাং যৎ কিঞ্চিদস্তি তদ্বিক্রমতে তদধিতিষ্ঠতি। অন্তরিক্ষে বিদ্যুতাত্মনা। দিবি সূর্য্যাত্মনা। যদুক্তং—তমূ অকৃণ্বন ত্রেধা ভুবে কমিতি। সমারোহণে উদয়গিরৌ উদ্যন্ পদমেকং নিধত্তে, বিষ্ণুপদে মাধ্যন্দিনেঽন্তরিক্ষে। গয়শিরস্যস্তং গিরৌ ইতি ঔর্ণবাভ আচার্য্য মন্যতে।"

দুর্গাচার্য্যের উক্ত মন্তব্যের মুখ্যাংশ পরিত্যাগ করিয়া, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উহার শেষাংশের অর্থে উদয়গিরি মধ্যাকাশ অস্তগিরি রূপ ভাব মাত্র আননন করিয়া লইয়াছেন; এবং তাহাতে বিষ্ণু শব্দে সূর্য্য (পরিদৃশ্যমান সূর্য্য) ও তাঁহার পাদক্রম বলিতে উদয় অস্ত স্থিতি রূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণই এই প্রকার অর্থের প্রবর্ত্তক। 'পাংসুরে সমূঢ়ং' পদের ব্যাখ্যায়, মুইর 'সূর্য্য-রশ্মি' অর্থ করেন। বিষ্ণুর পদপরিক্রম অর্থে ম্যাক্সমূলার (Max Muller) লিখিয়া গিয়াছেন যে,—

"The stepping of Vishnu is emblematic of the rising, the culminating, and setting of sun."

এই হইতে পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী প্রায় অনেকেই ঐ অংশে সূর্য্যের গতি অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দুর্গাচার্য্যের ব্যাখ্যায় 'সূর্য্যাত্মনা' 'বিদ্যুতাত্মনা' প্রভৃতির ভাব কেহই গ্রহণ করেন নাই। তাহা বুঝিলে, ঐরূপ স্থূল অর্থ পরিগৃহীত হইত না; তাহাতে 'সূক্ষ্মভাবে তিনি যে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন,' তাহাই প্রতীত হইত।

তার পর, বিষ্ণু যে একজন মনুষ্য, তিনি যে মধ্য-এশিয়া হইতে এদেশে আসেন, এ মতও পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃকই প্রবর্ত্তিত হয়। ম্যাক্সমূলারের 'বৈদিক-মন্ত্র' সংক্রান্ত গ্রন্থে

আছে মনে করিতে পারি। সেই সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণু সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রহিয়াছেন; কিন্তু আমার হৃদ্দেশে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে পারিতেছি না কেন? এইরূপ আত্মগ্লানি উপস্থিত হইলে, মানুষ ঈশ্বরের নিকট স্বতঃই প্রার্থনা করিতে পারে,—'হে পরমেশ্বর! কৃপাপুরঃসর

বিষ্ণুকে মনুষ্য প্রতিপন্ন করার পক্ষে যে প্রযত্ন দেখা যায়, তাহাই উক্ত মতের ভিত্তি-স্থানীয় বলা যাইতে পারে। তিনি বলেন,—'তৈত্তিরীয়-সংহিতার একটী মন্ত্রে (৪।১।১১।৩) ইন্দ্রের সখা ও সহচররূপে বিষ্ণু বর্ণিত হইয়াছেন। তার পর, ঋগ্বেদের (৪র্থ মণ্ডলের ১৮ সূক্তের ১১ ঋকে) একটী মন্ত্রে ইন্দ্রদেব বিষ্ণুকে 'সখা' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন, লিখিত আছে। অধিক কি, ইন্দ্রের দ্বারা বিষ্ণু পরিচালিত হন, এমন মন্ত্রও (৮ম মণ্ডল, ১২ সূক্ত, ২৭ ঋক্) দেখা যায়।' এইরূপ আরও নানা প্রমাণ-প্রয়োগে বিষ্ণু একবার সূর্য্য ও একবার মনুষ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। (The Sacred Books of the East, Vol. XXXII, Vedic Hymns translated by F. Max Muller, p. 133)। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এইরূপ গবেষণার ফলে শেষে এ দেশের পণ্ডিতগণও বিষ্ণুকে নরদেব কল্পনা করিয়া লন। তার পর, তিনি যে ভারতবর্ষে আগমন করেন, তৎপ্রসঙ্গ পল্লবিত হইয়া পড়ে। রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রমানাথ সরস্বতী—এ মতের প্রথম ও প্রধান পোষক ছিলেন। 'এরিয়ান উইট্‌নেসে' ("Arian Witness) রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন,—"The 'three strides' of Vishnu are noticed in the Rig-Veda, in language which clearly points the place whence the Arians commenced their migratory march to India, perhaps under the guidance of Vishnu himself." রমানাথ সরস্বতী লেখেন,—'ষোড়শ হইতে একবিংশতি পর্য্যন্ত ছয় ঋকে আর্য্যদিগের আদিম-নিবাস, তথা হইতে বিষ্ণুর অধীনে (বিশ্রাম) এবং স্বধর্ম্ম রক্ষা-পূর্ব্বক ভারতবর্ষে প্রবেশ বর্ণিত হইয়াছে। বিষ্ণু ইন্দ্রের সখা এবং আর্য্যদিগের একজন সাহায্যকারী রক্ষক।' যাহা হউক, যিনি যে দৃষ্টিতেই দেখুন, সর্ব্বত্র অর্থের সামঞ্জস্য সাধন করিতে হইলে এবং বেদবাক্যের প্রতি একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য থাকিলে, আমরা যে অর্থ যে ভাব গ্রহণ করিলাম, তাহারই যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হইবে।

এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

"Forth through This All-strode Bishnu thrice his foot he planted, and the whole was gathered in his footstep's dust. All-hail."

এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ২২ম সূক্তের সপ্তদশী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। সামবেদের প্রথম ঐন্দ্রপর্ব্ব ১১শ দশতিতেও এই মন্ত্রটি দৃষ্ট হয় (১১খ—১১দ—৯সা)। সেখানে 'পাংসুরে' স্থলে 'পাংসুলে' এইরূপ পাঠ আছে। অথর্ব্ববেদের ব্রাহ্মণেও (১।১৭) এ মন্ত্র পরিদৃষ্ট হয়।

আমাতে আপনার সত্বা বিস্তার করুন। আমি যেন জ্ঞান-চক্ষুর প্রভাবে সমগ্র জগতে এবং আমাতে আপনার সত্বা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হই।' এই মন্ত্র হইতে এই সকল নিগূঢ় ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দ্বিতীয় প্রকার অন্বয়েও সেই একই ভাব পরিব্যক্ত। এস্থলে 'বিচক্রমে' পদের ভাব—ভগবান্ বিশ্বচরাচরের যাবতীয় প্রাণীর দেহেন্দ্রিয়াদি যাবতীয় স্থানে অনুঃপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। অগ্নি-বায়ু-সূর্য্য-রূপে পৃথিবীতে অন্তরিক্ষে ও স্বর্গলোকে সমভাবে তাঁহার মাহাত্ম্য পরিব্যক্ত—'ত্রেধা' পদে, এই ভাব ব্যক্ত করিতেছে। 'সমূঢ়মস্য পাংসুরে' মন্ত্রাংশের ভাব এই যে,—ভগবানের যে প্রকৃত স্বরূপ—বিজ্ঞানধনানন্দ অজ অদ্বৈত অক্ষর রূপ যে পরম পদ—তাহা অতি সূক্ষ্ম, অতি গুহ্য। যথার্থ জ্ঞান ভিন্ন, তাঁহার সে স্বরূপ উপলব্ধ হয় না। আত্মদর্শী জনই সে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভগবানের সেই পরম পদ—প্রকৃত স্বরূপ—তর্কের অতীত। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।" মন্ত্রের তাই উপদেশ,—'যথার্থজ্ঞানলাভে প্রয়াসী হও। আত্মদর্শনশক্তি প্রাপ্ত হইলেই পরমাত্মার স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করিবে, তাহা হইলেই সেই বিশ্বব্যাপী ভগবানের পরমপদে আত্মবলি দিতে সমর্থ হইবে।'

পঞ্চম মন্ত্রটী ভগবন্মাহাত্ম্য-প্রকাশক। ভগবানের করুণাধারা ইহসংসারে কেমনভাবে প্রবাহিত রহিয়াছে, বিশ্বসংসারের হিতের নিমিত্ত ভগবানের সে করুণাধারা কেমনভাবে সহস্রমুখে প্রবাহিত হয়, মন্ত্রে তাহারই উপদেশ নিহিত রহিয়াছে বলিয়া মনে করি। ভাষ্যেও অনেকাংশে সেই ভাবই পরিব্যক্ত। কিন্তু উহার মধ্যে যে এক নিগূঢ় তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, আমরা তাহারই বিশ্লেষণে প্রয়াস পাইতেছি।

মন্ত্রের আমরা যে দ্বিবিধ অন্বয় প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। বাহ্য-জগতের প্রাকৃতিক ব্যাপার-পরম্পরার সহিত অন্তর্জ্জগতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের সাদৃশ্য-তত্ত্ব সে বিশ্লেষণে তুলনায় সমালোচিত হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, এই মন্ত্রের লক্ষ্য—হৃদয়ের প্রতি। দ্যাবা-পৃথিবীরূপ আধারক্ষেত্র যেমন ভগবানের করুণা-নিস্যন্দিনি অমৃতধারায় ভূতসমূহের পরিপোষক হয়; আর সেই সকল সামগ্রী দ্যাবাপৃথিবীতে সন্নিবিষ্ট করিয়া ভগবান্ যেমন আপনার মহিমার ও করুণার অশেষ পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন; সেইরূপ সেই করুণাময় ভগবান্ আমাদিগের হৃদয়রূপ আধারমূলে জ্ঞানভক্তি এবং সদ্ভাব-সৎপ্রবৃত্তি প্রভৃতির সুধাধারা স্বতঃ-প্রবাহিত করিয়া আপনার অশেষ করুণার ও মহিমার পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন।

তাঁহার করুণার প্রস্রবণ কত দিকে কত ভাবে উন্মুক্ত রহিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? তাঁহার প্রভাবে এই দ্যাবাপৃথিবী 'ইরাবতী' অর্থাৎ শস্যবতী, 'ধেনুমতী' অর্থাৎ 'যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মের সাধনভূত সামগ্রী সমূহের উৎপাদয়িত্রী' ইত্যাদি। ভগবানের করুণাবলে এতৎসমুদায় সম্পাদিত হয়; সেইজন্য তিনি সে সকল ব্যাপিয়া অবস্থিত আছেন বলা হইয়াছে। ভগবান তৎসমুদায় ধারণ করেন, পোষণ করেন এবং রক্ষা করেন; তাঁহার করুণা ভিন্ন জগদ্ব্যাপার নির্ব্বাহিত হওয়া সুকঠিন।

অন্তর্জগতের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও সেই একই ভাব উপলব্ধ হয়। জ্ঞানভক্তি সদ্ভাব-সৎপ্রবৃত্তি প্রভৃতি যদিও মানুষের জন্মসহজাত, যদিও প্রথম হইতেই তাহাদের বীজ হৃদয়ে নিহিত থাকে, কিন্তু ভগবানের করুণা ভিন্ন সে বীজ অন্তরেই বিলীন হয়, সে অঙ্কুর অকালেই মলিনতাপ্রাপ্ত শুষ্ক হইয়া যায়। ক্ষেত্রে বীজ উপ্ত হইলে, বৃষ্ট্যাদির সেচনাভাবে সে বীজে যেমন অঙ্কুরোদ্গম হয় না; সে বীজ যেমন অন্তরেই অন্তরিত হয়; আভ্যন্তরীণ ব্যাপারাদিতেও তাহাই বুঝিতে হইবে। হৃদয়ের অন্তর্নিহিত যে সদ্ভাব সৎপ্রবৃত্তির বীজ, উপযুক্ত সেচনাভাবে অর্থাৎ উৎকর্ষাদি প্রাপ্ত না হইলে, সে যে তিমিরে সেই তিমিরেই ডুবিয়া থাকে। অজ্ঞানতারূপ শত্রু সদলবলে তাহাকে এমনই অভিভূত করিয়া ফেলে যে, এ জীবনে তাহার আর উদ্ধার-সাধন হয় না। বৃষ্টি-সেচনে বারিপাতে শস্য-বীজের অঙ্কুরোদ্গম এবং পরিবৃদ্ধি যেমন ভগবানের করুণা-সাপেক্ষ, তেমনিই হৃদয়ের জ্ঞান-ভক্তির সদ্ভাব-সৎপ্রবৃত্তির বীজাদির অঙ্কুরোদ্গমও ভগবানের করুণার উপর নির্ভর করে।

তাঁহার কৃপায় দ্যাবাপৃথিবী যেরূপ 'ধেনুমতী', 'ইরাবতী', 'সুযবসিনী', 'যশস্যা' প্রভৃতি হয়,—এ যেমন তাঁহার করুণার এক নিদর্শন; তেমনই তাঁহার করুণা লাভ করিতে পারিলে হৃদয়ের অন্তর্নিহিত জ্ঞানভক্তি হইতে বিবিধ সদ্ভাবের অনন্ত প্রস্রবণ উন্মুক্ত হইয়া থাকে। এই কারণেই তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণু-পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত, আবার বিশ্বের প্রতি অণু-পরমাণু তাঁহাকে ব্যাপিয়া অবস্থিত। আমাদের মনে হয়, মন্ত্র এই উচ্চ-ভাবই প্রকটিত করিতেছে।

মন্ত্রের ভাষ্যানুমোদিত যে ব্যাখ্যা আছে, প্রথমোক্ত অন্বয়ে আমরা সেই ব্যাখ্যারই অনুসরণ করিয়াছি। সে ব্যাখ্যা হইতেও 'মনবে যশস্যা' পদের বিশ্লেষণে দ্বিতীয় অন্বয়ের ভাব অনেকটা উপলব্ধ হইতে পারিবে। ভাষ্যকার 'মনবে' পদের অর্থে লিখিয়াছেন,—'জ্ঞানবান যজমান তস্মৈ', 'দশস্যা'—দাত্রৌ যজ্ঞসাধনানাম্।' ভাব এই যে, যাঁহারা জ্ঞানবান, তাঁহাদিগের পক্ষেই ভগবানের করুণালাভ সুগম হইয়া থাকে। যেমন লৌকিক জগতে, তেমনিই আধ্যাত্মিক জগতে —উভয়ত্রই এতদুক্তির সার্থকতা উপলব্ধ হয়। কৃষিকার্য্যে অনভিজ্ঞ বক্তির পক্ষে সুশস্য-লাভ যেমন সুকঠিন; আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানে পরাঙ্মুখ ব্যক্তির পক্ষেও আভ্যন্তরীণ ঔৎকর্ষ-সাধন তেমনই সুদূরপরাহত। অনভিজ্ঞ কৃষাণের পক্ষে পৃথিবী 'ইরাবতীও' নহে, 'ধেনুমতীও' নহে, আবার 'সুযবসিনীও' নহে। সুতরাং পৃথিবীকে ইরাবতী ধেনুমতী সুযবসিনী করিতে হইলে, কৃষিকার্য্যে অভিজ্ঞতা-লাভ যেমন একান্ত প্রয়োজন; তেমনি হৃদয়কে বা অন্তরকে সদ্ভাব-সৎপ্রবৃত্তির আধারে পরিণত করিতে হইলে, ভগবানের করুণালাভ এবং সাধনা প্রয়োজন। উভয়ত্রই জ্ঞানের এবং একনিষ্ঠার আবশ্যক। *

---

* মন্ত্রের একটী ইংরাজী অনুবাদ; যথা,—

"Rich in sweet food be ye, and rich in milch kine, with fertile pastures, fain to do men service.

Both these worlds, Vishnu hast thou stayed asunder, and firmly fixed the earth with pegs around it.

ষষ্ঠ মন্ত্রের তিনটী বিভাগ পরিকল্পিত হইয়াছে। ঐ তিন অংশে যে উচ্চভাব প্রকটিত, আমাদিগের ব্যাখ্যায় তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রের ভাব সরল; সুতরাং বিশ্লেষণ বাহুল্যমাত্র। 'মা জিহ্বরতং' বাক্যাংশের ভাষ্যানুসারী অর্থ—'মা কুটিলে ভবতং।' এ অর্থে ভাব বিশেষ পরিস্ফুট হইল না। হৃদয় যখন অজ্ঞানতায় সমাচ্ছন্ন হয়, জ্ঞান ও ভক্তি যখন দূরে সরিয়া যায়; তখনই তাহাকে কুটিলতা-সম্পন্ন বলা যাইতে পারে। এই ভাব হইতে অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে,—'অবিচলিতভাবে তোমরা হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাক।' ভাষ্য-মতে মন্ত্রের সম্বোধ্য শকট। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে—'হে শকট, প্রাঙ্মুখে গমন কর। কিরূপ শকট? দেবকর্ম্ম বাধরহিত করিতে সমর্থ। কিঞ্চ উপরিবর্ত্তী দেবগণের প্রতি যজ্ঞ-নয়নে সমর্থ। হে শকট! তুমি কুটিল হইও না অর্থাৎ অসুরদিগকে যজ্ঞ প্রাপ্ত করাইও না।' সপ্তম মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী অর্থ—'হে শকট! তুমি দেবযজনাখ্য পৃথিবীর শরীররূপ উত্তরবেদির পশ্চিম-দিকে প্রক্রমত্রয়াবশেষ যে স্থান বিদ্যমান আছে, সেই স্থানে ক্রীড়া কর।' শকটকে যজ্ঞশালায় প্রেরণে মানুষের কি ফললাভ হয়, বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের মতে, মন্ত্রের সম্বোধ্য—হৃন্নিহিত জ্ঞান-ভক্তি। শকট যেমন যজ্ঞের দ্রব্য-সম্ভার বহন করে; হৃদয়ে সঞ্চিত ভগবৎ-পূজার উপকরণরাজিকেও তেমনি জ্ঞান ও ভক্তি ভগবানের নিকট সংবাহিত করিয়া লইয়া যায়। ফলতঃ, জ্ঞান ও ভক্তির সাহায্যে ভগবৎপ্রাপ্তি-কামনাই—মন্ত্রদ্বয়ে প্রার্থনার মধ্যে সূচিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

অষ্টম মন্ত্রে শকটের দক্ষিণ বন্ধন-সন্ধিতে স্থূণা নিখনন করিতে হয়। যুগের দক্ষিণোত্তর ভাগকে শকটের কর্ণ-স্থানীয় বলা হয়। বিনিয়োগ অনুসারে ভাষ্যমতে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—'হে বিষ্ণু! দ্যুলোক, ভূলোক, মহর্লোক অথবা অন্তরিক্ষ লোক হইতে ধন আনয়ন করিয়া আপনার উভয় হস্ত পূর্ণ করুন। এবং হে বিষ্ণু! দক্ষিণ ও বাম উভয় হস্তের দ্বারা বহু পরিমাণে প্রকৃষ্ট মণিমুক্তাদি ধন প্রদান করুন।' মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের প্রায়ই মতদ্বৈধ ঘটে নাই। মন্ত্রটীর লৌকিক অর্থ-গ্রহণে ভাষ্যকার মন্ত্রান্তর্গত 'বসব্যৈঃ' পদে 'মণিমুক্তাদি পার্থিব ধন' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা ঐ 'বসব্যৈঃ' পদের লৌকিক অর্থের সঙ্গে সঙ্গে এক অলৌকিক অর্থ অধ্যাহার করি। ভগবানের করুণায় যেমন পার্থিব ধনৈশ্বর্য্য লাভ হয়, তেমনি পরমার্থধনও প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি যেরূপ অধিকারী, যিনি তাঁহার নিকট যেরূপ ধনলাভের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহার সেইরূপ ধনই অধিগত হইয়া থাকে। সাধক যিনি, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন যিনি, তিনি পার্থিব-ধনলাভের প্রলোভনের অতীত; তাঁহার লক্ষ্য—পরমার্থধনের প্রতি। ভগবানের নিকট তিনি সেই ধনই যাচ্ঞা করিয়া থাকেন। তাই আমরা, 'বসব্যৈঃ' পদের ভাষ্যাতিরিক্ত 'পরমধনেন—শুদ্ধসত্ত্বরূপেণ' অর্থ অধ্যাহার করিলাম। 'আপ্রবচ্ছ দক্ষিণাদোত সব্যাৎ' মন্ত্রাংশের ভাব এই যে,—'তুমি তোমার দক্ষিণ ও বাম হস্তের দ্বারা প্রদান কর।' কেহ কেহ উহার অর্থ করিয়াছেন,—'দক্ষিণ দিক ও বাম দিক হইতে।' আমাদের মতে উহার অর্থ—কার্পণ্যরহিত হইয়া অর্থাৎ মুক্তহস্তে আমাদিগকে ধন-দান করুন। কি ধন দান করিবেন? ভূর্ভুবস্বঃ—এই ত্রিলোকস্থিত যে দেবভাব বা শুদ্ধসত্ত্ব, সেই ধন দান করিবেন,—'দিবঃ', 'পৃথিব্যাঃ', 'অন্তরিক্ষাৎ' পদে সেই ভাব ব্যক্ত করে।

মন্ত্রের প্রার্থনা—পার্থিব ধনলাভের প্রার্থনা নহে। মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আপনার করুণাধারা অনন্তরূপে অনন্ত দিকে ধাবমানা। আপনি কার্পণ্যরহিত হইয়া আমাদিগের প্রতি সে করুণাধারা বর্ষণ করুন। যে দেবভাব—শুদ্ধসত্ত্বরূপ পরমধন—ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক অর্থাৎ সর্ব্বলোকে ব্যাপিয়া আছে, আপনি মুক্তহস্তে তাহা আমাদিগকে প্রদান করুন। আপনার কৃপায় পরমধন লাভ করিয়া আমরা সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হই।' মন্ত্র এই ভাব ব্যক্ত করিতেছে বলিয়া মনে করি।

নবম মন্ত্রের প্রচলিত অর্থে এবং ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাদি হইতে বুঝা যায়, কোনও ব্যক্তিবিশেষ যেন কহিতেছেন,—'আমি পৃথিবী অন্তরিক্ষ এবং দ্যুলোকের নির্ম্মাণকারী বিষ্ণুর পূর্ব্বকৃত বীর্য্যের বিষয় কহিতেছি। তিনি পৃথিবী অন্তরিক্ষ এবং দ্যুলোকে তিন পদ স্থাপন করিয়া আছেন, দেবগণের বাসস্থান দ্যুলোক অধঃপতিত না হয়,—এই ভাবে তিনি তাহা ধারণ করিয়া আছেন।' মন্ত্রান্তর্গত 'প্রবোচং', 'অস্কভায়ৎ' প্রভৃতি ক্রিয়াপদই ব্যাখ্যাকারগণকে ঐরূপ অর্থের অনুসরণে সহায়তা করিয়াছে। ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত পন্থারই অনুসারী। ভাষ্যকারের মতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'বিষ্ণুর কর্ম্ম-সমূহের বিষয় কহিতেছি। বিষ্ণুর সেই সকল কর্ম্ম কিরূপ? তিনি পৃথিবী অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক প্রভৃতির পরমাণুসমূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; তিনি উপরিতন দেবগণের দ্যুলোকরূপ সহবাসস্থান যাহাতে অধঃপতিত না হয়, সেইরূপভাবে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। বিষ্ণু কিরূপ? যিনি তিন লোকে অগ্নি বায়ু সূর্য্য রূপে তিন পদ স্থাপন করিয়া আছেন; আর মহাত্মগণ যাঁহার বিষয় গান করিয়া থাকেন।' ইহাই মন্ত্রের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ।

ভাষ্যকারের সহিত আমাদের প্রথম মতান্তর ঘটিয়াছে—মন্ত্রান্তর্গত ক্রিয়াপদ লইয়া। আমাদের মতে মন্ত্রান্তর্গত ক্রিয়াপদে অতীতের সহিত ত্রিকালের সম্বন্ধ বিদ্যমান। করিয়াছেন, করিবেন, করিতেছেন, করিয়াছিলেন, করেন,—এই সকল প্রকার ভাবই ক্রিয়াপদে নিহিত আছে বলিয়া প্রতীত হয়। মন্ত্রের অন্তর্গত 'প্রবোচং' পদ লৌকিক ব্যাকরণে সিদ্ধ হয় না। ভাষ্যকার উহার অর্থ করিয়াছেন,—'প্রব্রবীমি' অর্থাৎ 'কহিতেছি' বা 'বলিতেছি'। উভয়ই বর্ত্তমানকালের ক্রিয়াপদ। কেহ কেহ আবার বলিয়াছেন,—ঐ ক্রিয়াপদের উৎপত্তি—'প্র+অবোচন্'। ঐ পদের অর্থে তাঁহারা বলেন,—'প্র প্রকর্ষেণ অবোচন্ ব্রবীমি।' ভাষ্যে আছে,—'বচের্লুঙি রূপং।' তাহা হইলে, বুঝিয়া দেখুন, ভূতকালদ্যোতক 'লুঙের' পদকে বর্ত্তমানকালদ্যোতক 'লট' দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ভাষ্যকার ব্যাখ্যার প্রারম্ভেই কোনও স্তোতার বিদ্যমানতা মানিয়া লইয়াছেন, বুঝা যায়। তাহা না হইলে এবং মন্ত্রোচ্চারণকালে পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে, সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না। সুতরাং পরবর্ত্তী 'অস্কভায়ৎ' ক্রিয়াপদকে অতীতকালজ্ঞাপক বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে, এবং তাহাতে মন্ত্রের কাল-ব্যত্যয় ঘটিয়াছে। কিন্তু নিত্য-সত্য বেদমন্ত্র ত্রিকালই সমান ভাব ব্যক্ত করে। আমরা আমাদের ব্যাখ্যায় সেই নিত্যকালের সম্বন্ধ-সংরক্ষার বিষয়েই প্রয়াস পাইয়াছি। 'অস্কভয়াৎ' যে অতীত কালের ক্রিয়াপদ, তাহাতেও আমাদের মনে হয়, নিত্যকালের সম্বন্ধই সংরক্ষিত। যিনি যে ভাবে যে কালেই মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন, মন্ত্রের অর্থ

অভিন্ন-ভাবেই ব্যক্ত হইবে। 'বিষ্ণোর্নু কং বীর্য্যাণি প্রবোচং' মন্ত্রাংশের অর্থ—'বিষ্ণুর বা ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছি।' এ কথা অতীতকালেও বলা হইয়াছে, আবার ভবিষ্যৎকালেও বলিতে হইবে। আমাদের মনে হয়,—'প্রবোচং' ক্রিয়াপদ বৈদিকভাষায় সেই ভাবই প্রকাশ করিতেছে। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানে—সকল কালেই ভগবান এই বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন, সকল কালে সকল স্থানেই তাঁহার মহিমা কীর্ত্তিত হয়, আবার সকল কালে সকল সময়েই তিনি মোক্ষেচ্ছু জনের চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া, আপনার নিকট টানিয়া লন। ভগবান যে বিশ্বের উপাদানভূত পঞ্চভূতাত্মক অণুপরমাণু-সমূহ—বিশ্বের সারভূত কারণ—সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা যে এই বিশ্ব-সৃষ্টি-কার্য্য সমাহিত করিয়াছেন—ইহা ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান ত্রিকালেই সত্য স্বতঃসিদ্ধ। তিনি এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন, তিনি বিশ্বের প্রতি অণুপরমাণুতে বিদ্যমান্, জীবের মনোজীবভাব সকলই তিনিই নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন,—এ ভাব সকল কালে সকল অবস্থাতেই পরিগৃহীত হইতে পারে। উপসংহারে এবম্বিধ মহিমোপেত ভগবানকে হৃদয়ের সারসামগ্রী সদ্ভাব—জ্ঞান-ভক্তি প্রভৃতি—প্রদানের উপদেশ আছে। ভগবানের অশেষ শক্তির ও করুণার পরিচয় নিয়তই আমরা প্রাপ্ত হইতেছি। তাঁহার প্রেম-পীযূষ-ধারা নানা দিকে নানা ভাবে প্রবহমান্। মন্ত্রের উপদেশ—'যদি তাঁহার করুণা প্রাপ্ত হইতে চাও, তাঁহার শরণাপন্ন হও ; তাহাই মোক্ষলাভের একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা।' *

তার পর ত্রয়োদশ অনুবাকের শেষ চারিটী (দশম, একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ) মন্ত্রের তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। মন্ত্রসমূহ বিশেষ জটিল-ভাবাপন্ন। ভাষ্যে মন্ত্রের যে সকল সম্বোধ্য-পদের প্রয়োগ দেখি, তাহাতে সেই জটিলতা যেন বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রের ভাব সরল ও সুগম। একটু অভিনিবেশ-সহকারে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, মন্ত্রের সম্বোধ্য স্বতন্ত্র, মন্ত্রের ভাব স্বতন্ত্র, মন্ত্রের লক্ষ্য স্বতন্ত্র। স্থূলতঃ, মন্ত্রসমূহ এক অতি মহান্ ভাব লইয়া অবতীর্ণ। আমরা একে একে সে সকল বিষয় প্রদর্শন করিতেছি।

প্রথমতঃ ভাষ্যকারের মন্তব্যের বিষয় আলোচনা করা যাউক। ভাষ্যের প্রারম্ভেই, মন্ত্র কি ভাবে প্রযুক্ত হইবে, তাহার উল্লেখ দেখি। তাহাতে, যেখানে যে সামগ্রীকে সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহাও স্পষ্টতঃ উল্লিখিত আছে। মন্ত্রের সেই প্রয়োগ-প্রক্রিয়া এই,—দক্ষিণোত্তর-ভাগে হবির্দ্ধানাখ্য দুইটী শকট স্থাপন করিয়া তাহার চারিদিকে আবরক মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবে। সেই মণ্ডপ বিষ্ণুদেবতাক ; এইজন্য তাহাকে 'বিষ্ণুরিতি' প্রভৃতি মন্ত্রে পরিচর্য্যা করিবার বিধি। বিষ্ণুর দৃশ্যমান্ সকল অবয়বকে বুঝাইবার জন্য ললাটাখ্য অবয়বকে কল্পনা করা হইয়াছে। বিষ্ণুমূর্ত্তিরূপে উপচরিত হবির্দ্ধানাখ্য মণ্ডপের পূর্ব্বদ্বারবর্ত্তী স্তম্ভদ্বয়ের মধ্যে দর্ভমালা বন্ধন করিবে। সেই মালাকে অথবা তাহার বন্ধনাধার বংশকে সম্বোধন করিয়া, বিষ্ণুর ললাটরূপ পরিকল্পনায় তাহাকে উপচর্য্যা করিবে। এইরূপ বিধিক্রমে দশম মন্ত্রের সম্বোধ্য—সেই দর্ভময়-মালাধার বংশ। মন্ত্রের অর্থ,—'হে দর্ভময় মালাধার বংশ! তুমি বিষ্ণু-মূর্ত্তির ন্যায়

* মন্ত্রের একটী ইংরাজী অনুবাদ ; যথা,—

"Now I will tell thee mighty deeds of Vishnu, of him who measured out the earthly regions." etc.

পরিচর্য্যা-যুক্ত হবির্দ্ধান-মণ্ডপের ললাটস্থানীয় হও।' যজ্ঞপুরুষের হবির্দ্ধানাখ্য মণ্ডপ একাদশ মন্ত্রের লক্ষ্য। মধ্যম ছদিকে সম্বোধন করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। মন্ত্রের অর্থ—'হে মধ্যম ছদি! তুমি বিষ্ণুনামক হবির্ধানাখ্য মণ্ডপের পৃষ্ঠস্বরূপ হও।' উন্নতভাবে স্থিতররাটী-প্রান্তদ্বয় স্পর্শ করিয়া দ্বাদশ মন্ত্র উচ্চারণ করিবার বিধি। সে হিসাবে দ্বাদশ মন্ত্রের সম্বোধ্য 'ররাট্যন্তৌ'। মন্ত্রের অর্থ—'হে ররাট্যন্তদ্বয়! তোমরা বিষ্ণুনামাখ্য হবির্দ্ধান-মণ্ডপের ওষ্ঠসন্ধিরূপ হও।' শকটদ্বারের অর্গলকে লস্যজনি কহে। সেই লস্যজনি-প্রতিস্থিত বৃহৎ-সূচীসমন্বিত রজ্জুদ্বারা দ্বারশালা বন্ধন হয়। মন্ত্রের সম্বোধ্য সেই অর্গল বা লস্যজনি। মন্ত্রের অর্থ—'হে বন্ধনহেতো লস্যজনি! তুমি হবির্দ্ধানাখ্যের রজ্জুস্বরূপ হও।' অগ্রভাগযুক্ত বংশের দ্বারা মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া শেষ মন্ত্রাংশদ্বয়ে তাহা স্পর্শ করিবে। মন্ত্রের সম্বোধ্য—রজ্জুগ্রন্থি। মন্ত্রের অর্থ—'হে রজ্জুগ্রন্থি! তুমি হবির্দ্ধানের গ্রন্থি হও।' হে হবির্দ্ধান্! তুমি বিষ্ণুদেবতাক বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধীয় হও; অতএব বিষ্ণুর প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে স্পর্শ করিতেছি।' ভাষ্যকার মন্ত্র-সমূহের এইরূপ অর্থই অধ্যাহার করিয়াছেন।

মন্ত্রসমূহের এই ভাষ্যানুমোদিত অর্থে কি ভাব প্রকাশ পায়, সুধীগণেরই তাহা বিচার্য্য। মন্ত্র-সমূহের মধ্যে কোনই সম্বোধ্য পদ নাই। সে ক্ষেত্রে শকট, হবির্ধান, মধ্যম ছদি, ররাটান্ত, লস্যজনি, রজ্জু প্রভৃতি পদ অধ্যাহার করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয় না। বেদমন্ত্র কামধেনু। আপন আপন জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে তাই যিনি যেমন ইচ্ছা অর্থ নিষ্কাশন করিয়া থাকেন। বেদ আজি তাই নানাভাবে উপেক্ষিত। কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, সনাতন বেদমন্ত্র-সমূহ এক মহান্ লক্ষ্য লইয়া অবতীর্ণ। মানুষের গতিমুক্তির পথ-প্রদর্শক বেদমন্ত্র-সমূহে ভগবানের মহীয়সী মহিমাই পরিব্যক্ত; উহাতে তদ্ব্যতিরিক্ত অন্যভাবের সমাবেশ সম্ভবপর নহে। তাই আমরা মনে করি, লৌকিক ক্রিয়াকর্ম্মে এক ভাব দ্যোতনা করে, আর পারলৌকিক মঙ্গল-সাধনে অন্য ভাবের বিকাশ হয়—বেদমন্ত্রের উদ্দেশ্য তাহা নহে। পরন্তু যেমন ইহলৌকিক ক্রিয়াকর্ম্মে, তেমনই পারলৌকিক মঙ্গল-সাধনে—বেদমন্ত্রসমূহ সমভাবে ফলপ্রদ এবং উভয়ত্রই সমান অর্থ জ্ঞাপক;—উভয়ত্রই একই ভাব একই উদ্দেশ্য নিহিত। উদ্দেশ্য যখন অভিন্ন, লক্ষ্য যখন অভিন্ন, তখন বিভিন্নভাবে প্রয়োগ-ব্যাপারে বেদ-মন্ত্র যে বিভিন্ন ভাব দ্যোতনা করে, তাহা কদাচ মনে হয় না। মূঢ় আমরা; উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না; তাই জ্ঞান-বুদ্ধি-প্রকৃতি অনুসারে আমরা আমাদের মনের মত অর্থ পরিকল্পনা করিয়া লই। তাই বেদমন্ত্রের বিভিন্নরূপ প্রয়োগ, বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা এবং বিভিন্নরূপ ভাব পরিদৃষ্ট হয়। যাহা হউক, ভগবন্মুখনিঃসৃত ভগবদ্বাণী বেদ-মন্ত্রে ভগবানের মাহাত্ম্য-কথাই পরিব্যক্ত বলিয়া মনে করি। মনুষ্যের গতি-মুক্তির পথপ্রদর্শক বেদবাণী তদুপযোগী উপদেশ-পরম্পরাই বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। এই ভাব—এই লক্ষ্যই আমাদের ব্যাখ্যাদিতে পরিস্ফুট। এই ভাবেই আমরা বেদ-মন্ত্র-সমূহের ব্যাখ্যাপ্রকটনে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

এক্ষণে মন্ত্রের তাৎপর্য্য বিষয়ে আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি। ভাষ্যকার মন্ত্রসমূহের যে সকল সম্বোধ্য পদ অধ্যাহার করিয়াছেন এবং তদনুসারে মন্ত্রের যে অর্থ হইয়াছে, আমরা তাহা আদৌ অনুমোদন করি না। আমাদের মতে মন্ত্রসমূহের যাহা সম্বোধ্য, তাহা বঙ্গানুবাদের

প্রারম্ভেই প্রকাশ করিয়াছি। ভাষ্যকার শকটাবরক এক মণ্ডপ পরিকল্পনা করিয়া তাহার বিভিন্ন অংশের সহিত মন্ত্রের সম্বন্ধ খ্যাপন করিতেছেন; সেই লক্ষ্য অনুসারেই ভাষ্যের অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে। আর সেই জন্যই মন্ত্রের অর্থ-বোধ দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। মণ্ডপটীকে বিষ্ণুরূপে এবং মণ্ডপের বিভিন্ন অংশ বিষ্ণুর বিভিন্ন অবয়বরূপে পরিকল্পিত। এইরূপ পরিকল্পনায় ভাষ্যকার মন্ত্র-সমূহের যে অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন, প্রথমেই তাহা প্রদান করিয়াছি।

মন্ত্রসমূহের অন্তর্গত 'শ্নপ্ত্রে' এবং 'স্যুঃ' পদদ্বয় কথঞ্চিৎ দুর্ব্বোধ্য। ঐ দুই পদের উপমা ও তাৎপর্য্য বোধগম্য হইলেই মন্ত্রের অর্থ সরল ও সহজবোধ্য হইবে। 'শ্নপ্ত্রে' পদের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—'সৃক্কণী বা ওষ্ঠসন্ধিরূপে'। ওষ্ঠদ্বয়ের উভয়পার্শ্বস্থিত সন্ধিদ্বয়কে ঐ 'শ্নপ্ত্রে' পদে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আমরা ঐ পদের অর্থ করিয়াছি—'লিপ্তে' ও 'সংযোজয়িত্রে'। মন্ত্রে আমাদের লক্ষ্য—জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম। সন্ধিদ্বয় যেমন ওষ্ঠদ্বয়কে পরস্পর সম্মিলিত রাখে; তেমনি জ্ঞান ও ভক্তি কর্ম্মকে ভগবানের সহিত সম্মিলিত করিয়া দেয়। ইহা হইতে মন্ত্রে দ্বিবিধ ভাব উপলব্ধ হয়। প্রথম—'তোমরা আমার অনুষ্ঠিত কর্ম্মের সহিত অবস্থিত হও অর্থাৎ আমার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম—জ্ঞান-ভক্তি বিমিশ্র হউক; এবং দ্বিতীয়—'আমার কর্ম্মকে ভগবানের সহিত যুক্ত কর।' এই দ্বিবিধ ভাবই মন্ত্রের উচ্চ আদর্শ প্রকটন করে। ত্রয়োদশ-মন্ত্রান্তর্গত 'স্যুঃ' পদও পূর্ব্বোক্তরূপ উচ্চভাব ব্যক্ত করিতেছে। 'সেব্যতে অনয়া রজ্জ্যেতি স্যুঃ' এই বাক্যে 'স্যুঃ' পদে ভাষ্যমতে রজ্জুকে বুঝাইতেছে। রজ্জু বিভিন্ন দুইটী বস্তুকে গ্রন্থি দ্বারা একত্র আবদ্ধ করে। সে হিসাবে 'স্যুঃ' পদ বন্ধনসাধক। ভক্তি দ্বারা ভগবানকে আবদ্ধ করা যায়। ভক্তি সে হিসাবে ভগবানের বন্ধনসাধক বা ভক্ত-হৃদয়ে তাঁহার বন্ধনের হেতুভূত। ভগবানের উক্তিতে দেখিতে পাই,—'নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তাঃ যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥' তাই ভক্ত সাধক জোর করিয়া বলিতে পারেন,—'হস্তমুৎক্ষিপ্য যাসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্! হৃদয়াৎ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥" তুমি দৈহিক বলের দ্বারা আমার হাত ছিনাইয়া চলিয়া গেলে; আমি শারীরিক বলে তোমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলাম, সত্য। তুমি সর্ব্বশক্তিমান্; দৈহিক বলে আমাকে পরাজিত করিবে,—ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু আমার হৃদয়ে যে বল আছে, আমি সেই ভক্তিবলে তোমাকে ধরিলাম। তুমি যদি আমার সেই শক্তিকে পরাজিত করিয়া চলিয়া যাইতে পার, তবেই তোমাকে পৌরুষসম্পন্ন বলিয়া মনে করিব।' ভক্ত ভিন্ন, ভক্তির অলৌকিক শক্তি ভিন্ন, এমন জোরের কথা কি কেহ বলিতে পারে?—না, এমন দৃঢ়-বন্ধনে ভগবানকে কেহ বাঁধিতে পারে? তাই আমরা হৃদয়ের অন্তর্নিহিত ভক্তিকে ঐ 'স্যুঃ' পদের লক্ষ্যস্থল মনে করিয়া, উহার 'গ্রন্থিরূপা, বন্ধনহেতুভূতা' অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি।

অন্যান্য মন্ত্র সরল ও সহজবোধ্য। সুতরাং তদ্বিষয়ে বিশেষ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ভাষ্যে 'ধ্রুবঃ' পদের 'দৃঢ়গ্রন্থিঃ' অর্থ পরিকল্পিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যখন 'রজ্জু'-বাচক পদ আছে; কাজেই 'ধ্রুবঃ' পদের 'দৃঢ়গ্রন্থিঃ' অর্থ আমনন করিতেই হইবে। তদ্ভিন্ন সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না। কিন্তু আমরা তাহা স্বীকার করি না। ভক্তিরূপ রজ্জু দ্বারা যে বন্ধন সমাহিত হয়, তাহার অপেক্ষা দৃঢ়তর বন্ধন আর কিছু হইতে পারে কি? সে বন্ধন

যে 'ধ্রুবঃ' অর্থাৎ নিত্য-সত্য—অতি দৃঢ়তম। ভক্তি শুদ্ধসত্ত্বরূপ। শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানেরই একতম অংশ। তাই ভক্তি বা শুদ্ধসত্ত্বকে আমরা নিত্যসত্যরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছি। মন্ত্রের ভাব এই যে,—'জ্ঞান ও ভক্তি প্রভাবে আমার কর্ম্ম ভগবানে যুক্ত হউক। সেই কর্ম্মই মোক্ষহেতুভূত—যাহার সহিত জ্ঞান ও ভক্তির সমাবেশ থাকে। ভক্তিতে ভগবান অধিগত হন। সদ্ভাব—শুদ্ধসত্ত্বই তদ্বিষয়ে প্রধান সহায়। সুতরাং মোক্ষেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে জ্ঞান ও ভক্তিসহযুত কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং ভগবানে আত্মনিয়োজিত করা একান্ত আবশ্যক। তাহাই তাহার গতি-মুক্তির প্রধান সহায়।' * (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—১৩ অনুবাক)।

—o—

চতুর্দ্দশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। চতুর্দ্দশোঽনুবাকঃ।)

(১) কৃণুষ্ব পাজঃ প্রসিতিং ন পৃথ্বীং যাহি রাজেবামবাঁ৺ ইভেন।
তৃষ্বীমনু প্রসিতিং দ্রূণানোঽস্তাঽসি বিধ্য রক্ষসস্তপিষ্ঠৈঃ।

(২) তব ভ্রমাস আশুয়া পতন্ত্যনু স্পৃশ ধৃষতা শোশুচানঃ।
তপূঁ৺ষ্যগ্নে জুহ্বা পতঙ্গানসন্দিতো বি সৃজ বিষ্বগুল্কাঃ।

---

* "Thou art the frontlet for the brow of Vishnu, ye are the corners of the mouth of Vishnu. Thou art the needle for the work of Vishnu. Thou art the firmly fastened knot of Vishnu. To Vishnu thou belongest. Thee for Vishnu."

ইহাই হইল—ভাষ্যানুমোদিত ইংরেজী অনুবাদ। অনুবাদক 'স্যূঃ' এবং 'ধ্রুবঃ' পদদ্বয়ে যথাক্রমে সূঁচ (needle) এবং দৃঢ়গ্রন্থি (firmly fastened knot) অর্থ স্বীকার করিয়াছেন। ইহা হইতেও একটা ভাব পাওয়া যায়। সূচী দ্বারা যেমন গ্রন্থিবন্ধন হয়, সত্ত্ব-ভাবে ভগবান তেমনি এই বিশ্বের বুনন অর্থাৎ সৃষ্টিকার্য্য সমাহিত করেন।

(৩) প্রতি স্পশো বি সৃজ তূর্ণিতমো ভবা পায়ুর্ব্বিশো অস্যা অদব্ধঃ।

যো নো দূরে অঘশꣳসঃ যো অন্ত্যগ্নে মাকিষ্টে ব্যথিরা দধর্ষীৎ।

(৪) উদগ্নে তিষ্ঠ প্রত্যা তনুষ্ব ন্যমিত্রাꣳ ওষতাত্তিগ্মহেতে।

যো নো অরাতিꣳ সমিধান চক্রে নীচা তং ধক্ষ্যতসং ন শুষ্কম্।

(৫) ঊর্দ্ধো ভব প্রতি বিধ্যাধ্যস্মদাবিষ্কৃণুষ্ব দৈব্যান্যগ্নে।

অব স্থিরা তনুহি যাতুজূনাং জামিমজামিং প্র মৃণীহি শত্রূন্।

(৬) স তে জানাতি সুমতিং যবিষ্ঠ য ঈবতে ব্রহ্মণে গাতুমৈরৎ।

বিশ্বান্যস্মৈ সুদিনানি রায়ো দ্যুম্নান্যর্য্যো বি দুরো অভি দ্যৌৎ।

(৭) সেদগ্নে অস্তু সুভগঃ সুদানুর্যস্ত্বা নিত্যেন হবিষা য উক্থৈঃ।

পিপ্রীষতি স্ব আয়ুষি দুরোণে বিশ্বেদস্মৈ সুদিনা সাহসদিষ্টিঃ।

(৮) অর্চ্চামি তে সুমতিং ঘোষ্যর্ব্বাক্সং তে বাবাতা জরতাম্ ইয়ং গীঃ।

স্বশ্বাস্ত্বা সুরথামর্জ্জয়েমাস্মে ক্ষত্রাণি ধারয়েরনু দ্যূন্।

(৯) ইহ ত্বা ভূর্য্যা চরেদুপ ত্মন্দোষাবস্তর্দ্দীদিবাꣳসমনু দ্যূন্।

ক্রীড়ন্তস্ত্বা সুমনসঃ সপেমাভি দ্যুম্না তস্থিবাꣳসো জনানাম্।

(১০) যস্ত্বা স্বশ্বঃ সুহিরণ্যো অগ্ন উপযাতি বসুমতা রথেন।

তস্য ত্রাতা ভবসি তস্য সখা যস্ত আতিথ্যমানুষগ্জুজোষৎ।

(১১) মহো রুজামি বন্ধুতা বচোভিস্তন্মা পিতুর্গোতমাদন্বিয়ায়।

ত্বং নো অস্য বচসশ্চিকিদ্ধি হোতর্যবিষ্ঠ সুক্রতো দমূনাঃ।

(১২) অস্বপ্রজস্তরণয়ঃ সুশেবা অতন্দ্রাসোঽবৃকা অশ্রমিষ্ঠাঃ।

তে পায়বঃ সধ্রিয়ঞ্চো নিষদ্যাগ্নে তব নঃ পান্ত্বমূর।

(১৩) যে পায়বো মামতেয়ং তে অগ্নে পশ্যন্তো অন্ধং দুরিতাদরক্ষন্।

ররক্ষ তান্ৎসুকৃতো বিশ্ববেদা দিপ্সন্ত ইদ্রিপবো না হ দেভুঃ।

(১৪) ত্বয়া বয়ꣳ সধন্যস্ত্বোতাস্তব প্রণীত্যশ্যাম বাজান্।

উভা শꣳসা সূদয় সত্যতাতেঽনুষ্ঠুয়া কৃণুহ্যহ্রয়াণ।

(১৫) অয়া তে অগ্নে সমিধা বিধেম প্রতি স্তোমং শস্যমানং গৃভায়।

দহাশসো রক্ষসঃ পাহ্যস্মান্ দ্রুহো নিদো মিত্রমহো অবদ্যাৎ।

(১৬) রক্ষোহণং বাজিনমা জিঘর্ম্মি মিত্রং প্রথিষ্ঠমুপ যামি শর্ম্ম।

শিশানো অগ্নিঃ ক্রতুভিঃ সমিদ্ধঃ স নো দিবা স রিষঃ পাতু নক্তম্।

(১৭) বি জ্যোতিষা বৃহতা ভাত্যগ্নিরাবির্ব্বিশ্বানি কৃণুতে মহিত্বা।

প্রাদেবীর্ম্মায়াঃ সহতে দুরেবাঃ শিশীতে শৃঙ্গে রক্ষসে বিনিক্ষে।

(১৮) উত স্বানাসো দিবি ষন্ত্বগ্নেস্তিগ্মায়ুধা রক্ষসে হন্তবা উ।

মদে চিদস্য প্র রুজন্তি ভামা ন বরন্তে পরিবাধো অদেবীঃ ॥ ১৪ ॥

(আপ উন্দন্ত্বাকূত্যৈ দৈবীমিয়ং বস্ব্যস্তং শুনা সোমমুদায়ুষা প্র

চ্যবস্বাগ্নেরাতিথ্যমং শুরং শুর্ব্বিভায়নী মেহসি

যুঞ্জতে কৃণুষ্ব পাজশ্চতুর্দ্দশ ॥ ১৪ ॥)

* * *

অথ পদপাঠঃ।

(১) কৃণুষ্ব। পাজঃ। প্রসিতিমিতি প্র—সিতিম্। ন। পৃথ্বীম্। যাহি। রাজা।
ইব। অমবানিত্যম—বান্। ইভেন। তৃষ্বীম্। অন্বিতি। প্রসিতিমিতি
প্র—সিতিম্। দ্রূণানঃ। অস্তা। অসি। বিধ্য। রক্ষসঃ। তপিষ্ঠৈঃ।

(২) তব। ভ্রমাসঃ। আশুয়া। পতন্তি। অন্বিতি। স্পৃশ। ধৃষতা। শোশুচানঃ।
তপূঁষি। অগ্নে। জুহ্বা। পতঙ্গান্। অসন্দিত ইত্যসং—দিতঃ।
বীতি। সৃজ। বিষ্বক্। উল্কাঃ।

(৩) প্রতীতি। স্পশঃ। বীতি। সৃজ। তূর্ণিতম ইতি তূর্ণি—তমঃ। ভব। পায়ুঃ।
বিশঃ। অস্যাঃ। অদব্ধঃ। যঃ। নঃ। দূরে। অঘশꣳস ইত্যঘ—শꣳসঃ।
যঃ। অন্তি। অগ্নে। মাকিঃ। তে। ব্যথিঃ। এতি। দধর্ষীৎ।

(৪) উদিতি। অগ্নে। তিষ্ঠ। প্রতি। এতি। তনুষ্ব। নীতি। অমিত্রান্।
ওষতাৎ। তিগ্মহেত ইতি তিগ্ম—হেতে। যঃ। নঃ। অরাতিম্। সমিধানেতি
সম্—ইধান। চক্রে। নীচা। তম্। ধক্ষি। অতসম্। ন। শুষ্কম্।

(৫) ঊর্দ্ধঃ। ভব। প্রতীতি। বিধ্য। অধীতি। অস্মৎ। আবিঃ। কৃণুষ্ব।
দৈব্যানি। অগ্নে। অবেতি। স্থিরা। তনুহি। যাতুজূনাম্। জামিম্।
অজামিম্। প্রেতি। মৃণীহি। শত্রূন্।

(৬) সঃ। তে। জানাতি। সুমতিমিতি সু—মতিম্। যবিষ্ঠ। যঃ। ঈবতে।
ব্রহ্মণে। গাতুম্। ঐরৎ। বিশ্বানি। অস্মৈ। সুদিনানীতি সু—দিনানি। রায়ঃ।
দ্যুম্নানি। অর্য্যঃ। বীতি। দুরঃ। অভীতি। দ্যৌৎ।

(৭) সঃ। ইৎ। অগ্নে। অস্তু। সুভগ ইতি সু—ভগঃ। সুদানুরিতি সু—দানুঃ।
যঃ। ত্বা। নিত্যেন। হবিষা। যঃ। উক্থৈঃ। পিপ্রীষতি। স্বে।
আয়ুষি। দুরোণ ইতি দুঃ—ওনে। বিশ্বা। ইৎ। অস্মৈ।
সুদিনেতি সু—দিনা। সা। অসৎ। ইষ্টিঃ।

(৮) অর্চ্চামি। তে। সুমতিমিতি সু—মতিম্। ঘোষি। অর্ব্বাক্। সমিতি।
তে। বাবাতা। জরতাম্। ইয়ম্। গীঃ। স্বশ্বা ইতি সু—অশ্বাঃ। ত্বা। সুরথা
ইতি। সু—রথাঃ। মর্জ্জয়েম। অস্মে ইতি। ক্ষত্রাণি। ধারয়েঃ। অন্বিতি। দ্যূন্।

(৯) ইহ। ত্বা। ভূরি। এতি। চরেৎ। উপেতি। ত্মন্। দোষাবস্তরিতি দোষা—বস্তঃ। দীদিবা৺ সম্। অন্বিতি। দ্যূন্। ক্রীড়ন্তঃ। ত্বা। সুমনস ইতি সু—মনসঃ। সপেম। অভীতি। দ্যুম্না। তস্থিবা৺ সঃ। জনানাম্।

(১০) যঃ। ত্বা। স্বশ্ব ইতি সু—অশ্বঃ। সুহিরণ্য ইতি সু—হিরণ্যঃ। অগ্নে। উপযাতীত্যুপ—যাতি। বসুমতেতি বসু—মতা। রথেন। তস্য। ত্রাতা। ভবসি। তস্য। সখা। যঃ। তে। আতিথ্যম্। আনুষক্। জুজোষৎ।

(১১) মহঃ। রুজামি। বন্ধুতা। বচোভিরিতি বচঃ—ভিঃ। তৎ। মা। পিতুঃ। গোতমাৎ। অন্বিতি। ইয়ায়। ত্বম্। নঃ। অস্য। বচসঃ। চিকিদ্ধি। হোতঃ। যবিষ্ঠ। সুক্রতো ইতি সু—ক্রতো। দমূনাঃ।

(১২) অস্বপ্নজ ইত্যস্বপ্ন—জঃ। তরণয়ঃ। সুশেবা ইতি সু—শেবাঃ। অতন্দ্রাসঃ। অবৃকাঃ। অশ্রমিষ্ঠাঃ। তে। পায়বঃ। সধ্রিয়ঞ্চঃ। নিষদ্যেতি নি—সদ্য। অগ্নে। তব। নঃ। পান্তু। অমূর।

(১৩) যে। পায়বঃ। মামতেয়ম্। তে। অগ্নে। পশ্যন্তঃ। অন্ধম্। দুরিতাদিতি

স্তুঃ—ইতাৎ। অরক্ষন্। ররক্ষ। তান্। সুকৃত ইতি সু—কৃতঃ। বিশ্ববেদা ইতি

বিশ্ব—বেদাঃ। দিপ্সন্তঃ। ইৎ। রিপবঃ। ন। হ। দেভুঃ।

(১৪) ত্বয়া। বয়ম্। সধন্য ইতি সধ—ন্যঃ। ত্বোতাঃ। তব। প্রণীতীতি

প্র—নীতী। অশ্যাম। বাজান্। উভা। শ৺সা। সূদয়। সত্যতাত ইতি

সত্য—তাতে। অনুষ্ঠুয়া। কৃণুহি। অহ্রয়াণ।

(১৫) অয়া। তে। অগ্নে। সমিধেতি সম্—ইধা। বিধেম। প্রতীতি। স্তোমম্।

শস্যমানম্। গৃভায়। দহ। অশসঃ। রক্ষসঃ। পাহি। অস্মান্। দ্রুহঃ।

নিদঃ। মিত্রমহ ইতি মিত্র—মহঃ। অবদ্যাৎ।

(১৬) রক্ষোহণমিতি রক্ষঃ—হনম্। বাজিনম্। এতি। জিঘর্ম্মি। মিত্রম্।

প্রথিষ্ঠম্। উপেতি। যামি। শর্ম্ম। শিশানঃ। অগ্নিঃ। ক্রতুভিরিতি

ক্রতু—ভিঃ। সমিদ্ধ ইতি সম্—ইদ্ধঃ। সঃ। নঃ। দিবা।

সঃ। রিষঃ। পাতু। নক্তম্।

(১৭) বীতি। জ্যোতিষা। বৃহতা। ভাতি। অগ্নিঃ। আবিঃ। বিশ্বানি।

কৃণুতে। মহিত্বেতি মহি—ত্বা। প্রেতি। অদেবীঃ। মায়াঃ। সহতে। দুরেবা

ইতি দুঃ—এবাঃ। শিশীতে। শৃঙ্গে ইতি। রক্ষসে। বিনিক্ষ ইতি বি—নিক্ষে॥

(১৮) উত। স্বানাসঃ। দিবি। সন্তু। অগ্নেঃ। তিগ্মায়ুধা ইতি তিগ্ম—আয়ুধাঃ॥

রক্ষসে। হন্তবৈ। উ। মদে। চিৎ। অস্য। প্রেতি। রুজন্তি।

ভামাঃ। ন। বরন্তে। পরিবাধ ইতি পরি—বাধঃ। অদেবীঃ॥ ১৪॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানাধার হে শুদ্ধসত্ত্ব অথবা ভগবন্!) ত্বং 'প্রসিতিং ন পৃথ্বীং' (মৃগয়ুঃ যথা পক্ষিগ্রহণার্থং অথবা মৃগবন্ধনায় বনগহনেষু প্রসিতিং জালং প্রসারয়তি তদ্বৎ ত্বমপি অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্নে মম অরণ্যবৎহৃদয়ে রিপুশত্রূণাং বিনাশায় ইতি তাৎপর্য্যঃ) 'পাজং' (জ্ঞানরশ্ময়ঃ, মহান্তি তেজাংসি বা ইত্যর্থঃ) 'কৃণুষ্ব' (কুরুষ্ব, বিস্তারয় বিচ্ছুরয় বা—মম অজ্ঞানতমসাচ্ছন্নে হৃদি ইতি ভাবঃ)। অপিচ, 'অমবান্' 'রাজেব' (অমাত্যৈঃ সেনান্যৈঃ বা পরিবৃতঃ অথবা শত্রুসন্তাপকঃ ইত্যর্থঃ রাজা ইব, অথবা রাজা যথা সেনাপরিবৃতঃ সন্) 'ইভেন' (গজেন—প্রভূতবলেন সহ ইত্যর্থঃ পরবলং প্রতি গচ্ছতি অথবা শত্রূন্ প্রতি ধাবতি তদ্বৎ) ত্বমপি জ্ঞান-ভক্তিসহযুতৈঃ তেজঃসজ্ঘরূপৈঃ অমাত্যৈঃ যুক্তঃ সন্ 'যাহি' (শত্রূন্ হন্তুং গচ্ছ ইতি ভাবঃ)। তথা ত্বং 'তৃষ্বীং' (ক্ষিপ্রগামিনীং) 'প্রসিতিং' (প্রকৃষ্টাং সেনাং—জ্ঞানভক্ত্যাদিরূপাং ইতি ভাবঃ) 'অনুদ্রুনানঃ' (অনুগচ্ছন্) 'অস্তা' (শত্রূনাং নাশকঃ) 'অসি' (ভব ইতি ভাবঃ)। অপিচ, হে প্রজ্ঞানাধার ভগবন্! 'তপিষ্ঠৈঃ' (সন্তাপজনকৈঃ তেজোভিঃ ইতি ভাবঃ) 'রক্ষসঃ' (রক্ষসান্, সর্ব্বান্ শত্রূন্—বহিরন্তঃস্বরূপান্ ইতি ভাবঃ) 'বিধ্য' (বিতাড়য়)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অত্র জ্ঞানজ্যোতিষা অন্তঃশত্রুনাশায় প্রার্থনা বিদ্যতে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! মাং প্রজ্ঞানসম্পন্নং কুরু; জ্ঞানধনদানেন বহিরন্তঃ শত্রূন্ নাশয় পরমার্থং চ দেহি।

২। প্রজ্ঞানস্বরূপ হে শুদ্ধসত্ত্ব বা ভগবন্! 'তব' (ভবৎসম্বন্ধী) 'ভ্রমাসঃ' (সর্ব্বতঃ গচ্ছন্তঃ) আশুয়া' (শীঘ্রগতয়ঃ রশ্ময়ঃ ইত্যর্থঃ) 'পতন্তি' (প্রসরন্তি—সাধকানাং হৃদি ইতি ভাবঃ); অতঃ 'শোশুচানঃ' (দীপ্যমানঃ ত্বং) 'ধৃষতা' (শত্রুধর্ষকেন তেজঃসজ্ঘেন ইত্যর্থঃ) 'অনু' (অনুক্রমেণ) 'স্পৃশ' (শত্রূন্ দহ, নাশয় ইত্যর্থঃ); অপিচ, 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে

ভগবন্!) 'অসন্দিতঃ' (শত্রুভিঃ অনভিভাব্যঃ) ত্বং 'জুহ্বা' (অস্মাকং প্রদত্তেন ভক্তিরূপেণ হবিষা সহ অবিচ্ছিন্নঃ ভূত্বা ইতি ভাবঃ) 'তপূংষি' (শত্রুসন্তাপকান্) 'পতঙ্গান' (পতনশীলান্—আত্মোৎকর্ষসাধনশীলানাং জনানাং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'উল্কাঃ' (জ্বালারূপাণি তেজাংসি ইতি ভাবঃ) 'বিষ্বক্' (সর্ব্বতোভাবেন) 'বিসৃজ' (প্রসারয়, উৎপাদয়—অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রস্য প্রথমভাগে নিত্যসত্যপ্রখ্যাপিতঃ। ভাবার্থঃ—আত্মোৎকর্ষসম্পন্নং হৃদয়ং হি জ্ঞানজ্যোতিষাং আধারং। দ্বিতীয়ে তু প্রার্থনা সংসূচিতা। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! শত্রোরুপদ্রবেন অহং আত্মবিস্মৃতঃ। কৃপয়া ময়ি শত্রুসন্তাপকং জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরয় তেন চ মাং উদ্ধারয়।

৩। 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্!) ত্বং 'তূর্ণিতমঃ' (সর্ব্বত্রত্বরিতগমনশীলাঃ) তং 'স্পশঃ' (শত্রুনাশকান্ তব রশ্ময়ঃ ইতি ভাবঃ) 'বিসৃজ' (বিশেষেণ বিস্তারয়—অস্মাকং সত্যানৃতবিবেকার্থং ইতি ভাবঃ); অপিচ 'অদব্ধঃ' (কেনাপ্যহিংসিতঃ, শত্রূণাং ধর্ষকঃ ইত্যর্থঃ) ত্বং 'অস্যাঃ' (ভবতাং শরণাগতস্য মম ইতি ভাবঃ) 'বিশঃ' (বিশ্বহিতসাধিকায়াঃ শক্তেঃ ইত্যর্থঃ) 'পায়ুঃ' (পালকঃ ভব ইতি যাবৎ)। 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন!) 'নঃ' (অস্মাকং) 'দূরে' (হৃদয়াৎ বহিঃপ্রদেশে) 'যঃ' (প্রলোভনাধিরূপঃ যঃ প্রসিদ্ধঃ) 'অঘশংসঃ' (পাপরূপঃ শত্রুঃ) বিদ্যতে তথা 'অন্তি' (অন্তিকে, হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) 'যঃ' (কামক্রোধরূপঃ যঃ প্রসিদ্ধঃ অন্তঃশত্রুঃ তিষ্ঠতে ইতি যাবৎ) তদুভয়বিধস্য শত্রোঃ পালকো ভব ইতি যাবৎ। কিঞ্চ 'ত্বে' (ভবতাং শরণাপন্নান্ অস্মান্ ইতি ভাবঃ) 'মাকিঃ' (ন কশ্চিদপি) 'ব্যথিঃ' (সদ্ভাবাবরোধকঃ শত্রুঃ) 'আ দধর্ষীৎ' (পরিভবং মা করোতু, সৎসম্বন্ধাৎ বিচ্ছিন্নান্ মা করোতু ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়মপি প্রার্থনামূলকঃ। জ্ঞানজ্যোতিষা শত্রুনাশায় প্রার্থনা অত্র বর্ত্ততে। অয়ং ভাবঃ—হে ভগবন্! ভবতাং অনুগ্রহেণ অস্মাকং বহিরন্তঃশত্রূন্ বিনাশং যাতু।

৪। 'তিগ্মহেতে' (তীক্ষ্ণতেজঃসম্পন্নঃ, অমিততেজঃ ইত্যর্থঃ) 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্!) 'উত্তিষ্ঠ' (উদ্বুদ্ধঃ ভব, হৃদি জাগরূকঃ ভব ইতি ভাবঃ); কিঞ্চ 'প্রতি' (শত্রূন্ প্রতি ইত্যর্থঃ) 'আতনুষ্ব' (তব জ্বালাসজ্ঘং, শত্রুনাশকানি তেজাংসি ইতি যাবৎ বিস্তারয় ইত্যর্থঃ)। অপিচ, তৈঃ তেজসঙ্ঘৈঃ 'অমিত্রান্' (বহিরন্তঃশত্রূন্ ইতি ভাবঃ) 'নি' (নিতরাং—নিঃশেষেণ ইত্যর্থঃ) 'ওষতাৎ' (দহ)। 'সমিধান' (সমিদ্ভিঃ জ্ঞানভক্তিরূপাভিঃ দীপ্যমান্ প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন!) 'যঃ' (যঃ শত্রুঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'অরাতি' (দানপ্রতিবন্ধং, সদ্ভাবাবরোধং ইত্যর্থঃ) 'চক্রে' (করোতি, সাধয়তি) 'তং' (তং শত্রুং) 'অতসং ন শুষ্কং' (অগ্নিঃ যথা শুষ্কং অনার্দ্রং কাষ্ঠং নিঃশেষেণ দহতি তদ্বৎ) 'নীচা' (ন্যগ্‌ভূতং, নিঃশেষেণ ইতি ভাবঃ) 'ধক্ষ' (দহ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অয়ং ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মাকং সদ্ভাবাবরোধকান্ শত্রূন্ নাশয় জ্ঞানজ্যোতিষা সদ্ভাবেন চ অস্মাকং প্রবর্দ্ধয় ইতি প্রার্থনা।

৫। 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্! ত্বং 'ঊর্ধ্বো ভব' (প্রবুদ্ধো ভব, শত্রুনাশায় হৃদি প্রদ্দীপিতঃ ভব ইতি ভাবঃ); অপিচ, 'অস্মৎ' (অস্মত্তঃ, অস্মৎ সকাশাৎ হৃদয়াৎ বা ইতি ভাবঃ) 'অধি' (অধিকান, সর্ব্বান্ শত্রূন্ ইত্যর্থঃ) 'প্রতিবিধ্য' (প্রত্যেকং বিতাড়য়); কিঞ্চ 'দৈব্যানি' (দেবসম্বন্ধিনী প্রজ্ঞানানি তেজাংসি বা) 'আবিষ্কৃণুষ্ব' (আবিষ্কুরু, সংজনয়—অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ)। তদনন্তরং 'যাতুজ নাং' (যাতুধনানাং, বহিরন্তঃশত্রূণাং ইতি ভাবঃ) 'স্থিরা'

(স্থিরানি সন্ধানানি বীর্য্যানি বা ইত্যর্থঃ) 'অবতনুহি' (অবনতানি কুরু, নাশয় ইত্যর্থঃ)। তথা 'জামিমজামিং' (বিজিতং তথা অবিজিতং—সর্ব্বান্) 'শত্রূন্' (বহিরন্তঃশত্রূন্ ইতি ভাবঃ) 'প্রমৃণীহি' (প্রকর্ষেণ অপজহি)। সর্ব্বশত্রুনাশায় অত্র প্রার্থনা বিদ্যতে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মাকং বহিরন্তঃশত্রূন্ নাশয়িত্বা অস্মান্ পরমধনং প্রদেহি।

৬। 'যবিষ্ঠ' (যুবতম, চিরনবীন ইতি ভাবঃ, যদ্বা—দেবেষু হবীংষি মিশ্রয়িতৃতম) 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানাধার হে ভগবন্!) 'যঃ' (যঃ পুমান্) 'ঈবতে' (বিশ্বহিতসাধনায় উদ্‌বুদ্ধানাং শরণাগতানাং হৃদি গমনবতে) 'ব্রহ্মণে' (পরব্রহ্মণে তুভ্যং ইত্যর্থঃ) 'গাতুং' (স্তোত্রং) 'ঐরৎ' (প্রেরয়তি, ভগবন্মাহাত্ম্যং পরিকীর্ত্তয়তি ইতি ভাবঃ) 'সঃ' (পুমান্) 'তে' (তব, ভবতাং সম্বন্ধি) 'সুমতিং' (কল্যাণকরীং অনুগ্রহাত্মিকাং বুদ্ধিং, যদ্বা—ভবতাং অনুগ্রহং ইত্যর্থঃ) 'জানাতি' (লভতে ইত্যর্থঃ); ভবানপি 'অস্মৈ' (অর্চ্চনাপরায়ণে, প্রার্থনাকারিণে ইত্যর্থঃ) 'বিশ্বানি' (সর্ব্বাণি) 'সুদিনানি' (অভ্যুদয়কারণানি মঙ্গলানি) প্রযচ্ছসি; অপিচ সঃ 'অর্য্যঃ' (সৌভাগ্যশীলঃ সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতা পুমান্) ভবতাং অনুগ্রহেণ 'রায়ঃ' (পরমধনং) তথা 'দ্যুম্নানি' (দ্যোতমানানি ইহলৌকিকপারলৌকিককল্যাণানি ইত্যর্থঃ) লভতে ইতি শেষঃ। অপিচ, তব শরণাগতঃ অর্চ্চনাকারী 'দুরঃ' (গৃহান্, পরমাশ্রয়ং) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'বিদ্যোৎ' (বিশেষেণ দ্যোততে)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎপরায়ণান্ জনান প্রতি ভগবতঃ করুণা স্বতঃসঞ্চরতি। ঐকাগ্রেণ ভগবদারাধনেন নরাঃ পরমমঙ্গলং লভন্তে। ততঃ একৈক-শরণ্যেন ভগবৎপূজনায় অত্র সঙ্কল্পঃ দ্যোততে ইতি ভাবঃ।

৭। 'অগ্নে' (অশেষপ্রজ্ঞানাধার হে ভগবন্!) 'যঃ' (যঃ পুমান্, শরণাগতঃ জনঃ ইত্যর্থঃ) 'নিত্যেন' (নিত্যকালং) 'হবিষা' (ভগবৎপ্রাপ্তিহেতুভূতেন জ্ঞানভক্তিরূপেণ হবিষা ইতি ভাবঃ) তথা 'উক্থৈঃ' (জ্ঞানভক্তিসমন্বিতৈঃ স্তোত্রৈঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পিপ্রীষতি' (প্রীণয়তি) 'সঃ ইৎ' (সঃ এব শরণাগতঃ জনঃ) 'সুভগঃ' (শোভনধনেন পরমধনেন বা ইত্যর্থঃ সৌভাগ্যবান) অপিচ 'সুদানু' (শোভনদানযুক্তঃ) 'অস্তু' (ভবতু, ভবতি বা ইতি ভাবঃ)। অপিচ, সঃ ভাগ্যবান 'স্বে' (স্বকীয়েন) 'আয়ুংষি' (সৎকর্ম্মশীলেন জীবনেন) 'দুরোণে' (শত্রোরুপদ্রবরহিতে পরমপদি ইতি ভাবঃ) 'অস্তু' (ভবতু, তিষ্ঠতি ইত্যর্থঃ)। কিঞ্চ ত্বং 'অস্মৈ' (সৎকর্ম্মশীলায় শরণাগতায় জনায় ইতি ভাবঃ) 'বিশ্বা' (বিশ্বানি সর্ব্বাণি) 'ইৎ' (ধনানি—পরমার্থরূপাণি ইত্যর্থঃ) তথা 'সুদিনা' (শোভনানি দিনানি, অভ্যুদয়কারণানি কল্যাণানি বা) সাধয়সি। কিঞ্চ তবানুগ্রহেণ 'অস্য' (সৎকর্ম্মসাধনরতস্য তস্য জনস্য) 'ইষ্টি' (অনুষ্ঠানং, সৎকর্ম্ম) 'অসৎ' (ফলসাধনসমর্থং, কর্ম্মফলপ্রসূং ভবতি ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ নিত্যসত্যজ্ঞাপকশ্চ। অয়ং ভাবঃ—হে ভগবন্! ভবতাং অনুগ্রহেণ অস্মাসু সুমতিঃ উপজায়তু, সদ্ভাবাদয়ঃ সঞ্জায়ন্তু। তব প্রভাবেন সুমতিং সদ্ভাবঞ্চ লব্ধ্বা বয়ং ত্বয়ি আত্মসমর্পণায় যথা সমর্থঃ ভবামি তথা বিধেহি ইতি প্রার্থনা।

৮। 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানাধার হে ভগবন্!) অহং 'তে' (তবসম্বন্ধী) 'সুমতিং' (শোভনাং অনুগ্রহাত্মিকাং বুদ্ধিং—অনুগ্রহং ইতি ভাবঃ) 'অর্চ্চামি' (পূজয়ামি, যাচামি ইতি যাবৎ)। 'বাবাতা' (পুনঃপুনঃ ত্বাং প্রতি গচ্ছতী, যদ্বা—ভবতাং উদ্দেশ্যে সদৈব অনুষ্ঠিতা ইত্যর্থঃ)

'ইয়ং' (অস্মাভিরুচ্চারিতা) 'গীঃ' (স্তুতিরূপা বাক্ ইতি ভাবঃ) 'ঘোষি' (ভবতাং মাহাত্ম্যং বিঘোষয়তু) ; তথা 'অর্ব্বাক্' (ত্বদভিমুখীং ভূত্বা) 'তে' (ত্বাং) 'সংজরতাং' (সম্যক্প্রকারেণ আবরয়তু, যদ্বা—ত্বাং বিহায় অন্যত্রং মা গচ্ছতু ইতি ভাবঃ) ; তেন বয়ং 'স্বশ্বাঃ' (জ্ঞানভক্তিরূপাঃ অশ্বসহযুতাঃ) 'সুরথাঃ' (সৎকর্ম্মরূপরথসমন্বিতাঃ সন্তঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'মর্জয়েম' (অলংকুর্য্যাম, পরিচরেম—ত্বয়ি সংন্যস্তচিত্তাঃ ভবেম ইতি ভাবঃ)। ত্বমপি 'অনুদ্যূন্' (নিত্যকালং) 'অস্মে' (অস্মাসু) 'ক্ষত্রাণি' (বীর্য্যাণি, কর্ম্মসামর্থ্যানি ইতি ভাবঃ) 'নিধারয়' (নিধেহি, সংরক্ষ ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অস্মাকং কর্ম্ম ভগবন্মাহাত্ম্যপ্রকাশকং ভবতু ; অপিচ, জ্ঞানভক্তিসহযুতেন কর্ম্মরূপরথেন যথা ভগবন্তং বোঢ়ুং শক্নোমি তৎসামর্থ্যং প্রার্থয়ামি ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ।

৯। প্রজ্ঞানাধার হে ভগবন্ ! 'ইহ' (ভবৎসম্বন্ধি অস্মিন্ কর্ম্মণি, যদ্বা—ইহলোকে ইত্যর্থঃ) বয়ং পুরুষঃ বা 'দোষাবস্তঃ' (রাত্রাবহনি চ নিত্যকালং অথবা অজ্ঞানতমসঃ নিবারকং ইতি ভাবঃ) 'দীদিবাংসং' (দীপ্যমানং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অনুদ্যূন্' (অনুদিনং, সর্ব্বক্ষণং ইত্যর্থঃ) 'স্বন' (স্বনিমিত্তং, আত্মোৎকর্ষসাধনায় ইতি ভাবঃ) 'ভূরি' (প্রভূতপরিমাণেন, ভূয়িষ্ঠং যথা ভবতি তথা) 'উপাচরেৎ' (পরিচরেম, পরিচরতি, অর্চ্চয়াম বা ইতি ভাবঃ)। ত্বৎপ্রসাদাৎ 'জনানাং' (বিশ্বেসাং সর্ব্বেষাং মধ্যে ইত্যর্থঃ) 'দ্যুম্না' (দ্যুমানি, মম কর্ম্মফলরূপাণাং পরমার্থ-স্বরূপাণাং ধনানাং ইতি ভাবঃ পরিবৃদ্ধ্যর্থং, যদ্বা—তেষু ভগবন্মাহাত্ম্যবিজ্ঞাপনায় ইত্যর্থঃ) 'ক্রীড়ন্তঃ' (পরমানন্দলাভেন হৃষ্টমনাঃ) 'সুমনসঃ' (সদ্ভাবাদিভিঃ শোভনমনস্কাঃ) অপিচ 'তস্থিবাংসঃ' (আত্মোৎকর্ষেণ স্থিতপ্রজ্ঞাঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ) বয়ং 'ত্বা' (ত্বাং) 'সপেম' (পরিচরেম)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ সঙ্কল্পজ্ঞাপকশ্চ। আত্মোৎকর্ষসাধনশীলঃ জনঃ ভগবৎ-পূজনায় সমর্থঃ ভবতি। অতএব সঙ্কল্পঃ—সদ্ভাবসমন্বিতঃ আত্মজ্ঞানসম্পন্নঃ সন্ অহং যথা ভগবৎ-পূজনায় সমর্থঃ ভবামি তথা করবাণি ইতি ভাবঃ।

১০। 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানাধার হে ভগবন্ !) 'যঃ' (যঃ পুমান্) 'স্বশ্বঃ' (জ্ঞানভক্তী-রূপেণ অশ্বেন যুক্তঃ সন্) তথা 'সুহিরণ্যঃ' (সুবর্ণবৎ আকাঙ্ক্ষণীয়েন পরমধনোপেতেন) 'বসুমতা' (সদ্ভাবসমন্বিতেন) 'রথেন' (কর্ম্মরূপেণ রথেন যুক্তঃ সন্ ইতি যাবৎ) ত্বাং 'উপযাতি' (অর্চ্চনায় ঐকাগ্রেণ তব শরণাগতঃ ভবতি) ত্বং 'তস্য' (তস্য জনস্য) 'ত্রাতা' (পরিত্রাতা রক্ষকঃ বা—সর্ব্বদুরিতেভ্যঃ ইত্যর্থঃ) 'ভবসি' (অসি ইতি ভাবঃ) ; অতঃ প্রার্থনা—শরণাগতং মাং পাপভয়াৎ পরিত্রায়স্ব। ভাবার্থঃ—পরাৎপরবুদ্ধ্যা যঃ ত্বাং সমুপাসতে সঃ খলু তব সন্নিহিতঃ এব। অপিচ, 'যঃ' (যঃ জনঃ) 'তে' (তব) 'আতিথ্যং' (অতিথিযোগ্যং অর্চ্চনং) 'আনুষক্' (অনুক্রমেণ, প্রতিদিনং নিত্যকালং ইত্যর্থঃ) 'জুজোষৎ' (প্রীতিভক্তিসমন্বিতেন অন্তঃকরণেন করোতি ইত্যর্থঃ) ত্বং 'তস্য' (শরণাগতস্য জনস্য) 'সখা' (সখিবৎ মিত্রভূতঃ, কর্ম্মফলপ্রদাতা বা ইত্যর্থঃ) ভবসি ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। যঃ জনঃ নিত্যকালং ভগবদনু-ধ্যানং করোতি সঃ এব ভগবদনুগ্রহং লভতে ইতি ভাবঃ।

১১। 'হোতঃ' (দেবানাং আহ্বাতঃ) 'যবিষ্ঠ' (যুবতম চিরনবীন বা, যদ্বা—দেবানাং হবীংষি মিশ্রয়িতৃতম) 'সুক্রতো' (শোভনপ্রজ্ঞ, যদ্বা—শোভনকর্ম্মসম্পাদক) 'অগ্নে' (হে

প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবন্!) 'বচোভিঃ' (ভবতাং উদ্দেশ্যে উচ্চারিতেন স্তোত্রমন্ত্রপ্রভাবেন, যদ্বা—ভবদুদ্দেশ্যেন সম্পাদিতেন সৎকর্ম্মণা সঞ্জাতেন ইতি ভাবঃ) 'বন্ধুতা' (বন্ধুত্বেন, যদ্বা - তব সখিত্বে প্রাপ্তে সতি ইতি ভাবঃ) অহং 'মহঃ' (মহতঃ—রাক্ষসরূপান অন্তঃশত্রূন্ ইতি ভাবঃ) 'রুজামি' (ভঞ্জয়ামি, ভঞ্জিতুং শক্নোমি ইত্যর্থঃ)। 'তৎ' (তাদৃশং স্তোত্রং সৎকর্ম্ম বা ইত্যর্থঃ) 'পিতুঃ' (উৎপাদয়িতুঃ, সৎকর্ম্মণাং ক্রমাভিজ্ঞস্য ইতি ভাবঃ) 'গোতমাৎ' (আত্মজ্ঞানসম্পন্নস্য জনস্য সকাশাৎ ইত্যর্থঃ) 'অন্বিয়ায়' (মাং প্রাপয়); আত্মদর্শিনাং সদ্দৃষ্টান্তেন অনুপ্রাণিতঃ সন্ যেন অহং সৎকর্ম্মসাধনায় প্রবুদ্ধঃ ভবানি, তথা সাধয় ইতি ভাবঃ। অপিচ, 'দমুনা' (দান্তমনা, প্রকৃষ্টপ্রজ্ঞঃ বা, যদ্বা—শত্রূনাং উপক্ষপয়িতা) ত্বং 'নঃ' (অস্মদীয়স্য) 'অস্য' (স্তোত্রস্য, সৎকর্ম্মণঃ বা রহস্যং ইত্যর্থঃ) 'চিকিদ্ধি' (জানাসি, বিজ্ঞাপয়সি বা ইত্যর্থঃ) অথবা 'নঃ' (অস্মদীয়স্য) 'অস্য' (অনুষ্ঠিতং, উচ্চারিতং বা) 'অস্য' (সৎকর্ম্ম, স্তোত্রমন্ত্রং বা ইত্যর্থঃ) ত্বং 'চিকিদ্ধি' (জানীহি)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং। অস্মাকং কর্ম্মণা পরিতুষ্টঃ সন্ অস্মান্ তৎকর্ম্মফলং বিধেহি ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ।

১২। 'অমূর' (অমূঢ়—সর্ব্বজ্ঞ ইত্যর্থঃ, যদ্বা—সর্ব্বত্রগ, অপ্রতিহতগতে বা) 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্!) 'তব' (ভবৎসম্বন্ধিনাঃ জ্ঞানরশ্ময়ঃ ইতি ভাবঃ) 'অস্বপ্নজঃ' (সদা-জাগরূকাঃ সত্যস্বরূপাঃ ইত্যর্থঃ) 'তরণয়ঃ' (আপদ্যঃ তারকাঃ, যদ্বা—দুরিতরূপাৎ তমসঃ তারয়িতারঃ ইত্যর্থঃ) 'সুশেবাঃ' (সুখেন সেবিতুং যোগ্যাঃ) 'অতন্দ্রাসঃ' (অপ্রমত্তাঃ, অনলসাঃ, যদ্বা—সর্ব্বদা উদ্যুক্তাঃ জাগরূকাঃ বা ইতি ভাবঃ) 'অবৃকাঃ' (অহিংসকাঃ) 'অশ্রমিষ্ঠাঃ' (শ্রম-ক্লান্তিরহিতাঃ) 'সধ্রিয়ঞ্চঃ' (পরস্পরসঙ্গতাঃ, ভক্তানাং ভগবতা সহ সংযোজয়িতারঃ ইতি ভাবঃ) 'পায়বঃ' (শরণাগতানাং পালকাঃ, রক্ষকাঃ ইত্যর্থঃ) ভবন্তি ইতি শেষঃ। 'তে' (রশ্ময়ঃ) 'নিষদ্যঃ' (অস্মাকং কর্ম্মণি হৃদি বা নিষণ্ণাঃ ভূত্বা ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'পান্তু' (রক্ষন্তু, পরিত্রায়ন্তু)। মন্ত্রোঽয়ং ভগবতঃ মাহাত্ম্যপ্রকাশকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। অত্র প্রথমাংশে ভগবতঃ মহিমা পরিব্যক্তঃ; তত্র শেষাংশে প্রার্থনা সংসূচিতা। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—ভগবান কৃপয়া দিব্যদৃষ্টিদানেন অস্মান্ পরিত্রায়তু সমুদ্ধারয়তু চ।

১৩। 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্!) 'তে' (তব, ভবৎসম্বন্ধিনাঃ ইত্যর্থং) 'যে' (জ্ঞানরশ্ময়ঃ) 'মামতেয়ং' (মায়ামোহসঞ্জাতেন ইতি ভাবঃ) 'অন্ধং' (অন্ধতামসেনাচ্ছন্নং জনং ইতি ভাবঃ) 'দুরিতাৎ' (মোহসম্মোহাৎ—পাপরূপাৎ ইত্যর্থঃ) 'অরক্ষন্' (রক্ষয়তি, উদ্ধারয়তি—জ্ঞানদৃষ্টিদিব্যদৃষ্টিদানেন ইতি ভাবঃ); 'পায়বঃ' (রক্ষকাঃ—অজ্ঞানমোহাৎ ইতি ভাবঃ) 'পশ্যন্তঃ' (সর্ব্বদ্রষ্টারঃ—দিব্যদৃষ্টিবিধায়কাঃ ইতি ভাবঃ) তে রশ্ময়ঃ কৃপাদৃষ্ট্যা মাং পশ্যন্তু ইতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—দিব্যজ্ঞানেন যথাহং দিব্যদৃষ্টিং লভেম তথা বিধেহি ইতি ভাবঃ। 'বিশ্ব-বেদাঃ' (বিশ্বপ্রজ্ঞঃ, প্রজ্ঞানাধারঃ ইত্যর্থঃ) ভবান্ 'সুকৃতঃ' (শোভনকর্ম্মকৃতবতঃ, যদ্বা—সৎকর্ম্মসু উদ্বোধয়িতঃ ইতি ভাবঃ) 'তান' (রশ্মীন্) 'ররক্ষ' (রক্ষ—অস্মাসু স্থাপয় ইতি ভাবঃ)। 'দিপ্সন্তঃ' (পরিভবিতুং ইচ্ছন্তঃ, সদ্ভাবাবরোধকাঃ ইত্যর্থঃ) 'রিপবঃ' (রিপুশত্রবঃ) 'ইৎ' (এব, অপি বা) দিব্যদৃষ্টিসম্পন্নং মাং 'নাহ' (নৈব) 'দেভুঃ' (পরিভবিতুং সমর্থাঃ ন বভুবুঃ ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অজ্ঞানতা হি মায়ামোহমূলা। হে ভগবন্!

জ্ঞানজ্যোতিষা অজ্ঞানমূলং নাশয়িত্বা অস্মান্ দিব্যদৃষ্টিসম্পন্নান কুরু। পরং চ অস্মাকং সংসার-বন্ধনং মায়ামোহবন্ধনং চ ছেদয় ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ।

১৪। প্রজ্ঞানাধার হে ভগবন্! 'ত্বয়া' (ত্বৎপ্রসাদাৎ) 'সধন্যঃ' (সমানধনাঃ, আত্মজ্ঞান-সম্পন্নাঃ ইতি ভাবঃ) 'ত্বোতাঃ' (ত্বয়া রক্ষিতাঃ সন্তঃ) 'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ বয়ং) 'তব প্রীণত্যা' (ভবতাং প্রেরণয়া) 'বাজান্' (অন্নান—সদ্ভাবাদিরূপান্ ইতি ভাবঃ) 'পশ্যাম' (প্রাপ্নুয়াম); 'সত্যতাতে' (সত্যবিস্তার, সত্যস্য প্রজ্ঞাপক, সত্যস্বরূপ হে ভগবন্!) 'অহ্রয়াণ' (ভক্তেষু অনুগ্রহপরায়ণঃ) ত্বং অস্মান্ 'উভা' 'শংসা' (ঐহিকামুষ্মিকৌ উভৌ পুরুষর্থে ৌ ইতি ভাবঃ) 'সূদয়' (প্রদেহি); কিঞ্চ অস্মান্ 'অনুষ্ঠুয়া' (সাধনানুষ্ঠানেন সমৃদ্ধান ইত্যর্থঃ) 'কৃণুহি' (কুরু)। অথবা—'সত্যতাতে' (হে সত্যস্বরূপ, সত্যপ্রকাশক ভগবন!) ত্বং 'উভা শংসা' (পাপানাং শংসিতারৌ ঐহিকামুষ্মিকমঙ্গল-বিঘাতকৌ বহিরন্তঃরূপৌ উভৌ শত্রূ) 'সূদয়' (জহি); অপিচ 'অনুষ্ঠুয়া' (অনুষ্ঠানানুক্রমেণ, যদ্বা—সৎকর্ম্মসাধনেন ইত্যর্থঃ) মাং 'কৃণুহি' (সদ্ভাবসম্পন্নং আত্মদৃষ্টিসম্পন্নং বা কুরু ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! ত্বৎপ্রসাদাৎ আত্মজ্ঞানসম্পন্নঃ সন্ যেনাহং সদ্ভাবং জ্ঞানদৃষ্টিং চ লভেন তদ্বিধেহি। সত্যপ্রকাশকঃ সত্যস্বরূপঃ ত্বং মাং ঐহিকানুষ্মিকৌ পুরুষার্থে ৌ বিধেহি; তথা পাপশত্রূন্ নাশয়িত্বা মাং সাধনানুষ্ঠানেন সমৃদ্ধং কুরু ইতি ভাবঃ।

১৫। 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্!) শরণাগতোঽহং 'অয়া' (অনয়া, হৃদি প্রদীপ্তেন ইতি ভাবঃ) 'সমিধা' (জ্ঞানভক্তিবিমিশ্রেণ শুদ্ধসত্ত্বরূপেণ হবিষা ইত্যর্থঃ) 'তে' (ত্বাং) 'বিধেম' (পরিচরেম)। সঙ্কল্পমূলকোঽয়ং। ত্বমপি কৃপাপরবশঃ সন্ অস্মাভিঃ প্রদত্তং তং 'স্তোমং' (স্তোত্রং,—হবিরূপং) 'প্রতিগৃভায়' (প্রতিগৃহাণ)। অপিচ তং হবিঃ গৃহীত্বা প্রবৃদ্ধঃ সন্ ইতি যাবৎ 'অশসঃ' (অপ্রশস্তান, নৃশংসান্ ইত্যর্থঃ) 'রক্ষসঃ' (বহিরন্তঃশত্রূন্ ইতি যাবৎ) 'দহ' (ভস্মসাৎ কুরু, নাশয় ইত্যর্থঃ)। 'মিত্রমহঃ' (মিত্রভূতানাং শরণাগতানাং ইত্যর্থঃ মহদুপকারক, শরণাগতপালক হে প্রজ্ঞানাধার ভগবন্!) দ্রুহঃ' (সদ্ভাবা-বরোধকানাং) 'নিদঃ' (নিন্দকানাং শত্রূণাং ইত্যর্থঃ) 'অবদ্যাৎ' (দ্রোহাৎ—সদ্ভাবনাশনরূপাৎ ইতি ভাবঃ) 'অস্মান্' (প্রার্থনাপরায়ণান্ অস্মান্ ইতি যাবৎ) 'পাহি' (রক্ষ, পরিত্রায়স্ব)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন! অস্মাসু সদ্ভাবান্ সংরক্ষ। বহিরন্তঃশত্রুনাশেন জ্ঞানভক্তিবিমিশ্রং শুদ্ধসত্ত্বরূপং হবিঃ গৃহীত্বা অস্মভ্যং পরমার্থরূপং ধনং প্রদেহি ইতি ভাবঃ।

১৬। 'রক্ষোহণং' (রক্ষসাং হন্তারং, বহিরন্তঃশত্রুনাশকং ইত্যর্থঃ) 'বাজিনং' (অন্নবন্তং, শুদ্ধসত্ত্বোৎপাদকং ইত্যর্থঃ) 'অগ্নিং' (প্রজ্ঞানময়ং ভগবন্তং) 'আজিঘর্ম্মি' (সদ্ভাবরূপেণ হবিষা ইতি ভাবঃ) জুহোমি দীপয়ামি প্রতিষ্ঠাপয়ামি ইত্যর্থঃ হৃদি ইতি যাবৎ); কিঞ্চ তেন 'মিত্রং' (জগতাং মিত্রভূতং উপকারকং ইত্যর্থঃ) 'প্রথিষ্ঠং' (পৃথুতমং—শ্রেষ্ঠং, সর্ব্ববরেণ্যং ইত্যর্থঃ) 'শর্ম্ম' (গৃহং, পরমাশ্রয়ং—পরমার্থরূপং ইত্যর্থঃ) 'উপযামি' (উপগচ্ছামি, প্রাপ্নোমি ইতি যাবৎ)। 'সঃ' (শত্রুসন্তাপকঃ, সাধকানাং মোক্ষদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'অগ্নিঃ' (প্রজ্ঞানময়ঃ

ভগবান্) 'ক্রতুভিঃ' (সৎকর্ম্মরূপৈঃ সমিদ্ভিঃ, আত্মদৃষ্টিসম্পন্নৈঃ জনৈঃ ইত্যর্থঃ) 'সমিদ্ধঃ' (হৃদি উদ্দীপিতঃ প্রজ্বলিত বা ভবতি ইতি শেষঃ); 'শিশানঃ' (তীক্ষ্ণতেজঃসম্পন্নঃ, সর্ব্বশক্তিমান ইত্যর্থঃ সোঽয়ং অগ্নিরূপঃ ভগবান্) 'দিবা' (আত্মজ্ঞানসম্পন্নান্ জনান্ অস্মান্ ইতি ভাবঃ নিত্যকালং ইত্যর্থঃ) 'রিষঃ' (হিংসকাৎ রক্ষসঃ, শত্রোরাক্রমণাৎ ইতি যাবৎ) 'পাতু' (রক্ষতু) তথা 'নক্তৌ' (রাত্রৌ, যদ্বা—অজ্ঞানতমসঃ ইত্যর্থঃ) 'পাতু' (রক্ষতু, রক্ষতি বা)। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ প্রার্থনামূলকঃ। প্রথমার্দ্ধে সঙ্কল্পঃ দ্বিতীয়ার্দ্ধে তু প্রার্থনা বিদ্যতে। আত্মদৃষ্টিলাভায় সঙ্কল্পঃ অপিচ আত্মদৃষ্ট্যা শত্রুনাশায় প্রার্থনা মন্ত্রোঽয়ং সংসূচতি। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মদনুষ্ঠিতেন কর্ম্মপ্রভাবেন অস্মাকং হৃদি-আবির্ভব; তদনন্তরং আত্মদৃষ্টিদানেন মাং উদ্ধারয়।

১৭। 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানাগ্নিঃ, যদ্বা—প্রজ্ঞানাধারঃ ভগবান জ্ঞানাগ্নিরূপেণ হৃদি প্রজ্বলিতঃ সন্ ইত্যর্থঃ) 'বৃহতা' (মহতা, জগৎপ্রকাশিকা ইতি যাবৎ) 'জ্যোতিষা' (তেজসা) 'বিভাতি' (বিশেষেণ দীপ্যতে ইতি ভাবঃ)। তথাভূতঃ সন্ সঃ জ্ঞানদেবঃ 'মহিত্বা' (স্বমাহাত্ম্যেন) 'বিশ্বানি' (সর্ব্বাণি ভূতজাতানি) আবিষ্কৃণুতে' (প্রকটীকরোতি, প্রকাশয়তি)। হৃদি এবং প্রবৃদ্ধঃ সন্ সঃ জ্ঞানদেবঃ 'অদেবীঃ' (অদেবনশীলাঃ আসুরী ইত্যর্থঃ) 'দূরোঃ' (দুঃখগমনাঃ, যদ্বা—সর্ব্বদুঃখমূলাঃ ইতি ভাবঃ) 'মায়া' (অবিদ্যারূপিণী মায়াঃ) 'প্রসহতে' (প্রকর্ষেণ অভি-ভবতি নাশয়তি বা)। কিঞ্চ সঃ জ্ঞানদেবঃ 'রক্ষসে' 'বিনিক্ষে' (রক্ষসঃ—বহিরন্তঃশত্রোঃ নাশায় ইতি ভাবঃ) 'শৃঙ্গে' (শৃঙ্গরূপাণি তীক্ষ্ণাণি জ্বালানি) 'শিশীতে' (তীক্ষ্ণীকরোতি, বিস্তারয়তি যদ্বা—শত্রুনাশায় সাধকানাং হৃদি প্রজ্বলতি অধিতিষ্ঠতি ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ ভগবতঃ মাহাত্ম্যপ্রকাশকঃ জ্ঞানোদ্ভাসিতং নির্ম্মলং হৃদয়ং হি ভগবতঃ অধিষ্ঠানং। তথা দিব্যজ্ঞানেন হি কেবলং ভগবন্তং প্রাপ্তব্যং।

১৮। 'উত' (অপিচ) 'অগ্নেঃ' (প্রজ্ঞানস্বরূপ জ্ঞানময় হে ভগবন্!) 'স্বানাসঃ' (শত্রুনাশকাঃ ইত্যর্থঃ) 'তিগ্মায়ুধাঃ (পরমতেজঃসম্পন্নাঃ তব প্রভাবাঃ ইতি ভাবঃ) 'রক্ষসে হন্তবাউ' (রক্ষসঃ হননায়, শত্রুনাশায় ইত্যর্থঃ) 'দিবি' (দ্যুলোকবৎপবিত্রে অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'সন্তু' (প্রাদুর্ভবন্তু, সমুদ্ভবন্তু বা ইত্যর্থঃ)। 'মদে চিৎ' (বিজ্ঞানানন্দে জায়তে সতি, যদ্বা—পরাজ্ঞানলাভেন পরমানন্দে উপজিতে সতি) 'অস্য' (পরমতেজঃসম্পন্নস্য) 'অগ্নেঃ' (জ্ঞানদেবস্য ভগবতঃ) 'ভামা' (ভাসা, সর্ব্বপ্রকাশকাঃ রশ্ময়ঃ ইত্যর্থঃ) 'প্ররুজন্তি' (প্রকৃষ্ট-রূপেণ শত্রূন্ নাশয়ন্তি ইত্যর্থঃ)। হে জ্ঞানদেব ভগবন্! ভবতাং অনুগ্রহেণ 'পরিবাধঃ' (অস্মাকং পরাগতিরোধকঃ) 'অদেবীঃ' (অদেবশীলাঃ আসুরীঃ মায়াঃ ইতি ভাবঃ) অস্মান্ 'ন বরন্তে' (নৈব বৃণ্বন্তি, নৈব বধ্নন্তি ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যজ্ঞাপকঃ প্রার্থনা-মূলকঃ। জ্ঞানং হি শত্রুনাশকং। হৃদি পরাজ্ঞানে উপজিতে সতি কামক্রোধহিংসাপ্রলোভনাদয়ঃ বহিরন্তঃশত্রোঃ উৎপাদিতং মায়াবন্ধনং বিনাশং যাতি। অতঃ বন্ধনমোচনায় সাধকঃ পরাজ্ঞানং প্রার্থয়তি। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! পরাজ্ঞানদানেন মায়াবন্ধনমোচনেন চ মাং উদ্ধারয় ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ। (১অষ্টক—১প্রপাঠক—১৪অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। প্রজ্ঞানস্বরূপ হে শুদ্ধসত্ত্ব অথবা ভগবন্! পক্ষিগ্রহণ অথবা মৃগবন্ধন জন্য মৃগয়ু ব্যাধ যেমন গহনবনে জাল বিস্তার করে, সেইরূপ রিপু-শত্রুদিগের বিনাশের নিমিত্ত অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন আমার অরণ্য-সদৃশ হৃদয়ে আপনার মহৎ তেজঃরূপ জাল বিস্তার করুন অর্থাৎ আমার অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত করুন! অপিচ, অমাত্য অর্থাৎ সৈন্য-সমূহ পরিবৃত শত্রুসন্তাপক রাজার ন্যায় অর্থাৎ রাজা যেমন সৈন্য-পরিবৃত হইয়া গজসমভিব্যবহারে (প্রভূতবলের সহিত) পরবল অর্থাৎ শত্রুর প্রতি গমন করিয়া তাহাদিগকে ধর্ষণ করেন, সেইরূপ আপনিও জ্ঞানভক্তি-সহযুত তেজঃ-সঙ্ঘরূপ অমাত্যযুক্ত হইয়া, শত্রুনাশের নিমিত্ত গমন করুন। তদনন্তর ক্ষিপ্রগমনকারী জ্ঞান-ভক্তি-রূপ প্রকৃষ্ট সৈন্যের সহায়তায় শত্রুগণের নাশক হউন। অপিচ, হে প্রজ্ঞানাধার ভগবন্! আপনার শত্রুসন্তাপজনক তেজঃ-সমূহের দ্বারা সর্ব্ববিধ বহিরন্তঃশত্রুদিগকে বিতাড়িত করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। জ্ঞান-জ্যোতিঃ-সাহায্যে শত্রুনাশের প্রার্থনা মন্ত্রে বর্ত্তমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! অজ্ঞানতমসায় আমার হৃদয় চিরসমাচ্ছন্ন আমাকে প্রজ্ঞানসম্পন্ন করুন; এবং জ্ঞানধনদানে বহিরন্তঃশত্রু বিনাশ করুন)।

২। প্রজ্ঞানস্বরূপ হে শুদ্ধসত্ত্ব বা ভগবন্! আপনার সর্ব্বত্রগামী ত্বরিতগতিবিশিষ্ট রশ্মিসমূহ সাধক-হৃদয়েই প্রসৃত হয়। অতএব দীপ্যমান আপনার শত্রুধর্ষক তেজঃ-সমূহের দ্বারা অনুক্রমে আপনি শত্রু-সমূহকে নাশ করুন। অপিচ, প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্! শত্রুগণের অনভিভাব্য আপনি আমাদিগের প্রদত্ত ভক্তিরূপ হবির সহিত অবিচ্ছিন্ন হইয়া (অর্থাৎ ভক্তিরূপ হবির্গ্রহণে আমাদিগের সহযুত হইয়া) শত্রু-সন্তাপক, আত্মোৎকর্ষ-সম্পন্ন-দিগের হৃদয়ে পতনশীল (আপনার) জ্বালারূপ তেজঃ-সমূহ আমাদিগের হৃদয়ে সর্ব্বতোভাবে প্রসারিত অর্থাৎ উৎপাদিত করুন। (মন্ত্রটীর প্রথম অংশে নিত্যসত্য-প্রখ্যাপিত এবং দ্বিতীয় অংশে প্রার্থনা সংসূচিত। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! শত্রুর উপদ্রবে আমি আত্ম-বিস্মৃত হইয়া আছি। কৃপা করিয়া আমার অন্তরে শত্রু-সন্তাপক জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিচ্ছুরণ করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন)।

৩। প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্! সর্ব্বত্র ত্বরিতগমনশীল আপনি আমাদিগের সত্যানৃত-বিবেক-জ্ঞানের নিমিত্ত আপনার শত্রুনাশক রশ্মি-সমূহ (আমাদিগের মধ্যে) বিস্তার করুন। অপিচ, সকলের অহিংসিত শত্রুনাশক আপনি আপনার শরণাগত আমার বিশ্বহিতসাধিকা শক্তির পালক হউন। প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্! আমাদিগের হৃদয়ের বহিঃ-প্রদেশে প্রলোভনাদিরূপ যে পাপশত্রু বিদ্যমান আছে এবং আমাদিগের হৃদয়ের অভ্যন্তরে কামক্রোধরূপ যে অন্তঃশত্রু বর্ত্তমান, আপনি সেই উভয়বিধ শত্রুর পালক হউন। অপিচ, আপনার শরণাপন্ন আমাদিগকে, সদ্ভাবাবরোধক কোনও শত্রুই যেন অভিভূত করিতে না পারে অর্থাৎ সৎসম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন না করে। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে জ্ঞানজ্যোতিঃ সাহায্যে শত্রুনাশের প্রার্থনা বর্ত্তমান। ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমাদিগের বহিরন্তঃশত্রু বিনাশপ্রাপ্ত হউক)।

৪। তীক্ষ্ণতেজঃসম্পন্ন অমিততেজ প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্! আপনি উদ্বুদ্ধ অর্থাৎ হৃদয়ে প্রবুদ্ধ (আবির্ভূত) হউন; এবং শত্রুর প্রতি আপনার শত্রু-নাশক তেজ (শক্তি) সমূহ বিস্তার করুন। অপিচ, সেই তেজঃসমূহের দ্বারা (আমাদিগের) বহিরন্তঃশত্রুকে নিঃশেষে দগ্ধ করুন। জ্ঞানভক্তিরূপ সমিধসমূহে দীপ্যমান প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্! যে শত্রু আমাদিগের অরাতি অর্থাৎ সদ্ভাব অবরোধ করে, অগ্নি যেমন শুষ্ক কাষ্ঠকে দহন করে সেইরূপভাবে আপনি সেই শত্রুকে নিঃশেষে দগ্ধীভূত করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগের সদ্ভাব-অবরোধক শত্রু-সমূহকে নিঃশেষে বিনাশ করুন এবং সদ্ভাব ও জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা আমাদিগকে প্রবর্দ্ধিত করুন)।

৫। প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্! আপনি শত্রু-নাশের নিমিত্ত আমাদিগের হৃদয়ে প্রদ্দীপিত (প্রবর্দ্ধিত) হউন। অপিচ, আমাদিগের সকাশ (হৃদয়) হইতে সকল শত্রুকে একে একে বিতাড়িত করুন; এবং দেব-সম্বন্ধি জ্ঞান বা শক্তি আমাদিগের অন্তরে উৎপাদন করুন। তদনন্তর আমাদিগের বহিরন্তঃশত্রুদিগের অবিচলিত লক্ষ্য বা বীর্যসমূহকে বিনষ্ট করুন; এবং বিজিত ও অবিজিত—সর্ব্ববিধ বহিরন্তঃশত্রুদিগকে প্রকৃষ্টরূপে বিনাশ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে সর্ব্ববিধ শত্রুনাশের প্রার্থনা করা

হইয়াছে। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগের বহিরন্তঃশত্রু বিনাশ করিয়া আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন)।

৬। যুবতম চিরনবীন অথবা দেবগণের মধ্যে হবিঃসমূহের মিশ্রণকারী প্রজ্ঞানাধার হে ভগবন্! যে ব্যক্তি বিশ্বহিতসাধনে উদ্‌বুদ্ধ শরণাগত-হৃদয়ে গমনকারী পরব্রহ্ম আপনার উদ্দেশ্যে স্তোত্র-মন্ত্র প্রেরণ করে অর্থাৎ ভগবন্মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে, সে আপনার কল্যাণকরী অনুগ্রহাত্মিকা-বুদ্ধি অর্থাৎ আপনার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়। আপনিও সেই অর্চ্চনাপরায়ণ প্রার্থনাকারীকে সর্ব্ববিধ-অভ্যুদয়কারণ মঙ্গলসমূহ প্রদান করেন। অপিচ, সেই সৌভাগ্যশীল বা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা ব্যক্তি আপনার অনুগ্রহে পরমধন এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণসমূহ প্রাপ্ত হয়। অপিচ, আপনার শরণাগত অর্চ্চনাকারী (আপনার) পরমাশ্রয়কে লক্ষ্য করিয়া বিশিষ্টরূপে দ্যুতিসম্পন্ন হয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তির প্রতি ভগবানের করুণা স্বতঃসঞ্চারিত হয়। একাগ্রচিত্তে ভগবদারাধনায় পরমমঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। অতএব একৈকশরণ্য হইয়া ভগবৎ-পূজার সঙ্কল্প এবং তাঁহার শরণ গ্রহণে আত্মসম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা মন্ত্রে দ্যোতিত হইয়াছে)।

৭। অশেষপ্রজ্ঞানাধার হে ভগবন্! আপনার শরণাগত যে ব্যক্তি নিত্যকাল জ্ঞানভক্তিরূপ হবিঃ দ্বারা এবং জ্ঞানভক্তিসহযুত স্তোত্রমন্ত্রে আপনার প্রীতি সম্পাদন করে, শরণাগত সেই ব্যক্তি (আপনার অনুগ্রহে) পরমধনরূপ শোভনধনে সৌভাগ্যবান এবং শোভনদানযুক্ত হয়; অপিচ, সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি আপনার সৎকর্ম্মশীল জীবনের প্রভাবে শত্রুর উপদ্রবরহিত পরমপদে অধিষ্ঠিত থাকে। আপনিও সেই সৎকর্ম্মশীল শরণাগত ব্যক্তির নিমিত্ত সর্ব্ববিধ পরমার্থ ধন এবং অভ্যুদয়কারণসম্পন্ন শোভন দিন (সুদিন) সাধন করেন। অপিচ, আপনার অনুগ্রহে সৎকর্ম্মসাধনরত সেই ব্যক্তির সৎকর্ম্মরূপ অনুষ্ঠান ফলসাধনসমর্থ অর্থাৎ কর্ম্মফলপ্রসূ হয়। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক এবং নিত্যসত্যজ্ঞাপক। ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমাদিগের সুমতি উপজিত হউক এবং সদ্ভাবসমূহ সঞ্জাত হউক। আপনার প্রভাবে সুমতি এবং সদ্ভাব লাভ করিয়া, আপনাতে যাহাতে আত্মসমর্পণে সমর্থ হই, হে ভগবন্! তাহা বিহিত করুন)।

৮। প্রজ্ঞানাধার হে ভগবন্! আমি আপনার সম্বন্ধি শোভন অনুগ্রহাত্মিকা বুদ্ধি অর্থাৎ আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি। পুনঃ-পুনঃ আপনার প্রতি গমনকারী অর্থাৎ আপনার উদ্দেশ্যে নিত্যকাল অনুষ্ঠিত আমাদিগের উচ্চারিত স্তুতিরূপ বাক্য আপনার মাহাত্ম্য বিঘোষিত করুক; এবং আপনার অভিমুখা হইয়া, সম্যক্‌প্রকারে আপনার স্তুতি করুক অর্থাৎ আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের উদ্দেশ্যে যেন গমন না করে। (ভাব এই যে ভগবদ্‌গুণানুকীর্ত্তন ভিন্ন যেন অন্য বাক্য উচ্চারণ না করি)। তাহাতে জ্ঞান ও ভক্তিরূপ অশ্বসহযুত সৎকর্ম্মরূপরথসমন্বিত হইয়া, আমরা যেন আপনাকে অলঙ্কৃত অর্থাৎ পরিচর্য্যা করিতে পারি অর্থাৎ আপনাতে সংন্যস্তচিত্ত হই। আপনিও আমাদিগের মধ্যে যেন নিত্যকাল কর্ম্মসাধন-সামর্থ্য-রূপ শ্রেষ্ঠ-বীর্য্যসমূহ সংরক্ষণ করেন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগের কর্ম্ম ভগবন্মাহাত্ম্য-প্রকাশক হউক। অপিচ, জ্ঞানভক্তিসহযুত কর্ম্মরূপ রথে ভগবানকে যাহাতে সংবাহন করিয়া আনিতে পারি, সেই সামর্থ্য যেন আমরা প্রার্থনা করি)।

৯। প্রজ্ঞানাধার হে ভগবন্! আপনার সম্বন্ধযুত এই কর্ম্মে (অথবা ইহলোকে) আমরা দিবারাত্রি নিত্যকাল অথবা অজ্ঞানান্ধকারনাশক দীপ্যমান আপনাকে সর্ব্বক্ষণ আত্মোৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত প্রভূত পরিমাণে যেন পরিচর্য্যা অর্থাৎ অর্চ্চনা করি। আরও, আপনার প্রসাদে বিশ্ববাসী সকলের মধ্যে আমার কর্ম্মফলরূপ পরমার্থধন পরিবৃদ্ধির জন্য অথবা তাহাদিগেব মধ্যে ভগবন্মাহাত্ম্য বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত, পরমানন্দলাভে হৃষ্টমনা, সদ্ভাবাদির দ্বারা শোভনমনস্ক এবং আত্মোৎকর্ষসাধনের দ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়া, আমরা যেন আপনাকে পরিচর্য্যা করিতে পারি অর্থাৎ আপনার পূজায় সমর্থ হই। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক এবং সঙ্কল্পসূচক। আত্মোৎকর্ষসাধনশীল ব্যক্তিই ভগবানের পূজায় সমর্থ হয়। অতএব সঙ্কল্প—সদ্ভাবসমন্বিত এবং আত্ম-জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া আমি যেন ভগবানের পূজায় সমর্থ হই)।

১০। প্রজ্ঞানাধার হে ভগবন্! যে ব্যক্তি জ্ঞানভক্তিরূপ অশ্বদ্বয়ে এবং সুবর্ণবৎ আকাঙ্ক্ষণীয় পরমধনোপেত সদ্ভাবসমন্বিত কর্ম্মরূপ রথে যুক্ত হইয়া, আপনাকে অর্চ্চনার জন্য একাগ্রভাবে আপনার শরণাপন্ন হয়; আপনি সকল দুরিত হইতে তাহার রক্ষক বা পরিত্রাণকারী হয়েন অর্থাৎ তাহাকে

পরিত্রাণ করেন। (অতএব প্রার্থনা শরণাগত আমাকে পাপ ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন। ভাব এই যে,—পরাৎপর-বুদ্ধির দ্বারা যে আপনাকে সম্যক্‌রূপে উপাসনা করে, সে আপনারই সমীপবর্ত্তী হয়)। আরও, যে জন প্রীতিভক্তিসমন্বিত হৃদয়ে প্রতিদিন (নিত্যকাল) অতিথির ন্যায় আপনার অর্চ্চনা করে, আপনি শরণাগত সেই ব্যক্তির মিত্রেব ন্যায় কর্ম্মফলদাতা হয়েন অর্থাৎ মঙ্গল সাধন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। একৈক-শরণ্য হইয়া ভক্তিভাবে যে ব্যক্তি সদাকাল ভগবানের অনুধ্যানে রত থাকে, সে ভগবদনুগ্রহলাভে সমর্থ হয়)।

১১। দেবগণের আহ্বানকারী, চিরনবীন অথবা দেবতাগণের সহিত হবিঃ-মিশ্রণকারী শোভনপ্রজ্ঞ শোভনকর্ম্মসম্পাদক প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন! আপনার উদ্দেশ্যে উচ্চারিত স্তোত্রমন্ত্র-প্রভাবে অথবা আপনার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত সৎকর্ম্মের দ্বারা সঞ্জাত (শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে) আপনার সখিত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আমি যেন (আমার) রাক্ষসরূপ অন্তঃশত্রুদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হই। সেইরূপ স্তোত্র বা সৎকর্ম্ম, সৎকর্ম্মসমূহের ক্রমাভিজ্ঞ আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন জনের নিকট হইতে আমাকে প্রাপ্ত করুন। (ভাব এই যে,—আত্মদর্শিগণের সদ্দৃষ্টান্তের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আমি যেন সৎকর্ম্মসাধনে উদ্‌বুদ্ধ হই)। অপিচ, প্রকৃষ্টপ্রজ্ঞ আপনি অথবা শত্রুগণের উপক্ষয়িতা আপনি, আমাদিগের উচ্চারিত বা অনুষ্ঠিত স্তোত্রের বা সৎকর্ম্মের রহস্য বিজ্ঞাপিত করুন; অথবা আপনি আমাদিগের অনুষ্ঠিত বা উচ্চারিত সৎকর্ম্ম বা স্তোত্রমন্ত্র অবগত হউন অর্থাৎ গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগের কর্ম্মে পরিতুষ্ট হইয়া আমাদিগকে সেই কর্ম্মের ফল প্রদান করুন)।

১২। সর্ব্বজ্ঞ অথবা সর্ব্বত্র অপ্রতিহতগমনশীল প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্! আপনার সম্বন্ধি জ্ঞানরশ্মিসমূহ সদা-জাগরুক ও সত্যস্বরূপ এবং আপদ অর্থাৎ দুরিতরূপ তামস হইতে ত্রাণকারী; অপিচ সুখসেবনযোগ্য, অপ্রমত্ত অর্থাৎ সর্ব্বদা উদ্‌বুদ্ধ, অহিংসক শ্রমক্লান্তিরহিত পরস্পর-সঙ্গত অর্থাৎ ভক্তকে ভগবানের সহিত সংযোজক ও শরণাগতপালক। সেই রশ্মি-সমূহ আমাদিগের কর্ম্মে অথবা হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া আমাদিগের পরিত্রাণ-সাধন করুক। (মন্ত্রটী ভগবন্মাহাত্ম্য-প্রকাশক এবং প্রার্থনামূলক। মন্ত্রের

প্রথমাংশে ভগবানের মহিমা পরিব্যক্ত এবং শেষাংশে প্রার্থনা সংসূচিত। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান কৃপা করিয়া দিব্য-দৃষ্টি-দানে আমাদিগের পরিত্রাণ-সাধন বা উদ্ধারসাধন করুন)।

১৩। প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্! আপনার সম্বন্ধি জ্ঞানরশ্মিসমূহ, জ্ঞানদৃষ্টি—দিব্যদৃষ্টিদানে মায়ামোহসঞ্জাত অন্ধতমসাচ্ছন্ন জনকে পাপরূপ মোহসম্মোহ হইতে রক্ষা করুন অর্থাৎ উদ্ধার করুন। মোহ-সম্মোহ হইতে রক্ষাকারী সর্ব্বদ্রষ্টা অর্থাৎ দিব্যদৃষ্টি-বিধায়ক সেই রশ্মিসমূহ কৃপাদৃষ্টিতে আমাকে দর্শন করুন। (ভাব এই যে—আমি যেন সেই জ্ঞানরশ্মি-প্রভাবে দিব্যদৃষ্টি লাভ করি)। বিশ্বপ্রজ্ঞ অর্থাৎ প্রজ্ঞানাধার আপনি, শোভনকর্ম্ম-কারী অর্থাৎ সৎকর্ম্মের উদ্বোধক সেই জ্ঞানরশ্মিসমূহকে আমাদিগের মধ্যে স্থাপন করুন। সদ্ভাবাবরোধক রিপুশক্রসমূহ, দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন আমাদিগকে যেন পরিভব করিতে সমর্থ না হয়। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। অজ্ঞানতাই মায়ামোহমূল। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! জ্ঞানজ্যোতিঃ-বিচ্ছুরণে অজ্ঞানমূল নাশ করিয়া আমার মায়ামোহ-বন্ধন ছেদন করুন)।

১৪। প্রজ্ঞানাধার হে ভগবন্! ভক্তের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ আপনি, আপনার প্রসাদে সমানধন অর্থাৎ আত্মজ্ঞানসম্পন্ন এবং আপনার কর্তৃক রক্ষিত হইয়া, প্রার্থনাকারী আমরা আপনার প্রেরণায় যেন সদ্ভাবাদি-রূপ অন্নাদি প্রাপ্ত হই। সত্যের প্রজ্ঞাপক অর্থাৎ সত্যস্বরূপ হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে ঐহিক আমুষ্মিক উভয় প্রকার পুরুষার্থ প্রদান করুন। অপিচ, আমাদিগকে সাধনানুষ্ঠানের দ্বারা সমৃদ্ধ করুন। অথবা, হে সত্য-স্বরূপ সত্যপ্রকাশক ভগবন্! ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ আপনি, পাপসমূহের সংশয়িতা বহিরন্তঃশত্রু প্রভৃতিকে বিনাশ করুন। অপিচ, অনুষ্ঠানক্রমে অর্থাৎ আমাদিগের সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা আমাকে সদ্ভাবসম্পন্ন এবং আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া যেন আমি সদ্ভাব এবং জ্ঞানদৃষ্টিলাভে সমর্থ হই। সত্যপ্রকাশক সত্যস্বরূপ আপনি আমাদিগের ঐহিকামুষ্মিক পুরুষার্থ বিধান করুন এবং পাপশত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া সাধনানুষ্ঠানের দ্বারা সমৃদ্ধ করুন)।

১৫। প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্! আপনার শরণাগত আমি, যেন আমার

হৃদয়ে প্রদীপ্ত জ্ঞানভক্তি-বিমিশ্র শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবিঃ দ্বারা আপনার পরিচর্য্যায় সমর্থ হই। (মন্ত্রাংশ সঙ্কল্পমূলক)। আপনিও যেন কৃপাপরবশ হইয়া আমাদিগের প্রদত্ত সেই স্তোত্ররূপ হবিঃ গ্রহণ করেন। আর সেই হবিঃ গ্রহণে প্রবৃদ্ধ হইয়া নৃশংস বহিঃরন্তশত্রুদিগকে বিনাশ করুন। শরণাগত-দিগের মিত্রভূত মহদুপকারক অর্থাৎ শরণাগতপালক হে প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবন্! সদ্ভাব অবরোধকারী নিন্দক শত্রুদিগের সদ্ভাবনাশনরূপ দ্রোহ হইতে প্রার্থনাপরায়ণ আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগের মধ্যে সদ্ভাবসংরক্ষণ করুন। বহিরন্তঃশত্রু বিনাশ করিয়া জ্ঞানভক্তিবিমিশ্র শুদ্ধসত্ত্বরূপ-হবিঃ-গ্রহণে আমাদিগকে পরমার্থরূপ পরমধন প্রদান করুন)।

১৬। বহিরন্তঃশত্রুরূপ রক্ষোহননকারী শুদ্ধসত্ত্ব-উৎপাদনকারী প্রজ্ঞান-ময় ভগবানকে শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবিঃ দ্বারা হৃদয়ে উদ্দীপিত অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত করিতেছি। তাহাতে মিত্রের ন্যায় জগতের উপকারক সর্ব্ববরেণ্য পরমার্থ-রূপ পরমাশ্রয়কে যেন প্রাপ্ত হই। শত্রুসন্তাপক মোক্ষদায়ক প্রজ্ঞানময় ভগবান আত্মদৃষ্টিসম্পন্নদিগের সদ্ভাবসৎকর্ম্মরূপ সমিধাদির দ্বারা হৃদয়ে উদ্দীপিত হয়েন (হউন)। তীক্ষ্ণ-তেজসম্পন্ন অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান্ সেই অগ্নিরূপী ভগবান সদাকাল আত্মজ্ঞানসম্পন্নজনকে হিংসক শত্রুর আক্রমণ রূপ অজ্ঞানতমঃ হইতে রক্ষা করেন। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক এবং প্রার্থনা-জ্ঞাপক। মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধে সঙ্কল্প এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে প্রার্থনা বর্ত্তমান। আত্মদৃষ্টি-লাভের জন্য এবং আত্মদৃষ্টির দ্বারা শত্রুনাশের নিমিত্ত প্রার্থনা মন্ত্রে সংসূচিত। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্মপ্রভাবে আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। তদনন্তর আত্মদৃষ্টি-সম্পাদনে আমাকে উদ্ধার করুন)।

১৭। প্রজ্ঞানাধার ভগবান জ্ঞানাগ্নিরূপে হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইয়া জগৎ-প্রকাশিকা তেজঃপুঞ্জের দ্বারা বিশিষ্টরূপে প্রদীপ্ত হয়েন। সেইরূপে প্রদীপ্ত হইয়া সেই জ্ঞানদেব আপনার মাহাত্ম্যের দ্বারা বিশ্বকে অর্থাৎ বিশ্বের যাবতীয় ভূত-জাতকে প্রকট অর্থাৎ প্রকাশ করেন। (এইরূপে হৃদয়ে প্রবৃদ্ধ হইয়া, সেই জ্ঞানদেব অদেবনশীল সর্ব্বতুঃখমূল আসুরী মায়া অর্থাৎ অবিদ্যাকে প্রকৃষ্টরূপে বিনাশ করেন। অপিচ, সেই জ্ঞানদেব বহিরন্তঃ-

শত্রু-নাশের নিমিত্ত শৃঙ্গ-রূপ তীক্ষ্ণ-জ্বালা-সমূহকে তীক্ষ্ণীকৃত করেন অর্থাৎ শত্রুনাশের নিমিত্ত সাধক-হৃদয়ে প্রজ্বলিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক এবং ভগবানের মাহাত্ম্য-প্রকাশক। জ্ঞানোদ্ভাসিত নির্ম্মল অন্তঃকরণেই ভগবান অধিষ্ঠিত হয়েন)। দিব্যজ্ঞানের দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

১৮। অপিচ প্রজ্ঞান-স্বরূপ জ্ঞানময় হে ভগবন্! শত্রু-নাশক পরম-তেজঃসম্পন্ন আপনার প্রভাবসমূহ শত্রুনাশের নিমিত্ত দ্যুলোকবৎ পবিত্র আমাদিগের হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত হউক অর্থাৎ সমুদ্ভূত হউক। পরাজ্ঞান-লাভে পরামনন্দ উপজিত হইলে পরমতেজঃসম্পন্ন জ্ঞানদেব ভগবানের সর্ব্ব-প্রকাশক রশ্মিসমূহ প্রকৃষ্টরূপে শত্রুসমূহকে বিনাশ করে। হে জ্ঞানাধার ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমাদিগের পরাগতিরোধিকা অদেবনশীলা আসুরী মায়া আমাদিগকে যেন বন্ধন করিতে সমর্থ না হয়। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্যজ্ঞাপক ও প্রার্থনামূলক। জ্ঞানই শত্রুনাশকারী। হৃদয়ে পরাজ্ঞান উপজিত হইলে কামক্রোধহিংসাপ্রলোভনাদি বহিরন্তঃশত্রু উৎপাদিত মায়া-বন্ধন বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অতএব বন্ধন-মোচনের নিমিত্ত সাধক এখানে পরাজ্ঞান প্রার্থনা করিতেছেন। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! পরাজ্ঞান দান করিয়া মায়া-বন্ধন-মোচনে আমাকে উদ্ধার করুন)। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—১৪ অনুবাক) ॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

ত্রয়োদশঽনুবাকে হবির্দ্ধানমণ্ডপনির্ম্মাণমুক্তং। যগুপি নৈতাবতা কিঞ্চিৎপ্রমেয়ং পরিসমাপ্তং তথাঽপ্যধ্যাপকসম্প্রদায়পরম্পরয়া প্রপাঠক উত্তরানুবাকে সমাপ্যতং ইত্যন্তিমানুবাকত্বাচ্চতুর্দ্দশে কাম্যাঃ সামিধেন্যঃ পুরোনুবাক্যা যাজ্যাশ্চোচ্যন্তে। তত্রেষ্টিকাণ্ডে ব্রাতপত্যেষ্টেরূর্দ্ধং রাক্ষোঘ্নেষ্টিরেবমাম্নায়তে—"অগ্নয়ে রক্ষোঘ্নে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেত্ত৺ রক্ষা৺সি সচেরন্নগ্নিমেব রক্ষোহণ৺ স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবাস্মাদ্রক্ষা৺স্যপ হন্তি" (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি। সচেরন্সমবেয়ুর্ব্বাধেরন্নিত্যর্থঃ॥ মধ্যরাত্রিকালং বিধত্তে—"নিশিতায়াং নির্ব্বপেন্নিশিতায়া৺ হি রক্ষা৺সি প্রেরতে সম্প্রের্ণাত্যেবৈনানি হন্তি" (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি। প্রেরতে প্রকর্ষেণ চরন্তি। অতস্তস্যাং বেলায়াং নির্ব্বাপেণ প্রচারবন্ত্যেবৈনানি রক্ষাংসি হন্তি॥ যাগভূমেঃ পরিতো বেষ্টনং বিধত্তে—"পরিশ্রিতে যাজয়েদ্রক্ষসামনন্ববচারায়" (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি। অনুপ্রবেশাভাবায়েত্যর্থঃ॥ রক্ষোহণং বাজিনং বি জ্যোতিষেত্যেতৌ মন্ত্রৌ বিধত্তে—"রক্ষোঘ্নী যাজ্যানুবাক্যে ভবতো রক্ষসা৺ স্তৃত্যৈ" (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি। হিংসার্থমিত্যর্থঃ। অস্তামিষ্টৌ কৃণুষ্ব পাজ ইত্যনুবাকঃ

কৃৎস্নো বিনিযুক্তঃ। তস্মিন্নৃচোঽষ্টাদশ। তাসু পঞ্চদশ সামিধেন্যঃ। একা পুরোনুবাক্যা, দ্বে যাজ্যে বিকল্পিতে। তত্রেয়ং প্রথমা—

১। "কৃণুষ্ব পাজঃ প্রসিতিং ন পৃথ্বীং যাহি রাজেবামবা৺ ইভেন। তৃষ্বীমনু প্রসিতিং দ্রূণানোঽস্তাঽসি বিধ্য রক্ষসস্তপিষ্ঠৈঃ॥" ইতি।—কৃণুষ্ব কুরুষ্ব। পাজো বলং। প্রসিতিং ন মৃগবন্ধনহেতুভূতপাশমিব পৃথ্বীং প্রসারিতাং। অমবানমাত্যযুক্তঃ। ইভেন হস্তিনা তৃষ্বীং শীঘ্রগামিনীং প্রসিতিং প্রকৃষ্টসেনাং দ্রূণানো হিংসন্। অস্তা ক্ষেপ্তা ধাবয়িতা। রক্ষসো রাক্ষসান্। তপিষ্ঠৈরতিসন্তাপকৈর্ব্বাণৈঃ। হেঽগ্নে মৃগবন্ধনায় প্রসারিতাং পাশমিব রক্ষো-নিরোধায় প্রৌঢ়ং বলং কুরু। অমাত্যযুক্তো গজেন সহিতো রাজেব রক্ষসামুপরি যাহি। ক্ষিপ্রগামিনীং পরকীয়সেনামনু পৃষ্ঠতো গত্বা মারয়ন্নবশিষ্টায়া ধাবয়িতা ভব। পলায়মানানপি রাক্ষসান্বাণৈস্তীক্ষ্ণৈর্ব্বিধ্য॥ ১॥ অথ দ্বিতীয়া—

২। "তব ভ্রমাস আশুয়া পতন্ত্যনু স্পৃশ ধৃষতা শোশুচানঃ। তপূ৺ষ্যগ্নে জুহ্বা পতঙ্গানসংদিতো বি সৃজ বিষ্বগুল্কাঃ॥" ভ্রমাসো ভ্রমণশালিনো বিস্ফুলিঙ্গঃ। অসন্দিতোঽখণ্ডিতঃ। (+আশুয়া শীঘ্রগামিনঃ। ধৃষতা ধার্ষ্ট্যেন। শোশুচানো ভৃশং দীপ্যমানঃ। তপূংষি সন্তাপান্। পতঙ্গান্ পতনশীলান্)। বিসৃজ বিশেষেণোৎপাদয়। বিষ্বক্সর্ব্বতঃ। উল্কা মহাজ্বালাঃ। হেঽগ্নে তব সম্বন্ধিনো বিস্ফুলিঙ্গাঃ শীঘ্রগামিনঃ সর্ব্বতঃ পতন্তি। ত্বমপি ভৃশং দীপ্যমানস্তৈর্ব্বিস্ফুলিঙ্গৈস্তান্ সুরান্ধার্ষ্ট্যেনাত্যন্তগাঢ়মনুস্পৃশ। পুনরপি জুহ্বা হুতেন হবিষা ত্বমবিচ্ছিন্নঃ সন্ সন্তাপান্বিস্ফুলিঙ্গান্মহাজ্বালাশ্চাসুরবাধনায় সর্ব্বতো বাহুল্যেনোৎপাদয়॥ ২॥ অথ তৃতীয়া—

৩। "প্রতি স্পশো বি সৃজ তূর্ণিতমো ভবা পায়ুর্ব্বিশো অস্যা অদব্ধঃ। যো নো দূরে অঘশ৺সো যো অন্ত্যগ্নে মাকিষ্টে ব্যথিরা দধর্ষীৎ॥" ইতি।—স্পশঃ পাশান্। তূর্ণিতমোঽতিত্বরিতঃ। পায়ুঃ পালয়িতা। বিশঃ প্রজায়াঃ। অদব্ধঃ কেনাপ্যহিংসিতঃ। অঘশংসো বিচিত্রবধকারী। অন্তি সমীপে। মাকির্ম্মা। ব্যথির্ব্যথাকারী। আদধর্ষীৎ সর্ব্বতো ধৃষ্টো ভবতু। হেঽগ্নে চিত্রবধকারী রাক্ষসো যোঽস্মাকং বৈরী দূরে বর্ত্ততে, যশ্চান্তিকে বর্ত্ততে তং প্রতি ত্বমতিত্বরিতো বন্ধনহেতূন্ পাশান্বিবিধান্ সৃজ। কেনাপ্যহিংসিতস্ত্বমস্মদাদিকায়া অস্যাঃ প্রজায়াঃ পালকো ভব। কোঽপি ব্যথয়িতা রাক্ষসস্তে সমীপে সর্ব্বত্র ধৃষ্টো মা ভবতু॥ ৩॥ অথ চতুর্থী—

৪। "উদগ্নে তিষ্ঠ প্রত্যা তনুষ্ব ন্যমিত্রা৺ ওষতাত্তিগ্মহেতে। যো নো অরাতিং সমিধান চক্রে নীচা তং ধক্ষ্যতসং ন শুষ্কম্॥" ইতি।—হেঽগ্নে ত্বমুত্তিষ্ঠ শত্রূন্ প্রতি সর্ব্বতঃ প্রবর্ত্তস্ব। হে তীক্ষ্ণায়ুধ ত্বমমিত্রান্নিতরাং দহ। হে সমিধ্যমান বহ্নে যোঽস্মাকং শত্রুস্ত্বং চক্রে তং নীচং কৃত্বা শুষ্কমতসমিব কাষ্ঠমিব ভস্মী কুরু॥ অথ পঞ্চমী—

৫। "ঊর্দ্ধ্বো ভব প্রতি বিধ্যাধ্যস্মদাবিষ্কৃণুষ্ব দৈব্যান্যগ্নে। অব স্থিরা তনুহি যাতুজূনাং জামিমজামিং প্র মৃণীহি শত্রূন্॥" ইতি।—হেঽগ্নে ত্বমূর্দ্ধ্বো ভবোদ্যুক্তো ভব। অস্মদধি অস্মাকমুপরি যে শত্রবঃ সংবৃত্তাস্তান্ প্রতি বিধ্য। হেঽগ্নে দৈব্যানি বীর্য্যাণ্যাবিষ্কুরু। যাতুজূনাং যাতুধানানাং স্থিরাণি বীর্য্যাণি অবমতানি যথা ভবন্তি তথা তনুহি কুরু। জামিঃ পুনঃপুনস্তাড়িতঃ, অজামিরতাড়িতস্তাদৃশান্ সর্ব্বান্ প্রমৃণীহি মারয়॥ অথ ষষ্ঠী—

৬। "স তে জানাতি সুমতিং যবিষ্ঠ য ঈবতে ব্রহ্মণে গাতুমৈরৎ। বিশ্বান্যস্মৈ সুদিনানি রায়ো দ্যুম্নান্যর্য্যো বি দুরো অভি দ্যৌৎ" ইতি। হে যবিষ্ঠ যুবতম যো যজমান ঈবতে স্বগৃহং প্রতি গমনবতে ব্রহ্মণে পরিবৃঢ়ায় তুভ্যং গাতুং হবির্লক্ষণমন্নমৈরৎ প্রদদাতি স এব যজমানস্ত্বদনুগ্রহ-যুক্তাং সুমতিং জানাতি। ত্বমপি অর্য্যঃ স্বামী ভূত্বা রায়ো ধনানি দ্যুম্নানি যশাংসি দুরো গৃহাংশ্চাভি-লক্ষ্যাস্মৈ যজমানায় বিশ্বানি সুদিনানি যথা ভবন্তি তথা দ্যৌৎ প্রকাশয়ানুগৃহাণ। অথ সপ্তমী—

৭। "সেদগ্নে অস্তু সুভগঃ সুদানুর্য্যস্ত্বা নিত্যেন হবিষা য উকৃথৈঃ। পিপ্রীষতি স্ব আয়ুষি দুরোণে বিশ্বেদস্মৈ সুদিনা সাঽসদিষ্টিঃ" ইতি। হে অগ্নে যো যজমানঃ স্ব আয়ুংষি যাবজ্জীবং দুরোণে স্বগৃহে নিত্যেন প্রতিদিনমনুষ্ঠেয়েন হবিষা ত্বাং পিপ্রীষতি প্রীণয়িতুমিচ্ছতি যশ্চোকৃথৈঃ শস্ত্রৈঃ পিপ্রীষতি স এব সুভগঃ সৌভাগ্যবান্ সুদানুঃ শোভনদানবানপ্যস্তু। অস্যা অস্য যজমানস্য সা সর্ব্বাঽপীষ্টিঃ সুদিনৈবাসম্ভবতি। অথাষ্টমী—

৮। "অর্চ্চামি তে সুমতিং ঘোষ্যর্ব্বাক্ সং তে বাবাতা জরতামিয়ং গীঃ। স্বশ্বাস্ত্বা সুরথা মর্জ্জয়েমাস্মে ক্ষত্রাণি ধারয়েরনু দ্যূন্॥" ইতি।—হেঽগ্নে তব সুমতিমনুগ্রহরূপামর্চ্চামি মনসা পূজয়ামি। অর্ব্বাগর্ব্বাচীনাঽপি ঘোষি ঘোষবতীয়ং স্তুতিরূপা মদীয়া গীর্ব্বাবাতা পৌনঃপুন্যেন প্রসৃতা তে ত্বয়ি সম্যগ্ জরতাং জীর্য্যতাং ত্বাং বিহায়ান্যত্র মা গচ্ছতু। বয়ং তু ত্বৎপ্রসাদা-চ্ছোভনৈরশ্বৈ রথৈশ্চ যুক্তাঃ সন্তস্ত্বা মর্জ্জয়েম সেবেমহি। ত্বমপ্যনুদ্যূননুদিনমস্মে অস্মাসু ক্ষত্রাণি সামর্থ্যানি ধারয়ের্দ্ধারয়॥ অথ নবমী—

৯। "ইহ ত্বা ভূর্য্যা চরেদুপ ত্মন্দোষাবস্তর্দ্দীদিবাꣳসমনু দ্যূন্। ক্রীড়ন্তস্ত্বা সুমনসঃ সপেমাভি দ্যুম্না তস্থিবাꣳসো জনানাম্॥" ইতি। হেঽগ্নে ইহাস্মিল্লোঁকে শ্রেয়োর্থী পুরুষস্ত্বা-মেব ভূরি বাহুল্যেন সর্ব্বত উপচরেৎত্মন্নাত্মনি স্বনিমিত্তং। কীদৃশং ত্বাং, দোষাবস্তর্দ্দীদিবাংসং রাত্রিং দিবং দীপ্যমানং। কিয়ন্তং কালমুপচারঃ, অনুদ্যূননুদিনং। তস্মাদ্বয়ং ক্রীড়ন্তো হৃষ্ট-মনসস্ত্বাং সপেম সঙ্গচ্ছেম ভজেম। কিং কুর্ব্বন্তঃ, জনানাং মধ্যে দ্যুম্নানি ধনানি অভিতস্থি-বাংসস্ত্বৎপ্রসাদাদধিষ্ঠিতবন্তঃ॥ অথ দশমী—

১০। 'যস্ত্বা স্বশ্বঃ সুহিরণ্যো অগ্ন উপযাতি বসুমতা রথেন। তস্য ত্রাতা ভবসি তস্য সখা যস্ত আতিথ্যমানুষগ্ জুজোষৎ॥" ইতি।—হেঽগ্নে ত্বৎপ্রসাদাচ্ছোভনৈরশ্বৈঃ সমীচীনেন হিরণ্যেন চ যুক্তো যো যজমানো হবিঃস্বরূপধনবতা রথেন সহ ত্বামুপযাতি তস্য ত্বং ত্রাতা ভবসি। কিং চ যস্তবাতিথিসৎকারমানুষক্ প্রতিদিনং জুজোষৎ প্রীতিপুরঃসরং করোতি তস্য ত্বং সখিবৎ স্বাধিনো ভবসি॥ অথৈকাদশী—

১১। "মহো রুজামি বন্ধুতা বচোভিস্তন্মা পিতুর্গোতমাদন্বিয়ায়। ত্বং নো অস্য বচসশ্চি-কিদ্ধি হোতর্যবিষ্ঠ সুক্রতো দমূনাঃ॥" ইতি—হেঽগ্নে বন্ধুতা ত্বদীয়েন বন্ধুত্বেন মহোঽসুরাণাং তেজোঽধিক্ষেপরূপৈর্ব্বচোভিরেব রুজামি ভঞ্জয়ামি। তত্ত্বদীয়ং বন্ধুত্বং গোতমাদ্গোতমসদৃশা-দধ্যাপকাৎ পিতুর্ম্মামনুপ্রাপ। হে হোতর্দ্দেবানামাহ্বাতর্যবিষ্ঠ যুবতম সুক্রতো শোভনক্রতো যাগনিষ্পাদক দমূনা দান্তমনাস্ত্বং নোঽস্মদীয়স্য বচসোঽধীতবেদস্য রহস্যং চিকিদ্ধি জানাসি॥ অথ দ্বাদশী—

১২। "অস্বপ্নজস্তরণয়ঃ সুশেবা অতন্দ্রাসোঽবৃকা অশ্রমিষ্ঠাঃ। তে পায়বঃ সধ্রিয়ঞ্চো নিষ-

ত্যাগ্নে তব নঃ পান্ত্বমূর॥" ইতি।—হেঽগ্নে তব তে নঃ পান্তু, ত্বদীয়াস্তথাবিধা রশ্ময়োঽস্মান্ পালয়ন্তু। অমূরেত্যগ্নিবিশেষণং। মূর্ম্মূর্চ্ছা তদ্বান্ মূরস্ততোঽন্যত্বাদমূরস্তস্য সম্বোধনং। কীদৃশাস্তে রশ্ময়ঃ? স্বপ্নজন্মানো মিথ্যাভূতা ন ভবন্তীতি অস্বপ্নজঃ। ব্যত্যয়েনৈকবচনং। তরণয়ো দুরিতরূপং তমস্তারয়ন্তি। সুশেবাঃ সুখেন সেবিতুং যোগ্যাঃ। অতন্দ্রাসোঽপ্রমত্তাঃ। অবৃকা অহিংসকাঃ। অশ্রমিষ্ঠাঃ শ্রমরহিতাঃ। পায়বঃ পালকাঃ। সধ্রিয়ঞ্চঃ সহ প্রবর্ত্তমানাঃ। নিষদ্য যাগপ্রদেশে স্থিত্বা॥ অথ ত্রয়োদশী—

১৩। "যে পায়বো মামতেয়ং তে অগ্নে পশ্যন্তো অন্ধং দুরিতাদরক্ষন্। ররক্ষ তান্ৎসুকৃতো বিশ্ববেদা দিপ্সন্ত ইদ্রিপবো না হ দেভুঃ॥" ইতি।—হেঽগ্নে তব সম্বন্ধিনঃ পালকা যে রশ্ময়ো মমতাখ্যায়াঃ কস্যাশ্চিদেযাষিতোঽপত্যং কচিদন্ধং পশ্যন্তো দুরিতাদান্ধ্যলক্ষণাদরক্ষন্। ইয়ং ত্বাখ্যায়িকা ক্বাপি ব্রাহ্মণান্তরে দ্রষ্টব্যা। বিশ্বং বেত্তীতি বিশ্ববেদাঃ। তাদৃশো ভবান্ সুকৃতঃ শোভনকর্ম্মকারিণস্তান্ রশ্মীন্ ররক্ষ। তে রিপবো রাক্ষসাস্তান্দিপ্সন্ত ইদিব পরিভবিতুমিচ্ছন্তোঽপি না হ দেভুর্নৈব পরিবভূবুঃ॥ অথ চতুর্দ্দশী—

১৪। "ত্বয়া বয়ং সধন্যস্ত্বোতাস্তব প্রণীত্যশ্যাম বাজান্। উভা শংসা সূদয় সত্যতাতেঽনুষ্ঠুয়া কৃণুহ্যহ্রয়াণ" ইতি—হেঽগ্নে বয়ং তব প্রণীতী প্রেরণয়া বাজানন্নান্যশ্যাম। কীদৃশা বয়ং, ত্বয়া সধন্যঃ। সহ যজ্ঞকর্ম্ম নয়ন্তীতি সধন্যাঃ। ত্বোতাস্ত্বয়া রক্ষিতাঃ। হে সত্যতাতে সত্যবিস্তার, উভা শংসা ত্বদগ্রেঽস্মাভিঃ শংসনীয়াবৈহিকামুষ্মিকৌ পুরুষার্থাবুভৌ সূদয় (ক্ষর দেহি)! হেঽহ্রয়াণ ভক্তানামলজ্জাকরানুষ্ঠুয়া কৃণুহি সাধনানুষ্ঠাপনেন তাবুভৌ কুরু। অথ পঞ্চদশী—

১৫। "অয়া তে অগ্নে সমিধা বিধেম প্রতি স্তোমং শস্যমানং গৃভায়। দহাশসো রক্ষসঃ পাহ্যস্মান্দ্রুহো নিদো মিত্রমহো অবদ্যাৎ" ইতি—হেঽগ্নেঽয়া সমিধাঽনয়া সামিধেন্যা তে ত্বাং বিধেম পরিচরেম। অস্মাভিঃ শস্যমানং স্তোমং স্তোত্রং প্রতিগৃভায় প্রতিগৃহাণ। অশসোঽপ্রশস্তান্ রক্ষসো রাক্ষসান্দহ। মিত্রমুপকারকং মহস্তেজো যস্যাসৌ মিত্রমহা হে মিত্রমহো দ্রুহো বৈরিকৃতদ্রোহান্নিদো নিন্দায়া অবদ্যাদনুষ্ঠানদোষাচ্চাস্মান্ পাহি। অথ ষোড়শী। সা তু পুরোনুবাক্যা—

১৬। "রক্ষোহণং বাজিনমা জিঘর্ম্মি মিত্রং প্রথিষ্ঠমুপ যামি শর্ম্ম। শিশানো অগ্নিঃ ক্রতুভিঃ সমিদ্ধঃ স নো দিবা স রিষঃ পাতু নক্তম্ "ইতি। রক্ষসাং হন্তারমন্নবন্তমগ্নিমাভিমুখ্যেন দীপয়ামি। জগতাং মিত্রং প্রথিষ্ঠং বিস্তীর্ণতমং শর্ম্ম শরণমুপযামি ভজামি। এতদাদিভিঃ ক্রতুভিঃ সমিদ্ধঃ সংজ্বলিতঃ শিশানস্তীক্ষ্ণঃ সোঽগ্নির্দ্দিবা রিষো হিংসকাদস্মান্ পাতু। স এব নক্তমপি পাতু অথ সপ্তদশী। সা তু যাজ্যা—

১৭। "বি জ্যোতিষা বৃহতা ভাত্যগ্নিরাবির্ব্বিশ্বানি কৃণুতে মহিত্বা। প্রাদেবীর্ম্মায়াঃ সহতে দুরেবাঃ শিশীতে শৃঙ্গে রক্ষসে বিনিক্ষে" ইতি। অয়মগ্নির্ব্বৃহতা জ্যোতিষা বিভাতি। বিশ্বানি মহিত্বা মাহাত্ম্যেনাঽবিষ্কুরুতে। অদেবীরাসুরীর্দ্দুরেবা দুরত্যয়া মায়াঃ প্রসহতে বিনাশয়তি। রক্ষসে রাক্ষসান্বিনিক্ষে বিনাশয়িতুং শৃঙ্গে দ্বে জ্বালে শিশীতে তীক্ষ্ণী করোতি। অথাষ্টাদশী। সা তু বিকল্পিতা যাজ্যা—

১৮। "উত স্বানাসো দিবি ষন্ত্বগ্নেস্তিগ্মায়ুধা রক্ষসে হন্তবাউ। মদে চিদস্য প্র রুজন্তি ভামা ন বরন্তে পরিবাধো অদেবীঃ" ইতি। তিগ্মং তীক্ষ্ণত্বমেবাংযুধং যেষাং রশ্মীনাং তে তিগ্মায়ুধাস্তে তব স্বানাসোঽনেন পুরোডাশেন ধ্বনিং কুর্ব্বন্তঃ। তাদৃশা অগ্নে রশ্ময় উত দিবি ষন্ত দ্যুলোকেঽপি প্রসরন্ত। কিমর্থং, রক্ষসে হন্তবাউ রাক্ষসান্ হন্তমের। অস্যাগ্নের্ভামা ভাসো রশ্ময়ো মদে চিদস্মদ্ধর্ষায়ৈব প্ররুজন্তি প্রতিপক্ষিণো ভঞ্জন্তি। অদেবীরাসুর্য্যঃ পরিবাধঃ সর্ব্বতঃ কৃতা বাধা ন বরন্তে নৈবাস্মানাবৃণ্বন্তি। অত্র ষোড়শী বিকল্পিতা সামিধেনী। উত্তরে যাজ্যানুবাক্যে ইতি কেচিৎ। তথা বাঽস্ত॥ অত্র বিনিয়োগ-সংগ্রহঃ—"কৃণু রাক্ষোঘ্নকে যাগে সামিধেন্যস্ত ষোড়শ। যাজ্যানুবাক্যে দ্বে অষ্টাদশ মন্ত্রা ইহেরিতাঃ॥" ইতি॥ মীমাংসা তু উভা বামিন্দ্রাগ্নী ইত্যত্রেব সর্ব্বত্র যাজ্যাকাণ্ডে যোজনীয়া॥ ছন্দোঽপি সর্ব্বাসামৃচামত্র ত্রিষ্টুবেব॥ (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—১৪ অনুবাক)॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়সং-হিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়প্রপাঠকে চতুর্দ্দশোঽনুবাকঃ॥

* * *

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমো হার্দ্দং নিবারয়ন্।
পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরঃ॥ ১॥

* * *

ইতি শ্রীমদ্বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরাপরাবতারস্য শ্রীমদ্রাজাধিরাজপরমেশ্বরস্য শ্রীবীরবুক্কমহারাজস্যা-জ্ঞাপরিপালকেন মাধবাচার্য্যেণ বিরচিতে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ॥ ২॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—‡—

এই চতুর্দ্দশ অনুবাকে দ্বিতীয় প্রপাঠক পরিসমাপ্ত হইল। চতুর্দ্দশ অনুবাকের অষ্টাদশটী মন্ত্রের মধ্যে সপ্তদশটী মন্ত্র ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় অষ্টকের চতুর্থ ও অষ্টম অধ্যায়ে পরিদৃষ্ট হয়। ষোড়শ মন্ত্রটী ঋগ্বেদের অষ্টম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের মন্ত্র। উভয়ত্রই ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য। কিন্তু কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের চতুর্দ্দশ অনুবাকের অন্তর্গত মন্ত্র-সমূহের ভাষ্যের সহিত ঋগ্বেদের মন্ত্র-সমূহের ভাষ্যের যথেষ্ট পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। কেবল ভাষ্যের ভাষার পার্থক্য নহে; ভাবেরও যথেষ্ট পার্থক্য বর্ত্তমান। তাই মনে হয়, সায়ণাচার্য্যের নামে প্রচলিত হইলেও, ভাষ্যকার বিভিন্ন। নচেৎ, একই মন্ত্রের ভাষ্য এবং ব্যাখ্যা স্থান-বিশেষে বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন কেন হইবে? ভাবের এবং ভাষার বিভিন্নতাই বা কেন ঘটিবে? আমরা কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের এবং ঋগ্বেদের উভয়বিধ ভাষ্য মিলাইয়া মন্ত্র-সমুহের অর্থ নিষ্কাশন করিলাম। বলা বাহুল্য, আমাদের ব্যাখ্যার ভাব উভয়বিধ ভাষ্য হইতে স্বতন্ত্র প্রকারের হইল। আমাদিগের আদর্শ অন্যরূপ; তাই এই পার্থক্য।

ভাষ্যানুক্রমণিকায় ভাষ্যকার চতুর্দ্দশ অনুবাকের মন্ত্র-সমূহের প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, প্রথমে তাহার আভাষ প্রদান করিতেছি। ভাষ্যকার প্রারম্ভে বলিয়াছেন,—এই অনুবাকে কাম্য, সামিধেনী, যাজ্যা, পুরোণুবাক্যা প্রভৃতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ত্রয়োদশ অনুবাকে হবির্দ্ধান-মণ্ডপ নির্ম্মিত হইল। চতুর্দ্দশ অনুবাকের মন্ত্রাদির দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মণ্ডপ-নির্ম্মাণমূলক বিশেষ কোনও কার্য্যই সম্পন্ন হয় না বটে; কিন্তু তাহা হইলেও অধ্যাপক-সম্প্রদায়-পরম্পরাক্রমে প্রপাঠকের শেষ অনুবাকের দ্বারা তাহার পরিসমাপ্তি সাধিত হয়। সেইজন্য, চতুর্দ্দশ অনুবাক, দ্বিতীয় প্রপাঠকের শেষ বলিয়া, এই অনুবাকে কাম্য, সামিধেনী, পুরোনুব্যাক্যা এবং যাজ্যা উক্ত হইয়াছে। ইষ্টিকাণ্ড-মতে ব্রাতপত্য ইষ্টির পূর্ব্বে রক্ষোঘ্ন ইষ্টির বিধান আছে। চতুর্দ্দশ অনুবাকে সেই রক্ষোঘ্ন ইষ্টির মন্ত্র-সমূহ ও তাহার প্রয়োগ-বিধি উল্লিখিত হইল। রক্ষোঘ্ন-ইষ্টিতে 'কৃণুষ্ব পাজঃ' প্রভৃতি মন্ত্র বিনিযুক্ত। অনুবাকের ঋক বা মন্ত্র-সংখ্যা অষ্টাদশ। তন্মধ্যে পঞ্চদশটী সামিধেনী বিষয়ক। একটী পুরোনুবাক্যা এবং দুইটী যাজ্যা বলিয়া কল্পিত হয়।

চতুর্দ্দশ অনুবাকের মন্ত্র-সমূহের ব্যাখ্যায় আমরা অনেকত্র ভাষ্যের ভাবেরই অনুসরণ করিয়াছি। ভাবার্থ-নিষ্কাশনে মতান্তর যে আদৌ সংঘটিত হয় নাই, তাহা নহে; সে মতান্তরের কারণ আর অন্য কিছুই নহে; সে কেবল আমাদিগের অনুসৃত পন্থার অনুগমন মাত্র। কর্ম্মকাণ্ডের অতীত আধ্যাত্মিকতামূলক উচ্চভাব প্রকটনই সে মতান্তরের একমাত্র কারণ। অবশ্য, তাহাতে আমরা কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করি নাই। বেদমন্ত্র কামধেনু। জ্ঞানবুদ্ধির তারতম্য অনুসারে মন্ত্রার্থের তারতম্য—ইতরবিশেষ হওয়া স্বাভাবিক। তাই আমাদের পন্থার এবম্বিধ পার্থক্য। যাহা হউক, মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে আমরা যে ভাব উপলব্ধি করি, মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তাহা একে একে প্রকটিত করিতেছি।

প্রথম মন্ত্রে ('কৃণুষ্ব পাজঃ' প্রভৃতি) প্রার্থনা সূচিত হইয়াছে। প্রার্থনা করা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! জ্ঞানধনদানে আমাদিগের বহিরন্তঃশত্রু বিনাশ করুন; এবং শত্রুনাশে আমাদিগকে পরমার্থধন প্রদান করুন।' মন্ত্রের মধ্যে দুইটী উপমাবাক্য আছে,—'প্রসিতিং ন পৃথ্বীং' এবং 'রাজেব অমবান'। উপমাদ্বয়ের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইলেই মন্ত্রের অর্থবোধ-বিষয়ে কোনও সংশয় থাকিবে না। 'প্রসিতিং' পদে 'যজুর্ব্বেদে' এবং 'ঋগ্বেদে', ভাষ্যকার পক্ষী বা মৃগ বন্ধন হেতুভূত পাশ বা জাল অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। তাহাতে 'প্রসিতিং ন' উপমা-বাক্যের অর্থ হইয়াছে—'পক্ষী বা মৃগবন্ধন জন্য জালের ন্যায় প্রসারিত অর্থাৎ ব্যাধ যেমন গহন কাননে পক্ষী বা মৃগ বন্ধনের জন্য পাশ বা জাল বিস্তার করে। আর 'রাজেব অমবান' উপমার ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—'অমাত্যযুক্ত রাজার ন্যায়।' আমাদের হিসাবে, ব্যাধের সহিত ভগবানের (অগ্নির), জালের সহিত জ্ঞানরশ্মির ('পাজঃ'), মৃগ বা পক্ষীর সহিত কামক্রোধাদির এবং গহন-কাননের সহিত অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন হৃদয়ের উপমা সংসূচিত হইয়াছে। ঐ দুই উপমাবাক্যের সহিত 'কৃণুষ্ব পাজঃ' পদদ্বয়ের সংযোগে মন্ত্রের প্রথমাংশের অর্থ হইয়াছে,—'হে প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবন্! ব্যাধ যেমন পক্ষি বা মৃগবন্ধনের জন্য গহনবনে জাল বিস্তার করে এবং রাজা যেমন সৈন্য পরিবৃত হইয়া অমিত-পরাক্রমে শত্রুদলকে ধর্ষণ করে, আপনিও সেইরূপ গহন

কাননের ন্যায় আমার অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে আপনার তীক্ষ্ণ-তেজঃরূপ জাল বিস্তার করুন এবং আমার অন্তর্নিহিত জ্ঞানভক্তি-রূপ অমাত্যে পরিবৃত হইয়া অমিততেজে আমার বহিরন্তঃ-শত্রুদিগকে ধর্ষণ করুন।' অর্থাৎ জ্ঞান ও ভক্তি সহযুত কর্ম্মের প্রভাবে আপনি আমার অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে জ্ঞানের দিব্যজ্যোতিঃ বিচ্ছুরণ করুন। আর সেই জ্ঞান প্রভাবে অর্থাৎ দিব্যদৃষ্টি-প্রভাবে আমার অন্তরের সকল শত্রু বিনষ্ট হউক।'

চতুর্দ্দশ অনুবাকের মন্ত্রসমূহ পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হয় যে,—যজ্ঞ-কুণ্ডস্থিত হোমাগ্নিকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্র-সমূহ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; আর, সেই অগ্নির নিকট অর্চ্চনাকারী যজমান শত্রু-নাশের, পরমধনলাভের এবং কর্ম্মফলসাধনের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাহাতে ভিন্ন-দৃষ্টিসম্পন্ন জন দাহিকাশক্তিসম্পন্ন প্রজ্বলিত পরিদৃশ্যমান লৌকিক অগ্নির পূজার বিষয়ই প্রখ্যাত করেন। কিন্তু আমাদের মতে এ অগ্নি—সম্মুখে পরিদৃশ্যমান জ্বালামালাময় ঐ জড় অগ্নির পূজা নহে; অগ্নিপূজা বলিতে, অগ্নি যাঁহার বিভূতির বিকাশ, আমরা তাঁহারই উপাসনা বুঝিয়া থাকি। ঐরূপ পূজার উদ্দেশ্য এই যে, ঐ অগ্নির পূজা করিতে করিতে, ঐ অগ্নি যাঁহার বিভূতি—তাঁহার পূজায় প্রবৃত্তি আসিবে। অগ্নির পূজার লক্ষ্যই এই যে, ঐ অগ্নির পূজা করিতে করিতে, যিনি সকল অগ্নির মূলাধার, তাঁহার সন্নিকর্ষলাভ ঘটিবে। শিশু বর্ণমালা শিক্ষা করে; উদ্দেশ্য—বর্ণমালা সংগ্রহিত ভাষাবন্ধনীর মধ্য হইতে ভবিষ্যতে জ্ঞানরত্ন উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে। এই অগ্নিপূজার লক্ষ্যও তাহাই। উদ্দেশ্য এই যে,—এই পার্থিব অগ্নির মধ্য দিয়া, যজ্ঞকুণ্ডের এই আবেষ্টনীর অভ্যন্তর বাহিয়া, সেই অগ্নিময়ের—সেই জ্ঞানময়ের সন্ধান প্রাপ্ত হইবে। প্রাচীন ও আধুনিক সকল সম্প্রদায়ই এই লক্ষ্য লইয়াই অগ্নিপূজার বিধান করিয়া গিয়াছেন। অজ্ঞানজন না বুঝিতে পারিলেও, এই পূজার ফলে ক্রমশঃ জ্ঞানরাজ্যের পথ পরিষ্কৃত দেখিবে। অন্ধজীব জ্যোতির্ম্ময়ের জ্যোতিঃ অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হউক,—প্রধানতঃ এই উদ্দেশেই বেদ-মন্ত্রে যজ্ঞাদি ব্যপদেশে অগ্নিপূজার প্রস্তাবনা।

অগ্নিরূপে আমরা কাহার উপাসনা করি? সে কি এই জড় অগ্নির?—সে কি এই সামান্য অগ্নির উপাসনা? যিনি অগ্নির অগ্নিত্ব, যিনি বায়ুর বায়ুত্ব, যিনি বরুণের বরুণত্ব, যিনি ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, যিনি ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, যিনি সূর্য্যের সূর্য্যত্ব—সে কি সেই অগ্নির উপাসনা নহে? যিনি বিশ্বের আদি, যিনি বিশ্বের বীজ, যিনি বিশ্বের প্রাণ, যিনি বিশ্বেশ্বররূপে বিশ্বে বিরাজমান; যিনি মাতা, যিনি পিতা, যিনি দয়িতা; যিনি দেব, যিনি অসুর, যিনি দানব, যিনি গন্ধর্ব্ব; যিনি সর্ব্বরূপে সকলের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন; বিশ্বরূপদর্শনে ভীতিবিহ্বল-চিত্তে নরনারায়ণ অর্জ্জুন যাঁহার উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন,—

"ত্বমক্ষরং পরমবেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষমতো মে॥
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপং॥"

এ অগ্নি কি তাঁহারই নামান্তর নহে? এ উপাসনা কি তাঁহারই উপাসনা নহে? কেবলমাত্র যদি ঐ যজ্ঞকুণ্ডস্থিত অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়াই স্তোত্র প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে, তাহা হইলে তাঁহাকে

তিগ্মহেতে, হোতা, অহ্রয়াণ, মিত্র, বন্ধু, যবিষ্ঠ, অমূর, অতিথি প্রভৃতি বিশেষণে কেমন করিয়া বিশেষিত করা যাইতে পারে? পুত্র যেমন অনায়াসে পিতার ক্রোড়ে স্থান লাভ করে, বন্ধু যেমন বন্ধুর উপকার-সাধন করে; পরিদৃশ্যমান জড় অগ্নির ক্রোড়ে সেইরূপভাবে স্থানলাভ কারা যায় কি? সে অগ্নির নিকট কেমন করিয়াই বা ধনপুত্র-লাভের প্রার্থনা করা যায়, আর কেমন করিয়াই বা সে অগ্নি বন্ধু বা মিত্র হইতে পারে! সুতরাং বেশ বুঝা যায়,—এই পরিদৃশ্যমান জড় অগ্নি ব্যতীত আরও এক জড়াতীত অগ্নি আছেন, যাঁহাতে সে সকলই বিদ্যমান আছে! তাঁহার নামের অন্ত নাই, তাঁহার রূপের অন্ত নাই। তিনি বহুরূপ বলিয়াই অগ্নি তাঁহার একটী রূপ; তিনি নামহীন রূপহীন বলিয়াই অগ্নি তাঁহার একটী নাম। তাঁহার গুণের অন্ত নাই; তেজঃ তাই তাঁহার একটী গুণ; তাঁহার শক্তির অন্ত নাই, তাই দাহিকা তাঁহার একটী শক্তি। তাঁহার প্রভার অন্ত নাই, তাই দীপ্তি তাঁহার প্রভা। তিনি অনলে, অনিলে, সলিলে—ভূলোকে দ্যুলোকে গোলোকে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন। তিনি একরূপে অনন্ত নামে, আবার অনন্তরূপে এক নামে ওতঃপ্রোত অবস্থান করিতেছেন। শ্রুতি তাই বলিয়াছেন,—"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।" তাই যখন জ্যোতির্ম্ময় নাম তাঁহার; তখন অগ্নিরূপে মর্ত্ত্যলোকে, সূর্য্যরূপে অন্তরীক্ষে এবং ইন্দ্রাদি দেবরূপে স্বর্গলোকে বিদ্যমান আছেন।

অগ্নিরূপে তিনি বিশ্বপ্রকাশক। তাঁহার যে সেই বিভা, তাঁহার যে সেই দিব্য জ্যোতিঃ, তদ্দ্বারাই সংসার সংসারের অঙ্কে প্রকাশ পাইতেছে। শ্রুতি তাই বলিয়াছেন,—"যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" তিনি আলোকময়; তাই তিনি জগৎ আলো করিয়া রহিয়াছেন। আমরা যে জগৎকে দেখিতে পাইতেছি, মানুষ যে তাঁহাকে দেখিতে পায়, সে তাঁহারই আলোকের সাহায্যে। সেই আলোক-সাহায্যেই আলোকলাভ হইয়া থাকে। তিনি যদি অগ্নিরূপে সূর্য্যরূপে আলোক বিতরণ না করিতেন, তাহা হইলে কি মানুষ জগতকে দেখিতে পাইত?—না, তাঁহারই কোনও সন্ধান জানিতে পারিত? আমরা মনে করি, চক্ষুর দ্বারা আমরা দেখিতে পাইতেছি; কিন্তু চক্ষুর কি শক্তি যে, সে দর্শন করে! যদি আলোক না থাকিত, যদি জ্যোতিষ্মানের সহায়তা না পাইত, চক্ষু কি দেখিতে সমর্থ হইত? আঁধার—আঁধার—ঘোর অন্ধকারে তাহাকে ঘেরিয়া আছে! সৌভাগ্যক্রমে সে সেই জ্যোতির্ম্ময়ের দিব্যজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হয়, সেই তো তাহার দৃষ্টি-শক্তির স্ফূরণ হইয়া থাকে! এই জন্যই জগৎসবিতৃ সূর্য্যদেবকে লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"স্ববিষ্ণ্যাং প্রতপন্ সূর্য্যা বহিশ্চ প্রতপত্যসৌ।" সূর্য্যদেব কেবল নিজের মণ্ডলকে নিজে আলোকিত করেন না; জগৎকেও তিনি প্রকাশ করেন। সূর্য্য যে দৃষ্টিগোচর হয়েন, সেও তাহারই প্রভায়। জগৎকে যে দেখি, সেও সূর্য্যেরই প্রভায়। যেমন বহির্জগতে, তেমনি অন্তর্জগতে। এই যে অগ্নি—এই অগ্নি যাঁহার ভাতিবিকাশ, তিনি যখন হৃদয়ে উদিত হয়েন; তাঁহাকে যখন অন্তরে অনুভব করিতে পারি; তখনই অন্তরের আঁধার দূরীভূত হয়,—অন্তর অন্তরাত্মার সন্ধান পায়,—হৃদয় হৃদয়েশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ করে। এই চতুর্দ্দশ অনুবাকে সেই অগ্নিরই স্তব করা হইয়াছে। যে অগ্নি বিশ্বপ্রাণরূপে বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন,—যে অগ্নি জগদালোকরূপে জগতের আঁধার দূর করিতেছেন,—এ অগ্নি, সেই অগ্নি। আবার এ অগ্নি—সেই অগ্নি—যে অগ্নি জ্ঞানাগ্নিরূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অজ্ঞানান্ধকার দূর করেন।

যাজ্ঞিক যখন স্বচ্ছন্দে যজ্ঞাগ্নিমুখে চব্যচুষ্যলেহ্যপেয় উপাদেয় খাদ্যাদি আহুতি প্রদান করিতে অভ্যস্ত হয়েন, বহুমূল্য বিত্তবিভব-ঐশ্বর্য্যের প্রতি তিনি যখন মমতাশূন্য হইয়া আনন্দ-সহকারে তৎসমুদায় অগ্নিমুখে সমর্পণ করিতে সমর্থ হন; আর সকলই অগ্নিমুখে দগ্ধীভূত হইয়া ভস্মসাৎ হইলে, তজ্জন্য তাঁহার মনে কোনরূপ বিক্ষোভ উপস্থিত হয় না; পরন্তু যখন তিনি ভগবানের উদ্দেশ্যে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া অবিকার-চিত্ত হইতে পারেন; তখনকার তাঁহার সে কার্য্য সে অবস্থা নিষ্কামকর্ম্মের পূর্ণ অভিব্যক্তি নহে কি? যে জন আগুণে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে পারেন; অপিচ সমর্পিত সমস্ত সামগ্রী ভস্ম হইয়া যাইতেছে দেখিয়াও হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করেন; নিষ্কাম ধর্ম্মের আদর্শ তাঁহার নিকট নহে তো আর কোথায় আছে? এই নিষ্কাম নিস্পৃহ নির্লিপ্ত কর্ম্মের দ্বারাই কি মানুষ বিশ্বসেবায় পরসেবায় অনুপ্রাণিত হইতে শিখে না? তাই বলি, অগ্নিপূজা—যজ্ঞকর্ম্ম সেই আদি স্তর—সেই ভিত্তিভূমি,—যাহার উপর গীতার সেই নিষ্কাম-ধর্ম্মসৌধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অথবা, সে সেই মূল প্রস্রবণ, যেখান হইতে মন্দাকিনী-ধারার ন্যায় নিষ্কাম-কর্ম্মের পূত প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছে। অগ্নি-পূজা—যজ্ঞকর্ম্মের মধ্য দিয়াই সংসার নিষ্কাম-কর্ম্মের দিব্যজ্যোতিঃ দেখিতে পায়। যাঁহারা কেবল কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করেন, কার্য্যের কিছুই করিতে পারেন না; অগ্নিদেবের উপাসনায় যাজ্ঞিক-কর্ম্মে তাঁহাদের কর্ম্মানুশীলনী ও জ্ঞানানুশীলনী উভয় বৃত্তিই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। মন্ত্রের সার্থকতা—সেই মহদুদ্দেশ্য-সাধনে, মনুষ্যের কর্ম্মপ্রবৃত্তির এবং চিত্তবৃত্তির যুগপৎ উৎকর্ষ বিধানে এবং নিষ্কাম-ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব উদ্ঘাটনে।

মানুষের হৃদয় সাধারণতঃ কামক্রোধাদি অন্তঃশত্রু এবং প্রলোভনাদিরূপ বহিঃশত্রু কর্তৃক প্রতিনিয়ত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইতেছে। জ্ঞানোদয়ে শত্রু বিতাড়িত হয়। হিংসাপ্রলোভন-কামক্রোধ-সমন্বিত অন্তর অরণ্যের ন্যায় অসার। সেই অসার হৃদয়কে সারবান করিবার জন্য ভগবানের করুণা প্রার্থনা। মানুষের অন্তরে বীজরূপে জ্ঞানের অঙ্কুর বর্ত্তমান থাকে। সৎকর্ম্মপ্রভাবে, শুদ্ধসত্ত্বের উদয়ে-তাহার উৎকর্ষ সাধন হয়। তবে যাহার যেরূপ কর্ম্ম, যাহার যেরূপ সামর্থ্য, তদনুসারে তাহার তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। অধিকারী অনুসারে তাহার ফলভোগ হইয়া থাকে। যিনি যেরূপ অধিকারী, যিনি যেরূপ অনুশীলনসমর্থ, তিনি তদনুরূপ উৎকর্ষ-সাধনে সমর্থ হন। সংসারের অনন্ত আবিলতার মধ্যে যিনি নিমজ্জিত, জ্ঞানাঙ্কুর তাঁহার মধ্যে বিশেষ প্রবর্দ্ধমান হইতে সমর্থ হয় না। কিন্তু যিনি সংসারের মায়ামোহের ঘোর কাটাইতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাতেই সেই জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ পরিদৃষ্ট হয়,—তাঁহার অন্তরেই জ্ঞানাগ্নিরূপে প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবান অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। মন্ত্রে 'প্রসিতিং ন পৃথ্বীং' এবং 'রাজেব অমবান' উপমাদ্বয়ে, সেই বহিরন্তঃশত্রুনাশে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত করিবার প্রার্থনা আছে। বলা হইয়াছে,—মৃগান্বেষী যেমন গহন বনে জাল বিস্তার করিয়া মৃগ পক্ষী বিনষ্ট করে; সেইরূপ, হে ভগবন্, অরণ্যসদৃশ আমার হৃদয়ে প্রজ্ঞানস্বরূপ জাল বিস্তার করিয়া আমার সকল শত্রুকে বিনাশ করুন এবং সৈন্যপরিবৃত রাজার ন্যায় আমার অন্তরস্থিত সদ্ভাব ও ভক্তি প্রভৃতি পরিবৃত হইয়া তাহাদিগকে নাশ করুন। মন্ত্রের ভাব সরল। মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে তাই ভাষ্যকারের সহিত বিশেষ মতান্তর ঘটে নাই।

চতুর্দ্দশ অনুবাকের দ্বিতীয় মন্ত্র হইতে পঞ্চম পর্য্যন্ত চারিটী মন্ত্রে বহিরন্তঃশত্রুনাশে অন্তরে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরণের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। দ্বিতীয় মন্ত্র নিত্যসত্যপ্রকাশক। ভগবানের করুণা আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি বর্ষিত হয়, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির অন্তর দিব্যজ্ঞানজ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত থাকে,—মন্ত্রে এই সত্য প্রকটিত। পরবর্ত্তী অংশে প্রার্থনার ভাব সংসূচিত। 'মন্ত্রের জুহ্বা' এবং 'পতঙ্গান্' পদদ্বয় লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভাষ্যকার 'জুহ্বা' পদে 'হুতেন হবিষা' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন। অগ্নিতে আজ্যাদি আহুতি দিবার ভাবই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু আমাদের অর্থ হইয়াছে,—'অস্মাভিঃ প্রদত্তেন ভক্তিরূপেণ হবিষা'। ভক্ত ভগবানকে ভক্তি-সুধা প্রদান করিয়াই আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। সাধারণ অগ্নিতে গব্য-হবিঃ আহুতি প্রদান তাঁহার লক্ষ্য নহে। তাঁহার লক্ষ্য পারলৌকিক সুখসাধন। তাই ঐহিক বিত্তসম্পত্তি প্রাপ্তির জন্য তিনি লালয়িত নহেন। তাঁহার নিকট তৎসমুদায় অতি অকিঞ্চিৎকর। 'পতঙ্গান' পদের ভাব ভাষ্যের অনুসরণে 'পতনশীলান্' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি বটে; কিন্তু 'উল্কাঃ' পদের সহিত ঐ পদ অন্বিত হওয়ায় 'পতঙ্গান্' পদের ভাব হইয়াছে,—'আত্মোৎকর্ষশীলানাং জনানাং হৃদি পতনশীলান্ জ্বালরূপাণি তেজাংসি।' সদ্ভাবে মণ্ডিত হইয়া, ভগবৎপাদপদ্মে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদানে দিব্যদৃষ্টিলাভ সাধকের লক্ষ্য। আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণই দিব্যদৃষ্টিলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। বিশুদ্ধ নির্ম্মল অন্তঃকরণ জ্ঞানের আধার। সেই হৃদয়েই প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবান আবির্ভূত হইয়া থাকেন। দ্বিতীয় মন্ত্রে সেই দিব্যদৃষ্টি-লাভের প্রার্থনা প্রকাশিত, ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। তৃতীয় মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! দূরে অথবা নিকটে যে সকল শত্রু বর্ত্তমান, তাহাদিগকে আপনি পালন করুন।' 'দূরে' এবং 'অন্তি' পদদ্বয়ে আমরা বহিরন্তঃশত্রুর ভাব উপলব্ধি করি। প্রথমে সেই সকল শত্রুনাশের প্রার্থনা হইয়াছে, এখানে কিন্তু তাহাদিগকে পালন অর্থাৎ রক্ষা করিবার কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। পরস্পর-বিরোধী প্রার্থনা বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু একটু অভিনিবেশ-সহকারে বিচার করিলে এরূপ প্রার্থনারও সার্থকতা আছে।

আমরা মনে করি,—এ অতি উচ্চ ভাবের প্রার্থনা। দিব্যদৃষ্টি-প্রভাবে যখন সর্ব্বজীবে সমদর্শন-শক্তি লাভ হয়, তখনই এইরূপ প্রার্থনা করিবার সামর্থ্য আসে। তখনই বলিতে পারা যায়—'হে ভগবন্! শত্রুদিগকেও আপনি পালন করুন, রক্ষা করুন।' তখন শত্রুমিত্রে ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে,—তখন সর্ব্বত্রই ভগবানকে দর্শন করিবার সামর্থ জন্মিয়াছে; বুঝিতে হইবে। আত্মাই আত্মার বন্ধু, আবার আত্মাই আত্মার শত্রু। আত্মার দ্বারা মন বশীভূত হইলে আত্মাই আত্মার বন্ধু হয়; কিন্তু অজিতেন্দ্রিয় আত্মা শত্রুতাচরণ করে এবং নিত্যকাল শত্রুবৎ প্রবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ তাই গীতোপদেশে কহিয়াছেন,—

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ। আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ। অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥"

আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিরই এই অধিকার লাভ হয়। নচেৎ, যিনি আত্মবিমূঢ়, তাঁহার প্রার্থনা এরূপ হইতেই পারে না। তাই আমরা মনে করি, তৃতীয় মন্ত্রের এই অংশে সেই সর্ব্বত্র

সমদর্শনের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ভগবান আরও বলিয়াছেন,—"সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীন-মধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধি বিশিষ্যতে।" এরূপ তত্ত্বজ্ঞান, এরূপ সাধনা—কি সহজে অধিগত হয়? পাপ পুণ্য, সাধু অসাধু, শত্রু মিত্র, হিংসা অহিংসা, মধ্যস্থ দ্বেষ্য প্রভৃতি বিষয়ে যিনি সমবুদ্ধিবিশিষ্ট; তাঁহারই অন্তরে এইরূপ প্রার্থনা ফুটিয়া উঠে। এখানে যোগের চরম স্ফূর্ত্তির সূচিত। যোগযুক্তাত্মা হইয়া যাঁহার অন্তর ভগবানে যুক্ত হইয়াছে, এ সেই আত্ম-জ্ঞানসম্পন্ন স্থিতপ্রজ্ঞের উক্তি। যিনি এই চরম-যোগে যোগী হইয়াছেন, যিনি সাধনার এই সর্ব্বোচ্চ সোপানে অধিরোহণ করিয়াছেন; তিনি তাঁহার অন্তরের সদ্ভাবের দ্বারা পাপীকে পুণ্যবান করিয়া লয়েন, শত্রুকে মিত্রজ্ঞানে আলিঙ্গন করেন, অসাধুকে সাধু করিয়া তুলেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ শ্রীচৈতন্যের আদর্শ প্রকটিত করিতে পারি। তিনি তাঁহার অন্তরের সদ্ভাবাবলীর দ্বারা জগাই মাধাইএর ন্যায় অতি অকৃতি অভাজনকেও সংসার-সমুদ্র উত্তরণের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাহাদের দ্বারা প্রহৃত হইয়াও, মধুর হরিনামামৃত-দানে তাহাদিগকে ক্রোড়ে স্থান দিয়াছিলেন। এখানকার আদর্শ—সেই আদর্শ। এখানে সেই বিশ্ব-প্রীতির ভাব প্রকটিত। এখানে সেই উচ্চ যোগাঙ্গের—সেই উচ্চ আদর্শের অভিব্যক্তি। এখানে সেই সর্ব্বত্র সমদর্শনের পূর্ণজ্ঞানের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত।

চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রে সেই একইরূপ প্রার্থনা - শত্রুনাশে অন্তর নির্ম্মল করিয়া সদ্ভাবলাভের এবং জ্ঞানদৃষ্টি-সঞ্চারের কামনা সংসূচিত। প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—'হে ভগবন! আপনি আমার বহিরন্তঃশত্রু বিনাশ করিয়া আমাকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করুন এবং অন্তরে অধিষ্ঠিত হইয়া পরমধন বিধান করুন। এ হিসাবে মন্ত্রদ্বয় কামনামূলক। তবে এ কামনা—স্বতন্ত্র কামনা। এ কামনা—পার্থিব ধনৈশ্বর্য্যের কামনা নহে; এ কামনা—পুত্রকলত্রাদি-লাভের কামনা নহে; এ কামনা—ভোগলালসামূলক কামনা নহে। এ কামনা—বিত্ত-সম্পত্তির কামনা নহে। এ কামনা—ঐহিক সুখভোগের লালসামূলক নহে। এ কামনায় সংসারের আবিলতা নাই। এ কামনা—ভোগলালসা-কলুষিত নহে। এ কামনায় কলুষ-কলঙ্ক নাই। এ কামনার সহিত ঐহিক ভোগসুখ-লালসার বা বিত্ত-সম্পত্যাদির কোনও সংশ্রব নাই জড় অগ্নিমুখে আহুতিদানে ঐহিক কামনার লেশমাত্র নাই—এরূপ উক্তি প্রহেলিকাপূর্ণ বলিয়াই মনে হয়। যদি তাহাতে ঐহিক কামনার কোনও সংশ্রব না থাকিল, তবে সে কিরূপ কামনা! আমাদের মতে সে কামনা—আত্মায় আত্ম-সম্মিলনের কামনা; সে কামনা—পরমাত্মায় আত্মলীন করিবার বাসনা; সে কামনা—পরাগতি মুক্তি-লাভের আকুল আকাজ্ক্ষা; সে কামনা—সেই অম্লানকুসুমের মধুপান জন্য মনোমধুকরের প্রবল তৃষ্ণা। মানুষের কামনার অন্ত নাই; তাহার আকাঙ্ক্ষারও পরিসীমা নাই। সে যতই ধনাধিকারী হউক না কেন, তাহার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় কি? একটীর পর একটী, তার পর আর একটী—নিত্য নূতন কামনা, নিত্য নূতন নূতন আকাঙ্ক্ষা তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসে। মানুষ সেই আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা-সাধনে ব্যাকুল হয়; তাই দুঃখের পর দুঃখ আসিয়া তাহাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলে। কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য এক অভিন্ন। সকলেরই লক্ষ্য—মানুষের সকল কর্ম্মেরই একমাত্র উদ্দেশ্য—

সেই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি, সেই পরম সুখসাধন। কিন্তু তাহার দুঃখের অবসান হয় কি ? তাঁহার কামনা বাসনার নিবৃত্তি হয় কি ? একটী পর একটীর সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের উপর দুঃখ আসিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলে। নদীপ্রবাহ যেমন একটীর পর একটী, তার পর একটী—এইরূপ অবিচ্ছিন্নভাবে অবিরামগতিতে প্রবাহিত হইতেছে ; মহাসমুদ্রের তরঙ্গ যেমন একটীর পর একটী করিয়া তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে প্রধাবিত হইয়াছে ; পুরাতনের পর নূতন, নূতনের পর আবার নূতন ;—তাহার যেমন বিরাম দেখি না ; সেইরূপে দুঃখের পর দুঃখ—কামনার পর কামনা আসিয়া মানুষকে অভিভূত করিতেছে ; এক দুঃখের নিবৃত্তি হইতে না হইতেই নূতন দুঃখের নূতন নিষ্পেষণে সে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িতেছে। সংসারে যেমন দুঃখের অন্ত নাই ; সংসারীর তেমনি দুঃখ নিবৃত্তির চেষ্টারও পরিসীমা দেখি না। ফলতঃ, কামনা-বাসনাই সকল দুঃখের মূলীভূত ;—আশা-আকাঙ্ক্ষাই সকল দুঃখের আকর। আর তাহার মূল সেই অজ্ঞানতা—অন্তরের অন্তঃশত্রু লোভ মোহ কাম প্রভৃতি। সুতরাং কামনা-বাসনার ক্ষয় করিতে হইবে—আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করিতে হইবে। কিন্তু কিরূপে সে কামনার নিবৃত্তি হইতে পারে—কিরূপে সে বাসনার ক্ষয় সাধিত হয় ? শাস্ত্র বলিয়াছেন,—কর্ম্মের দ্বারা বাসনার ক্ষয় করিতে হইবে। যিনি বাসনা ও তৃষ্ণা বিরহিত হইয়া শ্রেয়ঃ কর্ম্ম-সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারই বাসনার ক্ষয় হইয়াছে ; তিনিই সুখলাভে সমর্থ হইয়াছেন। এক্ষণে সেই শ্রেয়ঃকর্ম্মের স্বরূপ কি তাহা বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রে কর্ম্মের বিবিধ স্তর-পর্য্যায় ও বিবিধ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই সকলের মধ্যে সেই কর্ম্মই শ্রেয়ঃ কর্ম্ম, যে কর্ম্মের দ্বারা জগতের হিতসাধন হয়,—ভগবান প্রীতিলাভ করেন। ভগবানের উদ্দেশ্যে বিহিত কর্ম্মই কর্ম্ম ;—সেই কর্ম্মই শ্রেয়ঃসাধক ;—সেই কর্ম্মেই অহংজ্ঞানের নাশ ;—সেই কর্ম্মেই দুঃখনিবৃত্তি ;—সেই কর্ম্মেই সুখসাধন ;—সেই কর্ম্মেই কামনার নিবৃত্তি ; - সেই কর্ম্মেই বাসনার অবসান ! ভগবৎ-কর্ম্ম-সাধনেই বিশুদ্ধ-জ্ঞানের উদয় হয়। ভগবানের কর্ম্ম করিতে করিতে, যখন অহংজ্ঞানের লোপ হয়, তখনই পুরুষার্থ-সাধনের সামর্থ্য আসে। ভগবানের অনুগ্রহে হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব দৈববলের সঞ্চার হয় ; কামনা-বাসনার মোহঘোর কাটিয়া যায় ; রিপুশত্রুগণ পলায়ন করে। হৃদয় অপূর্ব্ব আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তখনই ঐকান্তিকতা জন্মে, তখনই তাঁহার- প্রতি অনুরক্তি আসে। তখনই একৈকশরণ্যভাবে তাঁহাতে আশ্রয় লইতে পারা যায়। ফলতঃ, কর্ম্মপ্রভাবে জ্ঞানের উদয়ে সকল শত্রু বিনষ্ট হয় ;—এই ভাবই এখানে লক্ষীভূত। মোক্ষমার্গে কামাদি একমাত্র বৈরী। তাহাদিগের বিনাশেই সর্ব্বার্থসিদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান তাই শত্রুনির্দ্দেশে তাহার বধোপায়-বিধানে প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

"কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ। মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথা দর্শো মলেন চ। যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা। কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে। এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥
তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ। পাপ্মানং প্রজাহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্॥

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা। জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্॥"
অর্থাৎ,—মোক্ষমার্গে কামই একমাত্র শত্রু। অগ্নি যেমন ধূম দ্বারা, দর্পণ যেমন ময়লা দ্বারা, গর্ভ যেমন জরায়ু দ্বারা আবৃত হয়, আত্মজ্ঞান তেমনি কাম দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। জ্ঞানীর চিরশত্রু এই কামরূপ অপূরণীয় অগ্নির দ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে। ইন্দ্রিয় সকল মন ও বুদ্ধি ইহার অধিষ্ঠান। এই কাম ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহীকে বিমোহিত করে। অতএব হে ভরতর্ষভ! তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞান দ্বারা উভয়ের বিনাশক পাপরূপ এই কামকে জয় কর। দেহাদি অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ; ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ; মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি অপেক্ষা যিনি পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, তিনিই এই আত্মা। অতএব হে মহাবাহো! বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই আত্মাকে জানিয়া, আত্মা অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা আত্মাকে (মনকে) নিশ্চল করিয়া কামরূপ দুর্নিবার শত্রুকে জয় কর। অতএব বুঝা যাইতেছে,—আত্ম-জ্ঞান ভিন্ন দুর্জ্জয় বহিরন্তঃ-শত্রু বিনাশ সম্ভবপর নহে। মন্ত্রে ভগবানের নিকট সেই দিব্য-জ্ঞান লাভের প্রার্থনা এবং দিব্য-জ্ঞান লাভে শত্রু-নাশে মোক্ষ-রূপ পরাগতি লাভের কামনা প্রকাশ পাইয়াছে।

ষষ্ঠ মন্ত্রে ভগবানের করুণার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। পরমকারুণিক ভক্তবৎসল ভগবান করুণা-প্রকাশে ভক্তজনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন এবং শরণাগত ব্যক্তির ইহলৌকিক পারলৌকিক মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন,—মন্ত্র এই সত্য প্রকাশ করিতেছে। ভগবদনুগ্রহে মানুষের সৌভাগ্যোদয় হয়, মানুষ পরমাশ্রয় লাভ করিয়া থাকে—এ সত্যতত্ত্বও মন্ত্রে প্রকটিত হইয়াছে। একৈকশরণ্য হইয়া, ভক্তিভাবে যিনি তাঁহার অনুস্মরণ করেন, ভগবানের করুণা তাঁহার প্রতি স্বতঃসঞ্চারিত হয়। ভগবান তো স্বয়ংই বলিয়াছেন,—"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তা যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥" ভগবান বৈকুণ্ঠেও থাকিতে পারেন না। যোগিদিগের হৃদয়েও থাকেন না। ভক্তের হৃদয়েই তাঁহার অবস্থান। ভক্তের হৃদয়েই তিনি পূর্ণ প্রতিভাত। যাঁহারা ভক্ত, যাঁহারা সাধক, তাঁহারাই তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে পারেন; তাঁহারাই তাঁহার যথার্থ স্তুতিগানে সমর্থ হইয়া থাকেন। ভগবান বলিয়াছেন,—'মদ্ভক্তাঃ যান্তি মামপি' অর্থাৎ আমার ভক্তগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন অর্থাৎ আমি হইয়া যান। ভগবান আরও বলিয়াছেন,—

"যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥"

অর্থাৎ,—যাঁহারা একান্ত ভক্তিযোগের দ্বারা সমুদায় কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া আমাকে ধ্যান ও উপাসনা করেন, হে পার্থ, আমি মৃত্যুযুক্ত সংসার-সাগর হইতে শীঘ্রই আমাতে নিবেশিতচিত্ত তাঁহাদিগের উদ্ধার-কর্ত্তা হই। সুতরাং বেশ বুঝা যাইতেছে,— তদ্গতচিত্তে একৈকশরণ্য হইয়া পরব্রহ্মকে আশ্রয় করিতে পারিলে, পরমাশ্রয় প্রাপ্তি

ঘটে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'ঈবতে' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ,—'স্বগৃহং প্রতি গমনবতে।' এখানে 'গৃহ' বলিতে আমরা হৃদয়কেই লক্ষ্য করি। ভক্তহৃদয়ই ভগবানের একমাত্র আশ্রয়। এই ভাব হইতে আমরা 'ঈবতে' পদের অর্থ করিয়াছি,—"বিশ্বহিতসাধনায় শরণাগতানাং হৃদি গমনবতে।' বিশ্বের হিতসাধনে শরণাপন্ন ভক্তের হৃদয়ে গমনকারী। আর 'সুদিনানি' পদের সহিত সম্বন্ধ-রক্ষায় 'সুদিনানি' পদের অর্থ হইয়াছে,—'অভ্যুদয়কারণানি পরমমঙ্গলানি।' ভাব এই যে,—ভগবান ভক্তের হৃদয়ে গমন করিয়া, অর্থাৎ তাহার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া পরমমঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন। সপ্তম মন্ত্রেও ঐ একই ভাব পরিস্ফুট। মন্ত্রে শোভনা বুদ্ধি এবং সদ্ভাব সঞ্চয়ের সঙ্কল্প সূচিত। ষষ্ঠ ও সপ্তম মন্ত্র যেন পরস্পর-সম্বন্ধবিশিষ্ট। উভয়ত্রই ভাব সরল, প্রার্থনা সরল। মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদ দৃষ্টেই তাহা উপলব্ধ হইবে। ফলতঃ, একৈকশরণ্য হইয়া প্রীতি-সহকারে ভগবচ্চরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলে,—আত্মার আত্মসমর্পণে সমর্থ হইলে যে সংসার-বন্ধন টুটিয়া যায়, মন্ত্র সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে।

অষ্টম মন্ত্রে আত্মনিবেদনের ভাব পরিব্যক্ত। ভক্ত কহিতেছেন,—হে ভগবন্! আপনার গুণানুকীর্ত্তন ভিন্ন আমার রসনা যেন অন্য বাক্য উচ্চারণ না করে।' মন্ত্রের অন্তর্গত 'ইয়ং গীঃ তে সংজরতাং' অংশে এই ভাব পরিব্যক্ত বলিয়া মনে করি। মন্ত্রের প্রথমেই বলা হইয়াছে,— 'হে ভগবন্! আপনার উদ্দেশ্যে নিত্যকাল উচ্চারিত আমাদিগের স্তুতিরূপ বাক্য যেন আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যদিকে প্রধাবিত না হয়।' এতদুক্তিতে সেই ঐকান্তিকী ভক্তির—সেই আত্মনিবেদন মূলসূত্র পরিব্যক্ত। একমাত্র ভক্তি-প্রভাবেই সুকৃতি সঞ্চয় হয়—ভগবানের পরম প্রসাদ লাভ করিতে পারা যায়। ঐকান্তিকী ভক্তি ভিন্ন—আত্মনিবেদন ভিন্ন, কোনও অনুষ্ঠানই মানুষকে সেই পরমপদে পৌঁছাইতে পারে না। বিশ্বরূপ প্রদর্শন-প্রসঙ্গে শ্রীভগবান তাই অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেম্বিধোঽর্জ্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥"

অর্থাৎ,—'হে পরন্তপ! হে অর্জ্জুন! একমাত্র ভক্তির হেতুই জীব আমার এবম্বিধ যথার্থ রূপ দেখিতে সমর্থ হয়—জানিতে সমর্থ হয়। আমার এই রূপ দেখিতে পাইলে, আমার এইরূপ জানিতে পারিলে, আমাতে প্রবেশ করিয়া জীব আমাতে বিলীন হইতে পারে। ফলতঃ, ঐকান্তিকী ভক্তিই জীবের উদ্ধারের একমাত্র সহায়। যতক্ষণ না ঐকান্তিকী ভক্তির সঞ্চার হয়, ততক্ষণ কেহই তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব জানিতে পারে না। স্বরূপতত্ত্ব না জানিতে পারিলে, কেহই তাঁহাতে আত্ম-লীন হইতে সমর্থ হয় না। ঐকান্তিকী ভক্তির প্রভাবে আত্ম-নিবেদনের ফলে, মুক্তি যে আপনিই অধিগত হয়, শাস্ত্রে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। এই অনন্যা-ভক্তি কিরূপে লাভ হয়? যখন ফলাকাঙ্ক্ষা পরিশূন্য হইয়া সকল কর্ম্ম ভগবানে ন্যস্ত হইবে, তখনই অনন্যাভক্তি আসিবে—তখনই ভক্ত আত্ম-নিবেদনে সমর্থ হইবে। তখন সাধক কায়মনো-বাক্যে যাহা কিছু অনুষ্ঠান করিবেন, সকলই ভগবানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইবে। তখন, সেই ভাব আসিবে—সেই ভাবে মন-প্রাণ মাতোয়ারা হইবে,—তখন সেই ভাবে ভক্ত সাধক

"কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতঃ স্বভাবাৎ।
করোতি যৎ তৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ॥"

নারায়ণকে সকল কর্ম্ম সমর্পণ করিবেন। ভক্ত সাধক যাহা কিছু করিবেন, সকলই ভগবদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইবে।

তখন তাঁহার প্রার্থনাই হইবে,—

"প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্॥"

তখন তাঁহার একমাত্র কামনাই হইবে—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাং মর্দ্দনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥"

'চরণ ধরিয়া রহিলাম। কৃপা করিয়া আলিঙ্গন করিতে হয়, আলিঙ্গন কর; রাগান্বিত হইয়া পদদলিত করিতে হয়, পদদলন কর; দেখা দিতে হয়, দেখা দেও; অথবা অদর্শনে মর্ম্মাহত করিতে হয়, মর্ম্মাহত কর।' অর্থাৎ, যাঁহাতে তাঁহার সুখ, তাহাই আমার সুখসৌভাগ্য; তিনি আমার প্রাণনাথ প্রাণপতি; তিনি আমার পর নহেন।

এই ভাবই—অভেদ-ভাব; এই ভাবই—আত্ম-নিবেদন। এই ভাবেই পরাগতি মুক্তি লাভ হয়;—এই ভাবেই আত্মায় আত্মসম্মিলন ঘটে। মন্ত্রে এই আত্মনিবেদনের ভাবই পরিস্ফুট বলিয়া মনে করি। মন্ত্রের অন্তর্গত 'স্বশ্বাঃ' এবং 'সুরথাঃ' পদদ্বয়ে জ্ঞানভক্তিবিমিশ্র সৎকর্ম্ম অর্থ ব্যক্ত করে। কিন্তু ভাষ্যের ভাব অন্যরূপ। ভাষ্যেই তাহা পরিব্যক্ত। কর্ম্ম, জ্ঞান-ভক্তি-সমন্বিত হইলেই, সেই কর্ম্ম ভগবানকে সংবাহন করিয়া আনিতে সমর্থ হইয়া থাকে। তাই জ্ঞান-ভক্তি-সমন্বিত অন্তরে ভগবৎপ্রীতিকর কর্ম্মের সাধনায় ভগবৎসম্মিলনের সঙ্কল্প মন্ত্রে পরিব্যক্ত বলিয়া মনে করি। মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আপনার সমীপস্থ হইলাম; আত্মনিবেদন করিলাম। আপনি সুপ্রসন্ন হউন। ক্ষুদ্র হৃদয়-সিংহাসন পাতিয়া রাখিয়াছি; ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রস্তুত রহিয়াছে; আসুন—সেখানে আসিয়া আমার ভক্তির পূজা গ্রহণ করুন।'

আত্মোৎকর্ষসাধনশীল ব্যক্তি ভগবৎ-পূজায় সমর্থ হয়, সুতরাং আমরাও যেন আত্মোৎকর্ষ-সাধনে সমর্থ হই,—নবম মন্ত্রে এই সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রে 'দোষাবস্তঃ' পদ আছে। ঐ পদে সাধারণতঃ 'দিবারাত্রি' (দোষা—রাত্রি—বস্তঃ দিন) এই অর্থ গৃহীত হয়। কিন্তু ঋগ্বেদে 'দোষা' শব্দে রাত্রি এবং 'বস্তঃ' শব্দে প্রকাশমান্ অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সে অর্থে, যিনি রাত্রিতে প্রকাশমান্ অর্থাৎ অন্ধকারনাশক, তিনিই দোষাবস্তঃ। যিনি অন্ধকার নাশ করেন—কে তিনি? আর সে অন্ধকারই বা কি?—যে অন্ধকার নাশ করিবার জন্য সারা সংসার আকুলি-ব্যাকুলি কাঁদিয়া ফিরিতেছে! সে দোষা, সে রাত্রি, সে অন্ধকার—সে তো আমার সাধারণ দৃষ্টি-অবরোধকারী অন্ধকার নয়! সে যে আমার অন্তর্দৃষ্টি অবরোধকারী অজ্ঞান-অন্ধকার! আমরা মনে করি—মন্ত্রের এই 'দোষাবস্তঃ' পদে সেই অজ্ঞানান্ধকার-নাশের প্রসঙ্গই উত্থাপিত হইয়াছে। ভাব হইয়াছে,—'হে জ্যোতির্ম্ময়! তুমি জ্যোতীরূপে বিকাশ পাইয়া আমার এই অন্ধতমসাচ্ছন্ন হৃদয়ের নিবিড় অন্ধকার অপসারণ কর। তুমি যে 'দোযাবস্তঃ'! তুমি যে অজ্ঞানান্ধকার-নাশকারী! তুমি ভিন্ন অন্য আর কে আছে যে,

আমার এ হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিবে? সাধারণ অন্ধকার দূর করিতে হইলে, ক্ষুদ্র দীপালোকেও সে অন্ধকার কিয়ৎপরিমাণে বিদূরিত হইতে পারে। কিন্তু এ যে হৃদয়ের আঁধার! এ আঁধার তো সে পার্থিব দীপালোকে দূর হইবার নহে! তাই ডাকি—'দেব! তুমি 'দোষাবস্তঃ'! একবার আমার হৃদয়ে উদয় হও! আমার অজ্ঞান অন্ধকার দূর হউক। জ্ঞানালোকে হৃদয় উদ্ভাসিত কর।' তাই এখানকার প্রার্থনা এই বলিয়া মনে হয়,—'অন্ধকার হৃদয়ে প্রকাশমান্ আপনার অর্চ্চনা করিতে করিতে যেন আপনাতে লীন হইতে পারি।' মন্ত্রের অন্তর্গত 'ক্রীড়ন্তঃ', 'সুমনসঃ' এবং 'তস্থিবাংসঃ' পদত্রয়ে জ্ঞান ভক্তি এবং কর্ম্ম—তিনের সমবায় হইয়াছে বলিয়া মনে করি। 'তস্থিবাংসঃ' অর্থাৎ চিরসতর্ক, সদা-জাগরূক, প্রমাদপরিশূন্য। যাঁহারা সদা সৎকর্ম্মে রত, সর্ব্বদা ভগবানের কর্ম্মে লিপ্ত আছেন, কদাচ লক্ষ্যভ্রষ্ট হন না, 'তস্থি-বাংসঃ' পদে সেই কর্ম্মপ্রভাবে আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন স্থিতপ্রজ্ঞদিগকে বুঝাইতেছে। তাঁহারা আর কিরূপ? না—'সুমনসঃ' অর্থাৎ সদ্ভাবাদিসম্পন্ন শোভন-মনঃসমন্বিত; অর্থাৎ, সর্ব্বতোভাবে স্তুতিপরায়ণ, একনিষ্ঠ, পরম ভক্ত। আর তাঁহারা—'ক্রীড়ন্তঃ' অর্থাৎ জ্ঞানদীপ্ত; যাঁহাদের হৃদয় জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত—পরমানন্দলাভে নিত্য-তৃপ্ত, তাঁহারাই ক্রীড়ন্তঃ। ফলতঃ, জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি তিনই যাঁহাতে সম্যক্প্রকারে অন্বিত হইয়াছে, তিনিই ভগবৎ-তত্ত্ব প্রকাশে সমর্থ। এইরূপে, সর্ব্বপ্রকারে জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি-প্রভাবে স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়া, বিশ্বহিতসাধনে ভগবন্মাহাত্ম্য বিজ্ঞাপনের সঙ্কল্প যাঁহাদিগের মনে প্রকটিত হইয়াছে, তাঁহারাই অন্তরে অগ্নিকে দীপ্ত করিতে সমর্থ হয়েন। ভগবৎ-সক্রান্ত যে জ্ঞান, মহাপুরুষগণই হৃদয়ে হৃদয়ে সেই জ্ঞানালোক বিচ্ছুরণে সমর্থ হয়েন। মন্ত্রের প্রার্থনা এই যে,—'আমাদিগের হৃদয়ে হৃদয়ে সেই জ্ঞান প্রবেশ লাভ করুক; সেই জ্ঞানধনে ধনী হইয়া আত্মদৃষ্টিলাভে ভগবৎপূজায় আমরা যেন সমর্থ হই।'

দশম মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভগবানকে পাইতে হইলে, জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম—এই তিনের সম্মিলন-মার্গ ই শ্রেষ্ঠ, ইহাই মন্ত্রটী দেখাইতেছে। এই বিশ্বসংসারে মানুষ অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া হাবুডুবু খাইতেছে। ভগবানের দয়া না হইলে, ভগবানের জ্ঞানের সেই অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ তাহার হৃদয়ে বিচ্ছুরিত না হইলে, সে কি করিয়া তাহার গন্তব্য পথ বাছিয়া লইবে? কি করিয়া সে বিশ্বনিয়ন্তার উদ্দেশ্যে তাহার আত্ম-নিবেদন করিবে? শত কামনা, শত বাসনা, ইন্দ্রিয়ের শত প্রলোভন—কি করিয়া সে পরিত্যাগ করিবে? পুত্রস্নেহ, পত্নীপ্রেম, ভ্রাতৃবাৎসল্য—সকলের উপরও যে তাহার এক প্রধান স্পৃহনীয় বস্তু রহিয়াছে, তাহা সে কি করিয়া বুঝিবে? অজ্ঞানতা যে তাহার হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। তাই সর্ব্বাগ্রে চাই—হৃদয়ে জ্ঞানের পূর্ণ-বিকাশ। তাহা না হইলে—পাপ-জলধিতে আকণ্ঠনিমজ্জমান্ মানুষকে কে রক্ষা করিবে? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥"

অর্থাৎ, যদি সমুদায় পাপী হইতেও তুমি অধিক পাপী হও, তথাপি সমুদায় পাপ-রূপ সমুদ্র হইতে জ্ঞানপোত দ্বারাই সম্যগ্রূপে উত্তীর্ণ হইবে। আবার, হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষ হইলে, ভক্তি আপনা আপনিই আসে। কারণ, ভক্তি ভিন্ন যে মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়

না! ভগবানের প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তি না জন্মিলে যে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ বোঝা যায় না! তাই, ভগবানেরই অসীম করুণা-বলে জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির বিকাশ হইয়া থাকে; ভগবানকে পাইবার জন্য মানুষ পাগল হইয়া উঠে; তাঁহার সেই অপরূপ রূপসুধা পান করিবার জন্য, মনঃপ্রাণ তৃষিত হইয়া উঠে; তাঁহার সেই মধুর বাণী শ্রবণ করিবার জন্য, শ্রবণেন্দ্রিয় সর্ব্বদা উন্মুখ হইয়া থাকে; তাঁহার সেই পদ্মহস্তের সুশীতল স্পর্শ পাইবার জন্য দেহ রোমাঞ্চিত হইতে থাকে। তখনই মানবে ভাবাবেশ হয়। তখনই সে প্রতি মনুষ্যের ভিতর ভগবানের বিকাশ দেখিতে পায়। তখনই তাহার ভেদাভেদ জ্ঞান দূরীভূত হয়। তখনই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাহার কর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত হয়। তখনই সে বুঝিতে পারে—কর্ম্মই ব্রহ্ম, কর্ম্মই ভগবানের বিভূতি। এই ভাবে লোক যখন কর্ম্মের উন্নতস্তরে উপনীত হয়, কর্ম্মের রথে আরোহণ করিয়া ভগবানের স্বর্ণমন্দিরের সম্মুখীন হয়; তখনই ভগবান্ তাহাকে কোলে টানিয়া লন, তখনই ভক্ত ভগবানে লীন হন। ফলতঃ 'একৈক শরণ্য' হইয়া ভক্তিভাবে যে মানব সদা ভগবানের নিয়োজিত কর্ম্মে এবং তাঁহার উপাসনায় রত থাকে, সেই মানবই ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করতঃ মোক্ষ-প্রাপ্তির পথে অগ্রসর হইয়া থাকে। ইহাই এই মন্ত্রটীর তাৎপর্য্য।

একাদশ হইতে ষোড়শ মন্ত্র পর্য্যন্ত ছয়টী মন্ত্রে অভিনব প্রার্থনার ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। ভক্ত ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য প্রার্থনা করেন নাই। ভক্ত চান—আত্মোৎকর্ষলাভ; ভক্ত চান—তাঁহার হৃন্নিহিত কামক্রোধাদি রিপুসমূহকে বিনাশ করতঃ ভগবানের সামীপ্য-লাভ। তাই ভক্ত আকুল হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে ভগবন্! আমি যেন সৎকর্ম্মের প্রভাবে আমার হৃন্নিহিত শত্রুদিগকে বিনাশ করিতে পারি। আমি যেন তোমার কৃপাকণা লাভে বঞ্চিত না হই। আমি অধম, আমি পাপী; তুমি কৃপাপরবশ হইয়া আমার সমস্ত অজ্ঞানতা নাশ কর; আমার মোহবন্ধন ছিন্ন হউক। হে ভগবন্! আমি সর্ব্বান্তকরণে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি; তুমি আমার সমস্ত পাপকালিমা দূর করতঃ আমার হৃদয়ে জ্ঞানভক্তির পূর্ণ বিকাশ করিয়া দাও। আমি যেন তোমাকে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব অর্পণ করিতে পারি।' এই কয়টী মন্ত্রে ভক্ত-হৃদয়ের একটী নিখুঁত চিত্র পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ভক্ত যেন কাম-ক্রোধাদি রিপুগণের তাড়নায় অস্থির হইয়া উঠিয়া ভগবানের করুণা প্রার্থনা করিতেছেন। কারণ, তিনি জানেন—ভগবানের করুণা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। যদিও বিষয়-বাসনালিপ্ত লোকের নিকট সংসার বড়ই মনোরম বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ভক্তের নিকট এ সংসার বড় ভীষণ স্থান। চতুর্দ্দিকে প্রলোভন, চতুর্দ্দিকে বাসনা, চতুর্দ্দিকে কামনা। তার উপর, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ—রিপুসকল সদাই হৃদয়কে কুপথে চালিত করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছে;—সুখ-লালসার, বিষয়বৈভবের কত রঙ্গিন চিত্র লোকের চক্ষু সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেছে;—কত মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করিয়া লোককে পাপের পঙ্কিল জলে নিমজ্জিত করিবার জন্য চালিত করিতেছে;—কত আশা-মরীচিকায় লোককে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তিল তিল করিয়া তাহার হৃদয়ের ধনরত্ন অপহরণ করিতেছে! উদ্‌ভ্রান্ত সে, জ্ঞানহীন সে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। যখন জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইবে, যখন তাহার মোহ-ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবে, তখন সে বুঝিতে পারিবে—হৃদয়ের কি অমূল্য ধনই সে হারাইয়াছে! তাই, ভক্ত যিনি, তিনি পূর্ব্বাহ্ণেই কর্ম্মপ্রভাবে কাম-

ক্রোধাদি রিপুগণকে বিনাশ করিতে অগ্রসর হয়েন। কারণ, তিনি জানেন—ইন্দ্রিয়গণকে বশে আনয়ন করাই জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাজ, ইন্দ্রিয়-দমন দ্বারাই সম্পূর্ণ প্রজ্ঞা লাভ করা হয়; এবং প্রজ্ঞালাভ হইতেই ভগবানের প্রীতি উৎপাদন অতি সহজ হইয়া উঠে। গীতায় উক্ত হইয়াছে :—

"যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥
তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥"

ইন্দ্রিয়-সংযম ব্যতিরিকে স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া যায় না; অতএব, সাধনাবস্থায় এ বিষয়ে মহান্ প্রযত্ন কর্ত্তব্য। কেন না, প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণ মোক্ষে যত্নশীল বিবেকী পুরুষেরও মনকে বলপূর্ব্বক হরণ করে। যোগী সেই ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া আত্মপরায়ণ হইয়া অবস্থান করেন; যেহেতু ইন্দ্রিয়গণ যাহার বশীভূত থাকে, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। পূর্ব্বোক্ত বেদ মন্ত্র কয়েকতেও ভক্ত ইন্দ্রিয়দিগকে দমন-পূর্ব্বক হৃদয়ে জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ করিবার নিমিত্ত ভগবানকে প্রার্থনা করিতেছেন। ভক্ত চাহেন—তাঁহার হৃদয়-নিহিত ইন্দ্রিয়সকল যেন ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, হৃদয় যেন দিব্যজ্ঞানে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে; তাঁহার সমস্ত আত্মশক্তি যেন ভগবানের কর্ম্মে নিযুক্ত হয় এবং তিনি যেন এক মনে এক প্রাণে সেই বিশ্বনিয়ন্তার চরণে আত্মনিবেদন করিতে পারেন। এই আধ্যাত্মিক ভাবটীই এই কয়টী মন্ত্রে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সপ্তদশ মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক এবং ভগবানের মাহাত্ম্য-প্রকাশক। ভগবানের যে কি অপরিসীম প্রভাব, তিনি যে কি ভাবে হৃদয়ের সমস্ত কালিমা নাশ করেন, তাঁহার করুণা প্রভাবে অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন নয়নে কি ভাবে জ্ঞানের পূর্ণজ্যোতিঃ বিকশিত হইয়া উঠে, তাঁহার একটু করুণাবারি সিঞ্চনে কি ভাবে জন্মজন্মান্তরের পাপাচ্ছন্ন হৃদয়মরুতে ভক্তির বীজ উপ্ত হইয়া অঙ্কুরিত হইয়া উঠে,—তাহাই এই মন্ত্রটী প্রকাশ করিতেছে।

অষ্টাদশ মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। ভক্ত প্রার্থনা করিতেছেন—'হে ভগবন্! আমি মায়া-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আছি, সংসারের শত দাবদাহে ক্ষীণ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছি, বন্ধন মোচন করিবার শক্তি আমার নাই। তাই হে ভক্তবৎসল ভগবন্, তুমি আমার মায়াবন্ধন উন্মোচন করিয়া দাও।" প্রার্থনার ভাব এই যে, ভক্তের হৃদয়ে যেন দিব্যজ্ঞানের উন্মেষ হয়, এবং এই দিব্যজ্ঞান প্রভাবে যেন তিনি মায়ার মোহপাশ ছিন্ন করিতে সক্ষম হন। এই মন্ত্রটীতে জ্ঞানই যে সকল ধর্ম্মকর্ম্মের মূল, তাহাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

———○———

ওঁ

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ-সংহিতা।

প্রথম খণ্ডের মন্ত্র-সূচী।

অ।

—:•:—

আ।

উ।

—ঃ০ঃ—

ঊ।

ঋ।

এ।

ছ।

জ।

ত।

দ।

—:*:—

ধ।

ভ।

ম।

য।

র।

শ।

স।

—•—

শ্রীশ্রীহরিঃ—শরণং

কৌলীন্যভূষণোপেত উপাধি-লাহিড়ী-যুতঃ।
শাণ্ডিল্যবংশসম্ভূতো রামমোহনজো দ্বিজঃ॥
বর্দ্ধমানাখ্য-জেলায়াং গ্রামে রামচন্দ্রপুরে।
আসীৎ সুধীঃ সুধারামঃ সর্ব্বেষাং প্রীতিসাধকঃ॥
দুর্গাদাসঃ সুতস্তস্য সাহিত্যগতজীবনঃ।
বসতি স্বগণৈঃ সহ হাওড়া-সহরেঽধুনা॥
'পৃথিবীর ইতিহাস' ইতি খ্যাতো গ্রন্থস্তস্য।
সুধীনাং তৃপ্তিসাধকঃ সত্যতত্ত্বপ্রকাশকঃ॥
ব্যাখ্যায়াং চতুর্ব্বেদস্য সম্প্রতি স রতো ভবেৎ।
কৃপয়া জ্ঞানদেবস্য সিদ্ধির্ভবতু শাশ্বতী॥
মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ভূত্বা অজ্ঞাননাশিনী।
জ্ঞানালোকপ্রদা ভূয়াৎ সর্ব্বেষামন্তরে সদা॥

হাওড়া-সহরস্থে 'পৃথিবীর ইতিহাস'-মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ-লাহিড়ী-শর্ম্মণা মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

